ঊনবিংশতি সংহিতা।

(অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশন, অঙ্গির, যম,
আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি,
পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত,
দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও
বসিষ্ঠ-সংহিতা)

বঙ্গানুবাদ।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১২৯৬।

অত্রিসংহিতা।

মহর্ষি ভগবদত্রি-প্রণীত।

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

অত্রিসংহিতা।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

হুতাগ্নিহোত্রমাসীনমত্রিং বেদবিদাং বরম্।
সর্ব্বশাস্ত্রবিধিজ্ঞাতমৃষিভিশ্চ নমস্কৃতম্ ॥ ১
নমস্কৃত্য চ তে সর্ব্বইদং বচনমব্রুবন্।
হিতার্থং সর্ব্বলোকানাং ভগবন্! কথয়স্ব নঃ ॥২

অত্রিরুবাচ।

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা! যন্মাং পৃচ্ছথ সংশয়ম্।
তৎ সর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ॥ ৩
সর্ব্বতীর্থান্যুপস্পৃশ্য সর্ব্বান্ দেবান্ প্রণম্য চ।
জপ্তা সূক্তানি সর্ব্বশাস্ত্রানুসারতঃ ॥ ৪
সর্ব্বপাপহরং নিত্যং সর্ব্বসংশয়নাশনম্।
চতুর্ণামপি বর্ণানামত্রিঃ শাস্ত্রমকল্পয়ৎ ॥ ৫
যে চ পাপকৃতো লোকে যে চান্যে ধর্ম্মদূষকাঃ
সর্ব্বে পাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে শ্রুত্বেদং শাস্ত্রমুত্তমম্ ॥৬
তস্মাদিদং বেদবিদ্ভিরধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সদ্বৃত্তেভ্যশ্চ ধর্ম্মতঃ ॥ ৭
অকুলীনে হ্যসদ্বৃত্তে জড়ে শূদ্রে শঠে দ্বিজে।
এতেষ্বেব ন দাতব্যমিদং শাস্ত্রং দ্বিজোত্তমৈঃ ॥৮
একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা হ্যনৃণী ভবেৎ ॥৯
একাক্ষরং প্রদাতারং যো গুরুং নাভিমন্যতে।
শুনাং যোনিশতং গত্বা চাণ্ডালেষ্বপি জায়তে ॥১০
বেদং গৃহীত্বা যঃ কশ্চিচ্ছাস্ত্রঞ্চৈবাবমন্যতে।
স সদ্যঃ পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্ ॥১১
স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণা দূরে সন্তোঽপি মানবাঃ।
প্রিয়া ভবন্তি লোকস্য স্বে স্বে কর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ ॥১২
কর্ম্ম বিপ্রস্য যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ যাজনঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ ॥ ১৩
ক্ষত্রিয়স্যাপি যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
শস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ ॥ ১৪
দানমধ্যয়নং বাপি যজনঞ্চেতি বৈ বিশঃ।
শূদ্রস্য বার্ত্তা শুশ্রূষা দ্বিজানাং কারুকর্ম্ম চ ॥ ১৫
মত্যৈষ ধর্ম্মোঽভিহিতঃ সংস্থিতা যত্র বর্ণিনঃ।
বহুমানমিহ প্রাপ্য প্রযান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৬
যে ত্যক্তারং স্বধর্ম্মস্য পরধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাং শাস্তিকরো রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে ১৭
আত্মীয়ে সংস্থিতো ধর্ম্মে শূদ্রোঽপি স্বর্গমশ্নুতে।
পরধর্ম্মো ভবেত্ত্যাজ্যঃ সুরূপপরদারবৎ ॥ ১৮
বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপহোমপরশ্চ যঃ।
ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চ বৈ জলম্ ১৯
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ তথাঽবিক্রেয়বিক্রয়ঃ।
যাজ্যং চতুর্ভিরপ্যেতৈঃ ক্ষত্রবিট্পতনং স্মৃতম্ ।২০
সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥২১
অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ ।২২
বিদ্বদ্ভোজ্যমবিদ্বাংসো যেষু রাষ্ট্রেষু ভুঞ্জতে।
তেঽপ্যনাবৃষ্টিমিচ্ছন্তি মহদ্বা জায়তে ভয়ম্ ॥২৩
ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদান্।
তত্র বর্ষতি পর্জন্যো যত্রৈতান্ পূজয়েন্নৃপঃ ॥২৪
ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো বেদা আশ্রমাশ্চ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ
এতেষাং রক্ষণার্থায় সংসৃষ্টা ব্রাহ্মণাঃ পুরা ॥ ২৫
উভে সন্ধ্যে সমাধায় মৌনং কুর্ব্বন্তি তে দ্বিজাঃ।
দিব্যবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২৬
য এবং কুরুতে রাজা গুণদোষপরীক্ষণম্।
যশঃ স্বর্গং নৃপত্বঞ্চ পুনঃ কোষং সমৃদ্ধয়েৎ ॥২৭

দুষ্টস্য দণ্ডঃ সুজনস্য পূজা
ন্যায়েন কোষস্য চ সংপ্রবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোঽর্থিষু রাষ্ট্ররক্ষা
পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাম্ ॥ ২৮

যৎ প্রজাপালনে পুণ্যং প্রাপ্নুবন্তীহ পার্থিবাঃ।
ন তু ক্রতুসহস্রেণ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২৯
অলাভে দেবখাতানাং হ্রদেষু চ সরঃসু চ।
উদ্ধৃত্য চতুরঃ পিণ্ডান্ পারকে স্নানমাচরেৎ॥৩০
বসাশুক্রমসৃঙ্ মজ্জা মূত্রবিট্ কর্ণবিন্নখাঃ।
শ্লেষ্মাস্থি দূষিকাঃ স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ
ষণ্ণাং ষণ্ণাং ক্রমেণৈব শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ।
মৃদ্বারিভিশ্চ পূর্ব্বেষামুত্তরেষান্তু বারিণা॥ ৩২
শৌচমঙ্গলনায়াসা অনসূয়াঽস্পৃহা দমঃ।
লক্ষণানি চ বিপ্রস্য তথা দানং দয়াপি চ॥ ৩৩
ন গুণান্ গুণিনো হন্তি স্তৌতি চান্যান্ গুণানপি
ন হসেচ্চান্যদোষাংশ্চ সানসূয়া প্রকীর্ত্তিতা॥৩৪
অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
আচারেষু ব্যবস্থানং শৌচমিত্যভিধীয়তে॥ ৩৫
প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তবিবর্জ্জনম্।
এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তমৃষিভির্ধর্ম্মদর্শিভিঃ॥ ৩৬
শরীরং পীড্যতে যেন শুভেন হ্যশুভেন বা।
অত্যন্তং তন্ন কুর্ব্বীত অনায়াসঃ স উচ্যতে॥ ৩৭
যথোৎপন্নেন কর্ত্তব্যং সন্তোষঃ সর্ব্ববস্তুষু।
ন স্পৃহেৎ পরদারেষু সাঽস্পৃহা পরিকীর্ত্তিতা॥৩৮
বাহ্যমাধ্যাত্মিকং বাপি দুঃখমুৎপাদ্যতেঽপরৈঃ।
ন কুপ্যতি ন চাহন্তি দমইত্যভিধীয়তে॥ ৩৯
অহন্যহনি দাতব্যমদীনেনান্তরাত্মনা।
স্তোকাদপি প্রযত্নেন দানমিত্যভিধীয়তে॥৪০
পরস্মিন্ বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্যে রিপৌ তথা।
আত্মবদ্বর্ত্তিতব্যং হি দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥ ৪১
যশ্চৈতৈর্লক্ষণৈর্যুক্তো গৃহস্থোঽপি ভবেদ্দ্বিজঃ।
স গচ্ছতি পরং স্থানং জায়তে নেহ বৈ পুনঃ ৪২
অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ(ঞ্চ) ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ৪৩
বাপীকূপতড়াগাদিদেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥ ৪৪
ইষ্টং পূর্ত্তং প্রকর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তেন মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥৪৫
ইষ্টাপূর্ত্তৌ দ্বিজাতীনাং সামান্যৌ ধর্ম্মসাধনৌ।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে ন বৈদিকে॥৪৬
যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্৪৭
আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যমহিংসা দানমার্জবম্।
প্রীতিঃ প্রসাদো মাধুর্য্যং মার্দবঞ্চ যমা দশ॥ ৪৮
শৌচমিজ্যা তপো দানং স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ।
ব্রতমৌনোপবাসাশ্চ স্নানঞ্চ নিয়মা দশ॥ ৪৯
প্রতিকৃতিং কুশময়ীং তীর্থবারিষু মজ্জয়েৎ।
যমুদ্দিশ্য নিমজ্জেত অষ্টভাগং লভেত সঃ॥ ৫০
মাতরং পিতরং বাপি ভ্রাতরং সুহৃদং গুরুম্।
যমুদ্দিশ্য নিমজ্জেত দ্বাদশাংশফলং লভেৎ॥ ৫১
অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্র-প্রতিনিধিঃ সদা।
পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্যস্মাত্তস্মাৎ প্রযত্নতঃ॥ ৫২
পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চ জীবতো মুখম্।
ঋণমস্মিন্ সংনয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ ৫৩
জাতমাত্রেণ পুত্রেণ পিতৃণামনৃণী পিতা।
তদহ্নি শুদ্ধিমাপ্নোতি নরকাত্রায়তে হি সঃ॥৫৪
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজতে চাশ্বমেধঞ্চ নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥ ৫৫
কাঙ্ক্ষন্তি পিতরঃ সর্ব্বে নরকান্তরভীরবঃ।
গয়াং যাস্যতি যঃ পুত্রঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥৫৬
ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরম্।
গয়াশীর্ষং পদাক্রম্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৫৭
মহানদীমুপস্পৃশ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ।৫৮
শঙ্কাস্থানে সমুৎপন্নে ভক্ষ্যভোগবিবর্জিতে।
আহারশুদ্ধিং বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥ ৫৯
অক্ষারলবণং ভৈক্ষ্যং পিবেদ্ব্রাহ্মীং সুবর্চ্চসম্।
ত্রিরাত্রং শঙ্খপুষ্পীং বা ব্রাহ্মণঃ পয়সা সহ॥ ৬০
মদ্যভাণ্ডাদ্দ্বিজঃ কশ্চিদজ্ঞানাৎ পিবতে জলম্।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তস্য মুচ্যতে কেন কর্ম্মণা॥৬১
পলাশবিল্বপত্রাণি কুশান্ পদ্মান্যুড়ুম্বরম্।
ক্বাথয়িত্বা পিবেদাপস্ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধ্যতি॥ ৬২
সায়ং প্রাতস্তু যঃ সন্ধ্যাং প্রমাদাদ্বিক্রমেৎ সকৃৎ
গায়ত্র্যাস্তু সহস্রং হি জপেৎ স্নাত্বা সমাহিতঃ ৬৩
শোকাক্রান্তোঽথ বা শ্রান্তঃ স্থিতঃ স্নানজপাদ্বহিঃ
ব্রহ্মকূর্চ্চং চরেদ্ভক্ত্যা দানং দত্ত্বা বিশুদ্ধ্যতি॥৬৪
গবাং শৃঙ্গোদকে স্নাত্বা মহানদ্যাপসঙ্গমে।
সমুদ্রদর্শনেনৈব ব্যালদষ্টঃ শুচির্ভবেৎ॥ ৬৫
বৃকশ্বানশৃগালৈস্তু যদি দষ্টশ্চ ব্রাহ্মণঃ।
হিরণ্যোদকসংমিশ্রং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি॥৬৬
ব্রাহ্মণী তু শুনা দষ্টা জম্বুকেন বৃকেন বা।
উদিতং গ্রহনক্ষত্রং দৃষ্ট্বা সদ্যঃ শুচির্ভবেৎ॥ ৬৭
স ব্রতশ্চ শুনা দষ্টস্ত্রিরাত্রমুপবাসয়েৎ।
সঘৃতং যাবকং প্রাশ্য ব্রতশেষং সমাপয়েৎ॥ ৬৮

মোহাৎ প্রমাদাৎ সংলোভাদ্‌ব্রতভঙ্গং তু কারয়েৎ।
ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধ্যেত পুনরেব ব্রতী ভবেৎ॥ ৬৯
ব্রাহ্মণান্নং যদুচ্ছিষ্টমশ্নাত্যজ্ঞানতো দ্বিজঃ।
দিনদ্বয়ং তু গায়ত্র্যা জপং কৃত্বা বিশুদ্ধ্যতি॥ ৭০
ক্ষত্রিয়ান্নং যদুচ্ছিষ্টমশ্নাত্যজ্ঞানতো দ্বিজঃ।
ত্রিরাত্রেণ ভবেচ্ছুদ্ধির্যথা ক্ষত্রে তথা বিশি॥ ৭১
অভোজ্যান্নং তথা ভুক্ত্বা স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টমেব বা।
জগ্ধ্বা মাংসমভক্ষ্যন্তু সপ্তরাত্রং যবান্ পিবেৎ ৭২
শুনা চৈব তু সংস্পৃষ্টস্তস্য স্নানং বিধীয়তে।
তদুচ্ছিষ্টন্তু সংপ্রাশ্য ষণ্মাসান্ কৃচ্ছ্রমাচরেৎ॥ ৭৩
অসংস্পৃষ্টেন সংস্পৃষ্টঃ স্নানং তেন বিধীয়তে।
তস্য চোচ্ছিষ্টমশ্নীয়াৎ ষণ্মাসান্ কৃচ্ছ্রমাচরেৎ ৭৪
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাসংস্পৃষ্টমেব চ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥ ৭৫
বপনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষচর্য্যব্রতানি চ।
নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃ সংস্কারকর্ম্মণি॥ ৭৬
গৃহশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি অন্তঃস্থশবদূষিতাম্।
প্রায়োজ্যং মৃণ্ময়ং ভাণ্ডং সিদ্ধমন্নং তথৈব চ॥ ৭৭
গৃহান্নিষ্ক্রম্য তৎসর্ব্বং গোময়েনোপলেপয়েৎ।
গোময়েনোপলিপ্যাথ ছাগেনাঘ্রাপয়েৎ পুনঃ॥ ৭৮
ব্রাহ্মৈর্ম্মন্ত্রৈস্তু পূতন্তু হিরণ্যকুশবারিভিঃ।
তৈরেবাভ্যুক্ষ্য তদ্বেশ্ম শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭৯
রাজান্ত্যৈঃ শ্বপচৈর্ব্বাপি বলাদ্বিচালিতো দ্বিজঃ।
পুনঃ কুর্ব্বীত সংস্কারং পশ্চাৎ কৃচ্ছ্রত্রয়ঞ্চরেৎ॥ ৮০
শুনা চৈব তু সংস্পৃষ্টস্তস্য স্নানং বিধীয়তে।
তদুচ্ছিষ্টন্তু সংপ্রাশ্য যত্নেন কৃচ্ছ্রমাচরেৎ॥ ৮১
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সূতকস্য বিনির্ণয়ম্।
প্রায়শ্চিত্তং পুনশ্চৈব কথয়িষ্যাম্যতঃ পরম্॥ ৮২
একাহাচ্ছুদ্ধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু নির্গুণো দশভির্দ্দিনৈঃ ৮৩
ব্রতিনঃ শাস্ত্রপূতস্য আহিতাগ্নেস্তথৈব চ।
রাজ্ঞস্তু সূতকং নাস্তি যস্য চেচ্ছতি ব্রাহ্মণঃ॥ ৮৪
ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি॥ ৮৫
সপিণ্ডানান্তু সর্ব্বেষাং গোত্রজঃ সাপ্তপৌরুষঃ।
পিণ্ডাশ্চোদকদানঞ্চ শাবাশৌচং তথানুগম্॥ ৮৬
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ ষড়হঃ পঞ্চমে তথা।
ষষ্ঠে চৈব ত্রিরাত্রং স্যাৎ সপ্তমে দ্ব্যহমেব বা ৮৭
অষ্টমে দিনমেকন্তু নবমে প্রহরদ্বয়ম্।
দশমে স্নানমাত্রেণ সূতকে তু শুচির্ভবেৎ॥ ৮৮

মৃতসূতকে তু দাসীনাং পত্নীনাঞ্চানুলোমিনাম্।
স্বামিতুল্যং ভবেচ্ছৌচং মৃতে স্বামিনি যৌনিকম্ ৮৯
শবস্পৃষ্টতৃতীয়স্তু সচেলঃ স্নানমাচরেৎ।
চতুর্থে সপ্তভৈক্ষ্যং স্যাদেষ শাববিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৯০
একত্র সংস্থিতানান্তু মাতৄণামেকভোজিনাম্।
স্বামিতুল্যং ভবেচ্ছৌচং বিভক্তানাং পৃথক্ পৃথক্ ৯১
উষ্ট্রীক্ষীরমবীক্ষীরং যচ্চান্নং মৃতসূতকে।
পাচকান্নং নবশ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥ ৯২
সূতকান্নমধর্ম্মায় যস্তু প্রাশ্নাতি মানবঃ।
ত্রিরাত্রমুপবাসঃ স্যাদেকরাত্রং জলে বসেৎ॥ ৯৩
মহাযজ্ঞবিধানস্তু ন কুর্য্যান্মৃতজন্মনি।
হোমং তত্র প্রকুর্ব্বীত শুষ্কান্নেন ফলেন বা॥ ৯৪
বালস্ত্বন্তর্দশাহে তু পঞ্চত্বং যদি গচ্ছতি।
সদ্য এব বিশুদ্ধিঃ স্যান্ন প্রেতং নৈব সূতকম্॥ ৯৫
কৃতচূড়স্তু কুর্ব্বীত উদকং পিণ্ডমেব চ।
স্বধাকারং প্রকুর্ব্বীত নামোচ্চারণমেব চ॥ ৯৬
ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈবং মন্ত্রে পূর্ব্বকৃতে তথা।
যজ্ঞে বিবাহকালে চ সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥ ৯৭
বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরামৃতসূতকে।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতার্থস্য ন দোষশ্চাত্রিরব্রবীৎ॥ ৯৮
মৃতসংজননাদূর্দ্ধ্বং সূতকাদৌ বিধীয়তে।
স্পর্শনাচমনাচ্ছুদ্ধিঃ সূতিকাঞ্চেন্ন সংস্পৃশেৎ॥ ৯৯
পঞ্চমেঽহনি বিজ্ঞেয়ঃ সংস্পর্শঃ ক্ষত্রিয়স্য তু।
সপ্তমেঽহনি বৈশ্যস্য বিজ্ঞেয়ং স্পর্শনং বুধৈঃ ১০০
দশমেঽহনি শূদ্রস্য কর্ত্তব্যং স্পর্শনং বুধৈঃ।
মাসেনৈবাত্মশুদ্ধিঃ স্যাৎ সূতকে মৃতকে তথা ১০১
ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ॥ ১০২
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
স্বাধ্যায়ব্রতহীনস্য সততং সূতকং ভবেৎ॥ ১০৩
দ্বে কৃচ্ছ্রে পরিবিত্তেস্তু কন্যায়াঃ কৃচ্ছ্রমেব চ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং দাতুঃ স্যাদ্ধোতুঃ সান্তপনং স্মৃতম্ ১০৪
কুব্জবামনষণ্ডেষু গদ্গদেষু জড়েষু চ।
জাত্যন্ধবধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে॥ ১০৫
ক্লীবে দেশান্তরস্থে চ পতিতে ব্রজিতেঽপি বা।
যোগশাস্ত্রাভিযুক্তে চ ন দোষঃ পরিবেদনে॥ ১০৬
পিতা পিতামহো যস্য অগ্রজো বাপি কস্যচিৎ।
নাগ্নিহোত্রাধিকারোঽস্তি ন দোষঃ পরিবেদনে ১০৭
ভার্য্যামরণপক্ষে বা দেশান্তরগতেঽপি বা।
অধিকারী ভবেৎ তত্র তথা পাতকসংযুতে॥ ১০৮

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈবকারয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা ॥ ১০৯
নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দন্তি ন বেদা ন তপাংসি চ।
নচ শ্রাদ্ধং কনিষ্ঠোবৈ বিনা চৈবাভ্যনুজ্ঞয়া ॥১১০
তস্মাদ্ধর্ম্মং সদা কুর্য্যাচ্ছ্রুতিস্মৃত্যুদিতঞ্চ যৎ।
নিত্যং নৈমিত্তিকংকাম্যং যচ্চ স্বর্গস্যসাধনম্১১২
একৈকং বর্দ্ধয়েন্নিত্যং শুক্লে কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ।
অমাবাস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণোবিধিঃ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং পূর্ব্বৈর্ম্মহাপাতকনাশনম্।১১২
বেদাভ্যাসরতং ক্ষান্তং মহাযজ্ঞক্রিয়াপরম্।
ন স্পৃশন্তীহ পাপানি মহাপাতকজান্যপি ॥ ১১৩
বায়ুভক্ষো দিবা তিষ্ঠেদ্রাত্রিঞ্চৈবাপ্সু সূর্য্যদৃক্।
জপ্ত্বা সহস্রং গায়ত্র্যাঃ শুদ্ধির্ব্রহ্মবধাদৃতে ॥ ১১৪
পদ্মোড়ুম্বরবিল্বৈশ্চ কুশোঽশ্বত্থপলাশয়োঃ।
এতেষামুদকং পীত্বা পর্ণকৃচ্ছ্রস্তুদুচ্যতে ॥ ১১৫
পঞ্চগোব্যঞ্চ গোক্ষীরদধিমূত্রশকৃদ্ঘৃতম্।
জগ্ধ্বা পরেঽহ্ন্যুপবসেদেষ সান্তপনো বিধিঃ॥১১৬
পৃথক্সান্তপনৈর্দ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসকঃ।
সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনং স্মৃতম্।১১৭

ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহং প্রাত-
স্ত্র্যহং ভুঙ্‌ক্তে হ্যযাচিতম্।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ
প্রাজাপত্যোবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১১৮

সায়ং তু দ্বাদশ গ্রাসাঃ প্রাতঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ।
অযাচিতে চতুর্ব্বিংশঃ পরেঽহ্ন্যনশনং স্মৃতম্।১১৯
একৈকং গ্রাস মশ্নীয়াৎ ত্র্যহাণিত্রীণি পূর্ব্ববৎ।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াদতিকৃচ্ছ্রং তদুচ্যতে ॥ ১২০
কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণং স্যাদ্‌যাবদ্‌যস্য মুখং বিশেৎ।
এতদ্‌গ্রাসং বিজানীয়াচ্ছুদ্ধ্যর্থং কায়শোধনম্॥১২১
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পিবেৎ পয়ঃ।
ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতংপীত্বা বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥ ১২২
ষট্‌পলানি পিবেদাপস্ত্রিপলং তু পয়ঃ পিবেৎ।
পলমেকন্তু বৈ সর্পিস্তপ্তকৃচ্ছ্রং বিধীয়তে ॥ ১২৩

দধ্না চ ত্রিদিনংভুঙ্‌ক্তে
ত্র্যহং ভুঙ্‌ক্তে চ সর্পিষা।
ক্ষীরেণ তু ত্র্যহং ভুঙ্‌ক্তে
বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥ ১২৪

ত্রিপলং দধিক্ষীরেণ পলমেকং তু সর্পিষা।
এতদেব ব্রতং পুণ্যং বৈদিকং কৃচ্ছ্রমুচ্যতে ॥১২৫
একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।
উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১২৬
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসানেকবিংশতিম্।
দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২৭
পিণ্যাকদধিশক্তূনাং গ্রাসশ্চ প্রতিবাসরম্।
একৈকমুপবাসঃস্যাৎ সৌম্যকৃচ্ছ্রঃপ্রকীর্ত্তিতঃ১২৮
এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকস্য যথাক্রমম্।
তুলাপুরুষইত্যেষ জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহিকঃ ॥ ১২৯
কপিলাগোস্তু দুগ্ধায়া ধারোষ্ণং যৎপয়ঃ পিবেৎ।
এষ ব্যাসকৃতঃ কৃচ্ছ্রঃ শ্বপাকমপি শোধয়েৎ ॥১৩০
নিশায়াং ভোজনঞ্চৈব তজ্জ্ঞেয়ং নক্তমেব তু।
অনাদিষ্টেষু পাপেষু চান্দ্রায়ণ মথোদিতম্। ১৩১
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টৈর্দ্বিগুণদক্ষিণৈঃ।
যৎফলং সমবাপ্নোতি তথা কৃচ্ছ্রৈস্তপোধনঃ।১৩২
বেদাভ্যাসরতঃ ক্ষান্তো ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যবেক্ষয়েৎ।
শৌচাচারসমাযুক্তো গৃহস্থোঽপি হি মুচ্যতে ॥১৩৩
উক্তমেতদ্দ্বিজাতীনাং মহর্ষে! শ্রূয়তামিতি।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি স্ত্রীশূদ্রপতনানি চ ॥ ১৩৪
জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্ ॥ ১৩৫
জীবদ্ভর্ত্তরি যা নারী উপোষ্য ব্রতচারিণী।
আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তুঃ সা নারী নরকং ব্রজেৎ১৩৬
তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।
শঙ্করস্যাপি বিষ্ণোর্ব্বা প্রযাতি পরমং পদম্।১৩৭
জীবদ্ভর্ত্তরি বামাঙ্গী মৃতে বাপি স দক্ষিণঃ।
শ্রাদ্ধে যজ্ঞে বিবাহে চ পত্নী দক্ষিণতঃ সদা ॥১৩৮
সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চতথাগ্নিরাঃ
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যং মেধ্যংবৈযোষিতাং সদা১৩৯
জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজউচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ॥১৪০
বেদশাস্ত্রাণ্যধীতে যঃ শাস্ত্রার্থঞ্চ নিষেবতে।
তদাসৌ বেদবিৎ প্রোক্তো বচনন্তস্য পাবনম্ ১৪১
একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যংব্যবস্যেদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
স জ্ঞেয়ঃ পরমো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামযুতাযুতৈঃ ১৪২
পাবকাইব দীপ্যন্তে জপহোমৈর্দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রতিগ্রহেণ নশ্যন্তি বারিণা ইব পাবকঃ ॥ ১৪৩
তান্‌প্রতিগ্রহজান্ দোষান্ প্রাণায়ামৈর্দ্বিজোত্তমাঃ
উৎসাদয়ন্তি বিদ্বাংসো বায়ুর্মেঘানিবাম্বরে। ১৪৪
ভুক্ত্বাচম্য যদা বিপ্র আর্দ্রপাণিস্তু তিষ্ঠতি।
লক্ষ্মীর্বলং যশস্তেজ আয়ুশ্চৈব প্রহীয়তে ॥ ১৪৫
যস্তু ভোজনশালায়ামাসনস্থউপস্পৃশেৎ।

তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ।১৪৬
পাত্রোপরিস্থিতং পাত্রং যঃ সংস্থাপ্য উপস্পৃশেৎ।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ১৪৭
হস্তং প্রক্ষাল্য যস্তাপঃ পিবেদ্ভুক্ত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
তদন্নমসুরৈর্ভুক্তং নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥১৪৮
নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রং নাস্তি মাতুঃ পরো গুরুঃ
নাস্তি দানাৎ পরং মিত্রমিহ লোকে পরত্র চ।
অপাত্রে হ্যপি যদ্দত্তং দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥১৪৯
হব্যং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কব্যঞ্চ পিতরস্তথা ॥
আয়সেন তু পাত্রেণ যদন্নমুপদীয়তে।
অন্নংবিষ্ঠাসমং ভোক্তুর্দাতা চ নরকং ব্রজেৎ ॥১৫০
ইতরেণ তু পাত্রেণ দীয়মানং বিচক্ষণঃ।
ন দদ্যাদ্বামহস্তেন আয়সেন কদাচন ॥ ১৫১
মৃণ্ময়েষু চ পাত্রেষু যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েৎ পিতৃন্।
অন্নদাতা চ ভোক্তা চ তাবেব নরকং ব্রজেৎ॥১৫২
অভাবে মৃণ্ময়ে দদ্যাদনুজ্ঞাতস্তু তৈ র্দ্বিজৈঃ।
তেষাং বচঃ প্রমাণং স্যাদ্ঘৃতঞ্চানৃতমেব চ ॥ ১৫৩

সৌবর্ণায়সতাম্রেষু
কাংস্যরৌপ্যময়েষু চ।
ভিক্ষাদাতু র্ন ধর্ম্মোঽস্তি
ভিক্ষুর্ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষম্ ॥ ১৫৪

ন চ কাংস্যেষু ভুঞ্জীয়াদাপদ্যপি কদাচন।
পলাশে যতয়োঽশ্নন্তিগৃহস্থঃ কাংস্যভাজনে ॥১৫৫
কাংস্যকস্য চ যৎপাপং গৃহস্থস্য তথৈবচ।

কাংস্যভোজীযতিশ্চৈব
প্রাপ্নুয়াৎকিল্বিষংতয়োঃ ॥ ১৫৬

অত্রাপ্যুদাহরন্তি ॥
সৌবর্ণায়সতাম্রেষু কাংস্যরৌপ্যময়েষু চ।
ভুঞ্জন্‌ভিক্ষুর্নদুষ্যেতদুষ্যেচ্চৈবপরিগ্রহাৎ ॥ ১৫৭
যতিহস্তে জলং দদ্যাদ্ভিক্ষাং দদ্যাৎ পুনর্জ্জলম্।
তদ্ভৈক্ষংমেরুণাতুল্যংতজ্জলংসাগরোপমম্ ॥ ১৫৮
চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি ম্লেচ্ছকুলাদপি।
একান্নং নৈব ভোক্তব্যং বৃহস্পতিকুলাদপি॥১৫৯
অনাপদি চরেদ্‌যস্তু সিদ্ধং ভৈক্ষং গৃহে বসন্।
দশরাত্রং পিবেদ্বজ্রমাপস্তু ত্র্যহমেব চ ॥ ১৬০
গোমূত্রেণ তু সংমিশ্রং যাবকং ঘৃতপাচিতম্।
এতদ্বজ্রমিতি প্রোক্তং ভগবানত্রিরব্রবীত্ ॥১৬১
ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বিদ্যার্থী গুরুপোষকঃ।
অধ্বগঃক্ষীণবৃত্তিশ্চ ষড়েতে ভিক্ষুকাঃস্মৃতাঃ ॥১৬২
ষণ্মাসান্ কাময়েন্মর্ত্ত্যো গর্ভিণীমেব চ স্ত্রিয়ম্।
আদন্তজননাদূর্দ্ধমেবং ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥ ১৬৩
ব্রহ্মহা প্রথমশ্চৈব দ্বিতীয়ং গুরুতল্পগঃ।
তৃতীয়ন্তু সুরাপোয়ং চতুর্থং স্তেয়মুচ্যতে।
পাপানাঞ্চৈব সংসর্গঃ পঞ্চমং পাতকং মহৎ॥১৬৪
এষামেব বিশুদ্ধ্যর্থং চরেদ্বর্ষাণ্যনুক্রমাৎ।
ত্রীণিকৃচ্ছ্রাণ্যকামশ্চেদ্‌ব্রহ্মহত্যাংব্যপোহতি॥১৬৫
অর্দ্ধন্তু ব্রহ্মহত্যায়াঃ ক্ষত্রিয়েষু বিধীয়তে।
ষড়্‌ভাগো দ্বাদশশ্চৈব বিট্‌শূদ্রয়োস্তথাভবেৎ ১৬৬
ত্রীন্ মাসানক্তমশ্নীয়াদ্ভূমৌ শয়নমেব চ।
স্ত্রীঘাতঃশুদ্ধ্যতেঽপ্যেবংচরেৎকৃচ্ছ্রাব্দমেব চ ১৬৭
রজকঃ শৈলুষশ্চৈব বেণুকর্ম্মোপজীবনঃ।
এতেষাংযস্তুভুঙ্‌ক্তেবৈদ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ১৬৮
সর্ব্বান্ত্যজানাং গমনে ভোজনে সম্প্রবেশনে।
পরাকেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ভগবানত্রিরব্রবীৎ ॥ ১৬৯
চাণ্ডালভাণ্ডে যত্তোয়ং পীত্বা চৈব দ্বিজোত্তমঃ।
গোমূত্রযাবকাহারঃ সপ্তত্রিংশদহান্যপি। ১৭০
সংস্পৃষ্টং যস্তু পক্কান্নমন্ত্যজৈর্ব্বাপ্যুদক্যয়া।

অজ্ঞানাদ্‌ব্রাহ্মণোঽশ্নীয়াৎ-
প্রাজাপত্যার্দ্ধমাচরেৎ ॥ ১৭১

চাণ্ডালান্নং যদা ভুঙ্‌ক্তে চাতুর্ব্বর্ণস্য নিষ্কৃতিঃ।
চান্দ্রায়ণংচরেদ্বিপ্রঃক্ষত্রঃসান্তপনংচরেৎ ॥ ১৭২
ষড়্‌রাত্রমাচরেদ্বৈশ্যঃ পঞ্চগব্যং তথৈব চ।
ত্রিরাত্রমাচরেচ্ছূদ্রো দানংদত্ত্বা বিশুদ্ধ্যতি ॥১৭৩
ব্রাহ্মণো বৃক্ষমারূঢ়শ্চাণ্ডালো মূলসংস্পৃশঃ।
ফলান্যত্তি স্থিতং তত্র প্রায়শ্চিত্তংকথংভবেৎ ॥১৭৪
ব্রাহ্মণান্ সমনুজ্ঞাপ্য সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ।
নক্তভোজী ভবেদ্বিপ্রোঘৃতংপ্রাশ্যবিশুদ্ধ্যতি॥১৭৫
একবৃক্ষসমারূঢ়শ্চাণ্ডালো ব্রাহ্মণস্তথা।
ফলান্যত্তি স্থিতংতত্রপ্রায়শ্চিত্তংকথং ভবেৎ ॥১৭৬
ব্রাহ্মণান্ সমনুজ্ঞাপ্য সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ।
অহোরাত্রোষিতোভূত্বাপঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি॥১৭৭
একশাখাসমারূঢ়শ্চাণ্ডালো ব্রাহ্মণো যদা।
ফলান্যত্তিস্থিতংতত্রপ্রায়শ্চিত্তংকথং ভবেৎ ॥১৭৮
ত্রিরাত্রোপোষিতোভূত্বাপঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ১৭৯
স্ত্রিয়া ম্লেচ্ছস্য সম্পর্কাচ্ছুদ্ধিঃ সান্তপনে তথা।
তপ্তকৃচ্ছ্রং পুনঃকৃত্বা শুদ্ধিরেষাভিধীয়তে ॥১৮০
সম্বর্ত্তেত যথা ভার্য্যাং গত্বা ম্লেচ্ছস্য সঙ্গতাম্।
সচেলং স্নানমাদায় ঘৃতস্য প্রাশনেন চ ॥ ১৮১
স্নাত্বা নদ্যুদকৈশ্চৈব ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি।
সংগৃহীতামপত্যার্থমন্যৈরপি তথা পুনঃ ॥১৮২

চাণ্ডালম্লেচ্ছশ্বপচকপালব্রতধারিণঃ।
অকামতঃস্ত্রিয়ো গত্বা পরাকেণবিশুদ্ধ্যতি ॥১৮৩
কামতস্তু প্রসূতো বা তৎসমো নাত্র সংশয়ঃ।
স এব পুরুষ স্তত্র গর্ভো ভূত্বা প্রজায়তে ॥ ১৮৪
তৈলাভ্যক্তোঘৃতাভ্যক্তো বিণ্মূত্রং কুরুতেদ্বিজঃ
তৈলাভ্যক্তো ঘৃতাভ্যক্তশ্চাণ্ডালংস্পৃশতেদ্বিজঃ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ১৮৫
কেশকীটনখস্নায়ু অস্থিকণ্টকমেব চ।
স্পৃষ্ট্বা নদ্যুদকে স্নাত্বা ঘৃতংপ্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি ১৮৬
মৎস্যাস্থিজম্বুকাস্থীনি নখশুক্তিকপর্দিকাঃ।
স্পৃষ্ট্বা স্নাত্বা হেমতপ্তঘৃতং পীত্বাবিশুদ্ধ্যতি ॥১৮৭
গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলচক্রেক্ষুচক্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানিশৌচানিস্ত্রীণাঞ্চব্যাধিতস্য চ॥১৮৮
ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ ব্রাহ্মণোঽবেদকর্ম্মণা।
নাপো মূত্রপুরীষাভ্যাং নাগ্নির্দহতি-কর্ম্মণা॥১৮৯
পূর্ব্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ববহ্নিভিঃ।
ভুঞ্জতে মানবাঃপশ্চান্ন তা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ ॥১৯০
অসবর্ণৈস্তু যো গর্ভঃস্ত্রীণাং যোনৌ নিষেব্যতে।
অশুদ্ধা সা ভবেন্নারী যাবদ্গর্ভং নমুঞ্চতি ॥ ১৯১
বিমুক্তে তু ততঃ শল্যে রজশ্চাপি প্রদৃশ্যতে।
তদা সা শুদ্ধ্যতে নারীবিমলং কাঞ্চনং যথা॥১৯২
স্বয়ং বিপ্রতিপন্না যা যদি বা বিপ্রতারিতা।
বলান্নারীপ্রভুক্তা বা চৌরভুক্তা তথাপি বা ॥১৯৩
ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী ন কামোঽস্যা বিধীয়তে
ঋতুকালে উপাসীত পুষ্পকালেন শুদ্ধ্যতি ॥১৯৪
রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতেচান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ১৯৫
এষাং গত্বা স্ত্রিয়ো মোহাদ্ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
কৃচ্ছ্রাব্দমাচরেজ্জ্ঞানাদজ্ঞানাদৈন্দবদ্বয়ম্ ॥ ১৯৬
সকৃদ্ভুক্তা তু যা নারী ম্লেচ্ছৈর্ব্বা পাপকর্ম্মভিঃ।
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন তু ॥ ১৯৭
বলাদ্ধৃতা স্বয়ং বাপি পরপ্রতারিতা যদি।
সকৃদ্ভুক্তা তু যা নারী প্রাজাপত্যেন শুদ্ধ্যতি ১৯৮
প্রারব্ধদীর্ঘতপসাং নারীণাং যদ্রজো ভবেৎ।
ন তেন তদ্ব্রতংতাসাংবিনশ্যতি কদাচন ॥১৯৯
মদ্যসংস্পৃষ্টকুম্ভেষু যত্তোয়ং পিবতি দ্বিজঃ।
কৃচ্ছ্রপাদেন শুদ্ধ্যেত পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥২০০
অন্ত্যজস্য তু যে বৃক্ষা বহুপুষ্পফলাপগাঃ।
উপভোগ্যাস্তু তে সর্ব্বে পুষ্পেষু চ ফলেষু চ ॥২০১
চাণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টং যত্তোয়ং পিবতি দ্বিজঃ।
কৃচ্ছ্রপাদেন শুদ্ধ্যেতআপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ ॥২০২
শ্লেষ্মোপানহবিণ্মূত্রস্ত্রীরজোমদ্যমেব চ।
এভিঃসন্দূষিতেকূপেতোয়ংপীত্বাকথংবিধিঃ২০৩
একং দ্ব্যহং ত্র্যহঞ্চৈব দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্।
প্রায়শ্চিত্তং পুনশ্চৈব নক্তংশূদ্রস্য দাপয়েৎ ২০৪
সদ্যোবান্তে সর্পিলং তু বিপ্রস্তু স্নানমাচরেৎ।
পর্য্যুষিতে ত্বহোরাত্রমতিরিক্তে দিনত্রয়ম্। ২০৫
শিরঃকণ্ঠোরুপাদাংশ্চ সুরয়া যস্তু লিপ্যতে।
দশষট্ত্রিতয়৻কাহং চরেদেবমনুক্রমাৎ ॥ ২০৬
অত্রাপ্যুদাহরন্তি।
প্রমাদান্মদ্যমসুরাং সকৃৎপীত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
গোমূত্রযাবকাহারো দশরাত্রেন শুদ্ধ্যতি ॥ ২০৭
মদ্যপস্য নিষাদস্য যস্তু ভুঙ্ক্তে দ্বিজোত্তমঃ।
ন দেবা ভুঞ্জতে তত্র ন পিবন্তি হবির্জলম্ ২০৮
চিতিভ্রষ্টা তু যা নারী ঋতুভ্রষ্টা চ ব্যাধিতঃ।
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধ্যেত ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দশ২০৯
যে প্রত্যবসিতা বিপ্রাঃ প্রব্রজ্যাগ্নিজলাদিতঃ।
অনাশকান্নিবর্ত্তন্তে চিকীর্ষন্তি গৃহস্থিতিম্ ॥ ২১০
ধারয়েত্ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি চান্দ্রায়ণ মথাপিবা।
জাতকর্ম্মাদিকং প্রোক্তং পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥২১১
নাশৌচং নোদকং নাশ্রু নোপবাদানুকম্পনে।
ব্রহ্মদণ্ডহতানাং তু নংকার্য্যং কটধারণম্ ॥ ২১২
স্নেহং কৃত্বা ভয়াদিভ্যো যস্ত্বেতানি সমাচরেৎ।
গোমূত্রযাবকাহারঃ কৃচ্ছ্রমেকং বিশোধনম্ ॥২১৩
বৃদ্ধঃ শৌচস্মৃতের্লুপ্তঃ প্রত্যাখ্যাতভিষক্ক্রিয়ঃ।
আত্মানং ঘাতয়েদ্যস্তু ভৃগ্বগ্ন্যনশনাম্বুভিঃ ॥ ২১৪
তস্য ত্রিরাত্রমাশৌচং দ্বিতীয়ে ত্বস্থিসঞ্চয়ম্।
তৃতীয়ে তূদকং কৃত্বা চতুর্থে শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥২১৫
যস্যৈকাপি গৃহে নাস্তি ধেনুর্বৎসানুচারিণী।
মঙ্গলানি কুতস্তস্য কুতস্তস্য তমঃক্ষয়ঃ ॥ ২১৬
অতিদোহাতিবাহাভ্যাং নাসিকাভেদনেন বা।
নদীপর্ব্বতসংরোধমৃতে পাদোনমাচরেৎ ॥ ২১৭
অষ্টাগবং ধর্ম্মহলং ষড়্গবং ব্যাবহারিকম্।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং গববধ্যকৃৎ ॥ ২১৮
দ্বিগবং বাহয়েৎ পাদং মধ্যাহ্নং তু চতুর্গবম্।
ষড়্গবং তু ত্রিপাদোক্তংপূর্ণাহস্ত্বষ্টভিঃ স্মৃতঃ ॥২১৯
কাষ্ঠলোষ্ট্রশিলাগোঘ্নঃ কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরেৎ।
প্রাজাপত্যং চরেন্মৃৎসাঅতিকৃচ্ছ্রন্তুআয়সৈঃ২২০
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্।
অনডুৎসহিতাং গাঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥২২১

শরভোষ্ট্রহয়ান্নাগান্ সিংহশার্দূলগর্দ্দভান্।
হত্বা চ শূদ্রহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ২২২
মার্জারগোধানকুলমণ্ডূকাংশ্চ পতত্রিণঃ।
হত্বা ত্র্যহং পিবেৎক্ষীরং কৃচ্ছ্রং বা পাদিকঞ্চরেৎ ২২৩
চাণ্ডালস্য চ সংস্পৃষ্টং বিণ্মূত্রস্পৃষ্টমেব বা।
ত্রিরাত্রেণবিশুদ্ধিঃস্যাদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টংতথাচরেৎ২২৪
বাপীকূপতড়াগানাং দূষিতানাঞ্চ শোধনম্।
উদ্ধরেদ্ঘটশতং পূর্ণং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ২২৫
অস্থিচর্ম্মাবসিক্তেষু খরশ্বানাদিদূষিতে।
উদ্ধরেদুদকং সর্ব্বং শোধনং পরিমার্জনম্ ॥ ২২৬
গোদোহনে চর্ম্মপুটে চ তোয়ং
যন্ত্রাকরে কারুকশিল্পিহস্তৌ।
স্ত্রীবালবৃদ্ধাচরিতানি যান্য-
প্রত্যক্ষদৃষ্টানি শুচীনি তানি ॥ ২২৭
প্রাকারবোধে বিষমপ্রদেশে
সেনানিবেশে ভবনস্য দাহে।
আরব্ধযজ্ঞেষু মহোৎসবেষু
তথৈব দোষা ন বিকল্পনীয়াঃ ॥ ২২৮
প্রপাস্বরণ্যে ঘটকেচ কূপে
দ্রোণ্যাং জলং কোশবিনির্গতঞ্চ।
শ্বপাকচণ্ডালপরিগ্রহে তু
পীত্বা জলং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধিঃ ॥ ২২৯
রেতোবিণ্মূত্রসংস্পৃষ্টংকৌপং যদি জলং পিবেৎ।
ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিঃ স্যাৎ কুম্ভেসান্তপনংতথা।২৩০
ক্লিন্নভিন্নশবং যৎ স্যাদজ্ঞানাদুদকং পিবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং চরেৎ পীত্বাতপ্তকৃচ্ছ্রং দ্বিজোত্তমঃ২৩১
উষ্ট্রীক্ষীরং খরীক্ষীরং মানুষীক্ষীরমেব চ।
প্রায়শ্চিত্তং চরেৎপীত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রং দ্বিজোত্তমঃ২৩২
বর্ণবাহ্যেন সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টস্তু দ্বিজোত্তমঃ।
পঞ্চরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেনশুদ্ধ্যতি ॥ ২৩৩
শুচি গোতৃপ্তিকৃত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্।
চর্ম্মভাণ্ডৈস্তু ধারাভিস্তথাযন্ত্রোদ্ধৃতং জলম্ ॥২৩৪
চণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টঃ স্নানমেব বিধীয়তে।
উচ্ছিষ্টস্তু চ সংস্পৃষ্টস্ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধ্যতি ॥ ২৩৫
আকরাহৃতবস্তূনি নাশুচীনি কদাচন।
আকরাঃ শুচয়ঃ সর্ব্বে বর্জয়িত্বা সুরাকরম্ ॥ ২৩৬
ভ্রষ্টাভ্রষ্টযবাশ্চৈব তথৈব চণকাঃস্মৃতাঃ।
খর্জূরঞ্চৈব কর্পূরমন্যদ্ভ্রষ্টতরংশুচি ॥ ২৩৭
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীভিরাচরিতানি চ।
অদুষ্টাঃ সততং ধারা বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ ।।২৩৮
বহুনামেব লগ্নানামেকশ্চেদশুচির্ভবেৎ।
অশৌচমেকমাত্রস্য নেতরেষাং কথঞ্চন ।। ২৩৯
একপঙ্‌ক্ত্যুপবিষ্টানাং
ভোজনেষু পৃথক্পৃথক্।
যদ্যেকো লভতে নীলীং
সর্ব্বে তেঽশুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৪০
যস্য পটে পট্টসূত্রে নীলীরক্তোহি দৃশ্যতে।
ত্রিরাত্রংতস্যদাতব্যংশেষাশ্চৈবোপবাসিনঃ ।।২৪১
আদিত্যেঽস্তমিতে রাত্রা-
বস্পৃশ্যং স্পৃশতে যদি।
ভগবন্! কেন শুদ্ধিঃস্যাৎ
ততো ব্রূহি তপোধন! ॥ ২৪২
আদিত্যেঽস্তমিতেরাত্রৌস্পৃশন্নীতং দিবাজলম্।
তেনৈব সর্ব্বশুদ্ধিঃ স্যাচ্ছবস্পৃষ্টস্তু বর্জয়েৎ ॥ ২৪৩
দেশকালং বয়ঃ শক্তিং
পাপঞ্চাবেক্ষয়েত্ততঃ।
প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্প্যংস্যাদ্-
যস্যচোক্তা ন নিষ্কৃতিঃ ।। ২৪৪
দেবযাত্রাবিবাহেষু যজ্ঞপ্রকরণেষুচ।
উৎসবেষু চ সর্ব্বেষু স্পৃষ্টাস্পৃষ্টিন বিদ্যতে ।। ২৪৫
আরনালং তথা ক্ষীরং কন্দুকং দধিশক্তবঃ।
স্নেহপক্বঞ্চতক্রঞ্চ শূদ্রস্যাপি ন দুষ্যতি ॥ ২৪৬
আর্দ্রমাংসং ঘৃতং তৈলং
স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ।
অন্ত্যভাণ্ডস্থিতা এতে
নিষ্ক্রান্তাঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৪৭
অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রজাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃস্নাত্বাপঞ্চগব্যেনশুদ্ধ্যতি। ২৪৮
আহিতাগ্নিস্তু যোবিপ্রোমহাপাতকবান্ ভবেৎ।
অপ্সু প্রক্ষিপ্যপাত্রাণিপশ্চাদগ্নিংবিনির্দিশেৎ ।।২৪৯
যোঽগৃহীত্বাবিবাহাগ্নিং গৃহস্থ ইতি মন্যতে।
অন্নংতস্যনভোক্তব্যংবৃথাপাকোহি স স্মৃতঃ।।২৫০
বৃথাপাকস্য ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্দ্বিজঃ।
প্রাণানপ্সু ত্রিরায়ম্যঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি।।২৫১
বৈদিকেলৌকিকেবাপিহুতোচ্ছিষ্টেজলেক্ষিতৌ।
বৈশ্বদেবং প্রকুর্বীত পঞ্চসূনাপনুত্তয়ে ॥ ২৫২
কনীয়ান্ গুণবান্শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চেন্নির্গুণো ভবেৎ।
পূর্ব্বংপাণিংগৃহীত্বাচগৃহ্যাগ্নিংধারয়েদ্বুধঃ ।। ২৫৩
জ্যেষ্ঠশ্চেদ্যদিনির্দোষী গৃহ্নীয়াদগ্নিমগ্রতঃ।
নিত্যংনিত্যংভবেত্তস্য ব্রহ্মহত্যা ন সংশয়ঃ।।২৫৪

মহাপাতকসংস্পৃষ্টঃ স্নানমেব বিধীয়তে।
সংস্পৃষ্টস্য যদা ভুঙ্‌ক্তে স্নানমেব বিধীয়তে ॥২৫৫
পতিতৈঃ সহ সংসর্গং মাসার্দ্ধং মাসমেব বা।
গোমূত্রযাবকাহারো মাসার্দ্ধেন বিশুদ্ধ্যতি ॥২৫৬
কৃচ্ছ্রার্দ্ধং পতিতস্যৈব সকৃদ্ভুক্ত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
অবিজ্ঞানাচ্চতদ্ভুক্ত্বাকৃচ্ছ্রংসান্তপনঞ্চরেৎ ॥ ২৫৭
পতিতান্নং যদা ভুক্তং ভুক্তং চাণ্ডালবেশ্মনি।
মাসার্দ্ধন্তুপিবেদ্বারি ইতিশাতাতপোঽব্রবীৎ ॥২৫৮
গোব্রাহ্মণহতানাঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ।
অগ্নিনা নচ সংস্কারঃ শঙ্খস্য বচনং যথা ॥ ২৫৯
যশ্চাণ্ডালীং দ্বিজো গচ্ছেৎকথঞ্চিৎকামমোহিতঃ
ত্রিভিঃকৃচ্ছ্রৈর্বিশুদ্ধ্যেত প্রাজাপত্যানুপূর্ব্বশঃ ২৬০
পতিতাচ্চান্নমাদায় ভুক্ত্বা বা ব্রাহ্মণো যদি।
কৃত্বা তস্য সমুৎসর্গমতিকৃচ্ছ্রং বিনির্দ্দিশেৎ ॥২৬১
অন্ত্যহস্তাচ্ছবে ক্ষিপ্তং কাষ্ঠলোষ্ট্রতৃণানি চ।
ন স্পৃশেত্তু তথোচ্ছিষ্টমহোরাত্রং সমাচরেৎ॥ ২৬২
চাণ্ডালং পতিতং ম্লেচ্ছং মদ্যভাণ্ডং রজস্বলাম্।
দ্বিজঃস্পৃষ্ট্বা নভুঞ্জীত ভুঞ্জানোযদি সংস্পৃশেৎ ২৬৩
অতঃ পরং ন ভুঞ্জীত ত্যক্ত্বান্নং স্নানমাচরেৎ।
ব্রাহ্মণৈঃ সমনুজ্ঞাত স্ত্রিরাত্রমুপবাসয়েৎ।
সঘৃতং যাবকং প্রাশ্য ব্রতশেষং সমাপয়েৎ ॥২৬৪
ভুঞ্জানঃ সংস্পৃশেদ্যস্তু বায়সং কুক্কুটং তথা।
ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিঃস্যাদথোচ্ছিষ্টস্ত্বহেন তু॥ ২৬৫
আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকে ধর্ম্মে যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ।
চান্দ্রায়ণং চরেন্মাসমিতি শাতাতপোঽব্রবীৎ ॥২৬৬
পশুবেশ্যাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে।
গবাংগমেমনুপ্রোক্তংব্রতংচান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ২৬৭
অমানুষীষু গোবর্জ্জমুদক্যায়ামযোনিষু। *
রেতঃ সিক্ত্বা জলে চৈব কৃচ্ছ্রংসান্তপনঞ্চরেৎ ২৬৮
উদক্যাং সূতিকাং বাপিঅন্ত্যজাং স্পৃশতে যদি।
ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিঃ স্যাদ্বিধিরেষপুরাতনঃ ॥ ২৬৯
সংসর্গং যদি গচ্ছেচ্চেদুদক্যাস্বা তথান্ত্যজৈঃ।
প্রায়শ্চিত্তী স বিজ্ঞেয়ঃপূর্ব্বংস্নানংসমাচরেৎ ॥২৭০
একরাত্রঞ্চরেন্মূত্রং পুরীষে তু দিনত্রয়ম্।
দিনত্রয়ং তথা পানে মৈথুনে পঞ্চ সপ্ত বা ॥ ২৭১
ভোজনে তু প্রসক্তানাং প্রাজাপত্যং বিধীয়তে।
দন্তকাষ্ঠে ত্বহোরাত্রমেষ শৌচবিধিঃ স্মৃতঃ ॥২৭২
রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা শ্বানচণ্ডালবায়সৈঃ।
নিরাহারাভবেত্তাবৎস্নাত্বা কালেনশুদ্ধ্যতি ॥২৭৩

রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা উষ্ট্রজম্বুকশূকরৈঃ।
পঞ্চরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ২৭
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী চ যা।
একরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ২৭
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা ক্ষত্রিয়ী চ যা।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ব্যাসস্যবচনং যথা ॥ ২৭
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা বৈশ্যসম্ভবা।
চতুরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ২৭৭
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা শূদ্রসম্ভবা।
ষড়্‌রাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্‌ব্রাহ্মণীকামকারতঃ ২
অকামতশ্চরেদর্দ্ধং ব্রাহ্মণী সর্ব্বতঃ স্পৃশেৎ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং শুদ্ধিরেষা প্রকীর্ত্তিতা ॥২৭
উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণেন যঃ।
ভোজনে মূত্রচারে চ শঙ্খস্য বচনং যথা ॥ ২৮০
স্নানং ব্রাহ্মণসংস্পর্শে জপহোমৌ তু ক্ষত্রিয়ে।
বৈশ্যে নক্তঞ্চ কুর্ব্বীত শূদ্রে চৈব উপোষণং ২৮
চর্ম্মকো রজকো বৈণ্যো ধীবরো নটকস্তথা।
এতান্‌স্পৃষ্ট্বা দ্বিজোমোহাদাচামেৎপ্রযতোঽপিস
এতৈঃ স্পৃষ্টো দ্বিজোনিত্যমেকরাত্রংপয়ঃপিবেৎ
উচ্ছিষ্টৈস্তৈস্ত্রিরাত্রংস্যাদ্ঘৃতংপ্রাশ্যবিশুদ্ধ্যতি২৮
যস্তু ছায়াং শ্বপাকস্য ব্রাহ্মণস্ত্বধিগচ্ছতি।
সচ স্নানং প্রকুর্বীত ঘৃতং প্রাশ্যবিশুদ্ধ্যতি ॥২৮৪
অভিশস্তো দ্বিজোঽরণ্যে ব্রহ্মহত্যাব্রতং চরেৎ।
মাসোপবাসং কুর্ব্বীত চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥২৮৫
বৃথামিথ্যোপযোগেন ভ্রূণহত্যাব্রতঞ্চরেৎ।
অব্ভক্ষোদ্বাদশাহেনপরাকেণৈবশুদ্ধ্যতি ॥ ২৮৬
শঠঞ্চ ব্রাহ্মণং হত্বা শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ।
নির্গুণং সগুণো হত্বা পরাকব্রতমাচরেৎ ॥২৮৭
উপপাতকসংযুক্তো মানবো ম্রিয়তে যদি।
তস্য সংস্কারকর্ত্তা চ প্রাজাপত্যদ্বয়ঞ্চরেৎ ॥ ২৮৮
প্রভুঞ্জানোঽতিসস্নেহং কদাচিৎস্পৃশ্যতে দ্বিজঃ।
ত্রিরাত্রমাচরেন্নক্তৈর্নিস্নেহ মুপবাসয়েৎ ॥ ২৮৯
বিড়ালকাকাদ্যুচ্ছিষ্টং জগ্ধ্বা শ্বনকুলস্য চ।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ পিবেদ্‌ব্রাহ্মীং সুবর্চ্চসং ॥২৯০
উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানঞ্চ কামতঃ।
স্নাত্বাচবিপ্রোদিগ্বাসাঃপ্রাণায়ামেনশুদ্ধ্যতি ॥২৯
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃপঠেদ্বা যতপ্রাণঃপ্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥২৯
শকৃদ্দ্বিগুণগোমূত্রং সর্পির্দদ্যাচ্চতুর্গুণং।
ক্ষীরমষ্টগুণং দেয়ং পঞ্চগব্যে তথা দধি ॥ ২৯৩

* মুদক্যায়াং সযোনিষু। ইতি পাঠান্তরম্।

পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পিবেৎ।
উভৌতৌতুল্যদোষৌচবসতো নরকে চিরং ॥২৯৪
অজা গাবো মহিষ্যশ্চ অমেধ্যং ভক্ষয়ন্তি যাঃ।
দুগ্ধংহব্যে চ কব্যে চ গোময়ং নবিলেপয়েৎ ॥২৯৫
ঊনস্তনীমধিকাংবা যা চান্যা স্তনপায়িনী।
তাসাংদুগ্ধংনহোতব্যংহুতংচৈবাহুতং ভবেৎ ॥ ২৯৬
ব্রাহ্মৌদনে চ সোমে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা।
জাতশ্রাদ্ধে নবশ্রাদ্ধে ভুক্ত্বাচান্দ্রায়ণংচরেৎ ॥২৯৭
রাজান্নং হরতে তেজঃ শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসং।
স্বসুতান্নঞ্চযোভুঙ্ক্তেসভুঙ্ক্তেপৃথিবীমলং ॥ ২৯৮
স্বসুতা অপ্রজাতা চ নাশ্নীযাত্তদ্‌গৃহে পিতা।
অন্নংভুঙ্ক্তে তু মায়ায়াংপূয়ং স নরকংব্রজেৎ ২৯৯
অধীত্য চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
নরেন্দ্রভবনেভুক্ত্বা বিষ্ঠায়াংজায়তেকৃমিঃ ॥৩০০
নবশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে চ ষণ্মাসে মাসিকেঽব্দিকে ॥
পতন্তিপিতরস্তস্যযোভুঙ্ক্তেঽনাপদিদ্বিজঃ ॥৩০১
চান্দ্রায়ণং নবশ্রাদ্ধে পরাকো মাসিকে তথা।
ত্রিপক্ষে চাতিকৃচ্ছ্রং স্যাৎ ষণ্মাসে কৃচ্ছ্রমেব চ।
আব্দিকে পাদকৃচ্ছ্রংস্যাদেকাহঃ পুনরাব্দিকে ॥৩০২
ব্রহ্মচর্য্যমনাধায় মাসশ্রাদ্ধেষু পর্ব্বসু।
দ্বাদশাহে ত্রিপক্ষেঽব্দে যস্তু ভুঙ্ক্তে দ্বিজোত্তমঃ॥
পতন্তি পিতরস্তস্য ব্রহ্মলোকে গতা অপি ॥৩০৩
একাদশাহেঽহোরাত্রং ভুক্ত্বা সংচয়নে ত্র্যহং।
উপোষ্য বিধিবদ্বিপ্রঃকুষ্মাণ্ডং জুহুয়াদ্‌ঘৃতং ॥৩০৪
পক্ষে বা যদি বা মাসে যস্য নাশ্নন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
ভুক্ত্বা দুরাত্মনস্তস্য দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩০৫
যন্ন বেদধ্বনিধ্বান্তং নচ গোভিরলঙ্কৃতম্।
যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্‌গৃহং ॥ ৩০৬
হাস্যোঽপি বহবো যত্র বিনাঽধর্ম্মং বদন্তি হি।
বিনাপি ধর্ম্মশাস্ত্রেণ স ধর্ম্মঃ পাবনঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০৭
হীনবর্ণে চ যঃ কুর্য্যাদজ্ঞানাদভিবাদনং।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি ৩০৮
সমুৎপন্নে দ্বিজঃ স্নানে ভুঙ্ক্তে বাপি পিবেদ্‌যদি
গায়ত্র্যষ্টসহস্রং তু জপেৎ স্নাত্বা সমাহিতঃ ॥৩০৯
অঙ্গুল্যা দন্তকাষ্ঠঞ্চ প্রত্যক্ষং লবণং তথা।
মৃত্তিকাভক্ষণঞ্চৈব তুল্যং গোমাংসভক্ষণং ॥৩১০
দিবা কপিত্থচ্ছায়ায়াং রাত্রৌ দধিশমীষু চ।
কার্পাসং দন্তকাষ্ঠঞ্চ বিষ্ণোরপি হরেচ্ছ্রিয়ং ৩১১
শূর্প্যবাতনখাগ্রাম্বু স্নানবস্ত্রঘটোদকং।
মার্জনীরেণুকেশাম্বু হন্তি পুণ্যং দিবাকৃতং ৩১২
মার্জনীরজকেশাম্বু দেবতায়তনোদ্‌ভবং।
তেনাবগুণ্ঠিতোযস্তু গঙ্গাম্ভঃপ্লুতএব সঃ ॥৩১৩
মৃত্তিকাঃ সপ্ত ন গ্রাহ্যা বল্মীকে মূষিকস্থলে।
অন্তর্জলে শ্মশানান্তে বৃক্ষমূলে সুরালয়ে।
বৃষভৈশ্চতথোৎখাতেশ্রেয়স্কামৈঃসদা বুধৈঃ ॥৩১৪
শুচৌ দেশে তু সংগ্রাহ্যা কর্করাশ্মবিবর্জ্জিতা।
পুরীষে মৈথুনে হোমে প্রস্রাবে দন্তধাবনে ॥৩১৫
স্নানভোজনজপ্যেষু সদা মৌনং সমাচরেৎ ॥
যস্তু সংবৎসরং পূর্ণং ভুঙ্ক্তে মৌনেন সর্ব্বদা।
যুগকোটিসহস্রেষু স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩১৬
স্নানং দানং জপং হোমং ভোজনং দেবতার্চ্চনং।
প্রৌঢ়পাদো ন কুর্ব্বীত স্বাধ্যায়ংপিতৃতর্পণং ॥৩১৭
সর্ব্বস্বমপি যো দদ্যাৎ পাতয়িত্বা দ্বিজোত্তমং।
নাশয়িত্বা তু তৎ সর্ব্বং ভ্রূণহত্যাফলংলভেৎ ॥৩১৮
গ্রহণোদ্বাহসংক্রান্তৌ স্ত্রীণাঞ্চ প্রসবে তথা।
দানং নৈমিত্তিকংজ্ঞেয়ংরাত্রৌচাপি প্রশস্যতে ৩১৯
ক্ষৌমজং বাথ কার্পাসং পট্টসূত্রমথাপি বা।
যজ্ঞোপবীতং যো দদ্যাদ্বস্ত্রদানফলং লভেৎ॥৩২০
কাংস্যস্য ভাজনং দদ্যাদ্‌ঘৃতপূর্ণং সুশোভনম্।
তথা ভক্ত্যা বিধানেন অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ৩২১
শ্রাদ্ধকালে তু যো দদ্যাচ্ছোভনৌ চ উপানহৌ।
স গচ্ছন্নন্যমার্গেঽপি অন্নদানফলংলভেৎ ॥ ৩২২
তৈলপাত্রং তু যো দদ্যাৎ সংপূর্ণস্তু সমাহিতঃ।
স গচ্ছতি ধ্রুবং স্বর্গে নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ৩২৩
দুর্ভিক্ষে অন্নদাতা চ সুভিক্ষে চ হিরণ্যদঃ।
পানীয়দস্ত্বরণ্যে চ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩২৪
যাবদর্দ্ধপ্রসূতা গৌস্তাবৎ সা পৃথিবী স্মৃতা।
পৃথিবীং তেন দত্তাস্যাদীদৃশীং গান্দদাতি যঃ ৩২৫
তেনাগ্নয়ো হুতাঃ সম্যক্ পিতরস্তেন তর্পিতাঃ।
দেবাশ্চপূজিতাঃসর্ব্বে যো দদাতিগবাহ্নিকং ॥৩২৬
জন্ম প্রভৃতি যৎপাপং মাতৃকং পৈতৃকং তথা।
তৎ সর্ব্বং নশ্যতি ক্ষিপ্রং বস্ত্রদানান্ন সংশয়ঃ ॥৩২৭
কৃষ্ণাজিনঞ্চ যো দদ্যাৎ সর্ব্বোপস্করসংযুতম্।
উদ্ধরেন্নরকস্থানাৎ কুলান্যেকোত্তরং শতম্ ॥৩২৮
আদিত্যো বরুণো বিষ্ণুর্ব্রহ্মা সোমো হুতাশনঃ।
শূলপাণিস্তু ভগবানভিনন্দন্তি ভূমিদম্ ॥ ৩২৯
বালুকানাং কৃতা রাশি যাবৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলম্।
গতে বর্ষে শতে চৈব পলমেকংবিশীর্য্যতি ॥৩৩০
ক্ষয়োন দৃশ্যতে তস্য কন্যাদানেন চৈব হি।
আতুরে প্রাণদাতা চ ত্রীণিদানফলানি চ ॥ ৩৩১

সর্ব্বেষামেব দানানাং বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্।
পুত্রাদিস্বজনে দদ্যাদ্বিপ্রায় চ ন কৈতবে।
সকামঃস্বর্গমাপ্নোতিনিষ্কামোমোক্ষমাপ্নুয়াৎ ৩৩২
ব্রাহ্মণে বেদবিদুষি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদে।
মাতৃপিতৃপরে চৈব ঋতুকালাভিগামিনি ॥ ৩৩৩
শীলচারিত্রসংপূর্ণে প্রাতঃস্নানপরায়ণে।
তস্মৈব দীয়তে দানং যদীচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥৩৩৪
সংত্যজ্য বিদুষো বিপ্রানন্যেভ্যোঽপি প্রদীয়তে
তৎকার্য্যংনৈবকর্ত্তব্যং ন দৃষ্টং ন শ্রুতংময়া ৩৩৫
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি যে দ্বিজাঃ
পিতৃণামক্ষয়ং দানং দত্তং যেষান্তু নিষ্ফলম্ ॥৩৩৬
ন হীনাঙ্গো ন রোগী চ শ্রুতিস্মৃতিবিবর্জ্জিতঃ
নিত্যঞ্চানৃতবাদীচতাংস্তুশ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ ৩৩৭
হিংসারতং চ কপটং উপগূহ্য শ্রুত শ্চ যঃ।
কিঙ্করং কপিলংকাণং শ্বিত্রিণং রোগিণস্তথা ৩৩৮
দুশ্চর্ম্মাণং শীর্ণকেশং পাণ্ডুরোগং জটাধরং।
ভারবাহকমুগ্রঞ্চ দ্বিভার্য্যং বৃষলীপতিং ॥ ৩৩৯
ভেদকারী ভবেচ্চৈব বহুপীড়াকরোঽপি বা।
হীনাতিরিক্তগাত্রোবা তমপ্যপনয়েত্তথা ॥ ৩৪০
বহুভোক্তা দীনমুখো মৎসরী ক্রূরবুদ্ধিমান্।
এতেষাং নৈব দাতব্যঃ কদাচিদ্বৈ প্রতিগ্রহঃ ৩৪১
অথ চেন্মন্ত্রবিদ্যুক্তঃ শারীরৈঃ পঙ্ক্তিদূষণৈঃ।
অদূষ্যং তং যমঃ প্রাহ পঙ্ক্তিপাবন এব সঃ ৩৪২
শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণাং নয়নে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে।
কাণঃ স্যাদেকহীনোঽপিদ্বাভ্যামন্ধঃপ্রকীর্ত্তিতঃ ৩৪৩
ন শ্রুতির্ন স্মৃতির্যস্য ন শীলং ন কুলং যতঃ।
তস্য শ্রাদ্ধং ন দাতব্যং ত্বন্ধকস্যাত্রিরব্রবীৎ ৩৪৪
তস্মাদ্বেদেন শাস্ত্রেণ ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণস্য তু।
ন চৈকেনৈব বেদেন ভগবানত্রিরব্রবীৎ ॥ ৩৪৫
যোগস্থৈর্লোচনৈর্যুক্তঃ পাদাগ্রঞ্চ প্রযচ্ছতি।
লৌকিকৈস্ত্বেশ্চ শাস্ত্রোক্তং পশ্যেচ্চৈবাধরোত্তরং।
বেদৈশ্চ ঋষিভির্গীতং দৃষ্টিমান্ শাস্ত্রবেদবিৎ ৩৪৬
ব্রতিনঞ্চ কুলীনঞ্চ শ্রুতিস্মৃতিরতং সদা।
তাদৃশং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে পিতৃণামক্ষয়ং ভবেৎ ৩৪৭
যাবচ্চ গ্রসতে গ্রাসান্ পিতৃণাং দীপ্ততেজসাম্।
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
নরকস্থা বিমুচ্যন্তে ধ্রুবং যান্তি ত্রিপিষ্টপম্ ৩৪৮
তস্মাদ্বিপ্রং পরীক্ষেত শ্রাদ্ধকালেপ্রযত্নতঃ ॥ ৩৪৯
ন নির্ব্বপতি যঃ শ্রাদ্ধং প্রমীতপিতৃকো দ্বিজঃ।
ইন্দুক্ষয়ে মাসি মাসি প্রায়শ্চিত্তী ভবেত্তু সঃ ॥৩৫০

সূর্য্যে কন্যাগতে কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং যো ন গৃহাশ্রমী।
ধনং পুত্রাঃকুলং তস্য পিতৃনিশ্বাসপীড়য়া।৩৫১॥
কন্যাগতে সবিতরি পিতরো যান্তি সৎস্নুতান্।
শূন্যা প্রেতপুরী-সর্ব্বা যাবদ্বৃশ্চিকদর্শনম্ ॥৩৫২
ততো বৃশ্চিকসংপ্রাপ্তে নিরাশাঃ পিতরোগতাঃ।
পুনঃ স্বভবনং যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্ ॥
পুত্রংবাভ্রাতরংবাপিদৌহিত্রংপৌত্রকং তথা ॥৩৫৩
পিতৃকার্য্যেপ্রসক্তাযেতেযান্তিপরমাংগতিম্।।৩৫৪
যথা নির্ম্মন্থনাদগ্নিঃ সর্ব্বকাষ্ঠেষু তিষ্ঠতি।
তথা স দৃশ্যতে ধর্ম্মাচ্ছ্রাদ্ধদানান্ন সংশয়ঃ ॥৩৫৫
সর্ব্বশাস্ত্রার্থগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
সর্ব্বযজ্ঞফলং বিন্দ্যাচ্ছ্রাদ্ধদানান্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫৬
মহাপাতকসংযুক্তো যো যুক্তশ্চোপপাতকৈঃ।
ঘনৈর্ম্মুক্তো যথা ভানূরাহুমুক্তশ্চ চন্দ্রমাঃ ॥ ৩৫৭
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বতাপং বিলঙ্ঘয়েৎ।
সর্ব্বসৌখ্যং স্বয়ং প্রাপ্তঃ শ্রাদ্ধদানান্ন সংশয়ঃ॥৩৫৮
সর্ব্বেষামেব দানানাৎ শ্রাদ্ধদানং বিশিষ্যতে।
মেরুতুল্যে কৃতে পাপে শ্রাদ্ধদানং বিশোধনম্ ॥
শ্রাদ্ধংকৃত্বাতুমর্ত্ত্যোবৈস্বর্গলোকেমহীয়তে ॥৩৫৯
অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ভবেৎ ॥ ৩৬০
এতৎ সর্ব্বংময়া খ্যাতং শ্রাদ্ধেকালে সমুত্থিতে ॥
বৈশ্বদেবে চ হোমে চ দেবতাভ্যর্চ্চনে জপে ।।৩৬১
অমৃতং তেন বিপ্রান্নমৃগ্যজুঃসামসংস্কৃতম্ ॥
ব্যবহারানুপূর্ব্বেণ ধর্ম্মেণ বলিভির্জ্জিতম্।
ক্ষত্রিয়ান্নং পয়স্তেন বিশোঽন্নং পশুপালনাৎ ॥৩৬২
দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃশূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুম্লেচ্ছোঽপিচাণ্ডালোবিপ্রাদশবিধাঃস্মৃতাঃ ৩৬৩
সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ৩৬৪
শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃশ্রাদ্ধে স বিপ্রোমুনিরুচ্যতে॥৩৬৫
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাঙ্খ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রোদ্বিজ উচ্যতে।৩৬৬
অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসংমুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতাযেনসবিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে ॥ ৩৬৭
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্যউচ্যতে।।৩৬৮
লাক্ষালবণসংমিশ্রকুসুম্ভ ক্ষীরসর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাংসবিপ্রঃশূদ্রউচ্যতে ॥ ৩৬৯

চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসসদালুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥৩৭০
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥৩৭১
বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে ॥৩৭২
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জিতঃ॥
নির্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে ॥ ৩৭৩

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি। ৩৭৪

জ্যোতির্বিদো হ্যথর্ব্বাণঃ কীরপৌরাণপাঠকাঃ।
শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়াঃ কদাচন ॥৩৭৫
শ্রাদ্ধঞ্চ পিতরঞ্চোরং দানং চৈব তু নিষ্ফলম্।
যজ্ঞে চ ফলহানিঃস্যাত্তস্মাত্তান্ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৩৭৬
আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠকঃ।
চতুর্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতি সমা যদি ॥৩৭৭
মাগধো মাথুরশ্চৈব কাপটঃ কৌটকামলৌ।
পঞ্চ বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতি সমা যদি ॥৩৭৮
ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সুতাস্তেষাং পিতৃপিণ্ডং ন বিদ্যতে ৩৭৯
অষ্টশল্যাগতো নীরং পাণিনা পিবতে দ্বিজঃ।
সুরাপানেন তত্তুল্যং তুল্যং গোমাংসভক্ষণম্ ॥৩৮০
উর্দ্ধজঙ্ঘেষু বিপ্রেষু প্রক্ষাল্য চরণদ্বয়ম্।
তাবচ্চাণ্ডালরূপেণ যাবদ্গঙ্গাং ন মজ্জতি ॥ ৩৮১
দীপশয্যাসনচ্ছায়া কার্পাসং দন্তধাবনম্।
অজারেণুস্পৃশং চৈব শক্রস্যাপি শ্রিয়ং হরেৎ ॥৩৮২
গৃহাদ্দশগুণং কূপং কূপাদ্দশগুণং তটম্ ॥
তটাদ্দশগুণং নদ্যাং গঙ্গাসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৩৮৩
স্রবদ্যদ্ব্রাহ্মণং তোয়ং সরস্যং ক্ষত্রিয়ং তথা।
বাপীকূপে তু বৈশ্যস্য শৌদ্রং ভাণ্ডোদকং তথা ॥৩৮৪
তীর্থস্নানং মহাদানং যচ্চান্যত্তিলতর্পণম্।
অব্দমেকং ন কুর্ব্বীত মহাগুরুনিপাততঃ ॥৩৮৫
গঙ্গা গয়া ত্বমাবস্যা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে ক্ষয়েঽহনি।
মঘাপিণ্ডপ্রদানং স্যাদন্যত্র পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৮৬
ঘৃতং বা যদি বা তৈলং পয়ো বা যদি বা দধি।
চত্বারো হ্যাজ্যসংস্থানং হুতং নৈব তু বর্জ্জয়েৎ॥ ৩৮৭
শ্রুত্বৈতানৃষয়ো ধর্ম্মান্ ভাষিতানত্রিণা স্বয়ম্।
ইদমূচুর্ম্মহাত্মানং সর্ব্বে তে ধর্ম্মনিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৮৮
য ইদং ধারয়িষ্যন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রমতন্দ্রিতাঃ।
ইহলোকে যশঃপ্রাপ্য তে যাস্যন্তি ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ৩৮৯
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনকামো ধনানি চ।
আয়ুষ্কামস্তথৈবায়ুঃ শ্রীকামো মহতীং শ্রিয়ম্ ॥৩৯০

ইতি শ্রীঅত্রিমহর্ষিস্মৃতিঃ সমাপ্তা।

বিষ্ণু-সংহিতা।

ভগবদ্বিষ্ণু প্রণীতা।

কলিকাতা

৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেশিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

বিষ্ণুসংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মরাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রবুদ্ধে পদ্মসম্ভবে।
বিষ্ণুঃ সিসৃক্ষুর্ভূতানি জ্ঞাত্বা ভূমিং জলানুগাম্ ॥ ১
জলক্রীড়ারুচি শুভং কল্পাদিষু যথা পুরা।
বারাহমাস্থিতো রূপমুজ্জহার বসুন্ধরাম্ ॥ ২
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ ॥ ৩
অহোরাত্রেক্ষণো দিব্যো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ।
আজ্যনাসঃ স্রুবাতুণ্ডঃ সামঘোষমহাস্বনঃ ॥ ৪
ধর্ম্মসত্যময়ঃ শ্রীমান্ ক্রমবিক্রমসৎকৃতঃ।
প্রায়শ্চিত্তময়ো বীরঃ পশুজানুর্ম্মহাবৃষঃ ॥ ৫
উদ্গাত্রন্ত্রো হোমলিঙ্গো বীজৌষধিমহাফলঃ।
বেদ্যন্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগাজ্যকৃতঃ সোমশোণিতঃ ॥ ৬
বেদিস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাদিবেগবান্।
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্ নানাদীক্ষাভিরন্বিতঃ ॥ ৭
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগমহামন্ত্রময়ো মহান্।
উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচিরঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ ॥ ৮
নানাচ্ছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ।
ছায়াপত্নীসহায়োঽসৌ মণিশৃঙ্গইবোদিতঃ ॥ ৯
মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সশৈলবনকাননাম্।
একার্ণবজলভ্রষ্টামেকার্ণবগতঃ প্রভুঃ ॥ ১০
দংষ্ট্রাগ্রেণ সমুদ্ধৃত্য লোকানাং হিতকাম্যয়া।
আদিদেবো মহাযোগী চকার জগতীং পুনঃ ॥ ১১
এবং যজ্ঞবরাহেণ ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা।
উদ্ধৃতা পৃথিবী সর্ব্বা রসাতলগতা পুরা ॥ ১২
উদ্ধৃত্য নিশ্চলে স্থানে স্থাপিতা চ তথা স্বকে।
যথাস্থানং বিভজ্যাপস্তদ্গতা মধুসূদনঃ ॥ ১৩
সামুদ্র্যশ্চ সমুদ্রেষু নাদেয়াশ্চ নদীষু চ।
পল্বলেষু চ পাল্বল্যঃ সরঃসু চ সরোবরাঃ ॥ ১৪
পাতালসপ্তকং চক্রে লোকানাং সপ্তকং তথা।
দ্বীপানামুদধীনাঞ্চ স্থানানি বিবিধানি চ ॥ ১৫
স্থানপালাল্লোকপালান্নদীশৈলবনস্পতীন্।
ঋষীংশ্চ সপ্তধর্ম্মজ্ঞান্ বেদান্ সাঙ্গান্ সুরাসুরান্ ॥ ১৬
পিশাচোরগগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসমানুষান্।
পশুপক্ষিমৃগাদ্যাংশ্চ ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধম্।
মেঘেন্দ্রচাপশম্পাদ্যান্ যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাংস্তথা ॥ ১৭
এবং বরাহো ভগবান্ কৃত্বেদং সচরাচরম্।
জগজ্জগাম লোকানামবিজ্ঞাতাং তদা গতিম্ ॥ ১৮
অবিজ্ঞাতাং গতিং যাতে দেবদেবে জনার্দ্দনে।
বসুধা চিন্তয়ামাস কা ধৃতির্মে ভবিষ্যতি ॥ ১৯
পৃচ্ছামি কশ্যপং গত্বা স মে বক্ষ্যত্যসংশয়ম্।
মদীয়াং বহতে চিন্তাং নিত্যমেব মহামুনিঃ ॥ ২০
এবং সা নিশ্চয়ং কৃত্বা দেবী স্ত্রীরূপধারিণী।
জগাম কশ্যপং দ্রষ্টুং দৃষ্টবাংস্তাঞ্চ কশ্যপঃ ॥ ২১
নীলপঙ্কজপত্রাক্ষীং শারদেন্দুনিভাননাম্।
অলিসঙ্ঘালকাং শুভ্রাং বন্ধুজীবাধরাং শুভাম্ ॥ ২২
সুভ্রূং সুসূক্ষ্মদশনাং চারুনাসাং নতভ্রুবম্।
কম্বুকণ্ঠীং সংহতোরূং পীনোরুজঘনস্তনীম্ ॥ ২৩
বিরেজতুস্তনৌ যস্যাঃ সমৌ পীনৌ নিরন্তরৌ।
শক্রেভকুম্ভসঙ্কাশৌ শাতকুম্ভসমদ্যুতী ॥ ২৪
মৃণালকোমলৌ বাহূ করৌ কিশলয়োপমৌ।
রুক্মস্তম্ভনিভাবূরূ গূঢে শ্লিষ্টে চ জানুনী ॥ ২৫
জঙ্ঘে বিরোমে সুঘনে পদ্মাবতিমনোরমৌ।
জঘনঞ্চ ঘনং মধ্যং যথা কেশরিণঃ শিশোঃ ॥ ২৬
প্রভাযুতা নখাস্তাম্রা রূপং সর্ব্বমনোহরম্।
কুর্ব্বাণাং বীক্ষিতৈর্নিত্যং নীলোৎপলযুতা দিশঃ ॥ ২৭
কুর্ব্বাণাং প্রভয়া দেবীং তথা বিতিমিরা দিশঃ।

সুসূক্ষ্মশুক্লবসনাং বস্ত্রোত্তমবিভূষিতাম্ ॥ ২৮
পদন্যাসৈর্বসুমতীং সপদ্মামিব কুর্ব্বতীম্।
রূপযৌবনসম্পন্নাং বিনীতবদুপস্থিতাম্।
সমীপমাগতাং দৃষ্ট্বা পূজয়ামাস কশ্যপঃ ॥ ২৯
উবাচ তাং বরারোহে বিজ্ঞাতং হৃদ্গতং ময়া।
ধরে তব বিশালাক্ষি গচ্ছ দেবি জনার্দ্দনম্।
স তে বক্ষ্যত্যশেষেণ ভাবিনী তে যথা স্থিতিঃ ৩০
ক্ষীরোদে বসতিস্তস্য ময়া জ্ঞাতা শুভাননে।
ধ্যানযোগেন চার্ব্বঙ্গি তজ্জ্ঞানং তৎপ্রসাদতঃ॥৩১
ইত্যেবমুক্তা সম্পূজ্য কশ্যপং বসুধা ততঃ।
প্রযযৌ কেশবং দ্রষ্টুং ক্ষীরোদমথ সাগরম্ ॥ ৩২
সা দদর্শামৃতনিধিং চন্দ্ররশ্মিমনোহরম্।
পবনক্ষোভসংজাতবীচীশতসমাকুলম্ ॥ ৩৩
হিমবচ্ছতসঙ্কাশং ভূমণ্ডলমিবাপরম্।
বীচীহস্তৈর্ধবলিতৈরাহ্বয়ানমিব ক্ষিতিম্ ॥ ৩৪
তৈরেব শুভ্রতাং চন্দ্রে বিদধানমিবানিশম্।
অন্তরস্থেন হরিণা বিগতাশেষকল্মষম্।
যস্মাত্তস্মাত্ত বিভ্রন্তং সুশুভ্রাং তনুমূর্জ্জিতাম্ ॥ ৩৫
পাণ্ডরং খগমাগম্যমধোভুবনবর্ত্তিনম্।
ইন্দ্রনীলকড়ারাঢ্যং বিপরীতমিবাম্বরম্ ॥ ৩৬
ফলাবলীসমুদ্ভূতবনসজ্যসমাচিতম্।
নির্ম্মোকমিব শেষাহের্ব্বিস্তীর্ণং তমতীব হি ॥ ৩৭
তং দৃষ্ট্বা তত্র মধ্যস্থং দদৃশে কেশবালয়ম্।
অনির্দ্দেশ্যপরীমাণমনির্দ্দেশ্যর্দ্ধিসংযুতম্ ॥ ৩৮
শেষপর্য্যঙ্কগং তস্মিন্ দদর্শ মধুসূদনম্।
শেষাহিফণরত্নাংশুদুর্ব্বিভাব্যমুখাম্বুজম্ ॥ ৩৯
শশাঙ্কশতসঙ্কাশং সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্।
পীতবাসসমক্ষোভ্যং সর্ব্বরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৪০
মুকুটেনার্কবর্ণেন কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্।
সংবাহ্যমানাঙ্ঘ্রিযুগং লক্ষ্ম্যা করতলৈঃ শুভৈঃ।
শরীরধারিভিঃ শস্ত্রৈঃ সেব্যমানং সমন্ততঃ ॥ ৪১
তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং ববন্দে মধুসূদনম্।
জানুভ্যামবনীং গত্বা বিজ্ঞাপয়তি চাপ্যথ ॥ ৪২

উদ্ধৃতাহং ত্বয়া দেব
রসাতলতলঙ্গতা।
স্বে স্থানে স্থাপিতা বিষ্ণো
লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৪৩

তত্রাধুনা মে দেবেশ কা ধৃতির্বৈ ভবিষ্যতি।
এবমুক্তস্তদা দেব্যা দেবো বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৪
বর্ণাশ্রমাচাররতাঃ শাস্ত্রৈকতৎপরায়ণাঃ।
ত্বাং ধরে ধারয়িষ্যন্তি তেষাং ত্বদ্ভার আহিতঃ॥৪৫
এবমুক্তা বসুমতী দেবদেবমভাষত।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ বদ সনাতনান্।
ত্বত্তোঽহংশ্রোতুমিচ্ছামি ত্বংহিমেপরমাগতিঃ ॥৪৬
নমস্তে দেব দেবেশ দেবারিবলসূদন।
নারায়ণ জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর ॥ ৪৭
পদ্মনাভ হৃষীকেশ মহাবলপরাক্রম।
অতীন্দ্রিয় সুদুষ্পার দেব শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর ॥ ৪৮
বরাহ ভীম গোবিন্দ পুরাণ পুরুষোত্তম।
হিরণ্যকেশ বিশ্বাক্ষ যজ্ঞমূর্ত্তে নিরঞ্জন ॥
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ লোকেশ সলিলান্তরশায়ক।
মন্ত্র মন্ত্রবহাচিন্ত্য বেদবেদাঙ্গবিগ্রহ ॥ ৫০
জগতোঽস্য সমগ্রস্য সৃষ্টিসংহারকারক।
সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মাঙ্গ ধর্ম্মযোনে বরপ্রদ ॥ ৫১
বিশ্বকৃসেনামৃত ব্যোম মধুকৈটভসূদন।
বৃহতাং বৃংহণাজ্ঞেয় সর্ব্ব সর্ব্বাভয়প্রদ ॥ ৫২
বরেণ্যানঘ জীমূতাব্যয় নির্ব্বাণকারক।
আপ্যায়ন অপাংস্থান চৈতন্যাধার নিষ্ক্রিয় ॥ ৫৩
সপ্তশীর্ষাধ্বরগুরো পুরাণ পুরুষোত্তম।
ধ্রুবাক্ষর সুসূক্ষ্মেশ ভক্তবৎসল পাবন ॥ ৫৪
ত্বংগতিঃ সর্ব্বদেবানাং ত্বং গতির্ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥
তথা বিদিতবেদানাং গতিস্ত্বং পুরুষোত্তম ॥ ৫৫
প্রপন্নাস্মি জগন্নাথ ধ্রুবং বাচস্পতিং প্রভুম্।
সুব্রহ্মণ্যমনাধৃষ্টং বসুখেলং বসুপ্রদম্ ॥ ৫৬
মহাযোগবলোপেতং পৃশ্নিগর্ভং ধৃতার্চ্চিষম্।
বাসুদেবং মহাত্মানং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্ ॥ ৫৭
সুরাসুরগুরুং দেবং বিভুং ভূতমহেশ্বরম্।
একব্যূহং চতুর্ব্ব্যূহং জগৎকারণকারণম্ ॥ ৫৮
ব্রূহি মে ভগবন্ ধর্ম্মাংশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য শাশ্বতান্।
আশ্রমাচারসংযুক্তান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্ ॥ ৫৯
এবমুক্তস্তু দেবেশঃ পুনঃ ক্ষৌণীমভাষত।
শৃণু দেবি ধরে ধর্ম্মাংশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য শাশ্বতান্।
আশ্রমাচারসংযুক্তান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্ ॥ ৬০
যে তু ত্বাং ধারয়িষ্যন্তি সন্তস্তেষাং পরায়ণান্।
নিষণ্ণা ভব বামোরু কাঞ্চনেঽস্মিন্ বরাসনে॥৬১
সুখাসীনা নিবোধ ত্বং ধর্ম্মান্নিগদতো মম।
শুশ্রুবে বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ সুখাসীনা ধরা তদা ॥৬২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি বর্ণা-
শ্চত্বারঃ। ১। তেষামাদ্যা দ্বিজাতয়স্ত্রয়ঃ। ২।
তেষাং নিষেকাদ্যঃ শ্মশানান্তো মন্ত্রবৎ ক্রিয়া-
সমূহঃ। ৩। তেষাঞ্চ ধর্ম্মাঃ। ব্রাহ্মণস্যাধ্যাপনম্।
ক্ষত্রিয়স্য শস্ত্রনিত্যতা। বৈশ্যস্য পশুপালনম্
শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা। দ্বিজানাং যজনাধ্যয়নে।
। ৪। অথৈতেষাং বৃত্তয়ঃ ব্রাহ্মণস্য যাজনপ্রতি-
গ্রহৌ। ক্ষত্রিয়স্যাক্ষিতিত্রাণম্। কৃষিগোরক্ষ-
বাণিজ্য কুসীদ যোনিপোষণানি বৈশ্যস্য। শূদ্রস্য
সর্ব্বশিল্পানি। ৫। আপদ্যনন্তরা বৃত্তিঃ। ৬।
ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥ ৭
আর্জ্জবংলোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্যউচ্যতে॥ ৮

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ রাজধর্ম্মাঃ। ১। প্রজাপরিপালনম্, বর্ণা-
শ্রমাণাং স্বে স্বে ধর্ম্মে ব্যবস্থাপনম্। ২। রাজা চ
জাঙ্গলং পশব্যং শস্যোপেতং দেশমাশ্রয়েৎ বৈশ্য
শূদ্রপ্রায়ঞ্চ। ৩। তত্র ধন্বনৃমহীবারিবৃক্ষগিরিদুর্গা-
ণামন্যতমং দুর্গমাশ্রয়েৎ। ৪। তত্র স্বস্ব গ্রামাধিপান্
কুর্য্যাৎ। দশাধ্যক্ষান্। শতাধ্যক্ষান্। দেশাধ্য-
ক্ষাংশ্চ। ৫। গ্রামদোষাণাং গ্রামাধ্যক্ষঃ পরীহারং
কুর্য্যাৎ। ৬। অশক্তো দশগ্রামাধ্যক্ষায় নিবে-
দয়েৎ। ৭। সোঽপ্যশক্তঃ শতাধ্যক্ষায়। সোঽপ্য-
শক্তো দেশাধ্যক্ষায়। দেশাধ্যক্ষোঽপি সর্ব্বা-
ত্মনা দোষমুচ্ছিন্দ্যাৎ। ৮। আকরশুল্কতরনাগব-
নেষ্বাপ্তান্নিযুঞ্জীত। ধর্ম্মিষ্ঠান্ ধর্ম্মকার্য্যেষু।
নিপুণানর্থকার্য্যেষু। শূরান্ সংগ্রামকর্ম্মসু। উগ্রা-
নুগ্রেষু। ষণ্ঢান্ স্ত্রীষু। ৯। প্রজাভ্যো বল্যর্থং
সম্বৎসরেণ ধান্যতঃ ষষ্ঠমংশমাদদ্যাৎ। সর্ব্ব-
শস্যেভ্যশ্চ। ১০। দ্বিকং শতং পশুহিরণ্যেভ্যো
বস্ত্রেভ্যশ্চ। ১১। মাংসমধুঘৃতৌষধিগন্ধপুষ্পমূলফলর-
সদারুপত্রাজিনমৃদ্ভাণ্ডাশ্মভাণ্ডবৈদলেভ্যঃ ষষ্ঠভা-
গম্। ১২। ব্রাহ্মণেভ্যঃ করাদানং ন কুর্য্যাৎ তে হি
রাজ্ঞো ধর্ম্মকরদাঃ। ১৩। রাজা চ প্রজাভ্যঃ সুকৃ-
তদুষ্কৃতষষ্ঠাংশভাক্। ১৪। স্বদেশপণ্যাচ্চ শুল্কাংশং
দশমমাদদ্যাৎ। পরদেশপণ্যাচ্চ বিংশতিতমম্। ১৫
শুল্কস্থানমপক্রামন্ সর্ব্বাপহারমাপ্নুয়াৎ। ১৬।
শিল্পিনঃ কর্ম্মজীবিনশ্চ শূদ্রাশ্চ মাসেনৈকং
রাজ্ঞঃ কর্ম্ম কুর্য্যুঃ। ১৭। স্বাম্যমাত্যদুর্গকোশদণ্ড-
রাষ্ট্রমিত্রাণি প্রকৃতয়ঃ। ১৮। তদ্দূষকাংশ্চ
হন্যাৎ। ১৯। স্বরাষ্ট্রপররাষ্ট্রয়োশ্চ চারচক্ষুঃ
স্যাৎ। ২০। সাধূনাং পূজনং কুর্য্যাৎ। ২১।
দুষ্টাংশ্চ হন্যাৎ। ২২। শত্রুমিত্রোদাসীনমধ্যমেষু
সামভেদদানদণ্ডান্ যথার্হং যথাকালং প্রযু-
ঞ্জীত। ২৩। সন্ধিবিগ্রহযানাসনসংশ্রয়দ্বৈধী-
ভাবাংশ্চ যথাকালমাশ্রয়েৎ। ২৪। চৈত্রে
মার্গশীর্ষে বা যাত্রাং যায়াৎ। পরস্য ব্যসনে
বা। ২৫। পরদেশাবাপ্তৌ তদ্দেশধর্ম্মান্নোচ্ছি-
ন্দ্যাৎ। ২৬। পরেণাভিযুক্তশ্চ সর্ব্বাত্মনাস্বং
রাষ্ট্রং গোপায়েৎ। ২৭। নাস্তি রাজ্ঞাং সমরে
তনুত্যাগসদৃশোধর্ম্মঃ। ২৮। গোব্রাহ্মণনৃপতি-
মিত্রধনদারজীবিতরক্ষণাদ্যে হতাস্তে স্বর্গ-
ভাজঃ। বর্ণসঙ্কররক্ষণার্থে চ। ২৯। রাজাপর
পুরাবাপ্তৌ তু তত্র তৎকুলীনমভিষিঞ্চেৎ। ৩০।
ন রাজকুলমুচ্ছিন্দ্যাৎ অন্যত্রাকুলীনরাজ-
কুলাৎ। ৩১। মৃগয়াক্ষস্ত্রীপানেষ্বভিরতিং ন
কুর্য্যাৎ। ৩২। আদ্যদ্বারাণি নোচ্ছিন্দ্যাৎ। ৩৩।
নাপাত্রবর্ষীস্যাৎ। ৩৪। আকরেভ্যঃ সর্ব্ব-
মাদদ্যাৎ। ৩৫। নিধিং লব্ধ্বা তদর্দ্ধং ব্রাহ্ম-
ণেভ্যো দদ্যাৎ দ্বিতীয়মর্দ্ধং কোশে প্রবে-
শয়েৎ। ৩৬। নিধিং ব্রাহ্মণো লব্ধ্বা সর্ব্বমা-
দদ্যাৎ। ৩৭। ক্ষত্রিয়শ্চতুর্থমংশং রাজ্ঞে দদ্যাৎ
চতুর্থমংশং ব্রাহ্মণেভ্যোঽর্দ্ধমাদদ্যাৎ। ৩৮।
বৈশ্যশ্চতুর্থমংশং রাজ্ঞে দদ্যাৎ ব্রাহ্মণেভ্যোঽর্দ্ধ-
মংশমাদদ্যাৎ। ৩৯ শূদ্রশ্চাবাপ্তং দ্বাদশধা বিভজ্য
পঞ্চাংশান্ রাজ্ঞে দদ্যাৎ পঞ্চাংশান্ ব্রাহ্মণে-
ভ্যোঽংশদ্বয়মাদদ্যাৎ। ৪০। অনিবেদিতবিজ্ঞা-
তস্য সর্ব্বমপহরেৎ। ৪১। স্বনিহিতাদ্রাজ্ঞে
ব্রাহ্মণবর্জ্জং দ্বাদশমংশং দদ্যুঃ। ৪২। পর-
নিহিতং স্বনিহিতমিতি ব্রুবংস্তৎসমং দণ্ড-
মাবহেৎ। ৪৩। বালানাথস্ত্রীধনানি চ রাজা
পরিপালয়েৎ। ৪৪। চৌরহৃতং ধনমবাপ্য সর্ব্ব-
মেব সর্ব্ববর্ণেভ্যো দদ্যাৎ। ৪৫। অনবাপ্য
চ স্বকোশাদেব দদ্যাৎ। ৪৬। শান্তিস্বস্ত্যয়নৈ

দৈবোপঘাতান্ প্রশময়েৎ। ৪৭। পরচক্রোপঘাতাংশ্চ শস্ত্রনিত্যতয়া।৪৮। বেদেতিহাসধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলং কুলীনমব্যঙ্গং তপস্বিনং পুরোহিতঞ্চ বরয়েৎ। শুচীনলুব্ধানবহিতাংশ্চ ক্তি-সম্পন্নান্ সর্ব্বার্থেষু চ সহায়ান্।৪৯। স্বয়মেব ব্যবহারান্ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধম্। ৫০। ব্যবহারদর্শনে ব্রাহ্মণং বা নিযুঞ্জ্যাৎ।৫১। জন্মকর্ম্মব্রতোপেতাশ্চ রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা রিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ কামক্রোধভয়লোভাদিভিঃ কার্য্যার্থিভিরনাহার্য্যাঃ। ৫২। রাজা চ সর্ব্বকার্য্যেষু সম্বৎসরাধীনঃ স্যাৎ।৫৩। দেবব্রাহ্মণান্ সততমেব পূজয়েৎ। ৫৪। বৃদ্ধসেবী ভবেৎ। যজ্ঞযাজী চ। ৫৫। নচাস্য বিষয়ে ব্রাহ্মণঃ ক্ষুধার্ত্তোঽবসীদেৎ। ০ নচান্যোঽপি সৎকর্ম্মনিরতঃ। ৫৬। ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভুবং প্রতিপাদয়েৎ। ৫৭। যেষাঞ্চ প্রতিপাদয়েত্তেষাং স্ববংশ্যানন্তরপ্রমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনঞ্চ পটে তাম্রপট্টে বা লিখিতং স্বমুদ্রাঙ্কিতঞ্চাগামিনৃপবিজ্ঞাপনার্থং দদ্যাৎ। ৫৮। পরদত্তাঞ্চ ভুবং নাপহরেৎ। ৫৯। ব্রাহ্মণেভ্যঃ সর্ব্বদায়ান্ প্রযচ্ছেৎ। ৬০। সর্ব্বতস্ত্বাত্মানং গোপায়েৎ। ৬১। সুদর্শনশ্চ স্যাৎ। বিষঘ্নাগদমন্ত্রধারী চ। নাপরীক্ষিতমুপযুঞ্জ্যাৎ। ৬২। স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী স্যাৎ। ৬৩। বধ্যেষ্বপি ন ভ্রুকুটীমাচরেৎ। ৬৪। অপরাধানুরূপঞ্চ দণ্ডং দণ্ড্যেষু দাপয়েৎ। ৬৫। সম্যগ্দণ্ডপ্রণয়নং কুর্য্যাৎ।৬৬। দ্বিতীয়মপরাধং ন কস্যচিৎ ক্ষমেত স্বধর্ম্মমপালয়ন্নাদণ্ড্যোনামাস্তি রাজ্ঞঃ।

যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি নির্ভয়ঃ।
প্রজাস্তত্র বিবর্দ্ধন্তে নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥৬৭
স্বরাষ্ট্রে ন্যায়দণ্ডঃ স্যাদ্ভৃশদণ্ডশ্চ শত্রুষু।
সুহৃৎস্বজিহ্মঃ স্নিগ্ধেষু ব্রাহ্মণেষু ক্ষমান্বিতঃ ॥ ৬৮
এবংবৃত্তস্য নৃপতেঃ শিলোঞ্ছেনাপি জীবতঃ।
বিস্তীর্য্যতে যশোলোকে তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥৬৯
প্রজাসুখে সুখী রাজা তদ্দুঃখে যশ্চ দুঃখিতঃ।
স কীর্ত্তিযুক্তোলোকেঽস্মিন্প্রেত্যস্বর্গেমহীয়তে৭০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

জালস্থার্কমরীচিগতং রজস্ত্রসরেণুসংজ্ঞকম্। ১। তদষ্টকং লিক্ষা। ২। তত্ত্রয়ং রাজসর্ষপঃ। ৩। তত্ত্রয়ং গৌরসর্ষপঃ। ৪। তৎষট্কং যবঃ।৫। তত্ত্রয়ং কৃষ্ণলম্। ৬। তৎপঞ্চকং মাষঃ। ৭। তদ্দ্বাদশকমক্ষার্দ্ধম্। ৮। অক্ষার্দ্ধমেব সচতুর্ম্মাষকং সুবর্ণঃ। ৯। চতুঃসুবর্ণকোনিষ্কঃ। ১০। দ্বে কৃষ্ণলে সমধৃতে রূপ্যমাষকঃ। ১১। তৎ ষোড়শকং ধরণম্।১২। তাম্রকার্ষিকঃ কার্ষাপণঃ। ১৩।

পণানাং দ্বে শতে সার্দ্ধে প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ।
মধ্যমঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রং ত্বেব চোত্তমঃ॥১৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথ মহাপাতকিনো ব্রাহ্মণবর্জ্জং সর্ব্বে বধ্যাঃ। ১। ন শারীরো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ। ২। স্বদেশাদ্ব্রাহ্মণং কৃতাঙ্কং বিবাসয়েৎ। ৩। তস্য চ ব্রহ্মহত্যায়ামশিরস্কং পুরুষং ললাটে কুর্য্যাৎ। ৪। সুরাধ্বজং সুরাপানে। ৫। শ্বপদং স্তেয়ে। ৬। ভগং গুরুতল্পগমনে। ৭। অন্যত্রাপি বধ্যকর্ম্মণি তিষ্ঠন্তং সমগ্রধনমক্ষতং বিবাসয়েৎ। ৮। কূটশাসনকর্ত্তৄংশ্চ রাজা হন্যাৎ। ৯। কূটলেখ্যকারাংশ্চ। ১০। গরদাগ্নিদপ্রসহ্যতস্করান্ স্ত্রীবালপুরুষঘাতিনশ্চ।১১। যে চ ধান্যং দশভ্যঃ কুম্ভেভ্যোঽধিকমপহরেয়ুঃ।১২। ধরিমমেয়ানাং শতাদভ্যধিকম্। ১৩। যে চাকুলীনা রাজ্যমভিকাময়েয়ুঃ। ১৪। সেতুভেদকাংশ্চ। ১৫। প্রসহ্যতস্করাণাঞ্চাবকাশভক্তপ্রদাংশ্চ। ১৬। অন্যত্র রাজাশক্তেঃ। ১৭। স্ত্রিয়ঞ্চ শক্তভর্ত্তৃকাং তদতিক্রমণীঞ্চ। ১৮। হীনবর্ণোঽধিকবর্ণস্য যেনাঙ্গেনাপরাধং কুর্য্যাত্তদেবাস্য শাতয়েৎ। ১৯। একাসনোপবেশী কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ।২০। নিষ্ঠীব্যোষ্ঠদ্বয়বিহীনঃ কার্য্যঃ। ২১। অবশর্দ্ধয়িতা চ গুদহীনঃ। ২২। আক্রোশয়িতা চ বিজিহ্বঃ। ২৩। দর্পেণ ধর্ম্মোপদেশকারিণো রাজা তপ্তমাসেচয়েৎতৈলমাস্যে। ২৪। দ্রোহেণ চ নামজাতিগ্রহণে দশাঙ্গুলোঽস্য শঙ্কুর্নিখেয়ঃ। ২৫। শ্রুত

দেশজাতিকর্ম্মণামন্যথাবাদী কার্ষাপণশতদ্বয়ং দণ্ড্যঃ। ২৬। কাণখঞ্জাদীনাং তথাবাদ্যপি কার্ষাপণদ্বয়ম্। ২৭। গুরূনাক্ষিপন্ কার্ষাপণ শতম্। ২৮। পরস্য পতনীয়াক্ষেপে কৃতে তূত্তমসাহসম্।২৯। উপপাতকযুক্তে মধ্যমম্।৩০ ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধানাংক্ষেপে জাতিপূগানাঞ্চ। ৩১। গ্রাম দেশয়োঃ প্রথমসাহসম্। ৩২। ন্যঙ্গতা-যুক্তাক্ষেপে কার্ষাপণশতম্। ৩৩। মাতৃযুক্তে তূত্তমম্। ৩৪। সবর্ণাক্রোশনে দ্বাদশপণান্ দণ্ড্যঃ। ৩৫। হীনবর্ণাক্রোশনে ষড়্দণ্ড্যঃ।৩৬। যথাকালমুত্তমসবর্ণাক্ষেপে তৎপ্রমাণোদণ্ডঃ।৩৭ ত্রয়োবাকার্ষাপণাঃ। ৩৮। শুক্তবাক্যাভিধানে ত্বেবমেব।৩৯। পারজায়ী সবর্ণাগমনে তূত্তম-সাহসং দণ্ড্যঃ।৪০। হীনবর্ণাগমনে মধ্যমম্।৪১। গোগমনে চ। ৪২। অন্ত্যাগমনে বধ্যঃ। ৪৩। পশুগমনে কার্ষাপণশতং দণ্ড্যঃ।৪৪। দোষমনা-খ্যায় কন্যাং প্রযচ্ছংশ্চ।৪৫। তাঞ্চ বিভৃয়াৎ।৪৬ অদুষ্টাং দুষ্টামিতি ব্রুবন্নুত্তমসাহসম্।৪৭। গজা শ্বোষ্ট্রগোঘাতী ত্বেককরপাদঃ কার্য্যঃ। ৪৮। বিমাংসবিক্রয়ী চ।৪৯। গ্রাম্যপশুঘাতী কার্ষা-পণশতন্দণ্ড্যঃ। ৫০। পশুস্বামিনে তন্মূল্যং দদ্যাৎ। ৫১। আরণ্যপশুঘাতী পঞ্চাশতং কার্ষাপণান্। ৫২। পক্ষিঘাতী মৎস্যঘাতী চ দশ কার্ষাপণান্।৫৩। কীটোপঘাতী চ কার্ষা-পণম্। ৫৪। ফলোপগমদ্রুমচ্ছেদী তূত্তমসাহ-সম্।৫৫। পুষ্পোপগমদ্রুমচ্ছেদী মধ্যমম্। ৫৬। বল্লীগুল্মলতাচ্ছেদী কার্ষাপণশতম্। ৫৭। তৃণ-চ্ছেদ্যেকম্। ৫৮। সর্ব্বে চ তৎস্বামিনাং তদুৎ-পত্তিম্। ৫৯। হস্তেনাবগোরয়িতা দশকার্ষা-পণান্।৬০। পাদেন বিংশতিম্।৬১। কাষ্ঠেন প্রথমসাহসম্। ৬২। পাষাণেন মধ্যমম্। ৬৩। শস্ত্রেণোত্তমম্। ৬৪। পাদকেশাংশুককরলুণ্ঠনে দশপণান্ দণ্ড্যঃ। ৬৫। শোণিতেন বিনা দুঃখমুৎপাদয়িতা দ্বাত্রিংশৎপণান্। ৬৬। সহ শোণিতেন চতুঃষষ্টিম্। ৬৭। করপাদদন্তভঙ্গে কর্ণনাসাবিকর্ত্তনে মধ্যমম্। ৬৮। চেষ্টাভোজন-বাগ্রোধে .প্রহারদানে চ। ৬৯। নেত্রকন্ধরা-বাহুসক্থ্যংসভঙ্গে চোত্তমম্। ৭০। উভয়নেত্র-ভেদিনং রাজা যাবজ্জীবং বন্ধনান্ন বিমুঞ্চেৎ।৭১। তাদৃশমেব বা কুর্য্যাৎ।৭২। একং বহূনাং নিঘ্ন-তাং প্রত্যেকমুক্তাদ্দণ্ডাদ্দ্বিগুণঃ।৭৩। উৎক্রোশন্ত-মনভিধাবতাং তৎসমীপবর্ত্তিনাং সংসরতাঞ্চ।৭৪। সন্ধ্যে চ পুরুষপীড়াকরাস্তদুত্থানব্যয়ং দদ্যুঃ।৭৫। গ্রাম্যপশুপীড়াকরাশ্চ। ৭৬। গোহশ্বোষ্ট্রগজাপ-হার্য্যেকপাদকরঃ কার্য্যঃ।৭৭ অজাব্যপহার্য্যেক-করশ্চ। ৭৮ ধান্যাপহার্য্যেকাদশগুণং দণ্ড্যঃ।৭৯ শস্যাপহারী চ।৮০। সুবর্ণরজতবস্ত্রাণাং পঞ্চাশ-তস্ত্বভ্যধিকমপহরন্ বিকরঃ।৮১। তদূনমেকা-দশগুণং দণ্ড্যঃ। ৮২। সূত্রকার্পাসগোময়গুড়-দধিক্ষীরতক্রতৃণলবণমৃত্তস্ম পক্ষিমৎস্য ঘৃততৈল-মাংস মধুবৈদলবেণুমৃণ্ময় লোহদণ্ডানামপহর্ত্তা মূল্যাত্রিগুণং দণ্ড্যঃ। ৮৩। পক্কান্নানাঞ্চ। ৮৪। পুষ্পহরিতগুল্মবল্লীলতাপর্ণানামপহরণে পঞ্চকৃষ্ণ-লান্।৮৫। শাকমূলফলানাঞ্চ।৮৬। রত্নাপহার্য্যু-ত্তমসাহসম্।৮৭। অনুক্তদ্রব্যাণা মপহর্ত্তা মূল্য-সমম্। ৮৮। স্তেনাঃ সর্ব্বমপহৃতং ধনিকস্য দাপ্যাঃ।৮৯। ততস্তেষামভিহিতদণ্ডপ্রয়োগঃ।৯০ যেষাং দেয়ঃ পন্থাস্তেষামপথদায়ী কার্ষাপণানাং পঞ্চবিংশতিং দণ্ড্যঃ।৯১। আসনার্হস্যাসনমদ-দচ্চ।৯২। পূজার্হমপূজয়ংশ্চ।৯৩। প্রাতিবেশ্য-ব্রাহ্মণে নিমন্ত্রণাতিক্রমে চ। ৯৪। নিমন্ত্রয়িত্বা ভোজনাদায়িনশ্চ। ৯৫। নিমন্ত্রিতস্তথে ত্যুক্ত-বানভুঞ্জানঃ সুবর্ণমাষিকং নিমন্ত্রয়িতুশ্চ দ্বিগুণ-মন্নম্।৯৬। অভক্ষ্যেণ ব্রাহ্মণদূষয়িতা ষোড়শ-সুবর্ণান্।৯৭। জাত্যপহারিণা শতম্।৯৮। সুরয়া বধ্যঃ। ৯৯। ক্ষত্রিয়ং দূষয়িতুস্তদর্দ্ধম্। ১০০। বৈশ্যম্ দূষয়িতুস্তদর্দ্ধমপি।১১০। শূদ্রং দূষয়িতুঃ প্রথমসাহসম্।১০২ কামকারেণাস্পৃশ্যস্ত্রৈবর্ণিকং-স্পৃশন্ বধ্যঃ। ১০৩। রজস্বলাং শিফাভিস্তাড়-য়েৎ। ১০৪। পথ্যুদ্যানোদকসমীপেহশুচিকারী পণশতম্।১০৫। তচ্চাপাস্যাৎ।১০৬। গৃহভুক্-ড্যাত্র্যপভেত্তা মধ্যমসাহসং দণ্ড্যঃ।১০৭। তঞ্চ যোজয়েৎ।১০৮। গহেপীড়াকরং দ্রব্যং প্রক্ষি-পন্ পণশতম্।১০৯। সাধারণ্যাপলাপী চ।১১০। প্রোষিতস্যাপ্রদাতা চ। ১১১। পিতৃপুত্রা-চার্যযাজ্যর্ত্বিজামন্যোন্যাপতিতত্যাগী চ। ১১২। নচ তান্ জহ্যাৎ। ১১৩। শূদ্রপ্রব্রজিতানাং দৈবে পিত্র্যে ভোজকশ্চ। ১১৪। অযোগ্য-কর্ম্মকারী চ। ১১৫। সমুদ্রগৃহভেদকঃ। ১১৬। অনিযুক্তঃ শপথকারী।১১৭। পশূনাং পুংস্ত্বো-

পঘাতকারী চ। ১১৮। পিতাপুত্রবিরোধে তু সাক্ষিণাং দশপণো দণ্ডঃ। ১১৯। যস্তয়োশ্চান্তরঃ স্যাৎ তস্যোত্তমসাহসম্। ১২০। তুলামানকূটকর্ত্তুশ্চ। ১২১। তদকূটে কূটবাদিনশ্চ।১২২। দ্রব্যাণাং প্রতিরূপবিক্রয়িকশ্চ চ। ১২৩। সম্ভূয়বণিজাং পণ্যমনর্ঘেণাবরুন্ধতাম্। ১২৪। প্রত্যেকং বিক্রীণতাঞ্চ। ১২৫। গৃহীতমূল্যং পণ্যংযঃ ক্রেতুর্নৈব দদ্যাত্তস্যাসৌ সোদয়ং দাপ্যঃ। ১২৬। রাজ্ঞা চ পণশতং দণ্ড্যঃ। ১২৭। ক্রীতমক্রীণতো যা হানিঃ সা ক্রেতুরেব স্যাৎ। ১২৮। রাজবিনিষিদ্ধং বিক্রীণতস্তদপহারঃ। ১২৯। তারিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্ণন্ দশ পণান্ দণ্ড্যঃ। ১৩০। ব্রহ্মচারিবানপ্রস্থভিক্ষুগুর্বিণীতীর্থানুসারিণাং নাবিকঃ শৌল্কিকঃ শুল্কমাদদানশ্চ।১৩১। তচ্চ তেষাং দদ্যাৎ। ১৩২। দ্যূতে কূটাক্ষদেবিনাং করচ্ছেদঃ। ১৩৩। উপধিদেবিনাং সন্দংশচ্ছেদঃ।১৩৪। গ্রন্থিভেদকানং করচ্ছেদঃ।১৩৫। দিবা পশূনাং বৃকাদ্যুপঘাতে পালে ত্বনায়তি পালদোষঃ। ১৩৬। বিনষ্টপশুমূল্যঞ্চ স্বামিনে দদ্যাৎ।১৩৭। অননুজ্ঞাতাং দুহন্ পঞ্চবিংশতিকার্ষাপণান্ দণ্ড্যঃ। ১৩৮। মহিষী চেচ্ছস্যনাশং কুর্য্যাত্তৎপালকস্বষ্টৌ মাষকান্ দণ্ড্যঃ। ১৩৯। অপালায়াঃ স্বামী। ১৪০। অশ্বস্তূষ্ট্রোগর্দ্দভো বা। ১৪১। গৌশ্চেত্তদর্দ্ধম্। ১৪২। তদর্দ্ধমজাবিকম্। ১৪৩। ভক্ষয়িত্বোপবিষ্টেষু দ্বিগুণম্। ১৪৪। সর্ব্বত্র স্বামিনে বিনষ্টশস্যমূল্যঞ্চ।১৪৫। পথি গ্রামেবিবীতান্তে নদোষঃ।১৪৬ অনাবৃতে চ।১৪৭। অল্পকালম্।১৪৮। উৎসৃষ্টবৃষভসূতিকানাঞ্চ। ১৪৯। সমুত্তমবর্ণান্ দাস্যে নিয়োজয়েত্তস্যোত্তমসাহসোদণ্ডঃ।১৫০। ত্যক্তপ্রব্রজ্যো রাজ্ঞোদাস্যং কুর্য্যাৎ।১৫১। ভৃতকশ্চাপূর্ণকালে ভৃতিং ত্যজন্ সকলমেব মূল্যং দদ্যাৎ।১৫২। রাজ্ঞে চ পণশতং দদ্যাৎ।১৫৩। তদ্দোষেণ যদ্বিনশ্যেত্তৎ স্বামিনে। অন্যত্র দৈবোপঘাতাৎ।১৫৪। স্বামী চেদ্ভৃতকমপূর্ণে কালে জহ্যাত্তস্য সর্ব্বং মূল্যং দদ্যাৎ। ১৫৫। পণশতঞ্চ রাজনি অন্যত্র ভৃতকদোষাৎ।১৫৬। যঃ কন্যাং পূর্ব্বদত্তামন্যস্মৈ দদ্যাৎ স চৌরবচ্ছাস্যঃ। বরদোষং বিনা। ১৫৭। নির্দ্দোষাং পরিত্যজন্ পত্নীঞ্চ। ১৫৮। অজানানঃ প্রকাশং যঃ পরদ্রব্যং ক্রীণীয়াত্তত্র তস্যাদোষঃ। ১৫৯। স্বামী দ্রব্যমাপ্নুয়াৎ। ১৬০। যদ্যপ্রকাশং হীনমূল্যঞ্চ ক্রীণীয়াত্তদা ক্রেতা বিক্রেতা চ চৌরবচ্ছাস্যৌ। ১৬১। গণদ্রব্যাপহর্ত্তা বিবাস্যঃ। ১৬২। তৎসম্বিদং যশ্চ লঙ্ঘয়েৎ। ১৬৩। নিক্ষেপাপহার্য্যর্থবৃদ্ধিসহিতং ধনং ধনিকস্য দাপ্যঃ। ১৬৪। রাজ্ঞা চৌরবচ্ছাস্যঃ। ১৬৫। যশ্চানিক্ষিপ্তং নিক্ষিপ্তমিতি ব্রূয়াৎ। ১৬৬। সীমাভেত্তারমুত্তমসাহসং দণ্ডয়িত্বা পুনঃ সীমাং লিঙ্গান্বিতাং কারয়েৎ। ১৬৭। জাতিভ্রংশকরস্যাভক্ষ্যস্য ভক্ষয়িতা বিবাস্যঃ। ১৬৮। অভক্ষ্যস্যাবিক্রেয়স্য চ বিক্রয়ী।১৬৯। দেবপ্রতিমাভেদকশ্চোত্তমসাহসংদণ্ডনীয়ঃ।১৭০। দ্বিবর্ণ্ণমিথ্যাচরন্নুত্তমেষু পুরুষেষু। ১৭১। মধ্যমেষু মধ্যমম্। ১৭২। তির্য্যক্ষু প্রথমম্। ১৭৩। প্রতিশ্রুতস্যাপ্রদায়ী তদ্দাপয়িত্বা প্রথমসাহসং দণ্ড্যঃ। ১৭৪। কূটসাক্ষিণাং সর্ব্বস্বাপহারঃ কার্য্যঃ। ১৭৫। উৎকোচোপজীবিনাং সভ্যানাঞ্চ। ১৭৬। গোচর্ম্মমাত্রাধিকাং ভুবমন্যস্বাধিকৃতাং তস্মাদানির্ম্মোচ্যান্যস্য যঃ প্রযচ্ছেৎ স বধ্যঃ। ১৭৭। ঊনাঞ্চেৎ ষোড়শসুবর্ণান্ দণ্ড্যঃ। ১৭৮।

একোহশ্নীয়াদনভুৎপন্নং নরঃ সম্বৎসরং ফলম্।
গোচর্ম্মমাত্রা সা ক্ষৌণীস্তোকাবাযদিবাবহুঃ ১৭৯
যয়োর্নিক্ষিপ্তআধিস্তৌ বিবদেতাং যদা নরৌ।
যস্য ভুক্তিঃ ফলং তস্যবলাৎকারং বিনাকৃতা ১৮০
সাগমেন চ ভোগেন ভুক্তং সম্যগ্ যদা ভবেৎ।
আহর্ত্তা লভতে তত্র নাপহার্য্যন্তু তৎ ক্বচিৎ ॥১৮১

পিত্রা ভুক্তন্তু যদ্দ্রব্যং
ভুক্ত্যাচারেণ ধর্ম্মতঃ।
তস্মিন্ প্রেতে ন বাচ্যোহসৌ
ভুক্ত্যা প্রাপ্তং হি তস্য তৎ ॥ ১৮২

ত্রিভিরেব চ যা ভুক্তা পুরুষৈর্ভূর্যথাবিধি।
লেখ্যাভাবেহপি তাং তত্র চতুর্থঃসমবাপ্নুয়াৎ১৮৩
নখিনাং দংষ্ট্রিণাঞ্চৈব শৃঙ্গিণামাততায়িনাম্।
হস্ত্যশ্বানাংতথান্যেষাংবধেহন্তা ন দোষভাক্ ১৮৪
গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥ ১৮৫
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।

প্রকাশং বাঽপ্রকাশং বা মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি ॥১৯০
উদ্যতাসিবিষাগ্নিঞ্চ শাপোদ্যতকরং তথা।
আথর্ব্বণেন হন্তারং পিশুনঞ্চৈব রাজসু। ১৯১
ভার্য্যাতিক্রমণঞ্চৈব বিদ্যাৎ সপ্তাততায়িনঃ।
যশোবিত্তহরানন্যানাহুর্ধর্ম্মার্থহারকান্ ॥ ১৯২
উদ্দেশতস্তে কথিতো ধবে দণ্ডবিধির্ম্ময়া।
সক্লেষামপরাধানাং বিস্তরাদতিবিস্তবঃ ॥ ১৯৩
অপরাধেষু চান্যেষু জ্ঞাত্বা জাতিং ধনং বয়ঃ।
দণ্ডং প্রকল্পয়েদ্রাজা সম্মন্ত্র্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥ ১৯৪
দণ্ড্যং প্রমোচয়ন্ দণ্ড্যাদ্দ্বিগুণং দণ্ডমাবহেৎ।
নিযুক্তশ্চাপ্যদণ্ড্যানাং দণ্ডকারী নরাধমঃ ॥ ১৯৫
যস্য চৌরঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্ ১৯৬
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্ ॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথোত্তমর্ণোঽধমর্ণাদ্যথাদত্তমর্থং গৃহ্ণীয়াৎ। ১। দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কং পঞ্চকঞ্চ শতং বর্ণানুক্রমেণ প্রতিমাসম্। ২। সর্ব্বে বর্ণা বা স্বপ্রতিপন্নাং বৃদ্ধিং দদ্যুঃ। ৩। অকৃতামপি বৎসরাতিক্রমেণ যথাবিহিতাম্। ৪। আধ্যুপভোগেবৃদ্ধ্যভাবঃ। ৫। দৈবরাজোপঘাতাদৃতে বিনষ্টমাধিমুত্তমর্ণো দদ্যাৎ। ৬। অন্তবৃদ্ধৌ প্রবিষ্টায়মপি। ৭। ন স্থাবরমাধিমৃতে বচনাৎ। ৮। গৃহীতধনপ্রবেশার্থমেব যৎ স্থাবরং দত্তং তদগৃহীতধনপ্রবেশে দদ্যাৎ। ৯। দীয়মানং প্রযুক্তমর্থমুত্তমর্ণস্যাগৃহ্ণতস্ততঃ পবং ন বর্দ্ধতে। ১০। হিরণ্যস্য পরা বৃদ্ধির্দ্বিগুণা। ১১। ধান্যস্য ত্রিগুণা। ১২। বস্ত্রস্য চতুর্গুণা। ১৩। রসস্যাষ্টগুণা। ১৪। সন্ততিঃ স্ত্রীপশূনাম্। ১৫। কিণ্বকার্পাসসূত্রচর্ম্মায়ুধেষ্টকাঙ্গারাণামক্ষয়া। ১৬। অনুক্তানাং দ্বিগুণা। ১৭। প্রযুক্তমর্থং যথাকথঞ্চিৎ সাধয়ন্ন রাজ্ঞো বাচ্যঃ স্যাৎ। ১৮। সাধ্যমানশ্চেদ্রাজানমভিগচ্ছেত্তৎসমং দণ্ড্যঃ। ১৯। উত্তমর্ণশ্চেদ্রাজানমিয়াত্তদ্বিভাবিতোঽধমর্ণো রাজ্ঞে ধনদশভাগসম্মিতং দণ্ডং দদ্যাৎ। ২০। প্রাপ্তার্থশ্চোত্তমর্ণো বিংশতিতমমংশম্। ২১। সর্ব্বাপলাপ্যোকদেশবিভাবিতোঽপি সর্ব্বং দদ্যাৎ। ২২। তস্য চ ভাবনাস্তিস্রো ভবন্তি লিখিতং সাক্ষিণঃ সময়ক্রিয়া চ। ২৩। সসাক্ষিকমাপ্তং সসাক্ষিকমেব দদ্যাৎ। ২৪। লিখিতার্থে প্রবিষ্টে লিখিতং পাটয়েৎ। ২৫। অসমগ্রদানে লেখ্যাসন্নিধানে চোত্তমর্ণঃস্বলিখিতং দদ্যাৎ। ২৬। ধনগ্রাহিণি প্রেতে প্রব্রজিতে দ্বিদশসমাঃ প্রবসিতে বা তৎপুত্রপৌত্রৈর্ধনং দেয়ম্। ২৭। নাতঃ পরমনীপ্সুভিঃ। ২৮। সপুত্রস্য বাঽপুত্রস্য বা ঋকৃথগ্রাহী ঋণং দদ্যাৎ। ২৯। নির্ধনস্য স্ত্রীগ্রাহী। ৩০। ন স্ত্রী পতিপুত্রকৃতম্। ৩১। ন স্ত্রীকৃতং পতিপুত্রৌ। ৩২। ন পিতা পুত্রকৃতম্। ৩৩। অবিভক্তৈঃ কৃতমৃণং যস্তিষ্ঠেৎ স দদ্যাৎ। ৩৪। পৈতৃকমৃণমবিভক্তানাং ভ্রাতৃণাঞ্চ। ৩৫। বিভক্তাশ্চ দয়াদ্যরূপমংশম্। ৩৬। গোপশৌণ্ডিকশৈলূষরজকব্যাধস্ত্রীণাং পতির্দ্দদ্যাৎ। ৩৭। বাক্প্রতিপন্নং কুটুম্বিনা দেয়ম্। ৩৮। কস্যচিৎ কুটুম্বার্থে কৃতঞ্চ। ৩৯।
যো গৃহীত্বা ঋণং সর্ব্বং শোদাস্যামীতিসামকম্।
ন দদ্যাল্লোভতঃ পশ্চাত্তথা বৃদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০
দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রাতিভাব্যং বিধীয়তে।
আদ্যৌ তু বিতথে দাপ্যাবিতবস্য সুতা অপি ৪১
বহবশ্চেৎ প্রতিভুবো দদ্যুস্তেঽর্থং যথাকৃতম্।
অর্থেঽবিশেষিতেষ্বেষু ধনিকচ্ছন্দতঃ ক্রিয়া ॥ ৪২
যমর্থং প্রতিভূর্দ্দদ্যাদ্ধনিকেনোপপীড়িতঃ।
ঋণিকস্তং প্রতিভুবে দ্বিগুণং দাতুমর্হতি ॥ ৪৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ লেখ্যং ত্রিবিধম্। ১। রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ। ২। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত-কায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ-করচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্। ৩। যত্র কচন যেন কেনচিল্লিখিতংসাক্ষিভিঃ স্বহস্তচিহ্নিতংসসাক্ষিকম্। ৪। স্বহস্তলিখিতমসাক্ষিকম্। ৫। তদ্বলাৎকারিতমপ্রমাণম্। ৬। উপধিকৃতাশ্চ সর্ব্ব এব। ৭। দূষিতকর্ম্মদুষ্টসাক্ষ্যঙ্কিতং তৎসসাক্ষিকমপি। ৮। তাদৃগ্বিধেন লিখিতঞ্চ। ৯। স্ত্রীবালাস্বতন্ত্রমত্তোন্মত্তভীততাড়িতকৃতঞ্চ। ১০।

দেশাচারাবিরুদ্ধং ব্যক্তাধিকৃতলক্ষণমলুপ্তক্রমাক্ষরং প্রমাণম্। ১১।
বর্ণৈশ্চ তৎকৃতৈশ্চিহ্নৈঃ পত্রৈরেব চ যুক্তিভিঃ।
সন্দিগ্ধং সাধয়েল্লেখ্যং তদ্যুক্তিপ্রতিরূপিতৈঃ ॥১২
যত্রর্ণীধনিকো বাপি সাক্ষী বা লেখকোঽপি বা।
ম্রিয়তে তত্র তল্লেখ্যং তৎস্বহস্তৈঃ প্রসাধয়েৎ ॥১৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাসাক্ষিণঃ।১। ন রাজশ্রোত্রিয়প্রব্রজিতকিতবতস্করপরাধীনস্ত্রীবালসাহসিকাতিবৃদ্ধমত্তোন্মত্তাভিশস্তপতিতক্ষুত্তৃষ্ণার্ত্তব্যসনিরাগান্ধাঃ।২। রিপুমিত্রার্থসম্বন্ধিবিকর্ম্মদৃষ্টদোষসহায়াশ্চ। ৩। অনির্দ্দিষ্টস্তু সাক্ষিত্বে যশ্চোপেত্য ব্রূয়াৎ।৪। একশ্চাসাক্ষী।৫। স্তেয়সাহসবাগ্দণ্ডপারুষ্যসংগ্রহণেষু সাক্ষিণো ন পরীক্ষ্যাঃ।৬। অথ সাক্ষিণঃ।৭ কুলজা বৃত্তবিত্তসম্পন্না যজ্বানস্তপস্বিনঃ পুত্রিণো ধর্ম্মজ্ঞা অধীয়ানাঃ সত্যবন্তস্ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাশ্চ।৮। অভিহিতগুণসম্পন্ন উভয়ানুমতএকোঽপি।৯। দ্বয়োর্ব্বিবদমানয়োর্যস্য পূর্ব্ববাদস্তস্য সাক্ষিণঃ প্রষ্টব্যাঃ।১০। আধর্য্যং কার্য্যবশাদ্যত্র পূর্ব্বপক্ষস্য ভবেত্তত্র প্রতিবাদিনোঽপি।১১। উদ্দিষ্টসাক্ষিণি মৃতে দেশান্তরগতে বা তদভিহিতজ্ঞাতারঃ প্রমাণম্।১২। সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষী শ্রবণাদ্বা।১৩। সাক্ষিণশ্চ সত্যেন শপয়েৎ।১৪। বর্ণিনাং যত্র বধস্তত্রানৃতেন।১৫। তৎপাবনায় কুষ্মাণ্ডীভির্দ্বিজোঽগ্নিং জুহুয়াৎ।১৬। শূদ্রএকাহ্নিকং গোদশকস্য গ্রাসং দদ্যাৎ।১৭। স্বভাববিকৃতৌ মুখবর্ণবিনাশেঽসম্বদ্ধপ্রলাপে চ কূটসাক্ষিণং বিদ্যাৎ। ১৮। সাক্ষিণশ্চাহূয়াদিত্যোদয়ে কৃতশপথান্ পৃচ্ছেৎ। ১৯। ব্রূহীতি ব্রাহ্মণং পৃচ্ছেৎ। ২০। সত্যং ব্রূহীতি রাজন্যম্। ২১। গোবীজকাঞ্চনৈর্ব্বৈশ্যম্।২২। সর্ব্বমহাপাতকৈস্তু শূদ্রম্। ২৩। সাক্ষিণশ্চ শ্রাবয়েৎ। ২৪। যে মহাপাতকিনো লোকা য চোপপাতকিনস্তে কূটসাক্ষিণামপি। ২৫। জননমরণান্তরে কৃতসুকৃতহানিশ্চ।২৬। সত্যেনাদিত্যস্তপতি।২৭। সত্যেন ভাতি চন্দ্রমাঃ। ২৮। সত্যেন বাতি পবনঃ।২৯। সত্যেন ভূর্দ্ধারয়তি।৩০। সত্যোনাপস্তিষ্ঠন্তি।৩১। সত্যেনাগ্নিস্তিষ্ঠতি। ৩২ খঞ্চ সত্যেন।৩৩। সত্যেন দেবাঃ।৩৪। সত্যেন যজ্ঞাঃ। ৩৫।
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ ৩৬
জানন্তোঽপি হি যেসাক্ষ্যেতুষ্ণীম্ভূতাউপাসতে।
তে কূটসাক্ষিণাং পাপৈস্তুল্যা দণ্ডেন বাপ্যথ।
এবং হি সাক্ষিণং পৃচ্ছেদ্বর্ণানুক্রমতো নৃপঃ।৩৭।
যস্যোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যাংপ্রতিজ্ঞাংসজয়ীভবেৎ।
অন্যথাবাদিনো যস্য ধ্রুবস্তস্য পরাজয়ঃ ॥ ৩৮
বহুত্বং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ।
সমেষু চ গুণোৎকৃষ্টান্ গুণিদ্বৈধেদ্বিজোত্তমান্ ॥৩৯
যস্মিন্যস্মিন্বিবাদে তু কূটসাক্ষ্যনৃতং বদেৎ।
তত্তৎকার্য্যংনিবর্ত্তেত কৃতং চাপ্যকৃতং ভবেৎ ॥৪০
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথ সময়ক্রিয়া। ১। রাজদ্রোহসাহসেষু যথাকামম্। ২। নিক্ষেপস্তেয়েষ্বর্থপ্রমাণম্। ৩। সর্ব্বেষ্বেবার্থজাতেষু মূল্যং কনকং কল্পয়েৎ। ৪। তত্র কৃষ্ণলোনে শূদ্রং দূর্ব্বাকরং শাপয়েৎ। ৫। দ্বিকৃষ্ণলোনে তিলকরম্। ৬। ত্রিকৃষ্ণলোনে রজতকরম্। ৭। চতুঃকৃষ্ণলোনে সুবর্ণকরম্। ৮ পঞ্চকৃষ্ণলোনে সীতোদ্ধৃতমহীকরম্। ৯। সুবর্ণার্দ্ধোনে কোশো দেয়ঃ শূদ্রস্য। ১০। ততঃ পরং যথার্হং ধটাগ্ন্যুদকবিষাণামন্যতমম্। ১১। দ্বিগুণেঽর্থে যথাভিহিতা সময়ক্রিয়া বৈশ্যস্য।১২ ত্রিগুণে রাজন্যস্য। ১৩। কোশবর্জং চতুর্গুণে ব্রাহ্মণস্য। ১৪। ন ব্রাহ্মণস্য কোশং দদ্যাৎ। ১৫। অন্যত্রাগামিকালসময়নিবন্ধনক্রিয়াতঃ। ১৬। কোশস্থানে ব্রাহ্মণং সীতোদ্ধৃতমহীকরমেব। ১৭। প্রাগ্দৃষ্টদোষং স্বল্পেঽপ্যর্থে দিব্যানামন্যতমমেব কারয়েৎ। ১৮। সৎসু বিদিতং সচ্চরিত্রং ন মহত্যর্থেঽপি। ১৯। অভিযোক্তা বর্ত্তয়েচ্ছীর্ষম্। ২০। অভিযুক্তশ্চ দিব্যং কুর্য্যাৎ। ২১। রাজদ্রোহসাহসেষু বিনাপি শীর্ষবর্ত্তনাৎ। ২২। স্ত্রীব্রাহ্মণবিকলাসমর্থরোগিণাং তুলা দেয়া। ২৩। সা চ ন বাতি বায়ৌ। ২৪। ন কুষ্ঠ্যসমর্থলোহকারা-

ণামগ্নির্দ্দেয়ঃ। ২৫। শরদ্গ্রীষ্ময়োশ্চ। ২৬। ন কুষ্ঠিপৈত্তিকব্রাহ্মণানাং বিষং দেয়ম্। ২৭। প্রাবৃষি চ। ২৮। ন শ্লেষ্মব্যাধ্যর্দ্দিতানাং ভীরূণাং শ্বাসকাসিনামম্বুজীবিনাং চোদকম্। ২৯ হেমন্তশিশিরয়োশ্চ। ৩০। ন নাস্তিকেভ্যঃ কোশোদেয়ঃ। ৩১। ন দেশে ব্যাধিমরকোপস্থষ্টে চ। ৩২।

সচৈলং স্নাতমায় স্থর্য্যোদহয় উপোষিতম্।
কারয়েৎসর্ব্বদিব্যানি দেবব্রাহ্মণসংনিধৌ॥ ৩৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ধটঃ। ১। চতুর্হস্তোচ্ছ্রিতো দ্বিহস্তায়তঃ। ২। তত্র সারবৃক্ষোদ্ভবা পঞ্চহস্তায়তোভয়তঃ শিক্যা তুলা। ৩। তাং চ সুবর্ণকারকাংস্যকারাণামন্যতমো বিভৃয়াৎ। ৪। তত্র চৈকস্মিন্‌শিক্যে পূরুষমারোপয়েদ্দ্বিতীয়ে প্রতিমানং শিলাদি। ৫। প্রতিমানপুরুষৌ সমধৃতৌ সুচিহ্নিতৌ কৃত্বা পুরুষমবতারয়েৎ। ৬। ধটং চ সময়েন গৃহ্ণীয়াৎ। ৭। তুলাধারং চ। ৮।

ব্রহ্মঘ্নাং যেস্মৃতা লোকা যেলোকাঃকূটসাক্ষিণাম্।
তুলাধারস্য তে লোকাস্তুলাং ধারয়তো মৃষা॥ ৯
ধর্ম্মপর্য্যায়বচনৈর্ধট ইত্যভিধীয়সে।
ত্বমেব ধট জানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ॥ ১০
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষস্তুল্যতে ত্বয়ি।
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি॥ ১১
ততস্তমারোপয়েচ্ছিক্যে ভূয় এবাথ তং নরম্।
তুলিতো যদি বর্দ্ধেত ততঃ স ধর্ম্মতঃ শুচিঃ॥ ১২
শিক্যচ্ছেদাক্ষভঙ্গেষু ভূয়স্তারোপয়েন্নবম্।
এবং নিঃসংশয়ং জ্ঞানং যতো ভবতিনির্ণয়ঃ॥ ১৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাগ্নিঃ। ১। ষোড়শাঙ্গুলং তাবদন্তরং মণ্ডলসপ্তকং কুর্য্যাৎ। ২। ততঃ প্রাঙ্মুখস্য প্রসারিতভুজদ্বয়স্য সপ্তাশ্বত্থপত্রাণি করয়োর্দ্দদ্যাৎ। ৩। তানি চ করদ্বয়সহিতানি সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। ৪। ততস্তত্রাগ্নিবর্ণং লোহপিণ্ডং পঞ্চাশৎপলিকং সমংন্যসেৎ। ৫। তমাদায় নাতিদ্রুতং নাতিবিলম্বিতং মণ্ডলেষু পদন্যাসং কুর্ব্বন্ ব্রজেৎ। ৬। ততঃ সপ্তমং মণ্ডলমতীত্য ভূমৌ লোহপিণ্ডং জহ্যাৎ। ৭।

যো হস্তযোঃ ক্বচিদ্দগ্ধস্তমশুদ্ধং বিনির্দ্দিশেৎ।
ন দগ্ধঃ সর্ব্বথা যস্তু স বিশুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥ ৮
ভয়াদ্বা পাতয়েদ্যস্তু দগ্ধো বা ন বিভাব্যতে।
পুনস্তং হারয়েল্লোহং সময়স্যাবিশোধনাৎ॥ ৯
করৌ বিমৃদিতব্রীহেস্তস্যাদাবেব লক্ষয়েৎ।
অভিমন্ত্র্যাস্যকরয়োর্লোহপিণ্ডংততো ন্যসেৎ॥ ১০
ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি সাক্ষিবৎ।
ত্বমেবাগ্নে বিজানীষে ন বিদুর্যানি মানবাঃ॥ ১১
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি।
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি॥ ১২

ইতি বৈষ্ণবেধর্ম্মশাস্ত্রে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথোদকম্। ১। পঙ্কশৈবালদুষ্টগ্রাহমৎস্যজলৌকাদিবর্জ্জিতেঽম্ভসি। ২। তত্রানাভিমগ্নস্যাবাগদ্বেষিণঃ পুরুষস্যান্যস্য জানুনী গৃহীত্বাভিমন্ত্রিতমম্ভঃ প্রবিশেৎ। ৩। তৎসমকালং চ নাতিক্রূরমৃদুনা ধনুষা পুরুষোঽপরঃ শরক্ষেপং কুর্য্যাৎ। ৪। তং চাপরঃ পুরুষো জবেন শরমানয়েৎ। ৫।

তন্মধ্যে যো ন দৃশ্যেত স শুদ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অন্যথা ত্ববিশুদ্ধঃ স্যাদেকাঙ্গস্যাপি দর্শনে॥ ৬
ত্বমম্ভঃ সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি সাক্ষিবৎ।
ত্বমেবাম্ভো বিজানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ॥ ৭
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষস্ত্বয়ি মজ্জতি।
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি॥ ৮

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ বিষম্। ১। বিষাণ্যদেয়ানি সর্ব্বাণি। ২। ঋতে হিমাচলোদ্ভবাচ্ছার্ঙ্গাৎ। ৩। তস্য চ যবসপ্তকং ঘৃতপ্লুতমভিশস্তায় দদ্যাৎ। ৪। বিষং বেগক্রমাপেতং সুখেন যদি জীর্য্যতে।

বিশুদ্ধং তমিতি জ্ঞাত্বা দিবসান্তে বিসর্জয়েৎ ॥৫॥
বিষত্বাদ্বিষমত্বাচ্চ ক্রূরং ত্বং সর্ব্বদেহিনাম্।
ত্বমেব বিষ জানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ ॥ ৬
ব্যবহারাভিশস্তোহয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি।
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি ॥ ৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩

চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ।

অথ কোশঃ। ১। উগ্রান্দেবান্‌সমভ্যর্চ্চ্য তৎস্নানোদকাৎ প্রসৃতিত্রয়ং পিবেৎ। ২। ইদং ময়া ন কৃতমিতি ব্যাহরন্দেবতাভিমুখঃ। ৩।
যস্য পশ্যেদ্দ্বিসপ্তাহাত্ত্রিসপ্তাহাদথাপি বা।
রোগোহগ্নির্জ্ঞাতিমরণং রাজাতঙ্কমথাপি বা ॥৪
তমশুদ্ধং বিজানীয়াত্তথা শুদ্ধং বিপর্য্যয়ে।
দিব্যে চ শুদ্ধং পুরুষং সৎকুর্য্যাদ্ধার্ম্মিকো নৃপঃ ॥৫

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ ॥১৪

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ।

অথ দ্বাদশ পুত্ত্রা ভবন্তি। ১। স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াং মুৎপাদিতঃ স্বয়মৌরসঃ প্রথমঃ। ২। নিযুক্তায়াং সপিণ্ডেনোত্তমবর্ণেন বোৎপাদিতঃ ক্ষেত্রজো দ্বিতীয়ঃ। ৩। পুত্রিকাপুত্রস্তৃতীয়ঃ। ৪। যস্তস্যাঃ পুত্রঃ স মে পুত্রোভবেদিতি যা পিত্রা দত্তা সা পুত্রিকা। ৫। পুত্রিকাবিধিনা প্রতিপাদিতাপি ভ্রাতৃবিহীনা পুত্রিকৈব। ৬। পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ। ৭। অক্ষতা ভূয়ঃসংস্কৃতা পুনর্ভূঃ। ৮। ভূয়স্ত্বসংস্কৃতাপি পরপূর্ব্বা। ৯। কানীনঃ পঞ্চমঃ। ১০। পিতৃগৃহেঽসংস্কৃতয়ৈবোৎপাদিতঃ। ১১। স চ পাণিগ্রাহস্য। ১২। গৃহে চ গূঢ়োৎপন্নঃ ষষ্ঠঃ। ১৩। যস্য তল্পজস্তস্যাসৌ। ১৪। সহোঢ়ঃ সপ্তমঃ। ১৫। গর্ভিণী যা সংস্ক্রিয়তে তস্যাঃ পুত্রঃ। ১৬। স চ পাণিগ্রাহস্য। ১৭। দত্তকশ্চাষ্টমঃ। ১৮। স চ মাতাপিতৃভ্যাং যস্য দত্তঃ। ১৯। ক্রীতশ্চ নবমঃ। ২০। স চ যেন ক্রীতঃ। ২১। স্বয়মুপগতো দশমঃ। ২২। স চ যস্যোপগতঃ। ২৩। অপবিদ্ধস্ত্বেকাদশঃ। ২৪। পিত্রা মাত্রা চ পরিত্যক্তঃ। ২৫। স চ যেন গৃহীতঃ। ২৬। যত্র কচনোৎপাদিতশ্চ দ্বাদশঃ। ২৭। এতেষাং পূর্ব্বঃ শ্রেয়ান্। ২৮। স এব দায়হরঃ। ২৯। স চান্যান্‌বিভৃয়াৎ। ৩০। অনূঢ়ানাং স্ববিত্তানুরূপেণ সংস্কারং কুর্য্যাৎ। ৩১। পতিতক্লীবাচিকিৎস্যরোগবিকলাস্ত্বভাগহারিণঃ। ৩২। ঋক্থগ্রাহিভিস্তে ভর্ত্তব্যাঃ। ৩৩। তেষাঞ্চৌরসাঃ পুত্রা ভাগহারিণঃ। ৩৪। নতু পতিতস্য পতনীয়ে কর্ম্মণি কৃতে ত্বনন্তরোৎপন্নাঃ। ৩৫। প্রতিলোমাসু স্ত্রীষু চোৎপন্নাশ্চাভাগিনঃ। ৩৬। তৎপুত্রাঃ পৈতামহেঽপ্যর্থে। ৩৭। অংশগ্রাহিভিস্তে ভরণীয়াঃ। ৩৮। যশ্চার্থহরঃ স পিণ্ডদায়ী। ৩৯। একোঢানামপ্যেকস্যাঃ পুত্রঃ সর্ব্বাসাং পুত্রএব। ৪০। ভ্রাতৃণামেকজাতানাঞ্চ। ৪১। পুত্রঃ পিতৃবিত্তালাভেঽপি পিণ্ডং দদ্যাৎ। ৪২।
পুন্নাম্নো নরকাদ্‌যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪৩
ঋণমস্মিন্ সন্নয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।
পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চেজ্জীবতোমুখম্ ॥৪৪
পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপম্ ॥৪৫
পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকেবিশেষোনোপপদ্যতে।
দৌহিত্রোঽপিহ্যপুত্রং তং সন্তারয়তিপৌত্রবৎ ৪৬

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

যোড়শোহধ্যায়ঃ।

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। ১। অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ। ২। প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ। ৩। তত্র বৈশ্যাপুত্রঃ শূদ্রেণায়োগবঃ। ৪। পুক্কসমাগধৌ ক্ষত্রিয়াপুত্রৌ বৈশ্যশূদ্রাভ্যাং। ৫। চাণ্ডালবৈদেহকসূতাশ্চ ব্রাহ্মণীপুত্রাঃ শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রিয়ৈঃ। ৬। সঙ্করসঙ্করাশ্চাসংখ্যেয়াঃ। ৭। রঙ্গাবতরণমায়োগবানাম্। ৮। ব্যাধতা পুক্কসানাম্। ৯। স্তুতিক্রিয়া মাগধানাম্। ১০। বধ্যঘাতিত্বং চাণ্ডালানাম্। ১১। স্ত্রীরক্ষা তজ্জীবনঞ্চ বৈদেহকানাম্। ১২। অশ্বসারথ্যং সূতানাম্। ১৩। চাণ্ডালানাং বহির্গ্রামনিবসনং মৃতচেলধারণ-

মিতি বিশেষঃ। ১৪। সর্ব্বেষাঞ্চ সমানজাতিভির্ব্যবহারঃ। ১৫। স্বপিতৃবিত্তানুহরণঞ্চ।১৬।
সম্ভবে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ১৭
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোঽনুপস্কৃতঃ।
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্॥১৮
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

পিতা চেৎ পুত্রান্ বিভজেত্তস্য স্বেচ্ছা স্বয়মুপার্জ্জিতেঽর্থে। ১। পৈতামহে ত্বর্থে পিতৃপুত্রয়োস্তুল্যং স্বামিত্বম্। ২। পিতৃবিভক্তা বিভাগানন্তরোৎপন্নস্য ভাগং দদ্যুঃ। ৩। অপুত্রধনং পত্ন্যভিগামি। ৪। তদভাবে দুহিতৃগামি। ৫। তদভাবে পিতৃগামি। ৬। তদভাবে মাতৃগামি। ৭। তদভাবে ভ্রাতৃগামি। ৮। তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামি। ৯। তদভাবে বন্ধুগামি। ১০। তদভাবে সকুল্যগামি। ১১। তদভাবে সহাধ্যায়িগামি। ১২। তদভাবে ব্রাহ্মণধনবর্জ্জং রাজগামি। ১৩। ব্রাহ্মণার্থো ব্রাহ্মণানাম্। ১৪। বানপ্রস্থধনমাচার্য্যো গৃহ্নীয়াৎ। ১৫। শিষ্যো বা। ১৬।

সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টী সোদরস্য তু সোদরঃ।
দদ্যাদপহরেচ্চাংশং জাতস্য চ মৃতস্য চ॥ ১৭

পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতম্। আধিবেদনিকং বন্ধুদত্তং শুল্কমন্বাধেয়কমিতি স্ত্রীধনম্। ১৮। ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষু বিবাহেষ্বপ্রজায়ামতীতায়াং তদ্ভর্ত্তুঃ। ১৯। শেষেষু চ পিতা হরেৎ। ২০। সর্ব্বেষ্বেব প্রসূতায়াং যদ্ধনং তদ্দুহিতৃগামি। ২১।

পত্যৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ।
ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে২২
অনেকপিতৃকাণাঞ্চ পিতৃতো ভাগকল্পনা।
যস্য যৎ পৈতৃকং রিক্থং স তদ্গৃহ্নীত নেতরঃ॥২৩
ইতি বৈষ্ণবেধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণস্য চতুর্ষু বর্ণেষু চেৎ পুত্রা ভবেয়ুস্তে পৈতৃকমৃক্থং দশধা বিভজেয়ুঃ। ১। তত্র ব্রাহ্মণীপুত্রশ্চতুরোঽংশানাদদ্যাৎ। ২। ক্ষত্রিয়াপুত্রস্ত্রীন্। ৩। দ্বাবংশৌ বৈশ্যাপুত্রঃ। ৪। শূদ্রাপুত্রস্ত্বেকম্।৫। অথ চেচ্ছূদ্রাপুত্রবর্জ্জং ব্রাহ্মণস্য পুত্রত্রয়ং ভবেত্তদা তদ্ধনং নবধা বিভজেয়ুঃ। ৬। বর্ণানুক্রমেণ চতুস্ত্রিদ্বিভাগীকৃতানংশানাদদ্যুঃ। ৭। বৈশ্যাবর্জ্জমষ্টধাকৃতং চতুরস্ত্রীনেকঞ্চাদদ্যুঃ। ৮। ক্ষত্রিয়বর্জ্জং সপ্তধাকৃতং চতুরো দ্বাবেকঞ্চ। ৯। ব্রাহ্মণবর্জ্জং ষড়্ধাকৃতং ত্রীন্ দ্বাবেকঞ্চ। ১০। ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাশূদ্রাপুত্রেষ্বয়মেব বিভাগঃ। ১১। অথ ব্রাহ্মণস্যব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ৌ পুত্রৌ স্যাতাং তদা সপ্তধাকৃতাদ্ধনাদ্ ব্রাহ্মণশ্চতুরোঽংশানাদদ্যাৎ। ১২। ত্রীন্ রাজন্যঃ। ১৩। অথ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণবৈশ্যৌ তদা ষড়্ধাবিভক্তস্য চতুরোঽংশান্ ব্রাহ্মণ আদদ্যাৎ। ১৪। দ্বাবংশৌ বৈশ্যঃ। ১৫। অথ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণশূদ্রৌ পুত্রৌ স্যাতাং তদ্ধনং পঞ্চধা বিভজেয়াতাম্।১৬। চতুরোঽংশান্ব্রাহ্মণস্বাদদ্যাৎ। ১৭। একং শূদ্রঃ। ১৮। অথ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য বা ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ স্যাতাং তদা তদ্ধনং পঞ্চধা বিভজেয়াতাম্। ১৯। ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়স্বাদদ্যাৎ। ২০। দ্বাবংশৌ বৈশ্যঃ। ২১। অথ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য বা ক্ষত্রিয়শূদ্রৌ পুত্রৌ স্যাতাং তদা তদ্ধনং চতুর্দ্ধা বিভজেয়াতাম্। ২২। ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়স্বাদদ্যাৎ। ২৩। একং শূদ্রঃ। ২৪। অথ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য বা বৈশ্যশূদ্রৌ পুত্রৌ স্যাতাং তদা তদ্ধনং ত্রিধা বিভজেয়াতাম্। ২৫। দ্বাবংশৌ বৈশ্যস্বাদদ্যাৎ। ২৬। একং শূদ্রঃ।২৭। অথৈকপুত্রো ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাঃ সর্ব্বহরাঃ।২৮। ক্ষত্রিয়স্য রাজন্যবৈশ্যৌ। ২৯। বৈশ্যস্য বৈশ্যঃ। ৩০। শূদ্রঃ শূদ্রস্য। ৩১। দ্বিজাতীনাং শূদ্রস্ত্বেকঃ পুত্রোঽর্দ্ধহরঃ। ৩২। অপুত্ররিক্থস্য যা গতিঃ সাত্রার্দ্ধস্য দ্বিতীয়স্য। ৩৩। মাতরঃ পুত্রভাগানুসারেণ ভাগহারিণ্যঃ। ৩৪। অনূঢ়াশ্চ দুহিতরঃ। ৩৫। সমবর্ণাঃ পুত্রাঃ সমানংশানাদদ্যুঃ। ৩৬। জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠমুদ্ধারং দদ্যুঃ।৩৭। যদি দ্বৌ ব্রাহ্মণীপুত্রৌ স্যাতামেকঃ শূদ্রাপুত্র স্তদা নবধাবিভক্তস্যার্থস্য ব্রাহ্মণীপুত্রাবষ্টৌ ভাগানাদদ্যাতামেকং শূদ্রাপুত্রঃ।৩৮। অথ শূদ্রাপুত্রাবুভৌ স্যাতামেকোব্রাহ্মণীপুত্র-

স্তদা-সড়্ধাবিভক্তস্যার্থস্য চতুরোংশান্ ব্রাহ্মণস্তাদদ্যাদ্দ্বাবংশৌ শূদ্রাপুত্রো । ৩৯। অনেন ক্রমেণাল্পাপাংশকল্পনা ভবতি । ৪০।
বিভক্তাঃ সংজীবন্তো বিভজেরন্ পুনর্যদি।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠ্যং তত্র ন বিদ্যতে ॥৪১
অনুপঘ্নন্ পিতৃদ্রব্যং শ্রমেণ যদুপার্জ্জয়েৎ।
স্বয়মীহিতলব্ধং তন্নাকামো দাতুমর্হতি ॥ ৪২
পৈতৃকন্তু যদা দ্রব্যমনবাপ্তং যদাপ্নুয়াৎ।
ন তৎ পুত্রৈর্ভজেৎ সার্দ্ধমকামঃ স্বয়মর্জ্জিতম্ ॥ ৪৩
বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ।
যোগক্ষেমং প্রচারশ্চ ন বিভাজ্যঞ্চ পুস্তকম্ ॥৪৪
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মৃতং দ্বিজং ন শূদ্রেণ নির্হারয়েৎ। ১। ন শূদ্রং দ্বিজেন। ২। পিতরং মাতরঞ্চ পুত্রা নির্হরেয়ুঃ। ৩। ন দ্বিজং পিতরমপি শূদ্রাঃ। ৪ ব্রাহ্মণমনাথং যে ব্রাহ্মণা নির্হরন্তি তে স্বর্গলোকভাজঃ। ৫। নির্হৃত্য চ বান্ধবং প্রেতং সংস্কৃত্যাপ্রদক্ষিণেন চিতামভিগম্যাপ্সু সবাসসো নিমজ্জনং কুর্য্যুঃ। ৬। প্রেতস্যোদক নির্ব্বপণং কৃত্বৈকং পিণ্ডং কুশেষু দদ্যুঃ। পবিত্তিতবাসসশ্চ নিম্বপত্রাণি বিদশ্য দ্বার্য্যশ্মনি দত্ত্বাসং কৃত্বা গৃহং প্রবিশেয়ুঃ। ৮। অক্ষতাং গ্নৌ ক্ষিপেয়ুঃ। ৯। চতুর্থে দিবসেঽস্থিঞ্চয়নং কুর্য্যুঃ। ১০। তেষাঞ্চ গঙ্গাম্ভসি ক্ষেপঃ। ১১। যাবৎ-দস্থ্যমস্থি পুরুষস্য ঙ্গাম্ভসি তিষ্ঠতি তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোক ধিতিষ্ঠতি। ১২। যাবদাশৌচং তাবৎ প্রেত-্যাদকং পিণ্ডমেকঞ্চ দদ্যুঃ। ১৩। ক্রীত-ব্ধাশনাশ্চ ভবেয়ুঃ। ১৪। অমাংসাশনাশ্চ ১৫। স্থণ্ডিলশায়িনশ্চ। ১৬। পৃথক্শায়িশ্চ। ১৭। গ্রামান্নিষ্ক্রম্যাশৌচান্তে কৃতশ্মশ্র র্ম্মাণস্তিলকল্কৈঃ সর্ষপকল্কৈর্ব্বা স্নাতাঃ পরিত্তিতবাসসো গৃহং প্রবিশেয়ুঃ। ১৮। তত্র স্তিং কৃত্বা ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনং কুর্য্যুঃ। ১৯। বাঃ পরোক্ষদেবাঃ প্রত্যক্ষদেবা ব্রাহ্মণাঃ।২০ হ্মণৈর্লোকা ধার্য্যন্তে। ২১।
হ্মণানাং প্রসাদেন দিবি তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।
হ্মণাভিহিতংবাক্যং নমিথ্যাজায়তেকচিৎ ॥২২
যদ্ব্রাহ্মণাস্তুষ্টতমা বদন্তি
তদ্দেবতাঃ প্রত্যভিনন্দয়ন্তি।
তুষ্টেষু তুষ্টাঃ সততং ভবন্তি
প্রত্যক্ষদেবেষু পরোক্ষদেবাঃ ॥ ২৩
দুঃখান্বিতানাং মৃতবান্ধবানা
মাশ্বাসনং কুর্য্যুরদীনসত্ত্বাঃ।
বাক্যৈস্তু যৈর্ভূমি তবাভিধাস্যে
বাক্যান্যহং তানি মনোঽভিরামে ॥ ২৪
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥১৯

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

যদুত্তরায়ণং তদহর্দ্দেবানাম্। ১। দক্ষিণায়ণং রাত্রিঃ। ২। সম্বৎসরোঽহোরাত্রঃ। ৩। তত্রিংশতা মাসঃ। ৪। মাসা দ্বাদশ বর্ষম্। ৫। দ্বাদশবর্ষশতানি দিব্যানি কলিযুগম্। ৬। দ্বিগুণানি দ্বাপরম্। ৭। ত্রিগুণানি ত্রেতা।৮। চতুর্গুণানি কৃতযুগম্। ৯। দ্বাদশবর্ষসহস্রাণি দিব্যানি চতুর্যুগম্। ১০। চতুর্যুগানামেক সপ্ততির্মন্বন্তরম্। ১১। চতুর্যুগসহস্রঞ্চ কল্পঃ। ১২। স চ পিতামহস্যাহঃ। ১৩। তাবতী চাস্য রাত্রিঃ। ১৪। এবং বিধেনাহোরাত্রেণ মাসবর্ষগণনয়া সর্ব্বস্যৈব ব্রহ্মণো বর্ষশতমায়ুঃ। ১৫। ব্রহ্মায়ুষা চ পরিচ্ছিন্নঃ পৌরুষো দিবসঃ। ১৬। তস্যান্তে মহাকল্পঃ। ১৭। তাবত্যেবাস্য নিশা। ১৮। পৌরুষাণামহোরাত্রাণামতীতানাং সংখ্যৈব নাস্তি। ১৯। নচ ভবিষ্যাণাম্।২০। অনাদ্যন্তত্বাৎ কালস্য ॥২১
এবমস্মিন্নিরালম্বে কালে সততযায়িনি।
ন তদ্ভূতং প্রপশ্যামি স্থিতির্যস্য ভবেদ্ধ্রুবা ॥২২
গঙ্গায়াঃ সিকতাধারাস্তথা বর্ষতি বাসবে।
শক্যা গণয়িতুং লোকেনব্যতীতাঃপিতামহাঃ ॥ ২৩
চতুর্দ্দশ বিনশ্যন্তি কল্পে কল্পে সুরেশ্বরাঃ।
সর্ব্বলোকপ্রধানাশ্চ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ ॥ ২৪
বহূনীন্দ্রসহস্রাণি দৈত্যেন্দ্রনিযুতানি চ।
বিনষ্টানীহ কালেন মনুজেষ্বথ কা কথা ॥ ২৫
রাজর্ষয়শ্চ বহবঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ।
দেবা ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব কালেননিধনং গতাঃ ॥ ২৬
যে সমর্থা জগত্যস্মিন্সৃষ্টিসংহারকারিণঃ।
তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ ॥২৭

আক্রম্যসর্ব্বঃ কালেন পরলোকঞ্চ নীয়তে।
কর্ম্মপাশবশো জন্তুঃ কা তত্র পরিবেদনা ॥ ২৮
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
অর্থে দুষ্পরিহার্য্যেঽস্মিন্নাস্তি লোকে সহায়তা ॥২৯

শোচন্তো নোপকুর্ব্বন্তি
মৃতস্যেহ জনা যতঃ।
অতো ন রোদিতব্যং হি
ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ স্বশক্তিতঃ ॥ ৩০

সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চোভৌ সহায়ৌ যস্য গচ্ছতঃ।
বান্ধবৈস্তস্য কিং কার্য্যং শোচদ্ভিরথবা ন বা ॥৩১
বান্ধবানামশৌচে তু স্থিতিং প্রেতো ন বিন্দতি।
অতস্তভ্যেতি তানেব পিণ্ডতোয়প্রদায়িনঃ ॥ ৩২
অর্ব্বাক্ সপিণ্ডীকরণাৎ প্রেতো ভবতি যো মৃতঃ।
প্রেতলোকগতস্যান্নং সোদকুম্ভং প্রযচ্ছত ॥ ৩৩
পিতৃলোকগতশ্চান্নং শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে স্বধাময়ম্।
পিতৃলোকগতস্যাস্য তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং প্রযচ্ছত ॥ ৩৪
দেবত্বে যাতনাস্থানে তির্য্যগ্‌যোনৌ তথৈব চ।
মানুষ্যে চ তথাপ্নোতি শ্রাদ্ধং দত্তং স্ববান্ধবৈঃ ৩৫

প্রেতস্য শ্রাদ্ধকর্ত্তুশ্চ
পুষ্টিঃ শ্রাদ্ধে কৃতে ধ্রুবম্।
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং সদা কার্য্যং
শোকং ত্যক্ত্বা নিরর্থকম্ ॥ ৩৬

এতাবদেব কর্ত্তব্যং সদা প্রেতস্য বন্ধুভিঃ।
নোপকুর্য্যান্নরঃ শোকাৎ প্রেতস্যাত্মনএব বা ॥৩৭
দৃষ্ট্বা লোকমনাক্রন্দং ম্রিয়মাণাংশ্চ বান্ধবান্।
ধর্ম্মমেকং সহায়ার্থং বরয়ধ্বং সদা নরাঃ ॥ ৩৮
মৃতোঽপি বান্ধবঃ শক্তো নানুগন্তুং নরং মৃতম্।
জায়াবর্জ্জং হি সর্ব্বস্য যাম্যঃ পন্থা বিরুধ্যতে ॥৩৯
ধর্ম্মএকোঽনুযাত্যেনং যত্র ক্বচন গামিনম্।
নশ্বসারে নৃলোকেঽস্মিন্ ধর্ম্মং কুরুত মা চিরম্ ৪০
শ্বঃকার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতংবাস্য নবাঽকৃতম্ ॥৪১
ক্ষেত্রাপণগৃহাসক্তমন্যত্র গতমানসম্।
বৃকীবোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥ ৪২
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিদ্দ্বেষ্যশ্চাস্য ন বিদ্যতে।
আয়ুষ্যে কর্ম্মণি ক্ষীণে প্রসহ্য হরতে জনম্ ॥ ৪৩
নাপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥৪৪
নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোমা ন পুনর্জপাঃ।
ত্রায়ন্তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া বাপি মানবম্ ॥ ৪৫
আগামিনমনর্থং হি প্রবিধানশতৈরপি।
ন নিবারয়িতুং শক্তস্তত্র কা পরিবেদনা ॥ ৪৬
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারং বিন্দতে ধ্রুবম্ ॥ ৪৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি চাপ্যথ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৪৮
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ৪৯
গৃহ্ণাতীহ যথা বস্ত্রং ত্যক্ত্বা পূর্ব্বধৃতাম্বরম্।
গৃহ্ণাত্যেবং নবং দেহং দেহী কর্ম্মনিবন্ধনম্ ॥৫০
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥৫১
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সততগঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ৫২
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হথ ॥ ৫৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাশৌচব্যপগমে সুস্নাতঃ সুপ্রক্ষালিত-পাণিপাদঃ স্বাচান্তস্ত্বেবংবিধান্ ব্রাহ্মণান্ যথা-শক্ত্যুদঙ্মুখান্ গন্ধমাল্যবস্ত্রালঙ্কারাদিভিঃ পূজি-তান্ ভোজয়েৎ। ১। একবন্মন্ত্রানূহেতৈকো-দ্দিষ্টে। ২। উচ্ছিষ্টসন্নিধাবেকমেব তন্নাম গোত্রাভ্যাং পিণ্ডং নির্ব্বপেৎ। ৩। ভুক্তবৎসু ব্রাহ্মণেষু দক্ষিণয়াভিপূজিতেষু প্রেতনাম-গোত্রাভ্যাং দত্তাক্ষয্যোদকশ্চতুরঙ্গুলপৃথ্বীস্তাব-দন্তরাস্তাবদধঃখাতা বিতস্ত্যায়তাস্তিস্রঃ কর্ষূঃ কুর্য্যাৎ। ৪। কর্ষূসমীপে চাগ্নিত্রয়মুপসমাধায় পরিস্তীর্য্য তত্রৈকৈকস্মিন্নাহুতিত্রয়ং জুহুয়াৎ। ৫। সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ। ৬। অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ। ৭। যমায়াঙ্গিরসে স্বধা নমঃ। ৮। স্থানত্রয়ে চ প্রাগ্‌বৎপিণ্ডনির্ব্বপণং কুর্য্যাৎ। ৯। অন্নদধিঘৃতমধুমাংসৈঃ কর্ষূত্রয়ং পূরয়িত্বৈতত্তইতি জপেৎ। ১০। এবংমৃতাহে প্রতিমাসং কুর্য্যাৎ। ১১। সম্বৎসরান্তে প্রেতায় তৎপিত্রে তৎপিতামহায় তৎপ্রপিতামহায় চ ব্রাহ্মণান্ দেবপূর্ব্বান্ ভোজয়েৎ। ১২। অত্রাগ্নৌ-করণমাবাহনং পাদ্যঞ্চ কুর্য্যাৎ। ১৩। সংসৃজতু

ত্বা পৃথিবীসমানী রইতি চ প্রেতপাদ্যপাত্রে পিতৃপাদ্যপাত্রত্রয়ে যোজয়েৎ। ১৪। উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ পিণ্ডচতুষ্টয়ং কুর্য্যাৎ। ১৫। ব্রাহ্মণাংশ্চ স্বাচান্তান্ দত্তদক্ষিণাংশ্চানুব্রজ্য বিসর্জ্জয়েৎ। ১৬। ততঃ প্রেতপিণ্ডং পাদ্যপাত্রোদকবৎ পিণ্ডত্রয়ে নিদধ্যাৎ। ১৭। কর্ষূত্রয়সন্নিকর্ষেঽপ্যেবমেব। ১৮। সপিণ্ডীকরণং মাসিকার্থবদ্দ্বাদশাহং শ্রাদ্ধং কৃত্বা ত্রয়োদশেঽহ্নি বা কুর্য্যাৎ। ১৯। মন্ত্রবর্জং হি শূদ্রাণাং দ্বাদশেঽহ্নি। ২০ সম্বৎসরাভ্যন্তরে যদ্যধিমাসো ভবেত্তদা মাসিকার্থে দিনমেকং বর্দ্ধয়েৎ। ২১।

সপিণ্ডীকরণংস্ত্রীণাংকার্য্যমেবং তথা ভবেৎ।
যাবজ্জীবং তথা কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধন্তু প্রতিবৎসরম্॥ ২২
অর্ব্বাক্ সপিণ্ডীকরণং যস্য সম্বৎসরাৎ কৃতম্।
তস্যাপ্যন্নং সোদকুম্ভং দদ্যাদ্বর্ষং দ্বিজন্মনে॥ ২৩
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণস্য সপিণ্ডানাং জননমরণয়োর্দ্দশাহমাশৌচম্। ১। দ্বাদশাহং রাজন্যস্য। ৩। মাসং শূদ্রস্য। ৪। সপিণ্ডতা চ পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে। ৫। অশৌচে হোমদানপ্রতিগ্রহস্বাধ্যায়া নিবর্ত্তন্তে। ৬। নাশৌচে কস্যচিদন্নমশ্নীয়াৎ। ৭। ব্রাহ্মণাদীনামশৌচে যঃ সকৃদেবান্নমশ্নাতি তস্য তাবদশৌচং যাবত্তেষাম্। ৮। অশৌচাপগমে প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ। ৯। সবর্ণস্যাশৌচে দ্বিজো ভুক্ত্বা প্রবন্তীমাসাদ্য তন্নিমগ্নস্ত্রিরঘমর্ষণং জপ্ত্বোত্তীর্য্য গায়ত্র্যষ্টসহস্রং জপেৎ। ১০। ক্ষত্রিয়াশৌচে ব্রাহ্মণস্তেতদেবোপোষিতঃ কৃত্বা শুধ্যতি। ১১। বৈশ্যাশৌচে রাজন্যশ্চ। ১২। বৈশ্যাশৌচে ব্রাহ্মণস্ত্রিরাত্রোপোষিতশ্চ। ১৩। ব্রাহ্মণাশৌচে রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়াশৌচে বৈশ্যঃ প্রবন্তীমাসাদ্য গায়ত্রীশতপঞ্চকং জপেৎ। ১৪। বৈশ্যশ্চ ব্রাহ্মণাশৌচে গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ। ১৫। শূদ্রাশৌচে দ্বিজো ভুক্ত্বা প্রাজাপত্যব্রতঞ্চরেৎ। ১৬। শূদ্রশ্চ দ্বিজাশৌচে স্নানমাচরেৎ। ১৭। শূদ্রঃ শূদ্রাশৌচে স্নাতঃ পঞ্চগব্যং পিবেৎ। ১৮। পত্নীনাং দাসানামানুলোম্যেন স্বামিনস্তুল্যমাশৌচম্। ১৯। মৃতে স্বামিন্যাত্মীয়ম্। ২০। হীনবর্ণানামধিকবর্ণেষু সপিণ্ডেষু তদাশৌচব্যপগমে শুদ্ধিঃ। ২১। ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রবিট্শূদ্রেষু সপিণ্ডেষু ষড়্রাত্রত্রিরাত্রৈকরাত্রৈঃ। ২২। ক্ষত্রিয়স্য বিট্শূদ্রয়োঃ ষড়্রাত্রত্রিরাত্রাভ্যাম্। ২৩। বৈশ্যস্য শূদ্রেষু ষড়্রাত্রেণ। ২৪। মাসতুল্যৈরহোরাত্রৈ র্গর্ভস্রাবে। ২৫। জাতমৃতে মৃতজাতে বা কুলস্য সদ্যঃশৌচম্। ২৬। অদন্তজাতে বালে প্রেতে সদ্য এব। ২৭। নাস্যাগ্নিসংস্কারো নোদকক্রিয়া। ২৮। দন্তজাতে ত্বকৃতচূড়ে ত্বহোরাত্রেণ। ২৯। কৃতচূড়ে ত্বসংস্কৃতে ত্রিরাত্রেণ। ৩০। ততঃ পরং যথোক্তকালেন। ৩১। স্ত্রীণাং বিবাহঃ সংস্কারঃ। ৩২। সংস্কৃতাসু স্ত্রীষু নাশৌচং ভবতি পিতৃপক্ষে। ৩৩। তৎপ্রসবমরণে চেৎ পিতৃগৃহে স্যাতাং তদৈকরাত্রং ত্রিরাত্রঞ্চ। ৩৪। জননাশৌচমধ্যে যদ্যপরং জননাশৌচং স্যাত্তদা পূর্ব্বাশৌচব্যপগমে শুদ্ধিঃ। ৩৫। রাত্রিশেষে দিনদ্বয়েন। ৩৬। প্রভাতে দিনত্রয়েণ। ৩৭। মরণাশৌচমধ্যে জ্ঞাতিমরণেঽপ্যেবম্। ৩৮। শ্রুত্বা দেশান্তরস্থো জননমরণে শেষেণ শুদ্ধ্যেৎ। ৩৯। ব্যতীতেঽশৌচে সম্বৎসরস্যান্তস্ত্বেকরাত্রেণ। ৪০। ততঃ পরং স্নানেন। ৪১। আচার্য্যে মাতামহে চ ব্যতীতে ত্রিরাত্রেণ। ৪২।

অনৌরসেষু পুত্রেষু জাতেষু চ মৃতেষু চ।
পরপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু প্রসূতাসু মৃতাসু চ॥ ৪৩

আচার্য্যপত্নীপুত্রোপাধ্যায়মাতুলশ্বশুরশ্বশুর্য্যসহাধ্যায়িশিষ্যেষ্বতীতেষ্বেকরাত্রেণ। ৪৪। স্বদেশরাজনি চ। ৪৫। অসপিণ্ডে স্ববেশ্মনি মৃতে চ। ৪৬। ভৃগ্বগ্ন্যনাশকাম্বুসংগ্রামবিদ্যুন্নৃপহতানাং নাশৌচম্। ৪৭। ন রাজ্ঞাং রাজকর্ম্মণি। ৪৮। ন ব্রতিনাং ব্রতে। ৪৯। ন সত্রিণাং সত্রে। ৫০। ন কারূণাং কারুকর্ম্মণি। ৫১। ন রাজাজ্ঞাকারিণাং তদিচ্ছয়া। ৫২। ন দেবপ্রতিষ্ঠাবিবাহয়োঃ পূর্ব্বসংভৃতয়োঃ। ৫৩। ন দেশবিপ্লবে। ৫৪। আপদ্যপি চ কষ্টায়াম্। ৫৫। আত্মত্যাগিনঃ পতিতাশ্চ নাশৌচোদকভাজঃ। ৫৬। পতিতস্য দাসী মৃতেঽহ্নি পাদাভ্যাং ঘটমপবর্জ্জয়েৎ। ৫৭। উদ্বন্ধনমৃতস্য যঃ পাশং ছিন্দ্যাৎ স তপ্তকৃচ্ছ্রেণ

শুধ্যতি। ৫৮। আত্মঘাতিনাং সংস্কর্ত্তা চ।৫৯। তদশ্রুপাতকারী চ।৬০। সর্ব্বস্যৈব প্রেতস্য বান্ধবৈঃ সহাশ্রুপাতং কৃত্বা স্নানেন।৬১। অকৃতেত্বস্থিসঞ্চয়ে সচৈলস্নানেন।৬২। দ্বিজঃ শূদ্রপ্রেতানুগমনং কৃত্বা স্রবন্তীমাসাদ্য তন্নিমগ্নস্ত্রিরঘমর্ষণং জপ্ত্বোত্তীর্য্য গায়ত্র্যষ্টসহস্রং জপেৎ। ৬৩। দ্বিজপ্রেতস্যাষ্টশতম্। ৬৪। শূদ্রঃ প্রেতানুগমনং কৃত্বা স্নানমাচরেৎ। ৬৫। চিতাধূমসেবনে সর্ব্বে বর্ণাঃ স্নানমাচরেয়ুঃ। ৬৬। মৈথুনে দুঃস্বপ্নে রুধিরোপগতকণ্ঠে বমনবিরেকয়োশ্চ। ৬৭। শ্মশ্রুকর্ম্মণি কৃতে চ। ৬৮। শবস্পৃশঞ্চ স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাচাণ্ডালযূপাংশ্চ। ৬৯। ভক্ষ্যবর্জ্জং পঞ্চনখশবং তদস্থি সস্নেহঞ্চ। ৭০। সর্ব্বেষ্বেতেষু স্নানেষু পূর্ব্বং বস্ত্রং নাপ্রক্ষালিতং বিভৃয়াৎ। ৭১। রজস্বলা চতুর্থেঽহ্নি স্নানাচ্ছুদ্ধ্যতি। ৭২। রজস্বলা হীনবর্ণাং রজস্বলাং স্পৃষ্ট্বা ন তাবদশ্নীয়াদ্যাবন্ন শুদ্ধা। ৭৩। সবর্ণামধিকবর্ণাং বা স্পৃষ্ট্বা স্নাত্বাশ্নীয়াৎ। ৭৪। ক্ষুত্বা সুপ্ত্বা ভোজনাধ্যয়নেপ্সুঃ পীত্বা স্নাত্বা নিষ্ঠীব্য বাসঃ পরিধায় রথ্যামাক্রম্য মূত্রপুরীষে কৃত্বা পঞ্চনখাস্থ্যস্নেহং স্পৃষ্ট্বা চাচামেৎ ॥ ৭৫। চাণ্ডালম্লেচ্ছসম্ভাষণে চ। ৭৬। নাভেরধস্তাৎ প্রবাহুষু চ কায়িকৈর্ম্মলৈঃ সুরাভির্ম্মদ্যৈশ্চোপহতো মৃত্তোয়ৈস্তদঙ্গং প্রক্ষাল্য শুধ্যতি। ৭৭। অন্যত্রোপহতো মৃত্তোয়ৈস্তদঙ্গং প্রক্ষাল্য স্নানেন। ৭৮। বক্ত্রোপহতস্তূপোষ্য স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন। ৭৯। দশনচ্ছেদোপহতশ্চ ॥ ৮০
বসা শুক্রমসৃঙ্মজ্জামূত্রবিট্‌কর্ণবিণ্নখাঃ।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাংমলাঃ ॥৮১
গৌড়ী মাধ্বী চ পৈষ্টী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকাতথাসর্ব্বানপাতব্যাদ্বিজাতিভিঃ ॥ ৮২
মাধূকমৈক্ষবং টাঙ্কং কৌলং খার্জ্জুরপানসে।
মৃদ্বিকারসমাধ্বীকে মৈরেয়ং নারিকেলজম্ ॥৮৩
অমেধ্যানি দশৈতানি মদ্যানি ব্রাহ্মণস্য চ।
রাজন্যশ্চৈব বৈশ্যশ্চ স্পৃষ্ট্বৈতানি ন দুষ্যতঃ ॥ ৮৪
গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতাহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৮৫
আচার্য্যং স্বমুপাধ্যায়ং পিতরং মাতরং গুরুম্।
নির্হৃত্য তু ব্রতী প্রেতান্ন ব্রতেন বিযুজ্যতে ॥ ৮৬
আদিষ্টী নোদকং কুর্য্যাদাব্রতস্য সমাপনাৎ।
সমাপ্তে তূদকং কৃত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥ ৮৭
জ্ঞানংতপোঽগ্নিরাহারোমৃন্মনোবার্য্যুপাঞ্জনম্।
বায়ুঃ কর্ম্মার্ককালৌ চ শুদ্ধিকর্ত্তৄণি দেহিনাম্ ॥৮৮
সর্ব্বেষামেব শৌচানামন্নশৌচং পরং স্মৃতম্।
যোঽন্নে শুচিঃসহি শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ ॥ ৮৯
ক্ষান্ত্যা শুদ্ধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্য্যকারিণঃ
প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ ॥ ৯০
মৃত্তোয়ৈঃ শুদ্ধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুদ্ধ্যতি।
রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সংন্যাসেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥৯১
অদ্ভির্গাত্রাণি শুদ্ধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুদ্ধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাংভূতাত্মাবুদ্ধির্জ্ঞানেনশুদ্ধ্যতি ॥৯২
এষ শৌচস্য তে প্রোক্তঃ শারীরস্য বিনির্ণয়ঃ।
নানাবিধানাং দ্রব্যাণাং শুদ্ধেঃশৃণু বিনির্ণয়ম্ ॥৯৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শারীরৈর্ম্মলৈঃ সুরাভির্ম্মদ্যৈর্ব্বা যদুপহতং তদত্যন্তোপহতম্। ১ অত্যন্তোপহতং সর্ব্বং লোহভাণ্ডমগ্নৌ প্রক্ষিপ্তং শুদ্ধ্যেৎ। ২। মণিময়মশ্মময়মব্জঞ্চ সপ্তরাত্রং মহীনিখননেন। ৩। শৃঙ্গদন্তাস্থিময়ং তক্ষণেন। ৪। দারবং মৃণ্ময়ঞ্চ জহ্যাৎ। ৫। অত্যন্তোপহতস্য বস্ত্রস্য যৎপ্রক্ষালিতং সদ্বিরজ্যেত তচ্ছিন্দ্যাৎ। ৬। সৌবর্ণরাজতাব্জমণিময়ানাং নির্লেপানামদ্ভিঃ শুদ্ধিঃ। ৭। অশ্মময়ানাঞ্চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ। ৮। চরুস্রুক্স্রুবাণামুষ্ণেনাম্ভসা। ৯। যজ্ঞকর্ম্মণি যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা সংমার্জ্জনেম। ১০। স্ফ্যশূর্পশকটমুষলোলূখলানাং প্রোক্ষণেন। ১১। শয়নযানাসনানাঞ্চ। ১২। বহূনাঞ্চ। ১৩। ধান্যাজিনরজ্জুতান্তববৈদলসূত্রকার্পাসবাসসাঞ্চ। ১৪। শাকমূলফলপুষ্পাণাঞ্চ। ১৫। তৃণকাষ্ঠশুষ্কপলাশানাং চ। ১৬। এতেষাং প্রক্ষালনেন। ১৭। অল্পানাঞ্চ। ১৮। উষৈঃ কৌষেয়াবিকয়োঃ। ১৯। অরিষ্টৈঃ কুতপানাম্। ২০। শ্রীফলৈরংশুপট্টানাম্। ২১। গৌরসর্ষপৈঃ ক্ষৌমাণাম্। ২২। শৃঙ্গাস্থিদন্তময়ানাঞ্চ। ২৩। পদ্মাক্ষৈর্ম্মৃগলোমিকানাম্। ২৪। তাম্ররীতিত্রপুসীসময়ানামম্লোদকেন। ২৫। ভস্মনা কাংস্যলো

হয়োঃ । ২৬। তক্ষণেন দারবাণাম্ । ২৭। গোবালৈঃ ফলসম্ভবানাম্ । ২৮। প্রোক্ষণেন সংহতানাম্ । ২৯। উৎপবনেন দ্রবাণাম্ ।৩০ গুড়াদীনামিক্ষুবিকারাণাং প্রভৃতানাং গৃহ নিহিতানাং বার্য্যগ্নিদানেন । ৩১। সর্ব্ব লবণানাঞ্চ । ৩২। পুনঃ পাকেন মৃণ্ময়ানাম্ । ৩৩। দ্রব্যবৎকৃতশৌচানাং দেবতার্চ্চানাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনেন । ৩৪। অসিদ্ধস্যান্নস্য যাবন্মাত্রমুপহতং তন্মাত্রং পরিত্যজ্য শেষস্য কণ্ডনপ্রক্ষালনে কুর্য্যাৎ । ৩৫। দ্রোণাভ্যধিকং সিদ্ধমন্নমুপহতং ন দুষ্যতি । ৩৬। তস্যোপহতমাত্রমপাস্য গায়ত্র্যাভিমন্ত্রিতং সুবর্ণাম্ভঃ প্রক্ষিপেৎ। বস্তস্য প্রদর্শয়েদগ্নেশ্চ । ৩৭।

পক্ষিজগ্ধং গবাঘ্রাতমবধূতমবক্ষুতম্ ।
দূষিতং কেশকীটৈশ্চ মৃদঃ ক্ষেপেণ শুদ্ধ্যতি ॥৩৮
যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদ্গন্ধো লেপশ্চ তৎকৃতঃ।
তাবন্মৃদ্বারি দেয়ং স্যাৎ সর্ব্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু ॥৩৯
অজাশ্বং মুখতো মেধ্যং ন গৌর্নরজা মলাঃ।
পন্থানশ্চ বিশুদ্ধ্যন্তি সোমসূর্য্যাংশুমারুতৈঃ ॥৪০
রথ্যাকর্দ্দমতোয়ানি স্পৃষ্টান্যন্ত্যশ্ববায়সৈঃ ।
মারুতেনৈব শুদ্ধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥ ৪১
প্রাণিনামথ সর্ব্বেষাং মৃদ্ভিরদ্ভিশ্চ কারয়েৎ।
অত্যন্তোপহতানাঞ্চ শৌচং নিত্যমতন্দ্রিতঃ ॥ ৪২
ভূমিষ্ঠমুদকং পুণ্যং বৈতৃষ্ণ্যং যত্র গোর্ভবেৎ।
অব্যাপ্তঞ্চেদমেধ্যেন তদ্বদেব শিলাগতম্ ॥৪৩
মৃতপঞ্চ নখাৎকূপাদত্যন্তোপহতাত্তথা।
অপঃ সমুদ্ধরেৎসর্ব্বাঃ শেষংবস্ত্রেণ শোধয়েৎ ॥৪৪
বহ্নিপ্রজ্বালনং কুর্য্যাৎ কূপে পক্কেষ্টকাচিতে।
পঞ্চগব্যং ন্যসেৎ পশ্চান্নবতোয়সমুদ্ভবে ॥ ৪৫
জলাশয়েষ্বথাল্পেষু স্থাবরেষু বসুন্ধরে!।
কূপবৎ কথিতা শুদ্ধির্মহৎসু চ ন দূষণম্ ॥ ৪৬
ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্।
অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে ॥ ৪৭
নিত্যং শুদ্ধঃ কারুহস্তঃ পণ্যং যচ্চ প্রসারিতম্।
ব্রাহ্মণান্তরিতং ভৈক্ষ্যমাকরাঃ সর্ব্বএব চ ॥ ৪৮
নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং শকুনিঃ ফলপাতনে।
প্রস্রবে চ শুচির্বৎসঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥ ৪৯
শ্বভির্হতস্য যন্মাংসং শুচি তৎ পরিকীর্ত্তিতম্।
ক্রব্যাদ্ভিশ্চহতস্যান্যৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চদস্যুভিঃ॥৫০
ঊর্দ্ধং নাভের্যানিখানিতানি মেধ্যানিনির্দ্দিশেৎ
যান্যধস্তান্যমেধ্যানি দেহাচ্চৈবমলাশ্চ্যুতাঃ ॥৫১
মক্ষিকা বিপ্রুষশ্ছায়া গৌর্গজাশ্বমরীচয়ঃ।
রজোভূর্বায়ুরগ্নিশ্চ মার্জ্জারশ্চ সদা শুচিঃ ॥ ৫২
নোচ্ছিষ্টংকুর্ব্বতেমুখ্যাবিপ্রুষোঽঙ্গেপতন্তিযাঃ।
ন শ্মশ্রূণি গতান্যাস্যং ন দন্তান্তরবেষ্টিতম্ ॥ ৫৩
স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্।
ভৌমিকৈস্তেসমাজ্ঞেয়া নতৈরপ্রয়তোভবেৎ ॥৫৪
উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন।
অনিধায়ৈব তদ্দ্রব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥৫৫
মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম প্রোক্ষণেন চ পুস্তকম্।
সংমার্জ্জনেনাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ ॥ ৫৬
দাহেন চ ভুবঃ শুদ্ধির্ব্বাসেনাপ্যথবা গবাম্।
গাবঃপবিত্রংমঙ্গল্যংগোষুলোকাঃপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৫৭
গাবো বিতন্বতে যজ্ঞং গাবঃ সর্ব্বাঘসূদনাঃ ॥
গোমূত্রং গোময়ং সর্পিঃ ক্ষীরং দধি চ রোচনা৫৮
ষড়ঙ্গমেতৎপরমং মঙ্গল্যং সর্ব্বদা গবাম্।
শৃঙ্গোদকং গবাং পুণ্যং সর্ব্বাঘবিনিসূদনম্ ॥ ৫৯
গবাং কণ্ডূয়নঞ্চৈব সর্ব্বকল্মষনাশনম্।
গবাং গ্রাসপ্রদানেন স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৬০
গবাং হি তীর্থে বসতীহ গঙ্গা
পুষ্টিস্তথাসাং রজসি প্রবৃত্তা।
লক্ষ্মীঃ করীষে প্রণতৌ চ ধর্ম্ম
স্তাসাং প্রণামংসততঞ্চ কুর্য্যাৎ ॥ ৬১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি। ১। তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য। ২। দ্বে বৈশ্যস্য। ৩। একা শূদ্রস্য। ৪। তাসাং সবর্ণাবেদনে পাণির্গ্রাহ্যঃ। ৫। অসবর্ণাবেদনে শরঃ ক্ষত্রিয়কন্যয়া। ৬। প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া। ৭। বসনদশান্তঃ শূদ্রকন্যয়া। ৮। ন সগোত্রাং ন সমানার্ষপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত। ৯। মাতৃতস্ত্বাপঞ্চমাৎ পুরুষাৎ পিতৃতশ্চাসপ্তমাৎ। ১০। নাকুলীনাম্। ১১। নচ ব্যাধিতাম্। ১২। নাধিকাঙ্গীম্। ১৩। ন হীনাঙ্গীম্। ১৪। নাতিকপিলাম্। ১৫। ন বাচাটাম্। ১৬। অথাষ্টৌ বিবাহা ভবন্তি। ১৭।

ব্রাহ্মো দৈব আর্ষঃ প্রাজাপত্যো গান্ধর্ব্ব আসুরো রাক্ষসঃ পৈশাচশ্চেতি। ১৮। আহূয় গুণবতে কন্যাদানং ব্রাহ্মঃ। ১৯। যজ্ঞস্থঋত্বিজে দৈবঃ। ২০। গোমিথুনগ্রহণেনার্ষঃ। ২১। প্রার্থিতপ্রদানেন প্রাজাপত্যঃ। ২২। দ্বয়োঃ সকাময়োর্ম্মাতাপিতৃরহিতো যোগো গান্ধর্ব্বঃ।২৩ ক্রয়েণাসুরঃ। ২৪। যুদ্ধহরণেন রাক্ষসঃ। ২৫। সুপ্তপ্রমত্তাভিগমনাৎ পৈশাচঃ। ২৬। এতেষ্বাদ্যাশ্চত্বারো ধর্ম্ম্যাঃ। ২৭। গান্ধর্ব্বোঽপি রাজন্যানাম্। ২৮। ব্রাহ্মীপুত্রঃ পুরুষানেকবিংশতিং পুনীতে। ২৯। দৈবীপুত্রশ্চতুর্দ্দশ।৩০ আর্ষীপুত্রশ্চ সপ্ত। ৩১। প্রাজাপত্যশ্চতুরঃ।৩২। ব্রাহ্মেণ বিবাহেন কন্যাং দদদ্‌ব্রহ্মলোকং গময়তি। ৩৩। দৈবেন স্বর্গম্। ৩৪। আর্ষেণ বৈষ্ণবম্। ৩৫। প্রাজাপত্যেন দেবলোকম্।৩৬। গান্ধর্ব্বেণ গন্ধর্ব্বলোকং গচ্ছতি। ৩৭। পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো মাতামহো মাতা-চেতি কন্যাপ্রদাঃ। ৩৮। পূর্ব্বাভাবে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ। ৩৯।

ঋতুত্রয়মুপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরম্।
ঋতুত্রয়ে ব্যতীতে তু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা॥ ৪০
পিতৃবেশ্মনি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
সা কন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া হরংস্তাং ন বিদুষ্যতি ॥৪১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ। ১। ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বম্। ২। শ্বশ্রূশ্বশুরগুরুদেবতাতিথিপূজনম্। ৩। সুসংস্কৃতোপস্করতা। ৪। অমুক্তহস্ততা। ৫। সুগুপ্তভাণ্ডতা। ৬। মূলক্রিয়াস্বনভিরতিঃ। ৭। মঙ্গলাচারতৎপরতা। ৮। ভর্ত্তরি প্রবসিতেঽপ্রতিকর্ম্মক্রিয়া। ৯। পরগৃহেষ্বনভিগমনম্। ১০। দ্বারদেশগবাক্ষকেষ্ব নবস্থানম্। ১১। সর্ব্বকর্ম্মস্বস্বতন্ত্রতা। ১২। বাল্যযৌবনবার্দ্ধকেষ্বপি পিতৃভর্ত্তৃপুত্রাধীনতা।১৩ মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা॥ ১৪
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতংনাপ্যুপোষিতম্
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ ১৫
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাসব্রতঞ্চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥ ১৬
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ১৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাৎ। ১। মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সমানবর্ণয়া। ২। সমানবর্ণায়াঅভাবে ত্বনন্তরয়ৈবাপদি চ। ৩। নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া। ৪।

দ্বিজস্য ভার্য্যা শূদ্রা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ ক্বচিৎ।
রত্যর্থমেব সা তস্য রাগান্ধস্য প্রকীর্ত্তিতা॥ ৫
হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্॥ ৬
দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্ত্ব নচ স্বর্গং স গচ্ছতি॥ ৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্ভস্য স্পষ্টতাজ্ঞানে নিষেককর্ম্ম। ১। স্পন্দনাৎ পুরা পুংসবনম্। ২। ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তোন্নয়নম্। ৩। জাতে চ দারকে জাতকর্ম্ম। ৪। অশৌচব্যপগমে নামধেয়ম্। ৫। মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য। ৬। বলবৎ ক্ষত্রিয়স্য। ৭। ধনোপেতং বৈশ্যস্য। ৮। জুগুপ্সিতং শূদ্রস্য।৯ চতুর্থে মাস্যাদিত্যদর্শনম্। ১০। ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনম্। ১১। তৃতীয়েঽব্দে চূড়াকরণম্। ১২। এতাএব ক্রিয়াঃ স্ত্রীণামমন্ত্রকাঃ। ১৩। তাসাং সমন্ত্রকো বিবাহঃ। ১৪। গর্ভাষ্টমেঽব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্। ১৫। গর্ভৈকাদশে রাজ্ঞঃ। ১৬। গর্ভদ্বাদশে বিশঃ। ১৭। তেষাং মুঞ্জজ্যাবল্বজময্যো মৌঞ্জ্যঃ। ১৮। কার্পাসশণাবিকান্যুপবীতানি বাসাংসি চ। ১৯। মার্গবৈয়াঘ্রবাস্তানি চর্ম্মাণি। ২০। পালাশখাদিরৌড়ুম্বরা দণ্ডাঃ। ২১। কেশান্তললাটনাসাদেশতুল্যাঃ

।২২। সর্ব্ব এব বা।২৩। অকুটিলাঃ সত্বচশ্চ।২৪। ভবদাদ্যং ভবন্মধ্যং ভবদন্তঞ্চ ভৈক্ষচরণম্।২৫।

আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্ব্বিংশতের্ব্বিশঃ॥২৬
অতঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥২৭
যদ্‌যস্য বিহিতং চর্ম্ম যৎসূত্রং যা চ মেখলা।
যো দণ্ডো যচ্চ বসনং তত্তদস্য ব্রতেষ্বপি॥২৮
মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুম্।
অপ্‌সু প্রাস্য বিনষ্টানি গৃহ্নীতান্যানি মন্ত্রবৎ॥২৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৭

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ব্রহ্মচারিণাং গুরুকুলবাসঃ।১। সন্ধ্যাদ্বয়োপাসনম্।২। পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপেত্তিষ্ঠন্ পশ্চিমামাসীনঃ।৩। কালদ্বয়মভিষেকাগ্নিকর্ম্মকরণম্।৪। অপ্‌সু দণ্ডবন্মজ্জনম্।৫ আহূতাধ্যয়নম্।৬। গুরোঃ প্রিয়হিতাচরণম্।৭। মেখলাদণ্ডাজিনোপবীতধারণম্।৮। গুরুকুলবর্জ্জং গুণবৎসু ভৈক্ষচরণম্।৯। গুর্ব্বনুজ্ঞাতো ভৈক্ষাভ্যবহরণম্।১০। শ্রাদ্ধকৃতলবণশুক্তপর্য্যুষিতনৃত্যগীতস্ত্রীমধুমাংসাঞ্জনোচ্ছিষ্টপ্রাণিহিংসাশ্লীলপরিবর্জ্জনম্।১১। অধঃ শয্যা।১২। গুরোঃ পূর্ব্বোত্থানং চরমং সংবেশনম্।১৩। কৃতসন্ধ্যোপাসনশ্চ গুর্ব্বভিবাদনং কুর্য্যাৎ।১৪। তস্য চ ব্যত্যস্তকরঃ পাদাবুপস্পৃশেৎ।১৫। দক্ষিণং দক্ষিণেনেতরমিতরেণ।১৬। স্বঞ্চ নামাস্যাভিবাদনান্তে ভোঃশব্দান্তং নিবেদয়েৎ।১৭। তিষ্ঠন্নাসীনঃ শয়ানো ভুঞ্জানঃ পরাঙ্মুখশ্চ নাস্যাভিভাষণং কুর্য্যাৎ।১৮। আসীনস্যস্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তগচ্ছতঃ। আগচ্ছতঃ প্রত্যুদ্গম্য পশ্চাদ্ধাবংস্তধাবতঃ।১৯। পরাঙ্মুখস্যাভিমুখঃ।২০। দূরস্থস্যান্তিকমুপেত্য।২১। শয়ানস্য প্রণম্য।২২। তস্য চ চক্ষুর্ব্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনঃ স্যাৎ।২৩। নচাস্য কেবলং নাম ব্রূয়াৎ।২৪ গতিচেষ্টাভাষিতাদিকং নাস্যানুকুর্য্যাৎ।২৫। যত্রাস্য নিন্দাপরীবাদৌ স্যাতাং ন তত্র তিষ্ঠেৎ।২৬। নাস্যৈকাসনো ভবেৎ।২৭। ঋতে শিলাফলকনৌযানেভ্যঃ।২৮। গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বর্ত্তেত।২৯। অনির্দ্দিষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূন্নাভিবাদয়েৎ।৩০। বালে সমানবয়সি বাধ্যাপকে গুরুপুত্রে গুরুবদ্বর্ত্তেত।৩১। নাস্য পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ।৩২। নোচ্ছিষ্টমশ্নীয়াৎ।৩৩। এবং বেদং বেদৌ বেদান্ বা স্বীকুর্য্যাৎ।৩৪। ততো বেদাঙ্গানি।৩৫। যস্ত্বনধীতবেদোঽন্যত্র শ্রমং কুর্য্যাদসৌ সসন্তানঃ শূদ্রত্বমেতি।৩৬। মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনম্।৩৭। তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী ভবতি পিতা ত্বাচার্য্যঃ।৩৮। এতেনৈব তেষাং দ্বিজত্বম্।৩৯। প্রাঙ্মৌঞ্জীবন্ধনাদ্‌দ্বিজঃ শূদ্রসমো ভবতি।৪০। ব্রহ্মচারিণা মুণ্ডেন জটিলেন বা ভাব্যম্।৪১। বেদস্বীকরণাদূর্দ্ধং গুর্ব্বনুজ্ঞাতস্তস্মৈ বরং দত্ত্বা স্নায়াৎ।৪২। ততো গুরুকুলএববা জন্মনঃ শেষং নয়েৎ।৪৩। তত্রাচার্য্যে প্রেতে গুরুবদ্‌গুরুপুত্রে বর্ত্তেত।৪৪। গুরুদারেষু সবর্ণেষু বা।৪৫। তদভাবেঽগ্নিশুশ্রূষুর্নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী স্যাৎ।৪৬।

এবঞ্চরতি যো বিপ্রো ব্রহ্মচর্য্যমতন্দ্রিতঃ।
স গচ্ছত্যুত্তমং স্থানং ন চেহাজায়তে পুনঃ॥৪৭
কামতো রেতসঃ সেকং ব্রতস্থস্য দ্বিজন্মনঃ।
অতিক্রমং ব্রতস্যাহুর্ধর্ম্মজ্ঞা ব্রহ্মবাদিনঃ॥৪৮
এতস্মিন্নেনসি প্রাপ্তে বসিত্বা গর্দ্দভাজিনম্।
সপ্তাগারং চরেদ্ভৈক্ষং স্বকর্ম্ম পরিকীর্ত্তয়ন্॥৪৯
তেভ্যো লব্ধেন ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়ন্নেককালিকম্।
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণমব্দেন স বিশুধ্যতি॥৫০
স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্ম্মামিত্যৃচং জপেৎ॥৫১
অকৃত্বা ভৈক্ষচরণমসমিধ্য চ পাবকম্।
অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণিব্রতঞ্চরেৎ॥৫২
তঞ্চেদভ্যুদিয়াৎ সূর্য্যঃ শয়ানং কামকারতঃ।
নিম্লোচেদ্বাপ্যবিজ্ঞানাজ্জপন্নুপবসেদ্দিনম্॥৫৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যস্তপনীয় ব্রতাদেশং কৃত্বা বেদমধ্যাপয়েত্তমাচার্য্যং বিদ্যাৎ। ১। যস্ত্বেনং মূল্যেনাধ্যাপয়েত্তমুপাধ্যায়মেকদেশং বা। ২। যো যস্য যজ্ঞে কর্ম্মাণি কুর্য্যাত্তমৃত্বিজং বিদ্যাৎ। ৩। নাপরীক্ষিতং যাজয়েৎ। ৪। নাধ্যাপয়েৎ। ৫। নোপনয়েৎ। ৬।

অধর্ম্মেণ চ যঃ প্রাহ যশ্চাধর্ম্মেণ পৃচ্ছতি।
তয়োরন্যতরঃ প্রৈতি বিদ্বেষং বাধিগচ্ছতি॥ ৭
ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে॥ ৮

বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম
গোপায় মা শেবধিস্তেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায়
ন মাং ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্॥ ৯
যমেব বিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং
মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নম্।
যস্তে ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চ নাহ
তস্মৈ মাং ব্রূয়া নিধিপায় ব্রহ্মন্॥ ১০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রাবণ্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বা চ্ছন্দাংস্যুপাকৃত্যার্দ্ধপঞ্চমান্ মাসানধীয়ীত। ১। ততস্তেষামুৎসর্গং বহিঃ কুর্য্যান্নানুপাকৃতানাং। ২। উৎসর্গোপাকর্ম্মণোর্ম্মধ্যে বেদাঙ্গাধ্যয়নং কুর্য্যাৎ। ৩। নাধীয়ীতাহোরাত্রং চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ। ৪। নর্ত্তস্তরগ্রহসূতকে। ৫। নেন্দ্রপ্রয়াণে। ৬। ন বাতি চণ্ডপবনে। ৭। নাকালবর্ষবিদ্যুৎস্তনিতেষু। ৮। ন ভূকম্পোল্কাপাতদিগ্‌দাহেষু। ৯। নান্তঃশবে গ্রামে। ১০। ন শস্ত্রসংপাতে। ১১। ন শশৃগালগর্দ্দভনির্হ্রাদেষু। ১২। ন বাদিত্রশব্দে। ১৩। ন শূদ্রপতিতয়োঃ সমীপে। ১৪। ন দেবতায়তনশ্মশানচতুষ্পথরথ্যাসু। ১৫। নোদকান্তঃ। ১৬। ন পীঠোপহিতপাদঃ। ১৭। ন হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌগোযানেষু। ১৮। ন বান্তঃ। ১৯। ন বিরিক্তঃ। ২০। নাজীর্ণী। ২১। ন পঞ্চনখান্তরাগমনে। ২২। ন রাজশ্রোত্রিয়গোব্রাহ্মণব্যসনে। ২৩। নোপাকর্ম্মণি। ২৪। নোৎসর্গে। ২৫। ন সামধ্বনাবৃগ্‌যজুষী। ২৬। নাপররাত্রমধীত্য শয়ীত। ২৭। অভিযুক্তোঽপ্যনধ্যায়েষ্বধ্যয়নং পরিহরেৎ। ২৮। যস্মাদনধ্যয়নাধীতং নেহ নামুত্র ফলদম্। ২৯। তদধ্যয়নেনায়ুষঃ ক্ষয়ো গুরুশিষ্যয়োশ্চ। ৩০। তস্মাদনধ্যায়বর্জ্জং গুরুণা ব্রহ্মলোককামেন বিদ্যা সচ্ছিষ্যক্ষেত্রেষু বপ্তব্যা। ৩১। শিষ্যেণ ব্রহ্মারম্ভাবসানয়োর্গুরোঃ পাদোপসংগ্রহণং কার্য্যম্। ৩২। প্রণবশ্চ ব্যাহর্ত্তব্যঃ। ৩৩। তত্র চ যদৃচোঽধীতে তেনাস্যাজ্যেন পিতৄণাং তৃপ্তির্ভবতি। ৩৪। যদ্যজূংষি তেন মধুনা। ৩৫। যৎসামানি তেন পয়সা। ৩৬। যচ্চাথর্ব্বণস্তেন মাংসেন। ৩৭। যৎপুরাণেতিহাসবেদাঙ্গধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যধীতে তেনাস্যান্নেন। ৩৮। যশ্চ বিদ্যামাসাদ্যাস্মিঁল্লোকে তয়া জীবেন্ন সা তস্য পরলোকে ফলপ্রদা ভবেৎ। ৩৯। যশ্চ বিদ্যয়া যশঃ পরেষাং হন্তি। ৪০। অননুজ্ঞাতশ্চান্যস্মাদধীয়ানান্ন বিদ্যামাদদ্যাৎ। ৪১। তদাদানমস্য ব্রহ্মস্তেয়ং নরকায় ভবতি। ৪২।

লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা।
আদদীত যতো জ্ঞানং ন তং দ্রুহ্যেৎকদাচন॥৪৩
উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্ম জন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥৪৪
কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তো মিথঃ।
সম্ভূতিং তস্যতাংবিদ্যাদ্যদযোনাবিহজায়তে॥৪৫
আচার্য্যস্তস্য যাং জাতিং বিধিবদ্বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সাজরামরা॥৪৬

য আবৃণোত্যবিতথেন কর্ণৌ
বদুঃখং কুর্ব্বন্নমৃতং সংপ্রযচ্ছন্।
তং বৈ মন্যেৎ পিতরং মাতরঞ্চ
তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কৃতমস্য জানন্॥ ৪৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়ঃ পুরুষস্যাতিগুরবো ভবন্তি। ১। মাতা পিতা আচার্য্যশ্চ। ২। তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষুণা ভবিতব্যম্। ৩। যত্তে ব্রূয়ুস্তৎকুর্য্যাৎ। ৪। তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ। ৫।

ন তৈরনভ্যনুজ্ঞাতঃ কিঞ্চিদপি কুর্য্যাৎ। ৬।
এতএব ত্রয়ো বেদা এতএব ত্রয়ঃ সুরাঃ।
এতএব ত্রয়ো লোকা এতএব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥ ৭
পিতাগার্হপত্যোঽগ্নির্দ্দক্ষিণা-
গ্নির্মাতা গুরুরাহবনীয়ঃ॥ ৮
সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ॥
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥৯
ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্॥
গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥ ১০
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাজর্ত্বিক্‌শ্রোত্রিয়াধর্ম্মপ্রতিষেধ্যুপাধ্যায়পিতৃব্যমাতামহমাতুলশ্বশুরজ্যেষ্ঠভ্রাতৃসম্বন্ধিনশ্চাচার্য্যবৎ। ১। পত্ন্য এতেষাং সবর্ণাঃ। ২। মাতৃষ্বসা পিতৃষ্বসা জ্যেষ্ঠা স্বসা চ। ৩। শ্বশুরপিতৃব্যমাতুলর্ত্বিজাং কনীয়সাং প্রত্যুত্থানমেবাভিবাদনম্। ৪। হীনবর্ণানাং গুরুপত্নীনাং দূরাদভিবাদনং ন পাদোপসংস্পর্শনম্। ৫। গুরুপত্নীনাং গাত্রোৎসাদনাঞ্জনকেশসংযমনপাদপ্রক্ষালনাদীনি ন কুর্য্যাৎ। ৬। অসংস্তুতাপি পরপত্নী ভগিনীতি বাচ্যা পুত্রীতি মাতেতি বা। ৭। ন চ গুরূণাং ত্বমিতি ব্রূয়াৎ। ৮। তদতিক্রমে নিরাহারো দিবসান্তে তৎপ্রসাদ্যাশ্নীয়াৎ।৯। নচ গুরুণা সহ বিগৃহ্য কথাং কুর্য্যাৎ। ১০। নৈব চাস্য পরীবাদম্। ১১। ন চানভিপ্রেতম্। ১২।
গুরুপত্নী তু যুবতির্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণে বিংশতিবর্ষে চ গুণদোষৌ বিজানতা॥ ১৩
কামন্তু গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি।
বিধিবদ্বন্দনং কুর্য্যাদসাবহমিতি ব্রুবন্॥ ১৪
বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমন্বহঞ্চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্ব্বীত সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥ ১৫
বিত্তং বন্ধুর্ব্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মানস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরম্॥ ১৬।
ব্রাহ্মণং দশবর্ষঞ্চ শতবর্ষঞ্চ ভূমিপম্।
পিতাপুত্রৌ বিজানীয়াদ্‌ব্রাহ্মণস্তুতয়োঃ পিতা ১৭
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণান্তুবীর্য্যতঃ
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥ ১৮
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ পুরুষস্য কামক্রোধলোভাখ্যং রিপুত্রয়ং সুঘোরং ভবতি। ১। পরিগ্রহপ্রসঙ্গাদ্বিশেষেণ গৃহাশ্রমিণঃ। ২। তেনায়মাক্রান্তোঽতিপাতকমহাপাতকানুপাতকোপপাতকেষু প্রবর্ত্ততে। ৩। জাতিভ্রংশকরেষু সংকরীকরণেষ্বপাত্রীকরণেষু চ। ৪। মলাবহেষু প্রকীর্ণকেষু চ। ৫।
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশননাত্মনঃ।
কামঃক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥৬
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৩

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মাতৃগমনং দুহিতৃগমনং স্নুষাগমনমিত্যতিপাতকানি। ১।
অতিপাতকিনস্ত্বেতে প্রবিশেয়ুর্হুতাশনম্।
নহ্যন্যানিষ্কৃতিস্তেষাং বিদ্যতে হি কথঞ্চন॥ ২
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৪

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণং গুরুদারগমনমিতি মহাপাতকানি। ১। তৎসংযোগশ্চ। ২। সম্বৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্। ৩। একযানভোজনাশনশয়নৈঃ। ৪। যৌনস্রৌবমৌখসম্বন্ধাৎ সদ্যএব। ৫।
অশ্বমেধেন শুধ্যেয়ুর্ম্মহাপাতকিনস্ত্বিমে।
পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থানাং তথানুসরণেন বা॥ ৬
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যাগস্থস্য ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য চ রজস্বলায়াশ্চান্তর্ব্বত্ন্যাশ্চাত্রিগোত্রায়াশ্চাবিজ্ঞাতস্য গর্ভস্য শরণাগতস্য চ ঘাতনং ব্রহ্মহত্যাসমানীতি। ১। কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধ এতৌ সুরাপানসমৌ। ২। ব্রাহ্মণস্য ভূম্যপহরণং নিক্ষেপাপহরণংসুবর্ণস্তেয়সমম্। ৩। পিতৃব্যমাতামহমাতুলশ্বশুরনৃপ-

পত্ন্যভিগমনং গুরুদারগমনসমম্। ৪। পিতৃস্বসৃমাতৃস্বসৃস্বসৃগমনঞ্চ। ৫। শ্রোত্রিয়র্ত্বিগুপাধ্যায়মিত্রপত্ন্যভিমনঞ্চ। ৬। স্বসুঃ সখ্যাঃ সগোত্রায়া উত্তমবর্ণায়াঃ কুমার্য্যা অন্ত্যজায়া রজস্বলায়াঃ শরণাগতায়াঃ প্রব্রজিতায়া নিক্ষিপ্তায়াশ্চ। ৭।
অনুপাতকিনস্ত্বেতে মহাপাতকিনো যথা।
অশ্বমেধেন শুধ্যন্তি তীর্থানুসরণেন বা॥ ৮
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অনৃতবচনমুৎকর্ষে। ১। রাজগামি চ পৈশুন্যম্। ২। গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ। ৩। বেদনিন্দা। ৪। অধীতস্য চ ত্যাগঃ। ৫। অগ্নিমাতৃপিতৃসুতদারাণাঞ্চ। ৬। অভোজ্যান্নাভক্ষ্যভক্ষণম্। ৭। পরস্বাপহরণম্। ৮। পরদারাভিগমনম্। ৯। অযাজ্যযাজনম্। ১০। বিকর্ম্ম জীবনঞ্চ। ১১। অসৎপ্রতিগ্রহশ্চ। ১২। ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রগোবধঃ। ১৩। অবিক্রেয়বিক্রয়ঃ। ১৪। পরিবিত্তিতানুজেন জ্যেষ্ঠস্য। ১৫। পরিবেদনম্। ১৬। তস্য চ কন্যাদানম্। ১৭। যাজনঞ্চ। ১৮। ব্রাত্যতা। ১৯। ভৃতকাধ্যাপনম্। ২০। ভৃতাচ্চাধ্যয়নাদানম্। ২১। সর্ব্বাকরেষ্বধিকারঃ। ২২। মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনম্। ২৩। দ্রুমগুল্মবল্লীলতৌষধীনাং হিংসা। ২৪। স্ত্রীজীবনম্। ২৫। অভিচারমূলকর্ম্মসু প্রবৃত্তিঃ। ২৬। আত্মার্থে ক্রিয়ারম্ভঃ। ২৭। অনাহিতাগ্নিতা। ২৮ দেবর্ষিপিতৃঋণানামনপক্রিয়া। ২৯। অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনম্। ৩০। নাস্তিকতা। ৩১। কুশীলবতা। ৩২। মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্। ৩৩। ইত্যুপপাতকানি। ৩৪।
উপপাতকিনস্ত্বেতে কুর্য্যুশ্চান্দ্রায়ণং নরাঃ।
পরাকঞ্চ তথা কুর্য্যুর্যজেয়ুর্গোমখেন বা। ৩৫।
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৭॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণস্য রুজাকরণম্। ১। অঘ্রেয়মদ্যয়োর্ঘ্রাতিঃ। ২। জৈহ্ম্যম্। ৩। পশুষু মৈথুনাচরণম্। ৪। পুংসি চ। ৫। ইতি জাতিভ্রংশকরাণি। ৬।
জাতিভ্রংশকরং কর্ম্ম কৃত্বান্যতমমিচ্ছয়া।
কুর্য্যাৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া॥ ৭
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৮॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

গ্রাম্যারণ্যানাং পশূনাং হিংসা সঙ্করীকরণম্॥ ১
সঙ্করীকরণং কৃত্বা মাসমশ্নীত যাবকম্।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রমথবা প্রায়শ্চিত্তন্তু কারয়েৎ॥ ২
ইতি বৈষ্ণবেধর্ম্মশাস্ত্রে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নিন্দিতেভ্যো ধনাদানং বাণিজ্যং কুসীদজীবনমসত্যভাষণং শূদ্রসেবনমিত্যপাত্রীকরণম্। ১।
অপাত্রীকরণং কৃত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ্যতি।
শীতকৃচ্ছ্রেণ বা ভূয়ো মহাসান্তপনেন বা॥ ২
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পক্ষিণাং জলচরাণাং জলজানাঞ্চ ঘাতনম্। ১
কৃমিকীটানাঞ্চ। ২। মদ্যানুগতভোজনম্। ৩।
ইতি মলাবহানি। ৪।
মলিনীকরণীয়েষু তপ্ত কৃচ্ছ্রং বিশোধনম্।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রমথবা প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্॥ ৫
ইতি বৈষ্ণবেধর্ম্মশাস্ত্রে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥৪১

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

যদনুক্তং তৎপ্রকীর্ণকম্॥ ১
প্রকীর্ণপাতকে জ্ঞাত্বা গুরুত্বমথ লাঘবম্।
প্রায়শ্চিত্তং বুধঃ কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণানুমতঃ সদা॥ ২
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ নরকাঃ। ১। তামিস্রম্। ২। অন্ধতামিস্রম্। ৩। রৌরবম্। ৪। মহারৌরবম্। ৫। কালসূত্রম্। ৬। মহানরকম্। ৭। সংজীবনম্। ৮। অবীচিঃ। ৯। তপনম্। ১০। সম্প্র

তাপনম্।১১। সংঘাতকম্।১২। কাকোলম্।১৩। কুড্মলম্।১৪। কূট্টানম্।১৫। পূতিমৃত্তিকম্।১৬। লোহশঙ্কুঃ।১৭। ঋচীষম্।১৮। বিষমপন্থানম্।১৯। কণ্টকশাল্মলিঃ।২০। দীপনদী।২১। অসিপত্রবনম্।২২। লোহচারকমিতি।২৩। এতেষ্বকৃতপ্রায়শ্চিত্তা অতিপাতকিনঃ পর্য্যায়েণ কল্পং পচ্যন্তে।২৪। মহাপাতকিনো মন্বন্তরম্।২৫। অনুপাতকিনশ্চ।২৬। উপপাতকিনশ্চতুর্য্যুগম্।২৭। কৃতসঙ্করীকরণাশ্চ সম্বৎসরসহস্রম্।২৮। কৃতজাতিভ্রংশকরণাশ্চ।২৯। কৃতাপাত্রীকরণাশ্চ।৩০। কৃতমলিনীকরণাশ্চ।৩১। প্রকীর্ণকপাতকিনশ্চ বহূন্ বর্ষপূগান্।৩২।

কৃতপাতকিনঃ সর্ব্বে প্রাণত্যাগাদনন্তরম্।
যাম্যং পন্থানমাসাদ্য দুঃখমশ্নন্তি দারুণম্॥৩৩
যমস্য পুরুষৈর্ঘোরৈঃ কৃষ্যমাণা যতস্ততঃ।
সুকৃচ্ছ্রেণানুকারেণ নীয়মানাশ্চ তে যথা॥৩৪
শ্বভিঃ শৃগালৈঃ ক্রব্যাদৈঃ কাককঙ্কবকাদিভিঃ।
অগ্নিতুণ্ডৈর্ভক্ষ্যমাণা ভুজঙ্গৈর্বৃশ্চিকৈস্তথা॥৩৫
অগ্নিনা দহ্যমানাশ্চ তুদ্যমানাশ্চ কণ্টকৈঃ।
ক্রকচৈঃ পাট্যমানাশ্চ পীড্যমানাশ্চ তৃষ্ণয়া॥৩৬
ক্ষুধয়া ব্যথমানাশ্চ ঘোরৈর্ব্ব্যাঘ্রগণৈস্তথা।
পূয়শোণিতগন্ধেন মূর্চ্ছমানাঃ পদে পদে॥৩৭
পরান্নপানং লিপ্সন্তস্তাড্যমানাশ্চ কিঙ্করৈঃ।
কাককঙ্কবকাদীনাং ভীমানাং সদৃশাননৈঃ॥৩৮
ক্বচিৎকাথ্যন্তি তৈলেনতাড্যন্তে মুষলৈঃ ক্বচিৎ।
আয়সীষু চ বট্যন্তে শিলাসু চ তথা ক্বচিৎ॥৩৯
ক্বচিদ্বান্তমথাশ্নন্তি ক্বচিৎ পূয়মসৃক্ ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্বিষ্ঠাং ক্বচিন্মাংসং পূয়গন্ধি সুদারুণম্॥৪০
অন্ধকারেষু তিষ্ঠন্তি দারুণেষু তথা ক্বচিৎ।
কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাশ্চ বহ্নিতুণ্ডৈশ্চ দারুণৈঃ॥৪১
ক্বচিচ্ছীতেন বাধ্যন্তে ক্বচিদ্বাঽমেধ্যমধ্যগাঃ।
পরস্পরমথাশ্নন্তি ক্বচিৎ প্রেতাঃ সুদারুণাঃ॥৪২
ক্বচিদ্ভূতেন তাড্যন্তে লম্বমানাস্তথা ক্বচিৎ।
ক্বচিৎক্ষিপ্যন্তিবাণৌঘৈরুৎকৃত্যন্তেতথাক্বচিৎ॥৪৩
কণ্ঠেষু দত্তপাদাশ্চ ভুজঙ্গাভোগবেষ্টিতাঃ।
পীড্যমানাস্তথা যন্ত্রৈঃ কৃষ্যমাণাশ্চ জানুভিঃ॥৪৪
ভগ্নপৃষ্ঠশিরোগ্রীবাঃ সূচীকণ্ঠাঃ সুদারুণাঃ।
কূটাগারপ্রমাণৈশ্চ শরীরৈর্যাতনাক্ষমৈঃ॥৪৫
এবং পাতকিনঃ পাপমনুভূয় সুদুঃখিতাঃ।
তির্য্যগ্‌যোনৌপ্রপদ্যন্তেদুঃখানিবিবিধানি চ॥৪৬

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥৪৩

চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পাপাত্মনাং নরকেষ্বনুভূতদুঃখানাং তির্য্যগ্‌যোনয়োভবন্তি।১। অতিপাতকিনাং পর্য্যায়েণ সর্ব্বাঃ স্থাবরযোনয়ঃ।২। মহাপাতকিনাঞ্চ কৃমিযোনয়ঃ।৩। অনুপাতকিনাং পক্ষিযোনয়ঃ।৪। উপপাতকিনাং জলজযোনয়ঃ।৫। কৃতজাতিভ্রংশকরাণাং জলচরযোনয়ঃ।৬। কৃতসঙ্করীকরণকর্ম্মণাং মৃগযোনয়ঃ।৭। কৃতাপাত্রীকরণকর্ম্মণাং পশুযোনয়ঃ।৮। কৃতমলিনীকরণকর্ম্মণাং মনুষ্যেষ্বস্পৃশ্যযোনয়ঃ।৯। প্রকীর্ণেষু প্রকীর্ণা হিংস্রাঃ ক্রব্যাদা ভবন্তি।১০। অভোজ্যান্নাভক্ষ্যাশী কৃমিঃ।১১। স্তেনঃ শ্যেনঃ।১২। প্রকৃষ্টবর্ণাপহারী বিলেশয়ঃ।১৩। আখুর্দ্ধান্যহারী।১৪। হংসঃ কাংস্যাপহারী।১৫। জলং হৃত্বাভিপ্লবঃ।১৬। মধু দংশঃ।১৭। পয়ঃ কাকঃ।১৮। রসং শ্বা।১৯। ঘৃতং নকুলঃ।২০। মাসং গৃধ্রঃ।২১। বসাং মদ্গুঃ।২২। তৈলং তৈলপায়িকঃ।২৩। লবণং বীচিবাক্।২৪। দধি বলাকা।২৫। কৌশেয়ং হৃত্বা ভবতি তিত্তিরিঃ।২৬। ক্ষৌমং দর্দ্দুরঃ।২৭। কার্পাসতান্তবং ক্রৌঞ্চঃ।২৮। গোধা গাম্।২৯। বাল্গুদো গুড়ম্।৩০। ছুচ্ছুন্দরির্গন্ধান্।৩১। পত্রশাকং বর্হী।৩২। কৃতান্নং শ্বাবিৎ।৩৩। অকৃতান্নং শল্লকঃ।৩৪। অগ্নিং বকঃ।৩৫। গৃহকার্য্যুপস্করম্।৩৬। রক্তবাসাংসি জীবঞ্জীবকঃ।৩৭। গজং কূর্ম্মঃ।৩৮। অশ্বং ব্যাঘ্রঃ।৩৯। ফলং পুষ্পং বা মর্কটঃ।৪০। ঋক্ষঃ স্ত্রিয়ম্।৪১। যানমুষ্ট্রঃ।৪২। পশূনজঃ।৪৩।

যদ্বা তদ্বা পরদ্রব্যমপহৃত্য বলান্নরঃ।
অবশ্যং যাতি তির্য্যক্ত্বংজগ্ধ্বাচৈবাহুতংহবিঃ॥৪৪
স্ত্রিয়োঽপ্যেতেন কল্পেন হৃত্বা দোষমবাপ্নুয়ুঃ।
এতেষামেব জন্তূনাং ভার্য্যাত্বমুপযান্তি তাঃ॥৪৫

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥৪৪

পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ নরকানুভূতদুঃখানাং তির্য্যক্ত্বমুত্তীর্ণানাং মনুষ্যেষু লক্ষণানি ভবন্তি। ১। কুষ্ঠ্যতিপাতকী। ২। ব্রহ্মহা যক্ষ্মী। ৩। সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ। ৪। সুবর্ণহারী কুনখঃ। ৫। গুরুতল্পগো দুশ্চর্ম্মা। ৬। পূতিনাসঃ পিশুনঃ। ৭। পূতিবক্তুঃ সূচকঃ। ৮। ধান্যচৌরোঽঙ্গহীনঃ। ৯। মিশ্রচৌরোঽতিরিক্তাঙ্গঃ। ১০। অন্নাপহারকস্ত্বামযাবী। ১১। বাগপহারকো মূকঃ। ১২। বস্ত্রাপহারকঃ শ্বিত্রী। ১৩। অশ্বাপহারকঃ পঙ্গুঃ। ১৪। দেবব্রাহ্মণাক্রোশকো মূকঃ। ১৫। লোলজিহ্বো গরদঃ। ১৬। উন্মত্তোঽগ্নিদঃ। ১৭ গুরুপ্রতিকূলোঽপস্মারী। ১৮। গোঘ্নস্ত্বন্ধঃ। ১৯ দীপাপহারকশ্চ। ২০। কাণশ্চ দীপনির্ব্বাপকঃ। ২১। ত্রপুচামরসীসকবিক্রয়ী রজকঃ। ২২। একশফবিক্রয়ী মৃগব্যাধঃ। ২৩। কুণ্ডাশী ভগাস্যঃ। ২৪। ঘাণ্টিকঃ স্তেনঃ। ২৫। বার্দ্ধুষিকো ভ্রামরী। ২৬। মিষ্টাশ্যেকাকী বাতগুল্মী। ২৭। সময়ভেত্তা খল্বাটঃ। ২৮। শ্লীপদ্যবকীর্ণী। ২৯। পরবৃত্তিঘ্নো দরিদ্রঃ। ৩০ পরপীড়াকরো দীর্ঘরোগী। ৩১।

এবং কর্ম্মবিশেষেণ জায়ন্তে লক্ষণান্বিতাঃ।
রোগান্বিতাস্তথান্ধাশ্চ কুব্জখঞ্জৈকলোচনাঃ॥৩২
বামনা বধিরা মূকা দুর্ব্বলাশ্চ তথাপরে।
তস্মাৎ সর্ব্বং প্রযত্নেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥৩৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ

ষট্‌চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ কৃচ্ছ্রাণি ভবন্তি। ১। ত্র্যহং নাশ্নীয়াৎ। ২। প্রত্যহঞ্চ ত্রিষবণং স্নানমাচরেৎ। ৩। ত্রিঃ প্রতিস্নানমপ্সু মজ্জনম্। ৪। মগ্নস্ত্রিরঘমর্ষণং জপেৎ। ৫। দিবাস্থিতস্তিষ্ঠেৎ। ৬। রাত্রাবাসীনঃ। ৭। কর্ম্মণোঽন্তে পয়স্বিনীং দদ্যাৎ। ৮। ইত্যঘমর্ষণম্। ৯। ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহমযাচিতমশ্নীয়াদেষ প্রাজাপত্যঃ। ১০। ত্র্যহমুষ্ণাঃ পিবেদপস্ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং ত্র্যহমুষ্ণং পয়স্ত্র্যহঞ্চ নাশ্নীয়াদেষ তপ্তকৃচ্ছ্রঃ। ১১। এষ এব শীতৈঃ শীতকৃচ্ছ্রঃ। ১২। কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসৈকবিংশতিক্ষপণম্। ১৩। উদকসক্তূনাং মাসাভ্যবহারেণোদককৃচ্ছ্রঃ। ১৪। বিসাভ্যবহারেণ মূলকৃচ্ছ্রঃ। ১৫। বিল্বাভ্যবহারেণ শ্রীফলকৃচ্ছ্রঃ। ১৬। পদ্মাক্ষৈর্ব্বা। ১৭। নিরাহারস্য দ্বাদশাহেন পরাকঃ। ১৮। গোমূত্রগোময়ক্ষীরদধিসর্পিঃকুশোদকান্যেকদিবসমশ্নীয়াদ্দ্বিতীয়মুপবসেদেতৎসান্তপনম্। ১৯। গোমূত্রাদিভিঃ প্রত্যহাভ্যস্তৈর্মহাসান্তপনম্। ২০। ত্র্যহাভ্যস্তৈশ্চাতিসান্তপনম্। ২১। পিণ্যাকাচামতক্রোদকসক্তূনামুপবাসান্তরিতোঽভ্যবহারস্তুলাপুরুষঃ। ২২। কুশপলাশোডুম্বরপদ্মশঙ্খপুষ্পীবটব্রহ্মসুবর্চ্চলাপত্রৈঃ ক্বথিতস্যাম্ভসঃ প্রত্যেকং পানেন পর্ণকৃচ্ছ্রঃ। ২৩।

কৃচ্ছ্রাণ্যেতানি সর্ব্বাণি কুর্ব্বীত কৃতপাবনঃ।
নিত্যং ত্রিষবণস্নায়ী অধঃশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥২৪
স্ত্রীশূদ্রপতিতানাঞ্চ বর্জ্জয়েচ্চাভিভাষণম্।
পবিত্রাণি জপেন্নিত্যং জুহুয়াচ্চৈব শক্তিতঃ॥২৫

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্‌চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ চান্দ্রায়ণম্। ১। গ্রাসানবিকারানশ্নীয়াৎ। ২। তাংশ্চন্দ্রকলাভিবৃদ্ধৌ ক্রমেণ বর্দ্ধয়েদ্ধানৌ হ্রাসয়েদমাবাস্যাং নাশ্নীয়াদেষ চান্দ্রায়ণো যবমধ্যঃ। ৩। পিপীলিকামধ্যো বা। ৪। যস্যামাবাস্যা মধ্যে ভবতি স পিপীলিকামধ্যঃ। ৫। যস্য পৌর্ণমাসী স যবমধ্যঃ। ৬। অষ্টৌ গ্রাসান্ প্রতিদিবসং মাসমশ্নীয়াৎ স যতিচান্দ্রায়ণঃ। ৭। সায়ং প্রাতশ্চতুরশ্চতুরঃ স শিশুচান্দ্রায়ণঃ। ৮। যথা কথঞ্চিৎ ষষ্ট্যোনাং ত্রিশতীং মাসেনাশ্নীয়াৎ স সামান্যচান্দ্রায়ণঃ॥ ৯।

ব্রতমেতৎ পুরা ভূমি কৃত্বা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ।
প্রাপ্তবন্তঃ পরং স্থানং ব্রহ্মা রুদ্রস্তথৈব চ॥ ১০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ কর্ম্মভিরাত্মকৃতৈর্গুরুমাত্মানং মন্যেতাত্মার্থে প্রসৃতিযাবকং শ্রপয়েৎ। ১। ন ততোঽগ্নৌ জুহুয়াৎ। ২। ন চাত্র বলিকর্ম্ম। ৩। অশৃতং শ্রপ্যমাণং শৃতঞ্চাভিমন্ত্রয়েৎ। ৪। শ্রপ্য-

মাণে রক্ষাং কুর্য্যাৎ।৫। ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনাং ঋষির্ব্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাং শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্ব্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্নিতি দর্ভান্ বধ্নাতি।৬। শৃতঞ্চ তমশ্নীয়াৎ পাত্রে নিষিচ্য।৭। যে দেবা মনোজাতা মনোজুষঃ সুদক্ষা দক্ষপিতরঃ তে নঃ পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যোনমস্তেভ্যঃ স্বাহেত্যাত্মনি জুহুয়াৎ।৮। অথাচান্তো নাভিমালভেত।৯। স্নাতাঃ প্রীতা ভবত যূয়মাপোঽস্মাকমুদরে যবাঃ। তা অস্মভ্যমনমী বা অপক্ষা অনাগসঃ সন্তু দেবীরমৃতা ঋতা বৃধ ইতি।১০। ত্রিরাত্রং মেধার্থী।১১। ষড়্‌রাত্রং পাপকৃৎ।১২। সপ্তরাত্রং পীত্বা মহাপাতকিনামন্যতমঃ পুনাতি।১৩। দ্বাদশরাত্রেণ পূর্ব্বপুরুষকৃতমপি পাপং নির্দ্দহতি।১৪। মাসং পীত্বা সর্ব্বপাপানি।১৫। গোনিহারমুক্তানাং যবানামেকবিংশতিরাত্রঞ্চ।১৬।

যবোঽসি ধান্যরাজোঽসি বারুণো মধুসংযুতঃ।
নির্ণোদঃ সর্ব্বপাপানাং পবিত্রমৃষিভিঃ স্মৃতম্॥১৭
ঘৃতমেব মধু যবা আপো বা অমৃতং যবাঃ।
সর্ব্বে পুনীত মে পাপং যন্মে কিঞ্চন দুষ্কৃতম্॥১৮
বাচা কৃতং কর্ম্মকৃতং মনসা চ বিচিন্তিতম্।
অলক্ষ্মীং কালকর্ণীঞ্চ নাশয়ধ্বং যবা মম॥১৯
শ্বশূকরাবলীঢ়ঞ্চ উচ্ছিষ্টোপহতঞ্চ যৎ।
মাতাপিত্রোরশুশ্রূষাং পুনীধ্বঞ্চ যবা মম॥২০
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ শূদ্রান্নং শ্রাদ্ধসূতকম্।
চৌরস্যান্নং নবশ্রাদ্ধং পুনীধ্বঞ্চ যবা মম॥২১
বালদূর্ত্তমধর্ম্মঞ্চ রাজদ্বারকৃতঞ্চ যৎ।
সুবর্ণস্তৈন্যমব্রাত্যমযাজ্যস্য চ যাজনম্।
ব্রাহ্মণানাং পরীবাদং পুনীধ্বং চ যবা মম॥২২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥৪৮॥

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

মার্গশীর্ষশুক্লৈকাদশ্যামুপোষিতো দ্বাদশ্যাং ভগবন্তং বাসুদেবমর্চ্চয়েৎ।১। পুষ্পধূপানুলেপনদীপনৈবেদ্যৈর্ব্রাহ্মণতর্পণৈশ্চ।২। ব্রতমেতৎ সম্বৎসরং কৃত্বা পাপেভ্যঃ পূতো ভবতি।৩। যাবজ্জীবং কৃত্বা শ্বেতদ্বীপমাপ্নোতি।৪। উভয়পক্ষদ্বাদশীষ্বেবং স্বর্গলোকং প্রাপ্নোতি।৫। যাবজ্জীবং কৃত্বা বিষ্ণোর্লোকমাপ্নোতি।৬। এবমেব পঞ্চদশীষ্বপি।৭।

ব্রহ্মভূতমমাবাস্যাং পৌর্ণমাস্যান্তথৈব চ।
যোগভূতং পরিচরন্ কেশবং মহদাপ্নুয়াৎ॥৮
দৃশ্যেতে সহিতৌ যস্যাং দিবি চন্দ্রবৃহস্পতী।
পৌর্ণমাসী তু মহতী প্রোক্তা সম্বৎসরে তু সা॥৯
তস্যাং দানোপবাসাদ্যমক্ষয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।
তথৈব দ্বাদশী শুক্লা যা স্যাচ্ছ্রবণসংযুতা॥১০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥৪৯

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

বনে পর্ণকুটীং কৃত্বা বসেৎ।১। ত্রিষবণং স্নায়াৎ।২। স্বকর্ম্ম চাচক্ষাণো গ্রামে ভৈক্ষ্যমাচরেৎ।৩। তৃণশায়ী চ স্যাৎ।৪। এতন্মহাব্রতম্।৫। ব্রাহ্মণং হত্বা দ্বাদশসম্বৎসরং কুর্য্যাৎ।৬। যাগস্থং ক্ষত্রিয়ং বা।৭। গুর্ব্বিণীং রজস্বলাং বা।৮। অত্রিগোত্রাং বা নারীম্।৯। মিত্রং বা।১০। নৃপতিবধে মহাব্রতমেব দ্বিগুণং কুর্য্যাৎ।১১। পাদোনং ক্ষত্রিয়বধে।১২। অর্দ্ধং বৈশ্যবধে।১৩। তদর্দ্ধং শূদ্রবধে।১৪। সর্ব্বেষু শবশিরোধ্বজী স্যাৎ।১৫। সর্ব্বেষু জীবেষু ক্ষমী স্যাৎ। মাসমেকং কৃতবাপনো গবানুগমনং কুর্য্যাৎ।১৬। আসীনাস্বাসীত।১৭। স্থিতাসু স্থিতঃ স্যাৎ।১৮। অবসন্নাঞ্চোদ্ধরেৎ।১৯। ভয়েভ্যশ্চ রক্ষেৎ।২০। তাসাং শীতাদিত্রাণমকৃত্বা নাত্মনঃ কুর্য্যাৎ।২১। গোমূত্রেণ স্নায়াৎ।২২। গোরসৈশ্চ বর্ত্তেত।২৩। এতদ্গোব্রতং গোবধে কুর্য্যাৎ।২৪। গজং হত্বা পঞ্চ নীলান্ বৃষভান্ দদ্যাৎ।২৫। তুরগং বাসঃ।২৬। একহায়নমনড্বাহং খরবধে।২৭। মেষাজবধে চ।২৮। সুবর্ণকৃষ্ণলমুষ্ট্রবধে।২৯। শ্বানং হত্বা ত্রিরাত্রমুপবসেৎ।৩০। হত্বা মূষকমার্জ্জারনকুলমণ্ডূকডুণ্ডুভাজগরাণামন্যতমমুপোষিতঃ কৃসরান্নং ভোজয়িত্বা লোহদণ্ডং দক্ষিণাং দদ্যাৎ।৩১। গোধোলূককাকঝষবধে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ।৩২। হংসবকবলাকমদ্গুবানরশ্যেনভাসচক্রবাকানামন্যত-

মং হত্বা ব্রাহ্মণায় গাং দদ্যাৎ। ৩৩। সর্পং হত্বা-হভ্রীংকার্ষ্ণায়সীম্। ৩৪। ষণ্ঢং হত্বা পলালভারকম্। ৩৫। বরাহং হত্বা ঘৃতকুম্ভম্। ৩৬। তিত্তিরিং তিলদ্রোণম্। ৩৭। শুকং দ্বিহায়নং বৎসম্। ৩৮। ক্রৌঞ্চং ত্রিহায়ণম্। ৩৯। ক্রব্যাদমৃগবধে পয়স্বিনীং গাং দদ্যাৎ। ৪০। অক্রব্যাদমৃগবধে বৎসতরীম্। ৪১। অনুক্তমৃগবধে ত্রিরাত্রং পয়সা বর্ত্তেত। ৪২। পক্ষিবধে নক্তাশী স্যাৎ। ৪৩। রূপ্যমাষকং বা দদ্যাৎ। ৪৪। হত্বা জলচরমুপবসেৎ। ৪৫।

অস্থ্যন্বতাংতু সত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চানস্যনস্থান্তু শূদ্রহত্যাব্রতঞ্চরেৎ॥ ৪৬
কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায় দদ্যাদস্থিমতাং বধে।
অনস্থাং চৈব হিংসায়াং প্রাণায়ামেনশুধ্যতি॥৪৭
ফলদানান্তু বৃক্ষাণাং ছেদনে জপ্যমৃক্শতম্।
গুল্মবল্লীলতানাঞ্চ পুষ্পিতানাঞ্চ বীরুধাম্॥ ৪৮
অন্নাদ্যজানাং সত্বানাং রসজানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
ফলপুষ্পোদ্ভবানাঞ্চ ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্॥ ৪৯
কৃষ্টজানামোষধীনাং জাতানাঞ্চ স্বয়ং বনে।
বৃথালম্ভে তু গচ্ছেদ্গাং দিনমেকং পয়োব্রতঃ॥৫০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥৫০

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সুরাপঃ সর্ব্বকর্ম্মবর্জিতঃ কণান্ বর্ষমশ্নীয়াৎ। ১। মলানাং মদ্যানাং চান্যতমস্য প্রাশনে চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ। ২। লশুনপলাণ্ডুগৃঞ্জনৈতদ্গন্ধিবিড়্বরাহগ্রাম্যকুক্কুটবানরগোমাংসভক্ষণে চ। ৩। সর্ব্বেষ্বেতেষু দ্বিজানাং প্রায়শ্চিত্তান্তে ভূয়ঃ সংস্কারং কুর্য্যাৎ। ৪। বপনমেখলাদণ্ডভৈক্ষ্যচর্য্যাব্রতানি পুনঃসংস্কারকর্ম্মণি বর্জনীয়ানি। ৫। শশকশল্লকগোধাখড়্গকূর্ম্মবর্জং পঞ্চনখমাংসাশনে সপ্তরাত্রমুপবসেৎ। ৬। গণগণিকাস্তেনগায়নান্নানিভুক্ত্বা সপ্তরাত্রং পয়সা বর্ত্তেত। ৭। তক্ষকান্নং চর্ম্মকর্ত্তুশ্চ। ৮। বার্দ্ধুষিককদর্য্যদীক্ষিতবদ্ধনিগড়াভিশস্তষণ্ঢানাঞ্চ। ৯। পুংশ্চলীদাম্ভিকচিকিৎসকলুব্ধকক্রূরোগ্রোচ্ছিষ্টভোজিনাঞ্চ। ১০। অবীরাস্ত্রীস্বর্ণকারসপত্নপতিতানাঞ্চ। ১১। পিশুনানৃতবাদিক্ষতধর্ম্মাম্বরসবিক্রয়িণাঞ্চ। ১২। শৈলূষতন্তুবায়কৃতঘ্নরজকানাঞ্চ। ১৩। কর্ম্মকারনিষাদরঙ্গাবতারিবৈণশস্ত্রবিক্রয়িণাঞ্চ। ১৪। শ্বজীবিশৌণ্ডিকতৈলিকচৈলনির্ণেজকানাঞ্চ। ১৫। রজস্বলাসহোপপতিবেশ্মনাঞ্চ। ১৬। ভ্রূণঘ্নাবেক্ষিতমুদক্যাসংস্পৃষ্টং পতত্রিণাবলীঢ়ং শুনা সংস্পৃষ্টং গবাঘ্রাতঞ্চ। ১৭। কামতঃ পদা স্পৃষ্টমবক্ষুতম্। ১৮। মত্তক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ। ১৯। নার্চ্চিতং বৃথামাংসং চ। ২০। পাঠীনরোহিতরাজীবসিংহতুণ্ডশকুলবর্জং সর্ব্বমৎস্যমাংসাশনে ত্রিরাত্রমুপসেৎ। ২১। সর্ব্বজলজমাংসাশনে চ। ২২। অপঃ সুরাভাণ্ডস্থাঃ পীত্বা সপ্তরাত্রং শঙ্খপুষ্পীশৃতম্পয়ঃ পিবেৎ। ২৩। মদ্যভাণ্ডস্থাশ্চ পঞ্চরাত্রম্। ২৪। সোমপঃ সুরাপস্যাঘ্রায়াস্যগন্ধমুদকমগ্নস্ত্রিরঘমর্ষণং জপ্ত্বা ঘৃতপ্রাশনো ভবেৎ। ২৫। খরোষ্ট্রকাকমাংসাশনে চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ। ২৬। প্রাগুক্তাজ্ঞাতং সূনাস্থং শুষ্কমাংসঞ্চ। ২৭। ক্রব্যাদমৃগপক্ষিমাংসাশনে তপ্তকৃচ্ছ্রম্। ২৮। কলবিঙ্কপ্লবচক্রবাকহংসরজ্জুদালসারসদাত্যূহশুকসারিকাবকবলাকাকোকিলখঞ্জরীটাশনে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ। ২৯। একশফোভয়দন্তাশনে চ। ৩০। তিত্তিরিকপিঞ্জললাবকবর্ত্তিকাময়ূরবর্জ্জং সর্ব্বপক্ষিমাংসাশনে চাহোরাত্রম্। ৩১। কীটাশনে দিনমেকং ব্রহ্মসুবর্চ্চলাং পিবেৎ। ৩২। শুনাং মাংসাশনে চ। ৩৩। ছত্রাককবকাশনে সান্তপনম্। ৩৪। যবগোধূমপয়োবিকারং স্নেহাক্তং শুক্তং খাণ্ডবঞ্চ বর্জ্জয়িত্বা পর্য্যুষিতং তৎপ্রাশ্যোপবসেৎ। ৩৫। বৃশ্চনামেধ্যপ্রভবাঁল্লোহিতাংশ্চ বৃক্ষনির্য্যাসান্। ৩৬। শালূকবৃথাকৃসরসংযাবপায়সাপূপশষ্কুলীদেবান্নানি হবীংষি চ। ৩৭। গোঽজামহিষীবর্জ্জং সর্ব্বপয়াংসি চ। ৩৮। অনির্দ্দশাহানি তান্যপি। ৩৯। স্যন্দিনীসন্ধিনীবিবৎসাক্ষীরঞ্চ। ৪০। অমেধ্যভুজশ্চ। ৪১। দধিবর্জ্জং কেবলানি চ শুক্তানি। ৪২। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী শ্রাদ্ধভোজনে প্রাজাপত্যম্। ৪৩। দিনমেকং চোদকে বসেৎ। ৪৪। মধুমাংসাশনে প্রাজাপত্যম্। ৪৫। বিড়ালকাকনকুলাখূচ্ছিষ্টভক্ষণেব্রহ্মসুবর্চ্চলাং পিবেৎ। ৪৬। শ্বোচ্ছিষ্টাশনে দিনমেকমুপোষিতঃ পঞ্চগব্যং পিবেৎ। ৪৭। পঞ্চনখবিণ্মূত্রাশনে সপ্তরাত্রম্। ৪৮। আম-

শ্রাদ্ধাশনে ত্রিরাত্রং পয়সা বর্ত্তেত।৪৯। ব্রাহ্মণঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টাশনে সপ্তরাত্রম্।৫০। বৈশ্যোচ্ছিষ্টাশনে পঞ্চরাত্রম্।৫১। রাজন্যোচ্ছিষ্টাশনে ত্রিরাত্রম্।৫২। ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টাশনে ত্বেকাহম্।৫৩ রাজন্যঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টাশী পঞ্চরাত্রম্।৫৪। বৈশ্যোচ্ছিষ্টাশী ত্রিরাত্রম্।৫৫। বৈশ্যঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টাশী চ।৫৬। চাণ্ডালান্নং ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রমুপবসেৎ।৫৭। সিদ্ধং ভুক্ত্বা পরাকঃ।৫৮

অসংস্কৃতান্ পশূন্মন্ত্রৈর্নাদ্যাদ্বিপ্রঃ কথঞ্চন।
মন্ত্রৈস্তু সংস্কৃতানদ্যাচ্ছাশ্বতং বিধিমাস্থিতঃ॥ ৫৯
যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎ কৃত্বেহ মারণম্।
বৃথাপশুঘ্নঃপ্রাপ্নোতিপ্রেত্যচেহচনিষ্কৃতিম্॥ ৬০
যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোহি ভূত্যৈসর্ব্বস্তস্মাদ্‌যজ্ঞেবধোঽবধঃ॥ ৬১
ন তাদৃশং ভবত্যেনো মৃগং হত্বধ নাথিনঃ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদতঃ॥৬২
ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্য্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা।
যজ্ঞার্থে নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুখিতীঃ পুনঃ৬৩
মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেতি কথঞ্চন॥৬৪
যজ্ঞার্থেষু পশূন্ হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থবিদ্দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশূংশ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিম্॥ ৬৫
গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ।
নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ॥৬৬
যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেবতাংবিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ৬৭
যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে॥ ৬৮
যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে॥ ৬৯
যদ্ধ্যায়তি যৎকুরুতে রতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোতি যত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন॥৭০
নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাংমাংসমুৎপদ্যতেকচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥৭১
সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥ ৭২
ন ভক্ষয়তি যো মাংসং বিধিং হিত্বা পিশাচবৎ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতিব্যাধিভিশ্চনপীড্যতে৭৩
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥৭৪
স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
অনভ্যর্চ্চ্যপিতৃন্দেবাংস্ততোঽন্যোনাস্ত্যপুণ্যকৃৎ৭৫
বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্‌যস্তস্য পুণ্যফলং সমম্॥৭৬
ফলমূলাশনৈর্দ্দিব্যৈর্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জ্জনাৎ॥ ৭৭
মাং স ভক্ষয়িতাঽমুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ৭৮

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৫১

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সুবর্ণস্তেয়কৃদ্রাজ্ঞে কর্ম্মাচক্ষাণো মুষলমর্পয়েৎ।১। বধাত্ত্যাগাদ্বা প্রয়তো ভবতি।২। মহাব্রতং দ্বাদশাব্দানি বা কুর্য্যাৎ।৩। নিক্ষেপাপহারী চ।৪। ধান্যধনাপহারী চ কৃচ্ছ্রমব্দম্।৫। মনুষ্যস্ত্রীকূপক্ষেত্রবাপীনামপহরণে চান্দ্রায়ণম্।৬। দ্রব্যাণামল্পসারাণাং সান্তপনম্।৭। ভক্ষ্যভোজ্যপানশয্যাসনপুষ্পমূলফলানাং পঞ্চগব্যপানম্।৮। তৃণকাষ্ঠদ্রুমশুষ্কান্নগুড়বস্ত্রচর্ম্মামিষাণাং ত্রিরাত্রমুপসেৎ।৯। মণিমুক্তাপ্রবালতাম্ররজতায়ঃকাংস্যানাং দ্বাদশাহং কণানশ্নীয়াৎ।১০। কার্পাসকীটজোর্ণাদ্যপহরণে ত্রিরাত্রং পয়সা বর্ত্তেত।১১। দ্বিশফৈকশফহরণে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ।১২। পক্ষিগন্ধৌষধিরজ্জুবৈদলানামপহরণে দিনমুপবসেৎ॥ ১৩॥

দত্ত্বৈবাপহৃতং দ্রব্যং ধনিকস্যাপ্যুপায়তঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কুর্য্যাৎ কল্মষস্যাপনুত্তয়ে ১৪॥
যদ্‌যৎপরেভ্য আদদ্যাৎ পুরুষস্তু নিরঙ্কুশঃ।
তেন তেন বিহীনঃ স্যাদ্‌যত্র যত্রাভিজায়তে॥১৫
জীবিতং ধর্ম্মকামৌ চ ধনে যস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতৌ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধনহিংসাং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৬
প্রাণিহিংসাপরো যস্তু ধনহিংসাপরস্তথা।
মহাদুঃখমবাপ্নোতি ধনহিংসাপরস্তয়োঃ॥ ১৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।৫২

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাগম্যাগমনে মহাব্রতবিধানেনাব্দং চীরবাসা বনেপ্রাজাপত্যং কুর্য্যাৎ।১। পর-

দারগমনে চ। ২। গোব্রতং গোগমনে চ। ৩। পুংস্যযোনাবাকাশেঽপ্সু দিবা গোযানে চ সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ। ৪। চাণ্ডালীগমনে তৎসাম্যমবাপ্নুয়াৎ। ৫। অজ্ঞানতশ্চান্দ্রায়ণদ্বয়ং কুর্য্যাৎ। ৬। পশুবেশ্যাগমনে প্রাজাপত্যম্। ৭। সকৃদ্দুষ্টা স্ত্রী যৎ পুরুষস্য পরদারে তদ্ব্রতং কুর্য্যাৎ। ৮।

যৎকরোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনাদ্দ্বিজঃ।
ভৈক্ষ্যভুগ্ জপন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্যপোহতি ॥৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

যঃ পাপাত্মা যেন সহ সংযুজ্যতে স তস্যৈব প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ। ১। মৃতপঞ্চনখাৎ কূপাদত্যন্তোপহতাচ্চোদকং পীত্বা ব্রাহ্মণস্ত্রিরাত্রমুপবসেৎ। ২। দ্ব্যহং রাজন্যঃ। ৩। একাহং বৈশ্যঃ। ৪। শূদ্রো নক্তম্। ৫। সর্ব্বে চান্তে ব্রতস্য পঞ্চগব্যং পিবেয়ুঃ। ৬।

পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পিবেৎ।
উভৌ তৌ নরকং যাতো মহারৌরবসংজ্ঞিতম্॥৭

পর্ব্বানারোগ্যবর্জ্জমৃতাবগচ্ছন্ পত্নীং ত্রিরাত্রমুপবসেৎ। ৮। কূটসাক্ষী ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চরেৎ। ৯। অনুদকমূত্রপুরীষকরণে সচৈলস্নানং মহাব্যাহৃতিহোমশ্চ। ১০। সূর্য্যাভ্যুদিতনির্ম্মুক্তঃ সচৈলস্নাতঃ সাবিত্র্যষ্টশতমাবর্ত্তয়েৎ। ১১। শ্বশৃগালবিড়্বরাহখরবানরবায়সপুংশ্চলীভির্দ্দষ্টঃ স্রবন্তীমাসাদ্য ষোড়শ প্রাণায়ামান্ কুর্য্যাৎ। ১২। বেদাগ্ন্যুৎসাদী ত্রিষবণস্নায্যধঃশায়ী সম্বৎসরং সকৃদ্ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তেত। ১৩। সমুৎকর্ষানৃতে গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধে তদাক্ষেপণে চ মাসং পয়সা বর্ত্তেত। ১৪। নাস্তিকো নাস্তিকবৃত্তিঃ কৃতঘ্নঃ কূটব্যবহারী ব্রাহ্মণবৃত্তিঘ্নশ্চৈতে সম্বৎসরং ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তেরন্। ১৫। পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে দাতা যাজকশ্চ চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ। ১৬। প্রাণিভূপুণ্যসোমবিক্রয়ী তপ্তকৃচ্ছ্রং কুর্য্যাৎ। ১৭। আর্দ্রৌষধিগন্ধপুষ্পফলমূলচর্ম্মবেত্রবৈদলতুষকপালকেশভস্মাস্থিগোরসপিণ্যাকতিলতৈলবিক্রয়ী প্রাজাপত্যম্। ১৮। শ্লেষ্মজতুমধূচ্ছিষ্টশঙ্খত্রপুশুক্তিসীসকৃষ্ণলোহোদুম্বরখড়্গপাত্রবিক্রয়ী চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ। ১৯। রক্তবস্ত্ররঙ্গরত্নগন্ধগুড়মধুরসোর্ণাবিক্রয়ী ত্রিরাত্রমুপবসেৎ। ২০। মাংসলবণলাক্ষাক্ষীরবিক্রয়ী চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ। ২১। তঞ্চ ভূয়শ্চোপনয়েৎ। ২২। উষ্ট্রেণ খরেণ বা গত্বা নগ্নঃ স্নাত্বা সুপ্ত্বা ভুক্ত্বা প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাৎ। ২৩।

জপিত্বা ত্রীণি সাবিত্র্যাঃ সহস্রাণি সমাহিতঃ।
মাসং গোষ্ঠেপয়ঃপী স্যাম্মুচ্যতেঽসৎপ্রতিগ্রহাৎ॥২৪

অযাজ্যযাজনং কৃত্বা পরেষামন্ত্যকর্ম্ম চ।
অভিচারমহীনঞ্চ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্যপোহতি ॥ ২৫

যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ ॥২৬

প্রায়শ্চিত্তং চিকীর্ষন্তি বিকর্ম্মস্থাস্তু যে দ্বিজাঃ।
ব্রাহ্মণ্যাচ্চ পরিত্যক্তাস্তেষামপ্যেতদাদিশেৎ ॥২৭

যদ্গর্হিতেনার্জ্জয়ন্তি কর্ম্মণা ব্রাহ্মণা ধনম্।
তস্যোৎসর্গেণ শুদ্ধ্যন্তি জপ্যেন তপসা তথা ॥২৮

বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে।
স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্ ॥ ২৯

অবগূর্য্য চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং কুর্ব্বীত বিপ্রস্যোৎপাদ্য শোণিতম্॥৩০

এনস্বিভিরনির্ণিক্তৈর্নার্থং কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ।
কৃতনির্ণেজনাংশ্চৈতান্ন জুগুপ্সেত ধর্ম্মবিৎ ॥৩১

বালঘ্নাংশ্চ কৃতঘ্নাংশ্চ বিশুদ্ধানপি ধর্ম্মতঃ।
শরণাগতহন্তৄংশ্চ স্ত্রীহন্তৄংশ্চ ন সংবসেৎ ॥ ৩২

অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালো বাপ্যূনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগিণ এব চ ॥ ৩৩

অনুক্তনিষ্কৃতীনাঞ্চ পাপানামপনুত্তয়ে।
শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য পাপঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্পয়েৎ ॥৩৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ রহস্যপ্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি। ১। স্রবন্তীমাসাদ্য স্নাতঃ প্রত্যহং ষোড়শ প্রাণায়ামান্ কৃত্বৈককালং হবিষ্যাশী মাসেন ব্রহ্মহা পূতো ভবতি। ২। কর্ম্মণোঽন্তে পয়স্বিনীং গাং দদ্যাৎ। ৩। এতেনাঘমর্ষণেন চ সুরাপঃ পূতো ভবতি। ৪। গায়ত্রীদশসাহস্রজপেন সুবর্ণ-

স্তেয়কৃৎ। ৫। ত্রিরাত্রোপোষিতঃ পুরুষসূক্ত-জপহোমাভ্যাং গুরুতল্পগঃ॥ ৬॥
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥ ৭
প্রাণায়মং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
দহ্যন্তে সর্ব্বপাপানি প্রাণায়ামৈর্দ্বিজস্য তু॥ ৮
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ সউচ্যতে॥ ৯
অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃস্বরিতীতি চ॥ ১০
ত্রিভ্যএব চ বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যৃচোঽস্যাঃসাবিত্র্যাঃপরমেষ্ঠীপ্রজাপতিঃ॥১১
এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥ ১২
সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥ ১৩
এতত্রয়বিসংযুক্তা কালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া।
বিপ্রক্ষত্রিয়বিড়্জাতির্গর্হণাং যাতি সাধুষু॥ ১৪
ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখম্॥ ১৫
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্॥ ১৬
একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরন্তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তুপরংনাস্তিমৌনাৎসত্যংবিশিষ্যতে ১৭
ক্ষরন্তি সর্ব্ববৈদিক্যো জুহোতিযজতিক্রিয়াঃ।
অক্ষরং ত্বক্ষরং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ॥১৮
বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশু স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥১৯
যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥২০
জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণউচ্যতে॥ ২১
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্ব্ববেদপবিত্রাণি ভবন্তি। ১। যেষাং জপৈশ্চ হোমৈশ্চ দ্বিজাতয়ঃ পাপেভ্যঃ পূয়ন্তে। ২। অঘমর্ষণম্।৩। দেবকৃতম্।৪। শুদ্ধবত্যঃ। ৫। তরৎসমন্দীয়ং। ৬। কুষ্মাণ্ড্যঃ। ৭। পাবমান্যঃ। ৮। দুর্গাসাবিত্রী। ৯। অতীষঙ্গাঃ। ১০। পদস্তোভাঃ। ১১। সামানি ব্যাহৃতয়ঃ। ১২। ভারুণ্ডানি। ১৩। চন্দ্রসাম। ১৪। পুরুষব্রতে সামনী। ১৫। অব্লিঙ্গম্। ১৬। বার্হস্পত্যম্। ১৭। গোসূক্তম্। ১৮। আশ্বসূক্তম্। ১৯। সামনী চন্দ্রসূক্তে চ। ২০। শতরুদ্রিয়ম্। ২১। অথর্ব্বশিরঃ। ২২। ত্রিসুপর্ণম্। ২৩। মহাব্রতম্। ২৪। নারায়ণীয়ম্। ২৫। পুরুষসূক্তঞ্চ। ২৬।

ত্রীণ্যাজ্যদোহানি রথন্তরঞ্চ
অগ্নিব্রতং বামদেব্যং বৃহচ্চ।
এতানি গীতানি পুনন্তি জন্তূন্
জাতিস্মরত্বং লভতে য ইচ্ছেৎ॥ ২৭
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ত্যাজ্যাঃ।১। ব্রাত্যাঃ। ২। পতিতাঃ। ৩। ত্রিপুরুষং মাতৃতঃ পিতৃতশ্চাশুদ্ধাঃ। ৪। সর্ব্ব এবাভোজ্যাশ্চাপ্রতিগ্রাহ্যাঃ। ৫। অপ্রতিগ্রাহ্যেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহপ্রসঙ্গং বর্জ্জয়েৎ। ৬। প্রতিগ্রহেণ ব্রাহ্মণানাং ব্রাহ্ম্যং তেজঃ প্রণশ্যতি। ৭। দ্রব্যাণাং বাঽবিজ্ঞায় প্রতিগ্রহবিধিং যঃ প্রতিগ্রহংকুর্য্যাৎ স দাত্রা সহ নিমজ্জতি। ৮। প্রতিগ্রহসমর্থশ্চ যঃ প্রতিগ্রহং বর্জ্জয়েৎ স দাতৃলোকমাপ্নোতি। ৯। এধোদকমূলফলাভয়ামিষমধুশয্যাসনগৃহপুষ্পদধিশাকাংশ্চাভ্যুদ্যতান্ন নির্ণুদেৎ। ১০।

আহৃয়াভ্যুদ্যতাং ভিক্ষাং পুরস্তাদনুচোদিতাম্।
গ্রাহ্যাং প্রজাপতির্ম্মেনে অপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ॥১১
নাশ্নন্তি পিতরস্তস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
নচ হব্যং বহত্যগ্নির্যস্তামভ্যবমন্যতে॥ ১২
গুরূন্ ভৃত্যানুজ্জিহীর্ষুরর্চ্চিষ্যন্ পিতৃদেবতাঃ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্লীয়ান্নতু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ॥ ১৩
এতেষপি চ কার্য্যেষু সমর্থস্তৎপ্রতিগ্রহে।
নাদদ্যাৎ কুলটাষণ্ডপতিতেভ্যস্তথা দ্বিষঃ॥ ১৪
গুরুষু ত্বভ্যতীতেষু বিনা বা তৈর্গৃহে বসন্।
আত্মনোবৃত্তিমন্বিচ্ছন্ গৃহ্লীয়াৎ সাধুতঃ সদা॥ ১৫
অর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ দাসগোপালনাপিতাঃ।
এতেশূদ্রেষুভোজ্যান্নাযশ্চাত্মানংনিবেদয়েৎ॥১৬
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ গৃহাশ্রমিণস্ত্রিবিধোঽর্থো ভবতি। ১। শুক্লঃ শবলোঽসিতশ্চ। ২। শুক্লেনার্থেন যদৌর্দ্ধদেহিকং করোতি তদ্দেবত্বমাসাদয়তি। ৩। যচ্ছবলেন তন্মানুষ্যম্। ৪। যৎকৃষ্ণেন তত্তির্য্যক্ত্বম্। ৫। স্ববৃত্ত্যুপার্জ্জিতং সর্ব্বং সর্ব্বেষাং শুক্লম্। ৬। অনন্তরবৃত্ত্যুপাত্তং শবলম্। ৭। অন্তরিতবৃত্ত্যুপাত্তঞ্চ কৃষ্ণম্॥ ৮

ক্রমাগতং প্রীতিদায়ঃ প্রাপ্তঞ্চ সহ ভার্য্যয়া।
অবিশেষেণ সর্ব্বেষাং ধনং শুক্লং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৯
উৎকোচশুল্কসংপ্রাপ্তমবিক্রেয়স্য বিক্রয়ৈঃ।
কৃতোপকারাদাপ্তঞ্চ শবলং সমুদাহৃতম্॥ ১০
পার্শ্বিকদ্যূতচৌর্য্যাপ্তপ্রতিরূপকসাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যচ্চ তৎকৃষ্ণং সমুদাহৃতম্॥১১
যথাবিধেন দ্রব্যেণ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
তথাবিধমবাপ্নোতি স ফলং প্রেত্য চেহ চ॥১২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥৫৮

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥

গৃহাশ্রমী বৈবাহিকাগ্নৌ পাকযজ্ঞান্ কুর্য্যাৎ। ১। সায়ং প্রাতশ্চাগ্নিহোত্রম্। ২। দেবতাভ্যো জুহুয়াৎ। ৩। চন্দ্রার্কসন্নিকর্ষবিপ্রকর্ষয়োর্দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত। ৪। প্রত্যয়নং পশুনা। ৫। শরদ্‌গ্রীষ্ময়োশ্চাগ্রয়ণেন। ৬। ব্রীহিযবয়োর্ব্বা পাকে। ৭। ত্রৈবার্ষিকাভ্যধিকান্নঃ।৮। প্রত্যব্দং সোমেন।৯। বিত্তাভাবে ইষ্ট্যা বৈশ্বানর্য্যা। ১০। শূদ্রান্নং যাগে পরিহরেৎ। ১১। যজ্ঞার্থং ভিক্ষিতমবাপ্যমর্থং সকলমেব বিতরেৎ। ১২। সায়ং প্রাতর্বৈশ্বদেবং জুহুয়াৎ। ১৩। ভিক্ষাং চ ভিক্ষবে দদ্যাৎ। ১৪। অর্চ্চিতভিক্ষাদানেন গোদানফলমবাপ্নোতি। ১৫। ভিক্ষ্বভাবে তন্মাত্রং গবাং দদ্যাৎ। ১৬। বহ্নৌ বা প্রক্ষিপেৎ। ১৭। ভুক্তেঽপ্যন্নে বিদ্যমানে ন ভিক্ষুকং প্রত্যাচক্ষীত। ১৮। কণ্ডনী পেষণী চুল্লী কুম্ভউপস্করইতি পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য। ১৯। তন্নিষ্কৃত্যর্থঞ্চ ব্রহ্মদেবভূতপিতৃনরযজ্ঞান্ কুর্য্যাৎ।২০। স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞঃ। ২১। হোমো দৈবঃ। ২২। বলির্ভৌতঃ। ২৪। পিতৃতর্পণং পিত্র্যঃ। ২৩। নৃযজ্ঞশ্চাতিথিপূজনম্। ২৫।

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৄণামাত্মনস্তথা।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি॥ ২৬
ব্রহ্মচারী যতিভিক্ষুর্জীবন্ত্যেতে গৃহাশ্রমাৎ।
তস্মাদভ্যাগতানেতান্ গৃহস্থো নাবমানয়েৎ॥২৭
গৃহস্থএব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
দদাতি চ গৃহস্থস্ত তস্মাজ্জ্যেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥ ২৮
ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্য স্তস্মাজ্জ্যেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥ ২৯
ত্রিবর্গসেবাং সততান্নদানং
সুরার্চ্চনং ব্রাহ্মণপূজনঞ্চ।
স্বাধ্যায়সেবাং পিতৃতর্পণঞ্চ
কৃত্বা গৃহী শক্রপদং প্রয়াতি॥ ৩০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় মূত্রপুরীষোৎসর্গং কুর্য্যাৎ। ১। দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ দিবা চোদঙ্মুখঃ সন্ধ্যয়োশ্চ। ২। নাপ্রচ্ছাদিতায়াং ভূমৌ। ৩। ন ফালকৃষ্টায়াম্। ৪। ন চ্ছায়ায়াম্। ৫। নচোষরে। ৬। ন শাদ্বলে। ৭। ন সসত্ত্বে। ৮। ন গর্ত্তে। ৯। ন বল্মীকে। ১০। ন পথি। ১১। ন রথ্যায়াম্। ১২। ন পরাশুচৌ। ১৩। নোদ্যানে। ১৪। নোদ্যানোদকসমীপয়োঃ।১৫। নাঙ্গারে। ১৬। ন ভস্মনি।১৭ ন গোময়ে।১৮। ন গোব্রজে।১৯। নাকাশে।২০। নোদকে। ২১। ন প্রত্যনিলানলেন্দ্বর্কস্ত্রীগুরুব্রাহ্মণানাঞ্চ। ২২। নৈবাবগুণ্ঠিতশিরাঃ। ২৩। লোষ্ট্রেষ্টকাভিঃ পরিমৃজ্য গুদং গৃহীতশিশ্নশ্চোত্থায়াদ্ভির্মৃদ্ভিশ্চোদ্ধৃতাভির্গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্য্যাৎ। ২৪।

একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথৈকত্র করে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদস্তিস্রস্ত পাদয়োঃ॥ ২৫
এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্।
ত্রিগুণঞ্চ বনস্থানাং যতীনাঞ্চ চতুর্গুণম্॥ ২৬

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পালাশং দন্তধাবনং নাদ্যাৎ। ১। নৈব শ্লেষ্মাতককারিষ্টবিভীতকধবধন্বনজম্। ২।

নচ বন্ধূকনিগুণ্ডীশিগ্রুতিল্বতিন্দুকজম্ ।৩। নচ কোবিদারশমীপীলুপিপ্পলেঙ্গুদগুগ্গুলুজম্। ৪। ন পারিভদ্রকাম্লিকামোচকশাল্মলীশণজম্ ।৫। ন মধুরম্।৬। নাম্লম্।৭। নোর্দ্ধ্বশুষ্কম্।৮। ন সুষিরম্।৯। ন পূতিগন্ধি। ১০। ন পিচ্ছিলম্। ১১। ন দক্ষিণাপরাভিমুখঃ।১২। অদ্যাচ্ছোদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখোবা।১৩ বটাসনার্কখদিরকরঞ্জবদরসর্জ্জনিম্বারিমেদাপামার্গমালতীককুভবিল্বানামন্যতমম্।১৪। কষায়ং তিক্তং কটুকঞ্চ।১৫।

কনীন্যগ্রসমস্থৌল্যং সকূর্চ্চং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
প্রাতর্ভুক্ত্বা চ যতবাগ্ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্॥ ১৬
প্রক্ষাল্য ভুক্ত্বা তজ্জহ্যাচ্ছুচৌ দেশে প্রযত্নতঃ।
অমাবাস্যাং নচাগ্নীয়াদ্দন্তকাষ্ঠং কদাচন ॥ ১৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬১

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ দ্বিজাতীনাং কনীনিকামূলে প্রাজাপত্যং নাম তীর্থম্।১। অঙ্গুষ্ঠমূলে ব্রাহ্মম্।২। অঙ্গুল্যগ্রে দৈবম্।৩।তর্জ্জনীমূলে পিত্র্যম্।৪। অনগ্ন্যুষ্ণাভিরফেনিলাভির্নশূদ্রৈককরাবর্জ্জিতাভিরক্ষারাভিরদ্ভিঃ শুচৌ দেশে স্বাসীনোঽন্তর্জ্জানুঃ প্রাঙ্মুখশ্চোদঙ্মুখোবা তন্মনাঃ সুমনাশ্চাচামেৎ।৫। ব্রাহ্মেণ তীর্থেন ত্রিরাচামেৎ।৬ দ্বিঃপ্রমৃজ্যাৎ।৭। খান্যদ্ভির্মূর্দ্ধানং হৃদয়ং স্পৃশেৎ।৮।

হৃৎকণ্ঠতালুগাভিস্তু যথাসঙ্খ্যং দ্বিজাতয়ঃ।
শুধ্যেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎস্পৃষ্টাভিরন্ততঃ ॥ ৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬২

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ যোগক্ষেমার্থমীশ্বরমুপগচ্ছেৎ।১। নৈকোঽধ্বানং প্রপদ্যেত।২। নাধার্ম্মিকৈঃ সার্দ্ধম্।৩। ন বৃষলৈঃ।৪। ন দ্বিষদ্ভিঃ।৫। নাতিপ্রত্যূষসি।৬। নাতিসায়ম্।৭। ন সন্ধ্যয়োঃ।৮। ন মধ্যাহ্নে।৯। ন সন্নিহিতপানীয়ম্।১০। নাতিতূর্ণম্।১১। ন রাত্রৌ।১২। ন সন্ততং ব্যালব্যাধিতার্ত্তৈর্ব্বাহনৈঃ।১৩। ন হীনাঙ্গৈঃ।১৪। ন দীনৈঃ।১৫। ন গোভিঃ।১৬। নাদান্তৈঃ।১৭। যবসোদকেবাহনানামদত্বাত্মনঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাপনোদনে ন কুর্য্যাৎ।১৮। ন চতুষ্পথমধিতিষ্ঠেৎ।১৯। ন রাত্রৌ বৃক্ষমূলম্।২০। ন শূন্যালয়ম্।২১। ন তৃণম্।২২। ন পশূনাংবন্ধনাগারম্।২৩। ন কেশতুষকপালাস্থিভস্মাঙ্গারান্।২৪। ন কার্পাসাস্থি।২৫। চতুষ্পথং প্রদক্ষিণীকুর্য্যাৎ।২৬। দেবতার্চ্চাঞ্চ।২৭। প্রজ্ঞাতাংশ্চ বনস্পতীন্।২৮। অগ্নিব্রাহ্মণগণিকাপূর্ণকুম্ভাদর্শচ্ছত্রধ্বজপতাকাশ্রীবৃক্ষবর্দ্ধমাননন্দ্যাবর্ত্তাংশ্চ।২৯ তালবৃন্তচামরাশ্বগজাজগোদধিক্ষীরমধুসিদ্ধার্থকাংশ্চ।৩০। বীণাচন্দনায়ুধার্দ্রগোময়পুষ্পশাকগোরোচনাদূর্ব্বাপ্ররোহাংশ্চ।৩১। উষ্ণীষালঙ্কারমণিকনকরজতবস্ত্রাসনযানামিষাংশ্চ। ৩২। ভৃঙ্গারোদ্ধৃতোর্ব্বরারজ্জুবদ্ধৈকপশুকুমারীমীনাংশ্চ দৃষ্ট্বা প্রযায়াদিতি।৩৩। অথ মত্তোন্মত্তব্যঙ্গান্ দৃষ্ট্বা নিবর্ত্তেত।৩৪। বান্তবিরিক্তমুণ্ডিতমলিনবসনজটিলবামনাংশ্চ।৩৫। কাষায়িপ্রব্রজিতমলিনাংশ্চ।৩৬। তৈলগুড়শুষ্কগোময়েন্ধনতৃণপলাশভস্মাঙ্গারাংশ্চ।৩৭। লবণক্লীবাসবনপুংসককার্পাসরজ্জুনিগড়মুক্তকেশাংশ্চ।৩৮। বীণাচন্দনার্দ্রশাকোষ্ণীষালঙ্করণকুমারীঃ প্রস্থানকালেঽভিনন্দয়েদিতি।৩৯। দেবব্রাহ্মণগুরুবভ্রুদীক্ষিতানাং চ্ছায়াং নাক্রামেৎ।৪০। নিষ্ঠীবনবান্তরুধিরবিণ্মূত্রস্নানোদকানি চ।৪১। ন বৎসতন্ত্রীং লঙ্ঘয়েৎ।৪২। প্রবর্ষতি ন ধাবেৎ।৪৩।ন বৃথা নদীং তরেৎ।৪৪। ন দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চোদকমপ্রদায়।৪৫। ন বাহুভ্যাম্।৪৬। ন ভিন্নয়া নাবা।৪৭। ন কচ্ছ (কূল) মধিতিষ্ঠেৎ।৪৮।ন কূপমবলোকয়েৎ।৪৯। ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ৫০ ॥

বৃদ্ধভারিনৃপস্নাতস্ত্রীরোগিবরচক্রিণাম্।
পন্থা দেয়ো নৃপস্ত্বেষাং মাণ্যঃস্নাতশ্চ ভূপতেঃ ॥৫১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৩

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পরনিপানেষু ন স্নানমাচরেৎ।১। আচরেৎ পঞ্চপিণ্ডানুদ্ধৃত্যাপস্তথাপদি।২। নাজীর্ণে।৩। নচাতুরঃ।৪। ন নগ্নঃ।৫। ন রাত্রৌ।৬। রাহুদর্শনবর্জ্জম্।৭। ন সন্ধ্যয়োঃ।৮। প্রাতঃ-

স্নায়্যরুণকিরণগ্রস্তাং প্রাচীমবলোক্য স্নায়াৎ। ৯। স্নাতঃ শিরো নাবধুনেৎ। ১০। নাঙ্গেভ্যস্তোয়মুদ্ধরেৎ। ১১। ন তৈলবৎসংস্পৃশেৎ। ১২। নাপ্রক্ষালিতং পূর্ব্বধৃতং বসনং বিভৃয়াৎ। ১৩। স্নাতঃ সোষ্ণীষো ধৌতবাসসী বিভ্রয়াৎ। ১৪। নম্লেচ্ছান্ত্যজপতিতৈঃ সহ সম্ভাষণং কুর্য্যাৎ। ১৫ স্নায়াৎ প্রস্রবণদেবখাতসরোবরেষু। ১৬। উদ্ধৃতাদ্ভূমিষ্ঠমুদকং পুণ্যং স্থাবরাৎ প্রস্রবত্তস্মান্নাদেয়ং তস্মাদপি সাধুপরিগৃহীতং সর্ব্বতএব গাঙ্গম্। ১৭ মৃত্তোয়ৈঃ কৃতমলাপকর্ষোঽপ্সু নিমজ্যাপোহি ষ্ঠেতি তিসৃভির্হিরণ্যবর্ণাইতিচতসৃভিরিদমাপঃ প্রবহতইতি চ তীর্থমভিমন্ত্রয়েৎ। ১৮। ততোঽপ্সু নিমগ্নস্ত্রিরঘমর্ষণং জপেৎ। ১৯। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি বা। ২০। দ্রুপদাং সাবিত্রীং বা। ২১। যুঞ্জতে মনইত্যনুবাকং বা। ২২। পুরুষসূক্তং বা। ২৩। স্নাতশ্চার্দ্রবাসা দেবপিতৃতর্পণমম্ভঃস্থ এব কুর্য্যাৎ। ২৪। পরিবর্ত্তিতবাসাশ্চেত্তীর্থমুত্তীর্য্য। ২৫। অকৃত্বা দেবপিতৃতর্পণং স্নানশাটীং ন পীড়য়েৎ। ২৬। স্নাত্বাচম্য বিধিবদুপস্পৃশেৎ। ২৭। পুরুষসূক্তেন প্রত্যৃচং পুরুষায় পুষ্পাণি দদ্যাৎ। ২৮। উদকাঞ্জলিং পশ্চাৎ। ২৯। আদাবেব দিব্যেন তীর্থেন দেবতানাং কুর্য্যাৎ। ৩০। তদনন্তরং পিত্র্যেণ পিতৄণাম্। ৩১। তত্রাদৌ স্ববংশ্যানাং তর্পণং কুর্য্যাৎ। ৩২। ততঃ সম্বন্ধিবান্ধবানাম্। ৩৩। ততঃ সুহৃদাম্। ৩৪। এবং নিত্যস্নায়ী স্যাৎ। ৩৫। স্নাতঃ চ পবিত্রাণি যথাশক্তি জপেৎ। ৩৬। বিশেষতঃ সাবিত্রীং স্ববশ্যং জপেৎ। ৩৭। পুরুষসূক্তঞ্চ। ৩৮। নৈতাভ্যামধিকমস্তি ॥ ৩৯

স্নাতোঽধিকারী ভবতি দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি।
পবিত্রাণাং তথা জপ্যে দানে চ বিধিনোদিতে ॥৪০
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নং দুর্বিচিন্তিতম্।
অম্মাত্রেণাভিষিক্তস্য নশ্যন্ত ইতিধারণা ॥ ৪১ ॥
যাম্যং হি যাতনাদুঃখং নিত্যস্নায়ী ন পশ্যতি।
নিত্যস্নানেন পূয়ন্তেযেঽপিপাপকৃতো নরাঃ ॥৪২
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৪

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সুস্নাতঃ সুপ্রক্ষালিতপাণিপাদঃ স্বাচান্তো দেবতার্চ্চায়াং স্থলে বা ভগবন্তমনাদিনিধনং বাসুদেবমভ্যর্চ্চয়েৎ। ১। অশ্বিনোঃ প্রাণস্তৌতইতি জীবাদানং দত্বা যুঞ্জতে মনইত্যনুবাকেনাবাহনং কৃত্বা জানুভ্যাং পাণিভ্যাং শিরসা চ নমস্কারং কুর্য্যাৎ। ২।
আপো হি ষ্ঠেতি তিসৃভিরর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ। ৩। হিরণ্যবর্ণাইতি চতসৃভিঃ পাদ্যম্। ৪। শন্ন আপো ধন্বন্যা ইত্যাচমনীয়ম্। ৫। ইদমাপঃ প্রবহত ইতি স্নানীয়ম্। ৬। রথেষুক্ষেষু বৃষভরাজা ইত্যনুলেপনালঙ্কারৌ। ৭। যুবা সুবাসা ইতিবাসঃ। ৮। পুষ্পাবতীরিতিপুষ্পম্। ৯। ধূরসি ধূপমিতিধূপম্। ১০। তেজোঽসি শুক্রমিতিদীপম্। ১১। দধিক্রাব্ণ ইতিমধুপর্কঃ। ১২। হিরণ্যগর্ভ ইত্যষ্টাভির্নৈবেদ্যম্। ১৩।

চামরং ব্যজনং মাত্রাং ছত্রং পানাসনে তথা।
সাবিত্রেণেবৈ তৎ সর্ব্বং দেবায় বিনিবেদয়েৎ ॥১৪
এবমভ্যর্চ্চ্য চ জপেৎ সূক্তং বৈ পৌরুষং ততঃ।
তেনৈব জুহুয়াদাজ্যং য ইচ্ছেৎশাশ্বতং পদম্ ॥১৫
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ন নক্তং গৃহীতেনোদকেন দেবপিতৃক কুর্য্যাৎ। ১। চন্দনমৃগমদাগুরুদারুকর্পূরকুঙ্কুমজাতীফলবর্জমনুলেপনং ন দদ্যাৎ। ২। ন বাসো নীলীরক্তম্। ৩। ন মণিসুবর্ণয়োঃ প্রতিরূপমলঙ্করণম্। ৪। নোগ্রগন্ধি। ৫। নাগন্ধি। ৬। ন কণ্টকিজম্। ৭। কণ্টকিজমপি শুক্লং সুগন্ধিকং দদ্যাৎ। ৮। রক্তমপি কুঙ্কুমং জলজঞ্চ দদ্যাৎ। ৯ ন ধূপার্থে জীবজাতম্। ১০। ন ঘৃততৈলং বিনা কিঞ্চন দীপার্থে। ১১। নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে। ১২ ন ভক্ষ্যে অপ্যজামহিষীক্ষীরে। ১৩। পঞ্চনখমৎস্যবরাহমাংসানি চ। ১৪।

প্রয়তশ্চ শুচির্ভূত্বা সর্ব্বমেব নিবেদয়েৎ।
তন্মনাঃ সুমনা ভূত্বা ত্বরাক্রোধবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৫
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাগ্নিং পরিসমূহ্য পর্য্যুক্ষ্য পরিস্তীর্য্য পরিষিচ্য সর্বতঃ পাকাদগ্রমুদ্ধৃত্য জুহুয়াৎ। ১। বাসুদেবায় সঙ্কর্ষণায় প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায়

ষায় সত্যায়াচ্যুতায় বাসুদেবায়। ২। অথাগ্নয়ে সোমায় মিত্রায় বরুণায় ইন্দ্রায়েন্দ্রাগ্নিভ্যাং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ প্রজাপতয়ে অনুমত্যৈ ধন্বন্তরয়ে বাস্তোষ্পতয়ে অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতেচ। ৩। ততোঽন্নশেষেণ বলিমুপহরেৎ। ৪। ভক্ষ্যোপভক্ষ্যাভ্যাম্। ৫। অভিতঃ পূর্ব্বেণাগ্নেঃ। ৬। অম্বানামাসীতি দুলানামাসীতি নিতত্নীনামাসীতি চুপুণীকানামাসীতি সর্ব্বাসাম্। ৭। নন্দিনি সুভগে সুমঙ্গলি ভদ্রকালীতিস্বস্তিস্বভিপ্রদক্ষিণম্। ৮। স্থূণায়াং ধ্রুবায়াং শ্রিয়ৈ। হিরণ্যকেশ্যৈ বনস্পতিভ্যশ্চ। ৯। ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্দ্বারে মৃত্যবে চ। ১০। উদধানে বরুণায়। ১১। বিষ্ণব ইত্যুলূখলে। ১২। মরুদ্ভ্যইতি দৃষদি। ১৩। উপরিশরণে বৈশ্রবণায় রাজ্ঞে ভূতেভ্যশ্চ। ১৪। ইন্দ্রায়েন্দ্রপুরুষেভ্য ইতিপূর্ব্বার্দ্ধে। ১৫। যমায় যমপুরুষেভ্য ইতিদক্ষিণার্দ্ধে। ১৬। বরুণায় বরুণপুরুষেভ্য ইতিপশ্চার্দ্ধে। ১৭। সোমায় সোমপুরুষেভ্য ইত্যুত্তরার্দ্ধে। ১৮। ব্রহ্মণে ব্রহ্মপুরুষেভ্য ইতিমধ্যে। ১৯। ঊর্দ্ধমাকাশায়। ২০। দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্য ইতিস্থণ্ডিলে। ২১। নক্তঞ্চরেভ্য ইতি নক্তম্। ২২। ততো দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু পিত্রে পিতামহায় প্রপিতামহায় মাত্রে পিতামহ্যৈ প্রপিতামহ্যৈ স্বনামগোত্রাভ্যাঞ্চ পিণ্ডনির্ব্বপণং কুর্য্যাৎ। ২৩। পিণ্ডানাঞ্চানুলেপনপুষ্পধূপনৈবেদ্যাদি দদ্যাৎ। ২৪। উদককলশমুপনিধায় স্বস্ত্যয়নং বাচয়েৎ। ২৫। শ্বকাকশ্বপচানাং ভুবি নির্ব্বপেৎ। ২৬। ভিক্ষাঞ্চ দদ্যাৎ। ২৭। অতিথিপূজনে চ পরং ফলমধিতিষ্ঠেৎ। ২৮। সায়মতিথিং প্রাপ্তং প্রযত্নে নার্চ্চয়েৎ। ২৯। অনাশিতমতিথিং গৃহে ন বাসয়েৎ। ৩০। যথা বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুর্যথা স্ত্রীণাং ভর্ত্তা তথা গৃহস্থস্যাতিথিঃ। ৩১। তৎপূজায়াং স্বর্গমাপ্নোতি। ৩২।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
তস্মাৎ সুকৃতমাদায় দুষ্কৃতন্তু প্রযচ্ছতি॥ ৩৩

একরাত্রং হি নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
অনিত্যা হি স্থিতির্যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে॥ ৩৪

নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।
উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাদ্ভার্য্যা যত্রাগ্নয়োঽপিবা॥৩৫

যদি ত্বতিথিধর্ম্মেণ ক্ষত্রিয়ো গৃহমাগতঃ।
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু কামং তমপিভোজয়েৎ॥

বৈশ্যশূদ্রাবপি প্রাপ্তৌ কুটুম্বেঽতিথিধর্ম্মিণৌ
ভোজয়েৎ সহভৃত্যৈস্তাবানৃশংস্যংপ্রযোজয়ন্।

ইতরান্যপি সখ্যাদীন্ সংপ্রীত্যা গৃহমাগতান্
প্রকৃত্যান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎ সহ ভার্য্যয়া॥

সুবাসিনীং কুমারীঞ্চ রোগিণীং গুর্ব্বিণীং তথা
অতিথিভ্যোঽগ্রএবৈতান্ভোজয়েদবিচারয়ন্।

অদত্ত্বা যস্তু এতেভ্যঃ পূর্ব্বং ভুঙ্ক্তেঽবিচক্ষণ
স ভুঞ্জানো ন জানাতিশ্বগৃধ্রৈর্জগ্ধিমাত্মনঃ॥৪

ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু ভৃত্যেষু স্বেষু চৈব হি।
ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতী॥ ৪১

দেবান্ পিতৄন্ মনুষ্যাংশ্চ ভৃত্যান্ গৃহ্যাশ্চ দেবত
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্গৃহস্থঃ শেষভুগ্ভবেৎ॥৪

অঘং স কেবলং ভুঙ্ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ
যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে॥ ৪৩

স্বাধ্যায়েনাগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞেন তপসা তথা।
নচাপ্নোতি গৃহী লোকান্ যথা ত্বতিথিপূজনাৎ

সায়ংপ্রাতস্ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নঞ্চৈব যথাশক্ত্যা সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্॥৪৫

প্রতিশ্রয়ং তথা শয্যাং পাদাভ্যঙ্গং সদীপকম্।
প্রত্যেকদানেনাপ্নোতি গোপ্রদানসমং ফলম্॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

চন্দ্রার্কোপরাগে নাশ্নীয়াৎ। ১। স্নাত্বা মুক্তয়োরশ্নীয়াৎ। ২। অমুক্তয়োরস্তংগতয়োর্দৃষ্ট্বা স্নাত্বা চাপরেঽহ্নি। ৩। ন গোব্রাহ্মণোপরাগেঽশ্নীয়াৎ। ৪। ন রাজব্যসনে। ৫। প্রবসিতাগ্নিহোত্রী যদাগ্নিহোত্রং কৃতং মন্যেত তদাশ্নীয়াৎ। ৬। যদা কৃতং মন্যেত বৈশ্বদেবমপি। ৭। পর্ব্বণি চ যদা কৃতং মন্যেত পর্ব্ব। ৮। নাশ্নীয়াচ্চাজীর্ণে। ৯। নার্দ্ধরাত্রে। ১০। ন মধ্যাহ্নে। ১১। ন সন্ধ্যয়োঃ। ১২ নার্দ্রবাসাঃ। ১৩। নৈকবাসাঃ। ১৪। ন নগ্নঃ। ১৫। ন জলস্থঃ। ১৬। নোৎকুটকঃ। ১৭। ন ভিন্নাসনগতঃ। ১৮। নচ শয়নগতঃ। ১৯। ন ভিন্নভাজনে। ২০। নোৎসঙ্গে। ২১। ন ভুবি। ২২। ন পাণৌ। ২৩। লবণঞ্চ যত্র দদ্যাৎ তন্নাশ্নীয়াৎ। ২৪।

ন বালকান্নির্ভৎ´সয়েৎ। ২৫। নৈকো মিষ্টম্।২৬ নোদ্ধৃতস্নেহম্। ২৭। ন দিবা ধানাঃ। ২৮। ন রাত্রৌ তিলসংযুক্তম্। ২৯। ন দধি সক্তুন্। ৩০। ন কোবিদারবটপিপ্পলশাণশাকম্। ৩১। নাদত্ত্বা। ৩২। নাহুত্বা। ৩৩। নানার্দ্র´পাদঃ। ৩৪। নানার্দ্র´করমুখশ্চ। ৩৫। নোচ্ছিষ্টশ্চ ঘৃতমাদদ্যাৎ।৩৬। ন চন্দ্রার্কতারকা নিরীক্ষেত।৩৭। ন মূর্দ্ধানং স্পৃশেৎ। ৩৮ ন ব্রহ্ম কীর্ত্তয়েৎ। ৩৯। প্রাঙ্মুখোঽশ্নীয়াৎ।৪০ দক্ষিণামুখো বা। ৪১। অভিপূজ্যান্নম্। ৪২। সুমনাঃ স্রগ্বন্নুলিপ্তঃ।৪৩। ন নিঃশেষকৃৎ স্যাৎ। ৪৪। অন্যত্রদধিমধুসর্পিঃপয়ঃসক্তুপলমোদকেভ্যঃ। ৪৫।

নাশ্নীয়াদ্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নাকাশে ন তথোত্থিতঃ।
বহূনাং প্রেক্ষমাণানাং নৈকস্মিন্ বহবস্তথা॥ ৪৬
শূন্যাগারে বহ্নিগৃহে দেবাগারে কথঞ্চন।
পিবেন্নাঞ্জলিনা তোয়ং নাতিসৌহিত্যমাচরেৎ॥৪৭
ন তৃতীয়মথাশ্নীয়ান্নচাপথ্যং কথঞ্চন।
নাতিপ্রগে নাতিসায়ং ন সায়ং প্রাতরাশিতঃ॥৪৮
ন ভাবদুষ্টমশ্নীয়ান্ন ভাণ্ডে ভাবদূষিতে।
শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা চৈবাবসক্থিকাম্॥৪৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৮॥

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নাষ্টমীচতুর্দ্দশীপঞ্চদশীষু স্ত্রিয়মুপেয়াৎ। ১। ন শ্রাদ্ধংভুক্ত্বা। ২। ন শ্রাদ্ধং দত্ত্বা। ৩। নোপনিমন্ত্রিতঃ শ্রাদ্ধে। ৪। (ন স্নাত্বা ন হুত্বা।) ন ব্রতী। ৫। (নোপোষ্য ভুক্ত্বা বা।) ন দীক্ষিতঃ। ৬। ন দেবায়তনশ্মশানশূন্যালয়েষু। ৭। ন বৃক্ষমূলেষু। ৮। ন দিবা। ৯। ন সন্ধ্যয়োঃ। ১০। ন মলিনাম্। ১১। ন মলিনঃ ১২। নাভ্যক্তাম্। ১৩। নাভ্যক্তঃ। ১৪। ন রোগার্ত্তাম্। ১৫। ন রোগার্ত্তঃ। ১৬।

ন হীনাঙ্গীং নাধিকাঙ্গীং তথৈব চ বয়োঽধিকাম্।
নোপেয়াদ্গুর্ব্বিণীং নারীং দীর্ঘমায়ুর্জ্জিজীবিষুঃ॥১৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৯॥

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নার্দ্রপাদঃ স্বপ্যাৎ। ১। নোত্তরাপরাবাক্শিরাঃ। ২। ন নগ্নঃ। ৩। নার্দ্রবংশে। ৪। নাকাশে। ৫। ন পলাশশয়নে। ৬। ন পঞ্চদারুকৃতে। ৭। ন গজভগ্নকৃতে। ৮। ন বিদ্যুদ্দগ্ধকৃতে। ৯। ন ভিন্নে। ১০। নাগ্নিপ্লুষ্টে। ১১। ন ঘটাসিক্তদ্রুমজে। ১২। ন শ্মশানশূন্যালয়দেবতায়তনেষু। ১৩। ন চপলমধ্যে। ১৪। ন নারীমধ্যে। ১৫। ন ধান্যগোগুরুহুতাশনসুরাণামুপরি। ১৬।

নোচ্ছিষ্টো ন দিবা স্বপ্যাৎ সন্ধ্যযোর্ন ন ভস্মনি
দেশে নচাশুচৌ নার্দ্রে ন চ পর্ব্বতমস্তকে॥ ১৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭০

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ন কঞ্চনাবমন্যেত। ১। ন চ হীনাঙ্গাধিকাঙ্গান্মূর্খান্ ধনহীনানবহসেৎ। ২। ন হীনান্ সেবেত। ৩। স্বাধ্যায়বিরোধি কর্ম্ম নাচরেৎ। ৪। বয়োঽনুরূপং বেষং কুর্য্যাৎ।৫। শ্রুতস্যাভিজনস্য ধনস্য দেশস্য চ। ৬। নোদ্ধতঃ। ৭। নিত্যং শাস্ত্রাদ্যবেক্ষী স্যাৎ। ৮। সতি বিভবে ন জীর্ণমলবদ্বাসাঃ স্যাৎ। ৯। ন নাস্তীত্যভিভাষেত। ১০। ন নির্গন্ধোগ্রগন্ধি রক্তঞ্চমাল্যং বিভৃয়াৎ। ১১। বিভৃয়াজ্জলজং রক্তমপি। ১২। যষ্টিঞ্চ বৈণবীম্।১৩। কমণ্ডলুঞ্চ সোদকম্। ১৪। কার্পাসমুপবীতম্। ১৫। রৌক্মে চ কুণ্ডলে। ১৬। নাদিত্যমুদ্যস্তমীক্ষেত। ১৭। নাস্তং যান্তম্। ১৮। ন বাসসা তিরোহিতম্। ১৯। নচাদর্শজলমধ্যগতম্।২০। ন মধ্যাহ্নে। ২১। ন ক্রুদ্ধস্য গুরোর্মুখম্। ২২। ন তৈলোদকয়োঃ স্বচ্ছায়াম্। ২৩। ন মলবত্যাদর্শে। ২৪। নপত্নীং ভোজনসময়ে। ২৫। নস্ত্রিয়ং নগ্নাম্। ২৬। ন কঞ্চন মেহমানম্। ২৭। ন চালানভ্রষ্টকুঞ্জরম্। ২৭ নচ বিষমস্থোবৃষাদিযুদ্ধম্। ২৯। নোন্মত্তম্। ৩০। ন মত্তম্। ৩১। নামেধ্যমগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ। ৩২। নাসৃক্। ৩৩। ন বিষম্। ৩৪। নাপস্বপি। ৩৫। নাগ্নিং লঙ্ঘয়েৎ। ৩৬। ন পাদৌ

প্রতাপয়েৎ।৩৭। কুশৈস্তেষু বা পরিমৃজ্যাৎ।৩৮। ন কাংস্যভাজনে চার্পয়েৎ। ৩৯। ন পাদং পাদেন।৪০। ন ভুবমালিখেৎ।৪১। ন লোষ্ট্রমর্দ্দী স্যাৎ।৪২। ন তৃণচ্ছেদী স্যাৎ।৪৩। ন দন্তৈর্নখলোমানি ছিন্দ্যাৎ।৪৪। দ্যূতং বর্জয়েৎ।৪৫। বালাতপসেবাঞ্চ।৪৬। বস্ত্রোপানহমাল্যোপবীতান্যন্যধৃতানি ন ধারয়েৎ।৪৭। ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ।৪৮। নোচ্ছিষ্টংহবিষী।৪৯। ন তিলান্।৫০। ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মম্।৫১। ন ব্রতম্।৫২। ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং শিরউদরঞ্চ কণ্ডূয়েৎ।৫৩। ন দধিসুমনসী প্রত্যাচক্ষীত।৫৪। নাত্মনঃ স্রজমপকর্ষয়েৎ। ৫৫। সুপ্তং ন প্রবোধয়েৎ।৫৬। নোদক্যামভিভাষেত।৫৮। ন ম্লেচ্ছান্ত্যজান্।৫৯। অগ্নিদেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ দক্ষিণম্ পাণিমুদ্ধরেৎ।৬০। ন পরক্ষেত্রে চরন্তীং গামাচক্ষীত।৬১। ন পিবন্তং বৎসকম্।৬২। নোদ্ধতান্ প্রহর্ষয়েৎ।৬৩। ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেৎ।৬৪। নাধার্ম্মিকজনাকীর্ণে।৬৫। ন সংবসেদ্বৈদ্যহীনে।৬৬। নোপসৃষ্টে।৬৭। ন চিরং পর্ব্বতে।৬৮। ন বৃথাচেষ্টাং কুর্য্যাৎ। ৬৯। ন নৃত্যগীতে।৭০। নাস্ফোটনকার্য্যম্।৭১। নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েৎ।৭২। নানৃতম্। ৭৩। নাপ্রিয়ম্।৭৪। ন কঞ্চিন্মর্ম্মণি স্পৃশেৎ।৭৫। নাত্মানমবজানীয়াদ্দীর্ঘমায়ুর্জ্জিজীবিষুঃ।৭৬। চিরং সন্ধ্যোপাসনং কুর্য্যাৎ।৭৭। ন সর্পশস্ত্রৈঃ ক্রীড়েৎ।৭৮। অনিমিত্ততঃ খানি ন স্পৃশেৎ।৭৯। পরস্য দণ্ডং নোদ্যচ্ছেৎ।৮০। শাস্যং শাসনার্থং তাড়য়েৎ।৮১। তঞ্চ বেণুদলেন রজ্জ্বা বা পৃষ্ঠে।৮২। দেবব্রাহ্মণশাস্ত্রমহাত্মনাং পরীবাদং পরিহরেৎ।৮৩। ধর্ম্মবিরুদ্ধৌ চার্থকামৌ।৮৪। লোকবিদ্বিষ্টঞ্চ ধর্ম্মমপি।৮৫। পর্ব্বসু শান্তিহোমং কুর্য্যাৎ।৮৬। ন তৃণমপি ছিন্দ্যাৎ।৮৭। অলঙ্কৃতশ্চ তিষ্ঠেৎ।৮৮। এবমাচারসেবী স্যাৎ।৮৯।

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক্সাধুভিশ্চ নিষেবিতম্।
তমাচারং নিষেবেত ধর্ম্মকামো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥৯০
আচারাল্লভতে চায়ুরাচারাদীপ্সিতাং গতিম্।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারাদ্ধন্ত্যলক্ষণম্॥৯১
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥৯২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭১॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

দমযমেন তিষ্ঠেৎ।১। দমশ্চেন্দ্রিয়াণাং প্রকীর্ত্তিতঃ।২। দান্তস্যায়ং লোকঃ পরশ্চ।৩ নাদান্তস্য ক্রিয়া কাচিৎ সমৃধ্যতি।৪।
দমঃ পবিত্রং পরমং মঙ্গল্যং পরমং দমঃ।
দমেন সর্ব্বমাপ্নোতি যৎকিঞ্চিন্মনসেচ্ছতি॥৫

দশার্দ্ধযুক্তেন রথেন যাতি
মনোবশেনার্য্যপথানুবর্ত্তিনা।
তঞ্চেদ্রথং নাপহরন্তি বাজিন
স্তথাগতং নাবজয়ন্তি শত্রবঃ॥৬
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭২॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ শ্রাদ্ধেপ্সুঃ পূর্ব্বেদ্যুর্ব্রাহ্মণানামন্ত্রয়েৎ।১। দ্বিতীয়েঽহ্নি শুক্লপক্ষস্য পূর্ব্বাহ্নে কৃষ্ণপক্ষস্যাপরাহ্নে বিপ্রান্ সুস্নাতান্ স্বাচান্তান্ যথাভূয়ো বিদ্যাক্রমেণ কুশোত্তরেষ্বাসনেষূপবেশয়েৎ।২। দ্বৌ দৈবে প্রাঙ্মুখৌ ত্রীংশ্চ পিত্র্যে উদঙ্মুখান্।৩। একৈকমুভয়ত্র বেতি।৪। আমশ্রাদ্ধেষু কাম্যেষু চ প্রথমপঞ্চকেনাগ্নিং হুত্বা।৫। পশুশ্রাদ্ধেষু মধ্যমপঞ্চকেন।৬। অমাবাস্যাস্থুত্তমপঞ্চকেন।৭। আগ্রহায়ণ্যা ঊর্দ্ধং কৃষ্ণাষ্টকাসু চ ক্রমেণৈব প্রথমমধ্যমোত্তমপঞ্চকৈঃ।৮। অন্বষ্টকাসু চ।৯। ততো ব্রাহ্মণানুজ্ঞাতঃ পিতৃনাবাহয়েৎ।১০। অপযান্তসুরা ইতি দ্বাভ্যাং তিলৈর্যাতুধানানাং

বিসর্জনং কৃত্বা এত পিতরঃ সর্ব্বাং-স্তানগ্ন আ মে যন্ত্বেতদ্বঃ পিতরইত্যাবাহনং কৃত্বা কুশতিলমিশ্রেণ গন্ধোদকেন যাস্তিষ্ঠন্ত্যমৃতা বা-গিতি যন্মেমাতেতি চ পাদ্যং নির্ব্বর্ত্য নিবে-দ্যার্ঘাং কৃত্বা নিবেদ্য চানুলেপনং কৃত্বা কুশ-তিলবস্ত্রপুষ্পালঙ্কারধূপদীপৈর্যথাশক্ত্যা বিপ্রান্ সমভ্যর্চ্চ্য ঘৃতপ্লুতমন্নমাদায়াদিত্যারুদ্রাবসবইতি ীক্ষ্যাগ্নৌ করবাণীত্যুক্ত্বা তত্র বিপ্রৈঃ কুর্ব্বি-ত্যুক্তে আহুতিত্রয়ং দদ্যাৎ। ১১। যে মামকাঃ পিতর এতদ্বঃ পিতরোঽয়ং যজ্ঞে ইতি চ হবি-রনুমন্ত্রণং কৃত্বা যথোপপন্নেষু পাত্রেষু বিশেষাদ্র-জতময়েষন্নং নমো বিশ্বেভ্যেইত্যন্নমাদৌ প্রাঙ্‌মুখয়োর্ন্নিবেদয়েৎ। ১২। পিত্রে পিতা-মহায় প্রপিতামহায় চ নামগোত্রাভ্যামুদঙ্-মুখেষু। ১৩। তদশৎসু ব্রাহ্মণেষু যন্মে প্রকামা মহোরাত্রৈর্যদ্বঃ ক্রব্যাদিতি জপেৎ। ১৪। ইতিহাসপুরাণধর্ম্মশাস্ত্রাণি চেতি। ১৫। উচ্ছিষ্ট-সন্নিধৌ দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু পৃথিবী দর্ব্বি রক্ষতেত্যেকং পিণ্ডং পিত্রে নিদধ্যাৎ। ১৬। অন্তরীক্ষঃ দর্ব্বি রক্ষতেতি দ্বিতীয়ং পিতা-মহায়। ১৭। দ্যৌর্দর্ব্বি রক্ষতেতি তৃতীয়ং প্রপিতামহায়। ১৮। যেঽত্র পিতরঃ প্রেতা ইতি বাসোদেয়ম্। ১৯। বীরান্নঃ পিতরো ধত্ত ইত্যন্নম্। ২০। অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথা-ভাগমাবৃষায়ধ্বমিতি দর্ভমূলে করঘর্ষণম্। ২১। ঊর্জং বহন্তীরিত্যনেন সোদকেন প্রদক্ষিণং পিণ্ডানাং বিকরণং সেচনং কৃত্বা অর্ঘ্যপুষ্পধূপা-লেপনান্নাদিভক্ষ্যভোজ্যানি চ নিবেদয়েৎ। ২২ উদকপাত্রং মধুঘৃততিলৈঃ সংযুক্তঞ্চ। ২৩। ভুক্তবৎসু ব্রাহ্মণেষু তৃপ্তিমাগতেষু মা মেক্ষেষ্ঠে-ন্নিং সতৃণমভ্যুক্ষ্যান্নবিকিরমুচ্ছিষ্টাগ্রতঃ কৃত্বা স্বাভবন্তঃ সংপন্নমিতি পৃষ্ট্বোদঙ্মুখেষ্বাচ-মনমাদৌ দত্ত্বা ততঃ প্রাঙ্মুখেষু দত্ত্বা ততশ্চ সুপ্রোক্ষিতমিতি শ্রাদ্ধদেশং সংপ্রোক্ষ্য র্ভপাণিঃ সর্ব্বং কুর্য্যাৎ। ২৪। ততঃ প্রাঙ্মুখা-তোয়ন্মে রাম ইতি প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রত্যেত্য যথাশক্তি দক্ষিণাভিঃ সমভ্যর্চ্চ্যাভিরমন্ত ভবন্ত ইত্যুক্ত্বা তৈরুক্তোঽভিরতাঃ স্মইতি দেবাশ্চ তরশ্চেত্যভিজপেৎ। ২৫। অক্ষয্যোদকঞ্চ নামগোত্রাভ্যাং দত্ত্বা বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তামিতি প্রাঙ্মুখেভ্যস্ততঃ প্রাঞ্জলিরিদং তন্মনাঃ সুমনা যাচেত। ২৬। দাতারো নো ঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি।২৭। তথাস্ত্বিতি ব্রূয়ুঃ। ২৮। অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচি-তারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন। ২৯। ইত্যেতাভ্যামাশিষঃ প্রতিগৃহ্য। ৩০। বাজেবাজে ইতি ততোব্রাহ্মণাংশ্চ বিসর্জয়েৎ। পূজয়িত্বা যথান্যায়মনুব্রজ্যাভিবাদ্য চ॥ ৩১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টকাসু দৈবপূর্ব্বংশাকমাংসাপূপৈঃ শ্রাদ্ধং কৃত্বা ত্বন্বষ্টকাস্বষ্টকাবদ্বহ্নৌ দৈবপূর্ব্বমেব হুত্বা মাত্রে পিতামহ্যৈ প্রপিতামহ্যৈ চ পূর্ব্ববদ্-ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দক্ষিণাভিশ্চাভ্যর্চ্চ্যানু-ব্রজ্য বিসর্জয়েৎ। ১। ততঃ কর্ষূঃ কুর্য্যাৎ। ২। তন্মূলে প্রাগুদগগ্ন্যুপসমাধানং কৃত্বা পিণ্ডনির্ব্বপণম্। ৩। কর্ষূত্রয়মূলে পুরুষাণাং কর্ষূত্রয়মূলে স্ত্রীণাম্। ৪। পুরুষকর্ষূত্রয়ং সান্নেনোদকেন পূরয়েৎ। ৫। স্ত্রীকর্ষূত্রয়ং সান্নেন পয়সা। ৬। দধ্না মাংসেন পয়সা চ প্রত্যেকং কর্ষূত্রয়ম্। ৭। পূরয়িত্বা জপেদেতত্তবস্তোভবতীভ্যোঽস্তু চাক্ষয়ম্॥ ৮॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পিতরি জীবতি যঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ স যেষাং পিতা কুর্য্যাত্তেষাং কুর্য্যাৎ। ১। পিতরি পিতামহে চ জীবতি যেষাং পিতামহঃ। ২। পিতরি পিতামহে প্রপিতামহেচ জীবতি নৈব কুর্য্যাৎ। ৩। যস্য পিতা প্রেতঃ স্যাৎ স পিত্রে পিণ্ডং নিধায় প্রপিতামহাৎ পরং দ্বাভ্যাং দদ্যাৎ। ৪। যস্য পিতা পিতামহশ্চ প্রেতৌ স্যাতাং স তাভ্যাং পিণ্ডৌ দত্ত্বা পিতামহপিতা-মহায় দদ্যাৎ। ৫। যস্য পিতামহঃ প্রেতঃ স্যাৎ স তস্মৈ পিণ্ডং নিধায় প্রপিতামহাৎপরং দ্বাভ্যাং দদ্যাৎ। ৬। যস্য পিতা প্রপিতামহশ্চ

প্রেতৌ স্যাতাং স পিত্রে পিণ্ডং নিধায় পিতামহাৎ পরং দ্বাভ্যাং দদ্যাৎ। ৭।
মাতামহানামপ্যেবং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
মন্ত্রোহেণ যথান্যায়ং শেষাণাং মন্ত্রবর্জ্জিতম্॥ ৮

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অমাবাস্যাস্তিস্রোঽষ্টকাস্তিস্রোঽন্বষ্টকা মাঘী প্রৌষ্ঠপদ্যূর্দ্ধং কৃষ্ণাত্রয়োদশী ব্রীহিযবপাকৌ চেতি। ১।
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈনিত্যানাহপ্রজাপতিঃ।
শ্রাদ্ধমেতেষ্বকুর্ব্বাণোনরকং প্রতিপদ্যতে॥ ২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

আদিত্যসংক্রমণম্। ১। বিষুবদ্বয়ম্। ২। বিশেষেণায়নদ্বয়ম্। ৩। ব্যতীপাতঃ। ৪। জন্মর্ক্ষম্। ৫। অভ্যুদয়শ্চ। ৬।
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ কাম্যানাহ প্রজাপতিঃ।
শ্রাদ্ধমেতেষু যদ্দত্তং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৭
সন্ধ্যারাত্র্যোর্ন কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং খলু বিচক্ষণৈঃ।
তয়োরপি চ কর্ত্তব্যং যদি স্যাদ্রাহুদর্শনম্॥ ৮
রাহুদর্শনদত্তং হি শ্রাদ্ধমাচন্দ্রতারকম্।
গুণবৎ সর্ব্বকামীয়ং পিতৃণামুপতিষ্ঠতে॥ ৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সততমাদিত্যেঽহ্নি শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্নারোগ্যমাপ্নোতি। ১। সৌভাগ্যং চান্দ্রে। ২। সমরবিজয়ং কৌজে। ৩। সর্ব্বান্ কামান্ বৌধে। ৪। বিদ্যামভীষ্টাং জৈবে। ৫। ধনং শৌক্রে। ৬। জীবিতং শনৈশ্চরে। ৭। স্বর্গং কৃত্তিকাসু। ৮। অপত্যং রোহিণীষু। ৯। ব্রহ্মবর্চ্চস্যং সৌম্যে ১০ কর্ম্মসিদ্ধিং রৌদ্রে। ১১। ভুবং পুনর্ব্বসৌ। ১২। পুষ্টিং পুষ্যে। ১৩। শ্রিয়ং সর্পে। ১৪। সর্ব্বান্ কামান্ পৈত্র্যে। ১৫। সৌভাগ্যং ভাগ্যে। ১৬। ধনমার্য্যমণে। ১৭। জ্ঞাতিশ্রৈষ্ঠ্যং হস্তে। ১৮। রূপবতঃ সুতাংস্ত্বাষ্ট্রে। ১৯। বাণিজ্যসিদ্ধিং স্বাতৌ। ২০। কনকং বিশাখাসু। ২১। মিত্রাণি মৈত্রে। ২২। রাজ্যং শাক্রে। ২৩। কৃষিং মূলে। ২৪। সমুদ্রযানসিদ্ধিমাপ্যে। ২৫। সর্ব্বান্ কামান্ বৈশ্বদেবে। ২৬। শ্রৈষ্ঠ্যমভিজিতি। ২৭। সর্ব্বান্ কামান্ শ্রবণে। ২৮। লবণং বাসবে। ২৯ আরোগ্যং বারুণে। ৩০। কুপ্যদ্রব্যমাজে। ৩১ গৃহমাহির্ব্রধ্নে। ৩২। গাঃ পৌষ্ণে। ৩৩। তুরঙ্গমাশ্বিনে। ৩৪। জীবিতং যাম্যে। ৩৫। গৃহং সুরূপাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রতিপদি। ৩৬। কন্যাং বরদাং দ্বিতীয়ায়াম্। ৩৭। সর্ব্বান্ কামাংস্তৃতীয়ায়াম্। ৩৮। পশূংশ্চতুর্থ্যাম্। ৩৯। শ্রিয়ং (সুরূপান্ সুতান্) পঞ্চম্যাম্। ৪০। দ্যূতবিষয়ং ষষ্ঠ্যাম্। ৪১। কৃষিং সপ্তম্যাম্। ৪২। বাণিজ্যমষ্টম্যাম্। ৪৩। পশূন্নবম্যাম্। ৪৪। বাজিনো দশম্যাম্। ৪৫। ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রানেকাদশ্যাম্। ৪৬। আয়ুর্ব্বিসুরাজ্যজয়ান্ (কনক রজতং) দ্বাদশ্যাম্। ৪৭ সৌভাগ্যং ত্রয়োদশ্যাম্। ৪৮। সর্ব্বকামা[illegible] পঞ্চদশ্যাম্। ৪৯। শস্ত্রহতানাম্ শ্রাদ্ধকর্ম্ম[illegible] চতুর্দ্দশী শস্তা। ৫০। অপি পিতৃগীতে গা[illegible] ভবতঃ। ৫১।
অপি জায়েত সোঽস্মাকং কুলে কশ্চিন্নরোত্তমঃ
প্রাবৃট্‌কালেঽসিতেপক্ষেত্রয়োদশ্যাংসমাহিতঃ[illegible]
মধূৎকটেন যঃ শ্রাদ্ধং পায়সেন সমাচরেৎ।
কার্ত্তিকং সকলং মাসং প্রাক্‌চ্ছায়ে কুঞ্জরস্য চ[illegible]

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ন নক্তং গৃহীতেনোদকেন শ্রাদ্ধ[illegible] কুর্য্যাৎ। ১। কুশাভাবে কুশস্থানে কাশা[illegible] দূর্ব্বাং বা দদ্যাৎ। ২। বাসসোঽর্থেকার্পাসোথ[illegible] সূত্রম্। ৩। দশাং বিবর্জয়েদ্ যদ্যপ্যাহতবস্ত্রজ[illegible] স্যাৎ। ৪। উগ্রগন্ধীন্যগন্ধীনি কণ্টকিজাতা[illegible] রক্তানি চ পুষ্পাণি। ৫। শুক্লানি সুগন্ধী[illegible] কণ্টকিজাতান্যপি জলজানি রক্তান্য[illegible] দদ্যাৎ। ৬। বসাং মেদঞ্চ দীপার্থে ন দদ্যাৎ। ঘৃতং তৈলং বা দদ্যাৎ। ৮। জীবজং সর্ব্ব[illegible] পার্থে ন দদ্যাৎ। ৯। মধুঘৃতসংযুক্তং গুগ্‌গুলু দদ্যাৎ। ১০। চন্দনকুঙ্কুমকর্পূরাগুরুপদ্মক ন্যনুলেপনার্থে। ১১। ন প্রত্যক্ষলবণং দদ্যাৎ। [illegible]

হস্তেন চ ঘৃতব্যঞ্জনাদি। ১৩। তৈজসানি পাত্রাণি দদ্যাৎ। ১৪। বিশেষতো রাজতানি ১৫ খড়্গাকৃতপকৃষ্ণাজিনতিলসিদ্ধার্থকাক্ষতানি চ পবিত্রাণি রক্ষোঘ্নানি চ নিদধ্যাৎ। ১৬। খিপ্পলী-মুকুন্দকভূস্তৃণশিগ্রুসর্ষপস্থুরসাসর্জকস্থবর্চ্চলকুষ্মাণ্ডালাবুবার্ত্তাকুপালক্যোপোদকীতণ্ডুলীয়ককুস্থুম্ভপিণ্ডালুকমহিষীক্ষীরাণি বর্জ্জয়েৎ। ১৭। রাজমাষমসূরপর্য্যুষিতকৃতলবণানি চ। ১৮। কোপং পরিহরেৎ। ১৯। নাশ্রুপাতয়েৎ। ২০। ন ত্বরাং কুর্য্যাৎ। ২১। ঘৃতাদিদানে তৈজসানি পাত্রাণি খড়্গপাত্রাণি ফল্গুপাত্রাণি চ প্রশস্তানি। ২২। অত্র চ শ্লোকো ভবতি॥ ২৩॥

সৌবর্ণরাজতাভ্যাঞ্চ খড়্গেনৌড়ুম্বরেণ চ।
দত্তমক্ষয্যতাং যাতি ফল্গুপাত্রেণ চাপ্যথ॥ ২৪॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৯॥

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

তিলৈর্ব্রীহিযবৈর্ম্মাসৈরদ্ভির্মূলফলৈঃ শাকৈঃ শ্যামাকৈঃ প্রিয়ঙ্গুভির্নীবারৈর্মুদ্গৈর্গোধূমৈশ্চ মাসং প্রীয়ন্তে। ১। দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ১২। ত্রীন্ হারিণেন। ৩। চতুরশ্চৌরভ্রেণ। ৪। পঞ্চ শাকুনেন। ৫। ষট্ ছাগেন। ৬। সপ্ত বৌরবেণ। ৭। অষ্টৌ পার্ষতেন। ৮। নব গবয়েন। ৯। দশ মাহিষেণ। ১০। একাদশ কৌর্ম্মেণ। ১১। সম্বৎসরং গব্যেন পয়সা তদ্বিকারৈর্ব্বা। ১২। অত্র পিতৃগীতা গাথা ভবতি॥ ১৩॥

কালশাকং মহাশল্কং মাংসং বার্ধ্রীণসস্য চ।
বিষাণবর্জ্যা যেখড়্গাস্তাংস্তু ভক্ষামহে সদা॥ ১৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৮০

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নান্নমাসনমারোপয়েৎ। ১। ন পদা স্পৃশেৎ। ২। নাবক্ষুতং কুর্য্যাৎ। ৩। তিলৈঃ সর্ষপৈর্ব্বা যাতুধানান্ বিসর্জ্জয়েৎ। ৪। সংবৃতে ন শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ। ৫। ন রজস্বলাং পশ্যেৎ। ৬। ন শ্বানম্। ৭। ন বিড়্বরাহম্। ৮। ন গ্রাম্য কুক্কুটম্। ৯। প্রযত্নাচ্ছ্রাদ্ধ মজস্য দর্শয়েৎ। ১০ অশ্নীয়ু র্ব্রাহ্মণাশ্চ বাগ্যতাঃ। ১১। ন বেষ্টিত শিরসঃ। ১২। ন সোপানৎকাঃ। ১৩। ন পীঠোপহিতপাদাঃ। ১৪। ন হীনাঙ্গাধিকাঙ্গাঃ শ্রাদ্ধং পশ্যেয়ুঃ। ১৫। ন শূদ্রাঃ। ১৬। ন পতিতাঃ। ১৭। তৎকালং ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণানুমতেন বা ভিক্ষুকং ভোজয়েৎ। ১৮। হবিগুর্ণান্নত্রয়ুর্দাত্রা পৃষ্টাঃ। ১৯।

যাবদুষ্ণং ভবত্যন্নং যাবদ্ভুঞ্জন্তিবাগ্যতাঃ।
তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তাহবির্গুণাঃ॥ ২০
সার্ব্ববর্ণিকমন্নাদ্যং সংনীয়াপ্লাব্যবারিণা।
সমুৎসৃজেদ্ভুক্তবতামগ্রতো বিকিরন্ ভুবি॥ ২১
অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোষিতাম্।
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাদ্দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ॥২২
উচ্ছেষণং ভূমিগতমজিহ্মস্যাশঠস্য বা।
দাসবর্গস্য তৎপিত্রে ভাগধেয়ং প্রচক্ষতে॥ ২৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮১॥

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

দৈবে কর্ম্মণি ব্রাহ্মণং ন পরীক্ষেত। ১। প্রযত্নাৎ পিত্র্যে পরীক্ষেত। ২। হীনাধিকাঙ্গান্ বিবর্জ্জয়েৎ। ৩। বিকর্ম্মস্থাংশ্চ। ৪। বৈড়াল ব্রতিকান্। ৫। বৃথালিঙ্গিনঃ। ৬। নক্ষত্রজীবিনঃ। ৭। দেবলকাংশ্চ। ৮। চিকিৎসকান্। ৯। অনূঢ়াপুত্রান্। ১০। তৎপুত্রান্। ১১। বহুযাজিনঃ। ১২। গ্রামযাজিনঃ। ১৩। শূদ্রযাজিনঃ। ১৪। অযাজ্যযাজিনঃ। ১৫। ব্রাত্যান্। ১৬। তদ্যাজিনঃ। ১৭। পর্ব্বকারান্। ১৮। সূচকান্। ১৯। ভৃতকাধ্যাপকান্। ২০। ভৃতকাধ্যাপিতান্। ২১। শূদ্রান্নপুষ্টান্। ২২। পতিতসংসর্গান্। ২৩। অনধীয়ানান্। ২৪। সন্ধ্যোপাসনভ্রষ্টান্। ২৫। রাজসেবকান্। ২৬। নগ্নান্। ২৭। পিত্রা বিবদমানান্। ২৮। পিতৃমাতৃগুর্ব্বগ্নিস্বাধ্যায়ত্যাগিনশ্চেতি। ২৯।

ব্রাহ্মণাপসদা হ্যেতে কথিতাঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ।
এতান্ বিবর্জ্জয়েদ্যত্নাচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণি পণ্ডিতঃ॥ ৩০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮২॥

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ। ১। ত্রিণাচিকেতঃ। ২। পঞ্চাগ্নিঃ। ৩। জ্যেষ্ঠসামগঃ। ৪। বেদপারগঃ। ৫। বেদাঙ্গস্যাপ্যেকস্য পারগঃ। ৬। পুরাণেতিহাসব্যাকরণপারগঃ। ৭। ধর্ম্মশাস্ত্রস্যাপ্যেকস্য পারগঃ। ৮। তীর্থপূতঃ। ৯। যজ্ঞপূতঃ। ১০ তপঃ-পূতঃ। ১১। সত্যপূতঃ। ১২। মন্ত্রপূতঃ। ১৩। গায়ত্রীজপনিরতঃ। ১৪। ব্রহ্মদেয়ানুসন্তানঃ। ১৫। ত্রিসুপর্ণঃ। ১৬। জামাতা। ১৭। দৌহিত্রশ্চেতি পাত্রম্। ১৮। বিশেষেণ চ যোগিনঃ। ১৯। অত্র পিতৃগীতা গাথা ভবতি। ২০।

অপি সস্যাৎ কুলেঽস্মাকং ভোজয়েদ্যস্তুযোগিনম্।
বিপ্রং শ্রাদ্ধে প্রযত্নেন যেন তৃপ্যামহে বয়ম্॥ ২১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্র্যশীতিতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৩॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ন ম্লেচ্ছবিষয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ। ১। ন গচ্ছেন্ম্লেচ্ছবিষয়ম্। ২।

পরনিপানেষ্বপঃপীত্বা তৎসাম্যমুপগচ্ছতীতি॥ ৩

চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ॥ ৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৪॥

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পুষ্করেষ্বক্ষয্যং শ্রাদ্ধম্। ১। জপ্যহোমতপাংসি চ। ২। পুষ্করে স্নানমাত্রতঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি। ৩। এবমেব গয়াশীর্ষে। ৪। অক্ষয়বটে। ৫। অমরকণ্টক পর্ব্বতে। ৬। বরাহপর্ব্বতে। ৭। যত্র কচন নর্ম্মদাতীরে। ৮। যমুনাতীরে। ৯। গঙ্গায়াং বিশেষতঃ। ১০। কুশাবর্ত্তে। ১১। বিন্দুকে। ১২। নীলপর্ব্বতে। ১৩। কনখলে। ১৪। কুব্জাম্রে। ১৫। ভৃগুতুঙ্গে। ১৬। কেদারে। ১৭। মহালয়ে। ১৮। নড়ন্তিকায়াম্। ১৯। সুগন্ধায়াম্। ২০। শাকম্ভর্য্যাম্। ২১। ফল্গুতীর্থে। ২২। মহাগঙ্গায়াম্। ২৩। ত্রিহলিকাগ্রামে। ২৪। কুমারধারায়াং। ২৫। প্রভাসে। ২৬। যত্র কচন সরস্বত্যাং বিশেষতঃ। ২৭।

গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
সততং নৈমিষারণ্যে বারাণস্যাং বিশেষতঃ॥ ২৮

অগস্ত্যাশ্রমে। ২৯। কণ্বাশ্রমে। ৩০। কৌশিক্যাং। ৩১। সরযূতীরে। ৩২। শোণস্য জ্যোতিষায়াশ্চ সঙ্গমে। ৩৩। শ্রীপর্ব্বতে। ৩৪। কালোদকে। ৩৫। উত্তরমানসে। ৩৬। বড়বায়াম্। ৩৭। মতঙ্গবাপ্যাম্। ৩৮। সপ্তার্ষে। ৩৯। বিষ্ণুপদে। ৪০। স্বর্গমার্গপদে। ৪১। গোদাবর্য্যাম্। ৪২। গোমত্যাম্। ৪৩। বেত্রবত্যাম্। ৪৪। বিপাশায়াম্। ৪৫। বিতস্তায়াম্। ৪৬। শতদ্রুতীরে। ৪৭। চন্দ্রভাগায়াম্। ৪৮। ঐরাবত্যাম্। ৪৯। সিন্ধোস্তীরে। ৫০। দক্ষিণে পঞ্চনদে। ৫১। ঔসজে। ৫২। এবমাদিষ্বথান্যেষু তীর্থেষু। ৫৩। সরিদ্বরাসু। ৫৪। সর্ব্বেষ্বপি স্বভাবেষু। ৫৫। পুলিনেষু। ৫৬। প্রস্রবণেষু। ৫৭। পর্ব্বতে। ৫৮। নিকুঞ্জেষু। ৫৯। বনেষু। ৬০। উপবনেষু। ৬১। গোময়োপলিপ্তেষু। ৬২। মনোজ্ঞেষু। ৬৩। অত্র চ পিতৃগীতা গাথা ভবন্তি॥ ৬৪

কুলেঽস্মাকংসজন্তুঃস্যাদ্‌যোনোদদ্যাজ্জলাঞ্জলীন্।
নদীষু বহুতোয়াসু শীতলাসু বিশেষতঃ॥ ৬৫

অপি জায়েত সোঽস্মাকং কুলে কশ্চিন্নরোত্তমঃ।
গয়াশীর্ষেবটে শ্রাদ্ধং যো নঃ কুর্য্যাৎসমাহিতঃ॥ ৬৬

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥ ৬৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৫॥

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বৃষোৎসর্গঃ। ১। কার্ত্তিক্যামাশ্বযুজ্যাং বা। ২। তত্রাদাবেববৃষভং পরীক্ষেত। ৩। জীবদ্বৎসায়াঃ পয়স্বিন্যাঃ পুত্রম্। ৪। সর্ব্বলক্ষণোপেতম্। ৫। নীলম্। ৬। লোহিতং বা মুখপুচ্ছপাদশৃঙ্গশুক্লম্। ৭। যূথস্যাচ্ছাদকম্। ৮। ততো গবাং মধ্যে সুসমিদ্ধমগ্নিং পরিস্তীর্য্য পৌষ্ণচরুং পয়সা শ্রপয়িত্বা পূষা গা

অন্বেতু ন ইহ রতিরিতি চ হুত্বা বৃষময়স্কার-স্বঙ্কয়েৎ। ৯। একস্মিন্ পার্শ্বে চক্রেণাপরস্মিন্ পার্শ্বে শূলেন। ১০। অঙ্কিতঞ্চ হিরণ্যবর্ণা ইতি চতসৃভিঃ শন্নোদেবীরিতি চ স্নাপয়েৎ। ১১। স্নাতমলঙ্কৃতং স্নাতালঙ্কৃতাভিশ্চতসৃভির্বৎসতরীভিঃ সার্দ্ধমানীয় রুদ্রান্ পুরুষসূক্তং কুষ্মাণ্ডীশ্চ জপেৎ। ১২। পিতা বৎসেতিবৃষভস্য দক্ষিণে কর্ণে পঠেৎ। ১৩। ইমঞ্চ। ১৪।

বৃষোহি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মে রক্ষতু সর্ব্বতঃ॥

এনং যুবানং পতিং বো দদাম্য-
নেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ।
মা হাস্মহিপ্রজয়া মাতনূভি-
র্ম্মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্॥

বৃষং বৎসতরীযুক্তমৈশান্যাং কারয়েদ্দিশি।
হোতুর্ব্বস্ত্রযুগং দদ্যাৎ সুবর্ণং কাংস্যমেব চ॥১৭
অয়স্কারস্য দাতব্যং বেতনংমনসেপ্সিতম্।
ভোজনং বহুসর্পিষ্কংব্রাহ্মণাংশ্চাত্র ভোজয়েৎ॥১৮
উৎসৃষ্টো বৃষভো যস্মিন্ পিবত্যথ জলাশয়ে।
জলাশয়ং তৎসকলং পিতৃংস্তস্যোপতিষ্ঠতি॥ ১৯
শৃঙ্গেণোল্লিখতে ভূমিং যত্র ক্বচন দর্পিতঃ।
পিতৄণামন্নপানং তৎ প্রভূতমুপতিষ্ঠতি॥ ২০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যাং কৃষ্ণমৃগাজিনং সুবর্ণশৃঙ্গং রৌপ্যখুরং মৌক্তিকলাঙ্গুলভূষিতং কৃত্বা আবিকে বস্ত্রে চ প্রসারয়েৎ। ১। ততস্তিলৈঃ প্রচ্ছাদয়েৎ। ২। সুবর্ণনাভিঞ্চ কুর্য্যাৎ। ৩। অহতেন বাসোযুগেন প্রচ্ছাদয়েৎ। ৪। সর্ব্বগন্ধরত্নৈশ্চালঙ্কৃতং কুর্য্যাৎ। ৫। চতসৃষু দিক্ষু চত্বারি তৈজসপাত্রাণি ক্ষীরদধিমধুঘৃতপূর্ণানি নিধায়াহিতাগ্নয়ে ব্রাহ্মণায়ালঙ্কৃতায় বাসোযুগেন প্রচ্ছাদিতায় দদ্যাৎ। ৬। অত্র চ গাথা ভবন্তি। ৭।

যস্তু কৃষ্ণাজিনং দদ্যাৎ সখুরং শৃঙ্গসংযুতম্।
তিলৈঃ প্রচ্ছাদ্য বাসোভিঃ সর্ব্বরত্নৈরলঙ্কৃতম্॥৮
সসমুদ্রগুহা তেন সশৈলবনকাননা।
চতুরন্তা ভবেদ্দত্তা পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯
কৃষ্ণাজিনে তিলান্ কৃত্বা হিরণ্যং মধুসর্পিষী।
দদাতি যস্তু বিপ্রায় সর্ব্বং তরতি দুষ্কৃতম্॥ ১০

ইতিবৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ প্রসূয়মানা গৌঃ পৃথিবী ভবতী। ১। তামলঙ্কৃতাং ব্রাহ্মণায় দত্ত্বা পৃথিবীদানফলমাপ্নোতি। ২। অত্র চ গাথা ভবতি। ৩।

সবৎসারোমতুল্যানি যুগান্যুভয়তোমুখীম্।
দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নোতি শ্রদ্দধানঃ সমাহিতঃ॥ ৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ৮৮

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মাসঃ কার্ত্তিকোঽগ্নিদৈবত্যঃ। ১। অগ্নিশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুখম্। ২। তস্মাত্তু কার্ত্তিকং মাসং বহিঃস্নায়ী গায়ত্রীজপনিরতঃ সকৃদেব হবিষ্যাশী সম্বৎসরকৃতাৎ পাপাৎ পূতো ভবতি। ৩।

কার্ত্তিকং সকলং মাসং নিত্যস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপন্ হবিষ্যভুগ্দাতা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৯॥

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্গশীর্ষশুক্লপঞ্চদশ্যাং মৃগশিরঃসংযুক্তায়াং চূর্ণিতলবণস্য সুবর্ণনাভং প্রস্থমেকং চন্দ্রোদয়ে ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ। ১। অনেন কর্ম্মণা রূপসৌভাগ্যবানভিজায়তে। ২। পৌষী চেৎ পুষ্যযুক্তা স্যাত্তস্যাং গৌরসর্ষপকল্কোদ্বর্ত্তিতশরীরো গব্যঘৃতপূর্ণকুম্ভেনাভিষিক্তঃ সর্ব্বৌষধিভিঃ সর্ব্বগন্ধৈঃ সর্ব্ববীজৈশ্চ স্নাতো ঘৃতেন ভগবন্তং বাসুদেবং স্নাপয়িত্বা গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদিভিশ্চাভ্যর্চ্চ্য বৈষ্ণবৈঃ শাক্রৈর্ব্বার্হস্পত্যৈশ্চ মন্ত্রৈঃ পাবকে হুত্বা সসুবর্ণেন ঘৃতেন ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ। ৩। বাসোযুগং কর্ত্রে দদ্যাৎ। ৪। অনেন কর্ম্মণা পুষ্যতে। ৫। মাঘী মঘাযুতা চেত্তস্যাং তিলৈঃ

শ্রাদ্ধং কৃত্বা পূতো ভবতি।৬। ফাল্গুনী ফল্গুনীযুতা চেৎস্যাত্তস্যাং ব্রহ্মণায় সুসংস্কৃতং স্বাস্তীর্ণং শয়নং নিবেদ্য ভার্য্যাং মনোজ্ঞাং রূপবতীং দ্রবিণবতীঞ্চাপ্নোতি।৭। নার্য্যপি ভর্ত্তারম্।৮। চৈত্রী চিত্রাযুতা চেৎ স্যাত্তস্যাং চিত্রবস্ত্রপ্রদানেন সৌভাগ্যমাপ্নোতি।৯। বৈশাখী বিশাখাযুতা চেত্তস্যাং ব্রাহ্মণসপ্তকং ক্ষৌদ্রযুক্তৈস্তিলৈঃ সন্তর্প্য ধর্ম্মরাজানং প্রীণয়িত্বা পাপেভ্যঃ পূতো ভবতি।১০। জৈষ্ঠী জ্যেষ্ঠাযুতা চেত্তস্যাং ছত্রোপানহপ্রদানেন গবাধিপত্যং প্রাপ্নোতি। ১১। আষাঢ্যামাষাঢ়াযুক্তায়ামন্নপানদানেন তদেবাক্ষয্যমাপ্নোতি।১২ শ্রাবণ্যাং শ্রবণযুক্তায়াং জলধেনুং সান্নাং বাসোযুগাচ্ছাদিতাং দত্বা স্বর্গমাপ্নোতি।১৩। প্রৌষ্ঠপদাযুক্তায়াং গোদানেন সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো ভবতি।১৪। আশ্বযুজ্যামশ্বিনীগতে চন্দ্রমসি ঘৃতপূর্ণং ভাজনং সুবর্ণযুতং বিপ্রায় দত্বা দীপ্তাগ্নির্ভবতি।১৫। কার্ত্তিকী কৃত্তিকাযুতা চেত্তস্যাং সিতমুক্ষাণমন্যবর্ণং বা শশাঙ্কোদয়ে সর্ব্বশস্যরত্নগন্ধোপেতং দীপমধ্যে ব্রাহ্মণায় দত্বা কান্তারভয়ং নশ্যতি।১৬। বৈশাখশুক্লতৃতীয়ায়ামুপোষিতোঽক্ষতৈর্ব্বাসুদেবমভ্যর্চ্য তানেব হুত্বা দত্বা চ সর্ব্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি।১৭। যচ্চ তস্মিন্নহনি প্রযচ্ছতি তদক্ষয্যমাপ্নোতি।১৮।পৌষ্যাং সমতীতায়াং কৃষ্ণপক্ষদ্বাদশ্যাং সোপবাসস্তিলৈঃ স্নাতস্তিলোদকং দত্বা তিলৈর্ব্বাসুদেবমভ্যর্চ্য তানেব হুত্বা ভুক্ত্বা চ পাপেভ্যঃ পূতো ভবতি।১৯। মাঘ্যাং সমতীতায়াং কৃষ্ণদ্বাদশ্যাং সোপবাসঃ শ্রবণং প্রাপ্য বাসুদেবাগ্রতোমহাবর্ত্তিদ্বয়েন দীপদ্বয়ং দদ্যাৎ।২০। দক্ষিণপার্শ্বে মহারজনরক্তেন সমগ্রেণ বাসসা ঘৃততুলা মষ্টাধিকাং দত্বা।২১। বামপার্শ্বে তিলতৈলতুলাং সাষ্টাং দত্বা শ্বেতেন সমগ্রেণ বাসসা।২২। এতৎকৃত্বা কৃতকৃত্যো যস্মিন্ রাষ্ট্রেঽভিজায়তে যস্মিন্ দেশে যস্মিন্ কুলে স তত্রোজ্জ্বলো ভবতি।২৩। আশ্বিনং সকলং মাসং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রত্যহং ঘৃতং প্রদদ্যাদশ্বিনৌ প্রীণয়িত্বা রূপভাগ্ভবতি।২৪। তস্মিন্নেব মাসি প্রত্যহং গোরসৈর্ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা রাজ্যভাগ্ভবতি।২৫। প্রতিমাসং রেবতীযুতে চন্দ্রমসি মধুঘৃতযুতং রেবতীপ্রীত্যৈ পরমান্নং ব্রহ্মণান্ ভোজয়িত্বা রেবতীং প্রীণয়িত্বা রূপভাগ্ভবতি।২৬। মাঘে মাসেঽগ্নিং প্রত্যহং তিলৈর্হুত্বা সঘৃতং কুল্মাষং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দীপ্তাগ্নির্ভবতি।২৭। সর্ব্বাং চতুর্দ্দশীং নদীজলে স্নাত্বা ধর্ম্মরাজানং পূজয়িত্বা সর্ব্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি।২৮।

যদীচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগান্ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহোপগান্।
প্রাতঃস্নায়ীভবেন্নিত্যং দ্বৌমাসৌমাঘফাল্গুনৌ ॥২৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৯০

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ কূপকর্ত্তুস্তৎপ্রবৃত্তে পানীয়ে দুষ্কৃতস্যার্দ্ধং বিনশ্যতি।১। তড়াগকৃন্নিত্যতৃপ্তো বারুণং লোকমশ্নুতে।২। জলপ্রদঃ সদা তৃপ্তো ভবতি।৩। বৃক্ষারোপয়িতুর্ব্বৃক্ষাঃ পরলোকে পুত্রা ভবন্তি।৪। বৃক্ষপ্রদো বৃক্ষপ্রসূনৈর্দ্দেবান্ প্রীণয়ন্তি।৫। ফলৈশ্চাতিথীন্।৬। ছায়য়া চাভ্যাগতান্।৭। দেবে বর্ষত্যুদকেন পিতৄন্।৮। সেতুকৃৎ স্বর্গমাপ্নোতি।৯। দেবায়তনকারকস্তু দেবায়তনং করোতি তস্যৈব লোকমাপ্নোতি।১০। সুধাসিক্তং কৃত্বা যশসা বিরাজতে।১১। বিবিক্তং কৃত্বা গন্ধর্ব্বলোকমাপ্নোতি।১২। পুষ্পপ্রদানেন শ্রীমান্ ভবতি।১৩। অনুলেপনপ্রদানেন কীর্ত্তিমান্ ভবতি।১৪। দীপপ্রদানেন চক্ষুষ্মান্ সর্ব্বত্রোজ্জ্বলশ্চ।১৫। অন্নপ্রদানেন বলবান্।১৬ (ধূপপ্রদানেনোর্দ্ধং গচ্ছতি।) দেবনির্ম্মাল্যাপনয়নাদ্গোপ্রদানফলমাপ্নোতি।১৭। দেবায়তনমার্জ্জনাত্তদুপলেপনাদ্ ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টমার্জ্জনাৎ পাদাদিশৌচাদকল্যপরিচরণাচ্চ।১৮।

কূপারামতড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ।
পুনঃসংস্কারকর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্ ॥১৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সর্ব্বদানাধিকমভয়প্রদানম্। ১। তৎপ্রদানেনাভীপ্সিতং লোকমাপ্নোতি। ২। ভূমিপ্রদানেন চ। ৩। গোচর্ম্মমাত্রামপি ভুবং প্রদায় সর্ব্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি। ৪। গোপ্রদানেন স্বর্গলোকমাপ্নোতি। ৫। দশধেনুপ্রদো গোলোকান্। ৬। শতধেনুপ্রদো ব্রহ্মলোকান্। ৭। সুবর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং মুক্তালাঙ্গূলাং কাংস্যোপদোহাং বস্ত্রোত্তরীয়াং দত্ত্বা ধেনুরোমসংখ্যানি বর্ষাণি স্বর্গলোকমাপ্নোতি। ৮। বিশেষতঃ কপিলাম্। ৯। দান্তং ধুরন্ধরং দত্ত্বা দশধেনুপ্রদো ভবতি। ১০। অশ্বদঃ সূর্য্যসালোক্যমাপ্নোতি। ১১। বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যম্। ১২। সুবর্ণদানেনাগ্নিসালোক্যম্। ১৩। রূপ্যপ্রদানেন রূপম্। ১৪। তৈজসানাং পাত্রাণাং প্রদানেন পাত্রং ভবেৎ সর্ব্বকামানাম্। ১৫। ঘৃতমধুতৈলপ্রদানেনারোগ্যম্। ১৬। ঔষধপ্রদানেন চ ১৭। লবণপ্রদানেন চ লাবণ্যম্। ১৮। ধান্যপ্রদানেন তৃপ্তিম্। ১৯। শস্যপ্রদানেন চ। ২০। অন্নদঃ সর্ব্বম্। ২১। ধান্যপ্রদানেন সৌভাগ্যম্। ২২। অকীর্ত্তিতানামন্যেষাং দানাৎ স্বর্গমবাপ্নুয়াদিতি। তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাম্। ২৩। ইন্ধনপ্রদানেন দীপ্তাগ্নির্ভবতি। ২৪। সংগ্রামে চ সর্ব্বজয়মাপ্নোতি। ২৫। আসনপ্রদানেন স্থানম্। ২৬। শয্যাপ্রদানেন ভার্য্যাম্। ২৭। উপানৎপ্রদানেনাশ্বতরীযুক্তং রথম্। ২৮। ছত্রপ্রদানেন স্বর্গম্। ২৯। তালবৃন্তচামরপ্রদানেনাধ্বসুখিত্বম্। ৩০। বাস্তুপ্রদানেন নগরাধিপত্যম্। ৩১।
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্তি দয়িতং গৃহে।
তত্তদ্গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয্যমিচ্ছতা॥ ৩২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯২॥

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অব্রাহ্মণে দত্তং তৎসমমেব পারলৌকিকম্। ১। দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে। ২। সহস্রগুণং প্রাধীতে। ৩। অনন্তং বেদপারগে। ৪। পুরোহিতস্ত্বাত্মন এব পাত্রম্। ৫। স্বসা দুহিতা জামাতরশ্চ পাত্রম্। ৬।
ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে পাপে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ॥ ৭
ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদাম্ভিকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়োহিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধিকঃ॥৮
অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতপরো দ্বিজঃ॥ ৯
যে বকব্রতিনো লোকে যে চ মার্জ্জারলিঙ্গিনঃ।
তে পতন্ত্যন্ধতামিস্রে তেন পাপেন কর্ম্মণা॥ ১০
ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ।
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনম্॥ ১১
প্রেত্যেহ চেদৃশো বিপ্রো গৃহ্যতেব্রহ্মবাদিভিঃ।
ছদ্মনাচরিতং যচ্চ তদ্বৈ রক্ষাংসি গচ্ছতি॥ ১২
অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাংহরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌপ্রজায়তে ১৩
ন দানং যশসে দদ্যান্নভয়ান্নোপকারিণে।
ন নৃত্যগীতশীলেভ্যো ধর্ম্মার্থমিতিনিশ্চিতম্॥ ১৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৩॥

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

গৃহী বলীপলিতদর্শনে বনাশ্রয়ো ভবেৎ। ১। অপত্যস্য চাপত্যদর্শনেন বা। ২। পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য তয়ানুগম্যমানো বা। ৩। তত্রাপ্যগ্নীনুপচরেৎ। ৪। অফালকৃষ্টেন পঞ্চযজ্ঞান্নহাপয়েৎ। ৫। স্বাধ্যায়ং চ ন জহ্যাৎ। ৬। ব্রহ্মচর্য্যং পালয়েৎ। ৭। চর্ম্মচীরবাসাঃ স্যাৎ। ৮। জটাশ্মশ্রুলোমনখাংশ্চ বিভৃয়াৎ। ত্রিষবণস্নায়ী স্যাৎ। ১০। কপোতবৃত্তির্ম্মাসনিচয়ঃ সম্বৎসরনিচয়ো বা। ১১। সম্বৎসরনিচয়ী পূর্ব্বনিচিতমাশ্বযুজ্যাং জহ্যাৎ। ১২।
গ্রামাদাহৃত্য বাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন্।
পুটেনৈব পলাশেন পাণিনা শকলেন বা॥ ১৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৪॥

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বানপ্রস্থস্তপসা শরীরং শোষয়েৎ।১। গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ স্যাৎ। ২। আকাশশায়ী প্রাবৃষি। ৩। অর্দ্রবাসা হেমন্তে। ৪। নক্তাশী স্যাৎ। ৫। একান্তরদ্ব্যন্তরত্র্যন্তরাশী বা স্যাৎ। ৬। পুষ্পাশী। ৭। ফলাশী। ৮। শাকাশী। ৯। পর্ণাশী। ১০। মূলাশী। ১১। যবান্নং পক্ষান্তয়োর্ব্বা সকৃদশ্নীয়াৎ। ১২। চান্দ্রায়ণৈর্ব্বা বর্ত্তেত। ১৩। অশ্মকুট্টঃ। ১৪। দন্তোলূখলিকো বা॥ ১৫

তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষজং জগৎ।
তপোমধ্যং তপোঽন্তঞ্চ তপসা চ তথা ধৃতম্॥১৬
যদ্দুশ্চরং যদ্দুরাপং যদ্দূরং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বং তত্তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমম্॥১৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৫॥

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ত্রিষ্বাশ্রমেষু পক্ককষায়ঃ প্রাজাপত্যামিষ্টিং কৃত্বা সর্ব্বং বেদং দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রব্রজ্যাশ্রমী স্যাৎ। ১। আত্মন্যগ্নীনারোপ্য ভিক্ষার্থং গ্রামমিয়াৎ।২। সপ্তাগারিকং ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ।৩ অলাভে ন ব্যথেত।৪। ন ভিক্ষুকং ভিক্ষেত।৫। ভুক্তবতি জনেঽতীতে পাত্রসম্পাতে ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ। ৬। মৃণ্ময়ে দারুপাত্রেঽলাবুপাত্রে বা। ৭। তেষাঞ্চ তস্যাদ্ভিঃ শুদ্ধিঃ স্যাৎ। ৮। অভিপূজিতলাভাদুদ্বিজেত। ৯। শূন্যাগারনিকেতনঃ স্যাৎ। ১০। বৃক্ষমূলনিকেতনো বা। ১১। ন গ্রামে দ্বিতীয়াং রাত্রিমাবসেৎ। ১২। কৌপীনাচ্ছাদনমাত্রমেব বসনমাদদ্যাৎ। ১৩। দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদম্। ১৪। বস্ত্রপূতং জলমাদদ্যাৎ। ১৫। সত্যপূতং বদেৎ। ১৬। মনঃপূতং সমাচরেৎ। ১৭। মরণং নাভিকাময়েৎ জীবিতঞ্চ। ১৮। অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত।১৯ ন কঞ্চনাবমন্যেত। ২০। নিরাশীঃ স্যাৎ। ২১। নির্নমস্কারঃ। ২২।

বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতঃ।
নাকল্যাণং ন কল্যাণংতয়োরপিচ চিন্তয়েৎ॥২৩

প্রাণায়ামধারণাধ্যাননিত্যঃ স্যাৎ। ২৪। সংসারস্যানিত্যতাং পশ্যেৎ। ২৫। শরীরস্যাশুচিভাবম্। ২৬। জরয়া রূপবিপর্য্যয়ম্। ২৭। শারীরমানসাগন্তুকব্যাধিভিশ্চোপতাপম্। ২৮। সহজৈশ্চ। ২৯। নিত্যান্ধকারে গর্ভে বসতিম্।৩০ মূত্রপুরীষমধ্যে চ। ৩১। তত্র চ শীতোষ্ণদুঃখানুভবনম্। ৩২। জন্মসময়ে যোনিসঙ্কটনির্গমান্মহাদুঃখানুভবনম্। ৩৩। বাল্যে মোহং গুরুপরবশ্যতাম্। ৩৪। অধ্যয়নাদনেকক্লেশম্। ৩৫। যৌবনে চ বিষয়াপ্রাপ্তাবমার্গেণ তদবাপ্তৌ বিষয়সেবনান্নরকে পতনম্। ৩৬। অপ্রিয়ৈঃ সংসতিং প্রিয়ৈশ্চ বিপ্রযোগম্। ৩৭। নরকেষু চ সুমহদ্দুঃখম্। ৩৮। সংসারসংসৃতৌ তির্য্যগ্‌যোনিষু চ। ৩৯। এবমস্মিন্ সততপাপিনি সংসারে ন কিঞ্চিৎসুখম্।৪০। যদপিকিঞ্চিদ্দুঃখাপেক্ষয়া সুখসংজ্ঞং তদপ্যনিত্যম্। ৪১। তৎসেবাশক্তাবলভনে বা মহদ্দুঃখম্। ৪২। শরীরং চেদং সপ্তধাতুকং পশ্যেৎ। ৪৩। বসাসৃগ্‌রুধিরমাংসাস্থিমেদোমজ্জাশুক্রাত্মকম্। ৪৪। চর্ম্মাবনদ্ধম্।৪৫। দুর্গন্ধি চ। ৪৬। মলায়তনম্। ৪৭। সুখশতৈরপি বৃতং বিকারি। ৪৮। প্রযত্নাদ্ধৃতমপি বিনাশি। ৪৯। কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যস্থানম্। ৫০। পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশাত্মকম্। ৫১। অস্থিশিরাধমনিস্নায়ুযুতম্। ৫২। রজস্বলম্। ৫৩। ষট্‌ত্বচম্। ৫৪। অস্থ্নাং ত্রিভিঃ শতৈঃ ষষ্ট্যধিকৈর্ধার্য্যমাণম্।৫৫। তেষাং বিভাগঃ। ৫৬। সূক্ষ্মৈঃ সহ চতুঃষষ্টির্দশনাঃ। ৫৭। বিংশতির্নখাঃ। ৫৮। পাণিপাদশলাকাশ্চ। ৫৯। ষষ্টিরঙ্গুলীনাং পর্ব্বাণি।৬০ দ্বে পার্ষ্ণ্যোঃ। ৬১। চতুষ্টয়ং গুল্ফেষু। ৬২। চত্বার্য্যরত্ন্যোঃ। ৬৩। চত্বারি জঙ্ঘয়োঃ। ৬৪। দ্বে দ্বে জানুকপোলয়োঃ। ৬৫। দ্বে দ্বে অক্ষতালূষকশ্রোণিফলকেষু।৬৭। ভগাস্থ্যেকম্।৬৮। পৃষ্ঠাস্থি পঞ্চচত্বারিংশদ্ভাগম্। ৬৯। পঞ্চদশাস্থীনি গ্রীবা। ৭০। জত্রেকম্। ৭১। তথা হনুঃ। ৭২। তন্মূলে চ দ্বে। ৭৩। দ্বে ললাটাক্ষিগণ্ডে। ৭৪। নাসা ঘনাস্থিকা। ৭৫। অর্ব্বুদৈঃ স্থালকৈশ্চ সার্দ্ধং দ্বাসপ্ততিঃ পার্শ্বকাঃ। ৭৬। উরঃ সপ্তদশ। ৭৭। দ্বৌ শঙ্খকৌ। ৭৮। চত্বারি কপালানি শির-

সশ্চেতি।৭৯। শরীরেঽস্মিন্ সপ্তশিরাশতানি।৮০ নব স্নায়ুশতানি।৮১। ধমনীশতে দ্বে।৮২। পঞ্চপেশীশতানি।৮৩। ক্ষুদ্রধমনীনামেকোনত্রিংশল্লক্ষাণি নবশতানি ষট্পঞ্চাশদ্ধমন্যঃ।৮৪ লক্ষত্রয়ং শ্মশ্রুকেশকূপানাম্।৮৫। সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতম্।৮৬। সন্ধিশতে দ্বে।৮৭। চতুঃপঞ্চাশদ্রোমকোটয়ঃ সপ্তষষ্টিশ্চ লক্ষাণি।৮৮। নাভিরোজোগুদংশুক্রং শোণিতং শঙ্খকো মূর্দ্ধা কণ্ঠোহৃদয়ঞ্চেতি প্রাণায়তনানি।৮৯। বাহুদ্বয়ং জঙ্ঘাদ্বয়ং মধ্যং শীর্ষমিতি ষড়ঙ্গানি।৯০। বসা বপা অবহননং নাভিঃ ক্লোমা যকৃৎ প্লীহা ক্ষুদ্রান্ত্রং বৃক্ককৌ বস্তিঃ পুরীষাধানমামাশয়োহৃদয়ং স্থূলান্ত্রং গুদমুদরং গুদকোষ্ঠম্।৯১। কনীনিকে অক্ষিকূটে শষ্কুলী কর্ণৌ কর্ণপত্রকৌ গণ্ডৌ ভ্রুবৌ শঙ্খকৌ দন্তবেষ্টাবোষ্ঠৌ ককুন্দরে বঙ্ক্ষণৌ বৃষণৌ বৃক্কৌ শ্লেষ্মসঙ্ঘাতকৌ স্তনৌ উপজিহ্বা স্ফিচৌ বাহূ জঙ্ঘে উরূ পিণ্ডিকে তালূদরং বস্তিশীর্ষৌ চিবুকং গলশুণ্ডিকে অবটুশ্চেত্যস্মিন্ শরীরকে স্থানানি।৯২। শব্দস্পর্শরসরূপগন্ধাশ্চ বিষয়াঃ।৯৩ নাসিকালোচনত্বগ্‌জিহ্বাশ্রোত্রমিতি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি।৯৪। হস্তৌ পাদৌ পায়ূপস্থং জিহ্বেতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি।৯৫। মনোবুদ্ধিরাত্মা চাব্যক্তমিতীন্দ্রিয়াতীতাঃ।৯৬।

ইদং শরীরং বসুধে ক্ষেত্র মিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যোবেত্তিতংপ্রাহুঃক্ষেত্রজ্ঞমিতিতদ্বিদঃ॥৯৮
ক্ষেত্রজ্ঞমেব মাং বিদ্ধি সবক্ষেত্রেষু ভাবিনি।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানং জ্ঞেয়ংনিত্যংমুমুক্ষুণা॥৯৮

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

উরুস্থোত্তানচরণঃ সব্যে করে করমিতরং ন্যস্য তালুস্থাচলজিহ্বোদন্তৈর্দন্তানসংস্পৃশন্ স্বংনাসিকাগ্রং পশ্যন্ দিশশ্চানবলোকয়ন্ বিভীঃ প্রশান্তাত্মা চতুর্বিংশত্যা তত্ত্বৈর্ব্যতীতং চিন্তয়েৎ।১। নিত্যমতীন্দ্রিয়মগুণং শব্দস্পর্শরসরূপগন্ধাতীতং সর্ব্বজ্ঞমতিস্থূলম্।২। সর্ব্বগমতিসূক্ষ্মম্।৩। সর্ব্বতঃপাণিপাদং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃসর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তিম্।৪। এবং ধ্যায়েৎ।৫। ধ্যাননিরতস্য চ সংবৎসরেণ যোগাবির্ভাবো ভবতি।৬। অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধং কর্ত্তুং ন শক্নোতি তদা পৃথিব্যপ্তেজোবাযাকাশমনোবুদ্ধ্যাত্মাব্যক্তপুরুষাণাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং ধ্যাত্বা তত্র লব্ধলক্ষস্তত্তৎ পরিত্যজ্যাপরমপরং ধ্যায়েৎ।৭। এবং পুরুষধ্যানমারভেত।৮। অত্রাপ্যসমর্থঃ স্বহৃদয়পদ্মস্যাবাঙ্‌মুখস্য মধ্যে দীপবৎ পুরুষং ধ্যায়েৎ।৯। তত্রাপ্যসমর্থোভগবন্তং বাসুদেবং কিরীটিনং কুণ্ডলিনমঙ্গদিনং শ্রীবৎসাঙ্কং বনমালাবিভূষিতোরস্কং সৌম্যরূপং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং চরণমধ্যগতভুবং ধ্যায়েৎ।১০। যদ্ধ্যায়তি তদাপ্নোতি ধ্যানগুহ্যম্।১১। তস্মাৎ সর্ব্বমেব ক্ষরং ত্যক্ত্বা অক্ষরমেব ধ্যায়েৎ।১২। নচ পুরুষং বিনা কিঞ্চিদপ্যক্ষরমস্তি।১৩। তং প্রাপ্য মুক্তোভবতি।১৪।

পুরমাক্রম্য সকলং শেতে যস্মান্মহাপ্রভুঃ।
তস্মাৎ পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে তত্ত্বচিন্তকৈঃ॥১৫
প্রাগ্‌রাত্রাপররাত্রেষু যোগী নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
ধ্যায়তে পুরুষং বিষ্ণুং নির্গুণং পঞ্চবিংশকম্॥১৬
তত্ত্বাত্মানমগম্যঞ্চ সর্ব্বতত্ত্ববিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণংগুণভোক্তৃ চ॥ ১৭
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থঞ্চান্তিকে চ তৎ॥ ১৮
অবিভক্তঞ্চ ভূতেন বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভব্যভবদ্রূপং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৯
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানংজ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥২০
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্তএতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ২১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ইত্যেবমুক্তাবসুমতী জানুভ্যাং শিরসা চ নমস্কারং কৃত্বোবাচ।১। ভগবংস্ত্বৎসমীপে সততমেবং চত্বারি মহাভূতানিক্ষতালয়ান্যাকাশঃ শঙ্খরূপী বায়ুশ্চক্ররূপী তেজশ্চ গদারূপ্যম্ভোঽম্ভোরুহরূপি অহমপ্যনেনৈব রূপেণ ভগবৎপাদমধ্যপরিবর্ত্তিনী ভবিতু-

মিচ্ছামি। ২। ইত্যেবমুক্তোভগবাংস্তথেত্যু-বাচ। ৩। বসুধাপি লব্ধকামা তথা চক্রে। ৪। দেবদেবঞ্চ তুষ্টাব। ৫। ওঁ নমস্তে-। ৬। দেবদেব। ৭। বাসুদেব। ৮। আদি-দেব। ৯। কামদেব। ১০। কামপাল। ১১। মহীপাল। ১২। অনাদিমধ্যনিধন। ১৩। প্রজাপতে। ১৪। সুপ্রজাপতে। ১৫। মহা-প্রজাপতে। ১৬। উর্জ্জস্পতে। ১৭। বাচ-স্পতে। ১৮। জগৎপতে। ১৯। দিবস্পতে। ২০। বনস্পতে। ২১। পয়স্পতে। ২২। পৃথিবী-পতে। ২৩। সলিলপতে। ২৪। দিক্‌পতে। ২৫ মহৎপতে। ২৬। মরুৎপতে। ২৭। লক্ষ্মীপতে। ২৮। ব্রহ্মরূপ। ২৯। ব্রাহ্মণপ্রিয়। ৩০। সর্ব্বগ। ৩১। অচিন্ত্য। ৩২। জ্ঞানগম্য। ৩৩। পুরুহূত। ৩৪। পুরুষ্টুত। ৩৫। ব্রহ্মণ্য। ৩৬। ব্রহ্ম-প্রিয়। ৩৭। ব্রহ্মকায়িক। ৩৮। মহাকায়িক। ৩৯। মহারাজিক। ৪০। চতুর্ম্মহারাজিক। ৪১। ভাস্বর। ৪২। মহাভাস্বর। ৪৩। সপ্ত। ৪৪। মহা-ভাগ। ৪৫। স্বর। ৪৬। তুষিত। ৪৭। মহা-তুষিত। ৪৮। প্রতর্দ্দন। ৪৯। পরিনির্ম্মিত। ৫০ অপরিনির্ম্মিত। ৫১। বশবর্ত্তিন্। ৫২। যজ্ঞ। ৫৩। মহাযজ্ঞ। ৫৪। যজ্ঞযোগ। ৫৫। যজ্ঞগম্য। ৫৬ যজ্ঞনিধন। ৫৭। অজিত। ৫৮। বৈকুণ্ঠ। ৫৯। অপার। ৬০। পর। ৬১। পুরাণ। ৬২। লেখ্য। ৬৩। প্রজাধর। ৬৪। চিত্রশিখণ্ডধর। ৬৫। যজ্ঞভাগহর। ৬৬। পুরোডাশহর। ৬৭। বিশ্বেশ্বর। ৬৮। বিশ্বধর। ৬৯। শুচিশ্রবঃ। ৭০। অচ্যুতার্চ্চন। ৭১। ঘৃতার্চ্চিঃ। ৭২। খণ্ড-পরশো। ৭৩। পদ্মনাভ। ৭৪। পদ্মধর। ৭৫। পদ্মধারাধর। ৭৬। হৃষীকেশ। ৭৭। একশৃঙ্গ। ৭৮। মহাবরাহ। ৭৯। দ্রুহিণ। ৮০। অচ্যুত। ৮১। অনন্ত। ৮২। পুরুষ। ৮৩। মহাপুরুষ। ৮৪। কপিল। ৮৫। সাংখ্যাচার্য্য। ৮৬। বিশ্বক্‌সেন। ৮৭। ধর্ম্মাধর্ম্মদ। ৮৮। ৮৯। ধর্ম্মাঙ্গ। ৯০। ধর্ম্মবসুপ্রদ। ৯১। নরপ্রদ। ৯২। বিষ্ণো। ৯৩। জিষ্ণো। ৯৪। সহিষ্ণো। ৯৫। কৃষ্ণ। ৯৬। পুণ্ডরীকাক্ষ। ৯৭। নারায়ণ। ৯৮। পরায়ণ। ৯৯। জগৎপরায়ণ। ১০০। নমোনম ইতি॥ ১০১॥

স্তুত্বা ত্বেবং প্রসন্নেন মনসা পৃথিবী তদা।
উবাচ সম্মুখং দেবং লব্ধকামা বসুন্ধরা॥ ১০২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৮॥

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

দৃষ্ট্বা শ্রিয়ং দেবদেবস্য বিষ্ণো
র্গৃহীত পাদাং তপসা জ্বলন্তীম্।
সুতপ্তজাম্বূনদচারুবর্ণাং
পপ্রচ্ছ দেবীং বসুধাপ্রহৃষ্টা॥ ১
উন্নিদ্রকোকনদচারুকরে বরেণ্যে
উন্নিদ্রকোকনদনাভিগৃহীতপাদে॥
উন্নিদ্রকোকনদসদ্মসদাস্থিতীতে
উন্নিদ্রকোকনদমধ্যসমানবর্ণে॥ ২
নীলাজ্জনেত্রে তপনীয়বর্ণে
শুক্লাম্বরে রত্নবিভূষিতাঙ্গি।
চন্দ্রাননে সূর্য্যসমানভাসে
মহাপ্রভাবে জগতঃপ্রধানে॥ ৩
ত্বমেব নিদ্রা জগতঃ প্রধানা
লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ শ্রীর্ব্বিরতির্জ্জয়া চ।
কান্তিঃপ্রভা কীর্ত্তিরথো বিভূতিঃ
সরস্বতী বাগথ পাবনী চ॥ ৪
স্বধা তিতিক্ষা বসুধা প্রতিষ্ঠা
স্থিতিঃসুদীক্ষা চ তথা সুনীতিঃ।
খ্যাতির্ব্বিশালা চ তথানসূয়া
স্বাহা চ মেধা চ তথৈব বুদ্ধিঃ॥ ৫
আক্রম্য সর্ব্বাস্তু যথা ত্রিলোকীং
তিষ্ঠত্যয়ং দেববরোঽসিতাক্ষি।
তথা স্থিতা ত্বং বরদে তথাপি
পৃচ্ছাম্যহং তে বসতিং বিভূত্যাঃ॥ ৬
ইত্যেবমুক্তা বসুধাং বভাষে
লক্ষ্মীস্তদা দেববরাগ্রতস্থা।
সদা স্থিতাহং মধুসূদনস্য
দেবস্য পার্শ্বে তপনীয়বর্ণে॥ ৭
অস্যাজ্ঞয়া যং মনসা স্মরামি
শ্রিয়ায়ুতং তং প্রবদন্তি সন্তঃ।
সংস্মারণে বাপ্যথ তত্র চাহং
স্থিতা সদা তচ্ছৃণুলোকধাত্রি॥ ৮
বসাম্যথার্কে চ নিশাকরে চ
তারাগণাঢ্যে গগনে বিমেঘে।

মেঘে তথালম্বপয়োধরে চ
শক্রায়ুধাঢ্যে চ তড়িৎপ্রকাশে ॥ ৯
তথা সুবর্ণে বিমলে চ রূপ্যে
রত্নেষু বস্ত্রেষমলেষু ভূমে।
প্রাসাদমালাসু চ পাণ্ডুরাসু
দেবালয়েষু ধ্বজভূষিতেষু ॥ ১০
সদ্যঃ কৃতে চাপ্যথ গোময়ে চ
মত্তে গজেন্দ্রে তুরগে প্রহৃষ্টে
বৃষে তথা দর্পসমন্বিতে চ
বিপ্রে তথৈবাধ্যয়নপ্রপন্নে ॥ ১১
সিংহাসনে চামলকে চ বিল্বে
ছত্রে চ শঙ্খে চ তথৈব পদ্মে।
দীপ্তে হুতাশে বিমলে চ খড়্গে
আদর্শবিম্বে চ তথাস্থিতাহম্ ॥ ১২
পূর্ণোদকুম্ভেষু সচামরেষু
সতালবৃন্তেষু বিভূষিতেষু।
ভৃঙ্গারপাত্রেষু মনোহরেষু
মৃদিস্থিতাহঞ্চ নবোদ্ধৃতায়াম্ ॥ ১৩
ক্ষীরে তথা সর্পিষি শাদ্বলে চ
ক্ষৌদ্রে তথা দধ্নি পুরন্ধ্রিগাত্রে।
দেহে কুমার্য্যাশ্চ তথা সুরাণাং
তপস্বিনাং যজ্ঞহুতাঞ্চ দেহে ॥ ১৪
শরে চ সংগ্রামবিনির্গতে চ
স্থিতৌমৃতে স্বর্গসদঃপ্রয়াতে।
বেদধ্বনৌ বাপ্যথ শঙ্খশব্দে
স্বাহাস্বধায়ামথ বাদ্যশব্দে ॥ ১৫
রাজাভিষেকে চ তথা বিবাহে
যজ্ঞে বরে স্নাতশিরস্তথাপি।
পুষ্পেষু শুক্লেষু চ পর্ব্বতেষু
ফলেষু রম্যেষু সরিদ্বরাসু ॥ ১৬
সরঃসু পূর্ণেষু তথা জলেষু
সশাদ্বলায়াং ভুবি পদ্মখণ্ডে।
বনে চ বৎসে চ শিশৌ প্রহৃষ্টে
সাধৌ নরে ধর্ম্মপরায়ণে চ ॥ ১৭
আচারসেবিন্যথ শাস্ত্রনিত্যে
বিনীতবেষে চ তথা সুবেষে।
সুশুদ্ধদান্তে মলবর্জ্জিতে চ
মৃষ্টাশনে চাতিথিপূজকে চ ॥ ১৮
স্বদারতুষ্টে নিরতে চ ধর্ম্মে
ধর্ম্মোৎকটে চাত্যশনাদ্বিরক্তে।
সদা সপুষ্পে চ সুগন্ধিগাত্রে
সুগন্ধলিপ্তে চ বিভূষিতে চ ॥ ১৯
সত্যে স্থিতে ভূতহিতে নিবিষ্টে
ক্ষমার্চ্চিতে ক্রোধবিবর্জ্জিতে চ।
স্বকার্য্যদক্ষে পরকার্য্যদক্ষে
কল্যাণচিত্তে চ সদাবিনীতে ॥ ২০
নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু
পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু।
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু
সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু ॥ ২১
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু
কলিব্যপেতাসু পথিস্থিতাসু।
ধর্ম্মব্যপেক্ষাসু দয়ান্বিতাসু
স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু ॥ ২২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

শততমোঽধ্যায়ঃ।

ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং শ্রেষ্ঠং স্বয়ং দেবেন ভাষিতম্।
যে দ্বিজাধারয়িষ্যন্তি তেষাং স্বর্গে গতিঃ পরা ॥ ১
ইদং পবিত্রং মঙ্গল্যং স্বর্গমায়ুষ্যমেব চ।
জ্ঞানঞ্চৈব যশস্যং চ ধনসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ২
অধ্যেতব্যং ধারণীয়ং শ্রাব্যং শ্রোতব্যমেব চ।
শ্রাদ্ধেষু শ্রাবণীয়ং চ ভূতিকামৈর্নরৈঃ সদা ॥
ইদং রহস্যং পরমং কথিতং বসুধে! তব ॥ ৩
ময়া প্রসন্নেন জগদ্ধিতার্থং
সৌভাগ্যমেতৎ পরমং রহস্যম্।
দুঃস্বপ্ননাশং বহুপুণ্যযুক্তং
শিবালয়ং শাশ্বতধর্ম্মশাস্ত্রম্ ॥ ৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০

শ্রীভগবদ্বিষ্ণুসংহিতা সম্পূর্ণা।

হারীত সংহিতা।

মহর্ষি ভগবদ্ হারীত প্রণীতা।

কলিকাতা

৩৪। ১ কলুটোলাষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

নির্ঘণ্টপত্রম্।

হারীত সংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্থাস্তে ভক্তাঃ কেশবং প্রতি।
ইতিপূর্ব্বং ত্বয়া প্রোক্তং ভূর্ভুবঃস্বর্দ্বিজোত্তমাঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্নো ব্রূহি সত্তম।
যেন সন্তুষ্যতে দেবো নারসিংহঃ সনাতনঃ॥

মার্কণ্ডেয়ঃ।

অত্রাহং কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তমনুত্তমম্।
ঋষিভিঃ সহ সংবাদং হারীতস্য মহাত্মনঃ॥
হারীতং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞমাসীনমিব পাবকম্।
প্রণিপত্যাব্রুবন্ সর্ব্বে মুনয়োধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ॥
ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্নোব্রূহি ভার্গব॥
সমাসাদ্‌যোগশাস্ত্রঞ্চ বিষ্ণুভক্তিকরং পরম্।
এতচ্চান্যচ্চ ভগবন্ ব্রূহি নঃ পরমো গুরুঃ॥
হারীতস্তানুবাচাথ তৈরেবং চোদিতো মুনিঃ।
শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্॥
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ যোগশাস্ত্রঞ্চ সত্তমাঃ।
সন্ধার্য্য মুচ্যতে মর্ত্ত্যো জন্মসংসারবন্ধনাৎ॥
পুরা দেবো জগৎস্রষ্টা পরমাত্মা জলোপরি।
সুষ্বাপ ভোগিপর্য্যঙ্কে শয়নে তু শ্রিয়া সহ॥
তস্য সুপ্তস্য নাভৌ তু মহৎ পদ্মমভূৎ কিল।
পদ্মমধ্যেঽভবদ্ ব্রহ্মা বেদবেদাঙ্গভূষণঃ॥
স চোক্তো দেবদেবেন জগৎ সৃজ পুনঃ পুনঃ।
সোঽপি সৃষ্ট্বা জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥
যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্মুখতোঽসৃজৎ।
অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বো বৈশ্যানপ্যূরুদেশতঃ॥
শূদ্রাংশ্চ পাদয়োঃ সৃষ্ট্বা তেষাঞ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ।
যথা প্রোবাচ ভগবান্ ব্রহ্মযোনিঃ পিতামহঃ॥
তদ্বচঃ সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুত দ্বিজসত্তমাঃ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং মোক্ষফলপ্রদম্॥
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণেনৈবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
তস্য ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি তদ্‌যোগ্যং দেশমেব চ॥
কৃষ্ণসারো মৃগো যত্র স্বভাবেন প্রবর্ত্ততে।
তস্মিন্দেশে বসেদ্ধর্ম্মঃ সিধ্যতি দ্বিজসত্তমাঃ॥
ষট্ কর্ম্মাণি নিজান্যাহুর্ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
তৈরেব সততং যস্তু বর্ত্তয়েৎ সুখমেধতে॥
অধ্যাপনং চাধ্যয়নং যাজনং যজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি ষট্ কর্ম্মাণীতি চোচ্যতে॥
অধ্যাপনঞ্চ ত্রিবিধং ধর্ম্মার্থমৃকথকারণাৎ।
শুশ্রূষাকরণঞ্চেতি ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্॥
এষামন্যতমাভাবে বৃষাচারো ভবেদ্দ্বিজঃ।
তত্র বিদ্যা ন দাতব্যা পুরুষেণ হিতৈষিণা॥
যোগ্যানধ্যাপয়েচ্ছিষ্যানযোগ্যানপি বর্জ্জয়েৎ।
বিদিতাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্‌গৃহে ধর্ম্মপ্রসিদ্ধয়ে॥
বেদঞ্চৈবাভ্যসেন্নিত্যং শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং তথা পাঠ্যং ব্রাহ্মণৈঃ শুদ্ধমানসৈঃ॥
বেদবৎপঠিতব্যঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ দিবা নিশি।
স্মৃতিহীনায় বিপ্রায় শ্রুতিহীনে তথৈব চ॥
দানং ভোজনমন্যচ্চ দত্তং কুলবিনাশনম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠেদ্দ্বিজঃ॥
শ্রুতিস্মৃতী চ বিপ্রাণাং চক্ষুষী দেবনির্ম্মিতে।
কাণস্তত্রৈকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
গুরুশুশ্রূষণঞ্চৈব যথান্যায়মতন্দ্রিতঃ।
সায়ং প্রাতরুপাসীত বিবাহাগ্নিং দ্বিজোত্তমঃ॥
সুস্নাতস্তু প্রকুর্ব্বীত বৈশ্বদেবং দিনে দিনে।
অতিথীনাগতাঞ্ছক্ত্যা পূজয়েদবিচারতঃ॥
অন্যানভ্যাগতান্ বিপ্রাঃ পূজয়েচ্ছক্তিতো গৃহী।
স্বদারনিরতো নিত্যং পরদারবিবর্জ্জিতঃ॥
কৃতহোমস্তু ভুঞ্জীত সায়ং প্রাতরুদারধীঃ।
সত্যবাদী জিতক্রোধো নাধর্ম্মে বর্ত্তয়েন্মতিম্॥
স্বকর্ম্মণি চ সংপ্রাপ্তে প্রমাদান্ন নিবর্ত্ততে।

সত্যাং হিতাং বদেদ্বাচং পরলোকহিতৈষিণীম্ ॥
এষ ধর্ম্মঃ সমুদ্দিষ্টো ব্রাহ্মণস্য সমাসতঃ।
ধর্ম্মমেব হি যঃ কুর্য্যাৎ স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥
ইত্যেষ ধর্ম্মঃ কথিতো ময়ায়ং
পৃষ্টো ভবদ্ভিস্ত্বখিলাঘহারী।
বদামি রাজ্ঞামপি চৈব ধর্ম্মান্
পৃথক্ পৃথগ্‌বোধত বিপ্রবর্য্যাঃ ॥

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ক্ষত্রাদীনাং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
যেষু প্রবৃত্তা বিধিনা সর্ব্বে যান্তি পরাং গতিম্ ॥
রাজ্যস্থঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্।
কুর্য্যাদধ্যয়নং সম্যগ্‌যজেদ্‌যজ্ঞান্ যথাবিধি ॥
দদ্যাদ্দানং দ্বিজাতিভ্যো ধর্ম্মবুদ্ধিসমন্বিতঃ।
স্বভার্য্যানিরতো নিত্যং ষড়্‌ভাগার্হঃ সদা নৃপঃ ॥
নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা ॥
ধর্ম্মেণ যজনং কার্য্যমধর্ম্মপরিবর্জ্জনম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োঽপ্যেবমাচরন্ ॥
গোরক্ষাং কৃষিবাণিজ্যং কুর্য্যাদ্বৈশ্যো যথাবিধি
দানং দেয়ং যথাশক্ত্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ ॥
দম্ভমোহবিনির্ম্মুক্তস্তথা বাগনসূয়কঃ।
স্বদারনিরতো দান্তঃ পরদারবিবর্জ্জিতঃ ॥
ধনৈর্বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা যজ্ঞকালে তু যাজকান্।
অপ্রভুত্বঞ্চ বর্ত্তেত ধর্ম্মেষাদেহপাতনাৎ ॥
যজ্ঞাধ্যয়নদানানি কুর্য্যান্নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
পিতৃকার্য্যপরশ্চৈব নরসিংহার্চ্চনাপরঃ ॥
এতদ্বৈশ্যস্য ধর্ম্মোঽয়ং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতি।
এতদাচরতে যোহি স স্বর্গী নাত্র সংশয়ঃ ॥
বর্ণত্রয়স্য শুশ্রূষাং কুর্য্যাচ্ছূদ্রঃ প্রযত্নতঃ।
দাসবদ্‌ব্রাহ্মণানাঞ্চ বিশেষেণ সমাচরেৎ ॥
অযাচিতপ্রদাতা চ কষ্টং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পাকযজ্ঞবিধানেন যজেদ্দেবমতন্দ্রিতঃ ॥
শূদ্রাণামধিকং কুর্য্যাদর্চ্চনং ন্যায়বর্ত্তিনাম্।
ধারণং জীর্ণবস্ত্রস্য বিপ্রস্যোচ্ছিষ্টভোজনম্।
স্বদারেষু রতিশ্চৈব পরদারবিবর্জ্জনম্ ॥
ইত্থং কুর্য্যাৎ সদা শূদ্রো মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
স্থানমৈন্দ্রমবাপ্নোতি নষ্টপাপঃ সুপুণ্যকৃৎ ॥

বর্ণেষু ধর্ম্মা বিবিধা ময়োক্তা
যথাতথা ব্রহ্মমুখেরিতাঃপুরা।
শৃণুধ্বমত্রাশ্রমধর্ম্মমাদ্যং
ময়োচ্যমানং ক্রমশো মুনীন্দ্রাঃ ॥

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উপনীতো মাণবকো বসেদ্‌গুরুকুলেষু চ।
গুরোঃ কুলে প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥
ব্রহ্মচর্য্যমধঃশয্যা তথা বহ্নেরুপাসনা।
উদকুম্ভান্ গুরোর্দদ্যাদ্‌গোগ্রাসঞ্চেন্ধনানি চ।
কুর্য্যাদধ্যয়নঞ্চৈব ব্রহ্মচারী যথাবিধি।
বিধিং ত্যক্ত্বা প্রকুর্ব্বাণো ন স্বাধ্যায়ফলং লভেৎ ॥
যঃ কশ্চিৎ কুরুতে ধর্ম্মং বিধিং হিত্বা দুরাত্মবান্
ন তৎফলমবাপ্নোতি কুর্ব্বাণোঽপি বিধিচ্যুতঃ ॥
তস্মাদ্বেদব্রতানীহ চরেৎ স্বাধ্যায়সিদ্ধয়ে।
শৌচাচারমশেষং তু শিক্ষয়েদ্‌গুরুসন্নিধৌ।
অজিনং দণ্ডকাষ্ঠঞ্চ মেখলাঞ্চোপবীতকম্।
ধারয়েদপ্রমত্তশ্চ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥
সায়ং প্রাতশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং ভোজ্যার্থং সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আচম্য প্রযতো নিত্যং ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্ ॥
ছত্রঞ্চোপানহঞ্চৈব গন্ধমাল্যাদি বর্জ্জয়েৎ।
নৃত্যগীতমথালাপং মৈথুনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
হস্ত্যশ্বারোহণঞ্চৈব সংত্যজেৎ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
সন্ধ্যোপাস্তিং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মচারী ব্রতস্থিতঃ ॥
অভিবাদ্য গুরোঃ পাদৌ সন্ধ্যাকর্ম্মাবসানতঃ।
তথা যোগং প্রকুর্ব্বীত মাতাপিত্রোশ্চ ভক্তিতঃ ॥
এতেষু ত্রিষু নষ্টেষু নষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
এতেষাং শাসনে তিষ্ঠেদ্‌ব্রহ্মচারী বিমৎসরঃ ॥
অধীত্য চ গুরো র্বেদান্ বেদৌ বা বেদমেব বা।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ সংযমী গ্রামমাবসেৎ ॥
যস্যৈতানি সুগুপ্তানি জিহ্বোপস্থোদরং করঃ।
সংন্যাসসময়ং কৃত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যয়া ॥
তস্মিন্নেব নয়েৎ কালমাচার্য্যো যাবদায়ুষম্।
তদভাবে চ তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে বাথবা কুলে ॥
ন বিবাহো ন সংন্যাসো নৈষ্ঠিকস্য বিধীয়তে ॥
ইমং যোবিধিমাস্থায় ত্যজেদ্দেহমতন্দ্রিতঃ।
নেহ ভূয়োঽপি জায়েত ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ ॥

যো ব্রহ্মচারী বিধিনা সমাহিত-
শ্চরেৎ পৃথিব্যাং গুরুসেবনে রতঃ।
সম্প্রাপ্য বিদ্যামতিদুর্লভাং শিবাং
ফলঞ্চ তস্যাঃ সুলভং তু বিন্দতি॥

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

গৃহীতবেদাধ্যয়নঃ শ্রুতশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অসমানার্ষগোত্রাং হি কন্যাং সভ্রাতৃকাং শুভাম্॥
সর্ব্বাবয়বসংপূর্ণাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ।
ব্রাহ্মেণ বিধিনা কুর্য্যাৎ প্রশস্তেন দ্বিজোত্তমঃ॥
তথান্যে বহবঃ প্রোক্তা বিবাহা বর্ণধর্ম্মতঃ।
ঔপাসনঞ্চ বিধিবদাহৃত্য দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ সর্ব্বকালমতন্দ্রিতঃ।
স্নানং কার্য্যং ততোনিত্যং দন্তধাবনপূর্ব্বকম্॥
উষঃকালে সমুত্থায় কৃতশৌচো যথাবিধি।
মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রয়তো নরঃ॥
তস্মাচ্ছুষ্কমথার্দ্রং বা ভক্ষয়েদ্দন্তকাষ্ঠকম্।
করঞ্জং খাদিরং বাপি কদম্বং কুরবং তথা॥
সপ্তপর্ণপ্রশ্নিপর্ণীজম্বনিম্বং তথৈব চ।
অপামার্গঞ্চ বিল্বঞ্চার্কঞ্চোড়ুম্বরমেব চ॥
এতে প্রশস্তাঃ কথিতা দন্তধাবনকর্ম্মণি।
দন্তকাষ্ঠস্য ভক্ষশ্চ সমাসেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সর্ব্বে কণ্টকিনঃ পুণ্যাঃ ক্ষীরিণশ্চ যশস্বিনঃ।
অষ্টাঙ্গুলেন মানেন দন্তকাষ্ঠমিহোচ্যতে।
প্রাদেশমাত্রমথবা তেন দন্তান্ বিশোধয়েৎ॥
প্রতিপৎপর্ব্বষষ্ঠীষু নবম্যাঞ্চৈব সত্তমাঃ।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগাদ্দহত্যাসপ্তমং কুলম্।
অভাবে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধদিনেষু চ।
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধিং সমাচরেৎ॥
স্নাত্বা মন্ত্রবদাচম্য পুনরাচমনং চরেৎ।
মন্ত্রবৎ প্রোক্ষ্য চাত্মানং প্রক্ষিপেদুদকাঞ্জলিম্
আদিত্যেন সহ প্রাতর্মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ।
যুধ্যন্তি বরদানেন ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥
উদকাঞ্জলিনিঃক্ষেপা
গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতাঃ।
নিঘ্নন্তি রাক্ষসান্ সর্ব্বান্
মন্দেহাখ্যান্ দ্বিজেরিতাঃ॥
ততঃ প্রয়াতি সবিতাব্রাহ্মণৈরভিরক্ষিতঃ।
মরীচ্যাদৈর্মহাভাগৈঃ সনকাদৈশ্চ যোগিভিঃ॥
তস্মান্ন লঙ্ঘয়েৎ সন্ধ্যাং সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
উল্লঙ্ঘয়তি যো মোহাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥
সায়ং মন্ত্রবদাচম্য প্রোক্ষ্য সূর্য্যস্য চাঞ্জলিম্।
দত্ত্বা প্রদক্ষিণং কুর্য্যাজ্জলং স্পৃষ্ট্বা বিশুধ্যতি॥
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি।
গায়ত্রীমভ্যসেত্তাবদ্ যাবদাদিত্যদর্শনাৎ॥
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং সাদিত্যাঞ্চ যথাবিধি।
গায়ত্রীমভ্যসেত্তাবদ্যাবত্তারা ন পশ্যতি॥
ততশ্চাবসথং প্রাপ্য কৃত্বা হোমং স্বয়ং বুধঃ।
সঞ্চিন্ত্য পোষ্যবর্গস্য ভরণার্থং বিচক্ষণঃ॥
ততঃ শিষ্যহিতার্থায় স্বাধ্যায়ং কিঞ্চিদাচরেৎ
ঈশ্বরঞ্চৈব কার্য্যার্থমভিগচ্ছেদ্দ্বিজোত্তমঃ॥
কুশপুষ্পেন্ধনাদীনি গত্বা দূরং সমাহরেৎ।
ততো মাধ্যাহ্নিকং কুর্য্যাচ্ছুচৌ দেশে মনোরমে॥
বিধিং তস্য প্রবক্ষ্যামি সমাসাৎ পাপনাশনম্।
স্নাত্বায়েন বিধানেন মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ।
স্নানার্থং মৃদমানীয় শুদ্ধাক্ষততিলৈঃ সহ।
সুমনাশ্চ ততো গচ্ছেন্নদীং শুদ্ধজলাবিকাম্॥
নদ্যাং তু বিদ্যমানায়াং ন স্নায়াদন্যবারিণি।
ন স্নায়াদল্পতোয়েষু বিদ্যমানে বহূদকে॥
সরিদ্বরং নদীস্নানং প্রতিস্রোতঃস্থিতশ্চরেৎ।
তড়াগাদিষু তোয়েষু স্নায়াচ্চ তদভাবতঃ॥
শুচিদেশং সমভ্যুক্ষ্য স্থাপয়েৎ সকলাম্বরম্।
মৃত্তোয়েন স্বকং দেহং লিম্পেৎ প্রক্ষাল্য যত্নতঃ॥
স্নানাদিকঞ্চ সংপ্রাপ্য কুর্য্যাদাচমনং বুধঃ।
সোঽন্তর্জ্জলং প্রবিশ্যাথ বাগ্‌যতো নিয়মেন হি।
হরিং সংস্মৃত্য মনসা মজ্জয়েচ্চোরুমজ্জলে॥
ততস্তীরং সমাসাদ্য আচম্যাপঃ সমন্ততঃ।
প্রোক্ষয়েদ্বারুণৈর্মন্ত্রৈঃ পাবমানীভিরেব চ॥
কুশাগ্রকৃততোয়েন প্রোক্ষ্যাত্মানং প্রযত্নতঃ।
স্যোনাপৃথিবীতিমৃদগাত্রে ইদং বিষ্ণুরিতি দ্বিজাঃ॥
ততো নারায়ণং দেবং সংস্মরেৎ প্রতিমজ্জনম্।
নিমজ্জ্যান্তর্জ্জলে সম্যক্ ক্রিয়তে চাঘমর্ষণম্॥
স্নাত্বাঽক্ষততিলৈস্তদ্বদ্দেবর্ষিপিতৃভিঃ সহ।
তর্পয়িত্বা জলং তস্মান্নিষ্পীড্য চ সমাহিতঃ॥
জলতীরং সমাসাদ্য তত্র শুক্লে চ বাসসী।
পরিধায়োত্তরীয়ঞ্চ কুর্য্যাৎ কেশান্ন ধূনয়েৎ॥
ন রক্তমুল্বণং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্যতে।

মলাক্তং গন্ধহীনঞ্চ বর্জ্জয়েদম্বরং বুধঃ ॥
ততঃ প্রক্ষালয়েৎ পাদৌ মৃত্তোয়েন বিচক্ষণঃ।
দক্ষিণন্তু করং কৃত্বা গোকর্ণাকৃতিবৎ পুনঃ॥
ত্রিঃ পিবেদীক্ষিতং তোয়মাস্যং দ্বিঃপরিমার্জ্জয়েৎ
পাদৌ শিরস্ততোঽভ্যুক্ষ্য ত্রিভিরাস্যমুপস্পৃশেৎ॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুষী সমুপস্পৃশেৎ।
তথৈব পঞ্চভির্মূর্দ্ধ্নি স্পৃশেদেবং সমাহিতঃ॥
অনেন বিধিনাচম্য ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধমানসঃ।
কুর্ব্বীত দর্ভপাণিস্তূদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখোঽপি বা॥
প্রাণায়ামত্রয়ং ধীমান্ যথান্যায়মতন্দ্রিতঃ।
জপযজ্ঞং ততঃ কুর্য্যাদ্গায়ত্রীং বেদমাতরম্॥
ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাত্তস্য তত্ত্বং নিবোধত।
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধাকৃতিঃ॥
ত্রয়াণামপি যজ্ঞানাং শ্রেষ্ঠঃ স্যাদুত্তরোত্তরঃ॥
যদুচ্চনীচোচ্চরিতৈঃ শব্দৈঃ স্পষ্টপদাক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ বাচা জপযজ্ঞস্তু বাচিকঃ॥
শনৈরুচ্চারয়ন্মন্ত্রং কিঞ্চিদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ।
কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যঃ স্যাৎ স উপাংশুর্জপঃ স্মৃতঃ॥
ধিয়া পদাক্ষরশ্রেণ্যা অবর্ণমপদাক্ষরম্।
শব্দার্থচিন্তনাভ্যান্তু তদুক্তং মানসং স্মৃতম্॥
জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি।
প্রসন্নে বিপুলান্ গোত্রান্ প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ॥
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ মহাসর্পাশ্চ ভীষণাঃ।
জপিতান্নোপসর্পন্তি দূরাদেব প্রযান্তি তে॥
ছন্দ ঋষ্যাদি বিজ্ঞায় জপেন্মন্ত্রমতন্দ্রিতঃ।
জপেদহরহর্জ্ঞাত্বা গায়ত্রীং মনসা দ্বিজঃ॥
সহস্র-পরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্।
গায়ত্রীং যো জপেন্নিত্যং স ন পাপেন লিপ্যতে॥
অথ পুষ্পাঞ্জলিং কৃত্বা ভানবে চোর্দ্ধবাহুকঃ।
উদুত্যঞ্চ জপেৎ সূক্তং তচ্চক্ষুরিতি চাপরম্॥
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য নমস্কুর্য্যাদ্দিবাকরম্।
ততস্তীর্থেন দেবাদীনদ্ভিঃ সন্তর্পয়েদ্দ্বিজঃ॥
স্নানবস্ত্রন্তু নিষ্পীড্য পুনরাচমনং চরেৎ।
তদ্বদ্ভক্তজনস্যেহ স্নানং দানং প্রকীর্ত্তিতম্॥
দর্ভাসীনো দর্ভপাণির্ব্রহ্মযজ্ঞবিধানতঃ।
প্রাঙ্মুখো ব্রহ্মযজ্ঞং তু কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
ততোঽর্ঘ্যং ভানবে দদ্যাত্তিলপুষ্পাক্ষতান্বিতম্।
উত্থায় মূর্দ্ধপর্য্যন্তং হংসঃ শুচিসদিত্যৃচা॥
ততো দেবং নমস্কৃত্য গৃহং গচ্ছেত্ততঃ পুনঃ।
বিধিনা পুরুষসূক্তস্য গত্বা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ॥

বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাদ্বলিকর্ম্মবিধানতঃ।
গোদোহমাত্রমাকাঙ্ক্ষেদতিথিং প্রতি বৈ গৃহী॥
অদৃষ্টপূর্ব্বমজ্ঞাতমতিথিং প্রাপ্তমর্চ্চয়েৎ।
স্বাগতাসনদানেন প্রত্যুত্থানেন চাম্বুনা॥
স্বাগতেনাগ্নয়স্তুষ্টা ভবন্তি গৃহমেধিনঃ।
আসনেন তু দত্তেন প্রীতো ভবতি দেবরাট্॥
পাদশৌচেন পিতরঃ প্রীতিমায়ান্তি দুর্লভাম্।
অন্নদানেন যুক্তেন তৃপ্যতে হি প্রজাপতিঃ॥
তস্মাদতিথয়ে কার্য্যং পূজনং গৃহমেধিনা।
ভক্ত্যা চ শক্তিতো নিত্যং বিষ্ণোরর্চ্চাদনন্তরম্।
ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাৎ পরিব্রাড়্ব্রহ্মচারিণে॥
অকল্পিতান্নামুদ্ধৃত্য সব্যঞ্জনসমন্বিতাম্।
অকৃতে বৈশ্বদেবেঽপি ভিক্ষৌ চ গৃহমাগতে।
উদ্ধৃত্য বৈশ্বদেবার্থং ভিক্ষাং দত্ত্বা বিসর্জ্জয়েৎ॥
বৈশ্বদেবকৃতান্ দোষাঞ্চক্তো ভিক্ষুর্ব্যপোহিতুম্।
নহি ভিক্ষুকৃতান্ দোষান্ বৈশ্বদেবো ব্যপোহতি॥
তস্মাৎ প্রাপ্তায় যতয়ে ভিক্ষাং দদ্যাৎ সমাহিতঃ।
বিষ্ণুরেব যতিচ্ছায়েতি নিশ্চিত্য ভাবয়েৎ॥
সুবাসিনীং কুমারীঞ্চ ভোজয়িত্বা নরানপি।
বালবৃদ্ধাংস্ততঃ শেষং স্বয়ং ভুঞ্জীত বা গৃহী॥
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি মৌনী চ মিতভাষকঃ
অন্নমাদৌ নমস্কৃত্য প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥
এবং প্রাণাহুতিং কুর্য্যান্মন্ত্রেণ চ পৃথক্ পৃথক্।
ততঃ স্বাদুকরান্নঞ্চ ভুঞ্জীত সুসমাহিতঃ॥
আচম্য দেবতামিষ্টাং সংস্মরন্নুদরং স্পৃশেৎ।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং কঞ্চিৎ কালং নয়েদ্বুধঃ॥
ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত বহির্গত্বা বিধানতঃ।
কৃতহোমস্তু ভুঞ্জীত রাত্রৌ চাতিথিভোজনম্॥
সায়ং প্রাতর্দ্বিজাতীনামশনং শ্রুতিচোদিতম্।
নান্তরাভোজনং কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমোবিধিঃ॥
শিষ্যানধ্যাপয়েচ্চাপি অনধ্যায়ে বিসর্জ্জয়েৎ।
স্মৃত্যুক্তানখিলাংশ্চাপি পুরাণোক্তানপি দ্বিজঃ॥
মহানবম্যাং দ্বাদশ্যাং ভরণ্যামপি পর্ব্বসু।
তথাক্ষয়তৃতীয়ায়াং শিষ্যান্নাধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
মাঘমাসে তু সপ্তম্যাং রথ্যাখ্যায়াং তু বর্জ্জয়েৎ॥
অধ্যাপনং সমভ্যঞ্জন্ স্নানকালে চ বর্জ্জয়েৎ॥
নীয়মানং শবং দৃষ্ট্বা মহীস্থং বা দ্বিজোত্তমাঃ।
ন পঠেদ্রুদিতং শ্রুত্বা সন্ধ্যায়াং তু দ্বিজোত্তমঃ॥
দানানি চ প্রদেয়ানি গৃহস্থেন দ্বিজোত্তমাঃ।
হিরণ্যদানং গোদানং পৃথিবীদানমেব চ॥

এবং ধর্ম্মো গৃহস্থস্য সারভূত উদাহৃতঃ।
যএবং শ্রদ্ধয়া কুর্য্যাৎ স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্॥
জ্ঞানোৎকর্ষশ্চ তস্য স্যান্নারসিংহপ্রসাদতঃ।
তস্মান্মুক্তিমবাপ্নোতি ব্রাহ্মণো.দ্বিজসত্তমাঃ॥

এবং হি বিপ্রাঃ কথিতো ময়া
বঃ সমাসতঃ শাশ্বতধর্ম্মরাশিঃ।
গৃহী গৃহস্থস্য সতোহি ধর্ম্মং
কুর্ব্বন্ প্রযত্নাদ্ধরিমেতি যুক্তম্॥

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বানপ্রস্থস্য সত্তমাঃ।
ধর্ম্মাশ্রমং মহাভাগাঃ কথ্যমানং নিবোধত॥
গৃহস্থঃ পুত্রপৌত্রাদীন্ দৃষ্ট্বা পলিতমাত্মনঃ।
ভার্য্যাং পুত্রেষু নিঃক্ষিপ্য সহ বা প্রবিশেদ্বনম্॥
নখরোমাণি চ তথা সিতগাত্রত্বগাদি চ।
ধারয়ন্ জুহুয়াদগ্নিং বনস্থোবিধিমাশ্রিতঃ॥
ধান্যৈশ্চ বনসংভূতৈর্নীবারাদ্যৈরনিন্দিতৈঃ।
শাকমূলফলৈর্ব্বাপি কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ॥
ত্রিকালস্নানযুক্তস্তু কুর্য্যাত্তীব্রং তপস্তদা।
পক্ষান্তে বা সমশ্নীয়ান্মাসান্তে বা স্বপকভুক্॥
যথা চতুর্থকালে তু ভুঞ্জীয়াদষ্টমেঽথবা।
ষষ্ঠে চ কালেঽপ্যথবা বায়ুভক্ষোঽথবা ভবেৎ॥
ঘর্ম্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থস্তথা বর্ষে নিরাশ্রয়ঃ।
হেমন্তে চ জলে স্থিত্বা নয়েৎ কালং তপশ্চরন্॥
এবঞ্চ কুর্ব্বতা যেন কৃতবুদ্ধির্যথাক্রমম্।
অগ্নিং স্বাত্মনি কৃত্বা তু প্রব্রজেদুত্তরাং দিশম্॥
আদেহপাতং বনগো মৌনমাস্থায় তাপসঃ।
স্মরন্নতীন্দ্রিয়ং ব্রহ্ম ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

তপোহি যঃ সেবতি বন্যবাসঃ
সমাধিযুক্তঃ প্রযতান্তরাত্মা।
বিমুক্তপাপো বিমলঃ প্রশান্তঃ
সযাতি দিব্যং পুরুষং পুরাণম্॥

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি চতুর্থাশ্রমমুত্তমম্।
শ্রদ্ধয়া তদনুষ্ঠায় তিষ্ঠন্মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
এবং বনাশ্রমে তিষ্ঠন্ পাতয়ংশ্চৈব কিল্বিষম্।
চতুর্থমাশ্রমং গচ্ছেৎ সংন্যাসবিধিনা দ্বিজঃ॥
দত্ত্বা পিতৃভ্যো দেবেভ্যো মানুষেভ্যশ্চ যত্নতঃ।
দত্ত্বা শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যশ্চ মানুষেভ্য স্তথাত্মনঃ॥
ইষ্টিং বৈশ্বানরীং কৃত্বা প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
অগ্নিং স্বাত্মনি সংরোপ্য মন্ত্রবিৎ প্রব্রজেৎ পুনঃ॥
ততঃ প্রভৃতি পুত্রাদৌ স্নেহালাপাদি বর্জ্জয়েৎ।
বন্ধূনামভয়ং দদ্যাৎ সর্ব্বভূতাভয়ং তথা॥
ত্রিদণ্ডং বৈণবং সম্যক্ সন্ততং সমপর্ব্বকম্।
বেষ্টিতং কৃষ্ণগোবালরজ্জুমচ্চতুরঙ্গুলম্॥
শৌচার্থং মানসার্থঞ্চ মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্।
কৌপীনাচ্ছাদনং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্॥
পাদুকে চাপি গৃহ্লীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্।
এতানি তস্য লিঙ্গানি যতেঃ প্রোক্তানি সর্ব্বদা॥
সংগৃহ্য কৃতসংন্যাসো গত্বা তীর্থমনুত্তমম্।
স্নাত্বাচম্য চ বিধিবদ্বস্ত্রপূতেন বারিণা॥
তর্পয়িত্বা তু দেবাংশ্চ মন্ত্রবদ্ভাস্করং নমেৎ।
আত্মনঃ প্রাঙ্মুখো মৌনী প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ॥
গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা ধ্যায়েৎ পরংপদম্॥
স্থিত্যর্থমাত্মনোনিত্যং ভিক্ষাটনমথাচরেৎ।
সায়ংকালে তু বিপ্রাণাং গৃহাণ্যভ্যবপদ্য তু।
সম্যগ্ যাচেচ্চ কবলং দক্ষিণেন করেণ বৈ॥
পাত্রং বামকরে স্থাপ্য দক্ষিণেন তু শেষয়েৎ।
যাবতান্নেন তৃপ্তিঃ স্যাত্তাবদ্ভৈক্ষং সমাচরেৎ॥
ততোনিবৃত্য তৎপাত্রং সংস্থাপ্যান্যত্র সংযমী।
চতুর্ভিরঙ্গুলৈশ্ছাদ্য গ্রাসমাত্রং সমাহিতঃ॥
সর্ব্বব্যঞ্জনসংযুক্তং পৃথক্ পাত্রে নিযোজয়েৎ।
সূর্য্যাদিভূতদেবেভ্যো দত্ত্বা সংপ্রোক্ষ্য বারিণা।
ভুঞ্জীত পাত্রপুটকে পাত্রে বাবভ্যতো যতিঃ॥
বটকাশ্বত্থপর্ণেষু কুম্ভীতৈন্দুকপাত্রকে।
কোবিদারকদম্বেষু ন ভুঞ্জীয়াৎ কদাচন॥
মলাক্তাঃ সর্ব্ব উচ্যন্তে যতয়ঃ কাংস্যভোজিনঃ॥
কাংস্যভাণ্ডেষু যৎ পাকো গৃহস্থস্য তথৈব চ।
কাংস্যেভোজয়তঃসর্ব্বং কিল্বিষংপ্রাপ্নুয়াত্তয়োঃ॥
ভুক্ত্বা পাত্রে যতির্নিত্যং ক্ষালয়েন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
ন দুষ্যতে চ তৎপাত্রং যজ্ঞেষু চমসাইব॥
অথাচম্য নিদিধ্যাস্য উপতিষ্ঠেত ভাস্করম্।

জপধ্যানেতিহাসৈশ্চ দিনশেষং নয়েদ্বুধঃ ॥
কৃতসন্ধ্যস্ততো রাত্রিং নয়েদ্দেবগৃহাদিষু।
হৃৎপুণ্ডরীকনিলয়ে ধ্যায়েদাত্মানমব্যয়ম্ ॥
যদি ধর্ম্মরতিঃ শান্তঃ সর্ব্বভূতসমো বশী।
প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং যৎপ্রাপ্য ন নিবর্ত্ততে ॥
ত্রিদণ্ডভৃদ্‌যোহি পৃথক্ সমাচরে-
চ্ছনৈঃ শনৈর্যস্তু বহির্ম্মুখাক্ষঃ।
সংমুচ্য সংসারসমস্তবন্ধনাৎ
সযাতি বিষ্ণোরমৃতাত্মনঃ পদম্ ॥
ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ কথিতং ধর্ম্মলক্ষণম্।
যেন স্বর্গাপবর্গঞ্চ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥
যোগশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপাৎ সারমুত্তমম্।
যস্য চ শ্রবণাদ্‌যান্তি মোক্ষঞ্চৈব মুমুক্ষবঃ ॥
যোগাভ্যাসবলেনৈব নশ্যেয়ুঃ পাতকানি তু!
তস্মাদ্‌যোগপরো ভূত্বা ধ্যায়েন্নিত্যং ক্রিয়াপরঃ ॥
প্রাণায়ামেন বচনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্।
ধারণাভির্ব্বশে কৃত্বা পূর্ব্বং দুর্দ্ধর্ষণং মনঃ ॥
একাকারমনা মন্দং বুধরূপমনাময়ম্।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং ধ্যায়েৎ জগদাধারমুচ্যতে ॥
আত্মানং বহিরন্তস্থং শুদ্ধচামীকরপ্রভম্।
রহস্যেকান্তমাসীনো ধ্যায়েদামরণান্তিকম্ ॥
যৎসর্ব্বপ্রাণি হৃদয়ং সর্ব্বেষাঞ্চ হৃদি স্থিতম্।
যচ্চ সর্ব্বজনৈর্জ্ঞেয়ংসোঽহমস্মীতি চিন্তয়েৎ ॥
আত্মলাভসুখং যাবত্তপোধ্যানমুদীরিতম্।
শ্রুতিস্মৃত্যাদিকং ধর্ম্মং তদ্বিরুদ্ধং ন চাচরেৎ ॥
যথা রথোঽশ্বহীনস্তু যথাশ্বো রথিহীনকঃ।
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ সংযুতং ভৈষজং ভবেৎ ॥
যথান্নং মধুসংযুক্তম্ মধুবান্নেন সংযুতম্।
উভাভ্যামপি পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
বিদ্যাতপোভ্যাং সম্পন্নোব্রাহ্মণোযোগতৎপরঃ ॥
দেহদ্বয়ং বিহায়াশু মুক্তো ভবতি বন্ধনাৎ।
ন তথা ক্ষীণদেহস্য বিনাশো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥
ময়া তে কথিতঃ সর্ব্বো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
সঙ্ক্ষেপেণ দ্বিজশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মস্তেষাং সনাতনঃ ॥
শ্রুত্বৈবং মুনয়ো ধর্ম্মং স্বর্গমোক্ষফলপ্রদম্।
প্রণম্য তমৃষিং জগ্মুর্ম্মুদিতাঃ স্বং স্বমাশ্রমম্ ॥

মার্কণ্ডেয়ঃ।

ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং সর্ব্বং হারীতমুখনিঃসৃতম্।
অধীত্য কুরুতে ধর্ম্মং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
ব্রাহ্মণস্য তু যৎ কর্ম্ম কথিতং বাহুজস্য চ।
ঊরুজস্যাপি যৎ কর্ম্ম কথিতং পাদজস্য চ।
অন্যথা বর্ত্তমানস্তু সদ্যঃ পততি জাতিতঃ ॥
যো যস্যাভিহিতো ধর্ম্মঃ স তু তস্য তথৈব চ।
তস্মাৎ স্বধর্ম্মং কুর্ব্বীত দ্বিজো নিত্যমনাপদি ॥
বর্ণাশ্চত্বারো রাজেন্দ্র চত্বারশ্চাপি চাশ্রমাঃ ॥
স্বধর্ম্মং যে তু তিষ্ঠন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্।
স্বধর্ম্মেণ যথা নৃণাং নারসিংহঃ প্রসীদতি।
ন তুষ্যতি তথান্যেন কর্ম্মণা মধুসূদনঃ ॥
অতঃ কুর্ব্বন্নিজং কর্ম্ম যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
সহস্রানীকদেবেশং নারসিংহঞ্চ সালয়ম্ ॥
উৎপন্নবৈরাগ্যবলেন যোগী
ধ্যায়েৎ পরং ব্রহ্ম সদা ক্রিয়াবান্।
সত্যং সুখং রূপমনন্তমাদ্যং
বিহায় দেহং পদমেতি বিষ্ণোঃ ॥
ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

হারীত সংহিতা সম্পূর্ণা।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

ভগবদ্‌-যাজ্ঞবল্ক্য-মহর্ষি

প্রণীতা।

কলিকাতা,

৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্।
বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ॥ ১
মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্রঃ ক্ষণং ধ্যাত্বাব্রবীন্মুনীন্।
যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণ স্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত॥২
পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥ ৩
মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী॥ ৪
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ॥ ৫
দেশকাল উপায়েন দ্রব্যং শ্রদ্ধা সমন্বিতম্।
পাত্রে প্রদীয়তে যত্তৎ সকলং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ৬
শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্॥ ৭
ইজ্যাচারদমাহিংসাদানং স্বাধ্যায়কর্ম্ম চ।
অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মোযদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্॥ ৮
চত্বারো বেদধর্ম্মজ্ঞাঃ পর্ষত্ত্রৈবিদ্যমেব বা।
সা ব্রূতে যং স ধর্ম্মঃস্যাদেকো বাধ্যাত্মবিত্তমঃ॥৯
ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়বিট্ শূদ্রা বর্ণাস্ত্বাদ্যাস্ত্রয়ো দ্বিজাঃ।
নিষেকাদি শ্মশানান্তাস্তেষাংবৈমন্ত্রতঃক্রিয়াঃ॥১০
গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম চ॥ ১১
অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্॥১২
এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভ সমুদ্ভবম্।
তূষ্ণীমেতাঃ ক্রিয়াঃ স্ত্রীণাং বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ॥১৩
গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলম্॥১৪
উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বকম্।
বেদমধ্যাপয়েদেনং শৌচাচারাংশ্চ শিক্ষয়েৎ॥১৫
দিবা সন্ধ্যাসু কর্ণস্থব্রহ্মসূত্র উদঙ্মুখঃ।
কুর্য্যান্মূত্রপুরীষে তু রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ॥ ১৬
গৃহীতশিশ্নশ্চোত্থায় মৃদ্ভিরভ্যুদ্ধৃতৈর্জ্জলৈঃ।
গন্ধলেপক্ষয়করং কুর্য্যাচ্ছৌচমতন্দ্রিতঃ॥ ১৭
অন্তর্জানুঃ শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ॥১৮
কনিষ্ঠাদেশিন্যঙ্গুষ্ঠমূল্যান্যাগ্রং করস্য চ।
প্রজাপতি পিতৃব্রহ্মদেবতীর্থান্যনুক্রমাৎ॥ ১৯
ত্রিঃপ্রাশ্যাপোদ্বিরুন্মৃজ্যখান্যদ্ভিঃ সমুপস্পৃশেৎ।
অদ্ভিস্তু প্রকৃতিস্থাভির্হীনাভিঃ ফেনবুদ্‌বুদৈঃ॥২০
হৃৎকণ্ঠতালুগাভিস্তু যথা সংখ্যং দ্বিজাতয়ঃ।
শুধ্যেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎস্পৃষ্টাভিরন্ততঃ॥ ২১
স্নানমব্দৈবতৈর্ম্মন্ত্রৈ র্মার্জ্জনং প্রাণসংযমঃ।
সূর্য্যস্য চাপ্যুপস্থানং গায়ত্র্যাঃ প্রত্যহং জপঃ॥২২
গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং জপেদ্ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
প্রতিপ্রণবসংযুক্তাং ত্রিরয়ং প্রাণসংযমঃ॥ ২৩
প্রাণানায়ম্য সম্প্রোক্ষ্য ত্র্যৃচেনাব্দৈবতেন তু।
জপন্নাসীত সাবিত্রীং প্রত্যগাতারকোদয়াৎ॥২৪
সন্ধ্যাং প্রাক্প্রাতরেবহ তিষ্ঠে দাসূর্য্যদর্শনাৎ॥
অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যাৎসন্ধ্যয়োরুভয়োরপি॥২৫
ততোঽভিবাদয়েদ্বৃদ্ধানসাবহমিতিব্রুবন্।
গুরুঞ্চৈবাপ্যুপাসীত স্বাধ্যায়ার্থং সমাহিতঃ॥২৬
আহূতশ্চাপ্যধীয়ীত লব্ধং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
হিতং চাস্যাচরেন্নিত্যং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ॥২৭
কৃতজ্ঞাদ্রোহিমেধাবিশুচিকল্যাণসূচকাঃ।
অধ্যাপ্যা ধর্ম্মতঃ সাধুশক্তাপ্তজ্ঞানবিত্তদাঃ॥ ২৮
দণ্ডাজিনোপবীতানি মেখলাঞ্চৈব ধারয়েৎ।
ব্রাহ্মণেষু চরেদ্ভৈক্ষমনিন্দ্যেষ্বাত্মবৃত্তয়ে॥ ২৯
আদিমধ্যাবসানেষু ভবচ্ছব্দোপলক্ষিতা।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভৈক্ষচর্য্যা যথাক্রমম্॥ ৩০

কৃতাগ্নিকার্য্যোভুঞ্জীত বাগ্যতোগুর্ব্বনুজ্ঞয়া।
আপোশানক্রিয়া পূর্ব্বং সৎকৃত্বান্নমকুৎসয়ন্ ॥৩১
ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতোনৈকমন্নমদ্যাদনাপদি।
ব্রাহ্মণঃ কামমশ্নীয়াচ্ছ্রাদ্ধে ব্রতমপীড়য়ন্ ॥ ৩২
মধুমাংসাঞ্জনোচ্ছিষ্টশুক্তস্ত্রীপ্রাণিহিংসনম্।
ভাস্করালোকনাশ্লীলপরিবাদাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৩
স গুরুর্যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ ॥ ৩৪
একদেশমুপাধ্যায়ঋত্বিগ্যজ্ঞকৃদুচ্যতে।
এতে মান্যা যথাপূর্ব্বমেভ্যোমাতা গরীয়সী ॥ ৩৫
প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্য্যং দ্বাদশাব্দানি পঞ্চ বা।
গ্রহণান্তিকমিত্যেকে কেশান্তশ্চৈব ষোড়শে ॥ ৩৬
আ ষোড়শাব্দাদ্দাবিংশাচ্চতুর্বিংশাচ্চ বৎসরাৎ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং কালঔপনায়নিকঃ পরঃ ॥ ৩৭
অত ঊর্দ্ধং পরস্বেতে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতাব্রাত্যাব্রাত্যস্তোমাদৃতেক্রতোঃ॥৩৮
মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯
যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানাং চৈব কর্ম্মণাম্।
বেদএব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ ॥ ৪০
মধুনা পয়সা চৈব স দেবাং স্তর্পয়েদ্দ্বিজঃ।
পিতৃংশ্চ মধুসর্পির্ভ্যামৃচোঽধীতে তু যোঽন্বহম্৪১
যজূংষিশক্তিতোঽধীতেযোঽন্বহং স ঘৃতামৃতৈঃ।
প্রীণাতি দেবানাজ্যেন মধুনা চ পিতৄংস্তথা ॥৪২
স তু সোমঘৃতৈর্দ্দেবাং স্তর্পয়েদ্যোঽন্বহং পঠেৎ।
সামানি তৃপ্তিং কুর্য্যাচ্চ পিতৄণাং মধুসর্পিষা ॥ ৪৩
মেদসা তর্পয়েদ্দেবানথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পঠন্।
পিতৄংশ্চ মধুসর্পির্ভ্যামন্বহং শক্তিতোদ্বিজঃ ॥ ৪৪
বাকোবাক্যং পুরাণঞ্চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসাংস্তথাবিদ্যাংর্যোঽধীতেশক্তিতোঽন্বহম্॥
মাংসক্ষীরৌদনমধুতর্পণং স দিবৌকসাম্।
করোতি তৃপ্তিঞ্চ তথা পিতৄণাং মধুসর্পিষা ॥ ৪৬
তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যে নং সর্ব্বকাম ফলৈঃ শুভৈঃ।
যং যং ক্রতুমধীয়েত তস্য তস্যাপ্নুয়াৎ ফলম্ ॥৪৭
ত্রির্ব্বিত্তপূর্ণ পৃথিবীদানস্য ফলমশ্নুতে।
তপসশ্চ পরস্যেহ নিত্যং স্বাধ্যায়বান্ দ্বিজঃ ॥৪৮
নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যসন্নিধৌ।
তদভাবেহস্যতনয়েপত্ন্যাংবৈশ্বানরেঽপি বা ॥৪৯
অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ন্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি নচেহ জায়তে পুনঃ ॥ ৫০

গুরবে তু বরং দত্ত্বা স্নায়ীত তদনুজ্ঞয়া।
বেদং ব্রতানি বা পারং নীত্বাপ্যুভয়মেব বা ॥৫১
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যোলক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্ ॥ ৫২
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাম্।
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ॥ ৫৩
দশপুরুষবিখ্যাতাচ্ছ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ।
স্ফীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোষ সমন্বিতাৎ ॥ ৫৪
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়োবরঃ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ৫৫
যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
ন তন্মম মতং যস্মাত্তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্ ॥ ৫৬
তিস্রোবর্ণানুপূর্ব্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং ভার্য্যাঃ স্বা শূদ্রজন্মনঃ ॥৫৭
ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিম্ ॥ ৫৮
যজ্ঞস্থায়র্ত্বিজে দৈবআদায়ার্ষস্তু গোদ্বয়ম্।
চতুর্দ্দশ প্রথমজঃ পুনাত্যুত্তরজশ্চ ষট্ ॥ ৫৯
ইত্যুক্ত্বা চরতাং ধর্ম্মং সহ যা দীয়তেঽর্থিনে।
স কায়ঃ পাবয়েত্তজ্জঃষট্ষড়্ বংশ্যান্সহাত্মনা ॥৬০
আসুরোদ্রবিণাদানাদ্গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ।
রাক্ষসোযুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ ॥ ৬১
পাণিগ্রাহঃ সবর্ণাসু গৃহ্ণীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।
বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাদ্বেদনেত্বগ্রজন্মনঃ ॥ ৬২
পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ ॥ ৬৩
অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যা মৃতাবৃতৌ।
গম্যন্ত্বভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরম্ ॥ ৬৪
সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরং স্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাচ্ছ্রেয়াংশ্চেদ্বরআব্রজেৎ ॥ ৬৫
অনাখ্যায় দদদ্দোষং দণ্ড্য উত্তমসাহসম্।
অদুষ্টাঞ্চ ত্যজন্ কন্যাং দূষয়ংশ্চ মৃষাশতম্ ॥ ৬৬
অক্ষতা বা ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।
স্বৈরিণী যা পতিং হিত্বা সবর্ণংকামতঃ শ্রয়েৎ॥৬৭
অপুত্রাং গুর্ব্বনুজ্ঞাতো দেবরঃ পুত্রকাম্যয়া।
সপিণ্ডো বা সগোত্রো বা ঘৃতাভ্যক্তঋতাবিয়াৎ৬৮
আগর্ভ সম্ভবাদ্গচ্ছেৎ পতিতস্ত্বন্যথা ভবেৎ।
অনেন বিধিনা জাতঃ ক্ষেত্রজঃ স ভবেৎ সুতঃ ৬৯
হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীম্।
পরিভূতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীম্ ॥ ৭০

সোমঃ শৌচং দদৌতাসাংগন্ধর্ব্বাশ্চশুভাংগিরম্।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যাবৈ যোষিতোহ্যতঃ॥৭১
ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে।
গর্ভভর্ত্তৃবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে॥ ৭২
সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥ ৭৩
অধিবিন্না তু ভর্ত্তব্যা মহদেনোঽন্যথা ভবেৎ।
যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে॥ ৭৪
মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি।
সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোময়া সহ॥ ৭৫
আজ্ঞাসম্পাদিনীং দক্ষাং বীরসূং প্রিয়বাদিনীম্।
ত্যজন্ দাপ্যস্তৃতীয়াংশমদ্রব্যো ভরণং স্ত্রিয়াঃ॥৭৬
স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেষধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ।
অশুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যোহি মহাপাতকদূষিতঃ॥ ৭৭
লোকানন্ত্যং দিবঃপ্রাপ্তিঃপুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃসেব্যাভর্ত্তব্যাশ্চসুরক্ষিতাঃ॥৭৮
ষোড়শর্ত্তু নিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বাণ্যাদ্যাশ্চতস্রস্তু বর্জ্জয়েৎ॥৭৯
এবং গচ্ছন্ স্ত্রিয়ংক্ষামাং মঘাংমূলঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
শস্তইন্দৌ সকৃৎ পুত্রং লক্ষণ্যং জনয়েৎ পুমান্॥৮০
যথা কামী ভবেদ্বাপি স্ত্রীণাং বরমনুস্মরন্।
স্বদারনিরতশ্চৈব স্ত্রিয়োরক্ষ্যা যতঃ স্মৃতাঃ॥ ৮১
ভর্ত্তৃভ্রাতৃপিতৃজ্ঞাতিশ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চস্ত্রিয়ঃ পূজ্যাভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥ ৮২
সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী।
কুর্য্যাচ্ছ্বশুরয়োঃ পাদবন্দনং ভর্ত্তৃতৎপরা॥ ৮৩
ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥৮৪
রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃপুত্রাস্তুবার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাংস্বাতন্ত্র্যংনকচিৎস্ত্রিয়াঃ॥৮৫
পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃশ্বশ্রূশ্বশুরমাতুলৈঃ।
হীনা ন স্যাদ্বিনা ভর্ত্রা গর্হণীয়ান্যথা ভবেৎ॥৮৬
পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তি মবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্॥৮৭
সত্যামন্যাং সবর্ণায়াং ধর্ম্মকার্য্যং ন কারয়েৎ।
সবর্ণাসু বিধৌ ধর্ম্মে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতরাঃ॥ ৮৮
দাহয়িত্বাগ্নিহোত্রেণ স্ত্রিয়ং বৃত্তবতীং পতিঃ।
আহরেদ্বিধিবদ্দারানগ্নীংশ্চৈবাবিলম্বয়ন্॥ ৮৯
সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥ ৯০

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়াণাংবিশঃস্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাংনিষাদোজাতঃ পারশবোঽপিবা॥৯১
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তরাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌসুতৌস্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাংবিন্নাস্বেষবিধিঃ স্মৃতঃ॥৯২
ব্রাহ্মণ্যাংক্ষত্রিয়াৎ সূতোবৈশ্যাদ্বৈদেহকস্তথা।
শূদ্রাজ্জাতস্তু চাণ্ডালঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ৯৩
ক্ষত্রিয়া মাগধং বৈশ্যাচ্ছূদ্রাৎ ক্ষত্তারমেব তু।
শূদ্রাদায়োগবং বৈশ্যা জনয়ামাস বৈ সুতম্॥৯৪
মাহিষ্যেণ করণ্যাস্তু রথকারঃ প্রজায়তে।
অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ॥৯৫
জাত্যুৎকর্ষোযুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপিবা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চোত্তরাধমম্॥ ৯৬
কর্ম্ম স্মার্ত্তং বিবাহাগ্নৌ কুর্ব্বীত প্রত্যহং গৃহী।
দায়কালকৃতেনাপি শ্রৌতং বৈতানিকাগ্নিষু॥ ৯৭
শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধির্দ্বিজঃ।
প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্॥ ৯৮
হুত্বাগ্নীন্ সূর্য্যদৈবত্যান্ জপেন্মন্ত্রান্ সমাহিতঃ।
বেদার্থানধিগচ্ছেচ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ॥ ৯৯
উপেয়াদীশ্বরঞ্চৈব যোগক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৄং শ্চৈবতর্পয়েদর্চ্চয়েত্তথা॥১০০
বেদাথর্ব্বপুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপযজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যর্থংবিদ্যাঞ্চাধ্যাত্মিকীঞ্জপেৎ॥১০১
বলিকর্ম্মস্বধাহোমস্বাধ্যায়াতিথিসৎক্রিয়াঃ।
ভূতপিত্রমরব্রহ্মমনুষ্যাণাং মহামখাঃ॥ ১০২
দেবেভ্যশ্চ হুতাদন্নাচ্ছেষাদ্ভূত বলিং হরেৎ।
অন্নং ভূমৌ শ্বচাণ্ডালবায়সেভ্যশ্চনিঃক্ষিপেৎ॥১০৩
অন্নং পিতৃমনুষ্যেভ্যোদেয়মপ্যন্বহং জলম্।
স্বাধ্যায়মন্বহং কুর্য্যাৎ ন পচেদন্নমাত্মনে॥ ১০৪
বালং সুবাসিনী বৃদ্ধ গুর্ভিণ্যা তুরকন্যকাঃ।
সম্ভোজ্যাতিথিভৃত্যাংশ্চদম্পত্যোঃ শেষভোজনম্॥
আপোশানেনো পরিষ্টাদধস্তাদশ্নতা তথা।
অনগ্নমমৃতঞ্চৈব কার্য্যমন্নং দ্বিজন্মনা॥ ১০৬
অতিথিত্বেন বর্ণেভ্যো দেয়ং শক্ত্যানুপূর্ব্বশঃ।
অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃসায়মপিবাগ্ভূতৃণোদকৈঃ॥৭
সৎকৃত্য ভিক্ষবে ভিক্ষা দাতব্যা স ব্রতায় চ।
ভোজয়েচ্চাগতান্ কালে সখিসম্বন্ধিবান্ধবান্॥১০৮
মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ।
সৎক্রিয়াঞ্চাসনং স্বাদু ভোজনং সূনৃতং বচঃ॥১০৯
প্রতিসম্বৎসরং ত্বর্ঘ্যাঃ স্নাতকাচার্য্যপার্থিবাঃ।
প্রিয়ো বিবাহ্যশ্চ তথা যজ্ঞং প্রত্যৃত্বিজঃ পুনঃ॥১১০

অধ্বনীনোঽতিথির্জ্ঞেয়ঃ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ।
মান্যাবেতৌ গৃহস্থস্য ব্রহ্মলোকমভীপ্সতঃ ॥ ১১১
পরপাকরুচির্ন স্যাদনিন্দ্যা মন্ত্রণাদৃতে।
বাক্‌পাণিপাদচাপল্যংবর্জয়েচ্চাতিভোজনম্ ॥১১২
অতিথিং শ্রোত্রিয়ং তৃপ্তমাসীমান্ত মনুব্রজেৎ।
অহঃশেষং সহাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ ॥ ১১৩
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং হুত্বাগ্নীং স্তানুপাস্য চ।
ভৃত্যৈঃপরিবৃতোভুক্ত্বা নাভিতৃপ্তোঽথসংবিশেৎ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় চিন্তয়েদাত্মনোহিতম্।
ধর্ম্মার্থকামান্ স্বেকালেযথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥১১৫
বিদ্যাকর্ম্মবয়োবন্ধু বিত্তৈর্ম্মান্যা যথাক্রমম্।
এতৈঃপ্রভূতৈঃশূদ্রোঽপিবার্দ্ধকে মানমর্হতি ॥১১৬
বৃদ্ধভারিনৃপস্নাতস্ত্রীরোগিবরচক্রিণাম্।
পন্থাদেয়োনৃপস্তেষাং মান্যঃ স্নাতস্ত ভূপতেঃ ॥১১৭
ইজ্যাধ্যয়নদানানি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিয়স্য চ।
প্রতিগ্রহোঽধিকোবিপ্রেযাজনাধ্যাপনেতথা ॥১১৮
প্রধানং ক্ষত্রিয়ে কর্ম্ম প্রজানাং পরিপালনম্।
কুষীদকৃষিবাণিজ্যং পাশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্ ॥১১৯
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়াঽজীবন্ বণিগ্‌ভবেৎ।
শিল্পৈর্ব্বা বিবিধৈর্জীবেদ্‌দ্বিজাতিহিতমাচরন্॥১২০
ভার্য্যারতিঃ শুচির্ভৃত্যভর্ত্তা শ্রাদ্ধক্রিয়ারতঃ।
নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ ॥ ১২১
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাংধর্ম্মসাধনম্ ॥১১২
বয়োবুদ্ধ্যর্থবাগ্বেশশ্রুতাভিজনকর্ম্মণাম্।
আচরেৎ সদৃশীং বৃত্তিমজিহ্মামশঠান্তথা ॥ ১১৩
ত্রৈবার্ষিকাধিকান্নোযঃ স তু সোমংপিবেদ্‌দ্বিজঃ
প্রাক্‌সোমিকীঃক্রিয়াঃকুর্য্যাদ্‌যস্যান্নংবার্ষিকংভবেৎ
প্রতিসম্বৎসরং সোমঃ পশুঃ প্রত্যয়নন্তথা।
কর্ত্তব্যাগ্রয়েণেষ্টিশ্চ চাতুর্ম্মাস্যানি চৈব হি ॥ ১২৫
এষামসম্ভবে কুর্য্যাদিষ্টিং বৈশ্বানরীং দ্বিজঃ।
হীনকল্পং ন কুর্ব্বীত সতি দ্রব্যেঽফল প্রদম্ ॥১২৬
চাণ্ডালো জায়তে যজ্ঞকারণাচ্ছূদ্রভিক্ষিতাৎ।
যজ্ঞার্থং লব্ধমদদদ্ভাসঃ কাকোঽপিবা ভবেৎ॥১২৭
কুশূল কুম্ভীধান্যো বা ত্রৈহিকোঽশ্বস্তনোপি বা।
জীবেদ্বাপিশিলোঞ্ছেনশ্রেয়ানেষাংপরঃপরঃ॥১২৮
ন স্বাধ্যায় বিরোধ্যর্থমীহেত ন যতস্ততঃ।
ন বিরুদ্ধ প্রসঙ্গেন সন্তোষী চ সদা ভবেৎ ॥১২৯
রাজান্তেবাসিযাজ্যেভ্যঃ সীদন্নিচ্ছেদ্ধনং ক্ষুধা।
দম্ভিহৈতুক পাষণ্ডবকবৃত্তীংশ্চ বর্জয়েৎ ॥ ১৩০

শুক্লাম্বরধরো নীচ কেশশ্মশ্রু নখঃ শুচিঃ।
ন ভার্য্যাদর্শনেঽশ্নীয়ান্নৈকবাসা ন সংস্থিতঃ ॥১৩১
ন সংশয়ং প্রপদ্যেত নাকস্মাদপ্রিয়ং বদেৎ।
নাহিতং নানৃতং চৈব ন স্তেনঃস্যান্নবার্দ্ধুষিঃ ॥১৩২
দাক্ষায়ণী ব্রহ্মসূত্রী বেণুমান্ সকমণ্ডলুঃ।
কুর্য্যাৎপ্রদক্ষিণংদেবমৃদ্‌গোবিপ্রবনস্পতীন্ ॥১৩৩
নতু মেহেন্নদীচ্ছায়াবর্ত্মগোষ্ঠাম্বুভস্মসু।
ন প্রত্যর্কাগ্নিগোসোমসন্ধ্যাম্বু স্ত্রী দ্বিজন্মনঃ ॥১৩৪
নেক্ষেতার্কং ন নগ্নাং স্ত্রীং নচ সংস্পৃষ্টমৈথুনাম্।
নচ মূত্রপুরীষং বা নাশুচীরাহুতারকাঃ ॥ ১৩৫
অয়ং মে বজ্র ইত্যেবং সর্ব্বমন্ত্রমুদীরয়ন্।
বর্ষৎস্বপ্রাবৃতোগচ্ছেৎস্বপ্যাৎপ্রত্যক্‌শিরানচ ১৩৬
ষ্ঠীবনাসৃক্‌শকৃন্মূত্ররেতাংস্যপ্সু ন নিঃক্ষিপেৎ।
পাদৌ প্রতাপয়েন্নাগ্নৌ নচৈনমভিলঙ্ঘয়েৎ ॥১৩৭
জলং পিবেন্নাঞ্জলিনা শয়ানং ন প্রবোধয়েৎ।
নাক্ষৈঃক্রীড়েন্নধর্ম্মঘ্নৈর্ব্ব্যাধিতৈর্ব্বানসংবিশেৎ১৩৮
বিরুদ্ধং বর্জ্জয়েৎ কর্ম্ম প্রেতধূমং নদীতরম্।
কেশভস্ম তুষাঙ্গার কপালেষু চ সংস্থিতিম্ ॥১৩৯
নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নাদ্বারেণ বিশেৎ ক্বচিৎ।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াল্লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ ॥ ১৪০
প্রতিগ্রহে সূনিচক্রিধ্বজিবেশ্যা নরাধিপাঃ।
দুষ্টা দশগুণং পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বাদেতে যথোত্তরম্ ॥১৪১
অধ্যায়ানানুপাকর্ম্ম শ্রাবণ্যাং শ্রবণেন বা।
হস্তে নৌষধি ভাবে বা পঞ্চম্যাং শ্রাবণস্য তু॥১৪২
পৌষমাসস্য রোহিণ্যামষ্টকায়ামথাপি বা।
জলান্তে চ্ছন্দসাং কুর্য্যাত্তদুৎসর্গবিধিং বহিঃ ॥১৪৩
ত্র্যহং প্রেতেষ্বনধ্যায়ঃ শিষ্যর্ত্বিগ্‌গুরুবন্ধুষু।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে স্বশাখাশ্রোত্রিয়েমৃতে॥১৪৪
সন্ধ্যাগর্জ্জিতনির্ঘাত ভূকম্পোল্কানিপাতনে।
সমাপ্য বেদং দ্যুনিশমারণ্যকমধীত্য চ ॥ ১৪৫
পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং রাহুসূতকে।
ঋতুসন্ধিষু ভুক্ত্বা বা শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥১৪৬
পশুমণ্ডূক নকুলমার্জ্জারশ্বাহি মূষিকৈঃ।
কৃতেঽন্তরে ত্বহোরাত্রংশক্রপাতেতথোচ্ছ্রয়ে ॥১৪৭
শ্বক্রোষ্টু গর্দ্দভোলূকসামবাণার্ত্তনিস্বনে।
অমেধ্যশবশূদ্রান্ত্যশ্মশানপতিতান্তিকে ॥ ১৪৮
দেশেঽশুচাবাত্মনি চ বিদ্যুৎস্তনিতসংপ্লবে।
ভুক্ত্বার্দ্রপাণিরম্ভোঽন্তরর্দ্ধরাত্রেঽতিমারুতে ॥ ১৪৯
পাংশুবর্ষে দিশাং দাহে সন্ধ্যানীহারভীতিষু।
ধাবতঃ পূতিগন্ধে চ শিষ্টে চ গৃহমাগতে ॥১৫০

খরোষ্ট্রযানহস্ত্যশ্বনৌ বৃক্ষে রিণরোহণে।
সপ্তত্রিংশদনধ্যায়ানেতাংস্তাৎকালিকান্বিদুঃ ৫১
দেবর্ত্বিক্স্নাতকাচার্য্যরাজ্ঞাং ছায়াং পরস্ত্রিয়াঃ।
নাক্রামেদ্রক্তবিন্মূত্রষ্ঠীবনোদ্বর্ত্তনাদি চ ॥ ১৫২
বিপ্রাহি ক্ষত্রিয়াত্মানোনাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।
আমৃত্যোঃশ্রিয়মাকাঙ্ক্ষেন্নকঞ্চিন্মর্ম্মণিস্পৃশেৎ॥১৫৩
দূরাদুচ্ছিষ্টবিন্মূত্রপাদাম্ভাংসি সমুৎসৃজেৎ।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক্ নিত্যমাচারমাচরেৎ॥১৫৪
গোব্রাহ্মণা নলান্নানিনোচ্ছিষ্টানি পদা স্পৃশেৎ।
ন নিন্দা তাড়নেকুর্য্যাৎসুতংশিষ্যঞ্চতাড়য়েৎ১৫৫
কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্নাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ।
অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্নতু॥ ১৫৬
মাতৃ পিত্রতিথি ভ্রাতৃজামি সম্বন্ধিমাতুলৈঃ।
বৃদ্ধ বালাতুরাচার্য্য বৈদ্যসংশ্রিতবান্ধবৈঃ॥ ১৫৭
ঋত্বিক্পুরোহিতাপত্য ভার্য্যাদাস সনাভিভিঃ।
বিবাদং বর্জ্জয়িত্বা তু সর্ব্বাল্লোকান্ জয়েদ্গৃহী১৫৮
পঞ্চপিণ্ডা নমুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিষু।
স্নায়ান্নদী দেবখাতগর্ত্ত প্রস্রবণেষু চ॥ ১৫৯
পরশয্যা সনোদ্যান গৃহযানানি বর্জ্জয়েৎ।
অদত্তান্যগ্নিহীনস্য নান্নমদ্যাদনাপদি॥ ১৬০
কদর্য্যবদ্ধচৌরাণাং ক্লীবরঙ্গাবতারিণাম্।
বৈণাভিশস্তবার্দ্ধুষিগণিকাগণদীক্ষিণাম্॥ ১৬১
চিকিৎসকাতুরক্রুদ্ধপুংশ্চলীমত্তবিদ্বিষাম্।
ক্রুরোগ্রপতিতব্রাত্যদাম্ভিকোচ্ছিষ্টভোজিনাম্॥
অবীরাস্ত্রীস্বর্ণকারস্ত্রীজিতগ্রামযাজিনাম্।
শস্ত্রবিক্রয়িকর্ম্মারতুন্নবায়শ্বজীবিনাম্॥ ১৬৩
নৃশংসরাজরজককৃতঘ্নবধজীবিনাম্।
চৈলধাবসুরাজীবিসহোপপতিবেশ্মনাম্॥ ১৬৪
পিশুনানৃতিনোশ্চৈব তথা চাক্রিকবন্দিনাম্।
এষামন্নং ন ভোক্তব্যং সোমবিক্রয়িণস্তথা॥১৬৫
অনর্চ্চিতম্ বৃথামাংসং কেশ কীটসমন্বিতম্।
শুক্তংপর্য্যুষিতোচ্ছিষ্টংশ্বস্পৃষ্টংপতিতেক্ষিতম্১৬৬
উদক্যাস্পৃষ্টসংঘুষ্টং পর্য্যায়ান্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
গোঘ্রাতং শকুনোচ্ছিষ্টং পদা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ॥১৬৭
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্নানাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
অন্নং পর্য্যুষিতং ভোজ্যং স্নেহাক্তং চিরসংস্থিতম্।
অস্নেহাঅপি গোধূমযবগোরস বিক্রিয়াঃ॥ ১৬৯
সন্ধিন্যনির্দ্দশাহবৎসগোঃ পয়ঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
ঔষ্ট্রমৈকশফং স্ত্রৈণমারণ্যকমথাবিকম্॥ ১৭০

দেবতার্থং হবিঃ শিগ্রুং লোহিতান্ব্রশ্চনাংস্তথা।
অনুপাকৃতমাংসানি বিড়্জানি করকাণি চ ১৭১
ক্রব্যাদ পক্ষিদাত্যূহ শুকপ্রত্যুদটিট্টিভান্।
সারসৈকশফান্ হংসান সর্ব্বাংশ্চ গ্রামবাসিনঃ॥
কোযষ্টিপ্লবচক্রাহ্ববলাকাবকবিষ্কিরান্।
বৃথাকৃষরসংযাবপায়সাপূপশষ্কুলীঃ॥ ১৭৩॥
কলবিঙ্কং সকাকোলংকুররংরজ্জুদালকম্।
জালপাদান্ খঞ্জরীটানজ্ঞাতাংশ্চ মৃগদ্বিজান্ ১৭৪
চাষাংশ্চ রক্তপাদাংশ্চ সৌনং বল্লূরমেব চ।
মৎস্যাংশ্চ কামতোজগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহংবসেৎ
পলাণ্ডুং বিড়্বরাহঞ্চচ্ছত্রাকং গ্রামকুক্কুটম্।
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥ ১৭৬
ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাগোধাকচ্ছপশল্লকাঃ।
শশশ্চ মৎস্যেষ্বপি হি সিংহতুণ্ডকরোহিতাঃ ১৭৭
তথা পাঠীনরাজীবসশল্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
অতঃ শৃণুত মাংসস্য বিধিং ভক্ষণবর্জ্জনে॥ ১৭৮
প্রাণাত্যয়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতংদ্বিজকাম্যয়া।
দেবান্পিতৄন্সমভ্যর্চ্চ্যখাদন্মাংসং ন দোষভাক্॥
বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানিদুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনাপশূন্॥ ১৮০
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বাজিমেধফলং তথা।
গৃহেঽপিনিবসন্বিপ্রোমুনির্মাংসস্যবর্জ্জনাৎ ১৮১
সৌবর্ণরাজতাজানামূর্দ্ধপাত্রগ্রহাশ্মনাম্।
শাকরজ্জুমূলফলবাসোবিদলচর্ম্মণাম্॥ ১৮২
পাত্রাণাংচমসানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধিরিষ্যতে।
চরুস্রুক্স্রুবসস্নেহপাত্রাণ্যুষ্ণেন বারিণা॥ ১৮৩
স্ফ্যশূর্পাজিনধান্যানাং মুষলোদূখলানসাম্।
প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ বহূনাং চৈব বাসসাম্ ১৮৪
তক্ষণং দারুশৃঙ্গাস্থ্নাং গোবালৈঃ ফলসম্ভুবাম্।
মার্জ্জনং যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি॥ ১৮৫
সোষৈরুদক গোমূত্রৈঃ শুধ্যত্যাবিককৌশিকম্।
সশ্রীফলৈরংশুপট্টং সারিষ্টৈঃ কুতপস্তথা॥ ১৮৬
সগৌরসর্ষপৈঃ ক্ষৌমং পুনঃপাকান্মহীময়ম্।
কারুহস্তঃশুচিঃপণ্যংভৈক্ষ্যংযোষিন্মুখস্তথা॥১৮৭
ভূশুদ্ধির্মার্জ্জনাদ্দাহাৎ কালাদ্গোক্রমণাত্তথা।
সেকাদুল্লেখনাল্লেপাৎগৃহং মার্জ্জনলেপনাৎ১৮৮
গোঘ্রাতেঽন্নে তথা কীটমক্ষিকাকেশদূষিতে।
সলিলং ভস্ম মৃদ্বারি প্রক্ষেপ্তব্যং বিশুদ্ধয়ে॥১৮৯
ত্রপুসীসকতাম্রাণাং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ।
ভস্মাদ্ভিঃকাংস্যলোহানাংশুদ্ধিঃপ্লাবোদ্রবস্য চ॥

অমেধ্যাক্তস্য মৃত্তোয়ৈঃ শুদ্ধির্গন্ধাপকর্ষণাৎ।
বাক্ শস্তমম্বুনির্ণিক্তমজ্ঞাতঞ্চ সদা শুচি ॥ ১৯১
শুচি গোতৃপ্তিকৃত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্।
তথা মাংসং শ্বচাণ্ডালক্রব্যাদাদিনিপাতিতম্‌১৯২
রশ্মিরগ্নীরজশ্ছায়া গৌরশ্বোবসুধানিলঃ।
বিপ্রুষোমক্ষিকা স্পর্শেবৎসঃ প্রস্রবণে শুচিঃ॥১৯৩
অজাশ্বং মুখতো মেধ্যং ন গৌর্ন্ন নরজামলাঃ।
পন্থানশ্চ বিশুধ্যন্তি সোমসূর্য্যাংশুমারুতৈঃ॥১৯৪
মুখজা বিপ্রুষোমেধ্যাস্তথাচমনবিন্দবঃ।
শ্মশ্রু চাস্যগতং দন্তসক্তং মুক্ত্বা ততঃ শুচিঃ॥১৯৫
স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্তে রথ্যোপসর্পণে।
আচান্তঃ পুনরাচামেদ্বাসোবিপরিধায় চ ॥ ১৯৬
রথ্যাকর্দ্দমতোয়ানি স্পৃষ্টান্যন্ত্যশ্ববায়সৈঃ।
মারুতেনৈব শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥ ১৯৭
তপস্তপ্তাহসৃজদ্ব্রহ্মা ব্রাহ্মণান্ বেদগুপ্তয়ে।
তৃপ্ত্যর্থং পিতৃদেবানাং ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ ॥ ১৯৮
সর্ব্বস্য প্রভবো বিপ্রাঃ শ্রুতাধ্যয়নশালিনঃ।
তেভ্যঃক্রিয়াপরাঃশ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোহপ্যধ্যাত্মবিত্তমাঃ
ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা।
যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্‌২০০
গোভূতিলহিরণ্যাদি পাত্রে দাতব্যমর্চ্চিতম্।
নাপাত্রে বিদুষা কিঞ্চিদাত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা ২০১
বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন নতু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ।
গৃহ্নন্ প্রদাতারমধোনয়ত্যাত্মানমেব চ ॥ ২০২
দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ।
যাচিতেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপূতঞ্চ শক্তিতঃ॥২০৩
হেমশৃঙ্গা শফৈরৌপ্যৈঃ সুশীলা বস্ত্রসংযুতা।
সকাংস্যপাত্রাদাতব্যাক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণা॥২০৪
দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতিবৎসরাল্লোমসম্মিতান্।
কপিলা চেত্তারয়তি ভূয়শ্চাসপ্তমং কুলম্ ॥ ২০৫
সবৎসারোম তুল্যানি যুগান্যুভয়তোমুখীম্।
দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতিপূর্বেন বিধিনা দদৎ॥২০৬
যাবদ্বৎসস্য পাদৌ দ্বৌ মুখং যোনৌ চ দৃশ্যতে।
তাবদ্গৌঃপৃথিবী জ্ঞেয়াযাবদ্গর্ভং ন মুঞ্চতি॥২০৭
যথা কথঞ্চিদ্দত্ত্বা গাং ধেনুং বাহধেনুমেব বা।
অরোগামপরিক্লিষ্টাং দাতা স্বর্গে মহীয়তে ॥২০৮
শ্রান্তসম্বাহনং রোগি পরিচর্য্যা সুরার্চ্চনম্।
পাদশৌচং দ্বিজোচ্ছিষ্টমার্জনং গোপ্রদানবৎ॥২০৯
ভূদীপাশ্বান্ন বস্ত্রাম্ভস্তিলসর্পিঃ প্রতিশ্রয়ান্।
নৈবেশিকং স্বর্ণধুর্য্যং দত্বা স্বর্গে মহীয়তে ॥২১০

গৃহধান্যাভয়োপানচ্ছত্রমাল্যানুলেপনম্।
যানংবৃক্ষংপ্রিয়ংশয্যাং দত্বাত্যন্তংসুখীভবেৎ ॥২১১
সর্ব্বদানময়ং ব্রহ্ম প্রদানেভ্যোহধিকং যতঃ।
তদ্দদৎ সমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকমবিচ্যুতম্ ॥২১২
প্রতিগ্রহসমর্থোহপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্।
যেলোকাদানশীলানাংসতানাপ্নোতিপুষ্কলান্॥২১৩
কুশাঃ শাকং পয়ো মৎস্যাগন্ধাঃ পুষ্পং দধিক্ষিতিঃ
মাংসংশয্যাসনংধানাঃপ্রত্যাখ্যেয়ংনবারিচ ॥ ২১৪
অযাচিতা হৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ।
অন্যত্র কুলটাষণ্ডপতিতেভ্য স্তথা দ্বিষঃ ॥ ২১৫
দেবাতিথ্যর্চ্চনকৃতে গুরুভৃত্যাদিবৃত্তয়ে।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদাত্মবৃত্ত্যর্থমেব চ ॥ ২১৬
অমাবাস্যাষ্টকা বৃদ্ধিঃ কৃষ্ণপক্ষোহয়নদ্বয়ম্।
দ্রব্যং ব্রাহ্মণসম্পত্তির্বিষুবৎ সূর্য্যসংক্রমঃ ॥২১৭
ব্যতীপাতো গজচ্ছায়া গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
শ্রাদ্ধংপ্রতিরুচিশ্চৈবশ্রাদ্ধকালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥২১৮
অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু শ্রোত্রিয়ো ব্রহ্মবিদ্যুবা।
বেদার্থবিজ্জ্যেষ্ঠসামা ত্রিমধু স্ত্রিসুপর্ণকঃ ॥ ২১৯
ঋত্বিক্ স্বস্রীয়জামাতৃযাজ্যশ্বশুরমাতুলাঃ।
তৃণাচিকেত দৌহিত্র শিষ্যসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ॥ ২২০
কর্ম্মনিষ্ঠা স্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চাগ্নিব্রহ্মচারিণঃ।
পিতৃমাতৃপরাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধসম্পদঃ ॥ ২২১
রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভব স্তথা।
অবকীর্ণী কুণ্ডগোলৌ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ ॥ ২২২
ভৃতকাধ্যাপকঃ ক্লীবঃ কন্যাদূষ্যভিশস্তকঃ।
মিত্রধ্রুক্ পিশুনঃ সোমবিক্রয়ী চ বিনিন্দকঃ॥২২৩
মাতাপিতৃ গুরুত্যাগী কুণ্ডাশী বৃষলাত্মজঃ।
পরপূর্ব্বাপতিঃ স্তেনঃ কর্ম্মদুষ্টাশ্চ নিন্দিতাঃ ॥ ২২৪
নিমন্ত্রয়ীত পূর্ব্বেদ্যুর্ব্রাহ্মণানাত্মবান্ শুচিঃ।
তৈশ্চাপিসংযতৈর্ভাব্যংমনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ২২৫
অপরাহ্নে সমভ্যর্চ্চ্য স্বাগতেনাগতাংস্ত তান্।
পবিত্রপাণিরাচান্তানাসনেষূপবেশয়েৎ ॥ ২২৬
যুগ্মান্ দৈবে যথাশক্তি পিত্র্যেহযুগ্মাংস্তথৈব চ।
পরিশ্রিতে শুচৌ দেশে দক্ষিণাপ্লবনেতথা ॥২২৭
দ্বৌ দৈবে প্রাকৃত্রয়ঃপিত্র্যেউদগেকৈকমেব বা।
মাতামহানামপ্যেবং তন্ত্রং বা বৈশ্বদেবিকম্ ॥২২৮
পাণিপ্রক্ষালনং দত্বা বিষ্টরার্থং কুশানপি।
আবাহয়েদনুজ্ঞাতো বিশ্বেদেবাস ইত্যৃচা ॥ ২২৯
যবৈরন্ববকীর্য্যাথ ভাজনে সপবিত্রকে।
শন্নোদেব্যাপয়ঃক্ষিপ্ত্বা যবোহসীতিযবাংস্তথা২৩০

যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ হস্তেষ্বর্ঘ্যং বিনিঃক্ষিপেৎ।
দত্ত্বোদকং গন্ধমাল্যং ধূপং বাসঃ সদীপকম্॥২৩১
তথাচ্ছাদনদানঞ্চ করশৌচার্থমস্তু চ।
অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৃণাম প্রদক্ষিণম্॥
দ্বিগুণাংস্তু কুশান্ দত্ত্বা হ্যশন্তস্ত্বেত্যৃচা পিতৄন্২৩২
আবাহ্য তদনুজ্ঞাতো জপেদায়ান্তু নস্ততঃ।
যবার্থাস্তু তিলৈঃ কার্য্যাঃকুর্য্যাদর্ঘ্যাদিপূর্ব্ববৎ২৩৩
দত্ত্বার্ঘ্যসংস্রবাং স্তেষাং পাত্রে কৃত্বা বিধানতঃ।
পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতিন্যুব্জংপাত্রংকরোত্যধঃ॥২৩৪
অগ্নৌ করিষ্যন্নাদায় পৃচ্ছত্যন্নং ঘৃতপ্লুতম্।
কুরুষেত্যভ্যনুজ্ঞাতো হুত্বাগ্নৌ পিতৃযজ্ঞবৎ॥২৩৫
হুতশেষং প্রদদ্যাত্তু ভাজনেষু সমাহিতঃ
যথা লাভোপপন্নেষু রৌপ্যেষু তু বিশেষতঃ॥২৩
দত্ত্বান্নং পৃথিবী পাত্রমিতি পাত্রাভিমন্ত্রণম্।
কৃত্বেদং বিষ্ণুরিত্যন্নে দ্বিজাঙ্গুষ্ঠং নিবেশয়েৎ॥২৩৭
সব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং মধুবাতা ইতি ত্র্যৃচম্।
জপ্ত্বা যথাসুখংবাচ্যংভুঞ্জীরংস্তেঽপি বাগ্যতাঃ২৩৮
অন্নমিষ্টং হবিষ্যঞ্চ দদ্যাদক্রোধনোঽত্বরঃ।
আতৃপ্তেস্তু পবিত্রাণি জপ্ত্বা পূর্ব্বজপস্তথা॥২৩৯
অন্নমাদায় তৃপ্তাঃ স্থ শেষং চৈবানুমন্ত্র্য চ।
তদন্নং বিকিরেদ্ভূমৌ দদ্যাচ্চাপঃ সকৃৎসকৃৎ২৪০
সর্ব্বমন্নমুপাদায় সতিলং দক্ষিণামুখঃ।
উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ পিণ্ডান্ প্রদদ্যাৎ পিতৃযজ্ঞবৎ॥২৪
মাতামহানামপ্যেবং দদ্যাদাচমনং ততঃ।
স্বস্তি বাচ্যং ততঃ কুর্য্যাদক্ষয্যোদকমেব চ॥২৪২
দত্ত্বা তু দক্ষিণাং শক্ত্যা স্বধাকারমুদাহরেৎ।
বাচ্যতামিত্যনুজ্ঞাতঃপ্রকৃতেভ্যঃস্বধোচ্যতাম্ ২৪৩
ব্রূয়ুরস্তু স্বধেত্যেবং ভূমৌ সিঞ্চেত্ততোজলম্।
বিশ্বেদেবাশ্চ প্রীয়ন্তাংবিপ্রৈশ্চোক্তইদংজপেৎ২৪৪
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি॥২৪৫
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন॥ ২৪৬
ইত্যুক্ত্বা তু প্রিয়া বাচঃ প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ।
বাজে বাজে ইতি প্রীতঃপিতৃপূর্ব্বংবিসর্জ্জনম্॥২৪৭
যস্মিং স্তে সংস্রবাঃ পূর্ব্বমর্ঘ্যপাত্রেনিবেশিতাঃ।
পিতৃপাত্রং তদুত্তানং কৃত্বাবিপ্রান্ বিসর্জ্জয়েৎ২৪৮
প্রদক্ষিণমনুব্রজ্য ভুঞ্জীত পিতৃসেবিতম্।
ব্রহ্মচারী ভবেত্তাস্তু রজনীং ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥২৪৯
এবং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বৃদ্ধৌ নান্দীমুখান্ পিতৄন্।

যজেত দধিকর্কন্ধুমিশ্রান্ পিণ্ডান্ যবৈঃক্রিয়া॥২৫০
একোদ্দিষ্টং দৈবহীনমেকার্ঘ্যৈকপবিত্রকম্।
আবাহনাগ্নৌকরণরহিতং হ্যপসব্যবৎ॥ ২৫১
উপতিষ্ঠতামিত্যক্ষয্যস্থানে বিপ্রবিসর্জনে।
অভিরম্যতামিতি বদেদ্ব্রূয়ুস্তেঽভিরতাঃস্মহ২৫২
গন্ধোদকতিলৈর্যুক্তং কুর্য্যাৎ পাত্রচতুষ্টয়ম্।
অর্ঘ্যার্থংপিতৃপাত্রেষুপ্রেতপাত্রংপ্রসেচয়েৎ॥২৫৩
যে সমানাইতি দ্বাভ্যাং শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ।
এতৎ সপিণ্ডীকরণমেকোদ্দিষ্টং স্ত্রিয়াঅপি॥২৫৪
অর্ব্বাক্ সপিণ্ডীকরণং যস্য সম্বৎসরাদ্ভবেৎ।
তস্যাপ্যন্নং সোদকুম্ভং দদ্যাৎ সম্বৎসরংদ্বিজে॥২৫
মৃতাহনি তু কর্ত্তব্যং প্রতিমাসন্তু বৎসরম্।
প্রতিসম্বৎসরঞ্চৈব আদ্যমেকাদশেঽহনি॥ ২৫৬
পিণ্ডাংস্তুগোঽজবিপ্রেভ্যোদদ্যাদগ্নৌজলেঽপিবা।
প্রক্ষিপেৎসৎসুবিপ্রেষুদ্বিজোচ্ছিষ্টংনমার্জয়েৎ২৫৭
হবিষ্যান্নে ন বৈ মাসং পায়সেন তু বৎসরম্।
মাৎস্যহারিণকৌরভ্রশাকুনচ্ছাগপার্ষতৈঃ॥ ২৫৮
ঐণরৌরববারাহশাশৈর্ম্মাংসৈর্যথাক্রমম্।
মাসবৃদ্ধ্যা হি তৃপ্যন্তি দত্তৈরিহ পিতামহাঃ॥ ২৫৯
খড়্গামিষং মহাশল্কং মধু মুন্যন্নমেব চ।
লোহামিষং মহাশল্কং মাংসং বার্দ্ধ্রীণসস্য চ ২৬০
যদ্দদাতি গয়াস্থশ্চ সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে।
তথা বর্ষাত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ ন সংশয়ঃ॥ ২৬১
কন্যাং কন্যাবেদিনশ্চ পশূন্ মুখ্যান্ সুতানপি।
দ্যূতং কৃষিঞ্চ বাণিজ্যং দ্বিশফৈকশফাংস্তথা॥২৬২
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রান্ স্বর্ণরূপ্যে সকুপ্যকে।
জ্ঞাতিশ্রৈষ্ঠ্যংসর্ব্বকামানাপ্নোতিশ্রাদ্ধদঃসদা॥২৬৩
প্রতিপৎপ্রভৃতিষ্বেতান্ বর্জয়িত্বা চতুর্দ্দশীম্।
শস্ত্রেণ তু হতা যে বৈ তেভ্যস্তত্র প্রদীয়তে॥২৬৪
স্বর্গং হ্যপত্যমোজশ্চ শৌর্য্যং ক্ষেত্রং বলং তথা।
পুত্রান্ শ্রৈষ্ঠ্যঞ্চ সৌভাগ্যং সমৃদ্ধিংমুখ্যতাংতথা
অরোগিত্বংযশোবীতশোকতাংপরমাংগতিম্ ২৬৬
ধনংবিদ্যাংভিষক্সিদ্ধিংকুপ্যংগা অপ্যজাবিকম্।
অশ্বানায়ুশ্চ বিধিবদ্ যঃ শ্রাদ্ধং সম্প্রযচ্ছতি॥ ২৬৭
কৃত্তিকাদিভরণ্যন্তং স কামানাপ্নুয়াদিমান্।
আস্তিকঃ শ্রদ্দধানশ্চ ব্যপেতমদমৎসরঃ।
প্রীণয়ন্তি মনুষ্যাণাং পিতৄন্ শ্রাদ্ধেন তর্পিতাঃ॥২৬
আয়ুঃ প্রজাংধনংবিদ্যাংস্বর্গং মোক্ষংসুখানি চ।
প্রযচ্ছন্তি তথা রাজ্যং প্রীতানৃণাংপিতামহাঃ২৭০
বিনায়কঃ কর্ম্মবিঘ্নসিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োজিতঃ।

গণানামাধিপত্যে চ রুদ্রেণ ব্রহ্মণা তথা ॥ ২৭১
তেনোপসৃষ্টো যস্তস্য লক্ষণানি নিবোধত।
স্বপ্নেঽবগাহতেঽত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি২৭২
কাষায়বাসসশ্চৈব ক্রব্যাদাংশ্চাধিরোহতি।
অন্ত্যজৈর্গর্দ্দভৈরুষ্ট্রৈঃ সহৈকত্রাবতিষ্ঠতে ॥ ২৭৩
ব্রজস্তঞ্চ তথাত্মানং মন্যতেঽনুগতং পরৈঃ।
বিমনা বিফলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ ॥ ২৭৪
তেনোপসৃষ্টো লভতে ন রাজ্যং রাজনন্দনঃ।
কুমারী নচ ভর্ত্তারমপত্যং নচ গর্ভিণী ॥ ২৭৫
আচার্য্যত্বং শ্রোত্রিয়শ্চ ন শিষ্যোঽধ্যয়নং তথা।
বণিগ্লাভং নচাপ্নোতি কৃষিঞ্চৈব কৃষীবলঃ ॥ ২৭৬
স্নপনং তস্য কর্ত্তব্যং পুণ্যেঽহ্নি বিধিপূর্ব্বকম্।
গৌরসর্ষপকল্কেন সাজ্যেনোৎসাদিতস্য চ॥ ২৭৭
সর্ব্বৌষধৈঃ সর্ব্বগন্ধৈঃ প্রলিপ্তশিরসস্তথা।
ভদ্রাসনোপবিষ্টস্য স্বস্তিবাচ্যা দ্বিজাঃ শুভাঃ॥২৭৮
অশ্বস্থানাদ্গজস্থানাদ্বল্মীকাৎ সঙ্গমাদ্ধ্রদাৎ।
মৃত্তিকাং রোচনাং গন্ধান্গুগ্গুলুঞ্চাপ্সু নিঃক্ষিপেৎ॥
যা আহৃতা একবর্ণৈশ্চতুর্ভিঃ কলশৈর্হ্রদাৎ।
চর্ম্মণ্যানডুহে রক্তে স্থাপ্যং ভদ্রাসনং তথা ॥ ২৮০
সহস্রাক্ষং শতং ধারমৃষিভিঃ পাবনং কৃতম্।
তেন ত্বামভিষিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্তু তে ॥২৮১
ভগনে বরুণো রাজা ভগং সূর্য্যো বৃহস্পতিঃ।
ভগমিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষয়ো দদুঃ ॥ ২৮২
যত্তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমন্তে যচ্চ মূর্দ্ধনি।
ললাটে কর্ণয়োরক্ষ্ণোরাপস্তদ্দ্নন্তু সর্ব্বদা ॥ ২৮৩
স্নাতস্য সার্ষপং তৈলং স্রুবেণোড়ুম্বরেণ চ।
জুহুয়ান্মূর্দ্ধনি কুশান্ সব্যেন পরিগৃহ্য চ ॥ ২৮৪
মিতশ্চ সংমিতশ্চৈব তথা শালকটঙ্কটৌ।
কুষ্মাণ্ডো রাজপুত্রশ্চেত্যন্তে স্বাহাসমন্বিতৈঃ ॥২৮৫
নামভির্ব্বালমন্ত্রৈশ্চ নমস্কার সমন্বিতৈঃ।
দদ্যাচ্চতুষ্পথে সূর্য্যে কুশানাস্তীর্য্য সর্ব্বতঃ ॥২৮৬
কৃতাকৃতাংস্তণ্ডুলাংশ্চ পললৌদনমেব চ।
মৎস্যান্পক্বাংস্তথৈবামান্মাংসমেতাবদেবতু॥২৮৭
পুষ্পং চিত্রং সুগন্ধঞ্চ সুরাঞ্চ ত্রিবিধামপি।
মূলকং পূরিকাপূপাংস্তথৈবৈরণ্ডিকাঃ স্রজঃ ॥২৮৮
দধ্যন্নং পায়সঞ্চৈব গুড়পিষ্টং সমোদকম্।
এতান্ সর্ব্বানুপাহৃত্য ভূমৌ কৃত্বা ততঃ শিরঃ॥২৮৯
বিনায়কস্য জননীমুপতিষ্ঠেত্ততোঽম্বিকাম্।
দূর্ব্বাসর্ষপপুষ্পাণাং দত্বার্ঘ্যং পূর্ণমঞ্জলিম্ ॥ ২৯০
রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্কামাংশ্চ দেহি মে২৯১
ততঃ শুক্লাম্বরধরঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দদ্যাদ্বস্ত্রযুগ্মং গুরোরপি ॥ ২৯২
এবং বিনায়কং পূজ্যং গ্রহাংশ্চৈব বিধানতঃ।
কর্ম্মণাং ফলমাপ্নোতি শ্রিয়ঞ্চাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥২৯৩
আদিত্যস্য সদা পূজাং তিলকং স্বামিনস্তথা।
মহাগণপতেশ্চৈব কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯৪
শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞং সমাচরেৎ।
বৃষ্ট্যায়ুঃ পুষ্টিকামো বা তথৈবাভিচরন্নরীন্ ॥ ২৯৫
সূর্য্যঃ সোমো মহীপুত্রঃ সোমপুত্রো বৃহস্পতিঃ।
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চেতি গ্রহাঃ স্মৃতাঃ ॥২৯৬
তাম্রকাৎ স্ফটিকাদ্রক্তচন্দনাৎ স্বর্ণকাদুভৌ।
রজতাদয়সঃ সীসাৎ কাংস্যাৎ কার্য্যগ্রহাঃ ক্রমাৎ
স্বৈর্ব্বর্ণৈর্ব্বা পটে লেখ্যা গন্ধৈর্ম্মণ্ডলকেঽথবা।
যথাবর্ণং প্রদেয়ানি বাসাংসি কুসুমানি চ ॥ ২৯৮
গন্ধাশ্চ বলয়শ্চৈব ধূপো দেয়শ্চ গুগ্গুলুঃ।
কর্ত্তব্যা মন্ত্রবন্তশ্চ চরবঃ প্রতিদৈবতম্ ॥ ২৯৯
আকৃষ্টেন ইমং দেবা অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ।
উদ্বুধ্যস্বেতি চ ঋচো যথাসংখ্যং প্রকীর্ত্তিতাঃ৩০০
বৃহস্পতে অতি অদর্য্যস্তথৈবান্নাৎ পরিস্রুতঃ।
শন্নোদেবীস্তথাকাণ্ডাৎকেতুংকৃণ্বন্নিমাঃ ক্রমাৎ৩০১
অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্ত্বপামার্গোঽথ পিপ্পলঃ।
উডম্বরঃ শমী দূর্ব্বা কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাৎ ॥৩০২
একৈকস্য ত্বষ্টশতমষ্টাবিংশতিরেব বা!
হোতব্যামধুসর্পির্ভ্যাং দধ্না ক্ষীরেণ বা যুতা ॥৩০৩
গুড়ৌদনং পায়সঞ্চ হবিষ্যং ক্ষীরষাষ্টিকম্।
দধ্যোদনং হবিশ্চূর্ণং মাংসং চিত্রান্নমেব চ ॥৩০৪
দদ্যাদ্ গ্রহক্রমাদেতদ্দ্বিজেভ্যো ভোজনং বুধঃ।
শক্তিতো বা যথা লাভং সৎকৃত্যবিধিপূর্ব্বকম্৩০৫
ধেনুঃ শঙ্খ স্তথানড্বান্ হেম বাসোহয়স্তথা।
কৃষ্ণা গৌরায়সং ছাগ এতা বৈ দক্ষিণাঃ ক্রমাৎ৩০৬
যশ্চ যস্য যদা দুঃস্থঃ স তং যত্নেন পূজয়েৎ।
ব্রহ্মণৈষাং বরো দত্তঃ পূজিতাঃ পূজয়িষ্যথ ॥ ৩০৭
গ্রহাধীনা নরেন্দ্রাণা মুচ্ছায়াঃ পতনানি চ।
ভাবাভাবৌ চ জগতস্তস্মাৎপূজ্যতমাঃ স্মৃতাঃ॥৩০৮
মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষ্যঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥৩০৯
অদীর্ঘসূত্রঃ স্মৃতিমানক্ষুদ্রোঽপরুষস্তথা।
ধার্ম্মিকোঽব্যসনশ্চৈব প্রাজ্ঞঃ শূরো রহস্যবিৎ॥৩১০
স্বরন্ধ্রগোপ্তান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ।

নীতস্তথ বার্ত্তায়াং ত্রয্যাশ্চৈব নরাধিপঃ ॥৩১১
মন্ত্রিণঃ প্রকুর্ব্বীত প্রাজ্ঞান্ মৌলান্ স্থিরান্ শুচীন্।
তঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েদ্রাজ্যং বিপ্রেণাথ ততঃ স্বয়ম্ ৩১২
রোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত দৈবজ্ঞমুদিতোদিতম্।
ণ্ডনীত্যাশ্চ কুশলমথর্ব্বাঙ্গিরসে তথা ॥ ৩১৩
শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াহেতোর্ব্বৃণুয়াদৃত্বিজস্তথা।
জ্ঞাংশ্চৈব প্রকুর্ব্বীত বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণান্ ॥৩১৪
ভাগাংশ্চ দদ্যাদ্বিপ্রেভ্যো বস্তূনি বিবিধানি চ।
ক্ষয়োঽয়ং নিধী রাজ্ঞাং যদ্বিপ্রেষূপপাদিতম্ ৩১৫
স্কন্নমব্যয়ঞ্চৈব প্রায়শ্চিত্তৈরদূষিতম্।
গ্নেঃ সকাশাদ্বিপ্রাস্যং পূতং শ্রেষ্ঠমিহোচ্যতে ৩১৬
র্ম্মেণালব্ধমীহেত লব্ধং যত্নেন পালয়েৎ।
ালিতং বর্দ্ধয়েন্নীত্যা বৃদ্ধং পাত্রেষু নিঃক্ষিপেৎ ৩১৭
দ্যাদ্ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যঞ্চ কারয়েৎ।
াগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ ॥ ৩ ৮
টে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্।
ভিলেখ্যাত্মনো বংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ ॥ ৩১৯
প্রতিগ্রহপরীমাণং দানাচ্ছেদোপবর্ণনম্।
হস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্ ॥৩২০
ম্যং পশব্যমাজীব্যং জাঙ্গলং দেশমাবসেৎ।
ত্র দুর্গাণি কুর্ব্বীত জনকোষাত্মগুপ্তয়ে ॥ ৩২১
ত্র তত্র চ নিষ্ণাতানধ্যক্ষান্ কুশলান্ শুচীন্।
কুর্য্যাদায়কর্ম্মান্তব্যয়কর্ম্মসু চোদ্য তান্ ॥ ৩২২
াতঃ পরতরো ধর্ম্মো নৃপাণাং যদ্রণার্জ্জিতম্।
বিপ্রেভ্যো দীয়তে দ্রব্যং প্রজাভ্যশ্চাভয়ং তথা ॥
আহবেষু বধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাঙ্মুখাঃ।
মকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা ৩২৪
দানি ক্রতুতুল্যানি ভগ্নেষ্বিবিনিবর্ত্তিনাম্।
াজা সুকৃতমাদত্তে হতানাং বিপলায়িনাম্ ॥৩২৫
তবাহং বাদিনং ক্লীবং নির্হেতিং পরসঙ্গতম্।
হন্যাদ্বিনিবৃত্তঞ্চ যুদ্ধপ্রেক্ষণকাদিকম্ ॥ ৩২৬
তরক্ষঃ সদোত্থায় পশ্যেদায়ব্যয়ৌ স্বয়ম্।
্যবহারাংস্ততো দৃষ্ট্বা স্নাত্বা ভুঞ্জীত কামতঃ ৩২৭
হিরণ্যং ব্যাপৃতানীতং ভাণ্ডাগারেষু নিক্ষিপেৎ।
পশ্যেচ্চারাংস্ততো দূতান্ প্রেরয়েন্মন্ত্রিসংযুতঃ ৩২৮
ততঃ স্বৈরবিহারী স্যান্মন্ত্রিভির্ব্বা সমাগতঃ।
বলানাং দর্শনং কৃত্বা সেনান্যা সহ চিন্তয়েৎ ৩২৯
সন্ধ্যামুপাস্য শৃণুয়াচ্চারাণাং গূঢ়ভাষিতম্।
গীতনৃত্যৈশ্চ ভুঞ্জীত পঠেৎ স্বাধ্যায়মেব চ ॥ ৩৩০
সংবিশেত্তূর্য্যঘোষেণ প্রতিবুধ্যে তথৈব চ।

শাস্ত্রাণি চিন্তয়েদ্বুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ত্তব্যতাস্তথা ॥ ৩৩১
প্রেষয়েচ্চ ততশ্চারান্ স্বেষু চান্যেষু সাদরম্।
ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্য্যৈরাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥৩৩২
দৃষ্ট্বা জ্যোতির্ব্বিদো বৈদ্যান্ দদ্যাদ্গাং কাঞ্চনং মহীম্
নৈবেশিকানি চ তথা শ্রোত্রিয়াণাং গৃহাণি চ ৩৩৩
ব্রাহ্মণেষু ক্ষমী স্নিগ্ধেষ্বজিহ্মঃ ক্রোধনোঽরিষু॥
স্যাদ্রাজা ভৃত্যবর্গেষু প্রজাসু চ যথা পিতা ॥ ৩৩৪
পুণ্যাৎ ষড়্ভাগমাদত্তে ন্যায়েন পরিপালয়ন্।
সর্ব্বদানাধিকং যস্মাৎ প্রজানাং পরিপালনম্ ৩৩৫
চাটুতস্করদুর্ব্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥
অরক্ষ্যমাণাঃ কুর্ব্বন্তি যৎ কিঞ্চিৎ কিল্বিষং প্রজাঃ
তস্মাচ্চ নৃপতেরর্দ্ধং যস্মাদ্ গৃহ্নাত্যসৌ করান্ ৩৩৭
যে রাষ্ট্রাধিকৃতা স্তেষাং চারৈর্জ্ঞাত্বা বিচেষ্টিতম্।
সাধূন্ সম্পালয়েদ্রাজা বিপরীতাংস্তু ঘাতয়েৎ ৩৩৮
উৎকোচজীবিনো দ্রব্যহীনান্ কৃত্বা প্রবাসয়েৎ।
সম্মানদানসৎকারৈঃ শ্রোত্রিয়ান্ বাসয়েৎ সদা ॥
অন্যায়েন নৃপো রাষ্ট্রাৎ স্বকোষং যোঽভিবর্দ্ধয়েৎ
সোঽচিরাদ্বিগতশ্রীকো নাশমেতি সবান্ধবঃ ॥৩৪০
প্রজাপীড়নসন্তাপসমুদ্ভূতো হুতাশনঃ।
রাজ্ঞঃ কুলং শ্রিয়ং প্রাণান্ নাদগ্ধ্বা বিনিবর্ত্ততে ॥
যএব ধর্ম্মো নৃপতেঃ স্বরাষ্ট্রপরিপালনে।
তমেব কৃৎস্নমাপ্নোতি পররাষ্ট্রং বশং নয়ন্ ॥ ৩৪২
যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদা বশমুপাগতঃ ৩৪৩
মন্ত্রমূলং যতো রাজ্যমতো মন্ত্রং সুরক্ষিতম্।
কুর্য্যাদ্যথাস্য ন বিদুঃ কর্ম্মণামাফলোদয়াৎ ৩৪৪
অরির্মিত্রমুদাসীনোঽনন্তরস্তৎ পরঃ পরঃ।
ক্রমশো মণ্ডলং চিন্ত্যং সামাদিভিরুপক্রমৈঃ ॥৩৪৫
উপায়াঃ সাম দানঞ্চ ভেদো দণ্ডস্তথৈব।
সম্যক্ প্রযুক্তাঃ সিধ্যেয়ুর্দ্দণ্ডস্ত্বগতিকা গতিঃ ॥৩৪৬
সন্ধিঞ্চ বিগ্রহং যানমাসনং সংশ্রয়ং তথা।
দ্বৈধীভাবং গুণানেতান্ যথাবৎ পরিকল্পয়েৎ ॥৩৪৭
যদা শস্যগুণোপেতং পররাষ্ট্রং তদা ব্রজেৎ।
পরশ্চ হীন আত্মা চ হৃষ্টবাহনপুরুষঃ ॥ ৩৪৮
দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্ ৩৪৯
কেচিদ্দৈবাৎ স্বভাবাচ্চ কালাৎ পুরুষকারতঃ।
সংযোগে কেচিদিচ্ছন্তি ফলং কুশলবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৫০
যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।

এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং নসিধ্যতি ॥ ৩৫১
হিরণ্যভূমিলাভেভ্যো মিত্রলব্ধির্ব্বরা যতঃ।
অতোযতেততৎপ্রাপ্তৌরক্ষেৎসত্যংসমাহিতঃ৩৫২
স্বাম্যমাত্যো জনোদুর্গং কোষো দণ্ডস্তথৈবচ।
মিত্রাণ্যেতাঃ প্রকৃতয়ো রাজ্যং সপ্তাঙ্গমুচ্যতে৩৫৩
তদবাপ্য নৃপোদণ্ডং দুর্ব্বৃত্তেষু নিপাতয়েৎ।
ধর্ম্মোহি দণ্ডরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা ॥ ৩৫৪
স নেতুং ন্যায়তোঽশক্যো লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
সত্যসন্ধেন শুচিনা সুসহায়েন ধীমতা ॥ ৩৫৫
যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তঃ সন্ সদেবাসুরমানুষম্।
জগদানন্দয়েৎ সর্ব্বমন্যথা তু প্রকোপয়েৎ ॥৩৫৬
অধর্ম্মদণ্ডনং স্বর্গকীর্ত্তিলোকবিনাশনম্।
সম্যক্ চ দণ্ডনং রাজ্ঞঃ স্বর্গকীর্ত্তিজয়াবহম্ ॥ ৩৫৭
অপিভ্রাতাসুতোঽর্ঘ্যোবাশ্বশুরোমাতুলোঽপিবা।
নাদণ্ড্যোনামরাজ্ঞোঽস্তিধর্ম্মাদ্বিচলিতঃস্বকাৎ৩৫৮
যোদণ্ড্যান্ দণ্ডয়েদ্রাজা সম্যগ্‌বধ্যাংশ্চঘাতয়েৎ।
ইষ্টং স্যাৎ ক্রতুভিস্তেন সহস্রশতদক্ষিণৈঃ ॥ ৩৫৯
ইতি সংচিন্ত্য নৃপতিঃ ক্রতুতুল্যফলং পৃথক্।
ব্যবহারান্স্বয়ংপশ্যেৎসভ্যৈঃপরিবৃতোঽন্বহম্ ৩৬০
কুলানি জাতীঃ শ্রেণীশ্চ গণান্ জানপদাংস্তথা।
স্বধর্ম্মচলিতান্রাজা বিনীয় স্থাপয়েৎ পথি ॥ ৩৬১
জালসূর্য্যমরীচিস্থং ত্রসরেণুরজঃ স্মৃতম্।
তেঽষ্টৌলিক্ষাতুতাস্তিস্রোরাজসর্ষপউচ্যতে ॥৩৬২
গৌরস্তু তে ত্রয়ঃ ষট্ তে যবো মধ্যস্ততে ত্রয়ঃ।
কৃষ্ণলঃ পঞ্চ তে মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ ॥ ৩৬৩
পলং সুবর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চ বাপি প্রকীর্ত্তিতম্।
দ্বে কৃষ্ণলে রূপ্যমাষোধরণংষোড়শৈব তে ॥৩৬৪
শতমানস্তু দশভির্দ্ধরণৈঃ পলমেবচ।
নিষ্কঃ সুবর্ণাশ্চত্বারঃ কার্ষিকস্তাম্রিকঃ পণঃ ॥৩৬৫
সাশীতিঃ পণসাহস্রী দণ্ডউত্তমসাহসঃ।
তদর্দ্ধং মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দ্ধমধমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬৬
ধিগ্‌দণ্ডস্ত্বথ বাগ্দণ্ডোধনদণ্ডোবধস্তথা।
যোজ্যা ব্যস্তাঃ সমস্তা বা অপরাধবশাদিমে ৩৬৭
জ্ঞাত্বাপরাধং দেশঞ্চ কালং বলমথাপি বা।
বয়ঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ॥৩৬৮

ইতি যাজ্ঞবল্কীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে আচারো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃকার্য্যা রিপৌমিত্রেচ যেসমাঃ ॥২
অপশ্যতা কার্য্যবশাদ্ব্যবহারান্ নৃপেণ তু।
সভ্যৈঃ সহ নিযোক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ॥৩
রাগাল্লোভাদ্ভয়াদ্বাপি স্মৃত্যপেতাদিকারিণঃ।
সভ্যাঃপৃথক্‌পৃথক্‌দণ্ড্যাবিবাদাদ্দ্বিগুণং দমম্ ॥৪
স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ ॥ ৫
প্রত্যর্থিনোঽগ্রতো লেখ্যং যথাবেদিতমর্থিনা।
সমামাসতদর্দ্ধাহর্নামজাত্যাদিচিহ্নিতম্ ॥ ৬
শ্রুতার্থস্যোত্তরং লেখ্যং পূর্ব্বাবেদকসন্নিধৌ।
ততোঽর্থী লেখয়েৎ সদ্যঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসাধনম্॥
তৎসিদ্ধৌ সিদ্ধিমাপ্নোতি বিপরীতমতোঽন্যথা।
চতুষ্পাদ্ব্যবহারোঽয়ং বিবাদেষূপদর্শিতঃ ॥ ৮
অভিযোগমনিস্তীর্য্য নৈনং প্রত্যভিযোযয়েৎ।
অভিযুক্তঞ্চ মান্যেন নোক্তং বিপ্রকৃতং নয়েৎ ॥৯
কুর্য্যাৎ প্রত্যভিযোগঞ্চ কলহে সাহসেষু চ।
উভয়োঃ প্রতিভূর্গ্রাহ্যঃ সমর্থঃ কার্য্যনির্ণয়ে ॥১০
নিহ্নবে ভাবিতো দদ্যাদ্ধনং রাজ্ঞে চ তৎসমম্।
মিথ্যাভিযোগী দ্বিগুণমভিযোগাদ্ধনং হরেৎ ॥ ১
সাহসস্তেয়পারুষ্যগোভিশাপাত্যয়ে স্ত্রিয়াম্।
বিবাদয়েৎ সদ্যএব কালোঽন্যত্রেচ্ছয়া স্মৃতঃ ॥১২
দেশাদ্দেশান্তরং যাতি সৃক্কণী পরিলেঢ়ি চ।
ললাটং স্বিদ্যতে যস্য মুখং বৈবর্ণমেতি চ॥১৩
পরিশুষ্যৎস্খলদাক্যোবিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
বাক্‌চক্ষুঃ পূজয়তি নো তথোষ্ঠৌনির্ভুজত্যপি॥১
স্বভাবাদ্বিকৃতিং গচ্ছন্ মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
অভিযোগে চ সাক্ষ্যেবা দুষ্টঃসপরিকীর্ত্তিতঃ ॥১৫
সন্দিগ্ধার্থং স্বতন্ত্রী যঃ সাধয়েদ্ যশ্চ নিষ্পতেৎ।
নচাহূতোবদেৎকিঞ্চিদ্ধীনোদণ্ড্যশ্চ স স্মৃতঃ ॥১৬
সাক্ষিষূভয়তঃ সৎসু সাক্ষিণঃ পূর্ব্ববাদিনঃ।
পূর্ব্বপক্ষেঽধরীভূতে ভবন্ত্যুত্তরবাদিনঃ ॥ ১৭
সপণশ্চেদ্বিবাদঃ স্যাত্তত্র হীনন্তু দাপয়েৎ।
দণ্ডঞ্চ সপণং রাজ্ঞে ধনিনে ধনমেব চ ॥ ১৮
ছলং নিরস্য ভূতেন ব্যবহারান্নয়েন্নৃপঃ।
ভূতমপ্যনুপন্যস্তং হীয়তে ব্যবহারতঃ ॥ ১৯

নিহ্নুতে লিখিতং নৈকমেকদেশবিভাবিতঃ।
দাপ্যঃ সর্ব্বং নৃপেণার্থং ন গ্রাহ্যস্ত্বনিবেদিতঃ॥২০
স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ।
অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥ ২১
প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতম্
এষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতমমুচ্যতে॥ ২২
সর্ব্বেষ্বথ বিবাদেষু বলবত্যুত্তরা ক্রিয়া।
আধৌ প্রতিগৃহে ক্রীতে পূর্ব্বাতু বলবত্তরা॥ ২৩
পশ্যতো ব্রুবতো ভূমের্হানির্বিংশতিবার্ষিকী।
পরেণ ভুজ্যমানায়া ধনস্য দশবার্ষিকী॥ ২৪
আধিসীমোপনিঃক্ষেপজড়বালধনৈর্বিনা।
তথোপনিধিরাজস্ত্রীশ্রোত্রিয়াণাং ধনৈরপি॥২৫
আধ্যাদীনাং বিহর্ত্তারং ধনিনে দাপয়েদ্ধনম্।
দণ্ডঞ্চ তৎসমং রাজ্ঞে শক্ত্যপেক্ষ মথাপি বা॥২৬
আগমোঽভ্যধিকো ভোগাদ্বিনা পূর্ব্বক্রমাগতাৎ
আগমোঽপিবলংনৈবভুক্তিস্তোকাপিযত্রনো॥২৭
আগমস্তু কৃতো যেন সোঽভিযুক্তস্তমুদ্ধরেৎ।
ন তৎসুতস্তৎসুতো বা ভুক্তিস্তত্র গরীয়সী॥ ২৮
যোঽভিযুক্তঃ পরেতঃ স্যাত্তস্য রিক্থী তমুদ্ধরেৎ
ন তত্র কারণং ভুক্তিরাগমেন বিনাকৃতা॥ ২৯
আগমেন বিশুদ্ধেন ভোগো যাতি প্রমাণতাম্।
অবিশুদ্ধাগমো ভোগঃ প্রামাণ্যং নৈব গচ্ছতি৩০
নৃপেণাধিকৃতাঃ পূগাঃ শ্রেণয়োঽথ কুলানি চ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরু জ্ঞেয়ং ব্যবহারবিধৌ নৃণাম্ ৩১
বলোপধিবিনির্বৃত্তান্ ব্যবহারান্নিবর্ত্তয়েৎ।
স্ত্রীনক্তমন্তরাগারবহিঃ শত্রুকৃতাং স্তথা॥ ৩২
মত্তোন্মত্তার্ত্তব্যসনিবালভীতাদি যোজিতঃ।
অসম্বদ্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিধ্যতি॥ ৩৩
প্রণষ্টাধিগতং দেয়ং নৃপেণ ধনিনে ধনম্।
বিভাবয়েন্ন চেল্লিঙ্গৈস্তৎসমং দণ্ডমর্হতি॥ ৩৪
রাজালব্ধ্বানিধিংদদ্যাদ্দ্বিজেভ্যোঽর্দ্ধংদ্বিজঃপুনঃ।
বিদ্বানশেষমাদদ্যাৎ স সর্ব্বস্য প্রভুর্যতঃ॥ ৩৫
ইতরেণ নিধৌ লব্ধে রাজা ষষ্ঠাংশমাহরেৎ।
অনিবেদিতবিজ্ঞাতো দাপ্যস্তং দণ্ডমেব চ॥ ৩৬
দেয়ং চৌরহৃতং দ্রব্যং রাজ্ঞা জানপদায় তু।
অদদদ্ধি সমাপ্নোতি কিল্বিষং যস্য তস্য তৎ॥৩৭
অশীতিভাগো বৃদ্ধিঃ স্যান্মাসি মাসি সবন্ধকে।
বর্ণক্রমাচ্ছতং দ্বিত্রিশ্চতুঃ পঞ্চকমন্যথা॥ ৩৮
কান্তারগাস্তু দশকং সামুদ্রাবিংশকং শতম্।
দদ্যুর্ব্বা স্বকৃতাং বৃদ্ধিং সর্ব্বে সর্ব্বাসু জাতিষু॥৩৯

সন্ততিস্তু পশুস্ত্রীণাং রসস্যাষ্টগুণা পরা।
বস্ত্রধান্যহিরণ্যানাং চতুস্ত্রিদ্বিগুণাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪০
প্রপন্নং সাধয়ন্নর্থং ন বাচ্যো নৃপতের্ভবেৎ।
সাধ্যমানো নৃপং গচ্ছন্ দণ্ড্যোদাপ্যশ্চ তদ্ধনম্৪১
গৃহীতার্থ ক্রমাদ্দাপ্যোধনিনা মধমর্ণিকঃ।
দত্ত্বা তু ব্রাহ্মণায়ৈব নৃপতেস্তদনন্তরম্॥ ৪২
রাজ্ঞাধমর্ণিকোদাপ্যঃ সাধিতাদ্দশকং শতম্।
পঞ্চপঞ্চ শতং দাপ্যঃ প্রাপ্তার্থোহ্যুত্তমর্ণকঃ॥ ৪৩
হীনজাতিং পরিক্ষীণ মৃণার্থং কর্ম্ম কারয়েৎ।
ব্রাহ্মণস্তু পরিক্ষীণঃ শনৈর্দ্দাপ্যো যথোদয়ম্॥ ৪৪
দীয়মানং ন গৃহ্ণাতি প্রযুক্তং যঃ স্বকং ধনম্।
মধ্যস্থস্থাপিতং তৎস্যাদ্বর্দ্ধতে ন ততঃ পরম্॥ ৪৫
অবিভক্তৈঃ কুটুম্বার্থে যদৃণঞ্চ কৃতং ভবেৎ।
দদ্যুস্তদৃক্থিনঃ প্রেতে প্রোষিতে বা কুটুম্বিনি৪৬
ন যোষিৎ পতিপুত্রাভ্যাং ন পুত্রেণকৃতংপিতা।
দদ্যাদৃতে কুটুম্বার্থান্ন পতিঃ স্ত্রীকৃতং তথা॥ ৪৭
সুরাকামদ্যূতকৃতং দণ্ডশুল্কাবশিষ্টকম্।
বৃথাদানং তথৈবেহ পুত্রো দদ্যান্ন পৈতৃকম্॥ ৪৮
গোপশৌণ্ডিকশৈলুষরজকব্যাধযোষিতাম্।
ঋণং দদ্যাৎ পতিস্তেষাং যস্মাদ্বৃত্তিস্তদাশ্রয়া ৪৯
প্রতিপন্নং স্ত্রিয়া দেয়ং পত্যা বা সহ যৎ কৃতম্।
স্বয়ং কৃতং বা যদৃণং নান্যৎ স্ত্রী দাতুমর্হতি॥ ৫০
পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যসনাভিপ্লুতেঽথবা
পুত্রপৌত্রৈর্ঋণং দেয়ন্নিহ্নবে সাক্ষিভাবিতম্॥ ৫১
ঋক্থগ্রাহ ঋণং দাপ্যো যোষিদ্গ্রাহস্তথৈবচ।
পুত্রোঽনন্যাশ্রিতদ্রব্যঃ পুত্রহীনস্য ঋক্থিনঃ॥ ৫২
ভ্রাতৃণামথ দম্পত্যোঃ পিতুঃ পুত্রস্য চৈব হি।
প্রাতিভাব্য মৃণং সাক্ষ্যমবিভক্তে নতু স্মৃতম্॥ ৫৩
দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রাতিভাব্যং বিধীয়তে।
আদ্যৌ তু বিতথে দাপ্যাবিতরস্য সুতা অপি॥৫৪
দর্শনপ্রতিভূর্যত্র মৃতঃ প্রাত্যয়িকোঽপিবা।
ন তৎ পুত্রা ঋণং দদ্যুর্দ্দদ্যুর্দ্দানায় যে স্থিতাঃ॥৫৫
বহবঃ স্যুর্যদি স্বাংশৈর্দ্দদ্যুঃ প্রতিভুবো ধনম্।
একচ্ছায়াশ্রিতেষ্বেষু ধনিকস্য যথারুচি॥ ৫৬
প্রতিভূর্দ্দাপিতো যত্তু প্রকাশং ধনিনোধনম্।
দ্বিগুণং প্রতিদাতব্যমৃণিকৈস্তস্য তদ্ভবেৎ॥ ৫৭
সন্ততিঃ স্ত্রীপশুষ্বেব ধান্যং ত্রিগুণমেবচ।
বস্ত্রং চতুর্গুণং প্রোক্তং রসশ্চাষ্টগুণস্তথা॥ ৫৮
আধিঃ প্রণশ্যেদ্দ্বিগুণে ধনে যদি ন মোক্ষ্যতে।
কালে কালকৃতং নশ্যেৎ ফলভোগ্যোন নশ্যতি৫৯

গোপ্যাধিভোগেনোবৃদ্ধিঃ সোপকারেঽথহাপিতে,
নষ্টোদেয়োবিনষ্টশ্চ দৈবরাজকৃতাদৃতে ॥ ৬০
আধেঃ স্বীকরণাৎ সিদ্ধীরক্ষ্যমাণোঽপ্যসারতাম্।
যাতশ্চেদন্য আধেয়োধনভাগ্বা ধনী ভবেৎ ॥ ৬১
চরিত্রবন্ধককৃতং সবৃদ্ধ্যা দাপয়েদ্ধনম্।
সত্যঙ্কারকৃতং দ্রব্যং দ্বিগুণং প্রতিদাপয়েৎ ॥ ৬২
উপস্থিতস্য মোক্তব্যআধিস্তেনোঽন্যথা ভবেৎ।
প্রয়োজকেঽসতি ধনং কুলে ন্যস্যাধিমাপ্নুয়াৎ॥৬৩
তৎকালকৃতমূলোবা তত্র তিষ্ঠেদবৃদ্ধিকঃ।
বিনা ধারণকাদ্বাপি বিক্রীণীত স সাক্ষিকম্ ॥৬৪
যদা তু দ্বিগুণীভূতমৃণমাধৌ তদা খলু।
মোচ্যআধিস্তদুৎপন্নে প্রবিষ্টে দ্বিগুণে ধনে ॥৬৫

ইতি ঋণাদানপ্রকরণম্।

বাসনস্থমনাখ্যায় হস্তেঽন্যস্য যদর্পিতম্।
দ্রব্যং তদৌপনিধিকং প্রতিদেয়ং তথৈব তৎ॥৬৬
ন দাপ্যোঽপহৃতং তত্তু রাজদৈবিকতস্করৈঃ।
ভ্রেষশ্চেন্মার্গিতেঽদত্তে দাপ্যোদণ্ডঞ্চ তৎসমম্৬৭
আজীবন্ স্বেচ্ছয়া দণ্ড্যোদাপ্যস্তঞ্চাপি সোদয়ম্।
যাচিতান্বাহিতন্যাসনিঃ ক্ষেপাদিষ্বয়ং বিধিঃ ॥ ৬৮

ইতি নিঃক্ষেপাদিপ্রকরণম্।

তপস্বিনোদানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনান্বিতাঃ ॥ ৬৯
ত্র্যবরাঃ সাক্ষিণোজ্ঞেয়াঃশ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়ারতাঃ।
যথাজাতি যথাবর্ণং সর্ব্বে সর্ব্বেষু বা স্মৃতাঃ ॥ ৭০
শ্রোত্রিয়াস্তাপসাবৃদ্ধাবৈ চ প্রব্রজিতাদয়ঃ।
অসাক্ষিণস্তে বচনান্নাত্র হেতুরুদাহৃতঃ ॥ ৭১
স্ত্রীবৃদ্ধবালকিতবমত্তোন্মত্তাভিশস্তকঃ।
রঙ্গাবতারিপাষণ্ডিকূটকৃদ্বিকলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৭২
পতিতাপ্তার্থসম্বন্ধিসহায়রিপুতস্করাঃ।
সাহসী দৃষ্টদোষশ্চ নির্দ্ধূতাদ্যাস্ত্ব সাক্ষিণঃ ॥ ৭৩
উভয়ানুমতঃ সাক্ষী ভবত্যেকোঽপি ধর্ম্মবিৎ॥ ৭৪
সাক্ষিণঃ শ্রাবয়েদ্বাদিপ্রতিবাদিসমীপগান্।
যে চ পাপকৃতাং লোকা মহাপাতকিনাস্তথা ॥ ৭৫
অগ্নিদানাঞ্চ যে লোকা যে চ স্ত্রীবালঘাতিনাম্।
স তান্সর্ব্বান্ সমাপ্নোতিযঃসাক্ষ্যমনৃতংবদেৎ॥৭৬
সুকৃতং যত্ত্বয়া কিঞ্চিজ্জন্মান্তরশতৈঃ কৃতম্।
তৎসর্ব্বং তস্য জানীহি যং পরাজয়সে মৃষা ॥ ৭৭

অব্রুবন্ হি নরঃ সাক্ষ্যমৃণং স দশবন্ধকম্।
রাজ্ঞাসর্ব্বংপ্রদাপ্যঃস্যাৎষট্চত্বারিংশকেঽহনি ৭৮
ন দদাতি চ যঃ সাক্ষ্যং জানন্নপি নরাধমঃ।
স কূটসাক্ষিণাং পাপৈস্তুল্যোদণ্ডেন চৈব হি ॥৭৯
দ্বৈধে বহূনাং বচনং সমেষু গুণিনাং তথা।
গুণিদ্বৈধে তু বচনং গ্রাহ্যং যে গুণবত্তমাঃ ॥ ৮০
যস্যোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যাং প্রতিজ্ঞাং সজয়ীভবেৎ
অন্যথাবাদিনো যস্য ধ্রুবং তস্য পরাজয়ঃ ॥ ৮১
উক্তেঽপি সাক্ষিভিঃ সাক্ষ্যে যদ্যন্যে গুণবত্তমাঃ।
দ্বিগুণা বান্যথা ব্রূয়ুঃ কূটাঃ স্যুঃ পূর্ব্বসাক্ষিণঃ॥৮২
পৃথক্ পৃথগ্দণ্ডনীয়াঃ কূটকৃৎ সাক্ষিণস্তথা।
বিবাদাদ্দ্বিগুণং দ্রব্যং বিবাস্যো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ৮৩
যঃসাক্ষ্যংশ্রাবিতোঽন্যেভ্যোনিহ্নুতেতত্তমোবৃতঃ।
স দাপ্যোঽষ্টগুণং দণ্ডং ব্রাহ্মণস্তু বিবাসয়েৎ ॥ ৮৪
বর্ণিনাস্তু বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যনৃতং বদেৎ।
তৎ পাবনায় নির্ব্বাপ্যশ্চরুঃসারস্বতো দ্বিজৈঃ ॥৮৫

ইতি সাক্ষিপ্রকরণম্।

যঃ কশ্চিদর্থো নিষ্ণাতঃ স্বরুচ্যা তু পরস্পরম্।
লেখ্যন্তু সাক্ষিমৎ কার্য্যং তস্মিন্ ধনিকপূর্ব্বকম্৮৬
সমামাসতদর্দ্ধাহর্নামজাতিস্বগোত্রকৈঃ।
সব্রহ্মচারিকাত্মীয়পিতৃনামাদিচিহ্নিতম্ ॥ ৮৭
সমাপ্তেঽর্থে ঋণী নাম স্বহস্তেন নিবেশয়েৎ।
মতং মেঽমুকপুত্রস্য যদত্রোপরিলেখিতম্ ॥ ৮৮
সাক্ষিণশ্চ স্বহস্তেন পিতৃনামকপূর্ব্বকম্।
অত্রাহমমুকঃসাক্ষী লিখেয়ুরিতি তে সমাঃ ॥ ৮৯
উভয়াভ্যর্থিতেনৈতন্ময়া হ্যমুকসূনুনা।
লিখিতংহ্যমুকেনেতিলেখকোঽন্তেততোলিখেৎ॥
বিনাপি সাক্ষিভির্লেখ্যং স্বহস্তলিখিতন্তু যৎ।
তৎপ্রমাণং স্মৃতং লেখ্যং বলোপধিকৃতাদৃতে ॥৯১
ঋণং লেখ্যকৃতং দেয়ং পুরুষৈস্ত্রিভিরেব তু।
আধিস্তু ভুজ্যতে তাবদ্যাবত্তন্ন প্রদীয়তে ॥ ৯২
দেশান্তরস্থে দুর্লেখ্যে নষ্টোন্মৃষ্টে হৃতে তথা।
ভিন্নে দগ্ধেঽথবাচ্ছিন্নে লেখ্যমন্যত্তু কারয়েৎ ॥৯৩
সন্দিগ্ধলেখ্যশুদ্ধিঃ স্যাৎ স্বহস্তলিখিতাদিভিঃ।
যুক্তিপ্রাপ্তিক্রিয়াচিহ্নসম্বন্ধাগমহেতুভিঃ ॥ ৯৪
লেখ্যস্য পৃষ্ঠেঽভিলিখেদ্দত্বা দত্বা ধনং ঋণী।
ধনী চোপগতং দদ্যাৎ স্বহস্তপরিচিহ্নিতম্ ॥ ৯৫
দত্ত্বর্ণং পাঠয়েল্লেখ্যং শুদ্ধ্যৈ বান্যত্তু কারয়েৎ।

সাক্ষিমচ্চ ভবেদ্দ্বা তদ্দাতব্যং সসাক্ষিকম্ ॥ ৯৬
ইতি লেখ্যপ্রকরণম্ ॥

তুলাগ্ন্যাপো বিষং কোষো দিব্যানীহ বিশুদ্ধয়ে।
মহাভিযোগেষ্বেতানি শীর্ষকস্থেঽভিযোক্তরি ৯৭
রুচ্যা বান্যতরঃ কুর্য্যাদিতরো বর্ত্তয়েচ্ছিরঃ।
বিনাপি শীর্ষকাৎ কুর্য্যান্নৃপদ্রোহেঽথ পাতকে ৯৮
সচেলং স্নাতমাহূয় সূর্য্যোদয় উপোষিতম্।
কারয়েৎ সর্ব্বদিব্যানি নৃপব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥ ৯৯
তুলা স্ত্রীবালবৃদ্ধান্ধপঙ্গুব্রাহ্মণরোগিণাম্।
অগ্নির্জলং বা শূদ্রস্য যবাঃ সপ্ত বিষস্য চ ॥ ১০০
নাসহস্রাদ্ধরেৎ ফালং ন বিষং ন তুলাং তথা।
নৃপার্থেষ্বভিযোগে চ বহেয়ুঃ শুচয়ঃ সদা ॥ ১০১
তুলাধারণবিদ্বদ্ভিরভিযুক্তস্তুলাশ্রিতঃ।
প্রতিমানসমীভূতো রেখাং কৃত্বাবতারিতঃ ॥১০২
ত্বং তুলে সত্যধামাসি পুরা দেবৈর্বিনির্ম্মিতা।
তৎসত্যং বদ কল্যাণি সংশয়ান্মাং বিমোচয় ॥১০৩
যদ্যস্মি পাপকৃন্মাত স্ততো মাং ত্বমধোনয়।
শুদ্ধশ্চেদ্গময়োর্দ্ধং মাং তুলামিত্যভিমন্ত্রয়েৎ ১০৪
করৌ বিমৃদিতব্রীহের্লক্ষয়িত্বা ততোন্যসেৎ।
সপ্তাশ্বত্থস্য পত্রাণি তাবৎ সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥ ১০৫
ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক।
সাক্ষিবৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রূহি সত্যং করে মম ॥
তস্যেত্যুক্তবতো লৌহং পঞ্চাশৎপলিকং সমম্।
অগ্নিবর্ণং ন্যসেৎপিণ্ডং হস্তয়োরুভয়োরপি ॥ ১০৭
স তমাদায় সপ্তৈব মণ্ডলানি শনৈর্ব্রজেৎ।
ষোড়শাঙ্গুলকং জ্ঞেয়ং মণ্ডলং তাবদন্তরম্ ॥ ১০৮
মুক্ত্বাগ্নিং মৃদিতব্রীহিরদগ্ধঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
অন্তরা পতিতে পিণ্ডে সন্দেহে বা পুনর্হরেৎ ১০৯
সত্যেন মাভিরক্ষ ত্বং বরুণেত্যভিশাপ্যকম্।
নাভিদঘ্নোদকস্থস্য গৃহীত্বোরূ জলং বিশেৎ ॥ ১১০
সমকালমিষুং ক্ষিপ্তমানীয়ান্যো জবী নরঃ।
গতে তস্মিন্নিমগ্নাঙ্গং পশ্যেচ্চেচ্ছুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ১১১
ত্বং বিষ ব্রহ্মণঃ পুত্র সত্যধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ।
ত্রায়স্বাস্মাদভীশাপাৎ সত্যেন ভবমেঽমৃতম্ ॥১১২
এবমুক্ত্বা বিষং শার্ঙ্গং ভক্ষয়েদ্ধিমশৈলজম্।
যস্য বেগৈর্ব্বিনা জীর্য্যেত্তস্য শুদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ ॥
দেবানুগ্রান্ সমভ্যর্চ্চ্য তৎস্নানোদকমাহরেৎ।
সংশ্রাব্য পায়য়েত্তস্মাজ্জলন্তু প্রসৃতিত্রয়ম্ ॥ ১১৪
অর্ব্বাক্ চতুর্দ্দশাদহ্নো যস্য নো রাজদৈবিকম্।
ব্যসনং জায়তে ঘোরং স শুদ্ধঃ স্যান্নসংশয়ঃ ॥১১৫
ইতি দিব্যপ্রকরণম্।

বিভাগঞ্চেৎ পিতা কুর্য্যাৎস্বেচ্ছয়া বিভজেৎসুতান্
জ্যেষ্ঠং বা শ্রেষ্ঠভাগেন সর্ব্বে বা স্যুঃ সমাংশিনঃ
যদি কুর্য্যাৎ সমানংশান্ পত্ন্যঃ কার্য্যাঃসমাংশিকাঃ
ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাংভর্ত্রা বা শ্বশুরেণ বা ॥১১৭
শক্তস্যানীহমানস্য কিঞ্চিদ্দত্ত্বা পৃথক্ ক্রিয়া।
ন্যূনাধিকবিভক্তানাং ধর্ম্ম্যঃ পিতৃকৃতঃস্মৃতঃ ॥১১৮
বিভজেরন্ সুতাঃ পিত্রোরূর্দ্ধমৃকথমৃণং সমম্।
মাতুর্দুহিতরঃ শেষমৃণাত্তাভ্য ঋতেঽন্বয়ঃ ॥ ১১৯
পিতৃদ্রব্যাবিরোধেন যদন্যৎ স্বয়মর্জ্জিতম্।
মৈত্রমৌদ্বাহিকঞ্চৈবদায়াদানাং ন তদ্ভবেৎ ॥১২০
ক্রমাদভ্যাগতং দ্রব্যং হৃতমভ্যুদ্ধরেত্তু যঃ।
দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাদ্বিদ্যয়া লব্ধমেব চ ॥১২১
যৎকিঞ্চিৎ পিতরিপ্রেতেধনংজ্যেষ্ঠোঽধিগচ্ছতি।
ভাগো যবীসয়াং তত্র যদি বিদ্যানুপালিনঃ ॥১২২
সামান্যার্থসমুত্থানে বিভাগস্তু সমঃ স্মৃতঃ।
অনেকপিতৃকাণান্তু পিতৃতো ভাগকল্পনা ॥ ১২৩
ভূর্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধো দ্রব্যমেব বা।
তত্র স্যাৎ সদৃশংস্বাম্যংপিতুঃপুত্রস্যচোভয়োঃ ॥১২৪
বিভক্তেষু সুতো জাতঃ সবর্ণায়াং বিভাগভাক্।
দৃশ্যাদ্বা তদ্বিভাগঃ স্যাদায়ব্যয়বিশোধিতাৎ ॥ ১২৫
পিতৃভ্যাং যস্য যদ্দত্তং তত্তস্যৈব ধনং ভবেৎ।
পিতুরূর্দ্ধং বিভজতাং মাতাঽপ্যংশংসমংহরেৎ১২৬
অসংস্কৃতাস্তু সংস্কার্য্যা ভ্রাতরঃ পূর্ব্বসংস্কৃতৈঃ।
ভগিন্যশ্চ নিজাদংশাদ্দত্ত্বাংশন্তু তুরীয়কম্ ॥ ১২৭
চতুস্ত্রিদ্ব্যেকভাগাঃ স্যুর্ব্বর্ণশো ব্রাহ্মণাত্মজাঃ।
ক্ষত্রজাস্ত্রিদ্ব্যেকভাগাবিড়্জাস্তুদ্ব্যেকভাগিনঃ১২৮
অন্যোন্যাপহৃতং দ্রব্যং বিভক্তে যত্তু দৃশ্যতে।
তৎপুনস্তে সমৈরংশৈর্বিভজেরন্নিতি স্থিতিঃ ॥১২৯
অপুত্রেণ পরক্ষেত্রে নিয়োগোৎপাদিতঃ সুতঃ।
উভয়োরপ্যসাবৃক্থী পিণ্ডদাতা চ ধর্ম্মতঃ ॥ ১৩০
ঔরসোধর্ম্মপত্নীজস্তৎসমঃ পুত্রিকাসুতঃ।
ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্তু সগোত্রেণেতরেণ বা ॥ ১৩১
গৃহে প্রচ্ছন্নউৎপন্নো গূঢ়জস্তু সুতোমতঃ।
কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহসুতোমতঃ ॥ ১৩২
অক্ষতায়াং ক্ষতায়াং বা জাতঃ পৌনর্ভবস্তথা।

দদ্যান্মাতা পিতাবাযংসপুত্রোদত্তকোভবেৎ॥১৩৩
ক্রীতস্তু তাভ্যাং বিক্রীতঃ কৃত্রিমস্তু স্বয়ংকৃতঃ।
দত্তাত্মা তু স্বয়ং দত্তো গর্ভে বিন্নঃ সহোঢ়জঃ॥১৩৪
উৎসৃষ্টো গৃহ্যতে যস্তু সোঽপবিদ্ধো ভবেৎসুতঃ।
পিণ্ডদোংঽশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ॥১৩৫
সজাতীয়েষ্বয়ং প্রোক্তস্তনয়েষু ময়া বিধিঃ।
জাতোঽপিদাস্যাংশূদ্রেণকামতোঽংশহরোভবেৎ॥
মৃতে পিতরি কুর্য্যস্তং ভ্রাতরস্ত্বর্দ্ধভাগিনম্।
অভ্রাতৃতো হরেৎ সর্ব্বং দুহিতৃণাং সুতাদৃতে॥১৩৭
পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা।
তৎ সুতো গোত্রজোবন্ধুঃ শিষ্যঃ সব্রহ্মচারিণঃ১৩৮
এষামভাবে পূর্ব্বস্য ধনভাগুত্তরোত্তরঃ।
স্বর্যাতস্য হ্যপুত্রস্য সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥ ১৩৯
বানপ্রস্থযতিব্রহ্মচারিণামৃকথভাগিনঃ।
ক্রমেণাচার্য্যসচ্ছিষ্যধর্ম্মভ্রাত্রেকতীর্থিনঃ॥ ১৪০
সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টী সোদরস্য তু সোদরঃ।
দদ্যাচ্চোপহরেদংশং জাতস্য চ মৃতস্য চ॥ ১৪১
অন্যোদর্য্যস্তু সংসৃষ্টী নান্যোদর্যো ধনং হরেৎ।
অসংসৃষ্ট্যপি চাদদ্যাৎ সংসৃষ্টো নান্যমাতৃজঃ॥১৪২
ক্লীবোঽথ পতিতস্তজ্জঃ পঙ্গুরুন্মত্তকো জড়ঃ।
অন্ধোঽচিকিৎস্যরোগাদ্যাভর্ত্তব্যাঃস্যুর্নিরংশকাঃ৩
ঔরসাঃ ক্ষেত্রজাস্তেষাং নির্দ্দোষা ভাগহারিণঃ।
সুতাশ্চৈষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবদ্বৈভর্ত্তৃসাৎকৃতাঃ॥১৪৪
অপুত্রা যোষিতশ্চৈষাং ভর্ত্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ।
নির্ব্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈব চ॥১৪৫
পিতৃমাতৃপতিভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতম্।
অধিবেদনিকাদ্যঞ্চ স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১৪৬
বন্ধুদত্তং তথা শুল্কমন্বাধেয়কমেব বা।
অতীতায়ামপ্রজসি বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ॥ ১৪৭
অপ্রজঃ স্ত্রীধনং ভর্ত্তুর্ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষ্বপি।
দুহিতৃণাং প্রসূতা চেৎ শেষেষু পিতৃগামি তৎ॥১৪৮
দত্বা কন্যাং হরন্ দণ্ড্যোঽব্যয়ং দদ্যাচ্চ সোদয়ম্
মৃতায়াং দত্তমাদদ্যাৎপরিশোধ্যোভয়ব্যয়ম্॥১৪৯
দুর্ভিক্ষে ধর্ম্মকার্য্যে চ ব্যাধৌ সম্প্রতিরোধকে।
গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্ত্তা ন স্ত্রিয়ৈ দাতুমর্হতি॥১৫০
অধিবিন্নস্ত্রিয়ৈ দদ্যাদাধিবেদনিকং সমম্।
ন দত্তংস্ত্রীধনং যস্যৈ দত্তে ত্বর্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতম্॥১৫১
বিভাগনিহ্নবে জ্ঞাতিবন্ধুসাক্ষ্যভিলেখিতৈঃ।
বিভাগভাবনা জ্ঞেয়াগৃহক্ষেত্রৈশ্চ যৌতকৈঃ॥১৫২

ইতি রিকৃথভাগপ্রকরণম্॥

সীম্নো বিবাদে ক্ষেত্রস্য সামন্তাঃ স্থবিরাদয়ঃ।
গোপাঃ সীমাকৃষাণাযেসর্ব্বে চ বনগোচরাঃ॥১৫
নয়েয়ুরেতে সীমানং স্থূলাঙ্গারতুষদ্রুমৈঃ।
সেতুবল্মীকনিম্নাস্থিচৈত্যাদ্যৈরুপলক্ষিতাম্॥ ১৫
সামন্তা বা সমগ্রামাশ্চত্বারোঽষ্টৌ দশাপি বা।
রক্তস্রগ্বসনাঃ সীমাং নয়েয়ুঃ ক্ষিতিধারিণঃ॥ ১
অনৃতে চ পৃথগ্দণ্ড্যা রাজ্ঞা মধ্যমসাহসম্।
অভাবে জ্ঞাতৃচিহ্নানাং রাজা সীম্নঃপ্রবর্ত্তিতা॥১
আরামায়তনগ্রামনিপানোদ্যানবেশ্মসু।
এষ এব বিধির্জ্ঞেয়ো বর্ষাম্বু প্রবহাদিষু॥ ১৫৭
মর্য্যাদায়াঃ প্রভেদে তু সীমাতিক্রমণে তথা।
ক্ষেত্রস্য হরণে দণ্ডা অধমোত্তমমধ্যমাঃ॥ ১৫৮
ন নিষেধ্যোঽল্পবাধস্তু সেতুঃ কল্যাণকারকঃ।
পরভূমিং হরন্ কূপঃ স্বল্পক্ষেত্রো বহূদকঃ॥ ১৫
স্বামিনেযোঽনিবেদ্যৈবক্ষেত্রেসেতুংপ্রবর্ত্তয়েৎ
উৎপন্নে স্বামিনোভোগস্তদভাবেমহীপতেঃ॥১
ফালাহতমপি ক্ষেত্রং যো ন কুর্য্যান্ন কারয়েৎ।
তং প্রদাপ্যঃ কৃষ্টফলং ক্ষেত্রমন্যেন কারয়েৎ॥১

ইতি সীমাবিবাদপ্রকরণম্॥

মাষানষ্টৌ তু মহিষী শস্যঘাতস্য কারিণী।
দণ্ডনীয়া তদর্দ্ধন্তু গৌস্তদর্দ্ধমজাবিকম্॥ ১৬২
ভক্ষয়িত্বোপবিষ্টানাং যথোক্তাদ্দ্বিগুণো দমঃ।
সমমেষাং বিবীতেঽপি খরোষ্ট্রং মহিষীসমম্ ১
যাবচ্ছস্যং বিনশ্যেত্তু তাবৎস্যাৎক্ষেত্রিণঃফলম্
গোপস্তাড্যস্তু গোমী তু পূর্ব্বোক্তং দণ্ডমর্হতি১
পথি গ্রামবিবীতান্তে ক্ষেত্রে দোষো ন বিদ্যতে
অকামতঃ কামচারে চৌরবদ্দণ্ডমর্হতি॥ ১৬৫
মহোক্ষোৎসৃষ্টপশবঃ সূতিকাগন্তুকাদয়ঃ।
পালো যেষান্তু তে মোচ্যাদৈবরাজপরিপ্লুতাঃ১
যথার্পিতান্ পশূন্ গোপঃ সায়ং প্রত্যর্পয়েত্তথা
প্রমাদমৃতনষ্টাংশ্চ প্রদাপ্যঃ কৃতবেতনঃ॥ ১৬৭
পালদোষবিনাশে চ পালে দণ্ডো বিধীয়তে।
অর্দ্ধত্রয়োদশপণঃ স্বামিনো-দ্রব্যমেব চ॥ ১৬৮
গ্রামেচ্ছয়া গোপ্রচারো ভূমিরাজবশেন বা।
দ্বিজস্তৃণৈধঃপুষ্পাণি সর্ব্বতঃ স্ববদাহরেৎ॥ ১৬
ধনুঃশতং পরীণাহো গ্রামক্ষেত্রান্তরং ভবেৎ।
দ্বে শতে কর্ব্বটস্য স্যান্নগরস্য চতুঃশতম্॥ ১৭০

ইতি স্বামিপালবিবাদপ্রকরণম্।

স্বং লভেতান্যবিক্রীতং ক্রেতুর্দ্দোষোঽপ্রকাশিতে
হীনাদ্রহো হীনমূল্যে বেলাহীনে চ তস্করঃ॥ ১৭১
নষ্টাপহৃতমাসাদ্য হর্ত্তারং গ্রাহয়েন্নরম্।
দেশকালাতিপত্তৌ চ গৃহীত্বা স্বয়মর্পয়েৎ॥ ১৭২
বিক্রেতুর্দ্দর্শনাচ্ছুদ্ধিঃ স্বামী দ্রব্যং নৃপো দমম্।
ক্রেতা মূল্যমবাপ্নোতি তস্মাদ্‌যস্তস্য বিক্রয়ী॥১৭৩
আগমেনোপভোগেন নষ্টং ভাব্যমতোঽন্যথা।
পঞ্চবন্ধো দমস্তত্র রাজ্ঞে তেনাবিভাবিতে॥ ১৭৪
হৃতং প্রণষ্টং যো দ্রব্যং পরহস্তাদবাপ্নুয়াৎ।
অনিবেদ্য নৃপে দণ্ড্যঃ স তু ষন্নবতিং পণান্॥১৭৫
শৌল্কিকৈঃ স্থানপালৈর্ব্বা নষ্টাপহৃতমাহৃতম্।
অর্ব্বাক্ সম্বৎসরাৎ স্বামী হরেত পরতো নৃপঃ১৭৬
পণানেকশফে দদ্যাচ্চতুরঃ পঞ্চ মানুষে।
মহিষোষ্ট্রগবাং দ্বৌ দ্বৌ পাদং পাদমজাবিকে১৭৭

ইত্যস্বামিবিক্রয়প্রকরণম্।

স্বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারসুতাদৃতে।
নান্বয়ে সতি সর্ব্বস্বং যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতম্॥১৭৮
প্রতিগ্রহঃ প্রকাশঃ স্যাৎ স্থাবরস্য বিশেষতঃ।
দেয়ং প্রতিশ্রুতঞ্চৈব দত্ত্বা নাপহরেৎ পুনঃ॥১৭৯

ইতি দত্তাপ্রদানিকং নামপ্রকরণম্।

দশৈকপঞ্চসপ্তাহমাসত্র্যহার্দ্ধমাসিকম্।
বীজায়োবাহরত্নস্ত্রীদোহপুংসাং পরীক্ষণম্॥ ১৮০
অগ্নৌ সুবর্ণমক্ষীণং রজতে দ্বিপলং শতে।
অষ্টৌ ত্রপুণি সীসে চ তাম্রে পঞ্চদশায়সি॥ ১৮১
শতে দশ পলা বৃদ্ধিরৌর্ণে কার্পাসসৌত্রিকে।
মধ্যে পঞ্চপলা সূত্রে সূক্ষ্মে তু ত্রিপলা মতা॥১৮২
কার্ম্মিকে রোমবদ্ধে চ ত্রিংশদ্ভাগক্ষয়ো মতঃ।
ন ক্ষয়ো নচ বৃদ্ধিঃ স্যাৎ কৌষেয়েবল্কলেষু চ১৮৩
দেশং কালঞ্চ ভোগঞ্চ জ্ঞাত্বা নষ্টে বলাবলম্।
দ্রব্যাণাং কুশলা ব্রূয়ুর্যত্তদ্দাপ্যমসংশয়ম্॥ ১৮৪

ইতি ক্রীতানুশয়প্রকরণম্।

বলাদ্দাসীকৃতশ্চৌরৈর্বিক্রীতশ্চাপি মুচ্যতে।
স্বামিপ্রাণপ্রদো ভক্তত্যাগাত্তন্নিষ্ক্রয়াদপি॥১৮৫
প্রব্রজ্যাবসিতো রাজ্ঞো দাসশ্চামরণান্তিকঃ।
বর্ণানামানুলোম্যেন দাস্যং ন প্রতিলোমতঃ॥১৮৬
কৃতশিল্পোঽপি নিবসেৎ কৃতকালং গুরোর্গৃহে।
অন্তে বাসী গুরুপ্রাপ্তভোজনস্তৎফলপ্রদঃ॥ ১৮৭

রাজা কৃত্বা পুরে স্থানং ব্রাহ্মণান্ন্যস্য তত্র তু।
ত্রৈবিদ্যং বৃত্তিমদ্‌ব্রূয়াৎস্বধর্ম্মঃপাল্যতামিতি॥১৮৮
নিজধর্ম্মাবিরোধেন যস্তু সাময়িকো ভবেৎ।
সোঽপিযত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্ম্মো রাজকৃতশ্চ যঃ১৮৯
গণদ্রব্যং হরেদ্‌যস্তু সম্বিদং লঙ্ঘয়েচ্চ যঃ।
সর্ব্বস্বহরণং কৃত্বা তং রাষ্ট্রাদ্বিপ্রবাসয়েৎ॥ ১৯০
কর্ত্তব্যং বচনং সর্ব্বৈঃ সমূহহিতবাদিনাম্।
যস্তত্র বিপরীতঃ স্যাৎ স দাপ্যঃ প্রথমং দমম্॥১৯১
সমূহকার্য্য আয়াতান্ কৃতকার্য্যান্ বিসর্জ্জয়েৎ।
স দানমানসংকারৈঃ পূজয়িত্বা মহীপতিঃ॥ ১৯
সমূহকার্য্যপ্রহিতো যল্লভেত তদর্পয়েৎ।
একাদশগুণং দাপ্যো যদ্যসৌ নার্পয়েৎ স্বয়ম্॥১৯৩
ধর্ম্মজ্ঞাঃ শুচয়োঽলুব্ধা ভবেয়ুঃ কার্য্যচিন্তকাঃ।
কর্ত্তব্যং বচনং তেষাং সমূহহিতবাদিনাম্॥ ১৯৪
শ্রেণিনৈগমপাষণ্ডিগণানামপ্যয়ং বিধিঃ।
ভেদঞ্চৈষাং নৃপো রক্ষেৎ পূর্ব্ববৃত্তিঞ্চপালয়েৎ১৯৫

ইতি সম্বিদ্ব্যতিক্রমপ্রকরণম্।

গৃহীতবেতনঃ কর্ম্ম ত্যজন্ দ্বিগুণমাবহেৎ।
অগৃহীতে সমং দাপ্যো ভৃত্যৈরক্ষ্য উপস্করঃ॥১৯৬
দাপ্যস্তু দশমং ভাগং বাণিজ্যপশুশস্যতঃ।
অনিশ্চিত্য ভৃতিং যস্তু কারয়েৎ স মহীক্ষিতা১৯৭
দেশংকালঞ্চযোঽতীয়াৎলাভংকুর্য্যাচ্চযোঽন্যথা।
তত্রস্যাৎস্বামিনশ্ছন্দোঽধিকংদেয়ংকৃতেধিকে ১৯৮
যো যাবৎ কুরুতে কর্ম্ম তাবত্তস্য তু বেতনম্।
উভয়োরপ্যসাধ্যঞ্চেৎ সাধ্যংকুর্য্যাদযথাশ্রুতম্১৯৯
অরাজদৈবিকং নষ্টং ভাণ্ডং দাপ্যস্তু বাহকঃ।
প্রস্থানবিঘ্নকৃচ্চৈব প্রদাপ্যো দ্বিগুণাং ভৃতিম্॥২০০
প্রক্রান্তে সপ্তমং ভাগং চতুর্থং পথি সংত্যজন্।
ভৃতিমর্দ্ধপথে সর্ব্বাংপ্রদাপ্যস্ত্যাজকোঽপি চ॥২০১

ইতি বেতনাদানপ্রকরণম্।

গ্লহে শতিকবৃদ্ধেস্তু সভিকঃ পঞ্চকং শতম্।
গৃহ্নীয়াদ্ধূর্ত্তকিতবাদিতরাদ্দশকং শতম্॥ ২০২
স সম্যক্ পালিতোদদ্যাদ্রাজ্ঞেভাগংযথাকৃতম্।
জিতমুদ্‌গ্রাহয়েজ্জেত্রে দদ্যাৎ সত্যং বচঃক্ষমী২৯৩
প্রাপ্তে নৃপতিনা ভাগে প্রসিদ্ধে ধূর্ত্তমণ্ডলে।
জিতং সসভিকে স্থানে দাপয়েদন্যথা নতু॥ ২০৪
দ্রষ্টারো ব্যবহারাণাং সাক্ষিণশ্চ ত এব হি।

রাজ্ঞাসচিহ্নং নির্ব্বাস্যাঃ কূটাক্ষোপধিদেবিনঃ॥২০৫
দ্যূতমেকমুখং কার্য্যং তস্করজ্ঞানকারণাৎ।
এষ এব বিধির্জ্ঞেয়ঃ প্রাণিদ্যূতে সমাহ্বয়ে॥ ২০৬

ইতি দ্যূতসমাহ্বয়াখ্যং প্রকরণম্।

সত্যাসত্যান্যথাস্তোত্রৈর্ন্যূনাঙ্গেন্দ্রিয়রোগিণাম্।
ক্ষেপং করোতি চেদ্দণ্ড্যঃ পণানর্দ্ধত্রয়োদশ॥ ২০৭
অভিগন্তাস্মি ভগিনীং মাতরং বা তবেতি চ।
শপন্তং দাপয়েদ্রাজা পঞ্চবিংশতিকং দমম্॥ ২০৮
অর্দ্ধোঽধমেষু দ্বিগুণঃ পরস্ত্রীষূত্তমেষু চ।
দণ্ডপ্রণয়নং কার্য্যং বর্ণজাত্যুত্তরাধরৈঃ॥ ২০৯
প্রাতিলোম্যাপবাদেষু দ্বিগুণাস্ত্রিগুণা দমাঃ।
বর্ণানামানুলোম্যেন তস্মাদর্দ্ধার্দ্ধহানিতঃ॥ ২১০
বাহুগ্রীবানেত্রসক্থিবিনাশে বাচিকে দমঃ।
শক্ত্যস্তদর্দ্ধিকঃ পাদনাসাকর্ণকরাদিষু॥২১১
অশক্তস্তু বদন্নেবং দণ্ডনীয়ঃ পণান্ দশ।
তথাশক্তঃপ্রতিভুবং দাপ্যঃ ক্ষেমায় তস্য তু॥২১২
পতনীয়ে কৃতে ক্ষেপে দণ্ডো মধ্যমসাহসঃ।
উপপাতকযুক্তে তু দাপ্যঃ প্রথমসাহসম্॥ ২১৩
ত্রৈবিদ্যনৃপদেবানাং ক্ষেপ উত্তমসাহসঃ।
মধ্যমো জাতিপূগানাংপ্রথমোগ্রামদেশয়োঃ॥২১৪

ইতি বাক্পারুষ্যপ্রকরণম্॥

অসাক্ষিকহতে চিহ্নৈর্যুক্তিভিশ্চাগমেন চ।
দ্রষ্টব্যো ব্যবহারস্তু কূটচিহ্নকৃতোভয়াৎ॥ ২১৫
ভস্মপঙ্করজঃস্পর্শে দণ্ডো দশপণঃ স্মৃতঃ।
অমেধ্যপার্ষ্ণিনিষ্ঠ্যূতস্পর্শনে দ্বিগুণস্ততঃ॥ ২১৬
সমেষ্বেবং পরস্ত্রীষু দ্বিগুণস্তূত্তমেষু চ।
হীনেষ্বর্দ্ধদমো মোহমদাদিভিরদণ্ডনম্॥২১৭
বিপ্রপীড়াকরং ছেদ্যমঙ্গমব্রাহ্মণস্য তু।
উদ্গূর্ণে প্রথমোদণ্ডঃসংস্পর্শে তু তদর্দ্ধিকঃ॥২১৮
উদ্গূর্ণে হস্তপাদে চ দশবিংশতিকৌ দমৌ।
পরস্পরস্তু সর্ব্বেষাং শস্ত্রে মধ্যমসাহসম্। ২১৯
পাদকেশাংশুককরোল্লুঞ্চনেষু পণান্ দশ।
পীড়াকর্ষাংশুকাবেষ্টপাদাধ্যাসে শতং দমঃ॥ ২২০
শোণিতেন বিনা দুঃখং কুর্ব্বন্ কাষ্ঠাদিভির্নরঃ।
দ্বাত্রিংশতংপণান্দাপ্যোদ্বিগুণংদর্শনেঽসৃজঃ॥২২১
করপাদদতোভঙ্গে ছেদনে কর্ণনাসয়োঃ।
মধ্যো দণ্ডো ব্রণোদ্ভেদে মৃতকল্পহতে তথা॥ ২২২
চেষ্টাভোজনবাগ্রোধে নেত্রাদিপ্রতিভেদনে।
কন্ধরাবাহুসক্থ্নাঞ্চ ভঙ্গে মধ্যমসাহসঃ॥ ২২৩
একং ঘ্নতাং বহূনাঞ্চ যথোক্তাদ্দ্বিগুণো দমঃ।
কলহাপহৃতং দেয়ং দণ্ডশ্চ দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ॥ ২২৪
দুঃখমুৎপাদয়েদ্যস্তু স সমুত্থানজব্যয়ম্।
দাপ্যো দণ্ডশ্চ যোযস্মিন্ কলহেসমুদাহৃতঃ॥২২
অভিঘাতে তথাচ্ছেদে ভেদে কুড্যাবপাতনে।
পণান্ দাপ্যং পঞ্চদশবিংশতিস্তদ্দ্বয়ং তথা॥২২
দুঃখোৎপাদি গৃহে দ্রব্যং ক্ষিপন্ প্রাণহরস্তথা।
ষোড়শাদ্যঃ পণান্ দাপ্যো দ্বিতীয়ো মধ্যমং দ
দুঃখে চ শোণিতোৎপাদে শাখাঙ্গচ্ছেদনে তথা
দণ্ড্যঃ ক্ষুদ্রপশূনাঞ্চ দ্বিপণপ্রভৃতিক্রমাৎ॥ ২২৮
লিঙ্গস্য ছেদনে মৃত্যৌ মধ্যমো মূল্যমেব চ।
মহাপশূনামেতেষু স্থানেষু দ্বিগুণো দমঃ॥ ২২৯
প্ররোহিশাখিনাং শাখাস্কন্ধসর্ব্ববিদারণে।
উপজীব্যদ্রুমাণাঞ্চ বিংশতের্দ্বিগুণোদমঃ॥ ২৩০
চৈত্যশ্মশানসীমাসু পুণ্যস্থানে সুরালয়ে।
জাতদ্রুমাণাং দ্বিগুণো দমো বৃক্ষেঽথ বিশ্রুতে॥
গুল্মগুচ্ছক্ষুপলতাপ্রতানৌষধিবীরুধাম্।
পূর্ব্বস্মৃতাদর্দ্ধদণ্ডঃ স্থানেষূক্তেষু কর্ত্তনে॥ ২৩২

ইতি দণ্ডপারুষ্যপ্রকরণম্।

সামান্যদ্রব্যপ্রসভহরণাৎ সাহসং স্মৃতম্।
তন্মূল্যাদ্দ্বিগুণো দণ্ডো নিহ্নবে তু চতুর্গুণঃ॥২
যঃ সাহসং কারয়তি স দাপ্যো দ্বিগুণং দমম্।
যশ্চৈবমুক্ত্বাহং দাতা কারয়েৎ স চতুর্গুণম্॥২৩
অর্ঘ্যক্রোশাতিক্রমকৃদ্ভ্রাতৃভার্য্যাপ্রহারদঃ।
সন্দিষ্টস্যাপ্রদাতা চ সমুদ্রগৃহভেদকৃৎ॥ ২৩৫
সামন্তকুলিকাদীনামপকারস্য কারকঃ।
পঞ্চাশৎপণিকো দণ্ড এষামিতি বিনিশ্চয়ঃ॥২৩
স্বচ্ছন্দং বিধবাগামী বিক্রুষ্টেঽনভিধাবকঃ।
অকারণে চ বিক্রোষ্টাচণ্ডালশ্চোত্তমান্স্পৃশন্২
শূদ্রঃ প্রব্রজিতানাঞ্চ দৈবে পিত্রে চ ভোজকঃ
অযুক্তং শপথংকুর্ব্বন্নযোগ্যোঽযোগ্যকর্ম্মকৃৎ॥২
বৃষক্ষুদ্রপশূনাঞ্চ পুংস্ত্বস্য প্রতিঘাতকৃৎ।
সাধারণস্যাপলাপী দাসীগর্ভবিনাশকৃৎ॥ ২৩৯
পিতৃপুত্রস্বসৃভ্রাতৃদম্পত্যাচার্য্যশিষ্যকাঃ।
এষামপতিতান্যোঽন্যত্যাগী চ শতদণ্ডভাক্॥২

ইতি সাহসপ্রকরণম্।

বসানস্ত্রীন্ পণান্ দণ্ড্যো নেজকস্তু পরাংশুকম্।
বিক্রয়াবক্রয়াধানযাচিতেষু পণান্ দশ ॥ ২৪১
পিতাপুত্রবিরোধে তু সাক্ষিণাং ত্রিপণো দমঃ।
অন্তরে চ তয়োর্যঃ স্যাত্তস্যাপ্যষ্টগুণো দমঃ ২৪২
তুলাশাসনমানানাং কূটকৃন্নাণকস্য চ।
এভিশ্চ ব্যবহর্ত্তা যঃ স দাপ্যো দণ্ডমুত্তমম্ ॥২৪৩
অকূটং কূটকং ব্রূতে কূটং যশ্চাপ্যকূটকম্।
স নাণকপরীক্ষী তু দাপ্য উত্তমসাহসম্ ॥ ২৪৪
ভিষঙ্ মিথ্যাচরন্ দাপ্যস্তির্য্যক্ষু প্রথমং দমম্।
মানুষে মধ্যমং রাজমানুষেষূত্তমং দমম্ ॥ ২৪৫
অবন্ধ্যং যশ্চ বধ্নাতি বন্ধ্যং যশ্চ প্রমুঞ্চতি।
অপ্রাপ্তব্যবহারঞ্চ স দাপ্যো দণ্ডমুত্তমম্ ॥ ২৪৬
মানেন তুলয়া বাপি যোঽংশমষ্টমকং হরেৎ।
দণ্ডং স দাপ্যো দ্বিশতংবৃদ্ধৌহানৌ চ কল্পিতম্২৪৭
ভেষজস্নেহলবণগন্ধধান্যগুড়াদিষু।
পণ্যেষু প্রক্ষিপন্ হীনংপণান্ দাপ্যস্তুষোড়শ২৪৮
মৃচ্চর্ম্মমণিসূত্রায়ঃকাষ্ঠবল্কলবাসসাম।
অজাতৌ জাতিকরণে বিক্রেয়াষ্টগুণো দমঃ ॥২৪৯
সমুদ্গপরিবর্ত্তঞ্চ সারভাণ্ডঞ্চ কৃত্রিমম্।
আধানং বিক্রয়ং বাপি নয়তো দণ্ডকল্পনা ॥২৫০
ভিন্নে পণে তু পঞ্চাশৎ পণে তু শতমুচ্যতে।
দ্বিপণে দ্বিশতো দণ্ডো মূল্যবৃদ্ধৌ চ বৃদ্ধিমান্২৫১
সম্ভূয় কুর্ব্বতামর্ঘং সবাধং কারুশিল্পিনাম্।
অর্ঘস্য হ্রাসং বৃদ্ধিং বা জানতাং দম উত্তমঃ ॥২৫২
সম্ভূয় বণিজাং পণ্যমনর্ঘেণোপরুন্ধতাম্।
বিক্রীণতাং বা বিহিতো দণ্ড উত্তমসাহসঃ ॥ ২৫৩
রাজনি স্থাপ্যতে যোঽর্ঘঃপ্রত্যহং তেনবিক্রয়ঃ।
ক্রয়ো বা নিঃস্রবস্তস্মাদ্বণিজাংলাভকৃৎ স্মৃতঃ॥২৫৪
স্বদেশপণ্যে তু শতং বণিগ্গৃহ্ণীত পঞ্চকম্।
দশকং পারদেশ্যে তু যঃ সদ্যঃ ক্রয়বিক্রয়ী ॥২৫৫
পণ্যস্যোপরি সংস্থাপ্য ব্যয়ং পণ্যসমুদ্ভবম্।
অর্ঘোঽনুগ্রহকৃৎ কার্য্যঃ ক্রেতুর্ব্বিক্রেতুরেব চ ॥২৫৬
গৃহীতমূল্যং যঃ পণ্যং ক্রেতুর্নৈব প্রযচ্ছতি।
সোদয়ংতস্যদাপ্যোঽসৌদিগ্লাভংবাদিগাগতে ॥
বিক্রীতমপি বিক্রেয়ং পূর্ব্বক্রেতর্য্যগৃহ্ণতি।
হানিশ্চেৎক্রেতৃদোষেণক্রেতুরেবহিসাভবেৎ ॥২৫৮
রাজদৈবোপঘাতেন পণ্যে দোষমুপাগতে।
হানির্ব্বিক্রেতুরেবাসৌ যাচিতস্যাপ্রযচ্ছতঃ ॥২৫৯
অন্যহস্তে চ বিক্রীতং দুষ্টং বাঽদুষ্টবদ্ যদি।
বিক্রীণীতেদমস্তত্র মূল্যাত্তু দ্বিগুণো ভবেৎ ॥২৬০
ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ বণিজা পণ্যানামবিজানতা।
ক্রীত্বানানুশয়ঃকার্য্যঃকুর্ব্বন্ ষড় ভাগদণ্ডভাক্২৬১

ইতি বিক্রয়াসম্প্রদানপ্রকরণম্।

সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বতাম্।
লাভালাভৌ যথাদ্রব্যং যথাবাসম্বিদা কৃতৌ ॥২৬২
প্রতিষিদ্ধমনাদিষ্টং প্রমাদাদ্যচ্চ নাশিতম্।
স তদ্দদ্যাদ্বিপ্লবাচ্চ রক্ষিতাদ্দশমাংশভাক্ ॥২৬৩
অর্ঘপ্রক্ষেপণাদ্বিংশং ভাগং শুল্কং নৃপো হরেৎ।
ব্যাসিদ্ধংরাজযোগ্যঞ্চবিক্রীতংরাজগামিতৎ ॥২৬৪
মিথ্যা বদন্ পরীমাণং শুল্কস্থানাদপাসরন্।
দাপ্যস্ত্বষ্টগুণং যশ্চ সব্যাজক্রয়বিক্রয়ী ॥ ২৬৫
তরিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্নন্ দাপ্যঃ পণান্ দশ।
ব্রাহ্মণপ্রাতিবেশ্যানামেতদ্দেবানিমন্ত্রণে ॥ ২৬৬
দেশান্তরগতে প্রেতে দ্রব্যং দায়াদবান্ধবাঃ।
জ্ঞাতয়ো বা হরেয়ুস্তদাগতাস্তৈর্ব্বিনা নৃপঃ ॥২৬৭
জিহ্মং ত্যজেয়ুর্নির্লাভমশক্তোঽন্যেন কারয়েৎ।
অনেন বিধিরাখ্যাত ঋত্বিক্কর্ষককর্ম্মিণাম্ ॥ ২৬৮

ইতি সম্ভূয়সমুত্থানম্।

গ্রাহকৈর্গৃহ্যতে চৌরো লোপ্ত্রেণাথ পদেন বা।
পূর্ব্বকর্ম্মাপরাধী চ তথা চাশুদ্ধবাসকঃ ॥ ২৬৯
অন্যেঽপি শঙ্কয়া গ্রাহ্যা জাতিনামাদিনিহ্নবৈঃ।
দ্যূতস্ত্রীপানসক্তাশ্চ শুষ্কভিন্নমুখস্বরাঃ ॥ ২৭০
পরদ্রব্যগৃহাণাঞ্চ প্রচ্ছকা গূঢ়চারিণঃ।
নিরায়া ব্যয়বন্তশ্চ বিনষ্টদ্রব্যবিক্রয়াঃ ॥ ২৭১
গৃহীতঃ শঙ্কয়া চৌর্য্যে নাত্মানং চেদ্বিশোধয়েৎ।
দাপয়িত্বা হৃতং দ্রব্যং চৌরদণ্ডেন দণ্ডয়েৎ ॥২৭২
চৌরং প্রদাপ্যাপহৃতং ঘাতয়েদ্বিবিধৈর্ব্বধৈঃ।
সচিহ্নং ব্রাহ্মণং কৃত্বা স্বরাষ্ট্রাদ্বিপ্রবাসয়েৎ ॥ ২৭৩
ঘাতিতেঽপহৃতে দোষো গ্রামভর্ত্তুরনির্গতে।
বিবীতভর্ত্তুস্তু পথি চৌরোদ্ধর্ত্তুরবীতকে ॥ ২৭৪
স্বসীম্নি দদ্যাদ্ গ্রামস্তু পদং বা যত্র গচ্ছতি।
পঞ্চগ্রামী বহিঃক্রোশাদ্দশগ্রাম্যথবা পুনঃ ॥ ২৭৫
বন্দিগ্রাহাংস্তথা বাজিকুঞ্জরাণাঞ্চ হারিণঃ।
প্রসহ্যঘাতিনশ্চৈব শূলমারোপয়েন্নরান্ ॥ ২৭৬
উৎক্ষেপকগ্রন্থিভেদৌ করসন্দংশহীনকৌ।
কার্য্যৌ দ্বিতীয়াপরাধে করপাদৈকহীন কৌ॥২৭৭
ক্ষুদ্রমধ্যমহা দ্রব্যহরণে সারতোদমঃ।

দেশকালবয়ঃশক্তীঃ সংচিন্ত্য দণ্ডকর্ম্মণি ॥ ১৭৮
ভক্তাবকাশাগ্ন্যুদকমন্ত্রোপকরণব্যয়ান্।
দত্বা চৌরস্য হন্তুর্ব্বা জানতো দম উত্তমঃ ॥ ২৭৯
শস্ত্রাবপাতে গর্ভস্য পাতনে চোত্তমো দমঃ।
উত্তমো বাঽধমো বাপি পুরুষস্ত্রীপ্রমাপণে ॥ ২৮০
বিপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ঞ্চৈব পুরুষঘ্নীমগর্ভিণীম্।
সেতুভেদকরীঞ্চাপ্সু শিলাং বদ্ধাপ্রবেশয়েৎ ॥২৮১
বিষাগ্নিদাং পতিগুরুনিজাপত্যপ্রমাপিণীম্।
বিকর্ণকরনাসৌষ্ঠীং কৃত্বা গোভিঃ প্রমাপয়েৎ॥২৮২
অবিজ্ঞাতহতস্যাশু কলহং সুতবান্ধবাঃ।
প্রষ্টব্যা যোষিতশ্চাস্য পরপুংসি রতাঃ পৃথক্ ॥২৮৩
স্ত্রীদ্রব্যবৃত্তিকামো বা কেন বায়ং গতঃ সহ।
মৃত্যুদেশসমাসন্নং পৃচ্ছেদ্বাপি জনং শনৈঃ ॥ ২৮৪
ক্ষেত্রবেশ্মবনগ্রামবিবীতখলদাহকাঃ।
রাজপত্ন্যভিগামী চ দগ্ধব্যাস্তু কটাগ্নিনা ॥ ২৮৫

ইতি স্তেয়প্রকরণম্।

পুমান্ সংগ্রহণে গ্রাহ্যঃ কেশাকেশি পরস্ত্রিয়াঃ।
সদ্যোবাকামজৈশ্চিহ্নৈঃপ্রতিপত্তৌদ্বয়োস্তথা॥২৮৬
নীবীস্তনপ্রাবরণসক্থিকেশাভিমর্শনম্।
আদেশকালসম্ভাষং সহৈকস্থানমেব চ ॥ ২৮৭
স্ত্রীনিষেধে শতং দদ্যাদ্দ্বিশতন্তু দমং পুমান্।
প্রতিষেধে দ্বয়োর্দ্দণ্ডো যথা সংগ্রহণে তথা ॥ ২৮৮
স্বজাতাবুত্তমো দণ্ড আনুলোম্যে তু মধ্যমঃ।
প্রাতিলোম্যেবধঃপুংসঃস্ত্রীণাংনাসাদিকর্ত্তনম্ ॥২৮৯
অলঙ্কৃতাং হরন্ কন্যামুত্তমন্ত্বন্যথাধমম্।
দণ্ডং দদ্যাৎ সবর্ণাসু প্রাতিলোম্যেবধঃস্মৃতঃ ॥২৯০
সকামাস্বনুলোমাসু ন দোষস্ত্বন্যথা দমঃ।
দূষণে তু করচ্ছেদ উত্তমায়াং বধস্তথা ॥ ২৯১
শতং স্ত্রীদূষণে দদ্যাদ্ দ্বে তু মিথ্যাভিশংসনে।
পশূন্ গচ্ছন্শতং দাপ্যো হীনাংস্ত্রীংগাঞ্চমধ্যমম্॥
অবরুদ্ধাসু দাসীষু ভুজিষ্যাসু তথৈব চ।
গম্যাস্বপি পুমান্ দাপ্যঃপঞ্চাশৎ পণিকংদমম্॥
প্রসহ্য দাস্যভিগমে দণ্ডো দশপণঃ স্মৃতঃ।
বহূনাং যদ্যকামাসৌ চতুর্বিংশতিকঃ পৃথক্ ॥২৯৪
গৃহীতবেতনা বেশ্যা নেচ্ছন্তী দ্বিগুণং বহেৎ।
অগৃহীতে সমং দাপ্যঃ পুমানপ্যেবমেব চ ॥২৯৫
অযোনৌ গচ্ছতো যোষাং পুরুষং বাপি মেহতঃ
চতুর্বিংশতিকো দণ্ডস্তথা প্রব্রজিতাগমে ॥ ২৯৬
অন্ত্যাভিগমনে ত্বঙ্ক্য কুবন্ধেন প্রবাসয়েৎ।
শূদ্রস্তথান্ত্য এব স্যাদন্ত্যস্যার্য্যাগমে বধঃ ॥ ২৯৭

ইতি স্ত্রীসংগ্রহপ্রকরণম্ ॥

ঊনং বাপ্যধিকং বাপি লিখেদ্যোরাজশাসনম্।
পারদারিকচৌরং বা মুঞ্চতো দণ্ড উত্তমঃ ॥২৯৮
অভক্ষ্যেণ দ্বিজং দূষ্যন্ দণ্ড্য উত্তমসাহসম্।
ক্ষত্রিয়ং মধ্যমং বৈশ্যং প্রথমং শূদ্রমর্দ্ধকম্ ॥২৯৯
কূটস্বর্ণব্যবহারী বিমাংসস্য চ বিক্রয়ী।
ত্র্যঙ্গহীনস্তু কর্ত্তব্যো দাপ্যশ্চোত্তমসাহসম্ ॥ ৩০০
চতুষ্পাদকৃতো দোষো নাপৈহীতি প্রজল্পতঃ।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু পাষাণবাহুযুগ্যকৃতস্তথা ॥ ৩০১
ছিন্ননস্যেন যানেন তথা ভগ্নযুগাদিনা।
পশ্চাচ্চৈবাপসরতা হিংসনেস্বাম্যদোষভাক্ ॥৩০২
শক্তো হ্যমোক্ষয়ন্ স্বামী দংষ্ট্রিণাং শৃঙ্গিণাং তথা।
প্রথমং সাহসং দদ্যাদ্বিক্রুষ্টে দ্বিগুণং ততঃ ॥৩০৩
জারং চৌরেত্যভিবদন্ দাপ্যঃ পঞ্চশতং দমম্।
উপজীব্যধনং মুঞ্চংস্তদেবাষ্টগুণীকৃতম্ ॥ ৩০৪
রাজ্ঞোঽনিষ্টপ্রবক্তারংতস্যৈবাক্রোশকারিণম্।
তন্মন্ত্রস্য চ ভেত্তারংজিহ্বাংছিত্বা প্রবাসয়েৎ ॥৩০৫
মৃতাঙ্গলগ্নবিক্রেতুর্গুরোস্তাড়য়িতুস্তথা।
রাজযানাসনারোঢ়ুর্দ্দণ্ড উত্তমসাহসঃ ॥ ৩০৬
দ্বিনেত্রভেদিনো রাজদ্বিষ্টাদেশকৃতস্তথা।
বিপ্রত্বেন চ শূদ্রস্য জীবনোঽষ্টশতো দমঃ ॥ ৩০৭
দুর্দ্দৃষ্টাংস্তু পুনর্দৃষ্ট্বা ব্যবহারান্নৃপেণ তু।
সভ্যাঃসজয়িনোদণ্ড্যাবিবাদাদ্দ্বিগুণং দমম্ ॥৩০৮
যোমন্যেতাজিতোঽস্মীতি ন্যায়েনাপি পরাজিতঃ।
তমায়ান্তং পুনর্জিত্বা দাপয়েদ্দ্বিগুণং দমম্ ॥৩০৯
রাজ্ঞাঽন্যায়েন যো দণ্ডো গৃহীতোবরুণায় তম্।
নিবেদ্যদদ্যাদ্বিপ্রেভ্যঃস্বয়ংত্রিংশদ্গুণীকৃতম্॥৩১০

ইতি শ্রীযাজ্ঞবল্কীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঊনদ্বিবর্ষং নিখনেন্ন কুর্য্যাদুদকং ততঃ।
আ শ্মশানাদনুব্রজ্য ইতরো জ্ঞাতিভির্বৃতঃ ॥ ১
যমসূক্তং যমীং গাথাং জপদ্ভির্লৌকিকাগ্নিনা।
স দগ্ধব্য উপেতশ্চেদাহিতাগ্ন্যাবৃতার্থবৎ ॥ ২
সপ্তমাদ্দশমাদ্বাপি জ্ঞাতয়োঽভ্যুপযন্ত্যপঃ।
অপনঃ শোশুচদঘমনেন পিতৃদিঙ্মুখাঃ ॥ ৩

এবং মাতামহাচার্য্যপ্রেতানামুদকক্রিয়া।
কামোদকং সখিপ্রত্তাস্বস্রীয়শ্বশুরর্ত্বিজাম্॥ ৪
সকৃৎপ্রসিঞ্চন্ত্যুদকং নামগোত্রেণ বাগ্‌যতাঃ।
ন ব্রহ্মচারিণঃ কুর্য্যুরুদকং পতিতাস্তথা॥ ৫
পাষণ্ড্যনাশ্রিতা স্তেনা ভর্ত্তৃঘ্ন্যঃ কামগাদিকাঃ।
সুরাপ্য আত্মত্যাগিন্যো নাশৌচোদকভাজনাঃ ৬
কৃতোদকান্ সমুত্তীর্ণান্ মৃদুশাদ্বলসংস্থিতান্।
স্নাতানপবদেয়ুস্তানিতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ॥ ৭
মানুষ্যে কদলীস্তম্ভনিঃসারে সারমার্গণম্।
যঃ করোতি স সংমূঢ়ো জলবুদ্‌বুদসন্নিভে॥ ৮
পঞ্চধা সম্ভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ।
কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈস্তত্র কা পরিবেদনা॥ ৯
গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ।
ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো ন যাস্যতি১০
শ্লেষ্মাশ্রুবান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্‌ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যন্তু ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ স্বশক্তিতঃ ১১
ইতি সংশ্রুত্য গচ্ছেয়ুর্গৃহং বালপুরঃসরাঃ।
বিদশ্য নিম্বপত্রাণি নিয়তা দ্বারি বেশ্মনঃ॥ ১২
আচম্যাগ্যাদিসলিলং গোময়ং গৌরসর্ষপান্।
প্রবিশেয়ুঃ সমালভ্য দত্বাশ্মনি পদং শনৈঃ॥ ১৩
প্রবেশনাদিকং কর্ম্ম প্রেতসংস্পর্শিনামপি।
ইচ্ছতাং তৎক্ষণাচ্ছুদ্ধিঃ পরেষাং স্নানসংযমাৎ১৪
আচার্য্যপিত্রুপাধ্যায়ান্নির্হৃত্যাপি ব্রতী ব্রতী।
সকটান্নং নচাশ্নীয়ান্ন চ তৈঃ সহ সংবসেৎ॥ ১৫
ক্রীতলব্ধাশনা ভূমৌ স্বপেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্।
পিণ্ডযজ্ঞাবৃতা দেয়ং প্রেতায়ান্নং দিনত্রয়ম্॥১৬
জলমেকাহমাকাশে স্থাপ্যং ক্ষীরঞ্চ মৃণ্ময়ে।
বৈতানোপাসনাঃ কার্য্যাঃ ক্রিয়াশ্চ শ্রুতিদর্শনাৎ ১৭
ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা শাবমাশৌচমুচ্যতে।
ঊনদ্বিবর্ষমুভয়োঃ সূতকং মাতুরেব হি॥ ১৮
পিত্রোস্তু সূতকং মাতুস্তদসৃগ্‌দর্শনাদ্ ধ্রুবম্।
তদহর্ন প্রদূষ্যেত পূর্ব্বেষাং জন্মকারণাৎ॥ ১৯
অন্তরা জন্মমরণে শেষাহাভির্বিশুদ্ধ্যতি।
গর্ভস্রাবে মাসতুল্যা নিশাঃ শুদ্ধেস্তু কারণম্॥ ২০
হতানাং নৃপগোবিপ্রৈরন্বক্ষঞ্চাত্মঘাতিনাম্।
প্রোষিতে কালশেষঃ স্যাৎ পূর্ণে দত্তোদকং শুচিঃ॥২১
ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈব তু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥ ২২
আদন্তজন্মনঃ সদ্য আচূড়ান্নৈশিকী স্মৃতা।
ত্রিরাত্রমাব্রতা দেশাদ্দশরাত্রমতঃ পরম্॥ ২৩

অহস্ত্বদত্তকন্যাসু বালেষু চ বিশোধনম্।
গুর্ব্বন্তেবাস্যনূচানমাতুলশ্রোত্রিয়েষু চ॥ ২৪
অনৌরসেষু পুত্রেষু ভার্য্যাস্বন্যগতাসু চ।
নিবাসরাজনি প্রেতে তদহঃ শুদ্ধিকারণম্॥ ২৫
ব্রাহ্মণেনানুগন্তব্যো ন শূদ্রো ন দ্বিজঃ কচিৎ।
অনুগম্যাম্ভসি স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতভুক্ শুচিঃ২৬
মহীপতীনাং নাশৌচং হতানাং বিদ্যুতা তথা।
গোব্রাহ্মণার্থে সংগ্রামে যস্য চেচ্ছতি ভূমিপঃ॥২৭
ঋত্বিজাং দীক্ষিতানাঞ্চ যজ্ঞিয়ং কর্ম্ম কুর্ব্বতাম্।
সত্রিব্রতিব্রহ্মচারিদাতৃব্রহ্মবিদাং তথা॥ ২৮
দানে বিবাহে যজ্ঞে চ সংগ্রামে দেশবিপ্লবে।
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥২৯
উদক্যাশৌচিভিঃ স্নায়াৎ সংস্পৃষ্টস্তৈরুপস্পৃশেৎ।
অব্‌লিঙ্গানি জপেচ্চৈব সাবিত্রীং মনসা সকৃৎ॥৩০
কালোঽগ্নিঃ কর্ম্ম মৃদ্বায়ুর্মনো জ্ঞানং তপো জলম্।
পশ্চাত্তাপো নিরাহারঃ সর্ব্বেঽমী শুদ্ধিহেতবঃ॥৩১
অকার্য্যকারিণাং দানং বেগো নদ্যাস্তু শুদ্ধিকৃৎ।
শোধ্যস্য মৃচ্চ তোয়ঞ্চ সন্ন্যাসো বৈ দ্বিজন্মনাম্॥৩২
তপো বেদবিদাং ক্ষান্তির্ব্বিদুষাং বর্ষ্মণো জলম্।
জপঃ প্রচ্ছন্নপাপানাং মনসঃ সত্যমুচ্যতে॥ ৩৩
ভূতাত্মনস্তপো বিদ্যে বুদ্ধের্জ্ঞানং বিশোধনম্।
ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা॥ ৩৪

ইত্যশৌচপ্রকরণম্।

ক্ষাত্রেণ কর্ম্মণা জীবেদ্বিশাং বাপ্যাপদি দ্বিজঃ।
নিস্তীর্য্য তামথাত্মানং পাবয়িত্বা ন্যসেৎ পথি॥৩৫
ফলোপলক্ষৌমসোমমনুষ্যাপূপবীরুধঃ।
তিলৌদনরসক্ষারান্ দধি ক্ষীরং ঘৃতং জলম্॥ ৩৬
শস্ত্রাসবমধূচ্ছিষ্টমধুলাক্ষাশ্চ বর্হিষঃ।
মৃচ্চর্ম্মপুষ্পকুতপকেশতক্রবিষক্ষিতীঃ॥৩৭
কৌশেয়নীললবণমাংসৈকশফসীসকান্।
শাকার্দ্রৌষধিপিণ্যাকপশুগন্ধাংস্তথৈব চ॥ ৩৮
বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবন্নো বিক্রীণীত কদাচন।
ধর্ম্মার্থং বিক্রয়ং নেয়াস্তিলা ধান্যেন তৎসমাঃ॥৩৯
লাক্ষালবণমাংসানি পতনীয়ানি বিক্রয়ে।
পয়োদধি চ মদ্যঞ্চ হীনবর্ণকরাণি চ॥ ৪০
আপদ্‌গতঃ সম্প্রগৃহ্নন্ ভুঞ্জানো বা যতস্ততঃ।
ন লিপ্যেতৈনসা বিপ্রো জ্বলনার্কসমো হি সঃ॥৪১
কৃষিঃ শিল্পং ভৃতির্ব্বিদ্যা কুসীদং শকটং গিরিঃ।
সেবাঽনূপং নৃপো ভৈক্ষমাপত্তৌ জীবনানি তু॥৪২

বুভুক্ষিতস্ত্র্যহং স্থিত্বা ধান্যমব্রাহ্মণাদ্ধরেৎ।
প্রতিগৃহ্য তদাখ্যেয়মভিযুক্তেন ধর্ম্মতঃ॥ ৪৩
তস্য বৃত্তং কুলং শীলং শ্রুতমধ্যয়নং তপঃ।
জ্ঞাত্বা রাজা কুটুম্বঞ্চ ধর্ম্ম্যাং বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ॥৪৪
ইত্যাপদ্ধর্ম্মপ্রকরণম্।

সুতবিন্যস্তপত্নীকস্তয়া বানুগতো বনম্।
বানপ্রস্থোব্রহ্মচারীসাগ্নিঃ সোপাসনো ব্রজেৎ॥৪৫
অফালকৃষ্টেনাগ্নীংশ্চ পিতৃদেবাতিথীংস্তথা।
ভৃত্যাংস্তু তর্পয়েৎ শ্মশ্রুজটালোমভৃদাত্মবান্॥ ৪৬
অহ্নো মাসস্য যণ্ণাং বা তথা সংবৎসরস্য বা।
অর্থস্য সঞ্চয়ং কুর্য্যাৎ কৃতমাশ্বযুজে ত্যজেৎ॥ ৪৭
দান্তস্ত্রিষবণস্নায়ী নিবৃত্তশ্চ প্রতিগ্রহাৎ।
স্বাধ্যায়বান্ দানশীলঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতে রতঃ॥ ৪৮
দন্তোলূখলিকঃ কালপকাশী বাশ্মকুট্টকঃ।
শ্রৌতংস্মার্ত্তং ফলস্নেহৈঃ কর্ম্মকুর্য্যাৎক্রিয়াস্তথা॥৪৯
চান্দ্রায়ণৈর্নয়েৎকালং কৃচ্ছ্রৈর্ব্বা বর্ত্তয়েৎসদা।
পক্ষে গতে বাপ্যশ্নীয়ান্মাসে বাহ্নি বা গতে॥৫০
স্বপ্যাদ্ভূমৌ শুচীরাত্রৌ দিবা সম্প্রপদৈর্নয়েৎ।
স্থানাসনবিহারৈর্ব্বা যোগাভ্যাসেন বা তথা॥ ৫১
গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়ঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে শক্ত্যা বাপি তপশ্চরেৎ॥৫২
যঃ কণ্টকৈর্ব্বিতুদতি চন্দনৈর্যশ্চ লিম্পতি।
অক্রুদ্ধোঽপরিতুষ্টশ্চ সমস্তস্য চ তস্য চ॥ ৫৩
অগ্নীন্ বাপ্যাত্মসাৎ কৃত্বা বৃক্ষাবাসো মিতাশনঃ।
বানপ্রস্থগৃহেষ্বেব যাত্রার্থং ভৈক্ষমাচরেৎ॥ ৫৪
গ্রামাদাহৃত্য বা গ্রাসানষ্টৌ ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ।
বায়ুভক্ষঃ প্রাগুদীচীং গচ্ছেদাবর্ষ্ম সংক্ষয়াৎ॥৫৫
ইতি বানপ্রস্থপ্রকরণম্।

বনাদ্গৃহাদ্বা কৃত্বেষ্টিং সার্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
প্রাজাপত্যাং তদন্তে তানগ্নীনারোপ্য চাত্মনি॥৫৬
অধীতবেদো জপকৃৎ পুত্রবানন্নদোঽগ্নিমান্।
শক্ত্যা চ যজ্ঞকৃন্মোক্ষে মনঃ কুর্য্যাত্তু নান্যথা॥৫৭
সর্ব্বভূতহিতঃ শান্তস্ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
একারামঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ॥ ৫৮
অপ্রমত্তশ্চরেদ্ভৈক্ষং সায়াহ্নে নাভিলক্ষিতঃ।
রহিতে ভিক্ষুকৈর্গ্রামে যাত্রামাত্রমলোলুপঃ॥ ৫৯
যতিপাত্রাণি মৃদ্বেণুদার্ব্বলাবুময়ানি চ।
সলিলৈঃ শুদ্ধিরেতেষাংগোবালৈশ্চাবঘর্ষণাৎ॥৬০
সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং রাগদ্বেষৌ বিহায় চ।
ভয়ং হৃত্বা চ ভূতানামমৃতী ভবতি দ্বিজঃ॥ ৬১
কর্ত্তব্যাশয়শুদ্ধিস্তু ভিক্ষুকেণ বিশেষতঃ।
জ্ঞানোৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যকরণায় চ॥ ৬২
অবেক্ষ্যাগর্ভবাসাচ্চ কর্ম্মজা গতয়স্তথা।
আধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা জরারূপবিপর্য্যয়াঃ॥ ৬৩
ভবো জাতিসহস্রেষু প্রিয়াপ্রিয়বিপর্য্যয়ঃ।
ধ্যানযোগেনসম্পশ্যেৎসূক্ষ্মআত্মাত্মনি স্থিতঃ॥৬৪
নাশ্রমঃ কারণং ধর্ম্মে ক্রিয়মাণো ভবেদ্ধি সঃ।
অতো যদাত্মনোঽপথ্যং পরস্য ন তদাচরেৎ॥৬৫
সত্যমস্তেয়মক্রোধোহ্রীঃ শৌচং ধীর্ধৃতির্দমঃ।
সংযতেন্দ্রিয়তা বিদ্যা ধর্ম্মঃ সর্ব্ব উদাহৃতঃ॥৬৬
ইতি যতিপ্রকরণম্।

নিঃসরন্তি যথা লোহপিণ্ডাত্তপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মনস্তদ্বদাত্মানঃ প্রভবন্তি হি॥ ৬৭
তত্রাত্মা হি স্বয়ং কিঞ্চিৎকর্ম্মকিঞ্চিৎ স্বভাবতঃ।
করোতি কিঞ্চিদভ্যাসাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মোভয়াত্মকম্॥৬৮
নিমিত্তমক্ষরঃ কর্ত্তা বোদ্ধা ব্রহ্ম গুণী বশী।
অজঃ শরীরগ্রহণাৎ স জাত ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ ৬৯
সর্গাদৌ সযথাকাশংবায়ুং জ্যোতির্জ্জলং মহীম্।
সৃজত্যেকোত্তরগুণাংস্তথাদত্তেভবন্নপি॥ ৭০
আহুত্যাপ্যায়তে সূর্য্যস্তস্মাদ্বৃষ্টিরথৌষধিঃ।
তদন্নং রসরূপেণ শুক্রত্বমুপগচ্ছতি॥ ৭১
স্ত্রীপুংসয়োস্তু সংযোগে বিশুদ্ধে শুক্রশোণিতে।
পঞ্চধাতূ স্বয়ং ষষ্ঠ আদত্তে যুগপৎ প্রভুঃ॥ ৭২
ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণো জ্ঞানমায়ুঃ সুখং ধৃতিঃ।
ধারণা প্রেরণং দুঃখমিচ্ছাহংকার এব চ॥ ৭৩
প্রযত্ন আকৃতির্ব্বর্ণঃ স্বরদ্বেষৌ ভবাভবৌ।
তস্যৈতদাত্মজং সর্ব্বমনাদেরাদিমিচ্ছতঃ॥ ৭৪
প্রথমে মাসি সংক্লেদভূতো ধাতুবিমূর্চ্ছিতঃ।
মাস্যর্ব্বুদং দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়েঽঙ্গেন্দ্রিয়ৈর্যুতঃ ৭৫
আকাশাল্লাঘবং সৌক্ষ্ম্যংশব্দং শ্রোত্রংবলাদিকম্।
বায়োস্তু স্পর্শনং চেষ্টাং ব্যূহনং রৌক্ষ্যমেব চ॥৭৬
পিত্তাত্তু দর্শনং পক্তিমৌষ্ণ্যং রূপং প্রকাশিতাম্
রসাত্তু রসনং শৈত্যং স্নেহং ক্লেদং সমার্দ্দবম্॥৭৭
ভূমের্গন্ধং তথা ঘ্রাণং গৌরবং মূর্ত্তিমেব চ।
আত্মা গৃহ্লাত্যজঃ সর্ব্বং তৃতীয়ে স্পন্দতে ততঃ৭৮
দোহদস্যাপ্রদানেন গর্ভো দোষমবাপ্নুয়াৎ।
বৈরূপ্যং মরণংবাপি তস্মাৎকার্য্যংপ্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ৭৯

স্থৈর্য্যং চতুর্থে ত্বঙ্গানাং পঞ্চমে শোণিতোদ্ভবঃ।
ষষ্ঠে বলস্য বর্ণস্য নখরোমৃণাঞ্চ সম্ভবঃ ॥ ৮০
মনশ্চৈতন্যযুক্তোঽসৌ নাড়ীস্নায়ুশিরাযুতঃ।
সপ্তমে চাষ্টমে চৈব ত্বঙ্মাংসস্মৃতিমানপি ॥ ৮১
পুনর্দ্ধাত্রীং পুনর্গর্ভমোজস্তস্য প্রধাবতি।
অষ্টমে মাস্যতো গর্ভো জাতঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে ৮২
নবমে দশমে বাপি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
নঃসার্য্যতে বাণ ইব যন্ত্রচ্ছিদ্রেণ সজ্বরঃ ॥ ৮৩
তস্য ষোঢ়া শরীরাণি ষট্ ত্বচো ধারয়ন্তি চ।
ষড়ঙ্গানি তথাস্থ্নাঞ্চ সহ ষষ্ট্যা শতত্রয়ম্ ॥ ৮৪
স্থালৈঃ সহ চতুঃষষ্টির্দন্তাবৈ বিংশতির্নখাঃ।
পাণিপাদশলাকাশ্চ তাসাং স্থানচতুষ্টয়ম্ ॥ ৮৫
ষষ্ট্যঙ্গুলীনাং দ্বে পাণ্যোর্গুল্ফেষু চ চতুষ্টয়ম্।
চত্বার্য্যরত্নিকাস্থীনি জঙ্ঘয়োস্তাবদেব তু ॥ ৮৬
দ্বে দ্বে জানুকপোলোরুফলকাংসসমুদ্ভবে।
অক্ষতালূষকে শ্রোণীফলকে চ বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৮৭
ভগাস্থ্যেকং তথা পৃষ্ঠে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
গ্রীবা পঞ্চদশাস্থিঃ স্যাজ্জত্র্বেকৈকং তথা হনুঃ৮৮
তন্মূলে দ্বে ললাটাক্ষিগণ্ডে নাসা ঘনাস্থিকা।
পার্শ্বকাঃস্থালকৈঃ সার্দ্ধমর্বুদৈশ্চ দ্বিসপ্ততিঃ ॥৮৯
দ্বৌ শঙ্খকৌ কপালানি চত্বারি শিরসস্তথা।
উরঃ সপ্তদশাস্থীনি পুরুষস্যাস্থিসংগ্রহঃ ॥ ৯০
গন্ধরূপরসস্পর্শশব্দাশ্চ বিষয়াঃ স্মৃতাঃ।
নাসিকা লোচনেজিহ্বা ত্বক্শ্রোত্রংচেন্দ্রিয়াণিচ৯১
হস্তৌ পায়ূরুপস্থশ্চ বাক্পাদৌ চেতি পঞ্চ বৈ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি জানীয়ান্মনশ্চৈবোভয়াত্মকম্ ॥ ৯২
নাভিরোজোগুদংশুক্রং শোণিতংশঙ্খকৌ তথা।
মূর্দ্ধাংসকণ্ঠহৃদয়ং প্রাণস্যায়তনানি তু ॥ ৯৩
বপাবসাবহননং নাভিঃ ক্লোমযকৃৎ প্লিহা।
ক্ষুদ্রান্ত্রং বৃক্ককৌ বস্তিঃ পুরীষাধানমেব চ ॥ ৯৪
আমাশয়োঽথ হৃদয়ং স্থূলান্ত্রং গুদমেব চ।
উদরঞ্চ গুদৌ কৌষ্ঠ্যৌ বিস্তারোঽয়মুদাহৃতঃ ॥৯৫
কনীনিকে চাক্ষিকূটে শষ্কুলী কর্ণপত্রকৌ।
কর্ণৌ শঙ্খৌ ভ্রুবৌ দন্তবেষ্টাবোষ্ঠৌ ককুন্দরে ॥৯৬
বঙ্ক্ষণৌ বৃষণৌ বৃক্কৌ শ্লেষ্মসঙ্ঘাতজৌ স্তনৌ।
উপজিহ্বা স্ফিজৌ বাহূ জঙ্ঘোরুষু চ পিণ্ডিকা৯৭
তালূদরং বস্তি শীর্ষং চিবুকে মালশুণ্ডিকে।
অবটশ্চৈবমেতানি স্থানান্যত্র শরীরকে ॥ ৯৮
অক্ষিকর্ণচতুষ্কঞ্চ পদ্ভস্তহৃদয়ানি চ।
নবচ্ছিদ্রাণি তান্যেব প্রাণস্যায়তনানি তু ॥ ৯৯

শিরাঃ শতানি সপ্তৈব নবস্নায়ুশতানি চ।
ধমনীনাং শতে দ্বে চ পেশী পঞ্চশতানি চ ॥১০০
একোনত্রিংশল্লক্ষাণি তথা নবশতানি চ।
ষট্পঞ্চাশচ্চ জানীত শিরা ধমনিসংজ্ঞিতাঃ ॥১০১
ত্রয়োলক্ষাস্তু বিজ্ঞেয়াঃ শ্মশ্রুকেশাঃ শরীরিণাম্।
সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতং দ্বে চ সন্ধিশতে তথা ॥১০২
রোম্ণাং কোট্যশ্চ পঞ্চাশচ্চতস্রঃ কোট্য এব চ।
সপ্তষষ্টিস্তথা লক্ষাঃ সার্দ্ধাঃ স্বেদায়নৈঃ সহ ॥১০৩
বায়বীয়ৈর্বিগণ্যন্তে বিভক্তাঃ পরমাণবঃ।
যদ্যপ্যেকোঽনুবেদৈষাংভাবানাঞ্চৈবসংস্থিতিম্॥
রসস্য নব বিজ্ঞেয়া জলস্যাঞ্জলয়ো দশ।
সপ্তৈব তু পুরীষস্য রক্তস্যাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১০৫
ষট্ শ্লেষ্মা পঞ্চ পিত্তঞ্চ চত্বারো মূত্রমেব চ।
বসাত্রয়োদ্বৌতুমেদোমজ্জৈকোঽর্দ্ধন্তুমস্তকে ॥১০৬
শ্লেষ্মৌজসস্তাবদেব রেতসস্তাবদেব তু।
ইত্যেতদস্থিরং বর্ম্ম যস্য মোক্ষায় কৃত্যসৌ ॥১০৭
দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াদভিনিঃসৃতা।
হিতাহিতানামনাড্যস্তাসাংমধ্যেশশিপ্রভম্ ॥১০৮
মণ্ডলং তস্য মধ্যস্থ আত্মা দীপ ইবাচলঃ।
স জ্ঞেয়স্তং বিদিত্বেহ পুনরায়তনে নতু ॥ ১০৯
জ্ঞেয়ং চারণ্যকমহং যদাদিত্যাদবাপ্তবান্।
যোগশাস্ত্রঞ্চমৎপ্রোক্তংজ্ঞেয়ংযোগমভীপ্সতা ॥১১০
অনন্যবিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ম্।
ধ্যেয়আত্মাস্থিতোযোঽসৌহৃদয়েদীপবৎ প্রভুঃ১১১
যথাবিধানেন পঠন্ সামগায়মবিচ্যুতম্।
সাবধানস্তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥১১২
অপরান্তকমুল্লোপ্যং মদ্রকং প্রকরীস্তথা।
ঔবেণকং সরোবিন্দুমুত্তরং গীতকানি চ ॥ ১১৩
ঋগ্গাথাপাণিকাদক্ষবিহিতাব্রহ্মগীতিকাঃ।
জ্ঞেয়মেতত্তদভ্যাসকরণান্মোক্ষসংজ্ঞিতম্ ॥ ১১৪
বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি ॥১১৫
গীতজ্ঞো যদিগীতেন নাপ্নোতি পরমং পদম্।
রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে ॥ ১১৬
অনাদিরাত্মা কথিতস্তস্যাদিস্তু শরীরকম্।
আত্মনশ্চ জগৎ সর্ব্বং জগতশ্চাত্মসম্ভবঃ ॥ ১১৭
কথমেতদ্বিমুহ্যামঃসদেবাসুরমানবম্।
জগদুদ্ভূতমাত্মা চ কথং তস্মিন্ বদস্ব নঃ ॥ ১১৮
মোহজালমপাস্যেহ পুরুষো দৃশ্যতে হি যঃ।
সহস্রকরপন্নেত্রঃ সূর্য্যবর্চ্চাঃ সহস্রকঃ ॥ ১১৯

স আত্মা চৈব যজ্ঞশ্চ বিশ্বরূপঃ প্রজাপতিঃ।
বিরাজঃ সোঽন্নরূপেণ যজ্ঞত্বমুপগচ্ছতি ॥ ১২০
যো দ্রব্যদেবতাত্যাগসম্ভূতো রস উত্তমঃ।
দেবান্ সন্তর্প্য স রসো যজমানং ফলেন চ ॥১২১
সংযোজ্য বায়ুনা সোমং নীয়তে রশ্মিভিস্ততঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামবিহিতং সৌরং ধামোপনীয়তে ॥১২২
স্বমণ্ডলাদসৌ সূর্য্যঃ সৃজত্যমৃতমুত্তমম্।
যজ্জন্ম সর্ব্বভূতানামশনানশনাত্মনাম্ ॥ ১২৩
তস্মাদন্নাৎ পুনর্যজ্ঞঃ পুনরন্নং পুনঃ ক্রতুঃ।
এবমেতদনাদ্যন্তং চক্রং সম্পরিবর্ত্ততে ॥ ১২৪
অনাদিরাত্মা সম্ভূতির্ব্বিদ্যতে নাস্তরাত্মনঃ।
সমবায়ী তু পুরুষো মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মজঃ ॥ ১২৫
সহস্রাত্মা ময়া যো ব আদিদেব উদাহৃতঃ।
মুখবাহূরুপজ্জাঃ স্যুস্তস্য বর্ণা যথাক্রমম্ ॥ ১২৬
পৃথিবী পাদতস্তস্য শিরসো দ্যৌরজায়ত।
নস্তঃপ্রাণাদিশঃশ্রোত্রাৎস্পর্শাদ্বায়ুর্মুখাচ্ছিখী ১২৭
মনসশ্চন্দ্রমা জাতশ্চক্ষুষশ্চ দিবাকরঃ।
জঘনাদন্তরীক্ষঞ্চ জগচ্চ সচরাচরম্ ॥ ১২৮
যদ্যেবং স কথং ব্রহ্মন্ পাপযোনিষু জায়তে।
ঈশ্বরঃ স কথং ভাবৈরনিষ্টৈঃ সংপ্রযুজ্যতে ॥১২৯
করণৈরন্বিতস্যাপি পূর্ব্বজ্ঞানং কথঞ্চন।
বেত্তিসর্ব্বগতাংকস্মাৎসর্ব্বগোঽপি ন বেদনাম্১৩০
অন্ত্যপক্ষিস্থাবরতাং মনোবাক্কায়কর্ম্মজৈঃ।
দোষৈঃপ্রযাতিজীবোঽয়ংভবংযোনিশতেষু চ১৩১
অনন্তাশ্চ যথাভাবাঃ শরীরেষু শরীরিণাম্।
রূপাণ্যপি তথৈবেহ সর্ব্বযোনিষু দেহিনাম্ ॥১৩২
বিপাকঃ কর্ম্মণাং প্রেত্য কেষাঞ্চিদিহ জায়তে।
ইহ চামুত্র বৈকেষাং ভাবস্তত্র প্রয়োজনম্ ॥ ১৩৩
পরদ্রব্যাণ্যভিধ্যায়ং স্তথা নিষ্টানি চিন্তয়ন্।
বিতথাভিনিবেশী চ জায়তেঽন্ত্যাসু যোনিষু১৩৪
পুরুষোঽনৃতবাদী চ পিশুনঃ পুরুষস্তথা।
অনিবদ্ধপ্রলাপী চ মৃগপক্ষিষু জায়তে ॥ ১৩৫
অদত্তাদাননিরতঃ পরদারোপসেবকঃ।
হিংসকশ্চাবিধানেন স্থাবরেষ্বভিজায়তে ॥ ১৩৬
আত্মজ্ঞঃ শৌচবান্ দান্তস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধর্ম্মকৃদ্বেদবিদ্যাবিৎ সাত্ত্বিকো দেবযোনিষু ১৩৭
অসৎকাররতোঽধীরআরম্ভী বিষয়ী চ যঃ।
স রাজগোমনুষ্যেষু মৃতোজন্মাধিগচ্ছতি ॥ ১৩৮
নিদ্রালুঃ ক্রূরকৃল্লুব্ধোনাস্তিকোযাচকস্তথা।
প্রমাদবান্ ভিন্নবৃত্তোভবেত্তির্য্যক্ষু তামসঃ ॥ ১৩৯

রজসা তমসা চৈবং সমাবিষ্টোভ্রমন্নিহ।
ভাবৈরনিষ্টৈঃ সংযুক্তঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে১৪০
মলিনোহি যথাদর্শোরূপালোকস্য ন ক্ষমঃ।
তথাঽবিপককরণ আত্মা জ্ঞানস্য ন ক্ষমঃ ॥ ১৪১
কটূর্ব্বারৌ যথাঽপক্কে মধুরঃ সন্ রসোঽপি ন।
প্রাপ্যতে হ্যাত্মনি তথা নাপককরণে জ্ঞতা ॥১৪২
সর্ব্বাশ্রয়াং নিজে দেহে দেহী বিন্দতি বেদনাম্।
যোগীমুক্তশ্চ সর্ব্বাসাংযোনচাপ্নোতিবেদনাম্১৪৩
আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ।
তথাত্মৈকোঽপ্যনেকস্তুজলাধারেম্বিবাংশুমান্১৪৪
ব্রহ্মখানিলতেজাংসি জলং ভূশ্চেতি ধাতবঃ।
ইমে লোকা এষ চাত্মা তস্মাচ্চ স চরাচরম্ ॥১৪
মৃদ্দণ্ডচক্রসংযোগাৎ কুম্ভকারো যথা ঘটম্।
করোতি তৃণমৃৎকাষ্ঠৈর্গৃহংবা গৃহকারকঃ ॥ ১৪৬
হেমমাত্রমুপাদায় রূপ্যং বা হেমকারকঃ।
নিজলালাসমাযোগাৎকোশংবাকোশকারকঃ॥১৪৭
কারণান্যেবমাদায় তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
সৃজত্যাত্মানমাত্মা চ সম্ভূয় করণানি চ ॥ ১৪৮
মহাভূতানি সত্যানি যথাত্মাপি তথৈব হি।
কোঽন্যথৈকেন নেত্রেণ দৃষ্টমন্যেন পশ্যতি ॥ ১৪৯
বাচং বা কো বিজানাতিপুনঃসংশ্রুত্যসংশ্রুতাম্
অতীতার্থস্মৃতিঃ কস্য কো বাস্বপ্নস্য কারকঃ ॥ ১৫০
জাতিরূপবয়োবৃত্তিবিদ্যাদিভিরহঙ্কৃতঃ।
শব্দাদিবিষয়োদ্যোগং কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥ ১৫১
স সন্দিগ্ধমতিঃ কর্ম্মফলমস্তি ন বেত্তি বা।
বিপ্লুতঃসিদ্ধমাত্মানমসিদ্ধোঽপিহিমন্যতে ॥ ১৫২
মম দারাঃ সুতামাত্যা অহমেষামিতি স্থিতিঃ।
হিতাহিতেষু ভাবেষু বিপরীতমতিঃ সদা ॥ ১৫৩
জ্ঞেয়জ্ঞে প্রকৃতৌ চৈব বিকারে বাঽবিশেষবান্।
অনাশকানলাপাতজলপ্রপতনোদ্যমী ॥ ১৫৪
এবং বৃত্তোঽবিনীতাত্মা বিতথাভিনিবেশবান্।
কর্ম্মণা দ্বেষমোহাভ্যামিচ্ছয়া চৈব বধ্যতে ॥১৫৫
আচার্য্যোপাসনং বেদশাস্ত্রার্থেষু বিবেকিতা।
তৎকর্ম্মণামনুষ্ঠানং সঙ্গঃ সদ্ভির্গিরঃ শুভাঃ ॥ ১৫৬
স্ত্র্যালোকালম্ভবিগমঃ সর্ব্বভূতাত্মদর্শনম্।
ত্যাগঃ পরিগ্রহণাঞ্চ জীর্ণকাষায়ধারণম্ ॥ ১৫৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংরোধস্তন্দ্রালস্যবিবর্জনম্।
শরীরপরিসংখ্যানং প্রবৃত্তিষ্বঘদর্শনম্ ॥ ১৫৮
নীরজস্তমতা সত্ত্বশুদ্ধির্নিঃস্পৃহতা শমঃ।
এতৈরুপায়ৈঃ সংশুদ্ধঃ সত্ত্বযুক্তোঽমৃতীভবেৎ১৫৯

তত্ত্বস্মৃতেরুপস্থানাৎ সত্ত্বযোগাৎ পরিক্ষয়াৎ।
কর্ম্মণাৎ সন্নিকর্ষাচ্চ সতাং যোগঃ প্রবর্ত্ততে॥ ১৬০
শরীরসংক্ষয়ে যস্য মনঃ সত্ত্বস্থমীশ্বরে।
অবিপ্লুতমতেঃ সম্যক্ স জাতিস্মরতামিয়াৎ॥১৬১
যথা হি ভরতো বর্ণৈর্ব্বর্ণয়ত্যাত্মনস্তনুম্।
নানারূপাণি কুর্ব্বাণস্তথাত্মা কর্ম্মদাস্তনুঃ॥ ১৬২
কালকর্ম্মাত্মবীজানাং দোষৈর্ম্মাতুস্তথৈব চ।
গর্ভস্য বৈকৃতং দৃষ্টমঙ্গহীনাদি জন্মতঃ॥ ১৬৩
অহঙ্কারেণ মনসা গত্যা কর্ম্মফলেন চ।
শরীরেণ চ নাত্মায়ং মুক্তপূর্ব্বঃ কথঞ্চন॥ ১৬৪
বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাদ্ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ॥ ১৬৫
অনন্তা রশ্ময়স্তস্য দীপবদ্ যঃ স্থিতো হৃদি।
সিতাসিতাঃকদ্রুনীলাঃকপিলাঃপীতলোহিতাঃ॥
ঊর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলম্।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেনযাতিপরাংগতিম্॥১৬৭
যদস্যান্যদ্রশ্মিশতমূর্দ্ধমেব ব্যবস্থিতম্।
তেন দেবশরীরাণি সধামানি প্রপদ্যতে॥ ১৬৮
যেঽনেকরূপাশ্চাধস্তাদ্রশ্ময়োঽস্য মৃদুপ্রভাঃ।
ইহ কর্ম্মোপভোগায়তৈঃসংসরতিসোঽবশঃ॥ ১৬৯
বেদৈঃ শাস্ত্রৈঃ সবিজ্ঞানৈর্জন্মনা মরণেন চ।
আর্ত্ত্যা গত্যা তথাগত্যা সত্যেন হ্যনৃতেন চ॥১৭০
শ্রেয়সা সুখদুঃখাভ্যাং কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ।
নিমিত্তশকুনজ্ঞানগ্রহসংযোগজৈঃ ফলৈঃ॥ ১৭১
তারানক্ষত্রসঞ্চারৈর্জাগরৈঃ স্বপ্নজৈরপি।
আকাশপবনজ্যোতির্জলভূতিমিরৈস্তথা॥ ১৭২
মন্বন্তরৈর্যুগপ্রাপ্ত্যা মন্ত্রৌসধিকলৈরপি।
বিত্তাত্মানং বিদ্যমানং কারণং জগতস্তথা॥ ১৭৩
অহঙ্কারঃ স্মৃতির্মেধা দ্বেষো বুদ্ধিঃ সুখং ধৃতিঃ।
ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চারইচ্ছা ধারণজীবিতে॥ ১৭৪
স্বর্গঃ স্বপ্নশ্চ ভাবানাং প্রেরণং মনসো গতিঃ।
নিমেষশ্চেতনা যত্ন আদানং পাঞ্চভৌতিকম্॥১৭৫
যত এতানি দৃশ্যন্তে লিঙ্গানি পরমাত্মনঃ।
তস্মাদস্তি পরো দেহাদাত্মা সর্ব্বগ ঈশ্বরঃ॥ ১৭৬
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি সার্থানি মনঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পৃথিব্যাদীনি চৈব হি॥ ১৭৭
অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রস্যাস্য নিগদ্যতে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতস্থঃ সন্নসন্ সদসচ্চ যঃ॥ ১৭৮
বুদ্ধেরুৎপত্তিরব্যক্তাত্ততোঽহঙ্কারসম্ভবঃ।
তন্মাত্রাদীন্যহঙ্কারাদেকোত্তরগুণানি চ॥ ১৭৯

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ।
যো যস্মান্নিঃসৃতশ্চৈষাং স তস্মিন্নেব লীয়তে॥১৮০
যথাত্মানং সৃজত্যাত্মা তথা বঃ কথিতো ময়া।
বিপাকাত্রিপ্রকারাণাংকর্ম্মণামীশ্বরোঽপিসন্॥১৮১
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণাস্তস্যৈব কীর্ত্তিতাঃ।
রজস্তমোভ্যামাবিষ্টশ্চক্রবদ্ ভ্রাম্যতে হি সঃ॥১৮২
অনাদিরাদিমাংশ্চৈব স এব পুরুষঃ পরঃ।
লিঙ্গেন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপঃ সবিকার উদাহৃতঃ॥ ১৮৩
পিতৃযানোঽজবীথ্যাশ্চ যদগস্ত্যস্য চান্তরম্।
তেনাগ্নিহোত্রিণো যান্তি সর্গকামাদিবম্প্রতি॥১৮৪
যে চ দানপরাঃ সম্যগষ্টাভিশ্চ গুণৈর্যুতাঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ সত্যব্রতপরায়ণাঃ॥ ১৮৫
তত্রাষ্টাশীতিসাহস্রা মুনয়ো গৃহমেধিনঃ।
পুনরাবর্ত্তিনো বীজভূতা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ॥ ১৮৬
সপ্তর্ষিনাগবীথ্যন্তর্দ্দেবলোকসমাশ্রিতাঃ।
তাবন্ত এব মুনয়ঃ সর্ব্বারম্ভবিবর্জ্জিতাঃ॥ ১৮৭
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সঙ্গত্যাগেন মেধয়া।
তত্রৈব তাবত্তিষ্ঠন্তি যাবদাহূতসংপ্লবম্॥ ১৮৮
যতো বেদাঃ পুরাণঞ্চ বিদ্যোপনিষদস্তথা।
শ্লোকাঃ সূত্রাণিভাষ্যাণিযচ্চকিঞ্চন বাঙ্ময়ম্॥১৮৯
বেদানুবচনং যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যং তপো দমঃ।
শ্রদ্ধোপবাসঃ স্বাতন্ত্র্যমাত্মনো জ্ঞানহেতবঃ॥১৯০
স হ্যাশ্রমৈর্ব্বিজিজ্ঞাস্যঃ সমস্তৈরেবমেব তু।
দ্রষ্টব্যস্ত্বথ মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ দ্বিজাতিভিঃ॥ ১৯১
য এনমেবং বিন্দন্তি যে চারণ্যকমাশ্রিতাঃ।
উপাসতে দ্বিজাঃ সত্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ॥১৯২
ক্রমাত্তে সম্ভবন্ত্যর্চ্চিরহঃ শুক্লং তথোত্তরম্।
অয়নং দেবলোকঞ্চ সবিতারং সবৈদ্যুতম্॥
ততস্তান্পুরুষোঽভ্যেত্য মানসো ব্রহ্মলৌকিকান্
করোতি পুনরাবৃত্তিস্তেষামিহ ন বিদ্যতে॥ ১৯৪
যজ্ঞেন তপসা দানৈর্যে হি স্বর্গজিতো নরাঃ।
ধূমং নিশাং কৃষ্ণপক্ষং দক্ষিণায়নমেব চ॥ ১৯৫
পিতৃলোকং চন্দ্রমসং বায়ুং বৃষ্টিং জলং মহীম্।
ক্রমাত্তে সম্ভবন্তীহ পুনরেব ব্রজন্তি চ॥ ১৯৬
এতদ্ যো ন বিজানাতি মার্গদ্বিতয়মাত্মবান্।
দন্দশূকঃপতঙ্গো বা ভবেৎকীটোঽথবাকৃমিঃ॥১৯৭
ঊরুস্থোত্তানচরণঃ সব্যে ন্যস্যেতরং করম্।
উত্তানং কিঞ্চিদুন্নাম্য মুখং বিষ্টভ্য চোরসা॥১৯৮
নিমীলিতাক্ষঃ সত্ত্বস্থো দন্তৈর্দ্দন্তানসংস্পৃশন্।
তালুস্থাচলজিহ্বশ্চ সংবৃতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ॥ ১৯৯

সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং নাতীনীচোচ্ছ্রিতাসনঃ।
দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি প্রাণায়ামমুপক্রমেৎ ॥ ২০০
ততোধ্যেয়ঃস্থিতো যোঽসৌহৃদয়েদীপবৎপ্রভুঃ।
ধারয়েত্তত্র চাত্মানং ধারণাং ধারয়ন্ বধঃ ॥ ২০১
অন্তর্দ্ধানং স্মৃতিঃ কান্তির্দৃষ্টিঃ শ্রোত্রজ্ঞতা তথা।
নিজং শরীরমুৎসৃজ্য পরকায়প্রবেশনম্ ॥ ২০২
অর্থানাং ছন্দতঃ সৃষ্টির্যোগসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্।
সিদ্ধে যোগে ত্যজন্দেহমমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২০৩
অথাবাপ্যভ্যসন্ বেদং ন্যস্তকামো বনে বসন্।
অযাচিতাশী মিতভুক্ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ২০৪
ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি হি মুচ্যতে২০৫

ইত্যধ্যাত্মপ্রকরণম্ ॥

মহাপাতকজান্ ঘোরান্নরকান্ প্রাপ্য গর্হিতান্।
কর্ম্মক্ষয়াৎ প্রজায়ন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিহ ॥ ২০৬
মৃগশ্বশূকরোষ্ট্রাণাং ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি।
খরপুক্কশবেণানাং সুরাপো নাত্রসংশয়ঃ ॥ ২০৭
কৃমিকীটপতঙ্গত্বং স্বর্ণহারী সমাপ্নুয়াৎ।
তৃণগুল্মলতাত্বঞ্চ ক্রমশো গুরুতল্পগঃ ॥ ২০৮
ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ।
হেমহারী তু কুনখী দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ ॥ ২০৯
যোযেন সংবসত্যেষাং স তল্লিঙ্গোঽভিজায়তে।
অন্নহর্ত্তাময়াবী স্যান্মূকোবাগপহারকঃ ॥ ২১০
ধান্যমিশ্রোঽতিরিক্তাঙ্গঃ পিশুনঃ পূতিনাসিকঃ।
তৈলহৃত্তৈলপায়ী স্যাৎ পূতিবক্ত্রস্তু সূচকঃ ॥২১১
পরস্য যোষিতং হৃত্বা ব্রহ্মস্বমপহৃত্য চ।
অরণ্যে নির্জ্জনে ঘোরে ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ ২১২
হীনজাতৌ প্রজায়েত পররত্নাপহারকঃ।
পত্রশাকংশিখীহৃত্বা গন্ধাংশ্ছুচ্ছুন্দরিঃশুভান্॥২১৩
মূষিকো ধান্যহারী স্যাদ্যানমুষ্ট্রঃ ফলং কপিঃ।
জলং প্লবঃ পয়ঃ কাকো গৃহকারী হ্যুপস্করম্ ॥২১৪
মধু দংশঃ ফলং গৃধ্রো গাং গোধাগ্নিং বকস্তথা।
শ্বিত্রী বস্ত্রং শ্বা রসন্তু চীরী লবণহারকঃ ॥ ২১৫
প্রদর্শনার্থমেতত্তু ময়োক্তং স্তেয়কর্ম্মণি।
দ্রব্যপ্রকারা হি যথা তথৈব প্রাণিজাতয়ঃ ॥২১৬
যথাকর্ম্মফলং প্রাপ্য তির্য্যক্ত্বং কালপর্য্যয়াৎ।
জায়ন্তে লক্ষণভ্রষ্টা দরিদ্রাঃ পুরুষাধমাঃ ॥ ২১৭
ততো নিষ্কল্মষীভূতাঃ কুলে মহতি যোগিনঃ।
জায়ন্তে বিদ্যয়োপেতা ধনধান্যসমন্বিতাঃ ॥ ২১৮

বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥ ২১৯
তস্মাত্তেনেহ কর্ত্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে।
এবমস্যান্তরাত্মা চ লোকশ্চৈব প্রসীদতি ॥ ২২০
প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নরকান্ যান্তিদারুণান্ ॥২২
তামিস্রং লোহশঙ্কুঞ্চ মহানিরয়শাল্মলী।
রৌরবং কুট্মলং পূতিমৃত্তিকং কালসূত্রকম্ ॥২২২
সংঘাতং লোহিতোদঞ্চ সবিষং সম্প্রতাপনম্।
মহানরককাকোলং সংজীবনমহাপথম্ ॥ ২২৩
অবীচিমন্ধতামিস্রং কুম্ভীপাকং তথৈব চ।
অসিপত্রবনঞ্চৈব তাপনঞ্চৈকবিংশকম্ ॥ ২২৪
মহাপাতকজৈর্ঘোরৈরুপপাতকজৈস্তথা।
অন্বিতাযান্ত্যচরিতপ্রায়শ্চিত্তা নরাধমাঃ ॥ ২২৫
প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনোযদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে ॥ ২২৬
ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনোগুরুতল্পগ এব চ।
এতে মহাপাতকিনো যশ্চ তৈঃসহ সংবসেৎ॥২২৭
গুরূণামধ্যধিক্ষেপো বেদনিন্দা সুহৃদ্বধঃ।
ব্রহ্মহত্যাসমং জ্ঞেয়মধীতস্য চ নাশনম্ ॥ ২২৮
নিষিদ্ধভক্ষণং জৈহ্ম্যমুৎকর্ষশ্চ বচোঽনৃতম্।
রজস্বলামুখাস্বাদঃ সুরাপানসমানি তু ॥ ২২৯
অশ্বরত্নমনুষ্যস্ত্রীভূধেনুহরণং তথা।
নিঃক্ষেপস্য চ সর্ব্বং হি সুবর্ণস্তেয়সম্মিতম্ ॥ ২৩০
সখিভার্য্যাকুমারীষু স্বযোনিষ্বন্ত্যজাসু চ।
সগোত্রাসু সুতস্ত্রীষু গুরুতল্পসমং স্মৃতম্ ॥ ২৩১
পিতুঃ স্বসারং মাতুশ্চ মাতুলানীং স্নুষামপি।
মাতুঃ সপত্নীং ভগিনীমাচার্য্যতনয়াং তথা ॥ ২৩২
আচার্য্যপত্নীং স্বসুতাং গচ্ছংস্তু গুরুতল্পগঃ।
ছিত্বা লিঙ্গং বধস্তস্য সকামায়াঃস্ত্রিয়া অপি ॥২৩৩
গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়মৃণানাঞ্চানপক্রিয়া।
অনাহিতাগ্নিতাঽপণ্যবিক্রয়ঃ পরিবেদনম্ ॥২৩৪
ভৃতাদধ্যয়নাদানং ভৃতকাধ্যাপনং তথা।
পারদার্য্যং পারিবিত্ত্যং বার্দ্ধুষ্যং লবণক্রিয়া॥২৩৫
স্ত্রীশূদ্রবিট্‌ক্ষত্রবধো নিন্দিতার্থোপজীবনম্।
নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চসুতানাঞ্চৈব বিক্রয়ঃ ॥২৩৬
ধান্যকুপ্যপশুস্তেয়মযাজ্যানাঞ্চ যাজনম্।
পিতৃমাতৃগুরুত্যাগস্তড়াগারামবিক্রয়ঃ ॥ ২৩৭
কন্যাসংদূষণঞ্চৈব পরিবেদকযাজনম্।
কন্যাপ্রদানং তস্যৈব কৌটিল্যং ব্রতলোপনম্২৩৮

আত্মার্থে চ ক্রিয়ারম্ভো মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্।
স্বাধ্যায়াগ্নিসুতত্যাগো বান্ধবত্যাগ এব চ ॥২৩৯
ইন্ধনার্থং দ্রুমচ্ছেদঃ স্ত্রীহিংসৌষধজীবনম্।
হিংসাযন্ত্রবিধানঞ্চ ব্যসনান্যাত্মবিক্রয়ঃ ॥ ২৪০
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনমাকরেষ্বধিকারিতা।
ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষামেকৈকমুপপাতকম্॥ ২৪১
শিরঃকপালী ধ্বজবান্ ভিক্ষাশী কর্ম্ম বেদয়ন্।
ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি মিতভুক্ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥২৪২
ব্রাহ্মণস্য পরিত্রাণাদ্গবাং দ্বাদশকস্য বা।
তথাশ্বমেধাবভৃথস্নানাদ্বা শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪৩
দীর্ঘতীব্রাময়গ্রস্তং ব্রাহ্মণং গামথাপি বা।
দৃষ্ট্বা পথি নিরাতঙ্কং কৃত্বা বা ব্রহ্মহা শুচিঃ॥২৪৪
আনীয় বিপ্রসর্ব্বস্বং হৃতং ঘাতিত এব বা।
তন্নিমিত্তং ক্ষতঃ শস্ত্রৈর্জীবন্নপি বিশুধ্যতি ॥ ২৪৫
লোমভ্যঃস্বাহেত্যেবংহি লোম প্রভৃতি বৈতনুম্।
মজ্জানাং জুহুয়াদ্বাপি মন্ত্রৈরেভির্যথাক্রমম্ ॥২৪৬
সংগ্রামে বা হতো লক্ষ্যভূতঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
মৃতকল্পঃ প্রহারার্ত্তো জীবন্নপি বিশুধ্যতি ॥ ২৪৭
অরণ্যে নিয়তো জপ্ত্বা ত্রির্বৈ বেদস্য সংহিতাম্।
মুচ্যতে বা মিতাশীত্বা প্রতিস্রোতঃসরস্বতীম্ ॥২৪৮
পাত্রে ধনং বা পর্য্যাপ্তং দত্ত্বাশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
আদাতুশ্চ বিশুদ্ধ্যর্থমিষ্টির্বৈশ্বানরী স্মৃতা ॥ ৩৪৯
যাগস্থক্ষত্রবিড়্ঘাতী চরেদ্ব্রহ্মহনো ব্রতম্।
গর্ভহা চ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ীনিসূদকঃ ॥ ২৫০
চরেদ্ব্রতমহত্বাপি ঘাতার্থঞ্চেৎ সমাগতঃ।
দ্বিগুণং সবনস্থে তু ব্রাহ্মণে ব্রতমাদিশেৎ ॥ ২৫১
সুরাম্বুঘৃতগোমূত্রপয়সামগ্নিসন্নিভম্।
সুরাপোঽন্যতমং পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি ॥২৫২
বালবাসা জটী বাপি ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চরেৎ।
পিণ্যাকং বা কণাং বাপিভক্ষয়েত্রিসমানিশি ২৫৩
অজ্ঞানাত্তু সুরাং পীত্বা রেতোবিণ্মূত্রমেব বা।
পুনঃসংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২৫৪
পতিলোকং ন সা যাতিব্রাহ্মণী যা সুরাংপিবেৎ।
ইহৈব তু শুনী গৃধ্রী শূকরী চাভিজায়তে ॥ ২৫৫
ব্রাহ্মণস্বর্ণহারী তু রাজ্ঞে মুষলমর্পয়েৎ।
স্বকর্ম্মখ্যাপয়ংস্তেন হতোমুক্তোঽপি বাশুচিঃ২৫৬
অনিবেদ্য নৃপে শুধ্যেৎ সুরাপব্রতমাচরন্।
আত্মতুল্যং সুবর্ণং বা দদ্যাদ্বা বিপ্রতুষ্টিকৃৎ ॥২৫৭
তপ্তেঽয়ঃশয়নে সার্দ্ধমায়স্যা যোষিতা স্বপেৎ।
গৃহীত্বোৎকৃত্যবৃষণৌনৈর্ঋত্যাম্বোৎসৃজেত্তনুম্২৫৮

প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং সমা বা গুরুতল্পগঃ।
চান্দ্রায়ণংবা ত্রীন্মাসানভ্যস্যন্ বেদসংহিতাম্ ২৫৯
এভিস্তুসংবসেদ্ যো বৈ বৎসরং সোঽপিতৎসমঃ।
কন্যাং সমুদ্বহেদেষাং সোপবাসামকিঞ্চনাম্ ॥২৬০
চান্দ্রায়ণং চরেৎ সর্ব্বানবকৃষ্টান্নিহন্য তু।
শূদ্রোঽধিকারহীনোঽপিকালেনানেনশুধ্যতি২৬১
মিথ্যাভিশংসিনোদোষো দ্বিগুণোঽনৃতবাদিনঃ।
মিথ্যাভিশস্তপাপঞ্চ সমাদত্তে মৃষাবদন্ ॥ ২৬৩
পঞ্চগব্যং পিবেদ্ গোঘ্নো মাসমাসীত সংযতঃ।
গোষ্ঠেশয়োগোঽনুগামী গোপ্রদানেনশুধ্যতি২৬৩
কৃচ্ছ্রং চৈবাতিকৃচ্ছ্রঞ্চ চরেদ্বাপি সমাহিতঃ।
দদ্যাত্রিরাত্রং বোপোষ্যবৃষভৈকাদশাস্তু গাঃ ২৬৪
উপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাদেবঞ্চান্দ্রায়ণেন বা।
পয়সা বাপি মাসেন পরাকেণাথবা পুনঃ ॥ ২৬৫
ঋষভৈকসহস্রা গা দদ্যাৎ ক্ষত্রবধে পুমান্।
ব্রহ্মহত্যাব্রতং বাপি বৎসরত্রিতয়ং চরেৎ ॥ ২৬৬
বৈশ্যহাব্দং চরেদেতদ্দদ্যাদ্বৈকশতং গবাম্।
ষণ্মাসান্ শূদ্রহা হ্যেতদ্দদ্যাদ্ধেনূর্দ্দশাপি বা ॥২৬৭
দুর্বৃত্তা ব্রহ্মবিট্ক্ষত্রশূদ্রযোষাঃ প্রমাপ্য তু।
দৃতিং ধনুর্বস্তমবিং ক্রমাদ্দদ্যাদ্বিশুদ্ধয়ে ॥ ২৬৮
অপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং হত্বা শূদ্রহত্যাব্রতঞ্চরেৎ।
অস্থিমতাং সহস্রঞ্চ তথানস্থিমতামনঃ ॥ ২৬৯
মার্জ্জারগোধানকুলমণ্ডূকশ্বপতত্রিণঃ।
হত্বাত্র্যহংপিবেৎক্ষীরংকৃচ্ছ্রংবাপাদিকংচরেৎ ॥২৭০
গজে নীলবৃষাঃ পঞ্চ শুকে বৎসো দ্বিহায়নঃ।
খরাজমেষেষু বৃষো দেয়ঃক্রৌঞ্চে ত্রিহায়ণঃ ॥ ২৭১
হংসশ্যেনকপিক্রব্যাজ্জলস্থলশিখণ্ডিনঃ।
ভাসঞ্চ হত্বা.দদ্যাদ্গামক্রব্যাদস্তু বৎসিকাম্ ॥২৭২
উরগেষ্বায়সো দণ্ডঃ পণ্ডকে ত্রপুসীসকম্।
কোলে ঘৃতঘটো দেয় উষ্ট্রে গুঞ্জা হয়েঽংশুকম্।
তিত্তিরৌ তু তিলদ্রোণং গজাদীনামশক্নুবন্।
দানং দাতুঞ্চরেৎ কৃচ্ছ্রমেকৈকস্য বিশুদ্ধয়ে ॥ ২৭৪
ফলপুষ্পান্নরসজসত্ত্বঘাতে ঘৃতাশনম্।
কিঞ্চিৎসাস্থিবধে দেয়ং প্রাণায়ামস্তনস্থিকে ॥২৭৫
বৃক্ষগুল্মলতাবীরুচ্ছেদনে জপ্যমৃক্শতম্।
স্যাদোষধিবৃথাচ্ছেদেক্ষীরাশীগোঽনুগোদিনম্ ॥২৭৬
পুংশ্চলীবানরখরৈর্দ্দষ্টশ্চোষ্ট্রাদিবায়সৈঃ।
প্রাণায়ামং জলে কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥২৭৭
যন্মেঽদ্যরেতইত্যাভ্যাং স্কন্নং রেতোঽনুমন্ত্রয়েৎ।
স্তনান্তরংভ্রুবোর্ম্মধ্যংতেনানামিকয়াস্পৃশেৎ ॥২৭৮

ময়ি তেজ ইতি চ্ছায়াং স্বাং দৃষ্ট্বাম্বুগতাং জপেৎ
সাবিত্রীমশুচৌ দৃষ্টে চাপল্যেচানৃতেঽপি চ ॥২৭৯
অবকীর্ণী ভবেদ্ গত্বা ব্রহ্মচারী তু যোষিতম্ ।
গর্দ্দভং পশুমালভ্য নৈর্ঋত্যং স বিশুধ্যতি ॥২৮০
ভৈক্ষাগ্নিকার্য্যে ত্যক্ত্বা তু সপ্তরাত্রমনাতুরঃ ।
কামাবকীর্ণ ইত্যাভ্যাং জুহুয়াদাহুতিদ্বয়ম্ ॥ ২৮১
উপস্থানং ততঃ কুর্য্যাৎ সমাসিঞ্চত্বনেন তু ।
মধুমাংসাশনে কার্য্যঃ কৃচ্ছ্রঃ শেষব্রতানি চ ॥২৮২
প্রতিকূলং গুরোঃ কৃত্বা প্রসাদ্যৈব বিশুধ্যতি ।
কৃচ্ছ্রত্রয়ং গুরুঃ কুর্য্যান্ম্রিয়েত প্রহিতো যদি॥১৮৩
ক্রিয়মাণোপকারে তু মৃতে বিপ্রে ন পাতকম্ ।
বিপাকে গোবৃষাণাঞ্চ ভেষজাগ্নিক্রিয়াসু চ ॥২৮৪
মহাপাপোপপাপাভ্যাং যোঽভিশংসেন্মৃষাপরম্
অব্ভক্ষো মাসমাসীত সজাপী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥২৮৫
অভিশস্তো মৃষা কৃচ্ছ্রং চরেদাগ্নেয়মেব বা ।
নির্ব্বপেচ্চ পুরোডাশং বায়ব্যং পশুমেব বা ॥২৮৬
অনিযুক্তো ভ্রাতৃজায়াং গচ্ছংশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ।
ত্রিরাত্রান্তে ঘৃতং প্রাশ্য গত্বোদক্যাংবিশুধ্যতি॥২৮৭
ত্রীন্ কৃচ্ছ্রানাচরেদ্ ব্রাত্যযাজকোঽভিচরন্নপি ।
বেদপ্লাবী যবাশ্যব্দং ত্যক্ত্বা চ শরণাগতম্ ॥ ২৮৮
গোষ্ঠে বসন্ ব্রহ্মচারী মাসমেকং পয়োব্রতঃ ।
গায়ত্রীজপ্যনিরতো মুচ্যতেঽসৎপ্রতিগ্রহাৎ॥২৮৯
প্রাণায়ামী জলে স্নাত্বা খরযানোষ্ট্রযানগঃ ।
নগ্নঃ স্নাত্বা চ মুক্ত্বা চ গত্বা চৈবং দিবাস্ত্রিয়ম্২৯০
গুরুং ত্বং কৃত্য হুংকৃত্য বিপ্রং নির্জ্জিত্য বাদতঃ ।
বদ্ধা বা বাসসা ক্ষিপ্রংপ্রসাদ্যোপবসেদ্দিনম্২৯১
বিপ্রদণ্ডোদ্যমে কৃচ্ছ্রস্ত্বতিকৃচ্ছ্রো নিপাতনে ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রোঽসৃক্পাতে কৃচ্ছ্রোভ্যন্তরশোণিতে ॥
দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপং চাবেক্ষ্য যত্নতঃ ।
প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্প্যং স্যাদ্ যত্র চোক্তা ন নিষ্কৃতিঃ
দাসীকুম্ভং বহির্গ্রামান্নিনয়েয়ুঃ স্ববান্ধবাঃ ।
পতিতস্য বহিঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বকার্য্যেষু চৈব তম্॥২৯৪
চরিতব্রত আয়াতে নিনয়েরন্নবং ঘটম্ ।
জুগুপ্সেরন্ন চাপ্যেনং সংবসেয়ুশ্চ সর্ব্বশঃ ॥২৯৫
পতিতানামেষ এব বিধিঃ স্ত্রীণাং প্রকীর্ত্তিতঃ ।
বাসো গৃহান্তিকে দেয়মন্নং বাসঃ সরক্ষণম্ ২৯৬
নীচাভিগমনং গর্ভপাতনং ভর্ত্তৃহিংসনম্ ।
বিশেষপতনীয়ানি স্ত্রীণামেতান্যপি ধ্রুবম্ ॥ ২৯৭
শরণাগতবালস্ত্রীহিংসকান্ সংবসেন্নতু ।
চীর্ণব্রতানপি সদা কৃতঘ্নসহিতানিমান্ ॥ ২৯৮

ঘটেঽপবর্জ্জিতে জ্ঞাতি মধ্যস্থোযবসং গবাম্ ।
প্রদদ্যাৎ প্রথমংগোভিঃসৎকৃতস্য হি সৎক্রিয়া২৯৯
বিখ্যাতদোষঃ কুর্ব্বীত পর্ষদোঽনুমতং ব্রতম্ ।
অনভিখ্যাতদোষস্তু রহস্যং ব্রতমাচরেৎ ॥ ৩০০
ত্রিরাত্রোপোষিতো জপ্ত্বা ব্রহ্মহা ত্বঘমর্ষণম্ ।
অন্তর্জ্জলে বিশুধ্যেত গাং দত্বা চ পয়স্বিনীম্॥৩০১
লোমভ্যঃ স্বাহেত্যথবা দিবসং মারুতাশনঃ ।
জলে স্থিত্বাভিজুহুয়াচ্চাত্বারিংশদ্ঘৃতাহুতীঃ ॥৩০২
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা কুষ্মাণ্ডীভির্ঘৃতং শুচিঃ
সুরাপঃ স্বর্ণহারী তু রুদ্রজাপী জলে স্থিতঃ ॥৩০৩
সহস্রশীর্ষাজাপী তু মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ ।
গৌর্দ্দেয়া কর্ম্মণোঽস্যান্তে পৃথগেভিঃপয়স্বিনী৩০৪
প্রাণায়ামশতং কার্য্যং সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে ।
উপপাতকজাতানামনাদিষ্টস্য চৈব হি ॥ ৩০৫
ওঙ্কারাভিষ্টুতং সোমসলিলং পাবনং পিবেৎ ।
কৃত্বা তু রেতোবিণ্মূত্রপ্রাশনঞ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥৩০৬
নিশায়াং বা দিবা বাপি যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ ।
ত্রৈকাল্যসন্ধ্যাকরণাত্তৎ সর্ব্বং বিপ্রণশ্যতি ॥ ৩০৭
সুক্রিয়ারণ্যকজপো গায়ত্র্যাশ্চ বিশেষতঃ ।
সর্ব্বপাপহরা হ্যেতে রুদ্রৈকাদশিনী তথা ॥ ৩০৮
যত্র যত্র চ সংকীর্ণমাত্মানং মন্যতে দ্বিজঃ ।
তত্র তত্র তিলৈর্হোমো গায়ত্র্যা বাচ্চনন্তথা ৩০৯
বেদাভ্যাসরতং ক্ষান্তং মহাযজ্ঞক্রিয়ারতম্ ।
ন স্পৃশন্তীহ পাপানি মহাপাতকজান্যপি ॥ ৩১০
বায়ুভক্ষো দিবা তিষ্ঠন্রাত্রিংনীত্বাপ্সু সূর্য্যদৃক্ ।
জপ্ত্বা সহস্রং গায়ত্র্যাঃ শুধ্যেদ্ব্রহ্মবধাদৃতে ॥৩১১
ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তির্দ্দানং সত্যমকল্কতা ।
অহিংসাস্তেয়মাধুর্য্যদমাশ্চেতি যমাঃ স্মৃতাঃ ॥৩১২
স্নানমৌনোপবাসেজ্যাস্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহাঃ ।
নিয়মাগুরুশুশ্রূষাশৌচাক্রোধাপ্রমাদতাঃ ॥ ৩ ৩
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্ ।
জগ্ধ্বা পরেঽহ্ন্যপবসেৎ কৃচ্ছ্রংসান্তপনংচরন্ ॥৩১৪
পৃথক্সান্তপনদ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসকঃ ।
সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনঃ স্মৃতঃ ॥৩১৫
পর্ণোড়ুম্বররাজীববিল্বপত্রকুশোদকৈঃ ।
প্রত্যেকং প্রত্যহং পীতৈঃ পর্ণকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ॥৩১৬
তপ্তক্ষীরঘৃতাম্বুনামেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ ।
একরাত্রোপবাসশ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রউদাহৃতঃ ॥ ৩১৭
একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ ।
উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩১৮

যথাকথঞ্চিত্রিগুণঃ প্রাজাপত্যোঽয়মুচ্যতে।
অয়মেবাতিকৃচ্ছ্রঃ স্যাৎ পাণিপূরান্নভোজনঃ ॥৩১৯
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসানেকবিংশতিম্।
দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩২০
পিণ্যাকাচামতক্রাম্বুশক্তূনাং প্রতিবাসরম্।
একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ সৌম্যোঽয়মুচ্যতে॥৩২০
এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকস্য যথাক্রমম্।
তুলাপুরুষ ইত্যেষ জ্ঞেয়ঃ পাঞ্চদশাহিকঃ ॥ ৩২২
তিথিবৃদ্ধ্যা চরেৎ পিণ্ডান্ শুক্লে শিখ্যণ্ডসম্মিতান্।
একৈকং হ্রাসয়েৎ কৃষ্ণেপিণ্ডংচান্দ্রায়ণংচরন্ ॥৩২৩
যথাকথঞ্চিৎ পিণ্ডানাং চত্বারিংশচ্ছতদ্বয়ম্।
মাসেনৈবোপভুঞ্জীত চান্দ্রায়ণমথাপরম্ ॥ ৩২৪
কুর্য্যাত্রিষবণস্নায়ী কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং তথা।
পবিত্রাণি জপেৎপিণ্ডান্গায়ত্র্যাচাভিমন্ত্রয়েৎ॥৩২৫
অনাদিষ্টেষু পাপেষু শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণেন তু।
ধর্ম্মার্থং যশ্চরেদেতচ্চন্দ্রস্যৈতি স লোকতাম্ ॥৩২৬
কৃচ্ছ্রকৃদ্ধর্ম্মকামস্ত মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ।
যথা গুরুক্রতুফলং প্রাপ্নোতি চ সমাহিতঃ ॥৩২৭

শ্রুত্বেমানৃষয়ো ধর্ম্মান্ যাজ্ঞবল্ক্যেন ভাষিতান্।
ইদমুচুর্মহাত্মানং যোগীন্দ্রমমিতৌজসম্ ॥ ৩২৮
য ইদং ধারয়িষ্যন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রমতন্দ্রিতাঃ।
ইহলোকে যশঃপ্রাপ্য তে যাস্যন্তিত্রিপিষ্টপম্॥৩২৯
বিদ্যার্থী প্রাপ্নুয়াদ্বিদ্যাং ধনকামোধনন্তথা।
আয়ুস্কামস্তথৈবায়ুঃ শ্রীকামো মহতীং শ্রিয়ম্॥৩৩০
শ্লোকত্রয়মপি হ্যস্মাদ্ যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়িষ্যতি।
পিতৃণাং তস্য তৃপ্তিঃ স্যাদক্ষয্যা নাত্র সংশয়ঃ॥৩৩১
ব্রাহ্মণঃ পাত্রতাং যাতি ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ।
বৈশ্যোঽপি ধান্যধনবানস্য শাস্ত্রস্যধারণাৎ ॥৩৩২
য ইদং শ্রাবয়েদ্বিপ্রান্ দ্বিজান্ পর্ব্বসু পর্ব্বসু।
অশ্বমেধফলং তস্য তদ্ভবাননুমন্যতাম্ ॥ ৩৩৩
শ্রুত্বৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি প্রীতাত্মা মুনিভাষিতম্।
এবমস্ত্বিতি হোবাচ নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে ॥ ৩৩৪

ইতি যাজ্ঞবল্কীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

সমাপ্তাচেয়ং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

উশনঃ সংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনকাদ্যাশ্চ মুনয় ঔশনং ভার্গবং মুনিম্।
নত্বা পপ্রচ্ছুরখিলং ধর্ম্মশাস্ত্রবিনির্ণয়ম্॥ ১
ঋষীণাং শৃণ্বতাং পূর্ব্বমুশনা ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং পাপনাশনম্॥ ২
সুসমাধিহৃদো যূয়ং শৃণুধ্বমঙ্গদতো মম।
ভার্গবং পিতরং নত্বা উশনং ধর্ম্মমব্রবীৎ॥ ৩
কৃতোপনয়নো বেদানধীয়ীত দ্বিজোত্তমঃ।
গর্ভাষ্টমে ব্যষ্টমে বা স্বসূত্রোক্তবিধানতঃ॥ ৪
দণ্ডে চ মেখলাসূত্রে কৃষ্ণাজিনধরো মুনিঃ।
ভিক্ষাহারো গুরুহিতে বীক্ষমাণো গুরোর্ম্মুখম্॥৫
কার্পাসমুপবীতৎ সন্নির্মিতং ব্রহ্মণা পুরা।
ব্রাহ্মণানাস্ত্রাবিৎ সূত্রং কৌশিবাদাস্ত্রমেব বা॥ ৬
সদোপবীতী চৈব স্যাৎ সদা বদ্ধশিখো দ্বিজঃ।
অন্যথা যৎকৃতং বাসঃ কার্পাসং বা কষায়কম্।
তদেব পরিধানীয়ং শুক্লমচ্ছিদ্রমুত্তমম্॥ ৭
উত্তরীয়ং সমাখ্যাতং বাসঃকৃষ্ণাজিনং শুভম্।
অভাবে ভব্যমজিনং রৌরবং বা বিধীয়তে॥ ৮
উপবীতং বামবাহুসব্যবাহু সমন্বিতম্।
উপবীতী ভবেন্নিত্যন্নিবীতং কর্ণলম্বনম্॥ ৯
সব্যবাহুং সমুদ্ধৃত্য দক্ষিণেন ধৃতাং দ্বিজাঃ।
প্রাচীনাবীতমিত্যুক্তং পিত্র্যে কর্ম্মণি ধারয়েৎ॥১০
অগ্ন্যগারে গবাঙ্গোষ্ঠে হোমে জপ্যে তথৈব চ।
স্বাধ্যায়ভোজনে নিত্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ॥১১
উপাসনে গুরুণাঞ্চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
উপবীতী ভবেন্নিত্যং বিধিরেষ সনাতনঃ॥ ১২
মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্যা বিপ্রস্য মেখলা।
মুঞ্জাভাবে কুশানাহু গ্রন্থিনৈকেন বা ত্রিভিঃ॥১৩
ধারয়েদ্বৈল্বপালাশৌ দণ্ডৌ কেশান্তগৌ দ্বিজঃ।
যজ্ঞাধ্যবৃক্ষজংবাথ সৌম্যং ব্রণমেব চ॥ ১৪
সায়ং প্রাতর্দ্বিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত সমাহিতঃ।
কামাল্লোভাদ্ভয়ান্মোহাৎকদান পতিতো ভবেৎ১৫
অগ্নিকার্যং ততঃ কুর্যাৎসায়ং প্রাতঃ প্রসন্নধীঃ।
স্নাত্বা সন্তর্পয়েদ্দেবানৃষীন্ পিতৃগণাংস্তথা॥ ১৬
দেবাভ্যর্চ্চনন্ততঃ কুর্যাৎ পুষ্পৈঃ পত্রেণ চাম্বুভিঃ।
অভিবাদনশীলঃ স্যান্নিত্যং বৃদ্ধেষ্টধর্ম্মতঃ॥ ১৭
অসাবহন্তো নামেতি সম্যক্ প্রণতিপূর্ব্বকম্।
আয়ুরারোগ্যবান্ বিত্তং দ্রব্যাদ্যপরিবর্জিতঃ॥ ১৮
আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রাভিবাদনে
অকারশ্চাস্য নাম্নোঽন্তে বাচ্যঃ পূর্ব্বাক্ষরস্ততঃ॥১৯
যো ন বেত্ত্যভিবাদস্য দ্বিজঃ প্রত্যভিবাদনম্।
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ॥ ২০
সব্যেন পাণিনা কার্য্যং উপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণম্॥২১
লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা।
আদদীত যতো জ্ঞানং তৎপূর্ব্বমভিবাদয়েৎ॥ ২২
নোদকং ধারয়েদ্ ভৈক্ষ্যং পুষ্পাণি সমিধস্তথা।
এবং বিধানি চান্যানি ন দেবার্থেষু কিঞ্চন॥ ২৩
ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রিয়ঞ্চাপ্যনাময়ম্॥ ২৪
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ।
উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতাচৈবমহীপতিঃ॥২৫
মাতুলশ্বশুরভ্রাতৃমাতামহপিতামহৌ।
বর্ণকাশ্চ পিতৃব্যশ্চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥ ২৬
মাতা মাতামহী গুর্ব্বী পিতৃমাতৃস্বসাদয়ঃ।
শ্বশ্রূঃ পিতামহী জ্যেষ্ঠা জ্ঞাতব্যা গুরবঃস্ত্রিয়ঃ॥২৭
ইত্যুক্তা গুরবঃ সর্ব্বে মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা।
অনুবর্ত্তনমেতেষাং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ॥ ২৮
গুরুং দৃষ্ট্বা সমুত্তিষ্ঠেদভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
ন তৈরুপবসেৎসার্দ্ধং বিবাদেনার্থকারণাৎ॥ ২৯

জীবিতার্থমপি দ্বেষং গুরুভির্নৈব ভাষণম্।
উদিতোঽপি গুণৈর্বন্যৈর্গুরুদ্বেষী পতত্যধঃ॥ ৩০
গুণানামপি সর্ব্বেষাং পূজ্যাঃ পঞ্চ বিশেষতঃ।
তেষামাদ্যাস্ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠাস্তেষাং মাতা সুপূজিতা॥৩১
যো হি বাসয়তি,দিবা যেন সদ্যোপদিশ্যতে।
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চ তে গুরবস্তথা॥ ৩২
আত্মনঃ সর্ব্বযত্নেন প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন পঞ্চৈতে ভূতিমিচ্ছতা॥ ৩৩
যাবৎ পিতা চ মাতাচ দ্বাবেতৌ নির্ব্বিকারণম্।
তাবৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পুত্রঃ স্যাত্তৎপরায়ণঃ।
পিতা মাতা চ সুপ্রীতৌ স্যাতাং পুত্রগুণৈর্যদি॥৩৪
স পুত্রঃ সকলং কর্ম্ম প্রাপ্নুয়াত্তেন কর্ম্মণা।
নাস্তি মাতৃসমং দৈবং নাস্তি পিতৃসমো গুরুঃ।
তয়োঃ প্রত্যুপকারোঽপি ন হি কশ্চন বিদ্যতে।
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাৎকর্ম্মণা মনসা গিরা।
ন তাভ্যামননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমেকং সমাচরেৎ॥৩৫
বর্জ্জয়িত্বা মুক্তিফলং নিত্যনৈমিত্তিকং তথা।
ধর্ম্মসারঃ সমুদ্দিষ্টঃ প্রেত্যানন্দফলপ্রদঃ॥ ৩৬
সম্যগাচারবক্তারং বিসৃষ্টস্তদনুজ্ঞয়া।
শিষ্যোবিদ্যাফলংভুঙ্‌ক্তেপ্রেত্যচাপদ্যতেদিবি৩৭
যো ভ্রাতরং পিতৃসমং জ্যেষ্ঠং মূঢ়োঽবমন্যতে।
তেন দোষেণ সংপ্রেত্য নিরয়ং সংপ্রযচ্ছতি॥৩৮
পুংসাঞ্চাত্মনি বেষেণ পূজ্যো ভর্ত্তা চ সম্মতঃ।
যানিদাতরিলোকেঽস্মিন্নুপকারোঽপিগৌরবম্৩৯
যে নরাভর্ত্তৃপিণ্ডার্থংস্বান্প্রাণান্সন্ত্যজন্তিহি।
তেষামেব পরান্ লোকানুবাচ ভগবান্ ভৃগুঃ॥৪০
মাতুলাংশ্চ পিতৃব্যাংশ্চ শ্বশুরানৃত্বিজান্ গুরূন্।
অসাবয়মিতি ব্রূয়াৎপ্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ॥ ৪১
অবাচ্যোদীক্ষিতোনাম্নাযবীয়ানপিযোভবেৎ।
ভোঃশব্দপূর্ব্বকং চৈনমভিভাষেত ধর্ম্মবিৎ॥৪২
অভিবাদ্যাশ্চ পূর্ব্বস্তু শিরসাবঘশর্ম্ম চ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদৈশ্চ শ্রীকামৈঃ সাদরং সদা॥ ৪৩
নাভিবাদ্যাস্তু বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ কথঞ্চন।
জ্ঞানকর্ম্মগুণোপেতা যদ্যপ্যেতে বহুশ্রুতাঃ॥ ৪৪
ব্রাহ্মণঃ সর্ব্ববর্ণানাং স্বস্তি কুর্য্যাদিতি স্থিতিঃ।
সবর্ণেঽপ্যসবর্ণানাং কার্য্যমেবাভিবাদনম্॥ ৪৫
গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং,ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকোগুরুঃস্ত্রীণাংসর্বস্ত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥৪৬
বিদ্যা কর্ম্ম বয়ো বন্ধুর্বিত্তং ভবতি যস্য বৈ।
মান্যস্থানানি পঞ্চাহুঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরূণি চ॥৪৭
পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভবেত্তু গুণবান্ হি যঃ।
যত্র স্যাৎসোঽত্র মানার্হঃ শূদ্রোঽপি স ভবেদ্ যদি
পিণ্ডাদেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্ত্রিয়ৈ রাজ্ঞেঽস্ত চক্ষুষে
বৃদ্ধায় ভাবহীনায় রোগিণে দুর্ব্বলায় চ॥ ৪৯
ভিক্ষামাহৃত্য শিষ্টানাং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽন্বহম্।
নিবেদ্য গুরবেঽশ্নীয়াদ্বাগ্যতস্তদনুজ্ঞয়া॥ ৫০
ভবৎপূর্ব্বং চরেদ্ভৈক্ষমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।
ভবন্মধ্যন্তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরম্॥ ৫১
মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্ব্বা ভগিনীং তথা।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যা তু নৈনং বিমানয়েৎ
সজাতীয়গ্রহেষ্বেবং সর্ব্ববর্ণিকমেব বা।
ভৈক্ষস্যাচরণং প্রোক্তং পতিতাদিষু বর্জ্জিতম্॥৫৩
বেদযজ্ঞাদিহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু।
ব্রহ্মচারী চরেদ্ভৈক্ষং গৃহস্থঃ প্রযতোঽন্বহম্॥ ৫৪
গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু।
অভাবেঽপ্যথ গেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ।
সর্ব্বং বাপি চরেদ্ গ্রামং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে।
নিয়ম্য প্রযতো বাচং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ৫৫
সমাহৃত্য তু তদ্ভৈক্ষং যাবদর্থমিহাজ্ঞয়া।
ভুঞ্জীত প্রযতো নিত্যং বাগ্যতো নান্যমানসঃ॥৫৬
ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং কামনাশীর্ভবেদ্ ব্রতী।
ভৈক্ষেণ বৃত্তিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা॥৫৭
পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাদন্নমকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎপ্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বতঃ॥ ৫৮
অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যং কুৎসভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎপরিবর্জ্জয়েৎ।৫৯
প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত দক্ষিণামুখ এব বা।
নাদ্যাদুদঙ্মুখো নিত্যং বিধিপূর্ব্বং সনাতনে॥৬০
প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ ভুঞ্জানো দ্বিরুপস্পৃশেৎ।
শুচৌদেশেসমাসীনো ভুঙ্‌ক্ত্বাস্তেদ্বিরুপস্পৃশেৎ৬১
মণ্ডলং পূর্ব্বতঃ কৃত্বা তত্র স্থাপ্যাথ ভোজয়েৎ।
স্বপ্রাণাহুতিপর্য্যন্তং মৌনমেবং বিধীয়তে॥ ৬১

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভুক্ত্বা পীত্বা চ স্নাত্বা চ তথা রথ্যোপসর্পণে।
ওষ্ঠাবলোমকৌ স্পৃষ্ট্বা বাসো বিপরিধায় চ॥১
রেতোমূত্রপুরীষাণামুৎসর্গেণাস্তভাবণে।
তথা চাধ্যয়নারম্ভে কাসশ্বাসাগমে তথা॥ ২

চত্বরং বা শ্মশানং বা সমাগম্য দ্বিজোত্তমঃ।
সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তে চাচমেৎ পুনঃ ॥ ৩
চণ্ডালম্লেচ্ছসম্ভাষে স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টভাষণে।
উচ্ছিষ্টংপুরুষং স্পৃষ্ট্বা ভোজ্যং বাপিতথাবিধম্ ॥৪
অশ্রুপাতে তথচামে অহিতস্থ তথৈব চ।
ভোজয়েৎসন্ধ্যয়োঃস্নাত্বা পীত্বা মূত্রপুরীষয়োঃ ॥৫
আচান্তোঽপ্যাচমেৎ স্পৃষ্ট্বা সকৃৎ সকৃদথান্যতঃ।
অগ্নের্গবামথালম্ভে স্পৃষ্ট্বা প্রয়ত এব বা ॥ ৬
নৃণামথাশ্মনঃ স্পর্শে নীবীং বিপরিধায় চ।
উপস্পৃশেজ্জলং শুষ্কং তৃণং বা ভূমিমেব বা ॥৭
কেশানাং চাত্মনঃ স্পর্শে বাসসাং ক্ষালিতস্য চ
অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদুষ্টাভিশ্চ সর্ব্বশঃ ৮
শীতে চ সুখমাসীনং প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
শিরঃ প্রাবৃত্য কর্ণং বা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা॥৯
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ।
সোপানৎকো জলস্থোবা নোষ্ণীষীবাচমেদ্ বুধঃ॥১০
ন চৈব বর্ষধারাভির্ন তিষ্ঠন্ন্যুতোদকৈঃ।
নৈকহস্তার্পিতজলৈর্বিনা শূদ্রেণ বা পুনঃ ॥১১
ন পাদুকাসনস্থো বা বহির্জানুরথাপি বা।
ন জল্পন্ হসন্ প্রেক্ষমাণশ্চ প্রহ্বএব বা।
নাবীক্ষমাণাভিরোষ্ণাভির্ন্নফেনাদথাপি বা ॥১২
শূদ্রাশুচিকরৈর্মুক্তৈর্নক্ষারাভিশ্চথৈব চ।
ন চৈবাঙ্গুলিভিঃ শব্দমকুর্ব্বন্নান্যমানসঃ ॥১৩
ন বর্ণরসদুষ্টাভির্ন চৈব প্রদরোদকৈঃ।
ন প্রাণিজনিতাভির্ব্বা ন বহিঃ কলমেব বা ॥১৪
হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ শুচিঃ।
প্রাশিতাভিস্তথা বৈশ্যঃস্ত্রীশূদ্রঃস্পর্শনেন্ততঃ ॥ ১৫
অঙ্গুষ্ঠমূলান্তরতো রেখায়াং ব্রহ্ম উচ্যতে।
অন্তরাঙ্গুষ্ঠদেশিন্যোঃ পিতৃণাং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১৬
কনিষ্ঠো মূলতঃ পশ্চাৎপ্রাজাপত্যং প্রচক্ষতে।
অঙ্গুল্যগ্রে স্মৃতং দৈবং তথৈবার্ষং প্রকীর্ত্তিতম্।
মূলে স্যাদ্দৈবমার্ষং স্যাদাগ্নেয়ং মধ্যতঃস্মৃতম্ ॥১৭
তদেবং সৌমিকং তীর্থমেতৎ জ্ঞাত্বা ন মুহ্যতি।
ব্রাহ্মেণৈব তু তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ।
কায়েন বা দৈবতেন নতু পিত্র্যেণ বা দ্বিজাঃ ॥১৮
ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদপঃ পূর্ব্বং ব্রাহ্মণঃ প্রযতঃ স্মৃতঃ।
সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন মুখং বৈ সমুপস্পৃশেৎ ॥ ১৯
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং তু স্পৃশেন্নেত্রদ্বয়ং ততঃ।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন স্পৃশেন্নাসাপুটং ততঃ ॥ ২০
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন শ্রবণে সমুপস্পৃশেৎ ॥২১
সর্ব্বাসামথ যোগেন হৃদয়ন্তু তলেন বা ॥ ২২
সংস্পৃশেদ্বৈ শিরস্তদ্বদঙ্গুষ্ঠেনাথবা দ্বয়ম্।
ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদেবমেব প্রীতাস্তেনাস্যদেবতাঃ ॥২৩
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাশ্চ সম্ভবন্ত্যনুশুশ্রুমঃ।
গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্রীয়তে পরিমার্জনাৎ ॥ ২৪
প্রসংস্পর্শাল্লোচনয়োঃ প্রীয়েতে শশিভাস্করৌ।
নাসত্যৌ চৈব প্রীয়েতে স্পৃষ্টে নাসাপুটদ্বয়ে ॥২৫
কর্ণয়োঃ স্পৃষ্টয়োস্তদ্বৎপ্রীয়েতে চানলানিলৌ।
সংস্পৃষ্টে হৃদয়ে চাস্যাঃ প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥২৬
মূর্দ্ধ্নি সংস্পর্শনাদেব প্রীতস্তু পুরুষো ভবেৎ।
নোচ্ছিষ্টং কুর্ব্বতে মুখ্যাবিপ্রযোগং নয়ন্তিযাঃ॥২৭
অন্তবদন্তসলিলজিহ্বাস্পর্শে শুচির্ভবেৎ।
স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরম্ ॥২৮
ভূমিগৈস্তে সমাজ্ঞেয়াঃ ন তৈরপ্রয়তো ভবেৎ।
মধুপর্কে চ সোমে চ তাম্বূলস্য চ ভক্ষণে ॥ ২৯
ফলমূলেক্ষুদণ্ডে চ ন দোষ উশনা ব্রবীৎ।
প্রচরংশ্চান্নপানেষু যদুচ্ছিষ্টো ভবেদ্ দ্বিজঃ ॥ ৩০
ভূমৌ নিক্ষিপ্য তদ্দ্রব্যমাচম্য প্রোক্ষয়েত্তু যৎ।
তৈজসং বৈ সমাদায় ভবেদুচ্ছেষণাত্ততঃ ॥ ৩১
অনিধায় চ তদ্দ্রব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ।
বস্ত্রাদীনাং বিকল্পত্বাৎ স্পৃষ্ট্বা চে দেবমেব হি ॥৩২
আরভ্যানুদকে রাত্রৌ চোরো বাপ্যাকনে পথি।
কৃত্বা মূত্রপুরীষং বা দ্রব্যহস্তেন দুষ্যতি।
নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদঙ্মুখঃ।
অথ কুর্য্যাৎ শকৃন্মূত্রে রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥৩৩
অন্তর্দ্ধায় মহীং কাষ্ঠৈঃ পর্ণৈর্লোষ্ট্রতৃণেন বা।
প্রতিশ্চীনশিরাঃ কুর্য্যাৎ কৃচ্ছ্রমূত্রবিসর্জ্জনে ॥ ৩৪
ছায়াকূপনদীগোষ্ঠে চৈত্যাম্ভঃপথি ভস্মসু।
অগ্নৌ চৈব শ্মশানে চ বিণ্মূত্রে ন সমাচরেৎ ॥৩৫
ন গোময়ে ন কৃষ্ট্যে বা ন গোষ্ঠেনৈব শাদ্বলে।
ন তিষ্ঠন্ বা ন নির্বাসা ন চ পর্ব্বতমস্তকে ॥৩৬
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন।
ন সসত্ত্বেষু গর্ত্তেষু ন চ গচ্ছন্ সমাচরেৎ।
তুষাঙ্গারকপালেষু রাজমার্গে তথৈব চ।
ন ক্ষেত্রে ন বিনে চাপি ন তীর্থে চ চতুষ্পথে ॥৩৭
নোদ্যানোপসমীপে বা নোষরে ন পরাশুচৌ।
ন সোপানৎকপাদশ্চ ছত্রী বর্ণান্তরীক্ষকে ॥৩৮
ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণয়োর্গবাম্।
ন দেবদেবালয়য়োর্নাপামপি কদাচন ॥৩৯
নদীজ্যোতীংষি বীক্ষিত্বাতদ্বাদ্বাভিমুখোঽপিবা।

প্রত্যাদিত্যংপ্রত্যনিলংপ্রতিসোমং তথৈব চ॥৪০
আদৃত্য মৃত্তিকাং কুর্য্যাৎ লেপগন্ধাপকর্ষণম্।
কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ শৌচং বিশুদ্ধৈরুদ্ধৃতোদকৈঃ॥৪১
নাহরেন্মৃত্তিকাং বিপ্রঃ পাংশুলাং নচ কর্দ্দমাৎ।
ন মার্গান্নোষরাদ্দেশাচ্ছৌচশিষ্টাংপরস্য চ ॥ ৪২৪৩
ন-দেবায়তনাৎ কূড্যাদ্ গ্রামান্ন তু কদাচন।
উপস্পৃশেত্ততো নিত্যংপূর্ব্বোক্তেন বিধানতঃ॥৪৪
তারব্যাহৃতিগায়ত্র্যা বর্ণনামেরণৈঃ ক্রমাৎ।
তন্মন্ত্রিতং পিবেদ্‌যস্তু মন্ত্রাচমনমীরিতম্॥ ৪৫
গায়ত্র্যাচমনেনাথ শ্রুত্যাচমনমীরিতম্।

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এবং দেহাদিভির্যুক্তঃ শৌচাচারসমন্বিতঃ।
আহৃত্যাধ্যয়নং কুর্য্যাদ্বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্॥১
নিত্যমুদ্যতপাণিশ্চ সন্ধ্যাচারসমন্বিতঃ।
আস্যতামিতি চোক্তঃসন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ॥২
প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
আসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ন পরাঙ্মুখঃ॥ ৩
নীচং শয্যাশনং চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্ব্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥ ৪
নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষণচেষ্টিতম্॥ ৫
গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌগন্তব্যং পরিতোঽন্যতঃ॥৬
দূরস্থো নার্চ্চয়েদেনন্ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ।
ন চৈবাস্যোত্তরং ব্রূয়ান্ন তেনাসীত সন্নিধৌ॥৭
উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽপ্যাহরেৎসদা।
মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বৈ সমাচরেৎ॥৮
নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রামেদাসনং তস্য চ্ছায়ামপি কদাচন॥৯
দন্তকাষ্ঠাদিকং লব্ধ্বা ন চাস্য বিনিবেদয়েৎ।
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যন্নত্বপ্রিয়হিতে রতঃ॥১০
ন পাদৌ স্থাপয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন।
জৃম্ভিতং হসিতং চৈব কবকং প্রাবরং তথা॥১১
বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যং নখস্ফোটনমেব চ।
যথাকালমধীয়ীত যাবন্ন বিমনা গুরুঃ।
আসনাদৌগুরোঃ কূর্চ্চে ফলকে বা সমাহিতঃ॥১২
আসনে শয়নে পানে নচ তিষ্ঠেৎকথঞ্চন।
ধাবন্তমনুধাবেত গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি॥ ১৩
গজোষ্ট্রয়ানপ্রাসাদপ্রস্তরেষু কটেষু চ।
আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলাফলতলেষু চ॥ ১৪
জিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ সততং বশ্যাত্মাক্রোধনঃ শুচিঃ।
প্রযুঞ্জীত সদা বাচং মধুরাং হিতভাষিণীম্॥ ১৫
গন্ধমাল্যে রসং কন্যাং শুক্তপ্রাণিবিহিংসনম্।
অভ্যঙ্গঞ্চাঞ্জনোপানচ্ছত্রধারণমেব চ॥ ১৬
কামং ক্রোধং ভয়ং নিদ্রাং গীতবাদিত্রনর্ত্তনম্।
দ্যূতঞ্জনপরীবাদং স্ত্রীপ্রেক্ষালাপনং তথা॥১৭
পরোপতাপপৈশুন্যং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।
উদকুম্ভং সুমনসোগোশকৃন্মৃত্তিকাং কুশান্॥১৮
আহরেদ্যাবদর্থানি ভৈক্ষঞ্চাহরহশ্চরেৎ।
তথৈব লবণং সর্ব্বং ভক্ষ্যং পর্য্যুষিতং নয়েৎ॥১৯
অনৃত্যদর্শী সততং ভবেদ্গীতাদিনিঃস্পৃহঃ।
নাদর্শঞ্চৈব বীক্ষেত ন চরেদ্দন্তধাবনম্।
একান্তমশুচিঃ স্ত্রীভিঃ শূদ্রাদ্যৈরভিভাষণম্।
গুরূচ্ছিষ্টং ভেষজার্থং ন প্রযুঞ্জীত কামতঃ॥ ২০
মলাপকর্ষণং স্নানন্নাচরেদ্ বৈ কদাচন।
নচাতিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ॥ ২১
বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যবৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু বা ধর্ম্মং হিতং চোপদিশৎস্বয়ম্॥২২
শ্রেয়ঃ সুগুরুবদ্বৃত্তির্নিত্যমেবং সমাচরেৎ।
গুরুপত্নীষু পুত্রেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু॥ ২৩
বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মসু।
অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবন্মানমর্হতি॥২৪
উৎসাদনং বৈ গাত্রাণাংস্নানংচোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্ গুরুপুত্রস্য পাদয়োঃ শৌচমেব চ॥২৫
গুরুবৎপ্রতিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥২৬
অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চপ্রশোধনম্॥২৭
গুরুপত্নীচ যুবতী নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
কুর্ব্বীত বন্দনং ভূম্যামসাবহমিতি ব্রুবন্॥ ২৮
বিপ্রস্য পাদগ্রহণমন্বহঞ্চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্ব্বীত সদা ধর্ম্মমনুস্মরন্॥ ২৯
মাতৃষসা মাতুলানী শ্বশ্রূশ্চাপি পিতৃষসা।
সংপূজ্যা গুরুপত্নী চ সমাস্তা গুরুভার্য্যয়া॥ ৩০
ভ্রাতৃভার্য্যোপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধযোষিতঃ।
পিতুর্ভগিন্যা মাতুশ্চ জ্যায়াযাঞ্চ স্বসর্যপি॥ ৩১
মাতৃবদ্বৃত্তিমাতিষ্ঠেন্মাতা তেভ্যো গরীয়সী।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এবমাচারসম্পন্নমাত্মবন্তং সদাহিতম্ ॥৩২
বেদং ধর্ম্মং পুরাণঞ্চ তথা তত্ত্বানি নিত্যশঃ।
সম্বৎসরোষিতে শিষ্যে গুরুর্জ্ঞানং বিনির্দ্দিশেৎ৩৩
হরতে দুষ্কৃতং তস্য শিষ্যস্য বৎসরে গুরুঃ।
আচার্য্যপুত্রঃশুশ্রুষু র্জ্ঞানদো ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ ॥৩৪
আপ্তঃশক্তোঽর্থদঃসাধুঃ স্বোধ্যাপ্যা দশধর্ম্মতঃ।
কৃতজ্ঞশ্চ তথাঽদ্রোহী মেধাবী শুভকৃন্নরঃ ॥ ৩৫
প্রাপ্য বিপ্রোঽপ্যবিধিবৎষড়ধ্যাপ্যা দ্বিজোত্তমৈঃ
এতেষু ব্রহ্মণো দানমন্যত্র ন যথোদিতম্ ॥ ৩৬
আচম্য সংযতো নিত্যমধীয়ীত উদঙ্মুখঃ।
উপসংগৃহ্য তৎপাদৌ বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥৩৭
অধীষ্ব ভো ইতি ব্রূয়াৎ বিরামোঽস্ত্বিতিবাচয়েৎ
প্রাক্কুশেষু সমাসীনঃ পবিত্রৈরবপাবিতঃ ॥ ৩৮
প্রাণায়ামৈ স্ত্রিভিঃ পূর্ব্বং তথাচোঙ্কারমর্হতি।
ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদন্তে চ বিধিবদ্দ্বিজঃ ॥ ৩৯
কুর্য্যাদধ্যয়নং নিত্যং ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতস্থিতিঃ।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনঃ ॥ ৪০
অধীতে বিধিবন্নিত্যং ব্রহ্মণ্যাচ্চ্যবতেঽন্যথা।
যোঽধীয়ীতঋচো নিত্যংক্ষীরাহুত্যা স দেবতাঃ৪১
প্রীণাতি তর্পয়ন্ত্যেনং কামৈস্তৃপ্তাঃ সদৈব হি।
যজুঃ যোঽধীতে সততং দধ্না প্রীণাতি দেবতা॥৪২
সামান্যধীতে প্রীণাতি ঘৃতাহুতিভিরন্বহম্।
অথর্ব্বাঙ্গিরসো নিত্যমধ্যাৎ প্রীণাতি দেবতা ॥৪৩
ধর্ম্মাঙ্গানি পুরাণানি মীমাংসৈস্তৃপ্যতে সুরান্।
অপাং সমীপে নিয়তোনৈত্যকংবিধিমাশ্রিতঃ৪৪
গায়ত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ।
সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাপরাম্ ॥ ৪৫
গায়ত্রীং বৈ জপেন্নিত্যংজপশ্চ ত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
গায়ত্রীং চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া তুলয়ন্ প্রভুঃ ॥৪৬
একতশ্চতুরো বেদান্ গায়ত্রীং চ তথৈকতঃ।
ওঙ্কারমাদিতঃ কৃত্বা ব্যাহৃতীস্তদনন্তরম্ ॥ ৪৭
ততোঽধীয়ীত একাগ্রং শ্রিয়া পরময়ান্বিতঃ।
অধ্যাপয়েত্ত একাগ্রং গায়ত্রীপরয়া ধিয়া ॥ ৪৮
পুরাকল্পে সমুৎপন্না ভূর্ভুবঃ স্বর্গনামতঃ।
মহাব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ সর্ব্বাশুভনিবর্হণাঃ ॥ ৪৯
প্রধানং পুরুষঃ কালো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সত্বং রজস্তমস্তিস্রঃ কামা ব্যাহৃতয়স্ত্রয়ঃ ॥ ৫০
ওঙ্কারস্তৎপরং ব্রহ্ম গায়ত্রী স্যাত্তদক্ষরম্।
এবং মন্ত্রো মহাযোগসাক্ষাৎসার উদাহৃতঃ ॥ ৫১
যোঽধীতেঽহন্যহন্যানে তাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
বিজ্ঞায়ার্থং ব্রহ্মচারী স যাতি পরমাঙ্গতিম্ ॥ ৫২
ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্বিজ্ঞানমুচ্যতে।
শ্রাবণস্য তু মাসস্য পৌর্ণমাস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৩
আষাঢ্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বা বেদোপক্রমণং স্মৃতম্
উৎসৃজ্য গ্রামনগরং মাসান্বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্ ॥৫৪
অধীয়ীত শুচৌ দেশে ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
পুষ্যে তু চ্ছন্দসাং কুর্যাদ্বহিরুৎসর্জনং দ্বিজাঃ ॥ ৫৫
মাঘে বা মাসি সংপ্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্নে প্রথমেঽহনি।
ছন্দাংস্যূর্দ্ধমধীয়ীতশু ক্লপক্ষে তু বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৫৬
বেদাঙ্গানি পুরাণং বা কৃষ্ণপক্ষে তু মানবঃ।
ইমান্নিত্যমনধ্যায়ানধীয়ানো বিসর্জয়েৎ ॥ ৫৭
অধ্যাপনঞ্চ কুর্ব্বাণঃ অধ্যেষ্যন্নপি যত্নতঃ।
কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবা পাংশু সমূহনে ॥ ৫৮
বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষাসু মহোল্কানাঞ্চ পাতনে।
আকালিক মনধ্যায়মেতেষ্বেব প্রজাপতিঃ ॥ ৫৯
এতাংস্ত্বভ্যুদিতান্ বিদ্যাদ্ যদাপ্রাদুষ্কৃতাগ্নিষু।
তদা বিদ্যাদনধ্যায়মনৃতৌ চাভ্র দর্শনে ॥ ৬০
নির্ঘাতে বাথ চলনে জ্যোতিষাং চোপসর্পণে।
এতানাকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানৃতাবপি ॥ ৬১
প্রাদুষ্কৃতেষ্বগ্নিষু চ বিদ্যুৎস্তনিতনিস্বনে।
সদ্যো হি স্যাদনধ্যায়মনৃতৌ মুনিরব্রবীৎ ॥ ৬২
নিত্যানধ্যায় এব স্যাদগ্রামেষু নগরেষু চ।
কর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ নিত্যশঃ ॥ ৬৩
অন্ত্যানাং সঙ্গতে গ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ। *
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ ॥ ৬৪
উদয়ে মধ্যরাত্রৌ চ বিণ্মূত্রে চ বিসর্জয়েৎ।
উচ্ছিষ্টশ্রাদ্ধভুক্ চৈব মনসা ন বিচিন্তয়েৎ ॥ ৬৫
প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বানেকোদ্দিষ্টস্য কেতনম্।
ত্র্যহং কীর্ত্তয়েদ্ব্রহ্ম রাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে ॥ ৬৬
যাবদেকানুদিষ্টস্য লেপোগন্ধশ্চ তিষ্ঠতি।
বিপ্রস্যবিদুষো দেহে তাবদ্ব্রহ্ম ন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৬৭
শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা বৈ বাবসক্থিকাম্।
নাধীয়ীতামিষঞ্জগ্ধ্বা সূতকান্নাদ্যমেব চ ॥ ৬৮
নীহারৈর্ব্বাণশব্দৈশ্চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
অমাবাস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যষ্টমীষু চ ॥ ৬৯
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষপণং স্মৃতম্।
অষ্টকাসুচ কুর্ব্বীত ঋত্বন্তাসু রাত্রিষু ॥ ৭০
মার্গশীর্ষে তথা পৌষে মাঘে মাসে তথৈব চ।
তিস্রোঽষ্টকাঃসমাখ্যাতাঃকৃষ্ণেপক্ষে চ সূরিভিঃ৭১

---

* অন্তর্গত শবে গ্রামে ইতি বা পাঠঃ।

শ্লেষ্মাতকস্য চ্ছায়ায়াং শাল্মলের্মধুকস্য চ।
কদাচিদপি নাধ্যেয়ং কোবিদারকপিত্থয়োঃ॥ ৭২
সমানবিদ্যেহমৃতে তথা সব্রহ্মচারিণি।
আচার্যে সংস্থিতে বাপি ত্রিরাত্রং ক্ষপণং স্মৃতম্৭৩
ছিদ্রেষ্বেতেষু বিপ্রাণাং অনধ্যায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
হিংসন্তি রাক্ষসাস্তে চ তস্মাদেতান্ বিবর্জয়েৎ॥৭৪
নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ঃ সন্ধ্যোপাসন এব চ।
উপাকর্ম্মণি কর্ম্মান্তে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি॥ ৭৫
একর্চমথবৈকং বা যজুঃ সামাথবা পুনঃ।
অষ্টকায়াং স্বধীয়ীত মারুতে চাপি বাপদি॥ ৭৬
অনধ্যায়ো বিনাশে চ নেতিহাসপুরাণয়োঃ।
নধর্ম্মশাস্ত্রেষন্যেষু পর্ব্বণ্যেতানিবর্জয়েৎ॥ ৭৭
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন কীর্ত্তিতো ব্রহ্মচারিণঃ।
ব্রহ্মণাভিহিতঃ পূর্ব্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্॥ ৭৮
যোহন্যত্র কুরুতে যত্নমনধীত্য শ্রুতিং দ্বিজঃ।
স বৈ মূঢ়ো নসম্ভাষ্যোবেদবাহ্যোদ্বিজাতিভিঃ৭৯
ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্টো বৈ দ্বিজোত্তমঃ।
পাঠমাত্রাবসানস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥ ৮০
যোহধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদান্তং ন বিচারয়েৎ।
স সান্বয়ঃ শূদ্রকল্পঃ স পাদ্যং ন প্রপদ্যতে॥ ৮১
যদি বা ত্ত্যস্তিকং বাসং কর্ত্তুমিচ্ছতি বৈ গুরৌ।
যুক্তঃ পরিচরেদেনমাশরীরবিমোক্ষণাৎ॥ ৮২
গত্বা বনং বা বিধিবজ্জুহুয়াজ্জাতবেদসম্।
অধীয়ীত সদা নিত্যং ব্রহ্মবিদ্যাং সমাহিতঃ॥ ৮৩
সাবিত্রীং শতরুদ্রীয়ং বেদানাং চ বিশেষতঃ।
অভ্যসেৎসততং বেদং ভস্মস্নানপরায়ণঃ॥ ৮৪
বেদং বেদৌ তথা বেদাঃ বেদান্বৈ চতুরো দ্বিজ।
অধীত্য বিধিগম্যার্থং ততঃ স্নায়াদ্ দ্বিজোত্তমঃ৮৫
বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
অকুর্ব্বাণঃ পতত্যাশু নিরয়ানতিভীষণান্॥ ৮৬
অভ্যসেৎপ্রয়তো বেদং মহাযজ্ঞান্ হাপয়েৎ।
কুর্যাদ্ গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি সন্ধ্যোপাসনমেব চ॥ ৮৭
নিত্যং স্বাধ্যায়শীলঃ স্যান্নিত্যং যজ্ঞোপবীতকঃ।
সত্যবাদী জিতক্রোধো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৮৮
সন্ধ্যাস্নানরতো নিত্যং ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণঃ।
অনসূয়ো মৃদুর্দান্তো গৃহস্থঃ প্রতিবর্ত্ততে॥ ৮৯
যঃ স্বয়ং নিয়তো ভূত্বা ধর্ম্মপাঠং পঠেদ্দ্বিজঃ।
অধ্যাপয়েচ্ছ্রাবয়েদ্ বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৯০
প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্যাথ বৈশ্বদেবপুরঃসরম্।
মধ্যাহ্নে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ সম্যক্ ভূতাত্মভাবনঃ৯১

প্রাঙ্মুখ স্তানি ভুঞ্জীত সূর্যাভিমুখ এব বা।
আসীনস্ত্বাসনে শুদ্ধে ভূমৌ পাদৌ নিধাপয়েৎ৯২
আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্ক্তেঋতংভুঙ্ক্তেউদঙ্মুখঃ।
পশ্চাৎ স ভোজনংকুর্য্যাৎভূমৌবাতন্নিধাপয়েৎ৯৩
উপবাসেন তত্তুল্যমিত্যেবমুশনাহব্রবীৎ।
উপলিপ্য শুচৌদেশেপাদৌপ্রক্ষাল্য বৈ করৌ৯৪
আচান্তোহক্রোধনোনক্তংপশ্চাত্তুভোজনংচরেৎ।
ইহ ব্যাহৃতিভিস্ত্বন্নং পরিধায়োদকেন তু॥ ৯৫
পরিষেচনমন্ত্রেণ পরিষিচ্য ততঃ পরম্।
চিত্রগুপ্তবলিং দত্ত্বা তদন্নং পরিষিচ্য চ॥৯৬
অমৃতোপস্তরণমসীত্যাপোশনক্রিয়াং চরেৎ।
স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং প্রাণায়েত্যাহুতিং ততঃ॥ ৯৭
অপানায়াহুতিং হুত্বা ব্যানায় তদনন্তরম্।
উদানায় ততঃ কুর্য্যাৎসমানায়েতি পঞ্চমম্॥ ৯৮
বিজ্ঞায় তত্ত্বমেতেষাং জুহুয়াদাত্মনি দ্বিজঃ।
শেষমন্নং যথাকামং ভুঞ্জীত ব্যঞ্জনৈর্যুতম্।
ধ্যাত্বা তন্মানসে দেবমাত্মানং বৈ প্রজাপতিম্৯৯
অমৃতাপিধানমসীত্যুপরিষ্টাদপঃ পিবেৎ।
আচান্তঃ পুনরাচামেদয়ং গৌরিতি মন্ত্রতঃ॥১০০
ত্রিপদাং বা ত্রিরাবৃত্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনীম্।
প্রাণানাং গ্রন্থিরসীত্যালভেদ্ধৃদয়ং ততঃ॥ ১০১
আচম্যাঙ্গুষ্ঠমানীয় পাদাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণম্।
নিঃস্রাবয়েদ্ধস্তজলমূর্দ্ধহস্তঃ সমাহিতঃ॥ ১০২
হুত্বানুমন্ত্রণং কুর্য্যাৎ স্বধায়ামিতি মন্ত্রতঃ।
অথোক্ষণে স্বমাত্মানং যো জপেদ্ ব্রহ্মণেতিচ১০৩
সর্ব্বেষামেব যাগানামাত্মযাগঃ পরঃ স্মৃতঃ।
অথ শ্রাদ্ধমমাবাস্যাপ্রাপ্তং কার্য্যংদ্বিজোত্তমৈঃ১০৪
পিণ্ডান্বাহার্যকং শ্রাদ্ধং ক্ষীণে রাজনি শস্যতে।
অপরাহ্নে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তেনামিষেণ তু॥ ১০৫
প্রতিপৎপ্রভৃতিহ্যন্যাস্তিথয়ঃ কৃষ্ণপক্ষকে।
চতুর্দ্দশীং বর্জ্জয়িত্বা পঞ্চমীং হ্যুত্তরোত্তরাম্॥১০৬
অমাবস্যাষ্টকাস্তিস্রঃ পৌর্ণমাস্যাদিষু ত্রিষু।
তিস্রশ্চাপ্যষ্টকাঃ পুণ্যা মাসি পঞ্চদশী তথা॥১০৭
ত্রয়োদশী মঘা কৃষ্ণাবর্ষাসু চবিশষতঃ।
নৈকিত্তিকং তু কর্ত্তব্যং দিবসে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥১০৮
বালকানাং চ মরণে নারকী স্যাত্ততোহন্যথা।
কাম্যানি চৈব শ্রাদ্ধানি শস্যন্তে গ্রহণাদিষু॥১০৯
অয়নে বিষুবে চৈব ব্যতীপাতে ত্বনন্তকম্।
সংক্রান্ত্যামক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তথা জন্মদিনেষ্বপি॥১১০

নক্ষত্রতিথিবারেষু কার্য্যং কাম্যং বিশেষতঃ।
স্বর্গং তু লভতে কৃত্বা কৃষিকাম্ দ্বিজোত্তমাঃ ১১১
দ্রব্যব্রাহ্মণসম্পত্তৌ ন কালং নিয়মং ততঃ।
কর্ম্মারম্ভেষু সর্ব্বেষু কুর্য্যাদভ্যুদয়ং ততঃ ॥ ১১২
পুত্রজন্মাদিষু শ্রাদ্ধং পার্ব্বণং পার্ব্বণং স্মৃতম্।
অহন্যহনিনিত্যংস্যাৎকাম্যোনৈমিত্তিকংপুনঃ ১১৩
সন্নিকৃষ্টমতিক্রম্য শ্রোত্রিয়ং যঃ প্রযচ্ছতি।
স তেন কর্ম্মণা পাপী দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ১১৪
যদি স্যাদধিকো বিপ্রঃ শীলবিদ্যাদিভিঃ স্বয়ম্।
তস্মৈ যত্নেন দাতব্যমতিক্রম্যাপি সন্নিধিম্ ॥ ১১৫
অপূপঞ্চ হিরণ্যং চ গামশ্বং পৃথিবীং তিলান্।
অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্লানো ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥১১৬
যাসমারোহণং কুর্য্যাৎ ভর্ত্তৃচিত্যাং পতিব্রতা।
তস্যাঽহনিসংপ্রাপ্তেপৃথক্‌পিণ্ডে নিযোজয়েৎ১১৭
ধর্ম্মপিণ্ডোদকং শ্রাদ্ধং পার্ব্বণং নগ্নসংজ্ঞকম্।
অস্থিসঞ্চয়নং কর্ম্ম দশাহভবনং তথা ॥ ১১৮
ঊর্দ্ধং দশাহমুৎকর্ষে শেষন্তু যদি বা ভবেৎ।
পিণ্ডোদকং নবশ্রাদ্ধং পুনঃ কার্যং যথাবিধি ॥১১৯
যদ্যস্থিসঞ্চয়ং কর্ম্ম দশাহমূর্দ্ধ্বভাক্ ভবেৎ।
নষ্টে বাপহৃতেঽস্থীনি দাহয়েদ্যদি বা পুনঃ ॥১২০
কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধং প্রমীতপিতৃকো দ্বিজঃ।
সাগ্নিকোঽনগ্নিকোবাপি তীর্থেবিষবিশেষতঃ ॥১২১
উত্তানং বা বিবর্ত্তং বা পিতৃপাত্রং যদা ভবেৎ।
অভোজ্যংতত্তবেদন্নংক্রুদ্ধৈঃপিতৃগণৈশ্চ তৈঃ ॥১২২
অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং তু যদ্ভবেৎ।
সর্ব্বমচ্ছিদ্রমিত্যুক্ত্বা ততো যত্নেন ভোজয়েৎ ॥১২৩
একোদ্দিষ্টস্তু বিজ্ঞেয়ং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তু পার্ব্বণম্।
এতৎপঞ্চবিধং শ্রাদ্ধং ভৃগুপুত্রেণ সূচিতম্ ॥ ১২৪
যাত্রায়াং ষষ্ঠমাখ্যাতং তৎপ্রযত্নেন পাবনম্।
শুদ্ধয়ে সপ্তমং শ্রাদ্ধং ব্রহ্মণা পরীকীর্ত্তিতম্ ১২৫
দৈবিকং চাষ্টমং শ্রাদ্ধং যৎ কৃত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ।
সন্ধ্যারাত্রৌ ন কর্ত্তব্যমহোরাত্রমদর্শনাৎ।
দেশানাস্তু বিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ১২৬
গয়ায়ানক্ষয়ং শ্রাদ্ধং প্রয়াগে মরণাদিষু।
গায়ন্তি গাথাং তে সর্ব্বে কীর্ত্তয়ন্তি মনীষিণঃ ॥১২৭
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রাঃ শীলবন্তো গুণান্বিতাঃ।
তেষাংতুসমবেতানাংযদ্যেকোঽপিগয়াংব্রজেৎ১২৮
গয়াং প্রাপ্যানুষঙ্গেণ যদি শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
তারিতাঃ পিতরস্তেন স যাতি পরমাঙ্গতিম্ ॥১২৯
গারাঽপর্ব্বতে চৈব গয়াং চৈব বিশেষতঃ।
এবমাদিষু তীর্থেষু তৃপ্যন্তি পিতরস্তদা ॥ ১৩০
ব্রীহিভিশ্চ যবৈর্ম্মাষৈরদ্ভির্ম্মূলফলেন বা।
শ্যামাকৈশ্চ তুবৈ শাকৈর্নীবারৈশ্চপ্রিয়ঙ্গুভিঃ১৩১
গোধূমৈশ্চ তিলৈর্ম্মুদ্গৈর্ম্মাষৈঃ প্রীণয়তে পিতৄন্
মৃষ্টান্ ফলরসানিক্ষূন্ মৃদ্বীকান্ সন্তদড়িমান্ ॥১৩২
বিদার্য্যাশ্চ করণ্ডাশ্চ শ্রাদ্ধকালে প্রদাপয়েৎ।
লাজান্ মধুযুতান্ দদ্যাদ্ দধ্নাশর্করয়া সহ ॥ ১৩৩
দদ্যাৎ শ্রাদ্ধে প্রযত্নেন শৃঙ্গাং গজশুকৈর্বকান্।
দ্বৌমাসৌমৎস্যমাংসেন ত্রিমাসান্‌হরিণেন চ ॥১৩৪
ঔরভ্রেণাথ চতুরঃ শাকুনেনেহ পঞ্চ তু।
ষণ্মাসাংশ্ছাগমাংসেন রৌরবেণ নবৈব তু ॥ ১৩৫
দশমাসাংস্তু তৃপ্যন্তি বরাহমহিষামিষৈঃ।
শশকূর্ম্ময়োর্মাংসৈর্ম্মাসানেকাদশৈব তু ॥ ১৩৬
সম্বৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।
বাদ্ধ্রীণ সস্যমাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ১৩৭
কালশাকং মহাশাকং খগলোহামিষং মধু।
অনন্তান্যেব চ কল্পন্তে মূলান্যন্যানি সর্ব্বশঃ ॥ ১৩৮
কৃত্বা লব্ধ্বা স্বয়ং বাথ মৃতানাহৃত্য বৈ দ্বিজঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে প্রযত্নেন দত্তস্যাক্ষয়মুচ্যতে ॥ ১৩৯
পিপ্যলীক্রমুকং চৈব তথা চৈব মসূরকম্।
কুষ্মাণ্ডালাবুবার্ত্তাকান্ মন্ত্রণং সারসং তথা ॥ ১৪০
কূটঞ্চ ভদ্রমূলঞ্চ তণ্ডুলীয়কমেব চ।
রাজমাষাংস্তথা ক্ষীরং মাহিষঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৪১
কোদ্রবান্ কোবিদারাংশ্চ স্থলপাক্যামরীস্তথা।
বর্জ্জয়েৎসর্ব্বযত্নেন শ্রাদ্ধকালে দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৪২

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

স্নাত্বা যথোক্তং সন্তর্প্য পিতৄন্দেবান্ ঋষীংস্তথা।
পিণ্ডান্বাহার্যকং শ্রাদ্ধংকুর্য্যাৎসোম্যমনাঃ শুচিঃ ॥১
পূর্ব্বমেব নিরীক্ষেত ব্রাহ্মণান্বেদপারগান্।
তীর্থং তদ্ধব্যকব্যানাং প্রদানে চাতিথিঃ স্মৃতঃ ॥২
যে সোমপাননিরতা ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
ব্রতিনো নিয়মস্থাশ্চ ঋতুকালাভিগামিনঃ ॥ ৩
পঞ্চাগ্নিরপ্যধীয়ানো যজুর্ব্বেদবিদোঽপি চ।
বহবস্তু সুপর্ণাশ্চ ত্রিমধুর্ব্বাথ বা ভবেৎ ॥ ৪
ত্রিণাচিকেত চ্ছন্দো টবজ্যেষ্ঠসামগণোঽপি বা।
অথর্ব্বশিরসোঽধ্যেত রুদ্রাধ্যায়ী বিশেষতঃ ॥ ৫
অগ্নিহোত্রপরো বিদ্বান্ পাপবিচ্চ ষড়ঙ্গবিৎ।
গুরুদেবাগ্নিপূজাসু প্রসক্তো জ্ঞানতৎপরঃ ॥ ৬

অহিংসোপরতা নিত্যং অপ্রতিগ্রাহিণস্তথা।
সত্রিণো দাননিরতা ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ॥ ৭
অসমানপ্রবরগা অসগোত্রা স্তথৈব চ।
অসম্বন্ধশ্চ বিজ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণঃ পঙ্‌ক্তিপাবনঃ॥ ৮
ভোজয়েদ্যোগিনং পূর্ব্বং তত্ত্বজ্ঞানরতং পরম্।
অলাভে নৈষ্ঠিকং দান্তমুপকুর্ব্বাণকং তু বা॥ ৯
তদলাভে গৃহস্থস্তু মুমুক্ষুঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বালাভসাধকং বা গৃহস্থং মা বিভোজয়েৎ॥ ১০
প্রকৃতেগুণতত্ত্বজ্ঞং যোঽশ্নাতীহ যতিংভবে।
পলং বেদবিদাং তস্য সহস্রাদতিরিচ্যতে॥ ১১
তস্মাদ্যত্নেন যোগীন্দ্রমীশ্বরজ্ঞানতৎপরম্।
ভোজয়েদ্ধব্যকব্যেষু অলাভাদিহ চ দ্বিজান্॥ ১২
এষ বৈ প্রথমঃ কল্পঃ প্রদানে হব্যকব্যয়োঃ।
অনুকল্প স্বয়ং জ্ঞেয়ং স্তদা সদ্ভিরনুষ্ঠিতঃ॥ ১৩
মাতামহং মাতুলঞ্চ স্বস্রেয়ং শ্বশুরং গুরুম্।
দৌহিত্রং বিবুধং সর্ব্বমগ্নিকল্পাংশ্চ ভোজয়েৎ॥১৪
ন শ্রাদ্ধেভাজয়েন্মিত্রংধনৈঃকার্য্যোঽস্য সংগ্রহঃ।
পৈশাচদক্ষিণাহীনের্ব্বামুত্র ফলসম্পদঃ॥ ১৫
কামং শ্রাদ্ধেঽর্চ্চয়েন্মিত্রং নাভিরূপমতিত্বরম্।
দ্বিষতাং হি হবির্ভুক্তং ভবতি প্রেত্য নিষ্ফলম্॥১৬
তথানুচেদ্ধবির্দত্বা ন দাতা লভতে ফলম্।
যাবতো গ্রসতে পিণ্ডান্ হব্যকব্যেষু মন্ত্রবিৎ॥১৭
ততোহি গ্রসতেপ্রেত্য দীপ্তানস্থূলানধোমুখান্।
অথ বিদ্যানুকুলে হি যুক্তাশ্চ স বৃতাঽথবা॥ ১৮
যত্রৈতে ভুঞ্জতে হব্যং তত্ত্ববেদানুরং দ্বিজাঃ।
যশ্চ বেদশ্চ বেদীচ বিচ্ছেদ্যেত ত্রিপূরুষম্॥ ১৯
স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ শ্রাদ্ধাদৌ ন কদাচন।
শূদ্রপ্রেষ্যোদ্ধতো রাজ্ঞো বৃষলো গ্রামযাজকঃ॥২০
বধবন্ধোপজীবী চ ষড়েতে ব্রহ্মবন্ধবঃ।
দত্বা তু বেদানত্যর্থং পতিতান্মনুরব্রবীৎ॥ ২১
বেদবিক্রয়িণশ্চৈতে শ্রাদ্ধাদিষু বিগর্হিতাঃ।
শ্রুতিবিক্রয়িণো যত্র পরপূর্ব্বাঃ সমুদ্রগাঃ॥ ২২
অসমানান্ যাজয়ন্তি পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অসংস্তুতাধ্যাপকা যে ভৃতকান্ পাঠয়ন্তি যে॥ ২৩
অধীয়ীত তথা বেদান্ ভৃতকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বৃদ্ধশ্রাবকনির্গ্রন্থাঃ পঞ্চরাত্রবিদো জনাঃ॥ ২৪
কাপালিকাঃ পাশুপতাঃ পাষণ্ডাশ্চৈব তদ্বিধাঃ।
যস্যাশ্নন্তি হবীংষ্যেতে দুরাত্মানস্তু তামসাঃ॥ ২৫
ন তস্য সম্ভবেৎ শ্রাদ্ধং প্রোত্যাপিহিফলপ্রদাঃ।
অনাশ্রমী যো দ্বিজঃ স্যাদাশ্রমী স্যান্নিরর্থকঃ॥ ২৬
মিথ্যাশ্রমী চ বিপ্রেন্দ্রাবিজ্ঞেয়াঃপঙ্‌ক্তিদূষকাঃ।
দুশ্চর্ম্মী কুনখী কুষ্ঠীশ্বিত্রী চ শ্যাবদন্তকঃ॥ ২৭
ক্রুরো বীজনকশ্চৈব স্তেনঃ ক্লীবোঽথ নাস্তিকঃ।
মদ্যপীবৃষলী সক্তো বীরহা দিধিষূপতিঃ॥ ২৮
অগারদাহী কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়িণো দ্বিজাঃ।
পরিবেত্তা তথা হিংস্রঃ পরিবিত্তির্নিরাকৃতিঃ॥ ২৯
পৌনর্ভবঃ কুসীদীচ তথা নক্ষত্রদর্শকঃ।
গীতবাদিত্রশীলশ্চ ব্যাধিতঃ কাণএব চ॥ ৩০
হীনাঙ্গশ্চাতিরিক্তাঙ্গো হ্যবকীর্ণী তথৈব চ।
কন্যাদ্রোহী কুণ্ডগোলী অভিশস্তোঽথদেবলঃ॥৩১
মিত্রধ্রুকপিশুনশ্চৈব নিত্যং নার্য্যা নিকৃন্তনঃ।
মাতাপিতৃগুরুত্যাগী দারত্যাগী তথৈব চ॥৩২
অনপত্যঃ কূটসাক্ষী পাচকোরগজীবকঃ।
সমুদ্রযায়ী কৃতহা রথ্যাসময়ভেদকঃ॥৩৩
বেদনিন্দারতশ্চৈব দেবনিন্দারত স্তথা।
দ্বিজনিন্দারতশ্চৈব তে বর্জ্জ্যাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মসু॥৩৪
কৃতঘ্নঃ পিশুনঃ ক্রূরো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।
মিত্রঘ্নঃ পারদার্য্যশ্চ মিথ্যাপণ্ডিতদূষকঃ॥ ৩৫
বহুনাত্র কিমুক্তেন বিহিতান্যেব কুর্ব্বতে।
নিন্দিতান্যাচরন্তে তে বর্জ্জ্যাঃ শ্রাদ্ধেপ্রযত্নতঃ॥৩৬

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

গোময়েনোদকৈঃ পূর্ব্বং শোধয়িত্বা সমাহিতঃ
সন্নিপাত্য দ্বিজান্ সর্ব্বান্ সাধুভিঃ সন্নিমন্ত্রয়েৎ॥
শ্বো ভবিষ্যতি মে শ্রাদ্ধং পূর্ব্বেদ্যুরভিবক্ষ্যতি॥১
অসম্ভবে পরেদ্যুর্ব্বা যথোক্তৈর্লক্ষণৈর্যুতম্।
তস্য তে পিতরঃ শ্রুত্বা শ্রাদ্ধকাল উপস্থিতে॥২
অন্যোন্যমনসা ধ্যাত্বা সম্পতন্তি মনোজবাঃ।
ব্রাহ্মণাস্তে সমায়ান্তি পিতরো হ্যন্তরিক্ষগাঃ॥৩
বায়ুভূতাশ্চ তিষ্ঠন্তি ভুক্ত্বা যান্তি পরাঙ্গতিম্।
আমন্ত্রিতাশ্চ যে বিপ্রাঃ শ্রাদ্ধকাল উপস্থিতে॥৪
বসেরন্নিয়তাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণাঃ।
অক্রোধনোঽত্বরো যত্র সত্যবাদী সমাহিতঃ॥৫
ভয়মৈথুনমধ্বানং শ্রাদ্ধভুগ্বর্জ্জয়েজ্জপম্।
আমন্ত্রিতো ব্রাহ্মণোবৈযোঽন্যস্মৈকুরুতেক্ষণম্॥৬
আমন্ত্রয়িত্বা যো মোহাদন্যং বামন্ত্রয়েৎ দ্বিজঃ।
স তস্মাদধিকঃ পাপী বিষ্ঠাকোটৌহিজায়তে॥৭
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতো বিপ্রো মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি

ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে ॥ ৮
নিমন্ত্রিতশ্চ যো বিপ্রো হ্যধ্বানং যাতি দুর্ম্মতিঃ।
ভবন্তি পিতরস্তস্য তন্মাসং পাংশুভোজনাঃ ॥ ৯
নিমন্ত্রিতশ্চ যঃ শ্রাদ্ধে প্রকুর্য্যাৎকলহং দ্বিজঃ।
ভবন্তি তস্য তন্মাসং পিতরো মলভোজনাঃ ॥ ১০
তস্মান্নিমন্ত্রিতঃ শ্রাদ্ধে নিয়তাত্মা ভবেদ্দ্বিজঃ।
অক্রোধনঃ শৌচপরঃ কর্ত্তা চৈব জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১১
শোভতে দক্ষিণাং গত্বা দিশং দর্ভাৎ সমাহিতঃ।
সমূলান্নাহরেদ্বারি দক্ষিণাগ্রাংস্তুনির্ম্মলাৎ ॥ ১২
দক্ষিণাপ্রবণং স্নিগ্ধং বিভক্তশুভলক্ষণম্।
শুচি দেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোলেপয়েৎ ॥১৩
নদীতীরেষু তীর্থেষু স্বভূমৌ গিরিসানুষু।
বিবিক্তেষু চ তুষ্যন্তি দত্তেন পিতরস্তথা ॥ ১৪
পরস্য ভূমিভাগে তু পিতৄণাং বৈ ন নির্ব্বপেৎ।
স্বামিস্বাৎস বিহন্যেতমোহাদ্যৎক্রিয়তেনরৈঃ॥১৫
অটব্যঃ পর্ব্বতাঃ পুণ্যা স্তীর্থান্যায়তনানি চ।
সর্ব্বাণ্যস্বামিকান্যাহুর্ন হি তেষু পরিগ্রহঃ ॥ ১৬
তিলাংশ্চাবকিরেত্তত্র সর্ব্বতো বন্ধয়েদ্ দ্বিজঃ।
অসুরোপহতং সর্ব্বং তিলৈঃ শুধ্যত্যজেন বা ॥১৭
ততোঽন্নং বহুসংস্কারং নৈকব্যঞ্জনমব্যয়ম্।
চোষ্যং পেয়ং সমৃদ্ধং চ যথাশক্ত্যুপকল্পয়েৎ ॥ ১৮
ততো নিবৃত্তে মধ্যাহ্নে লুপ্তলোমনখান দ্বিজান্।
অভিগম্য যথামার্গং প্রযচ্ছেদ্দন্তধাবনম্ ॥ ১৯
তৈলমভ্যঞ্জনং স্নানং স্নানীয়ং চ পৃথগ্বিধম্।
পাত্রৈরৌদুম্বরৈর্দদ্যাদ্বৈশ্বদেবং তু পূর্ব্বকম্ ॥ ২০
তত্র স্নাত্বা নিবৃত্তেভ্যঃ প্রত্যুত্থানকৃতাঞ্জলিঃ।
পাদ্যমাচমনীয়ং চ সংপ্রযচ্ছেদ্যথাক্রমম্ ॥ ২১
যে চাত্র বিবদেরন্বৈ বিপ্রাঃ পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ।
প্রাঙ্মুখান্যাসনান্যেষাং সদর্ভোপহিতানি চ ॥ ২২
দক্ষিণাগ্রৈকদর্ভাণি প্রোক্ষিতানি তিলোদকৈঃ।
তেষূপবেশয়েদেতান্ ব্রাহ্মণান্ দেবকল্পকান্ ॥ ২৩
আস্যতামিতি সঙ্কল্প্য স্বাসীরংস্তে পৃথক্ পৃথক্।
দ্বৌ দৈবেপ্রাঙ্মুখৌ পিত্র্যেত্রয় শ্চোদঙ্মুখাস্তথা২৪
একৈকং বা ভবেত্তত্র এবং মাতামহেষ্বপি।
সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদম্।
পঞ্চৈতান্বিস্তরোহন্তি তস্মান্নেহেত বিস্তরম্ ॥২৫
অথবা ভোজয়েদেকম্ ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
শ্রুতিশীলাদিসম্পন্নমলক্ষণবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৬
প্রশস্তপাত্রে চান্নন্তু সর্ব্বস্মাৎ প্রয়তাত্মনঃ।
দেবতায়তনে চাস্মৈ ত্রিলোকাৎ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ২৭
প্রাস্যেদগ্নৌ তদন্নন্তু দদ্যাচ্চ ব্রহ্মচারিণে।
ভিক্ষুকো ব্রহ্মচারী বা ভোজনার্থমুপস্থিতঃ ॥ ২৮
উপবিষ্টেষু যচ্ছ্রাদ্ধে কামন্তমপি ভোজয়েৎ।
অতিথির্যত্র নাশ্নাতি ন তচ্ছ্রাদ্ধং প্রকাশ্যতে ২৯
তস্মাৎ প্রযত্নাত্তীর্থেষু পূজ্যা অতিথয়ো দ্বিজৈঃ।
অতীর্থ রমতে শ্রাদ্ধে ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩০
কাকযোনিং ব্রজন্ত্যেতে দত্বা চৈব ন সংশয়ঃ।
হীনাঙ্গঃ পতিতঃ কুষ্ঠী বণিক্‌পুক্কসনাসিকঃ ॥ ৩১
কুক্কুটঃ শূকরশ্বানো বর্জ্যাঃ শ্রাদ্ধেষু দূরতঃ।
বীভৎসমশুচিং ম্লেচ্ছং ন স্পৃশেচ্চ রজস্বলাম্ ॥ ৩২
নীলকাষায়বসনং পাষণ্ডাংশ্চ বিবর্জয়েৎ।
যৎ তত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম পৈতৃকং ব্রাহ্মণান্ প্রতি ৩৩
তৎসর্ব্বমেব কর্ত্তব্যং বৈশ্বদেবস্য পূজনম্।
যথোপবিষ্টান্ সর্ব্বাংস্তানলঙ্কুর্য্যাদ্বিভূষণৈঃ ॥ ৩৪
যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ হস্তেত্বর্ঘ্যং বিনিক্ষিপেৎ।
প্রদদ্যাদ্ গন্ধমাল্যানি ধূপাদীনি চ শক্তিতঃ ॥ ৩৫
অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৄণাং দক্ষিণামুখঃ।
আবাহনং ততঃ কুর্য্যাদুশন্তস্ত্বেত্যৃচা বুধঃ ॥ ৩৬
আবাহ্য তদনুজ্ঞাতো জপেদায়ান্তু ন স্ততঃ।
শন্নোদেব্যুদকংপাত্রেতিলোঽসীতিতিলাংস্তথা॥৩৭
ক্ষিপ্ত্বা চার্ঘ্যং তথা পূর্ব্বং দত্বা হস্তেষু বৈপুনঃ।
সংস্রবাংশ্চ ততঃসর্ব্বান্পাত্রীকুর্য্যাৎসমাহিতঃ ॥৩৮
পিতৃভিঃসমমেতেন হ্যর্ঘ্যপাত্রং নিধায় চ।
অগ্নৌ করিষ্যেত্যাদায় পৃচ্ছেদন্নং ঘৃতপ্লুতম্ ॥ ৩৯
কুরুষ্বেতি হ্যনুজ্ঞাতো জুহুয়াদুপবীতবৎ।
যজ্ঞোপবীতিনা হোমঃ কর্ত্তব্যঃ কুশপাণিনা ॥ ৪০
প্রাচীনাবীতকঃ পিত্র্যং বৈশ্বদেবংতু হোময়েৎ।
দক্ষিণং পাতয়েজ্জানুং দেবান্ পরিচরংস্তদা ॥ ৪১
সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বধা নম ইতি ব্রুবন্।
অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধেতি জুহুয়াত্ততঃ ॥ ৪২
অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেবোপপাদয়েৎ।
মহাদেবান্তিকে বাথ গোষ্ঠে বা সুসমাহিতঃ ॥ ৪৩
ততস্তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কৃত্বা দেবপ্রদক্ষিণম্।
গোময়েনোপলিপ্যোর্ব্ব্যাংকুর্য্যাৎস্বস্যচদৈবতম্॥৪৪
মণ্ডলং চতুরস্রং বা দক্ষিণং চোন্নতং শুভম্।
ত্রিরুল্লিখেত্তস্য মধ্যং দর্ভেণৈকেন চৈব হি ॥ ৪৫
ততঃ সংস্তীর্য তৎ স্থানে দর্ভান্ বৈ দক্ষিণাগ্রকান্
ত্রীন্ পিণ্ডান্নির্ব্বপেত্তত্র হবিঃশেষান্সমাহিতঃ ৪৬
দাপ্যপিণ্ডাং স্তুতস্তত্র নিমৃজ্যাল্লেপভাগিনাম্।
তেষুদর্ভেষ্বথাচম্য ত্রিরাযম্য শনৈরসূন্ ॥ ৪৭

উদকং নিনয়েচ্ছেষং শনৈঃ পিণ্ডান্তিকে পুনঃ।
অবজিঘ্রেচ্চ তান্ পিণ্ডান্ যথা সমাহিতঃ॥৪৮
অথ পিণ্ডাবশিষ্টান্নং বিধিনা ভোজয়েদ্ দ্বিজম্।
ষড়প্যত্র নমস্কুর্য্যাৎ পিতৄন্ দেবাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ॥৪৯
শ্রাদ্ধভোজনকালে তু দীপো যদি বিনশ্যতি।
পুনরন্নং ন ভোক্তব্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥৫০
মাষানপূপান্বিবিধান্দদ্যাৎ সরসপায়সম্।
সূপশাকফলানিষ্টান্ পয়ো দধি ঘৃতং মধু॥ ৫১
অন্নঞ্চৈব যথাকামং বিবিধম্ভক্ষ্যপেয়কম্।
যদ্যদিষ্টং দ্বিজেন্দ্রাণাং তত্তৎ সর্ব্বং নিবেদয়েৎ৫২
ধান্যাংস্তিলাশ্চ বিবিধাঃ শর্করা বিবিধা স্তথা।
উষ্ণমন্নং দ্বিজাতিভ্যো দাতব্যং শ্রেয় ইচ্ছতা॥৫৩
অন্যত্র ফলমূলেভ্যঃ পানকেভ্য স্তথৈব চ।
নাশ্রূণি পাতয়েজ্জাতু ন কুপ্যান্নানৃতং বদেৎ॥৫৪
ন পাদেন স্পৃশেদন্নং ন চৈনমবধূনয়েৎ।
ক্রোধেনৈব চ যদ্দত্তং যদ্ দত্তং ত্বরয়া পুনঃ॥ ৫৫
যাতুধানা বিলুম্পন্তি যচ্চ পাপোপপাদিতম্।
স্বিন্নগাত্রো ন তিষ্ঠেত সন্নিধৌ তু দ্বিজন্মনাম্ ৫৬
ন চ পশ্যেত কাকাদীন্ পক্ষিণস্ত ন বারয়েৎ।
তদ্রূপাঃ পিতর স্তত্র সমায়ান্তি বুভুৎসবঃ॥ ৫৭
ন দদ্যাত্তত্র হস্তেন প্রত্যক্ষলবণং তথা।
নচায়সেন পাত্রেণ ন চৈবাশ্রদ্ধয়া পুনঃ॥ ৫৮
কাঞ্চনেন তু পাত্রেণ তথা ঔদুম্বরেণ চ।
উত্তমাধিপত্যং যাতি খড়্গেন তু বিশেষতঃ॥ ৫৯
পাত্রে তু মৃণ্ময়ে যো বৈ শ্রাদ্ধেভোজয়তে পিতৄন্।
স যাতি নরকং ঘোরং ভোক্তা চৈব পুরোধসঃ৬০
ন পঙ্‌ক্ত্যা বিষমং দদ্যান্ন যাচেত ন বাদয়েৎ।
যাচিতাদপি চাত্মানং নরকং যাতি ভীষণম্॥ ৬১
ভুঞ্জীত বাগ্যতঃস্পৃষ্টঃ ন ব্রূয়াৎ প্রকৃতান্‌গুণান্।
তাবদ্ধি পিতরোঽশ্নন্তি যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ৬২
নাগ্রাসনোপবিষ্টস্তু ভুঞ্জীত প্রথমং দ্বিজঃ।
বহূনাংপশ্যতাংসোঽজ্ঞঃপঙ্‌ক্ত্যাহরতিকিল্বিষম্৬৩
ন কিঞ্চিদ্বর্জ্জয়েৎ শ্রাদ্ধে নিযুক্তস্তু দ্বিজোত্তমঃ।
ন মাষং প্রতিষেধেত ন চান্যস্যান্নমীক্ষয়েৎ॥ ৬
যো নাশ্নাতি দ্বিজোমাষং নিযুক্তঃ পিতৃকর্ম্মণি।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্॥৬৫
স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েদেষাং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
ইতিহাসপুরাণানি শ্রাদ্ধকল্পান্ সুশোভনান্॥ ৬৬
ততোঽন্যমুৎসৃজেদ্ভুক্তেষ্বগ্রতোবিকিরেদ্ভুবি।
পৃষ্ট্বা স্বদিতমিত্যেবং তৃপ্তানাচাময়েত্ততঃ॥ ৬৭
আচান্তাননুজানীয়াদভি ভো রম্যতামিতি।
স্বধাস্ত্বিতি চ তং ব্রূয়ুর্ব্রাহ্মণাস্তদনন্তরম্॥ ৬৮
ততো ভুক্তবতাং তেষামন্নশেষন্তু বেদয়েৎ।
যথা ব্রূয়াত্তথা কুর্য্যাদনুজ্ঞাতস্তু তৈর্দ্বিজৈঃ॥ ৬৯
পিত্র্যে স্বদিতমিত্যেববাচ্যং গোষ্ঠেষু সুনৃতম্।
সম্পন্নমিত্যাভ্যুদয়ে দৈবেরুচিতমিত্যপি॥ ৭০
বিসৃজ্য ব্রাহ্মণাংস্তান্ বৈদেবপূর্ব্বন্তু বাগ্যতঃ।
দক্ষিণাংদিশমাকাঙ্ক্ষন্‌যাচতেঽদোবরান্‌পিতৄন্ ৭১
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যাগমদ্ বহুদেয়ঞ্চনোঽস্ত্বিতি ৭২
পিণ্ডাংস্তুভোজ্যংবিপ্রেভ্যোদদ্যাদগ্নৌজলেঽপিব।
প্রক্ষিপেৎসৎসুবিপ্রেষুদ্বিজোচ্ছিষ্টংনমার্জ্জয়েৎ॥৭৩
মধ্যমং তং ততঃ পিণ্ডং দদ্যাৎপত্ন্যৈ সুতার্থকঃ।
প্রক্ষাল্যহস্তাবাচম্য জ্ঞাতিশেষেণ ভোজয়েৎ॥ ৭৪
জ্ঞাতিষ্বপি চ তুষ্টেষু স্বান্ ভৃত্যান্ ভোজয়েত্ততঃ
পশ্চাৎ স্বয়ং চ পত্নীভিঃ শেষমন্নং সমাচরেৎ॥৭৫
নোদ্বীক্ষেত তদুচ্ছিষ্টং যাবন্নাস্তং গতোরবিঃ।
ব্রহ্মচর্য্যাং চরেতান্তু দম্পতী রজনীং তু তাম্॥ ৭৬
দত্ত্বা শ্রাদ্ধং ততো ভুক্ত্বা সেবতে যস্তু মৈথুনম্।
মহারৌরবমাসাদ্য কীটযোনিং ব্রজেৎ পুনঃ॥ ৭৭
শুচিরক্রোধনঃ শান্তঃ সত্যবাদী সমাহিতঃ।
স্বাধ্যায়ঞ্চ তথা ধ্যানংকর্ত্তাভোক্তাবিবর্জ্জয়েৎ॥৭৮
শ্রাদ্ধং দত্ত্বা পরং শ্রাদ্ধং ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ।
মহাপাতকিনা তুল্যা যান্তি তে নরকান্ বহূন্॥৭৯
এষ বোঽভিহিতঃ সম্যক্ শ্রাদ্ধকল্পঃ সনাতনঃ।
আমং নিবর্ত্তয়ন্নিত্যমুদাসীনো ন তত্ত্বতঃ॥ ৮০
অনগ্নিরধ্বগো বাপি তথৈব ব্যসনান্বিতঃ।
আমশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্ বৃষলস্তু সদৈব হি॥ ৮১
আমশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্বিধিজ্ঞঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তেনাগ্নৌকরণংকুর্য্যাৎপিণ্ডাংস্তৈরেবনির্ব্বপেৎ ৮২
যো হি তদ্ বিধিনা কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং সংযতমানসঃ।
ব্যপেতকল্মষো নিত্যং যাতাসৌ বৈষ্ণবংপদম্ ৮৩
তস্মাৎ সর্ব্বং প্রযত্নেনশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
আরাধিতো ভবেদীশস্তেন সম্যক্ সনাতনঃ॥ ৮৪
অপি মূলফলৈর্ব্বাপি প্রকুর্য্যান্নির্ধনো দ্বিজঃ।
তিলোদকৈস্তর্পয়িত্বাপিতৄন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ॥৮৫
ন জীবৎপিতৃকো দদ্যাদ্ধোমান্তং বা বিধীয়তে।
তেষাং চাপি সমাদদ্যাত্তেষাং চৈকেপ্রচক্ষতে॥৮৬
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
যো যস্য ম্রিয়তে তস্মৈ দেয়ং নান্যস্য তে ন তু ৮৭

ভোজয়েদ্বাপি জীবন্তং যথাকামং তু ভক্তিতঃ।
ন জীবন্ত মতিক্রম্য দদাতি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ ॥ ৮৮
দ্ব্যামুষ্যায়ণকো দদ্যাদ্বীজহেতু স্তথাহি সঃ।
রিক্তয়া ভার্য্যয়া দদ্যান্নিযোগোৎপাদিতোযদি ৮৯
অনিযুক্তঃ সুতো যস্ত শুক্রতো জায়তে ত্বিহ।
প্রদদ্যাদ্বীজিনে পিণ্ডং ক্ষেত্রিণে তু তদন্যথা ॥ ৯০
দ্বৌপিণ্ডৌনির্ব্বপেত্তাভ্যাংক্ষেত্রিণেবীজিনেতথা।
কীর্ত্তয়েদথ বৈকস্মিন্ বীজিনং ক্ষেত্রিণে ততঃ॥৯১
মৃতেঽহনি তু কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টবিধানতঃ।
অশৌচস্বনিরীক্ষাণঃ কাম্যং কাময়তে পুনঃ ॥ ৯২
পূর্ব্বাহে চৈব কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ার্থিনা।
দৈবং তৎ সর্ব্বমেবংস্যাৎন্নবৈকার্য্যা বহিঃ ক্রিয়া ৯৩
দর্ভাশ্চ পরিতঃস্থাপ্যাস্তদা সংভোজয়েদ্ দ্বিজান্।
নান্দীমুখাশ্চ পিতরঃ প্রীয়ন্তামিতি বাচয়েৎ।
মাতৃশ্রাদ্ধং তু পূর্ব্বং স্যাৎ পিতৃণাং তদনন্তরম্ ৯৪
ততো মাতামহানাঞ্চ বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্।
দৈবপূর্ব্বং প্রদদ্যাদ্ বৈ ন কুর্য্যাদপ্রদক্ষিণম্ ॥ ৯৫
প্রাঙ্মুখো নির্ব্বপেৎ পিণ্ডানুপবীতী সমাহিতঃ।
স্থণ্ডিলেষু বিচিত্রেষু প্রতিমাসু দ্বিজাতিষু ॥ ৯৬
পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ভূষণৈরপি পূজ্য চ।
পূজয়িত্বা মাতৃগণং কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধত্রয়ং বুধঃ ॥ ৯৭
অকৃত্বা মাতৃযাগঞ্চ যঃশ্রাদ্ধং পরিবেষয়েৎ।
তস্য ক্রোধসমাবিষ্টা হিংসামিচ্ছন্তি মাতরঃ ॥ ৯৮

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

দশাহং প্রাহুরাশৌচং সপিণ্ডেষু বিপশ্চিতঃ।
মৃতেঽথবাথ জাতেষু ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥১
নিত্যানি চৈব কর্ম্মাণি কাম্যানি চ বিশেষতঃ।
ন কুর্য্যাদহিতং কিঞ্চিৎ স্বাধ্যায়ং মনসাপি চ ॥২
শুচিরক্রোধনস্ত্বন্যান্‌কালেঽগ্নৌভোজয়েদ্দ্বিজান্।
শুষ্কান্নেন ফলৈর্ব্বাপি পিতরং জুহুয়াত্তথা ॥ ৩
ন স্পৃশেয়ুরিমানন্যো ন ভূতেভ্যঃ সমাচরেৎ।
সূতকে তু সপিণ্ডানাং সংস্পর্শো নৈব দুষ্যতি।
সূতকে সূতকাঞ্চৈব বর্জ্জয়িত্বা মৃতো পুনঃ ॥ ৪
অধীয়ানস্তথা যজ্ঞা বেদবিচ্চাঽপি যো ভবেৎ।
চতুর্থে পঞ্চমে বাহ্নি সংস্পর্শঃ কথিতো বুধৈঃ॥ ৫
স্পৃশ্যাস্তু সর্ব্বএবৈতে স্নানাত্তু দশমাহনি ॥ ৬
দশাহং নিগুর্ণং প্রোক্তমাশৌচন্দাসনিগুর্ণে।
এবং দ্বিত্রিগুণৈর্যুক্তং চতুস্ত্র্যেকদিনে শুচি ॥ ৭
দশাহাত্তু পরং সম্যগধীয়ীত জুহোতি চ।
চতুর্থে ত্বস্য সংস্পর্শো মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৮
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ।
যে এষাং মরণস্যাহুর্ম্মরণান্তমশৌচকম্ ॥ ৯
ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা ব্রাহ্মণানামশৌচকম্।
প্রাক্‌সংস্কারাত্ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃপরম্ ॥১০
জন্মদ্বিবর্ষগে প্রেতে মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে।
ত্রিরাত্রেণ শুচিস্ত্বন্যো যদিহাত্যন্তনিগুর্ণঃ ॥ ১১
অদন্তজাতমরণে মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে।
জাতদন্তে ত্রিরাত্রং স্যাদ্দন্তঃ স্যাৎ যত্রনির্ণয়ঃ ॥১২
আদন্তজন্মনঃ সদ্যঃ আচৌলাদেকরাত্রকম্।
ত্রিরাত্রমোপনয়নাদ্দশরাত্রমুদাহৃতম্ ॥ ১৩
জাতমাত্রস্য বা তস্য যদি স্যান্মরণং পিতুঃ।
মাতুশ্চ সূতকাতিস্যাৎ পিতাঽস্যাস্পৃশ্য এব হি॥১৪
সদ্যঃ শৌচং সপিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং সোদরস্য তু।
উর্দ্ধং দশাহাদেকাহং সোদরো যদি নিগুর্ণঃ ॥ ১৫
অথোর্দ্ধং দন্তজন্ম স্যাৎ সপিণ্ডানামশৌচকম্।
একরাত্রং নিগুর্ণানাঞ্চৌলাদূর্দ্ধং ত্রিরাত্রকম্ ॥ ১৬
আদন্তজাতমরণং সম্ভবেদ্যদি সত্তমাঃ।
একরাত্রং সপিণ্ডানাং যদি চাত্যন্তনিগুর্ণঃ ॥ ১৭
ব্রতাদেশাৎ সপিণ্ডানাং গর্ভস্রাবাচ্চ পাততঃ।
গর্ভচ্যুতাবহোরাত্রং সপিণ্ডেঽত্যন্তনিগুর্ণে ॥ ১৮
যথেষ্টাচরণাদ্জ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রাদিতি নির্ণয়ঃ।
সূতকে যদি সূতিশ্চ মরণে বা গতির্ভবেৎ ॥ ১৯
শেষেণৈব ভবেচ্ছুদ্ধিরহঃ শেষে দ্বিরাত্রকম্।
মরণোৎপত্তিযোগে তু মরণেন সমাপ্যতে ॥ ২০
অর্দ্ধবৃত্তিমনাশৌচমূর্দ্ধময়েন শুদ্ধ্যতি।
দেশান্তরগতঃ শ্রুত্বা সূতকং শাবমেব বা ॥ ২১
তাবদপ্রয়তোঽস্যৈব যাবচ্ছেষঃ সমাপ্যতে।
অতীতে সূতকেপ্রোক্তংসপিণ্ডানাংত্রিরাত্রকম্॥২২
তথৈব মরণে স্নানমূর্দ্ধং সংবৎসরাদ্‌ব্রতী।
বেদাংশ্চ যস্তধীয়ানো ন ভবেৎ বৃত্তিকর্শিতঃ॥২৩
সদ্যঃ শৌচং ভবেত্তস্য সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
স্ত্রীণামসংস্কৃতানান্ত প্রদানাৎ পরতঃ পিতুঃ ॥ ২৪
সপিণ্ডানাং ত্রিরাত্রং স্যাৎসংস্কারোভর্তুরেবচ।
অহস্ত্বদত্তকন্যানামশৌচং মরণে স্মৃতম্ ॥ ২৫
দ্বিবর্ষ জন্মমরণে সদ্যঃ শৌচমুদাহৃতম্।
আদন্তাৎ সোদরঃ সদ্যআচৌলাদেকরাত্রকম্ ॥২৬
আব্রতানাং ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশমন্ত ততঃ পরম্।

মাতামহানাং মরণে ত্রিরাত্রং স্যাদশৌচকম্ ॥২৭
একোদরাণাং বিজ্ঞেয়ং সূতকে চৈতদেব হি।
পক্ষিণী যোনিসম্বন্ধে বান্ধবেষু তথৈব চ॥ ২৮
একরাত্রং সমুদ্দিষ্টং গুরৌ সব্রহ্মচারিণি।
প্রেতে রাজনি সদ্যস্তু যস্য স্যাদ্বিষয়ে স্থিতঃ ॥২৯
গৃহে মৃতাসু দত্তাসু কন্যকাসু ত্র্যহং পিতুঃ।
পরপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু পুত্রেষু কুলজেষু চ ॥ ৩০
ত্রিরাত্রং স্যাত্তথাচার্য্যে ভার্য্যাসু প্রত্যগাসু চ।
আচার্য্যপুত্রপত্ন্যোশ্চ অহোরাত্রমুদাহৃতম্ ॥ ৩১
একরাত্রমুপাধ্যায়ে তথৈব শ্রোত্রিয়েষু চ।
একরাত্রং সপিণ্ডেষু স্বগৃহে সংস্থিতেষু চ ॥ ৩২
ত্রিরাত্রং শ্বশ্রুমরণে শ্বশুরে চ তথৈব চ।
সদ্যঃ শৌচং সমুদ্দিষ্টং সগোত্রে সংস্থিতেসতি॥৩৩
শুদ্ধ্যেৎ দ্বিজো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূপতিঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৩৪
ক্ষত্রবিট্ শূদ্রদায়াদা যে স্যুর্ব্বিপ্রস্য সেবকাঃ।
তেষামশেষং বিপ্রস্য দশাহাৎ শুদ্ধিরিষ্যতে ॥৩৫
রাজন্যবৈশ্যাবপ্যেবং হীনবর্ণাসু যোনিষু।
ষড়্রাত্রং বা ত্রিরাত্রং বাপ্যেকরাত্রক্রমেণ হি॥৩৬
বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রাণাং শূদ্রেশ্চাশৌচমেব তু।
অর্দ্ধমাসেহথ ষড়্রাত্রং ত্রিরাত্রং দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥৩৭
শূদ্রক্ষত্রিয়বিপ্রাণাং শূদ্রেষ্বাশৌচমিষ্যতে।
ষড়্রাত্রং দ্বাদশাহশ্চ বিপ্রাণাং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥৩৮
অশৌচং ক্ষত্রিয়ে প্রোক্তং ক্রমেণ দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
শূদ্রবিট্ক্ষত্রিয়াণাস্তু ব্রাহ্মণে সংস্থিতে যদি ॥ ৩৯
একরাত্রেণ শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ।
অসপিণ্ডং দ্বিজপ্রেতং বিপ্রো নিঃসৃত্য বন্ধুবৎ॥৪০
অশিত্বা চ সহোষিত্বা দশরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি।
যদি নির্দ্দহতি ক্ষিপ্রং প্রলোভাৎক্রান্তমানসঃ॥৪১
দশাহেন দ্বিজঃ শুধ্যেৎ দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
অর্দ্ধমাসেন বৈশ্যস্তু শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৪২
ষড়রাত্রেণাথবা সপ্তত্রিরাত্রেণাথবা পুনঃ।
অনাথঞ্চৈব নির্ব্বন্ধুং ব্রাহ্মণং ধনবর্জ্জিতম্ ॥ ৪৩
স্নাত্বা সম্প্রাশ্য তু ঘৃতং শুদ্ধ্যন্তি ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
অপরশ্চেৎপরং বর্ণমপরঞ্চাপরো যদি ॥ ৪৪
একাহাৎ ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধির্বৈশ্যেতুস্যাৎদ্ব্যহেসতি।
শূদ্রেষু চ ত্র্যহং প্রোক্তং প্রাণায়ামশতং পুনঃ ॥৪৫
অনস্থিসঞ্চিতে শূদ্রে রৌতি চেদ্ ব্রাহ্মণঃ স্বকৈঃ।
ত্রিরাত্রংস্যাত্তথাশৌচমেকাহং ক্ষত্রবৈশ্যয়োঃ॥৪৬
অন্যথা চৈব স জ্যোতির্ব্রাহ্মণে স্নানমেব চ।
অনস্থিসঞ্চিতে বিপ্রে ব্রাহ্মণো রৌতি চেত্তদা॥৪৭
স্নানেনৈব ভবেচ্ছুদ্ধিঃ সচৈলেন ন সংশয়ঃ।
যস্তৈঃ সহান্নং কুর্য্যাচ্চ যানাদীনি তু চৈব হি ॥৪৮
ব্রাহ্মণে বাপরে বাপি দশাহেন বিশুধ্যতি।
য স্তেষামন্নমশ্নাতি স তু দেবোঽপি কামতঃ ॥ ৪৯
তদাশৌচনিবৃত্তেষু স্নানং কৃত্বা বিশুধ্যতি।
যাবত্তদন্নমশ্নাতি দুর্ভিক্ষাভিহতো নরঃ।
তাবন্ত্যহান্যশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তংততশ্চরেৎ ॥৫০
দাহাদ্যশৌচং কর্ত্তব্যং দ্বিজানামগ্নিহোত্রিণাম্।
সপিণ্ডানাং তু মরণে মরণাদিতরেষু চ ॥ ৫১
সপিণ্ডতা চ পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।
সমানোদকভাবস্তু জন্মনাম্নোরবেদনে ॥ ৫২
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
লেপভাজস্তু যশ্চাত্মা সাপিণ্ড্যং সপ্তপৌরুষম্ ॥ ৫৩
ঊর্দ্ধানাঞ্চৈব সাপিণ্ড্যমাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ।
যে চৈকজাতা বহবো ভিন্নযোনয় এব চ ॥ ৫৪
ভিন্নবর্ণাস্তু সাপিণ্ড্যং ভবেত্তেষাং ত্রিপুরুষম্।
কারবঃ শিল্পিনো বৈদ্যদাসীদাসাস্তথৈব চ ॥ ৫৫
রাজানো রাজভৃত্যাশ্চ সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দাতারো নিয়মী চৈব ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মচারিণৌ ॥ ৫৬
সত্রিণো ব্রতিনস্তাবৎ সদ্যঃ শৌচমুদাহৃতম্।
রাজা চৈবাভিষিক্তশ্চ প্রাণসত্রিণ এব চ ॥ ৫৭
যজ্ঞে বিবাহকালে চ দেবযাগে তথৈব চ।
সদ্যঃ শৌচং সমাখ্যাতং দুর্ভিক্ষেবাপ্যুপদ্রবে ॥৫৮
বিষাদ্যুপহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবৈর্দ্বিজৈঃ।
সদ্যঃ শৌচং সমাখ্যাতং সর্পাদিমরণেঽপি চ ॥৫৯
অগ্নিমেরুপ্রপতনে বিষোদ্বন্ধনপরাশনে।
গোব্রাহ্মণান্তে সন্ন্যস্তে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥৬০
নৈষ্ঠিকানাং বনস্থানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
নাশৌচংবিদ্যতেসদ্ভিঃপতিতে চ তথা মৃতে ॥৬১

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

পতিতানাং ন দাহঃ স্যান্নান্ত্যেষ্টির্নাস্থিসঞ্চয়ঃ।
ন চাশ্রুপাতপিণ্ডে চকার্য্যংশ্রাদ্ধাদিকংকচিৎ ॥ ১
ব্যাপাদয়েত্তথাত্মানং স্বয়ং যোঽগ্নিবিষাদিভিঃ।
সহিতং তস্য নাশৌচং নচস্যাদুদকাদিকম্ ॥ ২
অথ কশ্চিৎপ্রমাদেন ম্রিয়তেঽগ্নিবিষাদিভিঃ।
তস্যাশৌচং বিধাতব্যং কার্য্যঞ্চৈবোদকাদিকম্ ॥৩

জাতে কুমারে তদহঃ আমং কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহম্।
রণ্যধান্যগোবাসস্তিলান্নগুড়সর্পিষঃ॥ ৪
ফলানীক্ষুঞ্চ শাকঞ্চ লবণং কাষ্ঠমেব চ।
তোয়ং দধি ঘৃতং তৈলমৌষধং ক্ষীরমেব চ॥ ৫
আশৌচিনো গৃহাৎ গ্রাহ্যং শুষ্কান্নঞ্চৈবনিত্যশঃ।
আহিতাগ্নির্যথান্যায়ং দাতব্যং ত্রিভিরগ্নিভিঃ॥৬
অনাহিতাগ্নির্গৃহ্যেণ লৌকিকেনেতরৈর্দ্বিজৈঃ।
দেহাভাবাৎ পলাশেন কৃত্বা প্রতিকৃতিং পুনঃ॥৭
দাহঃ কার্যো যথান্যায়ং সপিণ্ডৈঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ।
সকৃৎপ্রসিঞ্চেদুদকং নাম গোত্রেণ বাগ্যতঃ॥ ৮
দশাহং বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বে চৈবার্দ্রবাসসঃ।
পিণ্ডং প্রতিদিনং দদ্যুঃ সায়ং প্রাতর্যথাবিধি॥৯
প্রেতায় চ গৃহদ্বারি চতুরো ভোজয়েদ্ দ্বিজান্।
দ্বিতীয়েঽহনি কর্ত্তব্যং ক্ষুরকর্ম্ম সবান্ধবৈঃ॥ ১০
সর্ব্বৈরস্থাং সঞ্চয়নং জ্ঞাতিরেব ভবেত্তথা।
ত্রিপূর্ব্বং ভোজয়েদ্বিপ্রানযুগ্মান্ শ্রদ্ধয়া শুচীন্॥১১
পঞ্চমে নবমে চৈব তথৈবৈকাদশেঽহনি।
অযুগ্মান্ভোজয়েদ্বিপ্রান্নবশ্রাদ্ধংতু তদ্বিদুঃ॥১২
একাদশেঽহ্নি কুর্ব্বীত প্রেতমুদ্দিশ্য ভাবতঃ।
দ্বাদশে বাথ কর্ত্তব্যমগ্নিদৈস্থথবাঽহনি॥ ১৩
একং পবিত্র মেকং বা পিণ্ডমাত্রং তথৈব চ।
এবং মৃতেঽহ্নি কর্ত্তব্যং প্রতিমাসন্ত বৎসরম্॥১৪
সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং পূর্ণে সম্বৎসরে পুনঃ।
কুর্য্যাৎচত্বারি পাত্রাণিপ্রেতাদীনাংদ্বিজোত্তমাঃ১৫
প্রেতার্থং পিতৃপাত্রেষু পাত্রমাসেচয়েত্ততঃ।
যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং পিণ্ডানপ্যে বমেব হি১৬
সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধং দৈবপূর্ব্বং বিধীয়তে।
পিতৄনাবাহয়েত্তত্র পুনঃ প্রেতঞ্চ নির্দ্দিশেৎ॥ ১৭
যে সপিণ্ডীকৃতাঃ প্রেতা ন তেষাংস্যাৎপৃথক্ক্রিয়া
যস্তু কুর্য্যাৎ পৃথক্ পিণ্ডং পিতৃহা ত্বভিজায়তে॥১৮
মৃতে পিতরি বৈ পুত্রঃ পিণ্ডশব্দং সমাবিশেৎ।
দদ্যাচ্চান্নং সোদকুম্ভং প্রত্যহং প্রেতধর্ম্মতঃ॥ ১৯
পার্ব্বণেন বিধানেন সাম্বৎসরিকমিষ্যতে।
প্রতিসম্বৎসরং কার্য্যং বিধিরেষ সনাতনঃ॥ ২০
মাতাপিত্রোঃ সুতৈঃ কার্য্যং পিণ্ডদানাদি কিঞ্চন
পত্নীকুর্য্যাৎ সুতাভাবে পত্ন্যভাবে তু সোদরঃ॥ ২১
এষ বঃ কথিতঃ সম্যক্ গৃহস্থানাং যথাবিধি।
স্ত্রীণাঞ্চ ভর্ত্তৃশুশ্রূষা ধর্ম্মো নান্য ইহেষ্যতে॥ ২২
যঃ স্বধর্ম্মপরো নিত্যমীশ্বরার্পিতমানসঃ।
প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং যদুক্তং বেদসম্মিতম্॥২৩

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।
মহাপাতকিনস্ত্বেতে যঃ স তৈঃ সহ সংবসেৎ॥ ১
সম্বৎসরেণ পততি সংসর্গং কুরুতে তু যঃ।
যো হি শয্যাসনে নিত্যং বসন্বৈপতিতো ভবেৎ২
যাজনং যোনিসম্বন্ধং তথৈবাধ্যয়নং দ্বিজঃ।
কৃত্বা সদ্যঃ পতেৎ জ্ঞানাৎ সহভোজনমেব চ॥ ৩
অবিজ্ঞায়াপি যো মোহাৎ কুর্য্যাদধ্যয়নং দ্বিজঃ।
সম্বৎসরেণ পততি সহাধ্যয়নমেব চ॥ ৪
ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীংকৃত্বা বনে বসেৎ।
ভৈক্ষ্যং চাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্॥ ৫
ব্রাহ্মণাবসথান্ সর্ব্বান্ দেবাগারাণি বর্জ্জয়েৎ।
বিনিন্দ্য চ স্বমাত্মানং ব্রাহ্মণঞ্চ স্বয়ং স্মরেৎ॥ ৬
অসঙ্করাণি যোগ্যানি সপ্তাগারাণি সংবিশেৎ।
বিধূমে শনকৈর্নিত্যং ব্যাহারে ভুক্তবর্জ্জিতে॥ ৭
কুর্য্যাদনশনং বাদ্যং ভৃগোঃ পতনমেব চ।
জ্বলন্তং বা বিশেদগ্নিং জলং বা প্রবিশেৎ স্বয়ম্ ৮
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা সম্যক্ প্রাণান্পরিত্যজেৎ।
দীর্ঘমাময়িনং বিপ্রং কৃত্বা নাময়িনং তথা॥ ৯
দত্বা চান্নং স বিদুষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।
অশ্বমেধাবভৃতকে স্নাত্বা যঃ শুধ্যতি দ্বিজঃ॥ ১০
সর্ব্বস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্দৃষ্ট্বা বা সেতুদর্শনম্॥ ১১
সুরাপস্তু সুরাং তপ্তামগ্নিবর্ণাং পিবেত্তদা।
নির্দ্দগ্ধকায়ঃ স তদা মুচ্যতে চ দ্বিজোত্তমঃ॥ ১২
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা গোশকৃদ্দ্রবমেব বা।
পয়ো ঘৃতং জলং বাথ মুচ্যতে পাতকাত্ততঃ॥১৩
জলার্দ্রবাসাঃ প্রয়তো ধ্যাত্বা নারায়ণং হরিম্।
ব্রহ্মহত্যাব্রতং চাথ চরেত্তৎপাপশান্তয়ে॥ ১৪
স্বর্ণস্তেয়ী সকৃদ্বিপ্রো রাজানমধিগম্য তু।
স্বকর্ম্ম খ্যাপয়ন্ ব্রূয়ান্মাং ভবাননুশাস্ত্বিতি॥ ১৫
গৃহীত্বা মুসলং রাজা সকৃদ্ধন্যাত্তু তং স্বয়ম্।
স বৈ পাপাত্ততঃ স্তেনো ব্রাহ্মণস্তপসাথ বা॥ ১৬
করেণাদায় মুসলং লগুড়ং বাথ ঘাতিনম্।
সঞ্চিত্যোভয়তস্তীক্ষ্মমায়সং দণ্ডমেব চ॥ ১৭
রাজা ন স্তেন মর্দ্দীত মুক্তকেশেন ধাবতা।
আচক্ষাণশ্চ তৎপাপমেবং কর্ম্মাপি শাধিমাম্॥১৮
শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বা ততঃ স্তেয়াদ্বিমুচ্যতে।
অশাসিত্বা চ তংরাজাস্তেয়স্যাপ্নোতিকিল্বিষম্॥১৯
তপসা ক্রতমন্যস্য সুবর্ণস্তেয়জং ফলম্।

চীরবাসা দ্বিজোঽরণ্যে সঞ্চরেদ্ব্রহ্মণো ব্রতম্ ॥২০
স্নাত্বাশ্বমেধাবভৃতে পূতঃ স্যাদথ বা দ্বিজঃ।
প্রদদ্যাচ্চাথ বিপ্রেভ্যঃ স্বাত্মতুল্যং হিরণ্যকম্ ॥২১
চরেদ্বা বৎসরং কৃৎস্নং ব্রহ্মচর্যপরায়ণঃ।
ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণহারী চ তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে ॥ ২২
গুরুভার্য্যাং সমারুহ্য ব্রাহ্মণঃ কামমোহিতঃ।
উপগূহেৎস্ত্রিয়ংতপ্তাংকাম্যাংকালায়সীকৃতাম্ ॥২৩
স্বয়ং বা শিশ্নবৃষণে উৎকৃত্যাদথবাঞ্জলৌ।
আতিষ্ঠেদ্দক্ষিণামাশামানিপাতমজিহ্মতঃ ॥ ২৪
গুর্ব্বর্থে বহবঃ শুদ্ধ্যৈ চরেদ্ বা ব্রহ্মণো ব্রতম্।
শাখাং কর্কটকোপেতাং পরিষ্বজ্যাথ বৎসরে ॥২৫
অধঃশয়ীত নিরতো মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ।
কৃচ্ছ্রঞ্চাব্দঞ্চরেদ্বিপ্রশ্চীরবাসাঃ সমাহিতঃ ॥ ২৬
অশ্বমেধাবভৃতকেস্নাত্বা মুচ্যেদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
কালেঽষ্টমে বা ভুঞ্জানো ব্রহ্মচারী সদাব্রতঃ ॥ ২৭
স্থানাসনাভ্যাং বিচরেদধনোঽপ্যুপযত্নতঃ।
অধঃশায়ী ত্রিভির্ব্বর্ষৈস্ততঃ শুধ্যেত পাতকাৎ ॥২৮
চান্দ্রায়ণানি বা কুর্য্যাৎ পঞ্চ চত্বারি বা পুনঃ।
পতিতৈঃ সম্প্রযুক্তানাময়ং গচ্ছতি নিষ্কৃতিম্।
পতিতেন তু সংস্পর্শং লোভেন কুরুতে দ্বিজঃ ॥২৯
সকৃৎ পাপাপনোদার্থং তস্যৈব ব্রতমাচরেৎ।
তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেদ্বাথ সম্বৎসরমতন্দ্রিতঃ ॥ ৩০
ষাণ্মাসিকেঽথ সংসর্গে প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমাচরেৎ।
এভিঃ পূতৈরথো হন্তি মহাপাতকিনো মলম্ ॥৩১
পুণ্যতীর্থাভিগমনাৎ পৃথিব্যামথ নিষ্কৃতিঃ।
ব্রহ্মহত্যাং সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমম্ ॥৩২
কৃত্বা চৈবং মহাপাপং ব্রাহ্মণঃ কামমোহিতঃ।
কুর্য্যাদনশনং বিপ্রঃ পুণ্যতীর্থে সমাহিতঃ ॥ ৩৩
জলে বা প্রবিশেদগ্নৌ ধ্যাত্বা দেবং কপর্দ্দিনম্।
ন হ্যন্যা নিষ্কৃতির্দৃষ্টা মুনিভিঃ কর্ম্মবেদিভিঃ ॥৩৪

ইত্যৌশনস্মৃতৌ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

গত্বা দুহিতরং বিপ্রঃ স্বসারং সা স্নুষামপি।
প্রবিশেজ্ জ্বলনং দীপ্তং মতিপূর্ব্বমিতি স্থিতিঃ ১
মাতৃস্বসাং মাতুলানীং তথৈব চ পিতৃস্বসাম্।
ভাগিনেয়ীং সমারুহ্য কুর্য্যাৎ কৃচ্ছ্রাদিপূর্ব্বকম্ ॥২
চান্দ্রায়ণানি চত্বারি পঞ্চ বা সুসমাহিতঃ।
পৈতৃষ্বস্রেয়ীং গত্বা তু স্বস্রিয়াংমাতুরেব চ ॥ ৩
মাতুলস্য সুতাং বাপি গত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
ভার্য্যা সখীং সমারুহ্য গত্বা শ্যালীং তথৈব চ ॥ ৪
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রংসমাচরেৎ।
উদক্যাগমনে বিপ্রস্ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥ ৫
কন্ত্রীমৈথুনমাসাদ্য চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্।
পরাকেণাথবা শুদ্ধিরিত্যাহ ভগবানজঃ।
মণ্ডূকং নকুলং কাকং বিড়্ বরাহঞ্চ মূষিকম্ ॥ ৬
শ্বানং হত্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ষোড়শাখ্যমহাব্রতম্।
পয়ঃ পিবেত্ত্রিরাত্রন্তু শ্বানং হত্বা হ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৭
মার্জারং চাথ নকুলং যোজনং বাঽধ্বনো ব্রজেৎ
কৃচ্ছ্রং দ্বাদশমাত্রস্তু কুর্য্যাদশ্ববধে দ্বিজঃ ॥ ৮
অথ কৃষ্ণায়সীং দদ্যাৎ সর্পং হত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
বলাকং রঙ্কবং চৈব মূষিকং কৃতলম্ভকম্ ॥ ৯
বরাহস্তু তিলদ্রোণং তিলাঢকঞ্চৈব তিত্তিরিম্।
শুকং দ্বিহায়নং বৎসং ক্রৌঞ্চং হত্বা ত্রিহায়নম্ ১০
হত্বা হংসং বলাকঞ্চ বকটিট্টিভমেব চ।
বানরঞ্চৈব ভাসঞ্চ স্বয়ং বা ব্রাহ্মণায় গাম্ ॥ ১১
ক্রব্যাদাংস্তু মৃগান্ হত্বা ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্
অক্রব্যাদং বৎসতরমুষ্ট্রং হত্বা তু কৃষ্ণলম্ ॥ ১২
জীবিতে চৈব তৃপ্তায় দদ্যাদস্থিমতাং বধে।
অনস্থ্নাঞ্চৈব হিংসায়াং প্রাণায়ামেন শুদ্ধ্যতি ॥১৩
ফলদানান্তু বৃক্ষাণাং ছেদনাদাহিকং শতম্।
গুল্মবল্লীলতানাঞ্চ বীরুধাং ফলমেব চ ॥ ১৪
পুষ্পাগমানাঞ্চ তথা ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্।
চান্দ্রায়ণং পরাকঞ্চ কুর্য্যাৎ হত্বা প্রমাদতঃ ॥ ১৫
মতিপূর্ব্বং বধে চাস্যাঃ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।
মনুষ্যাণাঞ্চ হরণং স্ত্রীণাং কৃত্বা গ্রহস্য চ ॥ ১৬
বাপীকূপজলানাঞ্চ শুধ্যেচ্চান্দ্রায়ণেন তু।
দ্রব্যাণামল্পসারাণাং স্তেয়ং কৃত্বাঽন্যবেশ্মনঃ ॥ ১৭
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চরিত্বাত্মবিশুদ্ধয়ে।
ধান্যাদিধনচৌর্যং চ পঞ্চগব্যবিশোধনম্ ॥ ১৮
তৃণকাষ্ঠদ্রুমাণাঞ্চ পুষ্পাণাঞ্চ বলস্য চ।
চেলচর্ম্মামিষাণাঞ্চ ত্রিরাত্রং স্যাদভোজনম্ ॥ ১৯
মণিপ্রবালরত্নানাং সুবর্ণরজতস্য চ।
অয়ঃ কাংস্যোপলানাঞ্চ দ্বাদশাহমভোজনম্ ॥ ২০
এতদেব ব্রতং কুর্যাৎ দ্বিশফৈকশফস্য চ।
পক্ষিণামোষধীনাঞ্চ হরেচ্চাপি ত্র্যহং পয়ঃ ॥ ২১
ন মাংসানাং হতানাঞ্চ দৈবে চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
উপোষ্য দ্বাদশাহং তু কুষ্মাণ্ডৈর্জুহুয়াৎ ঘৃতম্ ॥২২
নকুলোলূকমার্জ্জারং জগ্ধ্বা সান্তপনং চরেৎ।

শ্বানং জগ্ধ্বাথ কৃচ্ছ্রেণ চ শুভর্ক্ষেণ শুধ্যতি ॥ ২৩
প্রকুর্যাচ্চৈব সংস্কারং পূর্ব্বেণৈব বিধানতঃ।
শললঞ্চ বলকঞ্চ হংসাকারণ্ডবং তথা ॥ ২৪
চক্রবাকঞ্চ জগ্ধ্বা চ দ্বাদশাহমভোজনম্।
কপোতংটিট্টিভং ভাসং শুকং সারসমেব চ ॥ ২৫
জলোকং জালপাতঞ্চ জগ্ধ্বা হ্যেতদ্ব্রতঞ্চরেৎ।
শিশুমারং তথা মাষংমৎস্যংমাংসং তথৈব চ ॥২৬
জগ্ধ্বা চৈব বরাহঞ্চ এতদেব ব্রতঞ্চরেৎ।
কোকিলং চৈব মৎস্যাদংমণ্ডূকং ভুজগং তথা ॥২৭
গোমূত্রযাবকাহারৈর্ম্মাসেনৈকেন শুধ্যতি।
জলেচরাংশ্চ জলজান্যাতুধানবিপাটিতান্ ॥ ২৮
রক্তপাদাংস্তথা জগ্ধ্বা সপ্তাহং চৈতদাচরেৎ।
মৃতমাংসং বৃথা চৈবমাত্মার্থং বা যথাকৃতম্ ॥ ২৯
ভুক্ত্বা না সঞ্চরেদেতত্তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে।
কপোতং কুঞ্জরং শিগ্রুং কুক্কুটং রজকাং তথা ॥৩০
প্রাজাত্যং চরেজ্জগ্ধ্বা তথা কুম্ভীরমেব চ।
পলাণ্ডুং লশুনঞ্চৈব ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩১
বার্ত্তাকুং তণ্ডুলীয়ং চ প্রাজাপত্যেন শুদ্ধ্যতি।
অশ্মাতকং তথোপেতং তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ্যতি ॥ ৩২
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধিঃ স্যাৎশ্চকুভ্যাং শশভক্ষণে।
অলাবুং গৃঞ্জনং চৈবভুক্ত্বাঽপ্যেতদ্ ব্রতংচরেৎ ॥৩৩
উদুম্বরঞ্চ কামেন তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ্যতি।
বৃথা কৃসরসংযাবং পায়সাঽপূপশঙ্কুলীন্ ॥ ৩৪
ভুক্ত্বা চৈবং ব্রতং তত্র ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধ্যতি।
পীত্বা ক্ষীরাণ্যপেয়ানি ব্রহ্মচারী বিশেষতঃ ॥ ৩৫
গোমূত্রযাবকাহারো মাসার্দ্ধেন বিশুদ্ধ্যতি।
অনির্দ্দাশায়া গোঃক্ষীরং মাহিষংবাক্ষ মেব চ ॥৩৬
গর্ভিণ্যা বা বিবৎসায়াঃ পীত্বা দুগ্ধমিদং চরেৎ।
এতেষাঞ্চ বিকারাণি পীত্বা মোহেন বা পুনঃ ॥৩৭
গোমূত্রযাবকাহারো সপ্তরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি।
ভুক্ত্বা চৈব নবশ্রাদ্ধং সূতকে মৃতকেঽথবা। ৩৮
চান্দ্রায়ণেন শুধ্যেত ব্রাহ্মণস্তু সমাহিতঃ।
যস্য যজ্ঞয়তে নিত্যং ন যস্যাগ্রং ন হীয়তে ॥৩৯
চান্দ্রায়ণং চরেৎ সম্যক্ তস্যান্নপ্রাশনে দ্বিজঃ।
অভোজ্যানাস্তু সর্ব্বেষাং ভুক্ত্বা চান্নমুপস্কৃতম্ ॥৪০
অন্ত্যস্যাত্যন্নিনোঽন্নঞ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রমুদাহৃতম্।
চাণ্ডালান্নংদ্বিজোভুক্ত্বা সম্যক্‌চান্দ্রায়ণং চরেৎ ৪১
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাসংস্পর্শমেব চ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৪২
ক্রব্যাদানাং পক্ষিণাঞ্চ প্রাশ্য মূত্রপুরীষকম্।
মহাসান্তপনং কুর্য্যাত্তেষাং মোহাদ্ দ্বিজাতয়ঃ ॥৪৩
ভাসমণ্ডূককুকুর বায়সে কৃচ্ছ্রমাচরেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেতব্রাহ্মণঃ ক্লিষ্টভোজনাৎ ॥৪৪
ক্ষত্রিয় স্তপ্তকৃচ্ছ্রং স্যাদ্ বৈশ্যশ্চৈব ত্রিকৃচ্ছ্রকম্।
সুরাভাণ্ডোদকং বাপি পীত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৪৫
শুনোচ্ছিষ্টং দ্বিজো ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধ্যতি।
গোমূত্র যাবকাহারঃ পীতশেষঞ্চ বা পয়ঃ ॥ ৪৬
অপো মূত্রপুরীষাদ্যৈ কূপেতাঃ প্রাশয়েদ্যদি।
তদা সান্তপনং কুর্য্যাদ্ ব্রতং কায়বিশোধনম্ ॥৪৭
চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু যদজ্ঞানাৎ পিবেজ্জলম্।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং ব্রাহ্মণঃ পাপশোধনম্ ॥৪৮
চাণ্ডালেন চ সংস্পৃষ্টং পীত্বা বারি দ্বিজোত্তমঃ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যেত পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৪৯
মহাপাতকসংস্পর্শে ভুক্ত্বা স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
বুদ্ধিপূর্ব্বস্তু মূঢ়াত্মা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ॥ ৫০
অন্যজাতিবিবাহে চ স মহাপাতকী ভবেৎ।
তস্য পাতকিসংসর্গাৎপাতকিত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১
চতুর্ব্বিংশতিকৃচ্ছ্রং স্যাদ্ বিবাহে হ্যন্যকন্যয়া।
সংসর্গস্য তদর্দ্ধং স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং সুতেন হি ॥৫২
দৃষ্ট্বা মহাপাতকিনং চাণ্ডালং বা রজস্বলাম্।
প্রমাদাদ্ভোজনং কৃত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধ্যতি ॥ ৫৩
স্নানার্দ্রো যদি ভুঞ্জীত অহোরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি।
বুদ্ধিপূর্ব্বং তু কৃচ্ছ্রেণ ভগবানাহ পদ্মজঃ ॥ ৫৪
শুষ্কং পর্যুষিতাদীনি গন্ধাদিপ্রতিদূষিতম্।
ভুক্ত্বোপবাসং কুর্ব্বীত চরেদ্বিপ্রঃ পুনঃ পুনঃ ॥৫৫
অজ্ঞানাদ্ ভুক্তিশুদ্ধ্যর্থ মজ্ঞানস্য বিশেষতঃ।
ভৃত্যানাং যজনং কৃত্বা পরেষামন্যকর্ম্মণি ॥ ৫৬
অভিচারমনর্হং চ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্বিশুদ্ধ্যতি।
ব্রাহ্মণাভিহতানাঞ্চ কৃত্বা দাহাদিকং দ্বিজঃ ॥৫৭
গোমূত্রযাবকাহারঃ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি।
তৈলাভ্যক্তঃ প্রভাতে চ কুর্য্যান্মূত্রপুরীষকে ॥৫৮
অহোরাত্রেণ শুধ্যেত শ্মশ্রুকর্ম্মণি মৈথুনে।
একাহেতি বিবাহাগ্নিং পরিভাব্য দ্বিজোত্তমঃ॥৫৯
ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যেত ত্রিরাত্রাৎ ষড়হং পুনঃ।
দশাহে দ্বাদশাহে বা পরিহাস্য প্রমাদতঃ ॥ ৬০
কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণং কুর্য্যাত্তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে।
পতিতদ্রব্যমাদায় তদুৎসর্গেণ শুধ্যতি ॥ ৬১
চরেচ্চ বিধিনা কৃচ্ছ্রমিত্যাহ ভগবান্ প্রভুঃ।
অনাশকনিবৃত্ত্যা তু প্রব্রজ্যোপাসিতা তথা ॥ ৬২
আচরেৎ ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি ত্রীণি চান্দ্রায়ণানি চ।

পুনশ্চ জাতকর্ম্মাদিসংস্কারৈঃ সংস্কৃতা দ্বিজাঃ ॥৬৩
শুদ্ধো য স্তদ্ ব্রতং সম্যক্‌চরেয়ুর্ধর্ম্মদর্শিনঃ ॥ ৬৪
অনুপাসিতসিদ্ধস্তু তং ব্যাপকবশেন চ।
অজস্রং সংযতমনা রাত্রৌ চেদ্রাত্রিমেব হি ॥ ৬৫
অকৃত্বা সমিদাধানং শুচিঃ স্নাত্বা সমাহিতঃ।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্য জপং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥ ৬৬
উপাসীত ন চেৎসন্ধ্যাং গৃহস্থোঽপি প্রমাদতঃ।
স্নাতকব্রতলোল্যস্তু কৃত্বা চোপবসেদ্দিনম্ ॥ ৬৭
সম্বৎসরঞ্চরেৎ কৃচ্ছ্রং মনুচ্ছন্দে দ্বিজোত্তমঃ।
চান্দ্রায়ণং চরেদ্ বৃত্যা গোপ্রদানেন শুধ্যতি ॥৬৮
নাস্তিক্যাদ্যদি কুর্ব্বীত প্রাজাপত্যং চরেদ্দ্বিজঃ।
দেবদ্রোহং গুরুদ্রোহং তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥ ৬৯
উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানঞ্চ কামতঃ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধ্যেত নগ্নোন প্রবিশজ্জলম্ ॥৭০
ষষ্ঠান্নকালমাসং বা সংহিতাজপমেব বা।
হোমাচ্চ শাকলান্নিত্যমপত্যানাং বিশোধনম্॥৭১
নীলং রক্তং বসিত্বা তু ব্রাহ্মণে বস্ত্রমেব হি।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাতঃ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৭২
বেদধর্ম্মপুরাণাশ্চ চণ্ডালস্য চ ভাষণম্।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধিঃ স্যান্ন হ্যন্যা তস্য নিষ্কৃতিঃ॥৭৩
উদ্বন্ধনাদিনিহতং সংস্পৃশ্য ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রাজাপত্যেন বাপুনঃ॥৭৪
উচ্ছিষ্টো যদি নাচান্তশ্চণ্ডালাদীন্ স্পৃশেদ্দ্বিজঃ।
উচ্ছিষ্টস্তত্র কুর্ব্বীত প্রাজাপত্যং বিশুদ্ধয়ে ॥ ৭৫
চণ্ডালসূতকশবাংস্তথা নারীং রজস্বলাম্।
স্পৃষ্ট্বা স্নায়াদ্বিশুদ্ধ্যর্থংতৎস্পৃষ্টান্ পতিতাংস্তথা॥৭৬
চণ্ডালসূতকশবৈঃ সংস্পৃষ্টং স্পর্শয়েদ্ যদি।
প্রমাদাৎ স্নাত আচম্য জপং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥৭৭
অস্পৃষ্টস্পর্শনং কৃত্বা স্নাত্বা শুধ্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
আচমেত বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥ ৭৮
ভুঞ্জানস্য তু বিপ্রস্য কদাচিৎ স্রবতে গুদম্।
কৃত্বা শৌচং ততঃস্নাত্বা উপোষ্যজুহুয়াদ্ঘৃতম্॥৭৯
চণ্ডালস্তু শবং স্পৃষ্ট্বা কৃচ্ছ্রং কুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তমঃ।
দৃষ্ট্বা নভস্থং নক্তমহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৮০
সুরাং স্পৃষ্ট্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামত্রয়ং শুচিঃ
পলাণ্ডুং লশুনং চৈব ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥৮১
ব্রাহ্মণস্তু শুনা দষ্টস্ত্র্যহং সায়ং পয়ঃ পিবেৎ।
নাভেরূর্দ্ধস্য দষ্টস্য তদেব ত্রিগুণং ভবেৎ ॥ ৮২
স্যাদেতত্রিগুণং বাহ্বোর্মূর্দ্ধ্নি স্যাত্তু চতুর্গুণম্।
স্নাত্বা জপেত্তু গায়ত্রীং শ্বভির্দষ্টো দ্বিজোত্তমঃ ॥৮৩

পঞ্চযজ্ঞানকৃত্বা তু যো ভুঙ্‌ক্তে প্রত্যহং গৃহী।
অনাতুরস্য নিধনং কৃচ্ছ্রার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥ ৮৪
আহিতাগ্নে রুপস্থানং যঃ কুর্য্যান্ন তু পর্ব্বণি।
ঋতৌ গচ্ছেৎনভার্য্যায়াংসোঽপিকৃচ্ছ্রার্দ্ধমাচরেৎ৮৫
বিনাদ্ভিরপ্সু বা কুর্য্যাচ্ছারীরং সন্নিবেশ্য তু।
সচেলো জলমাপ্লুত্য গামালভ্য বিশুধ্যতি ॥ ৮৬
গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্তু ত্র্যহং চোপবসেদ্ গৃহী।
অনুগচ্ছেচ্চ যঃ শূদ্রং প্রেতভূতং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৮৭
গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্তু জপং কুর্য্যান্নদীষু চ।
অকৃত্বা শপথং বিপ্রো বিপ্রস্য বিধিসংযুতে ॥ ৮৮
মৃষৈব যাবকান্নেন কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্।
পংক্তৌ বিষমদানঞ্চ কৃত্বা কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥ ৮৯
ছায়াং শ্বপাকস্যারুহ্য স্নাত্বা সম্প্রাশয়েদ্ঘৃতম্।
রক্তোদাদিত্যমশুচিঃ দৃষ্ট্বাগ্নীন্দ্রজমেব চ ॥ ৯০
মানুষাস্থি চ সংস্পৃষ্ট্বা স্নানমেব বিশুধ্যতি।
কৃত্বাপ্যধ্যয়নং বিপ্রশ্চরেদ্ভিক্ষানুবৎসরম্ ॥ ৯১
কৃতঘ্নো ব্রাহ্মণগৃহে পঞ্চসম্বৎসরং ব্রতী।
হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারস্তু গরীয়সঃ ॥ ৯২
স্নাত্বাচম্য ততঃ শেষং প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ।
তাড়য়িত্বা তৃণেনৈব কর্ণে বদ্ধা চ বাসসা ॥ ৯৩
বিবাদে পরিনির্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ।
অবগূর্য্য চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রংনিপাতনে ॥ ৯৪
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রংকুর্ব্বীত বিপ্রস্যোৎপাদ্য শোণিতম্।
গুরোরাক্রোশনে চৈব কৃচ্ছ্রংকুর্য্যাদ্বিশোধনম্ ॥৯৫
একরাত্রং দ্বিরাত্রং বা তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে।
দেবর্ষীণামভিমুখং ষ্ঠীবনাক্রোশনাকৃতে ॥ ৯৬
উলুকাদি জমুর্জিত্বা দাতব্যঞ্চ হিরণ্যকম্।
দেবোদ্যানেনযঃকুর্য্যান্মূত্রোচ্চারংশকৃদ্দ্বিজঃ॥৯৭
ছিন্দ্যাচ্ছিন্নস্তু শুদ্ধ্যর্থং চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্।
দেবতায়তনে মূত্রং কৃত্বা দেহাদ্দ্বিজোত্তমঃ ॥৯৮
শিশ্নস্যোৎকৃন্তনং কৃত্বা চান্দ্রায়ণমথাচরেৎ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ বেদানাঞ্চৈব কুৎসনম্ ॥ ৯৯
কৃত্বা সম্যক্‌প্রকুর্ব্বীত প্রাজাপত্যং দ্বিজোত্তমঃ।
তৈস্তু সম্ভাষণং কৃত্বা স্নাত্বা দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ॥১০০
স্ত্রী যদা বালভাবেন মহাপাপং করোতি হি।
প্রায়শ্চিত্তং ব্রতস্যাস্য পিত্রাতদ্ব্রতচারিণীম্॥১০১
উদ্বহেদভিরূপাস্তামন্যথা পতিতস্তু সঃ।
অপি রাজন্যকবধে বার্ষিকব্রাহ্মণব্রতম্ ॥ ১০২
তস্যাস্তে বৃষভৈকেন সহস্রং গোদানমাচরেৎ।
সর্ব্বং হত্বা মাষমাত্রং দদ্যাৎ সুবর্ণরজত-

তাম্রত্রপুসীসকাংস্যায়সামস্তিরেবমৃৎস্নাযুক্তাভি-স্তেজসাঞ্চোচ্ছিষ্টানাং ভস্মনাদ্ভিঃ। প্রক্ষালনং কনকরজতমণিশঙ্খশুক্ত্যুপলানাং বজ্রবিদলরজ্জু-চর্ম্মণাঞ্চাদ্ভিঃ শৌচমিতি।

অপি চণ্ডালশ্বপচস্পৃষ্টে বা বিণ্মূত্র এব চ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টঃ ষড়াচরেৎ১০৩
পিতা পিতামহো যস্য অগ্রজো বাথ কস্যচিৎ।
তপোঽগ্নিহোত্রমন্ত্রেষু ন দোষঃ পরিদেবনে ॥ ১০৪
অমাবাস্যায়াং যো ব্রহ্মাণং সমুদ্দিশ্য পিতামহম্।
ব্রাহ্মণীং স্ত্রীং সমভ্যর্চ্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১০৫
অমাবাস্যাং তিথিং প্রাপ্য যমমারাধয়েদ্ভবম্।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু সর্ব্বপাপৈঃপ্রমুচ্যতে॥১০৬
কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহাদেবং তথা কৃষ্ণচতুর্দ্দশীম্।
সংপূজ্য ব্রাহ্মণমুখৈঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১০৭
ত্রয়োদশ্যাং তথা রাত্রৌ সোপহারং ত্রিলোচনম্।
দৃষ্টৈব প্রথমে যামে মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥১০৮
সর্ব্বত্র দানগ্রহণে মুচ্যতে সোমযাগতঃ।
শাস্ত্যা চ দক্ষিণাং গৃহ্নন্ হিরণ্যপ্রতিমামপি ॥১০৯

অযুতেনৈব গায়ত্র্যা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।

সমাপ্তা উশনঃসংহিতা ॥

অঙ্গিরঃ সংহিতা।

গৃহাশ্রমেষু ধর্ম্মেষু বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ।
প্রায়শ্চিত্ত বিধিং দৃষ্ট্বা অঙ্গিরামুনিরব্রবীৎ ॥ ১
অন্ত্যানামপি সিদ্ধান্নং ভক্ষয়িত্বা দ্বিজাতয়ঃ।
চান্দ্রং কৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধন্তু ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বিদুঃ ॥ ২
রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটোবরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥৩
অন্ত্যজানাং গৃহে তোয়ং ভাণ্ডেপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
প্রায়শ্চিত্তং যদা পীতং তদৈব হি সমাচরেৎ ॥ ৪
চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু ত্বজ্ঞানাৎ পিবতে যদি।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তেষাং বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে ॥ ৫
চরেৎ সান্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যন্তু ভূমিপঃ।
তদর্দ্ধন্তু চরেদ্‌বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রেষু দাপয়েৎ ॥ ৬
অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণস্ত্বন্ত্যজাতিষু।
অহোরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৭
বিপ্রো বিপ্রেণ সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন।
আচান্ত এব শুধ্যেত অঙ্গিরামুনিরব্রবীৎ ॥ ৮
ক্ষত্রিয়েণ যদা স্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন।
স্নানং জপ্যন্তু কুর্ব্বীত দিনস্যার্দ্ধেন শুধ্যতি ॥ ৯
বৈশ্যেন তু যদা স্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন্ শুধ্যতি ॥ ১০
অনুচ্ছিষ্টেন সংস্পৃষ্টৌ স্নানং যেন বিধীয়তে।
তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ১১
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি নীলী বস্ত্রস্য বৈ বিধিম্।
স্ত্রীণাং ক্রীড়ার্থসংযোগে শয়নীয়ে ন দুষ্যতি ॥ ১২
পালনে বিক্রয়ে চৈব তদ্‌বৃত্তেরুপজীবনে।
পতিতস্তু ভবেদ্‌বিপ্রস্ত্রিভিঃকৃচ্ছ্রৈর্ব্যপোহতি ॥১৩
স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
বৃথা তস্য মহাযজ্ঞা নীলীবস্ত্রস্য ধারণাৎ ॥ ১৪
নীলীরক্তং যদা বস্ত্রমজ্ঞানেন তু ধারয়েৎ।
অহোরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১৫
নীলীদারু যদা ভিন্দ্যাদ্‌ব্রাহ্মণং বৈ প্রমাদতঃ।
শোণিতং দৃশ্যতে যত্র দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ১৬
নীলীবৃক্ষেণ পকন্তু অন্নমশ্নাতি চেদ্‌দ্বিজঃ।
আহারবমনং কৃত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১৭
ভক্ষন্ প্রমাদতোনীলীং দ্বিজাতিস্ত্বসমাহিতঃ।
ত্রিষু বর্ণেষু সামান্যং চান্দ্রায়ণমিতি স্থিতম্ ॥ ১৮
নীলীরক্তেন বস্ত্রেণ যদন্নমুপনীয়তে।
নোপতিষ্ঠতিদাতারংভোক্তাভুঙ্‌ক্তেতুকিল্বিষম্১
নীলীরক্তেন বস্ত্রেণ যৎপাকে শ্রপিতং ভবেৎ।
তেন ভুক্তেন বিপ্রাণাং দিনমেকমভোজনম্ ॥ ২০
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী নীলীবস্ত্রং প্রধারয়েৎ।
ভর্ত্তা তু নরকং যাতি সা নারী তদনন্তরম্ ॥ ২১
নীল্যা চোপহতে ক্ষেত্রে শস্যং যত্তু প্ররোহতি।
অভোজ্যংতদ্‌দ্বিজাতীনাংভুক্ত্বাচান্দ্রায়ণংচরেৎ২২
দেবদ্রোণ্যাং বৃষোৎসর্গে যজ্ঞে দানে তথৈব চ
অত্র স্নানং ন কর্ত্তব্যং দূষিতা চ বসুন্ধরা ॥ ২৩
বাপিতা যত্র নীলী স্যাত্তাবদ্ভূম্যশুচির্ভবেৎ।
যাবদ্‌দ্বাদশবর্ষাণি অতউর্দ্ধং শুচির্ভবেৎ ॥ ২৪
ভোজনে চৈব পানে চ তথা চৌষধভেষজৈঃ।
এবং ম্রিয়ন্তে যা গাবঃ পাদমেকং সমাচরেৎ ॥২৫
ঘণ্টাভরণদোষেণ যত্র গৌর্ব্বিনিপীড্যতে।
চরেদর্দ্ধং ব্রতং তেষাং ভূষণার্থং হি তৎ কৃতম্ ২৬
দমনে দামনে রোধে অবঘাতে চ বৈকৃতে।
গবা প্রভবতা ঘাতৈঃ পাদোনং ব্রতমাচরেৎ ॥ ২৭
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রস্তু বাহুমাত্রঃ প্রমাণতঃ।
সপল্লবশ্চ সাগ্রশ্চ দণ্ডইত্যভিধীয়তে ॥ ২৮
দণ্ডাদুক্তাদ্‌যদান্যেন পুরুষা প্রহরন্তি মাম্।
দ্বিগুণংগোব্রতংতেষাংপ্রায়শ্চিত্তংবিশোধনম্ ॥২৯
শৃঙ্গভঙ্গে ত্বস্থিভঙ্গে চর্ম্মনির্ম্মোচনে তথা।
দশরাত্রং চরেৎ কৃচ্ছ্রং যাবৎ স্বস্থোভবেত্তদা ॥৩০
গোমূত্রেণ চ সংমিশ্রং যাবকঞ্চোপজায়তে।
এতদেব হিতং কৃচ্ছ্রমিদমাঙ্গিরসং মতম্ ॥ ৩১
অসমর্থস্য বালস্য পিতা বা যদি বা গুরুঃ।
যমুদ্দিশ্য চরেদ্ধর্ম্মং পাপং তস্য ন বিদ্যতে ॥ ৩২
অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালোবাপ্যূনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগিণ এব চ ॥ ৩৩

মূর্চ্ছিতে পতিতে চাপি গবি যষ্টিপ্রহারিতে।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্॥ ৩৪
স্নাত্বা রজস্বলা চৈব চতুর্থেঽহ্নি বিশুধ্যতি।
কুর্য্যাদ্রজসি নিবৃত্তেঽনিবৃত্তে ন কথঞ্চন॥ ৩৫
রোগেণ যদ্রজঃ স্ত্রীণামত্যর্থং হি প্রবর্ত্ততে।
অশুচ্যস্তা ন তেন স্যুস্তাসাংবৈকারিকংহিতৎ॥৩৬
সাধ্বাচারা ন তাবৎ স্যাদ্রজো যাবৎ প্রবর্ত্ততে।
বৃত্তে রজসি গম্যা স্ত্রী গৃহকর্ম্মণি চৈন্দ্রিয়ে॥ ৩৭
প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি॥ ৩৮
রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা শুনা শূদ্রেণ চৈব হি।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ৩৯
দ্বাবেতাবশুচী স্যাতাং দম্পতী শয়নঙ্গতৌ।
শয়নাদুত্থিতা নারী শুচিঃ স্যাদশুচিঃ পুমান্॥ ৪০
গণ্ডূষং পাদশৌচঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কাংস্যভাজনে।
ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং তাম্রমম্লেন শুধ্যতি॥ ৪১
রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতি।
ভূমৌ নিঃক্ষিপ্য ষণ্মাসমত্যন্তোপহতং শুচি॥৪২
গবাঘ্রাতানি কাংস্যানি শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি তু
ভস্মনা দশভিঃ শুদ্ধ্যেৎ কাকেনোপহতেতথা॥৪৩
শৌচং সৌবর্ণরূপ্যাণাং বায়ুনার্কেন্দুরশ্মিভিঃ॥ ৪৪
রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকঞ্চ ন দুষ্যতি।
অদ্ভির্মৃদা চ তন্মাত্রং প্রক্ষাল্য চ বিশুধ্যতি॥ ৪৫
শুষ্কমন্নমবিপ্রস্য ভুক্ত্বা সপ্তাহমৃচ্ছতি।
অন্নং ব্যঞ্জনসংযুক্তমর্দ্ধমাসেন জীর্য্যতি॥ ৪৬
পয়োদধি চ মাসেন ষণ্মাসেন ঘৃতং তথা।
তৈলং সংবৎসরেণৈব কোষ্ঠে জীর্যাতিবা নবা ৪৭
যো ভুঙ্‌ক্তে হি চ শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তম্।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে॥ ৪৮
শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনম্।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥ ৪৯
অপ্রণামে তু শূদ্রেঽপি স্বস্তি যো বদতি দ্বিজঃ।
শূদ্রোঽপি নরকং যাতিব্রাহ্মণোঽপিতথৈবচ॥৫০
দশাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রোদ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
পাক্ষিকং বৈশ্যএবাহ শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি॥ ৫১
অগ্নিহোত্রী চ যো বিপ্রঃশূদ্রান্নং চৈবভোজয়েৎ।
পঞ্চ তস্য প্রণশ্যন্তি আত্মা বেদাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥ ৫২
শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন যো দ্বিজো জনয়েৎসুতান্।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অন্নাচ্ছুক্রং প্রবর্ত্ততে॥ ৫৩

শূদ্রেণ স্পৃষ্টমুচ্ছিষ্টং প্রমাদাদথ পাণিনা।
তদ্দ্বিজেভ্যো ন দাতব্যমাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ॥
ব্রাহ্মণস্য সদা ভুঙ্‌ক্তে ক্ষত্রিয়স্য চ পর্ব্বসু।
বৈশ্যেষ্বাপৎসু ভুঞ্জীত ন শূদ্রেঽপি কদাচন॥ ৫৫
ব্রাহ্মণান্নে দরিদ্রত্বং ক্ষত্রিয়ান্নে পশুস্তথা।
বৈশ্যান্নেন তু শূদ্রত্বং শূদ্রান্নে নরকং ধ্রুবম্॥ ৫৬
অমৃতং ব্রহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্॥ ৫৭
দুষ্কৃতং হি মনুষ্যাণামন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
যো যস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্॥
সূতকেষু যদা বিপ্রো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পিবেৎ পানীয়মজ্ঞানাদ্ভুঙ্‌ক্তে ভক্তমথাপিবা॥
উত্তার্য্যাচম্য উদকমবতীর্য্য উপস্পৃশেৎ।
এবং হি সমুদাচারী বরুণেনাভিমন্ত্রিতঃ॥ ৬০
অগ্ন্যগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ।
আহারে জপকালে চ পাদুকানাং বিসর্জ্জনম্॥৬১
পাদুকাসনমারূঢ়োগেহাৎ পঞ্চগৃহং ব্রজেৎ।
ছেদয়েত্তস্য পাদৌ তু ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ॥৬২
অগ্নিহোত্রী তপস্বী চ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ।
এতে বৈ পাদুকৈর্য্যান্তি শেষাদ্দণ্ডেন তাড়য়েৎ৬৩
জন্মপ্রভৃতিসংস্কারে চূড়ান্তে ভোজনং নবম্।
অসপিণ্ডেন ভোক্তব্যং চূড়স্যান্তে বিশেষতঃ॥৬৪
যাচকান্নং নবশ্রাদ্ধমপি সূতকভোজনম্।
নারীপ্রথমগর্ভেষু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥ ৬৫
অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যস্য দীয়তে।
তস্যাশ্চান্নং ন ভোক্তব্যংপুনর্ভূঃসা প্রগীয়তে॥৬৬
পূর্ব্বশ্চ স্রাবিতোযশ্চ গর্ভোযশ্চাপ্যসংস্কৃতঃ।
দ্বিতীয়ে গর্ভসংস্কারস্তেন শুদ্ধির্ব্বিধীয়তে॥ ৬৭
রাজাদৈর্দ্দশভির্ম্মাসৈর্যাবত্তিষ্ঠতি গুর্ব্বিণী।
তাবদ্রক্ষা বিধাতব্যা পুনরন্যোবিধীয়তে॥ ৬৮
ভর্ত্তৃশাসনমুল্লঙ্ঘ্য যা চ স্ত্রী বিপ্রবর্ত্ততে।
তস্যাশ্চৈব ন ভোক্তব্যং বিজ্ঞেয়া কামচারিণী ৬৯
অনপত্যা তু যা নারী নাশ্নীয়াত্তদ্গৃহেঽপি বৈ।
অথ ভুঙ্‌ক্তেতু যোমোহাৎপূয়সংনরকং ব্রজেৎ ৭০
স্ত্রিয়াধনন্তু যো মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
স্ত্রিয়া যানানিবাসাংসিতেপাপাযান্ত্যধোগতিম্ ৭১
রাজান্নং হরতে তেজঃ শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্।
সূতকেষু চযোভুঙ্‌ক্তেস ভুঙ্‌ক্তেপৃথিবী মলম্ ৭২
ভগবদঙ্গিরো-মহর্ষি-প্রণীতং ধর্ম্মশাস্ত্রং সমাপ্তম্।

যম সংহিতা।

১

অথাতো হ্যস্য ধর্ম্মস্য প্রায়শ্চিত্তাভিধায়কম্।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং ধর্ম্মশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততে॥ ১
জলাগ্ন্যুদ্বন্ধনভ্রষ্টাঃ প্রব্রজ্যানশনচ্যুতাঃ।
বিষপ্রপতনপ্রায়শস্ত্রাঘাতচ্যুতাশ্চ যে॥ ২
সর্ব্বে তে প্রত্যবসিতাঃ সর্ব্বলোকবহিষ্কৃতাঃ।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধ্যন্তি তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়েন বা॥ ৩
উভয়াবসিতাঃ পাপা যেঽগ্রাম্যবরণাচ্চ্যুতাঃ।
ইন্দুদ্বয়েন শুদ্ধ্যন্তি দত্ত্বা ধেনুং তথা বৃষম্॥ ৪
গোব্রাহ্মণহনং দগ্ধ্বা মৃতমুদ্বন্ধনেন চ।
পাশস্তস্যৈব ছিত্ত্বা তু তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ॥ ৫
কৃমিভির্ব্রণসম্ভূতৈর্ম্মক্ষিকাশ্চোপঘাতিতঃ।
কৃচ্ছ্রার্দ্ধং সম্প্রকুর্ব্বীত শক্ত্যা দদ্যাত্তু দক্ষিণাম্॥৬
ব্রাহ্মণস্য মলদ্বারে পূয়শোণিতসম্ভবে।
কৃমিভুক্তব্রণে মৌঞ্জীহোমেন স বিশুদ্ধ্যতি॥ ৭
যঃ ক্ষত্রিয়স্তথা বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চাপ্যনুলোমজঃ।
জ্ঞাত্বা ভুঙ্‌ক্তে বিশেষেণ চরেচ্চান্দ্রায়ণংব্রতম্॥৮
কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণন্তু গ্রাসঞ্চ পরিকল্পয়েৎ।
অন্যথাহারদোষেণ ন স তত্র বিশুধ্যতি॥ ৯
একৈকং বর্দ্ধয়েচ্ছুক্লেকৃষ্ণপক্ষে চ হ্রাসয়েৎ।
অমাবাস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণোবিধিঃ॥ ১০
সুরান্যমদ্যপানেন গোমাংভক্ষণে কৃতে।
তপ্তকৃচ্ছ্রঞ্চরেদ্বিপ্রস্তৎপাপন্তু প্রণশ্যতি॥ ১১
প্রায়শ্চিত্তে হ্যুপক্রান্তে কর্ত্তা যদি বিপদ্যতে।
পূতস্তদহরেবাপি ইহলোকে পরত্র চ॥ ১২
যাবদেকঃ পৃথগ্দ্রব্যঃ প্রায়শ্চিত্তে ন শুধ্যতি।
অপরান্তে ন চ স্পৃশ্যাস্তেঽপি সর্ব্বেবিগর্হিতাঃ॥১৩
অভোজ্যাশ্চাপ্রতিগ্রাহ্যাঅসংপাঠ্যা বিবাহিনঃ।
পূয়ন্তেঽনুব্রতে চীর্ণে সর্ব্বে তে ঋকৃথভাগিনঃ॥১৪
ঊনৈকাদশবর্ষস্য পঞ্চবর্ষাৎ পরস্য চ।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চরেদ্ভ্রাতা পিতা বান্যোঽপিবান্ধবঃ॥১৫
অতোবালতরস্যাপি নাপরাধো ন পাতকম্।
রাজদণ্ডো ন তস্যাস্তি প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥১৬
অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালবাপ্যূনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়োরোগিণ এব চ॥ ১৭
অস্তংগতো যদা সূর্য্যশ্চাণ্ডালরজকস্ত্রিয়ঃ।
সংস্পৃষ্টাস্তু তদা কৈশ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তংকথম্ভবেৎ॥১৮
জাতরূপং সুবর্ণঞ্চ দিবানীতং চ যজ্জলম্।
তেন স্নাত্বা চ পীত্বা চ সর্ব্বে তে শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥১৯
দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥২০
অন্নং শূদ্রস্য ভোজ্যং বা যে ভুঞ্জন্ত্যবুধা নরাঃ।
প্রায়শ্চিত্তং তথা প্রাপ্তং চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্॥২১
প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতাপিবতি শোণিতম্॥২২
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ ২৩
যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসংভাষ্যো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃসবিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥২৪
বন্ধ্যা তু বৃষলী জ্ঞেয়া বৃষলী তু মৃতপ্রজাঃ।
শূদ্রী তু বৃষলী জ্ঞেয়া কুমারী তু রজস্বলা॥ ২৫
যৎ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনাদ্দ্বিজঃ।
তদ্ভৈক্ষভুগ্ জপন্নিত্যং ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ব্যপোহতি॥২৬
স্ববৃষং যা পরিত্যজ্যান্যবৃষেণ বৃহস্পতিঃ।
বৃষলী সা তু বিজ্ঞেয়া ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ॥২৭
বৃষলীফেনপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্নৈব বিদ্যতে॥ ২৮
শ্বিত্রকুষ্ঠী তথা চৈব কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ পিশুনোমৎসরস্তথা॥২৯
দুর্ব্বর্গোহি তথা ষণ্ডঃ পাষণ্ডী বেদনিন্দকঃ।
হৈতুকঃ শূদ্রযাজী চ অযাজ্যানাঞ্চ যাজকঃ॥ ৩০
নিত্যং প্রতিগ্রহে লুব্ধোযাচকোবিষয়াত্মকঃ।
শ্যাবদন্তোঽথ বৈদ্যশ্চ অসদালাপকস্তথা॥ ৩১
এতে শ্রাদ্ধে চ দানে চ বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ ৩২
ততোদেবলকশ্চৈব ভৃতকোবেদবিক্রয়ী।

এতে বর্জ্জ্যাঃ প্রযত্নেন এতদ্ভাগ্যস্তিরব্রবীৎ ॥ ৩৩
এতান্নিযোজয়েদ্যস্তু হব্যে কব্যে চ কর্ম্মণি।
নিরাশাঃ পিতরস্তস্য যান্তি দেবামহর্ষিভিঃ ॥ ৩৪
অগ্রে মাহিষিকং দৃষ্ট্বা মধ্যে তু বৃষলীপতিম্।
অন্তে বার্দ্ধুষিকং দৃষ্ট্বা নিরাশাঃ পিতরোগতাঃ৩৫
মহিষীত্যুচ্যতে ভার্য্যা যা চৈব ব্যভিচারিণী।
তান্ দোষান্ ক্ষমতে যস্তু সবৈ মাহিষিকঃস্মৃতঃ৩৬
সমার্ঘন্তু সমুদ্ধৃত্য মহার্ঘং যঃ প্রযচ্ছতি।
স বৈ বার্দ্ধুষিকোনাম ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতঃ ॥ ৩৭
যাবদুষ্ণং ভবত্যন্নং যাবদ্ভুঞ্জন্তি বাগ্যতাঃ।
অশ্নন্তি পিতরস্তাবদ্যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥ ৩৮
হবির্গুণা ন বক্তব্যাঃ পিতরোযত্র তর্পিতাঃ।
পিতৃভি স্তর্পিতৈঃ পশ্চাদ্বক্তব্যংশোভনংহবিঃ॥৩৯
যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যেষু মন্ত্রবিৎ।
তাবতোগ্রসতে পিণ্ডান্ শরীরে ব্রহ্মণঃ পিতা ৪০
উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৪১
অনুচ্ছিষ্টেন সংস্পৃষ্টে স্নানমাত্রং বিধীয়তে।
তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ৪২
যাবদ্বিপ্রা নপূজ্যন্তে সম্ভোজনহিরণ্যকৈঃ।
তাবচ্চীর্ণব্রতস্যাপি তৎপাপং ন প্রণশ্যতি ॥ ৪৩

যদ্বেষ্টিতং কাকবলাকচিল্লৈ-
রমেধ্যলিপ্তংতুভবেচ্ছরীরম্।
গাত্রে মুখে চ প্রবিশেচ্চ সম্যক্
স্নানেন লেপোপহতস্য শুদ্ধিঃ ॥ ৪৪

ঊর্দ্ধং নাভেঃ করৌ মুক্ত্বা যদঙ্গমুপহন্যতে।
ঊর্দ্ধং স্নানমধঃশৌচং তন্মাত্রেণৈব শুদ্ধ্যতি ॥ ৪৫
অভক্ষ্যাণামপেয়ানামলেহ্যানাঞ্চ ভক্ষণে।
রেতোমূত্রপুরীষাণাং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥৪৬
পদ্মোডুম্বরবিল্বাশ্চ কুশাশ্বত্থপলাশকাঃ।
এতেষামুদকং পীত্বা ষড়াত্রেণৈব শুদ্ধ্যতি ॥ ৪৭
যঃ প্রত্যবসিতোবিপ্রঃ প্রব্রজ্যাগ্নিনিরাপদি।
অনাহিতাগ্নির্ব্বর্ত্তেত গৃহিত্বঞ্চ চিকীর্ষতি ॥ ৪৮
আচরেত্ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি চরেচ্চান্দ্রায়ণানি চ।
জাতকর্ম্মাদিভিঃ প্রোক্তৈঃ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॰৪৯
তূলিকা উপধানানি পুষ্পং রক্তাম্বরাণি চ।
শোষয়িত্বা প্রতাপেন প্রোক্ষয়িত্বা শুচির্ভবেৎ ৫০
দেশং কালং তথাত্মানং দ্রব্যং দ্রব্যপ্রয়োজনম্।
উপপত্তিমবস্থাঞ্চ জ্ঞাত্বা ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥ ৫১
রথ্যাকর্দ্দমতোয়ানি নাবায়সতৃণানি চ।
মারুতার্কেণ শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥ ৫২
আতুরে স্নানসম্প্রাপ্তে দশকৃত্বোহ্যনাতুরঃ।
স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেত্তন্তু ততঃ শুধ্যেত আতুরঃ ॥৫৩
রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটোবরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥৫৪
এষাং গত্বা তু যোষাং বৈ তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ৫৫
স্ত্রীণাং রজস্বলানান্তু স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি যদা ভবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তাসাং বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে ॥৫৬
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং যান্তু সগোত্রাঞ্চ সভর্ত্তৃকাম্।
কামাদকামতো বাপি স্নাত্বা কালেন শুধ্যতি ॥৫৭
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী শূদ্রজা তথা।
কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতে পূর্ব্বা শূদ্রা পাদেন শুধ্যতি ॥ ৫৮
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ক্ষত্রিয়া শূদ্রজা তথা।
পাদহীনং চরেৎ পূর্ব্বা পাদার্দ্ধন্তু তথোত্তরা ॥ ৫৯
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং বৈশ্যজা শূদ্রজা তথা।
কৃচ্ছ্রপাদং চরেৎ পূর্ব্বা তদর্দ্ধন্তু তথোত্তরা ॥ ৬০
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলা চৈব শ্বাজজম্বুকরাসভৈঃ।
তাবত্তিষ্ঠেন্নিরাহারা স্নাত্বা কালেন শুধ্যতি ॥ ৬১
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলা কৈশ্চিচ্চাণ্ডালৈররজস্বলা।
প্রাজাপত্যেন কৃচ্ছ্রেণ প্রাণায়ামশতেন চ ॥ ৬২
বিপ্রঃ স্পৃষ্টোনিশায়াঞ্চ উদক্যা পতিতেন চ।
দিবানীতেন তোয়েন স্নাপয়েচ্চাগ্নিসন্নিধৌ ॥ ৬৩
দিবার্করশ্মিসংস্পৃষ্টং রাত্রৌ নক্ষত্ররশ্মিভিঃ।
সন্ধ্যোভয়োশ্চ সন্ধ্যায়াঃ পবিত্রং সর্ব্বদা জলম্॥৬
অপঃ করনখস্পৃষ্টাঃ পিবেদাচমনে দ্বিজঃ।
সুরাং পিবতি সুব্যক্তং যমস্য বচনং যথা ॥ ৬৫
খাতবাপ্যোস্তথা কূপে পাষাণৈঃ শস্ত্রঘাতনৈঃ।
যষ্ট্যা তু ঘাতনে চৈব মৃৎপিণ্ডে গোকুলেন চ ॥৬
রোধনে বন্ধনে চৈব স্থাপিতে পুষ্কলে তপা।
কাষ্ঠে বনস্পতৌ রোধসঙ্কটে রজ্জুবস্ত্রয়োঃ ॥ ৬৭
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং প্রমাদস্থানমুত্তমম্।
যত্র যত্র মৃতা গাবঃ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ৬৮
দারুণা ঘাতনে কৃচ্ছ্রং পাষাণৈর্দ্বিগুণং ভবেৎ।
অর্দ্ধকৃচ্ছ্রন্তু খাতে স্যাৎ পাদকৃচ্ছ্রন্তু পাদপে ॥ ৬৯
শস্ত্রঘাতে ত্রিকৃচ্ছ্রাণি যষ্টিঘাতে দ্বয়ং চরেৎ ॥ ৭০
কৃচ্ছ্রেণ বস্ত্রঘাতেঽপি গোঘ্নশ্চেতি বিশুদ্ধ্যতি।
যোবর্ত্তয়তি গোমধ্যে নদীকান্তারমস্তিকে ॥ ৭১
রোমাণি প্রথমে পাদে দ্বিতীয়ে শ্মশ্রু বাপয়েৎ।
তৃতীয়ে তু শিখা ধার্য্যা চতুর্থে সশিখং বপেৎ।
ন স্ত্রীণাং বপনং কুর্য্যাৎ নচ সা গামনুব্রজেৎ।

নচরাত্রৌবসেদ্‌গোষ্ঠেনকুর্য্যাদ্‌বৈদিকীং শ্রুতিম্‌১৩
সর্ব্বান্‌ কেশান্‌ সমুদ্ধৃত্য চ্ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ম্‌।
এবমেব তু নারীণাং শিরসো বপনং স্মৃতম্‌॥ ১৪
মৃতকেন তু জাতেন উভয়োঃ সূতকং ভবেৎ।
পাতকেন তু লিপ্তেন নাস্য সূতকিতা ভবেৎ॥১৫
চত্বারি খলু কর্ম্মাণি সন্ধ্যাকালে বিবর্জ্জয়েৎ।
আহারং মৈথুনং নিদ্রাং স্বাধ্যায়ঞ্চ চতুর্থকম্‌॥১৬
আহারাজ্জায়তে ব্যাধিঃ ক্রূরগর্ভশ্চ মৈথুনে।
নিদ্রা শ্রিয়ো নিবর্ত্তন্তে স্বাধ্যায়ে মরণং ধ্রুবম্‌ ১৭
অজ্ঞানাত্তু দ্বিজশ্রেষ্ঠ বর্ণানাং হিতকাম্যয়া।
ময়া প্রোক্তমিদং শাস্ত্রং সাবধানোঽবধারয় ॥ ১৮

ইতি যমপ্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রং সমাপ্তম্‌।

আপস্তম্ব সংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

আপস্তম্বং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিনির্ণয়ম্।
দূষিতানাং হিতার্থায় বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ॥ ১
পরেষাং পরিবাদেষু নিবৃত্তমৃষিসত্তমম্।
বিবিক্তদেশ আসীনমাত্মবিদ্যাপরায়ণম্॥ ২
অনন্যমনসং শান্তং সত্বস্থং যোগবিত্তমম্।
আপস্তম্বমৃষিং সর্ব্বে সমেত্য মুনয়োঽব্রুবন্॥ ৩
ভগবন্ মানবাঃ সর্ব্বে অসন্মার্গেস্থিতা যদা।
চরেয়ুর্দ্ধর্ম্মকার্য্যাণাং তেষাং ব্রুহি বিনিষ্কৃতিম্॥৪
যতোঽবশ্যং গৃহস্থেন গবাদিপরিপালনম্।
কৃষিকর্ম্মাদি চাপৎসু দ্বিজামন্ত্রণমেব ব॥ ৫
দেয়ঞ্চানাথকেঽবশ্যং বিপ্রাদীনাঞ্চ ভেষজম্।
বালানাং স্তন্যপানাদিকার্য্যঞ্চ পরিপালনম্॥ ৬
এবং কৃতে কথঞ্চিৎ স্যাৎ প্রমাদো যদ্যকামতঃ।
গবাদীনাং ততোঽস্মাকংভগবন্ব্রূহিনিষ্কৃতিম্॥ ৭
এবমুক্তঃ ক্ষণং ধ্যাত্বা প্রণিপাত্তাদধোমুখঃ।
দৃষ্ট্বা ঋষীনুবাচেদমাপস্তম্বঃ সুনিশ্চিতম্॥ ৮
বালানাং স্তনপানাদিকার্য্যেদোষো ন বিদ্যতে।
বিপত্তাবপি বিপ্রাণামামন্ত্রণচিকিৎসনে॥ ৯
গবাদীনাং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং রুজাদিষু।
কেচিদাহুর্ন দোষোঽত্র দেহধারণভেষজে॥ ১০
ঔষধং লবণঞ্চৈব স্নেহপুষ্ট্যন্নভোজনম্।
প্রাণিনাং প্রাণবৃত্ত্যর্থংপ্রায়শ্চিত্তং নবিদ্যতে॥১১
অতিরিক্তং ন দাতব্যং কালে স্বল্পন্তু দাপয়েৎ।
অতিরিক্তে বিপন্নানাং কৃচ্ছ্রমেব বিধীয়তে॥ ১২
ত্র্যহং নিরশনাৎ পাদঃ পাদশ্চাযাচিতং ত্র্যহম্।
পাদঃ সায়ংত্র্যহংপাদঃপ্রাতর্ভোজ্যংতথাত্র্যহম্॥১৩
প্রাতঃ সায়ং দিনার্দ্ধঞ্চ পাদোনংসায়বর্জ্জিতম্॥১৪
প্রাতঃ পাদং চরেচ্ছূদ্রঃ সায়ং বৈশ্যস্য দাপয়েৎ।
অযাচিতন্তু রাজন্যে ত্রিরাত্রং ব্রাহ্মণস্য চ॥ ১৫
পা দমেকং চরেদ্রোধে দ্বৌ পাদৌ বন্ধনে চরেৎ।
যোজনে পাদহীনঞ্চ চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে॥১৬
ঘণ্টাভরণদোষেণ গৌস্তু যত্র বিপদ্যতে।
চরেদর্দ্ধব্রতং তত্র ভূষণার্থং কৃতং হি তৎ॥ ১৭
দমনে বা নিরোধে বা সংঘাতে চৈব যোজনে।
স্তম্ভশৃঙ্খলপাশৈশ্চ মৃতে পাদোনমাচরেৎ॥ ১৮
পাষাণৈর্লগুড়ৈর্ব্বাপি শস্ত্রেণান্যেন বা বলাৎ।
নিপাতয়ন্তি যে গাস্তু তেষাং সর্ব্বং বিধীয়তে॥১৯
প্রাজাপত্যং চরেদ্বিপ্রঃ পাদোনং ক্ষত্রিয়শ্চরেৎ।
কৃচ্ছ্রার্দ্ধন্তু চরেদ্বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রস্য দাপয়েৎ॥ ২০
দ্বৌ মাসৌদাপয়েদ্বৎসংদ্বৌমাসৌদ্বৌস্তনেইচ্ছয়েৎ
দ্বৌ মাসাবেকবেলায়াং শেষকালে যথারুচি॥২১
দমতামর্দ্ধমাসেন গৌস্তু যত্র বিপদ্যতে।
সশিখং বপনং কৃত্বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ॥২২
হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্গবং জীবিতার্থিনাম্।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ জিঘাংসিনাম্॥ ২৩
অতিবাহাতিদোহাভ্যাং নাসিকাভেদনে তথা।
নদীপর্ব্বতসংরোধে মৃতে পাদোনমাচরেৎ॥ ২৪
ন নারিকেলবালাভ্যাং ন মুঞ্জেন ন চর্ম্মণা।
এভির্গাস্তু ন বধ্নীয়াদ্বন্ধা পরবশোভবেৎ॥ ২৫
কুশৈঃ কাশৈশ্চ বধ্নীয়াদ্বৃষভং দক্ষিণামুখম্।
পাদলগ্নাগ্নিদোষেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥ ২৬
ব্যাপন্নানাং বহূনান্তু রোধনে বন্ধনেঽপি চ।
ভিষঙ্মিথ্যোপচারে চ দ্বিগুণং গোব্রতঞ্চরেৎ॥২৭
শৃঙ্গভঙ্গেঽস্থিভঙ্গে চ লাঙ্গূলস্য চ কর্ত্তনে।
সপ্তরাত্রং পিবেদ্দুগ্ধং যাবৎস্বস্থা পুনর্ভবেৎ॥২৮
গোমূত্রেণ তু সংমিশ্রং যাবকং ভক্ষয়েদ্দ্বিজঃ।
এতদ্বিমিশ্রিতং চৈবমুক্তঞ্চোশনসা স্বয়ম্॥ ২৯
দেবদ্রোণ্যাং বিহারেষু কূপেষ্বায়তনেষু চ।
এষু গোষু বিপন্নেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥৩০
একা পাদান্তু বহুভির্দ্দেবাদ্যাপাদিতা কচিৎ।

পাদং পাদস্তু হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥৩১
যন্ত্রণে গোশ্চিকিৎসার্থে মূঢ়গর্ভবিমোচনে।
যত্নে কৃতে বিপদ্যিশ্চেৎপ্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥৩২
সরোম প্রথমে পাদে দ্বিতীয়ে শ্মশ্রুকর্ত্তনম্।
তৃতীয়ে তু শিখা ধার্য্যা সশিখন্তু নিপাতনে ॥৩৩
সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য চ্ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ম্।
এবমেব তু নারীণাং শিরসো মুণ্ডনং স্মৃতম্ ॥৩৪

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

কারুহস্তগতং পুণ্যং যচ্চ গ্রামাদ্বিনিঃসৃতম্।
স্ত্রীবালবৃদ্ধাচরিতং প্রত্যক্ষাদৃষ্টমেব চ ॥ ১
প্রপাস্বরণ্যেষু জলেঽথ নীরে
দ্রোণ্যাং জলং যচ্চ বিনিঃসৃতং ভবেৎ।
শ্বপাকচাণ্ডালপরিগ্রহেষু
পীত্বা জলং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধিঃ ॥ ২
ন দুষ্যেৎ সন্ততা ধারা বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ।
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥ ৩
আত্মশয্যা চ বস্ত্রঞ্চ জায়াপত্যং কমণ্ডলুঃ।
আত্মনঃ শুচিরেতানি পরেষামশুচীনি তু ॥ ৪
অন্যৈস্তু খানিতাঃ কূপাস্তড়াগানি তথৈব চ।
এষু স্নাত্বা চ পীত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৫
উচ্ছিষ্টমশুচিত্বঞ্চ যচ্চ বিষ্ঠানুলেপনম্।
সর্ব্বং শুধ্যতি তোয়েন তত্তোয়ং কেন শুধ্যতি ॥৬
সূর্য্যরশ্মিনিপাতেন মারুতস্পর্শনেন চ।
গবাং মূত্রপুরীষেণ তত্তোয়ং তেন শুধ্যতি ॥ ৭
অস্থিচর্ম্মাদিযুক্তন্তু খরাশ্বোষ্ট্রোপদূষিতম্।
উদ্ধরেদুদকং সর্ব্বং শোধনং পরিমার্জ্জনম্ ॥ ৮
কূপো মূত্রপুরীষেণ ষ্ঠীবনেনাপি দূষিতঃ।
শ্বশৃগালখরোষ্ট্রৈশ্চ ক্রব্যাদৈশ্চ জুগুপ্সিতঃ ॥ ৯
উদ্ধৃত্যৈব চ তত্তোয়ং সপ্ত পিণ্ডান্ সমুদ্ধরেৎ।
পঞ্চগব্যং মৃদা পূতং কূপে তচ্ছোধনং স্মৃতম্ ॥১০
বাপীকূপতড়াগানাং দূষিতানাঞ্চ শোধনম্।
কুম্ভানাং শতমুদ্ধৃত্য পঞ্চগব্যং ততঃ ক্ষিপেৎ ॥১১
যশ্চ কূপাৎ পিবেত্তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শবদূষিতাৎ।
কথং তত্র বিশুদ্ধিঃ স্যাদিতি মে সংশয়োভবেৎ১২
অক্লিন্নেনাপ্যভিন্নেন শবেন পরিদূষিতে।
পীত্বা কূপে হ্যহোরাত্রং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১৩
ক্লিন্নে ভিন্নে শবে চৈব তত্রস্থং যদি তৎ পিবেৎ।
শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণং তস্য তপ্তকৃচ্ছ্রমথাপিবা ॥ ১৪

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্যশ্চ বেশ্মনি।
সম্যগ্ জ্ঞাত্বা তু কালেন দ্বিজাঃ কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহম্ ১
চান্দ্রায়ণং পরাকোবা দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্।
প্রাজাপত্যন্তু শূদ্রস্য শেষং তদনুসারতঃ ॥ ২
যৈর্ভুক্তং তত্র পকান্নং কৃচ্ছ্রং তেষাং প্রদাপয়েৎ।
তেষামপি চ যৈর্ভুক্তং কৃচ্ছ্রপাদং প্রদাপয়েৎ ॥ ৩
কূপৈকপানৈর্দুষ্টানাং স্পর্শেন শবদূষিণাম্।
তেষামেকোপবাসেন পঞ্চগব্যেন শোধনম্ ॥ ৪
বালোবৃদ্ধস্তথা রোগী গর্ভিণী বাপি পীড়িতা।
তেষাং নক্তং প্রদাতব্যং বালানাং প্রহরদ্বয়ম্ ॥ ৫
অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালোবাপ্যূনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়োব্যাধিতএব চ ॥ ৬
ন্যূনৈকাদশবর্ষস্য পঞ্চবর্ষাধিকস্য চ।
চরেদ্গুরুঃ সুহৃদ্বাপি প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥ ৭
অথবা ক্রিয়মাণেষু যেষামার্ত্তিঃ প্রদৃশ্যতে।
শেষসম্পাদনাচ্ছুদ্ধির্বিপত্তির্ন ভবেদ্যথা ॥ ৮
ক্ষুধা ব্যাধিতকায়ানাং প্রাণোযেষাঃ বিপদ্যতে।
যে ন রক্ষন্তি ভক্তেন তেষাং তৎকিল্বিষং ভবেৎ৯
পূর্ণেঽপি কালনিয়মে ন শুদ্ধির্ব্রাহ্মণৈর্ব্বিনা।
অপূর্ণেষ্বপি কালেষু শোধয়ন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১০
সমাপ্তমিতি নো বাচ্যং ত্রিষু বর্ণেষু কর্হিচিৎ।
বিপ্রসম্পাদনং কার্য্যমুৎপন্নে প্রাণসংশয়ে ॥ ১১
সম্পাদয়ন্তি যদ্বিপ্রাঃ স্নানতীর্থং ফলঞ্চ তৎ।
সম্যক্ কর্ত্তুরপায়ং স্যাদ্ব্রতী চ ফলমাপ্নুয়াৎ॥১২

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু যোঽজ্ঞানাৎ পিবতে জলম্।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তস্য বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে ॥ ১
চরেৎ সান্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যন্তু ভূমিপঃ।
তদর্দ্ধন্তু চরেদ্বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রস্য দাপয়েৎ ॥ ৩
ভুক্তোচ্ছিষ্টস্ত্বনাচান্তশ্চাণ্ডালৈঃ শ্বপচেন বা।
প্রমাদাৎ স্পর্শনং গচ্ছেত্তত্র কুর্য্যাদ্বিশোধনম্।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ।

জপংত্রিরাত্রমশ্নন্‌ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৪
চাণ্ডালেন যদা স্পৃষ্টো বিণ্মূত্রে চ কৃতে দ্বিজঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ত্রিরাত্রংস্যাৎভুক্ত্বোচ্ছিষ্টঃষড়াচরেৎ৫
পানমৈথুনসম্পর্কে তথা মূত্রপুরীষয়োঃ।
সম্পর্কং যদি গচ্ছেত্তু উদক্যা চান্ত্যজৈস্তথা ॥ ৬
এতৈরেব যদা স্পৃষ্টঃ প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ।
ভোজনে চ ত্রিরাত্রং স্যাৎ পানে তু ত্র্যহমেব চ৭
মৈথুনে পাদকৃচ্ছ্রং স্যাত্তথা মূত্রপুরীষয়োঃ।
দিনমেকং তথা মূত্রে পুরীষে তু দিনত্রয়ম্ ॥ ৮
একাহং তত্র নির্দ্দিষ্টং দন্তধাবনভক্ষণে ॥ ৯
বৃক্ষারূঢ়ে তু চাণ্ডালে দ্বিজস্তত্রৈব তিষ্ঠতি।
ফলানি ভক্ষয়েত্তস্য কথং শুদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ ॥১০
ব্রাহ্মণান্ সমনুজ্ঞাপ্য সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ।
একরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১১
যেন কেনচিদুচ্ছিষ্টঃ অমেধ্যং স্পৃশতে দ্বিজঃ।
অহোরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১২

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

চাণ্ডালেন যদা স্পৃষ্টো দ্বিজবর্ণঃ কদাচন।
অনভ্যুক্ষ্য পিবেত্তোয়ং প্রায়শ্চিত্তং কথংভবেৎ১
ব্রাহ্মণস্তু ত্রিরাত্রেণ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি
ক্ষত্রিয়স্তু দ্বিরাত্রেণ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ২
চতুর্থস্য তু বর্ণস্য প্রায়শ্চিত্তং ন বৈ ভবেৎ।
ব্রতংনাস্তিতপোনাস্তিহোমোনৈব চ বিদ্যতে ৩
পঞ্চগব্যং ন দাতব্যং তস্য মন্ত্রবিবর্জ্জনাৎ।
খ্যাপয়িত্বা দ্বিজানাস্তু শূদ্রোদানেন শুধ্যতি ॥ ৪
ব্রাহ্মণস্তু যদোচ্ছিষ্টমশ্নাত্যজ্ঞানতোদ্বিজঃ।
অহোরাত্রন্তু গায়ত্র্যা জপং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥ ৫
উচ্ছিষ্টংবৈশ্যজাতীনাংভুঙ্‌ক্তেজ্ঞানাদ্দ্বিজোযদি।
শঙ্খপুষ্পীপয়ঃ পীত্বা ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥ ৬
ব্রাহ্মণ্যা সহ যোঽশ্নীয়াদুচ্ছিষ্টং বা কদাচন।
ন তত্র দোষং মন্যন্তে নিত্যমেব মনীষিণঃ ॥ ৭
উচ্ছিষ্টমিতরস্ত্রীণামশ্নীয়াৎ পিবতেঽপি বা।
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধিঃ স্যাদ্ভগবানঙ্গিরা ব্রবীৎ ॥৮
অন্ত্যানাং ভুক্তশেষন্তু ভক্ষয়িত্বা দ্বিজাতয়ঃ।
চান্দ্রায়ণং তদর্দ্ধার্দ্ধং ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বিধিঃ ॥ ৯
বিণ্মূত্রভক্ষণে বিপ্রস্তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ।
শ্বকাকোচ্ছিষ্টভোগে চ প্রাজাপত্যবিধিঃস্মৃতঃ ॥১০

উচ্ছিষ্টঃ স্পৃশতে বিপ্রো যদি কশ্চিদকামতঃ।
শুনঃ কুক্কুটশূদ্রাংশ্চ মদ্যভাণ্ডং তথৈব চ ॥ ১১
পক্ষিণাধিষ্ঠিতং যচ্চ যদমেধ্যং কদাচন।
অহোরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১২
বৈশ্যেন চ যদা স্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন।
স্নানং জপঞ্চ ত্রৈকাল্যং দিনস্যান্তে বিশুধ্যতি ॥১৩
বিপ্রো বিপ্রেণ সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন।
স্নাত্বাচম্য বিশুদ্ধঃ স্যাদাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ ॥ ১৪
ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি নীলীবস্ত্রস্য যো বিধিঃ।
স্ত্রীণাং ক্রীড়ার্থসম্ভোগে শয়নীয়ে ন দুষ্যতি ॥ ১
পালনে বিক্রয়ে চৈব তদ্বৃত্তেরুপজীবনে।
পতিতস্তু ভবেদ্বিপ্রঃ ত্রিভিঃকৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যতি ॥ ২
স্নানং দানং তপোহোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
পঞ্চযজ্ঞা বৃথা তস্য নীলীবস্ত্রস্য ধারণাৎ ॥ ৩
নীলীরক্তং যদা বস্ত্রং ব্রাহ্মণোঽঙ্গেষু ধারয়েৎ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৪
রোমকূপৈর্যদা গচ্ছেদ্রসো নীল্যাস্তু কর্হিচিৎ।
পতিতস্তু ভবেদ্বিপ্রঃ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যতি ॥ ৫
নীলীদারু যদা ভিন্দ্যাদ্ব্রাহ্মণস্য শরীরকম্।
শোণিতং দৃশ্যতে তত্র দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৬
নীলীমধ্যে যদা গচ্ছেৎ প্রমাদাদ্ ব্রাহ্মণঃ কচিৎ।
অহোরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৭
নীলীরক্তেন বস্ত্রেণ যদন্নমুপনীয়তে।
অভোজ্যং তদ্দ্বিজাতীনাং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥৮
ভক্ষয়েদ্ যশ্চ নীলীস্তংপ্রমাদাদ্ ব্রাহ্মণঃ কচিৎ।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধিঃ স্যাদাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ ॥ ৯
যাবত্যাং বাপিতা নীলী তাবতী চাশুচির্ম্মহী।
প্রমাণং দ্বাদশাব্দানি অত ঊর্দ্ধং শুচির্ভবেৎ ॥ ১০

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

স্নানং রজস্বলায়াস্তু চতুর্থেঽহনি শস্যতে।
বৃত্তে রজসি গম্যা স্ত্রী নানিবৃত্তে কথঞ্চন ॥ ১
রোগেণ যদ্রজঃ স্ত্রীণামত্যর্থং হি প্রবর্ত্ততে।
অশুদ্ধাস্তু ন তেনেহ তাসাং বৈকারিকংহিতৎ ॥২

সাধ্বাচারা ন সা তাবদ্রজো যাবৎ প্রবর্ত্ততে।
বৃত্তে রজসি সাধ্বী স্যাদ্গৃহকর্ম্মণি চৈন্দ্রিয়ে॥ ৩
প্রথমেহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেহহনি শুধ্যতি॥ ৪
অন্ত্যজাতিশ্বপাকেন সংস্পৃষ্টা বৈ রজস্বলা।
অহানি তান্যতিকম্য প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্পয়েৎ॥৫
ত্রিরাত্রমুপবাসঃ স্যাৎ পঞ্চগব্যং বিশোধনম্।
নিশাং প্রাপ্যতুতাং যোনিং প্রজাকারঞ্চকারয়েৎ॥৬
রজস্বলাং ত্যজেৎ স্পৃষ্টাং শুনা চ শ্বপচেন চ।
ত্রিরাত্রোপোষিতা ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ৭
প্রথমেহহনি ষড়্রাত্রং দ্বিতীয়ে তু ত্র্যহস্তথা।
তৃতীয়ে চোপবাসস্তু চতুর্থে বহ্নিদর্শনাৎ॥ ৮
বিবাহে বিততে যজ্ঞে সংস্কারে চ কৃতে তথা।
রজস্বলা ভবেৎ কন্যা সংস্কারস্তু কথং ভবেৎ॥ ৯
স্নাপয়িত্বা তদা কন্যামন্যৈর্বস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম্।
পুনঃ প্রত্যাহুতিং হুত্বা শেষং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥১০
রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা প্লবকুক্কুটবায়সৈঃ।
সা ত্রিরাত্রোপবাসেন পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ১১
উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টা কদাচিৎ স্ত্রী রজস্বলা।
কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতে বিপ্রস্তথা দানেন শুধ্যতি॥ ১২
একশাখাসমারূঢ়া চাণ্ডালী বা রজস্বলা।
ব্রাহ্মণেন সমং তত্র সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ॥ ১৩
রজস্বলায়াঃ সংস্পর্শঃ কথঞ্চিজ্জায়তে শুনা।
রজোদিনান্ত যচ্ছেষস্তদুপোষ্য বিশুধ্যতি॥ ১৪
অশক্তা চেপবাসে তু স্নানং পশ্চাৎ সমাচরেৎ।
তত্রাপ্যশক্তা চৈকেন পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ॥ ১৫
উচ্ছিষ্টস্তু যদা বিপ্রঃ স্পৃশেন্মদ্যং রজস্বলাম্।
মদ্যং স্পৃষ্ট্বা চরেৎ কৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধন্তু রজস্বলাম্॥ ১৬
উদক্যাং সূতিকাং বিপ্র উচ্ছিষ্টঃ স্পৃশতে যদি।
কৃচ্ছ্রার্দ্ধন্তু চরেদ্বিপ্রঃ প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্॥ ১৭
চাণ্ডালৈঃ শ্বপচৈর্বাপি আত্রেয়ী স্পৃশতে যদি।
শেষাহাৎ ফালকৃষ্টেন পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ১৮
উদক্যা ব্রাহ্মণী শূদ্রামুদক্যাং স্পৃশ্যতে যদি।
অহোরাত্রোষিতা ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ১৯
এবঞ্চ ক্ষত্রিয়াং বৈশ্যাং ব্রাহ্মণী চেদ্রজস্বলাম্।
সচেলপ্লবনং কৃত্বা দিনস্যান্তে ঘৃতং পিবেৎ॥ ২০
স্ববর্ণেষু তু নারীণাং সদ্যঃ স্নানং বিধীয়তে।
এবমেব বিশুদ্ধিঃ স্যাদাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ॥২১
ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং সুরয়া যন্ন লিপ্যতে।
সুরাবিণ্মূত্রসংস্পৃষ্টং শুধ্যতে তাপলেখনৈঃ॥ ১
গবাঘ্রাতানি কাংস্যানি শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি তু।
দশভিঃ ক্ষারৈঃ শুধ্যন্তি শ্বকাকোপহতানি চ॥ ২
শৌচং সুবর্ণনারীণাং বায়ুসূর্য্যেন্দুরশ্মিভিঃ॥ ৩
রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকন্তু প্রদুষ্যতি।
অদ্ভির্মৃদা চ তন্মাত্রং প্রক্ষাল্য চ বিশুধ্যতি॥ ৪
শুষ্কমন্নমবিপ্রস্য পঞ্চরাত্রেণ জীর্য্যতি।
অন্নং ব্যঞ্জনসংযুক্তমর্দ্ধমাসেন জীর্য্যতি॥ ৫
পয়স্তু দধি মাসেন ষণ্মাসেন ঘৃতং তথা॥
সম্বৎসরেণ তৈলন্তু কোষ্ঠে জীর্য্যতি বা নবা॥ ৬
ভুঞ্জতে যে তু শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরম্।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং জায়ন্তে তে মৃতাঃ শুনি॥ ৭
শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণৈব সহাসনম্।
শূদ্রাৎ জ্ঞানাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥ ৮
আহিতাগ্নিস্তু যোবিপ্রঃ শূদ্রান্নান্ন নিবর্ত্ততে।
তথা তস্য প্রণশ্যন্তি আত্মা ব্রহ্ম ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥ ৯
শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অন্নাচ্ছুক্রস্য সম্ভবঃ॥ ১০
শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যঃ কশ্চিন্ম্রিয়তে দ্বিজঃ।
স ভবেচ্ছূকরো গ্রাম্যোমৃতঃ শ্বা বাথ জায়তে॥১১
ব্রাহ্মণস্য সদা ভুঙ্ক্তে ক্ষত্রিয়স্য তু পর্ব্বণি।
বৈশ্যস্য যজ্ঞদীক্ষায়াং শূদ্রস্য ন কদাচন॥ ১২
অমৃতং ব্রাহ্মস্যান্নং ক্ষত্রিয়স্য পয়ঃ স্মৃতম্।
বৈশ্যস্যাপ্যন্নমেবান্নং শূদ্রস্য রুধিরং স্মৃতম্॥১৩
বৈশ্বদেবেন হোমেন দেবতাভ্যর্চ্চনৈর্জ্জপৈঃ।
অমৃতং তেন বিপ্রান্নমৃগ্যজুঃসামসংস্কৃতম্॥ ১৪
ব্যবহারানুরূপেণ ধর্ম্মেণ চ্ছলবর্জ্জিতম্।
ক্ষত্রিয়স্য পয়স্তেন ভূতানাং যচ্চ পালনম্॥ ১৫
স্বকর্ম্মণা চ বৃষভৈরন্নুস্বত্যাদ্যশক্তিতঃ।
খলযজ্ঞাতিথিত্বেন বৈশ্যান্নস্তেন সংস্কৃতম্॥ ১৬
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য মদ্যপানরতস্য চ।
রুধিরং তেন শূদ্রান্নং বিধিমন্ত্রবিবর্জ্জিতম্॥ ১৭
আমমাংসং মধু ঘৃতং ধানাঃ ক্ষীরং তথৈব চ।
গুড়ং তক্রং সমং গ্রাহ্যং নিবৃত্তেনাপি শূদ্রতঃ॥ ১৮
শাকং মাংসং মৃণালানি তুম্বুরুঃ শক্তবস্তিলাঃ।
রসাঃ ফলানি পিণ্যাকং প্রতিগ্রাহ্যা হি সর্ব্বতঃ॥১৯
আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুধ্যেত দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ॥২০

দ্রব্যপাণিশ্চ শূদ্রেণ স্পৃষ্টোচ্ছিষ্টেন কর্হিচিৎ।
তদ্দ্বিজেন নভোক্তব্যমাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ॥২১

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ভুঞ্জানস্য তু বিপ্রস্য কদাচিৎ স্রবতে গুদম্।
উচ্ছিষ্টস্যাশুচেস্তস্য প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ॥ ১
পূর্ব্বং শৌচন্তু নির্ব্বর্ত্ত্য ততঃ পশ্চাদুপস্পৃশেৎ।
অহোরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ২
অশিত্বা সর্ব্বমেবান্নমকৃত্বা শৌচমাত্মনঃ।
মোহাদ্ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রন্তু যবান্ পীত্বা বিশুধ্যতি॥৩
প্রসৃতং যবশস্যেন পলমেকন্তু সর্পিষা।
পলানি পঞ্চ গোমূত্রং নাতিরিক্তবদাশয়েৎ॥ ৪
অলেহ্যানামপেয়ানামভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণে।
রেতোমূত্রপুরীষাণাং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ॥ ৫
পদ্মোদুম্বরবিল্বাশ্চ কুশাশ্বত্থপলাশকাঃ।
এতেষামুদকং পীত্বা ষাড়্‌রাত্রেণ বিশুধ্যতি॥ ৬
যে প্রত্যবসিতা বিপ্রাঃ প্রব্রজ্যাগ্নিজলাদিষু।
অনাশকনিবৃত্তাশ্চ গৃহস্থত্বং চিকীর্ষতঃ॥ ৭
চরেয়ুস্ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি ত্রীণি চান্দ্রায়ণানি বা।
জাতকর্ম্মাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ পুনঃ সংস্কারভাগিনঃ।
তেষাং সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণমথাপিবা॥ ৮

যদ্বেষ্টিতং কাকবলাকচিল্লৈ-
রমেধ্যলিপ্তঞ্চ ভবেচ্ছরীরম্।
শ্রোত্রে মুখেচ প্রবিশেচ্চ সম্যক্
স্নানেন লেপোপহতস্য শুদ্ধিঃ ৯

ঊর্দ্ধং নাভেঃ করৌ মুক্ত্বা যদঙ্গমুপহন্যতে।
ঊর্দ্ধং স্নানমধঃ শৌচং মার্জ্জনেনৈব শুধ্যতি॥ ১০
উপানহাবমেধ্যং বা যস্য সংস্পৃশতে মুখম্।
মৃত্তিকাশোধনং স্নানং পঞ্চগব্যং বিশোধনম্॥ ১১
দশাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো জন্মহানৌ স্বযোনিষু।
ষড়্‌ভিস্ত্রিভিরথৈকেন ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রযোনিষু॥ ১২
উপনীতং যদা ত্বন্নং ভোক্তারং সমুপস্থিতম্।
অপীতবৎ সমুৎসৃষ্টং ন দদ্যান্নৈব হোময়েৎ॥১৩
অন্নে ভোজনসম্পন্নে মক্ষিকাকেশদূষিতে।
অনন্তরং স্পৃশেদাপস্তচ্চান্নং ভস্মনা স্পৃশেৎ॥ ১৪
শুষ্কমাংসময়ং চান্নং শূদ্রান্নং বাপ্যকামতঃ।
ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রংচরেদ্বিপ্রোজ্ঞানাৎ কৃচ্ছ্রত্রয়ং চরেৎ॥১৫
অভুক্তে মুঞ্চতে যশ্চ ভুঞ্জন্ যশ্চাপি মুচ্যতে।
ভোক্তাচভোজকশ্চৈবপঙ্‌ক্ত্যাগচ্ছতিহূক্‌তম্॥১৬
যচ্চ ভুঙ্‌ক্তে তু ভুক্তং বা দুষ্টং বাপি বিশেষতঃ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ১৭
উদকে চোদকস্থস্তু স্থলস্থশ্চ স্থলে শুচিঃ।
পাদৌ স্থাপ্যোভয়ত্রৈব আচম্যোময়তঃ শুচিঃ॥১৮
উত্তীর্য্যাচম্য উদকাদবতীর্য্য উপস্পৃশেৎ।
এবন্তু শ্রেয়সা যুক্তো বরুণেনাভিপূজ্যতে॥ ১৯
অগ্ন্যগারে গবাং গোষ্ঠে ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ।
স্বাধ্যায়ে ভোজনে চৈব পাদুকানাংবিসর্জ্জনম্॥২০
জন্মপ্রভৃতিসংস্কারে শ্মশানান্তে চ ভোজনম্।
অসপিণ্ডৈর্ন কর্ত্তব্যং চূড়াকার্য্যে বিশেষতঃ॥ ২১
যাজকান্নং নবশ্রাদ্ধং সগ্রহে চৈব ভোজনম্।
স্ত্রীণাং প্রথমগর্ভে চ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥ ২২
ব্রহ্মৌদনে চ শ্রাদ্ধে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা।
অন্নশ্রাদ্ধে মৃতশ্রাদ্ধে ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥২৩
অপ্রজাতা তু নারী স্যান্নাশ্নীয়াদেব তদ্‌গৃহে।
অথ ভুঞ্জীত মোহাদ্ যঃ পূয়সং নরকং ব্রজেৎ॥২৪
অল্পেনাপি হি শুল্কেন পিতা কন্যাং দদাতি যঃ।
রৌরবে বহুবর্ষাণি পুরীষং মূত্রমশ্নুতে॥ ২৫
স্ত্রীধনানি চ যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
স্বর্ণং যানানি বস্ত্রাণি তে পাপাযান্ত্যধোগতিম্॥২৬
রাজান্নং তেজআদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্।
অসংস্কৃতন্তু যোভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্॥২৭
মৃতকে সূতকে চৈব গৃহীতে শশিভাস্করে।
হস্তিচ্ছায়ান্তু যোভুঙ্‌ক্তেপাপঃসপুরুষো ভবেৎ॥২৮
পুনর্ভূঃ পুনরেতা চ রেতোধা কামচারিণী।
আসাং প্রথমগর্ভেষু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥ ২৯
মাতৃঘ্নশ্চ পিতৃঘ্নশ্চ ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগঃ।
বিশেষাদ্ভুক্তমেতেষাং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥৩০
রজকব্যাধশৈলূষবেণুচর্ম্মোপজীবিনাম্।
ভুক্ত্বৈষাং ব্রাহ্মণশ্চান্নং শুদ্ধিং চান্দ্রায়ণেন তু॥৩১
উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ৩২
ব্রাহ্মণস্য সদাকালং শূদ্রে প্রেষণকারিণঃ।
ভূমাবন্নং প্রদাতব্যং যথৈব শ্বা তথৈব সঃ॥ ৩৩
অনূদকেষ্বরণ্যেষু চৌরব্যাঘ্রাকুলে পথি।
কৃত্বা মূত্রং পুরীষঞ্চ দ্রব্যহস্তঃ কথং শুচিঃ॥ ৩৪
ভূমাবন্নং প্রতিষ্ঠাপ্য কৃত্বা শৌচং যথার্হতঃ।
উৎসঙ্গে গৃহ্য পক্বান্নমুপস্পৃশ্য ততঃ শুচিঃ॥ ৩৫
মূত্রোচ্চারং দ্বিজঃ কৃত্বা অকৃত্বা শৌচমাত্মনঃ।

মোহাদ্ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রন্তু গব্যং পীত্বা বিশুধ্যতি॥৩৬
উদক্যাং যদি গচ্ছেত্তু ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
চান্দ্রায়ণেন শুধ্যেত ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনৈঃ॥৩৭
ভুক্তোচ্ছিষ্টস্ত্বনাচান্তশ্চাণ্ডালৈঃ শ্বপচেন বা।
প্রমাদাদ্ যদি সংস্পৃষ্টো ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ॥৩৮
স্নাত্বা ত্রিষবনং নিত্যং ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
স ত্রিরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥৩৯
চণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টো যশ্চাপঃ পিবতি দ্বিজঃ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা ত্রিষবনেন শুধ্যতি॥৪০
সায়ং প্রাতস্ত্বহোরাত্রং পাদং কৃচ্ছ্রস্য তং বিদুঃ।
সায়ং প্রাতস্তথৈবৈকং দিনদ্বয়মযাচিতম্॥৪১
দিনদ্বয়ঞ্চ নাশ্নীয়াৎ কৃচ্ছ্রার্দ্ধং তদ্বিধীয়তে।
প্রায়শ্চিত্তং লঘু হ্যেতন্ন্যায়েষু তু যথার্হতঃ॥৪২
কৃষ্ণাজিনতিলগ্রাহী হস্ত্যশ্বানাঞ্চ বিক্রয়ী।
প্রেতনির্যাতকশ্চৈব ন ভূয়ঃ পুরুষোভবেৎ॥৪৩

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ॥৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

আচান্তোঽপ্যশুচিস্তাবদ্ যাবন্নোদ্ধ্রিয়তেজলম্।
উদ্ধৃতেঽপ্যশুচিস্তাবদ্ যাবদ্ভূমির্ন লিপ্যতে॥১
ভূমাবপি চ লিপ্তায়াং তাবৎ স্যাদশুচিঃ পুমান্।
আসনাদুত্থিতস্তস্মাদ্ যাবন্নাক্রমতে মহীম্॥২
ন যমং যমমিত্যাহুরাত্মা বৈ যম উচ্যতে।
আত্মা সংযমিতো যেন তং যমঃ কিং করিষ্যতি॥৩
ন তথাসিস্তথা তীক্ষ্ণঃ সর্পো বা দুরধিষ্ঠিতঃ।
যথা ক্রোধোহি জন্তূনাং শরীরস্থো বিনাশকঃ॥৪
ক্ষমা গুণোহি জন্তূনামিহামুত্রসুখপ্রদঃ।
একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে।
যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ॥৫
ন শক্তিশাস্ত্রাভিরতস্য মোক্ষো
নচৈব রম্যাবসথপ্রিয়স্য।
ন ভোজনাচ্ছাদনতৎপরস্য
একান্তশীলস্য দৃঢ়ব্রতস্য॥৬
মোক্ষো ভবেৎ প্রীতিনিবর্ত্তকস্য
অধ্যাত্মযোগৈকরতস্য সম্যক্।
মোক্ষো ভবেন্নিত্যমহিংসকস্য
স্বাধ্যায়যোগাগতমানসস্য॥৭
ক্রোধযুক্তো যদ্ যজতে যজ্জুহোতি যদর্চ্চতি।
সর্ব্বং হরতি তত্তস্য আমকুম্ভইবোদকম্॥৮
অপমানাত্তপোবৃদ্ধিঃ সম্মানাত্তপসঃ ক্ষয়ঃ।
অর্চ্চিতঃ পূজিতো বিপ্রো দুগ্ধা গৌরিবসীদতি॥৯
আপ্যায়তে যথা ধেনুস্তৃণৈরমৃতসম্ভবৈঃ।
এবং জপৈশ্চ হোমৈশ্চ পুণ্যৈরাপ্যায়তে দ্বিজঃ॥১০
মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥১১
রজকব্যাধশৈলূষবেণুচর্ম্মোপজীবিনাম্।
যোভুঙ্ক্তে ভক্তমেতেষাংপ্রাজাপত্যংবিশোধনম্॥১২
অগম্যাগমনং কৃত্বা অভক্ষস্য চ ভক্ষণম্।
শুদ্ধিং চান্দ্রায়ণং কৃত্বা অথবোক্তং তথৈবচ॥১৩
অগ্নিহোত্রং ত্যজেদ্ যস্তু স নরোবীরহা ভবেৎ।
তস্য শুদ্ধির্বিধাতব্যা নান্যা চান্দ্রায়ণাদৃতে॥১৪
বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরামৃতসূতকে।
সদ্যঃ শুদ্ধিং বিজানীয়াৎ পূর্ব্বংসঙ্কল্পিতং চরেৎ॥১৫
দেবদ্রোণ্যাং বিবাহেষু যজ্ঞেষু প্রততেষু চ।
কল্পিতং সিদ্ধমন্নাদ্যং নাশৌচং মৃতসূতকে॥১৬

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ॥১০॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

সম্বর্ত্ত সংহিতা ।

সম্বর্ত্তমেকমাসীনমাত্মবিদ্যাপরায়ণম্ ।
ঋষয়স্তু সমাগম্য পপ্রচ্ছুর্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামঃ শ্রেয়স্কর্ম্ম দ্বিজোত্তম ।
যথাবদ্ধর্ম্মমাচক্ষ্ব শুভাশুভবিবেচনম্ ॥ ২
বামদেবাদয়ঃ সর্ব্বে তমপৃচ্ছন্ মহৌজসম্ ।
তানব্রবীন্মুনীন্ সর্ব্বান্ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি ॥৩
স্বভাবাদ্ যত্র বিচরেৎ কৃষ্ণসারঃ সদা মৃগঃ ।
ধর্ম্ম্যদেশঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিজানাং ধর্ম্মসাধনম্ ॥৪
উপনীতঃ সদা বিপ্রো গুরোস্তু হিতমাচরেৎ ।
স্রগ্‌গন্ধমধুমাংসানি ব্রহ্মচারী বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫
সন্ধ্যাং প্রাতঃ সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি ।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যামর্দ্ধাস্তমিতভাস্করে ॥৬
তিষ্ঠন্ পূর্ব্বাং জপং কুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাংজপংকুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥৭
অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যান্মেধাবী তদনন্তরম্ ।
ততোঽধীয়ীত বেদন্তু বীক্ষমাণো গুরোর্ম্মুখম্ ॥৮
প্রণবং প্রাক্ প্রযুঞ্জীত ব্যাহৃতিস্তদনন্তরম্ ।
গায়ত্রীঞ্চানুপূর্ব্বেণ ততোবেদং সমারভেৎ ॥ ৯
হস্তৌ সুসংযতৌ কার্য্যৌ জানুভ্যামুপরিস্থিতৌ ।
গুরোরনুমতং কুর্য্যাৎ পঠন্নান্যমতির্ভবেৎ ॥ ১০
সায়ং প্রাতস্তু ভিক্ষেত ব্রহ্মচারী সদা ব্রতী ।
নিবেদ্যগুরবেঽশ্নীয়াৎপ্রাঙ্মুখোবাগ্‌যতঃশুচিঃ॥১১
সায়ং প্রাতর্দ্বিজাতীনামশনং শ্রুতিচোদিতম্ ।
নান্তরা ভোজনং কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমো বিধিঃ ॥১২
আচম্যৈব তু ভুঞ্জীত ভুক্ত্বা চোপস্পৃশেদ্দ্বিজঃ ।
অনাচান্তস্তুযোঽশ্নীয়াৎপ্রায়শ্চিত্তীয়তে তু সঃ ।
অনাচান্তঃ পিবেদ্যস্তু যোঽপিবা ভক্ষয়েদ্দ্বিজঃ ।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু জপং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥ ৪
অকৃত্বা পাদশৌচন্তু তিষ্ঠন্ মুক্তশিখোঽপিবা ।
বিনা যজ্ঞোপবীতেন আচান্তোঽপ্যশুচির্দ্বিজঃ॥১৫
আচামেদ্ ব্রাহ্মতীর্থেন সোপবীতী হ্যুদঙ্মুখঃ ।
উপবীতীদ্বিজোনিত্যংপ্রাঙ্মুখোবাগ্‌যতঃশুচিঃ ১৬
জলে জলস্থ আচামেৎ স্থলাচান্তোবহিঃ শুচিঃ ।
বহিরন্তস্তু আচান্ত এবং শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
আমণিবন্ধনাদ্ধস্তৌ পাদাবদ্ভির্বিশোধয়েৎ ॥ ১৮
অশব্দাভিরনুষ্ণাভিঃ স্ববর্ণরসগন্ধিভিঃ ।
হৃদ্গতাভিরফেনাভিস্ত্রিশ্চতুর্ব্বাদ্ভিরাচমেৎ ।
পরিমৃজ্য দ্বিরাস্যন্তু দ্বাদশাঙ্গানি চ স্পৃশেৎ ॥ ১৯
স্নাত্বা পীত্বা তথা ভুক্ত্বা স্পৃষ্ট্বা চৈব দ্বিজোত্তমাঃ ।
অনেন বিধিনা বিপ্রআচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥২০
শূদ্রঃ শুধ্যতি হস্তেন বৈশ্যো দন্তেষু বারিভিঃ ।
কণ্ঠাগতৈঃ ক্ষত্রিয়স্তু আচান্তঃ শুচিতা মিয়াৎ ॥২১
আসনারূঢ়পাদশ্চ কৃতাবসক্‌থিকস্তথা ।
আরূঢ়পাদকো বাপি ন শুধ্যতি কদাচন ॥ ২২
উপাসীত ন চেৎ সন্ধ্যামগ্নিকার্য্যং নবা কৃতম্ ।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু জপেৎ স্নাত্বা সমাহিতঃ ॥ ২৩
সূতকান্নং নবশ্রাদ্ধং মাসিকান্নং তথৈব চ ।
ব্রহ্মচারী তু যোঽশ্নীয়াত্ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥২৪
ব্রহ্মচারী তু যো গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং কামপ্রপীড়িতঃ ।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রমথবৈকং সুযন্ত্রিতঃ ॥ ২৫
ব্রহ্মচারী তু যোঽশ্নীয়ান্মধুমাংসং কথঞ্চন ।
প্রাজাপত্যন্তু কৃত্বাসৌ মৌঞ্জীহোমেনশুধ্যতি ॥২৬
নির্ব্বপেচ্চ পুরোডাশং ব্রহ্মচারী চ পর্ব্বণি ।
মন্ত্রৈঃ শাকলহোমান্তৈরগ্নাবাজ্যঞ্চ হোময়েৎ ॥২৭
ব্রহ্মচারী তু যঃ স্কন্দেৎ কামতঃ শুক্রমাত্মনঃ ।
অবকীর্ণী ব্রতং কুর্য্যাৎ স্নাত্বা শুধ্যেদকামতঃ ॥২৮
ভিক্ষাটনমতঃ কৃত্বা স্বস্থো হ্যেকাত্মনঃ শ্রুতিঃ ।
অস্নাত্বা চৈব যোভুঙ্‌ক্তেগায়ত্র্যষ্টশতংজপেৎ ॥২৯
শূদ্রহস্তেন যোঽশ্নীয়াৎপানীয়ং বা পিবেৎ ক্বচিৎ ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৩০
শুষ্কপর্য্যুষিতোচ্ছিষ্টং ভুক্ত্বান্নং কেশদূষিতম্ ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৩১
শূদ্রাণাং ভাজনে ভুক্ত্বা ভুক্ত্বা বা ভিন্নভাজনে ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৩২

দিবা স্বপিতি যঃ স্বস্থো ব্রহ্মচারী কথঞ্চন।
স্নাত্বা সূর্য্যং সমভ্যর্চ্চ গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ ॥৩৩
এষ ধর্ম্মঃ সমাখ্যাতঃ প্রথমাশ্রমবাসিনাম্।
এবং সংবর্ত্তমানস্তু প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥৩৪
অথ দ্বিজোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ সবর্ণাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
কুলে মহতি সম্ভূতাং লক্ষণৈশ্চ সমন্বিতাম্।
ব্রাহ্মেণৈব বিবাহেন শীলরূপগুণান্বিতাম্ ॥ ৩৫
পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ কুর্য্যাদহরহর্দ্বিজঃ।
ন হাপয়েৎ কচিদ্দ্বিপ্রঃ শ্রেয়স্কামঃ কদাচন ॥৩৬
হানিং তস্য তু কুর্ব্বীত সদা মরণজন্মনোঃ ॥ ৩৭
বিপ্রো দশাহমাসীত দানাধ্যয়নবর্জ্জিতঃ।
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশৈব তু।
শূদ্রঃ শুধ্যতি মাসেন সম্বর্ত্তবচনং যথা ॥ ৩৮
প্রেতস্য তু জলং দেয়ং স্নাত্বা চ গোত্রজৈর্ব্বহিঃ।
প্রথমেঽহ্নি তৃতীয়ে চ সপ্তমে নবমে তথা ॥ ৩৯
চতুর্থে সঞ্চয়ং কুর্য্যাৎ সর্ব্বৈস্তু গোত্রজৈঃ সহ।
ততঃ সঞ্চয়নাদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে ॥ ৪০
চতুর্থেঽহনি বিপ্রস্য ষষ্ঠে বৈ ক্ষত্রিয়স্য চ।
অষ্টমে দশমে চৈব স্পর্শঃ স্যাদ্বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥ ৪১
জাতস্যাপি বিধির্দৃষ্ট এষ এব মনীষিভিঃ।
দশরাত্রেণ শুধ্যন্তি বৈশ্বদেববিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪২
পুত্রে জাতে পিতুঃ স্নানং সচেলন্তু বিধীয়তে।
মাতা শুধ্যেদ্দশাহেন স্নাতস্য স্পর্শনং পিতুঃ ॥৪৩
হোমস্তত্র তু কর্ত্তব্যঃ শুষ্কান্নেন ফলেন চ।
পঞ্চযজ্ঞবিধানন্তু ন কার্য্যং মৃত্যুজন্মনোঃ ॥ ৪৪
দশাহাত্তু পরং সম্যগ্ বিপ্রোঽধীয়ীত ধর্ম্মবিৎ।
দানঞ্চ বিধিনা দেয়মশুভান্তকরং শুভম্ ॥ ৪৫
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি দয়িতং গৃহে।
তত্তদ্গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৪৬
নানাবিধানি দ্রব্যানি ধান্যানি সুবহূনি চ।
সমুদ্রজানি রত্নানি নরো বিগতকল্মষঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় মহতে প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্ ॥৪৭
গন্ধমাভরণং মাল্যং য প্রযচ্ছতি ধর্ম্মবিৎ।
স সুগন্ধঃ সদা হৃষ্টো যত্র তত্রোপজায়তে ॥ ৪৮
শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় ত্বর্থিনে চ বিশেষতঃ।
যদ্দানং দীয়তে ভক্ত্যা তত্তবেত্তু মহৎ ফলম্ ॥৪৯
আহূয় শীলসম্পন্নং শ্রুতেনাভিজনেন চ।
শুচির্ব্বিপ্রং মহাপ্রাজ্ঞো হব্যকব্যেষু পুজয়েৎ ॥৫০
নানাবিধানি দ্রব্যাণি রসবন্তীপ্সিতানি চ।
শ্রেয়স্কামেন দেয়ানি স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৫১

বস্ত্রদাতা সুবেশঃ স্যাদ্রৌপ্যদো রূপমেব হি।
হিরণ্যদো মহচ্চায়ুর্লভেত্তেজশ্চ মানবঃ ॥ ৫২
ভূতাভয়প্রদানেন সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ।
দীর্ঘমায়ুশ্চ লভতে সুখী চৈব তথা ভবেৎ ॥ ৫৩
ধান্যোদকপ্রদায়ী চ সর্পির্দ্দঃ সুখমশ্নুতে।
অলঙ্কৃত্য ত্বলঙ্কারং দত্ত্বা প্রাপ্নোতি তৎফলম্ ॥৫৪
ফলমূলানি বিপ্রায় শাকানি বিবিধানি চ।
সুরভীণি চ পুষ্পাণি দত্ত্বা প্রাজ্ঞঃ স জায়তে ॥ ৫৫
তাম্বূলং চৈব যো দদ্যাদ্ব্রাহ্মণেভ্যো বিচক্ষণঃ।
মেধাবী সুভগঃ প্রাজ্ঞো দর্শনীয়শ্চ জায়তে ॥ ৫৬
পাদুকোপানহৌ চ্ছত্রং শয়নান্যাসনানি চ।
বিবিধানি চ যানানি দত্ত্বা দিব্যগতির্ভবেৎ ॥ ৫৭
দদ্যাচ্চ শিশিরে ত্বগ্নিং বহুকাষ্ঠং প্রযত্নতঃ।
কায়াগ্নিদীপ্তিং প্রাজ্ঞত্বং রূপসৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৫৮
ঔষধং স্নেহমাহারং রোগিণাং রোগশান্তয়ে।
দত্ত্বা স্যাদ্রোগরহিতঃ সুখী দীর্ঘায়ুরেব চ ॥ ৫৯
ইন্ধনানি চ যো দদ্যাদ্বিপ্রেভ্যঃ শিশিরাগমে।
নিত্যং জয়তি সংগ্রামে শ্রিয়া যুক্তস্তু দীপ্যতে ৬০
অলঙ্কৃত্য তু যঃ কন্যাং বরায় সদৃশায় বৈ।
ব্রাহ্মীয়েণ বিবাহেন দদ্যাত্তান্তু সুপূজিতাম্ ॥ ৬১
স কন্যায়াঃ প্রদানেন শ্রেয়ো বিন্দতি পুষ্কলম্।
সাধুবাদং লভেৎসদ্ভিঃ কীর্ত্তিং প্রাপ্নোতি পুষ্কলাম্ ৬২
জ্যোতিষ্টোমাদিসত্রাণাং শতং শতগুণীকৃতম্।
প্রাপ্নোতি পুরুষো দত্ত্বা হোমমন্ত্রৈস্তু সংস্কৃতাম্ ৬৩
অলঙ্কৃত্য পিতা কন্যাং ভূষণাচ্ছাদনাসনৈঃ।
দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নোতি পূজিতস্তু সুরাদিষু ॥ ৬৪ ॥
রোমদর্শনসংপ্রাপ্তে সোমো ভুঙ্‌ক্তেঽথ কন্যক
রজোদৃষ্ট্বা তু গন্ধর্ব্বঃ কুচৌ দৃষ্ট্বা তু পাবকঃ ॥৬৫
অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অতউর্দ্ধং রজস্বলা ॥ ৬৬
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥
তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোঽষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে ॥ ৬৮
তৈলমাস্তরণং প্রাজ্ঞঃ পাদাভ্যঙ্গং দদাতি যঃ।
প্রহৃষ্টমানসো লোকে সুখী চৈব সদা ভবেৎ ॥
অনড্বাহৌ চ যো দদ্যাৎ কীলসীরেণ সংযুতৌ
অলঙ্কৃত্য যথাশক্ত্যা ধুর্ব্বহৌ শুভলক্ষণৌ ॥ ৭০
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সর্ব্বকামসমন্বিতঃ।
বর্ষাণি বসতি স্বর্গে রোমসংখ্যাপ্রমাণতঃ ॥ ৭১

ধেনুঞ্চ যো দ্বিজে দদ্যাদলঙ্কৃত্য পয়স্বিনীম্।
কাংস্যবস্ত্রাদিভির্যুক্তাং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৭২
ভূমিং শস্যবতীং শ্রেষ্ঠাং ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
গাং দত্বার্দ্ধপ্রসূতাঞ্চ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৭৩
অগ্নেরপত্যং প্রথমং সুবর্ণং
ভূর্বৈষ্ণবী সূর্য্যসুতাশ্চ গাবঃ।
লোকাস্ত্রয়স্তেন ভবন্তি দত্তাঃ
যঃ কাঞ্চনং গাঞ্চ মহীঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ৭৪
যাবন্তি শস্যমূল্যানি আরোপ্যাণি চ সর্ব্বশঃ।
তাবন্তি বর্ষাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৭৫
সর্ব্বেষামেব দানানামেকজন্মানুগং ফলম্।
হাটকক্ষিতিগৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলম্ ॥ ৭৬
যো দদাতি স্বর্ণরৌপ্যৈর্হেমশৃঙ্গীমরোগিণীম্।
সবৎসাং বাসসা বীতাং সুশীলাঙ্গাং পয়স্বিনীম্৭৭
তস্যাং যাবন্তি রোমাণি সবৎসায়াং দিবং গতঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স নরো ব্রহ্মণোঽন্তিকে ॥ ৭৮
যো দদাতি বলীবর্দ্দমুক্তেন বিধিনা শুভম্।
দশগুণং গোপ্রদানেন ফলাদ্দশগুণং ফলম্ ॥ ৭৯
জলদস্তৃপ্তিমতুলাং বিতৃষ্য সর্ব্ববস্তুষু।
অন্নদঃ সুখমাপ্নোতি সুতৃপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু ॥ ৮০
সর্ব্বেষামেব দানানামন্নদানং পরং স্মৃতম্।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং যতস্তজ্জীবিতং ফলম্ ॥ ৮১
যস্মাদন্নাৎ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ কল্পেকল্পেঽসৃজৎ প্রভুঃ।
তস্মাদন্নাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥৮২
অন্নদানাৎ পরং দানং বিদ্যতে ন হি কিঞ্চন।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে জীবন্তি চ ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩
কৃত্তিকাং গোশকৃদ্দর্ভানুপবীতং যথোত্তরম্।
দত্ত্বা গুণাগ্র্যবিপ্রায় কুলে মহতি জায়তে ॥ ৮৪
মুখবাসঞ্চ যো দদ্যাদ্দন্তধাবনমেব চ।
শুচিগন্ধসমাযুক্তো বাক্পটুঃ স সদা ভবেৎ ॥৮৫
পাদশৌচস্তু যো দদ্যাত্তথাচ গুদলিঙ্গয়োঃ।
যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রায় শুদ্ধবুদ্ধিঃ সদা ভবেৎ ॥ ৮৬
ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ম্।
যঃ প্রযচ্ছতি রোগিভ্যঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ ॥৮৭
গুড়মিক্ষুরসঞ্চৈব লবণং ব্যঞ্জনানি চ।
সুরভীণি চ পানানি দত্ত্বাত্যন্তসুখী ভবেৎ ॥ ৮৮
দানৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যক্ পুণ্যমেতদুদাহৃতম্।
বিদ্যাদানেন পুণ্যেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৮৯
অন্যোন্যান্নপ্রদা বিপ্রা অন্যোন্যপ্রতিপূজকাঃ।
অন্যোন্যং প্রতিগৃহ্নন্তি তারয়ন্তি তরন্তি চ ॥ ৯০

দানান্যেতানি দেয়ানি হ্যন্নানি চ বিশেষতঃ।
দীনান্ধকৃপণাদিভ্যঃ শ্রেয়স্কামেন ধীমতা ॥ ৯১
ব্রহ্মচারিযতিভ্যশ্চ বপনং যস্তু কারয়েৎ।
নখকর্ম্মাদিকঞ্চৈব চক্ষুষ্মান্ জায়তে নরঃ ॥ ৯২
দেবাগারে দ্বিজাতীনাং দীপং দদ্যাচ্চতুষ্পথে।
মেধাবিজ্ঞানসম্পন্নশ্চক্ষুষ্মান্ জায়তে নরঃ ॥ ৯৩
নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে তিলান্ দত্বাতুশক্তিতঃ।
প্রজাবান্ পশুমাংশ্চৈব ধনবান্ জায়তে নরঃ ৯৪
যো দদাত্যর্থিতো বিপ্রে যত্তৎ সংপ্রতিপাদিতে।
তৃণকাষ্ঠাদিকঞ্চৈব গোপ্রদানসমং ভবেৎ ॥ ৯৫
কৃত্বা গার্হ্যাণি কর্ম্মাণি স্বভার্য্যাপোষণে নরঃ।
ঋতুকালাভিগামী স্যাৎপ্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥৯৬
উষিত্বৈবং গৃহে বিপ্রো দ্বিতীয়াদাশ্রমাৎ পরম্।
বলীপলিতসংযুক্তস্তৃতীয়ন্তু সমাশ্রয়েৎ ॥ ৯৭
গচ্ছেদেবং বনং প্রাজ্ঞঃ স্বভার্য্যাং সহচারিণীম্।
গৃহীত্বা চাগ্নিহোত্রঞ্চ হোমং তত্র ন হাপয়েৎ ॥৯৮
কুর্য্যাচ্চৈব পুরোডাশং বন্যৈর্মেধ্যৈর্যথাবিধি।
ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাচ্ছাকমূলফলানি চ ॥ ৯৯
কুর্য্যাদধ্যয়নং নিত্যমগ্নিহোত্রপরায়ণঃ।
ইষ্টিং পার্ব্বায়ণীয়াঞ্চ প্রকুর্য্যাৎ প্রতিপর্ব্বসু ॥ ১০০
উষিত্বৈবং বনে সম্যগ্বিধিজ্ঞঃ সর্ব্ববস্তুষু।
চতুর্থমাশ্রমং গচ্ছেদ্ধুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১০১
অগ্নিমাত্মনি সংস্থাপ্য দ্বিজঃ প্রব্রজিতো ভবেৎ।
বেদাভ্যাসরতো নিত্যমাত্মবিদ্যাপরায়ণঃ ॥ ১০২
অষ্টৌ ভিক্ষাঃ সমাদায় স মুনিঃ সপ্ত পঞ্চ বা।
অদ্ভিঃ প্রক্ষাল্য তৎসর্ব্বং ভুঞ্জীতচ সমাহিতঃ॥১০৩
অরণ্যে নির্জ্জনে বিপ্রঃ পুনরাসীত ভুক্তবান্।
একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং মনোবাক্কায়সংযতঃ ॥ ১০৪
মৃত্যুঞ্চ নাভিনন্দেত জীবিতং বা কথঞ্চন।
কালমেব প্রতীক্ষেত যাবতায়ুঃ সমাপ্যতে ॥১০৫
সংসেব্য চাশ্রমানেতান্ জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি বেদশাস্ত্রার্থবিদ্দ্বিজঃ ॥ ১০৬
আশ্রমেষু চ সর্ব্বেষু হ্যুক্তঃ প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ।
অথাভিবক্ষ্যে পাপানাং প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি॥১০৭
ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
মহাপাতকিনস্ত্বেতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥ ১০৮
ব্রহ্মঘ্নস্তু বনং গচ্ছেৎ বল্কবাসা জটী ধ্বজী।
বন্যান্যেব ফলান্যশ্নন্ সর্ব্বকামবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০৯
ভিক্ষার্থী চ চরেদ্গ্রামং বন্যৈর্যদি ন জীবতি।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং চরেদ্ভৈক্ষং খট্বাঙ্গীসংযতঃ পুমান্॥১১০

ভৈক্ষঞ্চৈব সমাদায় বনং গচ্ছেত্ততঃ পুনঃ।
বনবাসী সপাপশ্চ সদাকালমতন্দ্রিতঃ ॥ ১১১
ধ্যাপয়ন্নেব তৎপাপং ব্রহ্মঘ্নঃ পাপকৃন্নরঃ।
অনেন তু বিধানেন দ্বাদশাব্দব্রতঞ্চরেৎ ॥ ১১২
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ব্রহ্মহত্যাপনোদায় ততোমুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥১১৩
অতঃ পরং সুরাপস্য প্রবক্ষ্যামি বিনিষ্কৃতিম্।
শ্রোতুমিচ্ছত ভোবিপ্রাবেদশাস্ত্রানুরূপিকাম্॥১১৪
গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বীবিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকা তথা সর্ব্বা ন পাতব্যাদ্বিজৈঃসদা॥১১৫
সুরাপস্তু সুরাং তপ্তাং পিবেত্তৎপাপমোক্ষকঃ।
গোমূত্রমগ্নিবর্ণঞ্চ গোমরং বা তথাবিধম্ ॥ ১১৬
ঘৃতঞ্চৈব সুতপ্তঞ্চ ক্ষীরং বাপি তথাবিধম্।
বৎসরং বা কণানশ্নন্ সর্ব্বকামবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১১৭
চান্দ্রায়ণাণি বা ত্রীণি সুরাপী ব্রতমাচরেৎ।
মুচ্যতে তেন পাপেন প্রায়শ্চিত্তে কৃতে সতি॥১১৮
এবং শুদ্ধিঃ সুরাপস্য ভবেদিতি ন সংশয়ঃ।
মদ্যভাণ্ডোদকং পীত্বা পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ১১৯
স্তেয়ং কৃত্বা সুবর্ণস্য রাজ্ঞে শংসেত মানবঃ।
ততোমুষলমাদায় স্তেনং হন্যাত্ততোনৃপঃ ॥ ১২০
যদি জীবতি স স্তেনস্ততস্তেয়াৎ প্রমুচ্যতে।
অরণ্যে চীরবাসা বা চরেদ্ব্রহ্মহণোব্রতম্ ॥ ১২১
সমালিঙ্গেৎ স্ত্রিয়ং বাপি দীপ্তাং কৃত্বায়সা কৃতাম্।
এবং শুদ্ধঃ কৃতা স্তেয়ে সম্বর্ত্তবচনং যথা ॥ ১২২
গুরুতল্পে শয়ানস্তু তল্পে স্বপ্যাদয়োময়ে।
চান্দ্রায়ণানি বা কুর্য্যাচ্চত্বারি ত্রীণি বা দ্বিজঃ।
ততোবিমুচ্যতেপাপাৎপ্রায়শ্চিত্তে কৃতেসতি॥১২৩
এভিঃ সম্পর্কমায়াতি যঃ কশ্চিৎ পাপমোহিতঃ।
ষণ্মাসাদধিকং বাপি পূর্ব্বোক্তব্রতমাচরেৎ॥১২৪
মহাপাতকিসংযোগে ব্রহ্মহত্যাদিভির্নরঃ।
তৎপাপস্য বিশুদ্ধ্যর্থং তস্য তস্য ব্রতঞ্চরেৎ ॥১২৫
ক্ষত্রিয়স্য বধং কৃত্বা ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্বিশুধ্যতি।
কুর্য্যাচ্চৈবানুরূপেণ ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি সংযতঃ ॥১২৬
বৈশ্যহত্যান্তু সংপ্রাপ্তঃ কথঞ্চিৎ কামমোহিতঃ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং কুর্ব্বীত স নরো বৈশ্যঘাতকঃ॥১২৭
কুর্য্যাচ্ছূদ্রবধং প্রাপ্তস্তপ্তকৃচ্ছ্রং যথাবিধি ॥ ১২৮
গোঘ্নস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি নিষ্কৃতিং তত্ত্বতঃ পুমান্।
গোঘ্নঃকুর্ব্বীতসংস্থানংগোষ্ঠেগোরূপসংস্থিতে॥১২৯
তত্রৈব ক্ষিতশায়ী স্যান্মাসার্দ্ধং সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
শক্তুযাবকপিণ্যাকপয়োদধি সকৃন্নরঃ ॥ ১৩০
এতানি ক্রমতোঽশ্নীয়াদ্দ্বিজস্তু পাপমোক্ষকঃ।
শুধ্যতে সার্দ্ধমাসেন নখলোমবিবর্জ্জিতঃ ॥১৩১
স্নানং ত্রিষবণং চাস্য গবামনুগমস্তথা।
এতৎ সমাহিতঃ কুর্য্যান্নরোবিগতমৎসরঃ ॥১৩২
সাবিত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ।
ততশ্চীর্ণব্রতঃ কুর্য্যাদ্বিপ্রাণাং ভোজনং পরম্॥১৩৩
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু গাঞ্চ দদ্যাৎ সদক্ষিণাম্॥১৩৪
ব্যাপাদিতেষু বহুষু বন্ধনে রোধনেঽপিবা।
দ্বিগুণং গোব্রতং তস্য প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে॥১৩৫
একাচেদ্বহুভিঃকৈশ্চিদ্দৈবাদ্ব্যাপাদিতাকচিৎ।
পাদং পাদন্তু হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥১৩৬
যন্ত্রণে গো চিকিৎসার্থে মূঢ়গর্ভ বিমোচনে।
যদি তত্র বিপত্তিঃ স্যান্ন স পাপেন লিপ্যতে॥১৩৭
নিশাবন্ধনিরুপেষু সর্পব্যাঘ্রহতেষু চ।
অগ্নিবিদ্যুন্নিপাতেন প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥১৩৮
প্রায়শ্চিত্তস্য পাদন্তু রোধেষু ব্রতমাচরেৎ।
দ্বৌ পাদৌ বন্ধনে চৈব পাদোনং কুট্টনে তথা॥১৩৯
পাষাণৈর্লগুড়ৈর্দণ্ডৈস্তথা শস্ত্রাদিভির্নরঃ।
নিপাতনে চরেৎ সর্ব্বং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে॥১৪০
গজঞ্চ তুরগং হত্বা মহিষোষ্ট্রকপিস্তথা।
এষু কুর্ব্বীত সর্ব্বেষু সপ্তরাত্রমভোজনম্ ॥ ১৪১
ব্যাঘ্রং শ্বানং তথা সিংহমৃক্ষং শূকরমেব চ।
এতান্ হত্বা দ্বিজঃ কৃচ্ছ্রংব্রাহ্মণানাঞ্চভোজনম্॥১৪২
সর্ব্বাসামেব জাতীনাং মৃগাণাং বনচারিণাম্।
ত্রিরাত্রোপোষিতস্তিষ্ঠেজ্জপন্বৈজাতবেদসম্॥১৪৩
হংসং কাকং বলাকঞ্চ পারাবতমথাপিবা।
সারসঞ্চাসভাসঞ্চ হত্বা ত্রিদিবসং ক্ষিপেৎ ॥১৪৪
চক্রবাকং তথা ক্রৌঞ্চং সারিকাশুকতিত্তিরিম্।
শ্যেনগৃধ্রাবুলূকঞ্চ কপোতকমথাপিবা ॥ ১৪৫
টিট্টিভং জালপাদঞ্চ কোকিলং কুক্কুটং তথা।
এবং পক্ষিষু সর্ব্বেষু দিনমেকমভোজনম্ ॥ ১৪৬
মণ্ডূকঞ্চৈব হত্বা চ সর্পমার্জ্জারমূষিকম্।
ত্রিরাত্রোপোষিতস্তিষ্ঠেৎকুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্।
অনস্থীন্ ব্রাহ্মণোহত্বা প্রাণায়ামেন শুধ্যতি।
অস্থিমতোবধে বিপ্রঃ কিঞ্চিদ্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥১৪৮
চাণ্ডালীংযোদ্বিজোগচ্ছেৎকথঞ্চিৎকামমোহিতঃ।
ত্রিভিঃকৃচ্ছ্রৈর্ব্বিশুধ্যেতপ্রাজাপত্যানুপূর্ব্বকৈঃ॥১৪৯
পুক্কসীগমনং কৃত্বা কামতোঽকামতোঽপিবা।
কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং তস্য পাবনং পরমং স্মৃতম্॥১৫০
নটীং শৈলূষিকীঞ্চৈব রজকীং বেণুজীবিনীম্।

গত্বা চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাত্তথা চর্ম্মোপজীবিনীম্॥১৫১
ক্ষত্রিয়ামথ বৈশ্যাং বা গচ্ছেদ্যঃ কামমোহিতঃ।
তস্য সান্তপনং কৃচ্ছ্রং ভবেৎপাপাপনোদকম্॥১৫২
শূদ্রীং তু ব্রাহ্মণোগত্বা মাসং মাসার্দ্ধমেব বা।
গোমূত্রযাবকাহারো মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি॥ ১৫৩
বিপ্রস্তু ব্রাহ্মণীং গত্বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ।
ক্ষত্রিয়াং ক্ষত্রিয়োগত্বা তদেব ব্রতমাচরেৎ॥ ১৫৪
নবোগোগমনং কৃত্বা কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্॥১৫৫
গুরোর্দুহিতরং গত্বা স্বসারং পিতুরেব চ।
তস্যা দুহিতরঞ্চৈব চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্॥ ১৫৬
মাতুলানীং সনাভিঞ্চ মাতুলস্যাত্মজাং স্নুষাম্।
এতা গত্বা স্ত্রিয়োমোহাৎপরাকেণবিশুধ্যতি॥১৫৭
পিতৃব্যদারগমনে ভ্রাতৃভার্য্যাগমে তথা।
গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যাত্তস্যান্যা নিষ্কৃতির্নচ॥ ১৫৮
পিতৃদারাঃ সমারুহ্য মাতৃবর্জ্জং নরাধমঃ।
ভগিনীং মাতুলসুতাং স্বসারং চান্যমাতৃজাম্।
এতাস্তিস্রঃ স্ত্রিয়ো গত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ॥১৫৯
মাতরং যোঽধিগচ্ছেচ্চ সুতাং বা পুরুষাধমঃ।
ভগিনীঞ্চ নিজাং গত্বা নিষ্কৃতির্নো বিধীয়তে॥১৬০
কুমারীগমনে চৈব ব্রতমেতৎ সমাদিশেৎ।
পশুবেশ্যাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে॥১৬১
সখিভার্য্যাং কুমারীঞ্চ শ্বশ্রূং বা শ্যালিকাং তথা।
নিয়মস্থাং ব্রতস্থাঞ্চ যোঽভিগচ্ছেৎস্ত্রিয়ং দ্বিজঃ।
সকুর্য্যাৎপ্রাকৃতংকৃচ্ছ্রংধেনুং দদ্যাৎপয়স্বিনীম্১৬২
রজস্বলাঞ্চ যোগচ্ছেদ্গর্ভিণীং পতিতাস্তথা।
তস্য পাপবিশুদ্ধ্যর্থমতিকৃচ্ছ্রং বিধীয়তে॥ ১৬৩
বেশ্যাঞ্চ ব্রাহ্মণোগত্বা কৃচ্ছ্রমেকং সমাচরেৎ।
এবং শুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা সম্বর্ত্তস্য বচোযথা॥ ১৬৪
ব্রাহ্মণোব্রাহ্মণীং গত্বা কৃচ্ছ্রেণৈকেন শুধ্যতি॥১৬৫
কথঞ্চিদ্ব্রাহ্মণীং গত্বা ক্ষত্রিয়োবৈশ্যএব চ।
গোমূত্রযাবকাহারী মাসেনৈকেন শুধ্যতিঃ ১৬৬
ব্রাহ্মণী শূদ্রসম্পর্কে কথঞ্চিৎ সমুপাগতে।
কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ পাবনং পরমং স্মৃতম্॥১৬৭
চাণ্ডালং পুক্কসঞ্চৈব শ্বপাকং পতিতং তথা।
এতান্ শ্রেষ্ঠস্ত্রিয়ো গত্বা কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণত্রয়ম্॥১৬৮
অতঃপরঞ্চ দুষ্টানাং নিষ্কৃতিং শ্রোতুমর্হথ।
সন্ন্যস্য দুর্ম্মতিঃ কশ্চিদপত্যার্থং স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ
স কুর্য্যাৎ কৃচ্ছ্রমশ্রান্তঃ ষণ্মাসন্তদনন্তরম্॥ ১৬৯
বিষাগ্নিশ্যামশবলাদেবামেবং বিনির্দ্দিশেৎ।
স্ত্রীণাংতথান্ত্যচরণে গর্হ্যাভিগমনেষু চ।

পততেষু তথৈতেষু প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ॥১৭০
নৃণাং বিপ্রতিপত্তৌ চ পাবনঃ প্রেতরাড়িহ॥১৭১
গোভির্ব্বিপ্রহতে চৈব তথা চৈবাত্মঘাতিনি।
নাশ্রুপ্রপাতনংকার্য্যংসদ্ভিঃশ্রেয়োঽনুকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
এষামন্যতমং প্রেতং যো বহেত্তুদহেতবে।
তথোদকক্রিয়াং কৃত্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্॥ ১৭৩
তচ্ছবং কেবলং স্পৃষ্ট্বা বস্ত্রং বা কেবলং যদি।
পূর্ব্বঃ কৃচ্ছ্রাপহারী স্যাদেকাহক্ষপণং তথা॥ ১৭৪
মহাপাতকিনাঞ্চৈব তথা চৈবাত্মঘাতিনাম্।
উদকং পিণ্ডদানঞ্চ শ্রাদ্ধং চৈব তু যৎ কৃতম্।
নোপতিষ্ঠতি তৎ সর্ব্বং রাক্ষসৈর্ব্বিপ্রলুপ্যতে১৭৫
চাণ্ডালৈস্তু হতা যে চ জলদংষ্ট্রিসরীসৃপৈঃ।
শ্রাদ্ধমেষাং ন কর্ত্তব্যং ব্রহ্মদণ্ডহতাশ্চ যে॥ ১৭৬
কৃত্বা মূত্রং পুরীষং বা ভুক্তোচ্ছিষ্টস্তথা দ্বিজঃ।
শ্বাদিস্পৃষ্টো জপেদ্দেব্যাঃ সহস্রং স্নানপূর্ব্বকম্১৭৭
চাণ্ডালং পতিতং স্পৃষ্ট্বা শবমন্ত্যজমেব চ।
উদক্যাং সূতিকাংনারীংসবাসাঃ স্নানমাচরেৎ১৭৮
অস্পৃশ্যং সংস্পৃশেদ্যস্তু স্নানং তেন বিধীয়তে।
উর্দ্ধমাচমনং প্রোক্তং দ্রব্যাণাংপ্রোক্ষণং তথা১৭৯
চাণ্ডালাদ্যৈস্তু সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টশ্চ দ্বিজোত্তমঃ।
গোমূত্রযাবকাহারঃ ষড়্রাত্রেণ বিশুধ্যতি॥ ১৮০
শুনা পুষ্পবতী স্পৃষ্টা পুষ্পবত্যান্যয়া তথা।
শেষান্যহান্যুপবসেৎ স্নাতা শুধ্যেদ্ঘৃতাশনাৎ ১৮১
চাণ্ডালভাণ্ডসংস্পৃষ্টং পীত্বা কূপগতং জলম্॥
গোমূত্রযাবকাহারস্ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি॥ ১৮২
অন্ত্যজৈঃ স্বীকৃতে তীর্থে তড়াগেষু নদীষু চ।
শুধ্যতে পঞ্চগব্যেন পীত্বা তোয়মকামতঃ॥ ১৮৩
সুরাঘটপ্রপাতোয়ং পীত্বাকাশজলং তথা।
অহোরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যং পিবেদ্দ্বিজঃ১৮৪
কূপে বিণ্মূত্রসংস্পৃষ্টে প্রাশ্য চাপো দ্বিজাতয়ঃ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যন্তি কুম্ভে শান্তপনং স্মৃতম্॥১৮৫
বাপীকূপতড়াগানাং দূষিতানাং বিশোধনম্।
অপাং ঘটশতোদ্ধারঃ পঞ্চগব্যঞ্চ নিক্ষিপেৎ॥১৮৬
আবিকৈকশফোষ্ট্রীণাং ক্ষীরংপ্রাশ্য দ্বিজোত্তমঃ।
তস্য শুদ্ধিবিধানায় ত্রিবারং যাবকং পিবেৎ॥১৮৭
স্ত্রীক্ষীরমাজিকং পীত্বা সন্ধিন্যাশ্চৈব গোঃ পয়ঃ।
তস্য শুদ্ধিস্ত্রিরাত্রেণ বিড়্ভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণে ১৮৮
বিণ্মূত্রভক্ষণে চৈব প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ।
শ্বকাকোচ্ছিষ্টগোচ্ছিষ্টভক্ষণে তু ত্র্যহং দ্বিজঃ॥১৮৯
বিড়ালমূষিকোচ্ছিষ্টে পঞ্চগব্যং পিবেদ্দ্বিজঃ।

শূদ্রোচ্ছিষ্টং তথা ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রে নৈব শুধ্যতি১৯০
পলাণ্ডুলশুনং জগ্ধ্বা তথৈব গ্রামকুক্কুটম্।
ছত্রাকং বিড়্বরাহঞ্চ চরেচ্চান্দ্রায়ণং দ্বিজঃ ॥১৯১
মানবঃ শ্বখরোষ্ট্রাণাং কপের্গোমায়ুকঙ্কয়োঃ।
প্রাশ্য মূত্রং পুরীষং বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥১৯২
অন্নং পর্য্যুষিতং ভুক্ত্বা কেশকীটৈরুপক্রতম্।
পতিতৈঃপ্রেক্ষিতংবাপিপঞ্চগব্যংপিবেদ্দ্বিজঃ১৯৩
অন্ত্যজাভাজনে ভুক্ত্বা হ্যুদক্যাভাজনেঽপিবা।
গোমূত্রযাবকাহারী মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥ ১৯৪
গোমাংসং মানুষঞ্চৈব শুনোহস্তাৎ সমাহিতম্।
অভক্ষ্যমেতৎ সর্ব্বন্তু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ১৯৫
চাণ্ডালস্য করে বিপ্রঃ শ্বপাকে পুক্কসেঽপিবা।
গোমূত্রযাবকাহারো মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥১৯৬
পতিতেন সুসম্পর্কে মাসং মাসার্দ্ধমেব বা।
গোমূত্রযাবকাহারো মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥১৯৭
যত্র যত্র চ সঙ্কীর্ণমাত্মানং মন্যতে দ্বিজঃ।
তত্র কার্য্যস্তিলৈর্হোমো গায়ত্র্যাবর্ত্তনং তথা১৯৮
এষ এব ময়া প্রোক্তঃ প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ শুভঃ।
অনাদিষ্টেষু পাপেষু প্রায়শ্চিত্তং তথোচ্যতে॥১৯৯
দানৈর্হোমৈর্জপৈর্নিত্যং প্রাণায়ামৈর্দ্বিজোত্তমঃ।
পাতকেভ্যঃ প্রমুচ্যেত বেদাভ্যাসান্ন সংশয়ঃ॥২০০
সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং তথৈব চ।
নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি হ্যন্যজন্মকৃতান্যপি ॥ ২০১
তিলধেনুঞ্চ যো দদ্যাৎ সংযতায় দ্বিজন্মনে।
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্ম্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ২০২
মাঘমাসে তু সংপ্রাপ্তে পৌর্ণমাস্যামুপোষিতঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তিলান্ দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে২০৩
উপবাসী নরো ভূত্বা পৌর্ণমাস্যাঞ্চ কার্ত্তিকে।
হিরণ্যং বস্ত্রমন্নং বা দত্ত্বা মুচ্যেত দুষ্কৃতৈঃ ॥ ২০৪
অমাবাস্যা দ্বাদশী চ সংক্রান্তিশ্চ বিশেষতঃ।
এতাঃ প্রশস্তাস্তিথয়ো ভানুবারস্তথৈব চ ॥ ২০৫
অত্র স্নানং জপো হোমো ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্
উপবাসস্তথা দানমেকৈকং পাবয়েন্নরম্ ॥ ২০৬
স্নাতঃ শুচির্ধৌতবাসাঃ শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
সাত্ত্বিকং ভাবমাশ্রিত্য দানং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ২০৭
সপ্তব্যাহৃতিভির্হোমো দ্বিজৈঃ কার্য্যো হিতাত্মভিঃ
উপপাতকসিদ্ধ্যর্থং সহস্রপরিসংখ্যয়া ॥ ২০৮

মহাপাতকসংযুক্তো লক্ষহোমং সদা দ্বিজঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যোগায়ত্র্যাশ্চৈবজাপনাৎ২০৯
অভ্যসেচ্চ মহাপুণ্যাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
গত্বারণ্যে নদীতীরে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে ॥ ২১০
স্নাত্বা চ বিধিবত্তত্র প্রাণানায়ম্য বাগ্যতঃ।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃপূতোগায়ত্রীন্তুজপেদ্দ্বিজঃ২১১
অক্লিন্নবাসাঃ স্থলগঃ শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।
পবিত্রপাণিরাচান্তো গায়ত্র্যা জপমারভেৎ ॥ ২১২
ঐহিকামুষ্মিকং লোকে পাপং সর্ব্বং বিশেষতঃ।
পঞ্চরাত্রেণ গায়ত্রীং জপমানো ব্যপোহতি ॥ ২১৩
গায়ত্র্যাস্তু পরং নাস্তি শোধনং পাপকর্ম্মণাম্ ২১৪
মহাব্যাহৃতিসংযুক্তাং প্রাণায়ামেন সংযুতাম্।
গায়ত্রীং প্রজপন্ বিপ্রঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে২১৫
ব্রহ্মচারী মিতাহারঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
গায়ত্র্যা লক্ষজপ্যেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২১৬
অযাজ্যযাজনং কৃত্বা ভুক্ত্বা চান্নং বিগর্হিতম্।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু জপ্যং কৃত্বা বিমুচ্যতে ॥ ২১৭
অহন্যহনি যোঽধীতে গায়ত্রীং বৈ দ্বিজোত্তমঃ।
মাসেন মুচ্যতে পাপাদুরগঃ কঞ্চুকাদ্ যথা ॥ ২১৮
গায়ত্রীং যঃ সদা বিপ্রো জপতে নিয়তঃ শুচিঃ।
স যাতি পরমং স্থানং বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্ ॥ [illegible]
প্রণবেণ তু সংযুক্তা ব্যাহৃতীঃ সপ্ত নিত্যশঃ।
গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং মনসা ত্রিঃপঠেদ্দ্বিজঃ২২০
নিগৃহ্যচাত্মনঃ প্রাণান্ প্রাণায়ামো বিধীয়তে।
প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যান্নিত্যমেব সমাহিতঃ ॥ ২২১
মানসং বাচিকং পাপং কায়েনৈব তু যৎ কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং নশ্যতে তূর্ণং প্রাণায়ামত্রয়ে কৃতে ২২২
ঋগ্বেদমভ্যসেদ্যস্তু যজুঃশাখামথাপি বা।
সামানি সরহস্যানি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২২৩
পাবমানীং তথা কুৎসংপৌরুষং সূক্তমেব চ।
জপ্ত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যেত পিত্র্যঞ্চ মধুচ্ছন্দসম্ ॥২২৪
মণ্ডলং ব্রাহ্মণং রুদ্রসূক্তোক্তাশ্চ বৃহৎকথাঃ।
বামদেব্যং বৃহৎসামজপ্ত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥২২৫
চান্দ্রায়ণন্তু সর্ব্বেষাং পাপানাং পাবনং পরম্।
কৃত্বা শুদ্ধিমবাপ্নোতি পরমং স্থানমেব চ ॥ ২২৬
ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যং সম্বর্ত্তেন তু ভাষিতম্।
অধীত্য ব্রাহ্মণো গচ্ছেদ্ব্রহ্মণঃ সদ্মশাশ্বতম্ ॥২২৭

ভগবৎসম্বর্ত্তমহর্ষিপ্রণীতা স্মৃতিঃ সমাপ্তা।

কাত্যায়ন সংহিতা।

প্রথম খণ্ডঃ।

অথাতো গোভিলোক্তানামন্যেষাংচৈবকর্ম্মণাম্।
অস্পষ্টানাং বিধিং সম্যগ্দর্শয়িষ্যে প্রদীপবৎ॥ ১
ত্রিবৃদূর্দ্ধবৃতং কার্য্যং তন্তুত্রয়মধোবৃতম্।
ত্রিবৃত্তঞ্চোপবীতং স্যাত্তস্যৈকো গ্রন্থিরিষ্যতে॥ ২
পৃষ্ঠবংশে চ নাভ্যাং চ ধৃতং যদ্বিন্দতে কটিম্।
তদ্ধার্য্যমুপবীতং স্যান্নাতোলম্বং নচোচ্ছ্রিতম্॥৩
সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বদ্ধশিখেন চ।
বিশিখো ব্যুপবীতশ্চ যৎ করোতি ন তৎকৃতম্॥৪
ত্রিঃপ্রাশ্যাপো দ্বিরুন্মৃজ্য মুখমেতান্যুপস্পৃশেৎ।
আস্যনাসাক্ষিকর্ণাংশ্চনাভিবক্ষঃশিরোহংসকান্॥৫
সংহতাভিস্ত্র্যঙ্গুলিভিরাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং চৈবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃ শ্রোত্রং পুনঃপুনঃ॥৬
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ং তু তলেন বৈ।
সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ॥৭
যত্রোপদিশ্যতে কর্ম্ম কর্ত্তুরঙ্গং নতূচ্যতে।
দক্ষিণস্তত্র বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মণাং পারগঃ করঃ॥ ৮
যত্র দিঙ্নিয়মো ন স্যাজ্জপহোমাদিকর্ম্মসু।
তিস্রস্তত্র দিশঃপ্রোক্তাঐন্দ্রীসৌম্যাপরাজিতাঃ॥৯
তিষ্ঠন্নাসীনঃ প্রহ্বো বা নিয়মো যত্র নেদৃশঃ।
তদাসীনেন কর্ত্তব্যং ন প্রহ্বেণ ন তিষ্ঠতা॥ ১০
গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ॥১১
ধৃতিঃ পুষ্টিস্তথা তুষ্টিরাত্মদেবতয়া সহ।
গণেশেনাধিকা হ্যেতাবৃদ্ধৌ পূজ্যাশ্চতুর্দ্দশ॥ ১২
কর্ম্মাদিষু তু সর্ব্বেষু মাতরঃ সগণাধিপাঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন পূজিতাঃ পূজয়ন্তি তাঃ॥১৩
প্রতিমাসু চ শুভ্রাসু লিখিত্বা বা পটাদিষু।
অপিবাক্ষতপুঞ্জেষু নৈবেদ্যৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ॥ ১৪
কুড্যলগ্নাং বসোর্দ্ধারাং সপ্তধারাং ঘৃতেন তু।
কারয়েৎপঞ্চধারাংবানাতিনীচাংনচোচ্ছ্রিতাম্॥১৫
আয়ুষ্যাণি চ শান্ত্যর্থং জপ্ত্বা তত্র সমাহিতঃ।
ষড়্ভ্যঃ পিতৃভ্যস্তদনুভক্ত্যা শ্রাদ্ধমুপক্রমেৎ॥১৬
অনিষ্ট্বা তু পিতৄং শ্রাদ্ধেনকুর্য্যাৎকর্ম্মবৈদিকম্।
তত্রাপি মাতরঃ পূর্ব্বং পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ ১৭
বসিষ্ঠোক্তোবিধিঃকৃৎস্নোদ্রষ্টব্যোঽত্রনিরামিষঃ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বিশেষ ইহ যো ভবেৎ॥১৮

ইতি প্রথম খণ্ডঃ॥১॥

দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

প্রাতরামন্ত্রিতান্ বিপ্রান্ যুগ্মানুভয়তস্তথা।
উপবেশ্য কুশান্ দদ্যাদৃজুনৈব হি পাণিনা॥ ১
হরিতা যজ্ঞিয়া দর্ভাঃ পীতকাঃ পাকযজ্ঞিয়াঃ।
সমূলাঃ পিতৃদৈবত্যাঃ কল্মাষা বৈশ্বদেবিকাঃ॥ ২
হরিতা বৈ সপিঞ্জলাঃ শুষ্কাঃ স্নিগ্ধাঃ সমাহিতাঃ।
রত্নিমাত্রাঃ প্রমাণেন পিতৃতীর্থেন সংস্কৃতাঃ॥ ৩
পিণ্ডার্থং যে স্তৃতা দর্ভাস্তর্পণার্থং তথৈব চ।
ধৃতৈঃ কৃতে চ বিণ্মূত্রে ত্যাগস্তেষাং বিধীয়তে॥৪
দক্ষিণং পাতয়েজ্জানু দেবান্ পরিচরন্ সদা।
পাতয়েদিতরজ্জানু পিতৄন্ পরিচরন্নপি॥ ৫
নিপাতো নহি সব্যস্য জানুনো বিদ্যতে ক্বচিৎ।
সদা পরিচরেদ্ভক্ত্যা পিতৄনপ্যত্র দেববৎ॥৬
পিতৃভ্য ইতি দত্ত্বৈষ উপবেশ্য কুশেষু তান্।
গোত্রনামভিরামন্ত্র্য পিতৄনর্ঘং প্রদাপয়েৎ॥ ৭
নাত্রাপসব্যকরণং ন পিত্র্যং তীর্থমিষ্যতে।
পাত্রাণাং পূরণাদীনি দৈবেনৈব হি কারয়েৎ॥৮
জ্যেষ্ঠোত্তরকরান্ যুগ্মান্ করাগ্রাগ্রপবিত্রকান্।
কৃত্বার্ঘ্যং সংপ্রদাতব্যং নৈকৈকস্যাত্র দীয়তে॥ ৯

অনন্তর্গর্ব্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেব চ।
প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ ॥ ১০
এতদেব হি পিঞ্জল্যা লক্ষণং সমুদাহৃতম্।
আজ্যস্যোৎপবনার্থং যত্তদপ্যেতাবদেব তু ॥ ১১
এতৎ প্রমাণামেবৈকে কৌশীমেবার্দ্রমঞ্জরীম্।
শুষ্কাং বা শীর্ণকুসুমাং পিঞ্জলীং পরিচক্ষতে ॥ ১২
পিত্র্যমন্ত্রানু দ্রবণ আত্মালম্ভেঽধমেক্ষণে।
অধোবায়ুসমুৎসর্গে প্রহাসেঽনৃতভাষণে ॥ ১৩
মার্জ্জারমষকস্পর্শে আক্রুষ্টে ক্রোধসম্ভবে।
নিমিত্তেষেষু সর্ব্বত্র কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপঃ স্পৃশেৎ ॥ ১৪

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় খণ্ডঃ।

অক্রিয়া ত্রিবিধা প্রোক্তা বিদ্বদ্ভিঃ কর্ম্মকারিণাম।
অক্রিয়া চ পরোক্তা চ তৃতীয়া চাযথাক্রিয়া ॥ ১
স্বশাখাশ্রয়মুৎসৃজ্য পরশাখাশ্রয়ঞ্চ যঃ।
কর্ত্তুমিচ্ছতি দুর্ম্মেধা মোঘং তত্তস্য চেষ্টিতম্ ॥ ২
যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পরোক্তমবিরোধি চ।
বিদ্বদ্ভিস্তদনুষ্ঠেয়মগ্নিহোত্রাদকর্ম্মবৎ ॥ ৩
প্রবৃত্তমন্যথা কুর্য্যাদ্যদি মোহাৎ কথঞ্চন।
যতস্তদন্যথাভূতং তত এব সমাপয়েৎ ॥ ৪
সমাপ্তে যদি জানীয়ান্ময়ৈতদযথাকৃতম্।
তাবদেব পুনঃ কুর্য্যান্নাবৃত্তিঃ সর্ব্বকর্ম্মণঃ ॥ ৫
প্রধানস্যাক্রিয়া যত্র সাঙ্গং তৎ ক্রিয়তে পুনঃ।
তদঙ্গস্যাক্রিয়ায়াঞ্চ নাবৃত্তির্নৈব তৎক্রিয়া ॥ ৬
মধুমধ্বিতিযস্তত্র ত্রির্জপোঽশিতুমিচ্ছতাম্।
গায়ত্র্যনন্তরং সোঽত্র মধুমন্ত্রবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭
নচাশ্নৎসু জপেদত্র কদাচিৎ পিতৃসংহিতাম্।
অন্য এব জপঃ কার্য্যঃ সোমসামাদিকঃ শুভঃ ॥ ৮
যস্তত্র প্রকরোঽন্নস্য তিলবদ্ যববত্তথা।
উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ সোঽত্র তৃপ্তেষু বিপরীতকঃ ॥ ৯
সম্পন্নমিতি তৃপ্তাঃ স্থ প্রশ্নস্থানে বিধীয়তে।
সুসম্পন্নমিতি প্রোক্তে শেষমন্নং নিবেদয়েৎ ॥ ১০
প্রাগগ্রেষ্বথ দর্ভেষু আদ্যমামন্ত্র্য পূর্ব্ববৎ।
অপঃ ক্ষিপেন্মূলদেশেঽবনেনিক্ষ্বেতি পাত্রতঃ ॥ ১১
দ্বিতীয়ঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ মধ্যদেশাগ্রদেশয়োঃ।
মাতামহপ্রভৃতীংস্ত্রীনেতবামেব বামতঃ ॥ ১২
সর্ব্বস্মাদন্নমুদ্ধৃত্য ব্যঞ্জনৈরুপসিচ্য চ।
সংযোজ্য যবকর্কন্ধুদধিভিঃ প্রাঙ্মুখস্ততঃ ॥ ১৩
অবনেজনবৎ পিণ্ডান্ দত্ত্বাবিল্বপ্রমাণকান্।
তৎপাত্রক্ষালনেনাথ পুনরপ্যবনেজয়েৎ ॥ ১৪

ইতি তৃতীয় খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ খণ্ডঃ।

উত্তরোত্তরদানেন পিণ্ডানামুত্তরোত্তরঃ।
ভবেদধশ্চাধরাণামধরশ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥ ১
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধেষু সর্ব্বেষু বৃদ্ধিমৎস্বিতরেষু চ।
মূলমধ্যাগ্রদেশেষু ঈষৎসক্তাংশ্চ নির্ব্বপেৎ ॥ ২
গন্ধাদীন্নিঃক্ষিপেত্তূষ্ণীং তত আচাময়েদ্দ্বিজান্।
অন্যত্রাপ্যেষ এব স্যাদ্যবাদিরহিতো বিধিঃ ॥ ৩
দক্ষিণাপ্লবনে দেশে দক্ষিণাভিমুখস্য চ।
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু এষোঽন্যত্র বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৪
অথাগ্রভূমিমাসিঞ্চেৎ সুসংপ্রোক্ষিতমস্ত্বিতি।
শিবা আপঃ সন্ত্বিতি চ যুগ্মানেবোদকেন চ ॥ ৫
সৌমনস্যমস্ত্বিতি চ পুষ্পদানমনন্তরম্।
অক্ষতঞ্চারিষ্টং চাস্ত্বিত্যক্ষতান্ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৬
অক্ষয্যোদকদানং তু অর্ঘ্যদানবদিষ্যতে।
ষষ্ঠ্যৈব নিত্যং তৎ কুর্য্যান্ন চতুর্থ্যা কদাচন ॥ ৭
অর্ঘ্যেঽক্ষয্যোদকে চৈব পিণ্ডদানেঽবনেজনে।
তন্ত্রস্য তু নিবৃত্তিঃ স্যাৎ স্বধাবাচন এব চ ॥ ৮
প্রার্থনাসু প্রতিপ্রোক্তে সর্ব্বাস্বেবদ্বিজোত্তমৈঃ।
পবিত্রান্তর্হিতান্ পিণ্ডান্ সিঞ্চেদুত্তানপাত্রকৃৎ ॥ ৯
যুগ্মানেব স্বস্তি বাচ্যমঙ্গুষ্ঠাগ্রগ্রহং সদা।
কৃত্বা ধুর্য্যস্য বিপ্রস্য প্রণম্যানুব্রজেত্ততঃ ॥ ১০
এষঃ শ্রাদ্ধবিধিঃ কৃৎস্ন উক্তঃ সংক্ষেপতো ময়া।
যে বিদন্তি ন মুহ্যন্তি শ্রাদ্ধকর্ম্মসু তে কচিৎ ॥ ১১
ইদং শাস্ত্রঞ্চ গুহ্যঞ্চ পরিসংখ্যানমেব চ।
বসিষ্ঠোক্তঞ্চ যো বেদ স শ্রাদ্ধং বেদ নেতরঃ ॥ ১২

ইতি চতুর্থ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম খণ্ডঃ।

অসকৃত্তানি কর্ম্মাণি ক্রিয়েরন্ কর্ম্মকারিভিঃ।
প্রতিপ্রয়োগং নৈতাঃ স্যুর্মাতরঃ শ্রাদ্ধমেব চ ॥ ১
আধানে হোমযোশ্চৈব বৈশ্বদেবে তথৈব চ।
বলিকর্ম্মণি দর্শে চ পৌর্ণমাসে তথৈব চ ॥ ২
নবযজ্ঞে চ যজ্ঞজ্ঞাবদন্ত্যেব মনীষিণঃ।
একমেব ভবেচ্ছ্রাদ্ধমেতেষু ন পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩

নাষ্টকাসু ভবেচ্ছ্রাদ্ধং ন শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধমিষ্যতে।
ন সোষ্যন্তীজাতকর্ম্ম প্রোষিতাগতকর্ম্মসু ॥ ৭
বিবাহাদিঃ কর্ম্মগণো য উক্তো
গর্ভাধানং শুশ্রুম যস্য চান্তে।
বিবাহাদাবেকমেবাত্র কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং
শ্রাদ্ধংনাদৌ কর্ম্মণঃ কর্ম্মণঃ স্যাৎ ॥ ৫
প্রদোষে শ্রাদ্ধমেকংস্যাদ্গোনিষ্ক্রামপ্রবেশয়োঃ।
ন শ্রাদ্ধং যুজ্যতে কর্ত্তুং প্রথমে পুষ্টিকর্ম্মণি ॥ ৬
হলাভিযোগাদষু তু ষট্সু কুর্য্যাৎ পৃথক্ পৃথক্।
প্রতিপ্রয়োগমপ্যেবানাদাবেকন্তু কারয়েৎ ॥ ৭
বৃহৎপত্রক্ষুদ্রপশ্বস্ত্যর্থং পরিবিষ্যতোঃ।
সূর্য্যেন্দ্বোঃ কর্ম্মণী যেতু তয়োঃ শ্রাদ্ধংনবিদ্যতে॥৮
ন দশাগ্রন্থিকে চৈব বিষবদ্দষ্টকর্ম্মণি।
কৃমিদষ্টচিকিৎসায়াং নৈব শেষেষু বিদ্যতে ॥ ৯
গণশঃ ক্রিয়মাণেষু মাতৃভ্যঃ পূজনং সকৃৎ।
সকৃদেব ভবেচ্ছ্রাদ্ধমাদৌ ন পৃথগাদিষু ॥ ১০
যত্র যত্র ভবেচ্ছ্রাদ্ধং তত্র তত্র চ মাতরঃ।
প্রাসঙ্গিকমিদং প্রোক্তমতঃ প্রকৃতমুচ্যতে ॥ ১১

ষষ্ঠ খণ্ডঃ।

আধানকালা যে প্রোক্তাস্তথা যশ্চাগ্নিযোনয়ঃ।
তদাপ্রয়োহগ্নিমাদধ্যাদ্যদি মানগ্রজো যদি ॥ ১
দারাধিগমনাধানে যঃ কুর্য্যাদগ্রজাগ্রিমঃ।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥ ২
পরিবিত্তিপরিবেত্তারৌ নরকং গচ্ছতো ধ্রুবম্।
অপিচীর্ণপ্রায়শ্চিত্তৌ পাদোনফলভাগিনৌ ॥ ৩
দেশান্তরস্থক্লীবৈকবৃষণানসহোদরান্।
বেশ্যাভিসক্তপতিতশূদ্রতুল্যাতিরোগিণঃ ॥ ৪
জড়মূকান্ধবধিরকুব্জবামনকুণ্ঠকান্।
অতিবৃদ্ধানভার্য্যাংশ্চ কৃষিসক্তান্নৃপস্য চ ॥ ৫
ধনবৃদ্ধিপ্রসক্তাংশ্চ কামতঃ কারিণস্তথা।
কুলটোন্মত্তচৌরাংশ্চ পরিবিন্দন্ন দুষ্যতি ॥ ৬
ধনবার্দ্ধুষিকং রাজসেবকং কর্ষকন্তথা।
প্রোষিতঞ্চ প্রতীক্ষেত বর্ষত্রয়মপি ত্বরন্ ॥ ৭
প্রোষিতং যদ্যশৃণ্বানম্বন্দূর্দ্ধং সমাচরেৎ।
আগতে তু পুনস্তস্মিন্ পাদং তচ্ছুদ্ধয়ে চরেৎ ॥৮
লক্ষণে প্রাগ্গতায়াস্ত প্রমাণং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
তন্মূলসক্তা যোদীচী তস্যা এতন্নবোত্তরম্ ॥ ৯
উদগ্গতায়াঃ সংলগ্নাঃ শেষাঃ প্রাদেশমাত্রিকাঃ
সপ্তসপ্তাঙ্গুলাংস্ত্যক্ত্বা কুশেনৈব সমুল্লিখেৎ ॥ ১০

মানক্রিয়ায়ামুক্তায়ামনুক্তে মানকর্ত্তরি।
মানকৃদ্যজমানঃ স্যাদ্বিদুষামেব নিশ্চয়ঃ ॥ ১১
পুণ্যমেবাদধীতাগ্নিং স হি সর্ব্বৈঃ প্রশস্যতে।
অনর্দ্ধুকত্বং যত্তস্য কাম্যৈস্তন্নীয়তে শমম্ ॥ ১২
যস্য দত্তা ভবেৎ কন্যা বাচা সত্যেন কেনচিৎ।
সোহন্ত্যাং সমিধমাধাস্যন্নাদধীতৈব নান্যথা ॥ ১৩
অনূঢ়ৈব তু সা কন্যা পঞ্চত্বং যদি গচ্ছতি।
ন তথা ব্রতলোপোহস্যতেনৈবান্যাংসমুদ্বহেৎ ॥১৪
অথ চেন্ন লভেতান্যাং যাচমানোহপি কন্যকাম্।
তমগ্নিমাত্মসাৎ কৃত্বা ক্ষিপ্রং স্যাদুত্তরাশ্রমী ॥ ১৫

সপ্তম খণ্ডঃ।

অশ্বত্থো যঃ শমীগর্ভঃ প্রশস্তোর্ব্বীসমুদ্ভবঃ।
তস্য যা প্রাঙ্মুখী শাখা বোদীচী বোর্দ্ধগাপি বা॥১
অরণিস্তন্ময়ী প্রোক্তা তন্ময়োবোত্তরারণিঃ।
সারবদ্দারবচ্চত্রমোবিলী চ প্রশস্যতে ॥ ২
সংসক্তমূলো যঃ শম্যাঃ স শমীগর্ভ উচ্যতে।
অলাভে ত্বশমীগর্ভাদুদ্ধরেদবিলম্বিতঃ ॥ ৩
চতুর্ব্বিংশতিরঙ্গুষ্ঠৈর্দৈর্ঘ্যং ষড়পি পার্থিবম্।
চত্বার উচ্ছ্রয়ে মানমরণ্যোঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪
অষ্টাঙ্গুলঃ প্রমন্থঃ স্যাচ্চত্রং স্যাদ্দ্বাদশাঙ্গুলম্।
ওবিলী দ্বাদশৈব স্যাদেতন্মন্থনযন্ত্রকম্ ॥ ৫
অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলমানন্তু যত্র যত্রোপদিশ্যতে।
তত্র তত্র বৃহৎপর্ব্বগ্রন্থিভির্মিনুয়াৎ সদা ॥ ৬
গোবালৈঃ শণসংমিশ্রৈস্ত্রিবৃত্তমমলাত্মকম্।
ব্যামপ্রমাণং নেত্রং স্যাৎ প্রমথ্যস্তেন পাবকঃ ॥৭
মূর্দ্ধাক্ষিকর্ণবক্ত্রাণি কন্ধরা চাপি পঞ্চমী।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রাণ্যেতানি দ্ব্যঙ্গুষ্ঠং বক্ষ উচ্যতে ॥ ৮
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং হৃদয়ং ত্র্যঙ্গুষ্ঠমুদরং স্মৃতম্।
একাঙ্গুষ্ঠা কটির্জ্ঞেয়া দ্বৌ বস্তির্দ্বৌ চ গুহ্যকম্ ৯
উরূ জঙ্ঘে চ পাদৌ চ চতুস্ত্র্যেকৈর্যথাক্রমম্।
অরণ্যবয়বাহ্যেতে যাজ্ঞিকৈঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥১০
যত্তদ্গুহ্যমিতি প্রোক্তং দেবযোনিস্তু সোচ্যতে।
অস্যাং যো জায়তে বহ্নিঃ স কল্যাণকৃদুচ্যতে১১
অন্যেষু যে তু মথ্নন্তি তে রোগ ভয় মাপ্নুয়ুঃ।
প্রথমে মন্থনে ত্বেব নিয়মো নোত্তরেষু চ ॥১২
উত্তরারণিনিষ্পন্নঃ প্রমন্থঃ সর্ব্বদা ভবেৎ।
যোনিসঙ্করদোষেণ যুজ্যতে হ্যন্যমন্থকৃৎ ॥ ১৩
আর্দ্রা সশুষিরা চৈব ঘূর্ণাঙ্গী পাটিতা তথা।
ন হিতা যজমানানামরণিশ্চোত্তরারণিঃ ॥ ১৪

অষ্টম খণ্ডঃ।

পরিধায়াহতং বাসঃ প্রাবৃত্য চ যথাবিধি।
বিভৃয়াৎ প্রাঙ্মুখো যন্ত্রমাবৃতা বক্ষ্যমাণয়া॥ ১
চত্রবুধ্নে প্রমন্থাগ্রং গাঢ়ং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
কৃত্বোত্তরাগ্রামরণিং তদ্বুধ্নমুপরিন্যসেৎ॥ ২
চত্রাধঃ কীলকাগ্রস্থা মোবিলীমুদগগ্রকাম্।
বিষ্টম্ভাদ্ধারয়েদ্যন্ত্রং নিষ্কম্পং প্রযতঃ শুচিঃ॥ ৩
ত্রিরুদ্বেষ্ট্যাথ নেত্রেণ চত্রং পত্ন্যো হতাংশুকাঃ।
পূর্ব্বংমথ্নন্ত্যরণ্যাস্ত্যাঃপ্রাচ্যগ্নেঃস্যাদ্যথাচ্যুতিঃ॥৪
নৈকয়াপি বিনা কার্য্যমাধানং ভার্য্যয়া দ্বিজৈঃ।
অকৃতং তদ্বিজানীয়াৎ সর্ব্বাস্বাচারভন্তি যৎ॥৫
বর্ণজ্যৈষ্ঠ্যেন বহ্বীভিঃ সবর্ণাভিশ্চ জন্মতঃ।
কার্য্যমগ্নিচ্যুতেরাভিঃ সাধ্বীভির্মথনং পুনঃ।
নাত্র শূদ্রীং প্রযুঞ্জীত ন দ্রোহদ্বেষকারিণীম্।
নচৈবাব্রতস্থাং নান্যপুংসা চ সহ সঙ্গতাম্॥ ৭
ততঃ শক্ততরা পশ্চাদাসামন্যতরাপিবা।
উপেতানাং বান্যতমা মথ্নেদগ্নিং নিকামতঃ॥ ৮
জাতস্য লক্ষণং কৃত্বা তং প্রণীয় সমিধ্য চ।
আধায় সমিধং চৈব ব্রহ্মাণং চোপবেশয়েৎ॥ ৯
ততঃ পূর্ণাহুতিং হুত্বা সর্ব্বমন্ত্রসমন্বিতাম্।
গাং দদ্যাদ্যজ্ঞবাস্তন্তে ব্রহ্মণে বাসসী তথা॥ ১০
হোমপাত্রমনাদেশে দ্রবদ্রব্যে স্রুবঃ স্মৃতঃ।
পাণিরেবেতরস্মিংস্তু স্রুচৈবাত্র তু হুয়তে॥ ১১
খাদিরো বাথ পালাশো দ্বিবিতস্তিঃ স্রুবঃস্মৃতঃ।
স্রুগ্বাহুমাত্রা বিজ্ঞেয়া বৃত্তস্তু প্রগ্রহস্তয়োঃ॥ ১২
স্রুবাগ্রে ঘ্রাণবৎ খাতং দ্ব্যঙ্গুষ্ঠ পরিমণ্ডলস্থলম্।
জুহ্বাঃশরাববৎখাতংসনির্ব্বাহংষড়ঙ্গুলং কুর্য্যাৎ১৩
তেষাংপ্রাক্শঃকুশৈঃ কার্য্যঃসম্প্রমার্গোজুহূষতা।
প্রতাপনঞ্চ লিপ্তানাং প্রক্ষাল্যোষ্ণেন বারিণা॥১৪
প্রাঞ্চং প্রাঞ্চমুদগগ্নে রুদগগ্রং সমীপতঃ।
তত্তথাসাদয়েদ্দ্রব্যং যদ্যথা বিনিযুজ্যতে॥ ১৫
আজ্যং হব্যমনাদেশে জুহোতিষু বিধীয়তে।
মন্ত্রস্য দেবতায়াশ্চ প্রজাপতিরিতি স্থিতিঃ॥ ১৬
নাঙ্গুষ্ঠাদধিকা গ্রাহ্যা সমিৎ স্থূলতয়া কচিৎ।
ন বিযুক্তা ত্বচা চৈব ন সকীটা ন পাটিতা॥ ১৭
প্রাদেশান্নাধিকা ন্যূনো ন তথা স্যাদ্বিশাখিকা।
ন সপর্ণা ন নির্ব্বীর্য্যা হোমেষু চ বিজানতা॥১৮
প্রাদেশদ্বয়মিধ্মস্য প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতম্।
এবংবিধাঃ স্যুরেবেহ সমিধঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ১৯
সমিধোঽষ্টাদশেধ্মস্য প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
দর্শে চ পৌর্ণমাসে চ ক্রিয়াস্বন্যাসু বিংশতিঃ॥২০
সমিদাদিষু হোমেষু মন্ত্রদৈবতবর্জ্জিতা।
পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চ ইন্ধনার্থং সমিদ্ভবেৎ॥ ২১
ইধ্মোঽপ্যেধার্থমাচার্য্যৈর্হবিরাহুতিষু স্মৃতঃ।
যত্র চাস্য নিবৃত্তিঃ স্যাত্তৎ স্পষ্টীকরবাণ্যহম্॥ ২২
অঙ্গহোমসমিত্তন্ত্রসোষ্যন্ত্যাখ্যেষু কর্ম্মসু।
যেষাং চৈতদুর্পাক্তং তেষু তৎসদৃশেষু চ॥ ২৩
অক্ষভঙ্গাদিবিপদি জলহোমাদিকর্ম্মণি।
সোমাহুতিষু সর্ব্বাসু নৈতেম্বিধ্ম বিধীয়তে॥ ২৪

নবম খণ্ডঃ

সূর্য্যেঽস্তশৈলমপ্রাপ্তে ষট্ত্রিংশদ্ভিঃ সদাঙ্গুলৈঃ।
প্রাদুষ্করণমগ্নীনাং প্রাতর্ভাসাঞ্চ দর্শনাৎ॥ ১
হস্তাদূর্দ্ধং রবির্যাবদ্গিরিং হিত্বা ন গচ্ছতি।
তাবদ্ধোমবিধিঃপুণ্যো নাত্যেত্যুদিতহোমিনাম্॥২
যাবৎ সম্যগ্ ন ভাব্যন্তে নভস্যৃক্ষাণি সর্ব্বতঃ।
ন চ লৌহিত্যমাপৈতি তাবৎ সায়ঞ্চ হূয়তে॥ ৩
রজোনীহারধূমাভ্রবৃক্ষাগ্রান্তরিতে রবৌ।
সন্ধ্যামুদ্দিশ্য জুহুয়াদ্ধুতমস্য ন লুপ্যতে॥ ৪
ন কুর্য্যাৎ ক্ষিপ্রহোমেষু দ্বিজঃ পরিসমূহনম্।
বরূপাক্ষঞ্চ ন জপেৎ প্রবদঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৫
পর্য্যুক্ষণঞ্চ সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যমদিতেস্বিতি।
অন্তে চ বামদেব্যস্য গানং কুর্য্যাদৃচস্ত্রিধা॥ ৬
অহোমকেষ্বপি ভবেদ্ যথোক্তং চন্দ্রদর্শনম্।
বামদেব্যং গণেম্বন্তে বল্যন্তে বৈশ্যদেবিকে॥ ৭
যান্যধস্তরণান্তানি ন তেষু স্তরণং ভবেৎ।
এককার্য্যার্থসাধ্যত্বাৎ পরিধীনপি বর্জ্জয়েৎ॥ ৮
বর্হিঃ পর্য্যুক্ষণং চৈব বামদেব্যজপস্তথা।
কৃত্বাহুতিষু সর্ব্বাসু ত্রিকমেতন্ন বিদ্যতে॥ ৯
হবিষ্যেষু যবামুখ্যাস্তদনু ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ।
মাষকোদ্রবগৌরাদিসর্ব্বালাভেঽপি বর্জ্জয়েৎ॥১০

পাণ্যাহুতির্দ্বাদশপর্ব্বপরিকা
কংসাদিনা চেৎ স্রুবমাত্রপাবকা।
দৈবেন তীর্থেন চ হূয়তে হবিঃ
স্বঙ্গারিণি স্বর্চ্চিষি তচ্চ পাবকে॥ ১১

যোঽনর্চ্চিষি জুহোত্যগ্নৌ ব্যঙ্গারিণি চ মানবঃ।
মন্দাগ্নিরাময়াবী চ দরিদ্রশ্চ স জায়তে॥ ১২
তস্মাৎ সমিদ্ধে হোতব্যং নাসমিদ্ধে কদাচন।
আরোগ্যমিচ্ছতায়ুশ্চ শ্রিয়মাত্যন্তিকীম্পরাম্॥১৩

হোতব্যে চ হুতে চৈব পাণিসূর্পস্ফ্যদারুভিঃ।
ন কুর্য্যাদগ্নিধমনং কুর্য্যাদ্বা ব্যজনাদিনা॥ ১৪
মুখেনৈকে ধমন্ত্যগ্নিং মখাদ্ধ্যেবোঽধ্যজায়ত।
নাগ্নিং মুখেনেতি চ যল্লৌকিকে যোজয়ন্তি তৎ॥১৫
ইতি নবম খণ্ডঃ॥ ৯॥

দশম খণ্ডঃ।

যথাহনি তথা প্রাতর্নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ।
দন্তান্ প্রক্ষাল্য নদ্যাদৌ গৃহে চেত্তদমন্ত্রবৎ॥ ১
নারদাদ্যুক্তবাক্ষে যদষ্টাঙ্গু লমপাটিতম্।
সত্বচং দন্তকাষ্ঠং স্যাত্তদগ্রেণ প্রধাবয়েৎ॥ ২
উত্থায় নেত্রে প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
পরিজপ্য চ মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্॥ ৩
আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চং প্রজাঃপশূন্ বসূনি চ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নোধেহি বনস্পতে॥ ৪
যব্যদ্বয়ং শ্রাবণাদি সর্ব্বা নদ্যো রজস্বলাঃ।
তাসু স্নানং ন কুর্ব্বীত বর্জয়িত্বা সমুদ্রগাঃ॥ ৫
ধনুঃসহস্রাণ্যষ্টৌ তু গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
ন তা নদীশব্দবহা গর্ত্তাস্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৬
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে প্রেতস্নানে তথৈব চ।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব রজোদোষো ন বিদ্যতে॥ ৭
বেদাশ্ছন্দাংসি সর্ব্বাণি ব্রহ্মাদ্যাশ্চ দিবৌকসঃ।
জলার্থিনোঽথ পিতরো মরীচ্যাদ্যাস্তথর্ষয়ঃ॥ ৮
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে স্নানার্থং ব্রহ্মবাদিনঃ।
যিযাসূননুগচ্ছন্তি সন্তুষ্টাঃ স্বশরীরিণঃ॥ ৯
সমাগমস্তু যত্রৈষাং তত্র হত্যাদয়োমলাঃ।
নূনং সর্ব্বে ক্ষয়ং যান্তি কিমুতৈকং নদীরজঃ॥ ১০
ঋষীণাং সিচ্যমানানামন্তরালং সমাশ্রিতঃ।
সংপিবেদ্ যঃ শরীরেণ পর্ষন্মুক্তজলচ্ছটাঃ॥ ১১
বিদ্যাদীন্ ব্রাহ্মণঃ কামান্ বরাদীন্ কন্যকাঞ্চবম্
আমুষ্মিকান্যপি সুখান্যাপ্নুয়াৎ স ন সংশয়ঃ॥১২
অশুচ্যশুচিনা দত্তমামমন্তর্জলাদিনা।
অনির্গতদশাহাস্তু প্রেতা রক্ষাংসি ভুঞ্জতে॥ ১৩
স্বর্ধুন্যম্ভঃসমানি স্যুঃ সর্ব্বাণ্যম্ভাংসি ভূতলে।
কূপস্থান্যপি সোমার্কগ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৪
ইতি দশমঃ খণ্ডঃ॥ ১০॥

ইতি কর্ম্মপ্রদীপপরিশিষ্টে কাত্যায়ন-
বিরচিতে প্রথমঃ প্রপাঠকঃ।

একাদশ খণ্ডঃ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সন্ধ্যোপাসনকং বিধিম্।
অনর্হঃ কর্ম্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃ স্মৃতঃ॥ ১
সব্যে পাণৌ কুশান্ কৃত্বা কুর্য্যাদাচমনক্রিয়াম্।
হ্রস্বাঃ প্রচরণীয়াঃ স্যুঃকুশা দীর্ঘাস্তু বর্হিষঃ॥ ২
দর্ভাঃ পবিত্রমিত্যুক্তমতঃ সন্ধ্যাদিকর্ম্মণি।
সব্যঃ সোপগ্রহঃ কার্য্যো দক্ষিণঃ সপবিত্রকঃ॥৩
রক্ষয়েদ্বারিণাত্মানং পরিক্ষিপ্য সমন্ততঃ।
শিরসো মার্জ্জনং কুর্য্যাৎকুশৈঃসোদকবিন্দুভিঃ॥৪
প্রণবো ভূর্ভুবঃস্বশ্চ সাবিত্রী চ তৃতীয়কা।
অব্দৈবত্যং ত্র্যচশ্চৈব চতুর্থমিতি মার্জ্জনম্॥ ৫
ভূরাদ্যাস্তিস্র এবৈতা মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যং গায়ত্রী চ শিরস্তথা॥ ৬
আপজ্যোতীরসোমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরিতিশিরঃ।
প্রতীপ্রতীকং প্রণবমুচ্চারয়েদন্তে চ শিরসঃ॥ ৭
এতা এতাং সহানেন তথৈভির্দ্দশভিঃ সহ।
ত্রির্জ্জপেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥ ৮
করেণোদ্ধৃত্য সলিলং ঘ্রাণমাসজ্য তত্র চ।
জপেদনায়তাসুর্ব্বা ত্রিঃ সকৃদ্বাঘমর্ষণম্॥ ৯
উত্থায়ার্কং প্রতিপ্রোহেস্ত্রিকেণাঞ্জলিনাম্ভসঃ।
উচ্চিত্রমৃগদ্বয়েনাথ চোপতিষ্ঠেদনন্তরম্॥ ১০
সন্ধ্যাদ্বয়েঽপ্যুপস্থানমেতদাহুর্ম্মনীষিণঃ।
মধ্যে ত্বহ্ন উপর্য্যস্য বিভ্রাড়াদীচ্ছয়া জপেৎ॥১১
তদসংসক্তপার্ষ্ণির্ব্বা একপাদার্দ্ধপাদপি।
কুর্য্যাৎ কৃতাঞ্জলির্ব্বাপি ঊর্দ্ধবাহুরথাপি বা॥১২
যত্র স্যাৎ কৃচ্ছ্রভূয়স্ত্বং শ্রেয়সোঽপি মনীষিণঃ।
ভূয়স্ত্বং ব্রুবতে তত্র কৃচ্ছ্রাচ্ছ্রেয়ো হ্যবাপ্যতে॥ ১৩
তিষ্ঠেদুদয়নাৎ পূর্ব্বাং মধ্যমামপি শক্তিতঃ।
আসীতোড়ূদ্গমাচ্চান্ত্যাংসন্ধ্যাংপূর্ব্বত্রিকংজপন্॥১৪
এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যত্র তিষ্ঠতি।
যস্য নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ১৫
সন্ধ্যালোপাচ্চ চকিতঃ স্নানশীলশ্চ যঃ সদা।
তং দোষানোপসর্পন্তি গরুত্মন্তমিবোরগাঃ॥ ১৬
বেদমাদিত আরভ্য শক্তিতোঽহরহর্জ্জপেৎ।
উপতিষ্ঠেত্ততো রুদ্রংসর্ব্বাদ্বা বৈদিকাজ্জপাৎ॥১৭

দ্বাদশ খণ্ডঃ।

অথা দ্ভিস্তর্পয়েদ্দেবান্ সতিলাভিঃ পিতৄনপি।
নমোঽন্তে তর্পয়ামীতিআদাবোমিতি চ ব্রুবন্॥

ব্রহ্মাণং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং বেদান্ দেবাংশ্ছন্দাংস্যৃষীন্ পুরাণানাচার্য্যান্ গন্ধর্ব্বানিতরান্মাসং সংবৎসরং সাবয়বং দেবীরপ্সরসো দেবানুগান্নাগান্ সাগরান্ পর্ব্বতান্ সরিতো দিব্যান্ মনুষ্যানিতরান্ মনুষ্যান্ যক্ষান্ রক্ষাংসি সুপর্ণান্ পিশাচান্ পৃথিবীমোষধীঃ পশূন্ বনস্পতীন্ ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধমিত্যুপবীত্যথপ্রাচীনাবীতী যমং যমপুরুষান্ কব্যবড়নলং সোমং যমমর্য্যমণমগ্নিষ্বাত্তান্ সোমপীথান্ বর্হিষদোঽথ স্বান্ পিতৃন্ সকৃৎ সকৃন্মাতামহাংশ্চেতি প্রতিপুরুষমভ্যস্যেজ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃশ্বশুর পিতৃব্য মাতুলাংশ্চ পিতৃবংশমাতৃবংশৌ যে চান্যে মত্ত উদকমর্হন্তি তাংস্তর্পয়ামীত্যয়মবসানাঞ্জলিরথ শ্লোকাঃ ॥ ২

ছায়াং যথেচ্ছেচ্ছরদাতপার্ত্তঃ
পয়ঃ পিপাসুঃক্ষুধিতোঽন্নমন্নম্।
বালো জনিত্রীং জননী চ বালং
যোষিৎ পুমাংসংপুরুষশ্চযোষাম্ ॥ ৩

তথা সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
বিপ্রাদুদকমিচ্ছন্তি সর্ব্বাভ্যুদয়কৃদ্ধি সঃ ॥ ৪
তস্মাৎ সদৈব কর্ত্তব্যমকুর্ব্বন্মহতৈনসা।
যুজ্যতে ব্রাহ্মণঃ কুর্ব্বন্বিশ্বমেতদ্বিভর্ত্তি হি ॥ ৫
অল্পত্বাদ্ধোমকালস্য বহুত্বাৎ স্নানকর্ম্মণঃ।
প্রাতর্ন তনুয়াৎ স্নানং হোমলোপো হি গর্হিতঃ ॥৬

ইতি দ্বাদশ খণ্ডঃ ॥

ত্রয়োদশ খণ্ডঃ।

পঞ্চানামথ সত্রাণাং মহতামুচ্যতে বিধিঃ।
যৈরিষ্ট্বা সততং বিপ্রঃ প্রাপ্নুয়াৎ সদ্মশাশ্বতম্ ॥১
দেবভূতপিতৃব্রহ্মমনুষ্যাণামনুক্রমাৎ।
মহাসত্রাণি জানীয়াত্ত এবেহ মহামখাঃ ॥ ২
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবোবলির্ভৌতোনৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ৩
শ্রাদ্ধং বা পিতৃযজ্ঞঃ স্যাৎ পিত্র্যো বলিরথাপি বা
যশ্চ শ্রুতিজপঃ প্রোক্তো ব্রহ্মযজ্ঞঃ সবোচ্যতে ॥৪
স চার্ব্বাক্ তর্পণাৎ কার্য্যঃ পশ্চাদ্বা প্রাতরাহুতেঃ
বৈশ্বদেবাবসানে বা নান্যত্রেতো নিমিত্তকাৎ ॥ ৫
অপ্যেকমাশয়েদ্বিপ্রং পিতৃযজ্ঞার্থসিদ্ধয়ে।
অদৈবংনাস্তিচেদন্যোভোক্তাভোজ্যমথাপি বা ॥৬
অপ্যুদ্ধৃত্য যথাশক্ত্যা কিঞ্চিদন্নং যথাবিধি।
পিতৃভ্যোঽথ মনুষ্যেভ্যো দদ্যাদহরহর্দ্বিজঃ ॥ ৭
পিতৃভ্য ইদমিত্যুক্ত্বা স্বধাকারমুদীরয়েৎ।
হন্তকারং মনুষ্যেভ্যস্তদর্দ্ধে নিনয়েদপঃ ॥ ৮
মুনিভির্দ্বিরশনমুক্তং বিপ্রাণাংমর্ত্ত্যবাসিনাংনিত্যম্
অহনি চ তথা তমস্বিন্যাং সার্দ্ধপ্রথমযামান্তঃ ॥৯
সায়ং প্রাতর্বৈশ্বদেবঃ কর্ত্তব্যো বলিকর্ম্ম চ।
অনশ্নতাপি সততমন্যথা কিল্বিষী ভবেৎ ॥ ১০
অমুষ্মৈ নম ইত্যেবং বলিদানং বিধীয়তে।
বলিদানপ্রদানার্থং নমস্কারঃ কৃতো যতঃ ॥ ১১
স্বাহাকারবষট্কারনমস্কারা দিবৌকসাম্।
স্বধাকারঃ পিতৄণাঞ্চ হন্তকারো নৃণাং কৃতঃ ॥ ১২
স্বধাকারেণ নিনয়েৎ পিত্র্যং বলিমতঃ সদা।
তদধ্যেকে নমস্কারং কুর্ব্বতে নেতি গৌতমঃ ॥১৩
নাবরার্দ্ধ্যাবলয়োভবন্তিমহামার্জ্জারশ্রবণপ্রমাণাৎ।
একত্র চেদবিকৃষ্টা ভবন্তীতরেতরসংসক্তাশ্চ ॥১৪

ইতি ত্রয়োদশ খণ্ডঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ খণ্ডঃ

অথ তস্মিন্যাসোবৃদ্ধিপিণ্ডানিবোত্তরাংশ্চতুরোবলীন্নিদধ্যাৎ পৃথিব্যৈ বায়বে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ প্রজাপতয় ইতি সব্যত এতেষামেকৈকমদ্ভ্য ওষধিবনস্পতিভ্য আকাশায় কামায়েত্যেতেষামপি মন্যব ইন্দ্রায় বাসুকয়ে ব্রহ্মণ ইত্যেতেষামপি রক্ষোজনেভ্য ইতি সর্ব্বেষাং দক্ষিণতঃ পিতৃভ্য ইতি চতুর্দ্দশ নিত্যা আশস্য প্রভৃতয়ঃ কাম্যাঃ সর্ব্বেষামুভয়তোঽদ্ভিঃ পরিষেকঃ পিণ্ডবচ্চ পশ্চিমা প্রতিপত্তিঃ ॥ ১ ॥
ন স্যাতাং কাম্যসামান্যে জুহোতি বলিকর্ম্মণী।
পূর্ব্বং নিত্যবিশেষোক্তং জুহোতি বলিকর্ম্মণোঃ ২
কামমন্ত্র ভবেয়াতাং ন তু মধ্যে কদাচন।
নৈকস্মিন্ কর্ম্মণি তত্তে কর্ম্মাণ্যন্তায়তে যতঃ ॥ ৩
অগ্ন্যাদির্গৌতমাদ্যুক্তো হোমঃ শাকলঃ এব চ।
অনাহিতাগ্নেরপ্যেষ যুজ্যতে বলিভিঃ সহ ॥ ৪
স্পৃষ্ট্বাপো বীক্ষমাণোঽগ্নিং কৃতাঞ্জলিপুটস্ততঃ।
বামদেব্যজপাৎ পূর্ব্বং প্রার্থয়েদ্দ্রবিণোদয়ম্ ॥৫
আরোগ্যমায়ুরৈশ্বর্য্যং ধীর্ধৃতিঃ শং বলং যশঃ।
ওজো বর্চ্চঃ পশূন্ বীর্য্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মণ্যমেব চ ॥ ৬
সৌভাগ্যং কর্ম্মসিদ্ধিঞ্চ কুলজ্যৈষ্ঠ্যং সুকর্তৃতাম্।
সর্ব্বমেতৎ সর্ব্বসাক্ষিন্ দ্রবিণোদরিরীহিণঃ ॥ ৭

ন ব্রহ্মযজ্ঞাদধিকোঽস্তি যজ্ঞো
ন তৎপ্রদানাৎ পরমস্তি দানম্।

সর্ব্বৈতদস্তাঃ ক্রতবঃ সদানা-
নাস্তো দৃষ্টঃ কৈশ্চিদস্য হ্বিকস্য ॥ ৮
ঋচঃ পঠন্ মধুপয়ঃকুল্যাভিস্তর্পয়েৎ সুরান্।
ঘৃতামৃতৌঘকুল্যাভির্যজুংষ্যপি পঠন্ সদা ॥ ৯
সামান্যপি পঠন্ সোমঘৃতকুল্যাভিরন্বহম্।
মেদঃ কুল্যাভিরপিচ আথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পঠন্ ॥ ১০
মাংসক্ষীরৌদনমধুকুল্যাভিস্তর্পয়েৎ পঠন্।
বাকোবাক্যং পুরাণানি ইতিহাসানি চান্বহম্ ॥ ১১
ঋগাদীনামন্যতমমেতেষাং শক্তিতোঽন্বহম্।
পঠন্ মধ্বাজ্যকুল্যাভিঃ পিতৄনপি চ তর্পয়েৎ ॥ ১২
তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যেনং জীবন্তং প্রেতমেব চ।
কামচারী চ ভবতি সর্ব্বেষু সুরসদ্মসু ॥ ১৩
গুর্ব্বপ্যেনো ন তং স্পৃশেৎপংক্তিঞ্চৈবপুনাতি সঃ
যং যং ক্রতুঞ্চ পঠতি ফলভাক্তস্য তস্য চ ॥ ১৪
বসুপূর্ণা বসুমতী ত্রির্দ্দানফলমাপ্নুয়াৎ।
ব্রহ্মযজ্ঞাদপি ব্রহ্ম দানমেবাতিরিচ্যতে ॥ ১৫

পঞ্চদশ খণ্ডঃ।

ব্রহ্মণো দক্ষিণা দেয়া যত্র যা পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ম্মান্তেঽনুচ্যমানাপি পূর্ণপাত্রাদিকা ভবেৎ ॥ ১
যাবতা বহুভোক্তুস্তু তৃপ্তিঃ পূর্ণেন বিদ্যতে।
নাবরার্দ্ধ্যমতঃ কুর্য্যাৎ পূর্ণপাত্রমিতি স্থিতিঃ ॥ ২
বিদধ্যাদ্ধৌত্রমন্যশ্চেদ্দক্ষিণার্দ্ধহরো ভবেৎ।
স্বয়ঞ্চে দুভয়ং কুর্য্যাদন্যস্মৈ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৩
কুলর্ত্বিজমধীয়ানং সন্নিকৃষ্টং তথা গুরুম্।
নাতিক্রামেৎসদা দিৎসন্য ইচ্ছেদাত্মনোহিতম্ ॥
অহমস্মৈ দদামীতি এবমাভাষ্য দীয়তে।
নৈতাব পৃষ্ট্বা দদতঃ পাত্রেঽপি ফলমস্তি হি ॥ ৫
দূরস্থাভ্যামপি দ্বাভ্যাং প্রদায় মনসা বরম্।
ইতরেভ্যস্ততো দেয়াদেষ দানবিধিঃ পরঃ ॥ ৬
সন্নিকৃষ্টমধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ।
যদ্দদাতি তমুল্লঙ্ঘ্য তৎস্তেয়েন যুজ্যতে ॥ ৭
যস্য স্বেক গৃহে মূর্খো দূরস্থশ্চ গুণান্বিতঃ।
গুণান্বিতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ ॥ ৮
ব্রহ্মণাতিক্রমো নাস্তি বিপে বেদবর্জ্জিতে।
জ্বলন্তমগ্নিমুৎসৃজ্য ন হি ভস্মনি হূয়তে ॥ ৯
আজ্যস্থালী চ কর্ত্তব্যা তৈজসদ্রব্যসম্ভবা।
মহীময়ী বা কর্ত্তব্যা সর্ব্বাস্বাজ্যাহুতীষু চ ॥ ১০
আজ্যস্থাল্যাঃ প্রমাণং তু যথাকামন্তু কারয়েৎ।
সুদৃঢ়ামব্রণাং ভদ্রামাজ্যস্থালীং প্রচক্ষতে ॥ ১১
তির্য্যগূর্দ্ধং সমিন্মাত্রা দৃঢ়া নাতিবৃহন্মুখী।
মৃন্ময্যোড়ুম্বরী বাপি চরুস্থালী প্রশস্যতে ॥ ১২
স্বশাখোক্তঃ প্রসুখিন্নো হৃদগ্নোঽকঠিনঃ শুভঃ।
নচাতিশিথিলঃ পাচ্যো ন চরুশ্চারসস্তথা ॥ ১৩
ইধ্মজাতীয়মিধ্মার্দ্ধপ্রমাণং মেক্ষণং ভবেৎ।
বৃত্তং চাঙ্গুষ্ঠপৃথ্বগ্রমবদানক্রিয়াক্ষমম্ ॥ ১৪
এষৈব দর্ব্বী যস্তত্র বিশেষস্তমহং ব্রুবে।
দর্ব্বী দ্ব্যঙ্গুলপৃথ্বগ্রা তুরীয়ো নমমেক্ষণম্ ॥ ১৫
মুষলোলূখলে বার্ক্ষে স্বায়তে সুদৃঢ়ে তথা।
ইচ্ছাপ্রমাণে ভবতঃ শূর্পং বৈণবমেব চ ॥ ১৬
দক্ষিণং বামতো বাহ্যমাত্মাভিমুখমেব চ।
করং করস্য কুর্ব্বীত করণেঽন্যঞ্চকর্ম্মণঃ ॥ ১৭
কৃত্বাগ্র্যভিমুখৌ পাণী স্বস্থানস্থৌ সুসংযতৌ।
প্রদক্ষিণং তথাসীনঃ কুর্য্যাৎ পরিসমূহনম্ ॥ ১৮
বাহুমাত্রাঃ পরিধয় ঋজবঃ সত্বচোঽব্রণাঃ।
ত্রয়ো ভবন্তি শীর্ণাগ্রা একেষান্তু চতুর্দ্দিশম্ ॥ ১৯
প্রাগগ্রাবভিতঃ পশ্চাদুদগ্রমথবাপরম্।
ন্যসেৎ পরিধিমন্যঞ্চেদুদগগ্রঃ স পূর্ব্বতঃ ॥ ২০
যথোক্তবস্তুসম্পত্তৌ গ্রাহ্যং তদনুকারি যৎ।
যবানামিব গোধূমা ব্রীহীণামিব শালয়ঃ ॥ ২১

ষোড়শ খণ্ডঃ।

পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং ক্ষীণে রাজনি শস্যতে।
বাসরস্য তৃতীয়াংশে নাতিসন্ধ্যাসমীপতঃ ॥ ১
যদা চতুর্দ্দশীযামং তুরীয়মনুপূরয়েৎ।
অমাবাস্যা ক্ষীয়মাণা তদৈব শ্রাদ্ধমিষ্যতে ॥ ২
যদুক্তং যদহস্ত্বেব দর্শনং নৈতি চন্দ্রমাঃ।
আনয়াপেক্ষয়া জ্ঞেয়ং ক্ষীণে রাজনি চেত্যপি ॥৩
যচ্চোক্তং দৃশ্যমানেঽপি তচ্চতুর্দ্দশ্যপেক্ষয়া।
অমাবাস্যাং প্রতীক্ষেত তদন্তে বাপি নির্ব্বপেৎ॥৪
অষ্টমেংঽশে চতুর্দ্দশ্যাঃ ক্ষীণো ভবতি চন্দ্রমাঃ।
অমাবাস্যাষ্টমাংশে চ পুনঃ কিল ভবেদণুঃ ॥ ৫
আগ্রহায়ণ্যমাবাস্যা তথা জ্যৈষ্ঠস্য যা ভবেৎ।
বিশেষমাভ্যাং ব্রুবতে চন্দ্রচারবিদো জনাঃ ॥ ৬
অত্রেন্দুরাদ্যে প্রহরেঽবতিষ্ঠতে
চতুর্থভাগো ন কলাবশিষ্টঃ।
তদন্ত এব ক্ষয়মেতি কৃৎস্ন
মেবং জ্যোতিশ্চক্রবিদো বদন্তি ॥ ৭
যস্মিন্নব্দে দ্বাদশৈকশ্চ যব্য-
স্তস্মিংস্তৃতীয়য়া পরিদৃশ্যোনোপজায়তে।

এবং চারং চন্দ্রমসোবিদিত্বা
ক্ষীণেতস্মিন্নপরাহ্ণে চ দদ্যাৎ ॥ ৮
সম্মিশ্রা যা চতুর্দ্দশ্যা অমাবাস্যা ভবেৎ কচিৎ।
খর্ব্বিতাং তাংবিদুঃ কেচিদ্‌গতাধ্বামিতি চাপরে৯
বর্দ্ধমানামমাবাস্যাং.লভেচ্চেদপরেহহনি।
যামাংস্ত্রীনধিকান্ বাপি পিতৃযজ্ঞস্ততো ভবেৎ॥১০
পক্ষাদাবেব কুর্ব্বীত সদা পক্ষাদিকং চরুম্।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কুর্ব্বন্তি বিদ্ধেহপ্যন্যে মনীষিণঃ ॥১১
স্বপিতুঃ পিতৃকৃত্যেষু হ্যধিকারো ন বিদ্যতে।
ন জীবন্তমতিক্রম্য কিঞ্চিদ্দদ্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥১২
পিতামহে ধ্রিয়তি চ পিতুঃ প্রেতস্য নির্ব্বপেৎ।
পিতুস্তস্য চ বৃত্তস্য জীবেচ্চেৎ প্রপিতামহঃ॥১৩
পিতুঃ পিতুঃ পিতুশ্চৈব তস্যাপি পিতুরেব চ।
কুর্য্যাৎ পিণ্ডত্রয়ং যস্য সংস্থিতঃ প্রপিতামহঃ॥১৪
জীবন্তমতি দদ্যাদ্বা প্রেতায়ান্নোদকে দ্বিজঃ।
পিতুঃপিতৃভ্যো বাদদাংস্বপিতেত্যপরা শ্রুতিঃ১৫
পিতামহঃ পিতুঃ পশ্চাৎ পঞ্চত্বং যদি গচ্ছতি।
পৌত্রেণৈকাদশাহাদি কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধষোড়শম্ ॥১৬
নৈতৎ পৌত্রেণকর্ত্তব্যংপুত্রবাংশ্চেৎ পিতামহঃ।
পিতুঃ সপিণ্ডনং কৃত্বা কুর্য্যান্মাসানুমাসিকম্ ॥১৭
অসংস্কৃতৌনসংস্কার্য্যোপূর্ব্বৌ পৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ।
পিতরং তত্র সংস্কুর্য্যাদিতি কাত্যায়নোঽব্রবীৎ১৮
পাপিষ্ঠমতি শুদ্ধেন শুদ্ধং পাপীকৃতাপি বা।
পিতামহেন পিতরং সংস্কুর্য্যাদিতি নিশ্চয়ঃ॥১৯
ব্রাহ্মণাদিহতে তাতে পতিতে সঙ্গবর্জ্জিতে।
ব্যুৎক্রমাচ্চ মৃতে দেয়ং যেভ্য এব দদাত্যসৌ॥২০
মাতুঃ সপিণ্ডীকরণং পিতামহ্যা সহোদিতম্।
যথোক্তেনৈব কল্পেন পুত্রিকায়া ন চেৎ সুতঃ ॥২১
ন যোষিদ্ভ্যঃ পৃথগ্ দদ্যাদবসানদিনাদৃতে।
স্বভর্তৃপিণ্ডমাত্রাভ্যস্তৃপ্তিরাসাং যতঃস্মৃতা ॥ ২২
মাতুঃ প্রথমতঃ পিণ্ডং নির্ব্বপেৎ পুত্রিকাসুতঃ।
দ্বিতীয়ন্তু পিতুস্তস্যাস্তৃতীয়ন্তু পিতুঃ পিতুঃ ॥ ২৩
ইতি ষোড়শ খণ্ডঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ খণ্ডঃ।

পুরতো যাস্মনঃ কুর্য্যুঃ সা পূর্ব্বা পরিকীর্ত্ত্যতে।
মধ্যমা দক্ষিণেনাস্যাস্তদ্দক্ষিণত উত্তমা ॥ ১
বাহুগ্রিদিগ্ মুখাগ্রাস্তাঃ কার্য্যাঃ সার্দ্ধাঙ্গুলাস্তরাঃ।
তীক্ষ্ণাস্ত যবমধ্যাশ্চ মধ্যং নাব ইবোৎকিরেৎ ॥২
শঙ্কুশ্চ খাদিরঃ কার্য্যো রজতেন বিভূষিতঃ।
শঙ্কুশ্চৈবোপবেষশ্চ দ্বাদশাঙ্গুল ইষ্যতে ॥ ৩
অগ্ন্যাশাগ্রৈঃ কুশৈঃ কার্য্যং কর্ষূণাংস্তরণংধনৈঃ।
দক্ষিণাস্তং তদগ্রৈস্তু পিতৃযজ্ঞে পরিস্তরেৎ ॥ ৪
স্রগরং সুরভি জ্ঞেয়ং চন্দনাদি বিলেপনম্।
সৌবীরাঞ্জনমিত্যুক্তং পিঞ্জলীনাং যদঞ্জনম্ ॥ ৫
স্বস্তরে সর্ব্বমাসাদ্য যথাবদুপযুজ্যতে।
দেব পূর্ব্বং ততঃ শ্রাদ্ধ মত্বরঃ শুচিরারভেৎ ॥ ৬
আসনাদ্যর্দ্ধপর্য্যন্তং বসিষ্ঠেন যথেরিতম্।
কৃত্বা কর্ম্মাথ পাত্রেষু উক্তং দদ্যাত্তিলোদকম্ ॥৭
তূষ্ণীং পৃথগপো দত্ত্বা মন্ত্রেণ তু তিলোদকম্।
গন্ধোদকঞ্চ দাতব্যং সন্নিকর্ষক্রমেণ তু ॥ ৮
আসুরেণ তু পাত্রেণ যস্তু দদ্যাত্তিলোদকম্।
পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ৯
কুলালচক্রনিষ্পন্নমাসুরং মৃণ্ময়ং স্মৃতম্।
তদেব হস্তঘটিতং স্থাল্যাদি দৈবিকং ভবেৎ ॥১০
গন্ধান্ ব্রাহ্মণসাৎ কৃত্বা পুষ্পাণ্যৃতুভবানি চ।
ধূপঞ্চৈবানুপূর্ব্বেণ হ্যগ্নৌ কুর্য্যাদনন্তরম্ ॥ ১১
অগ্নৌ করণহোমশ্চ কর্ত্তব্য উপবীতিনা।
প্রাঙ্মুখেনৈবদেবেভ্যোজুহোতীতিশ্রুতিঃশ্রুতেঃ১২
অপসব্যেন বা কার্য্যো দক্ষিণাভিমুখেন চ।
নিরুপ্য হবিরন্যস্মা অন্যস্মৈ ন হি হূয়তে ॥ ১৩
স্বাহা কুর্য্যান্নচাত্রান্তে নচৈব জুহুয়াদ্ধবিঃ।
স্বাহাকারেণ হুত্বাগ্নৌ পশ্চান্মন্ত্রং সমাপয়েৎ ॥১৪
পিত্র্যে যঃ পংক্তিমূর্দ্ধন্যস্তস্য পাণাবনগ্নিমান্।
হুত্বা মন্ত্রবদন্যেষাং তূষ্ণীং পাত্রেষু নিঃক্ষিপেৎ ১৫
নোদ্ধুর্য্যাদ্ধোমমন্ত্রাণাং পৃথগাদিষু কুত্রচিৎ।
অন্যেষাঞ্চাবিকৃষ্টানাং কালেনাচমনাদিনা ॥ ১৬
সব্যেন পাণিনেত্যেবং যদত্র সমুদীরিতম্।
পরিগ্রহণমাত্রস্তৎ সব্যস্যাদিশতি ব্রতম্ ॥ ১৭
পিঞ্জল্যাদ্যভিসংগৃহ্য দক্ষিণেনেতরাৎ করাৎ।
অন্বারভ্য চ সব্যেন কুর্য্যাদুল্লেখনাদিকম্ ॥ ১৮
যাবদর্থমুপাদায় হবিষোঽর্ভকমর্ভকম্।
চরুণা সহ সন্নীয় পিণ্ডান্ দাতুমুপক্রমেৎ ॥ ১৯
পিতুরুত্তরকর্ষাংশে মধ্যমে মধ্যমস্য তু।
দক্ষিণে তৎপিতুশ্চৈবপিণ্ডান্পর্ব্বণিনির্ব্বপেৎ ॥২০
বামমাবর্ত্তনং কেচিদুদগন্তং প্রচক্ষতে।
সর্ব্বং গোতমশাণ্ডিল্যৌ শাণ্ডিল্যায়ন এব চ ॥২১
আবৃত্য প্রাণমায়ম্য পিতৄন্ ধ্যায়ন্ যথার্থতঃ।
জপংস্তেনৈব চাবৃত্য ততঃ প্রাণং প্রমোচয়েৎ ॥২২

শাকঞ্চ ফাল্গুনাষ্টম্যাং স্বয়ং পত্ন্যপি বা পচেৎ।
যস্তু শাকাদিকোহোমঃ কার্য্যোঽপূপাষ্টকাবৃতঃ॥২৩
আন্বষ্টক্যং মধ্যমায়ামিতি গোভিলগোতমৌ।
বার্কেখণ্ডিশ্চসর্ব্বাসুকৌৎসোমেনেঽষ্টকাসুচ ॥২৪
স্থালীপাকং পশুস্থানে কুর্য্যাদ্যদ্যানুকল্পিতম্।
শ্রপয়েত্তং সবৎসায়াস্তরুণ্যাগোঃ পয়স্যসু ॥ ২৫

অষ্টাদশ খণ্ডঃ।

সায়মাদি প্রাতরন্তমেকং কর্ম্ম প্রচক্ষতে।
দর্শান্তং পৌর্ণমাসাদ্যমেকমেব মনীষিণঃ॥ ১
ঊর্দ্ধং পূর্ণাহুতের্দর্শঃ পৌর্ণমাসোঽপি বাগ্রিমঃ।
য আয়াতি স হোতব্যঃ স এবাদিরিতি শ্রুতিঃ॥২
ঊর্দ্ধং পূর্ণাহুতেঃ কুর্য্যাৎ সায়ং হোমাদনন্তরম্।
বৈশ্বদেবস্তু পাকান্তে বলিকর্ম্মসমন্বিতম্॥ ৩
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদভিরূপান্ স্বশক্তিতঃ।
যজমানস্ততোঽশ্নীয়াদিতি কাত্যায়নোঽব্রবীৎ ॥৪
বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত সায়ংপ্রাতস্ত্বতান্দ্রিতঃ।
চতুর্থীকর্ম্ম কৃত্বৈতদেতচ্ছাট্যায়নের্ম্মতম্॥ ৫
ঊর্দ্ধং পূর্ণাহুতেঃ প্রাতর্হুত্বা তাং সায়মাহুতিম্।
প্রাতর্হোমস্তদৈব স্যাদেষ এবোত্তরো বিধিঃ॥ ৬
পৌর্ণমাসাত্যয়ে হব্যং হোতা বা যদহর্ভবেৎ।
তদহর্জ্জুহুয়াদেবমমাবাস্যাত্যয়েঽপি চ ॥ ৭
অহূয়মানেঽনশ্নংশ্চে ন্নয়েৎ কালং সমাহিতঃ।
সম্পন্নে তু যথা তত্র হূয়তে তদিহোচ্যতে ॥ ৮
আহুতাঃ পরিসংখ্যায় পাত্রে কৃত্বাহুতীঃ সকৃৎ।
মন্ত্রেণ বিধিবদ্ধুত্বাধিকমেবাপরা অপি ॥ ৯
যত্র ব্যাহৃতিভির্হোমঃ প্রায়শ্চিত্তাত্মকো ভবেৎ।
চতস্রস্তত্র বিজ্ঞেয়াঃ স্ত্রীপাণিগ্রহণে যথা ॥ ১০
অপিবাজ্ঞাতমিত্যেষা প্রাজাপত্যাপিবাহুতিঃ।
হোতব্যা ত্রিবিকল্পোঽয়ং প্রায়শ্চিত্তবিধিঃস্মৃতঃ॥১১
যদ্যগ্নিরগ্নিনান্যেন সম্ভবেদাহিতঃ কচিৎ।
অগ্নয়ে বিবিচয় ইতি জুহুয়াদ্বা ঘৃতাহুতিম্॥ ১২
অগ্নয়েঽপ্সুমতে চৈব জুহুয়াদ্বৈদ্যুতেন চেৎ।
অগ্নয়ে শুচয়ে চৈব জুহুয়াচ্চেদ্দ রগ্নিনা ॥ ১৩
গৃহদাহাগ্নিনাগ্নিস্তু যষ্টব্যঃ ক্ষামবাৎ দ্বিজৈঃ।
দাবাগ্নিনা চ সংসর্গে হৃদয়ং যদি তপ্যতে ॥ ১৪
দ্বির্ভুতো যদি সংসৃজ্যেৎ সংসৃষ্টমুপশাময়েৎ।
অসংসৃষ্টং জাগরয়েদ্গিরিশন্মৈবমুক্তবান্ ॥ ১৫
ন স্বেঽগ্নাবন্যহোমঃস্যান্মুক্তৈকাং সমিদাহুতম্।
স্বগর্ভসংক্রিয়ার্থাংশ্চ যাবন্নাসৌ প্রজায়তে ॥ ১৬

অগ্নিস্তু নামধেয়াদৌ হোমে সর্ব্বত্র লৌকিকঃ।
ন হি পিত্রা সমানীতঃ পুত্রস্য ভবতি কচিৎ ॥ ১৭
যস্যাগ্নাবন্যহোমঃ স্যাৎ স বৈশ্বানরদৈবতম্।
চরুং নিরূপ্য জুহুয়াৎ প্রায়শ্চিত্তং তু তস্য তৎ॥১৮
পরেণাগ্নৌ হুতে স্বার্থং পরস্যাগ্নৌ হুতে স্বয়ম্।
পিতৃযজ্ঞাত্যয়ে চৈব বৈশ্বদেবদ্বয়স্য চ ॥ ১৯
অনিষ্ট্বা নবযজ্ঞেন নবান্নপ্রাশনে তথা।
ভোজনে পতিতান্নস্য চরুর্ব্বৈশ্বানরো ভবেৎ ॥২০
স্বপিতৃভ্যঃ পিতা দদ্যাৎ সুতসংস্কারকর্ম্মসু।
পিণ্ডানোদ্বহনাত্তেষাং তস্যাভাবে তু তৎক্রমাৎ২১
ভূতপ্রবাচনে পত্নী যদ্যসন্নিহিতা ভবেৎ।
রজোরোগাদিনা তত্র কথং কুর্ব্বন্তি যাজ্ঞিকাঃ ২২
মহানসেঽন্নং যা কুর্য্যাৎ সবর্ণাং তাং প্রবাচয়েৎ।
প্রণবাদ্যপি বা কুর্য্যাৎ কাত্যায়নবচো যথা ॥ ২৩
যজ্ঞবাস্তুনি মুষ্ট্যাঞ্চ স্তম্বে দর্ভবটৌ তথা।
দর্ভসংখ্যা ন বিহিতা বিষ্টরাস্তরণেষু চ ॥ ২৪

ইতি অষ্টাদশ খণ্ডঃ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ খণ্ডঃ।

নিঃক্ষিপ্যাগ্নিং স্বদারেষু পরিকল্প্যর্ত্বিজং তথা।
প্রবসেৎ কার্য্যবান্ বিপ্রো বৃথৈবনচিরং কচিৎ॥১
মনসা নৈত্যকং কর্ম্ম প্রবসন্নপ্যতন্দ্রিতঃ।
উপবিশ্য শুচিঃ সর্ব্বং যথাকালমনুদ্রবেৎ ॥ ২
পত্ন্যা চাপ্যবিয়োগিন্যা শুশ্রূষ্যোঽগ্নির্বিনীতয়া।
সৌভাগ্যবিত্তাবৈধব্যকাময়া ভর্তৃভক্তয়া ॥ ৩
যা বা স্যাদ্বীরসূরাসামাজ্ঞাসম্পাদিনী প্রিয়া।
দক্ষা প্রিয়ম্বদা শুদ্ধা তামত্র বিনিয়োজয়েৎ ॥ ৪
দিনত্রয়েণ বা কর্ম্ম যথা জ্যৈষ্ঠং স্বশক্তিতঃ।
বিভজ্য সহ বা কুর্য্যর্যথাজ্ঞানঞ্চ শাস্ত্রবৎ ॥ ৫
স্ত্রীণাংসৌভাগ্যতোজ্যৈষ্ঠংবিদ্যয়ৈবদ্বিজন্মনাম্।
নহি স্যাত্যা ন তপসাভর্ত্তাতুষ্যতিযোষিতাম্ ॥৬
ভর্ত্তুরাদেশবর্ত্তিন্যা যথোমা বহুভিব্রতৈঃ।
অগ্নিশ্চতোষিতোঽমুত্রসাগ্নীসৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৭
বিনয়াবনতাপি স্ত্রী ভর্ত্তুর্যা দুর্ভগা ভবেৎ।
অমুত্রোমাগ্নিভর্তৄণামবজ্ঞাতিঃ কৃতা তয়া ॥ ৮
শ্রোত্রিয়ং সুভগাং গাঞ্চ অগ্নিমগ্নিচিতিং তথা।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেদাপদ্ভ্যঃ স প্রমুচ্যতে ॥ ৯
পাপিষ্ঠং দুর্ভগামন্ত্যং নগ্নমুৎকৃত্তনাসকম্।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেৎ স কলেরুপযুজ্যতে ॥ ১০

পতিমুল্লঙ্ঘ্য মোহাৎ স্ত্রী কিংনকিংনরকং ব্রজেৎ।
কৃচ্ছ্রান্মনুষ্যতাংপ্রাপ্যকিংকিংদুঃখং ন বিন্দতি॥১১
পতিশুশ্রূষয়ৈব স্ত্রী কান্ন লোকান্ সমশ্নুতে।
দিবঃ পুনরিহায়াতা সুখানামম্বুধির্ভবেৎ॥ ১২
সদারোঽন্যান্ পুনর্দারান্ কথঞ্চিৎ কারণান্তরাৎ।
য ইচ্ছেদগ্নিমান্কর্ত্তুং কহোমোঽস্য বিধীয়তে॥১৩
স্বেঽগ্নাবেব ভবেদ্ধোমো লৌকিকে ন কদাচন।
নহ্যাহিতাগ্নেঃস্বংকর্ম্মলৌকিকেঽগ্নৌবিধীয়তে॥১৪
ষড়াহুতিকমন্যেন জুহুয়াদ্ধ্রুবদর্শনাৎ।
ন হ্যাত্মনোঽর্থং স্যাত্তাবদ্যাবন্ন পরিণীয়তে॥১৫
পুরস্তাৎ বিবিকল্পং যৎ প্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্।
তৎ ষড়াহুতিকং শিষ্টৈর্যজ্ঞবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥১৬

ইতি একোনবিংশ খণ্ডঃ॥ ১৯॥

ইতি কাত্যায়নবিরচিতে কর্ম্মপ্রদীপে
দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ॥

বিংশ খণ্ডঃ।

অসমক্ষন্তু দম্পত্যোর্হোতব্যং নর্ত্বিগাদিনা।
দ্বয়োরপ্যসমক্ষং হি ভবেদ্ধুতমনর্থকম্॥ ১
বিহায়াগ্নিং সভার্য্যশ্চেৎ সীমামুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতি।
হোমকালাত্যয়ে তস্য পুনরাধানমিষ্যতে॥ ২
অরণ্যোঃ ক্ষয়নাশাগ্নিদাহেষ্বগ্নিং সমাহিতঃ।
পালয়েদুপশান্তেঽস্মিন্ পুনরাধানমিষ্যতে॥ ৩
জ্যেষ্ঠা চেদ্বহুভার্য্যস্য অতিচারেণ গচ্ছতি।
পুনরাধানমত্রৈক ইচ্ছন্তি ন তু গোতমঃ॥ ৪
দাহয়িত্বাগ্নিভির্ভার্য্যাং সদৃশীং পূর্ব্বসংস্থিতাম্।
পাত্রৈশ্চাথাগ্নিমাদধ্যাৎ কৃতদারোঽবিলম্বিতঃ॥৫
এবংবৃত্তাং সবর্ণাং স্ত্রীং দ্বিজাতিঃ পূর্ব্বমারিণীম্।
দাহয়িত্বাগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞপাত্রৈশ্চ ধর্ম্মবিৎ॥ ৬
দ্বিতীয়াঞ্চৈব যঃ পত্নীং দঃহেদ্বৈতানিকাগ্নিভিঃ।
জীবন্ত্যাং প্রথমায়াস্তু ব্রহ্মঘ্নেন সমং হি তৎ॥৭
মৃতায়াস্তু দ্বিতীয়ায়াং যোঽগ্নিহোত্রং সমুৎসৃজেৎ,
ব্রহ্মোজ্ঝংতংবিজানীয়াদ্যশ্চকামাৎসমুৎসৃজেৎ৮
মৃতায়ামপিভার্য্যায়াংবৈদিকাগ্নিং নহি ত্যজেৎ।
উপাধিনাপি তৎ কর্ম্ম যাবজ্জীবং সমাপয়েৎ॥৯
রামোঽপিকৃত্বা সৌবর্ণাংসীতাং পত্নীংযশস্বিনীম্।
ঈজে যজ্ঞৈর্বহুবিধৈঃ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ॥ ১০
যো দহেদগ্নিহোত্রেণ স্বেন ভার্য্যাং কথঞ্চন।
সা স্ত্রী সম্পদ্যতেতেনভার্য্যাবাস্যপুমান্ভবেৎ॥১১
ভার্য্যা মরণমাপন্না দেশান্তরগতাপি বা।
অধিকারী ভবেৎ পুত্রোমহাপাতকিনিদ্বিজে॥১২
মান্যা চেন্ম্রিয়তে পূর্ব্বং ভার্য্যাপতিবিমানিতা।
ত্রীণি জন্মানি সা পুংস্ত্বং পুরুষঃ স্ত্রীত্বমর্হতি॥১৩
পূর্ব্বৈব যোনিঃ পূর্ব্বাবৃৎ পুনরাধানকর্ম্মণি।
বিশেষোঽগ্ন্যুপস্থানমাজ্যাহুত্যষ্টকং তথা॥১৪
কৃত্বা ব্যাহৃতিহোমান্তমুপতিষ্ঠেত পাবকম্।
অধ্যায়ঃ কেবলাগ্নেয়ঃ কস্তেজামিরমানসঃ॥ ১৫
অগ্নিমীড়ে অগ্ন আয়াহ্যগ্ন আয়াহি বীতয়ে।
তিস্রোঽগ্নির্জ্যোতিরিত্যগ্নিংদূতমগ্নে মৃড়েতিচ॥১৬
ইত্যষ্টাবাহুতীর্হুত্বা যথাবিধ্যনুপূর্ব্বশঃ।
পূর্ণাহুত্যাদিকং সর্ব্বমন্যৎ পূর্ব্ববদাচরেৎ॥ ১৭
অরণ্যোরল্পমপ্যঙ্গং যাবত্তিষ্ঠতি পূর্ব্বয়োঃ।
ন তাবৎ পুনরাধানমন্যারণ্যোর্বিধীয়তে॥ ১৮
বিনষ্টং স্রুক্ স্রুবংন্যুব্জং প্রত্যক্স্থলমুদর্চ্চিষি।
প্রত্যগগ্রঞ্চ মুষলং প্রহরেজ্জাতবেদসি॥ ১৯

একবিংশ খণ্ডঃ।

স্বয়ং হোমাসমর্থস্য সমীপমুপসর্পণম্।
তত্রাপ্যসক্তস্য সতঃ শয়নাচ্চোপবেশনম্॥ ১
হুতায়াং সায়মাহুত্যাং দুর্ব্বলশ্চেদ্গৃহী ভবেৎ।
প্রাতর্হোমস্তদৈব স্যাজ্জীবেচ্চেচ্ছ্বঃ পুনর্নবা॥২
দুর্ব্বলং স্নাপয়িত্বা তু শুদ্ধচৈলাভিসংবৃতম্।
দক্ষিণশিরসং ভূমৌ বর্হিষ্মত্যাং নিবেশয়েৎ॥ ৩
ঘৃতেনাভ্যক্তমাপ্লাব্য সবস্ত্রমুপবীতিনম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং সুমনোভির্বিভূষিতম্॥ ৪
হিরণ্যশকলান্যস্য ক্ষিপ্ত্বা ছিদ্রেষু সপ্তসু।
মুখেম্বথাপি ধায়েনং নির্হরেয়ুঃ সুতাদয়ঃ॥ ৫
আমপাত্রেঽন্নমাদায় প্রেতমগ্নিপুরঃসরম্।
একোঽনুগচ্ছেত্তস্যার্দ্ধমর্দ্ধং পথ্যুৎসৃজেদ্ভুবি॥ ৬
অর্দ্ধমাদহনং প্রাপ্য আসীনো দক্ষিণামুখঃ।
সব্যং জান্বাচ্য শনকৈঃ সতিলং পিণ্ডদানবৎ॥ ৭
অথ পুত্রাদিরাপ্লুত্য কুর্য্যাদ্দারুচয়ং মহৎ।
ভূপ্রদেশে শুচৌ দেশে পশ্চাচ্চিত্যাদিলক্ষণে॥ ৮
তত্রোত্তানং নিপাত্যৈনং দক্ষিণাশিরসঃ মুখে।
আজ্যপূর্ণাং স্রুচং দদ্যাদ্দক্ষিণাগ্রাং নসি স্রুবম্॥৯
পাদয়োরধরাং প্রাচীমরণীমুরসীতরাম্।
পার্শ্বয়োঃ শূর্পচমসে সব্যদক্ষিণয়োঃ ক্রমাৎ॥১০
মুষলেন সহ ন্যুব্জমন্তরূর্ব্বোরুদূখলম্।
চত্রোবীলীকমত্রৈবমনস্রনয়নোবিভীঃ॥ ১১

অপসব্যেন কৃত্বৈতদ্বাগযতঃ পিতৃদিঙ্মুখঃ।
অথাগ্নিং সব্যজান্বক্তো দদ্যাদ্দক্ষিণতঃ শনৈঃ॥১২
অস্মাত্ত্বমধিজাতোঽসি ত্বদয়ং জায়তাং পুনঃ।
অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহেতি যজুরীরয়ন্॥ ১৩
এবং গৃহপতির্দ্দগ্ধঃ
সর্ব্বং তরতি দুষ্কৃতম্।
যশ্চৈনং দাহয়েৎ সোঽপি
প্রজাং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতাম্॥ ১৪
যথা স্বায়ুধধৃক্ পান্থো হ্যরণ্যান্যপি নির্ভয়ঃ।
অতিক্রম্যাত্মনোঽভীষ্টং স্থানমিষ্টঞ্চনিন্দতি॥১৫
এবমেবোঽগ্নিমান্ যজ্ঞপাত্রায়ুধবিভূষিতঃ।
লোকানন্যানতিক্রম্য এবং ব্রহ্মৈববিন্দতি॥ ১৬

দ্বাবিংশ খণ্ডঃ।

অথানবেক্ষমেত্যাপঃ সর্ব্ব এব শবস্পৃশঃ।
স্নাত্বা সচৈলমাচম্য দদ্যুরস্যোদকং স্থলে॥ ১
গোত্রনামানুবাদান্তে তর্পয়ামীত্যনন্তরম্।
দক্ষিণাগ্রান্ কুশান্ কৃত্বা সতিলন্তু পৃথক্ পৃথক্॥২
এবংকৃতোদকান্ সম্যক্সর্ব্বান্ শাদ্বলসংস্থিতান্।
আপ্লুত্য পুনরাচান্তান্ বদেয়ুস্তেঽনুযায়িনঃ॥ ৩
মা শোকং কুরুতানিত্যে সর্ব্বস্মিন্ প্রাণধর্ম্মণি।
ধর্ম্মং কুরুত যত্নেন যো বঃ সহ গমিষ্যতি॥ ৪
মানুষ্যে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণম্।
যঃ করোতি স সংমূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥ ৫
ধাত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দ্দৈবতানি চ।
ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্যলোকো ন যাস্যতি॥৬
পঞ্চধা সম্ভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ।
কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈস্তত্র কা পরিদেবনা॥ ৭
সর্ব্বেক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্ ৮
শ্লেষ্মাশ্রুবান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্ক্তে যতোঽবশঃ,
অতো ন রোদিতব্যংহি ক্রিয়াঃকার্য্যাঃপ্রযত্নতঃ॥৯
এবমুক্তা ব্রজেয়ুস্তে গৃহান্ লঘুপুরঃসরাঃ।
স্নানাগ্নিস্পর্শনাজ্যাশৈঃ শুধ্যেয়ুরিতরে কৃতৈঃ॥১০

ত্রয়োবিংশ খণ্ডঃ।

এবমেবাহিতাগ্নেস্তু পাত্রন্যাসাদিকং ভবেৎ।
কৃষ্ণাজিনাদিকশ্চাত্র বিশেষঃ সূত্রচোদিতঃ॥ ১
বিদেশমরণেঽস্থীনি হ্যাহৃত্যাভ্যজ্য সর্পিষা।
দাহয়েদূর্ণয়াচ্ছাদ্য পাত্রন্যাসাদি পূর্ব্ববৎ॥ ২
অস্থ্নামলাভে পর্ণানি সকলান্যুক্তয়াবৃতা।
ভর্জ্জয়েদস্থিসংখ্যানি ততঃ প্রভৃতি সূতকম্॥ ৩
মহাপাতকসংযুক্তো দৈবাৎ স্যাদগ্নিমান্ যদি।
পুত্রাদিঃ পালয়েদগ্নিং যুক্ত আদোষসংক্ষয়াৎ॥৪
প্রায়শ্চিত্তং ন কুর্য্যাদ্যঃ কুর্ব্বন্ বা ম্রিয়তে যদি।
গৃহ্যং নির্ব্বাপয়েচ্ছ্রৌতমপ্স্বস্যেৎ সপরিচ্ছদম্॥৫
সাদয়েদুভয়ং বাপ্সু হুত্বোঽগ্নিরভবদ্যতঃ।
পাত্রাণি দদ্যাদ্বিপ্রায় দহেদপ্স্বেব বা ক্ষিপেৎ॥৬
অনয়ৈবাবৃতা নারী দগ্ধব্যা বা ব্যবস্থিতা।
অগ্নিপ্রদানমন্ত্রোঽস্যা ন প্রয়োজ্য ইতি স্থিতিঃ॥৭
অগ্নিনৈব দহেদ্ভার্য্যাং সতন্ত্রা পতিতা ন চেৎ।
তদুত্তরেণ পাত্রাণি দাহয়েৎ পৃথগন্তিকে॥ ৮
অপরেদ্যুস্তৃতীয়ে বা অস্থ্নাং সঞ্চয়নং ভবেৎ।
যস্তত্র বিধিরাদিষ্ট ঋষিভিঃ সোঽধুনোচ্যতে॥ ৯
স্নানান্তং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা গব্যেন পয়সা ততঃ।
সিঞ্চেদস্থীনি সর্ব্বাণি প্রাচীনাবীত্যভাষয়ন্॥১০
শমীপলাশশাখাভ্যামুদ্বৃত্যোদ্ধৃত্য ভস্মনঃ।
আজ্যেনাভ্যজ্য গব্যেন সেচয়েদ্গন্ধবারিণা॥১১
মৃতপাত্রসংপুটং কৃত্বা সূত্রেণ পরিবেষ্ট্য চ।
শ্বভ্রং খাত্বা শুচৌ ভূমৌ নিখনেদ্দক্ষিণামুখঃ ১২
পূরয়িত্বাবটং পঙ্কপিণ্ডশৈবালসংযুতম্।
দত্ত্বোপরি সমং শেষং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বাহ্নকর্ম্মণা॥১৩
এবমেবাগহীতাগ্নেঃ প্রেতস্য বিধিরিষ্যতে।
স্ত্রীণামিবাগ্নিদানং স্যাদথাতোঽনুক্রমুচ্যতে॥১৪

ইতি ত্রয়োবিংশ খণ্ডঃ॥ ২৩।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ডঃ।

সূতকে কর্ম্মণাং ত্যাগঃ সন্ধ্যাদীনাং বিধীয়তে।
হোমঃশ্রৌতেতুকর্ত্তব্যঃশুষ্কান্নেনাপিবাফলৈঃ॥১
অকৃতং হাবয়েৎ স্মার্ত্তে তদভাবে কৃতাকৃতম্।
কৃতং বা হাবয়েদন্নমন্বারম্ভবিধানতঃ॥ ২
কৃতমোদনশক্ত্বাদি তণ্ডুলাদি কৃতাকৃতম্।
ব্রীহ্যাদি চাকৃতং প্রোক্তমিতি হব্যং ত্রিধা বুধৈঃ॥৩
সূতকে চ প্রবাসেষু চাশক্তৌ শ্রাদ্ধভোজনে।
এবমাদিনিমিত্তেষু হাবয়েদিতি যোজয়েৎ॥৪
ন ত্যজেৎ সূতকে কর্ম্ম ব্রহ্মচারী স্বকং ক্বচিৎ।
ন দীক্ষণাৎ পরং যজ্ঞে ন কৃচ্ছ্রাদি তপশ্চরন্॥৫
পিতর্য্যপি মৃতে নৈষাং দোষো ভবতি কর্হিচিৎ।
আশৌচং কর্ম্মণোঽন্তে স্যাত্র্যহং বা ব্রহ্মচারিণঃ॥৬

শ্রাদ্ধমগ্নিমতঃ কার্য্যং দাহাদেকাদশেঽহনি।
প্রত্যাব্দিকন্তু কুর্ব্বীত প্রমীতাহনি সর্ব্বদা॥ ৭
দ্বাদশ প্রতিমাস্যানি আদ্যং ষাণ্মাসিকে তথা।
সপিণ্ডীকরণঞ্চৈব এতদ্বৈ শ্রাদ্ধষোড়শম॥ ৮
একাহেন তু ষাণ্মাসা যদা স্যুরপি বা ত্রিভিঃ।
ন্যূনাঃ সম্বৎসরশ্চৈব স্যাতাং ষাণ্মাসিকে তদা॥ ৯
যানি পঞ্চদশাদ্যানি অপুত্রস্যেতরাণি তু
একস্মিন্নহ্নি দেয়ানি সপুত্রস্যৈব সর্ব্বদা॥ ১০
ন যোষায়াঃ পতির্দ্দদ্যাদপুত্রায়া অপি ক্বচিৎ।
ন পুত্রস্য পিতা দদ্যান্নানুজস্য তথাগ্রজঃ॥ ১১
একাদশেঽহ্নি নির্ব্বর্ত্ত্য অর্ব্বাগ্‌দর্শাদ্‌ যথাবিধি।
প্রকুর্ব্বীতাগ্নিমান্‌পুত্রোমাতাপিত্রোঃসপিণ্ডতাম্‌॥
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং ন দদ্যাৎ প্রতিমাসিকম্‌।
একোদ্দিষ্টেন বিধিনা দদ্যাদিত্যাহ গোতমঃ ১৩
কষূসমন্বিতং মুক্ত্বা যথাদ্যং শ্রাদ্ধষোড়শম্‌।
প্রত্যাব্দিকঞ্চশেষেষু পিণ্ডাঃস্যুঃ ষড়িতিস্থিতিঃ১৪
অর্ঘেঽক্ষয্যোদকে চৈব পিণ্ডদানেঽবনেজনে।
তন্ত্রস্য তু নিবৃত্তিঃ স্যাৎ স্বধাবাচন এব চ॥ ১৫
ব্রহ্মদণ্ডাদিযুক্তানাং যেষাং নাস্ত্যগ্নিসৎক্রিয়া।
শ্রাদ্ধাদিসৎক্রিয়াভাজো ন ভবন্তীহ তে ক্বচিৎ১৬

ইতি চতুর্ব্বিংশ খণ্ডঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশ খণ্ডঃ।

মন্ত্রাম্নায়েঽগ্ন ইত্যেতৎ পঞ্চকং লাঘবার্থিভিঃ।
পঠ্যতে তৎপ্রয়োগে স্যান্মন্ত্রাণামেব বিংশতিঃ॥১
অগ্নেঃ স্থানে বায়ুচন্দ্রসূর্য্যাবহুবদূহ্য চ।
সমস্য পঞ্চমীস্থত্রে চতুশ্চতুরিতিশ্রুতেঃ॥ ২
প্রথমে পঞ্চকে পাপ্নী লক্ষ্মীরিতি পদং ভবেৎ।
অপি পঞ্চসু মন্ত্রেষু ইতি যজ্ঞবিদো বিদুঃ॥ ৩
দ্বিতীয়ে তু পতিঘ্নী স্যাদপুত্রেতি তৃতীয়কে।
চতুর্থে স্বপসব্যেতি ইদমাহুতিবিংশকম্‌॥ ৪
ধৃতিহোমে ন প্রযুঞ্জ্যাদ্দোনামসু তথাষ্টসু।
চতুর্থ্যামন্ত্য ইত্যেতদ্দোনামসু হি হূয়তে॥৫
লতাগ্রপল্লবো গূঢ়ঃ শুঙ্গেতি পরিকীর্ত্ত্যতে।
পতিব্রতা ব্রতবতী ব্রহ্মবন্ধুস্তথাঽশ্রুতঃ॥ ৬
শলাটু নীলমিত্যুক্তং গ্রন্থঃ স্তবক উচ্যতে।
কপুঞ্জিকাভিতঃ কেশা মূর্দ্ধ্নি পশ্চাৎ কপুচ্ছলম্‌॥৭
শ্বাবিচ্ছল্যাকা শললী তথা বীরতরঃ শরঃ।
তিলতণ্ডুলসম্পকঃ কৃষরঃ সোঽভিধীয়তে॥ ৮

নামধেয়ে মুনিবসুপিশাচাবহুবৎ সদা।
যক্ষাশ্চ পিতরো দেবা যষ্টব্যাস্তিথিদেবতাঃ॥ ৯
আগ্নেয়াদ্যেঽথ সর্পাদ্যে বিশাখাদ্যে তথৈব চ।
আষাঢ়াদ্যে ধনিষ্ঠাদ্যে অশ্বিন্যাদ্যে তথৈব চ॥১০
দ্বন্দ্বান্যেতানি বহুবদৃক্ষাণাং জুহুয়াৎ সদা।
দ্বন্দ্বদ্বয়ং দ্বিবচ্ছেষমবশিষ্টান্যথৈকবৎ॥ ১১॥
দেবতাস্বপি হূয়ন্তে বহুবৎ সার্পপিত্র্যরঃ।
দেবাশ্চ বসবশ্চৈব দ্বিবদেবাশ্বিনৌ সদা॥ ১২
ব্রহ্মচারী সমাদিষ্টো গুরুণা ব্রতকর্ম্মণি।
বাঢ়মোমিতি বা ব্রূয়াত্তথৈবানুপালয়েৎ॥ ১৩
সশিখং বপনং কার্য্যমাস্নানাদ্‌ব্রহ্মচারিণা।
আশরীরবিমোক্ষায় ব্রহ্মচর্য্যং ন চেত্তবেৎ॥ ১৪
ন গাত্রোৎসাদনং কুর্য্যাদনাপদি কদাচন।
জলক্রীড়ামলঙ্কারান্‌ ব্রতী দণ্ড ইবাপ্লবেৎ॥ ১৫
দেবতানাং বিপর্য্যাসে জুহোতিষু কথং ভবেৎ
সর্ব্বং প্রায়শ্চিত্তং হুত্বা ক্রমেণ জুহুয়াৎ পুনঃ॥১
সংস্কারা অতিপত্যেরন্‌ স্বকালাচ্চেৎ কথঞ্চন।
হুত্বৈতদেব কর্ত্তব্যা যে তূপনয়নাদধঃ॥ ১৭
অনিষ্ট্বা নবযজ্ঞেন নবান্নং যোহত্ত্যকামতঃ।
বৈশ্বানরশ্চরুস্তস্য প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥ ১৮

ষড়্‌বিংশ খণ্ডঃ।

চরুঃ সময়নীয়ো যস্তথা গোযজ্ঞকর্ম্মণি।
বৃষভোত্‌সর্জ্জনে চৈব অশ্বযজ্ঞে তথৈব চ॥ ১।
শ্রাবণ্যাং বা প্রদোষে যঃ কৃষ্যারম্ভে তথৈব চ।
কথমেতেষু নির্ব্বাপাঃ কথঞ্চৈব জুহোতয়ঃ॥ ২
দেবতা সঙ্খ্যয়া গ্রাহ্যা নির্ব্বাপাস্তু পৃথক্‌ পৃথক্‌
তূষ্ণীং দ্বিরেব গৃহ্নীয়াদ্ধোমশ্চাপি পৃথক্‌পৃথক্‌।
যাবতা হোমনির্বৃত্তির্ভবেদ্বা যত্র কীর্ত্তিতা।
শেষং চৈব ভবেৎ কিঞ্চিত্তাবন্তং নির্ব্বপেচ্চরুং
চরৌ সমশনীয়ে তু পিতৃযজ্ঞে চরৌ তথা।
হোতব্যং মেক্ষণেনাস্য উপস্তীর্ণাভিধারিতম্‌॥
কালঃ কাত্যায়নেনোক্তো বিধিশ্চৈব সমাসতঃ
বৃষোৎসর্গে যতো নোঽত্রগোভিলেনতুভাষিত
পারিভাষিক এব স্যাৎ কালোগোবাজিযজ্ঞয়ো
অন্যস্মাদুপদেশাত্তু স্বস্তরারোহণস্য চ॥ ৭
অথবা মার্গপাল্যোঽহ্নি কালো গোযজ্ঞকর্ম্মণঃ
নারাজনেঽহ্নি বাশ্বামিতি তন্ত্রান্তরে বিধিঃ
শরদ্বসন্তয়োঃ কেচিন্নবযজ্ঞং প্রচক্ষতে।
ধান্যপাকবশাদন্যে শ্যামকোবনিনঃ স্মৃতঃ॥ ৯

অশ্বযুজ্যাং তথা কৃষ্যাং বাস্তুকর্ম্মণি যাজ্ঞিকাঃ।
যজ্ঞার্থতত্ত্ববেত্তারো হোমমেবং প্রচক্ষতে ॥ ১০
দ্বে পঞ্চ দ্বে ক্রমেণৈতা হবিরাহুতয়ঃ স্মৃতাঃ।
শেষাআজ্যেনহোতব্যাইতিকাত্যায়নোঽব্রবীৎ১১
পয়োযদাজ্যসংযুক্তং তৎ পৃষাতকমুচ্যতে।
দধ্যেকে তদুপাসাদ্য কর্ত্তব্যঃ পায়সশ্চরুঃ ॥ ১২
ব্রীহয়ঃ শালয়ো মুদ্গা গোধূমাঃ সর্ষপাস্তিলাঃ।
যবাশ্চৌষধয়ঃ সপ্ত বিপদং ঘ্নন্তি ধারিতাঃ ॥ ১৩
সংস্কারাঃ পুরুষস্যৈতে স্মর্য্যন্তে গোতমাদিভিঃ।
অতোঽষ্টকাদয়ঃকার্য্যাঃসর্ব্বেকালক্রমোদিতাঃ॥১৪
সকৃদপ্যষ্টকাদীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি যো দ্বিজঃ।
স পংক্তিপাবনোভূত্বালোকান্প্রেতিঘৃতশ্চ্যুতঃ১৫
একাহমপি কর্ম্মস্থোযোঽগ্নিশুশ্রূষকঃ শুচিঃ।
নয়ত্যত্র তদেবাস্য শতাহং দিবি জায়তে ॥ ১৬
যস্ত্বাধায়াগ্নিমাশাস্য দেবাদীন্নৈভিরিষ্টবান্।
নিরাকর্ত্তামরাদীনাং স বিজ্ঞেয়ো নিরাকৃতিঃ ॥১৭

ইতি ষষ্ঠবিংশ খণ্ডঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ খণ্ডঃ।

যচ্ছ্রাদ্ধং কর্ম্মণামাদৌ যা চান্তে দক্ষিণা ভবেৎ।
অমাবাস্যাং দ্বিতীয়ং যদন্বাহার্য্যং তদুচ্যতে ॥ ১
একসাধ্যেম্ববর্হিঃষু ন স্যাৎ পরিসমূহনম্।
নোদগাসাদনঞ্চৈব ক্ষিপ্রহোমা হি তে মতাঃ ॥২
অভাবে ব্রীহিযবয়োর্দ্দধ্না বা পয়সাপি বা।
তদভাবে যবাগ্বা বা জুহুয়াদুদকেন বা ॥ ৩
রৌদ্রন্তু রাক্ষসং পিত্র্যমাসুরং চাভিচারিকম্।
উক্ত্বা মন্ত্রং স্পৃশেদাপ আলভ্যাত্মানমেব চ ॥ ৪
যজনীয়েঽহ্নি সোমশ্চেদ্বারুণ্যাং দিশি দৃশ্যতে।
তত্র ব্যাহৃতিভির্হুত্বা দণ্ডং দদ্যাৎদ্বিজাতয়ে ॥৫
লবণং মধু মাংসঞ্চ ক্ষারাংশো যেন হূয়তে।
উপবাসেন ভুঞ্জীত নোকুরাত্রৌ ন কিঞ্চন ॥ ৬
স্বকালে সায়মাহুত্যা অপ্রাপ্তৌ হোতৃহব্যয়োঃ।
প্রাক্প্রাতরাহুতেঃকালঃপ্রায়শ্চিত্তেহুতেসতি ॥ ৭
প্রাক্সায়মাহুতেঃ প্রাতর্হোমকালানতিক্রমঃ।
প্রাকপৌর্ণমাসাদ্দর্শস্য প্রাগ্দর্শাদিতরস্য তু ॥ ৮
বৈশ্বদেবে ত্বতিক্রান্তে অহোরাত্রমভোজনম্।
প্রায়শ্চিত্তমথো হুত্বা পুনঃ সন্তনুয়াদ্‌ব্রতম্ ॥ ৯
হোমদ্বয়াত্যয়ে দর্শপৌর্ণমাসাত্যয়ে তথা।
পুনরেবাগ্নিমাদধ্যাদিতি ভার্গবশাসনম্ ॥ ১০

অনূচো মাণবো জ্ঞেয় এণঃ কৃষ্ণমৃগঃ স্মৃতঃ।
রুরুর্গৌরমৃগঃ প্রোক্তস্তম্বলঃ শোণ উচ্যতে ॥১১
কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমাণতঃ।
ললাটসংমিতোরাজ্ঞঃস্যাত্তু নাসান্তিকোবিশঃ॥১২
ঋজবস্তে তু সর্ব্বে স্যুরব্রণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।
অনুদ্বেগকরা নৃণাং সত্বচোঽনগ্নিদূষিতাঃ ॥ ১৩
গৌর্বিশিষ্টতমা বিপ্রৈর্ব্বেদেষ্বপি নিগদ্যতে।
ন ততোঽন্যদ্বরং যস্মাত্তস্মাদ্গৌর্ব্বর উচ্যতে ॥ ১৪
যেষাং ব্রতানামন্তেষু দক্ষিণা ন বিধীয়তে।
বরস্তত্র ভবেদ্দানমপি বাচ্ছাদয়েদ্‌গুরুম্ ॥ ১৫
অস্থানোচ্ছ্বাসবিচ্ছেদঘোষণাধ্যাপনাদিকম্।
প্রমাদিকং শ্রুতৌযৎস্যাদ্যাতযামত্বকারি তৎ॥১৬
প্রত্যব্দং যদুপাকর্ম্ম সোৎসর্গং বিধিবদ্দ্বিজৈঃ।
ক্রিয়তে ছন্দসাং তেন পুনরাপ্যায়নং ভবেৎ ॥১৭
অযাতযামৈশ্ছন্দোভির্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে দ্বিজৈঃ।
ক্রীড়মানমপি সদা তত্তেষাং সিদ্ধিকারকম্ ॥ ১৮
গায়ত্রীঞ্চ সগায়ত্রাং বার্হস্পত্যমিতি ত্রিকম্।
শিষ্যেভ্যোঽনূচ্য বিধিবদুপাকুর্য্যাত্ততঃ শ্রুতিম্ ॥১৯
ছন্দসামেকবিংশানাং সংহতায়াং যথাক্রমম্।
তচ্ছন্দস্কাভিরেবর্গ্ভিরাদ্যাভির্হোমইষ্যতে ॥২০
পর্ব্বভিশ্চৈব গানেষু ব্রাহ্মণেষুত্তরাদিভিঃ।
অঙ্গেষু চর্চ্চামন্ত্রেষু ইতি ষষ্টির্জুহোতয়ঃ ॥ ২১

অষ্টাবিংশ খণ্ডঃ।

অক্ষতাস্তু যবাঃ প্রোক্তা ভৃষ্টাধানা ভবন্তি তে।
ভৃষ্টাস্তু ব্রীহয়ো লাজা ঘটাঃ স্যাণ্ডিক উচ্যতে ॥১
নাধীয়ীত রহস্যানি সোত্তরাণি বিচক্ষণঃ।
নচোপনিষদশ্চৈব ষণ্মাসান্ দক্ষিণায়নান্ ॥ ২
উপাকৃত্যোদগয়নে ততোঽধীয়ীত ধর্ম্মবিদ্।
উৎসর্গশ্চৈকএবৈষাংতৈষ্যাংপ্রোষ্ঠপদেঽপিবা ॥৩
অজাতব্যঞ্জনা লোম্নী ন তয়া সহ সংবিশেৎ।
অযুগুঃ কাকবন্ধ্যায়া জাতা তাং ন বিবাহয়েৎ॥৪
সংসক্তপদবিন্যাসস্ত্রিপদঃ প্রক্রমঃ স্মৃতঃ।
স্মার্ত্তে কর্ম্মণি সর্ব্বত্র শ্রৌতে ত্বধ্বর্য্যুণোদিতঃ॥৫
যস্যাং দিশি বলিং দদ্যাত্তামেবাভিমুখো বলিম্।
শ্রবণাকর্ম্মণি ভবেন্ন্যঞ্চ কর্ম্ম ন সর্ব্বদা ॥ ৬
বলিশেষস্য হবনমগ্নিপ্রণয়নন্তথা।
প্রত্যহং ন ভবেৎযাতামুলমুকন্তু ভবেৎ সদা ॥ ৭
পৃষাতকপ্রেষণয়োর্নবস্য হবিষস্তথা।
শিষ্টস্য প্রাশনে মন্ত্রস্তত্র সর্ব্বেঽধিকারিণঃ ॥ ৮

ব্রাহ্মণানামসান্নিধ্যে স্বয়মেব পৃষাতকম্।
অবেক্ষেদ্ধবিষঃ শেষং নবযজ্ঞেঽপি ভক্ষয়েৎ॥ ৯
সকণ্টা বদরীশাখা কলবত্যভিধীয়তে।
ঘনাবিসিকতাশঙ্কাঃ স্মৃতা জাতশিলাস্তু তাঃ॥১০
নষ্টৌ বিনষ্টৌ মণিকঃ শিলানাশে তথৈব চ।
তদেবাহৃত্য সংস্কার্য্যো নাপেক্ষেদাগ্রহায়ণীম্॥১১
শ্রবণাকর্ম্ম লুপ্তঞ্চেৎ কথঞ্চিৎ সূতকাদিনা।
আগ্রহায়ণিকং কুর্য্যাদ্বলিবর্জ্জমশেষতঃ॥ ১২
ঊর্দ্ধং স্বস্তরশায়ী স্যান্মাসমর্দ্ধমথাপি বা।
সপ্তরাত্রং ত্রিরাত্রং বা একাং বা সদ্য এব বা॥১৩
নোর্দ্ধং মন্ত্রপ্রয়োগঃ স্যান্নাগ্ন্যাগারং নিয়ম্যতে।
নাহতাস্তরণঞ্চৈব ন পার্শ্বঞ্চাপি দক্ষিণম্॥ ১৪
দৃঢ়শ্চে দাগ্রহায়ণ্যামাবৃত্তাবপি কর্ম্মণঃ।
কুম্ভৌ মন্ত্রবদাদিঞ্চেৎ প্রতিকুম্ভমৃচং পঠেৎ॥ ১৫
অন্নানাং যো বিঘাতঃ স্যাৎ স বাধোবহুভিঃস্মৃতঃ
প্রাণসম্মিতং ইত্যাদি বাসিষ্ঠং বাধিতং যথা॥১৬
বিরোধো যত্র বাক্যানাংপ্রামাণ্যংতত্র ভূয়সাম্।
তুল্যপ্রমাণকত্বে তু ন্যায় এবং প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৭
ত্রৈয়ম্বকং করতলমপূপামণ্ডকাঃ স্মৃতাঃ।
পালাশা গোলকাশ্চৈব লোহচূর্ণঞ্চ চীবরম্॥ ১৮
স্পৃশন্ননামিকাগ্রেণ কচিদালোকয়ন্নপি।
অনুমন্ত্রণীয়ং সর্ব্বত্র সদৈবমনুমন্ত্রয়েৎ॥ ১৯

ইতি অষ্টাবিংশ খণ্ডঃ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশ খণ্ডঃ।

ক্ষালনং দর্ভকূর্চ্চেন সর্ব্বত্র স্রোতসাং পশোঃ।
তূষ্ণীমিচ্ছাক্রমেণ স্যাদ্বপার্থে পার্ণদারুণী॥ ১
সপ্ত তাবন্মূর্দ্ধণ্যানি তথা স্তনচতুষ্টয়ম্।
নাভিঃ শ্রোণিরপানঞ্চ গোস্রোতাংসি চতুর্দ্দশ॥২
ক্ষুরোমাংসাবদানার্থঃ কৃৎস্না স্বিষ্ট কৃদাবৃতা।
বপামাদায় জুহুয়াত্তত্র মন্ত্রং সমাপয়েৎ॥ ৩
হৃজ্জিহ্বা ক্রোড়মস্থীনি যকৃদ্বৃক্কৌ গুদং স্তনাঃ।
শ্রোণিস্কন্ধসটাপার্শ্বং পশ্বঙ্গানি প্রচক্ষতে॥ ৪
একাদশানামঙ্গানামবদানানি সঙ্খ্যয়া।
পার্শ্বস্য বৃক্কসক্থোশ্চ দ্বিত্বাদাহুশ্চতুর্দ্দশ॥ ৫
চরিতার্থা শ্রুতিঃ কার্য্যা যস্মাদপ্যনুকল্পশঃ।
অতোঽষ্টচের্ন হোমঃ স্যাচ্ছাগপক্ষে চরাবপি॥৬
অবদানানি যাবন্তি ক্রিয়েরন্ প্রস্তরেপশোঃ।
তাবতঃ পায়সান্ পিণ্ডান্পশ্বভাবেঽপি কারয়েৎ।
উহনব্যঞ্জনার্থস্তু পশ্বভাবেঽপি পায়সম্।
সদ্রবং শ্রপয়েত্তদ্বদষ্টক্যোঽপি কর্ম্মণি॥ ৮
প্রাধান্যং পিণ্ডদানস্য কেচিদাহুর্মনীষিণঃ।
গয়াদৌ পিণ্ডমাত্রস্য দীয়মানত্বদর্শনাৎ॥ ৯
ভোজনস্য প্রধানত্বং বদন্ত্যন্যে মহর্ষয়ঃ।
ব্রাহ্মণস্য পরীক্ষায়াং মহাযত্নপ্রদর্শনাৎ॥ ১০
আমশ্রাদ্ধবিধানস্য বিনা পিণ্ডৈঃ ক্রিয়াবিধিঃ।
তদানভ্যাপ্যনধ্যায়বিধানশ্রবণাদপি॥ ১১
বিদ্বন্মতমুপাদায় মমাপ্যেতদ্ধৃদি স্থিতম্।
প্রাধান্যমুভয়োর্যস্মাত্তস্মাদেষ সমুচ্চয়ঃ॥ ১২
প্রাচীনাবীতিনা কার্য্যং পিত্র্যেষুপ্রোক্ষণংপশোঃ
দক্ষিণোদ্বাসনান্তঞ্চ চরোর্নির্ব্বপণাদিকম্॥ ১৩
সন্নয়শ্চাবদানানাং প্রধানার্থো ন হীতরঃ।
প্রধানং হবনঞ্চৈব শেষং প্রকৃতিবদ্ভবেৎ॥ ১৪
দ্বীপমুন্নতমাখ্যাতং শাদা চৈবেষ্টকা স্মৃতা।
কীলিনং সজলং প্রোক্তং দূরখাতোদকো মরুঃ॥১৫
দ্বারগবাক্ষস্তম্ভৈঃ কর্দমভিত্ত্যস্তকোণবেধৈশ্চ।
নেষ্টং বাস্তুদ্বারং বিদ্ধমনাক্রান্তমার্য্যৈশ্চ॥ ১৬
বশঙ্গমাবিতি ব্রীহীংশ্চ খশ্চেতি যবাংস্তথা।
অসাবিত্যত্র নামোক্ত্বা জুহুয়াৎ ক্ষিপ্রহোমবৎ॥১৭
সাক্ষতং সুমনোযুক্তমুদকং দধিসংযুতম্।
অর্ঘ্যং দধিমধুভ্যাঞ্চ মধুপর্কো বিধীয়তে॥ ১৯
কাংস্যেনৈবার্হণীয়স্য নিনয়েদর্ঘ্যমঞ্জলৌ।
কাংস্যাপিধানংকাংস্যস্থং মধুপর্কং সমর্পয়েৎ॥১৯

ইতি একোনত্রিংশ খণ্ডঃ॥ ২৯॥

ইতি কাত্যায়নবিরচিতে কর্ম্মপ্রদীপে
তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ।

সমাপ্তেয়ং কাত্যায়ন সংহিতা।

বৃহস্পতি সংহিতা।

ইষ্ট্বা ক্রতুশতং রাজা সমাপ্তবরদক্ষিণম্।
মঘবান্ বাগ্বিদাং শ্রেষ্ঠং পর্য্যপৃচ্ছদ্‌বৃহস্পতিম্॥১
ভগবন্ কেন দানেন সর্ব্বতঃ সুখমেধতে।
যদক্ষয়ং যন্মহার্ঘং চ তন্মে ব্রূহি মহাতপঃ॥ ২
এবমিন্দ্রেণ পৃষ্টোঽসৌ দেবদেবপুরোহিতঃ।
বাচস্পতির্মহাপ্রাজ্ঞো বৃহস্পতিরুবাচ হ॥ ৩
সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং চ বাসব।
এতৎ প্রযচ্ছমানস্তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৪
সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং মণিরত্নং চ বাসব।
সর্ব্বমেব ভবেদ্দত্তং বসুধাং যঃ প্রযচ্ছতি॥ ৫
ফলাকৃষ্টাং মহীং দত্ত্বা সবীজাং শস্যশালিনীম্।
যাবৎ সূর্য্যকরা লোকাস্তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে॥৬
যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং পুরুষো বৃত্তিকর্ষিতঃ
অপি গোচর্ম্মমাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি॥ ৭
দশহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডানি বর্ত্তনম্।
দশ তান্যেব বিস্তারো গোচর্ম্মৈ তন্মহাফলম্॥৮
সবৃষং গোসহস্রং চ যত্র তিষ্ঠত্যতন্দ্রিতম্।
বালবৎসপ্রসূতানাং তদ্‌গোচর্ম্ম ইতি স্মৃতম্॥ ৯

বিপ্রায় দদ্যাচ্চ গুণান্বিতায়
তপোবিযুক্তায় জিতেন্দ্রিয়ায়।
যাবন্মহী তিষ্ঠতি সাগরান্তা
তাবৎ ফলং তস্য ভবেদনন্তম্॥ ১০

যথা বীজানি রোহন্তি প্রকীর্ণানি মহীতলে।
এবং কামাঃ প্ররোহন্তি ভূমিদানসমার্জ্জিতাঃ॥১১
যথাপ্সু পতিতঃ সদ্য স্তৈলবিন্দুঃ প্রসর্পতি।
এবং ভূমিকৃতং দানং শস্যে শস্যে প্ররোহতি॥১২
অন্নদাঃ সুখিনো নিত্যং বস্ত্রদশ্চৈব রূপবান্॥১৩
য নরঃ সর্ব্বদো ভূপো দদাতি বসুন্ধরাম্।
যথা গৌর্ভরতে বৎসংক্ষারমুৎসৃজ্য ক্ষীরিণী॥১৪
এবং দত্তা সহস্রাক্ষ ভূমির্ভরতি ভূমিদম্।
শঙ্খং ভদ্রাসনং ছত্রং চরস্থাবরবারণাঃ॥ ১৫
ভূমিদানস্য পুণ্যানি ফলং স্বর্গঃ পুরন্দর
আদিত্যো বরুণো বহ্নির্ব্রহ্মাসোমো হুতাশনঃ॥১৬
শূলপাণিশ্চ ভগবানভিনন্দতি ভূমিদম্।
আস্ফোটয়ন্তি পিতরঃ প্রহর্ষন্তি পিতামহাঃ॥ ১৭
ভূমিদাতা কুলে জাতঃ স ন স্রাতা ভবিষ্যতি।
ত্রীণ্যাহুরতিদানানি গাবঃ পৃথ্বী সরস্বতী॥ ১৮
তারয়ন্তি হি দাতারং সর্ব্বাৎপাপাদসংশয়ম্।
প্রাবৃতা বস্ত্রদা যান্তি নগ্না যান্তি ত্ববস্ত্রদাঃ॥ ১৯
তৃপ্তা যান্ত্যন্নদাতারঃ ক্ষুধিতা যান্ত্যনন্নদাঃ।
কাংক্ষন্তি পিতরঃসর্ব্বে নরকাদ্ভয়ভীরবঃ॥ ২০
গয়াং যো যাস্যতি পুত্রঃ সনঃ ত্রাতা ভবিষ্যতি।
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রাঃযদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ২১
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ।
লোহিতো যস্তু বর্ণেন পুচ্ছাগ্রে যস্তু পাণ্ডুরঃ॥২২
শ্বেতঃ খুরবিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে।
নীলঃ পাণ্ডুরলাঙ্গূলস্তৃণমুদ্ধরতে তু যঃ॥ ২৩
ষষ্টির্ব্বর্ষসহস্রাণি পিতরস্তেন তর্পিতাঃ।
যচ্চ শৃঙ্গগতম্পঙ্কং কূলস্তিষ্ঠতি চোদ্ধৃতম্॥ ২৪
পিতরস্তস্য গচ্ছন্তি সোমলোকং মহাদ্যুতিম্।
পৃথুর্যদোর্দ্দিলীপস্য নৃগস্য নহুষস্য চ॥ ২৫
অন্যেষাঞ্চ নরেন্দ্রাণাং পুনরন্যা ভবিষ্যতি।
বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ॥ ২৬
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্।
যস্তু ব্রহ্মঘ্নঃ স্ত্রীঘ্নো বা যস্তু বৈ পিতৃঘাতকঃ॥ ২৭
গবাং শতসহস্রাণাং হন্তা ভবতি দুষ্কৃতো।
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেচ্চ বসুন্ধরাম্॥২৮
স্ববিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।
আক্ষেপ্তা বানুমন্তা চ তমেব নরকং ব্রজেৎ॥২৯
ভূমিদো ভূমিহর্ত্তা চ নাপরং পুণ্যপাপয়োঃ।
ঊর্দ্ধাবাবতিষ্ঠেত যাবদা ভূতসংপ্লবম্॥ ৩০

অগ্নেরপত্যং প্রথমং হিরণ্যং
ভূর্বৈষ্ণবী সূর্য্যসুতাশ্চগাবঃ।
লোকাস্ত্রয়স্তেন ভবন্তি দত্তা
যঃ কাঞ্চনঙ্গাঞ্চ মহীঞ্চ দদ্যাৎ॥ ৩১

ষড়শীতি সহস্রাণাং যো জনানাং বসুন্ধরাম্।

স্বতো দত্তা তু সর্ব্বত্র সর্ব্বকামপ্রদায়িনী ॥ ৩২
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি ভূমিং যস্তু প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ৩৩
সর্ব্বেষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলম্।
হাটকক্ষিতিগৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলম্ ॥ ৩৪
যোনহিংস্যাদহং হ্যাত্মা ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধম্।
তস্য দেহাদ্বিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কদাচন ॥ ৩৫
অন্যায়েন হৃতা ভূমির্যৈ র্নরৈরপরাহিতা।
হরতো হারয়ন্তশ্চ হন্যুন্তে সপ্তমংকুলম্ ॥ ৩৬
হরতে হরয়েদ্যস্তু মন্দবুদ্ধিস্তমোবৃতঃ।
স বধ্যো বারুণৈঃ পাশৈস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে৩৭
অশ্রুভিঃ পতিতৈস্তেষাং দানানামপকীর্ত্তনম্।
ব্রাহ্মণস্য হৃতে ক্ষেত্রে হৃতন্ত্রিপুরুষং কুলম্ ॥ ৩৮
বাপীকূপসহস্রেণ অশ্বমেধশতেন চ।
গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্ত্তা ন শুধ্যতি ॥ ৩৯
গামেকাং স্বর্ণমেকং বা ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলম্।
রুন্ধন্নরকমায়াতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৪০
অর্দ্ধাঙ্গুলস্য সীমায়া হরণেন প্রণশ্যতি।
গোবীথীং গ্রামরথ্যাঞ্চ শ্মশানং গোপিতং তথা৪১
সম্পীড্য নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্।
উষরে নির্জ্জলে স্থানে প্রস্তং শস্যং বিসর্জ্জয়েৎ৪৪
জলাধারশ্চ কর্ত্তব্যো ব্যাসস্য বচনং যথা।
পঞ্চকন্যা নৃতে হন্তি দশ হন্তি গবা নৃতে ॥ ৪৩
শতমশ্বা নৃতে হন্তি সহস্রং পুরুষা নৃতে।
হন্তি জাতা ন জাতাশ্চ হিরণ্যার্থে নৃতং বদেৎ ৪২
সর্ব্বং ভূম্যা নৃতে হন্তি মাস্ম ভূম্যনৃতং বদী।
ব্রহ্মস্বেমারতিং কুর্য্যাঃ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥৪৫
অনৌষধমভৈষজ্যং বিষমে তদ্ধলাহলম্।
ন বিষং বিষমিত্যাহুঃ ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে ॥ ৪৬
বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্রপৌত্রকম্।
লোহথণ্ডাশ্মচূর্ণং চ বিষঞ্চ জরয়েন্নরম্ ॥ ৪৭
ব্রহ্মস্বং ত্রিষু লোকেষু কঃ পুমান্ জর য়িষ্যতি।
মন্যুপ্রহরণা বিপ্রা রাজানঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৪৮
শস্ত্রমেকাকিনং হন্তি বিপ্রমন্যুঃ কুলক্ষয়ম্।
মন্যুপ্রহরণা বিপ্রা শচক্রপ্রহরণো হরিঃ ॥ ৪৯
চক্রাত্তীব্রতরো মন্যুস্তস্মাদ্বিপ্রং ন কোপয়েৎ ॥
অগ্নিদগ্ধাঃ প্ররোহন্তি সূর্য্যদগ্ধাস্তথৈব চ ॥ ৫০
মন্যুদগ্ধস্য বিপ্রাণামঙ্কুরো ন প্ররোহতি।
অগ্নির্দ্দহতি তেজসা সূর্য্যো দহতি রশ্মিভিঃ ॥৫১
রাজা দহতি দণ্ডেন বিপ্রো দহতি মন্যুনা।

ব্রহ্মস্বেন তু যৎ সৌখ্যং দেবস্বেন তু যা রতিঃ ৫২
তদ্ধনং কুলনাশায় ভবত্যাত্মবিনাশকম্।
ব্রহ্মস্বং ব্রহ্মহত্যা চ দরিদ্রস্য চ যৎধনম্ ॥ ৫৩
গুরুমিত্রহিরণ্যে চ স্বর্গস্থমপি পীড়য়েৎ।
ব্রহ্মস্বেন তু যচ্ছিদ্রং তচ্ছিদ্রং ন প্ররোহতি ॥৫
প্রচ্ছাদয়তি তচ্ছিদ্রমন্যত্র তু বিসর্পতি।
ব্রহ্মস্বেন তু পুষ্টানি সাধনানি বলানি চ ॥ ৫৫
সংগ্রামে তানি লীয়ন্তে সিকতাসু যথোদকম্।
শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় দরিদ্রায় চ বাসব ॥ ৫৬
সন্তুষ্টায় বিনীতায় সর্ব্বভূতহিতায় চ।
বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাং চ সংযমঃ ॥
ঈদৃশায় সুরশ্রেষ্ঠ যদত্তং হি তদক্ষয়ম্।
আমপাত্রে যথান্যস্তং ক্ষীরং দধি ঘৃতং মধু ॥ ৫৮
বিনশ্যেৎপাত্রদৌর্ব্বল্যাত্তচ্চ পাত্রং বিনশ্যতি।
এবং গাঞ্চ হিরণ্যঞ্চ বস্ত্রমন্নং মহীং তিলান্ ॥
অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্ণাতি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ।
যস্য চৈব গৃহে মূর্খো দূরে চাপি বহুশ্রুতঃ ॥ ৬০
বহুশ্রুতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ।
কুলং তারয়তে ধীরঃ সপ্ত সপ্ত চ বাসব ॥ ৬১
যস্তটাকং নবং কুর্য্যাৎ পুরাণং বাপি খানয়েৎ।
স সর্ব্বং কুলমুদ্ধৃত্য স্বর্গে লোকে মহীয়তে ॥৬২
বাপীকূপতড়াগানি উদ্যানোপবনানি চ।
পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্ ॥
নিদাঘকালে পানীয়ং যস্য তিষ্ঠতি বাসব।
স দুর্গং বিষমং কৃৎস্নং ন কদাচিদবাপ্নুয়াৎ ॥৬
একাহং তু স্থিতং তোয়ং পৃথিব্যাং রাজসত্তম
কুলানি তারয়েত্তস্য সপ্ত সপ্ত পরাণ্যপি ॥ ৬৫
দীপালোকপ্রদানেন বপুষ্মান্ স ভবেন্নরঃ।
প্রোক্ষণীয়প্রদানেন স্মৃতিং মেধাঞ্চ বিন্দতি ॥
কৃত্বাপি পাপকর্ম্মাণি যো দদ্যাদন্নমর্থিনে।
ব্রাহ্মণায় বিশেষেণ ন স পাপেন লিপ্যতে ॥৬
ভূমির্গাব স্তথা দারাঃ প্রসহ্য হ্রিয়তে যদা।
নচাবেদয়তে যস্তু তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ৬৮
নিবেদিতস্তু রাজা বৈ ব্রাহ্মণৈর্মন্যুপীড়িতৈঃ।
তং ন তারয়তে যস্তু তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ৬৯
উপস্থিতে বিবাহে চ যজ্ঞে দানে চ বাসব।
মোহাচ্চলতি বিঘ্নং যঃসমৃতোজায়তেকৃমিঃ ॥৭০
ধনং ফলতি দানেন জীবিতং জীবরক্ষণাৎ।
রূপমৈশ্বর্য্যমারোগ্য মহিংসাফলমশ্নুতে ॥ ৭১
ফলমূলাশনাৎ পূজ্যং স্বর্গং সত্যেন লভ্যতে।

প্রায়োপবেশনাদ্রাজ্যং সর্ব্বত্র সুখমশ্নুতে ॥ ৭২
গবাদ্যশক্রদীক্ষায়াঃ স্বর্গগামী তৃণাশনঃ।
স্ত্রিয় স্ত্রিষবণস্নায়ী বায়ুং পীত্বা ক্রতুং লভেৎ ॥ ৭৩
নিত্যস্নায়ী ভবেদর্কঃ সন্ধ্যে দ্বে চ জপন্ দ্বিজঃ
ন তৎসাধয়তে রাজ্যং নাকপৃষ্ঠ মনাশকে ॥ ৭৪
অগ্নিপ্রবেশে নিয়তং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
রত্নানাং প্রতিসংহারেপশূন্ পুত্রাংশ্চ বিন্দতি ॥৭৫
নাকে চিরং স বসতে উপবাসী চ যো ভবেৎ।
সততং চৈকশায়ী যঃ স লভেদীপ্সিতাঙ্গতিম্ ॥৭৬
বীরাসনং বীরশয্যাং বীরস্থানমুপাশ্রিতঃ।
অক্ষয়াস্তস্য লোকাঃ স্যুঃ সর্ব্বকামগমাস্তথা ॥৭৭
উপবাসঞ্চ দীক্ষাঞ্চ অভিষেকঞ্চ বাসব।
কৃত্বা দ্বাদশবর্ষাণি বীরস্থানাদ্বিশিষ্যতে। ৭৮
অধীত্য সর্ব্ববেদান্ বৈসদ্যো দুঃখাৎপ্রমুচ্যতে।
পাবনং চরতে ধর্ম্মং স্বর্গে লোকে মহীয়তে ॥ ৭৯
বৃহস্পতিমতং পুণ্যং যে পঠন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
চত্বারি তেষাং বর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যাযশোবলম্ ॥৮০

বৃহস্পতিপ্রণীতং ধর্ম্মশাস্ত্রং সম্পূর্ণম্।

পরাশর সংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোহিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্নষয়ঃ পুরা ॥ ১ ॥
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত ॥ ২ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু সমিদ্ধাগ্ন্যর্কসন্নিভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদঃ ॥ ৩ ॥
নচাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহম্।
অস্মৎপিতৈব প্রষ্টব্য ইতিব্যাসঃ সুতোঽবদৎ ॥৪
ততস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বার্থকাঙ্ক্ষিণঃ।
ঋষিং ব্যাসং পুরস্কৃত্য গতা বদরিকাশ্রমে ॥ ৫ ॥
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং ফলপুষ্পোপশোভিতম্।
নদীপ্রস্রবণাকীর্ণং পুণ্যতীর্থৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৬ ॥
মৃগপক্ষিগণাঢ্যঞ্চ দেবতায়তনাবৃতম্।
যক্ষগন্ধর্ব্বসিদ্ধৈশ্চ নৃত্যগীতসমাকুলম্ ॥ ৭ ॥
তস্মিন্নৃষিসভামধ্যে শক্তিপুত্রং পরাশরম্।
সুখাসীনং মহাত্মানং মুনিমুখ্যগণাবৃতম্ ॥ ৮ ॥
কৃতাঞ্জলিপুটোভূত্বা ব্যাসস্তু ঋষিভিঃ সহ।
প্রদক্ষিণাভিবাদৈশ্চ স্তুতিভিঃ সমপূজয়ৎ ॥ ৯ ॥
অথ সন্তুষ্টমনসা পরাশর মহামুনিঃ।
আহ সুস্বাগতং ব্রূহীত্যাসীনো মুনিপুঙ্গবঃ ॥১০
ব্যাসঃ সুস্বাগতং যে চ ঋষয়শ্চ সমন্ততঃ।
কুশলং কুশলেত্যুক্ত্বা ব্যাসঃ পৃচ্ছত্যতঃ পরম্ ॥১১
যদি জানাসি মে ভক্তিং স্নেহাদ্বা ভক্তবৎসল।
ধর্ম্মং কথয় মে তাত অনুগ্রাহ্যো হ্যহং তব ॥ ১২
শ্রুতামে মানবা ধর্ম্মা বাসিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা
গার্গেয়া গৌতমাশ্চৈব তথা চৌশনসাঃস্মৃতাঃ ১৩
অত্রের্বিষ্ণোশ্চ সাম্বর্ত্তা দাক্ষা আঙ্গিরসাস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যকৃতাশ্চ যে ॥ ১৪
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব প্রাচেতসকৃতাশ্চ যে।
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ ॥ ১৫
শ্রুতাহ্যেতেভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রৌতার্থাস্তেন বিস্মৃতাঃ।
অস্মিন্মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে ॥ ১৬
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌযুগে
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥ ১৭
ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ ॥ ১৮
শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যেঽহং শৃণ্বন্তু ঋষয়স্তথা।
কল্পে কল্পে ক্ষয়োৎপত্তৌ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥১৯
শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারা নির্ণেতব্যাশ্চ সর্ব্বদা।
ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে ॥ ২০
অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ ॥ ২১
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যুচুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ২২
কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥২৩
ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারঞ্চ কলৌ যুগে ॥ ২৪
কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ।
দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা ॥ ২৫
কৃতে তু তৎক্ষণাচ্ছাপস্ত্রেতায়াং দশভির্দ্দিনৈঃ।
দ্বাপরে মাসমাত্রেণ কলৌ সম্বৎসরেণ তু ॥ ২৬
অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ ॥ ২৭
অভিগম্যোত্তমং দানমাহূতঞ্চৈব মধ্যমম্।
অধমং যাচমানং স্যাৎ সেবাদানঞ্চ নিষ্ফলং ॥ ২৮
কৃতে চাস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াংমাংসসংস্থিতাঃ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলাবন্নাদিষুংস্থিতাঃ ॥ ২৯
ধর্ম্মো জিতো হ্যধর্ম্মেণ জিতঃ সত্যোঽনৃতেন চ।
জিতা ভৃত্যৈস্তু রাজানঃস্ত্রীভিশ্চপুরুষা জিতাঃ ৩০
সীদন্তি চাগ্নিহোত্রাণি গুরুপূজা প্রণশ্যতি।

কুমার্গ্যশ্চ প্রসূয়ন্তে তস্মিন্ কলিযুগে সদা ॥ ৩১
যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যাযুগরূপাহি তে দ্বিজাঃ ৩২
যুগে যুগে চ সামর্থ্যং শেষং মুনিবিভাষিতম্।
পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং প্রধীয়তে ॥ ৩৩
অহমদ্যৈব তদ্ধর্ম্মমনুস্মৃত্য ব্রবীমি বঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাচারং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৩৪
পারাশরমতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্।
চিন্তিতং ব্রাহ্মণার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ ॥ ৩৫
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারো ধর্ম্মপালকঃ।
আচারভ্রষ্টদেহানাং ভবেদ্ধর্ম্মঃ পরাঙ্মুখঃ ॥ ৩৬
ষট্‌কর্ম্মাভিরতো নিত্যং দেবতাতিথিপূজকঃ।
হুতশেষন্তু ভুঞ্জানোব্রাহ্মণোনাবসীদতি ॥ ৩৭
সন্ধ্যা স্নানং জপোহোমঃস্বাধ্যায়োদেবতার্চ্চনম্।
বৈশ্বদেবাতিথেয়ঞ্চ ষট্‌কর্ম্মাণি দিনে দিনে ॥ ৩৮
প্রিয়োবা যদিবা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিতএব বা।
বৈশ্বদেবে তু সংপ্রাপ্তঃসোঽতিথিঃস্বর্গসংক্রমঃ॥৩৯
দূরাদ্ধানং পথিশ্রান্তং বৈশ্বদেবে উপস্থিতম্।
অতিথিং তং বিজানীয়ান্নাতিথিঃপূর্ব্বমাগতঃ ॥৪০
ন পৃচ্ছেদ্গোত্রচরণং ন স্বাধ্যায়ব্রতানি চ।
হৃদয়ং কল্পয়েত্তস্মিন্ সর্ব্বদেবময়ো হি সঃ ॥ ৪১
নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গমিকং তথা।
অনিত্যং হ্যাগতো যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥ ৪২
অপূর্ব্বঃ সুব্রতী বিপ্রো অপূর্ব্বো বাতিথিস্তথা।
বেদাভ্যাসরতোনিত্যংত্রয়োঽপূর্ব্বাদিনেদিনে॥৪৩
বৈশ্বদেবে তু সংপ্রাপ্তে ভিক্ষুকে গৃহমাগতে।
উদ্ধৃত্য বৈশ্বদেবার্থং ভিক্ষাং দত্ত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥৪৪
যতী চ ব্রহ্মচারী চ পক্বান্নস্বামিনাবুভৌ।
তয়োরন্নমদত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৪৫ ॥
যতিহস্তে জলং দদ্যাদ্ভৈক্ষং দদ্যাৎ পুনর্জ্জলম্।
তদ্ভৈক্ষং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপম্ ॥৪৬
বৈশ্বদেবকৃতান্ দোষান্ শক্তোভিক্ষুর্ব্যপোহিতুম্।
নহি ভিক্ষুকৃতান্দোষান্বৈশ্বদেবোবাপোহতি॥৪৭
অকৃত্বা বৈশ্বদেবন্তু ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ।
সর্ব্বে তে নিষ্ফলাজ্ঞেয়াঃপতন্তিনরকেশুচৌ ॥৪৮
শিরোবেষ্টন্তু যো ভুঙ্‌ক্তেযোভুঙ্‌ক্তেদক্ষিণামুখঃ।
বামপাদে করং ন্যস্য তদ্বৈ রক্ষাংসি ভুঞ্জতে ॥৪৯
যতয়ে কাঞ্চনং দত্ত্বা তাম্বূলং ব্রহ্মচারিণে।
চৌরেভ্যোঽপ্যভয়ংদত্ত্বাদাতাপিনরকংব্রজেৎ ॥৫০
পাপো বা যদি চাণ্ডালো বিপ্রঘ্নঃ পিতৃঘাতকঃ।
বৈশ্বদেবেতুসংপ্রাপ্তঃসোঽতিথিঃস্বর্গসংক্রমঃ ॥৫১
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দশবর্ষশতানি চ ॥ ৫২ ॥
ন প্রসজ্যাতিগো বিপ্রো হ্যতিথিং বেদাপরগম্।
অদদন্নন্নমাত্রন্তু ভুক্ত্বা ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষম্ ॥ ৫৩
ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রং নিরুদকমকণ্টকম্।
বাপয়েৎ সর্ব্ববীজানি সা কৃষিঃ সর্ব্বকামিকা ॥৫৪
সুক্ষেত্রে বাপয়েদ্বীজং সুপুত্রে দাপয়েদ্ধনং।
সুক্ষেত্রে চ সুপুত্রে চ যৎক্ষিপ্তং নৈব নশ্যতি ॥৫৫
অনৃতা হ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ ॥৫৬
ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রচণ্ডবৎ।
বিজিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণপালয়েৎ ॥৫৭
ন শ্রীঃ কুলক্রমায়াতা স্বরূপাল্লিখিতাপি যা।
খড্গেনাক্রম্যভুঞ্জীত বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ॥ ৫৮॥
পুষ্পং পুষ্পং বিচিনুয়ান্মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ।
মালাকারইবোদ্যানে ন তথাঙ্গারকারকঃ ॥ ৫৯॥
লোহকর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা ॥ ৬০ ॥
শূদ্রাণাং দ্বিজশুশ্রূষা পরো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্যথা কুরুতে কিঞ্চিত্তদ্ভবেত্তস্য নিষ্ফলম্ ॥৬১॥
লবণং মধু তৈলঞ্চ দধি তক্রং ঘৃতং পয়ঃ :
ন দুষ্যেচ্ছূদ্রজাতীনাং কুর্য্যাৎ সর্ব্বস্য বিক্রয়ম্ ৬২
অবিক্রেয়ং মদ্যমাংসমভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণং।
অগম্যাগমনঞ্চৈব শূদ্রোঽপি নরকং ব্রজেৎ ॥৬৩
কপিলাক্ষীরপানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ।
বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রস্য নরকং ধ্রুবম্ ॥ ৬৪
ইতি পরাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমাগতম্ ॥ ১
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং ভূয়ঃপরাশর্য্যপ্রচো দিতঃ।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ২
হলমষ্টগবং ধর্ম্যং ষড়্‌গবং মধ্যমং স্মৃতম্।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং বৃষঘাতিনাম্ ॥ ৩
ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন যোজয়েৎ।
হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ।
স্থিরাঙ্গং নীরুজং দৃপ্তং বৃষভং ষণ্ডবর্জ্জিতম্।

বাহয়েদ্দিবসস্যার্দ্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৫
জপ্যং দেবার্চ্চনং হোমং স্বাধ্যায়ঞ্চৈবমভ্যসেৎ।
একদ্বিত্রিচতুর্ব্বিপ্রান্ ভোজয়েৎ স্নাতকান্ দ্বিজঃ৬
স্বয়ংকৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ।
নির্ব্বপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৭
তিলা রসা ন বিক্রেয়া বিক্রেয়া ধান্যতঃ সমাঃ।
বিপ্রস্যৈবংবিধা বৃত্তিস্তৃণকাষ্ঠাদি বিক্রয়ঃ ॥ ৮
সম্বৎসরেণ যৎপাপং মৎস্যঘাতী সমাপ্নুয়াৎ।
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদেকাহেন লাঙ্গলী ॥ ৯
পাশকো মৎসঘাতী চ ব্যাধঃ শাকুনিকস্তথা।
অদাতা কর্ষকশ্চৈব পঞ্চৈতে সমভাগিনঃ ॥ ১০
কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভোঽথ মার্জ্জনী।
পঞ্চ শূনা গৃহস্থস্য অহন্যহনি বর্ত্ততে ॥ ১১
বৃক্ষান্ ছিত্ত্বা মহীং ভিত্ত্বা হত্বা তু মৃগকীটকান্।
কর্ষকঃ খলু যজ্ঞেন সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১২
যোন দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যো রাশিমূল মুপাগতঃ।
স চৌরঃ সচ পাপিষ্ঠো ব্রহ্মঘ্নং তং বিনির্দ্দিশেৎ১৩
রাজ্ঞে দত্ত্বা তু ষড়্ ভাগং দেবানাঞ্চৈকবিংশকং।
বিপ্রাণাং ত্রিশকং ভাগং কৃষিকর্ত্তা ন লিপ্যতে১৪
ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দ্বিজান্দেবাংশ্চপূজয়েৎ
বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সদা কুর্য্যাৎ কৃষিবাণিজ্যশিল্পকান্১৫
বিকর্ম্ম কুর্ব্বতে শূদ্রা দ্বিজসেবা বিবর্জ্জিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১৬

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অতঃ শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি জননে মরণে তথা।
দিনত্রয়েণ শুধ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ প্রেতসূতকে ॥ ১
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চাদশাহকৈঃ।
শূদ্রঃ শুধ্যতি মাসেন পরাশরবচো যথা ॥ ২
উপাসনে তু বিপ্রাণামঙ্গশুদ্ধিস্তু জায়তে।
ব্রাহ্মণানাং প্রসূতৌ তু দেহস্পর্শো বিধীয়তে ॥৩
জাতে বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥৪
একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নি দেব সমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবল বেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ ॥৫
জন্মকর্ম্ম পরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসন বর্জ্জিতঃ।
নামধারক বিপ্রস্তু দশাহং সূতকং ভবেৎ ॥ ৬
একপিণ্ডাস্তু দায়াদাঃ পৃথগ্দার নিকেতনাঃ।
জন্মন্যপি বিপত্তৌ চ ভবেত্তেষাঞ্চ সূতকম্ ॥ ৭
উভয়ত্র দশাহানি কুলস্যান্নং ন ভুজ্যতে।
দানং প্রতিগ্রহো হোমঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে ॥৮
প্রাপ্নোতি সূতকং গোত্রে চতুর্থ পুরুষেণ তু।
দায়াদ্বিচ্ছেদমাপ্নোতি পঞ্চমো বাত্মবংশজঃ ॥ ৯
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ ষণ্নিশা পুংসি পঞ্চমে।
ষষ্ঠে চতুরহাচ্ছুদ্ধিঃ সপ্তমে তু দিনত্রয়ম্ ॥ ১০
পঞ্চভিঃ পুরুষৈর্যুক্তা অশ্রাদ্ধেয়াঃ সগোত্রিণঃ।
ততঃষট্পুরুষাদ্যাশ্চ শ্রাদ্ধে ভোজ্যাঃসগোত্রিণঃ১১
ভৃগ্বগ্নি মরণে চৈব দেশান্তর মৃতে তথা।
বালে প্রেতে চ সন্ন্যাসে সদ্যঃশৌচংবিধীয়তে১২
দশরাত্রেষ্বতীতেষু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।
ততঃ সম্বৎসরাদূর্দ্ধং সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥ ১৩
দেশান্তরমৃতঃ কশ্চিৎ সগোত্রঃ শ্রূয়তে যদি
ন ত্রিরাত্রমহোরাত্রং সদ্যঃ স্নাত্বা বিশুধ্যতি ॥১৪
আ ত্রিপক্ষাত্ত্রিরাত্রং স্যাদাষণ্মাসাচ্চ পক্ষিণী।
অহঃ সম্বৎসরাদর্ব্বাক্ সদঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ১৫
অজাতদন্তা যে বালা যেচ গর্ত্তাদ্বিনিঃসৃতাঃ।
ন তেষামগ্নিসংস্কারো নাশৌচং নোদকক্রিয়া ১৬
যদি গর্ভো বিপদ্যেত স্রবতে বাপি যোষিতাম্।
যাবন্মাসং স্থিতো গর্ভো দিনংতাবৎ স সূতকঃ১৭
আ চতুর্থাদ্ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চম ষষ্ঠয়োঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রসূতিঃ স্যাদ্দশাহং সূতকং ভবেৎ১৮
প্রসূতিকালে সম্প্রাপ্তে প্রসবে যদি যোষিতাম্।
জীবাপত্যে তু গোত্রস্য মৃতে মাতুশ্চ সূতকঃ ॥১৯
রাত্রাবেব সমুৎপন্নে মৃতে রজসি সূতকে।
পূর্ব্বমেব দিনং গ্রাহ্যং যাবন্নোদয়তে রবিঃ ॥ ২০
দন্তজাতেঽনুজাতে চ কৃতচূড়ে চ সংস্থিতে।
অগ্নিসংস্কারণং তেষাং ত্রিরাত্রং সূতকং ভবেৎ ২১
আ দন্তজননাৎ সদ্য আ চূড়াৎ নৈশিকী স্মৃতা।
ত্রিরাত্রমা ব্রতাত্তেষাং দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥ ২২
গর্ভে যদি বিপত্তিঃ স্যাদ্দশাহং সূতকং ভবেৎ।
জীবন্ জাতো যদি প্রেতঃ সদ্য এব বিশুধ্যতি২৩
স্ত্রীণাং চূড়ান্ন আদানাৎ সংক্রমাত্তদধঃক্রমাৎ।
সদ্যঃ শৌচমথৈকাহং ত্রিরহঃ পিতৃবন্ধুষু ॥ ২৪
ব্রহ্মচারী গৃহে যেষাং হূয়তে চ হুতাশনে।
সম্পর্কং ন চ কুর্ব্বন্তি নতেষাং সূতকং ভবেৎ ॥২৫
সম্পর্কাদ্দুষ্যতেবিপ্রোনান্যোদোষোঽস্তিব্রাহ্মণে
সম্পর্কেষু নিবৃত্তস্তু ন প্রেতং নৈব সূতকম্ ॥ ২৬

শিল্পিনঃ কারুকা বৈদ্যা দাসী দাসাশ্চনাপিতাঃ।
শ্রোত্রিয়াশ্চৈবরাজানঃসদ্যঃশৌচাঃপ্রকীর্ত্তিতাঃ২৭
সব্রতী মন্ত্রপূতশ্চ আহিতাগ্নিশ্চ যো দ্বিজঃ।
রাজ্ঞশ্চ সূতকং নাস্তি যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ॥২৮
উদ্যতো নিধনে দানে আর্ত্তোবিপ্রোনিমন্ত্রিতঃ।
তদেব ঋষিভির্দৃষ্টং যথাকালেন শুধ্যতি॥ ২৯
প্রসবে গৃহমেধী তু ন কুর্য্যাৎ সঙ্করং যদি।
দশাহাচ্ছুধ্যতে মাতা অবগাহ্যপিতা শুচিঃ॥ ৩০
সর্ব্বেষাং শাবমাশৌচং মাতাপিত্রোর্দ্দশাহিকম্।
সূতকং মাতুরেব স্যাদুপস্পৃশ্য পিতা শুচিঃ॥ ৩১
যদি পত্ন্যাং প্রসূতায়াং সম্পর্কং কুরুতে দ্বিজঃ।
সূতকন্তু ভবেত্তস্য যদি বিপ্রঃ ষড়ঙ্গবিৎ॥ ৩২
সম্পর্কাজ্জায়তেদোষোনান্যোদোষোঽস্তিব্রাহ্মণে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সম্পর্কং বর্জ্জয়েদ্দ্বিজঃ॥ ৩৩
বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু ত্বন্তরা মৃতসূতকে।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং দ্রব্যং দীয়মানং ন দুষ্যতি। ৩৪
অন্তরা তু দশাহস্য পুনর্ম্মরণ জন্মনি।
তাবৎ স্যাদশুচির্ব্বিপ্রো যাবত্তৎস্যাদনির্দ্দশম্॥৩৫
ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নানাং বন্দিগোগ্রহণে তথা।
আহবেষু বিপন্নানামেকমাত্রন্তু সূতকম্॥ ৩৬
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদকৌ।
পরিব্রাড়্যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥ ৩৭
যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং নভাষতে৩৮
জিতেন লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ।
ক্ষণবিধ্বংসিকেঽমুষ্মিন্ কা চিন্তা মরণে রণে॥৩৯
যস্তু ভগ্নেষু সৈন্যেষু বিদ্রবৎসু সমন্ততঃ।
পরিত্রাতা যদা গচ্ছেৎ স চক্রতুফলং লভেৎ॥৪০
যস্য চ্ছেদক্ষতং গাত্রং শরশক্ত্যৃষ্টিমুদ্গরৈঃ।
দেবকন্যাস্তু তং বীরং গায়ন্তি রময়ন্তি চ॥ ৪১
বরাঙ্গনাসহস্রাণি শূরমাযোধনে হতম্।
নাগকন্যাশ্চ ধাবন্তি মম ভর্ত্তা ভবেদিতি॥ ৪২
ললাটদেশাদ্রুধিরং হি যস্য
তপ্তস্য জন্তোঃ প্রবিশেচ্চ বক্ত্রে।
তং সোমপানেন হি তস্য তুল্যম্
সংগ্রামযজ্ঞে বিধিবচ্চ দৃষ্টম্॥ ৪৩
যং যজ্ঞসংঘৈস্তপসা চ বিদ্যয়া
স্বর্গৈষিণো বাত্র যথৈব বিপ্রাঃ।
তথৈব যান্ত্যেব হি তত্র বীরাঃ
প্রাণান্ সুযুদ্ধেন পরিত্যজন্তঃ॥ ৪৪
অনাথং ব্রাহ্মণং প্রেতং যে বহন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
পদে পদে যজ্ঞফলমানুপূর্ব্বাল্লভন্তি তে॥ ৪৫
অসগোত্রমবন্ধুঞ্চ প্রেতীভূতঞ্চ ব্রাহ্মণম্।
নীত্বা চ দাহয়িত্বা চ প্রাণায়ামেন শুধ্যতি॥ ৪৬
ন তেষামশুভং কিঞ্চিদ্দ্বিজানাং শুভকর্ম্মণি।
জলাবগাহনাত্তেষাং শুদ্ধিঃ স্মৃতিরিতীরিতা॥৪৭
অনুগম্যেচ্ছয়া প্রেতং জ্ঞাতিমজ্ঞাতিমেব বা।
স্নাত্বা চৈব তু স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি॥৪৮
ক্ষত্রিয়ং মৃতমজ্ঞানাদ্ ব্রাহ্মণো যোঽনুগচ্ছতি।
একাহমশুচির্ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ৪৯
শবঞ্চ বৈশ্যমজ্ঞানাদ্ব্রাহ্মণো যোঽনুগচ্ছতি।
কৃত্বাশৌচং দ্বিরাত্রঞ্চ প্রাণায়ামান্ ষড়াচরেৎ॥৫০
প্রেতীভূতন্তু যঃ শূদ্রং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
নয়ন্তমনুগচ্ছেত ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ ৫১
ত্রিরাত্রে তু ততঃ পূর্ণে নদীং গত্বা সমুদ্রগাম্।
প্রাণায়ামশতং কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি॥ ৫২
বিনির্ব্বর্ত্ত্য যদা শূদ্রা উদকান্তমুপস্থিতাঃ।
দ্বিজৈস্তদানুগন্তব্যা ইতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥ ৫৩
তস্মাদ্দ্বিজো মৃতং শূদ্রং ন স্পৃশেন্ন চ দাহয়েৎ।
দৃষ্টে সূর্য্যাবলোকেন শুদ্ধিরেষা পুরাতনী॥ ৫৪

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োধ্যায়ঃ॥৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অতিমানাদতিক্রোধাৎ স্নেহাদ্বা যদি বা ভয়াৎ।
উদ্বধ্নীৎ স্ত্রী পুমান্ বা গতিরেষা বিধীয়তে॥ ১
পূযশোণিতসম্পূর্ণে অন্ধে তমসি মজ্জতি।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি নরকং প্রতিপদ্যতে॥ ২
নাশৌচং নোদকং নাগ্নিং নাশ্রুপাতঞ্চ কারয়েৎ।
বোঢারোঽগ্নিপ্রদাতরো পাশচ্ছেদকরাস্তথা॥ ৩
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যন্তীত্যেবমাহ প্রজাপতিঃ।
গোভির্হতং তথোদ্বদ্ধং ব্রাহ্মণেন তু ঘাতিতম্॥ ৪
সংস্পৃশন্তি চ যে বিপ্রা বোঢারশ্চাগ্নিদাশ্চ যে।
অন্যেঽপি বানুগন্তারঃ পাশচ্ছেদকরাশ্চ যে॥ ৫
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যন্তি কুর্য্যুর্ব্রাহ্মণভোজনম্।
অনডুৎসহিতাং গাঞ্চ দদ্যুর্ব্বিপ্রায় দক্ষিণাম্॥ ৬
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ।
ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং পীত্বা বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্॥ ৭
যো বৈ সমাচরেদ্বিপ্রঃ পতিতাদিষ্বকামতঃ॥ ৮
মাসার্দ্ধং মাসমেকং বা মাসদ্বয়মথাপি বা।

অব্দার্দ্ধমব্দমেকং বা তদূর্দ্ধং চৈব তৎসমঃ ॥ ৯
ত্রিরাত্রং প্রথমে পক্ষে দ্বিতীয়ে কৃচ্ছ্রমাচরেৎ।
তৃতীয়ে চৈব পক্ষেতু কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ॥১০
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ পরাকঃ পঞ্চমে মতঃ।
কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং ষষ্ঠে সপ্তমে ত্বৈন্দবদ্বয়ম্ ॥ ১১
শুধ্যর্থমষ্টমে চৈব ষণ্মাসাং কৃচ্ছ্রমাচরেৎ।
পক্ষসংখ্যাপ্রমাণেন সুবর্ণান্যপি দক্ষিণা ॥ ১২
ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ॥১৩
ঋতৌ স্নাতাস্তু যোভার্য্যাংসন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥১৪
অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনেযঃপরিত্যজেৎ।
সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫
দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥১
ওঘবাতাহৃতং বীজং যথা ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রী তল্লভতে বীজং ন বীজী ভাগমর্হতি ॥ ১৭
তদ্বৎ পরস্ত্রিয়াঃ পুত্রৌ দ্বৌ সুতৌকুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃস্যান্মৃতেভর্ত্তরিগোলকঃ॥১৮
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ।
দদ্যান্মাতা পিতা বাপি সপুত্রোদত্তকোভবেৎ॥১৯
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে।
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি দাতৃযাজকপঞ্চমাঃ ॥ ২০
দারাগ্নিহোত্র সংযোগং যঃ কুর্য্যাদগ্রজে সতি।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥ ২১
দ্বৌ কৃচ্ছ্রৌ পরিবিত্তেস্তু কন্যায়াঃ কৃচ্ছ্র এবচ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ দাতুশ্চ হোতা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥২২
কুব্জবামনষণ্ডেষু গদ্গদেষু জড়েষু চ।
জাত্যন্ধে বধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ২৩
পিতৃব্যপুত্রঃ সাপত্ন্যঃ পরনারীসুতস্তথা।
দারাগ্নিহোত্রসংযোগে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥২৪
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতাযদিতিষ্ঠেদাধানং নৈবচিন্তয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা ॥ ২৫
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতেপতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥২৬
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২৭
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥২৮
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে ॥ ২৯
ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

বৃকাভ্যাং শৃগালাদৈ্যর্যদি দষ্টস্তু ব্রাহ্মণঃ।
স্নাত্বা জপেত গায়ত্রীং পবিত্রাং বেদমাতরম্ ॥ ১
গবাং শৃঙ্গোদকে স্নাতো মহানদ্যাস্তু সঙ্গমে।
সমুদ্র দর্শনাদ্বাপি শুনা দষ্টঃ শুচির্ভবেৎ ॥ ২
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ শুনা দষ্টস্তু ব্রাহ্মণঃ।
স হিরণ্যোদকে স্নাত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥৩
সব্রতস্তু শুনা দষ্টস্ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ।
ঘৃতং কুশোদকং পীত্বা ব্রতশেষং সমাপয়েৎ ॥ ৪
অব্রতঃ সব্রতোবাপি শুনা দৃষ্টো ভবেদ্দ্বিজঃ।
প্রণিপত্য ভবেৎ পূতোবিপ্রৈশ্চাপ্যনিরীক্ষিতঃ॥৫
শুনাঘ্রাতাবলীঢ়স্য নখৈ র্বিলিখিতস্য চ।
অদ্ভিঃ প্রক্ষালনাচ্ছুদ্ধিরগ্নিনা চোপচূলনম্ ॥ ৬
শুনা চ ব্রাহ্মণী দষ্টা জম্বুকেন বৃকেণ বা।
উদিতং সোমনক্ষত্রং দৃষ্ট্বা সদ্যঃ শুচির্ভবেৎ ॥ ৭
কৃষ্ণপক্ষে যদা সোমো ন দৃশ্যেত কদাচন।
যাং দিশং ব্রজতে সোমস্তাংদিশঞ্চাবলোকয়েৎ ॥৮
অসদ্ব্রাহ্মণকে গ্রামে শুনা দষ্টস্তু ব্রাহ্মণঃ।
বৃষং প্রদক্ষিণীকৃত্য সদ্যঃ স্নানাদ্বিশুধ্যতি ॥ ৯
চাণ্ডালেন শ্বপাকেন গোভির্বিপ্রৈর্হতো যদি।
আহিতাগ্নির্মৃতোবিপ্রোবিষেণাত্মহতো যদি ॥১০
দহেত্তং ব্রাহ্মণং বিপ্রোলোকাগ্নৌ মন্ত্রবর্জ্জিতম্।
স্পৃষ্ট্বা চোহ্য চ দগ্ধ্বা চ সপিণ্ডেষু চ সর্ব্বথা ॥১১
প্রাজাপত্যং চরেৎ পশ্চাদ্বিপ্রাণামনুশাসনাৎ।
দগ্ধাস্থীনি পুনর্গৃহ্য ক্ষীরৈঃ প্রক্ষালয়েৎদ্বিজঃ ॥১২
পুনর্দ্দহেৎ স্বকাগ্নৌ তন্মন্ত্রেণ চ পৃথক্ পৃথক্।
আহিতাগ্নির্দ্বিজঃ কশ্চিৎপ্রবসন্কালচোদিতঃ॥১৩
দেহনাশমনুপ্রাপ্তস্তস্যাগ্নির্ব্বর্ত্ততে গৃহে।
শ্রৌতাগ্নিহোত্রসংস্কারঃ শ্রূয়তামৃষিসত্তমাঃ ॥ ১৪
কৃষ্ণাজিনং সমাস্তীর্য্য কুশৈশ্চ পুরুষাকৃতিম্।
ষট্ শতানি শতং চৈব পলাশানাঞ্চ বৃন্তকম্ ॥ ১৫
চত্বারিংশচ্ছিরে দদ্যাৎ ষষ্টিংকণ্ঠে বিনির্দ্দিশেৎ।
বাহুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাদঙ্গুলীষু দশৈব তু ॥ ১৬
শতঞ্চোরসি সংদদ্যাত্ত্রিংশচ্চৈবোদরে ন্যসেৎ।
অষ্টৌ বৃষণয়োর্দদ্যাৎ পঞ্চ মেঢ্রে চ বিন্যসেৎ ॥ ১৭
একবিংশতিমূরুভ্যাং জানুজঙ্ঘে চ বিংশতিম্।

পাদাঙ্গুল্যোঃ শতার্দ্ধঞ্চ পত্রাণি চ তথা ন্যসেৎ ॥১৮
শম্যাং শিশ্নে বিনিঃক্ষিপ্য অরণীং বৃষণে তথা।
জুহূং দক্ষিণহস্তেন বামহস্তে তথোপসৎ ॥ ১৯
কর্ণে চোদূখলং দদ্যাৎ পৃষ্ঠে চ মুষলং ততঃ।
নিক্ষিপ্যোরসি দৃশদং তণ্ডুলাজ্যতিলান্মুখে ॥ ২০
শ্রোত্রে চ প্রোক্ষণীং দদ্যাদাজ্যস্থালীঞ্চ চক্ষুষোঃ
কর্ণে নেত্রে মুখে ঘ্রাণে হিরণ্যশকলং ক্ষিপেৎ॥২১
অগ্নিহোত্রোপকরণং গাত্রে শেষংপ্রবিন্যসেৎ।
অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহেতিচ ঘৃতাহুতীঃ ॥২২
দদ্যাৎ পুত্রোঽথবা ভ্রাতা হ্যন্যে বাপিস্বধর্ম্মিণঃ।
যথা দহন সংস্কারস্তথা কার্য্যং বিচক্ষণৈঃ ॥ ২৩
ঈদৃশস্তু বিধিং কুর্য্যাদ্ব্রহ্মলোকে গতির্ধ্রুবম্।
যে দহন্তি দ্বিজাস্তস্তু তে যান্তি পরমাংগতিম্ ॥২৪
অন্যথা কুর্ব্বতে কিঞ্চিদাত্মবুদ্ধি প্রবোধিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকে ধ্রুবম্ ॥ ২৫

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রাণিহত্যাসু নিষ্কৃতিম্।
পরাশরেণ পূর্ব্বোক্তং মন্বর্থেঽপি চ বিস্তৃতাম্ ॥ ১
হংস সারস ক্রৌঞ্চাংশ্চ চক্রবাকং সকুক্কুটম্।
জালপাদাংশ্চ শরভমহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ২
বলাকাটিট্টিভানাঞ্চ শুকপরাবতাদিনাম্।
আটিনাঞ্চ বকানাঞ্চ শুধ্যতে নক্তভোজনাৎ ॥ ৩
ভাস কাক কপোতানাং সারীতিত্তিরিঘাতকঃ।
অন্তর্জলে উভে সন্ধ্যে প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥ ৪
গৃধ্রশ্যেন শিখিগ্রাহচাষোলূকনিপাতনে।
অপক্বাশী দিনং তিষ্ঠেৎত্রিকালং মারুতাশনঃ ॥ ৫
বল্গুনীচটকানাঞ্চ কোকিলাখঞ্জরীটকান্।
লাবকারক্তপাদাংশ্চ শুধ্যন্তে নক্তভোজনাৎ ॥ ৬॥
কারণ্ডবচকোরাণাং পিঙ্গলাকুররস্য চ।
ভারদ্বাজনিহন্তাচ শুধ্যতে শিবপূজনাৎ ॥ ৭ ॥
ভেরুণ্ড শ্যেনভাসঞ্চ পারাবত কপিঞ্জলান্।
পক্ষিণামেব সর্ব্বেষামহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৮ ॥
হত্বা নকুলমার্জ্জার সর্পাজগরডুণ্ডুভান্।
কৃশরং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ লৌহদণ্ডঞ্চ দক্ষিণাম্ ॥৯
শল্লকীশশকাগোধামৎস্যকূর্ম্মাভিপাতনে।
বৃন্তাকফলভোক্তা চ হ্যহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥১০॥
বৃকজম্বুকঋক্ষাণাং তরক্ষণাঞ্চ ঘাতনে।
তিলপ্রস্থং দ্বিজে দদ্যাদ্বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥১১
গজগবয়তুরঙ্গাণাং মহিষোষ্ট্রনিপাতনে।
শুধ্যতে সপ্তরাত্রেণ বিপ্রাণাং তর্পণেন চ॥ ১২ ॥
মৃগং রুরুং বরাহঞ্চ অজ্ঞানাদ্যস্তু ঘাতয়েৎ।
অকালকৃষ্টমশ্নীয়াদহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ১৩ ॥
এবং চতুষ্পদানাঞ্চ সর্ব্বেষাং বনচারিণাম্।
অহোরাত্রোষিতস্তিষ্ঠেজ্জপন্ বৈজাতবেদসম্ ॥১৪
শিল্পিনং কারুকং শূদ্রং স্ত্রিয়ং বা যস্তুঘাতয়েৎ।
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাদ্বৃষৈকাদশ দক্ষিণা ॥ ১৫ ॥
বৈশ্যং বা ক্ষত্রিয়ংবাপি নির্দ্দোষমভিঘাতয়েৎ।
সোঽতিকৃচ্ছ্রদ্বয়ংকুর্য্যাদ্গোবিংশদক্ষিণাংদদেৎ ॥১৬
বৈশ্যং শূদ্রং ক্রিয়াসক্তং বিকর্ম্মস্থং দ্বিজোত্তমম্।
হত্বা চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাদ্দদ্যাদ্গোত্রিংশদক্ষিণাম্ ॥১৭
ক্ষত্রিয়েণাপি বৈশ্যেন শূদ্রেণৈবেতরেণ বা।
চণ্ডালবধসংপ্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥ ১৮ ॥
চৌরঃ শ্বপাকচাণ্ডালাবিপ্রেণাপি হতা যদি।
অহোরাত্রোপবাসেন প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥১৯
শ্বপাকং বাপি চাণ্ডালং বিপ্রঃ সংভাষতে যদি।
দ্বিজসম্ভাষণং কুর্য্যাদ্গায়ত্রীং বা সকৃজ্জপেৎ ॥২০॥
চাণ্ডালৈঃ সহ সুপ্তস্তু ত্রিরাত্রমুপবাসয়েৎ।
চাণ্ডালৈকপথঙ্গত্বা গায়ত্রী স্মরণাচ্ছুচিঃ ॥ ২১ ॥
চাণ্ডাল দর্শনেনৈব আদিত্যমবলোকয়েৎ।
চাণ্ডালস্পর্শনে চৈব সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥ ২২॥
চাণ্ডালখাতবাপীষুপীত্বা সলিলমগ্রজঃ।
অজ্ঞানাচ্চৈব নক্তেন ত্বহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥২৩
চাণ্ডালভাণ্ডসংস্পৃষ্টং পীত্বা কূপগতং জলম্।
গোমূত্র যাবকাহার স্ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪
চাণ্ডালোদকভাণ্ডে তু অজ্ঞানাৎ পিবতে জলম্।
তৎক্ষণাৎ ক্ষিপতে যস্তু প্রাজাপত্যংসমাচরেৎ॥২৫
যদি ন ক্ষিপতে তোয়ং শরীরে যস্য জীর্য্যতি।
প্রাজাপত্যং ন দাতব্যং কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরেৎ।
চরেৎ সান্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যস্তু ক্ষত্রিয়ঃ।
তদর্দ্ধন্তু চরেদ্বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রস্য দাপয়েৎ ॥ ২৬
ভাণ্ডস্থমন্ত্যজানান্তু জলং দধি পয়ঃ পিবেৎ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চৈব প্রমাদতঃ ॥ ২৭
ব্রহ্মকূর্চ্চোপবাসেন দ্বিজাতীনান্তু নিষ্কৃতিঃ।
শূদ্রস্য চোপবাসেন তথা দানেন শক্তিতঃ ॥ ২৮
ব্রাহ্মণো জ্ঞানতো ভুঙ্ক্তে চাণ্ডালান্নং কদাচন।
গোমূত্র যাবকাহারাদ্দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ২৯
একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াদ্গোমূত্রযাবকস্য চ।

দশাহং নিয়মস্থস্ত ব্রতং তত্র বিনির্দ্দিশেৎ ॥৩০
অবিজ্ঞাতশ্চ চাণ্ডালঃ সন্তিষ্ঠেত্তস্য বেশ্মনি।
বিজ্ঞাতে তূপসংর্ন্যস্ত দ্বিজাঃ কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহম্ ॥৩১
ঋষিবক্ত্রাচ্চ্যুতা ধর্ম্মাস্ত্রায়ন্তে বেদপাবনাঃ।
পতন্তমুদ্ধরেয়ুস্তে ধর্ম্মজ্ঞ পাপসঙ্কটাৎ ॥ ৩২
দধ্না চ সর্পিষা চৈব ক্ষীর গোমূত্রযাবকং।
ভুঞ্জীত সহ সর্ব্বৈশ্চ ত্রিসন্ধ্যমবগাহনম্ ॥ ৩৩
ত্র্যহং ভুঞ্জীত দধ্না চ ত্র্যহং ভুঞ্জীত সর্পিষা।
ত্র্যহং ক্ষীরেণ ভুঞ্জীত একৈকেন দিনত্রয়ম্ ॥৩৪
ভাবদুষ্টং ন ভুঞ্জীয়ান্নোচ্ছিষ্টং কৃমিদূষিতম্।
ত্রিপলং দধিদুগ্ধস্ত পলমেকন্ত সর্পিষঃ ॥ ৩৫
ভস্মনা তু ভবেচ্ছুদ্ধিরুভয়োস্তাম্রকাংস্যয়োঃ।
জলশৌচেন বস্ত্রাণাং পরিত্যাগেন মৃণ্ময়ম্ ॥ ৩৬
কুসুম্ভগুড়কার্পাস লবণং তৈলসর্পিষী।
দ্বারে কৃত্বা তু ধান্যানি গৃহে দদ্যাদ্ধুতাশনম্ ॥ ৩৭
এবং শুদ্ধস্ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণভোজনম্।
ত্রিংশতং গা বৃষঞ্চৈকং দদ্যাদ্বিপ্রেষু দক্ষিণাম্ ॥৩৮
পুনর্লেপনয়া তেন হোম জপ্যেন শুধ্যতি।
আধারেণ চ বিপ্রাণাং ভূমিদোষো নবিদ্যতে।৩৯
রজকী চর্ম্মকারী চ লুব্ধকস্য চ পুক্কসী।
চাতুর্ব্বর্ণ্যগৃহে যস্ত হ্যজ্ঞানাদধিতিষ্ঠতি ॥ ৪০
জ্ঞাত্বা তু নিষ্কৃতিং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বোক্তস্যার্দ্ধমেবচ।
গৃহদাহং ন কুর্ব্বীতাপ্যন্যৎ সর্ব্বঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৪২
গৃহস্যাভ্যন্তরে গচ্ছেচ্চাণ্ডালো যস্য কস্যচিৎ।
তস্মাদ্‌গৃহাদ্বিনিঃসৃত্য গৃহভাণ্ডানি বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৩
রসপূর্ণন্তু যদ্ভাণ্ডং ন ত্যজেচ্চ কদাচন।
গোরসেন তুসংমিশ্রৈর্জ্জলৈঃপ্রোক্ষেৎসমন্ততঃ॥৪৪
ব্রাহ্মণস্য ব্রণ দ্বারে পূযশোণিতসম্ভবে।
কৃমিরুৎপদ্যতে যস্য প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ॥৪৫
গবাং মূত্রপুরীষেণ দধ্না ক্ষীরেণ সর্পিষা।
ত্র্যহং স্নাত্বা চ পীত্বা চ কৃমিদুষ্টঃ শুচির্ভবেৎ ॥৪৬
ক্ষত্রিয়োঽপি সুবর্ণস্য পঞ্চমাষান্ প্রদাপয়েৎ।
গোদক্ষিণান্ত বৈশ্যস্যাপ্যুপবাসং বিনির্দ্দিশেৎ ॥৪৭
শূদ্রাণাং নোপবাসঃ স্যাচ্ছূদ্রো দানেন শুধ্যতি।
ব্রাহ্মণাংস্ত নমস্কৃত্য পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৪৮
অচ্ছিদ্রমিতি যদ্বাক্যং বদন্তি ক্ষিতিদেবতাঃ।
প্রণম্য শিরসা ধার্য্যমগ্নিষ্টোম ফলং হি তৎ ॥৪৯
ব্যাধিব্যসনিনিশ্রান্তে দুর্ভিক্ষে ডামরে তথা।
উপবাসো ব্রতো হোমো দ্বিজসম্পাদিতানি বা৫০
অথবা ব্রহ্মণাস্তুষ্টাঃ স্বয়ং কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহম্।
সর্ব্বধর্ম্মমবাপ্নোতি দ্বিজৈঃ সম্বর্দ্ধিতাপিষা ॥ ৫১
দুর্ব্বলেঽনুগ্রহঃ কার্য্যস্তথা বৈ বালবৃদ্ধয়োঃ।
অতোঽন্যথা ভবেদ্দোষস্তস্মান্নানুগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২
স্নেহাদ্বা যদি বা লোভাদ্ভয়াদজ্ঞানতোঽপি বা।
কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহং যে বৈ তৎপাপং তেষু গচ্ছতি ॥৫৩
শরীরস্যাত্যয়ে প্রাপ্তে বদন্তি নিয়মন্ত যে।
মহৎ কার্য্যোপরোধেন ন স্বস্থস্য কদাচন ॥ ৫৪
স্বস্থস্য মূঢ়াঃ কুর্ব্বন্তি নিয়মন্ত বদন্তি যে।
তে তস্য বিঘ্নকর্ত্তারঃ পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ৫৫
স এব নিয়মস্ত্যাজ্যো ব্রাহ্মণং যোঽবমন্যতে।
বৃথা তস্যোপবাসঃ স্যান্ন স পুণ্যেন যুজ্যতে ॥ ৫৬
স এব নিয়মো গ্রাহ্যো যংযং কোঽপিবদেদ্দ্বিজঃ।
কুর্য্যাদ্বাক্যং দ্বিজানাঞ্চ অকুর্ব্বন্ ব্রহ্মহা ভবেৎ ৫৭
উপবাসো ব্রতঞ্চৈব স্নানং তীর্থং জপস্তপঃ।
বিপ্রৈঃ সম্পাদিতং যস্য সম্পন্নং তস্য তদ্ভবেৎ॥৫৮
ব্রতচ্ছিদ্রং তপশ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং যজ্ঞকর্ম্মণি।
সর্ব্বং ভবতি নিশ্ছিদ্রং ব্রাহ্মণৈরুপপাদিতম্ ॥ ৫৯
ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্জ্জনং সর্ব্বকামদম্।
তেষাং বাক্যোদকেনৈবশুধ্যন্তিমলিনা জনাঃ ॥৬০
ব্রাহ্মণা যানিভাষন্তে ভাষন্তে তানি দেবতাঃ।
সর্ব্বদেবময়া বিপ্রা ন তদ্বচনমন্যথা ॥ ৬১ ॥
অন্নাদ্যে কীটসংযুক্তে মক্ষিকা কীটদূষিতে।
অন্তরা সংস্পৃশেচ্চাপস্তদন্নং ভস্মনা স্পৃশেৎ ॥ ৬২
ভুঞ্জানো হি যদা বিপ্রঃপাদং হস্তেন সংস্পৃশেৎ।
উচ্ছিষ্টংহিসবৈষুঙ্‌ক্তেযোভুঙ্‌ক্তেমুক্তভাজনে॥৬৩
পাদুকাস্থো ন ভুঞ্জীত পর্য্যঙ্কেসংস্থিতোঽপি বা।
শুনা চাণ্ডালদৃষ্টো বা ভোজনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৬৪
পকান্নঞ্চ নিষিদ্ধং যৎ অন্নশুদ্ধিস্তথৈব চ।
যথা পরাশরেণোক্তং তথৈবাহং বদামি বঃ ॥৬৫॥
মিতং দ্রোণাঢ় কস্যান্নং কাকশ্বানোপঘাতিতম্।
কেনৈতচ্ছুধ্যতেচান্নংব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ ॥৬৬
কাকশ্বানাবলীঢ়ন্ত দ্রোণান্নং ন পরিত্যজেৎ।
বেদবেদাঙ্গবিদ্বিপ্রৈর্ধর্ম্মশাস্ত্রানুপালকৈঃ ॥ ৬৭ ॥
প্রস্থো দ্বাত্রিংশতির্দ্রোণঃ স্মৃতোদ্বিপ্রস্থআঢ়কঃ।
ততো দ্রোণাঢ়কস্যান্নংশ্রুতিস্মৃতিবিদো বিদুঃ ॥৬৮
কাকশ্বানাবলীঢ়ং তু গবাঘ্রাতং খরেণ বা।
স্বল্পমন্নং ত্যজেদ্বিপ্রঃ শুদ্ধির্দ্রোণাঢ়কে ভবেৎ ॥৬৯
অন্নস্যোদ্ধৃত্য তন্মাত্রং যচ্চ নোপহতং ভবেৎ।
সুবর্ণোদকমভুক্ষ্য হুতাশেনৈব তাপয়েৎ ॥ ৭০ ॥
হুতাশনেন সংস্পৃষ্টং সুবর্ণসলিলেন চ।

যিপ্রাণাংব্রহ্মঘোষেণভোজ্যংভবতিতৎক্ষণাৎ ॥৭১

ইতি পারাশরেধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দ্রব্যসংশুদ্ধিঃ পরাশরবচো যথা।
দারবাণান্তু পাত্রাণাং তৎক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ১
মার্জ্জনাদ্‌যজ্ঞ পাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি।
চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু ॥ ২ ॥
চরূণাং চ স্রুবাণাঞ্চ শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা।
ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং তাম্রমম্লেন শুধ্যতি ॥ ৩
রজসা শুধ্যতে নারী বিকলং যা ন গচ্ছতি।
নদী বেগেন শুধ্যেত লেপো যদি ন দৃশ্যতে ॥ ৪
বাপীকূপতড়াগেষু দূষিতেষু কথঞ্চন।
উদ্ধৃত্য বৈ ঘটশতং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৫
অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত উর্দ্ধং রজস্বলা ॥ ৬
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্‌ ॥ ৭
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্‌ ॥ ৮
যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞানমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥৯
যঃ করোত্যেক রাত্রেণ বৃষলীসেবনং দ্বিজঃ।
স ভৈক্ষভুগ্‌জপন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্বিশুধ্যতি ॥ ১০
অস্তং গতে যদা সূর্য্যে চাণ্ডালং পতিতং স্ত্রিয়ম্‌।
সূতিকাং স্পৃশতশ্চৈব কথং শুদ্ধির্ব্বিধীয়তে ॥ ১১
জাতবেদং সুবর্ণঞ্চ সোমমার্গং বিলোক্য চ।
ব্রাহ্মণানুগতশ্চৈব স্নানং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥ ১২
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী তথা।
তাবত্তিষ্ঠেন্নিরাহারা ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥ ১৩
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া তথা।
অর্দ্ধকৃচ্ছ্রং চরেৎ পূর্ব্বা পাদমেকমনন্তরা ॥ ১৪
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী বৈশ্যজা তথা।
পাদোনং চৈব পূর্ব্বায়াঃ পরায়াঃকৃচ্ছ্রপাদকম্‌ ॥১৫
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী শূদ্রজা তথা।
কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতে পূর্ব্বা শূদ্রা দানেন শুধ্যতি ॥ ১৬
স্নাতা রজস্বলা যা তু চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি।
কুর্য্যাদ্রজোনিবৃত্তৌ তু দৈবপিত্র্যাদিকর্ম্ম চ ॥১৭
রোগেণ যদ্রজঃ স্ত্রীণামন্বহন্তু প্রবর্ত্ততে।
না শুচিঃসা ততস্তেনতৎস্যাদ্বৈকালিকংমতম্‌ ॥১৮
প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি ॥১৯
আতুরে স্নান উৎপন্নে দশকৃত্বো হ্যনাতুরঃ।
স্নাত্বাস্নাত্বা স্পৃশেদেনং ততঃ শুধ্যেৎ স আতুরঃ২২
উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ২১
অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেণ স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে।
উচ্ছিষ্টেন চ সংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যংসমাচরেৎ ॥২২
ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং সুরয়া যন্ন লিপ্যতে।
সুরামাত্রেণ সংস্পৃষ্টং শুধ্যতেঽগ্ন্যুপলেপনৈঃ ॥২৩
গবা ঘ্রাতানি কাংস্যানি শ্বকাকোপহতানি চ।
শুধ্যন্তিদশভিঃক্ষারৈঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি চ ॥২৪
গণ্ডূষং পাদশৌচঞ্চ কৃত্বা বৈকাংস্যভাজনে।
ষণ্মাসান্‌ ভুবি নিক্ষিপ্য উদ্ধৃত্য পুনরাহরেৎ ২৫
আয়সেষ্বপমারেণ সীসস্যাগ্নৌ বিশোধনম্‌।
দন্তমস্থি তথাশৃঙ্গং রৌপ্যং সৌবর্ণভাজনম্‌ ॥২৬
মনিপাষাণশঙ্খাশ্চ এতান্‌ প্রক্ষালয়েজ্জলৈঃ।
পাষাণে তু পুনর্ঘৃষ্টিরেষা শুদ্ধি রুদাহৃতা ॥ ২৭
মৃদ্ভাণ্ডদহনাচ্ছুদ্ধির্ধান্যানাং মার্জ্জনাদপি ॥ ২৮
অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্‌।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ২৯
বেণুবল্কলচীরাণাং ক্ষৌমকার্পাসবাসসাম্‌।
ঔর্ণানাং নেত্রপট্টানাং জলাচ্ছৌচং বিধীয়তে ৩০
তূলিকাদ্যুপধানানি পীতরক্তাম্বরাণি চ।
পোষয়িত্বার্কতাপেন প্রোক্ষয়িত্বাশুচির্ভবেৎ ॥৩১
মুস্তোপস্করসূর্পাণাং শাণস্য ফলচর্ম্মণাম্‌।
তৃণকাষ্ঠাদিরজ্জুনা মুদক প্রোক্ষণংমতম্‌ ॥ ৩২
মার্জ্জারমক্ষিকাকীটপতঙ্গকৃমিদর্দ্দুরাঃ।
মেধ্যামেধ্যং স্পৃশন্তোব নোচ্ছিষ্টান্‌ মনুরব্রবীৎ৩৩
ভূমং স্পৃষ্ট্বাগতং তোয়ং যশ্চাপ্যন্যোন্যবিপ্রুষঃ।
ভুক্তোচ্ছিষ্টং তথাস্নেহং নোচ্ছিষ্টং মনুরব্রবীৎ॥৩৪
তাম্বুলেক্ষুফলে চৈব ভুক্তস্নেহানুলেপনে।
মধুপর্কে চ সোমে চ নোচ্ছিষ্টং মনুরব্রবীৎ ॥ ৩৫
রথ্যাকর্দ্দমতোয়ানি নাবঃ পন্থাস্তৃণানি চ।
মরুতার্কেণ শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥ ৩৬
অদুষ্টাঃ সন্ততা ধারা বাতোদ্ধুতাশ্চ রেণবঃ।
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥ ৩৭
ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে চৈব দন্তোচ্ছিষ্টে তথানৃতে।
পতিতানাঞ্চ সম্ভাষে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥৩৮

অগ্নিরাপশ্চ বেদাশ্চ সোমসূর্য্যানিলাস্তথা।
এতেসর্ব্বেঽপিবিপ্রাণাংশ্রোত্রেতিষ্ঠন্তিদক্ষিণে ৩৯
প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে সান্নিধ্যং মনুরব্রবীৎ॥ ৪০
দেশভঙ্গে প্রবাসে বা ব্যাধিষু ব্যসনেষ্বপি।
রক্ষেদেব স্বদেহাদি পশ্চাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥ ৪১
যেন কেন চ ধর্ম্মেণ মৃদুনা দারুণেন চ।
উদ্ধরেদ্দীনমাত্মানং সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ॥ ৪২
আপৎকালেতু সম্প্রাপ্তে শৌচাচারং নচিন্তয়েৎ।
স্বয়ং সমুদ্ধরেৎ পশ্চাৎস্বস্থোধর্ম্মং সমাচরেৎ॥৪৩
ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

গবাং বন্ধনযোক্ত্রে তু ভবেন্মৃত্যুরকামতঃ।
অকামাৎ কৃতপাপস্য প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ॥১
বেদবেদাঙ্গবিদুষাং ধর্ম্মশাস্ত্রং বিজানতাম্।
স্বকর্ম্মরত বিপ্রাণাং স্বকং পাপং নিবেদয়েৎ॥ ২
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি উপস্থানস্য লক্ষণম্।
উপস্থিতো হি ন্যায়েন ব্রতাদেশনমর্হতি॥ ৩
সদ্যোনিঃসংশয়ে পাপে ন ভুঞ্জীতানুপস্থিতঃ।
ভুঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ পাপং পর্ষদ্ যত্র ন বিদ্যতে ৪
সংশয়ে তু ন ভোক্তব্যং যাবৎ কার্য্যবিনিশ্চয়ঃ।
প্রমাদশ্চ ন কর্ত্তব্যো যথৈবাসংশয়স্তথা॥ ৫
কৃত্বা পাপং ন গূহেত গুহ্যমানং বিবর্দ্ধতে।
স্বল্পং বাথ প্রভূতং বা ধর্ম্মবিদ্ভ্যো নিবেদয়েৎ॥৬
তে হি পাপেকৃতেবেদ্যা হন্তারশ্চৈব পাপ্মনাম্।
ব্যাধিতস্য যথা বৈদ্যা বুদ্ধিমন্তো রুজাপহাঃ॥ ৭
প্রায়শ্চিত্তে সমুৎপন্নে হ্রীমান্ সত্যপরায়ণঃ।
মৃদুরার্জ্জবসম্পন্নঃ শুদ্ধিং গচ্ছেত মানবঃ॥ ৮
সচেলং বাগ্যতঃ স্নাত্বা ক্লিন্নবাসাঃ সমাহিতঃ।
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ততঃ পর্ষদমাব্রজেৎ ৯
উপস্থায় ততঃ শীঘ্রমার্ত্তিমান্ ধরণীং ব্রজেৎ॥ ১০
গাত্রৈশ্চ শিরসা চৈব নচ কিঞ্চিদুদাহরেৎ॥
সাবিত্র্যাশ্চাপিগায়ত্র্যাঃ সন্ধ্যোপাস্ত্যাগ্নিকার্য্যয়োঃ
অজ্ঞানাৎ কৃষিকর্ত্তারো ব্রাহ্মণা নামধারকাঃ॥১১
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥ ১২
যদ্বদন্তি তমোমূঢ়া মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ।
তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৄনধিগচ্ছতি॥ ১৩
অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং দদাতি যঃ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতঃকিল্বিষং পরিষদ্ব্রজেৎ ১৪
চত্বারো বা ত্রয়ো বাপি যৎ ব্রূয়ুর্ব্বেদপারগাঃ।
স ধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নেতরৈস্তু সহস্রশঃ॥ ১৫
প্রমাণ মার্গং মার্গন্তো যে ধর্ম্মং প্রবদন্তি বৈ।
তেষামুদ্বিজতে পাপং সদ্ভূতগুণবাদিনাম্॥ ১৬
যথাশ্মনি স্থিতং তোয়ং মরুতার্কেণশুধ্যতি।
এবং পরিষদাদেশান্নাশয়েদেব দুষ্কৃতম্॥ ১৭
নৈব গচ্ছতি কর্ত্তারং নৈব গচ্ছতি পর্ষদম্।
মারুতার্কাদিসংযোগাৎপাপংনশ্যতিতোয়বৎ॥ ১৮
অনাহিতাগ্নয়ো যেঽন্যে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
পঞ্চত্রয়ো বা ধর্ম্মজ্ঞাঃ পরিষৎসা প্রকীর্ত্তিতা॥ ১৯
মুনীনামাত্মবিদ্যানাং দ্বিজানাং যজ্ঞযাজিনাম্।
বেদব্রতেষু স্নাতানামেকোঽপি পরিষদ্ভবেৎ॥ ২০
পঞ্চ পূর্ব্বং ময়া প্রোক্তাস্তেষাঞ্চৈব ত্বসম্ভবে।
স্ববৃত্তিপরিতুষ্টা যে পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা॥ ২১
অত ঊর্দ্ধন্তু যে বিপ্রাঃ কেবলং নামধারকাঃ।
পরিষত্ত্বং ন তেষাং বৈ সহস্রগুণিতেষ্বপি॥ ২২
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
ব্রাহ্মণাস্ত্বনধীয়ানাস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ॥ ২৩
গ্রামস্থানং যথাশূন্যং যথা কূপস্তু নির্জ্জলঃ।
যথা হুতমনগ্নৌ চ অমন্ত্রো ব্রাহ্মণস্তথা॥ ২৪
যথা ষণ্ঢোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌরূষরাফলা।
যথাচাজ্ঞেঽফলংদানংতথাবিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥২৫
চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপিতদ্বৎস্যাৎসংস্কারৈর্ব্বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥২৬
প্রায়শ্চিত্তং প্রযচ্ছন্তি যে দ্বিজা নামধারকাঃ।
তে দ্বিজাঃ পাপকর্ম্মাণঃ সমেতানরকং যযুঃ।
যে পঠন্তি দ্বিজা বেদং পঞ্চ যজ্ঞরতাশ্চ যে।
ত্রৈলোক্যং ধারয়ন্ত্যেতে পঞ্চেন্দ্রিয় রতাশ্রয়াঃ॥২৮
সম্প্রণীতঃ শ্মশানেষু দীপ্তোঽগ্নিঃ সর্ব্বভক্ষকঃ।
তথৈব জ্ঞানবান্ বিপ্রঃ সর্ব্ব ভক্ষশ্চ দৈবতম্॥২৯
অমেধ্যানি চ সর্ব্বাণি প্রক্ষিপ্যন্ত্যুদকে যথা।
তথৈব কিল্বিষং সর্ব্বংপ্রক্ষেপ্তব্যংদ্বিজেঽমলে॥৩০
গায়ত্রী রহিতো বিপ্রঃ শূদ্রাদপ্যশুচির্ভবেৎ।
গায়ত্রীব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ সংপূজ্যন্তে দ্বিজোত্তমাঃ॥৩১
দুঃশীলোঽপিদ্বিজঃপূজ্যোনশূদ্রোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাঙ্গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম্॥৩২
ধর্ম্মশাস্ত্ররথারূঢ় বেদখড়্গধরা দ্বিজাঃ।
ক্রীড়ার্থমপি যদ্ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ পরমঃ স্মৃতঃ॥ ৩৩

চাতুর্ব্বেদ্যোঽবিকল্পী চ অঙ্গবিদ্ধর্ম্মপাঠকঃ।
প্রপঞ্চাশ্রমিণো মুখ্যাঃ পরিষৎ স্যুর্দশাবরাঃ ॥৩৪
রাজ্ঞশ্চানুমতে চৈব প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজো বদেৎ।
স্বয়মেব ন বক্তব্যা প্রায়শ্চিত্তস্য নিষ্কৃতিঃ ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণাংশ্চ ব্যতিক্রম্য রাজা যৎ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
তৎপাপং শতধা ভূত্বা রাজানমুপগচ্ছতি ॥ ৩৬
প্রায়শ্চিত্তং সদা দদ্যাদ্দেবতায়তনাগ্রতঃ।
আত্মানং পাবয়েৎ পশ্চাজ্জপন্ বৈবেদমাতরং॥৩৭
সশিখং বপনং কৃত্বা ত্রিসন্ধ্যমবগাহনম্।
গবাং গোষ্ঠে বসেদ্রাত্রৌ দিবাতাঃ সমনুব্রজেৎ৩৮
উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভৃশম্।
ন কুর্ব্বীতাত্মনস্ত্রাণং গোরকৃত্বাতু শক্তিতঃ ॥ ৩৯
আত্মনো যদি বান্যেষাংগৃহে ক্ষেত্রেঽথবাখলে।
ভক্ষয়ন্তীং ন কথয়েৎ পিবন্তঞ্চৈব বৎসকম্ ॥৪০
পিবন্তীষু পিবেত্তোয়ং সম্বিশন্তীষু সংবিশেৎ।
পতিতাং পঙ্কমগ্নাং বা সর্ব্বপ্রাণৈঃ সমুদ্ধরেৎ ॥৪১
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যাদ্যৈর্গোপ্তা গোব্রাহ্মণস্য চ ॥৪২
গোবধস্যানুরূপেণ প্রাজাপত্যং বিনির্দ্দিশেৎ।
প্রজাপত্যন্তু যৎ কৃচ্ছ্রং বিভজেত্তচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥৪৩
একাহমেকভক্তাশী একাহং নক্ত ভোজনঃ।
অযাচিতাশ্যেকমহরেকাহং মারুতাশনঃ ॥ ৪৪
দিনদ্বয়ং চৈকভক্তোদ্বিদিনং নক্ত ভোজনঃ।
দিনদ্বয়মযাচী স্যাদ্দ্বিদিনং মারুতাশনঃ ॥ ৪৫
ত্রিদিনঞ্চৈকভক্তাশী ত্রিদিনং নক্ত ভোজনঃ।
দিনত্রয়মযাচী স্যাত্রিদিনং মারুতাশনঃ ॥ ৪৬
চতুরহস্ত্বেকভক্তাশী চতুরহং নক্ত ভোজনঃ।
চতুর্দ্দিনমযাচী স্যাচ্চতুরহং মারুতাশনঃ ॥ ৪৭
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ পবিত্রাণি জপেদ্দ্বিজঃ॥৪৮
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাতু গোঘ্নঃশুদ্ধো ন সংশয়ঃ৪৯
ইতি পারাশর্য্যে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

নবমোঽধ্যায়ঃ।

গবাং সংরক্ষণার্থায় ন দুষ্যেদ্রোধবন্ধয়োঃ।
তদ্বধন্তু ন তং বিদ্যাৎ কামাকামকৃতন্তথা ॥ ১
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ স্থূলো বা বাহুমাত্রঃ প্রমাণতঃ।
আর্দ্রস্তু সপলাশশ্চ দণ্ড ইত্যভিধীয়তে ॥ ২
দণ্ডাদূর্দ্ধং যদন্যেন প্রহরেদ্বা নিপাতয়েৎ।
প্রায়শ্চিত্তং চরেৎপ্রোক্তং দ্বিগুণং গোব্রতঞ্চরেৎ ॥৩
রোধবন্ধনযোক্ত্রাণি ঘাতনঞ্চ চতুর্ব্বিধম্।
একপাদঞ্চরেদ্রোধে দ্বিপাদং বন্ধনে চরেৎ ॥ ৪
যোক্ত্রেষু পাদহীনং স্যাচ্চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে।
গোচরে চ গৃহে বাপি দুর্গেষ্বপি সমেষ্বপি ॥ ৫
নদীষ্বপি সমুদ্রেষু খাতেষ্বথ দরীমুখে।
দগ্ধদেশে স্থিতাঃ গাবস্তস্তনাদ্রোধ উচ্যতে ॥ ৬
যোক্ত্রদামকডোরৈশ্চ ঘণ্টাভরণভূষণৈঃ।
গৃহে বাপি বনে বাপি বদ্ধা স্যাদ্গৌর্মৃতা যদি ॥৭
তদেব বন্ধনং বিদ্যাৎ কামাকামকৃতঞ্চ যৎ।
মূল্লেখে শকটে পংক্তৌ ভারেবাপীড়িতোনরৈঃ॥৮
গোপতির্মৃত্যুমাপ্নোতি যোক্ত্রো ভবতি তদ্বধঃ।
মত্তঃ প্রমত্তঃ উন্মত্তশ্চেতনো বাপ্যচেতনঃ ॥ ৯
কামাকামকৃতক্রোধো দণ্ডৈর্হন্যাদথোপলৈঃ।
প্রহতা বা মৃতা বাপি তদ্ধি নেতুর্নিপাতনে ॥ ১০
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো বাপি দণ্ডেনাভিহতঃ স তু।
উত্থিতস্তু যদা গচ্ছেৎ পঞ্চ সপ্ত দশৈব বা ॥ ১১
গ্রাসং বা যদি গৃহ্ণীয়াত্তোয়ং বাপি পিবেদ্যদি।
পূর্ব্বব্যাধ্যুপসৃষ্টশ্চেৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১২
পিণ্ডস্থে পাদমেকন্তু দ্বৌ পাদৌ গর্ত্তসম্মিতে।
পাদোনং ব্রতমুদ্দিষ্টং হত্বা গর্ত্তমচেতনম্ ॥ ১৩
পাদেঽঙ্গরোমবপনং দ্বিপাদে শ্মশ্রুণোঽপি চ।
ত্রিপাদে তু শিখাবর্জ্জং সশিখন্তু নিপাতনে ॥ ১৪
পাদে বস্ত্রযুগঞ্চৈব দ্বিপাদে কাংস্যভাজনম্।
পাদোনে গো বৃষংদদ্যাচ্চতুর্থেগোদ্বয়ংস্মৃতম্ ॥১৫
নিষ্পন্নসর্ব্বগাত্রস্তু দৃশ্যতে বা সচেতনম্।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গসম্পন্নে দ্বিগুণং গোব্রতং চরেৎ ॥১৬
পাষাণেনৈব দণ্ডেন গাবো যেনাভিঘাতিতাঃ।
শৃঙ্গভঙ্গে চরেৎ পাদং দ্বৌ পাদৌতেনযাতনে ॥১৭
লাঙ্গূলে কৃচ্ছ্র পাদস্তু দ্বৌ পাদাবস্থিভঞ্জনে।
ত্রিপাদঞ্চৈব কর্ণে তু চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে ॥১৮
শৃঙ্গভঙ্গেঽস্থিভঙ্গে চ কটিভঙ্গে তথৈব চ।
যদি জীবতি ষণ্মাসান্ প্রায়শ্চিত্তং নবিদ্যতে ॥১৯
ব্রণভঙ্গে চ কর্ত্তব্যঃ স্নেহাভ্যঙ্গস্তু পাণিনা।
যবসশ্চাপহর্ত্তব্যো যাবদ্দৃঢ়বলো ভবেৎ ॥ ২০
যাবৎ সম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গস্তাবত্তং পোষয়েন্নরঃ।
গোরূপং ব্রাহ্মণস্যাগ্রে নমস্কৃত্য বিবর্জ্জয়েৎ ॥২১
যদাসম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গো হীনদেহো ভবেত্তদা।
গোঘাতকস্য তস্যার্দ্ধং প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ২২
কাষ্ঠলোষ্ট্রকপাষাণৈঃ শস্ত্রেণৈবোদ্ধতো বলাৎ।

ব্যাপাদয়তি যো গাস্তু তস্য শুদ্ধিংবিনির্দ্দিশেৎ ২৩
চরেৎ সান্তপনং কাষ্ঠে প্রাজাপত্যন্তু লোষ্ট্রকে।
তপ্তকৃচ্ছ্রন্তু পাষাণে শস্ত্রে চৈবাতিকৃচ্ছ্রকম্॥ ২৪
পঞ্চ সান্তপনে গাবঃ প্রজাপত্যে তথা ত্রয়ঃ।
তপ্তকৃচ্ছ্রে ভবন্ত্যষ্টাবতিকৃচ্ছ্রে ত্রয়োদশঃ॥ ২৫
প্রমাপণে প্রাণভৃতাং দদ্যাত্তৎ প্রতিরূপকম্।
তস্যানুরূপং মূল্যং বা দদ্যাদিত্য ব্রবীন্মনুঃ॥২৬
অন্যত্রাঙ্কনলক্ষভ্যাং বাহনে দোহনে তথা।
সায়ং সংযমনার্থন্তু ন দুষ্যেদ্রোধবন্ধয়োঃ॥ ২৭
অতিদাহেঽতিবাহে চ নাসিকাভেদনে তথা।
নদীপর্ব্বতসঞ্চারে প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২৮
অতিদাহে চরেৎ পাদংদ্বৌপাদৌ বাহনেচরেৎ।
নাসিকে পাদহীনন্তু চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে॥২৯
দহনাচ্চ বিপদ্যেত অবদ্ধো বাপি যন্ত্রিতঃ।
উক্তং পরাশরেণৈব হ্যেকপাদং যথাবিধি॥ ৩০
রোধবন্ধনযোক্ত্রঞ্চ ভারঃ প্রহরণন্তথা।
দুর্গ প্রেরণযোক্ত্রঞ্চ নিমিত্তানি বধস্য ষট্॥ ৩১
বন্ধপাশ সুগুপ্তাঙ্গো ম্রিয়তে যদি গোপশুঃ।
ভবনে তস্য নাশস্য পাপে কৃচ্ছ্রার্দ্ধমর্হতি॥ ৩২

> ন নারিকেলৈর্নচ শাণবালৈ-
> নচাপি মৌঞ্জৈ র্নচ বন্ধশৃঙ্খলৈঃ।
> এতৈস্তু গাবো ন নিবন্ধনীয়াঃ-
> বদ্ধাস্তু তিষ্ঠেৎ পরশুং গৃহীত্বা॥ ৩৩

কুশৈঃ কাশৈশ্চ বধ্নীয়াদ্গোপশুং দক্ষিণামুখম্।
শাপ লগ্নাগ্নিদগ্ধেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥ ৩৪
যদি তত্র ভবেৎ কাণ্ডংপ্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ।
জপিত্বা পাবনীং দেবীং মুচ্যতেতত্র কিল্বিষাৎ৩৫
প্রেরয়ন্ কূপবাপীষু বৃক্ষচ্ছেদেষু পাতয়ন্।
গবাশনেষু বিক্রীণং স্ততঃ প্রাপ্নোতি গোবধম্৩৬
আরাধিতন্তু যঃ কশ্চিদ্ভিন্নকক্ষো যদা ভবেৎ।
শ্রবণং হৃদয়ং ভিন্নং মগ্নো বা কূপসঙ্কটে॥ ৩৭
কূপাদুৎক্রমণে চৈব ভগ্নো বা গ্রীবপাদয়োঃ।
স এব ম্রিয়তে তত্র ত্রীন্ পাদাংস্তু সমাচরেৎ॥৩৮
কূপখাতে তটীবন্ধে নদীবন্ধে প্রপাসু চ।
পানীয়েষু বিপন্নানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥৩৯
কূপখাতে তটীখাতে দীর্ঘখাতে তথৈবচ।
অন্যেষু ধর্ম্মপাতেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥৪০
বেশ্মদ্বারে নিবাসেষু যো নরঃ খাতমিচ্ছতি।
স্বকার্য্যগৃহখাতেষু প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ॥৪১
নিশি বন্ধনিরুদ্ধেষু সর্পব্যাঘ্রহতেষু চ।
অগ্নিবিদ্যুদ্বিপন্নানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥৪২
গ্রামঘাতে শরৌঘেন বেশ্মবন্ধনিপাতনে।
অতিবৃষ্টিহতানাঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥ ৪৩
সংগ্রামে প্রহতানাঞ্চ যে দগ্ধা বেশ্মকেষু চ।
দাবাগ্নি গ্রামঘাতে বা প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥৪৪
যন্ত্রিতা গৌশ্চিকিৎসার্থং মূঢ়গর্ত্তবিমোচনে।
যত্নে কৃতে বিপদ্যেত প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥৪৫
ব্যাপন্নানাং বহুনাঞ্চ বন্ধনে রোধনেঽপি বা।
ভিষঙ্মিথ্যাপচারে চ প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ॥৪৬
গোবৃষাণাং বিপত্তৌ চ যাবন্তঃ প্রেক্ষকা জনাঃ।
ন বারয়ন্তিতাং তেষাংসর্ব্বেষাংপাতকং ভবেৎ৪৭

> একো হতো যৈর্বহুভিঃ সমেতৈ-
> র্ন জ্ঞায়তে যস্য হতোঽভিধানাৎ।
> দিব্যেন তেষামুপলভ্য হন্তা
> নিবর্ত্তনীয়ো নৃপসন্নিযুক্তৈঃ॥ ৪৮

একা চেদ্বহুভিঃ কাপি দৈবাদ্ব্যাপাদিতা ভবেৎ।
পাদং পাদঞ্চ হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্॥৪৯
হতেষু রুধিরং দৃশ্যং ব্যাধিগ্রস্তঃ কৃশো ভবেৎ।
নানা ভবতি দৃষ্টেষু এবমন্বেষণং ভবেৎ॥ ৫০
মনুনা চৈবমেকেন সর্ব্বশাস্ত্রাণি জানতা।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তেনোক্তং গোষু চান্দ্রায়ণং চরেৎ৫১
কেশানাং রক্ষণার্থায় দ্বিগুণং গোব্রতং চরেৎ।
দ্বিগুণে ব্রত আদিষ্টে দক্ষিণা দ্বিগুণা ভবেৎ॥ ৫২
রাজা বা রাজপুত্রো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রুতঃ।
অকৃত্বা বপনং তস্য প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ॥৫৩
যস্য ন দ্বিগুণং দানং কেশশ্চ পরিরক্ষিতঃ।
তৎপাপং তস্য তিষ্ঠেত বক্তা চ নরকং ব্রজেৎ॥৫৪
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পাপং সর্ব্ব কেশেষু তিষ্ঠতি
সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য চ্ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ং॥ ৫৫
এবং নারীকুমারীণাং শিরসো মুণ্ডনং স্মৃতম্।
ন স্ত্রিয়াঃ কেশবপনং ন দূরে শয়নাশনম্॥ ৫৬
ন চ গোষ্ঠে বসেদ্রাত্রৌ ন দিবা গা অনুব্রজেৎ।
নদীষু সঙ্গমে চৈব অরণ্যেষু বিশেষতঃ॥ ৫৭
ন স্ত্রীণামজিনং বাসো ব্রতমেবং সমাচরেৎ।
ত্রিসন্ধ্যং স্নানমিত্যুক্তং সুরাণামর্চ্চনং তথা॥ ৫৮
বন্ধুমধ্যে ব্রতং তাসাং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকম্।
গৃহেষু নিয়তং তিষ্ঠেচ্ছুচির্নিয়ম মাচরেৎ॥ ৫৯
ইহ যো গোবধং কৃত্বা প্রচ্ছাদয়িতুমিচ্ছতি।
স যাতি নরকং ঘোরং কালসূত্রমসংশয়ম্॥ ৬০
বিমুক্তো নরকাত্তস্মান্মর্ত্ত্যলোকে প্রজায়তে।

ক্লীবো দুঃখী চ কুষ্ঠী চ সপ্ত জন্মানি বৈনরঃ ॥৬১
তস্মাৎ প্রকাশয়েৎ পাপং স্বধর্ম্মং সততং চরেৎ।
স্ত্রীবালভৃত্যগোবিপ্রেম্বতিকোপং বিবর্জ্জয়েৎ ॥৬২

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

দশমোঽধ্যায়ঃ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সর্ব্বত্র হীয়ং প্রোক্তা তু নিষ্কৃতিঃ।
অগম্যাগমনে চৈব শুদ্ধো চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ১
একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ।
অমবস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণো বিধিঃ ॥ ২
কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণস্তু গ্রাসঞ্চ পরিকল্পয়েৎ।
অন্যথা ভাবদুষ্টস্য ন ধর্ম্মো নৈব শুধ্যতি ॥ ৩
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণভোজনম্।
গোদ্বয়ং বস্ত্রযুগ্মঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রেষু দক্ষিণাম্ ॥ ৪
চাণ্ডালীঞ্চ শ্বপাকীঞ্চ হ্যভিগচ্ছতি যো দ্বিজঃ।
ত্রিরাত্রমুপবাসী স্যাদ্বিপ্রাণামনুশাসনাৎ ॥ ৫
সশিখং বপনং কুর্য্যাৎ প্রাজাপত্যত্রয়ঞ্চরেৎ।
ব্রহ্মকূর্চ্চং ততঃ কৃত্বা কুর্যাদ্‌ব্রাহ্মণ তর্পণম্ ॥ ৬
গায়ত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং দদ্যাদ্গোমিথুনদ্বয়ম্।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছুদ্ধিমাপ্নোত্য সংশয়ম্ ॥৭
ক্ষত্রিয়শ্চাপি বৈশ্যো বা চাণ্ডালীংগচ্ছতো যদি।
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাদ্দদ্যাদ্গোমিথুনন্তথা ॥৮
শ্বপাকীমথ চাণ্ডালীং শূদ্রো বৈ যদি গচ্ছতি।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং দদ্যাদ্গোমিথুনন্তথা।
মাতরং যদি গচ্ছেত ভগিনীং পুত্রিকাং তথা।
এতাস্তু মোহতো গত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রাংস্তুসমাচরেৎ১০
চান্দ্রায়ণত্রয়ং কুর্য্যাচ্ছিশ্নচ্ছেদেন শুধ্যতি।
মাতৃস্বসৃগমে চৈব আত্মভেদ নিদর্শনম্ ॥ ১১
অজ্ঞানাত্তাস্তু যো গচ্ছেৎ কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণদ্বয়ম্।
দশগোমিথুনং দদ্যাচ্ছুদ্ধিঃ পরাশরোঽব্রবীৎ ॥১২
পিতৃদারান্ সমারুহ্য মাতুরাপ্তাঞ্চ ভ্রাতৃজাম্।
গুরুপত্নীং স্নুষাঞ্চৈব ভ্রাতৃভার্য্যাং তথৈবচ ॥ ১৩
মাতুলানীং সগোত্রাঞ্চ প্রাজাপত্যত্রয়ঞ্চরেৎ।
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দত্বা শুধ্যতে নাত্রসংশয়ঃ ॥১৪
পশুবেশ্যাদিগমনে মহিষ্যুষ্ট্রীকপীস্তথা।
খরীঞ্চ শূকরীং গত্বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥১৫
গোগামী চ ত্রিরাত্রেণ গামেকং ব্রাহ্মণে দদৎ।
মহিষ্যুষ্ট্রীখরীগামী ত্বহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ১৬
ডামরে সমরে বাপি দুর্ভিক্ষে বা জনক্ষয়ে।
বন্দিগ্রাহেভয়ার্ত্তে বা সদা স্বস্ত্রীং নিরীক্ষয়েৎ ॥১৭
চাণ্ডালৈঃ চহ সম্পর্কং যা নারী কুরুতে ততঃ।
বিপ্রান্ দশবরান্ গত্বা স্বকংদোষং প্রকাশয়েৎ১৮
আকণ্ঠসম্মিতে কূপে গোময়োদককর্দ্দমে।
তত্র স্থিত্বা নিরাহারা ত্বেকরাত্রেণ নিষ্ক্রমেৎ ॥১৯
সশিখং বপনং কৃত্বা ভুঞ্জীয়াদ্‌যাবকৌদনম্।
ত্রিরাত্রমুপবাসিত্বং হ্যেকরাত্রং জলে বসেৎ ॥২০
শঙ্খপুষ্পীলতামূলং পত্রঞ্চ কুসুমং ফলম্।
সুবর্ণং পঞ্চগব্যঞ্চ কাথয়িত্বা পিবেজ্জলম্ ॥ ২১
একভক্তং চরেৎ পশ্চাৎ যাবৎ পুষ্পবতী ভবেৎ।
ব্রতং চরতি যদ্‌যাবত্তাবৎ সংবসতে বহিঃ ॥ ২২
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণভোজনম্।
গোদ্বয়ংদক্ষিণাংদদ্যাচ্ছুদ্ধিঃপরাশরোঽব্রবীৎ॥২৩
চাতুর্বর্ণস্য নারীণাং কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণব্রতম্।
যথাভূমিস্তথানারী তস্মাত্তাং নতু দূষয়েৎ ॥ ২৪
বন্দিগ্রাহেণ যা ভুক্তা হত্বা বদ্ধা বলাদ্ভয়াৎ।
কৃত্বা সান্তপনং কৃচ্ছ্রং শুধ্যেৎ পরাশরোঽব্রবীৎ২৫
সকৃদ্ভুক্তা তু যা নারী নেচ্ছন্তী পাপকর্ম্মভিঃ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ঋতু প্রস্রবণেন তু ॥ ২৬
পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ।
পতিতার্দ্ধশরীরস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥ ২৭
গায়ত্রীং জপমানস্তু কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ॥ ২৮
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
একরাত্র্যপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্ ॥ ২৯
জারেণ জনয়েদ্গর্ভং গর্ভে ত্যক্তে মৃতে পতৌ।
তাং ত্যজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীম্।
ব্রাহ্মণী তু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা সমন্বিতা।
সা তু নষ্টা বিনির্দ্দিষ্টা ন তস্যাগমনং পুনঃ ॥ ৩১
কামান্মোহাদ্‌যদাগচ্ছেত্ত্যক্ত্বাবন্ধূন্সুতান্পতিম্।
সা তু নষ্টা পরে লোকে মানুষেষু বিশেষতঃ ॥৩২
দশমে তু দিনে প্রাপ্তে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।
দশাহং ন ত্যজেন্নারী ত্যজেন্নষ্টশ্রুতা তথা ॥ ৩৩
ভর্ত্তা চৈব চরেৎ কৃচ্ছ্রং কৃচ্ছ্রার্দ্ধং চৈব বান্ধবাঃ।
তেষাং ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ অহোরাত্রেণ শুধ্যতি ৩৪
ব্রাহ্মণং তু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা বিবর্জ্জিতা।
গত্বা পুংসাং শতং যাতি ত্যজেয়ুস্তাস্তুগোত্রিণঃ৩৫
পুংসো যদি গৃহং গচ্ছেত্তদশুদ্ধং গৃহং ভবেৎ।
পিতৃমাতৃগৃহং যচ্চ জারস্যৈব তু তদ্‌গৃহম্ ॥ ৩৬
উল্লিখ্য তদ্‌গৃহং পশ্চাৎ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।
ত্যজেন্মৃণ্ময়পাত্রাণি বস্ত্রং কাষ্ঠঞ্চ শোধয়েৎ ॥৩৭

সন্তারান্‌শোধয়েৎসর্ব্বান্‌গোকেশৈশ্চফলোদ্ভবান্‌
তাম্রাণি পঞ্চগব্যেন কাংস্যানি দশ ভস্মভিঃ ॥৩৮
প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্বিপ্রো ব্রাহ্মণৈরুপপাদিতম্‌।
গোদ্বয়ংদক্ষিণাংদদ্যাৎপ্রাজাপত্যংসমাচরেৎ ৩৯
ইতরেষামহোরাত্রং পঞ্চগব্যেন শোধনম্‌।
সপুত্রঃ সহভৃত্যশ্চ কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণভোজনম্‌ ॥৪০
আকাশং বায়ুরগ্নিশ্চ মেধ্যং ভূমিগতং জলম্‌।
ন দুষ্যন্তীহ দর্ভাশ্চ যজ্ঞেষু চমসাস্তথা ॥ ৪১
উপবাসৈর্ব্রতৈঃ পুণ্যৈঃ স্নান সন্ধ্যার্চ্চনাদিভিঃ।
জপৈর্হোমৈস্তথা দানৈঃ শুধ্যন্তে ব্রাহ্মণাঃ সদা॥৪২

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অমেধ্যরেতো গোমাংসং চাণ্ডালান্নমথাপি বা।
যদি ভুক্তন্তু বিপ্রেণ কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ১
তথৈব ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্তদর্দ্ধন্তু সমাচরেৎ।
শূদ্রোঽপ্যেবংযদাভুঙ্‌ক্তে প্রাজাপত্যংসমাচরেৎ॥২
পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রহ্মকূর্চ্চং পিবেদ্দ্বিজঃ।
একদ্বিত্রিচতুর্গাশ্চ দদ্যাদ্বিপ্রাদনুক্রমাৎ ॥ ৩
শূদ্রান্নং সূতকস্যান্নং অভোজ্য স্যান্নমেবচ।
শঙ্কিতং প্রতিষিদ্ধান্নং পূর্ব্বোচ্ছিষ্টং তথৈবচ ॥ ৪
যদি ভুক্তন্তু বিপ্রেণ অজ্ঞানাদাপদাপি বা।
জ্ঞাত্বা সমাচরেৎ কৃচ্ছ্রং ব্রহ্মকূর্চ্চন্তু পাবনম্‌ ॥ ৫
ব্যালৈর্নকুলমার্জারৈ রন্নমুচ্ছিষ্টিতং যদা।
তিলদর্ভোদকৈঃ প্রোক্ষ্য শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৬
শূদ্রোঽপ্যভোজ্যং ভুক্ত্বান্নং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।
ক্ষত্রিয়োবাপি বৈশ্যশ্চ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ॥ ৭
একপংক্ত্যুপবিষ্টানাং বিপ্রাণাং সহ ভোজনে।
যদ্যেকোঽপি ত্যজেৎপাত্রংশেষমন্নংনভোজয়েৎ৮
মোহাদ্বা লোভতস্তত্র পংক্তাবুচ্ছিষ্টভোজনে।
প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্বিপ্রঃ কৃচ্ছ্রং সান্তপনস্তথা ॥ ৯
পীযূষশ্বেতলসুনবৃন্তাকফলগৃঞ্জনম্‌।
পলাণ্ডুংবৃক্ষনির্য্যাসং দেবস্বং করকাণি চ ॥ ১০
উষ্ট্রী ক্ষীরমবিক্ষীরমজ্ঞানাদ্ভুঞ্জতে দ্বিজঃ।
ত্রিরাত্রমুপবাসীস্যাৎ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১১
মণ্ডূকং ভক্ষয়িত্বা চ মূষিকমাংসমেব চ।
জ্ঞাত্বা বিপ্রস্ত্বহোরাত্রং যাবকান্নেন শুধ্যতি ॥ ১২
ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বাক্রিয়াবন্তৌশুচিব্রতৌ।
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ ॥১৩
ঘৃতং তৈলং তথা ক্ষীরংগুড়ংতৈলেন পাচিতম্‌।
গত্বানদতটে বিপ্রোভুঞ্জীয়াচ্ছূদ্রভোজনম্‌ ॥ ১৪
অজ্ঞানাদ্ভুঞ্জতে বিপ্রাঃ সূতকে মৃতকেঽপিবা।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তেষাংবর্ণে বর্ণে বিনির্দ্দিশেৎ১৫
গায়ত্র্যষ্টসহস্রেণ শুদ্ধঃ স্যাচ্ছূদ্রসূতকে।
বৈশ্যে পঞ্চসহস্রেণ ত্রিসহস্রেণ ক্ষত্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
ব্রাহ্মণস্য যদা ভুঙ্‌ক্তে প্রাণায়ামেন শুধ্যতি।
অথবা বামদেব্যেন সাম্নৈকেন শুধ্যতি ॥ ১৭
শুষ্কান্নং গোরসং স্নেহং শূদ্রবেশ্মন আগতম্‌।
পক্বং বিপ্রগৃহে পূতং ভোজ্যং তন্মনুরব্রবীৎ ॥১৮
আপৎ কালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুধ্যেত দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ ॥১৯
দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নংযশ্চাত্মানংনিবেদয়েৎ ॥২০
শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ ॥২১
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ সুতঃ।
সগোপালইতিজ্ঞেয়োভোজ্যোবিপ্রৈর্নসংশয়ঃ ॥২২
বৈশ্যকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
আর্দ্ধিকঃ সতুবিজ্ঞেয়োভোজ্যোবিপ্রৈর্নসংশয়ঃ ॥২৩
ভাণ্ডস্থিতমভোজ্যেষু জলং দধি ঘৃতং পয়ঃ।
অকামতস্তুযো ভুঙ্‌ক্তেপ্রায়শ্চিত্তংকথংভবেৎ ॥২৪
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো যাপ্যুপসর্পতি।
ব্রহ্মকূর্চ্চোপবাসেন যথাবর্ণস্য নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৫ ॥
শূদ্রাণাং নোপবাসং স্যাচ্ছূদ্রো দানেন শুধ্যতি।
ব্রহ্মকূর্চ্চমহোরাত্রং শ্বপাকমপি শোধয়েৎ ॥ ২৬
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্‌।
নির্দ্দিষ্টং পঞ্চগব্যন্তু পবিত্রং পাপনাশনম্‌ ॥ ২৭
গোমূত্রং কৃষ্ণবর্ণায়াঃ শ্বেতায়া গোময়ং হরেৎ।
পয়শ্চ তাম্রবর্ণায়া রক্তায়া দধি চোচ্যতে ॥ ২৮
কপিলায়া ঘৃতং গ্রাহ্যং সর্ব্বং কাপিলমেব বা।
গোমূত্রস্য পলং দদ্যাদঙ্গুষ্ঠাৰ্দ্ধন্তু গোময়ম্‌।
আজ্যস্যৈক পলং দদ্যাদঙ্গুষ্ঠার্দ্ধন্তু গোময়ম্‌।
ক্ষীরং সপ্তপলং দদ্যাৎ পলমেকং কুশোদকম্‌ ॥৩০
গায়ত্র্যাগৃহ্য গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্‌।
আপ্যায়স্বেতি চ ক্ষীরং দধিক্রাব্ণেতিবৈদধি ॥৩১
তেজোসি শুক্রমিত্যাজ্যং দেবস্যত্বাকুশোদকম্‌।
পঞ্চগব্যমৃচা পূতং স্থাপয়েদগ্নিসন্নিধৌ ॥ ৩২ ॥
আপোহিষ্ঠেতি চালোড্য মানস্তোকেতি মন্ত্রয়েৎ
সপ্তাবরাস্তু যে দর্ভা অচ্ছিন্নাগ্রাঃ শুকত্বিষঃ ॥৩৩

এভিরুদ্ধৃত্য হোতব্যং পঞ্চগব্যং যথাবিধি।
ইরাবতী ইদং বিষ্ণুর্মানস্তোকেচ শংবতী ॥ ৩৪
এতৈরুদ্ধৃত্য হোতব্যং হুতশেষং স্বয়ং পিবেৎ।
আলোড্য প্রণবেনৈব নির্ম্মথ্য প্রণবেন তু ॥৩৫
উদ্ধৃত্য প্রণবেনৈব পিবেচ্চ প্রণবেন তু।
যত্ত্বগস্থিগতং পাপং দেহে তিষ্ঠতি দেহিনাম্ ॥৩৬
ব্রহ্মকুর্চ্চো দহেৎ সর্ব্বং যথৈবাগ্নিরিবেন্ধনম্।
পিবতঃ পতিতং তোয়ং ভাজনে মুখনিঃসৃতম্৩৭
অপেয়ং তদ্বিজানীয়াদ্ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥
কূপে চ পতিতং দৃষ্ট্বা শ্বশৃগালৌ চ মর্কটম্ ॥৩৮
অস্থি চর্ম্মাদি পতিতং পীত্বামেধ্যা অপো দ্বিজঃ।
নারস্তু কূপে কাকঞ্চ বিড়্‌বরাহখরোষ্ট্রকম্।
গাবয়ং সৌপ্রতীকঞ্চ ময়ূরং খড়্গাকং তথা ॥৩৯
বৈয়াঘ্রমার্ক্ষং সৈংহং বা কুণপং যদি মজ্জতি ॥৪০
তড়াগস্যাথ দুষ্টস্য পীতং স্যাদুদকং যদি।
প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ পুংসঃ ক্রমেণৈতেন সর্ব্বশঃ॥৪১
বিপ্রঃ শুধ্যেত্রিরাত্রেণ ক্ষত্রিয়স্তু দিনদ্বয়াৎ।
একাহেন তু বৈশ্যস্তু শূদ্রো নক্তেন শুধ্যতি ॥৪২
পরপাকনিবৃত্তস্য পরপাকরতস্য চ।
অপচস্য চ ভুক্ত্বান্নং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ৪৩
অপচস্য চ যদ্দানে দাতুশ্চাস্য কুতঃ ফলম্।
দাতা প্রতিগ্রহীতা চ দ্বৌ তৌ নিরয়গামিনৌ৪৪
গৃহীত্বাগ্নিং সমারোপ্য পঞ্চ যজ্ঞান্ন বর্ত্তয়েৎ।
পরপাকনিবৃত্তোঽসৌ মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৪৫
পঞ্চযজ্ঞং স্বয়ং কৃত্বা পরান্নেনোপজীবতি।
সততং প্রাতরুত্থায় পরপাকরতো হি সঃ ॥ ৪৬
গৃহস্থধর্ম্মো বিপ্রো দদাতি পরিবর্জ্জিতঃ।
ঋষিভির্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞৈরপচঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৭
যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তেষু ধর্ম্মেষু যে দ্বিজাঃ।
তেষাংনিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি ব্রাহ্মণাঃ ॥৪৮
হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারঞ্চ গরীয়সঃ।
স্নাত্বা তিষ্ঠন্নহঃশেষমভিবাদ্য প্রসাদয়েৎ ॥ ৪৯
তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি কণ্ঠে বাবদ্ধ্য বাসসা।
বিবাদেনাপি নির্জ্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ॥৫০
অবগূর্য্য ত্বহোরাত্রং ত্রিরাত্রং ক্ষিতিপাতনে।
অতিকৃচ্ছ্রঞ্চ রুধিরে কৃচ্ছ্র মস্তরশোণিতে ॥ ৫১
নবাহমতিকৃচ্ছ্রঃস্যাৎ পাণিপূরান্নভোজনম্।
ত্রিরাত্রমুপবাসঃ স্যাদতিকৃচ্ছ্রঃ স উচ্যতে ॥ ৫২
সর্ব্বেষামেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে।
শতসাহস্রমভ্যস্তা গায়ত্রী শোধনং পরম্ ॥ ৫৩

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

দুঃস্বপ্নং যদি পশ্যেত্তু বান্তে বা ক্ষুরকর্ম্মণি।
মৈথুনে প্রেতধূমে চ স্নানমেব বিধীয়তে ॥ ১
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্যবিণ্মূত্রং সুরাং বা পিবতে যদি।
পুনঃসংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২
অজিনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষচর্য্যা ব্রতানি চ।
নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃসংস্কারকর্ম্মণি ॥ ৩
স্ত্রীশূদ্রস্তু তু শুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যং বিধীয়তে।
পঞ্চগব্যং ততঃ কৃত্বা স্নাত্বা পীত্বা বিশুধ্যতি ॥৪
জলাগ্নিপতনে চৈব প্রব্রজ্যানাশকেষু চ।
প্রত্যবসিতমেতেষাং কথং শুদ্ধির্ব্বিধীয়তে ॥৫
প্রজাপত্যদ্বয়েনাপি তীর্থাভিগমনেন চ।
বৃষৈকাদশদানেন বর্ণাঃ শুধ্যন্তি তে ত্রয়ঃ ॥৬
ব্রাহ্মণস্য প্রবক্ষ্যামি বনং গত্বা চতুষ্পথম্।
সশিখং বপনং কৃত্বা প্রজাপত্যত্রয়ঞ্চরেৎ ॥ ৭
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছুদ্ধিঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
মুচ্যতে তেন পাপেন ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮
স্নানানি পঞ্চ পুণ্যানি কীর্ত্তিতানি মনীষিভিঃ।
আগ্নেয়ং বারুণং ব্রাহ্মং বায়ব্যং দিব্যমেব চ ॥৯
আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানমবগাহ্য তু বারুণম্।
আপোহিষ্ঠেতি বৈ ব্রাহ্মং বায়ব্যংরজসা স্মৃতম্১০
যত্তু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্যমুচ্যতে।
তত্র স্নানেতু গঙ্গায়াং স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥১১
স্নানার্থং বিপ্রমায়ান্তং দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ।
গড়ুভূতাহি গচ্ছন্তি তৃষার্ত্তাঃ সলিলার্থিনঃ ॥ ১২
নিরাশাস্তে নিবর্ত্তন্তে বস্ত্রনিষ্পীড়নে কৃতে।
তস্মান্ন পীড়য়েদ্বস্ত্রমকৃত্বা পিতৃতর্পণম্ ॥ ১৩
বিধুনোতি হি যঃকেশান্ স্নাতঃপ্রস্রবতোদ্বিজঃ।
আচামেদ্বা জলস্থোঽপি স বাহ্যঃ পিতৃদৈবতৈঃ১৪
শিরঃ প্রাবর্ত্তকং বদ্ধা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা।
বিনা যজ্ঞোপবীতেন আচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ॥১৫
জলে স্থলস্থো নাচামেজ্জলস্থশ্চ বহিঃস্থলে।
উভে স্পৃষ্ট্বা সমাচান্ত উভয়ত্র শুচির্ভবেৎ ॥ ১৬॥
স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্তে রথ্যোপসর্পণে।
আচান্তঃ পুনরাচামেদ্বাসো বিপরিধায় চ ॥ ১৭॥
ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে চৈব দন্তোচ্ছিষ্টে তথানৃতে।
পতিতানাঞ্চ সম্ভাষে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥১৮
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সোমঃ সূর্য্যোঽনিলস্তথা।
তে সর্ব্বে হ্যপি তিষ্ঠন্তি কর্ণে বিপ্রস্য দক্ষিণে ॥১৯
দিবাকরকরৈঃ পূতং দিবাস্নানং প্রশস্যতে।

অপ্রশস্তং নিশি স্নানং রাহোরন্যত্র দর্শনাৎ ॥২০
মরুতো বাসবো রুদ্রা আদিত্যাশ্চাদিদেবতাঃ।
দর্ব্বে সোমে বিলীয়ন্তে তস্মাৎ স্নানন্তুতদ্‌গ্রহে ॥২১
খলযজ্ঞে বিবাহে চ সংক্রান্তৌ গ্রহণেষু চ।
শর্ব্বর্য্যাং দানমেতেষু নান্যত্রেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥২২
পুত্রজন্মনি যজ্ঞে চ তথা চাত্যয়কর্ম্মণি।
রাহোশ্চ দর্শনে দানং প্রশস্তং নান্যথ নিশি ॥২৩
মহানিশা তু বিজ্ঞেয়া মধ্যস্থ প্রহরদ্বয়ম্।
প্রদোষপশ্চিমৌ যামৌ দিনবৎ স্নানমাচরেৎ ॥২৪
চৈত্যবৃক্ষশ্চিতিস্থশ্চ চণ্ডালঃ সোমবিক্রয়ী।
এতাংস্তুব্রাহ্মণঃ স্পৃষ্ট্বা সাবাসা জলমাবিশেৎ ॥২৫
অস্থিসঞ্চয়নাৎ পূর্ব্বং রুদিত্বা স্নানমাচরেৎ।
অন্তর্দশাহে বিপ্রস্য পূর্ব্বমাচমনং ভবেৎ ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
সোমগ্রহে তথৈবোক্তং স্নানদানাদিকর্ম্মসু ॥২৭॥
কুশপূতন্তু যৎস্নানং কুশেনোপস্পৃশেদ্দ্বিজঃ।
কুশেনোদ্ধৃততোয়ং যৎ সোমপানসমং স্মৃতম্ ॥২৮
অগ্নিকার্য্যা পরিভ্রষ্টাঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতাঃ।
বেদঞ্চৈবানধীয়ানাঃ সর্ব্বে তে বৃষলাঃ স্মৃতাঃ ২৯
অস্মাদ্বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অধ্যেতব্যোঽপ্যেকদেশোযদিসর্ব্বং ন শক্যতে৩০
শূদ্রান্নরসপুষ্টস্যাপ্যধীয়ানস্য নিত্যশঃ।
জপতো জুহ্বতো বাপি গতিরূর্দ্ধ্বা ন বিদ্যতে ॥
শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ তু সহাসনম্।
শূদ্রাজ্‌ জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ ॥৩২
মৃতসূতকপুষ্টাঙ্গো দ্বিজঃ শূদ্রান্নভোজনে।
অহং তাংনবিজানামিকাংকাংযোনিংগমিষ্যতি৩৩
গৃধ্রো দ্বাদশ জন্মানি দশ জন্মানি শূকরঃ।
শ্বযোনৌ সপ্ত জন্ম স্যাৎ ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ ॥৩৪
দক্ষিণার্থন্তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ৩৫
মৌনব্রতং সমাশ্রিত্য আসীনো ন বদেদ্দ্বিজঃ।
ভুঞ্জানো হি বদেদ্‌যস্তু তদন্নং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৬
অর্দ্ধে ভুক্তে তুযো বিপ্রতস্মিন্‌পাত্রেজলংপিবেৎ।
হতং দৈবঞ্চ পিত্র্যঞ্চ আত্মানঞ্চোপঘাতয়েৎ ॥৩৭
ভাজনেষু চ তিষ্ঠৎসু স্বস্তি কুর্ব্বন্তি যে দ্বিজাঃ।
ন দেবাস্তৃপ্তিমায়ান্তি নিরাশাঃ পিতরস্তথা ॥ ৩৮
গৃহস্থস্তু যদা যুক্তো ধর্ম্মমেবানুচিন্তয়েৎ।
পোষ্যধর্ম্মার্থসিদ্ধ্যর্থং ন্যায়বর্ত্তী সুবুদ্ধিমান্ ॥ ৩৯
ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞানরক্ষণম্।
অন্যায়েন তু যো জীবেৎ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৪০
অগ্নিচিৎ কপিলা সত্রী রাজা ভিক্ষুর্ম্মহোদধিঃ।
দৃষ্টমাত্রং পুনন্ত্যেতে তস্মাৎ পশ্যেত্তু নিত্যশঃ ॥৪১
অরণিং কৃষ্ণমার্জ্জারশ্চন্দনং সুমণিং ঘৃতম্।
তিলান্ কৃষ্ণাজিনং ছাগং গৃহেচৈতানি রক্ষয়েৎ৪২
গবাং শতং সৈকবৃষং যত্র তিষ্ঠত্য যন্ত্রিতম্।
তৎক্ষেত্রং দশগুণিতং গোচর্ম্ম পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৪৩
ব্রহ্মহত্যাদিভির্ম্মর্ত্ত্যো মনো বাক্কায়কর্ম্মজৈঃ।
এতদ্গোচর্ম্মদানেন মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ৪৪
কুটুম্বিনে দরিদ্রায় শ্রোত্রিয়ায় বিশেষতঃ।
যদ্দানং দীয়তে তস্মৈ তদায়ুর্ব্বৃদ্ধিকারকম্ ॥ ৪৫
আষোড়শদিনাদর্ব্বাক্ স্নানমেব রজস্বলা।
অত ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রং স্যাদুশনা মুনিরব্রবীৎ ॥ ৪৬
যুগং যুগদ্বয়ঞ্চৈব ত্রিযুগঞ্চ চতুর্য্যুগম্।
চাণ্ডালসূতিকোদক্যাপতিতানামধঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৭
ততঃ সন্নিধিমাত্রেণ সচেলং স্নানমাচরেৎ।
স্নাত্বাবলোকয়েৎ সূর্য্যমজ্ঞানাৎ স্পৃশতে যদি ॥ ৪৮
বাপীকূপতড়াগেষু ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
তোয়ং পিবতি বক্ত্রেণশ্বযোনৌ জায়তে ধ্রুবম্ ॥৪৯
যস্তু ক্রুদ্ধঃ পুমান্ ভার্য্যাংপ্রতিজ্ঞায়াপ্যগম্যতাম্।
পুনরিচ্ছতি তাং গন্তুং বিপ্রমধ্যে তু শ্রাবয়েৎ ॥৫০
শ্রান্তঃ ক্রুদ্ধস্তমোভ্রান্ত্যা ক্ষুৎপিপাসাভয়ার্দ্দিতঃ।
দানং পুণ্যমকৃত্বা চ প্রায়শ্চিত্তং দিনত্রয়ম্ ॥ ৫১
উপস্পৃশেত্রিষবণং মহানদ্যুপসঙ্গমে।
চীর্ণান্তে চৈব গাং দদ্যাদ্ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দশ।
দুরাচারস্য বিপ্রস্য নিষিদ্ধাচরণ স্য চ।
অন্নং ভুক্ত্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্দিনমেকমভোজনম্ ॥ ৫৩
সদাচারস্য বিপ্রস্য তথা বেদান্তবাদিনঃ।
ভুক্ত্বান্নং মুচ্যতে পাপাদহোরাত্রন্তু বৈ নরঃ ॥ ৫৪
উর্দ্ধোচ্ছিষ্টমধোচ্ছিষ্টমন্তরীক্ষমৃতৌ তথা।
কৃচ্ছ্র ত্রয়ং প্রকুর্ব্বীত অশৌচমরণে তথা ॥ ৫৫
কৃচ্ছ্রে দেব্যযুতঞ্চৈব প্রাণায়াম শতত্রয়ম্।
পুণ্যতীর্থেনাদ্র শিরঃ স্নানং দ্বাদশসংখ্যয়া ॥ ৫৬
দ্বিযোজনং তীর্থ যাত্রা কৃচ্ছ্র মেবং প্রকল্পিতম্।
গৃহস্থঃ কামতঃ কুর্য্যাদ্রেতসঃ সেচনং ভুবি।
সহস্রন্তু জপেদ্দেব্যাঃ প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ সহ ॥৫৭
চাতুর্ব্বেদ্যোপপন্নস্ত বিধিবদ্ব্রহ্মঘাতকে।
সমুদ্রসেতুগমন প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৫৮
সেতুবন্ধপথে ভিক্ষাং চাতুর্ব্বর্ণ্যাৎ সমাচরেৎ।
বর্জ্জয়িত্বা বিকর্ম্মস্থাংশ্ছত্রোপানদ্বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৯

অহং দুষ্কৃতকর্ম্মা বৈ মহাপাতককারকঃ।
গৃহদ্বারেষু তিষ্ঠামি ভিক্ষার্থী ব্রহ্মঘাতকঃ ॥৬০
গোকুলেষু বসেচ্চৈব গ্রামেষু নগরেষু চ।
তথা বনেষু তীর্থেষু নদী প্রস্রবণেষু চ ॥ ৫১
এতেষু খ্যাপয়ন্নেনঃ পুণ্যং গত্বা তু সাগরম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥ ৬২
রামচন্দ্রসমাদিষ্টং নলসঞ্চয়মঞ্চিতম্।
সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৬৩
যজেত বাশ্বমেধেন রাজা তু পৃথিবীপতিঃ।
পুনঃ প্রত্যাগতো বেশ্ম বাসার্থমুপসর্পতি ॥ ৬৪
সপুত্রঃ সহ ভৃত্যৈশ্চ কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্।
গাশ্চৈবৈকশতং দদ্যাচ্চাতুর্ব্বেদেষু দক্ষিণাম্ ॥৬৫
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ব্রহ্মহা তু বিমুচ্যতে।
সবনস্থাং স্ত্রিয়ং হত্বা ব্রহ্মহত্যাব্রতংচরেৎ ॥ ৬৬
মদ্যপশ্চ দ্বিজঃ কুর্য্যান্নদীংগত্বা সমুদ্রগাম্।
চান্দ্রায়ণে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥ ৬৭
অনডুৎসংহিতাং গাঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রেষু দক্ষিণাম্ ॥৬৮
অপহৃত্য সুবর্ণন্তু ব্রাহ্মণস্য ততঃ স্বয়ম্।
গচ্ছেন্মুষলমাদায় রাজাভ্যাসং বধায় তু ॥ ৬৯
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি রাজ্ঞাসৌ মুক্ত এব চ।
কামকারকৃতং যৎ স্যান্নান্যথা বধমর্হতি ॥ ৭
আসনাদয়নাদ্যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥৭১
চান্দ্রায়ণং যাবকঞ্চ তুলাপুরুষ এব চ।
গবাঞ্চৈবানুগমনং সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্ ॥ ৭২
এতৎ পারাশরং শাস্ত্রং শ্লোকানাং শতপঞ্চকম্।
দ্বিনবত্যা সমাযুক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রস্য সংগ্রহঃ ॥ ৭৩
যথাধ্যয়নকর্ম্মাণি ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং তথা।
অধ্যেতব্যং প্রযত্নেন নিয়তং স্বর্গগামিনা ॥ ৭৪
ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২॥

সমাপ্তেয়ং পরাশর সংহিতা।

ব্যাস সংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বারাণস্যাং সুখাসীনং বেদব্যাসং তপোনিধিম্।
পপ্রচ্ছুর্মুনয়োঽভ্যেত্য ধর্ম্মান্ বর্ণব্যবস্থিতান্ ॥ ১
স পৃষ্টঃ স্মৃতিমান্ স্মৃত্বা স্মৃতিং বেদার্থগর্ভিতাম্।
উবাচাথ প্রসন্নাত্মা মুনয়ঃ শ্রূয়তা মিতি ॥ ২
যত্র যত্র স্বভাবেন কৃষ্ণসারোমৃগঃ সদা।
চরতে তত্র বেদোক্তোধর্ম্মোভবিতুমর্হতি ॥ ৩
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধোযত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা ॥ ৪
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বিশস্ত্রয়োবর্ণাদ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তধর্ম্মযোগ্যাস্তু নেতরে ॥ ৫
শূদ্রোবর্ণশ্চতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি।
বেদমন্ত্রস্বধাস্বাহাবষট্কারাদিভির্ব্বিনা ॥ ৬
বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ ॥ ৭
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।
অধমাদুত্তমায়ান্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ ॥ ৮
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চণ্ডালোধর্ম্মবর্জ্জিতঃ।
কুমারীসম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ ॥ ৯
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
বর্দ্ধকীনাপিতোগোপআশাপঃ কুম্ভকারকঃ ॥ ১০
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকার কুটুম্বিনঃ।
বরটোমেদচণ্ডালদাসশ্বপচকোলকাঃ ॥ ১১
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা য়েচান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্ ॥ ১২
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোজাতকর্ম্ম চ।
নামক্রিয়ানিষ্ক্রমণেঽন্নাশনং বপনক্রিয়া ॥ ১৩
কর্ণবেধোব্রতাদেশো বেদারম্ভক্রিয়াবিধিঃ।
কেশান্তঃ স্নানমুদ্বাহোবিবাহাগ্নিপরিগ্রহঃ ॥ ১৪
ত্রেতাগ্নিসংগ্রহশ্চেতি সংস্কারাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
নবৈতাঃ কর্ণবেধান্তামন্ত্রবর্জ্জং ক্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ১৫
বিবাহোমন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্রস্যামন্ত্রতোদশ।
গর্ভাধানং প্রথমতস্তৃতীয়ে মাসি পুংসবঃ ॥ ১৬
সীমন্তশ্চাষ্টমে মাসি জাতে জাতক্রিয়া ভবেৎ।
একাদশেঽহ্নি নামার্কস্যেক্ষা মাসি চতুর্থকে ॥ ১৭
ষষ্ঠে মাস্যান্নমশ্নীয়াচ্চূড়াকর্ম্ম কুলোচিতম্।
কৃতচূড়ে চ বালে চ কর্ণবেধোবিধীয়তে ॥ ১৮
বিপ্রোগর্ভাষ্টমে বর্ষে ক্ষত্রএকাদশে তথা।
দ্বাদশে বৈশ্যজাতিস্তু ব্রতোপনয়মর্হতি ॥ ১৯
তস্য প্রাপ্তব্রতস্যায়ং কালঃ স্যাৎদ্বিগুণাধিকঃ।
বেদব্রতচ্যুতোব্রাত্যঃ স ব্রাত্যস্তোমমর্হতি ॥ ২০
দ্বেজন্মনী দ্বিজাতীনাং মাতুঃ স্যাৎ প্রথমং তয়োঃ
দ্বিতীয়ং ছন্দসাং মাতুর্গ্রহণাদ্বিধিবদ্গুরোঃ ॥ ২১
এবং দ্বিজাতিমাপন্নোবিমুক্তোবান্যদোষতঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং ভবেদধ্যয়নক্ষমঃ ॥ ২২
উপনীতো গুরুকুলে বসেন্নিত্যং সমাহিতঃ।
বিভৃয়াদ্দণ্ডকৌপীনোপবীতাজিনমেখলাঃ ॥ ২৩
পুণ্যেঽহ্নি গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ কৃতমন্ত্রাহুতিক্রিয়ঃ।
স্মৃত্বোঙ্কারঞ্চ গায়ত্রীমারভেদ্বেদমাদিতঃ ॥ ২৪
শৌচাচারবিচারার্থং ধর্ম্মশাস্ত্রমপি দ্বিজঃ।
পঠেত গুরুতঃ সম্যক্ কর্ম্ম তদিষ্টমাচরেৎ ॥ ২৫
ততোঽভিবাদ্য স্থবিরান্ গুরুঞ্চৈব সমাশ্রয়েৎ।
স্বাধ্যায়ার্থং তদা যত্নঃ সর্ব্বদা হিতমাচরেৎ ॥ ২৬
নাপক্ষিপ্তোঽপিভাষেত ন ব্রজেত্তাড়িতোঽপিবা।
বিদ্বেষমথ পৈশুন্যং হিংসনঞ্চার্কবীক্ষণম্ ॥ ২৭
তৌর্যত্রিকানৃতোন্মাদপরিবাদানলঙ্ক্রিয়াম্।
অঞ্জনোদ্বর্ত্তনাদর্শস্রগ্বিলেপনযোষিতঃ ॥ ২৮

বৃথাটনমসন্তোষং ব্রহ্মচারী বিবর্জ্জয়েৎ।
ঈষচ্চলিতমধ্যাহ্নেঽনুজ্ঞাতো গুরুণা স্বয়ম্ ॥ ২৯
অলোলুপশ্চরেদ্ভৈক্ষং ব্রতিষূত্তমবৃত্তিষু।
সদ্যোভিক্ষান্নমাদায় বিত্তবত্তদুপস্পৃশেৎ ॥ ৩০
কৃতমাধ্যাহ্নিকোঽশ্নীয়াদনুজ্ঞাতো যথাবিধি।
নাদ্যাদেকান্নমুচ্ছিষ্টং ভুক্ত্বা চাচামিতামিয়াৎ ॥৩১
নান্যস্থিক্ষিতমাদদ্যাদাপন্নোদ্রবিণাদিকম্।
অনিন্দ্যামন্ত্রিতঃশ্রাদ্ধে পৈত্র্যেঽদ্যাদ্গুরুচোদিতঃ৩২
একান্নমপ্যবিরোধে ব্রতানাং প্রথমাশ্রমী।
ভুক্ত্বা গুরুমুপাসীত কৃত্বা সন্ধুক্ষণাদিকম্ ॥ ৩৩
সমিধোঽগ্নাবাদধীত ততঃ পরিচরেদ্গুরুম্।
শয়ীত গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ প্রহ্বশ্চ প্রথমং গুরোঃ ॥ ৩৪
এবমহরহমভ্যাসী ব্রহ্মচারী ব্রতঞ্চরেৎ।
হিতোপবাদঃ প্রিয়বাক্ সম্যগ্গুর্ব্বর্থসাধকঃ ॥৩৫
নিত্যমারাধয়েদেনমাসমাপ্তেঃ শ্রুতিগ্রহাৎ।
অনেন বিধিনাধীতবেদমন্ত্রো দ্বিজঃ নয়েৎ ॥ ৩৬
শাপানুগ্রহসামর্থ্যমৃষীণাঞ্চ সলোকতাম্।
পয়োঽমৃতাভ্যাংমধুভিঃসাজ্যৈঃ প্রীণন্তিদেবতাঃ৩৭
তস্মাদহরহর্ব্বেদমনধ্যায়মৃতে পঠেৎ।
যদঙ্গং তদনধ্যায়ে গুরোর্ব্বচনমাচরন্ ॥ ৩৮
ব্যতিক্রমাদসম্পূর্ণমনহংকৃতিরাচরেৎ।
পরত্রেহ চ তদ্ব্রহ্ম অনধীতমপি দ্বিজম্।
যস্তু পনয়নাদেতদামৃত্যোর্ব্রতমাচরেৎ ॥ ৩৯
স নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
উপকুর্ব্বাণকো যস্তু দ্বিজঃ ষড়্বিংশবার্ষিকঃ ॥ ৪০
কেশান্তকর্ম্মণা তত্র যথোক্তচরিতব্রতঃ।
সমাপ্য বেদান্ বেদৌ বা বেদং বা প্রসভং দ্বিজঃ৪১
স্নায়ীত গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ প্রবৃত্তোদিতদক্ষিণঃ ॥৪২

ইতি শ্রীবেদব্যাসীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এবংস্নাতকতাং প্রাপ্তো দ্বিতীয়াশ্রমকাঙ্ক্ষয়া।
প্রতীক্ষেত বিবাহার্থমনিন্দ্যান্বয়সম্ভবাম্ ॥ ১
অরোগাদুষ্টবংশোত্থামশুল্কাদানদূষিতাম্।
সবর্ণামসমানার্ষামমাতৃপিতৃগোত্রজাম্ ॥ ২
অনন্যপূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণসংযুতাম্।
ধৃতাধোবসনাং গৌরীং বিখ্যাতদশপূরুষাম্ ॥ ৩
খ্যাতনাম্নঃ পুত্রবতঃ সদাচারবতঃ সতঃ।
দাতুমিচ্ছোর্দুহিতরং প্রাপ্য ধর্ম্মেণ চোদ্বহেৎ ॥৪
ব্রাহ্মোদ্বাহবিধানেন তদভাবে পরো বিধিঃ।
দাতব্যৈষা সদৃক্ষায় বয়োবিদ্যান্বয়াদিভিঃ ॥ ৫
পিতৃঃ পিতৃভ্রাতৃষু পিতৃব্যজ্ঞাতিমাতৃষু।
পূর্ব্বাভাবে পরোদদ্যাৎ সর্ব্বাভাবে স্বয়ং ব্রজেৎ ৬
যদি সা দাতৃবৈকল্যাদ্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা।
ভ্রূণহত্যাশ্চ যাবত্যঃ পতিতঃ স্যাত্তদপ্রদঃ ॥ ৭
তুভ্যং দাস্যাম্যহমিতি গ্রহীষ্যামীতি যস্তয়োঃ।
কৃত্বা সময়মন্যোন্যং ভজতে ন স দণ্ডভাক্ ॥ ৮
ত্যজন্নদুষ্টাং দণ্ড্যঃ স্যাদ্দূষয়ংশ্চাপ্যদূষিতাম্।
ঊঢ়ায়াং হি সবর্ণায়ামন্যাংবা কামমুদ্বহেৎ ॥ ৯
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥১০
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়োবিশাম্
সতু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্ ॥ ১১
নানাবর্ণাসু ভার্য্যাসু সবর্ণা সহচারিণী।
ধর্ম্ম্যা ধর্ম্মেষু ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা তস্য স্বজাতিষু ॥ ১২
পাটিতোঽয়ং দ্বিজাঃ পূর্ব্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা।
পতয়োঽর্দ্ধেন চার্দ্ধেন পত্ন্যোঽভূবন্নিতি শ্রুতিঃ১৩
যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ১৪
গুর্ব্বী তা ভুক্তিবর্গস্য বোঢ়ুং নান্যেন শক্যতে।
যতস্ততোঽন্বহং ভূত্বা স্বংশোবিভূয়াচ্চ তাম্ ॥ ১৫
কৃতদারোঽগ্নিপত্নীভ্যাং কৃতবেশ্মা গৃহং বসেৎ।
স্বকৃত্যং বিত্তমাসাদ্য বৈতানাগ্নিং ন হাপয়েৎ১৬
স্মার্ত্তং বৈবাহিকে বহ্নৌ শ্রৌতং বৈতানিকাগ্নিষু
কর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রতিদিনং বিধিবৎ প্রীতিপূর্ব্বতঃ১৭
সম্যগ্ধর্ম্মার্থকামেষু দম্পতিভ্যামহর্নিশম্।
একচিত্ততয়া ভাব্যং সমানব্রতবৃত্তিতঃ ॥ ১৮
ন পৃথগ্বিদ্যতে স্ত্রীণাং ত্রিবর্গবিধিসাধনম্।
ভাবতো হ্যতিদেশাদ্বা ইতি শাস্ত্রবিধিঃ পরঃ ॥১৯
পত্যুঃ পূর্ব্বং সমুত্থায় দেহশুদ্ধিং বিধায় চ।
উত্থাপ্য শয়নাদ্যানি কৃত্বা বেশ্মবিশোধনম্ ॥ ২০
মার্জনৈর্লেপনৈঃ প্রাপ্য সাগ্নিশালং স্বমঙ্গনম্।
শোধয়েদগ্নিকার্য্যাণি স্নিগ্ধান্যুষ্ণেন বারিণা ॥ ২১
প্রোক্ষণৈরিতি তান্যেব যথাস্থানং প্রকল্পয়েৎ।
দ্বন্দ্বপাত্রাণি সর্ব্বাণি ন কদাচিদ্বিযোজয়েৎ ॥ ২২
শোধয়িত্বা তু পাত্রাণি পূরয়িত্বা তু ধারয়েৎ।
মহানসস্য পাত্রাণি বহিঃ প্রক্ষাল্য সর্ব্বথা ॥ ২৩
মৃদ্ভিশ্চ শোধয়েচ্চুল্লীং তত্রাগ্নিং বিন্যসেত্ততঃ।
স্মৃত্বা নিয়োগপাত্রাণি রসাংশ্চ দ্রবিণানি চ ॥ ২৪
কৃতপূর্ব্বাহ্নকার্য্যা চ স্বগুরূনভিবাদয়েৎ।

তাভ্যাং ভর্ত্তৃপিতৃভ্যাং বা ভ্রাতৃমাতুলবান্ধবৈঃ ॥২৫
বস্ত্রালঙ্কাররত্নানি প্রদত্তান্যেব ধারয়েৎ।
মনোবাক্কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী ॥ ২৬
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥২৭
ততোঽন্নসাধনং কৃত্বা পতয়ে বিনিবেদ্য তৎ।
বৈশ্বদেবকৃতৈরন্নৈর্ভোজনীয়াংশ্চ ভোজয়েৎ ॥২৮
পতিঞ্চৈতদনুজ্ঞাতঃ শিষ্টমন্নাদ্যমাত্মনা।
ভুক্ত্বা নয়েদহঃ শেষমায়ব্যয়বিচিন্তয়া ॥ ২৯
পুনঃ সায়ং পুনঃ প্রাতর্গৃহশুদ্ধিং বিধায় চ ॥ ৩০
কৃতান্নসাধনা সাধ্বী সুভৃশং ভোজয়েৎ পতিম্।
নাতিতৃপ্ত্যা স্বয়ং ভুক্ত্বা গৃহনীতিং বিধায় চ ॥ ৩১
আস্তীর্য্য সাধুশয়নং ততঃ পরিচরেৎ পতিম্।
সুপ্তে পতৌ তদভ্যাসে স্বপেত্তদ্গতমানসা।
অনগ্না চাপ্রমত্তা চ নিষ্কামা চ জিতেন্দ্রিয়া ॥ ৩২
নোচ্চৈর্ব্বদেন্ন পরুষং ন বহূন্ পত্যুরপ্রিয়ম্।
ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী ॥ ৩৩
নচাতিব্যয়শীলা স্যান্ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী।
প্রমাদোন্মাদরোষের্য্যাবঞ্চনঞ্চাতিমানিতাম্ ॥৩৪
পৈশুন্যহিংসাবিদ্বেষমহাহঙ্কারধূর্ত্ততাঃ।
নাস্তিক্যসাহসস্তেয়দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৫
এবং পরিচরন্তী সা পতিং পরমদৈবতম্।
যশঃ শমিহ যাত্যেব পরত্র চ সলোকতাম্ ॥ ৩৬
যোষিতো নিত্যকর্ম্মোক্তং নৈমিত্তিকমথোচ্যতে।
রজোদর্শনতোদোষাৎ সর্ব্বমেব পরিত্যজেৎ ॥ ৩৭
সর্ব্বৈরলক্ষিতা শীঘ্রং লজ্জিতান্তর্গৃহে বসেৎ।
একাম্বরাবৃতা দীনা স্নানালঙ্কারবর্জ্জিতা ॥ ৩৮
মৌনিন্যধোমুখী চক্ষুঃপাণিপদ্ভিরচঞ্চলা।
অশ্নীয়াৎ কেবলং ভক্তং নক্তং মৃন্ময়ভাজনে ॥ ৩৯
স্বপেদ্ভূমাবপ্রমত্তা ক্ষপেদেবমহস্ত্রয়ম্।
স্নায়ীত চ ত্রিরাত্রান্তে সচৈলমুদিতে রবৌ ॥ ৪০
বিলোক্য ভর্ত্তৃবদনং শুদ্ধা ভবতি ধর্ম্মতঃ।
কৃতশৌচা পুনঃ কর্ম্ম পূর্ব্ববচ্চ সমাচরেৎ ॥ ৪১
রজোদর্শনতো যাঃ স্যু রাত্রয়ঃ ষোড়শর্ত্তবঃ।
ততঃ পুংবীজমক্লিষ্টং শুদ্ধে ক্ষেত্রে প্ররোহতি ॥৪২
চতস্রশ্চাদিমা রাত্রীঃ পর্ব্ববচ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
গচ্ছেদ্যুগ্মাসু রাত্রীষু পৌষ্ণপিত্র্যর্ক্ষরাক্ষসান্ ॥৪৩
প্রচ্ছাদিতাদিত্যপথে পুমান্ গচ্ছেৎ স্বযোষিতঃ।
ক্ষামালঙ্কৃদবাপ্নোতি পুত্রং পূজিতলক্ষণম্ ॥ ৪৪
ঋতুকালেঽভিগম্যৈবং ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতঃ।
গচ্ছন্নপি যথাকামং ন দুষ্টঃ স্যাদনন্যকৃৎ ॥ ৪৫
ভ্রূণহত্যামবাপ্নোতি ঋতৌ ভার্য্যাপরাঙ্মুখঃ।
সাত্ববাপ্যাহন্যতোগর্ভংত্যাজ্যাভবতিপাপিনী॥৪৬
মহাপাতকদুষ্টা চ পতিগর্ভবিনাশিনী।
সদ্বৃত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ ॥৪৬
মহাপাতকদুষ্টোঽপি নাপ্রতীক্ষ্যস্তয়া পতিঃ।
অশুদ্ধেঃ ক্ষময়া দূরং স্থিতায়ামনুচিন্তয়া ॥ ৪৭
ব্যভিচারেণ দুষ্টানাং পত্নীনাং দর্শনাদৃতে।
ধিক্কৃতায়ামবাচ্যায়ামন্যত্র বাসয়েৎ পতিঃ ॥ ৪৮
পুনস্তাং মার্ত্তবস্নাতাং পূর্ব্ববদ্ব্যবহারয়েৎ।
ধূর্ত্তাঞ্চ ধর্ম্মকামঘ্নীমপুত্রাং দীর্ঘরোগিণীম্ ॥ ৪৯
সুদুষ্টাং ব্যসনাসক্তামহিতামধিবাসয়েৎ।
অধিবিন্নামপি বিভুঃ স্ত্রীণান্তু সমতামিয়াৎ ॥ ৫০
বিবর্ণা দীনবদনা দেহসংস্কারবর্জ্জিতা।
পতিব্রতা নিরাহারা শোচ্যতে প্রোষিতেপতৌ॥৫১
মৃতং ভর্ত্তারমাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ।
জীবন্তী চেত্ত্যক্তকেশা তপসা শোধয়েদ্বপুঃ ॥ ৫২
সর্ব্বাবস্থাসু নারীণাং ন যুক্তং স্যাদরক্ষণম্।
তদেবানুক্রমাৎ কার্য্যং পিতৃভর্ত্তৃসুতাদিভিঃ ॥৫৩
জাতাঃ সুরক্ষিতা যা যে পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকাঃ।
যে যজন্তি পিতৄন্ যজ্ঞৈর্মোক্ষপ্রাপ্তিমহোদয়ৈঃ॥৫৪
দাহয়েদবিলম্বেন ভার্য্যাঞ্চাত্র ব্রজেত সা ॥ ৫৫

ইতি শ্রীবেদব্যাসীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যমিতি কর্ম্ম ত্রিধা মতম্।
ত্রিবিধং তচ্চ বক্ষ্যামি গৃহস্থস্যাবধার্য্যতাম্ ॥ ১
যামিন্যাঃ পশ্চিমেযামে ত্যক্তনিদ্রোহরিং স্মরেৎ।
আলোক্য মঙ্গলদ্রব্যং কর্ম্মাবশ্যকমাচরেৎ ॥ ২
কৃতশৌচোনিষেব্যাগ্নিংদন্তান্ প্রক্ষাল্য বারিণা।
স্নাত্বোপাস্য দ্বিজঃ সন্ধ্যাংদেবাদীংশ্চৈব তর্পয়েৎ৩
বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রাণি ইতিহাসানি চাভ্যসেৎ।
অধ্যাপয়েচ্চ সচ্ছিষ্যান্ সদ্বিপ্রাংশ্চ দ্বিজোত্তমঃ॥৪
অলব্ধং প্রাপয়েল্লব্ধা ক্ষণমাত্রে সমাপয়েৎ।
সমর্থোহি সমর্থেন নাবিজ্ঞাতঃ কচিদ্বসেৎ ॥ ৫
সরিৎসরসি বাপীষু গর্ত্তপ্রস্রবণাদিষু।
স্নায়ীত যাবদুদ্ধৃত্য পঞ্চ পিণ্ডানি বারিণা ॥ ৬
তীর্থাভাবেঽপ্যশক্ত্যা বা স্নায়াত্তোয়ৈঃ সমাহৃতৈঃ।

গৃহাঙ্গনগতস্তত্র যাবদম্বরপীড়নম্ ॥ ৭
স্নানমন্ত্রৈবতৈঃ কুর্য্যাৎ পাবনৈশ্চাপি মার্জ্জনম্।
মন্ত্রৈঃ প্রাণাংস্ত্রিরায়ম্য সৌরৈশ্চার্কং বিলোকয়েৎ ॥ ৮
তিষ্ঠন্ স্থিত্বা তু গায়ত্রীং ততঃ স্বাধ্যায়মারভেৎ।
ঋচাঞ্চ যজুষাং সাম্নামথর্ব্বাঙ্গিরসামপি ॥ ৯
ইতিহাসপুরাণানাং বেদোপনিষদাং দ্বিজঃ।
শক্ত্যা সম্যক্ পঠেন্নিত্যমল্পমপ্যাসমাপনাৎ ॥ ১০
স যজ্ঞদানতপসামখিলং ফলমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাদহরহর্ব্বেদং দ্বিজোঽধীয়ীত বাগ্যতঃ ॥ ১১
ধর্ম্মশাস্ত্রেতিহাসাদি সর্ব্বেষাং শক্তিতঃ পঠেৎ।
কৃতস্বাধ্যায়ঃ প্রথমং তর্পয়েচ্চাথ দেবতাঃ ॥ ১২
জান্বা চ দক্ষিণং দর্ভৈঃ প্রাগগ্রৈঃসয়বৈস্তিলৈঃ।
একৈকাঞ্জলিদানেন প্রকৃতিস্থোপবীতকঃ ॥ ১৩
সমজান্বদ্বয়ো ব্রহ্মসূত্রহার উদঙ্মুখঃ।
তির্য্যগ্দর্ভৈশ্চ বামাগ্রৈর্যবৈস্তিলবিমিশ্রিতৈঃ ॥ ১৪
অম্ভোভিরুত্তরক্ষিপ্তৈঃ কনিষ্ঠামূলনির্গতৈঃ।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামঞ্জলিভ্যাং মনুষ্যাংস্তর্পয়েত্ততঃ ॥ ১৫
দক্ষিণাভিমুখঃ সব্যং জান্বা চ দ্বিগুণৈঃ কুশৈঃ।
তিলৈর্জলৈশ্চ দেশিন্যা মূলদর্ভাদ্বিনিঃসৃতৈঃ ॥ ১৬
দক্ষিণাংসোপবীতঃ স্যাৎ ক্রমেণাঞ্জলিভিস্ত্রিভিঃ
সন্তর্পয়েদ্দিব্যপিতৄংস্তৎপরাংশ্চ পিতৄন্ স্বকান্ ১৭
মাতৃমাতামহাংস্তদ্বত্ত্রীনেবং হি ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
মাতামহাশ্চ যেঽপ্যন্যে গোত্রিণো দাহবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৮
তানেকাঞ্জলিদানেন তর্পয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্।
অসংস্কৃতপ্রমীতা যে প্রেতসংস্কারবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯
বস্ত্রনিষ্পীড়নাম্ভোভিস্তেষামাপ্যায়নম্ভবেৎ।
অতর্পিতেষু পিতৃষু বস্ত্রং নিষ্পীড়য়েচ্চ যঃ ॥ ২০
নিরাশাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তি সুরমানুষৈঃ।
পয়োদর্ভস্বধাকারগোত্রনামতিলৈর্ভবেৎ ॥ ২১
সুদত্তং তৎপুনস্তেষামেকেনাপি বৃথা বিনা।
অন্যচিত্তেন যদ্দত্তং যদ্দত্তং বিধিবর্জ্জিতম্ ॥ ২২
অনাসনস্থিতেনাপি তজ্জলং রুধিরায়তে।
এবং সন্তর্পিতাঃ কামৈস্তর্পকাংস্তর্পয়ন্তি চ ॥ ২৩
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিত্যমিত্রাবরুণনামভিঃ।
পূজয়েল্লক্ষিতৈর্ম্মন্ত্রৈর্জলমন্ত্রোক্তদেবতাঃ ॥ ২৪
উপস্থায় রবেঃ কাষ্ঠাং পূজয়িত্বা চ দেবতাঃ।
ব্রহ্মাগ্নীন্দ্রৌষধী জীববিষ্ণুনামহুতাংহসাম্ ॥ ২৫
অপাং যন্তেতি সংকায়ং নমস্কারৈঃ স্বনামভিঃ।
কৃত্বা মুখং সমালভ্য স্নানমেবং সমাচরেৎ ॥ ২৫
ততঃ প্রবিশ্য ভবনমাবসথ্যে হুতাশনে।
পাকযজ্ঞাংশ্চ চতুরো বিদধ্যাদ্বিধিবদ্দ্বিজঃ ॥ ২৬
অনাহিতাবসথ্যাগ্নিরাদায়ান্নং ঘৃতপ্লুতম্।
শাকলেন বিধানেন জুহুয়াল্লৌকিকেঽনলে ॥ ২৭
ব্যস্তাভির্ব্যাহৃতীভিশ্চ সমস্তাভিস্ততঃ পরম্।
ষড়্ভির্দ্দেবকৃতস্যেতি মন্ত্রবদ্ভির্যথাক্রমম্ ॥ ২৮
প্রাজাপত্যং স্বিষ্টকৃতং হুত্বৈবং দ্বাদশাহুতীঃ।
ওঙ্কারপূর্ব্বঃ স্বাহান্তস্ত্যাগঃ স্বিষ্টবিধানতঃ ॥ ২৯
ভুবি দর্ভান্ সমাস্তীর্য্য বলিকর্ম্ম সমাচরেৎ।
বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য ইতি সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্য এব চ ৩০
ভূতানাং পতয়ে চেতি নমস্কারেণ শাস্ত্রবিৎ।
দদ্যাদ্বলিত্রয়ঞ্চাগ্রে পিতৃভ্যশ্চ স্বধা নমঃ ॥ ৩১
পাত্রনির্ণেজনং বারিবায়ব্যাং দিশি নিঃক্ষিপেৎ।
উদ্ধৃত্য ষোড়শগ্রাসমাত্রমন্নং ঘৃতোক্ষিতম্ ॥ ৩২
ইদমন্নং মনুষ্যেভ্যো হন্তেত্যুক্ত্বা সমুৎসৃজেৎ।
গোত্রনামস্বধাকারৈঃ পিতৃভ্যশ্চাপি শক্তিতঃ ॥ ৩৩
ষড়্ভ্যোঽন্নমন্বহং দদ্যাৎ পিতৃযজ্ঞবিধানতঃ।
বেদাদীনাং পঠেৎ কিঞ্চিদল্পং ব্রহ্মমথাপ্তয়ে ॥ ৩৪
ততোঽন্যদন্নমাদায় নির্গত্য ভবনাদ্বহিঃ।
কাকেভ্যঃ শ্বপচেভ্যশ্চ প্রক্ষিপেদ্গ্রাসমেব চ ॥ ৩৫
উপবিশ্য গৃহদ্বারি তিষ্ঠেদ্যাবন্মুহূর্ত্তকম্।
অপ্রমুক্তোঽতিথিং লিপ্সুর্ভাবশুদ্ধঃ প্রতীক্ষকঃ ॥ ৩৬
আগতং দূরতঃ শান্তং ভক্তুকামমকিঞ্চনম্।
দৃষ্ট্বা সংমুখমভ্যেত্য সৎকৃত্য প্রশ্রয়ার্চ্চনৈঃ ॥ ৩৭
পাদধাবনসম্মানাভ্যঞ্জনাদিভিরর্চ্চিতঃ।
ত্রিদিবং প্রাপয়েৎ সদ্যো যজ্ঞস্যাভ্যধিকোঽতিথিঃ ৩৮
কালাগতোঽতিথির্দৃষ্টবেদপারো গৃহাগতঃ।
দ্বাবেতৌ পূজিতৌ স্বর্গং নয়তোঽধস্ত্বপূজিতৌ।
বিবাহস্নাতকক্ষ্মাভৃদাচার্য্যসুহৃদৃত্বিজঃ ॥ ৩৯
অর্ঘ্যা ভবন্তি ধর্ম্মেণ প্রতিবর্ষং গৃহাগতাঃ।
গৃহাগতায় সৎকৃত্য শ্রোত্রিয়ায় যথাবিধি ॥ ৪০
ভক্ত্যোপকল্পয়েদেকং মহাভাগং বিসর্জ্জয়েৎ।
বিসর্জ্জয়েদনুব্রজ্য সুতৃপ্তশ্রোত্রিয়াতিথীন্।
মিত্রমাতুলসম্বন্ধিবান্ধবান্ সমুপাগতান্ ॥ ৪১
ভোজয়েদ্গৃহিণো ভিক্ষাং সৎকৃতাং ভিক্ষুকোঽর্হতি
স্বাদ্বন্নমশ্নন্নস্বাদু দদদ্গচ্ছত্যধোগতিম্ ॥ ৪২
গর্ভিণ্যাতুরভৃত্যেষু বালবৃদ্ধাতুরাদিষু।
বুভুক্ষিতেষু ভুঞ্জানো গৃহস্থোঽশ্নাতি কিল্বিষম্ ৪৩
নাদ্যাদগৃধ্নোঽন্ন পাকাদ্যং কদাচিদনিমন্ত্রিতঃ।
নিমন্ত্রিতোঽপি নিন্দ্যেন প্রত্যাখ্যানং দ্বিজোঽর্হতি
শূদ্রাভিশস্তবার্দ্ধুষ্যবাগ্দুষ্টক্রূরতস্করাঃ। [৪৪]

ক্রুদ্ধপবিদ্ধবদ্ধোগ্র বধবন্ধনজীবিনঃ ॥ ৪৫
শৈলূষশৌণ্ডিকোন্নদ্ধোন্মত্তব্রাত্যব্রতচ্যুতাঃ।
নগ্ননাস্তিকনির্লজ্জ পিশুনব্যসনান্বিতাঃ ॥ ৪৬
কদর্য্যস্ত্রীজিতানার্য্যপরবাদকৃতা নরাঃ।
অনীশাঃ কীর্ত্তিমন্তোঽপি রাজদেবস্বহারকাঃ ॥৪৭
শয়নাসনসংসর্গবৃত্তকর্ম্মাদিদূষিতাঃ।
অশ্রদ্দধানাঃ পতিতা ভ্রষ্টাচারাদয়শ্চ যে ॥ ৪৮
অভোজ্যান্নাঃ স্যুরন্নাদো যস্য যঃ স্যাৎস তৎসমঃ
নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাসগোপকাঃ ॥৫০
শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্ত্বান্নং নৈব দুষ্যতি।
ধর্ম্মেণান্যোন্যভোজ্যান্না দ্বিজাস্তু বিদিতান্বয়াঃ ॥৫১
স্ববৃত্তোপার্জ্জিতং মেধ্য মাকরস্থমমাক্ষিকম্।
অশ্বলীঢ়মগোঘ্রাতমস্পৃষ্টং শূদ্রবায়সৈঃ ॥ ৫২
অনুচ্ছিষ্টমসংদুষ্টমপর্য্যুষিতমেব চ।
অম্লানবাহ্যমন্নাদ্যমাদ্যং নিত্যং সুসংস্কৃতম্ ॥ ৫৩
কৃশরা পূপসংযাবপায়সং শষ্কুলীতি চ।
নাশ্নীয়াদ্ব্রাহ্মণোমাংসমনিযুক্তঃ কথঞ্চন ॥ ৫৪
ক্রতৌ শ্রাদ্ধে নিযুক্তো বা অনশ্নন্ পততি দ্বিজঃ
মৃগয়োপার্জ্জিতং মাংসমভ্যর্চ্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ৫৫
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশোনং তৎক্রীত্বা বৈশ্যোঽপি ধর্ম্মতঃ
দ্বিজোজগ্ধ্বা বৃথামাংসং হত্বাপ্যবিধিনা পশূন্ ॥৫৬
নিরয়েষ্বক্ষয়ং বাসমাপ্নোত্যাচন্দ্রতারকম্।
সর্ব্বান্ কামান্ সমাসাদ্য ফলমশ্বমখস্য চ ॥ ৫৭
মুনিসাম্য মবাপ্নোতি গৃহস্থোঽপি দ্বিজোত্তমঃ।
দ্বিজভোজ্যানি গব্যানি মাহিষ্যাণিপয়াংসি চ৫৮
নির্দ্দশাসন্ধিসন্ধিবৎসবস্তিপয়াংসি চ।
পলাণ্ডুশ্বেতবৃন্তাকরক্তমূলকমেব চ ॥ ৫৯
গৃঞ্জনারুণবৃক্ষাসৃগ্জতুগর্ভ ফলানি চ।
অকালকুসুমাদীনি দ্বিজোজগ্ধ্বৈন্দবং চরেৎ ॥৬০
বাগ্দূষিতমবিজ্ঞাতমন্যপীড়িতকার্য্যপি।
বৃতেভ্যোঽন্নমদত্বা চ তদন্নং গৃহিণোদহেৎ ॥৬১
হৈমরাজতকাংস্যেষু পাত্রেষদ্যাৎ সদা গৃহী।
তদভাবে সাধুগন্ধলোধ্রক্রমলতাসু চ ॥ ৬২
পলাশপদ্মপত্রেষু গৃহস্থোভোক্তুমর্হতি।
ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব শ্রেয়োযম্ভোক্তুমর্হতি ॥ ৬৩
অভ্যুক্ষ্যান্নং নমস্কারৈর্ভুবি দদ্যাদ্বলিত্রয়ম্।
ভূপতয়ে ভুবঃ পতয়ে ভূতানাং পতয়ে তথা ॥ ৬৪
অপঃ প্রাশ্য ততঃ পশ্চাৎ পঞ্চপ্রাণাহুতিক্রমাৎ।
স্বাহাকারেণ জুহুয়াচ্ছেষমদ্যাদ্যথাসুখম্ ॥ ৬৫
অনন্যচিত্তোভুঞ্জীত বাগ্যতোঽন্নমকুৎসয়ন্।
আতৃপ্তেরন্ন মশ্নীয়াদক্ষুণ্ণং পাত্রমুৎসৃজেৎ ॥ ৬৬
উচ্ছিষ্টমন্নমুদ্ধৃত্য গ্রাসমেকং ভুবি ক্ষিপেৎ।
আচান্তঃ সাধুসঙ্গেন সদ্বিদ্যাপঠনেন চ ॥ ৬৭
বৃত্তবৃদ্ধকথাভিশ্চ শেষাহমতিবাহয়েৎ।
সায়ংসন্ধ্যামুপাসীত হুত্বাগ্নিং ভৃত্যসংযুতঃ ॥ ৬৮
আপোশানক্রিয়াপূর্ব্বমশ্নীয়াদন্বহং দ্বিজঃ।
সায়মপ্যতিথিঃপূজ্যোহোমকালাগতোঽনিশম্ ৬৯
শ্রদ্ধয়া শক্তিতোনিত্যং শ্রুতং হন্যাদপূজিতঃ।
নাতিতৃপ্তউপস্পৃশ্য প্রক্ষাল্য চরণৌ শুচিঃ ॥ ৭০
অপ্রত্যগুত্তরশিরাঃ শয়ীত শয়নে শুভে।
শক্তিমানুদিতেকালেস্নানংসন্ধ্যাং ন হাপয়েৎ ॥৭১
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় চিন্তয়েদ্ধিতমাত্মনঃ।
শক্তিমান্ মতিমান্নিত্যংবৃত্তমেতৎসমাচরেৎ ॥৭২

ইতি বেদব্যাসীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইতি ব্যাসকৃতং শাস্ত্রং ধর্ম্মসারসমুচ্চয়ম্।
আশ্রমে যানি পুণ্যানিমোক্ষধর্ম্মাশ্রিতানি চ ॥ ১
গৃহাশ্রমাৎ পরোধর্ম্মোনাস্তি নাস্তি পুনঃ পুনঃ।
সর্ব্বতীর্থফলং তস্য যথোক্তং যস্তু পালয়েৎ ॥ ২
গুরুভক্তোভৃত্যপোষী দয়াবাননসূয়কঃ।
নিত্যজাপী চ হোমী চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩
স্বদারে যস্য সন্তোষঃ পরদারনিবর্ত্তনম্।
অপবাদোঽপি নো যস্য তস্য তীর্থফলং গৃহে ॥ ৪
পরদারান্ পরদ্রব্যং হরতে যো দিনে দিনে।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকেণ পাপং তস্য ন নশ্যতি ॥ ৫
গৃহেষু সবনীয়েষু সর্ব্বতীর্থফলং ততঃ।
অন্নদস্য ত্রয়ো ভাগাঃ কর্ত্তা ভাগেন লিপ্যতে ॥ ৬
প্রতিশ্রয়ং পাদশৌচং ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণম্।
ন পাপং সংস্পৃশেত্তস্য বলিভিক্ষাং দদাতি যঃ ॥৭
পাদোদকং পাদঘৃতং দীপমন্নং প্রতিশ্রয়ম্।
যোদদাতি ব্রাহ্মণেভ্যো নোপসর্পতি তং যমঃ ॥৮
বিপ্রপাদোদকক্লিন্না যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরোঽমৃতম্ ॥ ৯
যৎফলং কপিলাদানে কার্ত্তিক্যাং জ্যেষ্ঠপুষ্করে।
তৎফলং ঋষয়ঃ শ্রেষ্ঠা বিপ্রাণাং পাদশৌচনে ॥১০
স্বাগতেনাগ্নয়ঃ প্রীতা আসনেন শতক্রতুঃ।
পিতরঃ পাদশৌচেন অন্নাদ্যেন প্রজাপতিঃ ॥১১
মাতাপিত্রোঃ পরং তীর্থং গঙ্গা গাবো বিশেষতঃ

ব্রাহ্মণাৎ পরমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥১২
ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য গৃহএব বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ ॥ ১৩
গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেদারং সন্নিহত্য তথৈব চ।
এতানি সর্ব্বতীর্থানি কৃত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৪
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ চাতুর্ব্বর্ণস্য ভো দ্বিজাঃ।
দানধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি যথা ব্যাসেন ভাষিতম্ ॥১৫
যদ্দদাতি বিশিষ্টেভ্যো যচ্চাশ্নাতি দিনে দিনে।
তচ্চ বিত্তমহং মন্যে শেষং কস্যাভিরক্ষতি ॥ ১৬
যদ্দদাতি যদশ্নাতি তদেব ধনিনো ধনম্।
অন্যে মৃতস্য ক্রীড়ন্তি দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ১৭
কিং ধনেন করিষ্যন্তি দেহিনোঽপি গতায়ুষঃ।
যদ্বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছন্তস্তচ্ছরীরমশাশ্বতম্ ॥
অশাশ্বতানি গাত্রাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ॥১৯
যদি নাম ন ধর্ম্মায় ন কামায় ন কীর্ত্তয়ে।
যৎপরিত্যজ্য গন্তব্যং তদ্ধনং কিং ন দীয়তে ॥২০
জীবন্তি জীবিতে যস্য বিপ্রা মিত্রাণি বান্ধবাঃ।
জীবিতং সফলং তস্য আত্মার্থে কো ন জীবতি॥২১
পশবোঽপি হি জীবন্তি কেবলাত্মোদরম্ভরাঃ।
কিং কায়েন সুগুপ্তেন বলিনা চিরজীবিনঃ ॥ ২২
গ্রাসাদর্দ্ধমপি গ্রাসমর্থিভ্যঃ কিং ন দীয়তে।
ইচ্ছানুরূপো বিভবঃ কদা কস্য ভবিষ্যতি ॥ ২৩
অদাতা পুরুষস্ত্যাগী ধনং সংত্যজ্য গচ্ছতি।
দাতারং কৃপণং মন্যে মৃতোপ্যর্থং ন মুঞ্চতি ॥ ২৪
প্রাণনাশস্তু কর্ত্তব্যো যঃ কৃতার্থো ন সোঽমৃতঃ।
অকৃতার্থস্তু যো মৃত্যুং প্রাপ্তঃ খরসমোহি সঃ ॥২৫
অনাহূতেষু যদ্দত্তং যচ্চ দত্তমযাচিতম্।
ভবিষ্যতি যুগস্যান্তস্তস্যান্তো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৬
মৃতবৎসা যথা গৌশ্চ তৃষ্ণা লোভেন দুহ্যতে।
পরস্পরস্য দানানি লোকযাত্রা ন ধর্ম্মতঃ ॥ ২৭
অদৃষ্টে চাশুভে দানং ভোক্তা চৈব ন দৃশ্যতে।
পুনরাগমনং নাস্তি তত্র দানমনন্তকম্ ॥ ২৮
মাতাপিতৃষু যদ্দদ্যাদ্ভ্রাতৃষু শ্বশুরেষু চ।
জায়াপত্যেষু যদ্দদ্যাদ্ সোঽনন্তঃ স্বর্গসংক্রমঃ॥২৯
পিতুঃ শতগুণং দানং সহস্রং মাতুরুচ্যতে।
ভগিন্যাং শতসাহস্রং সোদরে দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৩০
অহন্যহনি দাতব্যং ব্রাহ্মণেষু মুনীশ্বরাঃ।
আগমিষ্যতি যৎপাত্রং তৎপাত্রং তারয়িষ্যতি॥৩১
কিঞ্চিদ্বেদময়ং পাত্রং কিঞ্চিৎ পাত্রং তপোময়ম্।
পাত্রাণামুত্তমং পাত্রং শূদ্রান্নং যস্য নোদরে ॥ ৩২
যস্য চৈব গৃহে মূর্খো দূরে চাপি গুণান্বিতঃ।
গুণান্বিতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ ॥৩৩
দেবদ্রব্যবিনাশেন ব্রহ্মস্বহরণেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥ ৩৪
ব্রাহ্মণাতিক্রমো নাস্তি বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে।
জ্বলন্তমগ্নিমুৎসৃজ্য নহি ভস্মনি হূয়তে ॥ ৩৫
সন্নিকৃষ্টমধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ।
ভোজনে চৈব দানে চ হন্ত্যাত্রিপুরুষং কুলম্ ॥৩৬
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ ॥ ৩৭
গ্রামস্থানং যথা শূন্যং যথা কূপশ্চ নির্জ্জলঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ ॥ ৩৮
ব্রাহ্মণেষু চ যদ্দত্তং যচ্চ বৈশ্বানরে হুতম্।
তদ্ধনং ধনমাখ্যাতং ধনং শেষং নিরর্থকম্ ॥ ৩৯
সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
সহস্রগুণমাচার্য্যে হ্যনন্তং বেদপারগে ॥ ৪০
ব্রহ্মবীজসমুৎপন্নো মন্ত্রসংস্কারবর্জ্জিতঃ।
জাতিমাত্রোপজীবী চ স ভবেদ্ব্রাহ্মণঃ সমঃ ॥৪১
গর্ভাধানাদিভির্যুক্তস্তথোপনয়নেন চ।
নাধ্যাপয়তি নাধীতে স ভবেদ্ব্রাহ্মণব্রুবঃ ॥ ৪২
অগ্নিহোত্রী তপস্বী চ বেদমধ্যাপয়েচ্চ যঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥ ৪৩
ইষ্টিভিঃ পশুবন্ধৈশ্চ চাতুর্ম্মাস্যৈস্তথৈব চ।
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্যেন চেষ্টং স ইষ্টবান্ ॥ ৪৪
মীমাংসতে চ যো বেদান্ষড়্ভিরঙ্গৈঃ সবিস্তরৈঃ।
ইতিহাসপুরাণানি স ভবেদ্বেদপারগঃ ॥ ৪৫
ব্রাহ্মণাত্ম জীবন্তি নান্যো বর্ণঃ কথঞ্চন।
ঈদৃক্পথমুপাশ্রিত্য কোঽন্যস্তং ত্যক্তুমুৎসহেৎ ॥৪৬
ব্রাহ্মণঃ স ভবেচ্চৈব দেবানামপি দৈবতম্।
প্রত্যক্ষঞ্চৈব লোকস্য ব্রহ্মতেজোহি কারণম্ ॥৪৭
ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রং নিরুদকমকণ্টকম্।
বাপয়েত্তত্র বীজানি সা কৃষিঃ সার্ব্বকামিকী ॥ ৪৮
সুক্ষেত্রে বাপয়েদ্বীজং সুপাত্রে দাপয়েদ্ধনম্।
সুক্ষেত্রে চ সুপাত্রে চ ক্ষিপ্তং নৈব বিদুষ্যতি ॥৪৯
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গৃহমাগতে।
ক্রীড়ন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বা যাস্যামঃ পরমাং গতিম্ ॥৫০
নষ্টশৌচে ব্রতভ্রষ্টে বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে।
দীয়মানং রুদত্যন্নং ভয়াদ্বৈ দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ৫১
বেদপূর্ণমুখং বিপ্রং সুভুক্তমপি ভোজয়েৎ।

নচ মূর্খং নিরাহারং ষড়্‌রাত্রমুপবাসিনম্‌ ॥ ৫২
যানি যস্য পবিত্রাণি কুক্ষৌ তিষ্ঠন্তি ভো দ্বিজাঃ।
তানি তস্য প্রযোজ্যানি ন শরীরাণি দেহিনাম্‌॥৫৩
যস্য দেহে সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ ॥ ৫৪
যদ্‌ভুঙ্‌ক্তে বেদবিদ্বিপ্রঃ স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ।
দাতুঃ ফলমসঙ্খ্যাতং প্রতিজন্ম তদক্ষয়ম্‌ ॥ ৫৫
হস্ত্যশ্বরথযানানি কেচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ।
অহং নেচ্ছামি মুনয়ঃ কস্যৈতাঃ শস্যসম্পদঃ ॥৫৬
বেদলাঙ্গলকৃষ্টেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠেষু সৎসু চ।
যৎপুরা পাতিতং বীজং তস্যৈতাঃ শস্যসম্পদঃ॥৫৭
শতেষু জায়তে শূরঃ সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ ॥ ৫৮
বক্তা শতসহস্রেষু দাতা ভবতি বা নবা।
ন রণে বিজয়াচ্ছূরোঽধ্যয়নান্ন চ পণ্ডিতঃ ॥ ৫৯
ন বক্তা বাক্‌পটুত্বেন ন দাতা চার্থদানতঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে শূরো ধর্ম্মং চরতি পণ্ডিতঃ ॥ ৬০
হিতপ্রিয়োক্তিভির্বক্তা দাতা সম্মানদানতঃ ॥ ৬১

যদ্যেকপঙ্‌ক্ত্যাং বিষমং দদাতি
স্নেহাদ্ভয়াদ্বা যদি বার্থহেতোঃ।
বেদেষু দৃষ্টং ঋষিভিশ্চ গীতম্‌
তদ্‌ব্রহ্মহত্যাং মুনয়োবদন্তি ॥ ৬২

ঊষরে বাপিতং বীজং ভিন্নভাণ্ডেষু গোদুহম্‌।
হুতং ভস্মনি হব্যঞ্চ মূর্খে দানমশাশ্বতম্‌ ॥ ৬৩
মৃতসূতকপুষ্টাঙ্গোদ্বিজঃ শূদ্রান্নভোজনে।
অহমেবং ন জানামি কাংযোনিং স গমিষ্যতি॥৬৪
শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যদি কশ্চিন্ম্রিয়েত যঃ।
স ভবেৎ শূকরো নূনং তস্য বা জায়তে কুলম্‌॥ ৬৫
গৃধ্রো দ্বাদশ জন্মানি সপ্ত জন্মানি শূকরঃ।
শ্বানশ্চ সপ্ত জন্মানি ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ।
অমৃতং ব্রাহ্মণান্নেন দারিদ্র্যং ক্ষত্রিয়স্য চ ॥ ৬৬
বৈশ্যান্নেন তু শূদ্রান্নং শূদ্রান্নান্নরকং ব্রজেৎ।
যশ্চ ভুঙ্‌ক্তেঽথ শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরম্‌ ॥৬৭
ইহ জন্মানি শূদ্রত্বং মৃতঃ শ্বা চৈব জায়তে।
যস্য শূদ্রা পচেন্নিত্যং শূদ্রা বা গৃহমেধিনী ॥ ৬৮
বর্জ্জিতঃ পিতৃদেবৈস্তু রৌরবং যাতি স দ্বিজঃ।
ভাণ্ডসঙ্করসঙ্কীর্ণা নানাসঙ্করসঙ্করাঃ।
যোনিসঙ্করসঙ্কীর্ণা নিরয়ং যান্তি মানবাঃ ॥ ৬৯
পঙ্‌ক্তিভেদী বৃথাপাকী নিত্যং ব্রাহ্মণনিন্দকঃ॥৭০
আদেশী বেদবিক্রেতা পঞ্চৈতেব্রহ্মঘাতকাঃ ॥ ৭১
ইদং ব্যাসমতং নিত্যমধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
এতদুক্তাচারবতঃ পতনং নৈব বিদ্যতে ॥ ৭২

ইতি শ্রীবেদব্যাসীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সমাপ্তেয়ং ব্যাস সংহিতা।

শঙ্খ সংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য সৃষ্টিসংহারকারিণে।
চাতুর্ব্বর্ণ্য হিতার্থায় শঙ্খঃ শাস্ত্রমথাকরোৎ ॥ ১
যজনং যাজনং দানং তথৈবাধ্যাপনক্রিয়াম্।
প্রতিগ্রহঞ্চাধ্যয়নং বিপ্রঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ২
দানমধ্যয়নঞ্চৈব যজনঞ্চ যথাবিধি।
ক্ষত্রিয়স্য তু বৈশ্যস্য কর্ম্মেদং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩
ক্ষত্রিয়স্য বিশেষেণ প্রজানাং পরিপালনম্।
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা সর্ব্বশিল্পানি চাপ্যথ।
ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং সর্ব্বেষামবিশেষতঃ ॥ ৫
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
তেষাং জন্ম দ্বিতীয়ন্তু বিজ্ঞেয়ং মৌঞ্জিবন্ধনম্ ॥ ৬
আচার্য্যস্তু পিতা প্রোক্তঃ সাবিত্রীজননী তথা।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাঞ্চৈব মৌঞ্জিবন্ধনজন্মনি ॥ ৭
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাস্তাবদ্বিজ্ঞেয়াস্তু বিচক্ষণৈঃ।
যাবদ্বেদে ন জায়ন্তে দ্বিজা জ্ঞেয়াস্তু তৎপরম্ ॥ ৮

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

গর্ভস্য স্ফুটতাজ্ঞানে নিষেকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ততস্তু স্পন্দনাৎ কার্য্যং সবনন্তু বিচক্ষণৈঃ ॥ ১
অশৌচে তু ব্যতিক্রান্তে নামকর্ম্ম বিধীয়তে।
নামধেয়ঞ্চ কর্ত্তব্যং বর্ণানাঞ্চ সমাক্ষরম্।
মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যোক্তং ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্ ॥ ২
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্।
শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু ॥ ৩
ধনান্তং চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তং বান্ত্যজন্মনঃ।
চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যমাদিত্যস্য প্রদর্শনম্ ॥ ৪
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্।
গর্ভাষ্টমেঽব্দে কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্ ॥ ৫
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞোগর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ।
ষোড়শাব্দস্তু বিপ্রস্য দ্বাবিংশঃ ক্ষত্রিয়স্য তু ॥ ৬
বিংশতিঃ সচতুষ্কা চ বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতা।
নাভিভাষেত সাবিত্রীমত ঊর্দ্ধং নিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৭
বিজ্ঞাতব্যাস্ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতাঃ ॥ ৮
মৌঞ্জীবন্ধোদ্বিজানান্তু ক্রমান্মৌঞ্জী প্রকীর্ত্তিতা।
মার্গবৈয়াঘ্রবাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ৯
পর্ণপিপ্পলবিল্বানাং ক্রমাদ্দণ্ডাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কর্ণকেশললাটৈস্তু তুল্যাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমেণতু ॥ ১০
অবক্রাঃ সত্বচঃ সর্ব্বে নাগ্নিদগ্ধাস্তথৈব চ।
যজ্ঞোপবীতং কার্পাসক্ষৌমোর্ণানাং যথাক্রমম্ ॥ ১১
আদিমধ্যাবসানেষু ভবচ্ছব্দোপলক্ষিতম্।
ভৈক্ষস্য চরণং প্রোক্তং বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১২

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
ভৃতকাধ্যাপকো যস্তু উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥ ১
প্রযতঃ কল্যমুত্থায় স্নাতো হুতহুতাশনঃ।
কুর্ব্বীতপ্রযতোভূত্বা গুরূণামভিবাদনম্ ॥ ২
অনুজ্ঞাতশ্চ গুরুণা ততোঽধ্যয়নমাচরেৎ।
কৃত্বা ব্রহ্মাঞ্জলিং পশ্যন্ গুরোর্ব্বদনমানতঃ ॥ ৩
ব্রহ্মবসানে প্রারম্ভে প্রণবঞ্চ প্রকীর্ত্তয়েৎ।
অনধ্যায়েষ্বধ্যয়নং বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নতঃ ॥ ৪
চতুর্দ্দশীং পঞ্চদশীমষ্টমীং রাহুসূতকম্।
উল্কাপাতং মহীকম্পমশৌচং গ্রামবিপ্লবম্ ॥ ৫
ইন্দ্র প্রয়াণং সুরতং ঘনসংঘাতনিস্বনম্।
বাদ্যকোলাহলং যুদ্ধমনধ্যায়ং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬
নাধীয়ীতাভিযুক্তোঽপি প্রযতাম চ বেগতঃ।

দেবায়তনবল্মীকশ্মশানশিবসন্নিধৌ।
ভৈক্ষচর্য্যাস্তথা কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণেষু যথাবিধি।
গুরুণা চাভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রাশ্নীয়াৎ প্রাঙ্মুখঃ শুচিঃ।
হিতং প্রিয়ং গুরোঃ কুর্য্যাদহঙ্কারবিবর্জ্জিতঃ॥ ৭
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং পূজয়িত্বা হুতাশনম্।
অভিবাদ্য গুরুং পশ্চাদ্‌গুরোর্ব্বচনকৃদ্ভবেৎ॥ ৮
গুরোঃ পূর্ব্বং সমুত্তিষ্ঠেচ্ছয়ীত চরমং তথা।
মধুমাংসাঞ্জনং শ্রাদ্ধং গীতং নৃত্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥৯
হিংসাপবাদবাদাংশ্চ স্ত্রীলীলাশ্চ বিশেষতঃ।
মেখলামজিনং দণ্ডং ধারয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
অধঃশায়ী ভবের্ন্নিত্যং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥ ১০
এবং কৃত্যন্তু কুর্ব্বীত বেদস্বীকরণং বুধঃ।
গুরবে চ ধনং দত্বা স্নায়াচ্চ তদনন্তরম্॥ ১১

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

বিন্দেত বিধিবদ্ভার্য্যামসমানার্ষগোত্রজাম্।
মাতৃতঃ পঞ্চমীঞ্চাপি পিতৃতস্তথ সপ্তমীম্॥ ১
ব্রাহ্মোদৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ২
এতে ধর্ম্মাস্তু চত্বারঃ পূর্ব্বং বিপ্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গান্ধর্ব্বোরাক্ষসশ্চৈব ক্ষত্রিয়স্য প্রশস্যতে॥ ৩
অপ্রার্থিতঃ প্রযত্নেন ব্রাহ্মস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ।
যজ্ঞেষু ঋত্বিজে দৈব আদায়ার্ষস্তু গোদ্বয়ম্॥ ৪
প্রার্থিতাপপ্রদানেন প্রাজাপত্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
আসুরোদ্রবিণাদানাদ্গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ॥ ৫
রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ।
তিস্রস্তু ভার্য্যা বিপ্রস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু॥ ৬
একৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্য তথা শূদ্রস্য কীর্ত্তিতা।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৭
ক্ষত্রিয়া চৈব বৈশ্যা চ ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়তে।
বৈশ্যৈব ভর্য্যা বৈশ্যস্য শূদ্রা শূদ্রস্য কীর্ত্তিতা॥৮
আপদ্যপি ন কর্ত্তব্যা শূদ্রা ভার্য্যা দ্বিজন্মনা।
অস্যাং তস্য প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥ ৯
তপস্বী যজ্ঞশীলশ্চ সর্ব্বধর্ম্মভৃতাম্বরঃ।
ধ্রুবং শূদ্রত্বমাপ্নোতি শূদ্রশ্রাদ্ধে ত্রয়োদশে॥ ১০
নীয়তে তু সপিণ্ডত্বং যেষাং শ্রাদ্ধং কুলোদ্গতম্।
সর্ব্বে শূদ্রত্বমায়ান্তি যদি স্বর্গজিতাস্ততে॥ ১১
সপিণ্ডীকরণং কার্য্যং কুলজস্য তথা ক্রমম্।
শ্রাদ্ধং দ্বাদশকং কৃত্বা শ্রাদ্ধে প্রাপ্তে ত্রয়োদশে॥১২
সপিণ্ডীকরণ নার্হং নচ শূদ্রস্তথার্হতি।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন শূদ্রাভার্য্যাং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৩
পাণিগ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্নীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।
বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাদ্বেদনে তু দ্বিজন্মনঃ॥ ১৪
সা ভার্য্যা যা বহেদগ্নিং সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যাযা প্রজাবতী॥১৫
লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈব চ।
লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী শ্রীর্ভবতি নান্যথা॥১৬

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ তস্য পাপস্য শান্তয়ে॥ ১
পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ গৃহী নিত্যং ন হাপয়েৎ।
পঞ্চযজ্ঞবিধানেন তৎপাপং তস্য নশ্যতি॥ ২
দেবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তথৈব চ।
ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩
হোমো দৈবোবলির্ভৌতঃ পিত্র্যঃ পিণ্ডক্রিয়াস্মৃতঃ
স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চ নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥ ৪
বানপ্রস্থোব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব তথা দ্বিজঃ।
গৃহস্থস্য প্রসাদেন জীবন্ত্যেতে যথাবিধি॥ ৫
গৃহস্থএব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
দাতা চৈব গৃহস্থঃ স্যাত্তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥ ৬
যথা ভর্ত্তা প্রভুঃ স্ত্রীণাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণোযথা।
অতিথিস্তদ্বদেবাস্য গৃহস্থস্য প্রভুঃ স্মৃতঃ॥ ৭
ন ব্রতৈর্নোপবাসেন ধর্ম্মেণ বিবিধেন চ।
নারী স্বর্গমবাপ্নোতি প্রাপ্নোতি পতিপূজনাৎ॥৮
ন স্নানেন ন হোমেন নৈবাগ্নিপরিতর্পণাৎ।
ব্রহ্মচারী দিবং যাতি স যাতি গুরুপূজনাৎ॥ ৯
নাগ্নিশুশ্রূষয়া ক্ষান্ত্যা স্নানেন বিবিধেন চ।
বানপ্রস্থোদিবং যাতি যথা ভোজনবর্জ্জনাৎ॥১০
ন ভৈক্ষৈর্ন চ মৌনেন শূন্যাগারাশ্রয়েণ চ।
যোগী সিদ্ধিমবাপ্নোতি যথা মৈথুনবর্জ্জনাৎ॥ ১১
ন যজ্ঞৈর্দক্ষিণাভিশ্চ বহ্নিশুশ্রূষয়া ন চ।
গৃহী স্বর্গমবাপ্নোতি যথা চাতিথিপূজনাৎ॥ ১২
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গৃহস্থোঽতিথিমাগতম্।
আহারশয়নাদ্যৈর্ব্বিধিবৎ পরিপূজয়েৎ॥ ১৩
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াদগ্নিহোত্রং যথাবিধি।

দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ জুহুয়াচ্চ তথাবিধি ॥ ১৪
যজ্ঞৈর্ব্বা পশুবন্ধৈশ্চ চাতুর্মাস্যৈস্তথৈব চ।
ত্রৈবার্ষিকাধিকান্নেন পিবেৎ সোমমতন্দ্রিতঃ ॥১৫
ইষ্টিং বৈশ্বানরীং কুর্য্যাত্তথা চাল্পধনোদ্বিজঃ।
ন ভিক্ষেত ধনং শূদ্রাৎ সর্ব্বং দদ্যাদভীপ্সিতম্ ১৬
বৃত্তিস্তু ন ত্যজেদ্বিদ্বানৃত্বিজং পূর্ব্বমেব তু।
কর্ম্মণা জন্মনা শুদ্ধং বিদ্যাৎ পাত্রং বলীততম্॥১৭
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তং ধর্ম্মার্জ্জিতধনং তথা।
যাজয়েত্তু সদা বিপ্রো গ্রাহ্যস্তস্মাৎ প্রতিগ্রহঃ॥১৮

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ ১
পুত্রেষু দারান্নিঃক্ষিপ্য তয়া বানুগতো বনে।
অগ্নীনুপচরেন্নিত্যং বন্যমাহারমাহরেৎ ॥ ২
যদাহারো ভবেত্তেন পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
তেনৈব পূজয়েন্নিত্যমতিথিং সমুপাগতম্ ॥ ৩
গ্রামাদাহৃত্য চাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ সমাহিতঃ।
স্বাধ্যায়ঞ্চ সদা কুর্য্যাজ্জটাশ্চ বিভূয়াত্তথা ॥ ৪
তপসা শোষয়েন্নিত্যং স্বকঞ্চৈব কলেবরম্।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তথা ॥ ৫
প্রাবৃষ্যাকাশশায়ী স্যান্নক্তাশী চ সদা ভবেৎ।
চতুর্থকালিকোবা স্যাৎ স্যাচ্চ ষষ্ঠক এবচ ॥ ৬
কৃচ্ছ্রৈর্বাপি নয়েৎ কালং ব্রহ্মচর্য্যাঞ্চ পালয়েৎ।
এবং নীত্বা বনে কালং দ্বিজোব্রহ্মাশ্রমী ভবেৎ৭

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

কৃত্বেষ্টিং বিধিবৎ পশ্চাৎ সর্ব্ববেদসদক্ষিণম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য দ্বিজোব্রহ্মাশ্রমী ভবেৎ১
বিধূমে ন্যস্তমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবর্জ্জনে।
অতীতে পাদসম্পাতে নিত্যংভিক্ষাং যতিশ্চরেৎ২
ন ব্যথেত তথালাভে যথালব্ধেন বর্ত্তয়েৎ।
ন পাচয়েত্তথৈবান্নং নাশ্নীয়াৎ কস্যচিদ্গৃহে ॥ ৩
মৃণ্ময়ালাবুপাত্রাণি যতীনান্তু বিনির্দ্দিশেৎ।
তেষাং সম্মার্জ্জনাচ্ছুদ্ধিরদ্ভিশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪
কৌপীনাচ্ছাদনং বাসো বিভৃয়াদসপশ্চরন্।
শূন্যাগারনিকেতঃ স্যাদ্যত্র সায়ং গৃহোমুনিঃ ॥৫
দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ৬
চন্দনৈর্লিপ্যতেঽঙ্গং বা ভস্মচূর্ণৈর্বিগর্হিতৈঃ।
কল্যাণমপ্যকল্যাণং তয়োরেব ন সংশ্রয়েৎ ॥ ৭
সর্ব্বভূতহিতো মৈত্রঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
ধ্যানযোগরতোনিত্যং ভিক্ষুর্যায়াৎ পরাংগতিম্॥৮
জন্মনা যস্তু নির্ব্বিণ্ণো মন্যতে চ তথৈবচ।
আধিভির্ব্যাধিভিশ্চৈব তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ৯
অশুচিত্বং শরীরস্য প্রিয়স্য চ বিপর্য্যয়ঃ।
গর্ভবাসে চ বসতিস্তস্মান্মুচ্যেত নান্যথা ॥ ১০
জগদেতন্নিরাক্রন্দং নতু সারমনর্থকম্।
ভোক্তব্যমিতি নির্ব্বিণ্ণো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ১১
প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্।
প্রত্যাহারৈরসৎসঙ্গান্ধ্যানেনানীশ্বরান্গুণান্ ১২
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃপঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥ ১৩
মনসঃ সংযমস্তজ্জ্ঞৈর্দ্ধারণেতি নিগদ্যতে।
সংহারশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রত্যাহারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৪
হৃদয়স্থস্য যোগেন দেবদেবস্য দর্শনম্।
ধ্যানংপ্রোক্তং প্রবক্ষ্যামিসর্ব্বস্মাদ্যোগতঃশুভম্১৫
হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
হৃদি জ্যোতীংষি ভূয়শ্চ হৃদি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥১৬
স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাস্ত বিষ্ণুং পশ্যেদ্হৃদি স্থিতম্॥১৭
হৃদ্যর্কশ্চন্দ্রমাঃ সূর্য্যঃ সোমো মধ্যে হুতাশনঃ।
তেজোমধ্যেস্থিতংতত্ত্বংতত্ত্বমধ্যেস্থিতোঽচ্যুতঃ১৮

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-
নাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তেজোময়ং পশ্যতি বীতশোকো-
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ১৯

বাসুদেবস্তমোহন্তানাং প্রত্যক্ষো নৈব জায়তে।
অজ্ঞানপটসংবীতৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েপ্সুভিঃ ॥ ২০
এষ বৈ পুরুষোবিষ্ণুর্ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ।
এষ ধাতা বিধাতা চ পুরাণোনিষ্ফলঃ শিবঃ ॥২১

বিদেহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
মন্ত্রৈর্বিদিত্বা ন বিভেতি মৃত্যো-
র্নান্যঃ পন্থাবিদ্যতেঽয়নায় ॥ ২২

পৃথিব্যাপস্তথা তেজোবায়ুরাকাশমেব চ।

পঞ্চেমানি বিজানীয়াম্মহাভূতানি পণ্ডিতঃ ॥২৩
চক্ষুঃ শ্রোত্রে স্পর্শনঞ্চ রসনা ঘ্রাণমেব চ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি জানীয়াৎ পঞ্চেমানি শরীরকে ॥২৪
শব্দো রূপং তথা স্পর্শো রসো গন্ধস্তথৈবচ।
ইন্দ্রিয়স্থান্ বিজানীয়াৎ পঞ্চৈব বিষয়ান্ বুধঃ॥২৫
হস্তৌ পাদাবুপস্থঞ্চ জিহ্বা পায়ুস্তথৈব চ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব নিত্যং সতি শরীরকে ॥২৬
মনোবুদ্ধিস্তথৈবাত্মা ব্যক্তাব্যক্তং তথৈবচ।
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাণীহ চত্বারি প্রবরাণি চ॥ ২৭
তথাত্মানং তদ্ব্যতীতং পুরুষং পঞ্চবিংশকম্।
তন্তু জ্ঞাত্বা বিমুচ্যন্তে যে জনাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ॥ ২৮
ইদন্তু পরমং শুদ্ধমেতদক্ষরমুত্তমম্।
অশব্দমরসস্পর্শমরূপং গন্ধবর্জিতম্॥ ২৯
নির্দুঃখমসুখং শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবন্ধনঃ॥ ৩০
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃপরমংপদম্।
বালাগ্রশতশো ভাগঃ কল্পিতস্তু সহস্রধা॥ ৩১
তস্যাপি শতশো ভাগাজ্জীবঃ সূক্ষ্ম উদাহৃতঃ ॥৩২
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্নপরংকিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥৩৩
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠত্যবিরলঃ সদা।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ৩৪
ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ক্রিয়াস্নানং প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
মৃদ্ভিরদ্ভিশ্চ কর্ত্তব্যং শৌচমাদৌ যথাবিধি॥ ১
জলে নিমজ্য উন্মজ্য উপস্পৃশ্য যথাবিধি।
তীর্থস্যাবাহনং কুর্য্যাৎ তৎপ্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥ ২
প্রপদ্য বরুণং দেবমম্ভসাং পতিমর্জ্জিতম্।
যাচেত দেহি মে তীর্থং সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে॥ ৩
তীর্থমাবাহয়িষ্যামি সর্ব্বাঘবিনিসূদনম্।
সান্নিধ্যমস্মিন্ তীয়ে চ ক্রিয়তাং মদনুগ্রহাৎ॥ ৪
রুদ্রাৎ প্রপদ্য বরদান্ সর্ব্বানপ্সু সদস্তথা।
সর্ব্বানপ্সু সদশ্চৈব প্রপদ্যে প্রযতঃ স্থিতঃ॥ ৫
দেবমংশুসদং বহ্নিং প্রপদ্যাঘনিসূদনম্।
আপঃ পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ প্রপদ্যে শরণং তথা॥ ৬
রুদ্রশ্চাগ্নিশ্চ সর্পশ্চ বরুণস্ত্বাপ এব চ।
শময়ন্ত্বাশু মে পাপং মাঞ্চ রক্ষন্তু সর্ব্বশঃ॥ ৭
হিরণ্যবর্ণেতি তিসৃভির্জ্জগতীভি চতসৃভিঃ।
শন্নোদেবীতি তথা শন্নআপ স্তথৈব চ॥ ৮
ইদমাপঃ প্রবহতে দ্যুতঞ্চ সমুদীরয়েৎ।
এবং সম্মার্জ্জনং কৃত্বা ছন্দআর্ষঞ্চ দেবতাঃ॥ ৯
অঘমর্ষণসূক্তঞ্চ প্রপঠেৎ প্রযতঃ সদা।
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ চ তস্যৈব ঋষিশ্চৈবাঘমর্ষণঃ॥ ১০
দেবতা ভাববৃত্তশ্চ পাপক্ষয়ে প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১১
ততোঽম্ভসি নিমগ্নঃ স্যাত্রিঃপঠেদঘমর্ষণম্।
প্রপদ্যান্মূর্দ্ধনি তথা মহাব্যাহৃতিভির্জ্জলম্॥ ১২
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ১৩
অনেন বিধিনা স্নাত্বা স্নাতবান্ ধৌতবাসসা।
পরিবর্জ্জিতবাসাস্তু তীর্থনামানি সংজপেৎ॥ ১৪
উদকস্যাপ্রদানাত্তু স্নানশাটীং ন পীড়য়েৎ।
অনেন বিধিনা স্নাতস্তীর্থস্য ফলমশ্নুতে॥ ১৫
ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি শুভামাচমনক্রিয়াম্।
কায়ং কনিষ্ঠিকামূলে তীর্থমুক্তং করস্য তু॥ ১
অঙ্গুষ্ঠমূলে চ তথা প্রাজাপত্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
অঙ্গুল্যগ্রে স্মৃতং দৈবং পিত্র্যং তর্জনিমূলকম্॥২
প্রাজাপত্যেন তীর্থেন ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াজ্জলং দ্বিজঃ
দ্বিঃপ্রমৃজ্য মুখং পশ্চাদদ্ভিঃ খং সমুপস্পৃশেৎ॥৩
হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিশ্চ ভূমিপঃ।
তালুগাভিস্তথা বৈশ্যঃ শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ॥ ৪
অন্তর্জানুঃ শুচৌ দেশে প্রাঙ্মুখঃ সুসমাহিতঃ।
উদঙ্মুখোঽপি প্রযতোদিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ৫
অদ্ভিঃ সমুদ্ধৃতাভিস্তু হীনাভিঃ ফেনবুদ্বুদৈঃ।
বহ্নিনা চাপ্যদগ্ধাভিরঙ্গুলীভিরুপস্পৃশেৎ॥ ৬
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন স্পৃশেন্নেত্রদ্বয়ং ততঃ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু শ্রবণৌ সমুপস্পৃশেৎ॥ ৭
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন স্পৃশেৎ স্কন্ধদ্বয়ং ততঃ।
সর্ব্বাসামেব যোগেন নাভিঞ্চ হৃদয়ং ততঃ॥ ৮
সংস্পৃশেত্তু তথা মূর্দ্ধ্না যথাচাচমনে বিধিঃ॥ ৯
ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদ্যদম্ভস্তু প্রীতাস্তেনাস্তু দেবতাঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ভবন্তীত্যনুশুশ্রুমঃ॥ ১০
গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্রীয়েতে পরিমার্জনাৎ।
নাসত্যদস্রৌ প্রীয়েতে স্পৃষ্টে নাসাপুটদ্বয়ে॥ ১১

স্পৃষ্টে লোচনযুগ্মে চ প্রীয়েতে শশিভাস্করৌ।
কর্ণযুগ্মে তথা স্পৃষ্টে প্রীয়েতে অনিলানলৌ ॥ ১২
স্কন্ধয়োঃ স্পর্শনাদস্য প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।
মূর্দ্ধ্নস্তু স্পর্শনাদস্য প্রীতস্তু পুরুষো ভবেৎ ॥ ১৩
বিনা যজ্ঞোপবীতেন তথা মুক্তশিখোঽপি বা।
অপ্রক্ষালিতপাদস্তু আচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ ॥ ১৪
বহির্জানুরুপস্পৃশ্য একহস্তার্পিতৈর্জলৈঃ।
সমলাভিস্তথাগ্নিশ্চ নৈব শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫
আচম্য চ পুরা প্রোক্তং তীর্থসংমার্জ্জনং ততঃ।
উপস্পৃশ্য ততঃ পশ্চান্মন্ত্রেণানেন ধর্ম্মতঃ ॥ ১৬
অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ।
ত্বংযজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কারআপোজ্যোতীরসোঽমৃতম্‌১৭
আচম্য চ ততঃ পশ্চাদাদিত্যাভিমুখোজলম্‌।
উদুত্যং জাতবেদসং মন্ত্রেণ প্রক্ষিপেত্ততঃ ॥ ১৮
এষ এব বিধিঃ প্রোক্তঃ সন্ধ্যায়াঞ্চ দ্বিজাতিষু।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাংজপংস্তিষ্ঠেদাসীনঃপশ্চিমাং তথা১৯
ততোজপেৎ পবিত্রাণি পবিত্রান্ বাথ শক্তিতঃ।
ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২০

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

সর্ব্ববেদপবিত্রাণি সংপ্রবক্ষ্যাম্যতঃ পরম্‌।
যেষাং জপৈশ্চ হোমৈশ্চ পূয়ন্তে মানবাঃ সদা ॥১
অঘমর্ষণং দেবব্রতং শুদ্ধবত্যাস্ত যৎসদা।
কুষ্মাণ্ড্যঃ পাবমান্যশ্চ সর্ব্বসাবিত্র্যএব চ ॥ ২
অভীষ্টরূপদা চৈব স্তোমানি ব্যাহৃতিস্তথা।
ভারুণ্ডানি চ সামানি গায়ত্র্যা বৈ বৃতং তথা ॥৩
পুরুষব্রতঞ্চ ভাষঞ্চ তথা সোমব্রতানি চ।
অবিজ্ঞং বার্হস্পত্যঞ্চ বাক্‌সূক্তমনৃতং তথা ॥ ৪
শতরুদ্রীমথর্ব্বশিরাস্ত্রিসুপর্ণাং মহাব্রতম্‌।
গোসূক্তমশ্বসূক্তঞ্চ ইন্দ্রসূক্তঞ্চ সামনী ॥ ৫
ত্রীণি পুষ্পাঙ্গদেহানি রথন্ত-
রঞ্চাগ্নি ব্রতং বামদেব্যঞ্চ।
এতানি গীতানি পুনন্তি জন্তূন্
জাতিস্মরত্বং লভতে যদীচ্ছেৎ ॥ ৬

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি বেদপবিত্রাণ্যভিহিতানি
এভ্যঃ সাবিত্রী বিশিষ্যতে।
নাস্ত্যঘমর্ষণাৎ পরমং তজ্জলেন
ব্যাহৃতিভিঃ পরম্‌ হোমঃ ॥ ১

ন সাবিত্র্যাঃ পরং জপ্যং। কুশবৃষ্যামাসীনঃ কুশোত্তরীয়ঃ কুশপাণিঃ প্রাঙ্মুখঃ সূর্য্যাভিমুখো বাক্ষমালামাদায় দেবতাধ্যায়ী তজ্জপং কুর্য্যাৎ। সুবর্ণমণিমুক্তাস্ফাটিকপদ্মপত্রবীজাক্ষাণামন্যতমেনাক্ষমালাং কুর্য্যাৎ। ধ্যায়ন্ বাম হস্তোপরিব্যাগণয়েৎ। আদৌ দেবতামার্ষং ছন্দশ্চ স্মরেৎ। ততঃ সপ্রণবব্যাহৃতিকামাদাবন্তে চ শিরসা গায়ত্রীমাবর্ত্তয়েৎ তথাস্যাঃ সবিতা ঋষির্ব্বিশ্বামিত্রো 'গায়ত্রীছন্দঃ। 'প্রণবাদ্যা ভূর্ভুবঃ স্বর্ম্মহর্জন স্তপঃ সত্যমিতি 'ব্যাহৃতয়ঃ। আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্‌ ॥ ২

সব্যাহৃতিকাং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
যে জপন্তি সদা তেষাং ন ভয়ং বিদ্যতেক্বচিৎ ॥৩
দশজপ্তা তু সা দেবী দিনপাপপ্রণাশিনী।
শতং জপ্তা তথা সা তু সর্ব্বকল্মষনাশিনী ॥ ৪
সহস্রং জপ্তা সা নৃণাং পাতকেভ্যঃ সমুদ্ধরেৎ।
স্বর্ণস্তেয়ী কৃতঘ্নশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ ॥ ৫
সুরাপশ্চ বিশুধ্যেত লক্ষজপ্তেন সর্ব্বদা।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা স্নানকালে সমাহিতঃ ॥ ৬
অহোরাত্রকৃতাৎ পাপাত্তৎক্ষণাদেব শুধ্যতি।
সব্যাহৃতিকাঃ সপ্রণবাঃপ্রাণায়ামাস্তষোড়শ ॥ ৭
অপি ভ্রূণহণং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ।
হুতা দেবী বিশেষেণ সর্ব্বকামপ্রদায়িনী।
সর্ব্বপাপক্ষয়করী বনস্থভক্তবৎসলা।
শান্তিকামস্তু জুহুয়াদ্গায়ত্রীমযুতৈঃ শুচিঃ ॥ ৮
হর্ত্তুকামোঽপমৃত্যুঞ্চ ঘৃতেন জুহুয়াত্তথা।
শ্রীকামস্তু তথা পদ্মৈর্ব্বিল্বৈঃ কাঞ্চনকামতঃ ॥ ৯
ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু জুহুয়াৎ পূর্ব্ববত্তথা।
ঘৃতযুক্তৈস্তিলৈর্ব্বহ্নৌ হুত্বা তু সুসমাহিতঃ ॥ ১০
গায়ত্র্যাযুতহোমাত্তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
পাপাত্মা লক্ষহোমেন পাতকেভ্যঃ প্রমুচ্যতে॥১১
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি প্রাপ্নুয়াৎ কামমীপ্সিতম্‌।
গায়ত্রী চৈব জননী গায়ত্রী পাপনাশিনী ॥ ১২

গায়ত্র্যাস্তু পরং নাস্তি দিবি চেহ চ পাবনম্।
হস্তত্রাণপ্রদা দেবী পততাং নরকার্ণবে ॥ ১৩
তস্মাত্তামভ্যসেন্নিত্যং ব্রাহ্মণোনিয়তঃ শুচিঃ।
গায়ত্রীজপ্যনিয়তো হব্যকব্যেষু ভোজয়েৎ।
তস্মিন্ন তিষ্ঠতে পাপ্মব্বিন্দুরিব ভাস্করে ॥ ১৪
জপেনৈব তু সংসিধ্যেদ্‌ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যান্মৈত্রোব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ১৫
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ।
নোচ্চৈর্জপ্যং বুধঃকুর্য্যাৎসাবিত্র্যাস্তুবিশেষতঃ॥১৬
সাবিত্রীজপ্যনিরতঃ স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ।
সাবিত্রীজপ্যনিরতো মোক্ষোপায়ঞ্চ বিন্দতি ॥ ১৭
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্নাতঃ প্রযতমানসঃ।
গায়ত্রীঞ্চ জপেদ্ভক্ত্যা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ১৮
ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

স্নাতঃ কৃতজপস্তদনু প্রাঙ্মুখো দিব্যেন তীর্থেন দেবানুদকেন তর্পয়েৎ। প্রত্যহং পুরুষসূক্তেনোদকাঞ্জলীন্ দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলীন্ ভক্ত্যা। অথ কৃতাপসব্যো দক্ষিণামুখোঽন্তর্জ্জানুঃ পিত্র্যেণ পিতৃণাং শ্রাদ্ধপ্রকার মুদকং দদ্যাৎ। পিত্রে পিতামহায় পিতামহৈ সপ্তমাৎ পুরুষাৎ পিতৃপক্ষে যাবতাং নাম জানীয়াৎ। পিতৃপক্ষীয়াণাং ত্রয়াণাং দত্বা মাতৃপক্ষীয়াণাং গুরুণাং সম্বন্ধিবান্ধবানাঞ্চ কৃত্বা সুহৃদাং কুর্য্যাৎ। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ।

বিনা রৌপ্যসুবর্ণেন বিনা তাম্রতিলেন চ।
বিনা দর্ভৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতে ॥ ১
সৌবর্ণরাজতাভ্যাঞ্চ খড়্গেনো ডুম্বরেণ বা।
দত্তমক্ষয়তাং যাতি পিতৃণাস্তু তিলোদকম্ ॥ ২
কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি পিতৃণাং প্রীতিমাবহন্ ॥ ৩
স্নাতস্তু তর্পণং কৃত্বা পিতৃণাস্তু তিলাম্ভসা।
পিতৃযজ্ঞমবাপ্নোতি প্রীণন্তি পিতরস্তথা ॥ ৪
ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণান্ন পরীক্ষেত দৈবে কর্ম্মণি ধর্ম্মবিৎ।
পিত্র্যে কর্ম্মণি সংপ্রাপ্তে যত্নমার্গৈঃ পরীক্ষণম্॥১
ব্রাহ্মণা যে বিকর্ম্মাণো বৈড়ালব্রতিকাঃ শঠাঃ।
হীনাঙ্গা অতিরিক্তাঙ্গা ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ॥২
গুরূণাং প্রতিবলাশ্চ তথাগ্ন্যুৎপাতিনশ্চ যে।
গুরূণাং ত্যাগিনশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ॥৩
অনধ্যায়েষ্বধীয়ানাঃ শৌচাচারবিবর্জ্জিতাঃ।
শূদ্রান্নরসসংপুষ্টা ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ ॥ ৪
ষড়ঙ্গবেদবেত্তারো বহ্বৃচশ্চৈব সামগাঃ।
তৃণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ॥৫
ব্রহ্মদেয়ানুসন্তানা ব্রহ্মদেয়াপ্রদায়কাঃ।
ব্রহ্মদেয়া পতির্যশ্চ ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥ ৬
ঋগ্‌যজুঃপারগো যশ্চ সাম্নাং যশ্চাপি পারগঃ।
অথর্ব্বাঙ্গিরসোঽধ্যেতাব্রাহ্মণাঃপঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ৭
নিত্যং যোগরতোবিদ্বান্ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
ধ্যানশীলো যতির্ব্বিদ্বান্ ব্রাহ্মণাঃপঙ্‌ক্তিপাবনাঃ॥৮
দ্বৌদৈবেপ্রাঙ্মুখৌত্রীংশ্চপিত্র্যেচোদঙ্মুখাংস্তথা।
ভোজয়েদ্বিবিধান্ বিপ্রানেকৈকমুভ যত্র বা ॥ ৯
ভোজয়েদথবাপ্যেকং ব্রাহ্মণং পঙ্‌ক্তিপাবনম্।
দেশেকৃত্বাতুনৈবেদ্যংপশ্চাদ্বহ্নৌ তুতৎক্ষিপেৎ ॥১০
উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ কার্য্যং পিণ্ডনির্ব্বপণং বুধৈঃ।
অভাবে চ তথা কার্য্যমগ্নিকার্য্যং যথাবিধি ॥১১
শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু যত্নেন তয়া ক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
উষ্ণমন্নং দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রদ্ধয়া বিনিবেদয়েৎ ॥ ১২
ভোজবেদ্বিবিধান্ বিপ্রান্ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ।
পঙ্‌ক্তিবিদাত্মনোগেহে ভোজ্যং বা ভক্ষ্যমেব বা
অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং পিণ্ডমূলে কথঞ্চন ॥ ১৩
উগ্রগন্ধান্যগন্ধানি চৈত্যবৃক্ষভবানি চ।
পুষ্পাণি বর্জ্জনীয়ানি তথা পর্ব্বতজানি চ।
তোয়োদ্ভূতানি দেয়ানি রক্তান্যপি বিশেষতঃ ॥১৪
ঊর্ণাসূত্রং প্রদাতব্যং কার্পাসমথবা নবম্।
দশা বিবর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞো যদ্যনাহতবস্ত্রজাঃ ॥ ১৫
ঘৃতেন দীপো দাতব্যস্তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥
ধূপার্থং গুগ্‌গুলং দদ্যাৎ ঘৃতযুক্তং মধূৎকটম্।
চন্দনঞ্চ তথা দদ্যাদ্দিবং যৎ কুঙ্কুমং শুভম্ ॥ ১৭
ছত্রাকং শরশিম্বঞ্চ পলঞ্চ সুপকং তথা।
কুষ্মাণ্ডালাবুবার্ত্তাকুকোবিদারাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮
পিপ্পলীং মরিচঞ্চৈব তথাবৈ পিণ্ডমূলকম্।
কৃতঞ্চ লবণঞ্চৈব বংশাগন্তু বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৯
রাজমাসান্ মসূরাংশ্চ প্রবালকোবদ্রুকান্।
লোহিতান্ বৃক্ষনির্যাসানশ্রাদ্ধকর্ম্মণিব র্জয়েৎ ॥২
আম্রাতলবলীমূলমূলকান্ কবিদারিমান্।

স কোবিদার্য্যসৎকন্দরাজেন মধুনা সদা ॥ ২১
শক্তূন্ শর্করয়া সার্দ্ধং দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে প্রযত্নতঃ।
পায়সাদিভিরুষ্ণৈশ্চ ভোজয়িত্বা তথা দ্বিজান্ ॥২২
ভক্ত্যা প্রণম্য আচান্তান্ তথা বৈদত্তদক্ষিণান্ ॥২৩
অভিবাদ্য প্রসন্নাত্মা অনুব্রজ্য বিসর্জয়েৎ।
নিমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে মৈথুনং সেবতে দ্বিজঃ ॥২৪
শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চ দত্বা চ যুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা।
কালশাকং মহাশল্কং মাংসং বা শকুনস্য চ ॥ ২৫
খঙ্গমাংসং তথানন্ত্যং যমঃ প্রোবাচ ধর্ম্মবিৎ।

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

যদ্দদাতি গয়াক্ষেত্রে প্রভাবে পুষ্করেঽপি চ।
প্রয়াগে নৈমিষারণ্যে সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে ॥ ১
গঙ্গাযমুনয়োস্তীরে তীর্থে বামরকণ্টকে।
নর্ম্মদায়াং গয়াতীরে সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে ॥ ২
বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে ভৃগুতুঙ্গে মহালয়ে।
সপ্তারণ্যেঽসিকূপে চ যত্তদক্ষয়মুচ্যতে ॥ ৩
ম্লেচ্ছদেশে তথা রাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চ বিশেষতঃ।
ন শ্রাদ্ধমাচরেৎ প্রাজ্ঞো ম্লেচ্ছদেশে নচ ব্রজেৎ ॥৪
হস্তিচ্ছায়াস্সূর্য্যমিতচন্দ্রার্দ্ধে রাহুদর্শনে।
বিষুবত্যয়নে চৈব সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে ॥ ৫
প্রৌষ্ঠপদ্যামতীতায়াং মঘাযুক্তা ত্রয়োদশী।
প্রাপ্য শ্রাদ্ধস্তু কর্ত্তব্যং মধুনা পায়সেন চ ॥ ৬
প্রজাং পুষ্টিং তথা স্বর্গমারোগ্যঞ্চ ধনং তথা।
নৃণাং প্রাপ্য সদা প্রীতিং প্রযচ্ছন্তি পিতামহাঃ॥৭
ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

জননে মরণে চৈব সপিণ্ডানাং দ্বিজোত্তমাঃ।
ত্র্যহাচ্ছুদ্ধিমবাপ্নোতি যোঽগ্নিবেশসমন্বিতঃ ॥ ১
সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।
জননে মরণে বিপ্রো দশাহেন বিশুধ্যতি ॥ ২
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পক্ষেণ শুধ্যতি।
মাসেন তু তথা শূদ্রঃ শুদ্ধিমাপ্নোতি নান্তরা ॥ ৩
রাত্রিভির্ম্মাসতুল্যাভির্গর্ভস্রাবে বিশুধ্যতি।
অজাতদন্তবালে তু সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ৪
অহোরাত্রাত্তথা শুদ্ধির্ব্বালে স্বকৃতচূড়কে।
তথৈবানুপনীতে তু ত্র্যহাচ্ছুধ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৫
মৃতানাং কন্যকানাস্তু তথৈব শূদ্রজন্মনঃ।
অনূঢ়ভার্য্যঃ শূদ্রস্তু ষোড়শাদ্বৎসরাৎ পরম্ ॥ ৬
মৃত্যুং সমবগচ্ছেত্তু মাসং তস্যাপি বান্ধবাঃ।
শুদ্ধিং সমবগচ্ছন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭
পিতৃবেশ্মনি কন্যা যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
তস্যাং মৃতায়াং নাশৌচং কদাচিদপি শাম্যতি॥৮
হীনবর্ণাদ্‌যদা নারী প্রমাদাৎ প্রসবং ব্রজেৎ।
প্রসবে মরণে তজ্জমশৌচং নোপশাম্যতি ॥ ৯
সমানং খল্বশৌচন্তু প্রথমে তু সমাপয়েৎ॥
অসমানং দ্বিতীয়েন ধর্ম্মরাজবচোযথা ॥ ১০
দেশান্তরগতঃ শ্রুত্বা সত্বানাং মরণোদ্ভবৌ।
যচ্ছেষং দশরাত্রস্য তাবদেবাশুচির্ভবেৎ ॥ ১১
অতীতে দশরাত্রে তু তাবদেবশুচির্ভবেৎ।
তথা সম্বৎসরেঽতীতে স্নানএব বিশুধ্যতি ॥ ১২
অনৌরসেষু পুত্রেষু ভার্য্যাস্বন্যগতাসু চ।
পরপূর্ব্বাসু চ স্ত্রীষু ত্র্যহাচ্ছুদ্ধিরিহেষ্যতে ॥ ১৩
মাতামহে ব্যতীতে তু আচার্য্যে চ তথা মৃতে।
গৃহে মৃতাসু দত্তাসু কন্যাসু চ ত্র্যহং তথা ॥ ১৪
বিনষ্টে রাজনি তথা জাতে দৌহিত্রকে গৃহে।
আচার্য্যপত্নীপুত্রেষু দিবসেন চ মাতুলে ॥ ১৫
মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্বান্ধবেষু চ।
সব্রহ্মচারিণি তথা অনূচানে তথা মৃতে ॥ ১৬
একরাত্রং ত্রিরাত্রং বা ষড়্রাত্রং সামমেব চ।
শূদ্রাঃ সপিণ্ডবর্ণানামশৌচং ক্রমতঃ স্মৃতম্ ॥ ১৭
সপিণ্ডে ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধিঃ ষড়্রাত্রং ব্রাহ্মণস্য চ।
বর্ণানাং পরিশিষ্টানাংদ্বাদশেঽহ্নিবিনির্দ্দিশেৎ॥১৮
সপিণ্ডে ব্রাহ্মণা বর্ণাঃ সর্ব্বএবাবিশেষতঃ।
দশরাত্রেণ শুধ্যেয়ুরিত্যাহ ভগবান্ যমঃ ॥ ১৯
ভৃগ্বগ্নিপতনাম্ভোভির্ম্মৃতানামাত্মঘাতিনাম্।
পতিতানামশৌচঞ্চ শস্ত্রবিদ্যুদ্ধতাশ্চ যে ॥ ২০
যতো ব্রতী ব্রহ্মচারী সূপকারশ্চ দীক্ষিতঃ।
নাশৌচভাজঃ কথিতা রাজাজ্ঞাকারিণশ্চ যে ॥ ২১
যস্তু ভুঙ্ক্তে পরাশৌচেবর্ণী সোঽপ্যশুচির্ভবেৎ।
অমুষ্য শুদ্ধৌ শুদ্ধিশ্চ তস্যাপ্যুক্তা মনীষিভিঃ ॥২২
পরাশৌচে নরো ভুক্ত্বা কৃমিযোনৌ প্রজায়তে।
ভুক্ত্বান্নং ম্রিয়তে যস্য তস্য জাতৌ প্রজায়তে ॥২৩
দানং প্রতিগ্রহো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃকর্ম্ম চ।
প্রেতপিণ্ডক্রিয়াবর্জ্জমশৌচং বিনিবর্ত্ততে ॥ ২৪
ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

মৃণ্ময়ং ভাজনং সর্ব্বং পুনঃ পাকেন শুধ্যতি।
মলৈর্ম্মূত্রৈঃ পুরীষৈর্ব্বা ষ্ঠীবনৈঃ পূযশোণিতৈঃ ॥১
সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃ পাকেন মৃণ্ময়ম্।
এতৈরেব যদি স্পৃষ্টং তাম্রসৌবর্ণরাজতম্ ॥ ২
শুধ্যত্যাবর্ত্তিতং পশ্চাদন্যথা কেবলাম্ভসা।
অম্লোদকেন তাম্রস্য সীসস্য ত্রপুণস্তথা ॥ ৩
ক্ষারেণ শুদ্ধিঃ কাংস্যস্য লৌহস্যাপিবিনির্দ্দিশেৎ।
মুক্তামণিপ্রবালানাং শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু ॥ ৪
অজানাং চৈব ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ।
শাকমূলফলানাঞ্চ বিদলানাং তথৈব চ ॥ ৫
মার্জ্জনাদ্যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি।
উষ্ণাম্ভসা তথা শুদ্ধিঃ সকেশানাং বিনির্দ্দিশেৎ ॥৬
শয্যাসনাপণানান্তু সূর্য্যস্য কিরণৈস্তথা।
শুদ্ধিস্তু প্রোক্ষণাদ্যজ্ঞে করকেন্ধনয়োস্তথা ॥ ৭
মার্জ্জনাদ্বেশ্মনাং শুদ্ধিঃ ক্ষিতেঃ শোধস্তুতৎক্ষণাৎ।
সংমার্জ্জনেন তোয়েন বাসসাং শুদ্ধিরিষ্যতে ॥৮
বহূনাং প্রোক্ষণাচ্ছুদ্ধির্দ্ধান্যাদীনাং বিনির্দ্দিশেৎ।
প্রোক্ষণাৎ সংহতানাঞ্চ কাষ্ঠানাঞ্চৈব তক্ষণাৎ ॥৯
সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন শৃঙ্গদন্তময়স্য চ।
গোবালৈঃ ফলপত্রাণামস্থ্নাং শৃঙ্গবতাং তথা ॥১০
নির্য্যাসানাং গুড়ানাঞ্চ লবণানাং তথৈব চ।
কুসুম্ভকুসুমানাঞ্চ ঊর্ণাকার্পাসয়োস্তথা ॥ ১১
প্রোক্ষণাৎ কথিতা শুদ্ধিরিত্যাহ ভগবান্ যম্।
ভূমিষ্ঠমুদকং শুদ্ধং তথা শুচি শিলাগতম্ ॥ ১২
বর্ণগন্ধরসৈর্দুষ্টৈর্ব্বর্জ্জিতানাং তথা ভবেৎ।
শুদ্ধং নদীগতং তোয়ং সর্ব্বদৈব সুখাকরম্ ॥ ১৩
শুদ্ধং প্রসারিতং পণ্যং শুদ্ধাশ্চাশ্বাদয়ো মুখে।
মুখবর্জ্জস্তু গৌঃ শুদ্ধা মার্জ্জারশ্চাশ্রমে শুচিঃ ॥ ১৪
শয্যা ভার্য্যা শিশুর্বস্ত্রমুপবীতং কমণ্ডলুঃ।
আত্মনঃ কথিতং শুদ্ধং ন তচ্ছুদ্ধং পরস্য চ ॥ ১৫
নারীণাঞ্চৈব বৎসানাং শকুনীনাং শুনাং মুখম্।
রাত্রৌ প্রসরণে বৃক্ষে মৃগয়ায়াং সদা শুচি ॥ ১৬
শুদ্ধা ভর্ত্তুশ্চতুর্থেঽহ্নি স্নাতা নারী রজস্বলা।
দৈবে কর্ম্মণি পিত্র্যে চ পঞ্চমেঽহনি শুধ্যতি ॥১৭
রথ্যাকর্দ্দমতোয়েন ষ্ঠীবনাদ্যেন বাপ্যথ।
নাভের্দ্ধ্বং নরঃ স্পৃষ্টঃ সদ্যঃস্নানেন শুধ্যতি ॥১৮
কৃত্বা মূত্রপুরীষঞ্চ লেপগন্ধাপহস্তথা।
উদ্ধৃতেনাম্ভসা স্নানং মৃদা চৈব সমাচরেৎ ॥ ১৯
মেহনে মৃত্তিকাঃ সপ্ত লিঙ্গে দ্বে চ প্রকীর্ত্তিতে।
একস্মিন্ বিংশতির্হস্তে দ্বয়োর্দ্দেয়াশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২০
তিস্রস্তু মৃত্তিকা দেয়াঃ কৃত্বা তু নখশোধনম্।
তিস্রস্তু পাদয়োর্দ্দেয়াঃ শৌচকামস্য সর্ব্বদা ॥ ২১
শৌচমেতদ্গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্।
দ্বিগুণঞ্চ বনস্থানাং যতীনাং দ্বিগুণং তথা ॥ ২২
মৃত্তিকা চ বিনির্দ্দিষ্টা ত্রিপর্ব্ব পূর্য্যতে যয়া ॥ ২৩

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

নিত্যং ত্রিষবণস্নায়ী কৃত্বা পর্ণকুটীং বনে।
অধঃশায়ী জটাধারী পর্ণমূলফলাশনঃ ॥ ১
গ্রামং বিশেত ভিক্ষার্থং স্বকর্ম্ম পরিকীর্ত্তয়ন্।
একং কালং সমাস্থায় বর্ষে চ দ্বাদশে গতে ॥ ২
রুক্মস্তেয়ী সুরাপায়ী ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
ব্রতেনৈতেন শুধ্যন্তি মহাপাতকিনশ্চ যে ॥ ৩
যাগস্থং ক্ষত্রিয়ং হত্বা বৈশ্যং হত্বা তু যাজকম্।
এতদেব ব্রতং কুর্য্যাদাশ্রমং বিনিদূষকঃ ॥ ৪
কূটসাক্ষ্যং তথৈবোক্ত্বা নিক্ষেপঞ্চ প্রহৃত্য চ।
এতদেব ব্রতং কুর্য্যাচ্ছক্ত্যা চ শরণাগতম্ ॥ ৫
আহিতাগ্নিঃ স্ত্রিয়ং হত্বা মিত্রং হত্বা তথৈব চ।
হত্বা গর্ভমবিজ্ঞাতমেতদেব ব্রতঞ্চরেৎ ॥ ৬
ব্রতস্থঞ্চ দ্বিজং হত্বা পার্থিবঞ্চাকৃতাশ্রমম্।
এতদেব ব্রতং কুর্য্যাদ্দ্বিগুণঞ্চ বিশুদ্ধয়ে ॥ ৭
ক্ষত্রিয়স্য তু পাদোনং তদর্দ্ধং বৈশ্যঘাতনে।
অর্দ্ধমেব সদা কুর্য্যাৎ স্ত্রীবধে পুরুষস্তথা ॥ ৮
পাদস্তু শূদ্রহত্যায়ামুদক্যাগমনে তথা।
গোবধে চ তথা কুর্য্যাৎ পরদারগতস্তথা ॥ ৯
পশূন্ হত্বা তথা গ্রাম্যান্ মাসং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
আরণ্যানাং বধে চৈব তদর্দ্ধন্তু বিধীয়তে ॥ ১০
হত্বা দ্বিজং তথা সর্পং জলেশয়বিলেশয়ৌ।
সপ্তরাত্রং তথা কুর্য্যাদ্ব্রতন্তু ব্রাহ্মণস্তথা ॥ ১১
অনস্থ্নান্তু শতং হত্বা সাস্থ্নাং দশশতং তথা।
ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্য্যাৎ পূর্ণং সম্বৎসরং তথা ॥১২
যস্য যস্য চ বর্ণস্য বৃত্তিচ্ছেদং সমাচরেৎ।
তস্য তস্য বধপ্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥১৩
অপহৃত্য তু বর্ণানাং ভুবনেব প্রমাদতঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথ প্রোক্তং ব্রাহ্মণানুমতঞ্চরেৎ ॥ ১৪
গোগজাশ্বস্যাপহরণে সীসানাং রজতস্য চ।
জলাপহরণে চৈব কুর্য্যাৎ সম্বৎসরং ব্রতম্ ॥ ১৫

তিলানাং ধান্যবস্ত্রাণাং শস্ত্রাণামামিষস্য চ।
সম্বৎসরার্দ্ধং কুর্ব্বীত ব্রতমেতৎ সমাহিতঃ ॥ ১৬
তৃণকাষ্ঠে চ তক্রাণাং রসানামপহারকঃ।
মাসমেকং ব্রতং কুর্য্যাদ্দন্তানাং সর্পিষাস্তথা ॥১৭
লবণানাং গুড়ানাঞ্চ মূলানাং কুসুমস্য চ।
মাসার্দ্ধন্তু ব্রতং কুর্য্যাদেতদেব সমাহিতঃ ॥ ১৮
লৌহানাং বৈদলানাঞ্চ সূত্রাণাং চর্ম্মণাং তথা।
একরাত্রং ব্রতং কুর্য্যাত্তদ্বদেব সমাহিতঃ ॥ ১৯
ভুক্ত্বা পলাণ্ডুং লশুনং মদ্যঞ্চ করকাণি চ।
নারং মলং তথা মাংসং বিড়্বরাহং খরং তথা ॥২০
গোধেরকুঞ্জরোষ্ট্রঞ্চ সর্ব্বং পঞ্চনখং তথা।
ক্রব্যাদং কুক্কুটং গ্রাম্যংকুর্য্যাৎ সম্বৎসরং ব্রতম্২১
ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাস্ত্বেতে গোধাকচ্ছপশল্লকাঃ।
সঙ্গশ্চ শশকশ্চৈব তান্ হত্বা তু চরেদ্‌ব্রতম্ ॥ ২২
হংসং মদ্গুরকং কাকং কাকোলং খঞ্জরীটকম্।
মৎস্যদাংশ্চ তথামৎস্যান্ বলাকাশুকসারিকাঃ২৩
চক্রবাকং প্লবং কোকং মণ্ডূকং ভুজগস্তথা।
মাসমেতদ্‌ব্রতং কুর্য্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৪
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ শকুলাংশ্চ তথৈব চ।
পাঠীনরোহিতৌ ভক্ষ্যৌমৎস্যেষু পরিকীর্ত্তিতৌ২৫
জলেচরাংশ্চ জলজান্ মুখপাদান্ সুবিষ্কিরান্।
রক্তপাদান্ জালপাদান্ সপ্তাহং ব্রতমাচরেৎ ॥২৬
তিত্তিরিঞ্চ ময়ূরঞ্চ লাবকঞ্চ কপিঞ্জলম্।
বার্দ্ধ্রীণসং বর্ত্তকঞ্চ ভক্ষ্যানাহ যমঃ সদা ॥ ২৭
ভুক্ত্বা চৈবোভয়দতং তথৈকশফদংষ্ট্রিণঃ।
তথা ভুক্ত্বা তু মাসংবৈ মাসার্দ্ধং ব্রতমাচরেৎ॥২৮
স্বয়ংমৃতং বৃথামাংসং মাহিষং বাজমেব চ।
গোশ্চ ক্ষীরং বিবৎসায়া মহিষ্যাশ্চ তথা পয়ঃ২৯
সন্ধিন্যমেধ্যং ভক্ষিত্বা পক্ষন্তু ব্রতমাচরেৎ।
ক্ষীরাণি যান্যভক্ষ্যাণি তদ্বিকারাশনে বুধঃ ॥ ৩০
সপ্তরাত্রং ব্রতং কুর্য্যাদ্যদেতৎ পরিকীর্ত্তিতম্।
লোহিতান্ বৃক্ষনির্য্যাসান্ ব্রশ্চনাং প্রভবাংস্তথা৩১
কেবলানি তথান্নানি তথা পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
গুড়পক্কং তথা ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রন্তু ব্রতী ভবেৎ ॥৩২
দধিভক্ষঞ্চ শুক্তেষু যচ্চান্যদ্দারুসম্ভবম্।
গুড়যুক্তং ভক্ষয়িত্বা তৎ নিন্দ্যমিতি শ্রুতিঃ ॥৩৩
যবগোধূমজং সর্ব্বং বিকারাঃ পয়সাঞ্চ যে।
রাজবাহঞ্চ কুলাঞ্চ ভৈক্ষং পর্য্যুষিতং ভবেৎ ॥৩৪
সজীবপক্কমাংসঞ্চ সর্ব্বং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
সম্বৎসরং ব্রতং কুর্য্যাৎ প্রাশ্যৈতান্ জ্ঞানতস্তথা৩৫

শূদ্রান্নং ব্রাহ্মণোভুক্ত্বা তথা রঙ্গাবতারিণঃ।
বন্ধস্য চৈব চৌরস্যাবীরায়াশ্চতথা স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৬
কর্ম্মকারস্য বেণস্য কীরস্য পতিতস্য চ।
রুক্মকারস্য তক্ষশ্চ তথা বার্দ্ধুষিকস্য চ ॥ ৩৭
কদর্য্যস্য নৃশংসস্য বেশ্যায়াঃ কিতবস্য চ।
গণান্নং ভূমিপালান্নমন্নঞ্চৈবাস্ত্রজীবিনঃ ॥ ৩৮
সৌনপান্নং সূতিকান্নং ভুক্ত্বা মাসং ব্রতঞ্চরেৎ।
শূদ্রস্য সততং ভুক্ত্বা ষণ্মাসান্ ব্রতমাচরেৎ ॥৩৯
বৈশ্যস্য চ তথা স্ত্রীণাং মাসমেকং ব্রতঞ্চরেৎ।
ক্ষত্রিয়স্য তথা ভুক্ত্বা দ্বৌ মাসৌ চ ব্রতঞ্চরেৎ॥৪০
ব্রাহ্মণস্য তথা ভুক্ত্বা মাসমেকং সমাচরেৎ।
অপঃ সুরাভাজনস্থাঃ পীত্বা পক্ষং ব্রতী ভবেৎ॥৪১
শূদ্রোচ্ছিষ্টাশনে মাসং পক্ষমেকং তথা বিশঃ।
ক্ষত্রিয়স্য তু সপ্তাহং ব্রাহ্মণস্য তথা দিনম্ ॥৪২
অথাশ্রদ্ধাশনে বিদ্বান্ মাসমেকং ব্রতী ভবেৎ।
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে ॥ ৪৩
ব্রতং সম্বৎসরং কুর্য্যাদ্দাতৃযাজকপঞ্চমঃ।
শুনোচ্ছিষ্টং তথা ভুক্ত্বা মাসমেকং ব্রতীভবেৎ৪৪
দূষিতং কেশকীটৈশ্চ মূষিকানকুলেন চ।
মক্ষিকামশকেনাপি ত্রিরাত্রন্তু ব্রতী ভবেৎ ॥ ৪৫
বৃথাকৃশরসংযাবপায়সাপূপশষ্কুলীঃ।
ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রং কুর্ব্বীত ব্রতমেতৎ সমাহিতঃ॥৪৬
নীল্যা চৈব ক্ষতো বিপ্রঃ শুনা দষ্টস্তথৈব চ।
ত্রিরাত্রন্তু ব্রতং কুর্য্যাৎ পুংশ্চলীদর্শনক্ষতঃ ॥ ৪৭
পাদপ্রতাপনং বহ্নৌ ক্ষিপ্ত্বা বহ্নৌ তথাপ্যধঃ।
কুশৈঃ প্রমৃজ্য পাদৌ চ দিনমেকং ব্রতঞ্চরেৎ ॥৪৮
ক্ষত্রিয়স্তু রণে হত্বা পৃষ্ঠং প্রাণপরায়ণম্।
সম্বৎসরব্রতং কুর্য্যাচ্ছিত্ত্বা পিপ্পলপাদপম্ ॥৪৯
দিবা চ মৈথুনং কৃত্বা স্নাত্বা দুষ্টজলে তথা।
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা দিনমেকং ব্রতী ভবেৎ ॥৫০
ক্ষিপ্ত্বাগ্নাবশুচি দ্রব্যং তদ্বদম্ভসি মানবঃ।
মাসমেকং ব্রতং কুর্য্যাদপক্রুধ্য তথা গুরুম্ ॥ ৫১
তথা বিশেষজং পীত্বা পানীয়ং ব্রাহ্মণস্তথা।
ত্রিরাত্রন্তু ব্রতং কুর্য্যাদ্বামহস্তেন বা পুনঃ ॥ ৫২
একপঙ্‌ক্ত্যুপবিষ্টেষু বিষমং যঃ প্রযচ্ছতি।
স চ তাবদসৌ পক্ষং প্রকুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মণো ব্রতম্ ॥৫৩
ধারয়িত্বা তুলাঞ্চৈব বিষমং বণিজস্তথা।
সুরালবণপাত্রেষু ভুক্ত্বা ক্ষীরং ব্রতঞ্চরেৎ ॥ ৫৪
বিক্রীয় পাণিনা সদ্যং তিলানি চ তথাচরেৎ।
হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারঞ্চ গরীয়সঃ ॥ ৫৫

দিনমেকং ব্রতং কুর্য্যাৎ প্রযতঃ সুসমাহিতঃ॥৫৬
প্রেতস্য প্রেতকার্য্যাণি কৃত্বা বৈ ধনহারকঃ।
বর্ণানাং যদ্‌ব্রতং প্রোক্তং তদ্‌ব্রতং প্রযতশ্চরেৎ৫৭
কৃত্বা পাপং ন গূহেত গুহ্যমানং হি বর্দ্ধতে।
কৃত্বা পাপং বুধঃ কুর্য্যাৎ পর্ষদানুমতং ব্রতম্॥৫৮
স্থিত্বা চ শ্বপদাকীর্ণে বহু ব্যাধমৃগে বনে।
ন ব্রাহ্মণোব্রতং কুর্য্যাৎ প্রাণবাধভয়াৎ সদা॥৫৯
সতোহি জীবতোজীবং সর্ব্বপাপমপোহতি।
ব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রৈস্তথা দানৈরিত্যাহ ভগবান্ যমঃ ৬০
শরীরং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ।
শরীরাচ্চ্যবতে ধর্ম্মঃ পর্ব্বতাৎ সলিলং যথা॥ ৬১
আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি সমেত্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজো দদ্যাৎ স্বেচ্ছয়া ন কদাচন॥৬২

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্র্যহং ত্রিষবণস্নানে প্রকুর্য্যাদঘমর্ষণম্।
নিমজ্য নক্তং সরিতি ন ভুঞ্জীত দিনত্রয়ম্॥ ১
বীরাসনং সদা তিষ্ঠেদ্গাঞ্চ দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্।
অঘমর্ষণমিত্যেতৎ কৃতং সর্ব্বাঘনাশনম্॥ ২
ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্।
পরং ত্র্যহঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ ব্রতম্॥৩
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং পিবেৎ।
ত্র্যহমুষ্ণং পয়ং পীত্বা বায়ুভক্ষী দিনত্রয়ম্॥ ৪
তপ্তকৃচ্ছ্রং বিজানীয়াদেতদুক্তং সদা ব্রতম্।
দ্বাদশেনোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৫
বিধিনোদকসিদ্ধানি সমশ্নীয়াৎ প্রযত্নতঃ।
শক্তূন্ হি সোদকান্ মাসং কৃচ্ছ্রং বারুণমুচ্যতে॥৬
বিল্বৈরামলকৈর্বাপি কপিত্থৈরথবা শুভৈঃ।
মাসেন লোকেঽতিকৃচ্ছ্রঃ কথ্যতে দ্বিজসত্তমৈঃ॥৭
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
একরাত্রোপবাসস্তু কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্॥ ৮
ব্রতৈস্তু ত্র্যহমধ্যস্থৈর্মহাসান্তপনং স্মৃতম্।
পাদদ্বয়ং তথা ত্যক্ত্বা শক্তূনাং পরিবাসনাৎ।
উপবাসান্তরাভ্যাসাত্তুলাপুরুষ উচ্যতে॥ ৯
গোপুরীষাশনো ভূত্বা মাসং নিত্যং সমাহিতঃ।
ব্রতন্তু বার্দ্ধিকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে॥১০
গ্রাসং চন্দ্রকলাবৃদ্ধ্যা প্রাশ্নীয়াদ্বর্দ্ধয়ন্ সদা।
হ্রাসয়ংস্তু কলাহানৌ ব্রতং চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্॥১১
মন্ত্র বিদ্বান্ জপেদ্ভক্ত্যা জুহুয়াচ্চৈব শক্তিতঃ।
অয়ং বিধিস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সুধীভির্বিমলাত্মভিঃ।
পাপাত্মনস্তু পাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ১২
শঙ্খপ্রোক্তমিদং শাস্ত্রংযোঽধীতে প্রযতঃ সুধীঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃস্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ১৩

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তেয়ং শঙ্খ সংহিতা।

লিখিত সংহিতা।

ইষ্টাপূর্ত্তেতু কর্ত্তব্যে ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ১
একাহমপি কর্ত্তব্যং ভূমিষ্টমুদকং শুভম্।
কুলানি তারয়েৎ সপ্ত যত্র গৌর্বিতৃষী ভবেৎ॥ ২
ভূমিদানেন যে লোকা গোদানেন চ কীর্ত্তিতাঃ।
তল্লোকান্প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্যঃপাদপানাং প্ররোপণে॥৩
বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্যস্তু স পূর্ত্ত ফলমশ্নুতে॥ ৪
অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥ ৫
ইষ্টাপূর্ত্তে দ্বিজাতীনাং সামান্যোধর্ম্মউচ্যতে।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে ন বৈদিকে॥ ৬
যাবদস্থি মনুষ্যস্য গঙ্গাতোয়েষু তিষ্ঠতি।
তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৭
দেবতানাং পিতৄণাঞ্চ জলে দদ্যাজ্জলাঞ্জলিম্।
অসংস্কৃতমৃতানাঞ্চ স্থলে দদ্যাজ্জলাঞ্জলিম্॥ ৮
একাদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
মুচ্যতে প্রেতলোকাত্তু পিতৃলোকং স গচ্ছতি॥৯
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো'গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥ ১০
বারাণস্যাং প্রবিষ্টস্তু কদাচিন্নিষ্ক্রমেদ্যদি।
হসন্তি তস্য ভূতানি অন্যোন্যং করতাড়নৈঃ॥ ১১
গয়াশিরে তু যৎকিঞ্চিন্নাম্না পিণ্ডন্তু নির্ব্বপেৎ।
নরকস্থোদিবং যাতি স্বর্গস্থোমোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ১২
আত্মনোবা পরস্যাপি গয়াক্ষেত্রে যতস্ততঃ।
যন্নাম্না পাতয়েৎপিণ্ডং তংনয়েদ্ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥১৩
লোহিতো যস্তু বর্ণেন শঙ্খবর্ণখুরস্তথা।
লাঙ্গুলশিরসোশ্চৈব স বৈ নীলবৃষঃ স্মৃতঃ॥ ১৪
নবশ্রাদ্ধং ত্রিপক্ষে চ দ্বাদশন্বেব মাসিকম্।
ষণ্মাসৌ চাব্দিকঞ্চৈব শ্রাদ্ধান্যেতানি ষোড়শ॥১৫
যস্যৈতানি ন কুর্ব্বীত একোদ্দিষ্টানি ষোড়শ।
পিশাচত্বং স্থিরং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি॥ ১৬

সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং প্রতিসম্বৎসরং দ্বিজঃ।
মাতাপিত্রোঃপৃথক্কুর্য্যাদেকোদ্দিষ্টংমৃতেঽহনি১৭
বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যং মাতাপিত্রোস্তু সন্ততম্।
অদৈবং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধংপিণ্ডমেকন্তুনির্ব্বপেৎ॥১৮
সংক্রান্তাবুপরাগে চ পর্ব্বণ্যপি মহালয়ে।
নির্ব্বাপ্যাস্তু ত্রয়ঃ পিণ্ডা একতস্তু ক্ষয়েঽহনি॥ ১৯
একোদ্দিষ্টং পরিত্যজ্য পার্ব্বণং কুরুতে দ্বিজঃ।
অকৃতং তদ্বিজানীয়াৎ স নাম পিতৃঘাতকঃ॥২০
অমাবস্যাং ক্ষয়োযস্য ব্রতপক্ষেঽথবা যদি।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং তস্যোক্তঃ পার্ব্বণোবিধিঃ॥২১
ত্রিদণ্ডগ্রহণাদেব প্রেতত্বং নৈব জায়তে।
অহন্যেকাদশে প্রাপ্তে পার্ব্বণন্তু বিধীয়তে॥ ২২
যস্য সম্বৎসরাদর্ব্বাক্ সপিণ্ডীকরণং স্মৃতম্।
প্রত্যহং তৎসোদকুম্ভংপ্রদদ্যাৎ সম্বৎসরং দ্বিজঃ॥২৩
পত্যা চৈকেন কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ।
পিতামহ্যাপি তত্তস্মিন্ সত্যেবন্তু ক্ষয়েঽহনি॥ ২৪
তস্যাং সত্যাংপ্রকর্ত্তব্যংতস্যাঃশ্বশ্র্বেতিনিশ্চিতম্২৫
বিবাহে চৈব নির্বৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু।
একত্বং সা গতা ভর্ত্তুঃপিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে২৬
স্বগোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী উদ্বাহাৎ সপ্তমে পদে।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যং দানং পিণ্ডোদকক্রিয়া॥২৭
দ্বিমাতুঃ পিণ্ডদানন্তু পিণ্ডে পিণ্ডে দ্বিনামতঃ।
ষণ্ণাং দেয়াস্ত্রয়ঃ পিণ্ডা এবং দাতা ন মুহ্যতি॥২৮
অথ চেন্মন্ত্রবিৎযুক্তঃ শারীরৈঃ পঙ্ক্তিদূষণৈঃ।
অদোষন্তং যমঃ প্রাহ পঙ্‌ক্তিপাবনএব সঃ॥ ২৯
অগ্নৌ করণশেষন্তু পিতৃপাত্রে প্রদাপয়েৎ।
প্রতিপাদ্য পিতৄণাঞ্চ ন দদ্যাদ্বৈশ্বদেবিকে॥ ৩০
অনগ্নিকো যদা বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং করোতি পার্ব্বণম্।
তত্র মাতামহানাঞ্চ কর্ত্তব্যমভয়ং সদা॥ ৩১
অপুত্রা যে মৃতাঃকেচিৎপুরুষাবা স্ত্রিয়োঽপিয়া।
তেভ্যএব প্রদাতব্যমেকোদ্দিষ্টং ন পার্ব্বণম্॥৩২
যস্মিন্ রাশিগতে সূর্য্যে বিপত্তিঃ স্যাদ্দ্বিজন্মনঃ।

তস্মিন্নহনি কর্ত্তব্যং দানং পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥ ৩৩
বর্ষবৃদ্ধ্যভিষেকাদি কর্ত্তব্য মধিকেন তু।
অধিমাসে তু পূর্ব্বং স্যাচ্ছ্রাদ্ধং সম্বৎসরাদপি ॥৩৪
সএব হেয়োদ্দিষ্টস্য যেন কেন তু কর্ম্মণা।
অভিধানান্তরং কার্য্যং তত্রৈবাহঃকৃতং ভবেৎ॥৩৫
শালাগ্নৌ পচত্যে অন্নং লৌকিকেনাপি নিত্যশঃ।
যস্মিন্নেব পচেদন্নং তস্মিন্ হোমো বিধীয়তে ॥৩৬
বৈদিকে লৌকিকে বাপি নিত্যং হুত্বা হুতব্রিতঃ।
বৈদিকে স্বর্গমাপ্নোতিলৌকিকে হন্তি কিল্বিষম্৩৭
অগ্নৌ ব্যাহৃতিভিঃ পূর্ব্বংহুত্বা মন্ত্রৈস্তু শাকলৈঃ।
সংবিভাগন্তু ভূতেভ্যস্ততোঽশ্নীয়াদনগ্নিমান্ ॥৩৮
উচ্ছেষণন্তু নোত্তিষ্ঠেদ্যাবদ্বিপ্রবিসর্জনম্।
ততোগৃহবলিং কুর্য্যাদিতি ধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ ॥৩৯
দর্ভাঃ কৃষ্ণাজিনং মন্ত্রাব্রাহ্মণশ্চ বিশেষতঃ।
নৈতে নির্ম্মাল্যতাংযান্তিযোক্তব্যাস্তেপুনঃপুনঃ৪০
পানমাচমনং কুর্য্যাৎ কুশপাণিঃ সদা দ্বিজঃ।
ভুক্ত্বা নোচ্ছিষ্টতাং যাতি এষ এব বিধিঃ সদা॥৪১
পান আচমনে চৈব তর্পণে দৈবিকে সদা।
কুশহস্তো ন দুষ্যেত যথা পাণিস্তথা কুশঃ ॥ ৪২
বামপাণৌ কুশান্ কৃত্বা দক্ষিণেন উপস্পৃশেৎ।
বিনাচমন্তি যে মূঢ়া রুধিরেণাচমন্তি তে ॥ ৪৩
নীবীমধ্যেষু যে দর্ভাব্রহ্মসূত্রেষু যে কৃতাঃ।
পবিত্রাংস্তান্ বিজানীয়াদ্যথা কায়স্তথা কুশাঃ৪৪
পিণ্ডে কৃতাস্তু যে দর্ভা যৈঃ কৃতং পিতৃতর্পণম্।
মূত্রোচ্ছিষ্টপুরীষঞ্চ তেষাং ত্যাগোবিধীয়তে ॥ ৪৫
দৈবপূর্ব্বন্তু যচ্ছ্রাদ্ধমদৈবঞ্চাপি যস্তবেৎ।
ব্রহ্মচারী ভবেত্তত্র কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধন্তু পৈতৃকম্ ॥ ৪৬
মাতুঃ শ্রাদ্ধন্তু পূর্ব্বং স্যাৎ পিতৃণাং তদনন্তরম্।
ততোমাতামহানাঞ্চ বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্ ॥ ৪৭
ক্রতুর্দ্দক্ষোবসুঃ সত্যঃ কালকামৌ ধুরিলোচনৌ।
পুরূরবামাদ্রবাশ্চ বিশ্বেদেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৮
আগচ্ছন্তু মহাভাগাবিশ্বেদেবামহাবলাঃ।
যে যত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানাভবন্তু তে ॥ ৪৯
ইষ্টিশ্রাদ্ধে ক্রতুর্দ্দক্ষোবসুঃ সত্যঞ্চ দৈবিকে।
কালঃ কামে ঽগ্নিকার্য্যেষু অম্বরে ধুরিলোচনৌ।
পুরূরবামাদ্রবাশ্চ পার্ব্বণেষু নিযোজয়েৎ ॥ ৫০
যস্যাস্তু ন ভবেদ্ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাকর্ম্মশঙ্কয়া ॥ ৫১
অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্।
অস্যাং যোজায়তে পুত্রঃ সমেপুত্রোভবিষ্যতি॥৫২
মাতুঃ প্রথমতঃ পিণ্ডং নির্ব্বপেৎ পুত্রিকাসুতঃ।
দ্বিতীয়ন্তু পিতুস্তস্যাস্তৃতীয়ন্তংপিতুঃ পিতুঃ ॥ ৫৩
মৃণ্ময়েষু চ পাত্রেষু শ্রাদ্ধে যো ভোজয়েৎপিতৃন্।
অন্নদাতা পুরোধাশ্চ ভোক্তা চ নরকং ব্রজেৎ ॥৫৪
অলাভে মৃণ্ময়ং দদ্যাদনুজ্ঞাতস্তু তৈর্দ্বিজৈঃ।
ঘৃতেন প্রোক্ষণং কার্য্যং মৃদঃ পাত্রং পবিত্রকম্॥৫৫
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে যস্তু ভুঞ্জীত জিহ্বলঃ।
পতন্তি পিতরস্তস্য লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৫৬
শ্রাদ্ধং দত্বা চ ভুক্ত্বা চ অধ্বানং যোঽধিগচ্ছতি।
ভবন্তি পিতরস্তস্য তন্মাসং পাংশুভোজনাঃ ॥ ৫৭
পুনর্ভোজনমধ্বানং ভারাধ্যয়নমৈথুনম্।
দানং প্রতিগ্রহং হোমং শ্রাদ্ধং কৃত্বাষ্টবর্জ্জয়েৎ॥৫৮
অধ্বগামী ভবেদশ্বঃ পুনর্ভোক্তা চ বায়সঃ।
কর্ম্মকৃজ্জায়তে দাসঃ স্ত্রীগমনে চ শূকরঃ ॥ ৫৯
দশকৃত্বঃ পিবেদাপঃ সাবিত্র্যা চাভিমন্ত্রিতাঃ।
ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত শুধ্যেত তদনন্তরম্ ॥ ৬০
আর্দ্রবাসাস্তু যৎ কুর্য্যাদ্বহির্জানু চ যৎ কৃতম্।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং কার্য্যাজ্জপহোমপ্রতিগ্রহম্ ॥ ৬১
চান্দ্রায়ণং নবশ্রাদ্ধে পরাকো মাসিকে তথা।
পক্ষত্রয়ে তু কৃচ্ছ্রং স্যাৎ ষণ্মাসে কৃচ্ছ্রমেবচ ॥ ৬২
ঊনাব্দিকে ত্রিরাত্রং স্যাদেকাহঃ পুনরাব্দিকে।
শাবে মাসন্তু মুক্ত্বা বা পাদকৃচ্ছ্রং বিধীয়তে ॥ ৬৩
সর্পবিপ্রহতানাঞ্চ শৃঙ্গিদংষ্ট্রিসরীসৃপৈঃ।
আত্মনস্ত্যাগিনাঞ্চৈবশ্রাদ্ধমেষাং ন কারয়েৎ ॥৬৪
গোভির্হতং তথোদ্বদ্ধং ব্রাহ্মণেন তু ঘাতিতম্।
তং স্পৃশন্তি চ যে বিপ্রা গোজাশ্বাশ্চ ভবন্তি তে৬৫
অগ্নিদাতা তথা চান্যেঃ পাশচ্ছেদকরাশ্চ যে।
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যন্তি মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৬৬
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ।
ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং পীত্বা বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥ ৬৭
গোভূহিরণ্যহরণে স্ত্রীণাং ক্ষেত্রগৃহস্য চ।
যমুদ্দিশ্য ত্যজেৎ প্রাণাংস্তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ৬৮
উদ্যতাঃ সহ ধাবন্তে যদ্যেকোধর্ম্মঘাতকঃ।
সর্ব্বেতে শুদ্ধিমৃচ্ছন্তি সএকোব্রহ্মঘাতকঃ ॥ ৬৯
পতিতান্নং যদা ভুঙ্ক্তে ভুঙ্ক্তে চাণ্ডালবেশ্মনি।
স মাসার্দ্ধং চরেদ্বারি মাসং কামকৃতেন তু ॥ ৭০
যোগেন পতিতেনৈব স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে।
তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ॥৭১
ব্রহ্মহা চ সুরাপায়ী স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ৭২

স্নেহাদ্বা যদিবা লোভাদ্ভয়াদজ্ঞানতোঽপিবা।
কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহং যে চ তৎপাপং তেষু গচ্ছতি ॥৭৩
উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টোব্রাহ্মণস্তু কদাচন।
তৎক্ষণাৎ কুরুতে স্নানমাচমেন শুচির্ভবেৎ ॥ ৭৪
কুব্জবামনষণ্ডেষু গদ্গদেষু জড়েষু চ।
জাত্যন্ধে বধিরে মূকে ন-দোষঃ পরিবেদনে ॥৭৫
ক্লীবে দেশান্তরস্থে চ পতিতে ব্রজিতেঽপিবা।
যোগশাস্ত্রাভিযুক্তে চ ন দোষঃ পরিবেদনে ॥৭৬
পূরণে কূপবাপীনাং বৃক্ষচ্ছেদনপাতনে।
বিক্রীণীত গজঞ্চাশ্বং গোবধস্তস্য নির্দ্দিশেৎ ॥ ৭৭
পাদেঽঙ্গরোমবপনং দ্বিপাদে শ্মশ্রু কেবলম্।
তৃতীয়ে তু শিখাবর্জং চতুর্থেতু শিখাব : ॥ ৭৮
চাণ্ডালোদকসংস্পর্শে স্নানং যেন বিধীয়তে।
তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যংসমাচরেৎ॥৭৯
চাণ্ডালঘটভাণ্ডস্থং যত্তোয়ং পিবতে দ্বিজঃ।
তৎক্ষণাৎ ক্ষিপতে যস্তু প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ৮০
যদি নোৎক্ষিপ্যতে তোয়ংশরীরেতস্য জীর্য্যতি।
প্রাজাপত্যং ন দাতব্যং কৃচ্ছ্রং সান্তপনংচরেৎ।৮১
চরেৎ সান্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যন্তু ক্ষত্রিয়ঃ।
তদর্দ্ধন্তু চরেদ্বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রে তু দাপয়েৎ ॥৮২
রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা শুনা শূকরবায়সৈঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৮৩
অজ্ঞানতঃ স্নাতমাত্রমানাভেস্তু বিশেষতঃ।
অতঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রং স্যাত্তদীয়স্পর্শনে মতম্ ॥৮৪
বালশ্চৈব দশাহে তু পঞ্চত্বং যদি গচ্ছতি।
সদ্য এব বিশুধ্যেত নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥৮৫
শাবসূতক উৎপন্নে সূতকন্তু সদা ভবেৎ।
শাবেন শুধ্যতে সূতির্ন সূতিঃ শাবশোধিনা ॥৮৬
ষষ্ঠেন শুদ্ধতৈকাহং পঞ্চমে ত্র্যহমেব তু।
চতুর্থে সপ্তরাত্রং স্যাত্রিপুরুষে দশমেঽহনি ॥ ৮৭
মরণারব্ধমাশৌচং সংযোগোযস্য নাগ্নিভিঃ।
আদাহাত্তস্য বিজ্ঞেয়ং যস্য বৈতানিকোবিধিঃ॥৮৮
আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ।
অন্ত্যভাণ্ডস্থিতাহ্যেতে নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥৮৯
মার্জনীরজসাসক্তে স্নানবস্ত্রঘটোদকে।
নবাম্ভসি তথা চৈব হন্তি পুণ্যং দিবাকৃতম্ ॥৯০
দিবা কপিত্থচ্ছায়ায়াং রাত্রৌ দধিষু শক্তুষু।
ধাত্রীফলেষু সর্ব্বত্র অলক্ষ্মীর্ব্বসতে সদা। ৯১
যত্র যত্র চ সংকীর্ণমাত্মানং মন্যতে দ্বিজঃ।
তত্র তত্র তিলৈর্হোমং গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ ॥৯২

ইতি শ্রীমহর্ষিলিখিতপ্রোক্তংধর্ম্মশাস্ত্রং সমাপ্তম্।

দক্ষ সংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সর্ব্বধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্ববেদবিদাং বরঃ।
পারগঃ সর্ব্ববিদ্যানাং দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥ ১
উৎপত্তিঃ প্রলয়শ্চৈব স্থিতিঃ সংহারএব চ।
আত্মা চাত্মনি তিষ্ঠেত আত্মা ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ ॥ ২
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোযতিস্তথা।
এতেষাস্তু হিতার্থায় দক্ষঃ শাস্ত্রমকল্পয়ৎ ॥ ৩
জাতমাত্রঃ শিশুস্তাবদ্যাবদষ্টৌ সমা বয়ঃ।
সহি গর্ভসমোজ্ঞেয়োব্যক্তিমাত্রপ্রদর্শিতঃ ॥ ৪
ভক্ষ্যাভক্ষ্যে তথা পেয়ে বাচ্যাবাচ্যে তথানৃতে।
তস্মিন্‌কালে ন দোষোঽস্তি স যাবন্নোপনীয়তে॥৫
উপনীতস্য দোষোঽস্তি ক্রিয়মাণৈর্বিগর্হিতৈঃ।
অপ্রাপ্তব্যবহারোঽসৌ যাবৎ ষোড়শবার্ষিকঃ ॥ ৬
স্বীকরোতি যদা বেদং চরেদ্বেদব্রতানি চ।
ব্রহ্মচারী ভবেত্তাবদূর্দ্ধং স্নাতো ভবেদ্‌গৃহী ॥ ৭
দ্বিবিধোব্রহ্মচারী তু স্মৃতঃ শাস্ত্রে মনীষিভিঃ।
উপকুর্ব্বাণকস্ত্বাদ্যোদ্বিতীয়োনৈষ্ঠিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৮
যোগৃহাশ্রমমাস্থায় ব্রহ্মচারী ভবেৎ পুনঃ।
ন যতির্ন বনস্থশ্চ সর্ব্বাশ্রমবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৯
অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥১০
জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে চ রতস্তু যঃ।
নসৌ তৎফলমাপ্নোতি কুর্ব্বাণোঽপ্যাশ্রমাচ্চ্যুতঃ
ত্রয়াণামানুলোম্যংহি প্রাতিলোম্যংন বিদ্যতে১১
প্রাতিলোম্যেন যো যাতি ন তস্মাৎ পাপকৃত্তমঃ।
মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে ॥ ১২
গৃহস্থোদেবযজ্ঞাদ্যৈর্নখলোম্না বনাশ্রিতঃ।
ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩
যস্যৈতল্লক্ষণং নাস্তি প্রায়শ্চিত্তী নচাশ্রমী।
উক্ত কর্ম্ম ক্রমোনোক্তো ন কালোমুনিভিঃ স্মৃতঃ
দ্বিজানাস্তু হিতার্থায় দক্ষস্তু স্বয়মব্রবীৎ ॥ ১৪
ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রাতরুত্থায় কর্ত্তব্যং যদ্দ্বিজেন দিনে দিনে।
তৎ সর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি দ্বিজানামুপকারকম্ ॥ ১
উদয়াস্তময়ং যাবন্ন বিপ্রঃ ক্ষণিকোভবেৎ।
নিত্যর্নৈমিত্তিকৈর্ম্মুক্তঃকাম্যৈশ্চান্যৈরগর্হিতৈঃ ॥২
যঃ স্বকর্ম্ম পরিত্যজ্য যদন্যৎ কুরুতে দ্বিজঃ।
অজ্ঞানাদ্‌যদিবামোহাৎ স তেন পতিতোভবেৎ ৩
দিবসস্যাদ্যভাগে তু কৃত্যং তস্যোপদিশ্যতে।
দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ চতুর্থে পঞ্চমে তথা ॥ ৪
ষষ্ঠে চ সপ্তমেচৈব অষ্টমে চ পৃথক্ পৃথক্।
বিভাগেষ্বেষু যৎকর্ম্ম তৎপ্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৫
উষঃকালে তু সংপ্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথার্থবৎ।
ততঃ স্নানং প্রকুর্ব্বীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥ ৬
অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেষ দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনম্ ॥৭
ক্লিদ্যন্তি হি প্রসুপ্তস্য ইন্দ্রিয়াণি স্রবন্তি চ।
অঙ্গানি সমতাং যান্তি উত্তমান্যধমৈঃ সহ ॥ ৮
নানাস্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্।
অস্নাত্বা না চরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন ॥ ৯
প্রাতরুত্থায় যোবিপ্রঃ প্রাতঃস্নায়ী ভবেৎ সদা।
সমস্তজন্মজং পাপং ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ব্ব্যপোহতি ॥ ১০
উষস্যুষসি যৎ স্নানং সন্ধ্যায়ামুদিতে রবৌ।
প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১১
প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ।
সর্ব্বমর্হতি পূতাত্মা প্রাতঃস্নায়ী জপাদিকম্ ॥১২
স্নানাদনন্তরং তাবদুপস্পর্শনমুচ্যতে।
অনেন তু বিধানেন আচান্তঃশুচিতা মিয়াৎ ॥১৩
প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌচত্রিঃপিবেদম্বুবীক্ষিতম্।
সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততোমুখম্ ॥ ১৪
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
ততঃ পাদৌ সমভ্যুক্ষ্য অঙ্গানি সমুপস্পৃশেৎ ॥ ১৫

অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ ॥১৬
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়া নাভিং হৃদয়ঞ্চ তলেন বৈ।
সর্ব্বাভিস্ত শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ॥১৭
সন্ধ্যায়াঞ্চ প্রভাতে চ মধ্যাহ্নে চ ততঃ পুনঃ।
সন্ধ্যাং নোপাসতে যস্তু ব্রাহ্মণোহিবিশেষতঃ ॥১৮
স জীবন্নেব শূদ্রঃ স্যান্মৃতঃ শ্বা চৈব জায়তে।
সন্ধ্যাহোমোহশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ১৯
যদন্যৎ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলমশ্নুতে ॥ ২০
সন্ধ্যাকর্ম্মাবসানে তু স্বয়ং হোমোবিধীয়তে।
স্বয়ংহোমে ফলং যত্তু তদন্যেন ন জায়তে ॥ ২১
ঋত্বিক্‌পুত্রো গুরুর্ভ্রাতাভাগিনেয়োহথবিট্‌পতিঃ।
এভিরেব হুতং যত্তু তদ্ধুতং স্বয়মেব হি ॥ ২২
দেবকার্য্যং ততঃ কৃত্বা শুকমঙ্গলবীক্ষণম্।
দেবকার্য্যাণি পূর্ব্বাহ্লে মনুষ্যাণাঞ্চ মধ্যমে ॥ ২৩
পিতৃণামপরাহ্লে চ কার্য্যাণ্যেতানি যত্নতঃ।
পৌর্ব্বাহ্লিকন্তু যৎ কর্ম্ম যদি তৎ সায়মাচরেৎ ॥২৪
ন তস্য ফলমাপ্নোতি বন্ধ্যাস্ত্রীমৈথুনং যথা।
দিবসস্যাদ্যভাগে তু সর্ব্বমেতদ্বিধীয়তে ॥ ২৫
দ্বিতীয়ে চ তথাভাগে বেদাভ্যাসোবিধীয়তে।
বেদাভ্যাসোহি বিপ্রাণাং পরমং তপউচ্যতে ॥২৬
ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গসহিতন্তু সঃ।
বেদস্বীকরণং পূর্ব্বং বিচারোহভ্যসনং জপঃ ॥২৭
ততোদানঞ্চ শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসোহিপঞ্চধা।
সমিৎপুষ্পকুশাদীনাং স কালঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ২৮
তৃতীয়ে চৈব ভাগে তু পোষ্যবর্গার্থসাধনম্।
পিতা মাতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজাদীনাঃসমাশ্রিতাঃ ॥২৯
অভ্যাগতোহতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গউদাহৃতঃ।
জ্ঞাতির্বন্ধুজনঃ ক্ষীণস্তথানাথঃ সমাশ্রিতঃ ॥ ৩০
অন্যেহপ্যধনযুক্তাশ্চ পোষ্যবর্গউদাহৃতঃ।
ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্ ॥ ৩১
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্‌যত্নেন তং ভরেৎ।
সার্ব্বভৌতিকমন্নাদ্যং কর্ত্তব্যন্তু বিশেষতঃ।
জ্ঞানবিদ্ভ্যঃ প্রদাতব্যমন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩২
স জীবতি যএবৈকোবহুভিশ্চোপজীব্যতে।
জীবন্তোমৃতকাশ্চান্যে য আত্মম্ভরয়ো নরাঃ।
বহ্বর্থে জীব্যতে কশ্চিৎ কুটুম্বার্থেতথা পরৈঃ ॥৩৩
আত্মার্থেহন্যো ন শক্নোতিস্বোদরেণাপিদুঃখিতঃ।
দীনানাথবিশিষ্টেভ্যোদাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৩৪
অদত্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ।
যদ্দদাতিবিশিষ্টেভ্যো যজ্জুহোতি দিনেদিনে ॥৩৫
তত্তু বিত্তমহং মন্যে শেষং কস্যাপি রক্ষতি।
চতুর্থেচ তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ ॥ ৩৬
তিলপুষ্পকুশাদীনি স্নানঞ্চাকৃত্রিমে জলে।
নিত্যংনৈমিত্তিকংকাম্যংত্রিবিধংস্নানমুচ্যতে ॥৩৭
তেষাং মধ্যে তু যন্নিত্যং তৎপুনর্ভিদ্যতে ত্রিধা।
মলাপহরণং পশ্চান্মন্ত্রবত্তু জলে স্মৃতম্ ॥ ৩৮
সন্ধ্যাস্নানমুভাভ্যাঞ্চ স্নানভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মার্জ্জনং জলমধ্যে তু প্রাণায়ামোযতস্ততঃ ॥ ৩৯
উপস্থানং ততঃ পশ্চাৎ সাবিত্র্যা জপউচ্যতে।
সবিতা দেবতা যস্যা মুখমগ্নিস্ত্রিধাস্থিতঃ ॥ ৪০
বিশ্বামিত্রঋষিশ্ছন্দোগায়ত্রী সা বিশিষ্যতে।
পঞ্চমে চ তথাভাগে সম্বিভাগোযথার্হতঃ ॥ ৪১
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে।
দেবৈশ্চৈব মনুষ্যৈশ্চতির্য্যগ্‌ভিশ্চোপজীব্যতে॥৪২
গৃহস্থঃ প্রত্যহং যস্মাত্তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমী গৃহী।
ত্রয়াণামাশ্রমাণান্তু গৃহস্থো যোনিরুচ্যতে ॥ ৪৩
তেনৈব সীদমানেন সীদন্তীহেতরে ত্রয়ঃ।
মূলপ্রাণো ভবেৎ স্কন্দঃ স্কন্দাচ্ছাখাঃ সপল্লবাঃ ॥৪৪
মূলেনৈব বিনষ্টেন সর্ব্বমেতদ্বিনশ্যতি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন রক্ষিতব্যো গৃহাশ্রমী ॥ ৪৫
রাজ্ঞা চান্যৈস্ত্রিভিঃ পূজ্যো মাননীয়শ্চ সর্ব্বদা।
গৃহস্থোহপি ক্রিয়াযুক্তো ন গৃহেণ গৃহাশ্রমী ॥৪৬
নচৈব পুত্রদারেণ স্বকর্ম্মপরিবর্জ্জিতঃ।
অস্নাত্বা চাপ্যহুত্বা চাজপ্ত্বাহদত্ত্বা চ মানবঃ ॥ ৪৭
দেবাদীনা মৃণী ভূত্বা নরকং প্রতিপদ্যতে।
একএব হি ভুঙ্‌ক্তেহন্নমপরোহন্নেন ভুজ্যতে ॥৪৮
ন ভুজ্যতেসএবৈকোযোভুঙ্‌ক্তেহন্নংসসাক্ষিণা।
বিভাগশীলো যোনিত্যং ক্ষমাযুক্তোদয়াপরঃ ॥৪৯
দেবতাতিথিভক্তশ্চ গৃহস্থঃ সতু ধার্ম্মিকঃ।
দয়া লজ্জা ক্ষমা শ্রদ্ধা প্রজ্ঞা যোগঃ কৃতজ্ঞতা ॥৫০
এতে যস্য গুণাঃ সন্তি স গৃহী মুখ্যউচ্যতে।
সম্বিভাগং ততঃ কৃত্বা গৃহস্থঃ শেষভুগ্‌ভবেৎ ৫১
ভুক্ত্বা তু সুখমাস্থায় তদন্নং পরিণাময়েৎ।
ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ ॥ ৫২
অষ্টমে লোকযাত্রা তু বহিঃসন্ধ্যা ততঃ পুনঃ।
হোমো ভোজনকঞ্চৈব যচ্চান্যদ্‌গৃহকৃত্যকম্ ॥ ৫২
কৃত্বা চৈবং ততঃ পশ্চাৎ স্বাধ্যায়ংকিঞ্চিদাহরেৎ।
প্রদোষপশ্চিমৌযামৌ বেদাভ্যাসেনতৌনয়েৎ৫৩
যামদ্বয়ং শয়ানোহি ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা যথা ॥৫৪
তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে।
অস্মিন্নেব প্রযুঞ্জানো হ্যস্মিন্নেব তু লীয়তে॥ ৫৫
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যং সুখমিচ্ছতা।
সর্ব্বত্র মধ্যমৌ যামৌ হুতশেষং হবিশ্চ যৎ ॥ ৫৬
ভুঞ্জানশ্চ শয়ানশ্চ ব্রাহ্মণো নাবসীদতি ॥ ৫৭

ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সুধা নবগৃহস্থস্য শব্দয়ামি নবৈব তু।
তথৈব নব কর্ম্মাণি বিকর্ম্মাণি তথা নব ॥ ১
প্রচ্ছন্নানি নবান্যানি প্রকাশ্যানি তথা নব।
সফলানি নবান্যানি নিষ্ফলানি নবৈব তু ॥ ২
অদেয়ানি নবান্যানি বস্তুজাতানি সর্ব্বদা।
নবকা নব নির্দ্দিষ্টা গৃহস্থোন্নতিকারকাঃ ॥ ৩
সুধাবস্তূনি বক্ষ্যামি বিশিষ্টে গৃহমাগতে।
মনশ্চক্ষুর্মুখং বাচং সৌম্যং দদ্যাচ্চতুষ্টয়ম্ ॥ ৪
অভ্যুত্থানমিহাগচ্ছ পৃচ্ছালাপপ্রিয়ান্বিতঃ।
উপাসনমনুব্রজ্যা কার্য্যাণ্যেতানি যত্নতঃ ॥ ৫
ঈষদ্দানানি চান্যানি ভূমিরাপস্তৃণানি চ।
পাদশৌচং তথাভ্যঙ্গমাশ্রয়ঃ শয়নন্তথা ॥ ৬
কিঞ্চিচ্চান্নং যথাশক্তি নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ।
মৃজ্জলং চার্থিনে দেয়মেতান্যপি সদা গৃহে ॥ ৭
সন্ধ্যাস্নানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্।
বৈশ্বদেবং তথাতিথ্যমুদ্ধৃতঞ্চাপি শক্তিতঃ ॥ ৮
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং দীনানাথতপস্বিনাম্।
মাতাপিতৃগুরূণাঞ্চ সংবিভাগো যথার্হতঃ ॥ ৯
এতানি নব কর্ম্মাণি বিকর্ম্মাণি তথা পুনঃ।
অনৃতং পারদার্য্যঞ্চ তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষণম্ ॥ ১০
অগম্যাগমনাপেয়পানং স্তেয়ঞ্চ হিংসনম্।
অশ্রৌতকর্ম্মাচরণং মিত্রধর্ম্মবহিষ্কৃতম্ ॥ ১১
নবৈতানি বিকর্ম্মাণি তানি সর্ব্বাণি বর্জ্জয়েৎ।
আয়ুর্ব্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্ ॥ ১২
তপোদানাবমানৌ চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ।
প্রাযোগ্যমৃণশুদ্ধিশ্চ দানাধ্যয়নবিক্রয়াঃ ॥ ১৩
কন্যাদানং বৃষোৎসর্গো রহঃপাপমকুৎসনম্।
প্রকাশ্যানি নবৈতানি গৃহস্থাশ্রমিণস্তথা ॥ ১৪
মাতাপিত্রোর্গুরৌ মিত্রে বিনীতে চোপকারিণি।
দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দত্তন্তু সফলং ভবেৎ ॥ ১৫
ধূর্ত্তে বন্দিনি মন্দে চ কুবৈদ্যে কিতবে শঠে।
চাটুচারণচৌরেভ্যো দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ১৬
সামান্যং যাচিতং ন্যাস আধির্দ্দারাশ্চ তদ্ধনম্।
ক্রমায়াতঞ্চ নিক্ষেপঃ সর্ব্বস্বঞ্চান্বয়ে সতি ॥ ১৭
আপৎস্বপি ন দেয়ানি নব বস্তূনি সর্ব্বদা।
যো দদাতি স মূঢ়াত্মা প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ॥১৮
নবনবকবেত্তারমনুষ্ঠানপরং নরম্।
ইহ লোকে পরে চ শ্রীঃ স্বর্গস্থঞ্চ ন মুঞ্চতি ॥ ১৯
যথৈবাত্মা পরস্তদ্বদ্দ্রষ্টব্যঃ সুখমিচ্ছতা।
সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে ॥ ২০
সুখং বা যদি বা দুঃখং যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পরে।
ততস্তত্তু পুনঃ পশ্চাৎ সর্ব্বমাত্মনি জায়তে ॥ ২১
ন ক্লেশেন বিনা দ্রব্যং দ্রব্যহীনে কুতঃ ক্রিয়া।
ক্রিয়াহীনে ন ধর্ম্মঃ স্যাদ্ধর্ম্মহীনে কুতঃ সুখম্ ॥২২
সুখং বাঞ্ছন্তি সর্ব্বেহি তচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৩
ন্যায়াগতেন দ্রব্যেণ কর্ত্তব্যং পারলৌকিকম্।
দানঞ্চ বিধিনা দেয়ং কালে পাত্রে গুণান্বিতে॥২৪
সমদ্বিগুণসাহস্রমানন্ত্যঞ্চ যথাক্রমম্।
দানে ফলবিশেষঃ স্যাদ্ধিংসায়াং তাবদেব তু ॥২৫
সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
সহস্রগুণমাচার্য্যে ত্বনন্তং বেদপারগে ॥ ২৬
বিধিহীনে তথা পাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্।
ন কেবলং তদ্বিনশ্যেচ্ছেষমপ্যস্য নশ্যতি ॥ ২৭
ব্যসনপ্রতিকারায় কুটুম্বার্থঞ্চ যাচতে।
এবমন্বিষ্য দাতব্যমন্যথা ন ফলং ভবেৎ ॥ ২৮
মাতাপিতৃবিহীনন্তু সংস্কারোদ্বহনাদিভিঃ।
যঃ স্থাপয়তি তস্যেহ পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥২৯
ন তচ্ছ্রেয়োঽগ্নিহোত্রেণ নাগ্নিষ্টোমেন লভ্যতে।
যচ্ছ্রেয়ঃ প্রাপ্যতে পুংসা বিপ্রেণ স্থাপিতেন তু॥৩০
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি দয়িতং গৃহে।
তত্তদ্গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৩১

ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদি চ্ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী।
গৃহাশ্রমসমং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা ॥ ১
তয়া ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে।
প্রাকাম্যে বর্ত্তমানা তু স্নেহান্নতু নিবারিতা ॥২

অবশ্যা সা ভবেৎ পশ্চাদ্‌যথা ব্যাধিরুপেক্ষিতঃ।
অনুকূলা নবাগ্দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ম্বদা ॥ ৩
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী ॥ ৪
অনুকূলকলত্রোয় স্তস্য স্বর্গইহৈবহি।
প্রতিকূলকলত্রস্য নরকো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
স্বর্গেঽপি দুর্লভং হ্যেতদনুরাগঃ পরস্পরম্।
রক্তএকো বিরক্তোঽন্যস্তস্মাৎ কষ্টতরং নু কিম্ ৬
গৃহবাসঃ সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখম্।
সা পত্নী যা বিনীতা স্যাচ্চিত্তজ্ঞা বশবর্ত্তিনী ॥৭
দুঃখা দুন্যা সদা খিন্না চিত্তভেদঃ পরস্পরম্।
প্রতিকূলকলত্রস্য দ্বিদারস্য বিশেষতঃ ॥ ৮
যোষিৎ সর্ব্বা জলৌকেব ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
সুভৃত্যাপি কৃতা নিত্যং পুরুষং হ্যপকর্ষতি ॥ ৯
জলৌকা রক্তমাদত্তে কেবলং সা তপস্বিনী।
ইতরা তু ধনং বিত্তং মাংসংবীর্য্যং বলং সুখম্॥১০
সশঙ্কা বালভাবে তু যৌবনে বিমুখী ভবেৎ।
তৃত্যবন্মন্যতে পশ্চাদ্বৃদ্ধভাবে স্বকং পতিম্ ॥ ১১
অনুকূলা নবাগ্দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা।
এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ ॥১২
যা হৃষ্টমনসা নিত্যং স্থানমানবিচক্ষণা।
ভর্ত্তুঃ প্রীতিকরী নিত্যং সা ভার্য্যা হীতরাজরা১৩
শিষ্যোভার্য্যা শিশুর্ভ্রাতাপুত্রোদাসঃসমাশ্রিতঃ।
যস্যৈতানি বিনীতানি তস্যলোকেহিগৌরবম্॥১৪
প্রথমা ধর্ম্মপত্নী চ দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী।
দৃষ্টমেব ফলং তত্র নাদৃষ্টমুপজায়তে ॥ ১৫
ধর্ম্মপত্নী সমাখ্যাতা নির্দ্দোষা যদি সা ভবেৎ।
দোষে সতি ন দোষঃ স্যাদন্যা ভার্য্যাগুণান্বিতা১৬
অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনেযঃপরিত্যজেৎ।
স জীবনান্তে স্ত্রীত্বঞ্চ বন্ধ্যাত্বঞ্চ সমাপ্নুয়াৎ ॥১৭
দরিদ্রং ব্যাধিতং চৈব ভর্ত্তারং যাবমন্যতে।
শুনী গৃধ্রী চ মকরী জায়তে সা পুনঃ পুনঃ ॥১৮
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সা ভবেত্তু শুভাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ১৯
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তথা সা পতিমুদ্ধৃত্য তেনৈব সহ মোদতে ॥২০
তেষাং জাতান্যপত্যানি চাণ্ডালৈঃ সহবাসয়েৎ২১

ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

উক্তং শৌচমশৌচঞ্চ কার্য্যং ত্যাজ্যং মনীষিভিঃ
বিশেষার্থং তয়োঃ কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১
শৌচে যত্নঃ সদাকার্য্যঃ শৌচমূলোদ্বিজঃ স্মৃতঃ।
শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তানিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২
শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরস্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥৩
অশৌচাদ্ধি বরং বাহ্যং তস্মাদাভ্যন্তরং বরম্।
উভাভ্যাঞ্চ শুচির্যস্তু স শুচির্নেতরঃ শুচিঃ ॥ ৪
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রোদশ বামকরে তথা।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদস্তিস্রস্তু পাদয়োঃ ॥৫
গৃহস্থশৌচমাখ্যাতং ত্রিষন্যেষু যথাক্রমম্।
দ্বিগুণং ত্রিগুণঞ্চৈব চতুর্থস্য চতুর্গুণম্। ৬
অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্রস্তু প্রথমা মৃত্তিকা স্মৃতা।
দ্বিতীয়াচ তৃতীয়া চ তদর্দ্ধং পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৭
লিঙ্গেঽপ্যত্র সমাখ্যাতা ত্রিপর্ব্বা পূর্য্যতে যয়া।
এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥৮
ত্রিগুণন্তু বনস্থানাং যতীনাঞ্চ চতুর্গুণম্।
দাতব্যমুদকন্তাবন্মৃদভাবোযথা ভবেৎ ॥ ৯
মৃদা জলেন শুদ্ধিঃ স্যান্নক্লেশো ন ধনব্যয়ঃ।
যস্য শৌচেঽপিশৈথিল্যংচিত্তংতস্যপরীক্ষিতম্॥১০
অন্যদেব দিবাশৌচং রাত্রাবন্যদ্বিধীয়তে।
অন্যদাপৎসু বিপ্রাণামন্যদেব হ্যনাপদি ॥ ১১
দিবোদিতস্য শৌচস্য রাত্রাবর্দ্ধং বিধীয়তে।
তদর্দ্ধং মাতুরস্যাহুস্ত্বরায়ামর্দ্ধ মধ্বনি ॥ ১২
ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যং শৌচে শুদ্ধিমভীপ্সতা।
প্রায়শ্চিত্তে ন যুজ্যেত বিহিতাতিক্রমে কৃতে॥১৩

ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সূতকন্তু প্রবক্ষ্যামি জন্মমৃত্যুসমুদ্ভবম্।
যাবজ্জীবং তৃতীয়ন্তু যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১
সদ্যঃ শৌচং তথৈকাহোদ্বিত্রিচতুরহস্তথা।
দশাহোদ্বাদশাহশ্চ পক্ষোমাসস্তথৈব চ ॥ ২
মরণান্তং তথা চান্যদ্দশপক্ষস্তু সূতকে।
উপন্যস্তক্রমেণৈব বক্ষ্যাম্যহমশেষতঃ ॥ ৩
গ্রন্থার্থতোবিজানাতি বেদমঙ্গৈঃ সমন্বিতম্।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাংশ্চেন্ন সূতকী ॥ ৪
রাজর্ত্ত্বিগ্দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা।

ব্রতিনাং সত্রিণাঞ্চৈব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥৫
একাহস্তু সমাখ্যাতো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
হীনে হীনতরেচৈব দ্বিত্রিচতুরহস্তথা ॥ ৬
জাতিবিপ্রো দশাহেন দ্বাদশহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৭
অস্নাত্বা চাপ্যহুত্বা চ ভুঙ্ক্তেঽদত্বা চ যঃ পুনঃ।
এবম্বিধস্য সর্ব্বস্য সূতকং সমুদাহৃতম্ ॥ ৮
ব্যধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥ ৯
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
শ্রদ্ধাত্যাগবিহীনস্য ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ ॥১০
ন সূতকং কদাচিৎ স্যাদ্যাবজ্জীবন্তু সূতকম্।
এবং গুণবিশেষেণ সূতকং সমুদাহৃতম্ ॥ ১১
সূতকে মৃতকে চৈব তথাচ মৃতসূতকে।
এতৎসংহতশৌচানাং মৃতশৌচেন শুধ্যতি ॥ ১২
দানং প্রতিগ্রহো হোমঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে।
দশাহাত্তু পরং শৌচংবিপ্রোঽর্হতি চ ধর্ম্মবিৎ॥১৩
দানঞ্চ বিধিনা দেয়ং অশুভাত্তারকং হি তৎ।
মৃতকান্তে মৃতো যস্তু সূতকান্তে চ সূতকম্ ॥ ১৪
এতৎসংহতশৌচানাং পূর্ব্বাশৌচেন শুধ্যতি।
উভয়ত্র দশাহানি কুলস্যান্নং ন ভুজ্যতে ॥ ১৫
চতুর্থেঽহনি কর্ত্তব্যমস্থি সঞ্চয়নং দ্বিজৈঃ।
ততঃ সঞ্চয়নাদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শোবিধীয়তে ॥ ১৬
বর্ণানামানুলোম্যেন স্ত্রীণামেকোযদা পতিঃ।
দশষট্ত্র্যহমেকাহঃ প্রসবে সূতকং ভবেৎ ॥ ১৭
যজ্ঞকালে বিবাহে চ দেশভঙ্গে তথৈব চ।
হূয়মানে তথাগ্নৌ চ নাশৌচং মৃতসূতকে ॥ ১৮
সুস্থকালে ত্বিদং সর্ব্বমশৌচং পরিকীর্ত্তিতম্।
আপদ্গতস্য সর্ব্বস্য সূতকে নতু সূতকম্ ॥ ১৯

ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

লোকো বশীকৃতো যেন যেনচাত্মা বশীকৃতঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থো জিতো যেন তং যোগং প্রব্রবীম্যহম্ ১
প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারস্তু ধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চষড়ঙ্গো যোগউচ্যতে ॥ ২
নারণ্যসেবনাদ্যোগো নানেকগ্রন্থচিন্তনাৎ।
ব্রতৈর্যজ্ঞৈস্তপোভিশ্চ ন যোগঃ কস্যচিদ্ভবেৎ ॥ ৩
নচ পদ্মাসনাদ্যোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ।
নচ শাস্ত্রাতিরিক্তেন শৌচেন স ভবেৎ ক্বচিৎ ॥ ৪
ন মৌনমন্ত্রকুহকৈরনেকৈঃ সুকৃতৈস্তথা।
লোকযাত্রাবিযুক্তস্য যোগো ভবতি কস্যচিৎ ॥ ৫
অভিযোগাত্তথাভ্যাসাত্তস্মিন্নেব তু নিশ্চয়াৎ।
পুনঃ পুনশ্চ নির্ব্বেদাদ্যোগঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥৬
আত্মচিন্তাবিনোদেন শৌচক্রীড়নকেন চ।
সর্ব্বভূতসমত্বেন যোগঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥ ৭
যশ্চাত্মনি রতোনিত্যমাত্মক্রীড়স্তথৈব চ।
আত্মনিষ্ঠশ্চ সততমাত্মন্যেব স্বভাবতঃ ॥ ৮
রতশ্চৈব স্বয়ং তুষ্টঃ সন্তুষ্টো নান্যমানসঃ।
আত্মন্যেব সুতৃপ্তোঽসৌ যোগস্তস্য প্রসিধ্যতি ॥ ৯
সুপ্তোঽপি যোগযুক্তঃ স্যাজ্জাগ্রচ্চাপি বিশেষতঃ।
ঈদৃক্চেষ্টঃ স্মৃতঃ শ্রেষ্ঠো গরিষ্ঠো ব্রহ্মবাদিনাম্১০
য আত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং নৈব পশ্যতি।
ব্রহ্মীভূয় সএবং হি দক্ষপক্ষউদাহৃতঃ ॥ ১১
বিষয়াসক্তচিত্তোহি যতির্মোক্ষং ন বিন্দতি।
যত্নেন বিষয়াসক্তিং তস্মাদ্যোগী বিবর্জয়েৎ ॥ ১২
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগং কেচিদ্যোগং বদন্তি হি।
অধর্ম্মো ধর্ম্মরূপেণ গৃহীতস্তৈরপণ্ডিতৈঃ ॥ ১৩
মনসশ্চাত্মনশ্চৈব সংযোগঞ্চ তথাপরে।
উক্তানামধিকা হ্যেতে কেবলং যোগবঞ্চিতাঃ॥১৪
বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্যউচ্যতে॥১৫
কষায়মোহবিক্ষেপলজ্জাশঙ্কাদিচেতসঃ।
ব্যাপারাস্তু সমাখ্যাতাস্তান্ জিত্বাবশমানয়েৎ ॥১৬
কুটুম্বৈঃ পঞ্চভির্গ্রাম্যৈঃ ষষ্ঠস্তত্র মহত্তরঃ।
দেবাসুরমনুষ্যৈস্তু স জেতুং নৈব শক্যতে ॥ ১৭
বলেন পররাষ্ট্রাণি গৃহ্নন্ শূরস্তু নোচ্যতে।
জিতো যেনেন্দ্রিয়গ্রামঃ স শূরঃ কথ্যতে বুধৈঃ১৮
বহির্ম্মুখানি সর্ব্বাণি কৃত্বা চাভিমুখানি বৈ।
সর্ব্বেষ্বেবেন্দ্রিয়গ্রামং মনশ্চাত্মনি যোজয়েৎ ॥১৯
সর্ব্বভাববিনির্ম্মুক্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ।
এতদ্ধ্যানঞ্চ যোগশ্চ শেষাঃ স্যুর্গ্রন্থবিস্তরাঃ ॥২০
ত্যক্ত্বা বিষয়ভোগাংশ্চ মনোনিশ্চলতাং গতম্।
আত্মশক্তিস্বরূপেণ সমাধিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২১
চতুর্ণাং সন্নিকর্ষেণ পদং যত্তদশাশ্বতম্।
দ্বয়োস্তু সন্নিকর্ষেণ শাশ্বতং ধ্রুবমক্ষয়ম্ ॥ ২২
যন্নাস্তি সর্ব্বলোকস্য তদস্তীতি বিরুধ্যতে।
কথ্যমানং তথান্যস্য হৃদয়ে নাবতিষ্ঠতে ॥ ২৩
স্বসম্বেদ্যং হি তদ্ব্রহ্ম কুমারীমৈথুনং যথা।

অযোগী নৈব জানাতি জাতান্ধোহি যথা ঘটম্॥২৪
নিত্যাভ্যসনশীলস্য সুসংবেদ্যং হি তদ্ভবেৎ।
তৎসূক্ষ্মত্বাদনির্দ্দেশ্যং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ২৫
বুধস্বাভরণং ভাবং মনসালোচনং যথা।
মন্যতে স্ত্রী চ মূর্খশ্চ তদেব বহু মন্যতে॥ ২৬
সত্ত্বোৎকটাঃ সুরাশ্চাপি বিষয়েণ বশীকৃতাঃ।
প্রমাদিভিঃ ক্ষুদ্রসত্ত্বৈর্ম্মানুষৈরত্র কা কথা॥ ২৭
তস্মাত্ত্যক্তকষায়েণ কর্ত্তব্যং দণ্ডধাবণম্।
ইতরস্তু ন শক্নোতি বিষয়ৈরভিভূয়তে॥ ২৮
ন স্থিরং ক্ষণমপ্যেকমুদকং হি যথোর্ম্মিভিঃ।
বাতাহতং তথা চিত্তং তস্মাত্তস্য ন বিশ্বসেৎ॥২৯
ত্রিদণ্ডব্যপদেশেন জীবন্তি বহবো নরাঃ।
যোহি ব্রহ্ম ন জানাতি ন ত্রিদণ্ডার্হএব সঃ॥৩০
ব্রহ্মচর্য্যং সদা রক্ষেদষ্টধা মৈথুনং পৃথক্।
স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্॥৩১
সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ৩২
ন ধ্যাতব্যং ন বক্তব্যং ন কর্ত্তব্যং কদাচন।
এতৈঃ সর্ব্বৈঃ সুসম্পন্নো যতির্ভবতি নেতরঃ॥৩৩
পারিব্রজ্যং গৃহীত্বা চ যোধর্ম্মে নাবতিষ্ঠতে।
শ্বপদেনাঙ্কয়িত্বা তং রাজা শীঘ্রং প্রবাসয়েৎ॥৩৪
একোভিক্ষুর্যথোক্তস্তু দ্বৌ চৈব মিথুনং স্মৃতম্।
ত্রয়ো গ্রামস্তথা খ্যাতঊর্দ্ধস্তু নগরায়তে॥ ৩৫
নগরং হি ন কর্ত্তব্যং গ্রামোবা মিথুনং তথা।
এতত্ত্রয়ং প্রকুর্ব্বাণঃ স্বধর্ম্মাচ্চ্যবতে যতিঃ॥ ৩৬
রাজবার্ত্তাদি তেষান্তু ভিক্ষাবার্ত্তা পরস্পরম্।
স্নেহপৈশূন্যমাৎসর্য্যং সন্নিকর্ষাদসংশয়ম্॥ ৩৭
লাভপূজানিমিত্তং হি ব্যাখ্যানং শিষ্যসংগ্রহঃ।
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রপঞ্চাঃ কুতপস্বিনাম্॥৩৮
ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
ভিক্ষোশ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমো নোপপদ্যতে॥৩৯
তপোজপৈঃ কৃশীভূতোব্যাধিতোহবসথাবহঃ।
বৃদ্ধোগ্রহগৃহীতশ্চ যশ্চান্যোবিকলেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪০
নীরুজশ্চ যুবা চৈব ভিক্ষুর্নাবসথাবহঃ।
স দূষয়তি তৎস্থানং বৃধান্ পীড়য়তীতি চ॥ ৪১
নীরুজশ্চ যুবা চৈব ব্রহ্মচর্য্যাদ্বিনশ্যতি।
ব্রহ্মচর্য্যাবিনষ্টস্তু কুলঞ্চৈব তু নাশয়েৎ॥ ৪২
বসন্নাবসথে ভিক্ষুর্মৈথুনং যদি সেবতে।
তস্যাবসথনাথস্য মূলান্যপি নিকৃন্ততি॥ ৪৩
আশ্রমে তু যতির্যস্য মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
কিন্তস্যান্যেন ধর্ম্মেণ কৃতকৃত্যোহভিজায়তে॥৪৪
সঞ্চিতং যদ্‌গৃহস্থেন পাপমামরণান্তিকম্।
স নির্দ্দহতি তৎ সর্ব্বমেকরাত্রোষিতস্ততোতিঃ॥৪৫
যোগাশ্রমপরিশ্রান্তং যস্তু ভোজয়তে যতিম্।
নিখিলং ভোজিতং তেনত্রৈলোক্যংসচরাচরম্॥৪৬
যস্মিন্ দেশে বসেদ্‌যোগী ধ্যানযোগবিচক্ষণঃ।
সোহপিদেশো ভবেৎ পূতঃকিপুনস্তস্যবান্ধবাঃ॥৪৭
দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ।
ন দ্বৈতংনাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পরমার্থিকম্॥৪৮
নাহং নৈবান্যসম্বন্ধো ব্রহ্মভাবেন ভাবিতঃ।
ঈদৃশায়ামবস্থায়ামবাপ্যং পরমং পদম্॥ ৪৯
দ্বৈতপক্ষাঃ সমাখ্যা যেহদ্বৈতে তু ব্যবস্থিতাঃ।
অদ্বৈতিনাং প্রবক্ষ্যামি যথাধর্ম্মঃ সুনিশ্চিতঃ॥৫০
তত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যদি পশ্যতি।
ততঃ শাস্ত্রাণ্যধীয়ন্তে শ্রূয়ন্তে গ্রন্থসঞ্চয়াঃ॥ ৫১
দক্ষশাস্ত্রং যথা প্রোক্তমশেষাশ্রমমুত্তমম্।
অধীয়ন্তে তু যে বিপ্রাস্তে যান্ত্যমরলোকতাম্॥৫২
ইদন্তু যঃ পঠেদ্ভক্ত্যা শৃণুয়াদধমোহপিবা।
স পুত্রপৌত্রপশুমান্ কীর্ত্তিঞ্চ সমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫৩
শ্রাবয়িত্বা ত্বিদং শাস্ত্রং শ্রাদ্ধকালেহপিবাদ্বিজঃ।
অক্ষয়ং ভবতি শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যশ্চোপজায়তে॥ ৫৪
ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোহধ্যায়ঃ॥ ৭॥

সমাপ্তা চেয়ং দক্ষসংহিতা।

গৌতমসংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বেদো ধর্ম্মমূলং তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলে দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাং ন তু দৃষ্টোঽর্থো বরদৌর্ব্বল্যাত্তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ। উপনয়নং ব্রাহ্মণস্যাষ্টমে নবমে পঞ্চমে বা কাম্যং গর্ভাদিঃ সঙ্খ্যা বর্ষাণাংতদ্বিতীয়ং জন্ম। তদ্ যস্মাৎ স আচার্য্যো বেদানুবচনাচ্চ। একাদশদ্বাদশয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ। আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্যাপতিতা সাবিত্রী দ্বাবিংশতেরাজন্যস্য ধকায়া বৈশ্যস্য। মৌঞ্জীজ্যামৌর্ব্বীসৌত্র্যো মেখলাঃ ক্রমেণ কৃষ্ণরুরুবস্তাজিনানি বাসাংসি শাণক্ষৌমচীরকুতপাঃ সর্ব্বেষাং কার্পাসঞ্চাবিকৃতম্। কাষায়মপ্যেকে। বার্ক্ষং ব্রাহ্মণস্য মাঞ্জিষ্ঠহারিদ্রে ইতরয়োঃ বৈল্বপালাশৌ ব্রাহ্মণস্য দণ্ডাবশ্বত্থপৈলবৌ শেষে যজ্ঞিয়া বা সর্ব্বেষামপীরিতা যূপচক্রাঃ সবল্কলা (সশল্কা) মূর্দ্ধললাটনাসাগ্রপ্রমাণাঃ। মুণ্ডজটিলশিখাজটাশ্চ। দ্রব্যহস্ত উচ্ছিষ্টোঽনিধায়াচামেদ্দ্রব্যশুদ্ধিঃ পরিমার্জ্জনপ্রদাহতক্ষণনির্ণেজনানি তৈজসমার্ত্তিকদারবতান্তবানাং তৈজসবদুপলমণিশঙ্খশুক্তীনাং দারুবদস্থিভূম্যোরাবপনঞ্চ ভূমেশ্চেলবদ্রজ্জুবিদলচর্ম্মণামুৎসর্গোবাত্যন্তোপহতানাম্। প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা শৌচমারভেৎ। শুচৌ দেশ আসীনো দক্ষিণং বাহুং জান্বন্তরা কৃত্বা যজ্ঞোপবীত্যামণিবন্ধনাৎ পাণী প্রক্ষাল্য বাগ্যতোহৃদয়স্পৃশস্ত্রিশ্চতুর্ব্বাপআচামেদ্দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ পাদৌ চাভ্যুক্ষেৎ খানি চোপস্পৃশেচ্ছীর্ষণ্যানি মূর্দ্ধনি চ দদ্যাৎ। সুপ্ত্বা ভুক্ত্বা ক্ষুত্বা চ পুনঃ। দন্তশ্লিষ্টেষু দন্তবদন্যত্র জিহ্বাভিমর্ষণাৎ। প্রাক্চ্যুতেরিত্যেকে। চ্যুতেষ্বাস্রাববদ্বিদ্যান্নিগিরন্নেব তচ্ছুচিঃ। ন মুখ্যাবিপ্রুষ উচ্ছিষ্টং কুর্ব্বন্তি তাশ্চেদঙ্গে নিপতন্তি। লেপগন্ধাপকর্ষণে শৌচমমেধ্যস্য। তদদ্ভিঃ পূর্ব্বং মৃদা চ মূত্রপুরীষরেতোবিস্রংসনাভ্যবহারসংযোগেষু চ যত্র চাম্নায়ো বিদধ্যাৎ। পাণিনা সব্যমুপসংগৃহ্যাঙ্গুষ্ঠমধীহি ভো ইত্যামন্ত্রয়েত গুরুঃ। তত্র চক্ষুর্ম্মনঃপ্রাণোপস্পর্শনং দর্ভৈঃ প্রাণায়ামাস্ত্রয়ঃ পঞ্চদশমাত্রাঃ প্রাক্কূলেষ্বাসনঞ্চ ওঁপূর্ব্বা ব্যাহৃতয়ঃ পঞ্চসপ্তান্তাঃ। গুরোঃ পাদোপসংগ্রহণং প্রাতর্ব্রহ্মানুবচনেচাদ্যন্তয়োরনুজ্ঞাত উপবিশেৎ। প্রাঙ্মুখো দক্ষিণতঃ শিষ্য উদঙ্মুখো বা সাবিত্রীঞ্চানুবচনমাদিতো ব্রহ্মণ আদানে ওঁকারস্যাঽন্যত্রাপি। অন্তরাগমনে পুনরুপসদনং শ্বনকুলসর্পমণ্ডূকমার্জ্জারাণাং ত্র্যহমুপবাসোবিপ্রবাসশ্চ প্রাণায়ামা ঘৃতপ্রাশনঞ্চেতরেষাম্। শ্মশানাধ্যয়নে চৈবচৈবম্।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রাগুপনয়নাৎ কামচারবাদভক্ষোঽহুতোঽব্রহ্মচারীযথোপপাদমূত্রপুরীষোভবতিনাস্যাচমনকল্পো বিদ্যতেঽন্যত্রাপমার্জ্জনপ্রধাবনাবোক্ষণেভ্যো নতদুপস্পর্শনাশৌচংনত্বেবৈনমগ্নিহবনবলিহরণয়োর্নিযুঞ্জ্যান্ন ব্রহ্মাভিব্যাহারয়েদন্যত্র স্বধানিনয়নাৎ। উপনয়নাদিনিয়মঃ। উক্তং ব্রহ্মচর্য্যমগ্নীন্ধনভৈক্ষচরণে সত্যবচনমপামুপ-

স্পর্শনম্। একে গোদানাদি। বহিঃ সন্ধ্যার্থ-স্তিষ্ঠেৎ পূর্ব্বামাসীতোত্তরাং সজ্যোতিষ্যা জ্যোতিষোদর্শনাদ্বাগ্‌যতঃ। নাদিত্যমীক্ষেত বর্জ্জয়েন্মধুমাংস,গন্ধমাল্যদিবাস্বপ্নাঞ্জনাভ্যঞ্জনযা-নোপানচ্ছত্রকামক্রোধলোভমোহবাদ্যবাদনস্নান দন্তধাবনহর্ষনৃত্যগীতপরিবাদভয়ানি গুরুদর্শনে কর্ণ প্রাবৃতাবশকৃথিকায়াশ্রয়ণপাদপ্রসারণানি নিষ্ঠীবিতহসিতবিজৃম্ভিতাস্ফোটনানি স্ত্রীপ্রেক্ষ-ণালম্ভনে মৈথুনশঙ্কায়াং দ্যূতং হীনবর্ণসেবাম-দত্তাদানং হিংসাম্ আচার্য্যতৎপুত্রস্ত্রীদীক্ষিত-নামানি শুক্লাং বাচং মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ। অধঃশয্যাশায়ী পূর্ব্বোত্থায়ী জঘন্যসম্বেশী বাগ্বা-হূদরসংযতঃ। নামগোত্রে গুরোঃ সমানতো-নির্দ্দিশেৎ। অর্চ্চিতে শ্রেয়সি চৈবম্। শয্যা-সনস্থানানি বিহায় প্রতিশ্রবণমভিক্রমণং বচনা-দৃষ্টেনাধঃস্থানাসনস্তির্য্যগ্বা তৎসেবায়াম্। গুরু-দর্শনে চোত্তিষ্ঠেৎ গচ্ছন্তমনুব্রজেৎ কর্ম্ম বিজ্ঞা-প্যাখ্যায়াহূতাধ্যায়ী যুক্তঃ প্রিয়হিতয়োস্তদ্ভার্য্যা-পুত্রেষু চৈবম্। নোচ্ছিষ্টাশনস্নপনপ্রসাধন-পাদপ্রক্ষালনোন্মর্দ্দনোপসংগ্রহণানি। বিপ্রো-ষ্যোপসংগ্রহণং গুরুভার্য্যাণাং তৎপুত্রস্য চ। নৈকে যুবতীনাম্। ব্যবহারপ্রাপ্তেন সার্ব্ব-বর্ণিকং ভৈক্ষচরণমভিশস্তপতিতবর্জ্জম্। আদি-মধ্যান্তেষু ভবচ্ছব্দঃ প্রযোজ্যো বর্ণানুপূর্ব্বেণ। আচার্য্যজ্ঞাতিগুরুস্বেষলাভেঽন্যত্র। তেষাং পূর্ব্বং পরিহরন্নিবেদ্য গুরবেঽনুজ্ঞাতো ভুঞ্জীত। অসন্নিধৌ তদ্ভার্য্যাপুত্রসব্রহ্মচারিসদ্ভ্যঃ। বাগ্‌যত-স্তৃপ্যন্নলোলুপ্যমানঃ সন্নিধায়োদকং স্পৃশেৎ। শিষ্যশিষ্টিরবধেনাশক্তৌ রজ্জুবেণুবিদলাভ্যাং তনুভ্যামন্যেন ঘ্নন্ রাজ্ঞা শাস্যঃ। দ্বাদশবর্ষাণ্যে-কৈকবেদে ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ প্রতিদ্বাদশবর্ষেষু গ্রহণান্তং বা। বিদ্যান্তে গুরুরর্থেন নিমন্ত্র্যঃ। ততঃ কৃতানুজ্ঞানস্য স্নানম্। আচার্য্যঃ শ্রেষ্ঠো-গুরূণাং মাতেত্যেকে মাতেত্যেকে।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তস্যাশ্রমবিকল্পমেকে ব্রুবতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থো ভিক্ষুর্বৈখানস ইতি তেষাং গৃহস্থো যোনিরপ্রজনত্বাদিতরেষাম্। তত্রোক্তং ব্রহ্ম-চারিণ আচার্য্যাধীনত্বমান্তং গুরোঃ কর্ম্মশেষেণ জপেৎ গুর্ব্বভাবে তৎপুত্রবৃত্তিস্তদভাবে বৃদ্ধে সব্রহ্মচারিণ্যগ্নৌ বা। এবংবৃত্তো ব্রহ্মলোকমবা-প্নোতি জিতেন্দ্রিয়ঃ। উত্তরেষাঞ্চৈতদবিরোধী অনিচয়ো ভিক্ষুরূর্দ্ধরেতা ধ্রুবশীলো বর্ষাসু ভিক্ষার্থী গ্রামমিয়াৎ। জঘন্যমনিবৃত্তশ্চরেৎ। নিবৃত্তাশীর্বাক্‌চক্ষুঃকর্ম্মসংযতঃ। কৌপীনা-চ্ছাদনার্থং বাসো বিভৃয়াৎ। প্রহীণমেকে নির্ণেজনাবিপ্রযুক্তম্। ওষধিবনস্পতীনামঙ্গ-মুপাদদীত। ন দ্বিতীয়ামপর্ত্তুং রাত্রিং গ্রামে বসেৎ। মুণ্ডঃ শিখী বা বর্জ্জয়েজ্জীববধম্। সমো ভূতেষু হিংসানুগ্রহয়োরনারম্ভী। বৈখা-নসো বনে মূলফলাশী তপঃশীলঃ শ্রাবণ-কেনাগ্নিমাধায়াগ্রাম্যভোজী দেবপিতৃমনুষ্যভূ-তর্ষিপূজকঃ সর্ব্বাতিথিঃ প্রতিষিদ্ধবর্জ্জং ভৈক্ষ-মপ্যুপযুঞ্জীত ন ফালকৃষ্টমধিতিষ্ঠেৎ গ্রামঞ্চ ন প্রবিশেজ্জটিলশ্চীরাজিনবাসা নাতিশম্বৎভুঞ্জীত। একাশ্রম্যং ত্বাচার্য্যাঃ প্রত্যক্ষবিধানাদ্গার্হস্থ্যস্য গার্হস্থ্যস্য।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীম্। অসমানপ্রবরৈর্ব্বিবাহ ঊর্দ্ধং সপ্ত-মাৎ পিতৃবন্ধুভ্যো বীজিনশ্চ মাতৃবন্ধুভ্যঃ পঞ্চ-মাৎ। ব্রাহ্মো বিদ্যাচারিত্রবন্ধুশীলসম্পন্নায় দদ্যাদাচ্ছাদ্যালঙ্কৃতাং। (১) সংযোগমন্ত্রঃ প্রাজা-পত্যে সহধর্ম্মঞ্চরতামিতি। (২) আর্ষে গোমি-থুনং কন্যাবতে দদ্যাৎ।(৩) অন্তর্ব্বেদ্যৃত্বিজেদানং দৈবঃ।(৪) অলঙ্কৃত্যেচ্ছন্ত্যাস্বয়ং সংযোগো গান্ধ-র্ব্বঃবিত্তেনানতিস্ত্রীমতামাসুরঃ। (৫।৬) প্রসহ্যা-দানাদ্রাক্ষসঃ। (৭) অসংবিজ্ঞানোপসঙ্গমনাৎ পৈশাচঃ। (৮) চত্বারো ধর্ম্ম্যাঃ প্রথমাঃ ষড়ি-ত্যেকে। অনুলোমানন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরাসু জা-তাঃসবর্ণাম্বষ্ঠোগ্রনিষাদদৌষ্মন্তপারশবাঃ। প্রতি-লোমাসু সূতমাগধায়োগবক্ষত্তৃবৈদেহকচাণ্ডা-লাঃ। ব্রাহ্মণ্যজীজনৎ পুত্রান্ বর্ণেভ্য আনু-পূর্ব্ব্যাৎ ব্রাহ্মণসূতমাগধচাণ্ডালান্ তেভ্য এব

ক্ষত্রিয়া মূর্দ্ধাবসিক্তক্ষত্রিয়ধীবরপুক্কশান্ তেভ্য এব বৈশ্যা ভৃজ্জকণ্ঠকমাহিষ্যবৈশ্যবৈদেহান্ তেভ্য এব পারশবযবনকরণশূদ্রান্ শূদ্রেত্যেকে। বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং সপ্তমেন পঞ্চমেন চাচার্য্যাঃ। সৃষ্ট্যন্তরজাতানাঞ্চ প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ শূদ্রায়াঞ্চ অসমানায়াঞ্চ শূদ্রাৎ পতিতবৃত্তিরন্ত্যঃ পাপিষ্ঠঃ। পুনন্তি সাধবঃ পুত্রাস্ত্রিপৌরুষানার্ষাদ্দশ দৈবাদ্দশৈব প্রাজাপত্যাদ্দশপূর্ব্বান্ দশাবরানাত্মানঞ্চ ব্রাহ্মীপুত্রাঃ ব্রাহ্মীপুত্রাঃ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঋতাবুপেয়াৎ সর্ব্বত্র বা প্রতিষিদ্ধবর্জম্। দেবপিতৃমনুষ্যভূতর্ষিপূজকো নিত্যস্বাধ্যায়ঃ। পিতৃভ্যশ্চোদকদানং যথোৎসাহমন্যদ্ভার্য্যাদিরগ্নির্দায়াদিৰ্ব্বা। তস্মিন্ গৃহ্যাণি দেবপিতৃমনুষ্যযজ্ঞাঃ স্বাধ্যায়শ্চ। বলিকর্ম্মাগ্ন্যাবগ্নির্ধন্বন্তরির্ব্বিশ্বেদেবাঃ প্রজাপতিঃ স্বিষ্টিকৃদিতি হোমঃ। দিগ্দেবতাভ্যশ্চ যথাস্বং দ্বারেষু মরুদ্ভ্যো গৃহদেবতাভ্যঃ প্রবিশ্য ব্রহ্মণে মধ্যে অদ্ভ্য উদকুম্ভে আকাশায়েত্যন্তরিক্ষে নক্তঞ্চরেভ্যশ্চ সায়ম্। স্বস্তিবাচ্য ভিক্ষাদানপ্রশ্নপূর্ব্বন্তু দদাতিষু চৈবংধর্ম্মেষু। সমদ্বিগুণসাহস্রানন্ত্যানি ফলান্যব্রাহ্মণব্রাহ্মণশ্রোত্রিয়বেদপারগেভ্যঃ। গুর্ব্বর্থনিবেশৌষধার্থবৃত্তিক্ষীণযক্ষ্যমাণাধ্যয়নাধ্বসংযোগবৈশ্বজিতেষু দ্রব্যসংবিভাগোবহির্ব্বেদি ভিক্ষমাণেষু কৃতান্নমিতরেষু। প্রতিশ্রুত্যাপ্যধর্ম্মসংযুক্তায় ন দদ্যাৎ। ক্রুদ্ধহৃষ্টভীতার্ত্তলুব্ধবালস্থবিরমূঢ়মত্তোন্মত্তবাক্যান্যনৃতান্যপাতকানি। ভোজয়েৎ পূর্ব্বমতিথিকুমারব্যাধিতগর্ভিণীস্ববাসিনীস্থবিরান্ জঘন্যাংশ্চ। আচার্য্যপিতৃসখীনান্তু নিবেদ্য বচনক্রিয়া ঋত্বিগাচার্য্যশ্বশুরপিতৃব্যমাতুলানামুপস্থানে মধুপর্কঃ সম্বৎসরে পুনঃ পূজিতাযজ্ঞবিবাহয়োরর্ব্বাক্ রাজ্ঞশ্চ শ্রোত্রিয়স্য। অশ্রোত্রিয়স্যাসনোদকে শ্রোত্রিয়স্য তু পাদ্যমর্ঘ্যমন্নবিশেষাংশ্চ প্রকারয়েন্নিত্যং বা সংস্কারবিশিষ্টং মধ্যতোঽন্নদানমবৈদ্যসাধুবৃত্তে বিপরীতে তু তৃণোদকভূমিঃ স্বাগতমন্ততঃ পূজ্যানত্যাশশ্চ শয্যাসনাবসথানুব্রজ্যোপাসনানি সদৃক্শ্রেয়সোঃ সমানমল্পশোঽপি হীনে অসমানগ্রামোঽতিথিরেকাত্রিকোঽধিবৃক্ষসূর্য্যোপস্থায়ী কুশলানাময়ারোগ্যাণামনুপ্রশ্নোঽর্থং শূদ্রস্যাব্রাহ্মণস্যানতিথিরব্রাহ্মণো যজ্ঞে সংবৃতশ্চেৎ ভোজনন্তু ক্ষত্রিয়স্যোর্দ্ধং ব্রাহ্মণেভ্যোঽন্যান্ ভৃত্যৈঃ সহানৃশংসার্থমানৃশংসার্থম্।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পাদোপসংগ্রহণং গুরুসমবায়েঽন্বহম্। অভিগম্য তু বিপ্রোষ্য মাতৃপিতৃতদ্বন্ধূনাং পূর্ব্বজানাং বিদ্যাগুরূণাং তত্তদ্গুরূণাঞ্চ সন্নিপাতে পরস্য। নাম প্রোচ্যাহমন্নমিত্যভিবাদোঽজ্ঞসমবায়ে স্ত্রীপুংযোগেঽভিবাদতোঽনিয়মমেকে নাবিপ্রোষ্য স্ত্রীণামমাতৃপিতৃব্যভার্য্যাভগিনীনাং নোপসংগ্রহণংভ্রাতৃভার্য্যাণাং শ্বশ্রূশ্চ। ঋত্বিক্শ্বশুরপিতৃব্যমাতুলানান্তু যবীয়সাং প্রত্যুত্থানমনভিবাদ্যাস্তথান্যঃ পূর্ব্বঃ পৌরোঽশীতিকাবরঃ শূদ্রোঽপ্যপত্যসমেনাবরোঽপ্যার্যঃ শূদ্রেণ নাম চাস্য বর্জয়েদ্রাজ্ঞশ্চাজ্ঞপঃ প্রেষ্যো ভোভবন্নিতি বয়স্যঃ সমানেঽহনি জাতো দশবর্ষবৃদ্ধঃ পৌরঃ পঞ্চভিঃ কলাভরঃ শ্রোত্রিয়শ্চারণস্ত্রিভিঃ রাজন্যো বৈশ্যকর্ম্ম বিদ্যাহীনোদীক্ষিতস্য প্রাক্ ক্রয়াৎ। বিত্তবন্ধুকর্ম্মজাতিবিদ্যাবয়াংসি মান্যানি পরবলীয়াংসি শ্রুতন্তু সর্ব্বেভ্যোগরীয়স্তন্মূলত্বাদ্ধর্ম্মস্য শ্রুতেশ্চ। চক্রিদশমীস্থানুগ্রাহ্যবধূস্নাতকরাজভ্যঃ পথোদানং রাজ্ঞা তু শ্রোত্রিয়ায় শ্রোত্রিয়ায়।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

আপৎকল্পো ব্রাহ্মণস্যাব্রাহ্মণাদ্বিদ্যোপযোগোঽনুগমনং শুশ্রূষাসমাপ্তেৰ্ব্রাহ্মণোগুরুর্যাজনাধ্যাপনপ্রতিগ্রহাঃ সর্ব্বেষাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গুরুস্তদলাভে ক্ষত্রবৃত্তিস্তদলাভে বৈশ্যবৃত্তিঃ। তস্যাপণ্যং গন্ধরসকৃতান্নতিলশাণক্ষৌমাজিনানি রক্তনির্ণিক্তে বাসসী ক্ষীরঞ্চ সবিকারং

মূলফলপুষ্পৌষধমধুমাংসতৃণোদকাপথ্যানি পশবশ্চ হিংসাসংযোগে পুরুষবশাকুমারীহেতবশ্চ নিত্যং ভূমিব্রীহিয়বাজাব্যশ্চ ঋষভধেন্বনডুহশ্চৈকে। বিনিময়স্তু রসানাং রসৈঃ পশূনাঞ্চ ন লবণাকৃতান্নয়োস্তিলানাঞ্চ সমেনামেন তু পক্বস্য সংপ্রত্যর্থে সর্ব্বথাতুবৃত্তিরশক্তাবশূদ্রেন তদপ্যেকে প্রাণসংশয়ে তদ্বর্ণসঙ্করোঽভক্ষ্যনিয়মস্তু প্রাণসংশয়ে ব্রাহ্মণোঽপি শস্ত্রমাদদীত রাজন্যো বৈশ্যকর্ম্ম বৈশ্যকর্ম্ম।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বৌ লোকে ধৃতব্রতৌ রাজা ব্রাহ্মণশ্চ বহুশ্রুতস্তয়োশ্চতুর্ব্বিধস্য মনুষ্যজাতস্যান্তঃ সংজ্ঞানাঞ্চলনপতনসর্পণানামায়ত্তং জীবনং প্রসূতিরক্ষণমসঙ্করো ধর্ম্মঃ। স এষ বহুশ্রুতো ভবতি লোকবেদবেদাঙ্গবিদ্বাকোবাক্যেতিহাসপুরাণকুশলস্তদপেক্ষস্তদ্বৃত্তিশ্চত্বারিংশতা সংস্কারৈঃ সংস্কৃতস্ত্রিষু কর্ম্মস্বভিরতঃ ষট্‌সু বাসাময়াচারিকেষ্বভিবিনীতঃ ষড়্‌ভিঃ পরিহার্য্যো রাজ্ঞা বধ্যশ্চাবধ্যশ্চাদণ্ড্যশ্চাবহিষ্কার্য্যশ্চাপরিবাদ্যশ্চাপরিহার্য্যশ্চেতি। গর্ভাধানপুংসবনসীমন্তোন্নয়নজাতকর্ম্মনামকরণান্নপ্রাশনচৌড়োপনয়নং চত্বারি বেদব্রতানিস্নানংসহধর্ম্মচারিণীসংযোগঃপঞ্চানাং যজ্ঞানামনুষ্ঠানং দেবপিতৃমনুষ্যভূতব্রহ্মণামেতেষাঞ্চাষ্টকাপার্ব্বণশ্রাদ্ধশ্রাবণ্যাগ্রহায়ণীচৈত্রাশ্বযুজীতি সপ্ত পাকযজ্ঞসংস্থা অগ্ন্যাধেয়মগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসাবগ্রয়ণংচাতুর্ম্মাস্যনিরূঢ়পশুবন্ধসৌত্রামণীতি সপ্ত হবির্যজ্ঞসংস্থা অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উক্থঃ ষোড়শি বাজপেয়োঽতিরাত্রোঽপ্তোর্যাম ইতি সপ্ত সোমসংস্থা ইত্যেতে চত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ। অথাষ্টাবাত্মগুণাঃদয়া সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরনসূয়া শৌচমনায়াসোমঙ্গলমকার্পণ্যমস্পৃহেতি যস্যৈতে ন চত্বারিংশৎ সংস্কারা নবাষ্টাবাত্মগুণা ন স ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোক্যং চ গচ্ছতি। যস্য তু খলু সংস্কারাণামেকদেশোঽপ্যষ্টাবাত্মগুণা অথ স ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোক্যঞ্চ গচ্ছতি গচ্ছতি।

ইতি গৌ,তমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

স বিধিপূর্ব্বং স্নাত্বা ভার্য্যামভিগম্য যথোক্তান্ গৃহস্থধর্ম্মান্ প্রযুঞ্জান ইমানি ব্রতান্যনুকর্ষেৎ স্নাতকো নিত্যং শুচিঃ সুগন্ধঃ স্নানশীলঃ সতি বিভবে ন জীর্ণমলবদ্বাসাঃ স্যান্ন রক্তমলবদন্যধৃতং বা বাসো বিভৃয়ান্ন স্রগুপানহৌ নির্ণিক্তমশক্তৌ ন রূঢ়শ্মশ্রুরকস্মান্নাগ্নিমপশ্চ যুগপদ্ধারয়েন্নাঞ্জলিনা পিবেন্ন তিষ্ঠন্নুদ্ধৃতোদকেনাচামেন্ন শূদ্রাশুচ্যেকপাণ্যাবর্জ্জিতেন ন বায়্বগ্নিবিপ্রাদিত্যাপো দেবতাগাশ্চ প্রতিপশ্যন্ বা মূত্রপুরীষামেধ্যান্যুদস্যেন্নৈব দেবতাঃ প্রতি পাদৌ প্রসারয়েন্ন পর্ণলোষ্ট্রাশ্মভির্মূত্রপুরীষাপকর্ষণং কুর্য্যান্ন ভস্মকেশতুষকপালান্যধিতিষ্ঠেন্ন ম্লেচ্ছাশুচ্যধার্ম্মিকৈঃ সহ সম্ভাষেত সম্ভাষ্য পুণ্যকৃতো মনসা ধ্যায়েদ্‌ব্রাহ্মণেন বা সহ সম্ভাষেত। অধেনুং ধেনুভব্যেতি ব্রূয়াদভদ্রং ভদ্রমিতি কপালং ভগালমিতি মণিধনুরিতীন্দ্রধনুঃ। গাং ধয়ন্তীং পরস্মৈ নাচক্ষীত নচৈনাং বারয়েন্ন মিথুনীভূত্বা শৌচং প্রতি বিলম্বেত নচ তস্মিন্ শয়নে স্বাধ্যায়মধীয়ীত নচাপররাত্রমধীত্য পুনঃ প্রতিসম্বিশেন্নাকল্পাং নারীমভিরময়েন্ন রজস্বলাং নচৈনাং শ্লিষ্যেন্ন কন্যামগ্নিমুখোপধমনবিগৃহ্যবাদবহির্গন্ধমাল্যধারণপাপীয়সাবলেখনভার্য্যাসহভোজনাঞ্জন্ত্যবেক্ষণকুদ্বারপ্রবেশনপাদধাবনাসন্দিগ্ধস্থভোজননদীবাহুতরণবৃক্ষবিষমারোহণাবরোহণপ্রাণব্যবস্থানানি চ বর্জ্জয়েন্ন সন্দিগ্ধাং নাবমধিরোহেৎ সর্ব্বতএবাত্মানং গোপায়েন্ন প্রাবৃত্য শিরোঽহনি পর্য্যটেৎ প্রাবৃত্য তু রাত্রৌ মূত্রোচ্চারে চ ন ভূমাবনন্তর্দ্ধায় নারাচ্চাবসথান্ন ভস্মকরীষকৃষ্টচ্ছায়াপথিকাম্যেষু উভে মূত্রপুরীষে দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ সন্ধ্যয়োশ্চ রাত্রৌ তু দক্ষিণামুখঃ পালাশমাসনং পাদুকে দন্তধাবনমিতি বর্জ্জয়েৎ। সোপানৎকশ্চাশনাসনশয়নাভিবাদননমস্কারান্ বর্জ্জয়েৎ। ন পূর্ব্বাহ্নমধ্যন্দিনাপরাহ্লানফলান্ কুর্য্যাদ্ যথাশক্তি ধর্ম্মার্থকামেভ্যস্তেষু চ ধর্ম্মোত্তরঃ স্যান্নগ্নাংপরযোষিতমীক্ষেত নপদাসনমাকর্ষেন্ন শিশ্নোদরপাণিপাদবাক্‌চক্ষুশ্চাপলানি কুর্য্যাচ্ছেদনভেদনবিলিখনবিমর্দ্দনাবস্ফোটনানি নাকস্মাৎকুর্য্যান্নোপরিবৎসতন্ত্রীং গচ্ছেন্নকুলস্থলঃ

স্যান্নয়জ্ঞমবৃত্তোগচ্ছেদ্দর্শনায় তু কামং ন ভক্ষ্যামুৎসঙ্গে ভক্ষয়েন্ন রাত্রৌ প্রেষ্যাহৃত-মুদ্ধৃতস্নেহবিলপনপিণ্যাকমথিতপ্রভৃতীনি চাত্ত বীর্য্যাণি নাশ্নীয়াৎ সায়ং প্রাতস্ত্বন্নমভি-পূজিতমনিন্দন্ ভুঞ্জীত ন কদাচিদ্রাত্রৌ নগ্নঃ স্বপেৎ স্নায়াদ্বা যচ্চাত্মবন্তো বৃদ্ধাঃ সম্যগ্বিনীতা দম্ভলোভমোহবিযুক্তা বেদবিদ আচক্ষতে তৎ সমাচরেৎ যোগক্ষেমার্থমীশ্বরমধিগচ্ছেন্নান্য-মন্যত্র দেবগুরুধার্ম্মিকেভ্যঃ প্রভূতৈধোদ-কযবসকুশমাল্যোপনিষ্ক্রমণমার্য্যজনভূয়িষ্ঠমনল-সমৃদ্ধং ধার্ম্মিকাধিষ্ঠিতং নিকেতনমাবসিতুং যতেত প্রশস্তমঙ্গল্যদেবতায়তনচতুষ্পথাদীন্ প্রদক্ষিণমাবর্ত্তেত। মনসা বা তৎসমগ্রমাচার-মনুপালয়েদাপৎকল্পঃ। সত্যধর্ম্মা আর্য্যবৃত্তঃ শিষ্টাধ্যাপকশৌচশিষ্টঃ শ্রুতিনিরতঃ স্যান্নিত্য-মহিংস্রো মৃদুঃদৃঢ়কারী দমদানশীল এবমাচারো মাতাপিতরৌ পূর্ব্বাপরান্ সম্বন্ধান্ দুরিতেভ্যো মোক্ষয়িষ্যন্ স্নাতকঃ শশ্বদ্ব্রহ্মলোকান্ন চ্যবতে ন চ্যবতে।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা দানং ব্রাহ্মণস্যা-ধিকাঃ প্রবচনযাজনপ্রতিগ্রহাঃ পূর্ব্বেষু নিয়মস্ত্বাচার্য্যজ্ঞাতিপ্রিয়গুরুধনবিদ্যাবিনিময়েষু ব্রহ্মণঃ সম্প্রদানমন্যত্র যথোক্তাৎ কৃষিবাণিজ্যে চাস্বয়ং কৃতে কুসীদঞ্চ। রাজ্ঞোঽধিকং রক্ষণং সর্ব্বভূতানাং ন্যায্যদণ্ডত্বং বিভৃয়াৎ ব্রাহ্মণান্ শ্রোত্রিয়ান্ নিরুৎসাহাংশ্চাব্রাহ্মণানকরাং-শ্চোপকুর্ব্বাণাংশ্চ যোগশ্চ বিজয়ে ভয়ে বিশে-ষেণ চর্য্যা চ রথধনুর্ভ্যাং সংগ্রামে সংস্থানমনি-বৃত্তিশ্চ ন দোষো হিংসায়ামাহবেঽন্যত্র ব্যশ্ব-সারথ্যায়ুধকৃতাঞ্জলিপ্রকীর্ণকেশপরাঙ্মুখোপবিষ্ট-স্থলবৃক্ষারূঢ়দূতগোব্রাহ্মণবাদিভ্যঃ ক্ষত্রিয়শ্চে-দন্যস্তমুপজীবেত্তদ্বৃত্তিঃ স্যাৎ জেতা লভেত সাং-গ্রামিকং বিত্তং বাহনন্তু রাজ্ঞ উদ্ধারশ্চাপৃথগ্-জয়েঽন্যত্তু যথার্হং ভাজয়েদ্রাজা রাজ্ঞে বলি-দানং কর্ষকৈর্দশমমষ্টমং ষষ্ঠং বা পশুহিরণ্যয়ো-রপ্যেকে পঞ্চাশদ্ভাগং বিংশতিভাগঃ শুল্কঃ পণ্যে মূলফলপুষ্পৌষধমধুমাংসতৃণেন্ধনানাং ষষ্ঠং তদ্রক্ষণধর্ম্মিত্বাত্তেষু তু নিত্যযুক্তঃ স্যাদধি-কেন বৃত্তিঃ শিল্পিনো মাসি মাস্যেকৈকং কর্ম্ম কুর্য্যুরেতেনাত্মোপজীবিনো ব্যাখ্যাতা নৌচ-ক্রীবন্তশ্চ ভক্তং তেভ্যো দদ্যাৎ পণ্যং বণি-গ্ভিরর্ঘাপচয়ে ন দেয়ং প্রনষ্টমস্বামিকমধি-গম্য রাজ্ঞে প্রব্রূয়ুর্বিখ্যাপ্য সম্বৎসরং রাজ্ঞো রক্ষ্যমূর্দ্ধমধিগন্তুশ্চতুর্থং রাজ্ঞঃ শেষঃ স্বামী ঋকৃথক্রয়সম্বিভাগপরিগ্রহাধিগমেষু ব্রাহ্মণস্যা-ধিকং লব্ধং ক্ষত্রিয়স্য বিজিতং নির্ব্বিষ্টং বৈশ্যশূদ্রয়োর্নিধ্যধিগমো রাজধনং ন ব্রাহ্মণ-স্যাভিরূপস্যাব্রাহ্মণো ব্যাখ্যাতঃ ষষ্ঠং লভেতে-ত্যেকে চৌরহৃতমুপজিত্য যথাস্থানং গময়েৎ কোশাদ্বা দদ্যাদ্রক্ষ্যং বালধনমাব্যবহারপ্রাপ-ণাৎ সমাবৃত্তের্ব্বা। বৈশ্যস্যাধিকং কৃষিবণিক্-পাশুপাল্যকুসীদম্। শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ এক-জাতিস্তস্যাপি সত্যমক্রোধঃ শৌচমাচমনার্থে পাণিপাদপ্রক্ষালণমেবৈকে শ্রাদ্ধকর্ম্ম ভৃত্যভরণং স্বদারবৃত্তিঃ পরিচর্য্যা চোত্তরেষাং তেভ্যো বৃত্তিং লিপ্সেত জীর্ণান্যুপানচ্ছত্রবাসঃকূর্চ্চান্যু-চ্ছিষ্টাশনং শিল্পবৃত্তিশ্চ যঞ্চায়মাশ্রিতো ভর্ত্তব্য-স্তেন ক্ষীণোঽপি তেন চোত্তরস্তদর্থোঽস্য নিচয়ঃ স্যাদনুজ্ঞাতোঽস্য নমস্কারো মন্ত্রঃ পাক-যজ্ঞৈঃ স্বয়ং যজেতেত্যেকে। সর্ব্বে চোত্ত-রোত্তরং পরিচরেয়ুরার্য্যানার্য্যয়োর্ব্যতিক্ষেপে কর্ম্মণঃ সাম্যং সাম্যম্।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজা সর্ব্বস্যেষ্টে ব্রাহ্মণবর্জ্জং সাধুকারী স্যাৎ সাধুবাদী ত্রয্যামান্বীক্ষিক্যাঞ্চাভিবিনীতঃ শুচির্জিতেন্দ্রিয়ো গুণবৎসহায়োঽপায়সম্পন্নঃসমঃ প্রজাসু স্যাদ্ধিতঞ্চাসাং কুর্ব্বীত তমুপর্য্যাসীন-মধস্থাউপাসীরন্নন্যে ব্রাহ্মণেভ্যস্তেঽপ্যেনং মন্যে-রন্ বর্ণানাশ্রমাংশ্চ ন্যায়তোঽভিরক্ষেচ্চলত-শ্চৈনান্ স্বধর্ম্মে স্থাপয়েদ্ধর্ম্মস্যো হ্যংশভাগ্-ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ব্রাহ্মণঞ্চ পুরোদধীত বিদ্যাভিজনবাগ্রূপবয়ঃশীলসম্পন্নং ন্যায়বৃত্তং তপস্বিনং তৎপ্রসূতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ব্রহ্ম-

প্রসূতং হি ক্ষত্রমৃধ্যতে ন ব্যথত ইতি চ বিজ্ঞায়তে যানি চ দৈবোৎপাতচিন্তকাঃ প্রব্রূয়ুস্তান্যাদ্রিয়েত তদধীনমপি হ্যেকে যোগক্ষেমং প্রতিজানতে শান্তিপুণ্যাহস্বস্ত্যয়নায়ুষ্যমঙ্গলসংযুক্তান্যাভ্যুদয়িকানি বিদ্বেষিণাং সম্বলনমভিচারদ্বিষদ্ব্যাধিসংযুক্তানি চ শালাগ্নৌ কুর্য্যাদ্‌যথোক্তমৃত্বিজোঽন্যানি তস্য ব্যবহারো বেদো ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যঙ্গান্যুপবেদাঃ পুরাণং দেশজাতিকুলধর্ম্মাশ্চাম্নায়ৈরবিরুদ্ধাঃ প্রমাণং কৃষিবণিক্‌পাশুপাল্যকুসীদকারবঃ স্বে স্বে বর্গে তেভ্যো যথাধিকারমর্থান্ প্রত্যবহৃত্য ধর্ম্মব্যবস্থা ন্যায়াধিগমে তর্কোঽভ্যুপায়স্তেনাভ্যূহ যথাস্থানং গময়েদ্বিপ্রতিপত্তৌ ত্রয়ীবিদ্যাবৃদ্ধেভ্যঃ প্রত্যবহৃত্য নিষ্ঠাং গময়েদথাহাস্য নিঃশ্রেয়সং ভবতি ব্রহ্মক্ষত্রেণ সম্প্রবৃত্তং দেবপিতৃমনুষ্যান্ ধারয়তীতি বিজ্ঞায়তে দণ্ডো দমনাদিত্যাহুস্তেনাদান্তান্ দময়েদ্বর্ণাশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে বিদ্যঞ্চো বিপরীতানশ্যন্তি তানাচার্য্যোপদেশো দণ্ডশ্চ পালয়তে তস্মাদ্রাজাচার্য্যাবনিন্দ্যাবনিন্দ্যৌ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শূদ্রো দ্বিজাতীনভিসন্ধায়াভিহত্য চ বাগ্দণ্ডপারুষ্যাভ্যামঙ্গং মোচ্যো যেনোপহন্যাদার্য্যস্ত্র্যভিগমনে লিঙ্গোদ্ধারঃস্বহরণঞ্চ গোপ্তা চেদ্বধোঽধিকোঽথাহাস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ আসনশয়নবাক্‌পথিষু সমপ্রেপ্সুর্দণ্ড্যঃ শতম্। ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণাক্রোশে দণ্ডপারুষ্যে দ্বিগুণমধ্যর্দ্ধং বৈশ্যো ব্রাহ্মণস্তু ক্ষত্রিয়ে পঞ্চাশত্তদর্দ্ধং বৈশ্যে ন শূদ্রে কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণরাজন্যবৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যাবষ্টাপাদ্যং স্তেয়কিল্বিষং শূদ্রস্য দ্বিগুণোত্তরাণীতরেষাং প্রতিবর্ণং বিদুষোঽতিক্রমে দণ্ডভূয়স্ত্বং ফলহরিতধান্যশাকাদানে পঞ্চকৃষ্ণলমল্পে পশুপীড়িতে স্বামিদোষঃ পালসংযুক্তে তু তস্মিন্ পথি ক্ষেত্রেঽনাবৃতে পালক্ষেত্রিকয়োঃ পঞ্চ মাষা গবি ষড়ুষ্ট্রে খরেঽশ্বমহিষ্যোর্দশাজাবিষু দ্বৌ দ্বৌ সর্ব্ববিনাশে শতং শিষ্টাকরণে প্রতিষিদ্ধসেবায়াঞ্চ নিত্যং চেলপিণ্ডাদূর্দ্ধং স্বহরণঞ্চ গোঽগ্ন্যর্থে তৃণমেধান্ বীরুদ্বনস্পতীনাঞ্চ পুষ্পাণি স্ববদাদদীত ফলানি চাপরিবৃতানাম্। কুসীদবৃদ্ধির্ধর্ম্ম্যা বিংশতিঃ পঞ্চমাষকী মাসং নাতিসাম্বৎসরীমেকে চিরস্থানে দ্বৈগুণ্যং প্রয়োগস্য মুক্তাধির্ন বর্দ্ধতে দিৎসতোঽবরুদ্ধস্য চ চক্রকালবৃদ্ধিঃ কারিতা কায়িকাশিখাধিভোগাশ্চ কুসীদং পশূপজলোমক্ষেত্রশতবাহ্যেষুনাতিপঞ্চগুণমজড়াপোগণ্ডধনং দশবর্ষভুক্তং পরৈঃ সন্নিধৌ ভোক্তুরশ্রোত্রিয়প্রব্রজিতরাজন্যধর্ম্মপুরুষৈঃ পশুভূমিস্ত্রীণামনতিভোগশ্চ ঋক্‌থভাজি ঋণং প্রতিকুর্য্যুঃ প্রাতিভাব্যবণিক্‌শুল্কমদ্যদ্যূতদণ্ডান্ পুত্রানধ্যাভবেয়ুর্নিধ্যন্বাদিযাচিতাবক্রীতাধেয়া নষ্টাঃ সর্ব্বা ন নিন্দিতা ন পুরুষাপরাধেন স্তেনঃ প্রকীর্ণকেশো মুষলী রাজানমিয়াৎ কর্ম্মাচক্ষাণঃ পূতো বধমোক্ষাভ্যামঘ্নন্নেনস্বী রাজা ন শারীরো ব্রাহ্মণদণ্ডঃ কর্ম্মবিয়োগবিখ্যাপনবিবাসনাঙ্ককরণান্যপ্রবৃত্তৌ প্রায়শ্চিত্তী স চৌরসমঃ সচিবো মতিপূর্ব্বে প্রতিগ্রহীতাপ্যধর্ম্মসংযুক্তে পুরুষশক্ত্যপরাধানুবন্ধবিজ্ঞানাদ্দণ্ডনিয়োগোঽনুজ্ঞানং বা বেদবিৎসমবায়বচনাৎবেদবিৎসমবায়বচনাৎ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।১২

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

বিপ্রতিপত্তৌ সাক্ষিণি মিথ্যাসত্যব্যবস্থা বহবঃ স্যুরনিন্দিতাঃ স্বকর্ম্মসু প্রাত্যয়িকা রাজ্ঞাঞ্চ নিষ্প্রীত্যনভিতাপাশ্চান্যতরস্মিন্নপি শূদ্রাব্রাহ্মণস্ত্বব্রাহ্মণ বচনাদনুরোধ্যোঽনিবদ্ধাশ্চেন্নাসমবেতা পৃষ্টাঃ প্রব্রূয়ুরবচনে চ দোষিণঃ স্যুঃ স্বর্গঃ সত্যবচনে বিপর্য্যয়ে নরকঃ। অনিবদ্ধৈরপি বক্তব্যং পীড়াকৃতে নিবন্ধঃ প্রমত্তোক্তে চ সাক্ষিসভ্যরাজকর্ত্তৃষু দোষো ধর্ম্মতন্ত্রপীড়ায়াং শপথেনৈকে সত্যকর্ম্মণা তদ্দেবরাজব্রাহ্মণসংসদি স্যাদব্রাহ্মণানাং ক্ষুদ্রপশ্বনৃতে সাক্ষী দশ হন্তি গোঽশ্বপুরুষভূমিষু দশগুণোত্তরান্ সর্ব্বং বা ভূমৌ হরণে নরকো ভূমিবদপ্সু মৈথুনসং-

যোগে চ পশুবন্মধুসর্পিষোর্গোবস্ত্রহিরণ্যধান্য-ব্রহ্মসু যানেষশ্ববন্মিথ্যাবচনে যাপ্যো দণ্ড্যশ্চ সাক্ষী নানৃতবচনে দোষো জীবনঞ্চেত্তদধীনং নতু পাপীয়সো জীবনং রাজা প্রাড়্ বিবাকো ব্রাহ্মণোবা শাস্ত্রবিৎ প্রাড়্ বিবাকো মধ্যোভবেৎ সম্বৎসরং প্রতীক্ষেত প্রতিভায়াং ধেন্বনডুহস্ত্রী-প্রজনসংযুক্তেষু শীঘ্রমাত্যয়িকে চ সর্ব্বধর্ম্মে-ভ্যো গরীয়ঃ প্রাড়্ বিবাকে সত্যবচনং সত্য-বচনম্।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥১৩

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শাবমাশৌচং দশরাত্রমনৃত্বিগ্‌দীক্ষিতব্রহ্ম-চারিণাং সপিণ্ডানামেকাদশরাত্রং ক্ষত্রিয়স্য দ্বাদশরাত্রং বৈশ্যস্যার্দ্ধমাসমেকং মাসং শূদ্রস্য তচ্চেদন্তঃপুনরাপতেত্তচ্ছেষেণ শুধ্যেরন্ রাত্রি-শেষে দ্বাভ্যাং প্রভাতে তিসৃভির্গোব্রাহ্মণহতা-নামন্বক্ষং রাজক্রোধাচ্চ যুদ্ধে প্রায়োনাশক-শস্ত্রাগ্নিবিষোদকোদ্‌বন্ধনপ্রপতনৈশ্চেচ্ছতাং পি-ণ্ডনিবৃত্তিঃ সপ্তমে পঞ্চমে বা জননেঽপ্যেবং মাতাপিত্রোস্তন্মাতুর্ব্বা গর্ভমাসসমা রাত্রিঃ স্রংসনে গর্ভস্য ত্র্যহং বা শ্রুত্বা চোর্দ্ধং দশম্যাঃ পক্ষিণ্যসপিণ্ডযোনিসম্বন্ধে সহাধ্যায়িনি চ স ব্রহ্মচারিণ্যেকাহং শ্রোত্রিয়েচোপসম্পন্নে প্রেতো-পস্পর্শনে দশরাত্রমাশৌচমভিসন্ধায় চেদুক্তং বৈশ্যশূদ্রয়োরার্ত্তবীর্ব্বা পূর্ব্বয়োশ্চ ত্র্যহং বাচার্য্য-তৎপুত্রস্ত্রীযাজ্যশিষ্যেষু চৈবমবরশ্চেদ্বর্ণঃ পূর্ব্বং বর্ণমুপস্পৃশেৎ পূর্ব্বো বাবরং তত্র শাবোক্ত-মাশৌচং পতিতচণ্ডালসূতিকোদক্যাশবস্পৃষ্টি-তৎস্পৃষ্ট্যুপস্পর্শনে সচেলোদকোপস্পর্শনাচ্ছুধ্যে-চ্ছবানুগমে চ শুনশ্চ যদুপহন্যাদিত্যেকে উদকদানং সপিণ্ডৈঃ কৃতচূড়স্য তৎস্ত্রীণাঞ্চান-ত্তিভোগ একেঽপ্রদত্তানামধঃশয্যাসনিনো ব্রহ্মচারিণঃ সর্ব্বে ন মার্জ্জয়েরন্ন মাসং [illegible] প্রথমতৃতীয়পঞ্চমসপ্তম-নবমেষু [illegible] বাসসাঞ্চ ত্যাগঃ অন্ত্যে [illegible] মাতাপিতৃভ্যাং তূষ্ণীং [illegible] বালদেশান্তরিতপ্রব্রজিতাসপিণ্ডানাং সদ্যঃশৌচং রাজ্ঞাঞ্চ কার্য্যবিরোধাদ্‌ব্রাহ্মণস্য চ স্বাধ্যায়ানিবৃত্ত্যর্থং স্বাধ্যায়ানিবৃত্ত্যর্থম্।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ শ্রাদ্ধমমাবস্যায়াং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ পঞ্চমীপ্রভৃতি বাপরপক্ষস্য যথাশ্রাদ্ধং সর্ব্বস্মিন্ বা দ্রব্যদেশব্রাহ্মণসন্নিধানে বা কালনিয়মঃ শক্তিতঃ প্রকর্ষেদ্ গুণসংস্কারবিধিরন্নস্য নবা-বরান্ ভোজয়েদযুজো যথোৎসাহং বা ব্রাহ্ম-ণান্ শ্রোত্রিয়ান্ বাগ্রূপবয়ঃশীলসম্পন্নান্ যুব-ভ্যো দানং প্রথমমেকে পিতৃবন্নচাতেন মিত্র-কর্ম্ম কুর্য্যাৎ পুত্রাভাবে সপিণ্ডা মাতৃসপিণ্ডাঃ শিষ্যাশ্চ দদ্যুস্তদভাবে ঋত্বিগাচার্য্যৌ তিল-মাসব্রীহিযবোদকদানৈর্মাসং পিতরঃ প্রীণন্তি মৎসহরিণরুরুশশকূর্ম্মবরাহমেষমাংসৈঃ সম্বৎ-সরাণি গব্যপয়ঃপায়সৈর্দ্বাদশ বর্ষাণি বার্ধ্রী-ণসেন মাংসেন কালশাকচ্ছাগলোহখড়্গ-মাংসৈর্মধুমিশ্রৈশ্চানন্ত্যম্। ন ভোজয়েৎ স্তেনক্লীবপতিতনাস্তিক তদ্‌বৃত্তিবীরহাগ্রেদিধি-ষুদিধিষুপতিস্ত্রীগ্রামযাজকাজপালোৎসৃষ্টাগ্নিমদ্য-পকুচরকূটসাক্ষিপ্রতিহারিকানুপপত্তির্যস্য চ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয্যগারদাহী গরদাবকীর্ণি-গণপ্রেষ্যাগম্যাগামি হিংসপরিবিত্তপরিবেত্তৃ-পর্য্যাহিতপর্য্যাধাতৃত্যক্তাত্মদুর্ব্বলাঃ কুনখিশ্যাব-দন্তঃ শ্বিত্রিপৌনর্ভবকিতবাজপ্রেষ্যপ্রাতিরূপক-শূদ্রাপতিনিরাকৃতিকিলাসী কুসীদী বণিক্-শিল্পোপজীবিজ্যাবাদিত্রতাল নৃত্যগীতশীলান্ পিত্রা চাকামেন বিভক্তান্ শিষ্যাংশ্চৈকে সগোত্রাংশ্চ। ভোজয়েদূর্দ্ধং ত্রিভ্যো গুণবন্তম্। সদ্যঃশ্রাদ্ধী শূদ্রাতল্পগস্তৎপুরীষে মাসং নয়তি পিতৃংস্তস্মাত্তদহব্রহ্মচারী স্যাৎ শ্বচণ্ডালপতিতা-বেক্ষণে দুষ্টং তস্মাৎ পরিশ্রুতে দদ্যাত্তিলৈর্ব্বা কিরেৎ পঙ্‌ক্তিপাবনো বা শময়েৎপঙ্‌ক্তি-পাবনাঃ ষড়ঙ্গবিজ্জ্যেষ্ঠসামিকস্ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধু স্ত্রিসুপর্ণঃ পঞ্চাগ্নিঃ স্নাতকো মন্ত্রব্রাহ্মণবিদ্ধর্ম্মজ্ঞো ব্রহ্মদেয়ানুসংতান ইতি। হবিঃষু চৈবং দুর্ব্বলাদীন্ শ্রাদ্ধ এবৈকে শ্রাদ্ধ এবৈকে।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রবণাদি বার্ষিকং প্রোষ্ঠপদীং বোপাকৃত্যাধীয়ীত ছন্দাংস্যর্দ্ধপঞ্চমমাসান্ পঞ্চদক্ষিণায়নং বা ব্রহ্মচার্য্যুৎসৃষ্টলোমা ন মাংসং ভুঞ্জীত দ্বৈমাস্যো, বা নিয়মী নাধীয়ীত বায়ৌ দিবা পাংশুহরে কর্ণশ্রাবিণি নক্তং বাণভেরীমৃদঙ্গগর্জ্জার্ত্তশব্দেষু চ শ্বশৃগালগর্দ্দভসংহ্রাদে লোহিতেন্দ্রধনুর্নীহারেষভ্রদর্শনে চপত্তৌ মূত্রিত উচ্চারিতে নিশাসন্ধ্যোদকেষু বর্ষতি চৈকে বল্মীকসন্তানমাচার্য্যপরিবেষণে জ্যোতিষোশ্চ ভীতো যানস্থঃ শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদঃ শ্মশানগ্রামান্তমহাপথাশৌচেষু পূতিগন্ধান্তঃশবদিবাকীর্ত্তিশূদ্রসন্নিধানে সূতকে চোদ্গারে ঋগ্‌যজুষঞ্চ সামশব্দে যাবদাকালিকা নির্ঘাতভূমিকম্পরাহুদর্শনোল্কাস্তনয়িত্নু বর্ষবিদ্যুতঃপ্রাদুষ্কৃতাগ্নিষৃতৌ বিদ্যুতি নক্তঞ্চাপররাত্রাং ত্রিভাগাদিপ্রবৃত্তৌ সর্ব্বম্। উল্কা বিদ্যুৎসমেত্যেকেষাং। স্তনয়িত্নুরপরাহ্নেপি প্রদোষে সর্ব্বং নক্তমর্দ্ধরাত্রাদহশ্চেৎ সজ্যোতির্বিষয়স্থে চ রাজ্ঞি প্রেতে বিপ্রোষ্য চান্যোন্যেন সহ সঙ্কুলোপাহিতবেদসমাপ্তিচ্ছর্দিশ্রাদ্ধমনুষ্যযজ্ঞভোজনেষহোরাত্রমমাবাস্যায়াঞ্চ দ্ব্যহং বা কার্ত্তিকী ফাল্গুন্যাষাঢ়ী পৌর্ণমাসী তিস্রোঽষ্টকাস্ত্রিরাত্রমন্ত্যামেকে অভিতো বার্ষিকং সর্ব্বে বর্ষবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুসন্নিপাতে প্রস্যন্দিন্যূর্দ্ধং ভোজনাদুৎসবে প্রাধীতস্য চ নিশায়াং চতুর্ম্মুহূর্ত্তং নিত্যমেকে নগরে মানসমপ্যশুচি শ্রাদ্ধিনামাকালিকমকৃতান্নশ্রাদ্ধিকসংযোগে চ প্রতিবিদ্যঞ্চ যাবৎ স্মরন্তি প্রতিবিদ্যঞ্চ যাবৎ স্মরন্তি।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণো ভুঞ্জীত প্রতিগৃহ্নীয়াচ্চৈধোদকযবসমূলফলমধ্বভয়াভ্যুদ্যতশয্যাসনযানপয়োদধিধানাশফরিপ্রিয়ঙ্গুস্রগ্মার্গশাকান্যপ্রণোদ্যানি সর্ব্বেষাং পিতৃদেবগুরুভৃত্যভরণে চান্যবৃত্তিশ্চেন্নান্তরেণ শূদ্রাৎ পশুপালক্ষেত্রকর্ষককুলসঙ্গতকারপিতৃপরিচারকা ভোজ্যান্না বণিক্ চাশিল্পী নিত্যমভোজ্যং কেশকীটাবপন্নং রজস্বলাকৃষ্ণশকুনিপদোপহতং ভ্রূণঘ্নপ্রেক্ষিতং গবোপঘ্রাতং ভাবদুষ্টং শুক্তং কেবলমদধি পুনঃসিদ্ধং পর্য্যুষিতমশাকভক্ষ্যস্নেহমাংস মধূন্যুৎসৃষ্টপুংশ্চল্যভিশস্তানপদেশ্যদণ্ডিকতক্ষকদর্য্যবন্ধনিকচিকিৎসক মৃগয়ুবায্যুচ্ছিষ্টভোজিগণবিদ্বিষাণামপাঙক্ত্যানাং প্রাগ্ দুর্ব্বলাদ্বৃথান্নাচমনোত্থানব্যপেতানি সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাস্তরানর্চিতঞ্চ গোশ্চ ক্ষীরমনির্দ্দশায়াঃ সূতকে চাজামহিষ্যোশ্চ নিত্যমাবিকমপেয়মৌষ্ট্রমৈকশফঞ্চ স্যন্দিনীযমসূসন্ধিনীনাঞ্চ যাশ্চব্যপেতবৎসাঃ পঞ্চনখাশ্চাশল্যকশশশ্বাবিড়্‌গোধাখড়্গকচ্ছপা উভয়তোদংকেশলোমৈকশফকলবিঙ্কপ্লবচক্রবাকহংসাঃ কাককঙ্কগৃধ্রশ্যেনা জলজা রক্তপাদতুণ্ডা গ্রাম্যকুক্কুটশূকরৌ ধেন্বনডুহৌ চাপন্নদাবসন্নবৃথামাংসানি কিসলয়ক্যাকুলশুননির্য্যাসলোহিত ব্রশ্চনাশ্বনিচিদারুবকবলাকাটিট্টিভমান্ধাতৃনক্তঞ্চরা অভক্ষ্যাঃ। ভক্ষ্যাঃ প্রতুদা বিষ্কিরা জালপাদা মৎস্যাশ্চাবিকৃতা বধ্যাশ্চ ধর্ম্মার্থে ব্যালহতা দৃষ্টদোষবাক্‌প্রশস্তানভ্যুক্ষ্যোপযুঞ্জীতোপযুঞ্জীত।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অস্বতন্ত্রা ধর্ম্মে স্ত্রী নাতিচরেদ্ভর্ত্তারং বাক্‌চক্ষুঃকর্ম্মসংযতা পতিরপত্যলিপ্সুর্দ্দেবরাদ্গুরুপ্রসূতা নর্ত্তুমতীয়াৎ পিণ্ডগোত্রঋষিসম্বন্ধিভ্যো যোনিমাত্রাদ্বা নাদেবরাদিত্যেকে নাতিদ্বিতীয়ং জনয়িতুরপত্যং সময়াদন্যত্র জীবতশ্চ ক্ষেত্রে পরস্মাত্তস্য দ্বয়োর্ব্বা রক্ষণাদ্ভর্ত্তুরেব নষ্টে ভর্ত্তরি ষাড়্‌বার্ষিকং ক্ষপণং শ্রূয়মাণেঽভিগমনং প্রব্রজিতে তু নিবৃত্তিঃ প্রসঙ্গাত্তস্য দ্বাদশবর্ষাণি ব্রাহ্মণস্য বিদ্যাসম্বন্ধে ভ্রাতরি চৈবং জ্যায়সি যবীয়ান্ কন্যাগ্ন্যুপযমেষু ষড়িত্যেকে ত্রীন্ কুমার্য্যৃতূনতীত্য স্বয়ং যুজ্যেতানিন্দিতেনোৎসৃজ্য পিত্র্যানলঙ্কারান্ প্রদানং প্রাগৃতোরপ্র-

চ্ছন্ দোষী প্রাণাসসঃ প্রতিপত্তেরিত্যেকে দ্রব্যাদানং বিবাহসিদ্ধ্যর্থং ধর্ম্মতন্ত্রসংযোগে চ শূদ্রাদন্যত্রাপি শূদ্রাদ্বহুপশোর্হীনকর্ম্মণঃ শতগোরনাহিতাগ্নেঃ সহস্রগোশ্চ সোমপাৎ সপ্তমীঞ্চাভুক্ত্বা নিচয়ায়াপ্যহীনকর্ম্মভ্য আচক্ষীত রাজ্ঞা পৃষ্টস্তেন হি ভর্ত্তব্যঃ শ্রুতশীলসম্পন্নশ্চেদ্ধর্ম্মতন্ত্রপীড়ায়াং তস্যাকরণে দোষো দোষঃ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ১৮

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

উক্তো বর্ণধর্ম্মশ্চাশ্রমধর্ম্মশ্চাথ খল্বয়ং পুরুষো যেন কর্ম্মণা লিপ্যতেঽথৈতদযাজ্যযাজনমভক্ষ্যভক্ষণমবদ্যবদনং শিষ্টস্যাক্রিয়া প্রতিষিদ্ধসেবনমিতি চ তত্র প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যান্ন কুর্য্যাদিতি মীমাংসন্তে ন কুর্য্যাদিত্যাহুর্নহি কর্ম্ম ক্ষীয়ত ইতি কুর্য্যাদিত্যপরে পুনস্তোমেনেষ্ট্বা পুনঃ সবনমায়াতীতি বিজ্ঞায়তে ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতেঽগ্নিষ্টুতাভিশস্যমানং যাজয়েদিতি চ। তস্য নিষ্ক্রয়ণানি জপস্তপো হোম উপবাসো দানমুপনিষদো বেদান্তাঃ সর্ব্বচ্ছন্দঃসু সংহিতা মধূন্যঘমর্ষণমথর্ব্বশিরোরুদ্রাঃ পুরুষসূক্তং রাজনরৌহিণে সামনী বৃহদ্রথন্তরে পুরুষগতির্মহানাম্ন্যো মহাবৈরাজং মহাদিবাকীর্ত্ত্যং জ্যেষ্ঠসাম্নামন্যতমদ্বহিষ্যবমানং কুষ্মাণ্ডানি পাবমান্যঃ সাবিত্রী চেতি পাবনানি। পয়োব্রততা শাকভক্ষতা ফলভক্ষতা প্রসৃতযাবকো হিরণ্যপ্রাশনং ঘৃতপ্রাশনং সোমপানমিতি চ মেধ্যানি। সর্ব্বে শিলোচ্চয়াঃ সর্ব্বাঃ স্রবন্ত্যঃ পুণ্যাহ্রদাস্তীর্থানি ঋষিনিবাসগোষ্ঠপরিস্কন্দা ইতি দেশাঃ। ব্রহ্মচর্য্যং সত্যবচনং সবনেষূদকোপস্পর্শনমার্দ্রবস্ত্রতাধঃশায়িতানাশক ইতি তপাংসি। হিরণ্যং গৌর্ব্বাসোঽশ্বো ভূমিস্তিলা ঘৃতমন্নমিতি দেয়ানি। সম্বৎসরঃ ষণ্মাসাশ্চত্বারস্ত্রয়ো দ্বাবেকশ্চতুর্ব্বিংশত্যহো দ্বাদশাহঃ ষড়হস্ত্র্যহোঽহোরাত্র ইতি কালাঃ। এতান্যেবানাদেশে বিকল্পেন ক্রিয়েরন্। এনঃসু গুরুষু গুরূণি লঘুষু লঘূনি কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণমিতি সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তং সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তম্।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ চতুঃষষ্টিষু যাতনাস্থানেষু দুঃখান্যনুভূয় তত্রেমানি লক্ষণানি ভবন্তি ব্রহ্মহার্দ্রকুষ্ঠী সুরাপঃ শ্যাবদন্তো গুরুতল্পগঃ পঙ্গুন্ধঃ স্বর্ণহারী কুনখী শ্বিত্রী বস্ত্রাপহারী হিরণ্যহারী দর্দ্দুরী তেজোঽপহারী মণ্ডলী স্নেহাপহারী ক্ষয়ী তথা জীর্ণবানন্নাপহারী জ্ঞানাপহারী মূকঃ প্রতিহন্তা গুরোরপস্মারী গোঘ্নো জাত্যন্ধঃ পিশুনঃ পূতিনাসঃ পূতিবক্তস্তু সূচকঃ শূদ্রোপাধ্যায়ঃ শ্বপাকস্ত্রপুসীসচামরবিক্রয়ী মদ্যপ একশফবিক্রয়ী মৃগব্যাধঃ কুণ্ডাশী ভৃতকশ্চৈলিকো বা নক্ষত্রী চার্ব্বুদী নাস্তিকো রঙ্গোপজীব্যভক্ষ্যভক্ষী গণ্ডরী ব্রহ্মপুরুষতস্করাণাং দেশিকঃ পিণ্ডিতঃ ষণ্ডো মহাপথিকো গণ্ডিকশ্চণ্ডালী পুক্কসী গোঘবকীর্ণী মধ্বামেহী ধর্ম্মপত্নীষু স্যান্মৈথুনপ্রবর্ত্তকঃ খল্বাটসগোত্রসময়স্ত্র্যভিগামী পিতৃমাতৃভগিনীস্ত্র্যভিগাম্যাবীজিতস্তেষাং কুব্জকুণ্ঠমণ্ডব্যাধিতব্যঙ্গদরিদ্রাল্পায়ুষোঽল্পবুদ্ধয়শ্চণ্ডপণ্ডশৈলূষ তস্করপরপুরুষপ্রেষ্যপরকর্ম্মকরাঃ খল্বাটচক্রাঙ্গসঙ্কীর্ণাঃ ক্রূরকর্ম্মাণঃ ক্রমশশ্চাস্যাশ্চোপপদ্যন্তে তস্মাৎ কর্ত্তব্যমেবেহ প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধৈর্লক্ষণৈর্জায়ন্তে ধর্ম্মস্য ধারণাদিতি ধর্ম্মস্য ধারণাদিতি।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে বিংশোঽধ্যায়ঃ॥২০॥

একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্যজেৎ পিতরং রাজঘাতকং শূদ্রযাজকং বেদবিপ্লাবকং ভ্রূণহনং যশ্চান্ত্যাবসায়িভিঃ সহ সংবসেদন্ত্যাবসায়িন্যা বা তস্য বিদ্যাগুরূন্ যোনিসম্বন্ধাংশ্চ সন্নিপাত্য সর্ব্বাণ্যুদকাদীনি প্রেতকর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ পাত্রঞ্চাস্য বিপর্য্যস্যেয়ুঃ। দাসঃ কর্ম্মকরোবাবকরাদমেধ্যপাত্রমানীয় দাসী ঘটান্ পূরয়িত্বা দক্ষিণামুখঃ পদা বিপর্য্যস্যেদমমুদকং করোমীতি নামগ্রাহন্তং সর্ব্বেঽন্বালভেরন্ প্রাচীনাবীতিনো মুক্তশিখাবিদ্যাগুরবো যোনিসম্বন্ধাশ্চ বীক্ষেরন্নপ উপস্পৃশ্য গ্রামং প্রবিশন্তি। অত ঊর্দ্ধং তেন সম্ভাষ্য তিষ্ঠেদেকরাত্রং জপন্ সাবিত্রীমজ্ঞানপূর্ব্বং জ্ঞানপূর্ব্বঞ্চেৎ ত্রিরাত্রম্। যস্তু প্রায়শ্চিত্তেন শুধ্যে-

তস্মিন্ শুদ্ধে শাতকুম্ভময়ং পাত্রং পুণ্য তমাদ্ধ্রদাৎ পূরয়িত্বা স্রবন্তীভ্যো বা ত এনমপ উপস্পর্শয়েয়ুঃ। অথাস্মৈ তৎপাত্রং দদ্যুস্তৎ সম্প্রতিগৃহ্য জপেচ্ছান্তা দ্যৌঃ শান্তা পৃথিবী শান্তং শিবমন্তরিক্ষং যো রোচনস্তমিহ গৃহ্লামীত্যেতৈর্যজুর্ভিঃ পাবমানীভিস্তরৎসমন্দীভিঃ কুষ্মাণ্ডৈশ্চাজ্যং জুহুয়াদ্ধিরণ্যং ব্রাহ্মণায় বা দদ্যাদগামাচার্য্যায়। যস্ত তু প্রাণান্তিকং প্রায়শ্চিত্তং স মৃতঃ শুধ্যেত্তস্য সর্ব্বাণ্যুদকাদীনি প্রেতকর্ম্মাণি কুর্য্যুরেতদেব শান্ত্যদকং সর্ব্বেষূপপাতকেষু সর্ব্বেষূপপাতকেষু।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মহসুরাপগুরুতল্পগমাতৃপিতৃযোনিসম্বন্ধগস্তেননাস্তিকনিন্দিতকর্ম্মাভ্যাসিপতিতাত্যাগ্যপতিতত্যাগিনঃ পতিতাঃ পাতকসংযোজকাশ্চ তৈশ্চাব্দং সমাচরন্। দ্বিজাতিকর্ম্মভ্যোহানিঃ পতনং পরত্র চাসিদ্ধিস্তামেকে নরকং ত্রীণি প্রথমান্যনির্দ্দেশ্যানি মনুর্ন স্ত্রীষ্বগুরুতল্পগঃ পততীত্যেকে ভ্রূণহনি। হীনবর্ণসেবায়াঞ্চ স্ত্রী পততি কৌটসাক্ষ্যং রাজগামিপৈশুনং গুরোরনৃতাভিশংসনং মহাপাতকসমানি অপাংক্ত্যানাং প্রাগ্দুর্ব্বলাদ্গোহন্তৃব্রহ্মোজ্ঝ্যতন্মন্ত্রকৃদবকীর্ণিপতিতসাবিত্রীকেষূপপাতকং যাজনাধ্যাপনাদৃত্বিগাচার্য্যৌ পতনীয়সেবায়াঞ্চ হেয়াবন্যত্র হানাৎ পততি তস্য চ প্রতিগ্রহীতেত্যেকে ন কর্হিচিন্মাতাপিত্রোরবৃত্তির্দ্দায়ন্তু ন ভজেরন্ ব্রাহ্মণাভিশংসনে দোষস্তাবান্ দ্বিরনেনসি দুর্ব্বলহিংসায়ামপি মোচনে শক্তশ্চেৎ। অভিক্রুধ্যাবগোরণং ব্রাহ্মণস্য বর্ষশতমস্বর্গ্যং নির্ঘাতে সহস্রং লোহিতদর্শনে যাবতস্তৎপ্রস্কন্দ্য পাংশূন্ সংগৃহ্লীয়াৎ সংগৃহ্লীয়াৎ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

প্রায়শ্চিত্তমগ্নৌ সক্তির্ব্রহ্মঘ্নস্ত্রিরবচ্ছাদিতস্য লক্ষ্যং বা স্যাজ্জন্যে শস্ত্রভৃতাম্। খট্বাঙ্গকপালপাণির্ব্বা দ্বাদশসম্বৎসরান্ ব্রহ্মচারী ভৈক্ষায় গ্রামং প্রবিশেৎ স্বকর্ম্মাচক্ষাণঃ পথোপক্রামেৎ সংদর্শনাদার্য্যস্য স্থানাসনাভ্যাং বিহরন্ সবনেষূদকোপস্পর্শী শুধ্যেৎ প্রাণলাভে বা তন্নিমিত্তে ব্রাহ্মণস্য দ্রব্যাপচয়ে বা ত্র্যবরং প্রতি রাজ্ঞোঽশ্বমেধাবভৃথে বান্যযজ্ঞেঽপ্যগ্নিষ্টুদন্তশ্চেৎসৃষ্টশ্চেদ্‌ব্রাহ্মণবধে। হত্বাপি আত্রেয্যাশ্চৈবং গর্ভে চাবিজ্ঞাতে বা। ব্রাহ্মণস্য রাজন্যবধে ষড়্‌বার্ষিকং প্রাকৃতং ব্রহ্মচর্য্যং ঋষভৈকসহস্রাশ্চ গা দদ্যাৎ। বৈশ্যে ত্রৈবার্ষিকং ঋষভৈকশতাশ্চ গা দদ্যাৎ। শূদ্রে সম্বৎসরং ঋষভৈকদশাশ্চ গা দদ্যাদনাত্রেয্যাশ্চৈবং গাঞ্চ। বৈশ্যবন্মণ্ডূকনকুলকাকবিবদহরমূষিকাশ্চ। হিংসাসু চাস্থিমতাং সহস্রং হত্বানস্থিমতামনডুহ্ভারে চ। অপি বাস্থিমতামেকৈকস্মিন্ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্দদ্যাৎ। ষণ্ডে চ পলালভারঃ সীসমাষশ্চ বরাহে ঘৃতঘটঃ সর্পে লৌহদণ্ডো ব্রহ্মবন্ধ্বাঞ্চললনায়াং জীবোবৈশিকেন কিঞ্চিত্তল্পান্নধনলাভবধেষু পৃথগ্বর্ষাণি দ্বে পরদারে ত্রীণি শ্রোত্রিয়স্য দ্রব্যলাভে চোৎসর্গো যথাস্থানং বা গময়েৎ প্রতিসিদ্ধমন্ত্রসংযোগে সহস্রবাক্ চেদগ্ন্যুৎসাদিনিরাকৃত্যুপপাতকেষু চৈবং স্ত্রী চাতিচারিণী গুপ্তা পিণ্ডং তু লভেত অমানুষীষু গোবর্জ্জং স্ত্রীকৃতে কুষ্মাণ্ডৈর্ঘৃতহোমো ঘৃতহোমঃ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্যোষ্ণামাসিঞ্চেয়ুঃ সুরামাস্যে মৃতঃ শুধ্যেদমত্যা পানে পয়োঘৃতমুদকং বায়ুং প্রতি ত্র্যহং তপ্তানি সকৃচ্ছ্রস্ততোঽস্য সংস্কারঃ। মূত্রপুরীষরেতসাঞ্চ প্রাশনে শ্বাপদোষ্ট্রখরাণাঞ্চাঙ্গস্য গ্রাম্যকুক্কুটশূকরয়োশ্চ গন্ধাঘ্রাণে সুরাপস্য প্রাণায়ামো ঘৃতপ্রাশনঞ্চ পূর্ব্বৈশ্চ দ(ষ্ট)স্য।

তপ্তে লোহশয়নে গুরুতল্পগঃ শয়ীত সূর্মীং বা জ্বলন্তীং শ্লিষ্যেল্লিঙ্গং বা সবৃষণমুৎকৃত্যাঞ্জলাবাধায় দক্ষিণাপ্রতীচীং ব্রজেদজিহ্মমাশরীরনিপাতান্মৃতঃ শুধ্যেত। সখীসযোনিসগোত্রাশিষ্যভার্য্যাসু স্নুষায়াং গবি চ তল্পসমোঽবকর ইত্যেকে শ্বভিরাদয়েদ্রাজা নিহীনবর্ণগমনে স্ত্রিয়ং প্রকাশং পুমাংসং খাদয়েদ্‌যথোক্তং বা গর্দ্দভেনাবকীর্ণী নির্ঋতিং চতুষ্পথে যজতে তস্যাজিনমূর্দ্ধবালং পরিধায় লোহিতপাত্রঃ সপ্ত গৃহান্ ভৈক্ষঞ্চরেৎ কর্ম্মাচক্ষাণঃ সম্বৎসরেণ শুধ্যেৎ। রেতস্কন্দনে ভয়ে রোগে স্বপ্নেঽগ্নীন্ধনভৈক্ষচরণানি সপ্তরাত্রং কৃত্বাজ্যহোমঃ সাভিসন্ধের্ব্বা রেতস্যাভ্যাং সূর্য্যাভ্যুদিতে ব্রহ্মচারী তিষ্ঠেদহরহভু্র্ঞ্জানোঽভ্যস্তমিতে চ রাত্রিং জপন্ সাবিত্রীমশুচিং দৃষ্ট্বাদিত্যমীক্ষেত প্রাণায়ামং কৃত্বাঽভোজ্যভোজনেঽমেধ্যপ্রাশনে বা নিষ্পুরীষীভাবস্ত্রিরাত্রাবরমভোজনং সপ্তরাত্রং বা স্বয়ং শীর্ণান্যুপযুঞ্জানঃ ফলান্যনতিক্রামন্ প্রাক্‌পঞ্চনখেভ্যশ্চর্দ্দিনোঘৃতপ্রাশনঞ্চাক্রোশানৃতহিংসাসু ত্রিরাত্রং পরমন্তপঃ সত্যবাক্যে চেদ্বারুণীপাবমানীভির্হোমোবিবাহমৈথুননির্ম্মাতৃসংযোগেষ্বদোষমেকেঽনৃতং নতু খলু গুর্ব্বর্থেষু যতঃ সপ্ত পুরুষানিতশ্চ পরতশ্চ হন্তি মনসাপি গুরোরনৃতং বদন্নল্পেষ্বপ্যর্থেঽন্ত্যাবসায়িনীগমনে কৃচ্ছ্রাব্দোঽমত্যা দ্বাদশরাত্রমুদক্যাগমনে ত্রিরাত্রং ত্রিরাত্রম্।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রহস্যং প্রায়শ্চিত্তমবিখ্যাতদোষস্য চতুর্থ্চং তরৎসমন্দীত্যপ্সু জপেদপ্রতিগ্রাহ্যং প্রতিজিঘৃক্ষন্ প্রতিগৃহ্য বাঽভোজ্যং বুভুক্ষমাণঃ পৃথিবীমাবপেদৃত্ব্যন্তররারমণ উদকোপস্পর্শনাচ্ছুদ্ধিমেকে স্ত্রীষু পয়োব্রতো বা দশরাত্রং ঘৃতেন দ্বিতীয়মদ্ভিস্তৃতীয়ং দিবাদিষ্বেকভক্তকোজলক্লিন্নবাসা লোমানি নখানি ত্বচং মাংসং শোণিতং স্নায়্বস্থিমজ্জানমিতিহোম আত্মনো মুখে মৃত্যোরাস্যে জুহোমীত্যন্ততঃ। সর্ব্বেষামেতৎ প্রায়শ্চিত্তং ভ্রূণহত্যায়াঃ। অথান্য উক্তোনিয়মোঽগ্নে ত্বং পারয়েতি মহাব্যাহৃতিভির্জুহুয়াৎ কুষ্মাণ্ডৈশ্চাজ্যং তদ্‌ব্রত এব বা ব্রহ্মহত্যাসুরাপানস্তেয়গুরুতল্পেষু প্রাণায়ামৈঃ স্নাতোঽঘমর্ষণং জপেৎ সমমশ্বমেধাবভৃথেন সাবিত্রীং বা সহস্রকৃত্ব আবর্ত্তয়ন্ পুনীতেহৈবাত্মানমন্তর্জ্জলে বাঘমর্ষণং ত্রিরাবর্ত্তয়ন্ পাপেভ্যো মুচ্যতে মুচ্যতে।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

তদাহুঃ কতিধাবকীর্ণী প্রবিশতীতি মরুতঃ প্রাণেনেন্দ্রং বলেন বৃহস্পতিং ব্রহ্মবর্চ্চসেনাগ্নিমেবেতরেণ সর্ব্বেণেতিসোঽমাবাস্যায়াংনিশ্যগ্নিমুপসমাধায় প্রায়শ্চিত্তাজ্যাহুতীর্জুহোতি কামাবকীর্ণোঽস্ম্যবকীর্ণোঽস্মি কামকামায় স্বাহা কামাভিদ্রুগ্ধোঽস্ম্যভিদ্রুগ্ধোঽস্মি কামকামায় স্বাহেতি সমিধমাধায়ানুপর্য্যুক্ষ্য যজ্ঞবাস্তু কৃত্বোপস্থায় সম্মাসিঞ্চন্ত্বিত্যেতয়া ত্রিরুপতিষ্ঠেত ত্রয় ইমে লোকা এষাং লোকানামভিজিত্যা অভিক্রান্ত্যা ইত্যেতদেবৈকেষাং কর্ম্মাধিকৃতয়োঃ পূত ইব স্যাৎ স ইত্থং জুহুয়াদিত্থমনুমন্ত্রয়েদ্বরো দক্ষিণেতি। প্রায়শ্চিত্তমবিশেষাদনার্জ্জবপৈশুনপ্রতিষিদ্ধাচারানাদ্যপ্রাশনেষু। শূদ্রায়াঞ্চ রেতঃ সিক্ত্বা যোনৌ চ দোষবতি কর্ম্মণ্যভিসন্ধিপূর্ব্বেঽম্বলিঙ্গাভিরপ উপস্পৃশেদ্বারুণীভিরন্যৈর্ব্বা পবিত্রৈঃ প্রতিষিদ্ধবাঙ্মনসয়োরপচারে ব্যাহৃতয়ঃ সংখ্যাতাঃ পঞ্চ সর্ব্বাস্বপো বাচামেদহশ্চ আদিত্যশ্চ পুনাতু স্বাহেতি প্রাতঃ রাত্রিশ্চ মা বরুণশ্চ পুনাত্বিতি সায়মষ্টৌ বা সমিধমাদধ্যাদ্দেবকৃতস্যেতি হুত্বৈবং সর্ব্বস্মাদেনসো মুচ্যতে মুচ্যতে।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষড়্‌বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কৃচ্ছ্রান্ ব্যাখ্যাস্যামো হবিষ্যান্ প্রাতরাশান্ ভুক্ত্বা তিস্রো রাত্রীর্নাশ্নীয়াদথাপরং

ত্র্যহং নক্তং ভুঞ্জীত অথাপরং ত্র্যহং ন কঞ্চন যাচেদথাপরং ত্র্যহমুপবসেত্তিষ্ঠেদহনি রাত্রাবাসীত ক্ষিপ্রকামঃ সত্যং বদেদনার্য্যৈর্ন সম্ভাষেত রৌরবযৌধাজিনে নিত্যং প্রযুঞ্জীতা-নুসবনমুদকোপস্পর্শনমাপোহিষ্ঠেতি তিসৃভিঃ পবিত্রবতীভির্মার্জ্জয়েৎ হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকা ইত্যষ্টাভিঃ। অথোদকতর্পণং ও নমো হমায় মোহমায় সংহমায় ধুন্বতে তাপসায় পুনর্ব্বসবে নমো নমো মৌঞ্জ্যায়োর্ম্ম্যায় বসুবিন্দায় সর্ব্ববিন্দায় নমোনমঃ পারায় সুপারায় মহাপারায় পারয়িষ্ণবে নমো নমো রুদ্রায় পশুপতয়ে মহতে দেবায় ত্র্যম্বকায়ৈকচরাধিপতয়ে হরায় শর্ব্বায়েশানায়োগ্রায় বজ্রিণে ঘৃণিনে কপর্দ্দিনে নমো নমঃ সূর্য্যায়াদিত্যায় নমো নমো নীলগ্রীবায় শিতিকণ্ঠায় নমো নমঃ কৃষ্ণায় পিঙ্গলায় নমো নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বৃদ্ধায়েন্দ্রায় হরিকেশায়োর্দ্ধরেতসে নমো নমঃ সত্যায় পাবকায় পাবকবর্ণায় কামায় কামরূপিণে নমো নমো দীপ্তায় দীপ্তরূপিণে নমো নমস্তীক্ষ্ণরূপিণে নমোনমঃ সৌম্যায় সুপুরুষায় মহাপুরুষায় মধ্যমপুরুষায়োত্তমপুরুষায় ব্রহ্মচারিণে নমো নমশ্চন্দ্রললাটায় কৃত্তিবাসসে পিনাকহস্তায় নমো নম ইতি। এতদেবাদিত্যোপস্থানমেতা এবাজ্যাহুতয়ো দ্বাদশরাত্রস্যান্তে চরুং শ্রপয়িত্বৈতাভ্যো দেবতাভ্যো জুহুয়াদগ্নয়ে স্বাহা সোমায় স্বাহাগ্নীষোমাভ্যামিন্দ্রাগ্নিভ্যামিন্দ্রায় বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মণে প্রজাপতয়ে অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃত ইতি। ততো ব্রাহ্মণতর্পণম্। এতেনৈবাতিকৃচ্ছ্রো ব্যাখ্যাতো যাবৎ সকৃদাদদদীত তাবদশ্নীয়াদব্ভক্ষস্তৃতীয়ঃ স কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ। প্রথমং চরিত্বা শুচিঃ পূতঃ কর্ম্মণ্যো ভবতি দ্বিতীয়ং চরিত্বা যৎকিঞ্চিদন্যন্মহাপাতকেভ্যঃ পাপং কুরুতে তস্মাৎ প্রমুচ্যতে তৃতীয়ং চরিত্বা সর্ব্বস্মাদেনসো মুচ্যতে অথৈতাংস্ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ চরিত্বা সর্ব্বেষু বেদেষু স্নাতো ভবতি সর্ব্বৈর্দ্দেবৈর্জ্ঞাতো ভবতি যশ্চৈবং বেদ যশ্চৈবং বেদ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতশ্চান্দ্রায়ণং তস্যোক্তো বিধিঃ কৃচ্ছ্রে বপনং ব্রতঞ্চরেৎ শ্বোভূতাং পৌর্ণমাসীমুপবসেদাপ্যায়স্ব সন্তে পয়াংসি নবোনব ইতি চৈতাভিস্তর্পণমাজ্যহোমোহবিষশ্চানুমন্ত্রণমুপস্থানং চন্দ্রমসোযদ্দেবা দেবহেলনমিতি চতসৃভিরাজ্যং জুহুয়াদ্দেবকৃতস্যেতি চান্তে সমিদ্ভিরোং ভূর্ভুবঃ স্বস্তপঃ সত্যং যশঃ শ্রীরূপং গিরৌজস্তেজঃ পুরুষো ধর্ম্মঃ শিবঃ শিব ইত্যেতৈগ্রাসানুমন্ত্রণং প্রতিমন্ত্রং মনসা নমঃ স্বাহেতি বা সর্ব্বগ্রাসপ্রমাণমাস্যাবিকারেণ চরুভৈক্ষশক্তুকণযাবকশাকপয়োদধিঘৃতমূলফলোদকানি হবীংষ্যুত্তরোত্তরং প্রশস্তানি পৌর্ণমাস্যাং পঞ্চদশ গ্রাসান্ ভুক্ত্বৈকাপচয়েন পরপক্ষমশ্নীয়াদমাবাস্যায়ামুপোষ্যৈকোপচয়েন পূর্ব্বপক্ষং বিপরীতমেকেষাম্। এষ চান্দ্রায়ণো-মাসো মাসমেতমাপ্ত্বা বিপাপো বিপাপ্মা সর্ব্বমেনো হন্তি দ্বিতীয়মাপ্ত্বা দশপূর্ব্বান্ দশাবরানাত্মানঞ্চৈকবিংশং পঙ্‌ক্তীশ্চ পুনাতি সম্বৎসরং চাপ্ত্বা চন্দ্রমসঃ সলোকতামাপ্নোতি সলোকতামাপ্নোতি।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ঊর্দ্ধং পিতুঃ পুত্রা ঋকৃথং ভজেরন্নিবৃত্তে রজসি মাতুর্জীবতি চেচ্ছতি সর্ব্বংবা পূর্ব্বজস্যেতরান্ বিভৃয়াৎ। পূর্ব্ববদ্বিভাগে তু ধর্ম্মবৃদ্ধির্বিংশতিভাগো জ্যেষ্ঠস্য মিথুনমুভয়তোদদ্যুক্তো রথো গোবৃষঃ কাণখোরকূটবণ্ডামধ্যমস্যানেকশ্চেদবির্ধান্যায়সী গৃহমনোযুক্তং চতুষ্পদাঞ্চৈকৈকং যবীয়সঃ সমঞ্চেতরৎ সর্ব্বং দ্ব্যংশী বা পূর্ব্বজঃ স্যাদেকৈকমিতরেষামেকৈকং বা ধনরূপং কাম্যং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো লভেত দশতঃ পশূনাং নৈকশফঃ নৈকশফানাং বৃষভোঽধিকো জ্যেষ্ঠস্য বৃষভষোড়শা জ্যৈষ্ঠিনেয়স্য সমং বা জ্যৈষ্ঠিনেয়েন যবীয়সাং প্রতিমাতৃ বা স্ববর্গে ভাগবিশেষঃ। পিতোৎসৃজেৎ পুত্রিকামনপত্যোঽগ্নিং প্রজাপতিঞ্চেষ্ট্বাস্মদর্থমপত্যমিতি

সংবাদ্যাভিসন্ধিমাত্রাৎ পুত্রিকেত্যেকেষাং তৎসংশয়ান্নোপযচ্ছেদভ্রাতৃকাম্। পিণ্ডগোত্রঋষিসম্বন্ধা ঋক্‌থং ভজেরন্ স্ত্রী চানপত্যস্য বীজং বা লিপ্সেত দেবরবত্যন্যতো জাতমভাগম্। স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ ভগিনীশুল্কং সোদর্য্যাণামূর্দ্ধং মাতুঃ পূর্ব্বঞ্চৈকে। সংসৃষ্টবিভাগঃ প্রেতানাং জ্যেষ্ঠস্য সংসৃষ্টিনি প্রেতে অসংসৃষ্টী ঋক্‌থভাক্ বিভক্তজঃ পিত্র্যমেব। স্বমর্জ্জিতং বৈদ্যোঽবৈদ্যেভ্যঃ কামং ভজেরন্। পুত্রা ঔরসক্ষেত্রজদত্তকৃত্রিমগূঢ়োৎপন্নাপবিদ্ধা ঋক্‌থভাজঃ কানীনসহোঢ়পৌনর্ভবপুত্রিকাপুত্রস্বয়ন্দত্তক্রীতা গোত্রভাজশ্চতুর্থাংশভাগিনশ্চৌরসাদ্যভাবে ব্রাহ্মণস্য রাজন্যাপুত্রো জ্যেষ্ঠো গুণসম্পন্নস্তুল্যাংশভাক্ জ্যেষ্ঠাংশহীনমন্যৎ রাজন্যাবৈশ্যাপুত্রসমবায়ে স যথা ব্রাহ্মণীপুত্রেণ ক্ষত্রিয়াচ্চেৎ শূদ্রাপুত্রোঽপ্যনপত্যস্য শুশ্রূষুশ্চেল্লভেত বৃত্তিমূলমন্তেবাসবিধিনা সবর্ণাপুত্রোঽপ্যন্যায়বৃত্তো ন লভেতৈকেষাং শ্রোত্রিয়া ব্রাহ্মণস্যানপত্যস্য ঋক্‌থং ভজেরন্ রাজেতরেষাং জড়ক্লীবৌ ভর্ত্তব্যাবপত্যং জড়স্য ভাগার্হং শূদ্রাপুত্রবৎ প্রতিলোমাসূদকযোগক্ষেমকৃতান্নেষবিভাগঃ স্ত্রীষু চ সংযুক্তাস্বনাজ্ঞাতে দশাবরৈঃ শিষ্টৈরূহবদ্ভিরলুব্ধৈঃ প্রশস্তং কার্য্যম্। চত্বারশ্চতুর্ণাং পারগা বেদানাং প্রাগুত্তমাস্ত্রয় আশ্রমিণঃ পৃথগ্ধর্ম্মবিদস্ত্রয় এতান্ দশাবরান্ পরিষদিত্যাচক্ষতে অসম্ভবেত্বেতেষামশ্রোত্রিয়ো বেদবিচ্ছিষ্টোবিপ্রতিপত্তৌ যদাহ যতোঽয়মপ্রভবোভূতানাং হিংসানুগ্রহযোগেষু ধর্ম্মিণাং বিশেষেণ স্বর্গং লোকং ধর্ম্মবিদাপ্নোতি জ্ঞানাভিনিবেশাভ্যামিতি ধর্ম্মো ধর্ম্মঃ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯ ॥

সমাপ্তা চেয়ং গৌতমসংহিতা।

শাতাতপসংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

প্রায়শ্চিত্তবিহীনানাং মহাপাতকিনাং নৃণাম্।
নরকান্তে ভবেজ্জন্ম চিহ্নাঙ্কিতশরীরিণাম্॥ ১
প্রতিজন্ম ভবেত্তেষাং চিহ্নং তৎপাপসূচিতম্।
প্রায়শ্চিত্তে কৃতে যাতি পশ্চাত্তাপবতাং পুনঃ ॥২
মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মনি জায়তে।
উপপাপোদ্ভবং পঞ্চ ত্রীণি পাপসমুদ্ভবম্॥ ৩
দুষ্কর্ম্মজা নৃণাং রোগা যান্তি চোপক্রমৈঃ শমম্
জপৈঃ সুরার্চ্চনৈর্হোমৈর্দানৈস্তেষাংশমোভবেৎ৪
পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং নরকস্য পরিক্ষয়ে।
বাধতে ব্যাধিরূপেণ তস্য জপ্যাদিভিঃ শমঃ॥ ৫
কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকাশা অতীসারভগন্দরৌ॥ ৬
দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনম্।
ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ॥৭
জলোদরং যকৃৎ প্লীহা শূলরোগব্রণানি চ।
শ্বাসাজীর্ণজ্বরচ্ছর্দ্দিভ্রমমোহগলগ্রহাঃ॥ ৮
রক্তার্ব্বুদবিসর্পাদ্যা উপপাপোদ্ভবা গদাঃ।
দণ্ডাপতানকশ্চিত্রবপুঃকম্পবিচর্চ্চিকাঃ॥ ৯
বল্মীকপুণ্ডরীকাদ্যা রোগাঃ পাপসমুদ্ভবাঃ।
অর্শআদ্যা নৃণাং রোগা অতিপাপাদ্ভবন্তি হি॥১০
অন্যে চ বহবো রোগা জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।
উচ্যন্তে চ নিদানানিপ্রায়শ্চিত্তানি বৈ ক্রমাৎ১১
মহাপাপেষু সর্ব্বং স্যাৎ তদর্দ্ধমুপপাতকে।
দদ্যাৎ পাপেষু ষষ্ঠাংশং কল্প্যং ব্যাধিবলাবলম্১২
অথ সাধারণস্তেষু গোদানাদিষু কথ্যতে।
গোদানে বৎসযুক্তা গৌঃ সুশীলা চ পয়স্বিনী॥১৩
বৃষদানে শুভোঽনড়ান্ শুক্লাম্বরসকাঞ্চনঃ।
নিবর্ত্তনানি ভূদানে দশ দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে॥ ১৪
দশহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডং নিবর্ত্তনম্।
দশ তান্যেব গোচর্ম্ম দত্ত্বা স্বর্গে মহীয়তে॥ ১৫
সুবর্ণশতনিষ্কস্তু তদর্দ্ধার্দ্ধপ্রমাণতঃ।
অশ্বদানে মৃদু শ্লক্ষমশ্বং সোপস্করং দিশেৎ॥ ১৬
মহিষীং মাহিষে দানে দদ্যাৎ স্বর্ণায়ুধান্বিতাম্।
দদ্যাদ্গজং মহাদানে সুবর্ণফলসংযুতম্॥ ১৭
লক্ষসংখ্যাহঁণং পুষ্পং প্রদদ্যাদ্দেবতার্চ্চনে।
দদ্যাদ্দ্বিজসহস্রায় মিষ্টান্নং দ্বিজভোজনে॥ ১৮
রুদ্রং জপেল্লক্ষপুষ্পৈঃ পূজয়িত্বা চ ত্র্যম্বকম্।
একাদশ জপেদ্রুদ্রান্ দশাংশং গুগ্গুলৈর্ঘৃতৈঃ১৯
হুত্বাভিষেচনং কুর্য্যান্মন্ত্রৈর্ব্বরুণদৈবতৈঃ।
শান্তিকে গণশান্তিশ্চ গ্রহশান্তিকপূর্ব্বকম্॥ ২০
ধান্যদানে শুভং ধান্যং খারীষষ্টিমিতং স্মৃতম্।
বস্ত্রদানে পট্টবস্ত্রদ্বয়ং কর্পূরসংযুতম্॥ ২১
দশপঞ্চাষ্টচতুর উপবেশ্য দ্বিজান্ শুভান্।
বিধায় বৈষ্ণবীং পূজাং সঙ্কল্প্য নিজকাম্যয়া ॥২২
ধেনুং দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যো দক্ষিণাঞ্চাপিশক্তিতঃ।
অলঙ্কৃত্য যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্করণৈর্দ্বিজান্॥ ২৩
যাচেদ্দণ্ডপ্রমাণেন প্রায়শ্চিত্তং যথোদিতম্।
তেষামনুজ্ঞয়া কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি॥ ২৪
পুনস্তান্ পরিপূর্ণার্থানর্চ্চয়েদ্বিধিবদ্দ্বিজান্।
সন্তুষ্টা ব্রাহ্মণা দদ্যুরনুজ্ঞাং ব্রতকারিণে॥ ২৫
জপচ্ছিদ্রং তপশ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং যজ্ঞকর্ম্মণি।
সর্ব্বং ভবতি নিশ্ছিদ্রং যস্য চেচ্ছন্তি ব্রাহ্মণাঃ॥২৬
ব্রাহ্মণা যানি ভাষন্তে মন্যন্তে তানি দেবতাঃ।
সর্ব্বদেবময়া বিপ্রা ন তদ্বচনমন্যথা॥ ২৭
উপবাসো ব্রতঞ্চৈব স্নানং তীর্থফলং তপঃ।
বিপ্রৈঃ সম্পাদিতং সর্ব্বংসম্পন্নং তস্যতৎফলম্॥২৮
সম্পন্নমিতি যদ্বাক্যং বদন্তি ক্ষিতিদেবতাঃ।
প্রণম্য শিরসা ধার্য্যমগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥ ২৯

ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্জ্জলং সার্ব্বকামিকম্।
তেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ৩০
তেভ্যোঽনুজ্ঞামভিপ্রাপ্য প্রগৃহ্য চ তথাশিষঃ।
ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ শক্ত্যা ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ॥৩

ইতি শাতাতপীয়ে কর্ম্মবিপাকে সাধারণ-
বিধিঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মহা নরকস্যান্তে পাণ্ডুকুষ্ঠী প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তং প্রকুর্ব্বীত স তৎপাতকশান্তয়ে॥ ১
চত্বারঃ কলসাঃ কার্য্যাঃ পঞ্চরত্নসমন্বিতাঃ।
পঞ্চপল্লবসংযুক্তাঃ সিতবস্ত্রেণ সংযুতাঃ॥ ২
অশ্বস্থানাদিমৃদ্যুক্তাস্তীর্থোদ
কষায়পঞ্চকোপেতা নানাবিধফলান্বিতাঃ॥ ৩
সর্ব্বৌষধিসমাযুক্তাঃ স্থাপ্যাঃ প্রতিদিশং দ্বিজৈঃ।
রৌপ্যমষ্টদলং পদ্মং মধ্যকুম্ভোপরি ন্যসেৎ॥ ৪
তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবং ব্রহ্মাণঞ্চ চতুর্ম্মুখম্।
পলার্দ্ধার্দ্ধপ্রমাণেন সুবর্ণেন বিনির্ম্মিতম্॥ ৫
অর্চ্চেৎ পুরুষসূক্তেন ত্রিকালং প্রতিবাসরম্।
যজমানঃ শুভৈর্গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপৈর্যথাবিধি॥ ৬
পূর্ব্বাদিকুম্ভেষু ততো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মচারিণঃ।
পঠেয়ুঃ স্বস্ববেদাংস্তে ঋগ্বেদপ্রভৃতীন্ শনৈঃ॥ ৭
দশাংশেন ততো হোমো গ্রহশান্তিপুরঃসরম্।
মধ্যকুম্ভেবিধাতব্যো ঘৃতাক্তৈস্তিলহেমভিঃ॥ ৮
দ্বাদশাহমিদং কর্ম্ম সমাপ্য দ্বিজপুঙ্গবঃ।
তত্র পীঠে যজমানমভিষিঞ্চেদ্যথাবিধি॥ ৯
ততোদদ্যাদ্যথাশক্তি গোভূহেমতিলাদিকম্।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তথা দেয়মাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ॥ ১০
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বে দেবা মরুদ্গণাঃ।
প্রীতাঃ সর্ব্বে ব্যপোহন্তু মম পাপং সুদারুণম্॥১১
ইত্যুদীর্য্য মুহুর্ভক্ত্যা তমাচার্য্যং ক্ষমাপয়েৎ।
এবং বিধানে বিহিতে শ্বেতকুষ্ঠী বিশুধ্যতি॥ ১২
কুষ্ঠী গোবধকারী স্যান্নরকান্তেঽস্য নিষ্কৃতিঃ।
স্থাপয়েদ্ঘটমেকস্তু পূর্ব্বোক্তদ্রব্যসংযুতম্॥ ১৩
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গং রক্তপুষ্পাম্বরান্বিতম্।
রক্তকুম্ভং তু তং কৃত্বা স্থাপয়েদ্দক্ষিণাং দিশম্॥১৪
তাম্রপাত্রং ন্যসেৎ তত্র তিলচূর্ণেন পূরিতম্।
তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবং হেমনিষ্কময়ং যমম্॥ ১৫

যজেৎ পুরুষসূক্তেন পাপং মে শাম্যতামিতি।
সামপারায়ণং কুর্য্যাৎ কলসে তত্র সামবিৎ॥১৬
দশাংশং সর্ষপৈর্হুত্বা পাবমান্যভিষেচনে।
বিহিতে ধর্ম্মরাজানমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ॥ ১৭
যমোঽপি মহিষারূঢ়ো দণ্ডপাণির্ভয়াবহঃ।
দক্ষিণাশাপতির্দ্দেবো মম পাপং ব্যপোহতু॥১৮
ইত্যুচ্চার্য্য বিসৃজ্যৈনং মাসং সন্তক্তিমাচরেৎ।
ব্রহ্মগোবধয়োরেষা প্রায়শ্চিত্তেন নিষ্কৃতিঃ॥ ১৯
পিতৃহা চেতনাহীনো মাতৃহান্ধঃ প্রজায়তে।
নরকান্তে প্রকুর্ব্বীত প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি॥ ২০
প্রাজাপত্যানি কুর্ব্বীত ত্রিংশচ্চৈব বিধানতঃ।
ব্রতান্তে কারয়েন্নাবং সৌবর্ণপলসম্মিতাম্॥ ২১
কুম্ভং রৌপ্যময়ঞ্চৈব তাম্রপাত্রাণি পূর্ব্ববৎ।
নিষ্কত্রয়স্য তু কর্ত্তব্যো দেবঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ॥২২
পট্টবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য পূজয়েৎ তৎ বিধানতঃ।
নাবং দ্বিজায় তাং দদ্যাৎ সর্ব্বোপস্করসংযুতাম্॥২৩
বাসুদেব জগন্নাথ সর্ব্বভূতাশয়স্থিত।
পাতকার্ণবমগ্নং মাং তারয় প্রণতার্ত্তিহৃৎ॥ ২৪
ইত্যুদীর্য্য প্রণম্যাথ ব্রাহ্মণায় বিসর্জ্জয়েৎ।
অন্যেভ্যোঽপিযথাশক্তিবিপ্রেভ্যোদক্ষিণাংদদেৎ
স্বসৃঘাতী তু বধিরো নরকান্তে প্রজায়তে।
মূকো ভ্রাতৃবধে চৈব তস্যেয়ং নিষ্কৃতিঃ স্মৃতা ২৬
সোঽপি পাপবিশুদ্ধ্যর্থং চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্।
ব্রতান্তে পুস্তকং দদ্যাৎ সুবর্ণফলসংযুতম্॥ ২৭
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ব্রহ্মাণীং তাং বিসর্জ্জয়েৎ।
সরস্বতি জগন্মাতঃ শব্দব্রহ্মাধিদেবতে॥ ২৮
দুষ্কর্ম্মকরণাৎ পাপাৎ পাহি মাং পরমেশ্বরি।
বালঘাতী চ পুরুষো মৃতবৎসঃ প্রজায়তে॥ ২৯
ব্রাহ্মণোদ্বাহনঞ্চৈব কর্ত্তব্যং তেন শুদ্ধয়ে।
শ্রবণং হরিবংশস্য কর্ত্তব্যঞ্চ যথাবিধি॥ ৩০
মহারুদ্রজপঞ্চৈব কারয়েচ্চ যথাবিধি।
ষড়ঙ্গৈকাদশৈ রুদ্রৈ রুদ্রঃ সমভিধীয়তে॥ ৩১
রুদ্রৈস্তথৈকাদশভির্ম্মহারুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
একাদশভিরেতৈস্তু অতিরুদ্রশ্চ কথ্যতে॥ ৩২
জুহুয়াচ্চ দশাংশেন দূর্ব্বয়াযুতসংখ্যয়া।
একাদশ স্বর্ণনিষ্কাঃ প্রদাতব্যাঃ সদক্ষিণাঃ॥ ৩৩
পলান্যেকাদশ তথা দদ্যাদ্বিত্তানুসারতঃ।
অন্যেভ্যোঽপিযথাশক্তিদ্বিজেভ্যোদক্ষিণান্দিশেৎ
স্থাপয়েদ্দম্পতী পশ্চান্মন্ত্রৈর্ব্বরুণদৈবতৈঃ।
আচার্য্যায় প্রদেয়ানি বস্ত্রালঙ্করণানি চ॥ ৩৫

গোত্রহা পুরুষঃ কুষ্ঠী নির্বংশশ্চোপজায়তে।
স চ পাপবিশুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যশতঞ্চরেৎ ॥ ৩৬
ব্রতান্তে মেদিনীং দত্ত্বা শৃণুয়াদথ ভারতম্।
স্ত্রীহন্তা চাতিসারী স্যাদশ্বত্থান্ রোপয়েদ্দশ ॥ ৩৭
দদ্যাচ্চ শর্করাধেনুং ভোজয়েচ্চ শতং দ্বিজান্।
রাজহা ক্ষয়রোগী স্যাদেষা তস্য চ নিষ্কৃতিঃ ॥ ৩৮
গোভূহিরণ্যমিষ্টান্নজলবস্ত্রপ্রদানতঃ।
ঘৃতধেনুপ্রদানেন তিলধেনুপ্রদানতঃ ॥ ৩৯
ইত্যাদিনা ক্রমেণৈব ক্ষয়রোগঃ প্রশাম্যতি।
রক্তার্ব্বুদী বৈশ্যহন্তা জায়তে স চ মানবঃ ॥ ৪০
প্রাজাপত্যানি চত্বারি সপ্ত ধান্যানি চোৎসৃজেৎ
দণ্ডাপতানকযুতঃ শূদ্রহন্তা ভবেন্নরঃ ॥ ৪১
প্রাজাপত্যং সকৃচ্চৈবং দদ্যাদ্ধেনুং সদক্ষিণাম্।
কারুণাঞ্চ বধে চৈব রূক্ষভাবঃ প্রজায়তে ॥ ৪২
তেন তৎপাপশুদ্ধ্যর্থং দাতব্যো বৃষভঃ সিতঃ।
সর্ব্বকার্য্যেষসিদ্ধার্থো গজঘাতী ভবেন্নরঃ ॥ ৪৩
প্রাসাদং কারয়িত্বা তু গণেশপ্রতিমাং ন্যসেৎ।
গণনাথস্য মন্ত্রং তু মন্ত্রী লক্ষমিতং জপেৎ ॥ ৪৪
কুলত্থশাকৈঃ পুষ্পৈশ্চ গণশান্তিপুরঃসরম্।
উষ্ট্রে বিনিহতে চৈব জায়তে বিকৃতস্বরঃ ॥ ৪৫
স তৎপাপবিশুদ্ধ্যর্থং দদ্যাৎ কর্পূরকং ফলম্।
অশ্বে বিনিহতে চৈব বক্রতুণ্ডঃ প্রজায়তে ॥ ৪৬
শতং পলানি দদ্যাচ্চ চন্দনান্যঘনুত্তয়ে।
মহিষীঘাতনে চৈব কৃষ্ণগুল্মঃ প্রজায়তে ॥ ৪৭
খরে বিনিহতে চৈব খররোমা প্রজায়তে।
নিষ্কত্রয়স্য প্রকৃতিং সম্প্রদদ্যাদ্ধিরণ্ময়ীম্ ॥ ৪৮
তরক্ষৌ নিহতে চৈব জায়তে কেকরেক্ষণঃ।
দদ্যাদ্রত্নময়ীং ধেনুং স তৎপাতকশান্তয়ে ॥ ৪৯
শূকরে নিহতে চৈব দন্তুরো জায়তে নরঃ।
স দদ্যাত্ত বিশুদ্ধ্যর্থং ঘৃতকুম্ভং সদক্ষিণম্ ॥ ৫০
হরিণে নিহতে খঞ্জঃ শৃগালে তু বিপাদকঃ।
অশ্বস্তেন প্রদাতব্যঃ সৌবর্ণপলনির্ম্মিতঃ ॥ ৫১
অজাভিঘাতনে চৈব অধিকাঙ্গঃ প্রজায়তে।
অজা তেন প্রদাতব্যা বিচিত্রবস্ত্রসংযুতা ॥ ৫২
উরভ্রে নিহতে চৈব পাণ্ডুরোগঃ প্রজায়তে।
কস্তূরিকাপলং দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণায় বিশুদ্ধয়ে ॥ ৫৩
মার্জ্জারে নিহতে চৈব পীতপাণিঃ প্রজায়তে।
পারাবতং স সৌবর্ণং প্রদদ্যান্নিষ্কমাত্রকম্ ॥ ৫৪
শুকশারিক্রৌর্ঘাতে নরঃ স্খলিতবাগ্ ভবেৎ।
সচ্ছাস্ত্রপুস্তকং দদ্যাৎ স বিপ্রায় সদক্ষিণম্ ॥ ৫৫
বকঘাতী দীর্ঘনসো দদ্যাদ্গাং ধবলপ্রভাম্।
কাকঘাতী কর্ণহীনো দদ্যাদ্গামসিতপ্রভাম্ ॥ ৫৬
হিংসায়াং নিষ্কৃতিরিয়ং ব্রাহ্মণে সমুদাহৃতা।
তদর্দ্ধার্দ্ধপ্রমাণেন ক্ষত্রিয়াদিষনুক্রমাৎ ॥ ৫৭

ইতি শাতাতপীয়ে কর্ম্মবিপাকে হিংসাপ্রায়শ্চিত্তবিধিনাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সুরাপঃ শ্যাবদন্তঃ স্যাৎ প্রাজাপত্যাস্তরস্তথা।
শর্করায়াস্তুলাঃ সপ্ত দদ্যাৎ পাপবিশুদ্ধয়ে ॥ ১
জপিত্বা তু মহারুদ্রং দশাংশং জুহুয়াত্তিলৈঃ।
ততোঽভিষেকঃ কর্ত্তব্যো মন্ত্রৈর্ব্বরুণদৈবতৈঃ ॥ ২
মদ্যপো রক্তপিত্তী স্যাৎ স দদ্যাৎ সর্পিষো ঘটম্।
মধুনোঽর্দ্ধঘটঞ্চৈব সহিরণ্যং বিশুদ্ধয়ে ॥ ৩
অভক্ষ্যভক্ষণে চৈব জায়তে কৃমিকোদরঃ।
যথাবত্তেন শুদ্ধ্যর্থমুপোষ্যং ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥ ৪
উদক্যাবীক্ষিতং ভুক্ত্বা জায়তে কৃমিলোদরঃ।
গোমূত্রযাবকাহারস্ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥ ৫
ভুক্ত্বা চাস্পৃশ্য সংস্পৃষ্টং জায়তে কৃমিলোদরঃ।
ত্রিরাত্রং সমুপোষ্যাথ স তৎপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬
পরান্নবিঘ্নকরণাদজীর্ণমভিজায়তে।
লক্ষহোমং স কুর্ব্বীত প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি ॥ ৭
মন্দোদরাগ্নির্ভবতি সতি দ্রব্যে কদন্নদঃ।
প্রাজাপত্যত্রয়ং কুর্য্যাদ্ভোজয়েচ্চ শতং দ্বিজান্ ॥ ৮
বিষদঃ স্যাচ্ছর্দ্দিরোগী দদ্যাদ্দশপয়স্বিনীঃ।
মার্গহা পাদরোগী স্যাৎ সোঽশ্বদানং সমাচরেৎ ॥ ৯
পিশুনো নরকস্যান্তে জায়তে শ্বাসকাশবান্।
ঘৃতং তেন প্রদাতব্যং সহস্রপলসম্মিতম্ ॥ ১০
ধূর্ত্তোঽপস্মাররোগী স্যাৎ স তৎপাপবিশুদ্ধয়ে।
ব্রহ্মকূর্চ্চময়ীং ধেনুং দদ্যাদ্গাঞ্চ সদক্ষিণাম্ ॥ ১১
শূলী পরোপতাপেন জায়তে তৎপ্রমোচনে।
সোঽন্নদানং প্রকুর্ব্বীত তথা রুদ্রং জপেন্নরঃ ॥ ১২
দাবাগ্নিদায়কশ্চৈব রক্তাতিসারবান্ ভবেৎ।
তেনোদপানং কর্ত্তব্যং রোপণীয়স্তথা বটঃ ॥ ১৩
সুরালয়ে জলে বাপি শকৃন্মূত্রং করোতি যঃ।
গুদরোগো ভবেত্তস্য পাপরূপঃ সুদারুণঃ ॥ ১৪
মাসং সুরার্চ্চনেনৈব গোদানদ্বিতয়েন তু।
প্রাজাপত্যেন চৈকেন শাম্যন্তি গুদজা রুজঃ ॥ ১৫

গর্ভপাতনজা রোগা যকৃৎপ্লীহজলোদরাঃ।
তেষাং প্রশমনার্থায় প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্ ॥ ১৬
এতেষু দদ্যাদ্বিপ্রায় জলধেনুং বিধানতঃ।
সুবর্ণরূপ্যতাম্রাণাং পলত্রয়সমন্বিতাম্ ॥ ১৭
প্রতিমাভঙ্গকারী চ অপ্রতিষ্ঠঃ প্রজায়তে।
সংবৎসরত্রয়ং সিঞ্চেদশ্বত্থং প্রতিবাসরম্ ॥ ১৮
উদ্বাহয়েত্তমশ্বত্থং স্বগৃহ্যোক্তবিধানতঃ।
তত্র সংস্থাপয়েদ্দেবং বিঘ্নরাজং সুপূজিতম্ ॥ ১৯
দুষ্টবাদী খণ্ডিতঃ স্যাৎ স বৈ দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
রূপ্যং পলদ্বয়ং দুগ্ধং ঘটদ্বয়সমন্বিতম্ ॥ ২০
খল্লীটঃ পরনিন্দাবান্ ধেনুং দদ্যাৎ সকাঞ্চনাম্।
পরোপহাসকৃৎ কাণঃ সগাং দদ্যাৎ সমৌক্তিকাম্ ॥ ২১
সভায়াং পক্ষপাতী চ জায়তে পক্ষঘাতবান্।
নিষ্কত্রয়মিতং হেম স দদ্যাৎ সত্যবর্ত্তিনাম্ ॥ ২২

ইতি শাতাতপীয়ে কর্ম্মবিপাকে প্রকীর্ণপ্রায়শ্চিত্তং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

কুলঘ্নো নরকস্যান্তে জায়তে বিপ্রহেমহৃৎ।
স তু স্বর্ণশতং দদ্যাৎ কৃত্বা চান্দ্রায়ণত্রয়ম্ ॥ ১
ঔড়ুম্বরী তাম্রচোরো নরকান্তে প্রজায়তে।
প্রাজাপত্যং স কৃত্বাত্র তাম্রং পলশতং দিশেৎ ॥ ২
কাংস্যহারী চ ভবতি পুণ্ডরীকসমন্বিতঃ।
কাংস্যং পলশতং দদ্যাদলঙ্কৃত্য দ্বিজাতয়ে ॥ ৩
রীতিহৃৎ পিঙ্গলাক্ষঃ স্যাদুপোষ্য হরিবাসরম্।
রীতিং পলশতং দদ্যাদলঙ্কৃত্য দ্বিজং শুভম্ ॥ ৪
মুক্তাহারী চ পুরুষো জায়তে পিঙ্গমূর্দ্ধজঃ।
মুক্তাফলশতং দদ্যাদুপোষ্য স বিধানতঃ ॥ ৫
ত্রপুহারী চ পুরুষো জায়তে নেত্ররোগবান্।
উপোষ্য দিবসং সোঽপি দদ্যাৎ পলশতন্ত্রপু ॥ ৬
সীসহারী চ পুরুষো জায়তে শীর্ষরোগবান্।
উপোষ্য দিবসং দদ্যাদ্ঘৃতধেনুং বিধানতঃ ॥ ৭
দুগ্ধহারী চ পুরুষো জায়তে বহুমূত্রকঃ।
স দদ্যাদ্দুগ্ধধেনুঞ্চ ব্রাহ্মণায় যথাবিধি ॥ ৮
দধিচৌর্য্যেণ পুরুষো জায়তে মদবান্ যতঃ।
দধিধেনুঃ প্রদাতব্যা তেন বিপ্রায় শুদ্ধয়ে ॥ ৯
মধুচৌরস্তু পুরুষো জায়তে নেত্ররোগবান্।
স দদ্যান্মধুধেনুঞ্চ সমুপোষ্য দ্বিজাতয়ে ॥ ১০
ইক্ষোর্ব্বিকারহারী চ ভবেদুদরগুল্মবান্।
গুড়ধেনুঃ প্রদাতব্যা তেন তদ্দোষশান্তয়ে ॥
লোহহারী চ পুরুষঃ কর্ব্বুরাঙ্গঃ প্রজায়তে।
লোহং পলশতং দদ্যাদুপোষ্য স তু বাসরম্ ॥ ১২
তৈলচৌরস্তু পুরুষো ভবেৎ কণ্ড্বাদিপীড়িতঃ।
উপোষ্য স তু বিপ্রায় দদ্যাত্তৈলঘটদ্বয়ম্ ॥ ১৩
আমান্নহরণাচ্চৈব দন্তহীনঃ প্রজায়তে।
স দদ্যাদশ্বিনৌ হেমনিষ্কদ্বয়বিনির্ম্মিতৌ ॥ ১৪
পকান্নহরণাচ্চৈব জিহ্বারোগঃ প্রজায়তে।
গায়ত্র্যাঃ স জপেল্লক্ষং দশাংশং জুহুয়াত্তিলৈঃ ॥ ১৫
ফলহারী চ পুরুষো জায়তেত্রণিতাঙ্গুলিঃ।
নানাফলানামযুতং স দদ্যাচ্চ দ্বিজন্মনে ॥ ১৬
তাম্বূলহরণাচ্চৈব শ্বেতৌষ্ঠঃ সম্প্রজায়তে।
সদক্ষিণং প্রদদ্যাচ্চ বিদ্রুমস্য দ্বয়ং বরম্ ॥ ১৭
শাকহারী চ পুরুষো জায়তে নীললোচনঃ।
ব্রাহ্মণায় প্রদদ্যাদ্বৈ মহানীলমণিদ্বয়ম্ ॥ ১৮
কন্দমূলস্য হরণাদ্ধ্রস্বপাণিঃ প্রজায়তে।
দেবতায়তনং কার্য্যমুদ্যানং তেন শক্তিতঃ ॥ ১৯
সৌগন্ধিকস্য হরণাদ্দুর্গন্ধাঙ্গঃ প্রজায়তে।
স লক্ষমেকং পদ্মানাং জুহুয়াজ্জাতবেদসি ॥ ২০
দারুহারী চ পুরুষঃ স্বিন্নপাণিঃ প্রজায়তে।
স দদ্যাদ্দ্বিজয়ে শুদ্ধো কাশ্মীরজপলদ্বয়ম্ ॥ ২১
বিদ্যাপুস্তকহারী চ কিল মূকঃ প্রজায়তে।
ন্যায়েতিহাসং দদ্যাৎ স ব্রাহ্মণায় সদক্ষিণম্ ॥ ২২
বস্ত্রহারী ভবেৎ কুষ্ঠী সম্প্রদদ্যাৎপ্রজাপতিম্।
হেমনিষ্কমিতঞ্চৈব বস্ত্রযুগ্মং দ্বিজাতয়ে ॥ ২৩
ঊর্ণাহারী লোমশঃ স্যাৎ স দদ্যাৎ কম্বলান্বিতম্।
স্বর্ণনিষ্কমিতং হেমবহ্নিং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে ॥ ২৪
পট্টসূত্রস্য হরণান্নির্লোমা জায়তে নরঃ।
তেন ধেনুঃ প্রদাতব্যা বিশুদ্ধ্যর্থং দ্বিজন্মনে ॥ ২৫
ঔষধস্যাপহরণে সূর্য্যাবর্ত্তঃ প্রজায়তে।
সূর্য্যায়ার্ঘঃ প্রদাতব্যো মাসং দেয়ঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥ ২৬
রক্তবস্ত্রপ্রবালাদিহারী স্যাদ্রক্তবাতবান্।
সবস্ত্রাং মহিষীং দদ্যান্মণিরাগসমন্বিতাম্ ॥ ২৭
বিপ্ররত্নাপহারী চাপ্যনপত্যঃ প্রজায়তে।
তেন কার্য্যং বিশুদ্ধ্যর্থং মহারুদ্রজপাদিকম্ ॥ ২৮
মৃতবৎসোদিতঃ সর্ব্বো বিধিরত্র বিধীয়তে।
দশাংশহোমঃ কর্ত্তব্যঃ পলাশেন যথাবিধি ॥ ২৯
দেবস্য হরণাচ্চৈব জায়তে বিবিধো জ্বরঃ।
জ্বরো মহাজ্বরশ্চৈব রৌদ্রো বৈষ্ণব এব চ ॥ ৩০
জ্বরে রৌদ্রং জপেৎ কর্ণে মহারুদ্রং মহাজ্বরে।

অতিরৌদ্রং জপেদ্রৌদ্রে বৈষ্ণবে তদ্দ্বয়ং জপেৎ ৩১
নানাবিধদ্রব্যচৌরো জায়তে গ্রহণীযুতঃ।
তেনান্নোদকবস্ত্রাণি হেম দেয়ঞ্চ শক্তিতঃ ॥ ৩২
ইতি শাতাতপীয়ে কর্ম্মবিপাকে স্তেয়প্রায়শ্চিত্তং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

মাতৃগামী ভবেদ্যস্তু লিঙ্গং তস্য বিনশ্যতি।
চাণ্ডালীগমনে চৈব হীনকোষঃ প্রজায়তে ॥ ১
তস্য প্রতিক্রিয়াং কর্তুং কুম্ভমুত্তরতো ন্যসেৎ।
কৃষ্ণবস্ত্রসমাচ্ছন্নং কৃষ্ণমাল্যবিভূষিতম্ ॥ ২
তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবং কাংস্যপাত্রে ধনেশ্বরম্।
সুবর্ণনিষ্কষট্কেন নির্ম্মিতং নরবাহনম্ ॥ ৩
যজেৎ পুরুষসূক্তেন ধনদং বিশ্বরূপিণম্।
অথর্ব্ববেদবিদ্বিপ্রো হ্যাথর্ব্বণং সমাচরেৎ ॥ ৪
সুবর্ণপুত্রিকাং কৃত্বা নিষ্কবিংশতিসংখ্যয়া।
দদ্যাদ্বিপ্রায় সম্পূজ্য নিষ্পাপোঽহমিতি ব্রুবন্ ॥ ৫
নিধীনামধিপো দেবঃ শঙ্করস্য প্রিয়ঃ সখা।
সৌম্যাশাধিপতিঃ শ্রীমান্ মম পাপং ব্যপোহতু ॥ ৬
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য আচার্য্যায় যথাবিধি।
দদ্যাদ্দেবং হীনকোষে লিঙ্গনাশে বিশুদ্ধয়ে ॥ ৭
গুরুজায়াভিগমনান্মূত্রকৃচ্ছ্রঃ প্রজায়তে।
তেনাপি নিষ্কৃতিঃ কার্য্যা শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৮
স্থাপয়েৎ কুম্ভমেকন্তু পশ্চিমায়াং শুভে দিনে।
নীলবস্ত্রসমাচ্ছন্নং নীলমাল্যবিভূষিতম্ ॥ ৯
তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবং তাম্রপাত্রে প্রচেতসম্।
সুবর্ণনিষ্কষট্কেন নির্ম্মিতং যাদসাম্পতিম্ ॥ ১০
যজেৎ পুরুষসূক্তেন বরুণং বিশ্বরূপিণম্।
সামবিদ্ব্রাহ্মণস্তত্র সামবেদং সমাচরেৎ ॥ ১১
সুবর্ণপুত্রিকাং কৃত্বা নিষ্কবিংশতিসংখ্যয়া।
দদ্যাদ্বিপ্রায় সম্পূজ্য নিষ্পাপোঽহমিতি ব্রুবন্ ১২
যাদসামধিপো দেবো বিশ্বেষামপি পাবনঃ।
সংসারাব্ধৌ কর্ণধারো বরুণঃ পাবনোঽস্তু মে ॥ ১৩
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য আচার্য্যায় যথাবিধি।
দদ্যাদ্দেবমলক্ষ্যত্ব মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশান্তয়ে ॥ ১৪
শ্বশ্রূতাগমনে চৈব রক্তকুষ্ঠং প্রজায়তে।
ভগিনীগমনে চৈব পীতকুষ্ঠং প্রজায়তে ॥ ১৫
তস্য প্রতিক্রিয়াং কর্তুং পূর্ব্বতঃ কলসং ন্যসেৎ।
পীতবস্ত্রসমাচ্ছন্নং পীতমাল্যবিভূষিতম্ ॥ ১৬
তস্যোপরি ন্যসেৎ স্বর্ণপাত্রে দেবং সুরেশ্বরম্।
সুবর্ণনিষ্কষট্কেন নির্ম্মিতং বজ্রধারিণম্ ॥ ১৭
যজেৎ পুরুষসূক্তেন বাসবং বিশ্বরূপিণম্।
যজুর্ব্বেদং তত্র সাম ঋগ্বেদঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ১৮
সুবর্ণপুত্রিকাং কৃত্বা সুবর্ণদশকেন তু।
দদ্যাদ্বিপ্রায় সম্পূজ্য নিষ্পাপোঽহমিতি ব্রুবন্ ১৯
দেবানামধিপো দেবো বজ্রী বিষ্ণুনিকেতনঃ।
শতযজ্ঞঃ সহস্রাক্ষঃ পাপং মম নিকৃন্ততু ॥ ২০
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য আচার্য্যায় যথাবিধি।
দদ্যাদ্দেবং সহস্রাক্ষং স পাপস্তাপনুত্তয়ে ॥ ২১
ভ্রাতৃভার্য্যাভিগমনাদ্গলৎকুষ্ঠং প্রজায়তে।
স্ববধূগমনে চৈব কৃষ্ণকুষ্ঠং প্রজায়তে ॥ ২২
তেন কার্য্যং বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাগুক্তস্যার্দ্ধমেব হি।
দশাংশহোমঃ সর্ব্বত্র ঘৃতাক্তৈঃ ক্রিয়তে তিলৈঃ ২৩
যদগম্যাভিগমনাজ্জায়তে ধ্রুবমণ্ডলম্।
কৃত্বা লোহময়ীং ধেনুং তিলষষ্টিপ্রমাণতঃ ॥ ২৪
কার্পাসভারসংযুক্তাং কাংস্যদোহাং সবৎসিকাম্।
দদ্যাদ্বিপ্রায় বিধিবদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২৫
সুরভী বৈষ্ণবী মাতা মম পাপং ব্যপোহতু।
তপস্বিনীসঙ্গমনে জায়তে চাশ্মরীগদঃ ॥ ২৬
স তু পাপবিশুদ্ধ্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
দদ্যাদ্ বিপ্রায় বিদুষে মধুধেনুং যথোদিতম্ ॥ ২৭
তিলদ্রোণশতং চৈব হিরণ্যেন সমন্বিতম্।
পিতৃষস্রভিগমনাদ্দক্ষিণাংশব্রণী ভবেৎ।
তেনাপি নিষ্কৃতিঃ কার্য্যা অজাদানেন শক্তিতঃ ॥ ২৮
মাতুলান্যাস্তু গমনে পৃষ্ঠকুব্জঃ প্রজায়তে।
কৃষ্ণাজিনপ্রদানেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ২৯
মাতৃষস্রভিগমনে বামাঙ্গে ব্রণবান্ ভবেৎ।
তেনাপি নিষ্কৃতিঃ কার্য্যা সম্যগ্দাসপ্রদানতঃ ৩০
মৃতভার্য্যাভিগমনে মৃতভার্য্যঃ প্রজায়তে।
তৎপাতকবিশুদ্ধ্যর্থং দ্বিজমেকং বিবাহয়েৎ ॥ ৩১
সগোত্রস্ত্রীপ্রসঙ্গেন জায়তে চ ভগন্দরঃ।
তেনাপি নিষ্কৃতিঃ কার্য্যা মহিষীদানযত্নতঃ ॥ ৩২
তপস্বিনীপ্রসঙ্গেন প্রমেহী জায়তে নরঃ।
মাসং রুদ্রজপঃ কার্য্যো দদ্যাচ্ছক্ত্যা চ কাঞ্চনম্ ৩৩
দীক্ষিতস্ত্রীপ্রসঙ্গেন জায়তে দুষ্টরক্তদৃক্।
স পাতকবিশুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যদ্বয়ং চরেৎ ॥ ৩৪
স্বজাতিজায়াগমনে জায়তে হৃদয়ব্রণী।
তৎপাপস্য বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যদ্বয়ং চরেৎ ॥ ৩৫
পশুযোনৌ চ গমনে মূত্রাঘাতঃ প্রজায়তে।

তিলপাত্রদ্বয়ঞ্চৈব দদ্যাদাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ৩৬
অশ্বযোনৌ চ গমনাদ্দণ্ডদন্তঃ প্রজায়তে।
সহস্রকমলস্নানং মাসং কুর্য্যাৎ শিবস্ত চ ॥৩৭
এতে দোষা নরাণাং স্যুর্নরকান্তে ন সংশয়ঃ।
স্ত্রীণামপি ভবন্ত্যেতে তত্তৎপুরুষসঙ্গমাৎ ॥ ৩৮
ইতি শাতাতপীয়ে কর্ম্মবিপাকে অগম্যাগমন-
প্রায়শ্চিত্তং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অশ্বশূকরশৃঙ্গাদ্রিক্রমাদিশকটেন চ।
ভূম্যগ্নিদারুশস্ত্রাশ্মবিষোদ্বন্ধনবর্জ্জিতাঃ ॥ ১
ব্যাঘ্রাহিগজভূপালচৌরবৈরিবৃকাহতাঃ।
কাষ্ঠশল্যমৃতা যে চ শৌচসংস্কারবর্জ্জিতাঃ ॥ ২
বিসূচিকান্নকবলদবাতীসারতো মৃতাঃ।
সাকিন্যাদিগ্রহৈর্গ্রস্তা বিদ্যুৎপাতহতাশ্চ যে ॥৩
অস্পৃশ্যা অপবিত্রাশ্চ পতিতাঃ পুত্রবর্জ্জিতাঃ।
পঞ্চত্রিংশৎপ্রকারৈশ্চ নাপ্নুবন্তি গতিং মৃতাঃ ॥৪
পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাজঃ স্যুস্ত্রয়ো লেপভুজস্তথা।
ততো নান্দীমুখাঃ প্রোক্তাস্ত্রয়োঽপ্যশ্রুমুখাস্ত্রয়ঃ ৫
দ্বাদশৈতে পিতৃগণাস্তর্পিতাঃ সন্ততিপ্রদাঃ।
গতিহীনাঃ সুতাদীনাং সন্ততিং নাশয়ন্তি তে ॥৬
দশ ব্যাঘ্রাদিনিহতা গর্ভং বিস্রংসয়ন্তী ক্রমাৎ।
দ্বাদশাস্ত্রাদিনিহতা আকর্ষন্তি চ বালকম্ ॥ ৭
বিষাদিনিহতা ঘ্নন্তি দশমং দ্বাদশমপি।
বর্ষৈকবালকং কুর্য্যাদনপত্যোঽনপত্যতাম্ ॥ ৮
ব্যাঘ্রেণ হন্যতে জন্তুঃ কুমারীগমনেন চ।
বিষদশ্চৈব সর্পেণ গজেন নৃপদুষ্টকৃৎ ॥ ৯
রাজ্ঞা রাজকুমারঘ্নশ্চৌরেণ পশুহিংসকঃ।
বৈরিণা মিত্রভেদী চ বৃকবৃত্তির্বৃকেণ তু ॥ ১০
গুরুঘাতী চ শয্যায়াং মৎসরী শৌচবর্জ্জিতঃ।
দ্রোহী সংস্কাররহিতঃ শুনা নিক্ষেপহারকঃ ॥ ১১
নরো বিহন্যতেঽরণ্যে শূকরেণ চ পাশিকঃ।
কৃমিভিঃ কৃতবাসাশ্চ কৃমিণা চ নিকৃন্তনঃ ॥ ১২
শৃঙ্গিণা শঙ্করদ্রোহী শকটেন চ সূচকঃ।
ভৃগুণা মেদিনীচৌরো বহ্নিনা বজ্রহানিকৃৎ ॥১৩
দবেন দক্ষিণাচৌরঃ শস্ত্রেণ শ্রুতিনিন্দকঃ।
অশ্মনা দ্বিজনিন্দাকৃদ্বিষেণ কুমতিপ্রদঃ ॥ ১৪
উদ্বন্ধনেন হিংস্রঃ স্যাৎ সেতুভেদো জলেন তু।
ক্রমেণ রাজদস্তিদ্বদতীসারেণ লৌহহৃৎ ॥ ১৫
সাকিন্যাদ্যৈশ্চ ম্রিয়তে সদর্পকার্য্যকারকঃ।
অনধ্যায়েঽপ্যধীয়ানো ম্রিয়তে বিদ্যুতা তথা ১৬
অস্পৃশ্যস্পর্শসঙ্গী চ বাত্তমাশ্রিত্য শাস্ত্রহৃৎ।
পতিতো মদবিক্রেতাঽনপত্যো দ্বিজবস্ত্রহৃৎ ॥১৭
অথ তেষাং ক্রমেণৈব প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
কারয়েন্নিষ্কমাত্রস্ত পুরুষং প্রেতরূপিণম্ ॥ ১৮
চতুর্ভুজং দণ্ডহস্তং মহিষাসনসংস্থিতম্।
পিষ্টৈঃ কৃষ্ণতিলৈঃ কুর্য্যাৎ পিণ্ডং প্রস্থপ্রমাণতঃ ১৯
মধ্বাজ্যশর্করাযুক্তং স্বর্ণকুণ্ডলসংযুতম্।
অকালমূলং কলসং পঞ্চপল্লবসংযুতম্ ॥ ২০
কৃষ্ণবস্ত্রসমাচ্ছন্নং সর্ব্বৌষধিসমন্বিতম্।
তস্যোপরিন্যসেদেবং পাত্রং ধান্যফলৈর্যুতম্ ॥২১
সপ্তধান্যংতু সফলং তত্র তৎ সফলং ন্যসেৎ।
কুম্ভোপরি চ বিন্যস্য পূজয়েৎ প্রেতরূপিণম্ ॥২২
কুর্য্যাৎ পুরুষসূক্তেন প্রত্যহং দুগ্ধতর্পণম্।
ষড়ঙ্গঞ্চ জপেদ্রুদ্রং কলসে তত্র বেদবিৎ ॥ ২৩
যমসূক্তেন কুর্বীত যমপূজাদিকং তথা।
গায়ত্র্যাশ্চৈব কর্ত্তব্যো জপঃ স্বাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥২৪
গৃহশান্তিকপূর্ব্বঞ্চ দশাংশং জুহুয়াত্তিলৈঃ।
অজ্ঞাতনামগোত্রায় প্রেতায় সতিলোদকম্ ॥ ২৫
প্রদদ্যাৎ পিতৃতীর্থেন পিণ্ডং মন্ত্রমুদীরয়েৎ।
ইমং তিলময়ং পিণ্ডং মধুসর্পিঃসমন্বিতম্ ॥ ২৬
দদামি তস্মৈ প্রেতায় যঃ পীড়াং কুরুতে মম।
সজলান্ কৃষ্ণকলসাংস্তিলপাত্রসমন্বিতান্ ॥ ২৭
দ্বাদশ প্রেতমুদ্দিশ্য দদ্যাদেকঞ্চ বিষ্ণবে।
ততোঽভিষিঞ্চেদাচার্য্যো দম্পতীকলসোদকৈঃ ২৮
শুচির্ব্বরায়ুধধরো মন্ত্রৈর্ব্বরুণদৈবতৈঃ।
যজমানস্ততো দদ্যাদাচার্য্যায় সদক্ষিণাম্ ॥ ২৯
ততো নারায়ণবলিঃ কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্রনিশ্চয়াৎ।
এষ সাধারণবিধিরগতীনামুদাহৃতঃ ॥ ৩০
বিশেষস্তু পুনর্জ্ঞেয়ো ব্যাঘ্রাদিনিহতেষ্বপি।
ব্যাঘ্রেণ নিহতে প্রেতে পরকন্যাংবিবাহয়েৎ ॥৩১
সর্পদংশে নাগবলির্দেয়ঃ সর্ব্বেষু কাঞ্চনম্।
চতুর্নিষ্কমিতং হেম গজং দদ্যাদ্গজৈর্হতে ॥ ৩২
রাজ্ঞা বিনিহতে দদ্যাৎ পুরুষস্তু হিরণ্ময়ম্।
চৌরেণ নিহতে ধেনুং বৈরিণা নিহতে বৃষম্ ॥৩৩
বৃকেণ নিহতে দদ্যাদ্যথাশক্তি চ কাঞ্চনম্।
শয্যামৃতে প্রদাতব্যা শয্যা তূলীসমন্বিতা ॥ ৩৪
নিষ্কত্রয়সুবর্ণস্য বিষ্ণুনা সমধিষ্ঠিতা।

শৌচহীনে মৃতে চৈব দ্বিনিষ্কস্বর্ণজং হরিম্ ॥ ৩৫
সংস্কারহীনে চ মৃতে কুমারঞ্চ বিবাহয়েৎ।
শুনা হতে চ নিক্ষেপং স্থাপয়েন্নিজশক্তিতঃ ॥৩৬
শূকরেণ হতে দদ্যান্মহিষং দক্ষিণান্বিতম্।
কৃমিভিশ্চ মৃতে দদ্যাদ্গোধূমান্নং দ্বিজাতয়ে ॥ ৩৭
শৃঙ্গিণা চ হতে দদ্যাদ্বৃষভং বস্ত্রসংযুতম্।
শকটেন মৃতে দদ্যাদশ্বং সোপস্করান্বিতম্ ॥ ৩৮
ভৃগুপাতে মৃতে চৈব প্রদদ্যাদ্ধান্যপর্ব্বতম্।
অগ্নিনা নিহতে দদ্যাদুপানহৌ স্বশক্তিতঃ ॥ ৩৯
দবেণ নিহতে চৈব কর্ত্তব্যা সদনে সভা।
শস্ত্রেণ নিহতে দদ্যান্মহিষীং দক্ষিণান্বিতাম্ ॥৪০
অশ্মনা নিহতে দদ্যাৎ সবৎসাং গাং পয়স্বিনীম্।
বিষেণ চ মৃতে দদ্যান্মেদিনীং ক্ষেত্রসংযুতাম্ ॥৪১
উদ্বন্ধনমৃতে চাপি প্রদদ্যাদ্গাং পয়স্বিনীম্।
মৃতে জলেন বরুণং হৈমং দদ্যাত্রিনিষ্ককম্ ॥ ৪২
বৃক্ষং বৃক্ষহতে দদ্যাৎ সৌবর্ণং স্বর্ণসংযুতম্।
অতীসারমৃতে লক্ষং সাবিত্র্যাঃ সংহতোজপেৎ৪৩
সাকিন্যাদিমৃতে চৈবং জপেদ্রুদ্রং যথোচিতম্।
বিদ্যুৎপাতেন নিহতে বিদ্যাদানং সমাচরেৎ ॥৪৪
অস্পর্শে চ মৃতে কার্য্যং বেদপারায়ণং তথা।
সচ্ছাস্ত্রপুস্তকং দদ্যাদাস্তমাশ্রিত্য সংস্থিতে ॥৪৫
পাতিত্যেন মৃতে কুর্য্যাৎ প্রাজাপত্যানি ষোড়শ
মৃতে চাপত্যরহিতে কৃচ্ছাণাং নবতিঞ্চরেৎ ॥ ৪৬
নিষ্কত্রয়মিতস্বর্ণং দদ্যাদশ্বং হয়াহতে।
কপিনা নিহতে দদ্যাৎ কপিং কনকনির্ম্মিতম্৪৭
বিসূচিকামৃতে স্বাদু ভোজয়েচ্চ শতং দ্বিজান্।
তিলধেনুঃ প্রদাতব্যা কণ্ঠেঽন্নকবলে মৃতে ॥ ৪৮
কেশরোগমৃতে চাপি অষ্টৌ কৃচ্ছান্ সমাচরেৎ।
এবং কৃতে বিধানেন বিদধ্যাদৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥৪৯
ততঃ প্রেতত্বনির্ম্মুক্তাঃ পিতরস্তর্পিতাস্তথা।
দদ্যুঃ পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চআয়ুরারোগ্যসম্পদঃ॥৫০
ইতিশাতাতপপ্রোক্তোবিপাকঃ কর্ম্মণাময়ম্।
শিষ্যায় শরভঙ্গায় বিনয়াৎ পরিপৃচ্ছতে ॥ ৫১

ইতি শাতাতপীয়ে কর্ম্মবিপাকে অগতিপ্রায়শ্চিত্তং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সমাপ্তা চেয়ং শাতাতপসংহিতা।

বসিষ্ঠসংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পুরুষনিঃশ্রেয়সার্থং ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। জ্ঞাত্বা চানুতিষ্ঠন্ ধার্ম্মিকঃ প্রশস্ততমো ভবতি। লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্। দক্ষিণেন হিমবত উত্তরেণ বিন্ধ্যস্য যে ধর্ম্মা যে চাচারাস্তে সর্ব্বে প্রত্যেতব্যা নত্বন্যে প্রতিলোমকল্পধর্ম্মাঃ। এতদার্য্যাবর্ত্তমিত্যাচক্ষতে। গঙ্গাযমুনয়োরন্তরাপ্যেকে। যাবদ্বা কৃষ্ণমৃগো বিচরতি তাবদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসমিতি। অথাপি ভাল্লবিনো নিদানে গাথামুদাহরন্তি।

পশ্চাৎ সিন্ধুর্বিহরিণী সূর্য্যস্যোদয়নং পুরা।
যাবৎ কৃষ্ণোঽভিধাবতি তাবদ্বৈ ব্রহ্মবর্চ্চসম্।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধা যং ব্রূয়ুর্দ্ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদো জনাঃ।
পবনে পাবনে চৈব স ধর্ম্মো নাত্র সংশয় ইতি।

দেশধর্ম্মজাতিধর্ম্মকুলধর্ম্মান্ শ্রুত্যভাবাদব্রবীন্মনুঃ। সূর্য্যাভ্যুদিতঃ সূর্য্যাভিনির্ম্মুক্তঃ কুনখী শ্যাবদন্তঃ পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা অগ্রেদিধিষুর্দিধিষূপতির্বীরহা ব্রহ্মঘ্ন ইত্যেত এনস্বিনঃ। পঞ্চ মহাপাতকান্যাচক্ষতে গুরুতল্পং সুরাপানং ভ্রূণহত্যাং ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণং পতিতসংপ্রয়োগঞ্চ ব্রাহ্মেণ বা যৌনেন বা।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।
যাজনাধ্যাপনাদ্যৌনাদন্নপানাসনাদপি॥

অথাপ্যুদাহরন্তি।

বিদ্যাবিনাশে পুনরভ্যুপৈতি
জাতিপ্রণাশে ত্বিহ সর্ব্বনাশঃ।
কুলাপদেশেন হয়োঽপি পূজ্য-
স্তস্মাৎ কুলীনাং স্ত্রিয়মুদ্বহন্তি। ইতি

ত্রয়ো বর্ণা ব্রাহ্মণস্য বশে বর্ত্তেরন্ তেষাং ব্রাহ্মণো ধর্ম্মং যদ্‌ব্রূয়াত্তদ্রাজা চানুতিষ্ঠেৎ। রাজা তু ধর্ম্মেণানুশাসন্ ষষ্ঠং ষষ্ঠং ধনস্য হরেদন্যত্র ব্রাহ্মণাৎ। ইষ্টাপূর্ত্তস্য তু ষষ্ঠমংশং ভজতি। ইতিহ ব্রাহ্মণো বেদমাঢ্যং করোতি ব্রাহ্মণ আপদ উদ্ধরতি তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণোঽনাদ্যঃ সোমোঽস্য রাজা ভবতীতীহ প্রেত্য চাভ্যুদয়িকমিতিহ বিজ্ঞায়তে॥

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ। ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাঃ। তেষাং মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে। তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে। বেদপ্রদানাৎ পিতেত্যাচার্য্যমাচক্ষতে।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

দ্বয়মিহ বৈ পুরুষস্য রেতো ব্রাহ্মণস্যোর্দ্ধং নাভেরর্ব্বাচীনং মন্যেত। তদ্‌যদূর্দ্ধং নাভেস্তেনাস্যানৌরসী প্রজা জায়তে যদুপনয়তি যৎ সাধুকরোতি। অথ যদর্ব্বাচীনং নাভেস্তেনাস্যৌরসী প্রজা জায়তে জনস্তাং জনয়তি তস্মাচ্ছ্রোত্রিয়মনূচানমপূজ্যোঽসীতি ন বদন্তীতি হারীতাঃ।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

নহ্যস্য বিদ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চিদামৌঞ্জিবন্ধনাৎ।
বৃত্ত্যা শূদ্রসমোজ্ঞেয়ো যাবদ্বেদে ন জায়তে। ইতি

অন্তত্রোদককর্ম্মস্বধাপিতৃসংযুক্তেভ্যঃ॥
বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম
গোপায় মাং শেবধিস্তেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽব্রতায়
ন মাং ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্।
য আবৃণোত্যবিতথেন কর্ম্মণা
বহুদুঃখং কুর্ব্বন্নমৃতংব সংপ্রযচ্ছন্।
তম্মন্যেত পিতরং মাতরঞ্চ
তস্মৈ ন দ্রুহেৎ কতমচ্চ নাহম্॥
অধ্যাপিতা যে গুরুং নাদ্রিয়ন্তে
বিপ্রা বাচা মনসা কর্ম্মণা বা।
যথৈব তে ন গুরোর্ভোজনীয়া-
স্তথৈব তান্ন যুনক্তি শ্রুতং তৎ॥
যমেব বিদ্যাচ্ছুচিমপ্রমত্তং
মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নম্।
যস্তেতদ্দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চ নাহং
তস্মৈ মাং ব্রূয়ান্নিধিপায় ব্রহ্মন্। ইতি।
দহত্যগ্নির্যথা কক্ষং ব্রহ্ম স্বঙ্কমনাদৃতম্।
ন ব্রহ্ম তস্মৈ প্রব্রূয়াচ্ছক্যমানমকৃত্তইতি॥

ষট্ কর্ম্মাণি ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনংযজনং যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি। ত্রীণি রাজন্যস্যাধ্যয়নং যজনং দানং শস্ত্রেণ চ প্রজাপালনং স্বধর্ম্মস্তেন জীবেৎ। এতান্যেব ত্রীণি বৈশ্যস্য কৃষিবাণিজ্যপাশুপাল্যকুসীদঞ্চ। এতেষাং পরিচর্য্যা শূদ্রস্য। অনিয়তা বৃত্তিরনিয়তকেশবেশাঃ সর্ব্বেষাং মুক্তশিখাবর্জ্জম্। অজীবতঃ স্বধর্ম্মেণান্যতরামপাপীয়সীং বৃত্তিমাতিষ্ঠেরন্ন তু কদাচিৎ পাপীয়সীম্। বৈশ্যজীবিকামাস্থায় পণ্যেন জীবতোঽশ্ম লবণমপণ্যং পাষাণকৌপক্ষৌমাজিনানি চ তান্তবঞ্চ রক্তং সর্ব্বঞ্চ কৃতান্নং পুষ্পমূলফলানি চ গন্ধরসা উদকঞ্চৌষধীনাং রসঃ সোমশ্চ শস্ত্রং বিষং মাংসঞ্চ ক্ষীরং সবিকারং অপত্রপুঁজতু সীসঞ্চ।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ॥

গ্রাম্যপশূনামেকশফাঃ কেশিনশ্চ সর্ব্বে চারণ্যাঃপশবো বয়াংসি দংষ্ট্রিণশ্চ। ধান্যানাং তিলানাহঃ।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

ভোজনাভ্যঞ্জনাদ্দানাদ্যদন্যৎ কুরুতে তিলৈঃ।
কৃমিভূতঃ স বিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি।
কামং বা স্বয়ং কৃষ্যোৎপাদ্য তিলান্ বিক্রীণীরন্

অন্যত্র ধান্যবিক্রয়াৎ। রসারসৈঃ সমতোহানতো বা নিমাতব্যা নত্বেব লবণং রসৈস্তিলতণ্ডুলপক্কান্নং বিদ্যান্মনুষ্যাশ্চ বিহিতাঃ। পরিবর্ত্তকেন ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বার্দ্ধুষ্যান্নং নাদ্যাতাং।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

সমর্ঘং ধান্যমুদ্ধৃত্য মহার্ঘং যং প্রযচ্ছতি।
স বৈ বার্দ্ধুষিকো নাম ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতঃ॥
বৃদ্ধিঞ্চ ভ্রূণহত্যাঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্।
অতিষ্ঠদ্ভ্রূণহাকোট্যাংবার্দ্ধুষির্ন্যকৃপপাতহ। ইতি

কামং বা পরিলুপ্তকৃত্যায় পাপীয়সে দদ্যাৎ দ্বিগুণং হিরণ্যং ত্রিগুণং ধান্যং ধান্যেনৈব রসা ব্যাখ্যাতাঃ পুষ্পমূলফলানি চ। তুলাধৃতমষ্টগুণম্।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

রাজানুমতভাবেন দ্রব্যবৃদ্ধিং বিনাশয়েৎ।
পুনারাজাভিষেকেণ দ্রব্যবৃদ্ধিঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং স্মৃতম্।
মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্ণীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ।
বসিষ্ঠবচনপ্রোক্তাং বৃদ্ধিং বার্দ্ধুষিকে শৃণু॥
পঞ্চমাষাংস্তু বিংশত্যা এবং ধর্ম্মো ন হীয়ত ইতি

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অশ্রোত্রিয়াননুবাক্যা অনগ্নয়ঃ শূদ্রধর্ম্মাণো ভবন্তি। নানৃগ্ব্রাহ্মণোভবতি। মানবঞ্চাত্র শ্লোকমুদাহরন্তি।

যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেবশূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

ন বণিক্ ন কুসীদজীবী। যে চ শূদ্রপ্রেষণং কুর্ব্বন্তি। ন স্তেনো ন চিকিৎসকঃ।
অব্রতা হ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ।
চত্বারোঽপি ত্রয়োবাপি যং ব্রূয়ুর্ব্বেদপারগাঃ।
স ধর্ম্মইতিবিজ্ঞেয়ো নেতরেষাং সহস্রশঃ॥
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।

দহস্রশঃ সমেতানাং পর্ষত্ত্বং নৈব বিদ্যতে॥
য়দস্ত্যন্ধথা ভূত্বা মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ।
তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৃনমু গচ্ছতি॥
শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি নিত্যশঃ।
অশ্রোত্রিয়ায় দত্তানি তৃপ্তিং নায়াস্তি দেবতাঃ॥
স্য চৈব গৃহে মূর্খো দূরে চৈব বহুশ্রুতঃ।
বহুশ্রুতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ॥
ব্রাহ্মণাতিক্রমো নাস্তি বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে।
জ্বলন্তমগ্নিমুৎসৃজ্য নহি ভস্মনি হূয়তে॥
শ্চ কাষ্ঠময়ো হস্তী যশ্চ চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
শ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ॥
বিদ্বভোজ্যানি চান্নানি মূর্খা রাষ্ট্রেষু ভুঞ্জতে।
চদন্নং নাশমায়াতি মহদ্বা জায়তে ভয়ম্॥

অপ্রজ্ঞায়মানবৃত্তং যোঽধিগচ্ছেদ্রাজা তদ্ধরেৎ অধিগন্তে ষষ্ঠমংশং প্রদায়। ব্রাহ্মণশ্চেধিগচ্ছেৎ ষট্কর্ম্মসু বর্ত্তমানো ন রাজা হরেৎ। আততায়িনং হত্বা নাত্র ত্রাণমিচ্ছোঃ কিঞ্চিৎ কিল্বিষমাহুঃ। ষড়্বিধাস্ত্বাততায়িনঃ। অথাপ্যুদাহরন্তি।
অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িনঃ॥
আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তপারগম্।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ॥
স্বাধ্যায়িনং কুলেজাতং যো হন্যাদাততায়িনম্।
তেন ভ্রূণহা স স্যান্মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি॥

ত্রিণাচিকেতঃপঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণবান্ চতুর্মেধা বাজসনেয়ী ষড়ঙ্গবিদ্ ব্রহ্মদেয়ানুসন্তানশ্ছন্দোগো জ্যেষ্ঠসামগো মন্ত্রব্রাহ্মণবিৎ যশ্চ ধর্ম্মানধীতে স্য চ পুরুষমাতৃপিতৃবংশঃ শ্রোত্রিয়ো বিজ্ঞাতে বিদ্বাংসঃ স্নাতকাশ্চেতি পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
চাতুর্বিদ্যো বিকল্পী চ অঙ্গবিদ্ধর্ম্মপাঠকঃ।
আশ্রমস্থাস্ত্রয়োমুখ্যা পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা॥

উপনীয় তু যঃ কৃৎস্নং বেদমধ্যাপয়েৎ স আচার্য্যো যস্ত্বেকদেশং স উপাধ্যায়ো যশ্চ বেদাঙ্গানি। আত্মত্রাণে বর্ণসংস্কারে বা ব্রাহ্মণবৈশ্যৌ শস্ত্রমাদদীয়াতাম্। ক্ষত্রিয়স্য তু তন্নিত্যমেব রক্ষণাধিকারাৎ। প্রাগ্বোদগ্বাসীনঃ প্রক্ষাল্য পাদৌ পাণী চামণিবন্ধনাৎ। অঙ্গুষ্ঠমূলস্যোত্তরতো রেখা ব্রাহ্মং তীর্থং তেন ত্রিরাচামেদশব্দবৎ। দ্বিঃপরিমৃজ্যাৎ খান্যদ্ভিঃ সংস্পৃশেৎ মূর্দ্ধন্যপো নিনয়েৎ। সব্যে চ পাণৌ ব্রজংস্তিষ্ঠন্ শয়ানঃ প্রণতো বা নাচামেৎ। হৃদয়ঙ্গমাভিরদ্ভিরবুদ্বুদাভিরফেনাভির্ব্রাহ্মণঃ কণ্ঠগাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ শুচিঃ। বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু স্ত্রী শূদ্রৌ স্পৃষ্টাভিরেব চ। পুত্রদ্বারাপি যাগান্তর্পণানি স্যুঃ। ন বর্ণগন্ধরসদুষ্টাভিঃ। যাশ্চ স্যুরশুভাগমাঃ। ন মুখ্যা বিপ্রুষউচ্ছিষ্টং কুর্বন্ত্যনঙ্গশ্লিষ্টাঃ। সুপ্ত্বা ভুক্ত্বা পীত্বা স্নাত্বা বাচান্তঃ পুনরাচামেৎ।

বাসশ্চ পরিধায় চোষ্ঠৌ সংস্পৃশ্য যাবলোমকৌ। ন শ্মশ্রুগতালেপঃ দন্তবদ্দন্তসক্তেষু যচ্চান্তর্মুখে ভবেদাচান্তস্যাবশিষ্টং স্যান্নিগিরন্নেব তচ্ছুচিঃ।

পরানথাচাময়তঃ পাদৌ যা বিপ্রুষো গতাঃ।
ভূম্যাতাস্তসমাঃপ্রোক্তাস্তাভির্নোচ্ছিষ্টভাগ্‌ভবেৎ
প্রচরন্নভ্যবহার্য্যেষু উচ্ছিষ্টং যদি সংস্পৃশেৎ।
ভূমৌ নিঃক্ষিপ্য তদ্দ্রব্যমাচান্তঃ প্রচরেৎ পুনঃ॥
যদ্যন্মীমাংস্যং স্যাত্তত্তদদ্ভিস্তু সংস্পৃশেৎ।
শ্বহতাশ্চ মৃগা বন্যা ঘাতিতঞ্চ খগৈঃ পলম্॥
বালৈরনুপবিদ্ধাস্তঃ স্ত্রীভিরাচরিতঞ্চ যৎ।
পরিসংখ্যায় তান্ সর্ব্বান্ শুচীনাহ প্রজাপতিঃ॥
প্রসারিতঞ্চ যৎপণ্যং যে দোষাঃ স্ত্রীমুখেষু চ।
মশকৈর্ম্মক্ষিকাভিশ্চ বিলীনো নোপহন্যতে॥
ক্ষিতিস্থাশ্চৈব যা আপো গবাং প্রীতিকরাশ্চ যাঃ।
পরিসংখ্যায় তান্ সর্ব্বানুশুচীনাহপ্রজাপতিরিতি

লেপগন্ধাপকর্ষণং শৌচমমেধ্যলিপ্তস্যাদ্ভির্মৃদা চ। তৈজসমৃণ্ময়দারবতান্তবানাং ভস্মপরিমার্জ্জনপ্রদাহতক্ষণনির্ণেজনানি। তৈজসবদুপলমণীনাং মণিবচ্ছঙ্খশুক্তীনাং দারুবদস্থ্নাং রজ্জুবিদলচর্ম্মণাং চৈলবচ্ছৌচম্। গোবালৈঃ ফলচমসানাং গৌরসর্ষপকল্কেন ক্ষৌমজানাম্। ভূম্যাস্তু সংমার্জ্জনপ্রোক্ষণোপলেপনোল্লেখনৈর্যথাস্থানে দোষবিশেষাৎ প্রাজাপত্যমুপৈতি। অথাপ্যুদাহরন্তি।
খননাদ্দহনাদ্বর্ষাদ্গোভিরাক্রমণাদপি।
চতুর্ভিঃ শুধ্যতে ভূমিঃ পঞ্চমাচ্চোপলেপনাৎ॥
রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতি।
ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং তাম্রমম্লেন শুধ্যতি॥
মদ্যৈমূর্ত্রৈঃ পুরীষৈর্ব্বা শ্লেষ্মপূয়াশ্রুশোণিতৈঃ।
সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃ পাকেন মৃণ্ময়ম্॥

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥
অদ্ভিরেব কাঞ্চনং পূয়েত্তথা রজতম্। অঙ্গুলিকনিষ্ঠিকামূলে দৈবং তীর্থম্। অঙ্গুল্যগ্রে মানুষম্। পাণিমধ্যআগ্নেয়ম্। প্রদেশিন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্তরা পিত্র্যম্। রোচন্ত ইতি সায়ং প্রাতরশনান্যভিপূজয়েৎ। স্বদিতমিতি-পিত্র্যেষু। সম্পন্নমিত্যাভ্যুদয়িকেষু।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রকৃতিবিশিষ্টং চাতুর্ব্বর্ণ্যং, সংস্কারবিশেষাচ্চ। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়তেতি। গায়ত্র্যা ছন্দসা ব্রাহ্মণমসৃজৎ ত্রিষ্টুভা রাজন্যং জগত্যা বৈশ্যং ন কেনচিচ্ছন্দসা শূদ্রমিত্য-সংস্কার্য্যো বিজ্ঞায়তে। ত্রিষ্বেব নিবাসঃ স্যাৎ সর্ব্বেষাং সত্যমক্রোধোদানমহিংসা প্রজননঞ্চ।
পিতৃদেবতাতিথিপূজায়াং পশুং হিংস্যাৎ।
মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব চ পশুং হিংস্যান্নান্যথেত্যব্রবীন্মনুঃ॥
নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে কচিৎ
নচ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মাদ্‌যাগে বধোঽবধঃ॥
অথাপি ব্রাহ্মণায় রাজন্যায় বা অভ্যাগতায় বা মহোক্ষং বা মহাজং বা পচেদেবমস্যাতিথ্যং কুর্ব্বন্তীতি। উদকক্রিয়ামশৌচঞ্চ দ্বিবর্ষাৎ প্রভৃতি মৃতউভয়ং কুর্য্যাৎ। দন্তজননাদিত্যেকে-শরীরমগ্নিনা সংযোজ্যানবেক্ষমাণা অপোঽভ্যবয়ন্তি।
ততস্তত্রস্থা এব সব্যোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যামুদকক্রিয়াং কুর্ব্বন্তি। অযুগ্মা দক্ষিণামুখাঃ। পিতৃণাং বা এষা দিগ্‌যা দক্ষিণা। গৃহান্ ব্রজিত্বা প্রস্তরে ত্র্যহমনশ্নন্ত আসীরন্। অশক্তৌ ক্রীতোৎপন্নেন বর্ত্তেরন্।
দশাহং মরণাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
মরণাৎ প্রভৃতি দিবসগণনা। সপিণ্ডতা সপ্তপুরুষং বিজ্ঞায়তে। অপ্রত্তানাং স্ত্রীণাং ত্রিপুরুষং ত্রিদিনং বিজ্ঞায়তে। প্রত্তামামিতরে কুর্ব্বীরন্। তাশ্চ তেষাং জননেঽপ্যেবমেব নিপুণাং শুদ্ধিমিচ্ছতাং মাতাপিত্রোর্ব্বীজনিমিত্তত্বাৎ। অথাপ্যুদাহরন্তি।
নাশৌচং সূতকে পুংসঃ সংসর্গঞ্চেন্নগচ্ছতি।
রজস্তত্রাশুচি জ্ঞেয়ং যচ্চ পুংসি ন বিদ্যতে॥
ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ পঞ্চদশ রাত্রেণ ভূমিপঃ।
বিংশতিরাত্রেণ বৈশ্যঃ শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি॥
অশৌচে যস্তু শূদ্রস্য সূতকে বাপি ভুক্তবান্।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে॥
অনির্দ্দশাহে পকান্নং নিয়োগাদ্যস্তু ভুক্তবান্।
কৃমির্ভূত্বা স দেহান্তে তদ্বিষ্ঠামুপজীবতি॥
দ্বাদশমাসান্ দ্বাদশার্দ্ধমাসান্ বা অনশ্নন্ সংহিতামধীয়ানঃ পূতোভবতীতি বিজ্ঞায়তে। ঊনদ্বিবর্ষে প্রেতে গর্ভপতনে বা সপিণ্ডানাং ত্রিরাত্রমাশৌচং সদ্যঃশৌচমিতি গৌতমঃ। দেশান্তরস্থে প্রেতে ঊর্দ্ধং দশাহাচ্চৈকরাত্রমাশৌচম্। আহিতাগ্নিশ্চেৎ প্রবসন্ ম্রিয়তে পুনঃসংস্কারং কৃত্বা শববচ্ছৌচ মিতি গৌতমঃ। যূপচিতিশ্মশানরজস্বলাসূতিকাশুচীমুপস্পৃশ্য সশির অভ্যুপেয়াদপঃ।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অস্বতন্ত্রা স্ত্রী পুরুষপ্রধানা অনগ্নিরনুদক্যা চ অনৃতমিতি বিজ্ঞায়তে।
অথাপ্যুদাহরন্তি।
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাশ্চ স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥
তস্যা ভর্ত্তৃব্যভিচার উক্তঃ প্রায়শ্চিত্তরহস্যেষু।
মাসি মাসি রজো হ্যাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি॥
ত্রিরাত্রং রজস্বলাঽশুচির্ভবতি সা নাঞ্জ্যাৎ নাপ্সু স্নায়াৎ অধঃশয়ীত দিবা ন স্বপ্যাৎ নাগ্নিং স্পৃশেৎ ন রজ্জুং প্রসৃজেৎ ন দন্তান্ ধাবয়েৎ ন মাংসমশ্নীয়াৎ ন গ্রহান্ নিরীক্ষেত ন হসেৎ ন কিঞ্চিদাচরেৎ নাঞ্জলিনা জলং পিবেৎ ন খর্ব্বেণ ন লোহিতায়সেন বা। বিজ্ঞায়তে হীন্দ্রস্ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রং হত্বা পাপ্মনা গৃহীতো মন্যত ইতি। তং সর্ব্বাণি ভূতান্যভ্যক্রোশন্ ভ্রূণহন্ ভ্রূণহন্ ভ্রূণহন্নিতি। স স্ত্রিয় উপাধাবৎ। অস্যৈ মে ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং ভাগং গৃহ্নীতেতি গত্বে

বমুবাচ। তা অব্রুবন্ কিং নোঽভূদিতি। সোঽব্রবীদ্বরং বৃণীধ্বমিতি। তা অব্রুবন্নৃতৌ প্রজাং বিন্দামহ ইতি কামং মা বিজানীমো-ঽসম্ভবাম ইতি যথেচ্ছয়া আপ্রসবকালাৎ পুরু-ষেণ সহ মৈথুনভাবেন সম্ভবাম ইতি চৈষো-ঽস্মাকং বরস্তথেত্যেণোক্তাস্তাঃ প্রতিজগৃহুস্তৃ-তীয়ং ভ্রূণহত্যায়াঃ। সৈষা ভ্রূণহত্যা মাসি মাস্যাবির্ভবতি। তস্মাদ্রজস্বলায়ং নাশ্নীয়াৎ। অতশ্চ ভ্রূণহত্যায়া এবৈতদ্রূপং প্রতিমাস্যাস্তে কঞ্চুকমিব। তদাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ। অঞ্জনা-ভ্যঞ্জনমেবাস্যা ন প্রতিগ্রাহ্যং তদ্ধি স্ত্রিয়োঽন্ন-মিতি তস্মাত্তস্যান্তর্জং নচ মন্যন্তে আচারা যাশ্চ যোষিত ইতি। সেয়মুপযাতি।

উদক্যাস্বাসতে তেষাং যে চ কেচিদনগ্নয়ঃ।
গৃহস্থাঃ শ্রোত্রিয়াঃ পাপাঃ সর্ব্বেতে শূদ্রধর্ম্মিণঃ॥

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ সর্ব্বেষামিতিনিশ্চয়ঃ।
হীনাচারপরীতাত্মা প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি॥
নৈনং তপাংসি ন ব্রহ্ম নাগ্নিহোত্রং ন দক্ষিণা।
হীনাচারাশ্রিতং ভ্রষ্টং তারয়ন্তি কথঞ্চন॥

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা
যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥
আচারহীনস্য তু ব্রাহ্মণস্য
বেদাঃ ষড়ঙ্গা অখিলাঃ সপক্ষাঃ।
কাং প্রীতিমুৎপাদয়িতুং সমর্থা-
অন্ধস্য দারাইব দর্শনীয়াঃ॥
নৈনং ছন্দাংসি বৃজিনাত্তারয়ন্তি
মায়াবিনং মায়য়া বর্ত্তমানম্।
তত্রাক্ষরে সম্যগধীয়মানে
পুনাতি তদ্ব্রহ্ম যথাবদিষ্টম্॥

দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ॥
আচারাৎ ফলতে ধর্ম্মমাচারাৎ ফলতে ধনম্।
আচারাৎ শ্রিয়মাপ্নোতি আচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥

আহারনির্হারবিহারযোগাঃ
সুসংবৃতা ধর্ম্মবিদা তু কার্য্যাঃ।
বাগ্‌বুদ্ধিবীর্য্যাণি তপস্তথৈব
ধনায়ুষী গুপ্ততমে চ কার্য্যে॥

উভে মূত্রপুরীষে তু দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।
রাত্রৌ কুর্য্যাদ্দক্ষিণ স্য এবং হ্যায়ুর্ন রিচ্যতে॥
প্রত্যগ্নিং প্রতি সূর্য্যঞ্চ প্রতি গাং প্রতি চ দ্বিজম্
প্রতি সোমোদকং সন্ধ্যাং প্রজ্ঞা নশ্যতি মেহতঃ॥
ন নদ্যাং মেহনং কার্য্যং ন পথি ন চ ভস্মনি।
ন গোময়ে নবা কৃষ্টে নোপ্তে ক্ষেত্রে ন শাদ্বলে॥
ছায়ায়ামন্ধকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ।
যথাসুখমুখঃ কুর্য্যাৎ প্রাণবাধভয়েষু চ॥
উদ্ধৃতাভিরদ্ভিঃকার্য্যংকুর্য্যাৎস্নানমনুদ্ধৃতাভিরপি
আহরেন্মৃত্তিকাং বিপ্রঃ কূলাৎ সসিকতাং তথা
অন্তর্জ্জলে দেবগৃহে বল্মীকে মূষিকস্থলে।
কৃতশৌচাবশিষ্টে চ ন গ্রাহ্যাঃ পঞ্চ মৃত্তিকাঃ॥
একা লিঙ্গে করে তিস্র উভাভ্যাং দ্বে তু মৃত্তিকে
পঞ্চাপানে দশৈকস্মিন্ উভয়োঃ সপ্ত মৃত্তিকাঃ॥
এতচ্ছৌচং গৃহস্থস্য দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণঃ।
বানপ্রস্থস্য ত্রিগুণং যতীনাঞ্চ চতুর্গুণম্॥
অষ্টৌ গ্রাসা মুনের্ভক্তং বানপ্রস্থস্য ষোড়শ।
দ্বাত্রিংশত্তু গৃহস্থস্য অমিতং ব্রহ্মচারিণঃ॥
অনড়ান্ ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নিশ্চ তে ত্রয়ঃ।
ভুঞ্জানা এব সিধ্যন্তি নৈষাং সিদ্ধিরনশ্নতাম্॥
তপোদানোপহারেষু ব্রতেষু নিয়মেষু চ।
ইজ্যাধ্যয়নধর্ম্মেষু যো নাসক্তঃ স নিষ্ক্রিয়ঃ॥
যোগস্তপো দমো দানং সত্যংশৌচং দয়া শ্রুতম্।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥

সর্ব্বত্র দান্তাঃ শ্রুতপূর্ণকর্ণা
জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণিবধে নিবৃত্তাঃ।
প্রতিগ্রহে সঙ্কুচিতাগ্রহস্তা
স্তেব্রাহ্মণাস্তারয়িতুং সমর্থাঃ॥

অসূয়কঃ পিশুনশ্চৈব কৃতঘ্নো দীর্ঘরোষকঃ।
চত্বারঃ কর্ম্মচাণ্ডালা জন্মতশ্চাপি পঞ্চমঃ।
দীর্ঘবৈরমসূয়াঞ্চ অসত্যং ব্রহ্মদূষণম্।
পৈশুন্যং নির্দ্দয়ত্বঞ্চ জানীয়াচ্ছূদ্রলক্ষণম্॥
কিঞ্চিদ্বেদময়ং পাত্রং কিঞ্চিৎ পাত্রং তপোময়ম্।
পাত্রাণামপি তৎপাত্রং শূদ্রান্নং যস্য নোদরে॥
শূদ্রান্নরসপুষ্টাঙ্গো হ্যধীয়ানোঽপি নিত্যশঃ।

জুহ্বিত্বাপি যজিত্বাপি গতিমূর্দ্ধাং ন বিন্দতি॥
শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যঃ কশ্চিন্ ম্রিয়তে দ্বিজঃ।
স ভবেচ্ছূকরো গ্রাম্যস্তস্য বা জায়তে কুলে॥
শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা নচ স্বর্গার্হকো ভবেৎ॥

স্বাধ্যায়াঢ্যং যোনিমিত্রং প্রশান্তং
চৈতন্যস্থং পাপভীরুং বহুজ্ঞম্।
স্ত্রীযুক্তান্নং ধার্ম্মিকং গোশরণ্যং
ব্রতৈঃ ক্ষান্তং তাদৃশং পাত্রমাহুঃ॥

আমপাত্রে যথা ন্যস্তং ক্ষীরং দধি ঘৃতং মধু।
বিনশ্যেৎ পাত্রদৌর্ব্বল্যাত্তচ্চ পাত্রং রসাশ্চ তে॥
এবং গাঞ্চ হিরণ্যঞ্চ বস্ত্রমশ্বং মহীং তিলান্।
অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্ণানো ভস্মীভবতি দারুবৎ॥

নাঙ্গং নখঞ্চ বাদিত্রং কুর্য্যাৎ। ন বাপোঽঞ্জলিনা পিবেৎ। ন পাদেন পাণিনা বা-রাজানমপি হন্যাৎ ন জলেন জলম্। নেষ্টকাভিঃ ফলানি পাতয়েৎ ন ফলেন ফলম্। ন কল্কপুটকো ভবেৎ। ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলো ভবেৎ।
নচাঙ্গচপলো বিপ্র ইতি শিষ্টস্য গোচরঃ॥
পারম্পর্য্যাগতো যেষাং বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ॥
যন্ন সন্তং নচাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্।
ন সুবৃত্তং ন দুর্ব্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণ ইতি

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থপরিব্রাজকাঃ। তেষাং বেদমধীত্য বেদৌ বা বেদান্ বা অবিশীর্ণব্রহ্মচর্য্যোঽপনিক্ষেপ্তুমাবসেৎ। ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যং পরিচরেদাশরীরবিমোক্ষাৎ। আচার্য্যে প্রমীতেঽগ্নিং পরিচরেৎ। বিজ্ঞায়তে হি চাহবাগ্নিরাচার্য্য ইতি। সংযতবাক্ চতুর্থষষ্ঠাষ্টমকালভোজী ভৈক্ষমাচরেৎ। গুর্ব্বধীনো জটিলঃ শিখাজটো বা গুরুং গচ্ছন্তমনুগচ্ছেদাসীনঞ্চানুতিষ্ঠেৎ শয়ানঞ্চাসীন উপবসেদাহূতাধ্যায়ী সর্ব্বভৈক্ষং নিবেদ্য তদনুজ্ঞয়া ভুঞ্জীত। খট্বাশয়নদন্তপ্রক্ষালনাত্যঞ্জনবর্জ্জী তিষ্ঠেদহনি রাত্রাবাসীত। ত্রিঃ কৃত্বোঽভ্যুপেয়াদপঃ।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

গৃহস্থো বিনীতক্রোধহর্ষো গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা অসমানার্ষামস্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেৎ। পঞ্চমীং মাতৃবন্ধুভ্যঃ সপ্তমীং পিতৃবন্ধুভ্যঃ। বৈবাহ্যমগ্নিমিন্ধ্যাৎ। সায়মাগতমতিথিং নাবরুন্ধ্যাৎ। নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ।

যস্য নাশ্নাতি বাসার্থী ব্রাহ্মণো গৃহমাগতঃ।
সুকৃতং তস্য যৎ কিঞ্চিৎ সর্ব্বমাদায় গচ্ছতি॥
একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
অনিত্যং হি স্থিতির্যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে॥
নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।
কালে প্রাপ্তে অকালেবানাস্যানশ্নন্গৃহেবসেৎ॥

শ্রদ্ধাশীলোঽস্পৃহয়ালুঃ অলমগ্ন্যাধেয়ায় নানাহিতাগ্নিঃ স্যাদলঞ্চ সোমপানায় নাসোমযাজী স্যাৎ। উক্তঃ স্বাধ্যায়ে প্রজননে যজ্ঞে চ গৃহেষভ্যাগতং প্রত্যুত্থানাসনশয়নবাক্সূনৃতাভির্ম্মানয়েৎ। যথাশক্তি চান্নেন সর্ব্বভূতানি।

গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণান্তু গৃহস্থস্তু বিশিষ্যতে॥
যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সমুদ্রে যান্তি সংস্থিতিম্।
এবমাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্॥
যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
এবং গৃহস্থমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি ভিক্ষুকাঃ॥

নিত্যোদকী নিত্যযজ্ঞোপবীতী
নিত্যস্বাধ্যায়ী পতিতান্নবর্জ্জী।
ঋতৌ গচ্ছন্ বিধিবচ্চ জুহ্বন্
ন ব্রাহ্মণশ্চ্যবতে ব্রহ্মলোকাদিতি॥

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

বানপ্রস্থো জটিলশ্চীরাজিনবাসা গ্রামঞ্চ ন প্রবিশেৎ। ন ফালকৃষ্টমধিতিষ্ঠেৎ। অকৃষ্ট

মূলফলং সঞ্চিন্বীত। ঊর্দ্ধরেতাঃ ক্ষমাশয়ঃ। মূলফলভৈক্ষেণাশ্রমাগতমতিথিমর্চ্চয়েৎ। দদ্যাদেব ন প্রতিগৃহ্লীয়াৎ। ত্রিষবণমুদকমুপস্পৃশেৎ। শ্রাবণকেনাগ্নিমাধায়াহিতাগ্নিঃ স্যাদ্‌বৃক্ষমূলিক ঊর্দ্ধং ষড়্‌ভ্যো মাসেভ্যোঽনগ্নিরনিকেতঃ। দদ্যাদ্দেবপিতৃমনুষ্যেভ্যঃ। স গচ্ছেৎ স্বর্গমানন্ত্যম্॥

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

পরিব্রাজকঃ সর্ব্বভূতাভয়দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রতিষ্ঠেৎ।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা চরতি যো দ্বিজঃ।
তস্যাপি সর্ব্বভূতেভ্যো ন ভয়ং জাতু বিদ্যতে॥
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা বস্তুবি বর্ত্ততে।
হস্তি জাতানজাতাংশ্চ প্রতিগৃহ্লাতি যস্য চ॥
সংন্যসেৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বেদমেকং ন সংন্যসেৎ।
বেদসন্ন্যাসতঃ শূদ্রস্তস্মাদ্বেদং ন সংন্যসেৎ॥
একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরন্তপঃ।
উপবাসাৎ পরং ভৈক্ষং দয়া দানাদ্বিশিষ্যতে॥

মুণ্ডোঽমমত্বপরিগ্রহঃ সপ্তাগারাণ্যসঙ্কল্পিতানি চরেদ্ভৈক্ষং বিধূমে সন্নমুষলে একশাটীপরিবৃতোঽজিনেন বা গোপ্রলূনৈস্তৃণৈর্ব্বেষ্টিতশরীরঃ স্থণ্ডিলশায্যনিত্যাং বসতিং বসেৎ গ্রামান্তে দেবগৃহে শূন্যাগারে বৃক্ষমূলে বা মনসা জ্ঞানমধীয়ানঃ। অরণ্যনিত্যো ন গ্রাম্যপশূনাং দর্শনে বিহরেৎ॥

অথাপ্যুদাহরন্তি।

অরণ্যনিত্যস্য জিতেন্দ্রিয়স্য
সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রীতিনিবর্ত্তকস্য।
অধ্যাত্মচিন্তাগতমানসস্য
ধ্রুবা হ্যনাবৃত্তিরুপেক্ষকস্য॥

অব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তাচারোঽনুন্মত্ত উন্মত্তবেশঃ।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

ন শব্দশাস্ত্রাভিরতস্য মোক্ষো
নচাপি লোকে গ্রহণে রতস্য।
ন ভোজনাচ্ছাদনতৎপরস্য
নচাপি রম্যাবসথপ্রিয়স্য॥
নচোৎপাতনিমিত্তাভ্যাং ন নক্ষত্রাঙ্গবিদ্যয়া।
অনুশাসনবাদাভ্যাং ভিক্ষাং লিপ্সেত কর্হিচিৎ॥
অলাভে ন বিষাদী স্যাল্লাভে চৈব ন হর্ষয়েৎ।
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যান্মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ॥
ন কুট্যাং নোদকে সঙ্গে ন চৈলে ন ত্রিপুষ্করে।
নাগারে নাসনে নান্নে যস্য বৈ মোক্ষবিত্তমঃ॥

ব্রাহ্মণকুলে বা যল্লভেত্তদ্ভুঞ্জীত সায়ং মধুমাংসসর্পির্ব্বর্জ্জম্। যতীন্ সাধূন্ বা গৃহস্থান্ সায়ং প্রাতশ্চ তৃপ্যেৎ। গ্রামে বা বসেদজিহ্মোঽশরণোঽসঙ্কসুকঃ। নচেন্দ্রিয়সংযোগং কুর্ব্বীত কেনচিৎ। উপেক্ষকঃ সর্ব্বভূতানাং হিংসানুগ্রহপরিহারেণ। পৈশুন্যমৎসরাভিমানাহঙ্কারাশ্রদ্ধানার্জ্জবাত্মস্তবপরগর্হাদম্ভলোভমোহক্রোধাসূয়াবিবর্জ্জনং সর্ব্বাশ্রমিণাং ধর্ম্মিষ্ঠো যজ্ঞোপবীত্যুদকমণ্ডলুহস্তঃ শুচির্ব্রাহ্মণো বৃষলান্নপানবর্জ্জী ন হীয়তে ব্রহ্মলোকাৎ ব্রহ্মলোকাৎ॥

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ষট্‌কর্ম্মা গৃহদেবতাভ্যো বলিং হরেৎ। শ্রোত্রিয়ায়ান্নং দত্ত্বা ব্রহ্মচারিণে বানন্তরং পিতৃভ্যো দদ্যাত্ততোঽতিথিং ভোজয়েৎ স্বেষ্টায়াসমানুপূর্ব্ব্যেণ স্বগৃহ্যাণাং কুমারবালবৃদ্ধতরুণপ্রভৃতীংস্ততোঽপরান্ গৃহ্যান্ শ্বচাণ্ডালপতিতবায়সেভ্যো ভূমৌ নির্ব্বপেৎ শূদ্রেভ্য উচ্ছিষ্টং বা দদ্যাচ্ছেষং যতী ভুঞ্জীত সর্ব্বোপযোগেন পুনঃপাকো যদি নিরুক্তে বৈশ্বদেবেঽতিথিরাগচ্ছেদ্বিশেষেণাস্মা অন্নং কারয়েদ্বিজায়তেঽহি বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহম্। তস্মাদপযানমন্ত্র বর্ষাভ্যস্তাং হি শান্তিজনাবিদুরিতি তৎ ভোজয়িত্বোপাসীতাসীমান্তাদনুব্রজেদনুজ্ঞাতাদ্বা। পরপক্ষঊর্দ্ধং চতুর্থ্যাং পিতৃভ্যোদদ্যাৎ পূর্ব্বেদ্যুর্ব্রাহ্মণান্ সংনিপাত্য যতীন্ গৃহস্থান্ সাধূন্ বা পরিণত বয়সোঽবিকর্ম্মস্থান্ শ্রোত্রিয়ান্ শিষ্যানন্তেবাসিনঃ শিষ্যানপি গুণবতোভোজয়েদ্বিলগ্ন শুক্লবিগৃধিশ্যাবদন্তকুষ্ঠিকুনখিবর্জ্জম্।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

অথ চেন্মন্ত্রবিদ্যুক্তঃ শারীরৈঃ পংক্তিদূষণৈঃ।

অদূষ্যাস্তং যমঃ প্রাহ পংক্তিপাবন এব সঃ ॥
শ্রাদ্ধেনোদ্বাসনীয়ানি উচ্ছিষ্টান্যাদিনক্ষয়াৎ।
খে পতন্তি হি যা ধারাস্তাঃ পবন্ত্যকৃতোদকাঃ ॥
উচ্ছিষ্টেন প্রপুষ্টাস্তে যাবন্নাস্তমিতো রবিঃ।
ক্ষীরধারাস্ততো যান্ত্যক্ষয়াঃ সঞ্চরভাগিনঃ ॥
প্রাক্ সংস্কারপ্রমীতানাং প্রবেশনমিতি শ্রুতিঃ।
ভাগধেয়ং মনুঃ প্রাহ উচ্ছিষ্টোচ্ছেষণে উভে ॥
উচ্ছেষণং ভূমিগতং বিকিরেল্লেপসোদকম্।
অসুপ্রেতেষু বিসৃজেদপ্রজানামনায়ুষাম্ ॥
উভয়োঃ শাখয়োর্মুক্তং পিতৃভ্যোঽন্নং নিবেদিতম্
তদন্তরং প্রতীক্ষন্তে হ্যসুরা দুষ্টচেতসঃ ॥
তস্মাদশূন্যহস্তেন কুর্য্যাদন্নমুপাগতম্।
ভোজনং বা সমালভ্য তিষ্ঠেতোচ্ছেষণে উভে ॥
দ্বৌ দৈবে পিতৃকৃত্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা।
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি ন প্রসজ্যেত বিস্তরে ॥
সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণ-সম্পদঃ।
পঞ্চৈতান্ বিস্তরো হন্তি তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ।
অপি বা ভোজয়েদেকং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
শুভশীলোপসম্পন্নং সর্ব্বলক্ষণবর্জ্জিতম্ ॥
যদ্যেকং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে দৈবং তত্র কথং ভবেৎ
অন্নং পাত্রে সমুদ্ধৃত্য সর্ব্বস্য প্রকৃতস্য তু ॥
দেবতায়তনে কৃত্বা ততঃ শ্রাদ্ধং প্রবর্ত্ততে।
প্রাস্যেদগ্নৌ তদন্নন্তু দদ্যাদ্বা ব্রহ্মচারিণে।
যাবদুষ্ণং ভবত্যন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্ যতাঃ।
তাবদ্ধি পিতরোঽশ্নন্তি যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥
হবির্গুণা ন বক্তব্যাঃ পিতরো ভাবতর্পিতাঃ।
পিতৃভিস্তর্পিতৈঃ পশ্চাদ্বক্তব্যং শোভনং হবিঃ ॥
নিযুক্তস্তু যদা শ্রাদ্ধে দৈবে তন্ত্র সমুৎসৃজেৎ।
যাবন্তি পশুরোমাণি তাবন্নরকমৃচ্ছতি ॥
ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপস্তিলাঃ।
ত্রীণি চান্নং প্রশংসন্তি শৌচমক্রোধমত্বরাম্ ॥
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে মন্দীভবতি ভাস্করঃ।
স কালঃ কুতপো নাম পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥
শ্রাদ্ধং দত্বা চ ভুক্ত্বা চ মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি।
ভবন্তি পিতরস্তস্য তম্মাসং রেতসো ভুজঃ ॥
যতস্ততো জায়তে চ দত্বা ভুক্ত্বা চ পৈতৃকম্।
ন স বিদ্যামবাপ্নোতি ক্ষীণায়ুশ্চৈব জায়তে ॥
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
উপাসতে সুতং জাতং শকুন্তা ইব পিপ্পলম্ ॥
মধুমাংসৈশ্চ শাকৈশ্চ পয়সা পায়সেন বা।

অধনো দাস্যতি শ্রাদ্ধং বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥
সন্তানবর্দ্ধনং পুত্রং তৃপ্যন্তং পিতৃকর্ম্মণি ॥
দেবব্রাহ্মণসম্পন্নমভিনন্দন্তি পূর্ব্বজাঃ ॥
নন্দন্তি পিতরস্তস্য সুবৃষ্টৈরিব কর্ষকাঃ।
যদ্গয়াস্থো দদাত্যন্নং পিতরস্তেন পুত্রিণঃ ॥

শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণ্যোশ্চাষ্টকায়াঞ্চ পিতৃভ্যো দদ্যাদ্দ্রব্যদেশব্রাহ্মণসন্নিধানে বা কালনিয়মোঽবশ্যম্। যো ব্রাহ্মণোঽগ্নিমাদধীত দর্শপূর্ণমাসাগ্রয়ণেষ্টিচাতুর্মাস্যপশুসোমৈশ্চ যজতে। নৈয়মিকং হ্যেতদৃণং সংস্তুতঞ্চ বিজ্ঞায়তে হি ত্রিভিঋণৈর্ঋণবান্ ব্রাহ্মণো জায়তে যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ। ইত্যেষ বা অনৃণো যজ্বা যঃ পুত্রী ব্রহ্মচর্য্যবানিতি গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়ীত গর্ভৈকাদশেষু রাজন্যং গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যম্। পালাশো দণ্ডো বৈল্বো বা ব্রাহ্মণস্য নৈয়গ্রোধঃ ক্ষত্রিয়স্য বা ঔড়ুম্বরো বা বৈশ্যস্য। কৃষ্ণাজিনমুত্তরীয়ং ব্রাহ্মণস্য রৌরবং ক্ষত্রিয়স্য গব্যং বস্তাজিনং বৈশ্যস্য। শুক্লমাহতং বাসো ব্রাহ্মণস্য মাঞ্জিষ্ঠং ক্ষত্রিয়স্য হারিদ্রং কৌশেয়ং বৈশ্যস্য সর্ব্বেষাং বা ভাস্তবমরক্তম্। ভবৎপূর্ব্বাং ব্রাহ্মণো ভিক্ষাং যাচেত ভবন্মধ্যাং রাজন্যো ভবদন্ত্যাং বৈশ্যঃ। আ ষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কাল আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্যাচতুর্ব্বিংশাদ্বৈশ্যস্যাত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি। নৈনানুপনয়েন্নাধ্যাপয়েন্ন যাজয়েন্নৈভির্বিবাহয়েয়ুঃ। পতিতসাবিত্রীকউদ্দালকব্রতঞ্চরেৎ।

দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়েন্মাসং মাক্ষিকেণাষ্টরাত্রং ঘৃতেন ষড্রাত্রমযাচিতং ত্রিরাত্রমভক্ষোঽহোরাত্রমেবোপবসেৎ। অশ্বমেধাবভৃথং গচ্ছেদ্ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেৎ।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্নাতকব্রতানি। স ন কঞ্চিদ্ যাচেতান্যত্র রাজান্তেবাসিভ্যঃ ক্ষুধাপরীতস্তু কিঞ্চিদেব যাচেত কৃতমকৃতং বা ক্ষেত্রং গামজাবিকং অন্ততো হিরণ্যং ধান্যমন্নং বা ন স্নাতকঃ ক্ষুধাবসীদেদিত্যুপদেশো ন নদ্যাং

সহসা সংবিশেয় রজস্বলায়ামযোগ্যায়াম্। ন কুলং কুলং স্যাদ্বৎসন্তীং বিততাং নাতিক্রমেন্নোদ্যন্তমাদিত্যং পশ্যেন্নাদিত্যং তপন্তং নান্তং মূত্রপুরীষে কুর্য্যান্ন নিষ্ঠীবেৎ পরিবেষ্টিতশিরা ভূমিমযজ্ঞিয়ৈস্তৃণৈরন্তর্দ্ধায় মূত্রপুরীষে কুর্য্যাদুদঙ্মুখশ্চাহনি নক্তং দক্ষিণামুখঃ সন্ধ্যামাসীতোত্তরামুদাহরন্তি।

স্নাতকানান্তু নিত্যং স্যাদন্তর্ব্বাসস্তথোত্তরম্।
যজ্ঞোপবীতে দ্বে যষ্টিঃ সোদকশ্চ কমণ্ডলুঃ॥
অপ্সু পাণৌ চ কাষ্ঠে চ কথিতং পাবকং শুচি।
তস্মাদুদকপাণিভ্যাং পরিমৃজ্যাৎ কমণ্ডলুম্॥
পর্য্যগ্নিকরণং হ্যেতন্মনুরাহ প্রজাপতিঃ।
কৃত্বাচাবশ্যকার্য্যাণি আচামেচ্ছৌচবিত্তত ইতি॥

প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত তূষ্ণীং সাঙ্গুষ্ঠং কৃৎস্নগ্রাসং গ্রসেত ন চ মুখশব্দং কুর্য্যাদৃতুকালাভিগামী স্যাৎ পর্ব্ববর্জ্জং স্বদারে বা। তীর্থমুপেয়াৎ।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

যস্তু পাণিগৃহীতায়া আস্যে কুর্ব্বীত মৈথুনম্।
ভবন্তি পিতরস্তস্য তন্মাসং রেতসো ভুজঃ।
যা স্যাদনতিচারেণ রতিসাধর্ম্ম্যসংশ্রিতা॥

অপিচ পাবকোঽপি জ্ঞায়তে। অদ্য যো বা বিজনিষ্যমাণাঃ পতিভিঃ সহ শয়ন্ত ইতি স্ত্রীণামিন্দ্রদত্তোবরঃ। উন্ন বৃক্ষমারোহেন্ন কূপমবরোহেন্নাগ্নিং মুখেনোপধমেন্নাগ্নিং ব্রাহ্মণং চান্তরেণ ব্যপেয়ান্নাগ্ন্যোর্ব্রাহ্মণয়োরননুজ্ঞাপ্য বা। ভার্য্যয়া সহ নাশ্নীয়াদবীর্য্যবদপত্যং ভবতীতি বাজসনেয়কে বিজ্ঞায়তে। নেন্দ্রধনুর্নাম্না নির্দ্দিশেন্মণিধনুরিতি ব্রূয়াৎ। পালাশমাসনপাদুকে দন্তধাবনমিতি বর্জ্জয়েৎ। নোৎসঙ্গে ভক্ষয়েদংঘো ন ভুঞ্জীত বৈণবং দণ্ডং ধারয়েদ্রুক্মকুণ্ডলে চ। ন বহির্মালাং ধারয়েদন্যত্র রুক্মময্যাঃ সভাসমবায়াংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

অপ্রামাণ্যঞ্চ বেদানামার্ষাণাঞ্চৈব দর্শনম্।
অব্যবস্থা চ সর্ব্বত্র এতন্নাশনমাত্মনইতি॥

নানাহূতো যজ্ঞং গচ্ছেদ্ যদি ব্রজেদধিবৃক্ষসূর্য্যেমধ্বানং ন প্রতিপদ্যেত নাবঞ্চ সাংশয়িকীম্। বাহুভ্যাং ন নদীস্তরেদুত্থায়াপররাত্রমধীত্য ন পুনঃ প্রতিসংবিশেৎ। প্রাজাপত্যে মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণঃ স্বনিয়মানমুতিষ্ঠেদিতি।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্বাধ্যায়স্যোপাকর্ম্ম শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বাগ্নিমুপসমাধায় কৃতাধানো জুহোতি দেবেভ্যশ্ছন্দোভ্যশ্চেতি। ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য দধি প্রাশ্য তত উপাংশু কুর্ব্বীত অর্দ্ধপঞ্চমমাসানর্দ্ধষষ্ঠানত ঊর্দ্ধং শুক্লপক্ষেষ্বধীয়ীত। কামন্তু বেদাঙ্গানি। তস্যানধ্যায়াঃ সন্ধ্যাস্তমিতে স্ন্যস্তত্র শবে দিবাকীর্ত্ত্যে নগরেষু কামং গোময়পর্য্যুষিতে পরিলিখিতে বা শ্মশানান্তে শয়ানস্য শ্রাদ্ধিকস্য। মানবঞ্চাত্র শ্লোকমুদাহরন্তি।

ফলান্যাপস্তিলান্ ভক্ষ্যমথান্যচ্ছ্রাদ্ধিকং ভবেৎ।
প্রতিগৃহ্যাপ্যনধ্যায়ঃপাণ্যাস্যাব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাইতি

ধাবতঃ পূতিগন্ধিপ্রসৃতেরিতবৃক্ষমারূঢ়স্য নাবি সেনায়াঞ্চ ভুক্ত্বা চার্দ্রপাণৌ বাণশব্দে চতুর্দ্দশ্যামমাবাস্যায়ামষ্টম্যামষ্টকাসু প্রসারিতপাদোপস্থস্যোপাশ্রিতস্য গুরুসমীপে মিথুনব্যপেতায়াং বাসসা মিথুনব্যপেতেনানির্মুক্তে। ন গ্রামান্তে চ্ছর্দ্দিতস্য মূত্রিতস্যোচ্চরিতস্য যজুষাঞ্চ সামশব্দে বাজীর্ণে নির্ঘাতভূমৌ চ। ন চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেষু দিঙ্নাদপর্ব্বতনাদকম্পপ্রপাতেষূপলরুধিরপাংশুবর্ষেষ্বাকালিকম্। উল্কাবিদ্যুৎসজ্যোতিষমপর্ত্তৌ কালিকং বা। আচার্য্যে চ প্রেতে ত্রিরাত্রমাচার্য্যপুত্রশিষ্যভার্য্যাস্বহোরাত্রম্। ঋত্বিগ্‌যোনিসম্বন্ধেষু চ। গুরোঃ পাদোপসংগ্রহণং কার্য্যং ঋত্বিক্শ্বশুরপিতৃব্যমাতুলানবরবয়সঃ প্রত্যুত্থায়াভিবদেদ্ যে চৈব পাদগ্রাহ্যাস্তেষাং ভার্য্যা গুরোশ্চ মাতাপিতরৌ যো বিদ্যাদভিবন্দিতুমহময়স্তোইতিব্রূয়াদ্ যশ্চ ন বিদ্যাৎ প্রত্যভিবাদং নাভিবদেৎ। পতিতঃ পিতা পরিত্যাজ্যো মাতা তু পুত্রে ন পততি।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

উপাধ্যায়াদ্দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
পিতুর্দ্দশশতং মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥

ভার্য্যাঃ পুত্রাশ্চ শিষ্যাশ্চ সংস্পৃষ্টাঃ পাপকর্ম্মভিঃ
পরিভাষ্যপরিত্যাজ্যাঃপতিতোযোঽন্যথাভবেৎ॥

ঋত্বিগাচার্য্যাবযাজকানধ্যাপকৌ হেয়াবন্যত্র হানাৎ পতিতো নান্যত্র পতিতো ভবতীত্যাহুরন্যত্র স্ত্রিয়াঃ সাহি পরগমিতা তস্মিন্নামক্ষুণ্ণামুপেয়াৎ।

গুরোগুর্ঁরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্‌বৃত্তিরিষ্যতে।
গুরুবদ্‌গুরুপুত্রস্য বর্ত্তিতব্যমিতিশ্রুতিঃ॥

শাস্ত্রং বস্ত্রং তথান্নানি প্রতিগ্রাহ্যাণি ব্রাহ্মণস্য। বিদ্যা বিত্তং বয়ঃ সম্বন্ধঃ কর্ম্ম চ মান্যং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গরীয়ান্। স্থবিরবালাতুরভারিকচক্রবতাং পন্থাঃ সমাগমে পরস্মৈ দেয়ো রাজস্নাতকয়োঃ সমাগমে রাজ্ঞা স্নাতকায় দেয়ঃ সর্ব্বৈরেব বা উচ্চতমায়। তৃণভূম্যগ্ন্যুদকবাক্সূনৃতানসূয়াঃ সপ্ত গৃহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচনেতি।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥১৩

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ভোজ্যাভোজ্যঞ্চ বর্ণয়িষ্যামঃ। চিকিৎসকমৃগযুপুংশ্চলীদণ্ডিকস্তেনাভিশস্তষণ্ড-পতিতানামভোজ্যং কদর্য্যেক্ষিতবদ্ধাতুরসোমবিক্রয়িতক্ষকরজকশৌণ্ডিকসূচকবার্দ্ধুষিকচর্ম্মাবকৃত্তানাং শূদ্রস্য চায়জ্ঞস্যোপযজ্ঞে যশ্চোপপতিং মন্যতে যশ্চ গৃহীততন্ধেতুর্যশ্চ বধার্হং নোপহন্যাৎ কো বন্ধমোক্ষৌ ইতি চাভিক্রুশ্যেৎ গণান্নং গণিকান্নমথাপ্যুদাহরন্তি।

নাশ্নন্তি শ্বপতের্দ্দেবা নাশ্নন্তি বৃষলীপতেঃ।
ভার্য্যাজিতস্য নাশ্নন্তি যস্য চোপপতির্গৃহে ইতি॥

এধোদকযবসকুশলাজ্যুদ্যতপানাবসথসফরিপ্রিয়ঙ্গুস্তরজমধুমাংসানি নৈতেষাং প্রতিগৃহ্নীয়াদথাপ্যুদাহরন্তি।

গুর্ব্বর্থদারমুজ্জিহীর্ষন্নর্চিষ্যন্ দেবতাতিথীন্।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্নীয়াত্তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং তত ইতি॥

ন মৃগয়োরিষুচারিণঃ. পরিবর্জ্জমন্নং বিজ্ঞায়তে হ্যগস্ত্যো বর্ষসাহস্রিকে সত্রে মৃগয়াঞ্চকার তস্যাসংস্ত রসময়াঃ পুরোডাশা মৃগপক্ষিণাং প্রশস্তানামপি হ্যন্নং প্রাজাপত্যানুশ্লোকানুদাহরন্তি।

উদ্যতামাহৃতাং ভিক্ষাং পুরস্তাদপ্রচোদিতাম্।
ভোজ্যাং প্রজাপতির্ম্মেনে অপি দুষ্কৃতকারিণঃ॥
শ্রদ্দধানৈর্ন ভোক্তব্যং চৌরস্যাপি বিশেষতঃ।
নত্বেব বহুধা তস্য যাবানপ্রহৃতা ভবেৎ॥
ন তস্য পিতরোঽশ্নন্তি দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ন চ হব্যং বহত্যগ্নির্যস্তামভ্যবমন্যতে॥
চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ শল্যহর্তুস্য পাশিনঃ।
ষণ্ঢস্য কুলটায়াশ্চ উদ্যতাপি ন গৃহ্যত ইতি॥

উচ্ছিষ্টমগুরোরভোজ্যং স্বমুচ্ছিষ্টমুচ্ছিষ্টোপহতঞ্চ। যদশনং কেশকীটোপহতঞ্চ। কামন্তু কেশকীটানুদ্ধৃত্যাদ্ভিঃ প্রোক্ষ্য ভস্মনাবকীর্য্য বাচা চ প্রশস্তমুপমুঞ্জীতাপি হ্যন্নম্। প্রাজাপত্যানুশ্লোকানুদাহরন্তি।

ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্।
অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে॥
দেবদ্রোণ্যাং বিবাহেষু যজ্ঞেষু প্রকৃতেষু চ।
কাকৈঃ শ্বভিশ্চ সংস্পৃষ্টমন্নং তন্ন বিসর্জ্জয়েৎ॥
তস্মাত্তদন্নমুদ্ধৃত্য শেষং সংস্কারমর্হতি।
দ্রবাণাং প্লাবনেনৈব ঘনানাং ক্ষরণেন তু॥
পাকেন সুখসংস্পৃষ্টং শুচিরেব হি তদ্ভবেৎ।

অন্নং পর্য্যুষিতং ভাবদুষ্টং হৃল্লেখং পুনঃসিদ্ধমামমৃজীশপকঞ্চ কামন্তু দধ্যাদ্‌ঘৃতেন চাভিঘারিতমুপমুঞ্জীতাপি হ্যন্নম্। প্রাজাপত্যানুশ্লোকানুদাহরন্তি।

হস্তদত্তাস্তু যে স্নেহা লবণং ব্যঞ্জনানি চ।
দাতারংনোপতিষ্ঠন্তেভোক্তাভুঙ্‌ক্তেচকিল্বিষমিতি

লশুনপলাণ্ডুকেমুকগৃঞ্জনশ্লেষ্মাতবৃক্ষনির্য্যাসলোহিতাব্রশ্চনাশ্বকাকাবলীঢ়শূদ্রোচ্ছিষ্টভোজনেষু কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ইতরেঽপ্যন্যত্র মধুমাংসফলবিকর্ষেষ্বগ্রাম্যপশ্ববিষয়ঃ সন্ধিনীক্ষীরমবৎসাক্ষীরং গোমহিষ্যজাতরোমানির্দ্দশাহানামনামন্ত্র্যং নাব্যুদকমপূপধানাকরম্ভশক্তুচরকতৈলপায়সশাকানিলশুক্তানি বর্জ্জয়েদন্যাংশ্চ ক্ষীরযবপিষ্টবীরান্। শ্বাবিচ্ছল্লকশশকচ্ছপগোধাঃ পঞ্চনখা নাভক্ষ্যাঃ অনুষ্ট্রাঃ পশূনামন্যতোদতশ্চ মৎস্যানাং বা বেহগবয়শিশুমারনক্রকুলীরা বিকৃতরূপাঃ সর্পশীর্ষাশ্চ গৌরগবয়শলভাশ্চানুদ্দিষ্টাস্তথা ধেম্বনড়াহৌ মেধ্যৌ বাজসনেয়কে। খড়্গে তু বিবদন্ত্যগ্রাম্যশূকরে চ শকুনানাঞ্চ বিগুবিবিষ্কিরজালপাদাঃ কল-

বিষ্কপ্লবহংসচক্রবাকভাসমদ্‌গুটিট্টিভাটবাঙ্কনকুঙ্করা দার্ব্বাঘাটাশ্চটকবৈলাতকহারিতখঞ্জরীট-গ্রাম্যকুক্কুটশুকসারিকাকোকিলক্রব্যাদা গ্রামাচারিণশ্চ।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শোণিতশুক্রসম্ভবঃ পুরুষো মাতাপিতৃনিমিত্তকঃ। তস্য প্রদানবিক্রয়ত্যাগেষু মাতাপিতরৌ প্রভবতঃ নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্লীয়াদ্বা স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাম্। ন স্ত্রী দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্লীয়াদ্বান্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুঃ। পুত্রং প্রতিগ্রহীষ্যন্ বন্ধূনাহূয় রাজনি চাবেদ্য নিবেশনস্য মধ্যে ব্যাহৃতীর্হুত্বা দূরেবান্ধবমসন্নিকৃষ্টমেব। সন্দেহে চোৎপন্নে দূরেবান্ধবং শূদ্রমিব স্থাপয়েৎ। বিজ্ঞায়তে হ্যেকেন বহূ জায়ত ইতি। তস্মিংশ্চেৎ প্রতিগৃহীতে ঔরসঃ পুত্র উৎপদ্যতে চতুর্থভাগভাগী স্যাৎ। যদি নাভ্যুদয়িকে যুক্তঃ স্যাদ্বেদবিপ্লাবিনঃ সব্যেন পাদেন প্রবৃত্তাগ্রান্ দর্ভান্ লোহিতান্ বোপস্তীর্য্য পূর্ণং পাত্রমস্মৈ নিনয়েন্নিনেতারশ্চাস্য প্রকীর্য্য কেশান্ জ্ঞাতয়োঽন্বারভেরন্নপসব্যং কৃত্বা গৃহেষু স্বৈরমাপাদ্যেরন্নত ঊর্দ্ধং তেন সহ ধর্ম্মমীয়ুস্তদ্ধর্ম্মাণস্তদ্ধর্ম্মাপন্নাঃ। পতিতানান্তু চরিতব্রতানাং প্রত্যুদ্ধারঃ।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

অগ্ন্যভ্যুদ্ধরতাং গচ্ছেৎ ক্রীড়ন্তি চ হসন্তি চ।
যশ্চোৎপাতয়তাং গচ্ছেচ্ছ্যোচন্নিত্যাচার্য্যমাতৃপিতৃহন্তারস্তৎপ্রসাদাদ্ভায়াদ্বা এষা প্রত্যাপত্তিঃ পূর্ণাব্দাং প্রবৃত্তাদ্বা কাঞ্চনং পাত্রং মাহেয়ং বা পূরয়িত্বাপোহিষ্ঠাভিরেব ষড়্‌ভির্গৃভিঃ সর্ব্বত্র বাভিরিক্তস্য প্রত্যুদ্ধারপুত্রজন্মনা ব্যাখ্যাতঃ।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথ ব্যবহারাঃ। রাজমন্ত্রী সদঃকার্য্যাণি কুর্য্যাদ্দ্বয়োর্বিবদমানয়োরত্র পক্ষান্তরং গচ্ছেদ্যথাসনমপরাধো হ্যন্তে নাপরাধঃ। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু যথাসনমপরাধো হ্যাদ্যবর্ণয়োর্বিধানতঃ সম্পন্নতামাচরেৎ। রাজা বালানামপ্রাপ্তব্যবহারাণাং প্রাপ্তকালে তু তদ্বৎ।

লিখিতং সাক্ষিণো ভুক্তিঃ প্রমাণং ত্রিবিধং স্মৃতম্
ধনস্বীকরণং পূর্ব্বং ধনী ধনমবাপ্নুয়াদিতি ॥

মার্গক্ষেত্রয়োর্ব্বিসর্গে তথা পরিবর্ত্তনেন ঋণগ্রহেষ্বর্থান্তরেষু ত্রিপাদমাত্রম্। গৃহক্ষেত্রবিরোধে সামন্তপ্রত্যয়ঃ সামন্তবিরোধেঽপি লেখ্যপ্রত্যয়ঃ প্রত্যভিলেখ্যবিরোধে গ্রামনগরবৃদ্ধশ্রেণিপ্রত্যয়ঃ।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

য একং ক্রীতমাধেয়মন্বাধেয়ং প্রতিগ্রহম্।
যজ্ঞাদুপগমোবোণৈস্তথা ধূমশিখা হ্যনী ইতি ॥

তত্র ভুক্তে দশবর্ষমেবোদাহরন্তি।

আধিঃ সীমাধিকঞ্চৈব নিক্ষেপোপনিধিঃ স্ত্রিয়ঃ।
রাজস্বং শ্রোত্রিয়দ্রব্যং ন রাজা দাতুমর্হতীতি ॥

তচ্চ সম্ভোগেন গ্রহীতব্যম্। গৃহিণাং দ্রব্যাণি রাজগামীনি ভবন্তি। তথা রাজা মন্ত্রিভিঃ সহ নাগরৈশ্চ কার্য্যাণি কুর্য্যাদসৌ বা রাজা শ্রেয়ান্ বসুপরিবারঃ স্যাদ্গৃধ্রং পারবারং বা রাজা শ্রেয়ানগৃধ্রপরিবারঃ স্যান্ন গৃধ্রো গৃধ্রপরিবারঃ স্যান্ন পরিবারাদ্দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি স্তেয়হারবিনাশনং তস্মাৎ পূর্ব্বমেব পরিবারং পৃচ্ছেৎ। অথ সাক্ষিণঃ। শ্রোত্রিয়ো রূপবান্ শীলবান্ পুণ্যবান্ সত্যবান্ সাক্ষিণঃ সর্ব্বে এব বা স্ত্রীণান্তু সাক্ষিণঃ স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যাৎ দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ, শূদ্রাণাং সন্তঃ শূদ্রাশ্চ অন্ত্যানামন্ত্যাঃ।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

প্রাতিভাব্যং বৃথাদানমাক্ষিকং সৌরিকঞ্চ যৎ
দণ্ডশুল্কাবশিষ্টঞ্চ ন পুত্রো দাতুমর্হতীতি ॥
ব্রূহি সাক্ষিন্ যথাতত্ত্বং লম্বন্তে পিতরস্তব।
তব বাক্যমুদীর্য্যন্তমুৎপতন্তি পতন্তি চ ॥
নগ্নো মুণ্ডঃ কপালী চ ভিক্ষার্থং ক্ষুৎপিপাসিতঃ।
অন্ধঃ শত্রুকুলে গচ্ছেদ্ যস্তু সাক্ষ্যনৃতং বদেৎ ॥
পঞ্চ কন্যানৃতে হন্তি দশ হন্তি গবানৃতে।
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং পুরুষানৃতে ॥
ব্যবহারে মৃতে দারে প্রায়শ্চত্তে কুলস্ত্রিয়ঃ।
তেষাং পুরুষা হিচ্ছেদাচ্ছেদাস্তে বা যর্বাদিনঃ ॥

উদ্বাহকালে রতিসংপ্রয়োগে
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে অনৃতং বদেয়ুঃ
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥
স্বজনস্য অর্থে যদিবার্থহেতোঃ .
পক্ষাশ্রয়েণৈব বদন্তি কার্য্যম্।
তৈঃশব্দবাদং স্বকুলানপূর্ব্বান্
স্বর্গস্থিতান্ তানপি পাতয়ন্ত্যপি ॥

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋণমস্মিন্ সন্নয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।
পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চ জীবতো মুখম্।

অনন্তাঃ পুত্রিণাং লোকা নাপুত্রস্য লোকো-ঽস্তীতি শ্রূয়তে প্রজাঃ সন্তপুত্রিণ ইত্যপি. শাপঃ। প্রজাভিরগ্নেঽস্বমৃতত্বমস্যামিত্যপি নিয়মো ভবতি।

পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপমিতি ॥

ক্ষেত্রিণঃ পুত্রো জনয়িতুঃ পুত্র ইতি বিবদন্তে।. তত্রোভয়থাপ্যুদাহরন্তি।

যদ্যন্যো গোষু বৃষভো বৎসান্ জনয়তে সুতান্।
গোমিনামেব তে বৎসামোঘং স্যন্দনমোক্ষণমিতি

অপ্রমত্তা রক্ষত তৈনং মা চ ক্ষেত্রে পরে বীজানি বাসৌ জনয়িতুঃ পুত্রো ভবতি। সম্পরায়েঽমোঘং রেতোঽকুরুত তন্তুমেতমিতি।

বহূনামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্নরঃ।
সর্ব্বে তে তেন পুত্রেণ পুত্রবন্ত ইতি শ্রুতিঃ ॥

বহ্বীনাং দ্বাদশ হ্যেব পুত্রাঃ পুরাণদৃষ্টাঃ স্বয়মুৎপাদিতঃ স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াং প্রথমঃ তদলাভে নিযুক্তায়াং ক্ষেত্রজো দ্বিতীয়ঃ তৃতীয়ঃ পুত্রিকা বিজ্ঞায়তে অভ্রাতৃকা পুংসঃ পিতৄনভ্যেতি প্রতিচীনং গচ্ছতি পুত্রত্বম্। শ্লোকঃ।

অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্।
অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি ॥

পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ পুনর্ভূঃ কৌমারং ভর্তারমুৎসৃজ্যান্যৈঃ সহ চরিত্বা তস্যৈব কুটুম্বমাশ্রয়তি সা পুনর্ভূর্ভবতি। যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্তারমুৎসৃজ্যান্যং পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি। কানীনঃ পঞ্চমো যা পিতৃগৃহেঽসংস্কৃতা কামাদুৎপাদয়েন্মাতামহস্য পুত্রো ভবতীত্যাহুঃ।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

অপ্রত্তা দুহিতা যস্য পুত্রং বিন্দতি তুল্যতঃ।
পুত্রী মাতামহস্তেন দদ্যাৎ পিণ্ডং হরেদ্ধনমিতি।

গূঢ়ে চ গূঢ়োৎপন্নঃ ষষ্ঠ ইত্যেতে দায়াদা বান্ধবাস্ত্রাতারো মহতো ভয়াদিত্যাহুঃ। অথাদায়াদাস্তত্র সহোঢ় এব প্রথমো যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে তস্যাং জাতঃ সহোঢ়ঃ পুত্রো ভবতি। দত্তকো দ্বিতীয়ো যং মাতাপিতরৌ দদ্যাতাম্। ক্রীতস্তৃতীয়স্তচ্ছুনঃশেফেন ব্যাখ্যাতং হরিশ্চন্দ্রো হ বৈ রাজা সোঽজীগর্ত্তস্য সৌপবৎসৈঃ পুত্রং বিক্রায্য স্বয়ং ক্রীতবান্। স্বয়মুপাগতশ্চতুর্থঃ তচ্ছুনঃশেফেন ব্যাখ্যাতং . শুনঃশেফো হ বৈ যূপে নিযুক্তো দেবতাস্তুষ্টাব তস্যেহ দেবতাঃ পাশং বিমুমুচুস্তমৃত্বিজ উচুর্ম্মমৈবায়ং পুত্রোঽস্ত্বিতি তানাহ ন সম্পেদে তে সম্পাদয়ামাসুরেষ এব যং কাময়েত তস্য পুত্রোঽস্ত্বিতি তস্যেহ বিশ্বামিত্রো হোতাসীৎ তস্য পুত্রত্বমিয়ায়। অপবিদ্ধঃ পঞ্চমো যং মাতাপিতৃভ্যামপাস্তং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ। শূদ্রাপুত্র এব ষষ্ঠো ভবতীত্যাহুরিত্যেতেঽদায়াদা বান্ধবাঃ। অথাপ্যুদাহরন্তি। যস্য পূর্ব্বেষাং বর্ণানাং ন কশ্চিদ্দায়াদঃ স্যাদেতে তস্যাপহরন্তি। অথ মাতৄণাং দায়বিভাগো দ্ব্যংশং জ্যেষ্ঠো হরেদ্গবাশ্বস্য চানুসদৃশমজাবয়ো গৃহঞ্চ কনিষ্ঠস্য কাষ্ঠংগাং যবসং গৃহোপকরণানি চ মধ্যমস্য মাতুঃ পারিণেয়ং স্ত্রিয়ো বিভজেরন্। যদি ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণীক্ষত্রিয়াবৈশ্যাসু পুত্রাঃ স্যুস্ত্র্যংশং ব্রাহ্মণ্যাঃ পুত্রো হরেৎ দ্ব্যংশং রাজন্যায়াঃ পুত্রঃ সমমিতরে বিভজেরন্নন্যেন চৈষাং স্বয়মুৎপাদিতঃ স্যাৎ দ্ব্যংশমেব হরেদন্যেবাত্তাশ্রমান্তরগতাঃ ক্লীবোন্মত্তপতিতাশ্চ ভরণম্। ক্লীবোন্মত্তানাং প্রেতপত্নী ষণ্মাসং ব্রতচারিণ্যক্ষারলবণং ভুঞ্জানা শয়ীতোর্দ্ধং ষড্ভ্যো মাসেভ্যঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধঞ্চ পত্যে দত্ত্বা বিদ্যাকর্ম্মগুরুযোনিসম্বন্ধান্ সন্নিপাত্য পিতা ভ্রাতা বা নিয়োগং কারয়েৎ তপসে যোন্মত্তামবশাং ব্যাধিতাং বা নিযুঞ্জ্যাৎ জ্যায়সীমপি ষোড়শবর্ষাং নচেদাময়াবিনী

স্যাৎ প্রাজাপত্যে মুহূর্ত্তে পাণিগ্রহণবদুপ-
চারোঽস্মিন্ সংস্থাপ্য ব্রাহ্মণাঁশ্চ্যাদণ্ডপাত্র-
ব্যাচ্চ গ্রাসাচ্ছাদনস্নানলেপনেষু প্রাগ্গামিনী
স্যাদনিযুক্তায়ামুৎপন্ন উৎপাদয়িতুঃ পুত্রো ভব-
তীত্যাহুঃ স্যাচ্চেন্নিয়োগিনো দৃষ্টা লোভান্নাস্তি
নিয়োগঃ। প্রায়শ্চিত্তং বাপ্যুপনিযুঞ্জ্যাদি-
ত্যেকে। কুমার্য্যৃতুমতী ত্রিবর্ষাণ্যুপাসী-
তোর্দ্ধং ত্রিভ্যঃ বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেত্তুল্যম্।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

পিতুঃ প্রদানাত্তু যদা হি পূর্ব্বং
কন্যা বয়ো যঃ সমতীত্য দীয়তে।
সা হন্তি দাতারমপীক্ষমাণা
কালাতিরিক্তা গুরুদক্ষিণে চ ॥

প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যাম্ ঋতুকালভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি ॥

যাবচ্চকন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি
তুল্যৈঃ সকামামভিযাচ্যমানাম্।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং
মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ ॥

অদ্ভির্ব্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথো বরো যদি।
ন চ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা ॥
যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা ॥
পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সা চ অক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতীতি।

প্রোষিতপত্নী পঞ্চবর্ষা প্রবসেদ্যদ্যকামা
যথা প্রেতস্য এবঞ্চ বর্ত্তিতব্যং স্যাৎ এবং পঞ্চ
ব্রাহ্মণী প্রজাতা চত্বারি রাজন্যা প্রজাতা ত্রীণি
বৈশ্যা প্রজাতা দ্বে শূদ্রা প্রজাতা অত ঊর্দ্ধং
সমানোদকপিণ্ডজন্মর্ষিগোত্রাণাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো
গরীয়ান্ ন খলু কুলীনে বিদ্যমানে পরগামি
স্যাৎ। যস্য পূর্ব্বেষাং ষণ্ণাং ন কশ্চিদ্দায়াদঃ
স্যাৎ সপিণ্ডাঃ পুত্রস্থানীয়া বা তস্য ধনং বিভ-
জেরংস্তেষামলাভে আচার্য্যান্তেবাসিনৌ হরে-
য়াতাং তয়োরলাভে রাজা হরেৎ ন তু ব্রাহ্মণস্য
রাজা হরেদ্ ব্রহ্মস্বন্তু বিষং ঘোরম্।
ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্রপৌত্রকমিতি ॥
ত্রৈবিদ্যসাধুভ্যঃ সংপ্রযচ্ছেদিতি।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শূদ্রেণ ব্রাহ্মণ্যামুৎপন্নশ্চাণ্ডালো ভবতীত্যাহুঃ
রাজন্যায়াং বৈশ্যায়ামন্ত্যাবসায়ী। বৈশ্যেন
ব্রাহ্মণ্যামুৎপন্নো রামকো ভবতি ইত্যাহুঃ
রাজন্যায়াং পুল্কশঃ রাজন্যেন ব্রাহ্মণ্যামুৎপন্নঃ
সূতোভবতীত্যাহুঃ।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

ছিন্নোৎপন্নাস্তু যে কেচিৎ প্রাতিলোম্যগুণাশ্রিতাঃ
গুণাচারপরিভ্রংশাৎ কর্ম্মভিস্তান্ বিজানীয়ুরিতি॥

একান্তরদ্ব্যন্তরত্র্যন্তরানুজাতা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-
বৈশ্যৈরবচ্ছিন্না নিষাদা ভবন্তি। শূদ্রায়াং
পারশবঃ পারয়ন্নেব জীবন্নেব শবো ভবতীত্যাহুঃ
শব ইতি মৃতাখ্যা। এতচ্ছাবং যচ্ছূদ্রস্তস্মা-
চ্ছূদ্রসমীপে তু নাধ্যেতব্যম্।

অথাপি যমগীতান্ শ্লোকানুদাহরন্তি।

শ্মশানমেতৎ প্রত্যক্ষং যে শূদ্রাঃ পাপচারিণঃ।
তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে চ নাধ্যেতব্যং কদাচন ॥
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
নচাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং নচাস্য ব্রতমাদিশেৎ ॥
যশ্চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং যশ্চাস্য ব্রতমাদিশেৎ।
সোঽসংবৃতং তমোঘোরং সহতেন প্রপদ্যতইতি॥
ব্রণদ্বারে কৃমির্যস্য সম্ভবেত কদাচন।
প্রাজাপত্যেনশুধ্যেতহিরণ্যংগৌর্ব্বাসোদক্ষিণেতি

নাগ্নিচিৎ পরামুপেয়াৎ কৃষ্ণবর্ণায়াঃ স্বয়-
মায়া ইব ন ধর্ম্মায়েতি।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ধর্ম্মো রাজ্ঞঃ পালনং ভূতানাং তস্যানুষ্ঠানাৎ
সিদ্ধিঃ। ভয়কারণং হ্যপালনং বৈ এতৎ স্ত্র-
মাহুর্বিদ্বাংসস্তস্মাদ্গার্হস্থ্যনৈয়মিকেষু। পুরো-
হিতে দদ্যাদ্ বিজ্ঞায়তে ব্রাহ্মণঃ পুরোহিতো
রাষ্ট্রং দধাতীতি। তস্য ভয়পালনমনুলোম-
র্থ্যাচ্চ। দেশধর্ম্মজাতিধর্ম্মকুলধর্ম্মান্ সর্ব্বান্
বৈতাননুপ্রবিশ্য রাজা চতুরো বর্ণান্ স্বধর্ম্মে
স্থাপয়েৎ তেষধর্ম্মপরেষু দণ্ডস্য দেশকালধর্ম্মা-
ধর্ম্মবয়োবিদ্যাস্থানবিশেষৈর্দ্দিশেৎ। আগমা-
দৃষ্টাভাবাৎ পুষ্পফলোপগান্যদেয়ানি হিংস্যাৎ।

কর্ষণকরণার্থঞ্চোপহত্যাগাহ্স্যং গাঞ্চ মানোন্মানে রক্ষিতে স্যাতাং অধিষ্ঠানাস্নো নীহারসার্থানামস্যায় মূল্যমাত্রং নৈহারিকং স্যান্মহামহস্তঃ স্যাৎ সংমানয়েদবাহবাহনীয়দ্বিগুণকারিণী স্যাৎ প্রত্যেকং প্রয়াস্তঃ প্লুমান্। শতং বা রাজ্যং বা তদেতদপ্যর্থীঃ স্ত্রিয়ঃ করাষ্টৌ মানাধারমধ্যমাঃ পাদঃ কার্ষাপণস্য নিরুক্তোঽন্তরো মানাকরঃ শ্রোত্রিয়ো রাজপুমানথ প্রবজিতবালবৃদ্ধতরুণপ্রদাতা প্রাগামিকাঃ কুমার্য্যোমৃতাপত্যাশ্চ বাহুভ্যামুত্তরং শতগুণং দদ্যান্নদীকক্ষবনশৈলোপমাঙ্গা নিষ্করাঃ স্যুস্তদুপজীবিনো বা দদ্যুঃ প্রতিমাসমুদ্বাহকরৈস্তাগময়েদ্রাজনি চ প্রেতে দদ্যাৎ। প্রাসঙ্গিকং তেন মাতৃবৃত্তির্ব্যাখ্যাতা রাজমহিষ্যাঃ পিতৃব্যমাতুলাংশজাপিতৃব্যান্ রাজা বিভৃয়াৎ তদ্গামিত্বাদংশস্য স্যুঃ তদ্বন্ধূংশ্চান্যাংশ্চ রাজপত্ন্যো গ্রাসাচ্ছাদনং লভেরন্। অনিচ্ছন্তো বা প্রব্রজেরন্ ক্লীবোন্মত্তাংশং বাপি।

মানবং শ্লোকমুদাহরন্তি।

> ন রিক্তকার্ষাপণমস্তি শুল্কং
> ন শিল্পবৃত্তৌ ন শিশৌ ন ধর্ম্মে।
> ন ভৈক্ষবৃত্তৌ ন হৃতাবশেষে
> ন শ্রোত্রিয়ে প্রব্রজিতে ন যজ্ঞে ইতি।

স্তেনাভিশস্তদুষ্টশস্ত্রধারিসহোঢ়ব্রণসম্পন্নব্যপবিষ্টেষ্বেকেষাং দণ্ডোৎসর্গে রাজৈকরাত্রমুপবসেৎ ত্রিরাত্রং পুরোহিতঃ কৃচ্ছ্রমদণ্ড্যদণ্ডনে পুরোহিতস্ত্রিরাত্রং বা।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

> অন্নাদে ভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্য্যাপচারিণি।
> গুরৌ শিষ্যস্ত যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষম্॥
> রাজভির্ধৃতদণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
> নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনোযথা॥
> এনোরাজানমৃচ্ছত্যপ্যুৎসৃজন্তং সকিল্বিষম্।
> তঞ্চেন্ন ঘাতয়েদ্রাজা রাজধর্ম্মেণ দুষ্যতীতি॥
> রাজামন্ত্রেষু কার্য্যেষু সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে।
> তথা তান্যপি নিত্যানি কাল একাত্রকারণমিতি॥

যমগীতঞ্চাত্র শ্লোকমুদাহরন্তি।

> নাত্রদোষোঽস্তি রাজ্ঞাংবৈ ব্রতিনাংনচ মন্ত্রিণাম্
> ঐন্দ্রস্থানমুপাসীনা ব্রহ্মভূতা হি তে সদেতি।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

> অনভিসন্ধিকৃতে প্রায়শ্চিত্তমপরাধে সবিকৃতেঽপ্যেকে।
> গুরুরাত্মবতাং শাস্তা রাজা শাস্তা দুরাত্মনাম্।
> ইহ প্রচ্ছন্নপাপানাং শাস্তা বৈবস্বতো যমইতি॥

তত্র চ সূর্য্যাভ্যুদস্মিতঃ সন্নহস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীঞ্চ জপেদেবং সূর্যাভিনির্মুক্তো রাত্রাবাসীত। কুনখী শ্যাবদন্তস্তু কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রঞ্চরিত্বা পুনর্নির্ব্বিশেৎ। অথ দিধিষূপতিঃ কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রঞ্চরিত্বা নির্ব্বিশেৎ। তাঞ্চৈবোপযচ্ছেদ্দিধিষূপতিঃ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ চরিত্বা নির্ব্বিশেৎ। চরণমহরহস্তদ্বক্ষ্যামো ব্রহ্মঘ্নঃ কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রঞ্চরিত্রা পুনরুপনীতো বেদমাচার্য্যাৎ। গুরুতল্পগঃ সবৃষণং শিশ্নমুৎকৃত্যাঞ্জলাবাধায় দক্ষিণামুখো গচ্ছেৎ যত্রৈব প্রতিহন্যাৎ তত্র তিষ্ঠেদাপ্রলয়াগ্নিষ্কালকো বা ঘৃতাক্তস্তপ্তাং সূর্ম্মিং পরিষ্বজেন্মরণাম্মুক্তো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে। আচার্য্যপুত্রশিষ্যভার্য্যাসু চৈবং যোনিষু চ গুর্ব্বীং সখীং গুরুসখীঞ্চ গত্বা কৃচ্ছ্রাব্দং চরেৎ। এতদেব চাণ্ডালপতিতান্নভোজনেষু ততঃ পুনরুপনয়নং বপনাদীনান্তু নিবৃত্তিঃ।

মানবঞ্চাত্র শ্লোকমুদাহরন্তি।

> বপনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষচর্য্যা ব্রতানি চ।
> নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃ সংস্কারকর্ম্মণীতি॥

মদ্যপানে ক্লীবব্যবহারেষু চৈবম্। মদ্যভাণ্ডে স্থিতা আপো যদি কশ্চিদ্দ্বিজোঽর্থবিৎ। পদ্মোড়ুম্বরবিল্বপলাশানামুদকং পীত্বা ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি। অভ্যাসে সুরায়া অগ্নিবর্ণাং তাং দ্বিজঃ পিবেৎ। ভ্রূণহনঞ্চ বক্ষ্যামো ব্রাহ্মণং হত্বা ভ্রূণহা ভবত্যবিজ্ঞাতঞ্চ গর্ভম্। অবিজ্ঞাতা হি গর্ভাঃ পুমাংসো ভবন্তি তস্মাৎ পুংস্কৃত্য জুহুয়াৎ লোমানি মৃত্যোর্জুহোমি লোমভির্মৃত্যুং বাসয় ইতি প্রথমাং ত্বচং মৃত্যো র্জুহোমি ত্বচা মৃত্যুং বাসয় ইতি দ্বিতীয়াং লোহিতং মৃত্যোর্জুহোমি লোহিতেন মৃত্যুং বাসয় ইতি তৃতীয়াং স্নায়ুং মৃত্যোর্জুহোমি তাবতি মৃত্যুং বাসয় ইতি চতুর্থীং মাংসানি মৃত্যোর্জুহোমি মাংসৈর্মৃত্যুং বাসয় ইতি পঞ্চমীং মেদেন মৃত্যোর্জুহোমি মেদসা মৃত্যুং বাসয় ইতি ষষ্ঠীম্ অস্থীনি মৃত্যোর্জুহোমি অস্থিভির্মৃত্যুং

বাসয় ইতি সপ্তমীং মজ্জানং মৃত্যোর্জুহোমি মজ্জাভির্মৃত্যুং বাসয় ইতি অষ্টমীং রাজার্থে ব্রাহ্মণার্থে বা গ্রামেঽভিমুখমাত্মানং ঘাতয়েৎ ত্রিরজিতো বাপরাদ্ধঃ পূতো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে। দ্বিরুক্তং কৃতঃ কনীয়ো ভবতীতি।

তদপ্যুদাহরন্তি।

পতিতং পতিতং ত্যক্তা চৌরং চৌরেতি বা পুনঃ বচসা তুল্যদোষঃস্যান্মিথ্যাদ্বিদোষতাং ব্রজেদিতি এবং রাজন্যং হত্বাষ্টৌ বর্ষাণি চরেৎ ষড়্‌বৈশ্যং ত্রীণি শূদ্রং ব্রাহ্মণীঞ্চাত্রেয়ীং হত্বা সবনগতৌ চ রাজন্যবৈশ্যৌ চাত্রেয়ীং বক্ষ্যামো রজস্বলামৃতুস্নাতামাত্রেয়ীমাহুঃ। অত্রেত্যেষামপত্যং ভবতীতি চাত্রেয়ী। রাজন্যহিংসায়াং বৈশ্যহিংসায়াং শূদ্রং হত্বা সংবৎসরম্। ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণাং প্রকীর্য্য কেশান্ রাজানমভিধাবেৎ স্তেনোঽস্মি ভোঃ শাস্ত ভবানিতি তস্মৈ রাজৌদুম্বরং শস্ত্রং দদ্যাৎ তেনাত্মানং প্রমাপয়েন্মরণাৎ পূতো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে। নিষ্কালকো বা ঘৃতাক্তো গোময়াগ্নিনা পাদপ্রভৃত্যাত্মানমভিদাহয়েন্মরণাৎ পূতো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

পুরাকালাৎ প্রমীতানামানাকবিধিকর্ম্মণাম্।
পুনরাপন্নদেহানামঙ্গং ভবতি তচ্ছৃণু॥
স্তেনঃ কুনখী ভবতি শ্বিত্রী ভবতি ব্রহ্মহা।
সুরাপঃ শ্যাবদন্তস্তু দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগ ইতি॥

পতিতৈঃ সম্প্রযোগে চ ব্রাহ্মেণ বা যৌনেন বা তেভ্যঃ সকাশান্মাত্রা উপলব্ধাস্তাসাং পরিত্যাগস্তেশ্চ ন সংবসেদুদীচীং দিশং গত্বাঽনশ্নন্ সংহিতাধ্যয়নমধীয়ানঃ পূতো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।

অথাপ্যুদাহরন্তি।

শরীরপাতনাচ্চৈব তপসাধ্যয়নেন চ।
মুচ্যতে পাপকৃৎ পাপাদ্দানাচ্চাপি প্রমুচ্যতে॥
ইতি বিজ্ঞায়তে।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে বিংশোঽধ্যায়ঃ॥২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শূদ্রশ্চেদ্ ব্রাহ্মণীমভিগচ্ছেদ্বীরণৈর্বেষ্টয়িত্বা শূদ্রমগ্নৌ প্রাস্যেদ্‌ব্রাহ্মণ্যাঃ শিরসি বাপনং কারয়িত্বা সর্পিষাভ্যজ্য নগ্নাং খরমারোপ্য মহাপথমনুব্রাজয়েৎ পূতা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে। বৈশ্যশ্চেদ্ ব্রাহ্মণীমভিগচ্ছেল্লোহিতদর্ভৈর্বেষ্টয়িত্বা বৈশ্যমগ্নৌ প্রাস্যেদ্‌ব্রাহ্মণ্যাঃ শিরসি বাপনং কারয়িত্বা সর্পিষাভ্যজ্য নগ্নাং গৌরখমারোপ্য মহাপথমনুসংব্রাজয়েৎ পূতা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে। রাজন্যশ্চেদ্ ব্রাহ্মণীমভিগচ্ছেচ্ছরপত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা রাজন্যমগ্নৌ প্রাস্যেদ্‌ব্রাহ্মণ্যাঃ শিরোবাপনং কারয়িত্বা সর্পিষাভ্যজ্য নগ্নাং রক্তখরমারোপ্য মহাপথমনুব্রাজয়েৎ। এবং বৈশ্যো রাজন্যায়াং শূদ্রশ্চ রাজন্যাবৈশ্যয়োর্ম্মনসা ভর্তুরতিচারে ত্রিরাত্রং যাবকং ক্ষীরং ভুঞ্জানাধঃশয়ানা ত্রিরাত্রমপ্সু নিমগ্নায়াঃ সাবিত্র্যষ্টশতেন শিরোভির্ব্বা জুহুয়াৎ পূতা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥২১

সমাপ্তা চেয়ং বসিষ্ঠসংহিতা।

অত্রিসংহিতা।

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

অত্রিসংহিতা।

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিহোত্র হোমান্তে নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট, বৈদিকপ্রধান, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, ঋষিপূজ্য মহর্ষি অত্রিকে প্রণাম করিয়া ঋষিগণ বলিলেন, হে ভগবন্! যাহা করিলে ত্রৈলোক্য কুশলে থাকিতে পারে, সেই ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন্। ১। ২। অত্রি বলিলেন, হে বেদশাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ! তোমরা যে সন্দিগ্ধ অর্থাৎ দুর্নিশ্চেয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত (অর্থাৎ নিজের পর্য্যালোচনা ও গুরূপদেশ অনুসারে) তৎসমস্তই বলিব। ৩। মহর্ষি অত্রি সর্ব্বতীর্থের জলে আচমন, সকল দেবতাকে প্রণাম, ও সকল সূক্ত জপ করিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত, সমস্ত পাপ ও সংশয়ের বিনাশক, চতুর্ব্বর্ণের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যক্ত করিলেন। ৪। ৫ এ জগতে যাহারা স্বেচ্ছাক্রমে পাপাচারী বা যাহারা ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারাও এই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র শ্রবণ করিলে পাপমুক্ত হইবে। ৬। অতএব ইহা বেদজ্ঞগণের যত্নপূর্ব্বক পাঠ্য এবং ধর্ম্ম অনুসারে সচ্চরিত্র শিষ্যদিগের নিকটও বক্তব্য। ৭। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ,—অসদ্বংশীয়, অসচ্চরিত্র, মূর্খ, শূদ্র, এবং খলস্বভাব দ্বিজ, এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিকে শাস্ত্র শিক্ষা দিবেন না। ৮। যদি গুরু, শিষ্যকে একটী মাত্র অক্ষরও শিখাইয়া থাকেন, তথাপি, পৃথিবীতে এমত কোন্ দ্রব্য নাই, যাহা তাঁহাকে অর্পণ করিয়া ঐ শিষ্য ঋণমুক্ত হইতে পারে। ৯। একাক্ষর-শিক্ষক গুরুকেও যে ব্যক্তি সম্মানিত না করে, সে শতবার কুক্কুর-জন্ম ভোগ করিয়া অবশেষে চণ্ডাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ১০। যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়া সেই গর্ব্বে অন্যান্য শাস্ত্রের উপদেশ অগ্রাহ্য করে, সে একবিংশতিবার পশুজন্ম প্রাপ্ত হয়। ১১। যে সকল মনুষ্য নিজ নিজ আচার পালনে সম্পূর্ণ তৎপর, অর্থাৎ কখনই অপথে পদার্পণ করে নাই, তাহারা দূরবর্ত্তী হইলেও লোকের প্রীতিভাজন হয়। ১২।

ব্রাহ্মণের ছয়টী কার্য্য। তাহার মধ্যে যজন, দান ও অধ্যয়ন, এই তিনটী তপস্যা; আর, প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন, এই তিনটী জীবিকা। ১৩। ক্ষত্রিয়ের পাঁচটী কার্য্য। তাহার মধ্যে যজন, দান ও অধ্যয়ন, এই তিনটী তপস্যা; আর, অস্ত্রব্যবহার ও প্রাণিরক্ষা এই দুইটী জীবিকা। ১৪। বৈশ্যেরও যজন দান ও অধ্যয়ন,—এই তিনটী তপস্যা; আর বার্ত্তা, অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য গোরক্ষা ও কুসীদ, এই চারিটী জীবিকা। শূদ্রের দ্বিজসেবাই তপস্যা এবং শিল্পকার্য্য জীবিকা। ১৫। আমি এই ধর্ম্ম বলিলাম। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ এই ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া থাকিলে, ইহকালে বহুমান প্রাপ্ত হইয়া পরকালে সদ্গতি লাভ করে। ১৬। যাহারা পূর্ব্বোক্ত নিজ নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে, নরপতি তাহাদিগকে শাস্তিদান করিয়া স্বর্গভাগী হয়েন। ১৭। স্বধর্ম্মে থাকিলে শূদ্রও স্বর্গলাভ করে। পরধর্ম্ম, সুন্দরী পরস্ত্রীর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। ১৮। জপ হোম প্রভৃতি দ্বিজোচিত কর্ম্ম-নিরত

শূদ্রকে রাজা বধ করিবেন; কারণ, জলধারা যেরূপ অনলকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ঐ জপহোমতৎপর শূদ্র, সমস্ত রাজ্যকে বিনষ্ট করে। ১৯।

প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন, অবিক্রেয়বিক্রয়, বা যাজন এই চারি কর্ম্ম করিলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পতিত হয়। ২০। ব্রাহ্মণ মাংস, লাক্ষা (গালা), লবণ বিক্রয় করিলে সদ্য পতিত হয়, ও দুগ্ধ বিক্রয় করিলে, তিন দিনে শূদ্রবৎ হয়। ২১। ব্রত ও অধ্যয়ন শূন্য, ব্রাহ্মণ যে গ্রামে ভিক্ষা লাভ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পায়; রাজা, সেই চৌরপালক-গ্রামবাসীদিগকে বধ-দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ২২। যে রাজ্যে পণ্ডিত-ভোগ্য বস্তু মূর্খে ভোগ করে, সেখানে অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন মহা ভয় উপস্থিত হয়। ২৩। যে রাজ্যে রাজা বেদজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করেন, সেখানে সুবৃষ্টি হইয়া থাকে। ২৪।

স্বর্গ, পৃথিবী ও পাতাল এই তিন লোক; ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য, ও ভৈক্ষব এই চারি আশ্রম; দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন অগ্নি; এই সমস্তের রক্ষার জন্য বিধাতা ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ২৫। যে সকল দ্বিজ মৌন অবলম্বন করিয়া প্রাতঃ ও সায়ংকালে সন্ধ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সহস্র দিব্য বৎসর স্বর্গলোকে পূজিত হয়েন। ২৬। যে রাজা, চতুর্ব্বর্ণের উক্ত ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহাদের গুণ দোষ বিচার করেন, তিনি রাজত্বের দৃঢ়তা, কোষের উপচয়, যশ ও স্বর্গ লাভ করেন। ২৭। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়ানুসারে ধনসঞ্চয়, বিচারার্থীদিগের উপর অপক্ষপাতিতা এবং সর্ব্বতোভাবে রাজ্যরক্ষণ করা, এই পাঁচটী রাজাদিগের যজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। ২৮। রাজগণ প্রজাপালন করিয়া যাদৃশ পুণ্য লাভ করেন, ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও তাদৃশ পুণ্যলাভ করেন না। ২৯। অকৃত্রিম জলাশয় না পাইলে হ্রদ বা সরোবরে স্নান করিবে; পরকীয় জলাশয় হইলে চারিটী পঙ্কপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া স্নান করিবে। ৩০। (১) বসা (২) শুক্র (৩) রক্ত (৪) মজ্জা (৫) মূত্র (৬) বিষ্ঠা (৭) কর্ণের মল (খোল) (৮) নখ (৯) শ্লেষ্মা (১০) অস্থি (১১) চক্ষুর মল (১২) ঘর্ম্ম এই দ্বাদশটী মনুষ্যদিগের মল। ৩১। তাহার মধ্যে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা প্রথম ছয়টীর শুদ্ধি এবং কেবল জলদ্বারা শেষ ছয়টীর শুদ্ধি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। ৩২। শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস অনসূয়া, অস্পৃহা, দম, দান ও দয়া ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ৩৩। গুণিব্যক্তির গুণের অপলাপ না করা এবং অন্যের গুণের প্রশংসা না করা এবং অন্যের দোষ দেখিয়া উপহাস করা, ইহার নাম অনসূয়া। ৩৪। অভক্ষ্য বর্জ্জন, সৎসংসর্গ এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য আচারপালনের নাম শৌচ। ৩৫। প্রশস্ত কর্ম্মের আচরণ ও অপ্রশস্ত কর্ম্মের বিবর্জ্জন, ইহাকেই ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ মঙ্গল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৩৬। শুভকার্য্যই হউক, আর অশুভকার্য্যই হউক, যাহা দ্বারা শরীর গ্লানিযুক্ত হয়, তাহা আত্যন্তিক ভাবে করিবে না; তাহার নাম অনায়াস। ৩৭। আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যের মধ্য যখন যাহা যুটিবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া এবং পরস্ত্রীতে অভিলাষ না করার নাম অস্পৃহা। ৩৮। অপর কোন ব্যক্তি বাহ্য বা মানসিক দুঃখ উৎপন্ন করিলে, তাহার উপর ক্রোধ বা প্রতিহিংসা না করার নাম দম। ৩৯। অল্প আয় হইলেও তাহা হইতে কিঞ্চিৎ প্রতিদিন অক্ষুব্ধ চিত্তে অন্যকে দিবে, তাহার নাম দান। ৪০। পরের প্রতি, এবং মাতৃবন্ধু পিতৃবন্ধু ও আত্মবন্ধু প্রভৃতি চিরাগত বন্ধুর প্রতি, সদ্য যাহার সহিত মিত্রতা হইয়াছে, তাহার প্রতি, এবং দ্বেষের পাত্র, বা নিজের শত্রু, এই সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করার নাম দয়া। ৪১। যে ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হইয়াও এই সকল লক্ষণে বিভূষিত, তিনি উত্তম স্থান লাভ করেন এবং তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৪২। অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যপরতা, বেদাজ্ঞা প্রতিপালন, অতিথিসৎকার, ও বৈশ্ব-

দেব ইহাদিগের নাম ইষ্ট।৪৩। বাপী কূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় উৎসর্গ, দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও আরাম (উপবন) উৎসর্গের নাম পূর্ত্ত। ৪৪। ব্রাহ্মণ, যত্নপূর্ব্বক ইষ্ট ও পূর্ত্ত করিবে। ইষ্ট দ্বারা স্বর্গ ও পূর্ত্ত দ্বারা মোক্ষ লাভ হইবে। ৪৫। এই ইষ্ট ও পূর্ত্ত-কার্য্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুল্য অধিকার। শূদ্র পূর্ত্তকার্য্যে অধিকারী বটে, কিন্তু তদন্তর্গত বৈদিক কর্ম্ম আপনি করিবে না।৪৬। সর্ব্বদা যম সেবন করিবে; নিয়মানুষ্ঠান যথাকালে করিলেই হইল, সর্ব্বদা করিতে হইবে না, এবং যম পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিয়ম করিলে পতিত হয়। ৪৭। অক্রূরতা, ক্ষমা, সত্যবাদিতা, অহিংসা, দান, সরলতা, প্রীতি, প্রসন্নতা, মধুরতা ও মৃদুতা এই দশটীর নাম যম। ৪৮। শৌচ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ, অবৈধ রতিত্যাগ, ব্রত, মৌন, উপবাস ও স্নান এই দশটী নিয়ম। ৪৯। কুশময় প্রতিমূর্ত্তি তীর্থজলে নিমজ্জিত করিবে। তাহাতে যাঁহার উদ্দেশে ঐ কুশ-প্রতিমূর্ত্তি নিমজ্জিত হইবে, তিনি অষ্টভাগ পুণ্য লাভ করিবেন। ৫০। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদ্, বা গুরু ইহার মধ্যে যাহার পুণ্য কামনা করিয়া স্নান করিবে, তিনি স্নান জনিত দ্বাদশাংশ ফল লাভ করিবেন।৫১। অপুত্রব্যক্তি পুত্রের প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে; যেহেতু শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্য পুত্র ব্যতিরেকে হয় না। ৫২। পিতা যদি ভূমিষ্ঠ জীবৎ পুত্রের মুখ দেখেন, তাহা হইলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করেন। ৫৩। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলেই লোক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয় এবং সেই দিনই শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, যেহেতু ঐ পুত্র নরক হইতে ত্রাণ করে। ৫৪। বহুপুত্র কামনা করা উচিত, কেননা যদি তাহার মধ্যে কোন পুত্র গয়া গমন, কেহ বা অশ্বমেধযজ্ঞ, কেহ বা নীল বৃষ উৎসর্গ করে। ৫৫। * নরক-ভীরু পিতৃগণ "যে সন্তান গয়া গমন করিবে সে আমাদিগের উদ্ধার কর্ত্তা হইবে" বিবেচনা করিয়া তাদৃশ পুত্রের কামনা করিয়া থাকেন। ৫৬। ফল্গু নদীতে স্নান করিয়া, এবং গয়াসুরের মস্তকে পাদবিন্যাস-পূর্ব্বক অবস্থিত গদাধরদেবকে দর্শন করিয়া, লোক ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতেও মুক্ত হয়। ৫৭। যে ব্যক্তি মহানদীতে (গঙ্গা প্রভৃতিতে) আচমন করিয়া, দেব ও পিতৃ তর্পণ করে, সে নিত্যপদ লাভ এবং বংশের উদ্ধার করে। ৫৮। পবিত্র-ভোজ্য-রহিত শঙ্কাযুক্ত স্থানে প্রাণ রক্ষার্থ, যাহাতে শৌচ সন্দেহ আছে, এমত দ্রব্য ভোজন করিলে, তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৯। তিন দিন ভিক্ষালব্ধ অক্ষারলবণ, তেজস্কর ব্রাহ্মী বৃক্ষের নির্য্যাস বা শঙ্খপুষ্পী দুগ্ধের সহিত খাইবে। ৬০। *

যদি কোন দ্বিজ না জানিয়া মদ্যভাণ্ড হইতে জলপান করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কয় দিন কি কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার পাপ মোচন হইবে? ৬১। পলাশপত্র, বিল্বপত্র, কুশ, পদ্মপত্র, উড়ুম্বরপত্র সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথজলটুকুমাত্র তিন দিন পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ৬২। যিনি অনবধানতাবশতঃ একবার মাত্র সায়ংকালে বা প্রাতঃকালে সন্ধ্যা না করিবেন, তিনি পর দিন স্নানান্তে একাগ্রচিত্তে সহস্র গায়ত্রী জপ করিবেন। ৬৩। শোকাকুল হইয়া বা অতিশয় পরিশ্রম করিয়া স্নানাহ্নিক করিতে অক্ষম হইলে ভক্তি পূর্ব্বক "ব্রহ্মকূর্চ্চ" ও যৎকিঞ্চিৎদান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৬৪। সর্পদষ্ট ব্যক্তি গোশৃঙ্গ জলে বা মহানদীর সঙ্গম স্থলে স্নান করিয়া বা সমুদ্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৬৫। বৃক, কুক্কুর বা শৃগাল কর্ত্তৃক দষ্ট ব্রাহ্মণ, সুবর্ণশোধিত জলের সহিত ঘৃত ভোজন করিলে শুচি হইবে। ৬৬। (কিন্তু) ব্রাহ্মণী ঐ সকল শ্বাপদ কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে গ্রহনক্ষত্র দেখিয়া

* নীলবৃষ লক্ষণ—যাহার পুচ্ছাগ্র, খুর, এবং শৃঙ্গ শুক্লবর্ণ ও অন্য অবয়বের রঙ্গ লাল, তাহাকে "নীলবৃষ" কহে।

* "ব্রহ্মসুবর্চ্চলাম" এইপাঠ থাকিলে তাহার অর্থ পীতবর্ণ, সূর্য্যাবর্ত্ত বৃক্ষের পত্র।

তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবে। ৬৭। ব্রতী ব্যক্তি কুক্কুর দষ্ট হইলে তিন দিন উপবাস করিবে ও ঘৃতসিদ্ধ যাবক (যাউ) ভোজন করতঃ ব্রত সমাপ্তি করিবে। ৬৮। মোহ, অনবধানতা, বা লোভ বশতঃ ব্রতভঙ্গ করিলে তিন দিন উপবাসান্তে শুদ্ধ হইবে এবং পুনর্ব্বার ব্রত গ্রহণ করিবে। ৬৯। যদি কোন ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ কোন ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করে তাহা হইলে দুই দিন গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৭০। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিলে তিন দিন গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৭১। অভোজ্যান্ন, স্ত্রী-শূদ্রোচ্ছিষ্ট বা অভক্ষ্য মাংস ভোজন করিলে সাত দিনযবমণ্ড পান করিবে। ৭২। কুক্কুর-স্পৃষ্ট ব্যক্তি স্নান করিবে ও কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট খাইলে ষাণ্মাসিক ব্রত করিবে। ৭৩। অন্যান্য অসংস্পৃশ্য জাতি স্পর্শে স্নান ও তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজনে ষাণ্মাসিক ব্রত করিবে। ৭৪। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অজ্ঞানতঃ বিষ্ঠা মূত্র বা সুরা স্পৃষ্ট দ্রব্য খাইলে পুনঃ সংস্কার —(পুনরুপনয়ন)ভাগী হইবে। ৭৫। দ্বিজগণের পুনঃ সংস্কারের সময় মস্তক মুণ্ডন, মেখলা ধারণ, দণ্ডগ্রহণ, ভিক্ষাচরণ ও ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে না। ৭৬। গৃহমধ্যে শব থাকিলে তদ্দূষিত গৃহের শুদ্ধি বলিব;—তত্রত্য মৃণ্ময়ভাণ্ড ও সিদ্ধান্ন পরিত্যাগ করিবে। ৭৭। সেই সকল দ্রব্য গৃহ হইতে অপসৃত করিয়া গোময় দ্বারা লেপ দিবে, পরে ছাগ দ্বারা আঘ্রাত করাইবে। ৭৮। ব্রাহ্মমন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ গৃহের অপবিত্রতা দূর করতঃ উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সুবর্ণও কুশ-স্পৃষ্ট জলসেক করিলে, উক্ত গৃহ শুদ্ধ হইবে কোন সন্দেহ নাই। ৭৯। রাজা বা অন্ত্যজ বা শ্বপচ ব্যক্তি কোন দ্বিজকে বলপূর্ব্বক বিচালিত (সৎপথচ্যুত অভক্ষ্য ভক্ষণাদি দ্বারা অসৎপথে প্রবর্ত্তিত), করিলে ঐ দ্বিজ প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া পুনঃসংস্কার করিবে। ৮০। কুক্কুর স্পর্শ করিলে স্নান করিবে এবং অকৃতস্নান কুক্কুরস্পৃষ্ট ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে যত্নপূর্ব্বক ব্রত করিবে। ৮১। ইহার পর অশৌচের বিষয় বলিব, তাহার পর প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিব। ৮২। সাগ্নিক এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ একদিনে শুদ্ধ হয়; কেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তিন দিনে, আর অগ্নিবেদ-রহিত ব্রাহ্মণ দশদিনে শুদ্ধ হয়। ৮৩। শাস্ত্রানুসারে ব্রতধারী, আহিতাগ্নি ও রাজা, এবং ব্রাহ্মণ যাহার অশৌচ না হওয়া ইচ্ছা করেন, এই সকল ব্যক্তির স্বস্ব কর্ম্মে অশৌচ হইবে না। ৮৪। ব্রাহ্মণ দশ দিনের পর, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনের পর; বৈশ্য পঞ্চদশ দিনের পর ও শূদ্র এক মাসের পর শুদ্ধ হয়। ৮৫। এক বংশোৎপন্ন হইয়া আপনা হইতে অনুক্রমে সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, ইহাদিগেরই পিণ্ড বা লেপদান ও তর্পণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত মরণাশৌচও তাহার অনুগামী, অর্থাৎ সপিণ্ডদিগের হইবে। ৮৬। কিন্তু জননাশৌচে চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত দশ রাত্রি, পঞ্চমে ছয় দিন, ষষ্ঠে তিন দিন, সপ্তমে দুই দিন, অষ্টমে এক দিন, ও নবমে দুই প্রহর অশৌচ; দশম পুরুষ মাত্র স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে। ৮৭।৮৮। জনন মরণে হীনবর্ণা দাসী ও অনুলোমী পত্নীদিগের স্বামীর সদৃশ অশৌচ হইবে; স্বামী মরিলে, যে বংশে তাহারা জন্মিয়াছিল, তদনুরূপ অশৌচ হইবে।৮৯। শবস্পৃষ্ট তৃতীয় (অর্থাৎ শবস্পৃষ্টকে যে স্পর্শ করে তাহাকে যে স্পর্শ করে সেই ব্যক্তি) বস্ত্রান্তর গ্রহণ না করিয়াই অবগাহন করিবে এবং শবস্পৃষ্ট চতুর্থ (অর্থাৎ শবস্পৃষ্ট তৃতীয় স্পর্শী) সাত বাটীতে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, ইহা শাববিধি (পরম্পরা শবস্পর্শীর শৌচ বিধি) বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।৯০। সপত্নীপুত্রের জন্ম বা মৃত্যু হইলে একদা পরিণীত একান্নবর্ত্তী অসবর্ণা মাতৃগণের স্বামীর সমান (স্বামী, বর্ণানুসারে) অশৌচ হইবে; কিন্তু সকলে বিভক্ত হইলে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিণীতা হইলে স্বস্ববর্ণানুসারে অশৌচ হইবে। ৯১। উষ্ট্রী বা মেষীর দুগ্ধ, অশৌচান্ন, সূপকারের (রাঁধুনি ব্রাহ্মণের) অন্ন, শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। ৯২। যে মনুষ্য অধর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া (অর্থাৎ সন্ধ্যাদি করিতে হইবে না ভাবিয়া) অশৌচান্ন ভোজন করে সে তিন দিবস উপবাস করিয়া একদিন জলে অবস্থান

করিবে। ৯৩। সাগ্নিক ব্যক্তি অশৌচে মহাযজ্ঞ (কাম্য যজ্ঞ) করিবে না। কিন্তু শুষ্কান্ন বা ফলদ্বারা নিত্য হোম করিবে। ৯৪। জন্মের পর দশ দিনের মধ্যে বালকের মৃত্যু হইলে সদ্যশৌচ হইবে; তাহার জননাশৌচ আর থাকিবে না এবং মরণাশৌচও হইবে না। ৯৫। চূড়কর্ম্ম হইয়া গেলে বালক, নাম ও স্বধাপদ উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে পারিবে।৯৬। ব্রহ্মচারী বা যতি সদ্যঃ শৌচভোগী। পূর্ব্বসংকল্পিত মন্ত্রজপে ও ব্রতে, ও যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞে এবং যে বিবাহে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে, সেই বিবাহে (বিবাহপদসংস্কার মাত্রের উপলক্ষক) সদ্যঃ শৌচ হইবে। ৯৭। মধ্যে অশৌচ হইলেও বিবাহ, উৎসব ও যজ্ঞে কোন দোষ হইবে না, যদি অশৌচ হইবার পূর্ব্বে এসকল কার্য্যের আরম্ভ হইয়া থাকে। ইহা অত্রি বলিয়াছেন। ৯৮। গর্ভমৃত বালক ভূমিষ্ঠ হইলে যে অশৌচ হয়, তাহাতে সূতিকা স্পর্শ না করিলে শুদ্ধ আচমনের দ্বারা ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্যতাজনক অশৌচ যাইবে।৯৯। ক্ষত্রিয় পঞ্চম দিনে, বৈশ্য সপ্তম দিনে, এবং শূদ্র দশম দিনে, স্পৃশ্য হইবে, ইহা পণ্ডিতদিগের জ্ঞাতব্য এবং শূদ্রের জনন মরণে যেরূপ, মৃত-জন্মেও সেইরূপ এক মাস অশৌচ (ইহার দ্বারা অন্যবর্ণত্রয়েরও পূর্ণাশৌচ জানিবে)। ১০০। ১০১। (১) চিররোগী, অসচ্চরিত্র, সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত, ধর্ম্মকার্য্যবর্জ্জিত মূর্খ, অতিশয় স্ত্রৈণ, ব্যসনে আসক্তচিত্ত, চিরপরাধীন এবং স্বাধ্যায়ব্রহ্মচর্য্যবিহীন ব্যক্তির সর্ব্বদা অশৌচ।১০২।১০৩। পরিবিত্তির প্রায়শ্চিত্ত দুই প্রজাপত্য; পরিবেত্তৃ-পরিণীতা কন্যার এক প্রজাপত্য; কন্যাদাতার কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র; পরিবেত্তার সান্তপন। ১০৪। জ্যেষ্ঠভ্রাতা—কুব্জ, বামন, খঞ্জ, জনসমাজে নিন্দিত, বেদাধ্যয়নে অসমর্থ, জন্মান্ধ, জন্মবধির বা মূক হইলে পরিবেদনে অর্থাৎ কনিষ্ঠের বিবাহে দোষ হইবে না। ১০৫। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্লীব, দেশান্তরস্থ, পতিত, প্রব্রজিত (সন্ন্যাসী), যোগশাস্ত্ররত, (যোগাভ্যাস করিতে দৃঢ় ইচ্ছা থাকায় বিবাহে অনিচ্ছুক), হইলে পরিবেদনে দোষ হইবে না। ১০৬। যে ব্যক্তির পিতা পিতামহ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অগ্নিহোত্রাধিকারী হয়েন নাই, পরে ঐ ব্যক্তি (প্রায়শ্চিত্ত করিয়া) অগ্নি গ্রহণ করিলে পরিবেদন দোষে দোষী হইবে না। ১০৭। জ্যেষ্ঠের স্ত্রীবিয়োগের পর পুনর্ব্বিবাহ না হইলেও কনিষ্ঠ বিবাহে অধিকারী, এবং ঐ জ্যেষ্ঠ দেশান্তরস্থ বা পাপী হইলে কনিষ্ঠ অগ্নিহোত্রে অধিকারী। ১০৮। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমীপেই বর্ত্তমান আছে, (এবং উক্ত কোনরূপ দোষে দোষী নহে) অথচ অগ্ন্যাধান করিতেছেন; সেস্থলে জ্যেষ্ঠের অনুমতি লইয়া কনিষ্ঠ অগ্ন্যাধান করিবে ইহা শঙ্খবাক্য। ১০৯। অগ্নি, বেদ, বা তপস্যা এই সকল কারণে জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বে গৃহীত হইলেও কনিষ্ঠকে পরিবেদন দোষে দূষিত করিতে পারিবে না এবং অনুমতি ব্যতিরেকে কনিষ্ঠ আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না। ১১০। যাহা শ্রুতি স্মৃতি কথিত নিত্য, বা নৈমিত্তিক কার্য্য, এবং যাহা স্বর্গজনক কাম্য কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। ১১১। শুক্ল প্রতিপদে এক গ্রাস মাত্র খাইবে; ঐ দিন হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস আহার বাড়াইবে অর্থাৎ পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথি সংখ্যানুসারে গ্রাস সংখ্যা হইবে, এবং কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে প্রতিদিন এক এক গ্রাস কমাইবে ও অমাবস্যাতে উপবাস করিবে, ইহা হইলেই চান্দ্রায়ণ ব্রত করা হইল। পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই চান্দ্রায়ণ ব্রতকে মহাপাতকনাশক বলিয়াছেন। ১১২। বেদাভ্যাসরত, ক্ষমাশীল, মহাযজ্ঞানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিকে ব্রহ্মহত্যাদিজনিত পাপও স্পর্শ করিতে পারে না। ১১৩। বায়ুভোজী হইয়া দিবসে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ও রাত্রিতে জলে অবস্থান করত সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে; তাহা দ্বারা ব্রহ্মবধ ব্যতিরিক্ত সকল পাপ নষ্ট হইবে। ১১৪। পদ্মপত্র, উড়ুম্বরপত্র, বিল্বপত্র, কুশ এবং অশ্বত্থপত্র, পলাশপত্র সিদ্ধ করিয়া

(১) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহ হইলে ঐ কনিষ্ঠের "পরিবেত্তা" এবং ঐ জ্যেষ্ঠের "পরিবিত্তি" সংজ্ঞা হয়।

তাহার জল পান "পর্ণকৃচ্ছ্র" নামে কথিত হয় ১১৫। গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গোমূত্র, গোময়, এবং গব্য ঘৃত এই পঞ্চগব্য পান করিয়া পরদিন নিরম্বু উপবাস করিবে ইহা "সান্তপন" ব্রত। ১১৬। কথিত পঞ্চগব্যের এক একটী এক এক দিন, (কোন দিন দুগ্ধ মাত্র, কোন দিন দধি মাত্র, ইত্যাদি) এইরূপ পাঁচ দিন, এবং এক দিন মিশ্রিত সকল পঞ্চগব্য পান করিবে; এই ছয় দিনের পর সপ্তম দিনে উপবাস করিবে; এই ব্রত "মহাসান্তপন" বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১১৭। তিন দিন সায়ংকালে তিন দিন প্রাতঃকালে এবং তিন দিন অযাচিত ভোজন করিবে; ইহার পর তিন দিন উপবাস করিবে; (এই দ্বাদশ দিন সাধ্যব্রত) "প্রাজাপত্য" নামে কথিত হইয়াছে। ১১৮। এই ব্রতে সায়ংকালে দ্বাদশ গ্রাস, প্রাতঃকালে পঞ্চদশ গ্রাস অযাচিত তিন দিবসে চতুর্ব্বিংশতিগ্রাস খাইবে; পরের তিন দিন উপবাস করিবে। ১১৯। প্রাজাপত্য ব্রতের মত তিনদিন রাত্রিতে, তিনদিন দিবসে ও তিনদিন অযাচিত দ্রব্য ভোজন করিবে, কিন্তু এই নয়দিনে এক এক গ্রাস মাত্র ভোজন। পরে তিন দিন উপবাস। ইহার নাম "অতিকৃচ্ছ্র"। ১২০। সকলের জানা উচিত যে, এই প্রায়শ্চিত্তাঙ্গভূত শরীর-শোধক ভোজন-গ্রাস কুক্কুটাণ্ড পরিমিত হইবে। কিম্বা যাহার মুখে স্বচ্ছন্দে যেরূপ গ্রাস প্রবিষ্ট হয়, তাহার পক্ষে সেইরূপ গ্রাস বিধেয়। ১২১। তিন দিন ছয়পল পরিমিত উষ্ণজল, তিন দিন ত্রিপল পরিমিত উষ্ণদুগ্ধ, এবং তিন দিন একপল পরিমিত উষ্ণঘৃত পান করিয়া, তিন দিন বায়ুভুক্ হইয়া থাকিলে "তপ্তকৃচ্ছ্র" নামক ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ১২২। ১২৩। তিন দিন ত্রিপল দধি, তিন দিন ত্রিপল ক্ষীর এবং তিনদিন একপল পরিমিত ঘৃত পান করিবে; আর তিন দিন বায়ুভুক্ হইবে; ইহাকেই "বৈদিককৃচ্ছ্র" ব্রত কহে। ১২৪। ১২৫। একদিন একবার মাত্র ভোজন; একদিন রাত্রিতে অযাচিত ভোজন এবং একদিন উপবাস দ্বারা "পাদকৃচ্ছ্র" ব্রত হয়। ১২৬। একবিংশতি দিন দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া থাকাকে "কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র" ব্রত; এবং দ্বাদশ দিন উপবাস করাকে "পরাক" ব্রত কহে। ১২৭। চার দিন প্রত্যহ পিণ্যাক্ (খোল), দধি, শক্তু (ছাতু) এই কয় দ্রব্যের একএক গ্রাস ভোজন ও এক দিন উপবাস, এই ব্রত "সৌম্যকৃচ্ছ্র" নামে কথিত হয়। ১২৮। এই পাঁচটী কার্য্যের মধ্যে যথাক্রমে তিন দিন করিয়া এক একটী কার্য্যের আবৃত্তি করিলে পঞ্চদশ দিন সাধ্য যে ব্রত হয়, তাহা "ওলাপুরুষ" নামে জ্ঞাতব্য। ১২৯। দহ্যমানা কপিলা গাভীর ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান ব্যাসকৃত কৃচ্ছ্র; ইহা চাণ্ডালকেও শুদ্ধ করে। ১৩০। (দিবসে অনাহারে থাকিয়া) রাত্রিতে ভোজনের নাম নক্তব্রত। যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান হয় নাই, তাহার প্রায়শ্চিত্ত "চান্দ্রায়ণ" ইহা কথিত হইয়াছে। ১৩১। তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বিগুণ দক্ষিণা দিয়া অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিলে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন, পূর্ব্বোক্ত কৃচ্ছ্র করিলে তাদৃশ ফলই প্রাপ্ত হয়েন। ১৩২। বেদাভ্যাসতৎপর ক্ষমাশীল লোক ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে এবং তদুপদিষ্ট শৌচ ও আচার পালন করিলে গৃহস্থ হইলেও মুক্তি লাভ করে। ১৩৩। দ্বিজাতি সকলের ধর্ম্ম এই উক্ত হইল। স্ত্রীশূদ্রদিগের পাতিত্যজনক কার্য্যের বিবরণ বলিতেছি; হে মহর্ষিগণ শ্রবণ কর। ১৩৪। জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতারাধন এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রীশূদ্রের পাতিত্যজনক। ১৩৫। যে নারী স্বামী জীবিত থাকিতে উপবাস করিয়া ব্রত করে, সে নারী স্বামীর আয়ুহরণ করে ও নরকে গমন করে। ১৩৬। নারী তীর্থস্নান অভিলাষিণী হইলে স্বামী, শিব বা বিষ্ণুর পাদোদক পান করিবে; ইহাতে পরম স্থান লাভ করিবে। ১৩৭। স্বামীর জীবিতাবস্থায় বা মৃত অবস্থায় স্ত্রী বামাঙ্গী; আর পুরুষ দক্ষিণ দিক্ ভাগী। কিন্তু শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ ও বিবাহ সময়ে স্ত্রী দক্ষিণ দিকে থাকিবে। ১৩৮। চন্দ্র, গন্ধর্ব্বগণ ও অগ্নিরা ইঁহারা স্ত্রীদিগকে শুচিতা দান করিয়াছেন এবং অগ্নি সর্ব্বশুচিতা দান করিয়াছেন। অতএব স্ত্রী সর্ব্ব-

দাই পবিত্র। ১৩৯। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইলে ব্রাহ্মণ হয়; সংস্কার (উপনয়ন) হইলে উহাকে দ্বিজ বলা গিয়া থাকে; বিদ্যা দ্বারা বিপ্রত্ব লাভ হয় এবং উক্ত জন্ম, সংস্কার ও বিদ্যা এই তিন দ্বারা "শ্রোত্রিয়" পদবাচ্য হয়।১৪০। যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন, ও তাহার উপদেশমতে কার্য্য করে, তাহাকে "বেদবিৎ" বলা যায়। তাহার বাক্য পবিত্রতাজনক।১৪১। বেদবিৎ একজনও ব্রাহ্মণ যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, শত সহস্র অজ্ঞ ব্যক্তি যাহা করে, তাহা ধর্ম্ম নহে। ১৪২। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ জপ হোমাদি দ্বারা অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান্ হয়েন, আর জলসেকে যেরূপ অগ্নির তেজোনাশ হয়, প্রতিগ্রহ দ্বারা তাঁহারাও সেইরূপ হীন-তেজ হয়েন। ১৪৩। যেমন প্রবল বায়ু আকাশ-সঞ্চারী মেঘসকলকে বিদূরিত করে, সেইরূপ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ সেই প্রতিগ্রহজনিত দোষরাশিকে প্রাণায়াম দ্বারা বিদূরিত করেন। ১৪৪। যদি ব্রাহ্মণ, ভোজনান্তে আচমন করিয়া আর্দ্র হস্তে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার লক্ষ্মী, বল, যশঃ, তেজঃ এবং আয়ুঃ হ্রাস হয়। ১৪৫। যে ব্যক্তি ভোজনগৃহে বা আসনে অবস্থিত হইয়া উপস্পর্শ (কুলকুচা) করে, তাহার অন্ন অভোজ্য; ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ১৪৬। যে ব্যক্তি আপনার অধিষ্ঠিত আসনে পাত্র রাখিয়া সেই পাত্রের জলে আচমন করে, তাহার অন্ন ভোজন করিবে না; ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ১৪৭। বেদ হইতে উৎকৃষ্ট শাস্ত্র নাই, মাতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু নাই, ইহলোকে ও পরলোকে দান অপেক্ষা উত্তম বন্ধু নাই; কিন্তু অসৎপাত্রে প্রদত্ত দ্রব্য সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করে। ১৪৯। লৌহময় পাত্রে যে হব্য (দেবদেয়) কব্য (পিতৃদেয়) অন্ন প্রদত্ত হয়, তাহা দেবগণ বা পিতৃগণ গ্রহণ করেন না; ভোক্তামনুষ্যের পক্ষেও সেই অন্ন বিষ্ঠাবৎ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য এবং দাতা নরক-গামী হন। ১৫০। বিচক্ষণ ব্যক্তি অন্যপাত্রে স্থাপিত অন্নও বামহস্ত বা লৌহ-পাত্রদ্বারা কদাচ পরিবেশন করিবে না। ১৫১।

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে পিতৃগণের তৃপ্তি-উদ্দেশে মৃণ্ময় পাত্রে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন, সেই অন্ন-দাতা এবং ঐ ভোক্তা উভয়েই নরকগামী হইবেন।১৫২। অন্যপাত্রের নিতান্ত অভাব হইলে, ঐ সকল শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের অনুমতিক্রমে মৃণ্ময় পাত্রেও দিতে পারিবে; কেন না শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-গণের সত্য মিথ্যা সকল বাক্যই প্রামাণিক।১৫৩। সুবর্ণময়, লৌহময়, তাম্রময়, কাংস্যময় বা রৌপ্যময় পাত্রে করিয়া ভিক্ষা দান করিলে, দাতার ধর্ম্ম হয় না এবং ঐ ভিক্ষালব্ধদ্রব্য-ভোজী ভিক্ষু পাপ ভোজন করে। ১৫৪। ভিক্ষুগণ কখনই, এমন কি বিপৎকালেও, কাংস্যপাত্রে ভোজন করিবে না, কেন না যতিগণের বৃক্ষপত্রে ও গৃহস্থগণের কাংস্যপাত্রে ভোজন নিয়ম সিদ্ধ। ১৫৫। কাংস্যপাত্রের যে অপবিত্রতা, এবং গৃহস্থের যে পাপ, কাংস্যপাত্রে আহার করিলে ভিক্ষু সেই দুয়ের অধিকারী হয়। ১৫৬। এ বিষয়ে (কেহ) বলিয়া থাকেন। সুবর্ণ, আয়স, লৌহ, তাম্র কাংস্য এবং রৌপ্যময় পাত্রে ভোজন করিলে ভিক্ষু দোষী হয় না; কিন্তু ঐ সকল পাত্র গ্রহণ করিলে দোষী হয়। ১৫৭। যতি হস্তে জলপ্রদানপূর্ব্বক ভিক্ষা দিয়া পুনর্ব্বার জল দিলে সেই ভিক্ষা মেরুতুল্য, এবং ঐ জল সমুদ্র তুল্য হয়। ১৫৮। যতি, ম্লেচ্ছ-গৃহ হইতেও মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করিবে, (অর্থাৎ নানা স্থান হইতে আহারোপযুক্ত অন্ন সংগ্রহ করিবে) কিন্তু বৃহস্পতির গৃহেও একান্ন (একমাত্র স্থান হইতে সংগৃহীত অন্ন) খাইবে না। ১৫৯। যে গৃহস্থ হইয়া আপৎকাল ব্যতিরেকে (ইচ্ছা-পূর্ব্বক) সিদ্ধান্ন ভিক্ষা করে, সে দশদিন রাত্রে বজ্র ও তিন দিন শুদ্ধ জলপান করিবে। ১৬০। গোমূত্রমিশ্রিত ঘৃতপক্ব যাবক "বজ্র" নামে অভিহিত,—ইহা ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন। ১৬১। ব্রহ্মচারী, যতি, বিদ্যার্থী, গুরু-প্রতি-পালক, পথিক ও দরিদ্র, —এই ছয়জনকে ভিক্ষু কহে। ১৬২। ছয়মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী স্ত্রীতে, এবং বালকের দন্তজননের পর (বালকের ছয় মাস বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে), জাতাপত্যা স্ত্রীতে, উপগত হইতে পারে; ইহা বিহিত ধর্ম্ম। ১৬৩।

প্রথম ব্রহ্মহত্যা, দ্বিতীয় বিমাতৃগমন, তৃতীয় সুরাপান, চতুর্থ (অশীতি রত্তিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ-স্বামিক সুবর্ণ—) স্তেয়, পঞ্চম এই সকল পাপিগণের সহিত গুরুতর সংসর্গ—ইহা মহাপাতক। ১৬৪। এই সকল পাপ হইতে শুদ্ধ হইবার জন্য যথাক্রমে তিন বৎসর ব্রত আচরণ করিবে; তাহাতে অকামকৃত-ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ১৬৫। ব্রহ্মহত্যা-পাপের অর্দ্ধপাপ ক্ষত্রিয় হত্যায়, ষষ্ঠভাগৈক ভাগ বৈশ্য হত্যায় এবং দ্বাদশভাগৈকভাগ শূদ্র হত্যায়।১৬৬। তিনমাস নক্ত-ব্রত, ভূমিতে শয়ন ও কৃচ্ছ্রাব্দ (৩০ প্রজাপত্য) করিলে স্ত্রী-হন্তা শুদ্ধ হইবে। ১৬৭। রজক, শৈলূষ (নাটকাদিতে সাজিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে), বেণু-কর্ম্মোপজীবী (ডোম) ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ১৬৮। সকল অন্ত্যজা গমনে, তাহাদিগের দ্রব্য ভোজনে, ও সম্প্রবেশনে (একত্র শয়নে) পরাকব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে—ইহা ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন। ১৬৯। ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল-ভাণ্ডস্থিত জল পান করিলে ৩৭ দিন গোমূত্র সিদ্ধ যাবক আহার করিয়া থাকিবে। ১৭০। ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানতঃ অন্ত্যজ বা রজস্বলা স্পৃষ্ট পকান্ন ভোজন করিলে; প্রাজাপত্যার্দ্ধ করিবে। ১৭১। চাণ্ডালান্ন-ভোজী চতুর্ব্বর্ণের বক্ষ্যমাণ প্রকারে শুদ্ধি যথা;—ব্রাহ্মণ, চান্দ্রায়ণ; ক্ষত্রিয় সান্তপন; বৈশ্য, ষড়রাত্র ব্রত ও পঞ্চগব্য ভোজন; এবং শূদ্র ত্রিরাত্র-ব্রত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৭২। ১৭৩। ব্রাহ্মণ, বৃক্ষে উঠিয়া ফল খাইতেছে, এমন সময়ে যদি চাণ্ডাল সেই বৃক্ষের মূল স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ১৭৪। ব্রাহ্মণদিগের অনুমতিক্রমে ঐ ব্রাহ্মণ সবস্ত্র (বস্ত্রান্তর গ্রহণ না করিয়া) হইয়া স্নান এবং ঘৃত ভোজনপূর্ব্বক একদিন নক্ত-ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৭৫। চাণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ এক বৃক্ষে আরূঢ় হইয়া তাহার ফল ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ১৭৬। ঐ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদিগের অনুমতিক্রমে সবস্ত্র হইয়া স্নান ও একদিন কেবল পঞ্চগব্য পান করিবে এবং একদিন উপবাসী হইবে, তাহাতে শুদ্ধ হইবে। ১৭৭। ব্রাহ্মণ ও চাণ্ডাল এক শাখায় আরূঢ় হইয়া ঐ শাখাস্থ ফল ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ১৭৮। ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৭৯। ম্লেচ্ছস্ত্রীতে উপগত হইলে সান্তপন করিলে শুদ্ধ হইবে এবং ম্লেচ্ছোপভুক্ত ভার্য্যার সহিত ব্যবহার করিলে সবস্ত্র-স্নান, ঘৃতভোজন ও তপ্তকৃচ্ছ্র করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৮০। ১৮১। অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপত্যের নিমিত্ত সংগৃহীতা নারীতে গমন করিলে নদী জলদ্বারা স্নান এবং ঘৃতপ্রাশন করিয়া শুচি হইবে। ১৮২। চাণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, শ্বপচ, কপালব্রতধারী,--অজ্ঞানতঃ ইহাদিগের স্ত্রীগমন করিলে পরাকব্রতানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১৮৩। যদি জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল স্ত্রীগমন করে বা গমন দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ উপভোক্তা পুরুষ, ঐ স্ত্রীর সমজাতি হইবে, সেই পুরুষই সেই স্ত্রীর সন্তান হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ১৮৪। দ্বিজ, তেল বা ঘৃত মাখিয়া বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ বা চাণ্ডাল স্পর্শ করিলে পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক অহোরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৮৫। কেশ কীট নখ স্নায়ু এবং অস্থি-কণ্টক স্পর্শ করিলে নদীজলে স্নান ও ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১৮৬। মৎস্যাস্থি, শৃগালাস্থি, নখ, শুক্তি (ঝিনুক), কপর্দ্দিকা (কড়ি) স্পর্শ করিলে স্নান ও সুবর্ণ-শোধিত উষ্ণ-ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১৮৭। গোকুল (গোয়াল) কন্দুশালা (ভর্জ্জন পাত্র) তৈলযন্ত্র ও ইক্ষুযন্ত্র (গুড় নিষ্পাদক) স্ত্রীলোক ও রোগীর শৌচাশৌচ বিচার্য্য নহে অর্থাৎ এ সকল সর্ব্বদাই শুচি। ১৮৮। স্ত্রী, উপপতি করিলেও দুষ্টা হইবেনা, ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত হিংসাদি দ্বারা দুষ্ট হইবেন না, জল বিষ্ঠামূত্রস্পর্শেও দুষ্ট হইবে না, অগ্নি অপবিত্র দ্রব্য দগ্ধ করিলেও অপবিত্র হইবে না। ১৮৯। প্রথমেই নারীগণকে চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব, বহ্নি প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণ ভোগ করেন,

পরে মনুষ্যগণ, তাহারা কোনরূপ মানসাদি সামান্য পাপে দুষ্ট হইতে পারে না। ১৯০। অসবর্ণ (উত্তমবর্ণ) পুরুষ কোন স্ত্রীর গর্ভ করিলে সেই গর্ভিণী নারী যাবৎ প্রসব না করে, তাবৎ অশুদ্ধ থাকিবে। প্রসবের পর সেই নারী ঋতুমতী বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় শুদ্ধ হইবে। ১৯১। ১৯২। স্ত্রীর সম্পূর্ণ অমত সত্ত্বে, যদি কেহ বঞ্চনা, বল, বা চৌর্য্যপূর্ব্বক উপগত হয়, তাহা হইলে ঐ অদুষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যেহেতু ঐ কার্য্যে স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল না; পরে ঋতুকাল উপস্থিত হইলে ঐ স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিতে পারিবে (তাহার পূর্ব্বে করিবে না) কেননা ঋতুকাল উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোক শুদ্ধ হয়।* । ১৯৩। ১৯৪। রজক, চর্ম্মকার, নট (নাটক যাত্রা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারী) বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সাতটী জাতিকে অন্ত্যজ কহে। ১৯৫। জ্ঞানপূর্ব্বক ইহাদিগের স্ত্রীগমন, অন্ন ভোজন বা প্রতিগ্রহ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কৃচ্ছ্রাব্দ (এক বৎসর একাদিক্রমে প্রজাপত্য ব্রত ৩০ প্রজাপত্য) করিতে হইবে; অজ্ঞানপূর্ব্বক করিলে চন্দ্রায়ণদ্বয়।১৯৬। যে নারী একবার মাত্র ম্লেচ্ছ বা (তাহার তুল্য) পাপিষ্ঠ (চাণ্ডালাদি বা অতিপাতকী প্রভৃতি) কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছে, সে প্রাজাপাত্য ব্রতানুষ্ঠান ও রজনির্গমদ্বারা শুদ্ধ হইবে।১৯৭। যে নারী বলপূর্ব্বক হৃতা অথবা অন্যের বাক্যে বঞ্চিতা হইয়া সকৃৎ (একবার মাত্র) উপভুক্তা হয়, সে প্রাজাপত্য ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৯৮। দীর্ঘকাল-ব্যাপী তপস্যারত স্ত্রীলোকের রজঃ হইলে কখনই ব্রত ভঙ্গ হইবে না। ১৯৯। দ্বিজ, মদ্য সুরাস্পৃষ্ট কুম্ভের জল পান করিলে কৃচ্ছ্রপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ সংস্কৃত (পুনরুপনীত) হইবে। ২০০। অন্ত্যজের বহু পুষ্প-ফল-শোভিত বৃক্ষ থাকিলে সেই সকল বৃক্ষের পুষ্প এবং ফল সকলেরি উপভোগ্য। ২০১। চাণ্ডালস্পৃষ্ট জল পান করিলে ব্রাহ্মণ, "কৃচ্ছ্রপাদ" অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হইবে, ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন। ২০২। শ্লেষ্মা, চর্ম্মপাদুকা, বিষ্ঠা, মূত্র, রজঃ, শোণিত, বা মদ্যকর্ত্তৃক দূষিত কূপের জল পান করিলে, কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ২০৩। ব্রাহ্মণ—তিন দিন, ক্ষত্রিয়—দুই দিন, এবং বৈশ্য—এক দিন, উপবাস ও শূদ্র—নক্ত ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ২০৪। সদ্য বমনস্পর্শে সবস্ত্র স্নান, পূর্ব্বদিনের বমনস্পর্শে এক দিন ও অধিক দিনের বমনস্পর্শে তিন দিন উপবাস, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। ২০৫। মস্তক সুরালিপ্ত হইলে দশ দিন, কণ্ঠ সুরালিপ্ত হইলে ছয় দিন, উরু সুরালিপ্ত হইলে তিন দিন ও পাদ সুরালিপ্ত হইলে এক দিন, উপবাস করিবে। ২০৬। এস্থলে কেহ বলেন, ব্রাহ্মণ, সুরা-ভিন্ন (অন্নবিকার পৈষ্টী, মাধ্বী, গৌড়ী এই ত্রিবিধ সুরা, প্রথমটী মুখ্য, দ্বিতীয় দুইটী গৌণ) মদ্য (পানাসাদি একাদশবিধ) প্রমাদতঃ পান করিলে দশদিন গোমূত্র সিদ্ধ যাবক আহার করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২০৭। যে ব্রাহ্মণ, মদ্যপ (অসকৃৎ মদ্যপান কর্ত্তা বা সকৃৎ সুরাপান কর্ত্তা) বা নিষাদের অন্ন ভোজন করে, দেবগণ তাহার প্রদত্ত হব্য ভোজন বা জল পান করেন না। ২০৮। স্ত্রীলোক সহমরণ বা অনুমরণ করিতে গিয়া চিতা হইতে পতিত হইলে বা রোগদ্বারা রজোহীন হইলে "প্রাজাপত্য" ব্রত করিয়া এবং দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবে। ২০৯। যে সকল নিন্দিত ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা-গ্রহণ, মরণ সঙ্কল্পপূর্ব্বক অগ্নি-প্রবেশ, বা জল প্রবেশ করে অথচ উহাতে বিনষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা তিন প্রাজাপত্য চান্দ্রায়ণ এবং জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় সংস্কারভাগী হইবে। ২১০। ২১১। ব্রহ্মদণ্ড (ব্রহ্মশাপাদি) দ্বারা বিনষ্ট হইলে তাহার অশৌচ হইবে না, তাহার উদ্দেশে, জলাদিদান, বা অশ্রুত্যাগ, কর্ত্তব্য নহে; তাহার গুণ বর্ণন কি তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া দুঃখ করা, বা "কটধারণ" (শয্যান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক মাত্র কটে শয়ন) বিধেয় নহে। ২১২। যদি কেহ ঐ ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক স্নেহবশতঃ বা তাহার (ক্ষমতাশালী

---

*১৮৯ + ৯৪ বচনের কালাদি ভেদে মীমাংসা করিতে হইবে।

পুত্রাদির) ভয়ে বা বিনয়ে এই সকল নিষিদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে গোমূত্রসিদ্ধ যাবক আহারই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। ২১৩। শৌচ স্মৃতি বর্জ্জিত (যাহার শৌচাশৌচ বিষয়ক জ্ঞান নাই) বৃদ্ধ-চিকিৎসাদি নিষেধ করিয়া, উচ্চ দেশ হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ, অনশন, বা জলপ্রবেশ দ্বারা আত্মঘাতী হইলে, পুত্রাদির তিন দিন মাত্র অশৌচ হইবে; দ্বিতীয় দিনে অস্থিসঞ্চয় (গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিবার জন্য চিতা হইতে অস্থি-সংগ্রহ), তৃতীয় দিনে উদক দান ও চতুর্থ দিনে তাহার শ্রাদ্ধ করিবে। ২১৪। ২১৫। যাহার গৃহে অন্ততঃ একটীও সবৎসা গাভী নাই, তাহার কিরূপে মঙ্গল হইবে ও পাপ, দুঃখ বা অমঙ্গলের নাশ হইবে॥ ২১৬॥ দোহন বাহনের আতিশয্য, রজ্জুদানার্থ নাসিকা বেধ, নদীতে, পর্ব্বতে বা অবৈধ বোধে গোর মৃত্যু হইলে, সাক্ষাৎ গোবধ প্রায়শ্চিত্তের পাদোন প্রায়শ্চিত্ত করিবে॥ ২১৭॥ ধর্ম্মিষ্ঠগণ আটটী বৃষ দ্বারা হল চালন করেন; ছয়টী বৃষ দ্বারা চালনও সমাজগর্হিত নহে। নির্দ্দয় ব্যক্তিরা চারটী বৃষ দ্বারা হলচালনা করে আর যাহারা দুইটি বৃষদ্বারা হলচালনা করে, তাহারা ত গোহত্যাকারী। ২১৮। বৃষদ্বয়বাহিত হল এক প্রহর পর্য্যন্ত, বৃষ চতুষ্টয়বাহিত হল মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, ষড়্বৃষ বাহিত হল তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত, অষ্টবৃষবাহিত হয় সম্পূর্ণ এক দিন চালিত করিতে পারিবে। ২১৯। * কাষ্ঠ লোষ্ট্র বা শিলা দ্বারা গোহত্যা করিলে "সান্তপন" ব্রত, মৃত্তিকা দ্বারা করিলে, "প্রাজাপত্য" লৌহদণ্ড দ্বারা করিলে "অতিকৃচ্ছ্র" করিবে। ২২০। প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং একটী সবৃষগাভী পুরোহিতকে দক্ষিণা দিবে। ২২১। শরভ (অষ্টচরণ মৃগবিশেষ), উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র বা গর্দ্দভ হত্যা করিলে শূদ্রবধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ২২২। মার্জ্জার, গোধা, নকুল, ভেক বা পক্ষী বধ করিলে তিন দিন দুগ্ধপান বা পাদকৃচ্ছ্র করিবে। ২২৩। চাণ্ডাল-স্পৃষ্ট-বিষ্ঠা-মূত্র-সংস্পৃষ্ট, বা নিজের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২২৪। বাপী, কূপ, তড়াগ বা কৃত্রিম বদ্ধজলাশয় দূষিত, শবাদি সংস্পৃষ্ট হইলে, ঐ দূষিত জলাশয় হইতে এক-শত কুম্ভ জল তুলিয়া লইয়া পঞ্চগব্য প্রদান করিলে শুদ্ধ হইবে। ২২৫। কুম্ভাদিস্থিত জল, অস্থি, চর্ম্ম, গর্দ্দভ, বা কুক্কুরাদি স্পর্শে দূষিত হইলে সমস্ত জল ফেলিয়া দিয়া তত্তৎ পাত্রের মার্জ্জন দ্বারা শুদ্ধি। ২২৬। গোদোহনপাত্র এবং চর্ম্মপুট (মোশক) স্থিত জল, যন্ত্র (জলাদি উত্তোলন পাত্র) আকর (দ্রব্যনিষ্পাদক যন্ত্র "ঘানি" প্রভৃতি) কাক ও শিল্পীর হস্ত স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধদিগের আচরণ এবং যাহার অশুচিত্ব প্রত্যক্ষীকৃত হয় নাই, তাহাও শুচি। ২২৭। নগররোধ সময়ে, দুর্গম প্রদেশে, শিবির মধ্যে, গৃহদাহ উপস্থিত হইলে, যজ্ঞ আরব্ধ হইলে বা মহোৎসব সময়ে দোষাদোষ বিচার অকর্ত্তব্য। ২২৮। পান-গৃহ, অরণ্যস্থ অবিজ্ঞাত-জলাশয়, জলোত্তোলনের ঘট, অবিজ্ঞাত কূপ, এবং দ্রোণীর (স্নানপাত্র বিশেষ) জল এবং খড়্গাদিকোষ হইতে নির্গত জল বা স্বপাক চাণ্ডালাদি নীচ জাতি স্পৃষ্ট জল পান করিলে (পূর্ব্ব দিন উপবাস করিয়া) পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ২২৯। বীর্য্য-বিষ্ঠা বা মূত্র-স্পৃষ্ট কূপজল পান করিলে ত্রিরাত্র উপবাস এবং ঐরূপে দূষিত কুম্ভজল পান করিলে "সান্তপন" করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৩০। কোন ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্ব্বক গলিত-প্রায় বা সম্পূর্ণরূপে গলিত শব স্পর্শে দূষিত জল পান করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। ২৩১। ব্রাহ্মণ—উষ্ট্রী, গর্দ্দভী বা মানুষী দুগ্ধ পান করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। ২৩২। ব্রাহ্মণ—উচ্ছিষ্ট অবস্থায় প্রতিলোমজাত-চাণ্ডালাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে পঞ্চগব্য পান পূর্ব্বক পঞ্চরাত্র

* পূর্ব্ব শ্লোকে চারিটী ও দুইটী বৃষ দ্বারা হল চালনা নিন্দিত হইয়াছে অথচ এস্থলে একরূপ বিধানও করিলেন সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এইরূপ স্বল্পকাল চারিটী বা দুইটী বৃষ দ্বারা হল চালনা নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু সমস্ত দিন হল চালনা নিষিদ্ধ।

উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে।২৩৩। গোতৃপ্তি-জনক জল অবিকৃত জল, ভূমি বা চর্ম্মভাণ্ড-স্থিত জল, যন্ত্রোদ্ধৃত জল ও ধারা জল পবিত্র।২৩৪। চাণ্ডাল-স্পৃষ্ট হইলে স্নান করিবে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় (অজ্ঞানতঃ) স্পৃষ্ট হইলে ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে।২৩৫। (সুরাভিন্ন) আকরজ (যন্ত্র-নিষ্পন্ন) বস্তু, কখনই অশুচি নহে; কারণ সুরাকর (সুরাযন্ত্র) ভিন্ন সকল আকরই শুদ্ধ।২৩৬। যব চণক (ছোলা), খর্জ্জুর ও কর্পূর ভ্রষ্টই (বিতুষীকৃত) হউক আর অভ্রষ্টই হউক (সকল সময়েই) পবিত্র অন্যান্য দ্রব্য ভাল করিয়া বিতুষীকৃত হইলে শুদ্ধ।২৩৭। স্ত্রীলোকের আচরিত কার্য্যে শৌচাশৌচ বিচার নাই, অর্থাৎ পবিত্র, আকাশাবলম্বী জলধারা ও বায়ু-উথাপিত ধূলি. সর্ব্বদা পবিত্র।২৩৮। পরস্পর সংলগ্ন রাশীকৃত দ্রব্যের মধ্যে, একটী দ্রব্য অশুচি হইলে, তাহাই অশুচি বলিয়া গ্রাহ্য হইবে; অন্যগুলি অশুচি হইবে না।২৩৯। অসংসৃষ্ট ভাবে, (যথানিয়মে) এক-পুংক্তি-ভোজিগণের মধ্যে যদি একজনও নীলী (নীলরঙ্গ) ধারণ করে, তাহা হইলে তৎপুংক্তিস্থ যাবতীয় ব্যক্তিই অশুচি বলিয়া গণ্য হইবে।২৪০। যাহার বস্ত্রে বা ক্ষৌম সূত্রে নীলীরঙ্গ দেখা যাইবে (অর্থাৎ যে নীলীধারী হইবে), সেই ব্যক্তি ত্রিরাত্র ও অপরে এক এক দিন করিয়া উপবাস করিবে।২৪১। (ঋষিগণ জিজ্ঞাসিলেন) হে ভগবন্! হে তপোধন। সূর্য্য অস্তমিত হইলে রাত্রিকালে অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে কিরূপে শুদ্ধ হওয়া যায়, তাহা বলুন।২৪২। অত্রি বলিলেন, রাত্রিকালে দিবা-নীত জল স্পর্শ করিলে, শব-স্পর্শ-ভিন্ন সকল অস্পৃশ্যস্পর্শজনিত দোষ হইতে শুদ্ধ হইবে।২৪৩। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই, দেশকাল, বয়স, শক্তি ও পাপের বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ তাহার প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিয়া দেখিবেন।২৪৪ দেবযাত্রা (দেবদর্শনার্থ গমন), বিবাহ যজ্ঞ এবং সকল উৎসব সময়ে স্পর্শদোষ নাই।২৪৫ আরনাল (কাঁজি) দুগ্ধ. খই প্রভৃতি, দধি শক্তু, স্নেহপক (পকতৈল বা তৈলাদি দ্বারা পক), ও তক্র (ঘোল) শূদ্রকৃত হইলেও (তাহা ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণাদির) দোষ হইবে না।২৪৬। আর্দ্রমাংস (অপক্ক মাংস) ঘৃত, তৈল এবং ফলজাত তৈল (ইঙ্গুদী-তৈলাদি), চাণ্ডালাদি ইতর জাতির ভাণ্ডে থাকিলেও তাহা হইতে নিঃসৃত হইবামাত্র শুচি হইবে।২৪৭। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্ব্বক শূদ্রস্পৃষ্ট জলপান করিলে, স্নানান্তে পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক এক দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে।২৪৮। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ মহাপাতকী হইলে অগ্নিপাত্রাদি জলে নিক্ষেপ করিয়া পরে অগ্নিগ্রহণ করিবে।২৪৯। যে ব্যক্তি বিবাহ না করিয়া গৃহস্থভাবে থাকে, তাহার অন্ন অভক্ষ্য; কারণ তাহার পাক নিষ্ফল বলিয়া কথিত আছে (দেবপিতৃগণ তাহার অন্ন ভোজন করেন না বলিয়া "তাহার পাক নিষ্ফল")।২৫০। দ্বিজ, ঐ বৃথাপাক ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে জলে নিমগ্ন হইয়া তিন-বার প্রাণায়াম ও ঘৃত ভোজনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে।২৫১। পঞ্চসূনাজনিত পাপনাশের জন্য বৈদিক (সাগ্নিকদিগের অভিমন্ত্রিত অগ্নি), লৌকিক (পাকাদি উদ্দেশে প্রজ্বালিত অগ্নি), হুতোচ্ছিষ্ট (নিত্য হোমান্তে ঐ কৃতাহুতি অগ্নি), জল বা ক্ষিতিতে (স্থণ্ডিল্যে) বৈশ্বদেব করিবে*।২৫২ কনিষ্ঠ সদগুণসম্পন্ন ও জ্যেষ্ঠ দোষী হইলে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বেই বিবাহ করিবে এবং গৃহ্য সম্মত অগ্নি গ্রহণ করিবে (সাগ্নিক হইবে)।২৫৩। কিন্তু নির্দ্দোষ জ্যেষ্ঠ সত্বে, কনিষ্ঠ প্রথমে অগ্নিগ্রহণ করিলে, প্রতিদিন ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইবে।২৫৪। মহাপাতকী স্পর্শ করিলে, অকৃত-স্নান মহাপাতকিস্পৃষ্ট ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে, স্নান করিবে।২৫৫। পতিত ব্যক্তির সহিত, একপক্ষ বা এক মাস সংসর্গ করিলে, একপক্ষ গোমূত্রসিদ্ধ যাবক

* আখা, খল, নোড়া, শিল, উদূখল, পূর্ণকুম্ভ এই পাঁচটী জিনিশের নাম সূনা, ইহাতে যে জীবহিংসা হয় সেই পাপের নাশ জন্য অন্যান্য ঋষিগণের মতে পঞ্চযজ্ঞ বিহিত আছে। বৈশ্বদেব পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত।

আহার করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৫৬। পতিতের অন্ন জ্ঞানপূর্ব্বক একবার ভোজন করিলে প্রাজাপত্যার্দ্ধ এবং অজ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে সান্তপন ব্রত করিবে। ২৫৭। শাতাতপ মুনি বলেন, পতিতান্ন, বা চাণ্ডাল গৃহে, ভোজন করিলে মাসার্দ্ধ জলপান করিয়া থাকিবে। ২৫৮। গো ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিহত, এবং পতিত ব্যক্তির অগ্নিদ্বারা সংকার হইবে না, ইহা শাস্ত্রের উক্তি। ২৫৯। যে দ্বিজ কামমোহিত হইয়া চাণ্ডালী গমন করে, সে প্রাজাপত্য রীতিক্রমে তিনটী ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৬০। ব্রাহ্মণ পতিতের নিকট প্রতিগ্রহ, বা তাহার অন্ন ভোজন করিলে, প্রতিগৃহীত ধন পরিত্যাগ ও ভুক্ত অন্ন উদ্গীর্ণ করিয়া অতিকৃচ্ছ্র করিবে। ২৬১। চাণ্ডালাদি অন্ত্যজাতির হস্ত হইতে শবোপরি পতিত কাষ্ঠ লোষ্ট্র ও তৃণ এবং ঐ জাতির হস্তভ্রষ্ট উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিবে না (যদি করে তবে) এক দিন উপবাস করিবে। ২৬২। ভোজন করিতে করিতে চাণ্ডাল, পতিত, ম্লেচ্ছ, মদ্য পাত্র, এবং রজস্বলা স্পর্শ করিলে আর ভোজন করিবে না। ২৬৩। অন্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নান করিয়া তদ্দিবসে আর ভোজন করিবে না এবং ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি ক্রমে তিন দিন উপবাস করিবে, তাহার পরদিন ঘৃতের সহিত যাবক ভোজন করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিবে। ২৬৪ ভোজন করিতে করিতে বায়স বা কুক্কুট স্পর্শ করিলে, তিন দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে; ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিলে, এক দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৬৫। নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে আরূঢ় হইয়া, অর্থাৎ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া, তাহা হইতে স্খলিত হইলে, মাস ব্যাপী চান্দ্রায়ণ করিবে, ইহা শাতাতপ বলেন। ২৬৬। পশুতে বা বেশ্যায় রত হইলে প্রাজাপত্য এবং গো গমন করিলে মধুকথিত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ২৬৭। গোব্যতিরিক্ত-অমানুষীস্ত্রীতে, রজস্বলাতে, 'অযোনি অর্থাৎ পুরুষ বা নপুংসকে, বা জলে রেতঃ সেক করিলে সান্তপন ব্রত করিবে। ২৬৮। রজস্বলা, সূতিকা বা অন্ত্যজা স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে, ইহা পুরাতন বিধি॥ ২৬৯॥ যে রজস্বলা ও অন্ত্যজার সহিত সংসর্গ করে, সেব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তার্হ এবং প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্ব্বে স্নান করিবে ॥ ২৭০ ॥ প্রস্রাবত্যাগ কালে উহাদিগের স্পর্শ হইলে একদিন, বিষ্ঠাত্যাগ বা জলপান কালে স্পর্শ হইলে তিনদিন ও মৈথুন কালে স্পর্শে পাঁচ দিন বা সাতদিন। উপবাস, ভোজন কালে স্পর্শে প্রজাপত্য, এবং দন্ত ধাবন কালে স্পর্শ হইলে একদিন উপবাস করিবে ইহাই শৌচ বিধিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। ২৭১। ২৭২। রজস্বলা স্ত্রী, কুক্কুর, চাণ্ডাল—বা কাক কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে ঐ স্পর্শ দিন হইতে চতুর্থদিন যাবৎ সংখ্যক দিন হইবে স্নানান্তে ঋতু-পঞ্চম দিন হইতে তাবৎ সংখ্যকদিন নিরাহারা হইয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ২৭৩। রজস্বলা স্ত্রী উষ্ট্র, জম্বুক, বা শূকর কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে পাঁচদিন উপবাস ও পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৭৪। রজস্বলা ব্রাহ্মণী রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে, একরাত্র উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইবে। ২৭৫। রজস্বলা ক্ষত্রিয়ী রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে ঐ ব্রাহ্মণী ত্রিরাত্র উপবাস পূর্ব্বক (পঞ্চগব্য পান করিয়া) শুদ্ধ হইবে; ইহা ব্যাসবাক্য। ২৭৫। রজস্বলা বৈশ্যকন্যা রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে ঐ ব্রাহ্মণী চারদিন উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৭৭। রজস্বলা শূদ্রা রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে ঐ ব্রাহ্মণী ছয়দিন উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণী জ্ঞানপূর্ব্বক স্পর্শ করিলে এই নিয়ম। ২৭৮। ব্রাহ্মণী অজ্ঞান পূর্ব্বক ঐ সকলকে স্পর্শ করিলে উহার অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এইরূপে চতুর্ব্বর্ণ—স্পর্শেরি প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল। ২৭৯। শঙ্খ বলেন, ব্রাহ্মণ, ভোজন বা প্রস্রাব করিবার সময়ে, কোন উচ্ছিষ্ট যুক্ত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, স্নান, ঐরূপ ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে জপ হোম, ঐরূপ বৈশ্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে নক্তব্রত, এবং ঐরূপ শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে উপবাস

করিবে। ২৮০। ২৮১। চর্ম্মকার, রজক, বেণু-জীবী (ডোম), কৈবর্ত্ত, এবং শৈলূষ ইহা-দিগকে অজ্ঞানতঃ স্পর্শ করিলে পবিত্র থাকিলেও আচমন করিবে। ২৮২। ব্রাহ্মণ—ইহাদিগের (জ্ঞানতঃ) স্পর্শে একদিন জল পান এবং আবার উচ্ছিষ্টযুক্ত এই সকল ব্যক্তির স্পর্শে, ত্রিরাত্র উপবাসপূর্ব্বক ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৮৩। যে ব্রাহ্মণ শ্বপাক (অন্ত্যাবসায়ী) জাতির ছায়া স্পর্শ করেন, তিনি স্নানান্তে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবেন। ২৮৪। কোন দ্বিজের কোন অপবাদ হইলে, ঐ অপবাদগ্রস্ত, ব্যক্তি—অরণ্যে, ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত, মাসোপবাস কিম্বা চান্দ্রায়ণ করিবে। ২৮৫। মিথ্যা (অর্থাৎ কাহারও বিশ্বাস্য কাহারও অবিশ্বাস্য অপবাদ হইলে) ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিবে, অথবা দ্বাদশদিন জলপানের দ্বারা পরাক ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৮৬। শঠ-ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত, সগুণ (সাগ্নিক ও বেদাধ্যায়ী) ব্রাহ্মণ—নির্গুণ (নিরগ্নি ও মূর্খ) ব্রাহ্মণকে মারিলে, পরাক ব্রত করিবে। ২৮৭। অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত উপপাতকী ব্রাহ্মণের দাহাদি কর্ত্তা, দুই প্রাজাপত্য করিবে। ২৮৮। দ্বিজ, ভোজন করিবার সময়ে, স্নেহপূর্ব্বক অন্য দ্বিজ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া ঐ অন্ন ভোজন করিলে, তিন দিন নক্তব্রত, অস্নেহপূর্ব্বক স্পৃষ্ট হইয়া আহার করিলে তিন দিন উপবাস করিবে। ২৮৯। বিড়াল, কাক, কুক্কুর, বা নকুলের উচ্ছিষ্ট বা কেশকীট-দূষিত অন্ন ভোজন করিলে তেজস্কর ব্রাহ্মী-শাকের ক্বাথ পান করিবে। ২৯০। ব্রাহ্মণ উষ্ট্রযানে (উটের গাড়ীতে) বা খরযানে (গাধার গাড়ীতে) ইচ্ছা-পূর্ব্বক আরোহণ, বা উলঙ্গ হইয়া স্নান করিলে, প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২৯১। যথাক্রমে, আকৃষ্ট-স্তম্ভিত এবং রেচিত নিশ্বাস হইয়া ব্যাহৃতি (ভূঃ ইত্যাদি প্রণব) এবং মস্তক (আপোজ্যোতিঃ ইত্যাদিমন্ত্র) যুক্ত গায়ত্রী তিন বার পাঠ করিবে তাহাকে প্রাণায়াম কহে। ২৯২। পঞ্চগব্যে গোময়ের—দ্বিগুণ গোমূত্র, চতুর্গুণ ঘৃত, দুগ্ধ এবং দধি অষ্ট গুণ। ২৯৩। পঞ্চগব্যপায়ী শূদ্র এবং সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ উভয়েই তুল্য পাপী, এই দুই ব্যক্তি চিরদিন নরকে বাস করে। ২৯৪। যে সকল অজা, গো এবং মহিষী অপবিত্র (বিষ্ঠাদি) ভোজন করে, তাহাদিগের দুগ্ধ হব্যে (দেবোদ্দেশ্য দেয় দ্রব্যে) এবং কব্যে (পিতৃ-উদ্দেশে দেয় দ্রব্য) লাগাইবে না ও তাহাদিগের গোময়দ্বারা লেপ দিবে না। ২৯৫। যাহাদিগের স্তন কম বা অধিক এবং যাহারা অঙ্গের স্তন ন্যূন করে, তাহাদিগের (গাভীপ্রভৃতির) দুগ্ধ হোতব্য (দেবোদ্দেশে দেয়) নহে; (হুত) দেবো-দ্দেশে দত্ত) হইলেও উহা অহুতই হইবে (দেওয়া না দেওয়া তুল্য হইবে)। ২৯৬। ব্রহ্মৌদন (আবসথ্যাধানাঙ্গ কর্ম্মবিশেষ), এবং সোম যাগে অর্থাৎ এই দুই কর্ম্মের ভোজ্য, সীমন্তোন্নয়ন ও জাত-কর্ম্মাঙ্গ-শ্রাদ্ধ এবং নব-শ্রাদ্ধ অর্থাৎ নবান্নমিশ্রিত শ্রাদ্ধান্ন, ভোজন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। ২৯৭। ক্ষত্রিয়ের অন্ন -তেজঃ এবং শূদ্রান্ন—ব্রাহ্মণ্য নষ্ট করে (সুতরাং অভোজ্য); যে ব্যক্তি স্বীয় কন্যার অন্ন ভোজন করে, সে পৃথিবীর মল ভোজন করে, (কন্যার অন্ন এবং মল উভয়ই তুল্য)। ২৯৮। কন্যার সন্তানাদি না জন্মিলে, পিতা তাহার গৃহে ভোজন করিবে না, যদি স্নেহের খাতিরে অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সে পূয় নরকে গমন করে। (এই দুই বচনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইল; যে দৌহিত্র কি দৌহিত্রী জন্মিলে, জামাতৃ গৃহে, এবং দৌহিত্রাদি জন্মিবার পূর্ব্বে ও পরে আপন গৃহে, কন্যার হস্তে খাইতে কোন বাধা নাই)। ২৯৯। চতুর্ব্বেদা-ধ্যায়ী, সর্ব্বশাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ (ব্রাহ্মণ)—রাজার ভবনে ভোজন করিলে (রাজান্ন ভোজন করিলে), বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ৩০০। যে ব্রাহ্মণ, বিশেষ আপৎকাল ব্যতীত, নবশ্রাদ্ধ (মরণদিন হইতে চতুর্থ পঞ্চম নবম ও একাদশ দিনে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ) ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধ; ষাণ্মাষিক, মাসিক, এবং অব্দিক (আব্দিক ও পুনরাব্দিক) শ্রাদ্ধে ভোজন করে; তাহার পিতৃগণ—স্বর্গচ্যুত হয়েন অর্থাৎ নরক-গামী হয়েন। ৩০১। নবশ্রাদ্ধে ভোজন করিলে

চান্দ্রায়ণ; মাসিকে ভোজন করিলে, পরাক; ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে, অতিকৃচ্ছ্র; ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে, প্রাজাপত্য; আব্দিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে পাদকৃচ্ছ্র এবং পুনরাব্দিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে একদিন উপবাস করিতে হইবে। ৩০২। যে ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া মাসশ্রাদ্ধে (প্রেতের) পর্ব্ব—(অমাবস্যা) শ্রাদ্ধে, দ্বাদশাহ শ্রাদ্ধ, (কুলাচার-অনুসারে বা বিশিষ্ট গণনা দ্বারা অয়ুরভাব নির্ণীত হইলে, দ্বাদশ দিনে অর্থাৎ শ্রাদ্ধপরদিনে কর্ত্তব্য সপিণ্ডী করণান্তকার্য্যের নাম দ্বাদশাহ শ্রাদ্ধ) ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধে, এবং অব্দশ্রাদ্ধে (প্রতিবর্ষ কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধে) পাত্রীয় আসনে আসীন হইবেন, তাঁহার পিতৃলোকগণ, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও পতিত হইবেন (তথা হইতে চ্যুত হইয়া নরকগামী হইবেন)। ৩০৩। একাদশাহ কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধে (অজ্ঞানতঃ ফল জল) ভোজন করিলে, একদিন এবং সঞ্চয়নে (অর্থাৎ বহুব্যক্তি মিলিত হইয়া যে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা, কিম্বা যাহা হইতে অন্য লোককে পরিবেশন করিতেছে, সেই পাত্রের অন্ন) ভোজনে তিন দিন উপবাস করিয়া "কুষ্মাণ্ড" মন্ত্রদ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে। ৩০৪ যে (সমর্থ) ব্যক্তির গৃহে, পক্ষের মধ্যে, (অন্ততঃ) মাসের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন না করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণভোজ না হয়, দ্বিজ তাহার অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ৩০৫। যে গৃহ বেদের পবিত্র ধ্বনিদ্বারা মুখরিত, গাভীশোভিত, কিম্বা বালকযুক্ত নহে; সে গৃহ শ্মশান-তুল্য। ৩০৬। যেখানে বহু লোক হাস্য পরিহাস কালেও, অধর্ম্ম ব্যতিরেকে (অর্থাৎ ধর্ম্ম কথা) বলে; ধর্ম্মশাস্ত্র না থাকিলেও সেই দেশ অতীব ধর্ম্মপূর্ণ; সুতরাং পবিত্রতা-জনক। ৩০৭। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ হীন-বর্ণকে (আপনাহইতে অধম জাতিকে) অভিবাদন করে, সে স্নান ও ঘৃত-ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৩০৮। দ্বিজ, স্নান-সমুৎপন্ন (তৈলাভ্যঙ্গ, ক্ষৌরকর্ম্মাদি দ্বারা অবশ্য কর্ত্তব্য) হইলে, (স্নান না করিয়া) যদি পান ভোজন করে; তাহা হইলে (পরদিন) স্নানান্তে একাগ্রচিত্তে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রীজপ করিবে। ৩০৯। অঙ্গুলিদ্বারা দন্তধাবন, প্রত্যক্ষ (অন্য দ্রব্যের সহিত অমিশ্রিত) লবণ ভোজন, মৃত্তিকা ভোজন, এবং গোমাংস ভক্ষণ, এই চারিটী কার্য্য সমান (অর্থাৎ উক্ত তিনটী কার্য্য গোমাংস ভক্ষণের তুল্য)। ৩১০। দিবসে, কপিথ ছায়াতে অবস্থান, রাত্রিতে দধি ভোজন, শমীবৃক্ষ তলে অবস্থান, এবং কার্পাস বৃক্ষের শাখা দ্বারা দন্তধাবন করিলে, বিষ্ণুও শ্রীভ্রষ্ট হয়েন। ৩১১। সূর্য্য (উদয়াদি সময়ে দৃষ্ট সূর্য্য) এবং বায়ু (শ্মশানাগত-বায়ু) নখাগ্রস্পৃষ্ট জল, স্নানবস্ত্রস্পৃষ্ট-ঘটজল, সম্মার্জ্জনী-ধূলি ও কেশ-নিঃসৃত-জল অর্থাৎ ইহাদিগের যথাযোগ্য ব্যবহার, দিনকৃত পুণ্য নাশ করে। ৩১২। (কিন্তু) যে ব্যক্তি দেব-মন্দিরোদ্ভব সম্মার্জ্জনী-ধূলি এবং দেবমন্দির-স্থিত কেশনিঃসৃত জল দ্বারা আবৃত হইয়াছে, সে গঙ্গাজল দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছে (দেব-মন্দিরোদ্ভব-ধূলি এবং দেবমন্দির স্থিত কেশ-জলও গঙ্গাজলের তুল্য)। ৩১৩। বল্মীক-(উই)-সম্ভূত, ইন্দুর গর্ত্তস্থ, জলমধ্যস্থিত, শ্মশানস্থ, বৃক্ষমূলস্থ, দেবমন্দিরস্থ, এবং বৃষ-খনিত-স্থানস্থিত এই সপ্তবিধ মৃত্তিকা, মঙ্গলার্থী পণ্ডিতগণের সর্ব্বদা অগ্রাহ্য। ৩১৪। বিষ্ঠা-ত্যাগ সময়ে, মৈথুনান্তে, প্রস্রাব, হোম এবং দন্তধাবন সময়ে, পবিত্র স্থান হইতে কর্কর (কাঁকর) ও প্রস্তরখণ্ডরহিত মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। ৩১৫। স্নান, ভোজন ও উপাসনা সময়ে, মৌনাবলম্বন করিবে; যে ব্যক্তি প্রতি-দিন মৌনাবলম্বন করিয়া ভোজন করে, সে বহুসহস্র কোটি যুগ স্বর্গে আদৃত হয়। ৩১৬। প্রৌঢ়পাদ (আসনে পদদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক উত্ত-রীয়াদি বেষ্টন দ্বারা কটি এবং জঙ্ঘাদ্বয়ের বন্ধন কর্ত্তা) হইয়া স্নান, দান, জপ, হোম, ভোজন, দেবপূজা, স্বাধ্যায় এবং পিতৃতর্পণ করিবে না। ৩১৭। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে নিপাতিত করিয়া সর্ব্বস্বও দান করে, তাহার সে সকল (দানজনিত ফল) নষ্ট এবং ভ্রূণ-হত্যার পাপ হয়। ৩১৮। চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ, বিবাহ, সংক্রান্তি, এবং পত্নীর প্রসব (সন্তান

জন্ম) সময়ে কর্ত্তব্য-দান নৈমিত্তিক সুতরাং ইহা রাত্রিতেও প্রশস্ত। ৩১৯। যে ব্যক্তি ক্ষৌমসূত্র কার্পাসসূত্র পট্টসূত্র নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত দান করে, সে বস্ত্রদানের ফল লাভ করে। ৩২০। ঘৃতপূর্ণ উত্তম কাংস্য পাত্র ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি দিবে, তাহা হইলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। ৩২১। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধকালে উত্তম পাদুকা দান করে, সে অন্ধ (অসৎ) পথাবলম্বী হইলেও, অন্নদান ফল লাভ করিবে। ৩২২। যে ব্যক্তি সমাহিত (ভক্তি ও একাগ্রতাযুক্ত) হইয়া, তৈল পূর্ণ পাত্র দান করে, সেই মনুষ্য নিশ্চয় স্বর্গে গমন করে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩২৩। দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্নদাতা, সুভিক্ষ সময়ে সুবর্ণ দাতা, এবং অরণ্যে (জলশূন্য দুর্গম বনে) জল দাতা ব্যক্তি, স্বর্গলোকে আদৃত হয়। ৩২৪। গাভী যতক্ষণ অৰ্দ্ধ প্রসূতা, (অর্থাৎ সন্তান সম্পূর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ হয় নাই) ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ গাভী পৃথিবী বলিয়া স্মৃত হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ গাভী দান করে, সে পৃথিবী দানের ফলভাগী হইবে। ৩২৫। যে প্রতিদিন গোগ্রাস প্রদান করে, তাহার (ঐ গোগ্রাস দান দ্বারাই) অগ্নিতে হোম, পিতৃতর্পণ, এবং দেবপূজা, নিষ্পন্ন হইবে। ৩২৬। বস্ত্র দান করিলে জন্মাবধি-স্বোপার্জ্জিত, মাতৃক (জননী হইতে প্রাপ্ত), এবং পৈতৃক (জনক হইতে প্রাপ্ত),যে পাপ তৎ সমুদায় শীঘ্র বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। ৩২৭। যিনি সকল উপস্কর (উপকরণ) যুক্ত কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম দান করেন, তিনি একশত একজন পূর্ব্বপুরুষকে বা বংশকে নরক হইতে উদ্ধার করেন,। ৩২৮। আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা,চন্দ্র,অগ্নি,এবং ভগবান্ মহাদেব,ইঁহারা ভূমিদাতার অভিনন্দন করেন।৩২৯ ভূমিদাতা, শতবর্ষ স্বর্গভোগ করিলে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত উন্নত বালুকারাশির কণামাত্র নষ্ট হয়, সুতরাং ঐ পুণ্যভোগের ক্ষয় নাই; কন্যাদাতা, রোগীর প্রাণদাতাও এই রূপ ফলভাগী (ভূমিদান, কন্যাদান ও রোগী ব্যক্তির প্রাণদান) এই তিনটী, ফল (মহাফল) জনক দান। ৩৩০। ৩৩১। বিদ্যাদান—সকল দান হইতে উৎকৃষ্ট; ইহা পুত্রাদি আত্মীয় ব্যক্তিকে, এবং উদারপ্রকৃতি ব্রাহ্মণকে দিবে, সকাম হইয়া দিলে—স্বর্গ ও নিষ্কাম হইয়া দিলে—মোক্ষ লাভ হয়। ৩৩২। যদি নিজের বিশেষ মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পিতৃমাতৃভক্ত, ঋতুকালে নিজদার রত, এবং উত্তম স্বভাব চরিত্র সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই দান করা উচিত।৩৩৩।৩৩৪। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিয়া, অপরকে দান করা উচিত নহে, এবং আমি এ রূপ কাণ্ড কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। ৩৩৫। ইহার পর ইহা বলিব—যাহারা, শ্রাদ্ধ কার্য্যের ব্রাহ্মণ, (পাত্রীয় ব্রাহ্মণ) হইতে পারে, যাহাদিগকে দান করিলে, পিতৃলোকের অক্ষয় (চিরস্বর্গ বাস), এবং যাহাদিগকে দান করা নিষ্ফল। ৩৩৬। যাহারা অঙ্গ হীন, রোগী, বেদ এবং ধৰ্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, ও সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী; তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। ৩৩৭। হিংসক, কপটাচারী, আত্মগোপন-পূর্ব্বক-বেদাভ্যাস-কারী, সেবাজীবী, কপিল-বর্ণ, কাণ, শ্বিত্রীরোগী (কুষ্ঠী প্রভৃতি), দুশ্চর্ম্মা (অনাবৃত-লিঙ্গ) শীর্ণকেশ (যাহার ঝাঁকড়া চুল), পাণ্ডুরোগী, বৃথা-জটাধারী, ভারবাহী, ক্রুদ্ধ-স্বভাব, দ্বিভার্য্য, এবং বৃষলী-* পতিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না।৩৩৮।৩৩৯। যে ব্যক্তি ভেদকারী (পরস্পরের বন্ধুত্ব নাশক), অনেকের পীড়াজনক, অঙ্গহীন, বা অধিকাঙ্গ হইবে; তাহাকেও অপনীত (দূরীকৃত) করিবে; (শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না)। ৩৪০। বহুভোজী, দীন-মুখ (গোঙ্ড়া মুখো), মৎসরী;—ইহাদিগকে পাত্রীয়ান্ন বা ধনাদি দান করিবে না।৩৪১। যদি কেহ পঙ্‌ক্তি-দূষক অর্থাৎ অঙ্গহীনতাদি শারীরিক-দোষ-যুক্ত কিন্তু বিশেষ বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ হয়েন; যম—তাহাকে অদুষ্ট (নির্দ্দোষ) কহিয়াছেন; (প্রত্যুত) তিনিই পংক্তিকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ৩৪২। শ্রুতি এবং স্মৃতিই ব্রাহ্মণদিগের দুইটী চক্ষুঃ; একহীন (শ্রুতিস্মৃতির মধ্যে এক বিষয়ে অনভিজ্ঞ) হইলে, কাণা এবং

* শূদ্রা, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, এবং কন্যাকালে ঋতুমতীর নাম বৃষলী

দুই বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে, অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ৩৪৩। যাহার —শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, সচ্চরিত্রতা, এবং সদ্বংশীয়তা নাই, সেই অন্ধাধমকে; শ্রাদ্ধে অন্ন দিবে না; ইহা অত্রি বলিয়াছেন। ৩৪৪। অতএব, বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, —কেবল বেদ দ্বারা নহে; ভগবান্ অত্রি ইহা বলিয়াছেন্।৩৪৫। যিনি যোগজনিত-দিব্য-দর্শন প্রভাবে পাদাগ্র নিক্ষেপ (সৎপথে বিচরণ) করেন এবং লোক ব্যবহার জ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও পুরাণোক্ত বিধিনিষেধ দর্শন করেন; তিনিই উত্তম দৃষ্টিশালী এবং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ। ৩৪৬। সর্ব্বদা শ্রুতিস্মৃতিপরায়ণ ব্রতী, (নিয়মী) এবং সদ্বংশজাত. তাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে পিতৃলোক চির স্বর্গবাসী হয়েন। ৩৪৭। এবম্বিধ ব্রাহ্মণ যে সময়ে দীপ্ততেজাঃ (বসুরুদ্রাদিত্য রূপী) পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ-উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নের গ্রাস ভোজন করেন, (পূর্ব্বে) ঐ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, নরকে থাকিলেও (সেই সময়ে) নরক-মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করেন। ৩৪৮। এই জন্য শ্রাদ্ধকালে যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের বিচার করিবে। ৩৪৯। যে মৃত-পিতৃক দ্বিজ প্রতি মাসে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ না করে, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়।৩৫০। যে গৃহস্থ সূর্য্য কন্যাগত হইলে অর্থাৎ (আশ্বিনমাসে কৃষ্ণপক্ষাদিতে) শ্রাদ্ধ না করে, তাহার—ধন, পুত্র এবং বংশ পিতৃগণের দুঃখজনিত নিশ্বাসে বিনষ্ট হয়। ৩৫১। সূর্য্য কন্যাগত হইলে, পিতৃগণ সদ্বংশধরকে প্রাপ্ত হয়েন, (তাঁহার নিকট শ্রাদ্ধ পাইবার আশায় পৃথিবীতে আগমন করেন) বৃশ্চিক দর্শন (সূর্য্যের বৃশ্চিক রাশিতে গমন অর্থাৎ দীপান্বিতা অমাবাস্যা) পর্য্যন্ত সমস্ত প্রেতপুরী (যমনগরী) শূন্য থাকে। ৩৫২। তাহার পর সূর্য্য বৃশ্চিক-গত হইলে (দীপান্বিতা অমাবাস্যা' দিনে)—পিতৃগণ, নিবাপ (শ্রাদ্ধ না' পাইলে) পুত্র; পৌত্র, দৌহিত্র বা ভ্রাতাকে(অর্থাৎ যে শ্রাদ্ধাধিকারী হইবে)তাহাকে দারুণ অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করেন।৩৫৩। যাহারা পিতৃকার্য্যপরায়ণ, তাহারা সদ্গতিলাভ করে। ৩৫৪। যেরূপ সকল কাষ্ঠেই সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত বহ্নি, সংঘর্ষণ দ্বারা উপলব্ধ হয়, সেইরূপ (নানা কার্য্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত) ধর্ম্ম শ্রাদ্ধদান দ্বারা স্পষ্ট জ্ঞাত হয় সন্দেহ নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই, যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অব্যক্তভাবে অবস্থিত অগ্নি, সংঘর্ষণ ব্যতীত শত চেষ্টাতেও দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ শ্রাদ্ধদান ব্যতীত ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান হয় না। ৩৫৫। শ্রাদ্ধ করিলে, সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞান, সকল পুণ্যজলে স্নান এবং সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করে, সন্দেহ নাই। ৩৫৬। যেমন দিবাকর মেঘ হইতে, ও চন্দ্র রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হয়েন্, সেইরূপ শ্রাদ্ধদান-প্রভাবে মহাপাতকী ব্যক্তিগণও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্ব তাপ (দুঃখ) অতিক্রম ও সর্ব্ব সুখ লাভ করে, সন্দেহ নাই। ৩৫৭। ৩৫৮। সকলদানের মধ্যে শ্রাদ্ধদানই প্রশস্ত (কেননা) শ্রাদ্ধদান, মেরুতুল্য (গুরুতর) পাপের ও (প্রায়শ্চিত্ত) শুদ্ধিজনক, এবং মনুষ্য শ্রাদ্ধ করিলে, স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। ৩৫৯। শ্রাদ্ধকাল, বৈশ্বদেব, হোম, দেবপূজা, এবং জপে (সূক্তাদি পাঠে), ব্রাহ্মণ প্রদত্ত অন্ন—অমৃত, (অমৃতবৎ তৃপ্তিজনক), —ক্ষত্রিয়-দত্ত অন্ন—দুগ্ধ, (দুগ্ধবৎ তৃপ্তিজনক), বৈশ্য-দত্ত অন্ন—অন্নমাত্র, (স্বান্নরূপ তৃপ্তিজনক), শূদ্র-প্রদত্ত অন্ন রুধির, (রুধিরবৎ অভক্ষ্য হইবে), এই সকল আমি বলিলাম; তাৎপর্য্য এই যে তিন বর্ণ সিদ্ধান্ন দ্বারা কার্য্য করিবে, শূদ্র আমান্ন দ্বারা। ৩৬০। ৩৬১। যেহেতুক বিপ্রান্ন—ঋগ্ যজুঃ সাম মন্ত্রদ্বারা শোধিত, সেইজন্য উহা অমৃত, ক্ষত্রিয়ান্ন—বিচারানুগত—ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মকর দ্বারা সংগৃহীত বলিয়া উহা দুগ্ধ, বৈশ্যান্ন পশুপালন দ্বারা সংগৃহীত বলিয়া অন্নমাত্র। ৩৬২। দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু এবং ম্লেচ্ছ এই দশবিধ (দশবিধ লক্ষণাক্রান্ত) ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট। ৩৬৩। যিনি, প্রতিদিন, সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথিসেবা, এবং বৈশ্বদেব করেন, তাঁহাকে "দেব" ব্রাহ্মণ কহে (এই সকল-কর্ম্ম-কর্ত্তা ব্রাহ্মণ,

দেব সংজ্ঞক)।৩৬৪। শাক পত্র-ফল-মূল-ভোজী বনবাসী এবং নিত্য-শ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণ "মুনি" বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন।৩৬৫। যিনি, প্রত্যহ বেদান্ত পাঠী, সর্ব্ব সঙ্গত্যাগী, সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য্য জ্ঞানে তৎপর, সেই ব্রাহ্মণ "দ্বিজ" নামে অভিহিত হয়েন। ৩৬৬। যিনি সমরস্থলে সর্ব্ব সমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধন্বিদিগকে, অস্ত্রদ্বারা আহত ও পরাজিত করেন সেই ব্রাহ্মণের "ক্ষত্র" সংজ্ঞা।৩৬৭। কৃষি-কার্য্যের গো-প্রতিপালক এবং বাণিজ্যতৎপর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বলিয়া উক্ত হয়েন।৩৬৮।—যে লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে, সেই ব্রাহ্মণ "শূদ্র" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।৩৬৯। চোর, তস্কর (বলপূর্ব্বক পরধনাপহারী) সূচক (কুপরামর্শদাতা) দংশক (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্য মাংসলোভী ব্রাহ্মণ "নিষাদ" বলিয়া কথিত।৩৭০। যে, ব্রহ্ম (বেদ এবং পরমাত্মা) তত্ত্ব কিছুই জানে না। অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলেই অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ "পশু" বলিয়া খ্যাত।৩৭১। যে নিঃশঙ্কভাবে, (পাপের ভয় না করিয়া) কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম (সাধারণ ভোগ্য উপবন) বন্ধ করে, তত্তৎ স্থলের (ব্যবহার বন্ধ করে) সেই ব্রাহ্মণ "ম্লেচ্ছ" বলিয়া কথিত হয়। ৩৭২। ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মহীন), মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম, (সত্যবাদিতা প্রভৃতি) রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয়-ব্রাহ্মণ "চাণ্ডাল" বলিয়া গণ্য।৩৭৩। (এই স্থলে একটী সচরাচর ঘটনা লিখিতেছেন)। বেদ অধ্যয়নে কিছু জ্ঞান না জন্মিলে, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহা নিষ্ফল হইলে পুরাণপাঠী, এবং পূর্ব্ববৎ তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, কৃষিকর্ম্মে রত হয়, তাহাতেও বিফলমনোরথ হইলে, ভাগবত (ভণ্ড-বৈষ্ণব) ধর্ম্ম অবলম্বন করে। ৩৭৪। জ্যোতির্ব্বিৎ (ধন গ্রহণ করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রের ফলাফল নির্ণয়কারী,) অথর্ব্ববেদী, শুকবৎ পুরাণপাঠক (অর্থ বোধ না করিয়া যাহারা পুরাণ আবৃত্তি করে), ইহাদিগকে শ্রাদ্ধ যজ্ঞ এবং মহাদানে (বিশেষ বচন ব্যতিরেকে) কদাপি বরণ করিবে না।৩৭৫। ইহাদিগকে বরণ করিলে, পিতৃশ্রাদ্ধ—অশুভ জনক দান ও যজ্ঞ নিষ্ফল হয়, এই জন্য ঐ সকল ব্যক্তি পরিত্যাজ্য।৩৭৬। অজাজীবী, চিত্রকর, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, নক্ষত্র পাঠক, (নক্ষত্রজীবী), এই চতুর্ব্বিধ বিপ্র বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে।৩৭৭। মাগধ (মগধ দেশীয়), মধুর (তোষামোদকারী), কপটাচারী, কূটব্যবহারী কামল (লোভী), এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে।৩৭৮। শুল্কক্রীত স্ত্রী, শাস্ত্র সম্মত পত্নী নহে, সুতরাং তাহাতে উৎপাদিত পুত্রগণ, পিতৃ পিণ্ডাধিকারী নহে।৩৭৯। দ্বিজ অষ্টশল্যাগত (অর্থাৎ অষ্টাঙ্গে শল্যবিদ্ধ) হইয়াও অঞ্জলি-পুটে জল পান করিলে, ঐ জল পান সুরাপান ও গোমাংস ভক্ষণের তুল্য।৩৮০। উদ্ধজঙ্ঘ (জঙ্ঘা উদ্ধ করিয়া অবস্থিত) ব্রাহ্মণের চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিলে যাবৎ গঙ্গা স্নান না করে তাবৎ চাণ্ডালরূপে (অর্থাৎ অশুচি অবস্থায়) থাকিবে।৩৮১। দীপ, শয্যা এবং আসনের ছায়া, কার্পাস শাখার দন্তধাবন-কাষ্ঠ এবং অজা-রেণু (ছাগীখুরোদ্ধূত-ধূলি) স্পর্শ ইন্দ্রকেও শ্রীভ্রষ্ট করে।৩৮২। গৃহে স্নান অপেক্ষা, কূপস্নানে দশগুণ অধিক, কূপস্নান অপেক্ষা, নদী তটে (নদী হইতে উদ্ধৃত জলদ্বারা) স্নানে দশগুণ অধিক, তট স্নান অপেক্ষা, নদীতে স্নানে দশগুণ অধিক, এবং গঙ্গাস্নানে অসংখ্য পুণ্য হয়।৩৮৩। ব্রাহ্মণের স্রোতোজল, ক্ষত্রিয়ের সরোবর জল, বৈশ্যের বাপীকূপ জল, শূদ্রের ভাণ্ডজল সাধারণতঃ স্নানের উপযোগী, কিম্বা এই বচনে বর্ণানুসারে ঐ সকল জলের পার্থক্য নির্ণয় দ্বারা বুঝা যাইতেছে; স্রোতো জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট; সরোবর জল তাহা হইতে অপকৃষ্ট, বাপী কূপজল, তাহা হইতে অপকৃষ্ট, ভাণ্ডজল সর্ব্বাপকৃষ্ট।৩৮৪। নিপাত হইলে; এক বৎসর— তীর্থ-স্নান, মহাদান, মৃত মহাগুরু-ভিন্ন অপরের তিলতর্পণ, এবং আরও যাহা

কিছু কাম্য কর্ম আছে, তাহা করিবে না। ৩৮৫। (এই মহাগুরুর নিপাত বৎসরে) গঙ্গা, গয়া, অমাবস্যা এবং মৃতাহ নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ এবং মঘাশ্রাদ্ধ করিবে, অন্য শ্রাদ্ধ সকল পরিত্যাগ করিবে। ৩৮৬। * ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, এবং দধি, এই চারিটী বস্তু আজ্য সংস্থান; সুতরাং হুত হইলেও পরিত্যাজ্য নহে। ৩৮৭। ঋষিগণ স্বয়ং মহর্ষি অত্রির কথিত এই ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া সেই সকল ধর্ম্মপরায়ণ (ঋষিগণ), মহাত্মা (অত্রিকে) ইহা বলিয়াছিলেন। ৩৮৮। যাঁহারা, আলস্য পরিহার পূর্ব্বক এই ধর্ম্মশাস্ত্র ধারণ করিবেন (অর্থাৎ ইহার মর্ম্মগ্রহ করিবেন) তাঁহারা, ইহলোকে যশলাভ করিয়া অন্তে স্বর্গধামে গমন করিবেন। ৩৮৯। (ইহা পাঠ করিলে) বিদ্যার্থী, বিদ্যা, ধনার্থী ধন, আয়ুঃপ্রার্থী আয়ুঃ, ও সৌন্দর্য্যাভিলাষী অতিশয় সৌন্দর্য্য, লাভ করিবেন। ৩৯০।

* এই ব্যবস্থা সর্ব্বসাধারণ নহে।

অত্রিসংহিতা সম্পূর্ণ।

বিষ্ণু-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্ম-রজনী-অবসানে* ভগবান্ পদ্মযোনি জাগরিত হইলে বিষ্ণু সর্ব্বভূত সৃজন করিতে অভিলাষী হইলেন। পৃথিবী জলমগ্না আছেন জানিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পাদির ন্যায় এবারও তিনি জল ক্রীড়াপটু শুভ বরাহ-মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিলেন। তাঁহার তৎ-কালে ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ,—চরণ—চতুষ্টয়; যূপ, দ্রংষ্ট্রা অর্থাৎ বহির্ভূত বিশালদন্ত; যজ্ঞ সকল,—দন্তসমূহ, চিতি,—মুখমণ্ডল; অগ্নি,—জিহ্বা; দর্ভ,—রোম; বেদার্থ,—মস্তক; অহোরাত্র,—চক্ষুর্দ্বয়; বেদ অর্থাৎ দ্বিগুণিত দর্ভমুষ্টি,—কর্ণদ্বয়; ঐ দর্ভ মুষ্টির অগ্রভাগ,—কর্ণভূষণ; ঘৃতধারা,—নাসিকা বংশ; স্রুব অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ,—মুখের অগ্রভাগ; সামগান,—ঘর্ঘর শব্দ; প্রায়শ্চিত্ত,—বিশাল নাসিকা বিবর; যজ্ঞীয় পশু,—জানু; উদ্গাতা,—অন্ত্র, হোম,—লিঙ্গ বীজ এবং ওষধি,—বৃহৎ অণ্ডকোষ; প্রাগ্বংশান্তর্গত বেদি,—অন্তরাত্মা; সোমরস,—শোণিত; মহাবেদি,—স্কন্ধ; দেবোদ্দেশে দেয় বস্তু,—গাত্রীয় গন্ধ; হব্য কব্যাদি,—বেগ, প্রাগ্বংশ অর্থাৎ যজ্ঞীয় গৃহবিশেষ,—শরীর; দক্ষিণা,—চিত্ত, উপাকর্ম্ম,—ওষ্ঠাধর; প্রবর্গ্যাবর্ত্ত অর্থাৎ ঘর্ম্মজলপ্রবাহ,—ভূষণ; নানাবিধচ্ছন্দ,—গমনপথ; এবং গোপনীয় উপনিষদ্ সকল,—বসিবার স্থান হইয়াছিল। আর তিনি মহাতপাঃ দিব্য, সাক্ষা ধর্ম্ম ও সত্য-স্বরূপ, সুশ্রী, গমনাগমনে সকলের নিকটেই পূজিত, মহাকায়, স্ফিক্ রূপে পরিণত মন্ত্র সকল দ্বারা বৈলক্ষণ্য)যুক্ত দীপ্তিশালী, নানাবিধ দীক্ষা-সমন্বিত, সমাধি এবং মহামন্ত্র স্বরূপী ও মহত্ত্ব সম্পন্ন এবং একমাত্র ছায়াই তাঁহার পত্নীবৎ সহায় হইয়াছিল। সেই মণিময় পর্ব্বত শিখর সদৃশ আদিদেব মহাযোগী প্রভু আবির্ভূত হইয়া দিগ্ দিগন্তপ্লাবী একীভূত মহাসমুদ্র জলে নিপতিত গিরি-বন-রাজি সমন্বিত সসাগর ধরামণ্ডলকে, স্বয়ং সেই সমুদ্রজলে প্রবেশ করিয়া দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন; এবং পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপে পূর্ব্ব-কালে ত্রিভুবন-হিতাভিলাষী ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞবরাহ রূপ ধারণ করিয়া পাতালতল প্রবিষ্ট সমস্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া তাহার স্বকীয় সুস্থির স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং সমুদ্রের জল সমুদ্রে, নদীর জল নদীতে, পল্বলের জল পল্বলে, সরোবরের জল সরোবরে, এইরূপে পৃথিবীপ্লাবী জলরাশিকে, নিজ নিজ স্থানে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সপ্ত-পাতাল, সপ্তলোক, দ্বীপ ও সমুদ্রের বিবিধ স্থান, তত্তৎস্থানপাল, লোকপাল, নদী, পর্ব্বত, বনস্পতি, ধর্ম্মবেত্তা-সপ্তর্ষি, সাঙ্গ-বেদ, সুরাসুর, পিশাচ, সর্প, যক্ষ, রাক্ষস, মানুষ, পশুপক্ষী, মৃগাদি নানাবিধ প্রাণী, চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার প্রাণিবর্গ, মেঘ, ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি

*আমাদিগের একবর্ষ দৈব একদিন; সেইরূপ দৈব দুই সহস্র বর্ষে এক ব্রহ্ম-রাত্রি।

এবং অন্যান্য বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপে বরাহমূর্ত্তিধারী ভগবান্, স্থাবরজঙ্গম ময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বলোকের অবিদিত স্থানে গমন করিলেন। দেবদেব জনার্দ্দন, অবিদিত স্থানে গমন করিলে, পৃথিবী চিন্তা করিতে লাগিলেন; "আমার অবস্থিতির উপায় কি হইবে? কশ্যপের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমাকে নিশ্চয়ই বলিয়া দিবেন। কেন না, সেই মহামুনি নিরন্তরই আমার বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন।"

সেই পৃথিবীদেবী, এই নিশ্চয় করিয়া রমণী-রূপ ধারণ পূর্ব্বক, কশ্যপকে দর্শন করিতে যাইলেন এবং কশ্যপও তাঁহাকে আসিতে দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয়, নীলকমলপত্রের ন্যায় মনোহর; মুখমণ্ডল, শারদশশধরের ন্যায় প্রীতি প্রদ; অলকরাজি, ভ্রমর সমূহবৎ কৃষ্ণবর্ণ; বর্ণ শুক্ল; ওষ্ঠাধর, বন্ধুজীব-কুসুম সদৃশ রক্ত বর্ণ; স্বভাব নির্ম্মল; ভ্রূযুগল, অতি সুচারু এবং আনত; দশনপংক্তি—সূক্ষ্ম; নাসিকা—সুন্দর; কণ্ঠ, কম্বুসদৃশ সুদৃশ্য; উরুদ্বয় পরস্পর মিলিত; বিশাল জঘন স্থল-অতীব পীন; স্তনদ্বয় ঐরাবত কুম্ভের ন্যায় বিশাল, সুবর্ণ প্রভ, সমবৃদ্ধ ও ঘনপীবর; বাহুদ্বয় মৃণালের ন্যায় কোমল; করতলযুগল কিশলয় সদৃশ; উরুদ্বয় সুবর্ণস্তম্ভ-বৎ; জানুদ্বয় গূঢ় এবং সংশ্লিষ্ট; জঙ্ঘাদ্বয়, রোম-শূন্য; এবং সুবৃত্ত; চরণদ্বয়, অতিশয় মনোরম। জঘনস্থল দৃঢ়; মধ্যভাগ, সিংহ-শিশুমধ্যবৎ ক্ষীণ; নখনিকর প্রভাযুক্ত এবং তাম্রবর্ণ; অধিক কি? তাঁহার রূপ সকলেরি মনোহর হইয়াছিল। তাঁহার পরিধানে সূক্ষ্ম-সূত্র-গ্রথিত শুক্লবস্ত্র, অঙ্গে উত্তমোত্তম রত্নালঙ্কার, তাঁহার নিরন্তর দৃষ্টিপাতে দিঙ্মণ্ডল যেন নীলকমলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। দেহপ্রভায়, দিগ্‌ বিদিগবস্থিত অন্ধকার দূরে পলায়ন করিতেছে। এবং প্রতি পদক্ষেপে, মৃত্তিকায় কমলরাশি প্রস্ফুটিত হইতেছে। ক্রমে সেইরূপ যৌবন-সম্পন্না রমণী-রূপা পৃথিবী বিনয় সহকারে কশ্যপের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কশ্যপও তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বিশেষরূপে আদর করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন;—হে বসুন্ধরে! আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারি-য়াছি। হে দেবি! তুমি জনার্দ্দনের নিকট গমন কর, যেরূপে তোমার অবস্থিতির উপায় হইবে, তাহা তিনি তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়া দিবেন। হে চারুমুখি! এক্ষণে তিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রে আছেন, ইহা আমি ধ্যান-প্রভাবে বিদিত আছি। আমার ধ্যান করিয়া জানিবার ক্ষমতাও তাঁহার প্রসাদেই হইয়াছে।

অনন্তর পৃথিবী "আচ্ছা" বলিয়া এবং কশ্যপের বন্দনা করিয়া বিষ্ণুদর্শন-মানসে ক্ষীরোদ-সাগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অমল-চন্দ্রিকা-বিধৌত, বায়ুবেগ-সমুত্থিত উত্তাল তরঙ্গ-নিকর-সঙ্কুল, শত-হিমালয়-পরিমিত অপর ভূমণ্ডলবৎ প্রতীয়মান, সুধাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন। ঐ সমুদ্র যেন চঞ্চল তরঙ্গরূপ হস্ত প্রসারণে তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছে; এবং ঐ সকল হস্তস্পর্শে নিরন্তর স্বীয় তনয় চন্দ্রের ধবলতা বিধানে তৎপর। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, সর্ব্বভূতভাবন, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া কলুষরাশি বিনষ্ট করিয়াছেন বলিয়াই তিনি অতি শুভ্র তাদৃশ বিশাল দেহভার বহন করিতেছেন্। ঐ সমুদ্র পাণ্ডুরবর্ণ, আকাশচারীদিগেরও অগম্য এবং পাতালমধ্যে অবস্থিত। তন্মধ্যনিহিত ইন্দ্রনীলমণি ও কপিশমণি প্রভা, গগনমণ্ডল তাহার নিম্নভাগে অবস্থিত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়। পৃথিবী, অনন্তনাগের বিশাল নির্ম্মোকসদৃশ সেই প্রসিদ্ধ ক্ষীরোদ সমুদ্র দর্শন করিয়া তন্মধ্যস্থ অপরিমেয়, অপরিমেয়-পরিচ্ছদ-শোভিত বিষ্ণু-গৃহ দেখিতে পাইলেন। এবং তাহাতে শেষপর্য্যঙ্কশায়ী মধুসূদনকে দেখিলেন, অনন্তনাগের ফণামণ্ডলাস্থিত রত্নরাজি উজ্জ্বল তর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া যাঁহার মুখপদ্ম দর্শনকে ক্লেশসাধ্য করিতেছিল। যাঁহার প্রভা শত শশাঙ্কবৎ স্নিগ্ধ এবং অযুত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, যাঁহার পরিধানে পীত বস্ত্র, যিনি কোনরূপ বিকারের বশবর্ত্তী নহেন,

সর্ব্বরত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত, সূর্য্যপ্রভ অর্থাৎ সুবর্ণময় মুকুট ও কুণ্ডল যাঁহার অধিকতর শোভা করিতেছিল, স্বয়ং লক্ষ্মী, মঙ্গলময় নিজ করতল চতুষ্টয়ে যাঁহার চরণ সংবাহনা করিতে-ছিলেন, চক্র প্রভৃতি যাবদীয় অস্ত্র মূর্ত্তিমন্ত

হইয়া চতুর্দ্দিকে যাঁহার সেবায় ব্যাপৃত ছিল, সেই পদ্মপলাশলোচন মধুসূদনকে অবলোকন করিয়া বন্দনা করিলেন এবং জানু দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করত নিবেদন করিলেন, "হে দেব! হে বিষ্ণু! আমি রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু সকল লোকের হিতকামনায় তুমিই আমাকে উদ্ধৃত করিয়া স্বস্থানে স্থাপিত করিয়াছ। হে দেবেশ! এক্ষণে আমার অবস্থিতির উপায় কি হইবে?" তৎকালে দেবী বসুমতী তাঁহাকে ঐ সকল কথা বলিলে মধুসূদন বলিতে লাগিলেন, বর্ণ এবং আশ্রম সকলের আচার পালনে তৎপর শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তোমার অবস্থিতির উপায় করিবেন," তাঁহাদিগের উপর তোমার ভার ন্যস্ত আছে। দেবদেব এই কথা বসুমতীকে বলিলে বসুমতী তাঁহাকে বলিলেন "বর্ণ এবং আশ্রমের সনাতন ধর্ম্মসকল বলুন। তোমার নিকট হইতে ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমিই আমার একমাত্র গতি। হে দৈত্য বলসূদন! দেবাধিপতি দেব! তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! হে জগন্নাথ! হে শঙ্খচক্রগদাধর! হে পদ্মনাভ! হে হৃষীকেশ! হে মহাবল পরাক্রম! হে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয়! হে সুদুষ্পার অর্থাৎ অপার! হে দেব! হে সর্ব্বধনুর্দ্ধারিন্! হে বরাহ! হে ভীম! হে গোবিন্দ! হে পুরাণ! হে পুরুষোত্তম! হে হিরণ্যকেশ! হে বিশ্বাক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বদ্রষ্টা! হে যজ্ঞরূপ! হে নিরঞ্জন অর্থাৎ অব্যক্ত! হে স্থূলাদি দেহ! হে ক্ষেত্রজ্ঞ! হে লোকনাথ! হে সলিলার্ণবশায়ক অর্থাৎ অগাধ সমুদ্রশায়ি! হে মন্ত্র! হে মন্ত্রভব অর্থাৎ হোতা! হে অচিন্ত্য! হে বেদ বেদাঙ্গরূপিন্! হে এই সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতিকারিন্! হে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞ! হে ধর্ম্মাঙ্গ! হে ধর্ম্মসম্ভব! হে বরদ! হে বিশ্বক্সেন! হে অবিনাশিন্! হে আকাশরূপ! হে মধুকৈটভসূদন! হে বৃহতাং বৃহৎ! অর্থাৎ আকাশাদিবর্দ্ধক! অথবা আকাশাদি হইতেও বৃহৎ পরিমাণ! হে অজ্ঞেয়! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বভয়দ! হে বরেণ্য! হে অনঘ! হে জীমূত! অর্থাৎ মেঘশ্যাম! অথবা জীবানন্দকর! হে অব্যয়! হে জগন্নির্ম্মাণকারিন্! হে আপ্যায়ন! অর্থাৎ জগদানন্দ! হে চৈতন্যাশ্রয়! হে নিষ্ক্রিয়! হে সপ্তশীর্ষ অর্থাৎ ভূ প্রভৃতি সপ্তলোক স্বরূপ! হে যজ্ঞেশ্বর! হে পুরাণপুরুষোত্তম!* হে ধ্রুব! অর্থাৎ নিত্য! হে অক্ষর! হে সুসূক্ষ্মেশ অর্থাৎ পরমাণুক্রিয়াদি হেতু! হে ভক্তবৎসল! হে পাবন! তুমি সকল দেবতাদিগের গতি, তুমি ব্রহ্মবাদীদিগের গতি এবং হে পুরুষোত্তম! তুমি তত্ত্বজ্ঞানীদিগের গতি, হে জগন্নাথ! তোমার আশ্রিত হইলাম। তুমি ধ্রুব, বাচস্পতি, প্রভু, সুব্রহ্মণ্য অর্থাৎ বেদ ব্রাহ্মণদিগের অদ্বিতীয় হিতকারী, অজেয় বসুষেণ, বসুপ্রদ এবং মহাযোগ বলযুক্ত, সর্ব্বব্যাপী আকাশ ও তোমার জঠরমধ্যে লুক্কায়িত, তুমিই তেজোরূপে চন্দ্রসূর্য্যাদিতে বিরাজ করিতেছ। তুমি বাসুদেব, মহাত্মা, পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত ও সুরাসুর গুরু; তুমি দেব, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমিই সর্ব্বভূতের একমাত্র অধীশ্বর; তুমি বিরাটমূর্ত্তি, চতুর্ভুজ এবং তুমি জগৎ কারণের অর্থাৎ পৃথিব্যাদি মহাভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা। হে ভগবন্! আমার নিকট আশ্রমাচার রহস্য এবং সংগ্রহসহ চতুর্ব্বর্গের সনাতন ধর্ম্ম সকল বল।" দেবাধিপতি বিষ্ণু এইরূপ কথিত হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীকে বলিলেন;—"হে পৃথিবী দেবি! যে সকল সাধুগণ তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, তাঁহাদিগের একমাত্র অবলম্বন, আশ্রমাচার রহস্য এবং সংগ্রহ সহিত চতুর্ব্বর্গের সনাতন ধর্ম্ম সকল শ্রবণ কর। হে বামোরু! এই কাঞ্চনময় শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন কর। আমি ধর্ম্ম বলিতেছি, সুখাসীন হইয়া তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।" তখন পৃথিবী সুখোপবিষ্ট হইয়া বিষ্ণু-কথিত ধর্ম্মসমুদয় শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারবর্ণ। তাহার মধ্যে আদি তিনবর্ণ—

* পুরাণপুরুষ আত্মা—তাহাদিগের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরমাত্মা।

দ্বিজাতি। তাহাদিগের গর্ভাধান হইতে শ্মশানকার্য্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হইয়া থাকে। চতুর্ব্বর্গের ধর্ম্ম যথা—ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা; ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রচর্চ্চা; বৈশ্যের পশুপালন; শূদ্রের দ্বিজাতি সেবা; এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যজন এবং অধ্যয়ন। চতুর্ব্বর্ণের জীবিকা যথা—ব্রাহ্মণের যাজন ও প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়ের রাজ্যপালন; বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, গোপোষণ, সুদ লওয়া ও ধান্যাদিবীজ রক্ষা; এবং শূদ্রের সকল শিল্পকার্য্য; আপৎকালে অর্থাৎ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট জীবিকাদ্বারা নির্ব্বাহ না হইলে পর, পরবৃত্তি অবলম্বন করিবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাজ্যপালন; ক্ষত্রিয় কৃষ্যাদি; তাহাতেও অভাব হইলে ব্রাহ্মণ, কৃষ্যাদি করিতে পারিবে ইত্যাদি। ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা, গুরু-সেবা, তীর্থপর্য্যটন, দয়া, ঋজুতা, লোভ-ত্যাগ, দেবব্রাহ্মণপূজা এবং অসূয়া পরিত্যাগ, এই কথাটী সামান্য অর্থাৎ বর্ণমাত্রেরই প্রতিপাল্য ধর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অথ রাজধর্ম্ম। প্রজাপালন, বর্ণ এবং আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপনা করা কর্ত্তব্য। রাজা, যাহা পশুগণের হিতকর, শস্যপূর্ণ ও বৈশ্য শূদ্র বহুল, সেই গিরি-নদী-বনরাজি-শোভিত-দেশ আশ্রয় করিবেন। এবং সেই দেশে মরুদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মহীদুর্গ, বারিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, গিরিদুর্গ, এই ষড়্‌বিধ দুর্গের যে কোন একটী অবলম্বন করিবেন। দুর্গাশ্রিত হইয়া অধীনস্থ গ্রামসমূহে এক একজন গ্রামাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন এবং দশ-গ্রামাধ্যক্ষ, শত-গ্রামাধ্যক্ষ এবং দেশাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। গ্রামাধ্যক্ষ, নিজাধিকৃত গ্রামের দোষ পরিহার করিতে যত্ন করিবে। অসমর্থ হইলে দশ গ্রামাধিপতির নিকটে দোষের কথা নিবেদন করিবে। তিনি তাহার প্রতিকারে অক্ষম হইলে, শত গ্রামাধ্যক্ষের নিকট, তিনিও অসমর্থ হইলে দেশাধ্যক্ষের নিকট নিবেদন করিবে। দেশাধ্যক্ষকে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া দোষোদ্ধার করিতে হইবেই। রাজা, খনি, মাশুল আদায়, পারাপার স্থল এবং হস্তী প্রসূ বন ভূমিতে বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করিবেন। ধর্ম্ম কার্য্যে ধর্ম্মিষ্ঠদিগকে, অর্থ কার্য্য কুশলদিগকে, যুদ্ধকার্য্য বীরগণকে, উগ্রকার্য্য উগ্রব্যক্তিগণকে ও স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণে ক্লীবদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তিনি প্রতি বৎসর প্রজাদিগের নিকট ধান্য হইতে ষষ্ঠ অংশ অর্থাৎ ছয়ভাগের এক ভাগ করস্বরূপে গ্রহণ করিবেন। পশু, হিরণ্য এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগের লভ্যাংশ হইতে শতকরা দুই ভাগ গ্রহণ করিবেন। মাংস, মধু, ঘৃত, ওষধি, গন্ধ, পুষ্প, ফল, মূল, দারু, পত্র, অজিন, মৃদ্ভাণ্ড, আমভাণ্ড এবং বৈদল অর্থাৎ বেণুনির্ম্মিত পাত্র হইতে ছয় ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণদিগের নিকট কর গ্রহণ করিবে না, কারণ তাঁহারা রাজাকে ধর্ম্মকর দিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা নিজে যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহার কিয়দংশ রাজা প্রাপ্ত হন।—রাজা সকল প্রজারই পাপপুণ্যের ছয় ভাগের একভাগ পাইয়া থাকেন (অতএব প্রজাগণ, যাহাতে পুণ্যকার্য্যে রত থাকে এবং পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকে, তাহা করা রাজার সম্পূর্ণ উচিত) স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্য হইতে তাহার যেরূপ মূল্য হইতে পারে, তদনুসারে দশভাগের একভাগ মাশুল গ্রহণ করিবেন (ইহা রপ্তানিমাশুল) পরদেশজাত পণ্যদ্রব্য হইতে তন্মূল্যের বিংশতি ভাগের এক ভাগ মাশুল লইবেন (ইহা আমদানি মাশুল) যে স্থানে মাশুল আদায় হয়, সে স্থান হইতে মাশুল না দিয়া পলায়ন করিলে তাহার সকল দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। শিল্পী, কারু এবং শূদ্রগণ প্রতি মাসে রাজার এক একটি কর্ম্ম করিয়া দিবে। স্বামী, অমাত্য, দুর্গ, কোশ, সৈন্য, রাষ্ট্র এবং মিত্র ইহার সমবেত নাম প্রকৃতি। যাহারা ইহাকে বা এই সকলের অন্যতমকে অপথে পরিচালিত করে বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে, তাহাদিগের বধ দণ্ড। স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রে চর রাখিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দর্শন

করিবেন সাধুব্যক্তির পূজা করিবেন। দুষ্টদিগের দণ্ড দিবেন। শত্রু, মিত্র উদাসীন অর্থাৎ যে শত্রুও নহে, মিত্রও নহে এবং মধ্যম অর্থাৎ যে শত্রুও হইতে পারে, মিত্রও হইতে পারে, এই চতুর্ব্বিধ রাজবর্গের প্রতি যথাযোগ্য এবং যথাকালে সাম, ভেদ, দান, দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায় প্রয়োগ করিবেন। সন্ধি, যুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ অপেক্ষা করিয়া অবস্থিতি, প্রবল রাজার আশ্রয় গ্রহণ এবং দ্বৈধীভাব অর্থাৎ প্রবল রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া শত্রুর সহিত সন্ধি বা যুদ্ধ করা এই ষড়্‌বিধ উপায়ের অন্যতম যে কোন একটি সময়ানুসারে অবলম্বন করিবেন। চৈত্র মাসে বা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। অথবা যে সময় শত্রুর বিপদ্ উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে যাত্রা করিবে।যুদ্ধাদি দ্বারা পরকীয় রাজ্যলাভ হইলে সেই দেশের পূর্ব্বাপর প্রচলিত ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিবেন না।

শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সর্ব্বতোভাবে স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিবেন। ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগের সমান আর ধর্ম্ম নাই। গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, বন্ধু, ধন, স্ত্রী, বা জীবন; এই সকল রক্ষা করিতে গিয়া কিংবা বর্ণ-সঙ্কর হওয়ার প্রতিবন্ধক হইতে গিয়া মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ করিবে। রাজা পরকীয় রাজ্য প্রাপ্তির পর সেই রাজ্যে পূর্ব্বরাজ-বংশীয় কোন ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিবেন, অর্থাৎ আপনার করদ রাজা করিবেন, রাজবংশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিবেন না। কিন্তু সেই রাজবংশ যদি ক্ষত্রিয় না হয়, তাহা হইলে উচ্ছেদ করিতে পারিবে। মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, স্ত্রীসংসর্গ এবং মদ্যাদি পানে আসক্ত হইবেন না। কটুভাষী এবং উগ্রদণ্ড হইবেন না, ধনাদি অপব্যয় করিবেন না। পৈতৃক রাজ্য বা জয়-লব্ধ রাজ্যের পূর্ব্বাগত তোরণ দ্বারের উচ্ছেদ করিবেন না। অপাত্রে ধনাদি অর্পণ করিবেন না। আকর হইতে উৎপন্ন দ্রব্য রাজারই গ্রাহ্য; নিধি অর্থাৎ অস্বানিক প্রোথিত ধন প্রাপ্ত হইলে অর্দ্ধভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া অপরার্দ্ধ ভাগ স্বীয় ধনাগারে প্রেরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ, নিধি প্রাপ্ত হইলে নিজেই সমস্ত অংশ লইতে পারিবেন। ক্ষত্রিয় ঐরূপ ধন পাইলে, রাজাকে চতুর্থাংশ অর্থাৎ চারভাগের এক ভাগ এবং ব্রাহ্মণকে অপর চতুর্থ অংশ অর্পণ করিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিবে। বৈশ্য, রাজাকে চতুর্থ অংশ ও ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধভাগ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে। শূদ্র, প্রাপ্ত নিধিকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া রাজাকে পাঁচ অংশ এবং ব্রাহ্মণকে পাঁচ অংশ দিবে; ও স্বয়ং দুই অংশ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, নিধি প্রাপ্ত হইয়া যদি অংশদান ভয়ে এই কথা অপ্রকাশ রাখে এবং ইহা প্রচার হয়, তাহা হইলে রাজা, ব্রাহ্মণদের অংশ ব্রাহ্মণদের দিয়া অপর সমস্ত অংশ কোশজাত করিবেন। ব্রাহ্মণেতর সমস্তবর্ণ, নিজনিহিত ধন উত্তোলন করিলেও তাহা হইতে রাজাকে দ্বাদশ ভাগের একভাগ দিবে। যে ব্যক্তি অন্যের নিহিত ধন "আত্মনিহিত" বলিয়া অযথা-গ্রহণের চেষ্টা করে, তাহার নিহিত ধনের সমপরিমাণ অর্থ দণ্ড হইবে।—বালক, অনাথ এবং স্ত্রীলোকের সম্পত্তি, রাজা, রক্ষা করিতে বাধ্য। যে বর্ণেরই ধন অপহৃত হউক না কেন, রাজা ঐ অপহৃত ধন চৌরদিগের নিকট প্রাপ্ত হইলে তৎসমস্তই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। আর যদি চৌরদিগের নিকট উহা প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে আপনার ধনাগার হইতে স্বত্বাধিকারীকে উপযুক্ত ধন দিবেন। শান্তি এবং স্বস্ত্যয়নদ্বারা দৈববিপত্তির উপশম করিবেন। যুদ্ধাদি দ্বারা শত্রুসৈন্যের আক্রম দূর করিবেন। বেদ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, সদ্বংশজাত, সম্পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন, তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিকে পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী করিবেন। বিশুদ্ধ, লোভশূন্য, অপ্রমত্ত এবং শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে যাবদীয় অর্থকার্য্য-সহায় অর্থাৎ মন্ত্রী করিবে। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত রাজা নিজেই ব্যবহার অর্থাৎ বিচারাদি পরিদর্শন করিবেন। অথবা উক্ত কার্য্যে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবেন। যাহারা সদ্বংশসম্ভূত ও সংস্কারশোধিত নিয়মী-ও শত্রুমিত্রে-সমদর্শী এবং কার্য্যপ্রার্থীগণ, যাহাদিগকে কাম বা ক্রোধ

উদ্রিক্ত করিয়া অথবা ভয় কিংবা লোভ প্রদর্শন করিয়া নিজের আয়ত্ত করিতে না পারে, রাজা, এইরূপ লোকদিগকে সভাসদ্ করিবেন। রাজা সকল কার্য্যই দৈবজ্ঞদিগের মতানুসারে করিবেন। দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা পূজা করিবেন। বৃদ্ধসেবী এবং যাগশীল হইবেন। ইহাঁর অধিকারে ব্রাহ্মণ, অথবা অন্য কোন সৎকর্ম্ম-নিরত ব্যক্তি যেন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া না থাকে। ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিবে। যাহাদিগকে দান করিবে, দান-বিবরণসহ তাহাদিগের পিত্রাদি তিন পুরুষের নাম, তাহাদিগের নাম, নিজ পিত্রাদি তিন পুরুষের নাম, নিজের নাম, ভূমির পরিমাণ এবং সীমা নির্দ্দেশ অর্থাৎ চৌহদ্দী,—স্থায়ীবস্ত্র বা তাম্রফলকে লিখিয়া তাহাতে আপনার মুদ্রা (মোহর) চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দিবেন। এই সকল করিবার প্রয়োজন এই, পরবর্ত্তী রাজা এই সকল নিদর্শন দেখিলে, প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। পরদত্ত ভূমি অপহরণ করিবেন না। ব্রাহ্মণদিগকে সকল প্রকার ধন দান করিবেন। সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষা করিবেন। প্রিয়দর্শন এবং প্রসন্ন দৃষ্টি হইবেন। রাজার বিষনাশক এবং রোগনাশক নানাবিধ মন্ত্র জানা আবশ্যক। রাজা কোন দ্রব্য পরীক্ষা না করিয়া আত্মভোগের উপযোগী করিবেন না। সকল সময়ই ঈষৎহাস্য করিয়া কথা বহিবেন। বধ্য ব্যক্তির প্রতিও রূঢ়ব্যবহার করিবেন না।* দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে অপরাধানুরূপ দণ্ড করিবেন, লঘু গুরু করিবেন না। দণ্ডপ্রণয়ন (অর্থাৎ যে সকল পাপের দণ্ড ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, কিংবা জাতি বয়ঃ প্রভৃতি বিবেচনায় দণ্ড তারতম্য হইতে পারে; সেই সকল স্থলে বুদ্ধিমতে দণ্ড স্থির করা) উপযুক্তরূপ করিবেন। দ্বিতীয় অপরাধ কাহারও ক্ষমা করিবেন না। যে স্বধর্ম্ম পালন করে, সে ব্যক্তি রাজার নিকট দণ্ড না পাইয়া কোন মতে অব্যাহতি পাইবে না। যে রাজ্যে শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র দণ্ড অপ্রতিহত হইয়া প্রচারিত থাকে, রাজা সুবিজ্ঞ হইলে সেখানে প্রজাগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিজরাজ্যে উপযুক্ত দণ্ড দিবেন এবং শত্রুদিগের উপর (শত্রু যতক্ষণ ক্ষমতাপন্ন থাকে ততক্ষণ) কঠোর দণ্ড দান করিবেন। মিত্রের প্রতি সরল ব্যবহার করিবেন এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন। এইরূপ স্বভাবের রাজা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিলেও তাঁহার যশঃ জলপতিত তৈলবিন্দুর ন্যায় জগতে বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। যে রাজা প্রজার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুখী হন, তিনি ইহকালে যশোলাভ করিয়া পরকালে স্বর্গলাভ করেন।

ইতি তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

গবাক্ষনির্গত সূর্য্যকিরণে যে ধূলিকণা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার নাম ত্রসরেণু। আট ত্রসরেণু—এক লিক্ষা। তিন লিক্ষা—এক রাজসর্ষপ। তিন রাজসর্ষপে—এক গৌর সর্ষপ। ছয় গৌর সর্ষপে—এক যব। তিন যবে—এক কৃষ্ণল। পাঁচ কৃষ্ণলে—এক মাষ। বার মাষে—এক অক্ষার্দ্ধ। এক অক্ষার্দ্ধে এবং চার মাষ অর্থাৎ ষোল মাষে—এক সুবর্ণ।* চার সুবর্ণে—এক নিষ্ক†। সমপরিমাণ দুই কৃষ্ণলে—এক রূপ্যমাষক। ষোড়শ রূপ্য মাষকে—এক ধরণ‡। এক কর্ষতাম্রের নাম কার্ষাপণ (অথবা পণ)§ সার্দ্ধ দ্বিশত পণের নাম প্রথম সাহস; পঞ্চশত পণের নাম মধ্যম সাহস এবং সহস্র পণের নাম উত্তম সাহস।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* তাৎপর্য্য এই যে, আইন বা পদ ঐ ব্যক্তিকে যে কোন দণ্ডে দণ্ডিত করুক না কেন, উক্ত আইনঅনুযায়ী বা পদস্থ ব্যক্তি তাহাতে দোষী নহেন; কিন্তু তাহার উপর মন্দ ব্যবহার, আইন বা পদের কার্য্য নহে; সুতরাং তাহাতে ঐ ব্যক্তিই দোষী।

* প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত স্বর্ণের মান কীর্ত্তিত হইল।

† চার সুবর্ণ স্বর্ণে—এক নিষ্ক; ইহা রজত এবং স্বর্ণময় দ্বিবিধই হইয়া থাকে। মিতাক্ষরাদির মতে ইহা রজত।

‡ এই পর্য্যন্ত রজতের মান নির্দ্দিষ্ট হইল।

§ ইহা তাম্রের পরিমাণ; সুবর্ণ, ধরণ, এবং কর্ষ, এই তিনটীই পরিমাণে সমান।

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ-ভিন্ন সকল বর্ণের মহাপাতকীই বধ্য। ব্রাহ্মণের দৈহিক দণ্ড নাই। তবে ব্রাহ্মণের দণ্ড এই যে, নিম্নলিখিত চিহ্নে অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।—চিহ্ন করিবার নিয়ম এই, যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা করিবে, তাহার ললাটদেশে মস্তক-শূন্য পুরুষ অঙ্কিত করিয়া দিবে। সুরাপানে সুরাচিহ্ন। চৌর্য্য করিলে কুকুর চরণ। গুরু-পত্নী-গমনে ভগাকার। অন্য কোন বধজনক কার্য্য করিলেও তাহার ধনাদি হরণ না করিয়া এবং দৈহিক দণ্ড না দিয়া (কেবল) রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে। যাহারা কূটশাসন (অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়া লোভাদি-বশতঃ অযথাশাসন) করে, (অথবা রাজদত্ত তাম্র-শাসনাদি জাল করার নাম কূটশাসন; যাহারা তাহা করে) যাহারা জাল দলিল প্রস্তুত করে, যাহারা বিষপান করিতে দেয়, গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দেয়, দস্যুবৃত্তি করে, স্ত্রীহত্যা, বা পুরুষ হত্যা করে, যাহারা দশকুম্ভাধিক ধান্য অপহরণ করে, যাহারা শতপলাধিক তুলাপরিচ্ছেদ্য সুবর্ণরজতাদি হরণ করে, যাহারা রাজবংশে উৎপন্ন না হইয়াও রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করে, যাহারা সেতু ভাঙ্গিয়া দেয়, যাহারা অসামর্থ্য ব্যতীত দস্যুদিগের স্থান ও আহার প্রদান করে, (অর্থাৎ রাজা যদি দস্যু নিবারণে অসমর্থ হন, তাহা হইলে যাহারা অন্য দস্যুর নিবারণার্থ কোন দস্যুকে বশীভূত করিতে স্থান ও আহার প্রদান করে, তাহারা এস্থানে গ্রাহ্য নহে) যে স্ত্রী স্বামীর বাধ্য নহে; এবং যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, রাজা তাহাদিগকে বধ করিবেন। নিকৃষ্ট জাতি যে অঙ্গদ্বারা উৎকৃষ্ট জাতির অপরাধ করিবে, তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন। একাসনে বসিলে, তাহার কটিতে দাগ দিয়া নির্ব্বাসিত করিবেন। থুথু দিলে ওষ্ঠাধর ছেদন করিয়া দিবেন। বাতকর্ম্ম করিয়া দিলে মলদ্বার ছেদন করিয়া দিবেন। গালাগালি দিলে জিহ্বা ছেদন করিয়া দিবেন। দর্প সহকারে ধর্ম্মোপদেশ করিতে থাকিলে রাজা তাহার মুখে তপ্ততৈল ফেলিয়া দিবেন। দ্রোহপূর্ব্বক নাম বা জাতি উচ্চারণ করিলে তাহার মুখে দশ অঙ্গুলি পরিমিত শঙ্কু পুতিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রাধ্যয়ন স্বীয়দেশ, স্বীয়-জাতি এবং স্বীয় কর্ম্ম অন্য প্রকারে বলে। (অর্থাৎ এই সকল বিষয় যথার্থ না বলিয়া মিথ্যা বলে) তাহার দুইশত পণদণ্ড হইবে। যাহারা প্রকৃত কাণ, খঞ্জাদি (অর্থাৎ বিকৃতাঙ্গ), তাহাদিগকে তাহা (অর্থাৎ কাণ খঞ্জাদি) বলিয়া গালিদিলে দুইকার্ষাপণ দণ্ড। গুরুজনকে রূঢ় কথা বলিলে বা নিন্দা করিলে শত কার্ষাপণ দণ্ড। অপরের পাতিত্যঘটিত নিন্দা বা তিরস্কার করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। ("ঐ ব্যক্তি সুরাপান করিয়াছে" বা "যা যা সুরাপায়ী"! এইরূপ নিন্দা বা তিরস্কার পাতিত্য ঘটিত)। উপ-পাতক-ঘটিত তিরস্কার নিন্দাদি করিলে মধ্যম-সাহস দণ্ড। ত্রৈবিদ্যবৃন্দের (অর্থাৎ বেদ ত্রয়াভিজ্ঞ) জাতির, (ব্রাহ্মণাদির) কিংবা পূগের (অর্থাৎ সম্প্রদায়ের) তিরস্কার নিন্দাদি করিলেও (ঐ দণ্ড) গ্রাম কি, দেশের নিন্দা করিলে (অর্থাৎ হাজার হউক ঐ গ্রামে কি ঐ দেশে নিবাস ত তার আর কত ভাল হইবে ইত্যাদি রূপে তিরস্কার বা নিন্দা করিলে) প্রথম সাহস দণ্ড। অশ্লীল কথা বলিয়া গালি দিলে বা নিন্দা করিলে শত কার্ষাপণ, মাতৃ উচ্চারণ পূর্ব্বক (উহা করিলে) উত্তম সাহস ও সবর্ণকে গালিদিলে দ্বাদশপণ দণ্ড। হীন বর্ণকে গালি দিলে ছয়পণ দণ্ড। যথাকালে (অর্থাৎ গালাগালি দিবার কারণসত্ত্বে) উত্তমবর্ণ বা সবর্ণকে গালাগালি দিলে তৎপ্রমাণ অর্থাৎ ছয়পণ দণ্ড অথবা তিন কার্ষাপণ দণ্ড হইবে, (যে গালাগালি দিবে, তাহার গুণ অগুণ ভেদে দ্বিবিধ দণ্ড উক্ত হইল) শুক্ত বাক্য বলিলে (অর্থাৎ শ্লেষসহ-কারে গালি দিলেও) এইরূপ দণ্ড। সবর্ণা-গমনে পরদারগামীর উত্তম সাহস দণ্ড, হীন বর্ণাগমনে ও গোগমনে মধ্যম সাহস দণ্ড, অন্ত্যা (অর্থাৎ চণ্ডালী প্রভৃতি) গমনে বধদণ্ড। পশুগমনে শত কার্ষাপণ দণ্ড। দোষো-ল্লেখ না করিয়া দোষযুক্ত কন্যা দান করিলে

(তাহারও এই দণ্ড) এবং তাহাকেই ঐ প্রদত্ত কন্যার ভরণপোষণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ অদুষ্ট কন্যাকে দুষ্ট বলিলে তাহা উত্তম সাহস দণ্ড। গর্হিত মাংস বিক্রেতাকে এবং হস্তী, অশ্ব বা উষ্ট্রকে যে হত্যা করে তাহাকে এক-কর-পাদ করিবেন অর্থাৎ তাঁহার এক হস্ত ও এক পদ ছেদন করিয়া দিবেন। গো-প্রভৃতি-গ্রাম্য-পশু-ঘাতীর শতকার্ষাপণ দণ্ড এবং পশুঘাতী পশুস্বামীকে হত পশুর মূল্য দিবে। মহিষাদি আরণ্য পশু হত্যা করিলে পঞ্চাশৎ কার্ষাপণ দণ্ড। পক্ষিঘাতী, ও মৎস্যঘাতীর দশকার্ষাপণ দণ্ড। কীট-হত্যাকারীর এককার্ষাপণ দণ্ড। ফলোপগম (অর্থাৎ আম্রপনসাদি) বৃক্ষচ্ছেদন করিলে উত্তমসাহস দণ্ড। পুষ্পোপগম (অর্থাৎ চম্পকাদি) বৃক্ষচ্ছেদন করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, বল্লী (গুড়চী প্রভৃতি বীরুধ,) মালতী প্রভৃতি গুল্ম, মাধবী প্রভৃতি লতা ছেদনে শতকার্ষাপণ দণ্ড। তৃণ ছেদন করিলে এককার্ষাপণ (আম্রপনসাদি বৃক্ষচ্ছেদী হইতে তৃণচ্ছেদী পর্য্যন্ত) সকলেই তত্তদ্বস্তুর অধিকারীকে তাহার উৎপত্তি (অর্থাৎ উপস্বত্ব কিংবা আর একটা প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় তাহা) প্রদান করিবে। প্রহারার্থ হস্ত উদ্যত করিলে দশকার্ষাপণ, চরণ উদ্যত করিলে বিংশতি কার্ষাপণ, দণ্ডকাষ্ঠ উদ্যত করিলে প্রথম সাহস, প্রস্তর উদ্যত করিলে মধ্যম সাহস এবং শস্ত্র উদ্যত করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। পাদ, কেশ বস্ত্র কিংবা হস্তগ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে দশপণ দণ্ড, বিনা রক্তপাতে দুঃখ উৎপাদন করিলে অর্থাৎ আহত ব্যক্তির রক্তপাত না হইলে দ্বাত্রিংশৎপণ দণ্ড, আর শোণিতোৎপাদক আঘাতে চতুঃষষ্টিপণ দণ্ড। হস্ত, পাদ, কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে এবং কর্ণ, নাসিকা ছেদনে মধ্যম সাহস, যাহাতে গমনাদি চেষ্টা, ভোজন, বা কথা কওয়া বন্ধ হয়, এরূপ প্রহার করিলেও (মধ্যম সাহস দণ্ড) নেত্র, কন্ধরা বাহু, সক্থি এবং স্কন্ধভঙ্গে উত্তম সাহস দণ্ড। উভয় নেত্রভেদী ব্যক্তিকে, রাজা যাবজ্জীবন বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন না; অথবা উভয় নেত্র রহিত করিয়া দিবেন, বহুব্যক্তি মিলিত হইয়া এক ব্যক্তিকে প্রহার করিলে, প্রহর্তৃগণের প্রত্যেকেরই, কথিত দণ্ডের দ্বিগুণদণ্ড হইবে (এই সমস্ত সজাতি বিষয়ে জানিবে) যে সকল ব্যক্তি প্রহারার্ত্তের কাতর আহ্বানেও (তাহার পরিত্রাণার্থ) সেইদিকে গমন না করে এবং তৎসমীপবর্ত্তী যে সকল ব্যক্তি (তাহাকে উদ্ধার না করিয়া) সে স্থান হইতে সরিয়া পড়ে, তাহাদিগের প্রত্যেকেরও দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পুরুষ পীড়াপ্রদ সকলেই আহতের ব্রণরোপণাদি ব্যয় দিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ৪২ পত্র ২২১ শ্লোক হইতে ২৬ শ্লোকের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।) যাহারা গ্রাম্য-পশুকে আঘাত করে, তাহারা ও উহাদিগের ব্রণ বিরোপণের ব্যয় দিবে। গো, অশ্ব, উষ্ট্র বা হস্তী অপহরণ করিলে রাজা তাহাকে এক-কর-পাদ করিয়া দিবেন। (অর্থাৎ এক হস্ত ও এক পদ ছেদন করিয়া দিবেন)। অজাহরণ করিলে এক-হস্ত করিয়া দিবেন। ধান্য-পহারীর (অপহৃত ধান্যাপেক্ষা) একাদশ গুণ দণ্ড। অন্য শস্যাপহারীরও ঐ দণ্ড। পঞ্চাশৎ পলাধিক স্বর্ণ, রজত বা উত্তম সংখ্যক পঞ্চাশৎ বস্ত্র অপহরণ করিলে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদন করিয়া দিবেন। তন্ন্যূন সুবর্ণাদির তাহার হরণে একাদশগুণ অর্থ দণ্ড; সূত্র, কার্পাস, গোময়, গুড়, দধি, দুগ্ধ, তক্র তৃণ, লবণ, মৃত্তিকা, ভস্ম, পক্ষী, মৎস্য, ঘৃত, তৈল, মাংস, মধু, বৈদল (অর্থাৎ সূক্ষ্ম বংশখণ্ড নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ), বংশ, মৃণ্ময় পাত্র, অথবা লৌহভাণ্ড হরণ করিলে তত্তদ্দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা তিনগুণ অর্থ দণ্ড। পকান্ন হরণেও তন্মূল্যাপেক্ষা তিনগুণ অর্থদণ্ড। পুষ্প, হরিত (চণক গুচ্ছাদি), গুল্ম, বল্লী, লতা ও পত্র হরণে পঞ্চকৃষ্ণল অর্থ দণ্ড। শাক, মূল ও ফল হরণেও (পঞ্চকৃষ্ণল অর্থ দণ্ড)। রত্নাপহারীর উত্তম সাহস দণ্ড। যে সকল দ্রব্যের নাম উল্লেখ হইল না, তাহা হরণ করিলে হৃত বস্তুর মূল্য-সম অর্থ দণ্ড। যাহাতে চোরেরা অপহৃত বস্তুসকল প্রকৃত ধনাধিকারীকে দেয়, রাজা তাহা করিবেন। অনন্তর উক্ত দণ্ড প্রযুক্ত হইবে। যাহাদিগকে পথ দেওয়া উচিত, তাহাদিগকে পথ না দিলে পঞ্চ-

বিংশতি কার্ষাপণ দণ্ড। যাহাকে আসন দেওয়া উচিত, তাহাকে আসন না দিলে ও পূজার্হ ব্যক্তিকে পূজা না করিলে, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অপরকে নিমন্ত্রণ করিলে এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন না করাইলেও (ঐরূপ দণ্ড)। যে ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া "আচ্ছা" বলে (অর্থাৎ স্বীকার করে) অথচ ভোজন করে না, সে সুবর্ণ মাষক অর্থদণ্ড এবং নিমন্ত্রয়িতাকে দ্বিগুণ অন্ন দিবে (অর্থাৎ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া তথায় আহার না করিলে উক্ত দণ্ড হইবে)। অভক্ষ্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে ষোড়শ সুবর্ণ অর্থদণ্ড (অর্থাৎ ভোক্তা ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে তাহাকে সামান্য অভক্ষ্য ভোজন করাইলে, উক্ত দণ্ড); জাতিনাশক অভক্ষ্য গোমাংসাদি দ্বারা দূষিত করিলে, শত সুবর্ণ অর্থ দণ্ড; আর সুরা দ্বারা দূষিত করিলে বধদণ্ড। ক্ষত্রিয়কে দূষিত করিলে, অর্দ্ধ দণ্ড (অর্থাৎ যে দ্রব্যে ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে, যে দণ্ড বিহিত হইয়াছে, সেই দ্রব্যে ক্ষত্রিয়কে দূষিত করিলে সেই দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে) বৈশ্যকে দূষিত করিলে, ক্ষত্রিয় দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। শূদ্রকে দূষিত করিলে প্রথম সাহস অর্থদণ্ড হইবে। অস্পৃশ্যজাতি (অর্থাৎ চাণ্ডালাদি), জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে বধ্য হইবে। রজঃস্বলা ঐরূপ করিলে, তাহাকে শিফা (বৃক্ষশাখা) দ্বারা তাড়না করিবে। যে ব্যক্তি পথ, উদ্যান এবং জল সমীপে অশুচি প্রক্ষেপ করে, অর্থাৎ মূত্র বিষ্ঠাত্যাগাদি করে, তাহার শতপণ দণ্ড। এবং সেই অশুচি বস্তু—পরিষ্কার করিয়া দিবে। গৃহ, ভূমি, কিংবা দেওয়াল ভেদ করিলে মধ্যম সাহসদণ্ড। পরকীয় গৃহে পীড়াকর দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে শতপণ দণ্ড। যে সাধারণ বস্তু অপলাপ করে, যে ব্যক্তি, প্রেরিত বস্তু প্রদান না করে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের জন্য-প্রেরিত বস্তু আত্মসাৎ করে, তাহারও ঐ দণ্ড) পিতা, পুত্র, আচার্য্য, (শিষ্য) যজমান, ঋত্বিক্ -পতিত না হইলে ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কেহ কাহাকেও যদি পরিত্যাগ করে তবে (তাহারও ঐ দণ্ড) এবং (যে পরিত্যক্ত হইয়াছে) তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিবে। (কিন্তু পতিত পিতাকে পুত্র, পতিত পুত্রকে পিতা, ত্যাগ করিতে পারিবে ইত্যাদি) যে ব্যক্তি দৈব পিত্র্যকার্য্যে শূদ্র প্রব্রাজিত (অর্থাৎ দিগম্বরাদিকে) ভোজন করায়, যে আপনার অযোগ্য কার্য্য করে, (যথা শূদ্রের বেদাধ্যয়ন), যে চাবিবদ্ধ গৃহ (গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে) উদ্ঘাটিত করে, যে ব্যক্তি বিনা আদেশে শপথ করে, আর যে ক্ষুদ্র পশুর পুংস্ত্ব বিনষ্ট করে, (তাহারও ঐ দণ্ড) পিতাপুত্র বিরোধে যাহারা সাক্ষী থাকে, তাহাদিগের দশপণ দণ্ড। আর যে ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিবে (অর্থাৎ সপণ বিবাদে প্রতিভূ হয়, অথবা কলহ বাধাইয়া দেয়) তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। যে তুলাদণ্ড বা দ্রোণ প্রস্থাদিমান বস্তু,—কূট, (অর্থাৎ ন্যূনাধিক) করে, তাহার; যে ব্যক্তি অকূট ঐ সকল দ্রব্যকে কূট বলে, তাহার; যে নকল জিনিস বিক্রয় করে, তাহার; যে সকল বণিক দেশান্তরাগত পণ্য অল্পমূল্যে লইবার জন্য অবরুদ্ধ করে, অথবা দেশান্তরাগত পণ্য একমূল্যে গ্রহণ করিয়া তদপেক্ষা বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগের প্রত্যেকের উত্তম সাহস-দণ্ড। যে বণিক মূল্য গ্রহণ করিয়া ক্রেতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাকে বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ না করে সে, ক্রেতাকে তাহা বৃদ্ধিসমেত প্রদান করিতে বাধ্য (যাজ্ঞবল্ক্য ৪৪ পত্র ২৫৯ শ্লোক)। এবং রাজা, ইহার শতপণ দণ্ড করিবেন। (বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলেও) ক্রেতা ক্রীতদ্রব্য গ্রহণ না করিলে এবং (দেবোপদ্রব্যাদি বশতঃ) সেই দ্রব্য বিনষ্ট হইলে, সে ক্ষতি ক্রেতারই হইবে। রাজ-নিষিদ্ধ-দ্রব্য বিক্রয় করিতে বসিলে তাহার নিকট হইতে ঐ দ্রব্য কাড়িয়া লইবে। নৌশুল্কগ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি স্থলজশুল্ক গ্রহণ করিলে দশপণ দণ্ড হইবে। ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ, যতি, গর্ভবতী এবং তীর্থযাত্রীদিগের নিকট নৌশুল্ক গ্রহণ করিলে নাবিক-শুল্কাধিকারে নিযুক্ত ব্যক্তির (ঐ দণ্ড হইবে) এবং গৃহীত শুল্ক তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে। দ্যূতক্রীড়ায় যাহারা কূটাক্ষ-দেবী (এমন পাশা নির্ম্মাণ

করা যায় যাহাতে দান পড়িবেই। সাধারণ ক্রীড়াস্থলে হস্তলাঘবে ক্রীড়োপকরণ পাশার পরিবর্ত্তে ঐ পাশাতে দান পড়াইয়া ক্রীড়া করিলে তাহাদিগকে কূটাক্ষ দেবী বলা যায়) তাহাদিগের করচ্ছেদ দণ্ড। যাহারা মন্ত্রৌষধাদির সাহায্যে অক্ষক্রীড়া করে (অর্থাৎ ঐ সকল বস্তুর প্রভাবে অপরের চক্ষুতে ধূলি প্রদান করিয়া অক্ষক্রীড়া করে) তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ তাহাদিগের দণ্ড। যাহারা গ্রন্থিভেদক (অর্থাৎ গাঁটকাটা) তাহাদিগের করচ্ছেদ দণ্ড। পশুগণ, দিবসে বৃকাদিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তদবস্থায় পালক, রক্ষার্থে না আসিলে পালকের দোষ। পালক, বিনষ্ট পশুর মূল্য স্বামিকে দিবে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত, (পালক) গাভী প্রভৃতি দোহন করিলে পঞ্চবিংশতি কার্ষাপণ (তাহার) দণ্ড। মহিষী যদি শস্যনাশ (ভক্ষণ) করে, তাহা হইলে তৎপালকের আটমাষা অর্থ দণ্ড। পালক না থাকিলে তৎস্বামীর (ঐ দণ্ড হইবে) অশ্ব, উষ্ট্র, ও গর্দ্দভের (পক্ষেও এই নিয়ম) গো হইলে অর্দ্ধ দণ্ড (চারমাষা দণ্ড) ছাগ বা মেষ হইলে তদর্দ্ধ (দুইমাষা) দণ্ড। আর ঐ সকল পশু শস্যভক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট থাকিলে (অর্থাৎ শস্য ভক্ষণ করিয়া স্বয়ং তাহা হইতে বিরত হইলে) দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। সর্ব্বত্রই শস্যাধিকারীকে বিনষ্ট শস্যমূল্য প্রদান করিতে হইবে। পথ ও গ্রামসমীপবর্ত্তী ক্ষেত্রে অথবা বিবীতের সমীপবর্ত্তি ক্ষেত্রে এবং অনাবৃত ক্ষেত্রে (শস্য ভোজন করিলে) অপরাধ হইবে না। অল্পকাল ভোজন করিলেও অপরাধ হইবে না। উৎকৃষ্ট বৃষ কিংবা সূতিকা (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৮ পত্র ১৬৮ শ্লোক দেখ) শস্য বিনষ্ট করিলে ও দোষ হইবে না। যে উত্তম বর্ণকে দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। যে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) ত্যাগ করে, সে রাজার দাস্য করিবে। ভাড়াটিয়া ভৃত্য, নির্দ্ধারিত কালপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে দাস্য পরিত্যাগ করিলে, সম্পূর্ণ মূল্য স্বামীকে দিবে, এবং রাজার নিকট শতপণ অর্থ দণ্ড দিবে। তাহার দোষে দৈবোপদ্রবব্যতীত যে সকল বস্তু বিনষ্ট হইবে, তাহাও স্বামীকে (গুণকার) দিবে। আর ভৃত্যের বিনাদোষে স্বামী যদি নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ না হইতে (ঐরূপ ভৃত্যকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে, সেই স্বামী ভৃত্যকে সমস্ত বেতন (অর্থাৎ সম্পূর্ণকালের নির্দ্ধারিতে মূল্য) এবং রাজাকে শতপণ দিতে বাধ্য। যে ব্যক্তি পাত্রের দোষ ব্যতীত, একের উদ্দেশে বাগ্দত্তা কন্যা অপরকে প্রদান করে, সে, চৌরবৎ দণ্ডনীয়। নির্দ্দোষপত্নী পরিত্যাগ করিলেও (ঐ দণ্ড)। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পরদ্রব্য ক্রয় করে (ঐ দ্রব্য চোরাই মালই হউক আর যাহাই হউক) তাহাকে সেই ব্যক্তির অর্থাৎ ক্রেতার দোষ নাই। তবে ঐ দ্রব্য-স্বামী তাহা পাইবে (অর্থাৎ একজন একজনের বস্তু অপহরণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে তৃতীয় ব্যক্তিকে বিক্রয় করিল, তাহার পর চোর ধরা পড়িলে ক্রেতা তৃতীয় ব্যক্তির কিছু হইবে না। যাহার জিনিশ সে পাইবে, ক্রেতা, বিক্রেতাচোরের নিকট টাকা ফেরত পাইবে)। যদি অপ্রকাশ্য ভাবে, হীনমূল্যে ক্রয় করে, তাহা হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই চৌরবৎ দণ্ড হইবে। গণদ্রব্য অর্থাৎ গ্রামাদি জনসমূহের সাধারণ দ্রব্য অপহরণ করিলে নির্ব্বাসন দণ্ড হইবে। যে তৎকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করে, (তাহারও ঐ দণ্ড)। যে ব্যক্তি গচ্ছিত বস্তু অপহরণ করে, রাজা, তাহার দ্বারা গচ্ছিত ধনের অধিকারীকে অর্থ বৃদ্ধিসমেত ঐ ধন দেওয়াইবেন, এবং তাহাকে চৌরবৎ শাসন করিবেন। যে ব্যক্তি অনিক্ষিপ্তকেও নিক্ষিপ্ত বলিবে; অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে গচ্ছিত না রাখিয়া, গচ্ছিত রাখিয়াছি বলিবে, তাহারও ঐ দণ্ড। যে ব্যক্তি সীমা ভেদ করে, অর্থাৎ সীমাচিহ্ন বিলুপ্ত করে, রাজা তাহাকে উত্তম সাহস দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া পুনর্ব্বার তদ্দ্বারা সীমাকে চিহ্নযুক্ত করিয়া লইবেন। (অমিশ্রভাবে) জাতিভ্রংশকর অভক্ষ্য (অর্থাৎ পলাণ্ডু লশুন প্রভৃতি) ভোজন করাইলে নির্ব্বাসন-দণ্ড হইবে, অভক্ষ্য এবং অবিক্রেয় বস্তু বিক্রয় করিলেও (ঐ দণ্ড)। দেব-প্রতিমা ভগ্ন করিলে, উত্তম সাহস দণ্ড। বৈদ্য, উত্তম পুরুষের অর্থাৎ রাজপুরুষের (আয়ুর্ব্বেদ না জানিয়া) মিথ্যা চিকিৎসা করিলে, উত্তম

সাহস দণ্ড। সাধারণ পুরুষের (ঐরূপ করিলে) মধ্যম সাহস দণ্ড; এবং পশু পক্ষী তির্য্যগ্‌যোনির (ঐ রূপ করিলে) প্রথম সাহস দণ্ড। দিবার জন্য অঙ্গীকৃত বস্তু না দিলে, রাজা, তাহা দেওয়াইয়া প্রথম সাহস দণ্ড করিবেন। রাজা কূটসাক্ষীদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইবেন। উৎকোচোপজীবী সভ্যদিগেরও (ঐ দণ্ড) অন্যাধিকৃত গোচর্ম্মমাত্রাধিক ভূমি, তাহার (অর্থাৎ অধিকারীর) নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্যকে যে প্রদান করে, সে বধ্য। আর তাহা হইতে ন্যূন হইলে ষোড়শ সুবর্ণ অর্থ দণ্ড হইবে। (সর্ব্বত্রই ভূমি পূর্ব্বাধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে)। যে ভূমির উৎপন্ন ফল একজন মনুষ্যের সংবৎসর ভোগ্য; অল্পই হউক আর অধিকই হউক, সেই ভূমিই গোচর্ম্মমাত্র। দুইজনের নিকট যে আধি নিক্ষেপ করা হইয়াছে (অর্থাৎ এক বস্তুই অগ্রপশ্চাৎ সময়ে বন্ধক দেওয়া হইয়াছে), সেই দুই ব্যক্তি যদি বিবাদ করে, এই বন্ধকী দ্রব্য আমার, উভয় পক্ষেই এইরূপ বলিয়া স্বত্ব স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়; তাহা হইলে বিনা বলাৎকারে যাহার ভোগে থাকে, তাহারই প্রকৃত। যদি সাগম ভোগ সহকারে সম্যক্‌রূপে দখলে থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ভোগ করিতেছে; সেই প্রাপ্ত হইবে, তাহা কদাচ অপহার্য্য নহে। (আগম শব্দের অর্থ ক্রয় প্রতিগ্রহাদি) যে দ্রব্য, পিতা, যথাবিধি ভোগের নিয়ম অনুসারে ভোগ করিয়াছে। তাহার মৃত্যুর পর ইহাকে (অর্থাৎ তৎ পুত্রকে) কিছু বলিতে পারিবে না, যেহেতু সেই দ্রব্য তাহার ভোগতঃ প্রাপ্ত। যে ভূমি যথাবিধি তিনপুরুষ ভোগদখল করিয়া আসিতেছে, লেখ্য (অর্থাৎ দলিল) না থাকিলেও চতুর্থ পুরুষ সেই ভূমি প্রাপ্ত হইবে। নখী, দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী, আততায়ী ও এতদ্ভিন্ন হস্তী অশ্ব বধ করিলে হন্তা দোষভাগী হইবে না। ইহাদিগকে হিংসার্থে উদ্যত দেখিলে অথচ উপায়ান্তর না থাকিলে বধ করা যাইতে পারে। গুরু, বালক, বৃদ্ধ কিংবা বহুশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণ (যেই কেন হউক্ না) আততায়ী হইয়া আসিলে তাহাকে বিচার না করিয়াই হত্যা করিবে। গোপন ভাবে হউক আর প্রকাশ্যভাবে হউক আততায়ি বধে হন্তার কোন দোষ হয় না। কেন না আততায়ীর দুষ্কার্যই হত্যাকারীর ক্রোধোদ্দীপক। খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত, (১) বিষপ্রয়োগে উদ্যত, (২) অগ্নি দানে (অর্থাৎ গৃহাদি দাহে) উদ্যত, (৩) শাপদানার্থ উদ্যত হস্ত, (৪) আথর্ব্বণিককার্য্য (অর্থাৎ অভিচার) দ্বারা মারিতে উদ্যত, (৫) রাজ সকাশে কুৎসাকারী—(অর্থাৎ যে অপরাধে বধ দণ্ড হয়, মিছামিছি রাজার নিকট সেই অপরাধ-ঘটিত নিন্দাকারী) (৬) এবং ভার্য্যাপহারী, (৭) এই সাতজনকে আততায়ী বলিয়া জানিবে। এতদ্ভিন্ন, কীর্ত্তিহারক (অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশিষ্ট অপবাদ দিয়া কীর্ত্তি নষ্ট করে)। ধনাপহারী এবং ধর্ম্ম-কার্য্য-বিনাশী ব্যক্তিদিগকেও পণ্ডিতেরা (অতিতায়ী) বলিয়াছেন। হে ধরণি! আমি তোমার নিকট সকল অপরাধেরই অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়া অতীব বিস্তীর্ণ দণ্ডবিধি বলিলাম। অন্য অপরাধে (অর্থাৎ যাহার দণ্ড উক্ত হয় নাই) জাতি, ধন ও বয়ঃক্রম দেখিয়া রাজা, ব্রাহ্মণদিগের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবেন। যে রাজনিযুক্ত দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে বিনাদণ্ডে মুক্তি প্রদান করে, তাহাকে এবং যে নরাধম অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড করে, তাহাকে দণ্ডনীয় (ও দণ্ডিত) ব্যক্তি অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড বহন করিতে হইবে। যাহার নগরে (অর্থাৎ রাজ্যে) চোর নাই, পরস্ত্রীগামী পুরুষ নাই, দুর্ব্বাক্যবাদী লোক নাই, স্তেয়াদি-সাহসিক বা দাঙ্গাবাজ লোক নাই, সেই রাজা ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উত্তমর্ণ যাবৎ ধন প্রদান করিবে তাবৎ ধন অধমর্ণের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে (ইহা আসল)। আর প্রতি মাসে বর্ণানুসারে (যথাক্রমে) প্রতিশতে দুইভাগ, তিন ভাগ, চার ভাগ এবং পাঁচ ভাগ (বৃদ্ধি) লইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২৮ পত্র ৩৮ শ্লোক দেখ)। অথবা

সকল বর্ণই নিজ নিজ অঙ্গীকৃত বৃদ্ধি প্রদান করিবে। (ঋণ গ্রহণের সময়) বৃদ্ধি বিষয়ে কোন কথা না থাকিলেও একবৎসর অতীত হইলে যথাবিহিত অর্থাৎ দুইভাগ তিনভাগ ইত্যাদি যথোক্ত, অথবা মধ্যস্থ কল্পিত বৃদ্ধি দিবে। আর বন্ধকী দ্রব্য উপভোগ করিতে থাকিলে বৃদ্ধি হইবে না। দৈবোপদ্রব, কি রাজোপদ্রব ব্যতীত অন্য কোন কারণে আধি-বিনাশ হইলে উত্তমর্ণ, অধমর্ণকে তাহা দিতে বাধ্য। যদি পরিত্যাগ করিবার কোন কথা না থাকে তাহা হইলে বৃদ্ধিশেষ প্রবিষ্ট হইলেও স্থাবর আধি পরিত্যাগ করিবে না। (অর্থাৎ আধিকৃত ক্ষেত্রাদির উৎপন্ন আয়ে উচিতমত সুদ পরিশোধ হইয়াও যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তথাপি উহা পরিত্যাগ করিবে না। আর যদি এমন কথা থাকে, যে সুদ পরিশোধের অবশিষ্ট অংশদ্বারা ঋণ পরিশোধও হইতে থাকিবে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর ঐ আধি পরিত্যাগ করিবে)। আর যে স্থাবর গৃহীত ধন-প্রবেশার্থ (অর্থাৎ সুদ পরিশোধ হইয়া ঋণমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এই জন্য) আধিরূপে প্রদত্ত হয়, তাহা গৃহীত ধন প্রবেশ হইলে (অর্থাৎ সমস্ত সুদ পরিশোধ হইয়া ঋণমাত্র অবশিষ্ট থাকেলে) প্রত্যর্পণ করিবে*। অধমর্ণ, গৃহীত ঋণ পরিশোধ দিতে যাইলে যদি তাহা উত্তমর্ণ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে পরে আর সুদ চলিবেনা। সুবর্ণের চরম বৃদ্ধি দ্বিগুণ; ধান্যের তিনগুণ; বস্ত্রের চারগুণ; রসের (অর্থাৎ ঘৃত তৈলাদির) আটগুণ; এবং স্ত্রী-পশুর বৎস পর্য্যন্ত। (যাজ্ঞবল্ক্যে ২৮ পত্র ৪০ শ্লোক দেখ)। কিণ্ব, কার্পাস, সূত্র, চর্ম্ম, আয়ুধ, ইষ্টক এবং অঙ্গারের অক্ষয় বৃদ্ধি (অর্থাৎ ইহাদিগের সুদ চিরকাল চলিবে)। অনুক্ত বস্তুর দ্বিগুণ বৃদ্ধি। দত্তঋণ যে কোনরূপে আদায় করিতে চেষ্টা করুক্না কেন (উত্তমর্ণকে) রাজা কিছু বলিবেন না। আর সাধ্যমান (অর্থাৎ আদায় করিবার অবস্থায় কোনরূপে পীড়িত) হইয়া অধমর্ণ যদি রাজার নিকট যায়, রাজা গৃহীত-ধনের সমপরিমাণ তাহার অর্থ দণ্ড করিবেন। আর উত্তমর্ণ যদি (কোন রূপে আদায় করিতে না পারিয়া) রাজার নিকট গমন করে, (অথবা অভিযোগ উপস্থিত করে) এবং ঋণ গ্রহণাদির বিষয় সপ্রমাণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে অধমর্ণ, কৃত-ঋণের দশমাংশের একাংশ রাজ সরকারে অর্থদণ্ড দিবে। (উত্তমর্ণকে ত পরিশোধ করিবেই)। এবং প্রাপ্ত-ধন উত্তমর্ণ ঐ ধনের বিংশতি ভাগের এক ভাগ রাজাকে দিবে। যে অধমর্ণ, সকল ঋণের অপলাপ করে, উত্তমর্ণ তৎসমস্তের মধ্যে কিয়দংশ সপ্রমাণ করিলে (উত্তমর্ণ-কথিত-সকল ঋণ পরিশোধ করিতে অধমর্ণ বাধ্য হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২৬ পত্র ২১ শ্লোক দেখ)। তাহা প্রমাণ কবিবার তিন রকম উপায়, লিখিত (অর্থাৎ দলিল) সাক্ষী ও শপথ করা। ঋণ গ্রহণ সসাক্ষিক হইলে ঋণ পরিশোধও সাক্ষি-সন্নিধানে করিবে। লিখিত প্রয়োজন সমাপ্ত হইলে ঐ লিখিত (দলিল) ছিঁড়িয়া ফেলিবে। (অর্থাৎ ঋণ দানার্থ কৃত দলিলের প্রয়োজন—তাহা আদায় হওয়া, সে কার্য্য সমাপ্ত হইলে দলিল নষ্ট করিবে)। অসম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ সময়ে উত্তমর্ণের নিকট লেখ্য (অর্থাৎ খতপত্র প্রভৃতি না থাকিলে উত্তমর্ণ, অধমর্ণকে নিজ লিখিত (একরারপত্র) প্রদান করিবে। ঋণগ্রাহী পরলোকগত, প্রব্রজিত, কিংবা নিরুদ্দেশ হইলে, তাহার পুত্র পৌত্র দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য; অতঃপর ইচ্ছা না করিলে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। সপুত্র ব্যক্তির, বা অপুত্র ব্যক্তির যে ধনাধিকারী হইবে সেই ঋণ পরিশোধ করিবে। নির্ধন অপুত্রক ব্যক্তির যে স্ত্রী গ্রহণ করিবে, সে ঋণ শোধ করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২৯ পত্র ৫২ শ্লোক দেখ) স্ত্রীলোকের পতি-পুত্র-কৃত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। স্ত্রীলোকের

* ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কোন কথা যদি না থাকে তবে অধিক আয়কর স্থাবর আধিও পরিত্যাগ করিবে না। এক্ষণে উক্ত হইতেছে যদি সুদ পরিষ্কারের পর উদ্বৃত্ত আয় দ্বারা মূলধন পরিশোধার্থ আধিপ্রদত্ত হয়। তবে ক্রমে মূল শোধ হইলে উহা প্রত্যর্পণ করিবে। কি রকম কথা থাকিলে স্থাবর, আধি প্রত্যর্পণ করিবে, ইহা জানাইবার জন্য এই অংশ উক্ত হইল। ইহা কোন পণ্ডিতের মত।

কৃত ঋণ স্বামী-পুত্র পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। পিতা, পুত্রকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। অবিভক্ত অবস্থায় পরিবার ভরণার্থ কৃত ঋণ, যে জীবিত থাকিবে সেই দিবে (যাজ্ঞবল্ক্য ২৯ পত্র ৪৬ শ্লোকে বিশেষ দেখ)। অবিভক্ত ভ্রাতৃগণের ধন হইতে পৈতৃক ঋণ পরিশোধ হইবে। আর ভ্রাতৃগণ বিভক্ত হইলে (উত্তরাধিকারাদি সূত্রে) স্বস্ব অধিকৃত পৈতৃক সম্পত্তি অনুসারে অংশ দিয়া পৈতৃক ঋণ শোধ করিবে। গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলূষ, রজক এবং ব্যাধ ইহাদিগের স্ত্রী যে ঋণ করিবে স্বামী তাহা পরিশোধ করিবে। বাক্ প্রতিপন্ন (অর্থাৎ যাহা পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে সেই) ঋণ, কুটুম্বী (অর্থাৎ পরিবারান্তর্গত যে কোন স্বীকারকারী ব্যক্তি) পরিশোধ করিতে বাধ্য। আর কুটুম্ব ভরণার্থে ঋণ (স্ত্রীলোকের কৃতই হউক আর যাহাই হউক) পরিবারের অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি পরিশোধ করিবে ইহা কোন কোন পণ্ডিতের মত। যে ব্যক্তি আগামী কল্য সমস্ত সমভাবে প্রদান করিব (অর্থাৎ সুদ দিব না, কেবল যাহা লইতেছি তাহাই দিব) এই বলিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ লোভবশতঃ তাহা পরিশোধ না করে, উত্তমর্ণ, পশ্চাৎ তাহার সুদ পাইতে পারিবে। দর্শনে, প্রত্যয়ে ও দানে প্রতিভূত্ব বিহিত আছে, কথা ঠিক না হইলে (রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ)। প্রথম দুই জনের অর্থাৎ দর্শন-প্রতিভূ এবং প্রত্যয়-প্রতিভূর দ্বারাই দেওয়াইবেন (আর দান-প্রতিভূ জীবিত না থাকিলে) তদীয় পুত্রাদি দ্বারাও দেওয়াইবেন (যাজ্ঞবল্ক্য ৩০ পত্র ৫৪। ৫৫ শ্লোক দেখ)। বহু প্রতিভূ হইলে যে, যেরূপ অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিবে, সে সেইরূপ প্রদান করিবে। আর অর্থের কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে ধনীর অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য হইবে (যাজ্ঞ...৩০ পত্র ৫৬ শ্লোক)। উত্তমর্ণোপপীড়িত অধমর্ণ-প্রতিভূ যে ধন প্রদান করিবে, অধমর্ণ, স্বীয় প্রতিভূকে, তাহার দ্বিগুণ ধন দিতে বাধ্য (ঐ ৫৭ শ্লোক দেখ)।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

আরম্ভ। লেখ্য অর্থাৎ দলিল ত্রিবিধ,—রাজসাক্ষিক সসাক্ষিক এবং অসাক্ষিক। রাজ বিচারালয়ে রাজ-নিযুক্ত কায়স্থ (অর্থাৎ মুহুরী) লিখিত, বিচারালয়াধ্যক্ষের হস্ত (অর্থাৎ পাঞ্জা) ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত লেখ্য—রাজসাক্ষিক। যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তির লিখিত সাক্ষিগণের হস্তচিহ্নিত লেখ্য সসাক্ষিক। আর স্বহস্ত লিখিত লেখ্য অসাক্ষিক। তাহা বলপূর্ব্বক সাধিত হইলে অপ্রমাণ (বলপূর্ব্বক সাধিত কি না তাহা অধমর্ণাদির কথায় জানা যাইবে)। আর ছলপূর্ব্বক কৃত সকল দলিলই (অপ্রমাণ)। দূষিত-কর্ম্ম-দুষ্ট (অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুষ্কার্য্য করায় দোষী বলিয়া পরিচিত—কূটসাক্ষী প্রভৃতি; অথবা দূষিত এবং কর্ম্মদুষ্ট, অতি বৃদ্ধাদি দূষিতের মধ্যেও কূটসাক্ষী প্রভৃতি কর্ম্মদুষ্টের মধ্যে গণ্য) সাক্ষীগণের অঙ্কিত (অর্থাৎ হস্তচিহ্নিত) লেখ্য সসাক্ষিক হইলেও (অপ্রমাণ)। এবং তাদৃশ ব্যক্তির লিখিতও (অপ্রমাণ)। স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত এবং তাড়িত ব্যক্তির কৃত অর্থাৎ এই প্রকার লোক যে দলিলের গ্রহীতা ও দাতার মধ্যে অন্যতর, তাহা অপ্রমাণ। দেশাচারের অবিরুদ্ধ সুস্পষ্ট হস্তচিহ্নে চিহ্নিত, অলুপ্ত-ক্রম-বর্ণ-মালা-যুক্ত সুযোগ্য-ব্যক্তির লেখ্যই প্রমাণ। তৎকৃত বর্ণ (অর্থাৎ তল্লিখিত পত্রাক্ষর) তৎকৃত-চিহ্ন (অর্থাৎ শ্রীকারাদি) তৎকৃত পত্রান্তর, ('হাঁ ইহাদিগের পরস্পরের এরূপ ব্যবহার এতাদৃশ সময়ে সম্ভবপর বটে ইত্যাদি) যুক্তি এবং লেখ্যস্থিত লিখন পরিপাটীর তুল্য লিখন পরিপাটী এতৎ সমস্ত দ্বারা সন্দিগ্ধ লেখ্য সপ্রমাণ করিবে। লেখক—কি অধমর্ণাদি—কি সাক্ষী, যদি বলে এ লেখা আমার নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের অক্ষরাদি দ্বারা লেখ্য সপ্রমাণ করিবে, যেখানে ঋণী, ধনী সাক্ষী, কিংবা লেখক মৃত হয়, সেখানে সেই লেখ্য তাহাদিগের স্বহস্ত চিহ্ন দ্বারা সপ্রমাণ করিবে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

অসাক্ষীর বিষয় আরম্ভ হইল।

রাজা, শ্রোত্রিয়, (অর্থাৎ ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সাঙ্গবেদাধ্যায়ী) প্রব্রজিত, ধূর্ত্ত, তস্কর, পরাধীন, স্ত্রীলোক, বালক, সাহসিক, (দস্যু প্রভৃতি) অতি বৃদ্ধ, সুরাদি সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশস্ত, পতিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ব্যসনান্বিত এবং অনুরাগান্ধ—ইহারা সাক্ষী হইবে না। শত্রু, মিত্র, অর্থসম্বন্ধী (অর্থাৎ অধমর্ণাদি) বিকর্ম্মা,—(অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ-কর্ম্মানুষ্ঠায়ী), দৃষ্টদোষ (অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহার কূটসাক্ষ্য ইত্যাদি দোষ প্রমাণ হইয়াছে) এবং সহায়—ইহারাও সাক্ষী হইবেনা। যে ব্যক্তি সাক্ষীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট না হইয়াও উপস্থিত হইয়া কিছু বলে, (সেও অসাক্ষী) এবং একজন লোকও অসাক্ষী। চৌর্য্য, সাহস (অর্থাৎ দস্যুতা প্রভৃতি) বাক্‌পারুষ্য (অর্থাৎ গালিগালাজ করা) দণ্ডপারুষ্য (অর্থাৎ আঘাতাদি) সংগ্রহণ (অর্থাৎ পরস্ত্রী হরণাদি) এ সকল বিষয়ে সাক্ষী পরীক্ষা করিবে না (অর্থাৎ রাজাদিকেও সাক্ষী হইতে হইবে)। অনন্তর সাক্ষীদিগের বিষয় উক্ত হইতেছে। সদ্বংশোৎপন্ন, সচ্চরিত্র, ধনবান্, যজ্ঞশীল, তপোনিষ্ঠ, পুত্রবান্, ধার্ম্মিক, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অধীতবেদ, সত্যবাদী এবং ত্রৈবিদ্য বৃদ্ধ, (তর্কশাস্ত্র, ঋগ্‌যজুঃ সামবেদ এবং কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি-বিষয়ক শাস্ত্র এই সমুদায়ে সবিশেষ পারদর্শী) ব্যক্তিরা (সাক্ষী হইবার উপযুক্ত।) কথিত গুণসম্পন্ন এবং বাদী প্রতিবাদী উভয়ের অনুমত এক ব্যক্তিও (সাক্ষী হইতে পারে।) বিবাদী দুই পক্ষের মধ্যে যাহার পূর্ব্ববাদ অর্থাৎ যে বাদী, তাহার সাক্ষীগণকে (প্রথমে) জিজ্ঞাসা করিবে। আর কার্য্যবশতঃ যেখানে পূর্ব্বপক্ষের হীনতা হয়, সেখানে, প্রতিবাদীর (সাক্ষীগণকেই জিজ্ঞাসা করিবে; যাজ্ঞবল্ক্য ২৭ পত্র ১৮ শ্লোক দেখ)। নির্দ্দিষ্ট সাক্ষী মৃত বা দেশান্তর-গত হইলে যাহারা তাহার বক্তব্য অবগত থাকিবে তাহারাই প্রমাণ (অর্থাৎ সাক্ষী স্থানীয়।) সাক্ষাৎ দর্শন বা সাক্ষাৎ শ্রবণ করিলে সাক্ষী হয় *সাক্ষীগণ সত্য দ্বারা পূত হ'ন। তবে যেখানে (সত্য বলিলে) ব্রহ্মচারীর বধ হয় সেখানে অনৃত দ্বারা পূত হ'ন। এইরূপ স্থলে দ্বিজাতি মিথ্যা-জনিত পাপক্ষালনার্থ কুষ্মাণ্ড মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে। আর শূদ্র একদিন উপবাসী থাকিয়া, দশটী গাভীকে গ্রাস দিবে। স্বভাবতঃ বিকৃতি, মুখের বিবর্ণতা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ দ্বারা কূট সাক্ষী বুঝিয়া লইবে। (যাজ্ঞ ২৬ পত্র ১৬ শ্লোক দেখ)। সাক্ষীদিগকে সূর্য্যোদয় হইলে আহ্বান করিয়া শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে। "বল" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে; "সত্য বল" এই বলিয়া ক্ষত্রিয়কে; গো বীজ সুবর্ণ দ্বারা (অর্থাৎ মিথ্যা বলিলে গো প্রভৃতি নিষ্ফল হইবে বলিয়া) বৈশ্যকে, এবং সকল মহাপাতক দ্বারা শূদ্রকে জিজ্ঞাসা করিবে। এবং নিম্নলিখিত কথা সাক্ষীদিগকে শুনাইবে, যে সকল স্থান মহাপাতকীগণের ও যে সকল স্থান উপপাতকীগণের (প্রাপ্য) কূট সাক্ষীদিগেরও সেইসকল স্থান। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে যত পুণ্য কৃত হইয়াছে ও হইবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাহা বিনষ্ট হয়। সত্যবলে সূর্য্যদেব আলোক দান করেন। সত্যবলে চন্দ্র শোভা পাইয়া থাকেন। সত্যবলে বায়ু বহন হয়। সত্যবলে, পৃথিবী, ধারণ করেন। সত্যবলে জল স্থিতি। সত্যবলে অগ্নি-স্থিতি। সত্যবলে আকাশ স্থিতি। সত্যবলে দেবগণ। সত্যবলেই যাগযজ্ঞ। সহস্র অশ্বমেধ এবং একটী সত্য, তুলাতে ধৃত হইলে সহস্র অশ্বমেধ হইতে সত্যই বিশিষ্ট (অর্থাৎ গুরু-ভার) হয়। যাহারা জানিয়াও সাক্ষ্য প্রদান কালে চুপ করিয়া থাকে, তাহাদিগের পাপ এবং রাজদণ্ড—কূটসাক্ষীদিগের তুল্য। এইরূপ, রাজা বর্ণানুক্রমে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবেন। যাহার সাক্ষীগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্য বলিবেন (অর্থাৎ যাহার প্রস্তাবিত বিষয় সাক্ষীদিগের সত্য-কথানুসারে সত্য বলিয়া

* গালাগালির দর্শন হয় না শ্রবণ হয়, এই জন্য দ্বিতীয় কল্পের উল্লেখ। ফলকথা দর্শন সম্ভব হইলে সাক্ষাৎ দর্শন, শ্রবণ সম্ভব হইলে সাক্ষাৎ শ্রবণ করিলে তবে সাক্ষী হইতে পারিবে।

প্রমাণ হইবে) সে জয়ী হইবে। আর যাহার সাক্ষীগণ বিপরীত-বাদী তাহার পরাজয় নিশ্চিত। রাজা, সাক্ষিদ্বৈধ হইলে অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের সাক্ষীগণই কূট সাক্ষী বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলে বহুত্ব গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ যে দিকে অধিক সাক্ষী সেই পক্ষের জয় হইবে। সমান হইলে উৎকৃষ্ট গুণ-সম্পন্ন সাক্ষীরাই গ্রাহ্য। সমান গুণসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণসাক্ষীগণই প্রমাণ। কূটসাক্ষী যে • যে বিবাদে মিথ্যা বলিবে; তত্তৎবিবাদঘটিত কার্য্য নিবৃত্ত হইবে অর্থাৎ সেইখানেই কার্য্য শেষ হইবে, আর কৃতকার্য্য ও অকৃতবৎ হইবে।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

অথ শপথ কার্য্য। রাজদ্রোহ এবং সাহস (অর্থাৎ দস্যুতাদি) কার্য্যে যথেচ্ছ (শপথ করাইবে)। গচ্ছিত রাখা এবং চৌর্য্যে, গচ্ছিত ও অপহৃত ধন প্রমাণে (শপথ)। সকল অর্থেই তাহার মূল্য সুবর্ণ কল্পনা করিয়া লইবে। অর্থাৎ সংশয়স্থলে শপথ বিধি, রাজদ্রোহাদি সন্দেহে যে কোন শপথ গচ্ছিত রাখা না রাখা এবং অপহরণ করা না করা সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে ঐ ধনের প্রমাণে নিম্ন লিখিত রীতিক্রমে শপথ হইবে; যে বস্তুঘটিত শপথ চলিবে তন্মূল্যমত সুবর্ণ হিসাব ধরিয়া শপথের বিধি যথা—) তাহাতে কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে শূদ্রের হস্তে দূর্ব্বা দিয়া শপথ করাইবে। দুই কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে তিল দিয়া; তিন কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে রজত দিয়া; চার কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে স্বর্ণ দিয়া; পাঁচ কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে, হস্তে লাঙ্গলা গ্রোদ্ধৃত মৃত্তিকা দিয়া শপথ করাইবে। সুবর্ণার্দ্ধের ন্যূন হইলে, শূদ্রকে কোশ প্রদান করিবে। (কোশ প্রদানের রীতি উল্লিখিত হইবে) তদূর্দ্ধ হইলে, পাত্রানুসারে তুলা, অগ্নি, জল ও বিষের অন্যতম দিব্য দিবে। (পূর্ব্বাপেক্ষা) দ্বিগুণ অর্থ হইলে বৈশ্যেরও শপথ কর্ত্তব্য। তিনগুণ হইলে ক্ষত্রিয়ের ও চার গুণ হইলে ব্রাহ্মণের (শপথ হইবে) আগামিকালে বিশ্বাস প্রতিপাদন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে কোশ প্রদান করিবে না। তবে কোস্থশানে ব্রাহ্মণকে লাঙ্গলাগ্রোদ্ধৃত মৃত্তিকা হস্তে দিয়াই শপথ করাইবে। পূর্ব্বে যাহার দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে, স্বল্প অর্থেও তাহাকে প্রধান দিব্য-গণেরই মধ্যে যে কোন একটী দিব্য করাইবে। সজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে সচ্চরিত্র বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিকে অধিক প্রয়োজনেও শপথ করাইবে না। অভিযোগকারী শীর্ষবর্ত্তন করিবে। (অর্থাৎ যদি এ ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন না হয় ত আমি দণ্ড গ্রহণ করিব এই স্বীকার করিবে) অভিযুক্ত ব্যক্তি শপথ করিবে। রাজদ্রোহ এবং দস্যুতা প্রভৃতি সাহসকার্য্যে শীর্ষবর্ত্তন ব্যতীতও (দিব্য করিতে হইবে)। স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ, বিকল, অসমর্থ এবং রোগীদিগকে তুলা দেওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ ইহাদিগের তুলা পরীক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা (তুলা) বায়ু বহিতে থাকিলে হইবে না। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, অসমর্থ এবং লৌহকারকে অগ্নি দিবে না অর্থাৎ ইহাদিগের অগ্নিপরীক্ষা হইবে না। শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে অগ্নি দিবে না। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, পিত্তপ্রকৃতি এবং ব্রাহ্মণকে বিষদান করিবে না অর্থাৎ ইহাদিগের বিষপরীক্ষা নিষিদ্ধ। বর্ষাকালেও (দিবে না)। কফরোগাক্রান্ত, ভীরু, শ্বাসকাসযুক্ত এবং জলজীবীকে (জালিকাদি) জল দিবে না, অর্থাৎ ইহাদিগের জলপরীক্ষা নিষিদ্ধ। হেমন্তকালে এবং শিশিরকালেও (দিবে না) নাস্তিকদিগকে কোন দিব্য দিবে না অর্থাৎ—ইহাদিগের কোন পরীক্ষা হইবে না। ব্যাধিমরকোপদ্রবযুক্ত দেশেও (কোন দিব্য দিবে না)। পূর্ব্বদিনে কৃতোপবাস, সবস্ত্র-স্নাত (অভিযুক্ত) ব্যক্তিকে সূর্য্যোদয়কালে আহ্বান করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিকটে দিব্য সকল করাইবে

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

অনন্তর তুলার বিষয় কথিত হইতেছে। (তুলা স্তম্ভ) চার হস্ত উচ্চ এবং দুই হাত বিস্তৃত; তাহাতে পাঁচ হাত আয়ত সারবৃক্ষ-নির্ম্মিত (দণ্ডের,) উভয় দিকে শিক্য (শিকা) থাকিবে তাহার নাম তুলা। স্বর্ণকার ও কাংস্যকারদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি, সেই তুলা ধারণ করিবে অর্থাৎ উন্নতি-অবনতি-হেতু-স্থান বিশেষ অবলম্বন করিবে। তাহার এক শিক্যে অভিযুক্ত পুরুষকে আর দ্বিতীয় শিক্যে প্রস্তর প্রভৃতি পরিমাণ দ্রব্য স্থাপন করিবে। পরিমাণ দ্রব্য ও পুরুষকে ঠিক সমভাবে ধারণ (অর্থাৎ সমান ওজন) ও সুচিহ্নিত করিয়া পুরুষকে নামাইবে। (পুরুষের বস্ত্রাভরণাদি ও পরিমাণ পাষাণাদি, ভ্রষ্ট হইলে যাহাতে জানা যায়; এইজন্য চিহ্নিত করা আবশ্যক। তুলা এবং তুলাধারীকে শপথ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে (অর্থাৎ প্রথম তুলাধারীকে দিব্য দিবে ও তুলাকে মন্ত্রপূত করিবে). যে সকল স্থান ব্রহ্মঘাতীদিগের (প্রাপ্য) বলিয়া স্মৃত হইয়াছে এবং যে সকল স্থান কূটসাক্ষী-দিগের (প্রাপ্য) মিথ্যাতুলাধারী তুলাধারকেরও সেই সকল স্থান। (ব্রহ্মঘাতী প্রভৃতি ব্যক্তি যে সকল নরক ভোগ করে, ঐ ব্যক্তিরও তাহাই ভোগ করিতে হয়)। ধটশব্দ ধর্ম্ম-বাচক এইজন্য তুমি "ধট" এই নামে অভিহিত হইয়াছ। হে ধট! যাহা মনুষ্যে জানে না, তাহা তুমিই জান; ব্যবহারস্থলে আরোপিত-কলঙ্ক এই মনুষ্য তোমাতে তুলিত হইতেছে। অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত। অনন্তর পুন-র্ব্বার সেই পুরুষকে শিক্যে আরোপিত করিবে। তুলিত হইয়া যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ পূর্ব্বে সমধৃত পরিমাণ পাষাণাদি অপেক্ষা গুরুভার হয়) তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ পবিত্র। শিক্যচ্ছেদ অক্ষভঙ্গাদি হইলে পুনর্ব্বার সেই মনুষ্যকে তুলিত করিবে, যাহা হইতে নির্দ্ধারণ হইতে পারে। এইরূপ নিঃসংশয় জ্ঞান হওয়া (আবশ্যক)।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

অগ্নি পরীক্ষার কথা কথিত হইতেছে। ষোড়শ অঙ্গুলি-পরিমিত ষোড়শ-অঙ্গুলি-অন্তর অন্তর সাতটী মণ্ডল করিবে। অনন্তর পূর্ব্ব-মুখ প্রসারিত বাহু অভিযুক্ত ব্যক্তির করদ্বয়ে সাতটী অশ্বত্থ পত্র দিবে। দুই হস্তের সহিত সেই সকল পত্র সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। তৎপরে, তাহাতে অর্থাৎ পত্রাচ্ছাদিত হস্ত-দ্বয়ে পঞ্চাশৎ পল পরিমিত, সমতল অগ্নিবর্ণ জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড স্থাপন করিবে। (অভি-যুক্ত ব্যক্তি) তাহা লইয়া সেই সকল মণ্ডলে নাতি শীঘ্র নাতি-বিলম্বিতভাবে পদক্ষেপ করত গমন করিবে। তৎ পশ্চাৎ সপ্তম মণ্ডল পার হইয়া (হস্তস্থিত) লৌহপিণ্ড ভূমিতে ফেলিয়া দিবে। যে ব্যক্তির দুই হাতের মধ্যে কোন স্থলেও দগ্ধ হয় তাহাকে অশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি সর্ব্বথা অদগ্ধ সেই ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ভয়ক্রমে (লৌহপিণ্ড) ফেলিয়া দেয়, অথবা যে ব্যক্তি দগ্ধ হইল কি না ঠিক করা যায় না, শপথ ক্রিয়ার অশুদ্ধি বশতঃ অর্থাৎ তাহা ঠিক না হওয়ায় তাহাকে পুনর্ব্বার লৌহপিণ্ড গ্রহণ করাইবে। অভিযুক্তব্যক্তি উভয় কর দ্বারা ব্রীহিমর্দ্দন করিলে তাহার উভয় করতল অগ্রেই (অর্থাৎ অশ্বত্থ পত্র দিবার পূর্ব্বেই) লক্ষ্য করিবে (কোন চিহ্ন আছে কি না দেখিবে)। অনন্তর মন্ত্রপাঠ করিয়া ইহার অর্থাৎ অভি-যুক্ত পুরুষের হস্তদ্বয়ে লৌহপিণ্ড স্থাপন কর্ত্তব্য: হে অগ্নি! তুমি সাক্ষীর ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। অতএব হে অগ্নি! যাহা মনুষ্যের অজ্ঞাত তাহা তুমিই অবগত আছ। ব্যবহারস্থলে আরোপিত-কলঙ্ক এই মনুষ্য, শুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জল পরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে। পঙ্ক, শৈবল, দুষ্ট-গ্রাহ, দুষ্ট-মৎস্য এবং জলৌকাদিবর্জ্জিত জলে (জল পরীক্ষা হয় যথা) তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি আনাভিমগ্ন, রাগদ্বেষশূন্য (অর্থাৎ অভিযুক্ত পুরুষের মিত্রও নহে শত্রুও নহে) অন্য এক পুরুষের জানুদ্বয় ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকার মন্ত্রপূত জলে প্রবেশ করিবে। ঠিক সেই সময়েই আর একজন পুরুষ অনতি আকর্ষিত ও অনতি-অনাকর্ষিত শরাসন দ্বারা শরক্ষেপ করিবে। অপর এক পুরুষ সেই পতিত শরকে সবেগে আনয়ন করিবে। এই কালের মধ্যে যাহাকে দেখা যাইবে না, অর্থাৎ যে অভিযুক্ত ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত জলমধ্যে অবগাঢ় থাকিবে, সে বিশুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত। অন্যথা—একাঙ্গ দর্শনেও অবিশুদ্ধ হইবে। হে জল! তুমি সাক্ষীর ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। অতএব হে জল! যাহা মনুষ্যের অজ্ঞাত তাহা তুমিই জান। ব্যবহার স্থলে আরোপিত কলঙ্ক এই মনুষ্য, তোমাতে নিমগ্ন হইতেছেন। অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিষ পরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে। হিমালয় সম্ভূত শার্ঙ্গ-বিষ ব্যতীত সকল বিষই অদেয়। সেই বিষের সাত যব ঘৃতাক্ত করিয়া অভিশস্ত ব্যক্তিদিগকে দিবে। যদি বিষ, বেগক্রম শূন্য হইয়া সুখে জীর্ণ হয়? তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ জানিয়া দিনান্তে বিদায় দিবে। হে বিষ! বিষত্ব এবং বিষমত্ব হেতু, সর্ব্বদেহীর নিকটেই তুমি ক্রূর। যাহা মনুষ্যের অজ্ঞাত তাহা তুমিই জান। ব্যবহারাভিশস্ত এই মনুষ্য শুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কোশ পরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে। দেবতার দিকে সম্মুখ করিয়া ইহা আমি করি নাই, বলিতে বলিতে উগ্রদেবতার (দুর্গা প্রভৃতির) পূজা করিয়া তদীয় স্নান জল হইতে তিন প্রসৃতি জল পান করিবে। দুই সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহের মধ্যে যাহার; রোগ, অগ্নি-উপদ্রব, জ্ঞাতিমরণ অথবা রাজভীতি হয়, দেখা যায়; তাহাকে অশুদ্ধ জানিবে, বিপর্য্যয়ে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। দিব্যে শুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন পুরুষকে ধার্ম্মিক রাজা সম্মানিত করিবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুত্র দ্বাদশবিধ হইয়া থাকে। স্বীয় রমণীর মধ্যে যথাবিধি সংস্কৃতাপত্নীতে আপনার উৎপাদিত পুত্র,—ঔরস (ইহা) প্রথম। নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে সপিণ্ড (সগোত্র, সবর্ণ) বা উত্তম বর্ণ পুরুষকর্তৃক উৎপাদিত পুত্র,—ক্ষেত্রজ (ইহা) দ্বিতীয়। পুত্রিকাপুত্র,—তৃতীয়। "ইহার যে পুত্র সে আমার পুত্র অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যকারী হইবে" এই বলিয়া পিতাকর্তৃক যে কন্যা প্রদত্তা হয় সে পুত্রিকা। আর উক্ত পুত্রিকা বিধিঅনুসারে অপ্রদত্তা (অথচ মনে মনে পুত্রিকা, বলিয়া স্থিরীকৃতা) ভ্রাতৃহীনা কন্যাও পুত্রিকা-পদবাচ্যাই হইবে। চতুর্থ পৌনর্ভব পুত্র। পুনঃ সংস্কৃতা (অর্থাৎ পাত্রান্তরের সহিত পরিণীতা) অক্ষত' (অর্থাৎ অনুপভুক্তা—বাগ্দত্তা),—পুনর্ভূ। এবং পরোপভুক্তা, পুনঃ সংস্কৃতা না হইলেও (অর্থাৎ একজনের সহিত বাগ্দান ও অপরের সহিত বিবাহ এরূপ না হইলেও কেবল পুরুষান্তরের সংসর্গদূষিত হইলেই) পুনর্ভূ হইবে। পঞ্চম—কানীন পুত্র যাহা কন্যাকালে পিতৃগৃহে উৎপাদিত হয়। যে ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে উক্ত পুত্র তাহারই হইবে। ষষ্ঠ গূঢ়োৎপন্ন পুত্র (স্বামীগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে (অর্থাৎ পুরুষান্তর দ্বারা) উৎপাদিত পুত্রকে গূঢ়োৎপন্ন কহে। যাহার পত্নীতে উৎপন্ন

হইবে ঐ পুত্র তাহার। সপ্তম সহোঢ় পুত্র। যে নারী গর্ভবতী থাকিয়া পরিণীতা হয়, তাহার (সেই গর্ভোদ্ভব) পুত্র—সহোঢ় ঐ পুত্র পাণিগ্রাহকের। অষ্টম দত্তক পুত্র। মাতাপিতা যাহাকে প্রদান করিয়াছে ঐ পুত্র তাহার। নবম ক্রীত পুত্র। যে ব্যক্তি ক্রয় করিবে ঐ পুত্র তাহার। দশম স্বয়মুপগত। (যে বালক অনাশ্রয় হইয়া পিতৃসম্বোধনপূর্ব্বক স্বয়ং একজনের শরণাপন্ন হয় সে, স্বয়মুপগত)। যাহার নিকট উপস্থিত হইবে, ঐ পুত্র তাহার। একাদশ অপবিদ্ধ পুত্র। পিতামাতার পরিত্যক্ত পুত্র অপবিদ্ধ। যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ করিবে ঐ পুত্র তাহার। যে কোন রমণীতে উৎপাদিত পুত্র দ্বাদশ। ইহাদিগের মধ্যে (পরোল্লিখিত অপেক্ষা) পূর্ব্বপূর্ব্বোল্লিখিত পুত্র প্রধান। সেই পুত্রই পিতার ধনাধিকারী হইবে। * সেই, অন্য সকলকে ভরণপোষণ করিবে। নিজ ধনানুসারে অবিবাহিতা ভগিনীর এবং অসংস্কৃত ভ্রাতৃদিগের সংস্কার করাইবে। পতিত, ক্লীব, অচিকিৎসনীয় মহারোগাক্রান্ত এবং মূকাদি বিকল ব্যক্তিরা পৈতৃক ধনে ভাগ পাইবে না। যাহারা ধনাধিকারী, ইহারা তাহাদিগের ভরণীয়। তাহাদিগের ঔরসপুত্র (পিতামহ ধনের) অংশ পাইবে। কিন্তু পাতিত্যজনক কার্য্য করিবার পর উৎপন্ন পতিত পুত্র ভাগ পাইবে না। ক্লীবের ক্ষেত্রজপুত্র ভাগ পাইতে পারিবে। উচ্চবর্ণীয় রমণীতে উৎপন্ন হীনবর্ণের পুত্রগণ ভাগ পাইবে না। তাহার পুত্রেরাও পৈতামহ ধনে অংশ পাইবে না। তবে যাহারা ধনাধিকারী তাহারা ইহাদিগের ভরণপোষণ করিবে। যে ব্যক্তি ধনাধিকারী সেই পিণ্ড দিবে। একজনের পরিণীতা বহুস্ত্রীর মধ্যে একজন স্ত্রীর পুত্র সকল রমণীরই পুত্র স্থানীয়। সহোদর ভ্রাতার পুত্রও (অন্যান্য ভ্রাতার পুত্র স্থানীয়) আর পুত্র পিতার ধনাধিকারী না হইলেও পিণ্ড দিবে। যেহেতু সুত, পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে, সেইজন্য স্বয়ং ব্রহ্মা তাহার "পুত্র" এই নাম দিয়াছেন। পিতা যদি জীবিত পুত্রের মুখাবলোকন করেন, তাহা হইলে ইহাতে (অর্থাৎ পুত্রেতেই) পিতৃঋণ সংক্রামিত করেন (অর্থাৎ স্বয়ং পিতৃঋণ মুক্ত হন) এবং অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। পুত্র দ্বারা সর্ব্বলোক আয়ত্ত করা যায়, পৌত্র দ্বারা অনন্ততা প্রাপ্ত হয়, আর পুত্রের পৌত্র অর্থাৎ প্রপৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।' জগতে পৌত্র এবং দৌহিত্রের তারতম্য নাই, কারণ দৌহিত্রও সেই অপুত্রকে অর্থাৎ অপুত্র মাতামহকে পৌত্রের ন্যায় উদ্ধার করিয়া থাকেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

সবর্ণা স্ত্রীতে সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়। অনুলোমা স্ত্রীতে মাতৃ-সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়। এবং প্রতিলোমা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রগণ আর্য্যগণের নিন্দিত। সেই সকল প্রতিলোমা-সম্ভূতগণের মধ্যে শূদ্রোৎপাদিত বৈশ্যা-পুত্র আয়োগব; বৈশ্যোৎপাদিত ক্ষত্রিয়া-পুত্র পুক্কস; শূদ্রোৎপাদিত ক্ষত্রিয়া-পুত্র মাগধ; শূদ্রোৎপাদিত ব্রাহ্মণী-পুত্র চাণ্ডাল; বৈশ্যোৎপাদিত ব্রাহ্মণী-পুত্র বৈদেহক; ক্ষত্রিয়োৎপাদিত ব্রাহ্মণীপুত্র সূত। সঙ্কর-সঙ্কর অসংখ্যের (অর্থাৎ এই সকল সঙ্করজাতির সাঙ্কর্য্যে অসংখ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে) আয়োগবদিগের-রঙ্গাবতারণ, পুক্কসদিগের ব্যাধত্ব, মাগধদিগের স্তব পাঠ, চাণ্ডালদিগের বধ্যবধ (অর্থাৎ জল্লাদের কার্য্য) বৈদেহদিগের স্ত্রীরক্ষা ও স্ত্রীজীবন এবং সূতদিগের-অশ্বসারথ্য (বৃত্তি); গ্রামবহির্ভাগে বাস এবং মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ইহা চাণ্ডালদিগের বিশেষ কার্য্য। এই সকলেরই নিজ সমান জাতিদিগের সহিত ব্যবহার এবং নিজ পৈতৃক ধনাধিকার হইবে। এই সকল সঙ্কর জাতি পিতৃ মাতৃক্রমে প্রদর্শিত হইল। ইহারা অপ্রকাশ্য ভাবেই থাকুক ও প্রকাশ্য ভাবেই থাকুক তাহাদিগের কর্ম্ম দেখিয়াই (তথ্য) জানিয়া লইবেন। ব্রাহ্মণের জন্য গাভীর জন্য, স্ত্রীলোক এবং

* ঔরস ও দত্তক ব্যতীত অন্য দশবিধপুত্র কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বালকের উদ্ধারার্থ অনুপস্কৃত (অর্থাৎ প্রশস্ত) দেহত্যাগ, বাহাদিগের অর্থাৎ প্রতিলোমা-সম্ভূতদিগের সিদ্ধির প্রতি কারণ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন; তাহা হইলে তাহার স্বোপার্জ্জিত ধনে যথেচ্ছতা হইতে পাবে। কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব (অর্থাৎ পিতা স্বোপার্জ্জিত ধন নিজের ইচ্ছানুসারে কোন পুত্রকে অল্প কোন পুত্রকে অধিক ভাগ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু পৈতৃক ধন যথোচিত অংশ করিয়া দিতে হইবে)। পিতৃবিভক্ত ব্যক্তিরা বিভাগের পর জাত ভ্রাতাকে উপযুক্ত অংশ দিতে বাধ্য। অপুত্র ব্যক্তির ধন পত্নীগামী; অর্থাৎ পত্নীর প্রাপ্য, পত্নীর অভাবে কন্যাগামী; তাহার অভাবে পিতৃগামী; তাহার অভাবে মাতৃগামী; তদভাবে ভ্রাতৃগামী; তদভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রগামী; তদভাবে বন্ধুগামী; তদভাবে সকুল্য গামী;—তদভাবে সহাধ্যায়িগামী;—তদভাবে ব্রাহ্মণ ধন ব্যতীত অপরের ধন রাজগামী হইবে। (এ স্থলে পুত্র শব্দে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র, কন্যাশব্দে দুহিতা দৌহিত্র, বন্ধু শব্দে ভ্রাতুষ্পৌত্র পিতৃ-দৌহিত্রাদি; সকুল্য শব্দে জ্ঞাতি ও সহাধ্যায়ী শব্দে শিষ্য সহাধ্যায়ী প্রভৃতি)*। ব্রাহ্মণ ধন ব্রাহ্মণদিগের হইবে। বানপ্রস্থের ধন আচার্য্য—অথবা অর্থাৎ তদভাবে শিষ্য গ্রহণ করিবে। সংসৃষ্টি-সোদরের পুত্রকে সংসৃষ্টিসোদর ধনাংশ ভাগ করিয়া দিবেন (যথোক্ত অধিকারীশূন্য সংসৃষ্টি-সোদরের মৃত্যু হইলে তদীয় অংশ সংসৃষ্টি-সোদর প্রাপ্ত হইবেন। (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৬ পত্র ১৪৩ শ্লোকে বিশেষ বিবরণ দেখ)। পিতা, মাতা, পুত্র, এবং ভ্রাতার প্রদত্ত বিবাহ সময়ে প্রাপ্ত আধিবেদনিক (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৬ পত্র ১৪৮ শ্লোক) মাতৃ-বন্ধু-দত্ত পিতৃ-বন্ধু-দত্ত শুল্ক এবং বিবাহপরলব্ধ ধন স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ এতাদৃশ উপায় প্রাপ্ত স্ত্রীলোকের ধন স্ত্রীধন, স্বামীর ধনে স্ত্রীলোকের অধিকার থাকিলেও তাহা স্ত্রীধন নহে। ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারবিবাহে বিবাহিত নারী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইলে তদীয় ধন (স্ত্রীধন) স্বামীর হইবে, শেষ বিবাহে বিবাহিত নারীর স্ত্রীধন পিতা প্রাপ্ত হইবেন। আর যে কোন বিবাহে বিবাহিত নারীরই যে ধন থাকিবে, সন্তান থাকিলেও তাহা কন্যার প্রাপ্য, স্বামী জীবিত থাকিতে যে অলঙ্কার স্ত্রীলোকেরা পরিবে, স্বামীর উত্তরাধিকারীগণ তাহা লইবে; না লইলে পতিত হইবে। বিভিন্ন পিতৃক পৌত্রাদির অংশ কল্পনা পিতা হইতে হইবে (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৭ পত্র ১২৩ শ্লোকের শেষাংশ দেখ)। যাহার যাহা পৈতৃক ধন সেই তাহা গ্রহণ করিবে অপরে গ্রহণ করিবে না।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের যদি চতুর্ব্বর্ণীয় স্ত্রীতেই পুত্র হয়। তাহা হইলে তাহারা (যথাকালে) পৈতৃক ধন দশধা বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণীপুত্র চার অংশ, ক্ষত্রিয় পুত্র তিন অংশ, বৈশ্যাপুত্র দুই অংশ এবং শূদ্রাপুত্র একাংশ গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্র ব্যতীত অপর তিন পুত্র হয়, তাহা হইলে সেই ধন নবধা ভাগ করিবে এবং উচ্চ বর্ণানুক্রমে চার তিন দুই ভাগে বিভক্ত ধনাংশ গ্রহণ করিবে। বৈশ্যাপুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে, আট ভাগ করিয়া তাহা হইতে চার, তিন এবং এক ভাগ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়াপুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে তাহারা ধন সাত ভাগ করিয়া তাহা হইতে চার, দুই এবং এক ভাগ গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণীপুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে ধন ছয় ভাগ করিয়া তাহা হইতে (ক্ষত্রিয়াপুত্রাদি) তিন দুই এবং একভাগ

* রঘুনন্দনের মতে সকুল্যগামী, তদভাবে বন্ধুগামী, তদভাবে শিষ্যগামী, তদভাবে সহাধ্যায়িগামী, এইরূপ অনুবাদ হইবে ও রঘুনন্দন উদ্ধৃত মূল ও ইহার অনুরূপ শব্দে প্রপিতামহ দৌহিত্র পর্য্যন্ত। বন্ধু শব্দে মাতামহাদি।

লইবে। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা এবং শূদ্রা পত্নীর গর্ব্ভজাত পুত্রদিগেরও এই বিভাগ (অর্থাৎ তিন অংশ দুই অংশ এবং একাংশই (হইবে)। যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয় দুইটী সন্তান হয়, তাহা হইলে ধন সাত ভাগ করিয়া তাহা হইতে ব্রাহ্মণ চার ভাগ ক্ষত্রিয় তিন ভাগ লইবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য দুই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা ধন ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ ধনের চার অংশ ব্রাহ্মণ ও দুইঅংশ বৈশ্য গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র দুইটী পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ ধন পঞ্চধা বিভাগ করিবে (তাহা হইতে) চার অংশ ব্রাহ্মণ এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য দুইটী পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ ধন পঞ্চধা বিভাগ করিবে, ক্ষত্রিয় তিন অংশ এবং বৈশ্য দুই অংশ গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র এই দুই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই ধন চারভাগে বিভক্ত করিবে (তাহার) তিন অংশ ক্ষত্রিয় এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের কিংবা বৈশ্যের বৈশ্য, শূদ্র দুই পুত্র হয় তাহা হইলে তাহারা সেই ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিবে (তাহার) দুই অংশ—বৈশ্য এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতীয় হইলে সকল ধনাধিকারী হইবে। ক্ষত্রিয়ের একমাত্র পুত্র ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইলে এবং বৈশ্যের একমাত্র পুত্র বৈশ্য—এবং শূদ্রের একমাত্র পুত্র শূদ্র সকল ধনাধিকারী হইবে) দ্বিজাতিগণের একমাত্র পুত্র—শূদ্র হইলে সে অর্দ্ধাংশে অধিকারী।—আর অপুত্র—ধনের যে গতি এখানে দ্বিতীয় ধনার্দ্ধেরও সেই গতি। মাতৃগণ পুত্রভাগানুসারে ভাগ পাইবেন। অবিবাহিতা ভগিনীগণও ভ্রাতৃভাগানুসারে (অংশ পাইবেন) সবর্ণ বহুপুত্র সমাংশ গ্রহণ করিবে, তবে তাহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে শ্রেষ্ঠ উদ্ধার (অর্থাৎ সম্মানার্থ কিঞ্চিৎ অধিক অংশ) দিবে। যদি দুইজন ব্রাহ্মণীপুত্র এবং একজন শূদ্রাপুত্র হয়, তাহা হইলে ঐ ধন নবধা পুত্রদ্বয় বিভক্ত করিয়া তাহার আট ভাগ ব্রাহ্মণী এবং এক ভাগ শূদ্রাপুত্র গ্রহণ করিবে। আর যদি দুইজন শূদ্রাপুত্র ও একজন ব্রাহ্মণীপুত্র হয়, তাহা হইলে ছয় ভাগে বিভক্ত ঐ ধনের চার অংশ ব্রাহ্মণ এবং দুই অংশ শূদ্র—গ্রহণ করিবে। এই রীতিতে অপর স্থলেও অংশ কল্পনা হইবে। বিভক্ত হইবার পর একান্নবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার যদি বিভাগ করে, তাহা হইলে সমভাগ হইবে; সেখানে জ্যেষ্ঠতা থাকিবে না, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন উদ্ধার থাকিবে না। পৈতৃক দ্রব্য বিনষ্ট না করিয়া নিজ ক্ষমতায় যাহা উপার্জ্জন করিবে, স্বীয় চেষ্টালব্ধ সেই ধনে যদি ইচ্ছা না থাকে ত, ভাগ দিতে হইবে না। যে অপ্রাপ্তপৈতৃক-দ্রব্য (স্বীয় ক্ষমতায়) প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাহা স্বোপার্জ্জিত ধন, তাহা ইচ্ছা না থাকে ত পুত্রদিগের সহিত বিভাগ করিতে হইবে না। বস্ত্র, পত্র (অর্থাৎ বাহন বা ঋণাদি পত্র) অলঙ্কার, পক্বান্ন, জল, স্ত্রী, যোগক্ষেম অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তি চেষ্টা এবং লব্ধবস্তুর রক্ষা এতদ্বিষয়ক ব্যয়াদির হিসাব পুস্তক গোপ্রচার এবং পুস্তক বিভাজ্য নহে। বস্ত্র, পত্র, অলঙ্কার, স্ত্রী, যাহার যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা তাহারই থাকিবে, পুস্তক পণ্ডিতের প্রাপ্য, পক্বান্ন, জল, যোগক্ষেম ও গোপ্রচার স্থান বিভক্ত হইবার উপযুক্ত নহে।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মৃতদ্বিজের শূদ্র দ্বারা নির্হরণ (অর্থাৎ বহন দহনাদি) করাইবে না। এবং শূদ্রের দ্বিজ দ্বারা (ঐ কার্য্য করাইবে) না। পুত্রগণ পিতা মাতার নির্হরণ করিবে, কিন্তু পিতা দ্বিজ হইলে, শূদ্রপুত্র তাহারও (নির্হরণ) করিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ অনাথ ব্রাহ্মণের নির্হরণ করে তাহারা স্বর্গলোকভাগী হয়। মৃত বান্ধবকে বহন করতঃ বামাবর্ত্তে চিতার নিকট উপস্থিত হইয়া মৃতের সংকার করিবার পর [illegible] বিসর্জ্জন করিবে। অনন্তর প্রেতের-

উদ্দেশে উদকদান করিয়া কুশের উপর একটি পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিম্বপত্র দংশন ও দ্বারদেশনিহিত প্রস্তরে পদন্যাস করিয়া গৃহ প্রবেশ করিবে। অগ্নিতে আতপতণ্ডুল বিকীর্ণ করিবে। চতুর্থ দিনে অস্থিসঞ্চয় করিবে। সেই সঞ্চিত অস্থি গঙ্গাতে নিক্ষিপ্ত করা কর্ত্তব্য। পুরুষের যাবৎ সংখ্যক অস্থি গঙ্গাজলে থাকে, সে তাবৎ সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে অবস্থান করে। যতদিন অশৌচ থাকিবে, ততদিন প্রেতকে জল এবং এক একটী পিণ্ড (প্রত্যহ) দিবে। ক্রীত বা যাচিত দ্রব্য আহার করিবে। (তৎকালে) মাংস ভোজন করিবে না। স্থণ্ডিলশায়ী হইবে। পৃথক্ পৃথক্ স্থানে শয়ন করিবে। অশৌচান্তে গ্রামের বহির্ভাগে গমন করিয়া তিল কল্ক কিংবা সর্ষপকল্ক মাখিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিবার পর, স্নান করিবে ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহ-প্রবেশ করিবে। সেখানে শান্তি করিয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিবে। দেবতারা অপ্রত্যক্ষ দেবতা, ব্রাহ্মণেরা প্রত্যক্ষ দেবতা। ব্রাহ্মণগণই লোক রক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ দিগের প্রসাদে দেবগণ স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন। ব্রাহ্মণোক্ত বাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না। ব্রাহ্মণগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যে কথা বলেন, দেবগণ তাহা অনুমোদন করেন। প্রত্যক্ষ দেবগণ তুষ্ট হইলে পরোক্ষ দেবগণও সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। হে মনোরমে ভূমি! প্রবল সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বান্ধবমরণে দুঃখভারাক্রান্ত জনগণকে যে সকল বাক্য দ্বারা আশ্বাসিত করিবেন, সেই সকল বাক্য আমি তোমার নিকট বলিব।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

যাহা আমাদিগের উত্তরায়ণ, তাহা দেবতাগণের দিন। দক্ষিণায়ন রাত্রি। একবৎসরে—অহোরাত্র, তাহার ত্রিংশতে (অর্থাৎ ত্রিংশৎ বৎসরে) এক মাস। দ্বাদশ মাসে বর্ষ। এইরূপ দিব্য দ্বাদশ শত বর্ষে কলিযুগ। দ্বিগুণ দ্বাপরযুগ। ত্রিগুণ ত্রেতাযুগ। চতুর্গুণ সত্যযুগ। দ্বাদশ সহস্র দিব্যবর্ষে চারযুগ। এক সপ্ততি চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। সহস্র চতুর্যুগে এক কল্প। তাহা ব্রহ্মার এক দিন। রাত্রিও তাবৎকাল (অর্থাৎ সহস্র চতুর্যুগ সমকাল, ১২০০০০০ দিব্যবর্ষ ব্রহ্মার রাত্রি। ২৪০০০০০ দিব্যবর্ষে ব্রহ্মার অহোরাত্র। আমাদিগের ৩৬০ বৎসরে এক দিব্যবর্ষ)। এবং বিধ অহোরাত্র অনুসারে মাস বর্ষ গণনা দ্বারা নিষ্পন্ন শতবর্ষ সকল ব্রহ্মারই আয়ুঃকাল। এক ব্রহ্মার আয়ুঃকালে পুরুষের এক দিন নির্দ্ধারিত হয়। সেই দিনান্তে—মহাকল্প পৌরুষরাত্রিও তাবৎকাল। পৌরুষ অহোরাত্র কত যে অতীত হইয়াছে এবং কত যে হইবে তাহার সংখ্যা নাই। যেহেতু কাল অনাদি অনন্ত। এইরূপ এই সদাগতিশীল নিরালম্বকালে এমন কোন ভূতই দেখিতে পাই না যাহা চিরস্থায়ী। গঙ্গার বালুকা,—ইন্দ্র যখন বৃষ্টি করেন, তাৎকালিক জলধারা—গণনা করিতে পারা যায়; কিন্তু এই জগতে কত যে ব্রহ্মা অতীতকালের আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না। প্রতি কল্পে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র এবং সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ মনু বিনষ্ট হন। যখন এই অনাদিকাল প্রভাবে বহুসহস্র ইন্দ্র ও নিযুত নিযুত দৈত্যেন্দ্র বিনষ্ট হইয়াছে, তখন মনুষ্য বিষয়ে আর বক্তব্য কি? সর্ব্বগুণসম্পন্ন বহুতর রাজর্ষিগণ, দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ, কালক্রমে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। যাঁহারা এমন কি, ইহ জগতে প্রভু; সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকারী,—তাঁহারাও কালক্রমে বিলীন হইয়া থাকেন, অতএব কালই বলবত্তর। কালই কর্ম্ম-পাশ-বশ প্রাণী সকলকে আক্রমণ করিয়া পরলোকগামী করে, তাহাতে আর শোক কি? জন্মিলেই মৃত্যুনিশ্চয়; মরিলেই জন্ম অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই দুষ্পরিহার্য্য বিষয়ে ইহ জগতে সাহায্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু লোকে এখানে শোক করিয়া মৃতব্যক্তির কোন উপকারসাধন করিতে পারে না; অতএব রোদন করা অনুচিত। (যাহাতে উপকার হয়, এইরূপ) ক্রিয়া সকল নিজ শক্তি অনুসারে করা উচিত। সুকৃত ও দুষ্কৃত

এই দুই সহায় যাহার অনুগমন করে, বান্ধবগণ শোক করুক আর নাই করুক, তাহার আর কি করিতে পারে (অর্থাৎ চিরসহচর পাপ পুণ্যই মৃতের অনুগমন করিয়া কর্ত্তব্যসাধন করে। বান্ধবের শোক কোন ফলদায়ক নহে)। বন্ধুগণের যতদিন অশৌচ থাকে, ততদিন প্রেত, স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। এইজন্য প্রেত পিণ্ড জল-প্রদায়ী সেই সকল বান্ধবগণের নিকটই (অলক্ষিতভাবে) থাকে। যে ব্যক্তি মৃত হয়, সে সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রেত-পদবাচ্য। প্রেতলোকগত ব্যক্তিকে জলপূর্ণ কুম্ভের সহিত অন্ন প্রদান কর। প্রেত তৎপরে পিতৃলোকপ্রাপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধে সুধাময় অন্ন ভোজন করে। অতএব পিতৃলোকগত এই ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধদান কর। দেবত্বে, নরকে, পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনিতে এবং মনুষ্যত্বে (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির যে অবস্থাই ঘটুক না কেন, তাহাতেই) প্রেত, স্ববান্ধবপ্রদত্ত শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ করিলে প্রেত এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তা উভয়েরই পুষ্টি হয়।

অতএব নিরর্থক শোক পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধই অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রেতের বন্ধুগণ ইহাই অবশ্য করিবেন। মানুষ, শোক করিয়া প্রেতের বা আত্মার উপকার করিতে পারে না। হে মনুষ্যগণ! লোক সকলকে অনাক্রন্দ (অর্থাৎ বিপদের সময় যাহাকে অবলম্বন করা যায় এরূপ-বন্ধু-শূন্য) এবং বান্ধবগণকে ক্ষণবিনশ্বর দেখিয়া সর্ব্বদা একমাত্র ধর্ম্মকে সহায়ার্থ বরণ কর। বন্ধু, দেহ ত্যাগ করিলেও মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে পারে না; যেহেতু পত্নী ব্যতীত অপর সকলের পক্ষে যাম্য পথ অবরুদ্ধ। যেখানেই কেন গমন করুক না একমাত্র ধর্ম্মই ইহার অনুগমন করে। অবএব হে (মনুষ্য!) সারশূন্য এই নবলোকে ধর্ম্মাচরণ কর বিলম্ব করিও না। যে ধর্ম্ম ভাবিবে "কাল করিব" তাহা আজ করিয়া লইবে। যাহা ভাবিবে "অপরাহ্নে করিব" তাহা পূর্ব্বাহ্নে করিয়া লইবে। এ ব্যক্তি করিল কি,—না—করিল মৃত্যু, সে প্রতীক্ষা করে না। যেমন বৃক-স্ত্রী, অন্যাসক্তচিত্ত মেষশাবকের নিকট হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ মৃত্যু ক্ষেত্রাপণ গৃহাসক্ত মনুষ্যের নিকট হঠাৎ আসিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করে (আপণ শব্দে দোকান)। কালের প্রিয় কেহ নাই, ইহার দ্বেষ্যও কেহ নাই, আয়ুষ্য কর্ম্ম ক্ষীণ হইলেই কাল বলপূর্ব্বক লোককে আত্মসাৎ করে। কাল প্রাপ্ত না হইলে শত শত শর বিদ্ধ হইয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় না। আর কাল প্রাপ্ত ব্যক্তি কুশাগ্র স্পর্শেও জীবন ত্যাগ করে। মৃত্যু কিংবা জরাগ্রস্ত মানবকে পরিত্যাগ করিতে ঔষধ সকল অসমর্থ; মন্ত্রগণ অসমর্থ; হোম সকল অপারক; জপাদিও অশক্ত; শত শত প্রতিবিধান করিলেও অবশ্যম্ভাবী অনর্থ নিবারণ করিতে পারে না। সুতরাং সে বিষয়ে শোক কি? যেমন সহস্র সহস্র ধেনুর মধ্যেও বৎস আপন মাকে চিনিতে পারিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়! সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম নিঃসংশয় কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয়। (সহস্র সহস্র মনুষ্য থাকিলেও তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয় না।) ভূতসকল অব্যক্তাদি, ব্যক্ত-মধ্য এবং অব্যক্তান্ত অতএব তাহাতে পরিদেবনা কি? যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্য হয়, আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে বিমুগ্ধ হন না। যেমন মনুষ্য, এই সকল স্থানে পূর্ব্বধৃত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রান্তর ধারণ করে, এইরূপ দেহী কর্ম্মজনিত নবদেহ ধারণ করেন। ইহাঁকে (অর্থাৎ আত্মাকে) শস্ত্রসকল ছেদন করিতে পারে না; ইহাঁকে অগ্নি, দগ্ধ করিতে অসমর্থ; জলরাশি ইহাঁকে পচাইতে পারে না, বায়ুও শুষ্ক করিতে সমর্থ হয় না; ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য; ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, চিরস্থির অচল এবং সনাতন। ইনি অব্যক্ত, ইনি অচিন্ত্য এবং ইনি অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অতএব ইহাঁকে এইরূপ অবগত হইয়া শোক হইতে ক্ষান্ত হও।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

———

একবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর অশৌচান্তে সুস্নাত সুপ্রক্ষালিত-কর-চরণ ও স্বাচান্ত হইয়া—এবংবিধ (অর্থাৎ সুস্নাত সুপ্রক্ষালিত কর-চরণ ও স্বাচান্ত) উত্তরাস্যে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি গন্ধমাল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভোজন করাইবে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে, এক-বচনান্ত করিয়া—মন্ত্র সকলের উহ করিবে (প্রকৃত হইতে বিকৃত করার নাম উহ) ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্ট সন্নিধানে মৃত ব্যক্তির নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া একটীমাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণগণ কৃতাহার এবং দক্ষিণা দ্বারা পূজিত হইলে প্রেতের নাম গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অর্ঘ্যোদক দান করিয়া চতুরঙ্গুল প্রস্থে (অর্থাৎ আড়ে), চতুরঙ্গুল অন্তর, চতুরঙ্গুলনিম্ন বিতস্তি-প্রমাণ দীর্ঘ তিনটী কর্ষূ (অর্থাৎ পাত্র বিশেষ) করিবে কর্ষূসমীপে অগ্নিত্রয়ের আধান এবং পরিস্তরণ করিয়া তাহার এক এক অগ্নিতে তিন বার আহুতি দিবে। (মন্ত্র যথা) সোমায় পিতৃমতে স্বধানমঃ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধানমঃ যমায়াঙ্গিরসে স্বধানমঃ। এবং তিন স্থানেই পূর্ব্ববৎ পিণ্ডদান করিবে। অন্ন, দধি, ঘৃত, মধু এবং মাংস দ্বারা কর্ষূত্রয় পূর্ণ করিয়া "এতত্তে" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। প্রতিমাসে মৃত তিথিতে এইরূপ করিবে ঠিক সংবৎসরান্তে, প্রেত, প্রেতপিতা, প্রেতপিতামহ প্রেত প্রপিতামহ উদ্দেশে দেবপক্ষপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ সকল ভোজন করাইবে। এই কার্য্যে অগ্নৌকরণ আবাহন এবং পাদ্য দান করিবে। "সংসৃজতুত্বা পৃথিবী সমানীব" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রেতের পাদ্যপাত্র পিতৃগণের পাদ্য-পাত্রত্রয় সম্মিলিত করিবে। উচ্ছিষ্ট সন্নিধানে চারিটী পিণ্ড করিবে। ব্রাহ্মণগণ উত্তমরূপে আচমন করিলে তাহাদিগকে দক্ষিণা দিয়া কিয়দ্দূর অনুগমনান্তে বিদায় দিবে। অনন্তর পাদ্য-পাত্র জলবৎ প্রেতপিণ্ড ও পিতৃপিণ্ডত্রয়ে মিশ্রিত করিবে, এই (অর্থাৎ মিশ্রণ) কার্য্য কর্ষূসমীপেই হইবে। * অথবা (অর্থাৎ কুলাচারাদি থাকিলে) মৃত্যুর প্রথম মাসে বারদিনে মাসিক সকল করিয়া ত্রয়োদশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে। শূদ্রগণ দ্বাদশদিনেই স্বয়ং মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া (সপিণ্ডীকরণ করিবে) মৃত্যু বৎসরে যদি মলমাস হয়, তাহা হইলে মাসিক শ্রাদ্ধের একদিন বাড়াইবে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিন মাসিক করিয়া চতুর্দ্দশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে)। এইরূপে কর্ত্তব্য সপিণ্ডীকরণ স্ত্রীলোকদিগেরও হইবে (এবং স্ত্রীলোকেরাও করিতে পারিবে)। এবং যাবজ্জীবন প্রতি বৎসর শ্রাদ্ধ করিবে। সংবৎসরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ করা হইবে; তদুদ্দেশেও ঐ এক বৎসর সম্পূর্ণ কুম্ভসমেত অন্ন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

* কর্ষূ সন্নিকর্ষেও অর্থাৎ কর্ষূস্থিত অন্নাদি মিশ্রণেও এইরূপ প্রেতকর্ষূ পিতৃকর্ষূত্রয়ে মিশ্রিত করিবে ইহা সাগ্নিকদিগের গ্রাহ্য। এই সকল কার্য্য শাখান্তরীয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সপিণ্ডদিগের জন্ম মরণে ব্রাহ্মণের অশৌচ দশাহ। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ। বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন। শূদ্রের একমাস। আর সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়। অশৌচকালে হোম, দান, প্রতিগ্রহ এবং স্বাধ্যায়ে অধিকার থাকে না। অশৌচাবস্থাপন্ন কোন ব্যক্তির অন্নভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে অশৌচ বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্ন একবারও ভোজন করে, যতদিন তাহাদিগের অশৌচ, তাহার ততদিন অশৌচ থাকিবে। অশৌচাপগমে প্রায়শ্চিত্ত করিবে (যথা) দ্বিজ,অশৌচ-বিশিষ্ট সবর্ণের অন্ন ভোজন করিলে নদীতে গিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ করিবে, পরে উঠিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রীজপ করিবে। ব্রাহ্মণ, অশৌচ-বিশিষ্ট ক্ষত্রিয়ের অন্নভোজন করিলে বা ক্ষত্রিয়, অশৌচবিশিষ্ট বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিলে পূর্ব্বদিন উপবাসী থাকিয়া ইহাই করিবে। ব্রাহ্মণ অশৌচবিশিষ্ট বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিলে তিন দিন উপবাসী থাকিয়া উক্ত কার্য্য করিবে। ব্রাহ্মণাশৌচে ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়াশৌচে বৈশ্য তত্তদন্ন ভোজন করিলে নদীতে গিয়া পাঁচশতবার গায়ত্রী জপ করিবে;

ব্রাহ্মণাশৌচে বৈশ্য, তদন্নভোজন করিলে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে; দ্বিজ, শূদ্রাশৌচে তদন্ন ভোজন করিলে প্রাজাপত্যব্রত করিবে।* শূদ্র, দ্বিজাশৌচে তদন্নভোজন করিলে স্নান করিবে। হীনবর্ণীয় পত্নী এবং দাসবর্গের—স্বামীর অশৌচে স্বামীর সমান অশৌচ হইবে। স্বামীর মৃত্যুর 'পর নিজবর্ণানুরূপ অশৌচ। উচ্চবর্ণসপিণ্ডে (অর্থাৎ তদীয় জনন মরণে) তজ্জাতীয় অশৌচান্তে হীনবর্ণদিগের শুদ্ধি হইবে। ক্ষত্রিয়, নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্রাহ্মণের মরণে দশ দিন অশৌচ ভোগ করিবে ইত্যাদি) ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতীয় সপিণ্ডে (যথাক্রমে) ছয় দিন তিন দিন এবং এক দিন পরে শুদ্ধি। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় সপিণ্ডে ছয় দিন ও তিন দিন পরে শুদ্ধি। বৈশ্যের শূদ্রজাতীয় সপিণ্ডে ছয় দিন পরে শুদ্ধি। গর্ভস্রাব হইলে মাস তুল্য অহোরাত্রে শুদ্ধি হইবে (অর্থাৎ ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে, সূতিকার মাস সমসংখ্যক দিন অশৌচ থাকিবে। বালক জন্মের পর ছয় মাসের মধ্যে মরিলে বা গর্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে, জ্ঞাতিদিগের সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ জন্মের পর ছয় মাসের মধ্যে মরিলে, জ্ঞাতিবর্গের অশৌচ হইবে না। বালক অশৌচমধ্যে মরিলে পিতা মাতার পূর্ণাশৌচ হইবে, গর্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে, জ্ঞাতিদিগের অস্পৃশ্যত্বজনক অশৌচ স্নানাপানেয় মাত্র; মরণাশৌচের মত হইবে না জননাশৌচ থাকিবেই। অজাতদন্ত শিশুমরণে সদ্যঃশৌচ। ইহার অগ্নি সংস্কার বা জল দান করিতে হইবে না। জাতদন্ত অথচ অকৃতচূড় বালক মরিলে অহোরাত্র অশৌচ কৃত-চূড়, অথচ অনুপনীত হইলে তিন দিন অশৌচ; অতঃপর অর্থাৎ উপনীত হইবার পর মরণে যথোক্ত সময়ে শুদ্ধি হইবে। বিবাহ,—স্ত্রীলোকদিগের সংস্কার; স্ত্রীলোক সংস্কৃতা হইলে তন্মরণে পিতৃপক্ষে অশৌচ হইবে না। কিন্তু সংস্কৃতা কন্যার সন্তান জন্ম বা মৃত্যু পিতৃগৃহে হইলে একদিন ও তিন দিন অশৌচ হইবে। জননাশৌচের মধ্যে অপর জননাশৌচ হইলে পূর্ব্বাশৌচ-অবসানেই শুদ্ধি হইবে। পূর্ণ ঐ অশৌচের অন্তিমদিনে অন্য পূর্ণ ঐ অশৌচ হইলে দুই দিন বৃদ্ধি হইবে,—আর ঐ দিনের অরুণোদয় হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ে ঐরূপ হইলে তিন দিন বৃদ্ধি হইবে। মরণাশৌচ মধ্যে অন্য-জ্ঞাতি মরণ হইলেও এইরূপ। (সমান অশৌচের পক্ষে এই নিয়ম)। বিদেশস্থ ব্যক্তি জ্ঞাতির জন্ম বা মরণ শ্রবণ করিলে। অশৌচের অবশিষ্ট দিন অতীত হইবার পর শুদ্ধ হইবে। (মনে কর দশাহ অশৌচ; পঞ্চম দিনে তাহা শ্রবণ করিলে, আর পাঁচ দিন পরেই শুদ্ধ হওয়া যাইবে, এইরূপ বুঝিয়া লইবে)। অশৌচ অতীত হইলে পর সংবৎসরের মধ্যে শ্রবণ করিলে একদিন অশৌচ হইবে (এই নিয়মটী মরণাশৌচের পক্ষে। আর সগুণদিগের একরাত্র; নির্গুণদিগের ত্রিরাত্র)। তৎপরে শ্রবণ করিলে স্নান মাত্রে শুদ্ধি হইবে। অসপিণ্ড, আচার্য্য, কিংবা মাতামহের মরণে তিন দিন অশৌচ। ঔরস ব্যতীত অন্যপুত্রের জন্ম মরণে এবং পরপূর্ব্বা ভার্য্যার সন্তানোৎপত্তি বা মরণে তিন দিন অশৌচ। আচার্য্য-পত্নী, আচার্য্য-পুত্র, উপধ্যায়, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সহাধ্যায়ী, শিষ্য, ও রাজার মরণে একদিন অশৌচ। অসপিণ্ড অর্থাৎ অসগোত্র অথচ সবর্ণ, নিজ গৃহে মরিলে, ঐ গৃহস্বামীর একদিন অশৌচ হইবে। ভৃগুপতন, অগ্নিপ্রবেশ, অনশন, জলপ্রবেশ, যুদ্ধ, বিদ্যুৎ, এবং রাজ-দণ্ড—এই সকলের অন্যতম কারণ বশতঃ মৃত্যু হইলে অশৌচ হইবে না। রাজাদিগের রাজকার্য্যে অশৌচ থাকিবে না। ব্রতী—(অর্থাৎ দীক্ষিতদিগের সোমযোগাদি ব্রতে অশৌচ থাকিবে না। সত্রীদিগের (অর্থাৎ যাহারা নিয়ম করিয়া প্রত্যহ অন্নদান করে সেই সকল ব্যক্তির) অন্নসত্রে অশৌচ থাকিবে না। কারুদিগের কারুকার্য্যে অশৌচ থাকিবে না; যে কার্য্য করাতে রাজার ইচ্ছা হইবে, রাজাজ্ঞাকারীদিগের তাহাতে অশৌচ থাকিবে না। দেব-প্রতিষ্ঠা এবং বিবাহ (সকল সংস্কার এবং জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য) পূর্ব্বসংভৃত (অর্থাৎ আরব্ধ) হইলে তাহাতে আর অশৌচ

* ইহা অশৌচান্ন ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত। এতদ্ভিন্ন শূদ্রান্নাদি ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

প্রতিবন্ধক হয় না। দেশবিপ্লবে অশৌচ থাকে না (অর্থাৎ অশৌচ থাকিলেও সেই সময় শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করা যাইতে পারে)। কষ্ট-জনক আপৎকালেও এইরূপ। আত্মঘাতী এবং পতিত ব্যক্তিগণের মরণে অশৌচ হয় না এবং তাহাদিগকে উদকাদি প্রদান করা নিষিদ্ধ। পতিত ব্যক্তির দাসী, তাহার মৃতাহে পাদদ্বয় দ্বারা একটী কুম্ভ ফেলিয়া দিবে। যে, উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তির রজ্জুচ্ছেদ করিবে, সে তপ্ত-কৃচ্ছ ব্রত করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। আত্ম-ঘাতীদিগের দাহাদি সংস্কারকারী এবং তজ্জন্য অশ্রুপাতকারী ব্যক্তিও (ঐ ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে)। মৃত ব্যক্তিমাত্রেরই বান্ধবগণের-সহ মিলিত হইয়া অশ্রুপাতকারী ব্যক্তি স্নানদ্বারা শুদ্ধ হইবে। অস্থিসঞ্চয় করিবার পূর্ব্বে ঐ রূপ করিলে সবস্ত্র স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। দ্বিজ, শূদ্র শবের অনুগমন করিলে নদীতে গিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া তিন বার অঘমর্ষণ জপ করিবার পর উঠিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। দ্বিজ-শবের অনুগমন করিলে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে। শূদ্র, শবানুগমন করিলে স্নান করিবে। চিতাধূম সেবন করিলে সকল বর্ণই স্নান করিবে। মৈথুন করিলে, দুঃস্বপ্ন দেখিলে, কণ্ঠ হইতে রুধির নির্গম হইলে, বমন, রেচন, ক্ষৌরকর্ম্মাচরণ, শবস্পর্শি-স্পর্শ, রজস্বলা-স্পর্শ, চাণ্ডাল-স্পর্শ, বৃষোৎসর্গীয় যূপ স্পর্শ, ভক্ষ্য-ভিন্ন পঞ্চনখ-শব-স্পর্শ (অর্থাৎ) শশকাদি যে সকল পঞ্চনখ ভক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত; তদতি-রিক্ত-পঞ্চনখ-শব-স্পর্শ, সস্নেহ (স্নেহ শব্দে বসা মেদ প্রভৃতি) তদীয় অস্থি স্পর্শ করিলেও (স্নান করিবে।) এই সমস্ত স্নানে পূর্ব্ব-পরিহিত বস্ত্র অপ্রক্ষালিত-অবস্থায় স্নান করিবে না। রজস্বলা, চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা, হীনবর্ণীয়-রজস্বলা-স্পর্শে—শুদ্ধ হইতে যে কএক দিন অবশিষ্ট থাকে, ততদিন উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে (এই উপবাস চতুর্থ দিনের পর হইতে কর্ত্তব্য।) সবর্ণা কিংবা উত্তমবর্ণা স্পর্শে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। ক্ষবণ (অর্থাৎ হাঁচি) নিদ্রা, অধ্যয়নারম্ভ ভোজনারম্ভ পান, স্নান, নিষ্ঠীবন বস্ত্রপরিধান, অধ্বসঞ্চরণ, প্রস্রাব বিষ্ঠা—ত্যাগ পঞ্চনখের অস্নেহ অস্থি স্পর্শ এবং চাণ্ডালের সহিত বা ম্লেচ্ছের সহিত সম্ভাষণ করিলে আচমন করিবে।

নাভির অধঃ অঙ্গ, ও বাহুর অগ্রভাগ মূত্র বিষ্ঠা প্রভৃতি নিজ স্বকায়িক মল, সুরা, কিংবা মদ্যস্পৃষ্ট হইলে তত্তদঙ্গ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা প্রক্ষালিত করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। অপর অঙ্গ এইরূপে দূষিত হইলে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা তদঙ্গ প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। মুখ কিংবা ওষ্ঠাধর ঐরূপে দূষিত হইলে উপবাসপূর্ব্বক স্নান ও পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, নেত্রজল, নেত্রমল এবং ঘর্ম্ম—মনুষ্যদিগের এই দ্বাদশটী মল। গৌড়ী, পৈষ্টী এবং মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরা জানিবে। যেমন একটী সেইরূপ এই সকল গুলিই দ্বিজাতিগণের অপেয়। মাধুক, ঐক্ষব, টাঙ্ক, কৌল, খার্জ্জুর, পানস, মৃদ্বিকারস, মাধ্বী এবংনারিকেলজ, এই দশবিধ মদ্য—ব্রাহ্মণের পক্ষে স্পর্শেও অপবিত্র। কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই সকল স্পর্শে অশুচি হইবে না। শিষ্য, মৃতগুরুর দহন বহনাদি কার্য্য করিলে তাহাতে প্রেতসপিণ্ডদিগের সহিত দশ রাত্রে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। স্বীয় আচার্য্য, উপা-ধ্যায়, পিতা, মাতা এবং অন্যান্য গুরুর অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিলে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট হইবে না। আদিষ্টী অর্থাৎ (ব্রহ্মচারী বা আরব্ধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি) যতদিন ব্রত সমাপ্তি না হয়, ততদিন মৃতব্যক্তির উদ্দেশে জল দান করিবে না। ব্রত সমাপ্তি হইলে পর জল দান করিয়া ত্রিরাত্রান্তে শুদ্ধ হইবে। জ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন ও জল, লেপন, বায়ু, কর্ম্ম, সূর্য্য এবং কাল—দেহীদিগের শুদ্ধিজনক অন্ন শৌচই সকল শৌচের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যেব্যক্তি অন্ন বিষয়ে পবিত্র, সে'ই পবিত্র,—শুদ্ধ মৃত্তিকাজলে পবিত্র হইলেই পবিত্র হয় না। বিচক্ষণ-ব্যক্তিগণ—ক্ষমাদ্বারা অকার্য্য-কারিগণ দানদ্বারা গূঢ়—পাপীরা জপদ্বারা এবং প্রধান প্রধান বেদজ্ঞগণ—তপস্যাদ্বারা শুদ্ধ হয়। শোধনীয় বস্তু মৃত্তিকা জলদ্বারা শুদ্ধ হয়।

নদী—স্রোতদ্বারা, মনোদুষ্টা নারী—ঋতু দ্বারা এবং দ্বিজোত্তমগণ—সন্ন্যাস দ্বারা শুদ্ধ হন। অগ্নি—বহির্দ্দেহ পবিত্র করে; মন – সত্য প্রভাবে শুদ্ধ হয়; জীবাত্মা—বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা এবং বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ হয়। এই তোমাকে শারীরিক শৌচের যথার্থ তত্ত্ব বলিলাম। এক্ষণে নানাবিধ দ্রব্যের শুদ্ধি-সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

যে দ্রব্য—শারীরিক মল—সুরা বা মদ্য-স্পর্শে দূষিত; তাহা অত্যন্ত দূষিত। অত্যন্তোপহত সকল ধাতুপাত্রই অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে শুদ্ধ হইবে। মণিময়, প্রস্তরময় এবং শঙ্খময় পাত্র সাত দিন ভূমিতে নিখাত হইলে (শুদ্ধ হইবে)। শৃঙ্গময় দন্তময় এবং অস্থিময় পাত্র তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আর দারুময় এবং মৃণ্ময়পাত্র পরিত্যাজ্য (অর্থাৎ কোনরূপেই শুদ্ধ হইবে না)। বস্ত্র অত্যন্তোপহত হইলে, তাহার যে অংশ প্রক্ষালিত হইলে বিকৃত রাগ (অর্থাৎ বেরং)হয় তাহা দূর করিবে। সুবর্ণময়, রজতময়, শঙ্খময়, মণিময়, প্রস্তরময় পাত্র, চমস এবং গ্রহ নির্লেপ হইলে (অর্থাৎতাহাতে মল লাগিয়া না থাকিলে) জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চরুস্থালী স্রুক্ ও স্রুব উষ্ণ জলদ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞীয় পাত্র সকল পাণিস্থিত কুশদ্বারা সম্মার্জ্জিত হইয়া যজ্ঞকার্য্যে পবিত্র হইবে(যাজ্ঞবল্ক্য ১৩ পত্র ১৮৪ শ্লোক দেখ)। * বজ্র নামক যজ্ঞীয়পাত্র, শূর্প, শকট, মুষল এবং উলূখল—ইহাদিগের প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি। সভা, যান ও আসনেরও এইরূপে শুদ্ধি। ধান্য, চর্ম্ম,রজ্জু, তন্তু-নির্ম্মিত, ব্যাজনাদি বৈদল, সূত্র, কার্পাস এবং বস্ত্র—এই সকল দ্রব্য বহুতর হইলে তাহার (প্রোক্ষণে শুদ্ধি) শাক, মূল,ফল, পুষ্প সম্বন্ধে ও তৃণ, কাষ্ঠ এবং শুষ্কপত্রেরও (ঐ নিয়ম)। আর এই সকল দ্রব্য অল্প হইলে তাহার প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধি। কৌষেয় বস্ত্র এবং মেষলোম নির্ম্মিত বস্ত্র—ক্ষার মৃত্তিকাযোগে শুদ্ধ হয়। কুতপ অর্থাৎ পর্ব্বতীয়-ছাগরোম-নির্ম্মিত কম্বল অরিষ্ট দ্বারা শুদ্ধ হয়। বল্কল-তন্তু-নির্ম্মিত অংশুপট্ট বিল্বফল দ্বারা শুদ্ধ হয়। ক্ষৌম বস্ত্র গৌর-সর্ষপ দ্বারা (শুদ্ধ হয়)। শৃঙ্গময় অস্থিময় এবং দন্তময় পাত্রের পক্ষে এই নিয়ম। মৃগ-লোমজাত রাঙ্কবাদি বস্ত্র। পদ্মবীজ দ্বারা (পবিত্র হয়)। তাম্র—পিত্তল—রাঙ—এবং সীসময় পাত্র অম্ল-জল যোগে শুদ্ধ হয়। কাংস্য ও লৌহ পাত্রী ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হয়। কাষ্ঠময় পাত্র তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হয়। ফল-সম্ভূত পাত্র গোলাঙ্গুল কেশ দ্বারা মার্জ্জিত হইলেই শুদ্ধ হইবে। রাশীকৃত দ্রব্য প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ঘৃতাদি দ্রব্য (প্রসৃতি মাত্র পরিমিত) প্রাদেশ পরিমিত কুশপত্রদ্বয় দ্বারা উৎপবন (কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া যথাস্থানে স্থাপন) করিলে শুদ্ধ হইবে। গৃহনিহিত প্রভৃত গুড়াদি ইক্ষুবিকার, প্রোক্ষণপূর্ব্বক অগ্নি তপ্ত করিলে শুদ্ধ হইবে। সকল লবণের পক্ষেও এই নিয়ম। মৃণ্ময়পাত্র পুনঃ পাক দ্বারা শুদ্ধ হয়, আর দেবপ্রতিমা, দ্রব্যবৎ শোধিত করিয়া (অর্থাৎ প্রতিমা যে দ্রব্যের নির্ম্মিত তাহার পক্ষে কথিত শুদ্ধি-নিয়ম অনুসারে শোধিত করিয়া) পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলে শুদ্ধ হয়। অসিদ্ধ অন্নের যতগুলি মাত্র দূষিত হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগের কণ্ডন ও প্রক্ষালন করিবে (কণ্ডন শব্দে কাঁড়ান)। দ্রোণাধিক সিদ্ধ অন্ন উপহত হইলেও দুষ্ট হয় না (অর্থাৎ পরিত্যাজ্য নহে)। তবে তাহার মাত্র উপহত অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক (অবশিষ্টান্নের উপর) গায়ত্রী জপ করিয়া সুবর্ণ জল নিক্ষেপ করিবে; এবং তাহা ছাগ (অশ্ব) ও অগ্নিকে প্রদর্শন করিবে। ভক্ষ্য-পক্ষীর উচ্ছিষ্ট, গো-ঘ্রাত, পাদস্পৃষ্ট, ক্ষুত অর্থাৎ যাহার উপরে হাঁচিয়া দেওয়া হইয়াছে ও কেশকীট দূষিত অল্প অন্ন—মৃত্তিকাক্ষেপে শুদ্ধ হয়। অমেধ্য-লিপ্ত দ্রব্য হইতে যতক্ষণ ঐ অমেধ্য-কৃতলেপ এবং গন্ধ না যায়, সকল দ্রব্য-শুদ্ধিতেই ততক্ষণ মৃত্তিকা ও জল প্রদান করিতে হইবে। ছাগের এবং অশ্বের মুখ—পবিত্র, গো'র মুখ পবিত্র নহে। মনুষ্যের কায়িক মল পবিত্র নহে। পথসকল চন্দ্র-

---

* কুলুকভট্ট বলেন, সকল যজ্ঞীয় পাত্রই প্রথমে হস্তমার্জ্জিত পরে প্রক্ষালিত হইলে শুদ্ধ হয়।

সূর্য্যের কিরণে ও বায়ু সম্পর্কে বিশুদ্ধ হয়। রথ্যা, কর্দ্দম, জল এবং পক্কেষ্টকনির্ম্মিত স্থান সকল—অন্ত্য, কুক্কুর অথবা কাকস্পৃষ্ট হইলে, বায়ু-সম্পর্কেই শুদ্ধ হয়। অন্ত্যন্তোপহত প্রাণীদিগের শৌচ, অনলস হইয়া মৃত্তিকা ও জল দ্বারা—অবশ্য করাইবে। যদি অপবিত্র বস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে একটী গাভীর তৃষ্ণা দূর হয় ভূমিস্থিত সেই জল পবিত্র। পর্ব্বতাদিস্থিত সেইরূপ জলও পবিত্র। মৃত পঞ্চনখ দূষিত বা অন্ত্যন্তোপহত কূপ হইতে সমস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া অবশিষ্ট জল বস্ত্র দ্বারা অপনীত করিবে। পরে ইষ্টকাচিত কূপে বহ্নি প্রজ্বালন করিবে। পরে নূতন জল হইলে তাহাতে পঞ্চগব্যক্ষেপ করিবে। হে বসুন্ধরে! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থাবর ক্ষুদ্র জলাশয়েও কূপবৎ শুদ্ধি কথিত হইয়াছে; কিন্তু বৃহৎ জলাশয়ে (নদ্যাদিতে) দোষ নাই। দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে তিনটী বস্তু পবিত্র করিয়াছেন (যথা) অদৃষ্ট (অর্থাৎ যাহার উপঘাত বিজ্ঞাত হয় নাই) জলসিক্ত (অর্থাৎ যাহা উপঘাতসন্দেহে প্রোক্ষিত বা প্রক্ষালিত) এবং বাক্য-প্রশস্ত (অর্থাৎ উপঘাত সন্দেহে "পবিত্র হউক" বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা যাহার প্রশংসা করেন)। কারু-হস্ত-প্রসারিত পণ্য ব্রাহ্মণান্তরিত ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্য এবং সমস্ত আকর নিত্য পরিশুদ্ধ। স্ত্রীলোকের মুখ—নিত্যশুচি; পক্ষী ফল পাতনে শুচি (অর্থাৎ পক্ষি-পাতিত ফল পবিত্র); দোহন সময়ে ক্ষীর প্রক্ষরণে বৎসমুখ পবিত্র; এবং মৃগ-ব্যাপাদনে কুক্কুর পবিত্র। অতএব কুক্কুর-হতের মাংস এবং এতদ্ভিন্ন অপরাপর মাংসাশী জন্তু কর্ত্তৃক কিংবা চণ্ডালাদি দস্যু-কর্ত্তৃক নিহত প্রাণীর মাংস পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। নাভির উর্দ্ধে যে সকল ইন্দ্রিয় ছিদ্র আছে, তাহা পবিত্র বলিয়া জানিবে। আর নাভির অধঃস্থিত যে সকল ইন্দ্রিয় ছিদ্র তাহাও দেহচ্যুত। অর্থাৎ স্বস্থান ভ্রষ্ট—মল অপবিত্র। মক্ষিকা, বিন্দু (অর্থাৎ মুখনিঃসৃত স্বল্প নিষ্ঠীবন কণিকা) পতিতাদির ছায়া, গো, হস্তী, অশ্ব, চন্দ্র-সূর্য্য কিরণ, ধূলি, ভূমি, বায়ু, অগ্নি এবং মার্জ্জার (স্পর্শ বিষয়ে) সর্ব্বদা পবিত্র। যে সকল মুখ-সম্ভূত বিন্দু অঙ্গে নিপতিত হয় তাহা উচ্ছিষ্টকর নহে। মুখ-প্রবিষ্ট শ্মশ্রুলোম, অথবা দন্ত-মধ্যস্থিত অন্নকণাদিও উচ্ছিষ্টতা-প্রযোজক নহে।

পরকে আচমন করাইতে হইলে যে আচমন জলবিন্দু নিজ পাদদ্বয় স্পর্শ করে, তাহা বিশুদ্ধ ভূমিস্থিত জলের তুল্য; অতএব তদ্দ্বারা অপবিত্র হইবে না। দ্রব্যধারীব্যক্তি কোনরূপ উচ্ছিষ্ট স্পৃষ্ট হইলে, সেই দ্রব্য ভূমিতে না রাখিয়া অমনিই আচমন করিলে, শুদ্ধি লাভ করিবে। গৃহ, মার্জ্জন এবং উপলেপন দ্বারা—পুস্তক,—প্রোক্ষণ দ্বারা (শুদ্ধ হয়) সম্মার্জ্জন, উপলেপন, সেচন উল্লেখন, দাহ অথবা গাভীর অধিষ্ঠান—ইহার দ্বারা ভূমি-শুদ্ধি হয়। গো-সকল, পবিত্র এবং মঙ্গলজনক, ত্রৈলোক্য, গোসকলের উপর নির্ভর করিতেছে, যজ্ঞ বিস্তার গো হইতেই হইয়া থাকে; এবং গোসকল সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে। গোমূত্র, গোময়, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি এবং রোচনা—গোসকলের এই ষড়ঙ্গ সর্ব্বদা পরম মঙ্গলজনক। গাভীদিগের পবিত্র শৃঙ্গজলে সকল পাপ বিনষ্ট করে, গাভীদিগের কণ্ডূয়ন করিয়া দিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, গোগ্রাস প্রদান করিলে স্বর্গলোকে আদৃত হয়। গোতীর্থে গাভীর অবস্থিতি স্থানে গঙ্গা বসতি করেন, ইহাদিগের ধূলিতে পুষ্টি অবস্থিত। ইহাদিগের করীষে (অর্থাৎ শুষ্কগোময়ে) লক্ষ্মী এবং ইহাদিগের প্রণামে ধর্ম্ম বিদ্যমান আছেন; অতএব সর্ব্বদা ইহাদিগের প্রণাম করিবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

আরম্ভ। বর্ণানুক্রমে ব্রাহ্মণের চার ভার্য্যা হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই এবং শূদ্রের এক। (যথা ব্রাহ্মণের ভার্য্যা ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা ইত্যাদি)। সবর্ণ-বিবাহে স্ত্রীলোকেরা পাণিগ্রহণ করিবে;

অসবর্ণ বিবাহে, ক্ষত্রিয়কন্যা, শর গ্রহণ করিবে। বৈশ্যকন্যা প্রতোদ ও শূদ্রকন্যা বসন দশাগ্রভাগ গ্রহণ করিবে। সগোত্রা বা সমান-প্রবরা ভার্য্যা বিবাহ করিবে না। মাতৃপক্ষের পঞ্চম ও পিতৃপক্ষের সপ্তম পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে না। অসদ্বংশীয়া স্ত্রী (বিবাহ করিবে) না। দুশ্চিকিৎস্য রোগান্বিতাকে (বিবাহ করিবে) না। অধিকাঙ্গীকে (বিবাহ করিবে) না। হীনাঙ্গীকে (বিবাহ করিবে) না। অতি কপিলাকে (বিবাহ করিবে) না। কুৎসিত-বহু-ভাষিণীকে (বিবাহ করিবে) না। বিবাহভেদ নিরূপণ;—বিবাহ, অষ্টবিধ হইয়া থাকে; যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ। আহ্বান পূর্ব্বক গুণবান্ পাত্রকে কন্যা-সম্প্রদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) ব্রাহ্ম বিবাহ। যজ্ঞস্থ—ঋত্বিক্‌কে (দক্ষিণারূপে) কন্যাদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক তাহার নাম) দৈব। গোমিথুন-গ্রহণপূর্ব্বক কন্যা দান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) আর্ষ। প্রার্থিত হইয়া কন্যাদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) প্রাজাপত্য। সকাম—স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মাতৃ-পিতৃ-রহিত সংসর্গ। অর্থাৎ কেবল স্ব স্ব ইচ্ছাকৃত সংসর্গ গান্ধর্ব্ব বিবাহ। ক্রয় করিয়া বিবাহের নাম আসুর। যুদ্ধে হরণপূর্ব্বক বিবাহের নাম রাক্ষস। সুপ্তা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটী বিবাহ ধর্ম্ম্য। গান্ধর্ব্বও ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম্য। ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, একবিংশতি পুরুষ,—দৈব বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, চতুর্দ্দশ পুরুষ—আর্ষবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, সপ্তপুরুষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর পুত্র চার পুরুষ পবিত্র করে। ব্রাহ্মবিবাহে কন্যা সম্প্রদানকারী ব্রহ্মলোক গমন করে। দৈববিবাহে স্বর্গ; আর্ষবিবাহে বিষ্ণুলোক এবং প্রাজাপত্য-বিবাহে দেবলোক। গান্ধর্ব্ববিবাহ করিলে গন্ধর্ব্বলোকে গমন করে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য, অর্থাৎ সপিণ্ড, মাতামহ এবং মাতা ইহারা কন্যাদানে অধিকারী। (পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তির অভাবে, পর পর উল্লিখিত প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ঐ কার্য্যে অধিকারী; যথা—প্রথম পিতা, তদভাবে পিতামহ ইত্যাদি)। তিন বার ঋতুদর্শন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কন্যা স্বয়ংবর করিবে। কেননা তিনবার ঋতু দর্শন হইয়া গেলে কন্যা আপনার উপর প্রভুত্ব সম্পন্ন হয়। যে কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় পিতৃগৃহে রজোদর্শন করে, সেই কন্যা বৃষলী বলিয়া জ্ঞাতব্যা। তাহাকে হরণ করিলে দোষী হইতে হয় না।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, নিরূপিত হইতেছে। ভর্ত্তার সমান ব্রতাচরণ, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, গুরু, দেবতা ও অতিথির পূজা, গৃহোপকরণ দ্রব্য সামগ্রীকে বেশ মাজিয়া ঘসিয়া গুছাইয়া রাখা, অমিত হস্ততা (অর্থাৎ অল্পব্যয় করা) ধন-পাত্র সুগোপন করিয়া রাখা, বশীকরণাদি মূলকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, মঙ্গলাচার তৎপরতা, ভর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে বেশবিন্যাস না করা, পরগৃহে গমন না করা, দ্বারদেশে বা গবাক্ষে অবস্থান না করা এবং সকল কর্ম্মেই অস্বতন্ত্রতা—(যথাক্রমে) বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যে, পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের বশে থাকা, ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্য বা ভর্ত্তার সহগমন বা অনুগমন (স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম)। স্ত্রীলোকদিগের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত এবং উপবাস নাই* কিন্তু পতিকে যে সেবা করে, সেইজন্যই স্বর্গে আদৃতা হয়। যে স্ত্রী, পতি জীবিত থাকিতে উপবাস ব্রত আচরণ করে, সে স্বামীর আয়ুঃহরণ ও নরক গমন করে। ভর্ত্তার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী,—সাধ্বী স্ত্রী, পুত্রবতী হইলেও সনকাদি সুপ্রসিদ্ধ আবাল্য ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* ভর্ত্তা ব্যতীত স্ত্রীলোকের যজ্ঞ সিদ্ধি হয় না, (ভর্ত্তার অনুমতি ব্যতিরেকে) ব্রত-উপবাস হয় না, ইহা কুল্লুকভট্ট বলেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সবর্ণা বহুপত্নী বিদ্যমান থাকিলে, জ্যেষ্ঠা (অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম পরিণীতা) ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। মিশ্রা (অর্থাৎ সবর্ণা অসবর্ণা) বহুপত্নী থাকিলে, সবর্ণা পত্নী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে, সমান বর্ণা পত্নীর অভাবে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিত ঐকার্য্য করিবে। (যথা—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার সহিত ইত্যাদি)। আপৎকালেও অর্থাৎ সবর্ণা পত্নীর রজোদোষাদিতেও ঐ নিয়ম। কিন্তু দ্বিজ,শূদ্রা-পত্নীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য কদাচ করিবে না। দ্বিজের শূদ্রাভার্য্যা কখনই ধর্ম্মকার্য্যোপযোগিনী নহে, রাগান্ধ দ্বিজের রতিকার্য্যার্থই শূদ্র ভার্য্যা কথিত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ মোহবশতঃ হীনজাতীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিলে, সত্বরই স সন্তানকুলকে শূদ্র করিয়া তুলে। যাহার দৈবকার্য্য, পিত্র্যকার্য্য, বা আতিথেয়কার্য্য তৎপ্রধান (অর্থাৎ শূদ্রা ভার্য্যা সমভিব্যাহারে কৃত) তাহার অন্ন পিতৃগণ ও দেবগণ ভোজন করেন না; এবং সে স্বর্গ গমন করে না। (তবে শূদ্রা বিবাহ কোন্ স্থলে হইতে পারে তাহা যাজ্ঞবল্ক্যে ৪ পত্র ৫৬ শ্লোকের টীকাতে দেখিবে)।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গর্ভের স্পষ্টতা জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ঋতুকালে, নিষেক কর্ম্ম অর্থাৎ গর্ভাধান। স্পন্দনের পূর্ব্বে—অর্থাৎ তৃতীয় মাসে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, বালক উৎপন্ন হইলে (তদ্দিনে) জাতকর্ম্ম, অশৌচান্তে নামকরণ—ব্রাহ্মণের মঙ্গল, ক্ষত্রিয়ের বলবৎ, বৈশ্যের ধনযুক্ত এবং শূদ্রের নিন্দিত (নাম হইবে)। চতুর্থ মাসে আদিত্যদর্শন অর্থাৎ নিষ্ক্রমণ। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন। তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ। * এই সমস্ত ক্রিয়াই স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়া করিবে। তাহাদিগের বিবাহ সমন্ত্রক। গর্ভাষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের, গর্ভৈকাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের ও গর্ভদ্বাদশে বৈশ্যের উপনয়ন হইবে। তাহাদিগের মেখলা,—(যথাক্রমে) মুঞ্জা ধনুর্গুণ এবং বল্বজ (অর্থাৎ তৃণবিশেষ) নির্ম্মিত হইবে, (ব্রাহ্মণের মুঞ্জানির্ম্মিত ইত্যাদি) যজ্ঞসূত্র এবং বস্ত্র কার্পাসময় শণময় এবং আবিক (অর্থাৎ মেষলোমজাত) হইবে। (ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ও বস্ত্র—কার্পাসময় ক্ষত্রিয়ের শণময় ইত্যাদি) মৃগের, (ব্রা) ব্যাঘ্রের (ক্ষ) এবং ছাগের (বৈ) চর্ম্ম (যথাক্রমে তাহাদিগের উত্তরীয়) তাহাদিগের দণ্ড—পালাশ খাদির এবং ঔডুম্বর; কেশান্ত (ব্রা) ললাট (ক্ষ) এবং নাসা দেশ পর্য্যন্ত পরিমিত (বৈ) হইবে। অথবা সকলেরই উক্ত সকল প্রকার দণ্ড হইতে পারে। (দণ্ডসকল) সরল এবং ত্বক্‌যুক্ত হইবে। আর তাহাদিগের ভিক্ষাচর্য্যা আদিতে ভবৎ শব্দ (ব্রা) মধ্যে ভবৎ শব্দ (ক্ষ) শেষ ভবৎ শব্দ (বৈ) যোগে হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২ পত্র ৩০ শ্লোকে)। (উপনয়নের মুখ্য কাল উক্ত হইয়াছে এক্ষণে সামান্য কাল উক্ত হইতেছে),ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের—দ্বাবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের,—ও চতুর্ব্বিংশবর্ষ পর্য্যন্ত বৈশ্যের গায়ত্রী অতিক্রম হইবে না, এই যথাকালে অসংস্কৃত তিন বর্ণই ইহার পর (অর্থাৎ যথাক্রমে গর্ভষোড়শ গর্ভ দ্বাবিংশতি ইত্যাদির পর) গায়ত্রী-বর্জ্জিত, ব্রাত্য ও সাধুসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। যাহার, যে চর্ম্ম,যে যজ্ঞসূত্র, যে মেখলা,যে দণ্ড এবং যে বস্ত্র (বিহিত হইয়াছে ব্রাহ্মণের মৃগচর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইত্যাদি) সেই সেই চর্ম্মাদি তাহার ব্রতেও (অর্থাৎ কেশান্তাদি কার্য্যেও) হইবে (অর্থাৎ নূতন হইবে)। মেখলা, চর্ম্ম, দণ্ড, যজ্ঞসূত্র, অথবা কমণ্ডলু ছিন্ন বা ভিন্ন হইলে তাহা জলে ফেলিয়া দিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অন্য মেখলাদি ধারণ করিবে।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* যাজ্ঞবল্ক্য টীকায় ত্রিলোচনাচার্য্য বলেন, প্রথম বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষ চূড়াকরণের মুখ্যকাল। বস্তুতঃ তৃতীয় বর্ষই মুখ্যকাল। ইহা রঘুনন্দনাদি বহুপণ্ডিতের সম্মত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আরম্ভ। ব্রহ্মচারিগণের গুরুগৃহে বাস ও সন্ধ্যাদ্বয়ের উপাসনা, (কর্ত্তব্য)। দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা—ও উপবিষ্ট হইয়া সায়ং সন্ধ্যা করিবে। দুই সময়েই স্নান ও হোম; জলে—দণ্ডবৎ অর্থাৎ স্নানমন্ত্র ব্যতীত অবগাহন, আহূত হইয়া অধ্যয়ন গুরুর প্রিয় হিতকার্য্য করা, মেখলা, দণ্ড, চর্ম্ম ও উপবীত ধারণ—গুরুকুল ব্যতীত অন্য গুণবান্ ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা করা, গুরুর অনুজ্ঞাত হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের আহার।—শ্রাদ্ধ, কৃত্রিম লবণ ভোজন, নিষ্ঠুর বাক্য কথন, পর্য্যুষিত ভোজন, নৃত্য, গীত, স্ত্রী সম্ভোগ, মধু, মাংস, অঞ্জন, গুরু ভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন, প্রাণিহিংসা ও অশ্লীল বাক্যপ্রয়োগ—এই সকল পরিত্যাগ—করা, স্থণ্ডিল শয়ন, গুরুর পূর্ব্বে শয্যা হইতে উত্থান ও গুরুর পরে শয়ন, কর্ত্তব্য। কর্ম্ম। সন্ধ্যোপসানা করিয়া গুরুর অভিবাদন করিবে। ব্যত্যস্ত পাণি হইয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিবে, "ব্যত্যস্ত পাণি হইয়া" ইহার মর্ম্ম এই যে দক্ষিণ পাণি দ্বারা দক্ষিণ পাদ ও ইতর পাণি দ্বারা ইতর পাদযুগপৎ স্পর্শ করিবে। অভিবাদনান্তে স্বীয় নামোচ্চারণপূর্ব্বক ভোঃ শব্দ কীর্ত্তন করিবে (এইরূপ অভিবাদন বাক্য হইবে, যথা;—অভিবাদয়ে অমুকশর্ম্মাহমস্মি ভোঃ) দণ্ডায়মান থাকিয়া উপবিষ্ট থাকিয়া, শয়ান থাকিয়া, আহার করিতে করিতে, অথবা পরাঙ্মুখ থাকিয়া গুরুর অভিভাষণ করিবে না। গুরু আসীন থাকিলে স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে, গুরু গমন করিতে থাকিলে স্বয়ং অনুগমন করত তাঁহার অভিভাষণ করিবে, গুরু আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইলে, প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে। গুরু ধাবমান হইলে,তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক অভিভাষণ করিবে। গুরু পরাঙ্মুখ হইয়া থাকিলে অভিমুখ হইয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে, গুরু, দূরস্থ হইলে, তাঁহার নিকটে আসিয়া অভিভাষণ করিবে, গুরু শয়ন করিয়া থাকিলে, প্রণাম করিয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে। তাঁহার চক্ষু-গোচরে যথেচ্ছভাবে বসিয়া থাকিবে না, ইহাঁর নাম কেবল (অর্থাৎ নিরুপপদ উচ্চারণ করিবে না) ইহাঁর গমন চেষ্টা এবং কথনাদির অনুকরণ করিবে না। যেখানে ইহাঁর নিন্দা বা পরীবাদ হইবে—সেখানে থাকিবে না, শিলাফলকে, নৌকা ও রথাদি যান ব্যতীত ইহাঁর সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না। গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে, তাঁহার প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। গুরুর অনুমতি ব্যতীত স্বীয় গুরুজনের অভিবাদন করিবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ, বা সমান বয়স্ক, গুরুপুত্র—নিজের অধ্যাপক হইলে তাঁহার প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিবে, কিন্তু ইহাঁর পাদ প্রক্ষালন করিবে না ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না, এইরূপে এক বেদ, দুই বেদ বা তিন বেদ আয়ত্ত করিবে। অনন্তর বেদাঙ্গ সকল (আয়ত্ত করিবে)। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে সসন্তানে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়। অগ্রে মাতার নিকট হইতে জন্মে; মৌঞ্জী-বন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম; এই জন্মে, গায়ত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা হন। এইজন্যই তাহাদিগের দ্বিজত্ব। মৌঞ্জীবন্ধনের পূর্ব্বে দ্বিজ—শূদ্রতুল্য থাকে, ব্রহ্মচারী—মুণ্ডিত-মুণ্ড, অথবা জটিল হইবে। বেদাধ্যয়নের পর গুরুর অনুজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক স্নান করিবে; অথবা বেদগ্রহণানন্তর জন্ম শেষ গুরুকুলেই অতিবাহিত করিবে; তাহাতে আচার্য্য মৃত হইলে, আচার্য্য পুত্রের প্রতি আচার্য্যবৎ ব্যবহার করিবে; অথবা অর্থাৎ তদভাবে গুরুপত্নী বা গুরু সবর্ণের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবে; তদভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, অগ্নিসেবক হইবে।

যে বিপ্র আলস্য রহিত হইয়া এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য করেন, তিনি উৎকৃষ্টলোকে গমন করেন; এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ব্রহ্মচারী-দ্বিজের কামতঃ রেতঃপাত,—ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক ব্রত-লঙ্ঘন বলিয়া অভিহিত হয়। এই পাপ আচরিত হইলে, গর্দ্দভ-চর্ম্ম পরিধান করিয়া স্বীয়কর্ম্ম

কীর্ত্তন করত সপ্তগৃহে ভিক্ষা করিবে; সেই ব্যক্তি তত্তৎ স্থানে লব্ধ ভিক্ষার দ্রব্য (অহোরাত্রের মধ্যে) একবার ভোজন এবং ত্রৈকালিক স্নান করত, একবর্ষ অতিবাহিত করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। (ইহা অবকীর্ণীব্রত)। আর ব্রহ্মচারীদ্বিজ, স্বপ্নাবস্থায় অনিচ্ছাবশতঃ স্খলিতবীর্য্য হইলে স্নানান্তে সূর্য্য পূজা করিয়া তিনবার "পুনর্ম্মামেত্বিন্দ্রিয়ম্" এই মন্ত্র জপ করিবে। বিনারোগে নিরবচ্ছিন্ন সাত দিন ভিক্ষাহার এবং অগ্নিকার্য্য না করিলে অবকীর্ণীব্রত করিবে। যদি কামকৃত-নিদ্রা পরবশ ব্রহ্মচারীর অজ্ঞাতভাবে সূর্য্যদেব উদিত বা অস্তমিত হন, তাহা হইলে দিনমাত্র উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

যে ব্যক্তি, উপনীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদেশপূর্ব্বক, বেদাধ্যাপন করেন, তাহাকে আচার্য্য বলিয়া—আর যিনি বৃত্তি গ্রহণ করিয়া সমগ্র বেদ, অধ্যাপনা করেন (অথবা বিনা বৃত্তিতে) বেদৈকদেশ অধ্যাপনা করেন, তাঁহাকে উপাধ্যায় বলিয়া জানিবে; তিনি যাহার যজ্ঞে হোতৃত্বাদি কার্য্য করেন, তাঁহাকে তাহার ঋত্বিক্ বলিয়া জানিবে। কুলশীলাদি বিষয়ে অপরীক্ষিত ব্যক্তির যাজন করিবে না, অধ্যাপনা করিবে না, উপনয়ন দিবে না। (এবং তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারা যজন করিবে না, তাহার নিকট অধ্যয়ন করিবে না, উপনীত হইবে না)। অন্যায়তঃ পৃষ্ট হইয়াও যে উত্তর প্রদান করে এবং যে অন্যায়তঃ জিজ্ঞাসা করে, তাহাদিগের মধ্যে অন্যতরের মৃত্যু হয় বা পরস্পর বিদ্বেষাপন্ন হয়। যে শিষ্যের অধ্যাপনে ধর্ম্মসিদ্ধি বা ইষ্টসিদ্ধি হয় না, অথবা শিষ্য, অধ্যয়নানুরূপ শুশ্রূষা না করে, উষরক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপনের ন্যায়, সে পাত্রে বিদ্যাদান অকর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন;—আমাকে রক্ষা কর; আমি তোমার সেবধি (গুপ্ত অক্ষয় ধন)। অসূয়াকারী, কুটিল এবং অসংযত ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিওনা। তাহা হইলেই আমি বীর্য্যবতী হইব। যাহাকে শুচি, সাবধান, মেধাবী, ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ, বলিয়া স্থির জানিবে এবং যে তোমার অপকার করে না ও করিবে না, আর যে তোমাকে কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলে না, হে ব্রহ্মন্! নিধি পালক সেই ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিবে। (অর্থাৎ অসূয়াকারী দিগকে বিদ্যা দান করিবে না। শুচি এবং কথিত গুণযুক্ত ব্যক্তিকে বিদ্যা দান করিবে।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রাবণী পূর্ণিমা কিংবা ভাদ্রী পূর্ণিমাতে উপাকর্ম্ম নামক কর্ম্ম করিয়া সাড়েচারি মাস বেদাধ্যয়ন করিবে। অনন্তর উপাকৃত বেদের উৎসর্গ—গ্রাম বহির্ভাগে করিবে, অনুপাকৃতের উৎসর্গ করিতে হয় না। উৎসর্গ ও উপাকর্ম্মের মধ্যে বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবে। চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে না; ঋতুশেষে অহোরাত্রে ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে অধ্যয়ন করিবে না; ইন্দ্র-ধ্বজ-পতনে ও ইন্দ্রধ্বজোত্থানে (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে) না; প্রচণ্ড পবন বহিতে থাকিলে (অধ্যয়ন করিবে) না; অকালে বর্ষণ বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না, ভূমিকম্প, উল্কাপাত ও দিগ্দাহে (অধ্যয়ন করিবে) না; যে গ্রাম মধ্যে শব থাকে, তথায় (অধ্যয়ন করিবে) না, শস্ত্রসম্পাতে (অধ্যয়ন করিবে) না; কুকুর—শৃগাল—বা গর্দ্দভের ধ্বনি হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না; বাদ্যশব্দ হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না; শূদ্র বা পতিত ব্যক্তির সমীপে (অধ্যয়ন করিবে) না, দেবতায়ন, শ্মশান চতুষ্পথ এবং রথ্যাতে (অধ্যয়ন করিবে) না; জলমধ্যে (অধ্যয়ন করিবে) না; পীঠোপরি পদতল স্থাপন করিয়া (অধ্যয়ন করিবে) না, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, নৌকা, যাণ এবং রথাদি যানে আরূঢ় হইয়া (অধ্যয়ন করিবে) না, বমন করিলে (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে) না, বিরেচন হইলে, (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে)

না, অজীর্ণ দোষ হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না, পঙ্কনখ, (অধ্যয়ন সময়ে গুরুশিষ্যের) মধ্যস্থান দিয়া গমন করিলে (অধ্যয়ন করিবে) না, রাজা, এক শাখাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়, গো, অথবা ব্রাহ্মণের বিপত্তি হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না, উপাকর্ম্ম করিলে তিন দিন (অধ্যয়ন করিবে) না; উৎসর্গেও তিন দিন (অধ্যয়ন করিবে) না; সামগান কালে ঋগবেদ যজুর্ব্বেদ (অধ্যয়ন করিবে) না, রাত্রিশেষে অধ্যয়ন করিবার পর আর শয়ন করিবে না; অধ্যয়ন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলেও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে; যেহেতু অনধ্যায়ে অধীত শাস্ত্র, ইহ পরলোকে ফলপ্রদ হয় না; পরন্তু তাহাতে অধ্যয়ন করিলে গুরুশিষ্যের আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মলোক গমনেচ্ছু গুরু, অনধ্যায় ব্যতীত, সৎশিষ্য-ক্ষেত্রে বিদ্যাবীজ বপন করিবে। শিষ্য, প্রত্যহ বেদাধ্যয়নের আরম্ভ ও অবসানে গুরুর পাদ গ্রহণ করিবে; এবং প্রণব উচ্চারণ করিবে। ঋগ্‌বেদ অধ্যয়ন করিলে তদ্দ্বারা ইহার অর্থাৎ অধ্যয়নকারীর পিতৃলোক ঘৃত দ্বারা তৃপ্ত হন। যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলে তাহাতে মধুদ্বারা, সামবেদ, অধীত হইলে তাহাতে দুগ্ধদ্বারা, অথর্ব্ববেদ অধীত হইলে, তাহাতে মাংসদ্বারা আর পুরাণ, ইতিহাস, বেদাঙ্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধীত হইলে তাহাতে ইহার (পিতৃগণ) অন্নদ্বারা তৃপ্ত হ'ন। যে ব্যক্তি বিদ্যালাভ করিয়া ইহলোকে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা (অর্থাৎ বিদ্যা) তাহার পরলোকে ফল প্রদান করিবে না। আর যে নিজবিদ্যা প্রভাবে পরকীয় যশ বিনষ্ট করে, বিদ্যা তাহারও পরলোকে ফলদায়িনী হইবে না। সম্মতি না থাকিলে অপরের অধ্যয়ন শ্রবণ করিয়া বিদ্যা গ্রহণ করিবে না; তথাবিধ গ্রহণ—বেদচৌর্য্য,—সুতরাং ইহা, ইহার (গ্রহীতার) নরক-জনক হয়। লৌকিক, বৈদিক, অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যাহা হইতে লাভ করাযায় কদাচ তাঁহার দ্বেষ বা অপকার করিবে না, উৎপাদক এবং বেদাধ্যাপক এই দুই জনের মধ্যে বেদাধ্যাপক পিতা শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজন্মই ইহ পর উভয় লোকে স্থায়ী। পিতামাতা পরস্পর কামবশে যে বালকে (অর্থাৎ যে বালককে) উৎপাদন করে, তাহার যে মাতৃগর্ভে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি লাভ, তাহা পশ্বাদি-সাধারণ উৎপত্তি মাত্র। বেদপারগ আচার্য্য, যথাবিধি উপনয়নপূর্ব্বক সাবিত্রী-অনুবচন দ্বারা তাহার (অর্থাৎ বালকের) যে জন্ম উৎপাদন করে, সেই জন্মই সত্য অজর এবং অমর। যিনি, সুখবিতরণ ও অমৃত প্রদান করত বর্ণ-স্বর-বৈগুণ্য-রহিত সত্যস্বরূপ বেদ-মন্ত্র দ্বারা শ্রবণকুহরদ্বয় পরিপূর্ণ করেন, তাঁহাকেই পিতামাতা বলিয়া মানিবে, কৃতজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অপকার করিবে না।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

মাতা, পিতা এবং আচার্য্য—এই তিনজন পুরুষের মহাগুরু হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সেবা করিবে। তাঁহাদিগের প্রিয়-হিতকার্য্য আচরণ করিবে। তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা ব্যতীত কিছুই করিবে না। ইঁহারাই তিন বেদ; ইঁহারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতা; ইঁহারাই ত্রিলোক এবং ইঁহারাই এই তিন অগ্নি—পিতা গার্হপত্য অগ্নি; মাতা দক্ষিণাগ্নি; এবং আচার্য্য আহবনীয় অগ্নি; এই তিনজন যাহার নিকট আদৃত; সকল ধর্ম্মই তাহার আদৃত, আর ইঁহারা যাহার নিকট অনাদৃত, তাহার সকল কার্য্যই নিষ্ফল। মাতৃভক্তি দ্বারা এই লোক, পিতৃভক্তি দ্বারা মধ্যম লোক, (অর্থাৎ দেবলোক) এবং গুরুশুশ্রূষা দ্বারা ব্রহ্মলোক ভোগ করিতে পারে।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

রাজা, ঋত্বিক্, শ্রোত্রিয়, অধর্ম্ম-নিষেধক, উপাধ্যায়, পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং (বয়োজ্যেষ্ঠ—) বৈবাহিকাদি সম্বন্ধী—ইহারা আচার্য্যবৎ মান্য। ইহাদিগের [illegible]

জ্যেষ্ঠা ভগিনীও (ঐরূপ মান্য)। পিতৃব্য, মাতুল এবং ঋত্বিক্ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাহাদিগের প্রত্যুত্থানই অভিবাদন। হীনবর্ণা গুরুপত্নীদিগের অভিবাদন দূর হইতে করিবে; পাদস্পর্শ করিবে না। (সামান্যতঃ) গুরুপত্নীদিগের গাত্রোৎসাদন অর্থাৎ গাত্রমার্জ্জন হরিদ্রাদি ম্রক্ষণ ও তৈলমর্দ্দন, কজ্জলরঞ্জন, কেশ-সংযমন ও পাদপ্রক্ষালনাদি করিবে না। পর-স্ত্রী অপরিচিতা হইলেও তাহাকে, ভগিনী, কন্যা বা মাতা বলিয়া সম্বোধন করিবে। গুরুজনকে "তুমি" এইরূপ (যুষ্মৎশব্দ) বলিবে না, গুরুজনের (কোনরূপ) মান হানি করিলে, উপবাসী থাকিয়া দিনান্তে তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন পূর্ব্বক আহার করিবে। গুরুর সহিত বিরোধপূর্ব্বক কথা কহিবে না অর্থাৎ জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া বিতণ্ডাদি করিবে না; ইহাঁর (গুরুর) নিন্দা অথবা অনভিপ্রেত কার্য্য করিবে না, বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে (অর্থাৎ যৌবন-প্রাপ্ত গুণ-দোষাভিজ্ঞ) শিষ্য, যুবতী গুরুপত্নীর পাদগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না; পরন্তু যুবাশিষ্য, "অসাবহং" অর্থাৎ অমুক আমি, ইহা বলিয়া (অভিবাদনের বাক্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) যুবতী গুরুপত্নীদিগকে ভূমিতে অর্থাৎ পাদগ্রহণ ব্যতীত যথাবিধি অভিবাদন করিবে। শিষ্টাচার অনুস্মরণ করত (যুবাশিষ্য ও) প্রবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গুরুপত্নীদিগের পাদগ্রহণ, এবং প্রত্যহ ভূমিতে অভিবাদন করিবে। ধন, সহায়সম্পন্নতা, অধিক বয়ঃক্রম, শ্রৌত-স্মার্ত্তকর্ম্ম, এবং বিদ্যা, এই পাঁচটী মান্যতাকারণ; তবে যাহা যাহা পরবর্ত্তী, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ। ধনী-অপেক্ষা স্বজনসম্পন্ন; তদপেক্ষা, অধিকবয়স্ক; তদপেক্ষা ক্রিয়াবান্; তদপেক্ষা, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞানী অধিক মান্য। দশ-বর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণ এবং শত-বর্ষ-বয়স্ক রাজাকে পিতা-পুত্র বলিয়া জানিবে, সেই দুইজনের মধ্যে ব্রাহ্মণই পিতা; ব্রাহ্মণদিগের জ্যেষ্ঠতা, জ্ঞানানুসারে; ক্ষত্রিয়দিগের কার্য্যানুসারে; আর বৈশ্যদিগের ধনধান্যঅনুসারে; কেবল, শূদ্রদিগেরই (শ্রেষ্ঠতা) জন্মানুসারে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মানুষের—বহুলোক ও বহুদ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, বিশেষতঃ গৃহস্থাশ্রমীর, কাম ক্রোধ লোভ নামক ঘোরতর তিনটা শত্রু আছে। সেই শত্রুত্রয়ে আক্রান্ত হইয়া এই ব্যক্তি অর্থাৎ মনুষ্য বা গৃহস্থ মনুষ্য, অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর, সংকরীকরণ অপাত্রীকরণ, মলাবহ এবং প্রকীর্ণক পাপে প্রবৃত্ত হয়। কাম, ক্রোধ এবং লোভ, নরকের দ্বার—এই ত্রিবিধ, ইহা আত্মাকে বিনষ্ট (অর্থাৎ সর্ব্ব সুখ-বঞ্চিত—অতীব নিকৃষ্ট) করে, অতএব এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিবে।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মাতৃগমন, কন্যাগমন এবং পুত্রবধূগমন—এই (ত্রিবিধ) অতি পাতক। এই সকল অতিপাতকিগণ, অগ্নি প্রবেশ করিবে, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের কোনরূপেই নিষ্কৃতি নাই।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণস্বামিক (অশীতি রত্তিকার অন্যূন) সুবর্ণচৌর্য্য, এবং গুরুপত্নীগমন (অর্থাৎ বিমাতৃগমন) এই চতুর্ব্বিধ এবং এতৎপাপীর সহিত বিশেষ সংসর্গ—এই পঞ্চবিধ মহাপাতক। এক যানারোহণ, একত্র ভোজন, একত্র অবস্থিতি, এবং একত্র শয়ন ইত্যাদি লঘুসংসর্গ, পতিতদিগের সহিত (নিরবচ্ছিন্ন) এক বৎসর করিলে, পতিত হয়, যৌন সম্বন্ধ

অর্থাৎ বিবাহাদি, স্রৌব সম্বন্ধ অর্থাৎ যাজনাদি এবং মৌখ-সম্বন্ধ অর্থাৎ অধ্যয়নাদি; গুরু সংসর্গ করিলে সদ্য পতিত হয়। এই সকল মহাপাতকিগণ, অশ্বমেধযজ্ঞ অর্থাৎ তদীয় অবভৃথ স্নান বা পৃথিবীস্থ যাবদায় তীর্থ পর্য্যটন করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। ইহা অজ্ঞানকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

যজ্ঞদীক্ষিত ক্ষত্রিয়হত্যা, এবং বৈশ্যহত্যা, রজস্বলা হত্যা, গর্ভবতীহত্যা, অত্রিগোত্র-সম্ভূতা-হত্যা, স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব বিষয়ে অনবধারিত গর্ভহত্যা এবং শরণাগত হত্যা,—এই সকল কর্ম্ম—ব্রহ্মহত্যার তুল্য; কূটসাক্ষ্য এবং মিত্রহত্যা—এই দুই কার্য্য সুরাপানের তুল্য; ব্রাহ্মণভূমিহরণ, এবং গচ্ছিত বস্তু অপহরণ—সুবর্ণ হরণের তুল্য; পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর এবং রাজা—এতদন্যতমের পত্নীগমন, পিতৃস্বস্-গমন, মাতৃস্বস্-গমন, ভগিনী গমন, শ্রোত্রিয়, ঋত্বিক, উপধ্যায় এবং বন্ধু—এতদন্যতমের পত্নীগমন, ভগিনী-সখী-গমন, সগোত্রাগমন, উত্তমবর্ণাগমন, কুমারীগমন, অন্ত্যজাগমন রজস্বলাগমন, শরণাগতাগমন, প্রব্রজ্যাবলম্বিনী-গমন এবং ন্যাসীকৃতাগমন গুরুপত্নীগমনের তুল্য। এই সকল অনুপাতকিগণ, মহাপাতকিদিগের ন্যায় অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান বা তীর্থ-পর্য্যটন দ্বারা পবিত্র হইবে; (অজ্ঞানকৃত অগম্যাগমনের ও জ্ঞানকৃত অন্য অনুপাতকের ইহা প্রায়শ্চিত্ত।)

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

উৎকর্ষজনক মিথ্যাবাক্যে (যথা শূদ্রের "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ উক্তি) রাজগামী খলতা, (অর্থাৎ রাজার নিকট দুষ্কর্ম্মের অভিযোগ) গুরুর অলীক-নিন্দা করা, বেদনিন্দা, অধীত বেদ-বিস্মরণ, অগ্নিহোত্র অগ্নিত্যাগ, অপতিত মাতা-পিতা-পুত্র-পত্নীত্যাগ, অভোজ্যান্ন-ভোজন, (অর্থাৎ চাণ্ডালাদির অন্ন ভোজন) অভক্ষ্য-ভক্ষণ (অর্থাৎ লশুনাদি ভক্ষণ) পরস্বাপহরণ, পরদার-গমন, অনুচিত কর্ম্ম, যথা ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা, অসৎ-প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়-হত্যা, বৈশ্য হত্যা, শূদ্র-হত্যা, গোহত্যা, অবিক্রেয় (অর্থাৎ লবণাদির) বিক্রয়। অনুজকর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠের পরিবিত্তিতা, পরিবেদন, তাহাকে অর্থাৎ পরিবিত্তি বা পরিবেত্তাকে কন্যাদান, তাহার অর্থাৎ পরিবিত্তির এবং পরিবেত্তার যাজন, ব্রাত্যতা, প্রতিনিয়ত বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা, প্রতিনিয়ত বেতন দান পূর্ব্বক অধ্যয়ন রাজাজ্ঞাক্রমে সকল যোনিতে অধিকার গ্রহণ করা, মহা-যন্ত্র প্রবর্ত্তন অর্থাৎ জলপ্রবাহ প্রতিবন্ধ-হেতু সেতুবন্ধাদি, দ্রুম, গুল্ম, বল্লী, লতা, এবং ওষধির বিনাশন, স্ত্রীলোককে বেশ্যা করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা অভিচার কার্য্য অর্থাৎ শ্যেনাদি যজ্ঞ করিয়া নিরপরাধ ব্যক্তির মারণ, মন্ত্রৌষধাদি দ্বারা বশীকরণ; (দেবাদি উদ্দেশ না করিয়া) কেবল আপনার জন্য পাকাদি অনুষ্ঠান, অধিকার থাকিতে অগ্নি-আধান না করা, দেবঋণ, ঋষিঋণ এবং পিতৃঋণ পরিশোধ না করা; (যজ্ঞাদি দ্বারা দেবঋণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা ঋষিঋণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়)। চার্ব্বাকাদি অসৎশাস্ত্র চর্চ্চা, নাস্তিকতা, নটবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ, এবং মদ্যপায়িনী ভার্য্যার সহিত সংসর্গ, এই সকল উপপাতক। (যাজ্ঞবল্ক্য ৬২১৬০ পত্র ২২১ হইতে ২৪২ শ্লোক দেখিবে)। এই সকল উপপাতকী মনুষ্যবৃন্দ, চান্দ্রায়ণ, অথবা পরাক ব্রত করিবে, অথবা গোমেধ যজ্ঞ করিবে (এই প্রায়শ্চিত্তদ্বয় স্থানভেদে ব্যবস্থা করিয়া লইবে)।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ডাদি-দ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্যথা দেওয়া, লশুন পুরীষাদি অপেয় বস্তু এবং মদ্য আঘ্রাণ করা,

কুটিলতা, পশু মৈথুন, এবং পুং-মৈথুন; এই সকল পাপ জাতিভ্রংশকর। এতদন্যতম জাতি-ভ্রংশকর কর্ম্ম জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে আশুপণ ব্রত, ও অজ্ঞানপূর্ব্বক করিলে প্রাজাপত্য করিবে।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

(অনুক্ত) গ্রাম্য ও আরণ্য পশু হিংসা, সঙ্করী-করণ। সঙ্করীকরণ পাপ করিলে এক মাস যাবকাহার করিয়া থাকিবে অথবা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

নিন্দিতের (অর্থাৎ ম্লেচ্ছাদির) নিকট হইতে ধন গ্রহণ (অর্থাৎ পারিতোষিকাদি গ্রহণ) * বাণিজ্য, কুসীদ জীবন, অসত্যভাষণ, এবং শূদ্র সেবা এই সকল অপাত্রীকরণ পাপ। অপাত্রীকরণ পাপ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র বা শীত-কৃচ্ছ্র অথবা অভ্যস্ত মহাসান্তপন (অর্থাৎ দুইটী মহাসান্তপন) দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

পক্ষী-হত্যা, জলচর-হত্যা এবং মৎস্যাদি জলজ প্রাণীহত্যা, কৃমি-হত্যা ও কীটহত্যা আর মদ্যানুগত (অর্থাৎ মদ্যের সহিত এক পেটকাদিতে আনীত শাকাদি) ভোজন, এই সকল পাপ মলাবহ। তপ্তকৃচ্ছ্র মলিনীকরণ পাপে শুদ্ধিজনক, অথবা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধিজনক।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

যে সকল পাপ অনুক্ত রহিল, তাহা প্রকীর্ণক। প্রকীর্ণ পাতকে লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের অনুমতিক্রমে, অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নরকের বিষয় উক্ত হইতেছে। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, মহানরক, সংজীবন, অবীচি, তাপন, সম্প্রতাপন, সংঘাতক, কাকোল, কুড্মল, পূতিমৃত্তিক, লৌহ-শঙ্কু, ঋচীষ, বিষম পন্থান, কণ্টক শাল্মলি, দীপনদী, অসিপত্রবন, এবং লোহচারক, এই সমস্ত নরক। অকৃত প্রায়শ্চিত্ত অতি পাতকীগণ, পর্য্যায়ক্রমে এক কল্প এই সকল নরক ভোগ করে। মহাপাতকিগণ, অনুপাতকিগণ এক মন্বন্তর (এক সপ্ততি দিব্য চতুর্যুগে এক মন্বন্তর) উপপাতকিগণ চতুর্যুগ। সঙ্করীকরণ-পাপী, জাতিভ্রংশকর পাপী, অপাত্রীকরণ পাপী এবং মলিনী-করণ পাপী-সকল সংবৎসর সহস্র; আর প্রকীর্ণ পাপীরা (পাপের গুরুত্ব লঘুত্ব অনুসারে) বহুবর্ষবৃন্দ নরক-ভোগ করে। সকল পাতকিগণ, প্রাণত্যাগের পর যাম্যপথে গমন করিয়া দারুণ দুঃখভোগ করে। তাহারা ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করগণের কষ্টানুকারী বরবিশেষ দ্বারা যেখান সেখান দিয়া আকৃষ্ট হইয়া অতিকষ্টে নরকে যে প্রকারে উপনীত হয়; সেই প্রকারে কুক্কুর, শৃগাল মাংসাশী কাক, কঙ্ক, বকাদি, অগ্নিতুণ্ড অর্থাৎ ভল্লূকাদি ভুজঙ্গ, এবং বৃশ্চিক কর্ত্তৃক লক্ষিত হইতে থাকে। তাহারা অগ্নিদগ্ধ, কণ্টকবিদ্ধ, ক্রকচপাটিত এবং তৃষ্ণাপীড়িত হইতে থাকে; বারংবার ক্ষুধা-পীড়িত, ঘোর ব্যাঘ্রগণ তাড়িত এবং পূয়রক্ত-গন্ধে মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। পরকীয় অন্নপানাদিতে সাভিলাষ হইলে, তাহারা ভীষণ কাক কঙ্ক বকাদির ন্যায় বিকটাস্য যমকিঙ্কর কর্ত্তৃক তাড়িত হয়। কোন স্থলে তাহারা তৈল-পক্ক হয়, কোন স্থলে মুষল-তাড়িত

---

* তাদৃশ ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ উপপাতক বলিয়া গণ্য আর পরিতোষিকাদি গ্রহণ অপাত্রী করণ। অথবা অসৎপ্রতিগ্রহ শব্দে নিন্দিত বস্তুর গ্রহণ, তাহাই উপপাতক, যথা তিলাদি গ্রহণ; আর ম্লেচ্ছাদির নিকট প্রতিগ্রহ অপাত্রীকরণ।

হয় এবং কোন স্থলে লৌহময় শিলায় পেষিত হইতে থাকে; এবং কোন স্থলে বান্ত, কোন স্থলে পূয়, কোন স্থলে রক্ত, কোন স্থলে বিষ্ঠা এবং কোন স্থলে পূয়গন্ধযুক্ত দারুণ মাংস ভোজন করে; কোন স্থলে অগ্নিমুখ ভীষণ ক্রিমিগণের ভক্ষ্য দ্রব্য হইয়া সূচীভেদ্য অন্ধকারে অবস্থান করিতে থাকে। কোন স্থলে তাহারা শীতার্ত্ত হয়, কোন স্থলে বা বিষ্ঠাদি অপবিত্র বস্তুর মধ্যে অবস্থিতি করে, এবং কোন স্থলে সুদারুণ প্রেতমণ্ডলী পরস্পরে পরস্পরকে ভোজন করে, কোন স্থলে ভূতকর্ত্তৃক তাড়িত হয়, কোন স্থলে (বন্ধনে বদ্ধ হইয়া) লম্বমানভাবে থাকে; কোন স্থলে তাহারা শরনিকর-বিক্ষিপ্ত হয়, কোন স্থলে ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে। যম-কিঙ্করেরা তাহাদিগের গলায় পা দিয়া থাকে, এবং তাহারা সর্পদেহ রজ্জুতে আবদ্ধ বন্ধুরারা পীড়িত আর জানু ধরিয়া আকৃষ্ট হইতে থাকে;—ভগ্নপৃষ্ঠ, ভগ্নমস্তক, ভগ্নগ্রীব, ও সূচীকণ্ঠ হইয়া যাহাদিগের সূচী পরিমিত কণ্ঠনালী সুদারুণ ও বহু দুঃখভারাক্রান্ত সেই সকল পাপীরা কূটগৃহ প্রমাণ যাতনাক্ষম শরীরদ্বারা এইরূপ পাপ ফল ভোগ করিয়া তির্য্যগ্ জাতিতে বিবিধ দুঃখ ভোগ করে।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সমস্ত নরকে দুঃখভোগ করিয়া পাপিগণের তির্য্যগ্ যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। অতি পাতকিগণের পর্য্যায়ক্রমে সকলস্থাবর-যোনিতে, মহাপাতকিগণের ক্রিমিযোনিতে, অনুপাতকিগণের পক্ষিযোনিতে; উপপাতকিগণের জলজ যোনিতে; জাতিভ্রংশকর পাপিগণের জলচর যোনিতে; সঙ্করীকরণ পাপীদিগের মৃগযোনিতে; অপাত্রী-করণ পাপীদিগের পশুযোনিতে এবং মলিনী-করণ পাপীদিগের মনুষ্য মধ্যে অস্পৃশ্য জাতিতে জন্ম হয়। প্রকীর্ণ পাপে নানাবিধ হিংস্রক্রব্যাদ হইয়া উৎপন্ন হয়। অভোজ্য অন্ন অথবা অভক্ষ্যদ্রব্য [illegible] ক্রিমি হয়; চোর—শ্যেনপক্ষী হয়; উৎকৃষ্টপথ মারিয়া লইলে সর্প; ধান্যহরণ করিলে মূষিক; কাংস্য হরণ করিলে হংস; জলহরণ করিলে জলকুক্কুট;—মধুহরণ করিলে দংশ; দুগ্ধহরণ করিলে কাক; ইক্ষু প্রভৃতির রস হরণ করিলে কুকুর; ঘৃতহরণ করিলে নকুল; মাংসহরণ করিলে গৃধ্র; বসা হরণ করিলে মদ্গু; তৈল হরণ করিলে তৈলপায়িক; লবণ হরণ করিলে চীরী নামক পক্ষিবিশেষ; দধি হরণ করিলে বলাকা; এবং কৌশেয় হরণ করিলে তিত্তির হয়। ক্ষৌমবস্ত্র হরণ করিলে মণ্ডূক; কার্পাসসূত্রোৎপন্ন বস্ত্র হরণ করিলে ক্রৌঞ্চ; গো হরণ করিলে গোধা; গুড় হরণ করিলে বাল্গুদ নামক পক্ষী; গন্ধ হরণ করিলে ছুচ্ছুন্দরি; পত্রশাক হরণ করিলে ময়ূর; সিদ্ধান্ন দিকৃতান্ন হরণ করিলে শ্বাবিৎ, আমান্ন হরণ করিলে শল্লক; অগ্নি হরণ করিলে বক, গৃহোপকরণ সূর্প মুষলাদি হরণ করিলে, গৃহকারী অর্থাৎ ভিত্তি প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকাগৃহ নির্ম্মাতা সপক্ষ কীটবিশেষ; রক্তবস্ত্র সকল হরণ করিলে চকোর পক্ষী; গজ হরণ করিলে কচ্ছপ, ফল বা পুষ্প হরণ করিলে মর্কট; স্ত্রী হরণ করিলে ভল্লুক; রথাদি যান হরণ করিলে উষ্ট্র; পশু হরণ করিলে ছাগল হয়। মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক পরকীয় যে যে দ্রব্য হরণ—বা অনুৎসৃষ্ট পুরোডাসাদি হবি ভোজন করিলে, অবশ্য তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকেরা এই প্রকার অপহরণ করিলে পাপী হইবে এবং তাহারা এইসকল জন্তুর ভার্য্যাত্ব লাভ করিবে।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সমস্ত নরকে দুঃখ ভোগ করিবার পর প্রাপ্ত তির্য্যগ্‌যোনি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মনুষ্যজাতি হইলে, তাহাতেও এই চিহ্ন সমস্ত উৎপন্ন হয়;—অতিপাতকী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত; ব্রহ্মহত্যাকারী যক্ষ্মাপীড়াগ্রস্ত; সুরাপায়ী শ্যাব দন্ত; স্বর্ণহারী কুনখী; বিমাতৃগামী অনাবৃত লিঙ্গ; পিশুনের নাসিকা দুর্গন্ধযুক্ত হয়, সূচকের মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়। ধান্যচোর অঙ্গহীন হয়; ধান্য-মিশ্র অতিরিক্তাঙ্গ হয়,

অন্নাপহারক আময়াবী হয়; বাগ্‌পহারক মূক হয়; বস্ত্রাপহারক শ্বিত্র রোগাক্রান্ত হয়; অশ্বাপহারক পঙ্গু হয়; দেবতা বা ব্রাহ্মণের প্রতি গালিগালাজ করিলে মূক হয়; বিষদাতা লোলজিহ্ব হয়; অগ্নিদাতা উন্মত্ত হয়; গুরুর প্রতিকূলতা করিলে অপস্মার রোগাক্রান্ত হয়; গোহত্যা বা (দেবাদিগৃহের) দীপহরণ করিলে অন্ধ হয়; দীপনির্ব্বাণকর্ত্তা কাণ (অর্থাৎ এক চক্ষুহীন) হয়; রাঙ বা চামর বা সীস বিক্রয় করিলে রজক হয়; অশ্বাদি এক শফ জন্তু বিক্রয় করিলে মৃগব্যাধ হয়; কুণ্ডের (জারজবিশেষের) অন্নভোজন করিলে ভগাস্য অর্থাৎ মুখে ভগাকার চিহ্ন উৎপন্ন হয়।* চুরি করিলে ঘাণ্টিক অর্থাৎ বৈতালিক—ঘড়িয়াল হয়। কুসীদজীবী ভ্রামর-রোগাক্রান্ত হয়; একাকী মিষ্টভোজী, বাতগুল্ম রোগী হয়; প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে খল্বাট হয়; অবকীর্ণী অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গ ব্রহ্মচারী শ্লীপদ রোগযুক্ত হয়; অন্যের বৃত্তিহন্তা দরিদ্র হয়; এবং পরপীড়ক ব্যক্তি দীর্ঘরোগাক্রান্ত হয়; এইরূপ কর্ম্মবিশেষবশে, দুষ্টচিহ্নযুক্ত—রোগান্বিত, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, একলোচন, বামন, বধির, মূক, দুর্ব্বল এবং অন্যপ্রকার অর্থাৎ ক্লীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে; অতএব সবিশেষ যত্নসহকারে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—— /

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

নিম্নলিখিত সমস্ত কৃচ্ছ্র-পদবাচ্য হইয়া থাকে। তিন দিন উপবাসী থাকিবে, প্রতিদিন তিনবার স্নান করিবে। প্রতি স্নানেই তিনবার জলমধ্যে অবগাহন, মগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ-জপ করিবে। দিবসে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে, রাত্রিতে উপবিষ্ট হইয়া থাকিবে, কর্ম্মের পর দুগ্ধবতী ধেনু দান করিবে। ইহা অঘমর্ষণ। তিনদিন রাত্রি-ভোজন অর্থাৎ নক্ত; তিন দিন দিবা-ভোজন অর্থাৎ একভক্ত; তিন দিন অযাচিত আহার এবং তিন দিন উপবাস করিবে।* ইহার অর্থাৎ এই দ্বাদশ দিন-সাধ্য কার্য্যের নাম প্রাজাপত্য। তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে ও তিন দিন উপবাস করিবে;—ইহা তপ্ত-কৃচ্ছ্র। উক্তরূপ শীতল দ্রব্য দ্বারা হইলে, ইহাই শীতকৃচ্ছ্র; অর্থাৎ তিন দিন শীতল জল পান, তিন দিন শীতল ঘৃত পান, তিন দিন শীতল দুগ্ধ পান, ও তিন দিন অনশন;—ইহাই শীতকৃচ্ছ্র। দুগ্ধমাত্র পান করিয়া একবিংশতি দিন অতিবাহিত করার নাম কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র। এক মাস সক্তুমিশ্রিত জল-আহার—উদক-কৃচ্ছ্র; এক মাস মৃণাল-ভোজন—মূলকৃচ্ছ্র; এক মাস বিল্ব-ভোজন বা পদ্ম-বীজ-ভোজন—শ্রী-ফল-কৃচ্ছ্র; দ্বাদশ দিন উপবাস—পরাক। এক দিন গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক, পান করিবে; দ্বিতীয় দিন উপবাসী থাকিবে;—ইহা সান্তপন। প্রত্যহ অভ্যস্ত গোমূত্রাদি দ্বারা মহা সান্তপন অর্থাৎ এক এক দিন গোমূত্রাদির এক একটী দ্রব্য আহার ও এক দিন উপবাস এই সাত দিন সাধ্য ব্রত মহাসান্তপন। ত্র্যহাভ্যস্ত হইলে, অতি-সান্তপন অর্থাৎ এক একটী দ্রব্য তিন দিন করিয়া আহার;—এইরূপ আঠার দিন, তিন দিন উপবাস;—এই ব্রতের নাম অতি-সান্তপন। পিণ্যাক, আচাম, তক্র, জল ও সক্তুর উপবাসান্তরিত আহার, তুলাপুরুষ-পদবাচ্য, অর্থাৎ এক দিন উপবাস, তৎপরে পিণ্যাক ভোজন, পরদিনে উপবাস তৎপরে আচাম আহার ইত্যাদি। কুশপত্র, পলাশ-পত্র, উড়ুম্বর-পত্র, পদ্মপত্র, বট পত্র, শঙ্খপুষ্পী, পত্র, বাহ্মীশাক-পত্র; ইহাদিগের এক একটীর কথিত জল অর্থাৎ তাহার সহিত সিদ্ধ জল; এক এক দিন পান করিয়া থাকিলে, (সপ্তাহ-সাধ্য) পর্ণকৃচ্ছ্র হইবে। কৃতবাপন অর্থাৎ মুণ্ডিত ত্রিকালস্নায়ী, স্থণ্ডিলশায়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই সকল কৃচ্ছ্র করিবে। স্ত্রী-লোক, শূদ্র ও পতিতদিগের সহিত আলাপ করিবে

* নন্দপণ্ডিত বলেন, ভগাস্য হয় অর্থাৎ মুখে মৈথুন করিতে দেয়, তাদৃশ জঘন্য প্রবৃত্তির ঐ পাপ কারণ।

* অঘমর্ষণ বিধিতে তিন দিন উপবাসের বিধান আছে, তাহার অনুবৃত্তি করিয়া "তিন দিন উপবাস," ইহা নিবেশিত হইল। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।

...এবং নিত্য পবিত্র প্রণব, জপ ও যথাশক্তি হোম করিবে।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

অথ চান্দ্রায়ণ। অবিকৃত গ্রাসে ভোজন করিবে, শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা-বৃদ্ধি-অনুসারে, ক্রমে সেই সকল গ্রাস বাড়াইবে। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলাহানি অনুসারে কমাইবে অর্থাৎ শুক্ল-প্রতিপদে একগ্রাস ভোজন, দ্বিতীয়াতে দুই গ্রাস ইত্যাদিরূপে, পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস হইবে, কৃষ্ণপ্রতিপদে চতুর্দশ গ্রাস ইত্যাদি অমাবস্যাতে উপবাস করিবে, ইহা চান্দ্রায়ণ। চান্দ্রায়ণ (দ্বিবিধ) যবমধ্য ও পিপীলিকা-মধ্য। যে চান্দ্রায়ণের মধ্যস্থলে অমাবস্যা হয়, তাহা পিপীলিকা মধ্য। যাহার পৌর্ণমাসী মধ্যস্থলে হয়, তাহা যবমধ্য। একমাস কাল প্রত্যহ আট গ্রাস করিয়া ভোজন করিলে, তাহা যতিচান্দ্রায়ণ; একমাস-কাল প্রতিদিন দিনের বেলা, চার গ্রাস, ও রাত্রিবেলা চার গ্রাস ভোজন করিবে; তাহা শিশু-চান্দ্রায়ণ। একমাসের মধ্যে যে কোন রূপে, অর্থাৎ কোনদিন একগ্রাস, কোনদিন বা পঁচিশ গ্রাস ইত্যাদি অনিয়মিত রূপে ষষ্টি ন্যূন তিনশত গ্রাস অর্থাৎ দুই শত চল্লিশ গ্রাস, ভোজন করিবে। ইহা সামান্য চান্দ্রায়ণ। হে ভূমি! পুরাকালে সপ্তর্ষিগণ, ব্রহ্ম ও রুদ্র এই ব্রত করায় সর্ব্বমল মুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিজকৃত কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে গুরুপাপভারাক্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে। তৎক্ষয়ার্থ আপনার জন্য প্রসৃতি-পরিমাণ যাবক পাক করিবে। তৎকালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান নিষিদ্ধ, এবং ইহাতে বলিকর্ম্ম নাই, অপক অথচ পচ্যমান, যাবক এবং পক যাবক মন্ত্রপূত করিবে। পচ্যমান যাবকের রক্ষা করিবে। তাহার মন্ত্র;—"ব্রহ্মাদেবানাং পদবীঃ কবীনাং ঋষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগানাং শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্" এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক চরুস্থালীকণ্ঠে, কুশবন্ধন করিবে। আর সেই পক যাবক-চরু পাত্রান্তরেও ঢালিয়া ভোজন করিবে। "যে দেবা মনোজাতা মনোজুষঃ সুদক্ষা দক্ষপিতরঃ তে নঃ পান্তু তে নোহবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক (ঐ চরু) আপনাতে আহুতি দিবে অর্থাৎ ভোজন করিতে অন্য মন্ত্র পাঠ করিবে না। অনন্তর আচমন করিয়া "আপঃ প্রীতাভবত যূয়মাপোহস্মাকমুদরে যবঃ তা অস্মভ্যমনমীবা অযক্ষা অনাগসঃ সন্তু দেবীরমৃতা ঋতাবৃধঃ" এই মন্ত্র দ্বারা নাভি স্পর্শ করিবে। মেধার্থী ব্যক্তি এইরূপ তিন দিন ভোজন করিবে, পাপকারী ব্যক্তি ছয় দিন, সাতদিন পান করিলে, মহাপাতকিগণের অন্যতম ও (আত্মাকে) পবিত্র করে। আর দ্বাদশ দিন পান করিলে পূর্ব্বপুরুষকৃত পাপও বিনষ্ট করে। একমাস পান করিলে নিজকৃত পূর্ব্বপুরুষকৃত সকল পাপ (বিনষ্ট) করে। গোময়ের সহিত বহির্গত যবের যাবক ঐরূপে একবিংশতি দিন পান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যাবক-মন্ত্রপূত করিবার মন্ত্র,—তুমি যব, তুমি ধান্যরাজ; বরুণ তোমার দেবতা; তুমি মধুসংযুত হইয়া সর্ব্বপাপ বিনাশ কর; অতএব পবিত্ররূপী ঋষিগণ ইহা স্মরণ করিয়াছেন। যবই ঘৃত বা মধু; যবই জল বা অমৃত। হে যবসকল! তোমরা আমার পাপ সকল এবং বাচিক, কায়িক ও মানসিক আমার যে কিছু দুষ্কর্ম্ম আছে; তাহা পবিত্র কর; অর্থাৎ তাহা হইতে আমাকে মোচিত কর। হে যবগণ! আমার অলক্ষ্মী এবং কালকর্ণী বিনষ্ট কর। হে যবগণ! আমার কুক্কুর-শূকরোচ্ছিষ্ট ভোজন, উচ্ছিষ্ট দূষিত-ভোজন, মাতা পিতার অশুশ্রূষা, পবিত্র কর; অর্থাৎ এই সকল কারণোৎপন্ন পাপ বিনষ্ট কর। হে যবগণ! আমায় গণান্ন, গণিকান্ন, শূদ্রান্ন, জাতশ্রাদ্ধান্ন, চৌরান্ন ও নব

ব্রাহ্মণ; এই সকল ভোজনজনিত পাপ বিশুদ্ধ কর। হে যবগণ! আমার বালধূর্ত্ত অর্থাৎ বালকের প্রতি ধূর্ত্ততা অথবা মূর্খতা ও ধূর্ত্ততা—তত্তৎ কারণোৎপন্ন পাপ; রাজদারকৃত অধর্ম্ম, স্বর্ণস্তেয়, অর্থাৎ সকল মহাপাতক; ব্রত সকলের অপরিপালন; অযাজ্যযাজন ও ব্রাহ্মণ-নিন্দা; এই সকল পাপ হইতে পবিত্র কর।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশী দিনে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের অর্চ্চনা করিবে। এই ব্রত এক বৎসর করিলে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকশুক্ল দ্বাদশী পর্য্যন্ত, ঐ নিয়মে ব্রত করিলে; পাপ রাশি হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যাবজ্জীবন এই ব্রত করিলে, বিষ্ণুর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, পুরাণাদি প্রসিদ্ধ, শ্বেতদ্বীপ (ইংলণ্ড নহে) প্রাপ্ত হয়। উভয় পক্ষীয় দ্বাদশীতে এক বৎসর কাল এইরূপ করিলে স্বর্গলোক, এবং যাবজ্জীবন করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। পঞ্চদশীতেও এইরূপ; অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া পূর্ণিমা অমাবশ্যাতে ঐরূপ করিলে, দ্বাদশীর পক্ষে যে ফল উক্ত হইয়াছে, সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে যোগশায়ী কেশবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়। যে পূর্ণিমাতে, গগনমণ্ডলে, চন্দ্র ও বৃহস্পতি এক নক্ষত্র বা এক রাশিস্থিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হন; সেই পূর্ণিমা ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্লদ্বাদশী, বৎসরের মধ্যে মহতী; তাহাতে দান; উপবাস ইত্যাদি কার্য্য অক্ষয় ফলজনক, বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

বনে পর্ণকুটীর করিয়া বাস করিবে। তিন বার স্নান করিবে। নিজদুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করত গ্রামে ভিক্ষাচারণ করিবে, তৃণশায়ী হইবে। এই মহাব্রত (অকামত) ব্রহ্ম-হত্যা বা যোগস্থ ক্ষত্রিয় (যাগস্থ বৈশ্য) গর্ভিণী, রজস্বলা, ক্ষেত্রিগোত্রসম্ভূতানারী অথবা বন্ধু হত্যা করিলে দ্বাদশ বৎসর করিবে। কামতঃ নরপতি বধে এই মহাব্রতই দ্বিগুণ করিয়া করিবে সামান্য ক্ষত্রিয় বধে, পাদোন মহাব্রত করিবে; বৈশ্যবধে অর্দ্ধ; শূদ্রবধে তদর্দ্ধ। এই সকল বিষয়েই শবশিরোধ্বজী হইবে; অর্থাৎ স্বকর-কল্পিত দণ্ডাগ্রে শবমুণ্ড স্থাপন করিয়া রাখিবে। সকল জীবের প্রতি ক্ষমা করিবে। মুণ্ডিতকেশাদি হইয়া একমাস গবানুগমন করিবে। গোগণ আসীন হইলে, উপবেশন করিবে; দণ্ডায়মান থাকিলে দণ্ডায়মান থাকিবে; অবসন্ন হইলে উদ্ধার করিবে; ভয় হইতে রক্ষা করিবে; তাহাদিগের শীতাদি নিবারণ না করিয়া আপনার শীতাদিনিবারণ করিবে না। গোমূত্র দ্বারা স্নান করিবে। দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে; এই গোব্রত, গোবধ করিলে করিবে। গজবধে পাঁচটী নীলবৃষ দান করিবে। তুরগবধে বস্ত্র; গর্দ্দভবধে, মেষবধে ও ছাগবধে এক বৎসরবয়স্ক বৃষ; উষ্ট্রবধে সুবর্ণ কৃষ্ণল প্রদান করিবে। কুক্কুর হত্যা করিলে তিনদিন উপবাসী থাকিবে। মূষিক, মার্জ্জার, নকুল, মণ্ডূক, ডুণ্ডুভ ও অজাগর ইহাদিগের অন্যতম হত্যা করিলে উপবাসী থাকিয়া ব্রাহ্মণকে কৃসরান্ন ভোজন করাইয়া, লৌহদণ্ড দক্ষিণা দিবে। গোধা, পেচক, কাক ও মৎস্য হত্যা করিলে তিন দিন উপবাস করিবে। হংস, বক, বলাকা, মদ্গু, বানর, শ্যেন, ভাস ও চক্রবাক পক্ষী ইহাদিগের অন্যতম হত্যা করিলে ব্রাহ্মণকে গো দান করিবে। সর্প-হত্যা করিলে লৌহময় খনিত্র দিবে। ব্রাহ্মণাদি ব্যতীত ক্লীবহত্যা করিলে এক ভার পলাল প্রদান করিবে বরাহ হত্যা করিলে, ঘৃতকুম্ভ; তিত্তিরি হত্যা করিলে একদ্রোণ তিল; শুক হত্যা করিলে দ্বিবর্ষবয়স্ক

বৎসর; ক্রৌঞ্চ হত্যায় ত্রিহায়ণ বৎস ও মাংসাশী মৃগবধে দুগ্ধবতী গাভী, অমাংসাশী মৃগবধে বৎসতরী দান করিবে। অমুক্ত মৃগবধে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। অমুক্ত পক্ষী হত্যা করিলে রাত্রিতে আহার করিবে বা একমাস রজত দান করিবে। জলচর হত্যা করিলে উপবাসী থাকিবে। অস্থিযুক্ত সহস্র প্রাণী অর্থাৎ কৃকলাসাদি হত্যা করিলে ও পূর্ণ এক শকট অস্থিরহিত প্রাণী হত্যা করিলে, শূদ্রহত্যা-ব্রত করিবে। অস্থিযুত প্রাণীবধে, ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিবে। অস্থিরহিত প্রাণীহিংসায় প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হয়। ফলপ্রদ বৃক্ষ, গুল্ম, বল্লী, লতা ও পুষ্পিত শাখা, ইহাদিগের অন্যতম ছেদনে, গায়ত্রী প্রভৃতি শতমন্ত্র জপ করিবে। অন্নাদি-জাত, রসজাত এবং ফলপুষ্পসম্ভূত সর্ব্বপ্রকার প্রাণীহত্যায় ঘৃতভোজন শুদ্ধিজনক। কৃষ্ট ক্ষেত্রজাত অথবা বনে স্বয়ংজাত ঔষধি—বৃথা অর্থাৎ দেবকার্য্যাদির অনুদ্দেশে ছেদন করিলে একদিন, দুগ্ধমাত্রাহারী হইয়া গবানুগমন করিবে।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

সুরাপায়ী ব্যক্তি, যজনযাজনাদি সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া একবর্ষ কণমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে। মল ও মদ্য সকলের অন্যতম ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিবে। লসুন, পলাণ্ডু, গৃঞ্জন, এতদ্গন্ধী (অর্থাৎ লসুনাদি গন্ধযুক্ত দ্রব্য) বিড়্‌বরাহ, গ্রাম্যকুক্কুট, বানর এবং গো (এতদন্যতমের) মাংসভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। এই-সকল প্রায়শ্চিত্তেই দ্বিজগণের প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনঃসংস্কার করিবে। পুনঃসংস্কারকার্য্যে বপন, মেখলা, দণ্ড ভৈক্ষ্যচর্য্যা, ও ব্রহ্মচর্য্য—করিবে না। শশক, শল্লক, গোধা গণ্ডার এবং কূর্ম্ম ব্যতীত অপর পঞ্চনখ জন্তুর মাংসাশনে সাত দিন উপবাস করিবে। গণ, গণিকা, চোর, বা গায়নের অন্ন ভোজন করিলে সাত দিন দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। তক্ষকের (ছুতারের) অন্ন, চর্ম্মকারের অন্ন, কুসীদজীবী, কদর্য্য, দীক্ষিত, নিগড়াদিবদ্ধ, অভিশস্ত, ক্লীব, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, দাম্ভিক, চিকিৎসাজীবী, লুব্ধক, ক্রূর, নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্ট-ভোজী, অবীরা স্ত্রী, সুবর্ণকার, শত্রু, পতিত, পিশুন * মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, আত্মবিক্রয়ী, সোমরসবিক্রয়ী, নট, তন্তুবায়, কৃতঘ্ন, রজক, কর্ম্মকার, নিষাদ, রঙ্গাবতারী, বেণুজীবী, লৌহবিক্রয়ী, স্বজীবি, শৌণ্ডিক, তৈলিক, চেল-নির্ণেজক, রজস্বলা, এবং সহোপপতি বেশ্যা; ইহাদিগের প্রত্যেকের অন্ন ভ্রূণঘাতীর দৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, পক্ষীর উচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, গবাঘ্রাত, জ্ঞানপূর্ব্বক পাদদ্বারা স্পৃষ্ট অবক্ষুত অন্ন মত্তক্রুদ্ধ, ও আতুর, ইহাদিগের প্রত্যেকের অন্ন অনর্চ্চিত; অন্নাদি অথবা বৃথামাংস ভোজন করিলেও সাতদিন দুগ্ধ আহারে জীবন ধারণ করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ১১ পত্র। ১৬০—১৬৭ শ্লোক দেখ)। পাঠীন রোহিত, রাজীব, সিংহ তুণ্ড এবং শকুল ভিন্ন সকল প্রকার মৎস্য ভোজনেই তিন দিন উপবাস করিবে। অপর সকল জলজ প্রাণীর মাংস ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। সুরাভাণ্ডস্থ জল পান করিলে, সাতদিন শঙ্খপুষ্পীর সহিত সিদ্ধজল পান করিয়া থাকিবে। মদ্যভাণ্ডস্থ জল পান করিলে পাঁচ দিন ঐ রূপ করিবে সোমপায়ী ব্যক্তি, সুরাপায়ীর মুখগন্ধ আঘ্রাণ করিলে জলমগ্ন অবস্থায় তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিয়া ঘৃত ভোজন করিয়া একদিন থাকিবে। খরমাংস, উষ্ট্র, মাংস বা কাকমাংস ভোজন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। অজ্ঞাত মাংস, যাহা ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য এ বিষয় নিশ্চয় নাই, সেই পশুপক্ষী প্রভৃতির মাংস, বধস্থানস্থিত মাংস ও শুষ্ক মাংস ভোজন করিলেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। মাংসাশী পশু-পক্ষীর মাংস ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র। কলবিঙ্ক; জলকুক্কুট, চক্রবাক, হংস রজ্জুদাল, সারস, দাত্যূহ (অর্থাৎ কাক বিশেষ,) শুক, সারিকা, বক, বলাকা, কোকিল ও খঞ্জন, পক্ষী ভোজনে তিনদিন উপবাস করিবে। একশফ অর্থাৎ

* কুল্লূকভট্ট বলেন, পিশুন শব্দে অসাক্ষাতে পরনিন্দাকারী।

অর্থাদি, ও উভয় দন্ত অর্থাৎ গবাদি ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। তিত্তিরি, কপিঞ্জল লাবক বর্ত্তকা ও ময়ূর ব্যতীত (অযুক্ত) সকল পক্ষীমাংস ভোজনেই অহোরাত্র উপবাস করিবে। কীট, ভোজনে একদিন (দিনমাত্র অহোরাত্র নহে) ব্রাহ্মীশাকের কাথজল পান করিবে। কুক্কুর মাংসাসনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। ছত্রাক, ও কবক অর্থাৎ ছত্রাকবিশেষ ভোজনে সান্তপন। যববিকার, গোধূমবিকার, দুগ্ধবিকার, ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ভোজ্য, ও শুক্ত অর্থাৎ কালবশে অম্লভাব প্রাপ্ত; খাণ্ডব ব্যতীত যাহা পর্য্যুষিত, তদ্ভোজনে উপবাস করিবে। ছেদনোৎপন্ন নির্য্যাস, বিষ্ঠাদিজাত বস্তু, রক্তবর্ণ বৃক্ষ-নির্য্যাস, শালুক, দেবাদির উদ্দেশ ব্যতিরেকে প্রস্তুত, কৃসর * সংযাব, পায়স, অপূপ, শস্কুলী, নৈবেদার্থ-অন্ন (নিবেদনের পূর্ব্বে), পুরোডাসাদি হবি (হোমের পূর্ব্বে), গো, অজা, মহিষী ব্যতীত (অপর সকলের) দুগ্ধ, অনির্দ্দশাহ সেই সকল অর্থাৎ গো, অজা ও মহিষীর দুগ্ধ, সন্দিনী অর্থাৎ স্রবৎস্তনী, সন্ধিনী, ও বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ, বিষ্ঠাদিভোজী গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ, এবং দধি ব্যতীত কেবল শুক্তাভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। ব্রহ্মচারী শ্রাদ্ধভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে ও একদিন জলে অবস্থান করিবে। মধুপান, মাংসভোজনেও প্রাজাপত্য করিবে। বিড়াল, কাক, নকুল, বা মূষিকের উচ্ছিষ্ট ভোজনে মাত্র ব্রাহ্মীশাকরস পান করিবে। কুক্কুরোচ্ছিষ্ট ভোজনে একদিন উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। পঞ্চনখ জন্তুর বিষ্ঠামূত্র ভোজনে সাতদিন উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। আমশ্রাদ্ধ ভোজন করিলে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে, শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজনে ব্রাহ্মণ সাতদিন, বৈশ্যোচ্ছিষ্ট ভোজনে পাঁচদিন, ক্ষত্রিয়োচ্ছিষ্ট ভোজনে তিনদিন, ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টভোজনে একদিন, দুগ্ধপান করিয়া জীবনধারণ করিবে। শূদ্রোচ্ছিষ্টভোজী ক্ষত্রিয় পাঁচ দিন, বৈশ্যোচ্ছিষ্টভোজী তিনদিন এবং শূদ্রোচ্ছিষ্টভোজী বৈশ্যও তিনদিন দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। ক্ষত্রিয়োচ্ছিষ্টভোজী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যোচ্ছিষ্টভোজী বৈশ্য এক দিন এইরূপ করিবে। চণ্ডালের অর্থাৎ চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির আমান্ন ভোজনে তিন দিন উপবাস করিবে; আর সিদ্ধান্ন ভোজন করিলে পারক ব্রত। বিপ্র, মন্ত্র দ্বারা অসংস্কৃত পশু কোনরূপেই ভোজন করিবে না। পরন্তু সনাতন নিয়মের অনুগামী হইয়া মন্ত্র-সংস্কৃত পশু ভোজন করিতে পারিবে। পশুঘাতী ব্যক্তি ইহলোকে জাগাদি-উদ্দেশ ব্যতীত বৃথা পশু-হত্যা করিলে, পশুশরীরে যতগুলি রোম থাকে, ততদিন ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখানুভব ও নরক ভোগরূপ নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্যই পশুগণের সৃজন করিয়াছেন। যজ্ঞও সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থ, অতএব যজ্ঞে যে বধ হয়, তাহা বধের মধ্যেই গণ্য নহে, সুতরাং পাপজনক হইবে না। বৃথা মাংসভোজীর, পরলোকে যাদৃশ পাপভোগ হয়, ধনার্থী-মৃগ-ঘাতীর, তাদৃশ পাপভোগ হয় না। ওষধি, পশু, বৃক্ষ, তির্য্যক্, ও পক্ষীসকল, যজ্ঞার্থে নিধন প্রাপ্ত হইয়া, পুনর্ব্বার উন্নতি প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ গন্ধর্ব্বাদি-যোনি প্রাপ্ত হয়। মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকার্য্য, ও দেবকার্য্য—এই সকল কর্ম্মেই পশুগণের হিংসা করিবে, অন্যকর্ম্মে কোন রূপেই হিংসা করিবে না। বেদার্থতত্ত্বাভিজ্ঞ দ্বিজ, যজ্ঞার্থে পশু হিংসা করিলে, আপনাকে ও পশুগণকে উত্তমা গতি লাভ করান। গৃহবাসী, গুরুকুলবাসী, বা অরণ্যবাসী আত্মবান্ দ্বিজ আপৎকালেও অবেদবিহিত হিংসা করিবে না। চরাচরে যে বেদবিহিত হিংসা নিয়ত আছে, তাহাকে অহিংসা বলিয়াই জানিবে, কেন না বেদ হইতেই ধর্ম্মের প্রকাশ। যে ব্যক্তি নিজসুখঅভিলাষে অহিংসক প্রাণীসকলের হিংসা করে, সে, জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পর কোন স্থানেই সুখলাভ করে না। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের বধবন্ধন—ক্লেশ প্রদানে অনিচ্ছুক,

* কুল্লুকভট্ট বলেন, তিলের সহিত সিদ্ধ ওদনের নাম কৃসর। বিজ্ঞানেশ্বর বলেন, তিল ও মুদ্গের সহিত সিদ্ধ ওদনের নাম কৃসর।

সর্ব্বহিতৈষী সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সুখভোগ করে। যে ব্যক্তি কাহারও হিংসা করে না, সে ধর্ম্মবিষয়ক যাহা চিন্তা করে, ধর্ম্মসাধন যাহা করে, এবং যে সকল পরমার্থ জ্ঞানা দিতে মনোনিবেশ করে, অনায়াসে তাহা প্রাপ্ত হয়। প্রাণীহিংসা না করিলে কখনই মাংস হয় না, প্রাণীবধও স্বর্গজনক নহে অর্থাৎ নরক গমনের হেতু, অতএব মাংস পরিত্যাগ করাই বিধি। মাংসের উৎপত্তি ও প্রাণিগণের বধবন্ধন ক্লেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকল মাংসভক্ষণ হইতেই নিবৃত্ত হইবে। যে ব্যক্তি, পিশাচবৎ অবৈধ মাংস ভক্ষণ করে না অর্থাৎ পিশাচেরা যেমন অবৈধ মাংস ভোজন করে, যে ব্যক্তি তেমন করে না; সে ব্যক্তি, লোকের প্রীতিভাজন হয় এবং ব্যাধিপীড়িত হয় না। অনুমন্তা অর্থাৎ যাহার অনুমতিব্যতীত হত্যা হয় না; বিশসিতা অর্থাৎ যে হত পশুর অঙ্গসকল অস্ত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে—কর্ত্তন করে; হত্যাকারী, ক্রয়কারী, বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক ও ভক্ষক, ইহারা (সকলেই) ঘাতক অর্থাৎ পশু হিংসার পাপভাগী। যে ব্যক্তি পিতৃগণের ও দেবগণের পূজা না দিয়া পরকীয় মাংস দ্বারা কেবল স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা না করে, তাহা অপেক্ষা আর পাপী নাই। যে ব্যক্তি একশত বর্ষকাল বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে; তাহার এবং যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে না, তাহার, পুণ্যফল সমান। মাংস পরিত্যাগে যে ফল পাওয়া যায়, দিব্য অর্থাৎ পবিত্র ফল মূল ভোজন বা বানপ্রস্থ ভোজ্য নীবারাদি অন্ন ভোজ্য দ্বারা সেফল পাওয়া যায় না, আমি ইহলোকে যাহার মাংস ভোজন করিতেছি, "মাংসঃ" আমাকে সে পরলোকে ভোজন করিবে। পণ্ডিতগণ, মাংস শব্দের ইহাই মাংসত্ব (মাংস নাম হইবার কারণ) বলিয়া থাকেন।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অশীতি রত্তিকার অন্যূন ব্রাহ্মণস্বামিক স্বর্ণাপহারী, রাজাকে আপনার দুষ্কর্ম্মের কথা বলিয়া একটী মুষল অর্পণ করিবে। রাজকৃত সেই মুষলাঘাতে হত হইয়া বা ত্যক্ত অর্থাৎ হত না হইয়া, পবিত্র হইবে। অথবা দ্বাদশ বৎসর মহাব্রত করিবে। গচ্ছিত ধন অপহরণ করিলেও দ্বাদশ বর্ষ মহাব্রত করিবে। ধন, ধান্য অপহরণ করিলে এক বৎসর প্রাজাপত্য করিবে। দাস, দাসী, কূপক্ষেত্র ও বাপী অপহরণে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। অল্প মূল্য দ্রব্যাপহরণে সান্তপন করিবে। মোদকাদি ভক্ষ্য, ওদনাদি ভোজ্য, পানীয়, শয্যা, আসন, পুষ্প, মূল ও ফলের অপহরণে পঞ্চগব্য পান। তৃণ, কাষ্ঠ, দ্রুম, শুষ্কান্ন, গুড়, বস্ত্র, চর্ম্ম ও আমিষের অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ ও কাংস্য, অপহরণে দ্বাদশ দিন তণ্ডুলাদির কণা ভোজন করিয়া থাকিবে। কার্পাস, কৌষেয় এবং ঊর্ণাদি অপহরণে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। গবাদি দ্বিশফ ও অশ্বাদি একশফ হরণে তিন দিন উপবাস করিবে। পক্ষী, চন্দনাদি গন্ধ, ওষধি, রজ্জু এবং বৈদল অর্থাৎ সূক্ষ্ম বেণুখণ্ড নির্ম্মিত সূর্প ব্যজনাদি অপহরণে একদিন উপবাস করিবে। অপহৃত দ্রব্য কোন উপায়ে প্রকৃত ধনাধিকারীকে দিয়াই তদনন্তর পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। নিরঙ্কুশ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিষেধাতিক্রমে পুরুষ যে যে দ্রব্য অপহরণ করিবে, যে যে জাতিতে জন্ম হউক না কেন, তাহাতে সেই সেই দ্রব্যের অভাব থাকিবে। যেহেতু জীবন, ধর্ম্ম এবং সমস্ত অভিলষিত বস্তু, ধনের উপর নির্ভর করে, অতএব যাহাতে কাহারও ধনহানি করা না হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবে। যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসাকারী, আর যে ব্যক্তি ধনহিংসাকারী অর্থাৎ চৌর; তাহাদিগের মধ্যে ধনহিংসাকারী অতিশয় দুঃখ পাইয়া থাকে।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অগম্যাগমন করিলে, চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া মহাব্রত বিধি অনুসারে এক বৎসর কাল প্রাজাপত্য করিবে। পরস্ত্রী গমনেও ঐ ব্রত। গো-গমনে গোব্রত করিবে। পুরুষে, অযোনিতে, আকাশে, (করব্যাপারাদি দ্বারা) জলমধ্যে অথবা গো-যানে মৈথুন করিলে, সবস্ত্র স্নান করিবে। চাণ্ডালীগমনে তজ্জাতি সমানতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানতঃ চাণ্ডালী-গমনে চান্দ্রায়ণদ্বয় করিবে। পশুগমনে বা বেশ্যাগমনে প্রাজাপত্য করিবে; একবার ব্যভিচারিণী স্ত্রী পুরুষের পরদার গমনে যে ব্রত, তাহা করিবে। দ্বিজ একরাত্র বৃষলী সেবনে যে পাপ করে, তাহা বিনষ্ট করিতে, তিন বর্ষ নিত্য ভিক্ষান্ন ভোজন ও জপ করিতে হয়।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

যে পাপাত্মা, যাহার সহিত সংসৃষ্ট হইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত সে করিবে; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে পাপীর সংসর্গী, সেই ব্যক্তি তদীয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পঞ্চনখ মরণ-দূষিত বা অত্যন্তোপহত কূপ হইতে জলপান করিলে, ব্রাহ্মণ তিন দিন; ক্ষত্রিয় দুই দিন, ও বৈশ্য একদিন উপবাস করিবে। শূদ্র রাত্রিতে ভোজন করিবে। সকল দ্বিজই ব্রতান্তে পঞ্চগব্য পান করিবে। শূদ্র পঞ্চগব্য পান করিবে না। যদি শূদ্র পঞ্চগব্য পান করে এবং ব্রাহ্মণ সুরাপান করে, তাহা হইলে তাহারা উভয়েই মহারৌরব নামক নরকে গমন করে। পর্ব্ব এবং পীড়া ব্যতীত ঋতুকালে পত্নী গমন না করিলে, তিন দিন উপবাসী থাকিবে। কূটসাক্ষী ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিবে। মূত্রত্যাগ বা বিষ্ঠাত্যাগ করিয়া জল শৌচ না করিলে, সবস্ত্র স্নান ও মহাব্যাহৃতি হোম কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের পর মৈথুন করিলে সবস্ত্র স্নানান্তে অষ্টোত্তর শত বার গায়ত্রী জপ করিবে। কুক্কুর শৃগাল, বিড়্বরাহ, গর্দ্দভ, বানর, কাক, এবং বেশ্যাকর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, নদীতে গিয়া ষোড়শবার প্রাণায়াম করিবে। অধীতবেদ বিস্মৃত হইলে, এবং আহিত অগ্নি ত্যাগ করিলে একবৎসর কাল ত্রিকালস্নায়ী ও স্থণ্ডিলশায়ী হইবে এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন একবারমাত্র ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিবে। উৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ মিথ্যা কথাদি প্রয়োগ করিলে, গুরুর অলীক নিন্দা করিলে বা তাঁহাকে তিরস্কার করিলে, একমাস দুগ্ধ খাইয়া থাকিবে। নাস্তিক, নাস্তিকবৃত্তি, কৃতঘ্ন, কূটব্যবহারী ও ব্রাহ্মণবৃত্তিঘ্ন, ইহারা ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিবে। পরিবিত্তি; পরিবেত্তা; যে কন্যার সহিত পরিবেদন হয় নাই সেই কন্যা; কন্যাদানকর্ত্তা এবং যাজক চান্দ্রায়ণ করিবে। গোমনুষ্যাদি প্রাণী, ভূমি, ধর্ম্ম ও সোমরস বিক্রয় করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। আর্দ্রক, যবাদি ওষধি, গন্ধপুষ্প, ফল, মূল, চর্ম্ম, বেত্র, বৈদল, তুষ, কপাল, কেশ, ভস্ম, অস্থি, দুগ্ধ, পিণ্যাক, তিল ও তৈল বিক্রয় করিলে প্রাজাপত্য করিবে। শ্লেষ্মা, ত্বকফল, লাক্ষা, মধুচ্ছিষ্ট (মোম) শঙ্খ, শুক্তি, রাঙ্, সীস, কৃষ্ণ লৌহ (চুম্বক) তাম্র এবং গণ্ডারশৃঙ্গময় পাত্র বিক্রয় করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। রক্তবস্ত্র, রাঙ, রত্ন, গন্ধ, গুড়, মধু, রস এবং ঊর্ণা বিক্রয় করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, (রাঙ ও গন্ধের পুনগ্রহণ, মিশ্রিত রাঙ্ ও মিশ্রিত গন্ধের বিক্রয়ে প্রায়শ্চিত্ত লাঘব জ্ঞাপনার্থ)। মাংস, লবণ, লাক্ষা ও ক্ষীর বিক্রয় করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে (লাক্ষার পুনগ্রহণ মিশ্রিত লাক্ষা-বিক্রয়েও প্রায়শ্চিত্ত সাম্য জ্ঞাপনার্থ)। এবং অবিক্রেয় বিক্রয়ীর পুনরুপনয়ন দিতে হইবে। উষ্ট্র বা গর্দ্দভ আরোহণে গমন, নগ্ন-অবস্থায় স্নান, নিদ্রা বা ভোজন করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিবে। একাগ্রচিত্তে তিন সহস্র গায়ত্রী জপ, একমাস গোষ্ঠে অবস্থিতি ও ৩ দিনমাত্র দুগ্ধ পান করিলে অসৎপ্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। অযাজ্য যাজন, পরকীয় আবসানিক কার্য্য এবং সফল অভিচার করিলে, তিনি প্রাজাপত্য দ্বারা সেই পাপকে বিনষ্ট করিতে পারে। যে সকল দ্বিজের যথাবিধি সাবিত্রী অনুবচন হয় নাই (অর্থাৎ ব্রাত্য), তাহাদিগকে তিন প্রাজাপত্য করাইয়া যথাবিধি উপনীত করিবে। যে সকল

দ্বিজ, বিকর্ম্মস্থ এবং ব্রাহ্মণত্ব হইতে স্খলিত, তাহাদিগেরও এই প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ দিবে। ব্রাহ্মণগণ নিন্দিত-কর্ম্ম করিয়া যে ধন উপার্জন করেন, তাহার পরিত্যাগ গায়ত্রী প্রভৃতি জপ ও তপশ্চরণ দ্বারা সেই পাপ হইতে অশুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। বেদোক্ত নিত্যকর্ম্ম লঙ্ঘন ও স্নাতক ব্রত লোপে উপবাসই প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণের প্রতি অস্ত্রোদ্যম করিলে প্রাজাপত্য, দণ্ডনিপাতনে অতিকৃচ্ছ্র, আর রক্তোৎপাদনে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র করিবে। অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত পাপাচারীদিগের সহিত কোন কার্য্য করিবে না, আর ইহারা কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলে, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহাদিগের আর নিন্দা করিবে না। বালঘ্ন, কৃতঘ্ন, শরণাগতঘাতী ও স্ত্রীঘাতিগণ ধর্ম্মতঃ বিশুদ্ধ হইলেও তাহাদিগের সহিত সংসর্গ করিবে না। যাহার বয়ঃক্রম অশীতিবর্ষ; সেই বৃদ্ধ ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক; স্ত্রীলোক এবং রোগী অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্তভাগী হইবে। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল না, তাহাদিগের ক্ষয়ার্থ,—পাপীর শক্তি ও পাপের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবে।

চতুঃপঞ্চাশত অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর রহস্য প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হইতেছে। ব্রহ্মহত্যাকারী, একমাস কাল, প্রত্যহ নদীতে গিয়া স্নান, ষোড়শবার প্রাণায়াম ও একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পবিত্র হইবে। কর্ম্মের পর দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। সুরাপায়ী ব্যক্তি, অঘমর্ষণ ব্রত করিয়া পবিত্র হইবে, স্বর্ণাপহারী দশসহস্র বার সন্তাপ করিয়া পবিত্র হইবে। আর বিমাতৃগামী তিন দিন উপবাসী থাকিয়া, পুরুষসূক্ত মন্ত্র, জপ ও উক্ত মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে পবিত্র হইবে। যেমন যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ সকল পাপের নাশক, তেমনি অঘমর্ষণসূক্ত সর্ব্ব পাপনাশক। দ্বিজ সর্ব্ব পাপক্ষয়ার্থ প্রাণায়াম করিবে। দ্বিজের সকল পাপই প্রাণায়াম দ্বারা দগ্ধ হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস সংযম করিয়া সব্যাহৃতি (ভূঃ প্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতি সহিত) সপ্রণবা গায়ত্রী মস্তকের সহিত (আপোজ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্র—মস্তক) তিনবার মনে মনে পাঠ করিবে। ইহা প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা তিন বেদ হইতে (প্রণব-ঘটক) অকার, উকার ও মকার, এবং ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ; ইহা দোহন করিয়া লইয়াছিলেন; অর্থাৎ ইহাই তিনবেদের সার। পরমেষ্ঠি প্রজাপতি তৎ ইত্যাদি গায়ত্রী মন্ত্রের তিন পাদ, তিন বেদ হইতেই আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। উভয় সন্ধ্যা সময়ে এই অক্ষর (অর্থাৎ প্রণব) এবং ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকা এই গায়ত্রী জপ করিলে, বেদাভিজ্ঞ ব্যক্তির তিন বেদ অধ্যয়নে যে পুণ্য হয় সেই পুণ্য লাভ হয়। দ্বিজ, গ্রামবহির্ভাগে গায়ত্রী, প্রণব ও ব্যাহৃতি, এই তিন মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে এক মাসে, ত্বক হইতে সর্পের মত, মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এই তিনমন্ত্র, ও যথাকালে, স্বীয় নিত্য কর্ম্ম দ্বারা বিযুক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি, সাধুসমাজে নিন্দাভাজন হয়। অবিনাশী ওঙ্কারপূর্ব্বিকা তিন মহাব্যাহৃতি, এবং ত্রিপদ গায়ত্রী, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি অনলস হইয়া তিন বর্ষ প্রত্যহ এই গায়ত্রী জপ করে, সে ব্যক্তি, বায়ুর মত কামচারী, ও আকাশবৎ অবয়বশূন্য হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। একাক্ষর (অর্থাৎ ওঙ্কার) পরব্রহ্ম; প্রাণায়াম সর্ব্বাপেক্ষা পাপনাশক; সাবিত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মন্ত্র নাই; মৌন অপেক্ষা সত্য কথা উৎকৃষ্ট। বেদোক্ত সকল হোমযোগাদি কার্য্যই নশ্বর, কিন্তু অক্ষর (প্রণব) ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া, অবিনাশী বলিয়া বিজ্ঞেয়, যেহেতু প্রজাপতি ব্রহ্মাই ওঙ্কার। দর্শপৌর্ণমাসাদি বিধিযজ্ঞ হইতে জপযজ্ঞ দশগুণে—উপাংশুজপ শত গুণে ও মানসজপ সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। বিধি-যজ্ঞের সহিত হোম, বলি কর্ম্ম, নিত্যশ্রাদ্ধ, অতিথি-ভোজন, এই যে

চতুর্ব্বিধ পাকযজ্ঞ, সেই সমস্ত, জপ যজ্ঞের ষোড়শী কলারও যোগ্য নহে; অর্থাৎ ষোড়শ ভাগের এক ভাগের সমানও নহে। যাগাদি অন্য কিছু করুক বা না করুক। ব্রাহ্মণ, জপ দ্বারাই নিঃসন্দেহ সিদ্ধি লাভ করে; যেহেতু, ঐ সর্ব্বপ্রাণিমিত্র ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মে লীন হয়; ইহা আগমে উক্ত হইয়াছে।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর সর্ব্ববেদের মধ্যে যে কয়টী বিশেষ পবিত্র, তাহা নিরূপিত হইতেছে। এই সকল মন্ত্র-জপ ও এই সকল মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া দ্বিজগণ পূত হয়। অঘমর্ষণ, দেবকৃত, শুদ্ধবতী, তরৎসমন্দীয়, কুষ্মাণ্ডী, পাবমানী, দুর্গাসাবিত্রী, অতীষঙ্গ, পদস্তোভ, ব্যাহৃতি—সামগণ, ভারুণ্ড, চন্দ্রসাম, পুরুষব্রত—সামদ্বয়, অব্লিঙ্গ—আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি, বার্হস্পত্য, গোসূক্ত, আশ্বসূক্ত, চন্দ্রসূক্ত—সামদ্বয়, শতরুদ্রিয়, অথর্ব্বশিরঃ, ত্রিসুপর্ণ, মহাব্রত, নারায়ণী এবং পুরুষসূক্ত আজ্য, দোহত্রয়, রথন্তর, অগ্নিব্রত, বামদেব এবং বৃহৎসাম; এই সকল মন্ত্র গীত হইয়া প্রাণীদিগকে পবিত্র করে এবং গানকর্ত্তা যদি ইচ্ছা করে, ত জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

কাহারা ত্যাজ্য, ইহা কথিত হইতেছে, যথা ব্রাত্য, পতিত এবং তিন পুরুষ যাবৎ মাতা পিতা উভয় পক্ষই যাহাদিগের অপবিত্র, তাহারা পরিত্যাজ্য। ইহারা সকলেই অভ-জ্যান্ন এবং অপ্রতিগ্রাহ্য ধন (অর্থাৎ) ইহাদিগের কাহারও অন্নভোজন করিবে না এবং প্রতিগ্রহ করিবে না। যাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করা অনুচিত, তাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহপ্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মতেজ প্রতিগ্রহ দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং যে দ্রব্যসকলের প্রতিগ্রহবিধি না জানিয়া প্রতিগ্রহ করে, সে দাতার সহিত নরকমগ্ন হয়, প্রতিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ না করে, সে দাতার লোক প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল, অন্ন, আমিষ, মধু, শয্যা, আসন, গৃহ, পুষ্প, দধি ও শাক, এই সকল বস্তু দানার্থ উদ্যত হইলে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না। সম্মুখে আনীত ভিক্ষা, আহ্বানপূর্ব্বক দিতে চাহিলে, তাহা দুষ্কার্য্যকারীর নিকটেও লওয়া যায়, ইহা ব্রহ্মা মানিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই ভিক্ষা গ্রহণ না করে, পিতৃগণ তাহার দত্ত কব্য, পঞ্চদশ বর্ষ ভোজন করেন না, অগ্নিও (তৎপ্রদত্ত) হব্য দেবগণকে প্রদান করেন না। ক্ষুধার্ত্ত গুরুজন ও ভৃত্যবর্গের ক্ষুধা মোচনার্থ আর পিতৃলোক ও দেবগণের পূজার্থ, সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে; কিন্তু তদ্দ্বারা নিজের তৃপ্তিসাধন করিবে না। তত্তৎ-প্রতিগ্রহ সমর্থ ব্যক্তি এই সমস্ত কার্য্যও কুলটা, ক্লীব, পতিত এবং শত্রুগণের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না। মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের মৃত্যু হইলে, অথবা তাঁহারা জীবিত থাকিতেও তদ্ব্যতীত গৃহে থাকিলে, আত্মবৃত্তি নির্ব্বাহার্থ সর্ব্বদা সাধুগণের নিকটেই প্রতিগ্রহ করিবে। আর্দ্ধিক অর্থাৎ অর্দ্ধসীরী, কুলমিত্র, নিজদাস, নিজ গোপালক নিজ নাপিত এবং যে আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রদিগের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজ্য * (যাজ্ঞ ১২ পত্র ১৬৫ শ্লোক)।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

গৃহাশ্রমীর অর্থ, তিনপ্রকার হইয়া থাকে,—শুক্ল, শবল, ও কৃষ্ণ। শুক্ল অর্থ দ্বারা ইহলোকে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা দৈবত্ব; শবল দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা মনুষ্যত্ব এবং কৃষ্ণ

---

*পরাসর সংহিতাতে এই বচনের অর্থান্তর লিখিত হইবে, কিন্তু তাহা মিতাক্ষরার কুলূক ভট্টাদির অনু-লিখিত বলিয়া এ স্থানে বিবৃত হইল না।

দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা তির্য্যক্। নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে উপার্জ্জিত সকল অর্থই শুক্ল অর্থ। অনন্তর বৃত্তি (যথা ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৃত্তি ইত্যাদি) অনুসারে উপার্জ্জিত ধন শবল অন্তরিত বৃত্তি (যথা ব্রাহ্মণের বৈশ্যবৃত্তি ইত্যাদি) অনুসারে উপার্জ্জিত ধন কৃষ্ণ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, প্রীতিদায় (অর্থাৎ বন্ধুত্ব সূত্রে প্রাপ্ত) এবং ভার্য্যার সহিত প্রাপ্ত (অর্থাৎ বিবাহ লব্ধ) ধন, অবিশেষে সকলেরই শুক্ল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। উৎকোচপ্রাপ্ত শুল্ক প্রাপ্ত, অবিক্রেয়-বিক্রয়-প্রাপ্ত, উপকৃতের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন, শবল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পার্শ্বিক অর্থাৎ চামর চালনাদি দ্বারা লব্ধ দ্যূতপ্রাপ্ত, চৌর্য্য-প্রাপ্ত, প্রতিরূপক অর্থাৎ কৃত্রিম সুবর্ণাদি প্রস্তুত করিয়া উপার্জ্জিত, দস্যুতাদি সাহস দ্বারা উপার্জ্জিত এবং ছলপূর্ব্বক উপার্জ্জিত ধন কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মনুষ্য, যাদৃশ ধন দ্বারা যে কোন কার্য্য করে, ইহলোক ও পরলোকে সেই কর্ম্মের তাদৃশ ফল লাভ করিয়া থাকে।

অষ্টপঞ্চাশত্ত অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

গৃহস্থাশ্রমী বৈবাহিক অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোমাদি পাক যজ্ঞ করিবে। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র করিবে। দেবগণের হোম করিবে, অমাবস্যা পূর্ণিমাতে দর্শপূর্ণ মাস যাগ করিবে। প্রতি অয়নে (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণে) পশু দ্বারা (যাগ করিবে); শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে অগ্রয়ণ যাগ করিবে; অথবা ব্রীহিপাক সময়ে ও ধান্যপাক সময়ে (অগ্রয়ণ যাগ করিবে)। তিন বর্ষের অধিক চলিবার উপযুক্ত ধান্যসম্পন্নব্যক্তি প্রতিবর্ষে সোমযাগ করিবে, ধনাভাব হইলে বৈশ্বানর যাগ করিবে। যাগে শূদ্রলব্ধ অন্ন প্রদান করিবে না। যজ্ঞ উদ্দেশে ভিক্ষা করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, তৎসমস্তই যজ্ঞে ব্যয় করিবে। সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে, বৈশ্বদেব হোম করিবে। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়া অর্চ্চিত ভিক্ষাদান করিলে গোদান ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিক্ষু অভাবে, ভিক্ষুদের অন্ন গাভীদিগকে দিবে। কিংবা বহ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। গৃহস্বামীর ভোজনের পরও অন্ন থাকিলে, তৎকালে উপস্থিত ভিক্ষুকে, ফিরাইয়া দিবে না। কণ্ডনী (উলু-খল-মুষল) পেষণী (শিল নোড়া) চুল্লী (আখা) জলাধার কলস, উপস্কর (সম্মার্জ্জনী প্রভৃতি) গৃহস্থের এই এই পাঁচটী সূনা অর্থাৎ জীবহত্যার স্থান। তৎপাপ নিষ্কৃতির জন্য, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ করিবে। ইহার নাম পঞ্চযজ্ঞ। বেদাধ্যয়ন-বেদাধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ; হোম দেবযজ্ঞ; বলিকর্ম্ম, (সর্ব্বভূতোদ্দেশে অন্নদান) ভূতযজ্ঞ, পিতৃতর্পণ পিতৃযজ্ঞ, অতিথিসৎকার, মনুষ্যযজ্ঞ। যে, দেবতা (ভূতবর্গ) অতিথি, পোষ্য, (অর্থাৎ বৃদ্ধ মাতাপিতা প্রভৃতি, পিতৃলোক এবং আত্মা এই পাঁচ ব্যক্তির নির্ব্বপণ (অন্নদান) না করে, সে জীবন্মৃত। ব্রহ্মচারী যতি এবং ভিক্ষু (অর্থাৎ বানপ্রস্থ)। ইহারা গৃহস্থাশ্রম হইতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অতএব ইহারা অভ্যাগত হইলে, গৃহস্থ ইহাদিগের অবমাননা করিবে না। গৃহস্থই যাগ করে, গৃহস্থই তপস্যা করে, গৃহস্থই দান করে, অতএব গৃহস্থাশ্রমীই শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ ও অতিথি বর্গ গৃহস্থের মুখাপেক্ষী, অতএব গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ। ত্রিবর্গ (অর্থাৎ ধর্ম্ম, ধর্ম্মাবিরোধী অর্থ এবং ধর্ম্মাবিরোধী কাম,) সেবা, সর্ব্বদা অন্নদান, দেবপূজা, ব্রাহ্মণ-সৎকার, স্বাধ্যায় সেবা (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাদি) এবং পিতৃতর্পণ যথাবিধি এই সকল কার্য্য করিলে, গৃহস্থ ইন্দ্রলোকে গমন করে।

একোন ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রির শেষ চারিদণ্ড অরুণোদয় কাল, তাহার প্রথম দুই দণ্ড ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত) গাত্রোত্থান করিয়া রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ, দিবসে ও প্রাতঃ সায়ং উভয় সন্ধ্যাকালে,

উত্তর মুখ হইয়া। প্রস্রাব বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে। তৃণাদিদ্বারা অনাবৃত ভূভাগে ফালকৃষ্ট ভূমিতে যজ্ঞীয়বৃক্ষ ছায়াতে ক্ষারযুক্ত ভূমিতে শাদ্বল স্থানে প্রাণীযুক্ত স্থানে গর্ত্তে বাল্মীকে পথে রথ্যাতে উচ্চপথে পরকীয় বিষ্ঠাদি অশুচি বস্তুর উপরে উদ্যানে উদ্যান সমীপে বা জল সমীপে অঙ্গারে ভস্মে গোময়ে গোষ্ঠে আকাশে জলে বায়ু, অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য স্ত্রীলোক গুরুজন এবং ব্রাহ্মণের সম্মুখে মস্তক অবগুণ্ঠিত না করিয়া মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে না। লোষ্ট্র ইষ্টকাদিদ্বারা মলদ্বার মার্জ্জনা করিয়া, শিশ্ন গ্রহণ পূর্ব্বক, উত্থান করিবে। তদন্তে উদ্ধৃত জল ও মৃত্তিকাদ্বারা গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ করিবে। প্রস্রাব দ্বারে একবার, মলদ্বারে তিনবার এবং হস্তে (অর্থাৎ বাম হস্তে) দশবার, দুই হাতে সাতবার, দুই পায়ে তিনবার তিনবার, মৃত্তিকা দিবে। ইহা গৃহস্থের শৌচ; ইহার দ্বিগুণ ব্রহ্মচারীর; ত্রিগুণ, বানপ্রস্থের এবং চতুর্গুণ যতিদিগের। এইরূপ শৌচে গন্ধাদি দূর না হইলে, গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ করিবে। ইহার ক্রমে গন্ধাদি দূর হইলেও উক্ত সংখ্যানুসারে শৌচ হইবে, ইহা বিধি। (রঘুনন্দনের মতে গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ অনুপনীতাদির পক্ষে)।

ইতি ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

পলাশের দন্তধাবন মুখে দেওয়া উচিত নহে। শ্লেষ্মাতক, অরিষ্ট, বিভীতক, ধব এবং ধম্বন বৃক্ষেরও নহে। বন্ধুক, নির্গুণ্ডী, শিগ্রু, তিল এবং তিন্দুক বৃক্ষেরও নহে। কোবিদার, শমী, পীলু, পিপ্পল, ইঙ্গুদ, গুগ্গুল বৃক্ষেরও নহে। পারিভদ্রক, অম্লিকা, মোচক, শাল্মলী, এবং শণসম্ভূত নহে। মধুর অর্থাৎ যষ্টিমধু প্রভৃতির নহে। অম্ল অর্থাৎ আমলকী প্রভৃতির নহে। অর্থাৎ এই সকল বৃক্ষ-শাখার কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবে না। ঊর্দ্ধশুষ্ক কাষ্ঠ নহে, পিচ্ছিল (কাষ্ঠ) নহে, দক্ষিণ বা পশ্চিম মুখ হইয়াও নহে। উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া বট, অসন, অর্ক, খদির, করঞ্জ, বদর, শাল, নিম্ব, অরিমেদ, অপামার্গ, মালতী, ককুভ এবং বিল্ব ইহাদিগের অন্যতম বৃক্ষ শাখাসম্ভূত, কষায়, তিক্ত, কিংবা কটু-রসযুক্ত, (দন্তধাবন কাষ্ঠ) মুখে দিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের মত স্থূল, সত্বচ, এবং দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত দন্ত ধাবন কাষ্ঠ মৌনাবলম্বী হইয়া প্রাতঃকালে মুখে দিবে। সেই কাষ্ঠ প্রক্ষালণ পূর্ব্বক মুখে দিয়া অশুচি রহিত স্থানে যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে। আর অমাবস্যাতে কদাচ দন্তধাবন কাষ্ঠ মুখে দিবে না।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্বিজাতিদিগের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে প্রাজাপত্য নামক তীর্থ; অঙ্গুষ্ঠমূলে, ব্রাহ্মতীর্থ; অঙ্গুলিসকলের অগ্রভাগে দৈব এবং তর্জ্জনীমূলে পিত্র্যতীর্থ; জানুমধ্যে হস্ত রাখিয়া পবিত্র দেশে সুখাসীন, তন্মনস্ক, প্রশান্তচিত্ত এবং পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া—যাহা অগ্নি দ্বারা তাপিত নহে, ফেনিল নহে; শূদ্র কর্তৃক বা এক হস্ত দ্বারা আনীত নহে, এবং অক্ষার, সেই জল দ্বারা আচমন করিবে। ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা তিনবার জল স্পর্শ করিবে। দুইবার মার্জ্জন করিবে। জলদ্বারা ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র (নাসা চক্ষু, কর্ণ, হৃদয় ও মস্তক স্পর্শ করিবে)। দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ) (১) ক্ষত্রিয় (২) ও বৈশ্য (৩),) যথাক্রমে হৃদয়গামী (১), কণ্ঠগামী (২) ও তালুগামী (৩) জলদ্বারা পবিত্র হ'ন। আর স্ত্রী শূদ্র, একবার মাত্র ওষ্ঠপ্রান্তস্পৃষ্ট জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে।*

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* তালুস্পৃষ্ট জল দ্বারা স্ত্রীশূদ্র ও শুদ্ধ হইবে। ইহা মিতাক্ষরা সম্মত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

যোগক্ষেমের জন্য রাজার নিকট গমন করিবে। একাকী, পথ চলিবে না। অধার্ম্মিকদিগের সহিত, শূদ্রগণের সহিত না, শত্রুদিগের সহিত না, অতি-প্রত্যূষে না, অতি সন্ধ্যাকালে না, সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে না, মধ্যাহ্নকালে না, জলের নিকট দিয়া না, অতিশীঘ্র না, রাত্রিকালে না, সর্ব্বদা বা হিংস্র, রোগী কিংবা পরিশ্রান্ত বাহন দ্বারা না, হীনাঙ্গ (বাহন) দ্বারা না, দুর্ব্বল (বাহন) দ্বারা না, বলীবর্দ্দ দ্বারা না, উদ্দাম (বাহন) দ্বারা না, (অর্থাৎ যথাসম্ভব ইহাদিগের সহিত, এসকল সময়ে এবং এই সকল যানে পথ চলিবে না)। বাহনদিগের ঘাস জল না দিয়া আপনার ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিবে না, চতুষ্পথে অবস্থান করিবে না, রাত্রিতে বৃক্ষমূলে না, শূন্যগৃহে না, তৃণের উপর না, পশুদিগের বন্ধনাগারে না, কেশ, তুষ, কপাল, অস্থি, ভস্ম বা অঙ্গারে না, কার্পাশবীজে না, (অর্থাৎ এই সকল স্থানে অবস্থান করিবে না) চতুষ্পথ, দেবপ্রতিমা, প্রজ্ঞাতবনস্পতি, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, বেশ্যা পূর্ণকুম্ভ, আদর্শ, ছত্র, ধ্বজ-পতাকা, শ্রী বৃক্ষ, শরাবক নন্দ্যাবর্ত্ত (অর্থাৎ রাজ গৃহবিশেষ), তালবৃন্ত চামর অশ্ব হস্তী ছাগ গাভী দধি দুগ্ধ মধু গৌর সর্ষপ বীণা চন্দন অস্ত্র আর্দ্র গোময় ফল পুষ্প আর্দ্রশাক গোরোচনা দূর্ব্বাঙ্কুর উষ্ণীষ অলঙ্কার রত্ন স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র আসন যান এবং আমিষ প্রদক্ষিণ করিবে। ভৃঙ্গারোদ্ধৃত সর্ব্ব শস্যাঢ্য মৃত্তিকা, রজ্জুবদ্ধ একাকী পশু, অনূঢ় কন্যা এবং পক্ক মৎস্য দর্শন করিয়া যাত্রা করিবে। অনন্তর মত্ত উন্মত্ত বিকলাঙ্গ বান্ত (জাতবমন) বিরিক্ত (জাতবিরেচন) মুণ্ডিত জটিল বামন কাষারবস্ত্রধারী প্রব্রজিত কাপালিকাদি মলিন তৈল গুড় শুষ্ক-গোময় কাষ্ঠ তৃণ পলাশাদি পত্র ভস্ম অঙ্গার লবণ ক্লীব মদ্য নপুংসক (অর্থাৎ ক্লীববিশেষ) কার্পাস রজ্জু পাদশৃঙ্খলা ও মুক্ত-কেশ ব্যক্তি অবলোকন করিলে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। বীণাববন্দন আর্দ্রশাক উষ্ণীষ অলঙ্কার ও কুমারীগিকে প্রস্থানকালে অভিনন্দন করিবে। দেবপ্রতিমা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন, কপিল বর্ণ ব্যক্তি, এবং যজ্ঞ দীক্ষিত ইহাদিগের ছায়া বেলা, নিষ্ঠীবন, বান্ত, রক্ত, বিষ্ঠা মূত্র, ও স্নান জল আক্রমণ করিবে না, বৎস বন্ধন রজ্জু লঙ্ঘন করিবে না, বৃষ্টি হইবার সময় দৌড়িবে না, বৃথা নদী পার হইবে না, দেবতা ও পিতৃলোককে সলিল দান না করিয়া (নদী পার হইবে) না, বাহু দ্বারা না অর্থাৎ সাঁতার দিবে না। ভগ্ন নৌকা দ্বারা না, জলপ্রান্ত দেশে (তীরে) অবস্থান করিবে না, কূপের ভিতর দেখিবে না। বৃদ্ধ, ভারবাহী রাজা, স্নাতক ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, রোগী, বর এবং চক্রী (অর্থাৎ গাড়োয়ান) ইহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবে। আবার ইহাদিগের মধ্যে রাজা মান্য (অর্থাৎ রাজার পথ ইহারা ছাড়িয়া দিবে, স্নাতক ব্রাহ্মণ আবার রাজারও মান্য) তবেই হইল স্নাতক ব্রাহ্মণ ও রাজার পথ সকলে ছাড়িয়া দিবে। রাজা ঐ ব্রাহ্মণের পথ ছাড়িয়া দিবেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

পরকীয় জলাশয়ে স্নান করিবে না, তবে আপৎকালে (অর্থাৎ আত্ম জলাশয়ের অভাব দৃষ্ট হইলে) পঞ্চপিণ্ড উদ্ধরণ পূর্ব্বক স্নান করিতে পারিবে। অজীর্ণ হইলে, পীড়িত হইয়া, উলঙ্গ অবস্থায়, গ্রহণ ব্যতীত রাত্রিকালে উভয় সন্ধ্যাতে স্নান করিবে না। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি পূর্ব্বদিক্ অরুণ-কিরণ রঞ্জিত দেখিয়া স্নান করিবে। স্নানান্তে শিরঃ কম্পন করিবে না। (স্নানবস্ত্র বা হস্তদ্বারা) অঙ্গ হইতে জলাপনয়ন করিবে না। তৈলযুক্ত বস্ত্র স্পর্শ করিবে না *। পূর্ব্ব-পরিহিত বস্ত্র প্রক্ষালিত না হইলে, তাহা পরিধান করিবে না, স্নানান্তে উষ্ণীষ ধারণ করিয়া ধৌত বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিবে। ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ,

* রঘুনন্দন ধৃত 'পাঠ—"ন তৈলং বা সংস্পৃশেৎ" তাহার অনুবাদ—তৈলস্পর্শ করিবে না।

এবং পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিবে না; প্রস্রবণ দেবখাত ও সরোবরে স্নান করিবে। উদ্ধৃত জল (অর্থাৎ কুম্ভাদি জল) হইতে ভূমিস্থিত জল (অর্থাৎ কূপাদি জল) ঐ স্থাবর জল হইতে প্রস্রবণাদি ক্ষরিত জল; তাহা হইতে নদীজল; তাহা হইতেও বসিষ্ঠাদি সাধুগৃহীত; বসিষ্ঠপ্রাচী প্রভৃতির জল; সর্ব্বাপেক্ষা গঙ্গাজল পবিত্র। মৃত্তিকাজল দ্বারা গাত্রের মল অপনীত করিয়া জলে অবগাহন করিবে তৎপরে "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি তিন মন্ত্র "হিরণ্য বর্ণ," ইত্যাদি চারমন্ত্র এবং "ইদমাপঃ প্রবহত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তীর্থকে মন্ত্রপূত করিবে। তদনন্তর জলে নিমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিবে, অথবা তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং; এই মন্ত্র, অথবা দ্রুপদাদিব ইত্যাদি মন্ত্র ও গায়ত্রী, অথবা যুঞ্জতে মনঃ এই অনুবাদক, অথবা পুরুষকে তিনবার জপ করিবে। স্নানান্তে আর্দ্র বস্ত্র হইলে জলে থাকিয়াই দেব পিতৃতর্পণ করিবে, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলে, তীর্থে উঠিয়া তর্পন করিবে। দেবপিতৃতর্পণ না করিয়া স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিবে না, বস্ত্র নিষ্পীড়ান্ত স্নানের পর আচমন করিয়া (পুনর্ব্বার) যথাবিধি আচমন করিবে। পুরুষ সূক্তের প্রতিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুরুষকে অর্থাৎ নারায়ণকে এক বজ্রকটী পুষ্প দিবে, তৎপশ্চাৎ এক অঞ্জলি জল, প্রথমেই দৈবতীর্থ দ্বারা দেবতর্পণ করিবে। তদনন্তর পিত্র্যতীর্থ দ্বারা তর্পণ করিবে। তাঁহার মধ্যে প্রথমে স্বীয় বংশোদ্ভবদিগের; পরে মাতামহাদি সম্বন্ধী গণের; তৎপরে বান্ধবদিগের; তদনন্তর সুহৃদ-গণের তর্পণ করিবে। (তর্পণের ক্রম যথা প্রথম পিত্রাদি তিন পুরুষ, পরে মাতামহাদি তিন পুরুষ, তৎপরে মাতৃ প্রভৃতি তিন জন, তৎপশ্চাৎ মাতামহী প্রভৃতি তিন জন, তদনন্তর সম্বন্ধের নৈকট্য অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিয়া পিতৃব্যাদি শ্বশুরাদি সকলের তর্পণ কর্ত্তব্য)। এইরূপে নিত্যস্নায়ী হইবেন। স্নানান্তে যথাশক্তি পবিত্র জপ করিবে, বিশেষতঃ গায়ত্রী ও পুরুষসূক্ত অবশ্য জপ করিবে, এই দুই হইতে (জপ্য) অধিক নাই। স্নান করিলে তবে দৈব পিত্র্য কার্য্যে, পবিত্র জপে এবং বিধিবোধিত দানে অধিকারী হয়। অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা—মাত্র জল দ্বারা অভিষিক্ত হইলেই তাহার এই সকল বিনষ্ট হয়, ইহা ধারণা। নিত্যস্নায়ী ব্যক্তি যমালয়ের যাতনা ক্লেশ ভোগ করে না, কেননা যে সকল মনুষ্য পাপকারী, তাহারাও নিত্য স্নান-গুণে পূত হইয়া যায়।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর উত্তমরূপে স্নান, তদন্তে উত্তম রূপে হস্তপদ প্রক্ষালন ও তৎপরে উত্তমরূপে আচমন করিয়া, দেবপ্রতিমাতে কিংবা স্থলে (অর্থাৎ ঘটাদিতে) জন্ম মৃত্যুরহিত ভগবান্ বাসুদেবের পূজা করিবে। "অশ্বনোঃ প্রাণস্তোত" এই মন্ত্র দ্বারা জীব ন্যাস করিয়া—"যুঞ্জতেমনঃ" এই অনুবাক দ্বারা আবাহন করিয়া, জানুদ্বয়, পাণিদ্বয় ও মস্তক (এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গ ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া) নমস্কার করিবে, "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি তিন মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য, "হিরণ্যবর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পাদ্য, "শন্ন আপোধন্বন্যাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয়, "ইদমাপঃ প্রবহত" এই আদি মন্ত্রদ্বারা স্নানীয়, "রথেষ্ঠক্ষেষু বৃষভ রাজা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গন্ধ অলঙ্কার, "যুবা সুবাসাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র, "পুষ্পাবতীঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পুষ্প, "ধূরসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ধূপ, "তেজোহসি শুক্রমসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দীপ, "দধিক্রাব্ণ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মধুপর্ক এবং "হিরণ্যগর্ভঃ" ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রদ্বারা নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। চামর, ব্যজন, আদর্শ, ছত্র, পানীয় জল এবং আসন—এতৎ সমস্ত, দেবকে গায়ত্রী দ্বারাই নিবেদন করিবে। যে ব্যক্তি নিত্য পদ ইচ্ছা করে। সে এইরূপে বাসুদেবের অর্চ্চনা করিয়া তৎপরে পুরুষ-সূক্ত জপ করিবে এবং তদ্দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে।

পঞ্চ ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

রাত্রিকালে উদ্ধৃত জল দ্বারা দেব কার্য্য ও পিতৃ কার্য্য করিবে না। চন্দন, মৃগনাভি, অগুরু, দেবদারু, কর্পূর, কুঙ্কুম ও জাতী-ফল ব্যতীত অনুলেপন প্রদান করিবে না, নীলী রক্ত বস্ত্র প্রদান করিবে না। মণি সুবর্ণের প্রতিরূপ অলঙ্কার অর্থাৎ তৎ সদৃশ কৃত্রিম অলঙ্কার প্রদান করিবে না। উগ্র গন্ধ, গন্ধশূন্য ও কণ্টকশালীবৃক্ষ-সম্ভূত পুষ্প প্রদান করিবে না। কণ্টকশালীবৃক্ষ-সম্ভূত পুষ্পও যদি শুক্লবর্ণ এবং সুগন্ধি হয় তাহা দিবে। রক্তবর্ণ হইলেও কুঙ্কুম এবং পদ্ম দিতে পারিবে। ধূপের জন্য প্রাণী অঙ্গ দিবে না। ঘৃত তৈল ব্যতীত অন্য কোন বস্তু অর্থাৎ বসা প্রভৃতি দীপের জন্য দিবে না। নৈবেদ্যে অভক্ষ্য দ্রব্য দিবে না। ভক্ষ্য হইলেও ছাগী দুগ্ধ বা মহিষী দুগ্ধ পঞ্চ নখ, মৎস্য এবং বরাহ-মাংস দিবে না। পঞ্চ নখের মধ্যে শশ মাংস দিতে পারে। সংযত, পবিত্র, একাগ্র-চেতা, প্রশান্তচিত্ত, এবং ত্বরা-ক্রোধ শূন্য হইয়া সকল বস্তুই নিবেদন করিবে।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ত ষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর (যথাক্রমে) অগ্নি পরিসমূহন, পর্য্যুক্ষণ, পরিস্তরণ ও পরিষেচন করিয়া সকল চরুর অগ্রভাগ লইয়া বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, পুরুষ, সত্য, অচ্যুত ও বাসুদেবের — অনন্তর অগ্নি সোম, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, ইন্দ্রাগ্নি, বিশ্বদেব, প্রজাপতি, অনুমতি, ধন্বন্তরি, বাস্তোষ্পতি এবং "অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে" অর্থাৎ স্বিষ্টি কৃত অগ্নির হোম করিবে। অনন্তর অবশিষ্ট অন্ন, ওদনাদি-ভক্ষ্য ও শাকাদি উপভক্ষ্যদ্বারা অগ্নির পূর্ব্বোত্তর কোণে, অম্বানামাসি দুলানামাসি নিতত্নীনামাসি চুপুণিকানামাসি এই সমস্ত উচ্চারণপূর্ব্বক নামকরণ আবাহনাদি করিয়া এই সকলের উদ্দেশে বলি দিবে। অগ্নির দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দিনি! সুভগে! সুমঙ্গলে! ভদ্র কালি! এই সকল বলিয়া আহ্বানাদি পূর্ব্বক প্রদক্ষিণক্রমে সকলের উদ্দেশে বলি দিবে। গৃহধারক সকর্ণস্তম্ভে হিরণ্যকেশীশ্রী, বনস্পতিগণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের,—গৃহদ্বারে, মৃত্যুর—জলাধারে বরুণের; উলূখলে বিষ্ণুর; শিলাতে মরুদ্গণের; অট্টালিকার উপরে রাজা বৈশ্রবণ এবং ভূতগণের, অগ্নির পূর্ব্বভাগে ইন্দ্র ও ইন্দ্র-পুরুষদিগের; দক্ষিণভাগে যম ও যমপুরুষদিগের; পশ্চিমভাগে বরুণ ও বরুণ-পুরুষদিগের; উত্তরভাগে সোম ও সোম পুরুষদিগের; মধ্যে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মপুরুষদিগের; উর্দ্ধে আকাশের; স্থণ্ডিলে দিবাচর ভূতগণের; রাত্রিকালে রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশে বলি দিবে। অনন্তর দক্ষিণাগ্রকুশে পিতা পিতামহ প্রপিতামহমাতা পিতামহী প্রপিতামহী—ইহাদিগের স্ব স্ব নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া পিণ্ডদান করিবে। পিণ্ড সকলের অনুলেপন, পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি দিবে। পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে। কুক্কুর, কাক এবং শ্বপচ (পতিতাদির) উদ্দেশে ভূমিতে বলি দিবে। ভিক্ষা দিবে। অতিথিসৎকারে পরম ফল আছে; বৈশ্বদেবের পরেও অতিথি আসিলে যত্নপূর্ব্বক তাহার অর্চ্চনা করিবে। অভুক্ত অতিথিকে গৃহে রাখিবে না। যেমন সকল বর্ণের প্রভু ব্রাহ্মণ; স্ত্রীলোকের প্রভু স্বামী; তেমনি গৃহস্থের প্রভু অতিথি। গৃহস্থ তাহার আর্থাৎ অতিথির পূজা করিলে স্বর্গলাভ করে। অতিথি যাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, (অতিথি) তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া (তদ্বিনিময়ে) স্বীয় পাপ অর্পণ করে। একদিনমাত্র স্থায়ী ব্রাহ্মণ অতিথি বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যেহেতু স্থিতি অর্থাৎ অবস্থান অনিত্য, সেইজন্যই তাহাকে অতিথি বলা যায়। এক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ বা সাঙ্গতিক ব্রাহ্মণ—(বিচিত্র আলাপাদি দ্বারা মিশিয়া মিশিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে যে তাহাকে "সাঙ্গতিক" বলে) যেস্থলে স্ত্রী এবং আহিত অগ্নি আছে, সেস্থানে উপস্থিত হইলেও তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে না। ক্ষত্রিয়ও যদি অতিথি ধর্ম্মানুসারে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ভোজনের পর তাহাকেও ইচ্ছা

মত ভোজন করাইবে। যদি গৃহে বৈশ্য, শূদ্রও অতিথি-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া আগত হয়, তাহা হইলে, দয়াপরবশ হইয়া ভৃত্যবর্গের সহিত তাহাদিগকেও ভোজন করাইবে। সখাপ্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তিও প্রীতিপূর্ব্বক গৃহে উপস্থিত হইলে ভার্য্যার সহিত বর্ত্তমান হইয়া তাহাদিগকেও প্রস্তুত অন্ন ভোজন করাইবে। নববিবাহিতা কন্যা ও পুত্রবধূ, কুমারী, রোগী এবং গর্ভবতী—নিঃশঙ্কচিত্তে ইহাদিগকে অতিথির অগ্রেই ভোজন করাইবে। যে মূঢ় ব্যক্তি ইহাদিগকে অন্নদান না করিয়া পূর্ব্বেই ভোজন করে, সে কুক্কুর, গৃধ্রকর্ত্তৃক তাহার নিজদেহ ভক্ষণ, ভোজন করিবার সময় বুঝিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ, ভৃত্যবর্গ, আত্মীয়গণ ভোজন করিলে পর তৎপশ্চাৎ স্বামী স্ত্রীতে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, ভৃত্যগণ ও গৃহস্থিত দেবতাগণের পূজা করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহস্থ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। যে ব্যক্তি কেবল আপনার জন্য পাক করিয়া ভোজন করে অর্থাৎ দেবতাদিকে দান করে না, সে কেবল পাপ ভোজন করে (অন্ন নহে)। যাহা পাক যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন, তাহাই সাধুগণের ভক্ষণীয় বলিয়া বিহিত হইয়াছে। গৃহস্থ অতিথিসংকার ফলে যেরূপ লোক সকল প্রাপ্ত হয়, স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা সেরূপ প্রাপ্ত হয় না। অতিথিকে দিবসে ও রাত্রিতে, সমাদরপূর্ব্বক যথাবিধি, যথাশক্তি, আসন, পাদ প্রক্ষালনজল এবং অন্ন প্রদান করিবে। প্রতিশ্রয়, শয্যা, পাদাভ্যঙ্গ, (অর্থাৎ চরণে তৈল প্রদান), এবং দীপ,—অতিথিকে ইহাদিগের এক একটী দান করিলে গো দানের তুল্য ফল হয়।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ কালে ভোজন করিবে না। চন্দ্র সূর্য্যের মুক্তি হইলে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। মুক্তি না হইলে অস্ত গমন করিলে, তৎপর দিন মুক্তি দর্শনান্তে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। গো, ব্রাহ্মণের বিপত্তিদিনে ও রাজবিপত্তিদিনে ভোজন করিবে না। (অগ্নিহোত্র করিতে প্রতিনিধি দিয়া) প্রবাসি-অগ্নিহোত্রী অগ্নিহোত্র কার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া যখন বুঝিবে, বৈশ্বদেবও করা হইয়াছে বলিয়া যখন বুঝিবে, এবং পর্ব্বে যখন পর্ব্বকার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে, তখন ভোজন করিবে। অজীর্ণ হইলে ভোজন করিবে না। অর্দ্ধ রাত্রে (ঠিক) মধ্যাহ্নকালে উভয় সন্ধ্যাতে আর্দ্রবস্ত্র, হইয়া, একবস্ত্র হইয়া, উলঙ্গ হইয়া, জলে থাকিয়া উর্দ্ধজানু হইয়া ভগ্ন বা ছিন্ন আসনে বসিয়া শয্যায় থাকিয়া ভগ্নপাত্র ক্রোড়ে রাখিয়া, ভূমিতে রাখিয়া, হস্তে করিয়া ভোজন করিবে না। যে দ্রব্যে (পরে) লবণ দিবে তাহাও ভোজন করিবে না। স্বীয় পংক্তিতে উপবিষ্ট বালকদিগকে ভৎর্সনা করিবে না। একাকী মিষ্ট ভোজন করিবে না। উদ্ধৃত স্নেহভোজন করিবে না। দিবসে ভৃষ্ট যব ভোজন করিবে না। রাত্রিতে তিল যুক্ত দ্রব্য, দধি, সক্তু, কোবিদার, বট, পিপ্পল, শণ ও শাক ভোজন করিবে না। দান না করিয়া হোম না করিয়া আর্দ্র পাদ না হইয়া আর্দ্র কর ও আর্দ্র মুখ না হইয়া ভোজন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া ঘৃত লইবে না। অর্থাৎ খাইতে আরম্ভ করিয়া ঘৃত লওয়া অনুচিত। উচ্ছিষ্ট হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্র দর্শন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া মস্তক স্পর্শ করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া বেদোচ্চারণও করিবে না। পূর্ব্বমুখ বা দক্ষিণ মুখ হইয়া ভোজন করিবে। অন্নের অভিনন্দন করিয়া এবং প্রশান্তচিত্ত, মাল্যধারী ও অনুলেপ লইয়া ভোজন করিবে। দধি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ সক্তু, মাংস ও মোদক ব্যতীত অন্য দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া খাইবে না। ভার্য্যার সহিত ভোজন করিবে না। আকাশে অর্থাৎ মঞ্চাদির উপরে ভোজন করিবে না। উত্থিত অর্থাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভোজন করিবে না। অনেকলোক দেখিতে থাকিলে ভোজন করিবে না। এবং এক ব্যক্তি মাত্র দেখিতে থাকিলে বহুলোকে ভোজন করিবে না। শূন্য-গৃহ, অগ্নিগৃহ এবং দেবগৃহে কখন ভোজন করিবে

না। অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না। অতিশয় তৃপ্ত হইবে না। অর্থাৎ অধিক অন্ন ভোজনে বিশিষ্ট রূপ উদর পূর্ত্তি করিবে না। তৃতীয় বার ভোজন করিবে না। অপথ্য কখনই ভোজন করিবে না, অতি প্রাতঃকালেও ভোজন করিবে না। অতি সায়ংকালেও ভোজন করিবে না। দিবসে অতিতৃপ্তব্যক্তি রাত্রিকালে ভোজন করিবে না। ভাবদুষ্ট অর্থাৎ বিষ্ঠাদির ন্যায় দৃশ্যমান বস্তু ভোজন করিবে না। ভাবদূষিত ভাণ্ডে ভোজন করিবে না। শয়ন করিয়া প্রৌঢ়পাদ হইয়া অর্থাৎ আসনে পদতল স্থাপন করিয়া—(উপু) হইয়া বা অবসক্থিকা করিয়া অর্থাৎ জঙ্ঘাদ্বয় ও কটিদেশ—বেষ্টনীরূপে বন্ধন করিয়া—(বেটম) বাধিয়া ভোজন করিবে না।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, আমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে স্ত্রী সম্ভোগ করিবে না। শ্রাদ্ধীয়ান্ন ভোজন করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া কাম্যস্নান বা কাম্যহোম করিয়া ব্রতাবলম্বী হইয়া উপবাস করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। ভোজন করিয়াই তৎক্ষণাৎ স্ত্রী-সম্ভোগ করিবে না। যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। দেবায়তন, শ্মশান এবং শূন্যগৃহে স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। বৃক্ষমূলে দিবসে উভয় সন্ধ্যাতে স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। মলযুক্তাকে বা স্বয়ং মলযুক্ত হইয়া গমন করিবে না। অভ্যক্তাকে বা স্বয়ং অভ্যক্ত হইয়া গমন করিবে না। রোগার্ত্তাকে বা স্বয়ং রোগার্ত্ত হইয়া উপগমন করিবে না। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিলে, হীনাঙ্গী অধিকাঙ্গী বয়োজ্যেষ্ঠা বা গর্ভবতী নারীতে উপগত হইবে না।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

আর্দ্রপাদ হইয়া নিদ্রা যাইবে না। উত্তর শিরা পশ্চিম শিরা, অধঃশিরা উলঙ্গ হইয়া নিদ্রা যাইবে না। আর্দ্রবংশোপরি আকাশে অর্থাৎ স্থলাবলম্ব উচ্চস্থানে পলাশশয্যাতে পঞ্চকাষ্ঠ-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে গজভগ্নবৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে বিদ্যুদ্দগ্ধ বৃক্ষ-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে, ভগ্ন ও ছিন্ন পর্য্যঙ্কে, অগ্নিদগ্ধ পর্য্যঙ্কে, গজযূথের মদজলসিক্ত বৃক্ষ সম্ভূত পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যাইবে না। শ্মশান, শূন্যালয় ও দেবগৃহে নিদ্রা যাইবে না। চঞ্চললোকদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের মধ্যে ধান্য গাভী, গুরুজন, অগ্নি ও দেবমূর্ত্তির উর্দ্ধে নিদ্রা যাইবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইবে না। দিবসে উভয়সন্ধ্যাতে ভস্মের উপরে অপবিত্র স্থানে আর্দ্রস্থানে এবং পর্ব্বতশৃঙ্গে নিদ্রা যাইবে না।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

কাহারও অবমাননা করিবে না, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, মূর্খ বা ধনহীন ব্যক্তিদিগকে উপহাস করিবে না। হীনসেবা করিবে না। স্বাধ্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য করিবে না। বয়স, পড়াশুনা, বংশ, ধন এবং দেশের অনুরূপ বেশভূষা করিবে। উদ্ধত হইবে না। প্রতিদিন শাস্ত্রালোচনা করিবে। বিভব থাকিলে, জীর্ণ বা মলিন বস্ত্র পরিবে না। নাস্তি অর্থাৎ নাই একথা বলিবে না। গন্ধহীন, উগ্রগন্ধ, অথবা রক্তবর্ণ মাল্য ধারণ করিবে না। রক্তবর্ণ হইলেও পদ্ম ধারণ করিবে। বেণুদণ্ড, জলপূর্ণ কমণ্ডলু, কার্পাস, যজ্ঞসূত্র এবং স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ করিবে। উদ্যন্ত অস্তগামী বস্ত্রাবৃত আদর্শমধ্যগত জলমধ্যগত আদিত্য দর্শন করিবে না। এবং মধ্যাহ্নকালে আদিত্য দর্শন করিবে না। ক্রুদ্ধ গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। তৈল, জল কিংবা মলযুক্ত আদর্শেও নিজ প্রতিবিম্ব দেখিবে না। ভোজনপরায়ণ পত্নীকে, নগ্ন স্ত্রীলোককে, যে প্রস্রাব করিতেছে, এমন কোন ব্যক্তিকেও আলানভ্রষ্ট হস্তীকে দেখিবে না। বিষম স্থানে থাকিয়া বৃষাদি যুদ্ধ দেখিবে না। উন্মত্ত বা মত্তকে দেখিবে না। অগ্নিতে অশুচি দ্রব্য রক্ত বিষ

নিক্ষেপ করিবে না; এবং জলেও ঐ সকল দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে না। অগ্নি-লঙ্ঘন করিবে না। পাদদ্বয় প্রতপ্ত করিবে না। কুশদ্বারা বা কুশোপরি পাদমার্জ্জনা করিবে না। কাংস্যপাত্রে পা দিবে না। পাদ দ্বারা পাদমার্জ্জনা করিবে না। পাদদ্বারা মাটীতে দাগ দিবে না। হস্ত দ্বারা লোষ্ট্র মর্দ্দন করিবে না। নখদ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না। দন্ত দ্বারা নখ লোম ছেদন করিবে,না। দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ করিবে। নূতন রৌদ্র সেবনও পরিত্যাগ করিবে। অন্যপরিহিত-বস্ত্র, উপানহ (পাদুকা) মাল্য এবং যজ্ঞ সূত্র ধারণ করিবে না। শূদ্রকে উপদেশ দিবে না। দাস ব্যতীত শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট এবং যে কোন শূদ্রকে হবিঃ প্রদান করিবে না। শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ ও ব্রত-উপদেশ করিবে না। মিলিত পাণিদ্বয় দ্বারা মস্তক বা জঠর কণ্ডূয়ন করিবে না। দধি বা পুষ্পে প্রত্যাখান করিবে না। আপনার মাল্য আপনি অপনীত করিবে না। সুপ্তব্যক্তিকে জাগাইবে না। রজস্বলার সহিত কথা কহিবে না। ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজের সহিতও কথা কহিবে না। অগ্নি, দেবতা ও ব্রাহ্মণ সন্নিধানে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিবে। পরক্ষেত্রে গাভী চরিলে তাহা ক্ষেত্রস্বামীকে বলিয়া দিবে না। বৎস দুগ্ধ পান করিলে তাহাও বলিয়া দিবে না। উদ্ধত ব্যক্তিদিগকে আনন্দিত করিবে না। শূদ্ররাজ্যে বাস করিবে না। অধার্ম্মিক জনাকীর্ণ স্থানে, বৈদ্যহীন স্থানে ও উপসর্গগ্রস্ত স্থানে বাস করিবে না। পর্ব্বতেও বহুকাল থাকিবে না। বৃথা চেষ্টা করিবে না। নৃত্যগীত করিবে না। আস্ফোটন (হস্তদ্বারা বাহুতে শব্দ করার নাম আস্ফোটন) করিবে না। অশ্লীল বাক্য, অনৃত বাক্য ও অপ্রিয় বাক্য কীর্ত্তন করিবে না। কাহারও মর্ম্মে হাত দিবে না। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিলে নিজের প্রতি অবজ্ঞা করিবে না। দীর্ঘায়ুঃ ইচ্ছুক বহুক্ষণ সন্ধ্যোপাসনা করিবে। অকারণ সর্প বা শস্ত্র দ্বারা ক্রীড়া করিবে না। অকারণ ইন্দ্রিয় ছিদ্র স্পর্শ করিবে না। অপরের প্রতি দণ্ডোদ্যম করিবে না। তবে শাসনার্হ ব্যক্তিকে শাসনার্থ তাড়না করিতে পারিবে বটে কিন্তু তাহাকেও বংশখণ্ড বা রজ্জু দ্বারা পৃষ্ঠে তাড়না করিতে হইবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র এবং মহাত্মগণের নিন্দাবাদ করিবে না। ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থকাম পরিত্যাগ করিবে। লোক বিদ্বিষ্ট ধর্ম্মও পরিত্যাজ্য। পর্ব্বে শান্তি হোম করিবে এবং পর্ব্বে তৃণ পর্য্যন্ত ছেদন করিবে না। অনলস হইয়া থাকিবে। এইরূপ আচার পালন করিবে। ধর্ম্মাভিলাষী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রুতিস্মৃতি উপদিষ্ট, সাধুগণের উত্তমরূপে সেবিত যে আচার তাহাই পালন করিবে। আচার হইতে দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয়, আচার হইতে অভীষ্টগতি প্রাপ্তি হয়, আচার হইতে অক্ষয় ধন পাওয়া যায়, আচার হইতে দুর্লক্ষণ নষ্ট হয়, সর্ব্ব লক্ষণ বর্জ্জিত হইলেও যে মনুষ্য সদাচার-সম্পন্ন, শ্রদ্ধালু এবং অসূয়াশূন্য, সে শতবর্ষ জীবিত থাকে।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

দম যম অবলম্বন করিয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয় দমনই দম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্তঃকরণ (দমনের নাম দম, বাহ্যেন্দ্রিয় দমনের নাম যম, অন্তঃকরণ দমন হইলে, বাহ্যেন্দ্রিয় দমন স্বতঃ-সিদ্ধ অতএব এক দম শব্দদ্বারা উভয়ের সংগ্রহ হইতেছে। দমযুক্ত ব্যক্তির ইহলোক ও পরলোক আয়ত্ত।' দমরহিত ব্যক্তির ঐহিক বা পারত্রিক, কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। দম পরম পবিত্র, দম পরম মাঙ্গল্য, যে কিছু মনে ইচ্ছা করা যায়, এক দম প্রভাবে সমস্ত লাভ হয়, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক এবং জিহ্বা, এই পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত, চিত্ত সারথির বশবর্ত্তী সংস্থানুযায়ী জ্ঞানরথে যিনি গমন করেন, তাঁহাকে কাম ক্রোধাদি শত্রুগণ পরাজয় করিতে পারে না, যদি পঞ্চেন্দ্রিয় অশ্বগণ, সেই রথকে অসৎপথে লইয়া না যায়। যেমন আপূর্য্যমান নিত্য-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে জলরাশি প্রবিষ্ট হয়; সেই রূপ

সকল কামনারাশি যাহাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ যাহার অন্তরেই লীন হয়, তিনিই শান্তি লাভ করেন, বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি শান্তি লাভ করে না।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রাদ্ধ করিতে অভিলাষী ব্যক্তি, শ্রাদ্ধ-পূর্ব্বদিনে, ব্রাহ্মণ সকলের নিমন্ত্রণ করিবে। দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ শ্রাদ্ধদিনে শুক্লপক্ষের পূর্ব্বাহ্নে এবং কৃষ্ণপক্ষের অপরাহ্নে অর্থাৎ শুক্লপক্ষ-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ হইলে পূর্ব্বাহ্নে;কৃষ্ণপক্ষ-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ হইলে অপরাহ্নে; উত্তমরূপে স্নাত, উত্তমরূপে কৃতাচমন ব্রাহ্মণদিগকে বয়োবাহুল্য ও বিদ্যাক্রমানুসারে কুশাস্তৃত আসনে উপবেশন করাইবে। দৈবপক্ষে পূর্ব্বমুখ করিয়া দুইজনকে ও পিতৃ পক্ষে উত্তর মুখ করিয়া তিন জনকে অথবা উভয় পক্ষেই এক এক জনকে উপবেশন করাইবে। আমশ্রাদ্ধ ও কাম্যশ্রাদ্ধে কঠশাখোক্ত পঞ্চদশ রক্ষোঘ্ন মন্ত্রের প্রথম পাঁচটী মন্ত্র দ্বারা; পশুশ্রাদ্ধে মধ্যম পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা, অমাবস্যা শ্রাদ্ধে শেষ পঞ্চমন্ত্র দ্বারা, আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পরপরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষীয় তিন অষ্টমীতে কর্ত্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে ও অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধে যথাক্রমে প্রথম পঞ্চ মধ্যম পঞ্চ ও শেষ পঞ্চমন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী অষ্টমী-কর্ত্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে প্রথম পঞ্চ, পৌষী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী অষ্টমী কর্ত্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে মধ্যম পঞ্চ, মাঘী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে শেষ পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা; অন্বষ্টকা ত্রয়ের পক্ষেও ঐ রীতি অনুসারে অগ্নিতে আহুতি দিয়া তদনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণানুজ্ঞাত হইয়া পিতৃগণের আবাহন করিবে। "অপবান্তস্থরা" ইত্যাদি দুইমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তিল দ্বারা রাক্ষসদিগকে দূর করিয়া দিয়া "এত পিতরঃ সর্ব্বাংস্তানগ্ন আ মে যন্তেতবঃ পিতরঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে। তৎপরে কুশতিল মিশ্রিত গন্ধ জলদ্বারা, "যাস্তিষ্ঠত্ত্বমৃতাবাক্" ইত্যাদি মন্ত্র এবং "জন্মে মাতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পাদ্যসম্পাদন নিবেদন অর্ঘ্য সম্পাদন নিবেদন এবং অনুলেপন সম্পাদনও নিবেদন করিয়া কুশ তিল বস্ত্র পুষ্প অলঙ্কার ধূপ দীপ দ্বারা যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। অনন্তর ঘৃতসিক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া আদিত্যগণ, রুদ্রগণ এবং বসুগণের চিন্তা করত অন্নের প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক "অগ্নৌকরবাণি" অর্থাৎ অগ্নিকার্য্য করি, এই কথা বলিবে। অনন্তর বিপ্রগণ "কুরু" অর্থাৎ কর সেই অগ্নিকার্য্য বিষয়ে এই উত্তর দিলে তিনবার আহুতি দিবে। "যে মামকাঃ পিতরএতবঃ পিতরোঽয়ং যজ্ঞে" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত হবিঃ মন্ত্রপূত করিয়া যথাপ্রাপ্ত পাত্রে বিশেষতঃ রজতময় পাত্রে "অন্নং নমোবিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ" এই বলিয়া পূর্ব্ব মুখ হইয়া আসীন ব্রাহ্মণদ্বয়কে প্রথমে,—নাম গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ উদ্দেশে উত্তর মুখ হইয়া উপবিষ্ট ব্রাহ্মণত্রয়কে পরে নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণগণ তাহা ভোজন করিতে থাকিলে, "যন্মে প্রকামা অহোরাত্রৈঃ ক্রব্যাৎ" এই মন্ত্র জপ করিবে; এবং ইতিহাস পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্ট সমীপে দক্ষিণাগ্র কুশোপরি "পৃথিবী দর্ব্বি" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক, পিতৃ উদ্দেশে একটী "অন্তরীক্ষং দর্ব্বি" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পিতামহ উদ্দেশে দ্বিতীয়, দ্যৌদ্য "দ্যৌ দর্ব্বি" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রপিতামহ উদ্দেশে তৃতীয় পিণ্ডস্থাপন করিবে, "যেঽত্র পিতরঃ" ইত্যাদি বলিয়া বস্ত্রদান করিবে "বিরায়ঃ পিতরঃ" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া অন্নদান করিবে, "অত্র পতরো মাদয়ধ্বং" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করত কুশমূলে কর ঘর্ষণ করিবে। "উর্জ্জং বহন্তীঃ," ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত জলদ্বারা পিণ্ড প্রদক্ষিণ, পিণ্ড বিকিরণ ও পিণ্ডাগ্র ভূমি সেচন করিয়া অর্ঘ্য পুষ্প, ধূপ অনুলেপন এবং অন্নাদি ভক্ষ্যভোজ্য আর মধু ঘৃত তিলযুক্ত উদকপাত্র নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণ, ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলে "মামেক্ষেষ্ট" এই মন্ত্র পাঠ পুরঃসর কুশযুক্ত শ্রাদ্ধাবশিষ্ট অন্ন, ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্টাগ্রভাগে বিকীর্ণ করিয়া "তৃপ্তা ভবন্তঃ সম্পন্নং" অর্থাৎ আপনারা তৃপ্ত হইয়াছেন ত? কার্য্য সম্পন্ন

হইয়াছে ত? জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর তাহার উত্তর পাইয়া উত্তর মুখ তিন ব্রাহ্মণকে প্রথমে আচমন জল দিবে, পরে পূর্ব্বমুখ দুই ব্রাহ্মণকে আচমন জল দিবে। অনন্তর "সুপ্রোক্ষিতং' এই বলিয়া শ্রাদ্ধদেশ প্রোক্ষণ করিবে। কুশ-হস্ত হইয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। অনন্তর পূর্ব্বমুখ ব্রাহ্মণদিগের অগ্রে 'স্বস্ত্যেরামঃ' এই মন্ত্র পাঠ করত প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার পর যথাশক্তি দক্ষিণা দান দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর "অভিরমন্ত ভবন্ত" অর্থাৎ আপনারা অভিরত হউন এই কথা ব্রাহ্মণদিগকে বলিলে ব্রাহ্মণেরাও "অভিরতাঃ স্মঃ" অর্থাৎ অভিরত হইলাম, ইহা তাহাকে বলিবে। তখন শ্রাদ্ধকর্ত্তা "দেবাশ্চ পিতরশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। নামগোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক, অক্ষয্যোদক দান করিয়া "বিশ্বেঃ দেবাঃ প্রীয়ন্তাম্" পূর্ব্বমুখ ব্রাহ্মণদিগকে এই কথা বলিবে, তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুট, তদ্গত চিত্ত ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া প্রার্থনা করিবে। আমাদিগের বংশে দাতা অধিক হউক, বেদ-জ্ঞান ও বংশ বিস্তার অধিক হউক, আমাদিগের বংশে সৎকার্য্য শ্রদ্ধা যেন বিগত না হয় এবং আমাদিগের বহু দেয় " হউক " ব্রাহ্মণেরা তথাস্তু এই কথা বলিবে। আমাদিগের বহু অন্ন হউক, আমরা যেন বহু অতিথি লাভ করি, আমাদিগের নিকট অনেকে প্রার্থনা করুক, আমরা যেন কাহারও নিকট যাচ্ঞা না করি, এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ লইবে। অনন্তর যথোচিত পূজা, অনুগমন ও অভি-বাদন পূর্ব্বক "বাজে বাজে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ বিদায় করিবে।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টকাত্রয়ে, যথাক্রমে শাক, মাংস ও পিষ্টক দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া অন্বষ্টকাতেও দৈব-পূর্ব্ব উক্তরূপে অর্থাৎ প্রথম পাঁচ মন্ত্র ইত্যা-দিরূপে হোম করিয়া মাতা, পিতামহী, প্র-পিতামহী উদ্দেশে পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ ভোজনের পর দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা ও অনুগমন করিয়া বিদায় দিবে। তাহাতে অর্থাৎ শ্রাদ্ধে কর্ষূত্রয় করিবে কর্ষূমূলে পূর্ব্ব উত্তরভাগে অগ্ন্যা-ধান করিয়া পিণ্ডদান—পুরুষদিগেরও কর্ষূত্রয় মূলে, স্ত্রীলোকদিগেরও কর্ষূত্রয় মূলে হইবে। পুরুষ-কর্ষূত্রয় অন্নসমেত জলদ্বারা স্ত্রীলোকদি-গের কর্ষূত্রয় অন্নসমেত দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিবে। তিনটী কর্ষূর প্রত্যেকটাই, দধি, মাংস ও দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়াই যথা সম্ভব "ভবদ্ভ্যো, ভবতীভ্যোঽক্ষয়মস্তু" অর্থাৎ পিতা প্রভৃতি আপনাদিগের এবং মাতা প্রভৃতি আপনা-দিগের অক্ষয় হউক, ইহা পাঠ করিবে।

ইতি চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

যে ব্যক্তি, পিতা জীবিত থাকিতে শ্রাদ্ধ করিবে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে তাহার অঙ্গ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি, শ্রাদ্ধ পিতা জীবিত থাকি তেও করিতে পারে। সে, পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের করিবে। পিতা ও পিতামহ জীবিত থাকিতে (ঐরূপ করিতে হইলে) পিতামহ যাহাদিগের করিয়া থাকেন ; পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে শ্রাদ্ধ করিবেই না। যাহার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এই তিন জনের মধ্যে পিতা মৃত, সে পিতাকে পিণ্ডদান করিয়া প্রপিতামহের উর্দ্ধতন দুই পুরুষকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতা এবং পিতামহ মৃত সে, ঐ দুই জনকে পিণ্ড দিয়া পিতামহের পিতামহকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতামহ মৃত, সে পিতা, মহকে পিণ্ড দিয়া প্রপিতামহের উর্দ্ধতন দুই জনকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতা এবং প্রপিতামহ মৃত সে পিতাকে পিণ্ড দিয়া পিতামহের উর্দ্ধ-তন দুইজনকে পিণ্ড দিবে ; বিচক্ষণ ব্যক্তি যথা শাস্ত্র মন্ত্রের উহ করিয়া মাতামহ প্রভৃতিরও এইরূপ শ্রাদ্ধ করিবে। এতদ্ভিন্ন ভ্রাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ মন্ত্র বর্দ্ধিত অর্থাৎ প্রকৃত্যাহ যোগ্য মন্ত্র বর্জ্জিত করিয়া করিবে।*

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

*অমুকার্য্যের ন্যায় অমুক কার্য্য হইবে, এইরূপ বিধি থাকিলে প্রথমোক্ত কার্য্যের কোন কোন লিঙ্গ বিভক্ত পদ বা মন্ত্র যদি শেষোক্ত কার্য্যের সহিত না মিলে, তবে সেই স্থলে পরিবর্তন করিয়া যাহাতে মিলে, তাহা

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

অমাবস্যা সকল, তিন অষ্টকা, তিন অম্বষ্টকা, মাঘীপূর্ণিমা, ভাদ্রীপূর্ণিমার পরবর্ত্তী মঘাযুক্ত কৃষ্ণ ত্রয়োদশী, ব্রীহিপাককাল ও যবপাক কাল—শ্রাদ্ধের এই সকল কাল নিত্য, ইহা প্রজাপতি বলেন, এই সকল কালে শ্রাদ্ধ না করিলে নরকগামী হয়।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূর্য্য সংক্রমণ, বিষুবদ্বয়, বিশেষতঃ অয়নদ্বয় অর্থাৎ সংক্রান্তি, তাহার মধ্যে বৈশাখ মাসের ও কার্ত্তিক মাসের বিষুব সংক্রান্তি, আর শ্রাবণ ও মাঘ মাসের অয়নসংক্রান্তি ব্যতীপাত জন্ম নক্ষত্র এবং গর্ভাধান প্রভৃতি বৃদ্ধিকার্য্য, শ্রাদ্ধের এই সকল কাল কাম্য, প্রজাপতি এই কথা বলিয়াছেন। এইসকল কালে যে শ্রাদ্ধ কৃত হয়, তাহা অনন্ত ফলজনক হইয়া থাকে, বিচক্ষণগণ সন্ধ্যা ও রাত্রি কালে শ্রাদ্ধ করিবে না। কিন্তু যদি গ্রহণ হয়, তাহা হইলে তৎকালেও করিতে পারিবে, গ্রহণ সময়ে কৃত শ্রাদ্ধ, বিশেষ ফলজনক; সর্ব্বকামপ্রদ হইয়া চন্দ্রতারকাস্থিতিকাল পর্য্যন্ত পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করে।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

রবিবারে শ্রাদ্ধ করিলে সর্ব্বদা আরোগ্যলাভ করে; সোমবারে সৌভাগ্য, মঙ্গলবারে যুদ্ধজয়; বুধবারে সর্ব্বকাম, বৃহস্পতিবারে অভীষ্টবিদ্যা; শুক্রবারে ধন ও শনিবারে আয়ুঃ লাভ করে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। রোহিণীতে অপত্য; সৌম্যে অর্থাৎ মৃগশিরাতে ব্রহ্মতেজ; রৌদ্রে অর্থাৎ আর্দ্রাতে কর্ম্মসিদ্ধি; পুনর্ব্বসুতে ভূমি; পুষ্যে পুষ্টি; সর্পে অর্থাৎ অশ্লেষাতে সম্পত্তি; পৈত্র্যে অর্থাৎ মঘাতে সর্ব্বকাম; ভগে অর্থাৎ পূর্ব্বফাল্গুনীতে সৌভাগ্য; আর্য্যমনে অর্থাৎ উত্তর ফল্গুনীতে ধন; হস্তানক্ষত্রে জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠতা; ত্বাষ্টে অর্থাৎ চিত্রাতে রূপবান্ পুত্রগণ; স্বাতিতে বাণিজ্য সিদ্ধি; বিশাখাতে সুবর্ণ; মৈত্রে অর্থাৎ অনুরাধাতে বন্ধুগণ; শাক্রে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠাতে রাজ্য; মূলানক্ষত্রে কৃষিফল; আপ্যে অর্থাৎ পূর্ব্বাষাঢ়াতে সমুদ্রযানজনিত ধনাগম; বৈশ্বদেবে অর্থাৎ উত্তরাষাঢ়াতে সর্ব্বকাম; অভিজিৎভাগে শ্রেষ্ঠতা; শ্রবণানক্ষত্রে সর্ব্বকাম; বাসবে অর্থাৎ ধনিষ্ঠাতে সর্ব্বকাম; বারুণ অর্থাৎ শতভিষাতে আরোগ্য; আজে অর্থাৎ পূর্ব্বভাদ্রপদে কুপ্য দ্রব্য; আহিব্রধ্নে অর্থাৎ উত্তরভাদ্রপদে গৃহ; পৌষ্ণে অর্থাৎ রেবতীতে গাভী; অশ্বিনীতে অশ্ব এবং যাম্যে অর্থাৎ ভরণীতে শ্রাদ্ধ করিলে আয়ুঃ লাভ হয়। প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করিলে গৃহ; এবং সুরূপ ভার্য্যা, দ্বিতীয়াতে ইষ্টপ্রদ কন্যা; তৃতীয়াতে সর্ব্বকাম; চতুর্থীতে পশুগণ; পঞ্চমীতে সম্পত্তি; এবং সুরূপ পুত্রগণ; ষষ্ঠীতে দ্যূতজয়; সপ্তমীতে কৃষিফল; অষ্টমীতে বাণিজ্য লাভ; নবমীতে পশুগণ; দশমীতে অশ্বগণ; একাদশীতে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন পুত্রগণ; দ্বাদশীতে আয়ুঃ, ধন, রাজ্যজয়, ও সুবর্ণ রৌপ্য। ত্রয়োদশীতে সৌভাগ্য; আর পঞ্চদশীতে অর্থাৎ পূর্ণিমা বা আমাবস্যাতে সর্ব্বকাম লাভ হয়; শস্ত্রহতদিগের শ্রাদ্ধকার্য্যে চতুর্দ্দশী—প্রশস্ত অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে অন্যের শ্রাদ্ধ করা নিষেধ; শস্ত্রহতদিগের শ্রাদ্ধ চতুর্দ্দশীতে কর্ত্তব্য। দুইটী পিতৃগীতাগাথাও আছে। বর্ষাকালে কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে কুঞ্জর ছায়াযোগে * এবং সমস্ত

করিবে। এই পরিবর্ত্তনের নাম উহ, পদ বা মন্ত্রের উহকে প্রকৃত্যূহ বলে। মাতামহাদি শ্রাদ্ধে প্রকৃত্যূহ করিতে পারিবে। যথা পিতৃ প্রভৃতির শ্রাদ্ধে স্বন্ধন্তাং পিতরঃ ইত্যাদি মন্ত্র আছে মাতামহাদি শ্রাদ্ধে স্বন্ধন্তাং মাতামহাঃ ইত্যাদি রূপে পদ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে কিন্তু ভ্রাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধে এ সকল প্রকৃত্যূহ যোগ্য মন্ত্র ত্যাগ করিবে; লিঙ্গাদির উহ যোগ্য মন্ত্র ত্যাগ করিবে না।

* মঘা ত্রয়োদশী দিনে হস্তা নক্ষত্রে সূর্য্য থাকিলে কুঞ্জর ছায়াযোগ হয়।

কার্ত্তিক মাস, যে ব্যক্তি অপরাহ্ণে শ্রাদ্ধ করে তাদৃশ নরোত্তম যেন আমাদিগের কুলে উৎপন্ন হয়।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

রাত্রিকালে—আহৃত জল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না। কুশাভাব হইলে কুশস্থানে কাশ বা দূর্ব্বা প্রদান করিবে। বস্ত্রাভাবে বস্ত্রের জন্য কার্পাস সূত্র দিবে। যদ্যপি দশা আহত বস্ত্রসম্ভূত হয়, তথাপি তাহা প্রদান করিবে না †। উগ্রগন্ধ গন্ধহীন কণ্টকযুক্ত বৃক্ষসম্ভূত এবং রক্তবর্ণ এই সকল পুষ্প পরিত্যাজ্য। শুক্লবর্ণ এবং সুগন্ধি পুষ্প কণ্টক সম্পন্ন বৃক্ষসম্ভূত হইলেও এবং পদ্ম রক্তবর্ণ হইলেও তাহা দিবে, বসা এবং মেদ দীপার্থে দিবে না, ঘৃত বা তৈল দিবে, জীবজাত অর্থাৎ নখশৃঙ্গাদি ধূপার্থে-দিবে না, মধু ঘৃতাক্ত গুগ্গুলু দিবে, চন্দন কুঙ্কুম, কর্পূর, অগুরু এবং পদ্মকাষ্ঠ অনুলেপনার্থে দিবে। প্রত্যক্ষ লবণ (কৃত্রিম লবণ) দিবে না, হস্তে করিয়া ঘৃতব্যঞ্জনাদি দিবে না। তৈজস পাত্র, বিশেষতঃ রজঃ তম পাত্র দিবে, খড়্গ অর্থাৎ গণ্ডারশৃঙ্গপাত্র, কুতপ, কৃষ্ণাজিন, তিন গৌর সর্ষপ, আতপতণ্ডুল রাজতপাত্রাদি পবিত্র এবং রক্ষোঘ্ন বক্ষ্যমাণ বস্তু সকল স্থাপন করিবে—পিপ্পলী, মুচুন্দক, ভূস্তৃণ, শিগ্রু, সর্ষপ, সুরসা, সর্জ্জক, সুবর্চ্চল, কুষ্মাণ্ড, অলাবু; বার্ত্তাকু, পালক্য, উপোদকী, তণ্ডুলীয়ক, কুসুম্ভ, পিণ্ডালুক, মহিষীদুগ্ধ, রাজমাষ, মসুর, পর্য্যুষিতভক্ষ্য এবং কৃত্রিম লবণ দিবে না, শ্রাদ্ধকালে ক্রোধ করিবে না, অশ্রুপাত করিবে না। ত্বরা করিবে না, ঘৃতাদিদানে তৈজসপাত্র, খড়্গপাত্র এবং ফল্গুপাত্র প্রশস্ত, এ বিষয়ে শ্লোক আছে।

সুবর্ণপাত্র, রজতপাত্র, খড়্গপাত্র, তাম্রপাত্র অথবা ফল্গুপাত্রে প্রদত্ত দ্রব্য অক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত হয়।

একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অশীতিতম অধ্যায়।

একবার দত্ত তিল, ব্রীহি, যব, মাষ ফল, শ্যামাক, প্রিয়ঙ্গু, নীবার, দুগ্ধ, জল, মূল এবং গোধূম দ্বারা পিতৃগণ একমাসকাল প্রীতিলাভ করেন, মৎস্যমাংস দ্বারা দুই মাস, হরিণমাংস দ্বারা তিন মাস, মেষমাংস দ্বারা চার মাস, পক্ষীমাংস দ্বারা ছয় মাস, রুরুমাংস দ্বারা সাত মাস, পৃষৎ মাংস দ্বারা আট মাস, গবয় মাংস দ্বারা নয় মাস, মহিষ মাংস দ্বারা, কূর্ম্মমাংস দ্বারা একাদশ মাস, গব্যদুগ্ধ বা তদ্বিকার অর্থাৎ দধি প্রভৃতি দ্বারা এক বৎসর প্রীতি ভোগ করেন। এ বিষয় পিতৃগীত গাথা আছে—'কালসাক, মহাসল্ক, মৎস্য, বাধ্রীণস ছাগের মাংস এবং শৃঙ্গহীন গণ্ডার ইহাদিগকে নিত্য ভোজন করিয়া থাকি।'

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাশীতিতম অধ্যায়।

অন্ন আসনে রাখিবে না, পদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না; অবক্ষুত করিবে না,—তিল অথবা সর্ষপদ্বারা রাক্ষসদিগকে দূর করিবে, সংবৃত স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে না, শ্রাদ্ধকালে রজস্বলাকে দর্শন করিবে না, কুক্কুর বিড়্বরাহ ও গ্রাম্য কুক্কুটকে দর্শন করিবে না, যত্নপূর্ব্বক ছাগলকে শ্রাদ্ধ দেখাইবে, ব্রাহ্মণগণ মৌনাবলম্বী হইয়া আহার করিবে, বেষ্টিত মস্তক হইয়া, পাদুকা পরিয়া ও পীঠোপরি পাদতল রাখিয়া আহার করিবে না। হীনাঙ্গ এবং অধিকাঙ্গ ব্যক্তিগণ, শূদ্র এবং পতিতেরাও শ্রাদ্ধ দর্শন করিবে না। তৎকালে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক বা পাত্রীয় ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে অন্য ভিক্ষুককে ভোজন করাইতে পারিবে। ভোক্তা ব্রাহ্মণগণ দাতা

---

† ঈষদ্ধৌত, নূতন, শুক্লবর্ণ দশাযুক্ত এবং অপরিহিত পূর্ব্ব বস্ত্রের নাম আহত বস্ত্র।

কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও ভোজ্যদ্রব্যের গুণ কীর্ত্তন করিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ন উষ্ণ থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বী হইয়া ব্রাহ্মণগণ ভোজন করেন এবং যতক্ষণ ভোজ্য দ্রব্যের গুণকীর্ত্তিত না হয়, পিতৃগণ ততক্ষণ ভোজন করিতে থাকেন। সর্ব্বপ্রকার অন্নাদি মিলিত করিয়া এবং জলসিক্ত করিয়া কৃতাহার ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখ-ভূমিস্থিত কুশোপরি নিক্ষেপ করত ত্যাগ করিবে। সংস্কারানর্হ অর্থাৎ উনদ্বিবার্ষিকাদি মৃত বালকদিগের এবং দোষ দর্শন না করিয়া যাহারা কুলস্ত্রী পরিত্যাগ করে তাহাদিগের প্রাপ্য ভাগ পাত্রস্থ উচ্ছিষ্ট ও কুশোপরি যাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; তাহা। আর শ্রাদ্ধকার্য্যে যাহা ভূমিগত উচ্ছিষ্ট, তাহা অনলস এবং অকুটিল দাস বর্গের প্রাপ্য ভাগ—ইহা ঋষিগণ বলিয়া থাকেন

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে না, কিন্তু পিত্র্যকার্য্যে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে। হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, অনুচিত কর্ম্মকারী, বৈড়ালব্রতী বৃথা চিহ্নধারী অর্থাৎ যে ভণ্ডব্রহ্মচারী ইত্যাদি, নক্ষত্রাজীবী দেবল চিকিৎসক, অপরিণীতা-পুত্র, তৎপুত্র, বহুযাজী, গ্রামযাজী শূদ্রযাজী, অযাজ্যযাজী. ব্রাত্য, ব্রাত্যযাজী পর্ব্বকার, সূচক, ভৃতকাধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপিত নিরন্তর শূদ্রান্ন পুষ্ট, পতিত সংসর্গী, অনধীয়ান্ (অর্থাৎ বেদানধ্যায়ী) সন্ধ্যোপাসন ভ্রষ্ট, রাজ সেবক, দিগম্বর পিতার সহিত বিবাদমান পিতৃত্যাগী মাতৃত্যাগী, গুরুত্যাগী অগ্নিত্যাগী এবং স্বাধ্যায়ত্যাগী ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে। ইহারা ব্রাহ্মণাধম এবং পঙক্তি দূষক বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ কার্য্যে যত্নপূর্ব্বক ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

অথ পঙক্তিপাবন। ত্রিকণাচিকেত, পঞ্চাগ্নি জ্যেষ্ঠসামগ, বেদপারগ, একবেদেরও পারগামী, পুরাণ-ইতিহাস-ব্যাকরণ-পারগ এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রেরও পারগ তীর্থপূত যজ্ঞপূত তপঃপূত, সত্যপূত, মন্ত্রপূত, গায়ত্রীজপনিরত ব্রাহ্মদেয়ানুসন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতার সন্তান ত্রিসুপর্ণ জামাতা এবং দৌহিত্র ইহারা পাত্র, বিশেষতঃ যোগিগণ এ বিষয়ে পিতৃগীত একটী গাথা আছে। যদ্দ্বারা আমরা তৃপ্ত হই, এইরূপ যোগী ব্রাহ্মণকে যে যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে যেন সেই ব্যক্তি আমাদিগের বংশে উৎপন্ন হয়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ম্লেচ্ছ ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিবে না। ম্লেচ্ছ দেশে গমন করিলেও শ্রাদ্ধ করিবে না। পরকীয় জলাশয়ে জলপান করিলে জলাশয় স্বামীর সমতা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ পানকর্ত্তা যদি ব্রাহ্মণ আর জলাশয় স্বামী ক্ষত্রিয় হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সদৃশ হইয়া যাইবে ইত্যাদি। যে দেশে চতুর্ব্বর্ণ-ব্যবস্থা নাই, তাহাকে ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া জানিবে, তদতিরিক্ত দেশ আর্য্যাবর্ত্ত।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

পুষ্করে কৃত শ্রাদ্ধ, জপ, হোম এবং তপস্যা অক্ষয়-ফল-জনক হয়। পুষ্করে স্নান মাত্র করিলে সকল পাপ হইতে পূত হয়; গয়াশীর্ষ অক্ষয় বট অমরকণ্টকপর্ব্বত, বরাহ-পর্ব্বত, নর্ম্মদাতীরের যে কোন স্থান, যমুনাতীর, বিশেষতঃ গঙ্গা, কুশাবর্ত্ত, বিন্দুক, নীলপর্ব্বত, কনখল, কুব্জাম্র, ভৃগুতুঙ্গ, কেদার, মহালয়, নড়ন্তিকা, সুগন্ধ্যা, শাকম্ভরী, ফল্গুতীর্থ, মহাগঙ্গা, ত্রিহলিকাশ্রম, কুমার, ধারা, প্রভাস, বিশেষতঃ সরস্বতীর যে কোন স্থান, গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, সকল সময়ে নৈমিষারণ্য, বিশেষতঃ বারাণসী

অগস্ত্যাশ্রম কণ্বাশ্রম কৌশিকী সরযূতীর শোণনদ ও জ্যোতিষানদীর সঙ্গমস্থল শ্রী-পর্ব্বত, কালোদক উত্তরমানস বড়বা মতঙ্গবাপী সপ্তার্ষ বিষ্ণুপদ স্বর্গমার্গপদ গোদাবরী গোমতী বেত্রবতী বিপাশা বিতস্তা শতদ্রুতীর চন্দ্রভাগা ঐরাবতী সিন্ধুতীর দক্ষিণপঞ্চনদ ঔসজ ইত্যাদি অন্যতীর্থ প্রধান প্রধান নদীসকল, স্বভাব অর্থাৎ শ্রীরাম প্রভৃতির জন্মস্থান পুলিন প্রস্রবণ পর্ব্বত নিকুঞ্জ বন উপবন গোময়োপলিপ্ত স্থান এবং মনোজ্ঞ অর্থাৎ তুলসী চত্বরাদি এই সকল স্থানে উক্তরূপ হয় অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহার অক্ষয়ফল হয়। এবিষয়ে কতকগুলি পিতৃগীত গাথা আছে। যে বহুতোয়া বিশেষতঃ শীতলা নদীতে আমাদিগকে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, সেই প্রাণী যেন আমাদিগের বংশে উৎপন্ন হয়। যে, সমাহিত হইয়া গয়াশীর্ষে বা অক্ষয় বটে আমাদিগের শ্রাদ্ধ করিবে, সেই নরোত্তম যেন আমাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করে, বহুপুত্র প্রার্থনা করা উচিত, যদি তাহার মধ্যে এক জনও গয়া গমন করে বা অশ্বমেধ যাগ করে; অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ করে।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

অথ বৃষোৎসর্গ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বা আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে বৃষোৎসর্গ হয়। তাহাতে প্রথমেই বৃষ পরীক্ষা করিবে, (যেন বৃষটী) জীববৎসা ও দুগ্ধবতী গাভীর পুত্র, সর্ব্বলক্ষণান্বিত, নীল-লোহিত বর্ণ শুক্ল-মুখ, শুক্ল-পচ্ছ, শুক্ল-খুর ও শুক্ল শৃঙ্গ * এবং যূথশ্রেষ্ঠ হয়। অনন্তর গোষ্ঠে সুপ্রজ্জ্বলিত অগ্নি পরিস্তরণপূর্ব্বক দুগ্ধ দ্বারা পৌষ্ণ চরু অর্থাৎ যাহার দেবতা সূর্য্য—এইরূপ চরু পাক করিয়া "পূষা গা অন্বেতু" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে পর লৌহকার, বৃষের এক পার্শ্বে চক্র ও অপর পার্শ্বে ত্রিশূল দ্বারা অঙ্কন করিবে (দাগ দিবে)। অঙ্কিত বৃষকে "হিরণ্য বর্ণা" ইত্যাদি চার ও "শন্নোদেবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইবে, স্নাত এবং অলঙ্কৃত সেই বৃষকে স্নাত অলঙ্কৃত চারটী বৎসতরীর সহিত আনয়ন করিয়া রুদ্রাধ্যায়, পুরুষসূক্ত ও কুষ্মাণ্ড মন্ত্র জপ করিবে। বৃষের দক্ষিণকর্ণে "পিতা বৎস" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে; এবং "বৃষোহি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ প্রকীর্ত্তিতঃ। বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা সমে রক্ষতু সর্ব্বতঃ!" অর্থাৎ বৃষ সাক্ষাৎ ভগবান্ চতুষ্পাদধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত, তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক বরণ করি; তিনি আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করুন। আর "এনং যুবানং পতিং বোদদাম্যনেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ। মাঃস্মহি প্রজয়া মাতনূভির্মারধাম দ্বিষতে 'সোম রাজন্' ইহাও পাঠ করিবে। ঈশান কোণে বৃষকে বৎসতরী-যুক্ত করিবে, হোতাকে এক যোড় বস্ত্র সুবর্ণ ও কাংস্য প্রদান করিবে; লৌহকারকে মনোমত বেতন ও বহুঘৃত ভোজন প্রদান করিবে, আর এ কার্য্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। উৎসৃষ্ট বৃষও যে জলাশয়ে জলপান করে, সেই জলাশয় সমস্ত পিতৃগণের তৃপ্তিজনক হয়। দর্পিত হইয়া শৃঙ্গ দ্বারা যে কোন স্থানের ভূমি খুঁড়িলে তাহা প্রচুর অন্ন পানরূপে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করে।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশাখীপূর্ণিমাতে, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম, স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর ও মুক্তালাঙ্গুল ভূষিত করিয়া মেষলোমসম্ভূত বস্ত্রে প্রসারিত করিবে; তৎপরে তাহা তিল দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। তাহার নাভিতে সুবর্ণ দিবে। আহত বস্ত্র যুগল দ্বারা আচ্ছাদন করিবে; সকল প্রকার গন্ধ ও রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। যথাক্রমে ক্ষীর দধি ঘৃত ও মধুপূর্ণ চারটী তৈজসপাত্র চারিদিকে রাখিয়া বস্ত্রযুগল

* কেহ কেহ বলেন, নীল অর্থাৎ সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, কিংবা রক্তবর্ণ অথচ শুক্ল মুখ ইত্যাদি—এই অর্থ। ইহা কিন্তু রঘুনন্দনধৃত শঙ্খবচনাদির অনুমত নহে।

স্বামী আহিতাগ্নি অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণকে ঐ কৃষ্ণাজিন প্রদান করিবে। এবিষয়ে কতকগুলি কারণ আছে। যে ব্যক্তি সখুর শৃঙ্গযুক্ত কৃষ্ণাজিন তিল ও বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সর্ব্বরত্নালঙ্কৃত করিয়া দান করে; সমুদ্রগুহা সপর্ব্বত বন-কাননে; চতুঃসমুদ্র-বলয়িতা পৃথিবী দানে যে ফল, তাহার সেই ফল হয়, ইহাতে সংশয় নাই। কৃষ্ণাজিনে তিল, সুবর্ণ মধু এবং ঘৃত করিয়া যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে দেয় সে সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

প্রসূয়মানা অর্থাৎ অর্দ্ধ-নিঃসৃত-বৎসা) গাভী পৃথিবী হয়। সেই গাভীকে অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পৃথিবী দানের ফল প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে একটী গাথা আছে। শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত হইয়া উভয়তোমুখী গো দান করিলে সবৎসা গাভীতে যত রোম থাকে, ততযুগ স্বর্গবাস করে।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোননবতিতম অধ্যায়।

কার্ত্তিক মাসের অধিদেবতা অগ্নি; অগ্নি আবার সকল দেবতার মুখ; অতএব সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাস বহিঃ স্নান-রত গায়ত্রী জপ-তৎপর একবার মাত্র হবিষ্যাশী হইয়া থাকিলে সম্বৎসরকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

সমস্ত কার্ত্তিকমাসে নিত্যস্নায়ী জিতেন্দ্রিয় গায়ত্রীজপরত হবিষ্যাসী ও দানশীল হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবতিতম অধ্যায়।

অগ্রহায়ণ মাসে মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমাতে একপ্রস্থ চূর্ণিত লবণ সুবর্ণ-লাভ করিয়া [অর্থাৎ মধ্যভাগে সুবর্ণযুক্ত করিয়া চন্দ্রোদয়কালে ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে, এই কর্ম্মদ্বারা রূপবান্ এবং সৌভাগ্যবান্ হয়; পৌষী পূর্ণিমা যদি পুষ্যাদিনক্ষত্রযুক্তা হয়, তাহা হইলে তদ্দিনে গৌরসর্ষপ কল্ক অর্থাৎ শ্বেতসর্ষের তৈল দ্বারা উদ্বর্ত্তিত শরীর অর্থাৎ নির্ম্মলীকৃত দেহ গব্যঘৃতপূর্ণ কুম্ভ দ্বারা অভিষিক্ত এবং সর্ব্বৌষধি সর্ব্বগান্ধ ও সর্ব্ববীজ দ্বারা স্নাত হইয়া ঘৃত দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের স্নান করাইবে। অনন্তর গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্র, ঐন্দ্রমন্ত্র এবং বার্হস্পত্য মন্ত্র এবং স্বিষ্টকৃত মন্ত্র দ্বারাঅগ্নিতে আহুতি দিবে; তৎপরে সুবর্ণ সহিত ঘৃত দিয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া লইবে। তোতাকে একযোড় বস্ত্র দান করিবে। এই কর্ম্ম দ্বারা পুষ্টিলাভ হয়, মাঘীপূর্ণিমা যদি মঘা নক্ষত্রাযুক্ত হয়; তাহা হইলে তদ্দিনে তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পূত হয়, ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত হইলে তদ্দিনে সুসংস্কৃত ও স্বাস্তীর্ণ শয্যা ব্রাহ্মণকে দান করিলে, রূপবতী ধনবতী এবং মনোজ্ঞা ভার্য্যা লাভ হয়; স্ত্রীলোক ঐরূপ করিলে ঐরূপ স্বামী প্রাপ্ত হয়। চৈত্র পূর্ণিমা চিত্রা-নক্ষত্র যুক্তা হইলে তদ্দিনে চিত্রবস্ত্র প্রদান করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা বিশাখা নক্ষত্রযুক্তা হইলে তদ্দিনে সাতজন ব্রাহ্মণকে ক্ষৌদ্র মধু-যুক্ত তিল দ্বারা সন্তৃপ্ত করিয়া ধর্ম্মরাজকে প্রীত করিলে পাপ মুক্ত হয়, জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠানক্ষত্র যুক্তা হইলে তদ্দিনে ছত্র পাদুকা প্রদান করিলে গো সম্পত্তিশালী হয়; উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্তা আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে সান্ন বস্ত্রযুগাচ্ছাদিত জল ধেনু দান করিলে স্বর্গলাভ হয়; উত্তর-ভাদ্রপদ-নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রী-পূর্ণিমাতে গোদান করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়; আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে চন্দ্র অশ্বিনী নক্ষত্র স্থিত হইলে সুবর্ণযুক্ত ঘৃতপূর্ণ পাত্র ব্রাহ্মণকে দিলে দীপ্তাগ্নি হয়; কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা যদি কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত হয়; তাহা হইলে তদ্দিনে চন্দ্রোদয় সময়ে দীপমধ্যস্থানে ব্রাহ্মণকে সর্ব্বশস্য গন্ধ রত্নযুক্ত শুক্লবর্ণ বা অন্ন বর্ণ বৃষ দান করিলে তাহার কান্তার ভয় থাকে না। উপবাসী থাকিয়া বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়ায়

অক্ষত দ্বারা বাসুদেব পূজা, অক্ষত গোমূত্র এবং অক্ষত দান করিলে মহাপাপমুক্ত হয়। এবং সে দিনে যাহা দান, করিবে, তাহাই অক্ষয় হইবে। উপবাসী থাকিয়া পৌষী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে তিল দ্বারা স্নান, তিলোদক দান, তিল দ্বারা বাসুদেব পূজা, তিলহোম এবং তিল ভোজন করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়; মাঘী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র পাইলে উপবাসী থাকিয়া তাহাতে বাসুদেবের অগ্রভাগে মহাবর্ত্তিময় দ্বারা দীপ দান করিবে; অষ্টোত্তর শত পল পরিমিত ঘৃত দিয়া মহারজন-রক্ত একখানি সম্পূর্ণ বস্ত্র দ্বারা একটি দীপ দক্ষিণ পার্শ্বে দিবে, আর অষ্টোত্তর শত পল পরিমিত তিল তৈল দিয়া সম্পূর্ণ একখানি শ্বেতবস্ত্র দ্বারা আর একটি দীপ বাম পার্শ্বে দিবে; এই করিয়া কৃতার্থ ব্যক্তি যে রাজ্যে যে দেশে যে বংশে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই সে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সম্পূর্ণ আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যহ ঘৃত দান করিবে। তাহাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রীতি করিলে রূপবান্ হয়। সেই মাসেই প্রত্যহ দুগ্ধ দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে রাজ্যভাগী হয়; চন্দ্র রেবতী নক্ষত্রে গমন করিলে প্রতি মাসে রেবতী প্রীত্যর্থ মধুঘৃত যুক্ত পরমান্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া রেবতীকে প্রীত করিলে রূপবান্ হয়; মাঘ মাসে প্রত্যহ অগ্নিতে তিল হোম করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সঘৃত কুষ্মাণ্ড ভোজন করাইলে দীপ্তাগ্নি হয়, সকল চতুর্দ্দশীতে নদীজলে স্নান করিয়া ধর্ম্মরাজের পূজা করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়।

যদি চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ ভোগ্য বিপুল ভোগ ইচ্ছা কর, মাঘ ফাল্গুন দুই মাস প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিবে।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

এক-নবতিতম অধ্যায়।

কূপকর্ত্তার অর্দ্ধেক পাপ কূপ হইতে জল নিঃসৃত হইলে বিনষ্ট হয়। তড়াগ-কারী নিত্য তৃপ্ত হইয়া বরুণলোক ভোগ করে; জলদাতা সর্ব্বদা তৃপ্তি লাভ করে; বৃক্ষগণ পরলোকে বৃক্ষরোপণকর্ত্তার পুত্রস্বরূপ উপকারী হয়; বৃক্ষদাতা বৃক্ষপুষ্প দ্বারা দেবগণকে; ফল দ্বারা অতিথিগণকে; ছায়া দ্বারা অভ্যাগতদিগকে; এবং বৃষ্টি সময়ে জলদ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করে। সেতুকারী স্বর্গলাভ করে; দেবগৃহনির্ম্মাণকারী যে দেবতার গৃহ করে সেই দেবতার লোকে গমন করে। আর তাহা সুধা-সিক্ত অর্থাৎ চুণকাম করিলে তপস্বী হয়। পবিত্র করিলে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হয়। পুষ্প দান করিলে শ্রীমান্ হয়, অনুলেপন প্রদানে কীর্ত্তিমান্ হয়, দীপ প্রদানে চক্ষুষ্মান্ এবং সর্ব্বত্র উজ্জ্বল হয়, অন্ন প্রদানে বলবান্ হয়, ধূপ প্রদানে ঊর্দ্ধগমন করে; দেবনির্ম্মাল্য পরিষ্কার করিলে গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়, দেবগৃহ মার্জ্জন, দেবগৃহোপলেপন, ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, ব্রাহ্মণ পাদপ্রক্ষালনাদি এবং ব্রাহ্মণের অসুস্থ-অবস্থায় পরিচর্য্যা এই সকল কার্য্যও গোদানের সম-ফল। কূপ, উপবন, তড়াগ এবং দেবগৃহের পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা মৌলিক ফল অর্থাৎ নির্ম্মাতার অনুরূপ ফল লাভ করে।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

অভয় দান,—সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহা প্রদান করিলে অভীষ্টলোকে গমন করে, ভূমি প্রদানেও ঐ ফল হয়। গোচর্ম্মমাত্র পৃথিবী দান করিলেও সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। গোদান করিলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। দশ ধেনু দান করিলে সুরভিলোক, শত ধেনু দান করিলে ব্রহ্মলোক এবং সুবর্ণ-শৃঙ্গ রৌপ্য-খুর মুক্তালাঙ্গুল কাংস্যক্রোড় এবং বস্ত্রোত্তরীয় ধেনু দান করিলে, ঐ ধেনুতে যত রোম থাকিবে, ততবর্ষ স্বর্গভোগ করিবে—বিশেষতঃ কপিলাদান করিলে। ভারবহনক্ষম বিনীত বৃষ দান করিলে দশ ধেনু দানের ফল পায়। অশ্বদাতা সূর্য্য-সালোক্য; বস্ত্রদাতা চন্দ্রসালোক্য; সুবর্ণ দান করিলে

অগ্নি-সালোক্য পায়। রজত দান করিলে রূপবান্ হয়; তৈজসপাত্র প্রদান করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধির পাত্র হয়। ঘৃত মধু বা তৈল দান করিলে এবং ঔষধ দান করিলে অরোগী হয়। লবণ দান করিলে লাবণ্য, শ্যামাকাদি ধান্য দান করিলে এবং শস্য দান্ করিলে তৃপ্তি; অন্ন দান করিলে সকল ইষ্ট; কুলথ্যাদি ধান্য দান করিলে সৌভাগ্য, অনুক্ত অপরাপর দ্রব্য দান করিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। তিলদাতা বাঞ্ছিত সন্তান প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ দান করিলে দীপ্তাগ্নি হয় এবং সমরে সকলের নিকট জয়লাভ করে; আসন প্রদান করিলে স্থান অর্থাৎ রাজ্য; শয্যা দান করিলে ভার্য্যা; পাদুকা দানে অশ্বতরী-যুক্ত রথ; ছত্রদানে স্বর্গ তালবৃন্ত বা চামর দানে কর্ম্ম সুখ; এবং গৃহ দান করিলে নগরাধিপত্য প্রাপ্ত হয়। লোকে যাহা যাহা অতিশয় অভীষ্ট বস্তু এবং গৃহে যাহা প্রিয় বস্তু আছে "ইহা আমার অক্ষয় হউক" এইরূপ ইচ্ছা করিলে তত্তৎ বস্তু গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দিবে।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

অব্রাহ্মণে যাহা দান করা যায়, পরলোকে তাহার সমান অর্থাৎ ঠিক্ তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়; হীন ব্রাহ্মণের দ্বিগুণ, উত্তম অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণে সহস্র গুণ; এবং বেদপাঠী ব্রাহ্মণে যাহা দান করা যায়, পরলোকে তাহার অনন্তগুণ পাওয়া যায়। আপনার পুরোহিতই দানপাত্র; ভগিনী, কন্যা এবং জামাতাও দানপাত্র বটে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বৈড়ালব্রতী ব্রাহ্মণকে এক বিন্দু জলও দিবে না, পাপিষ্ঠ-বকব্রতীকেও না; এবং বিদ্বান্ উপস্থিত থাকিতে বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকেও দিবে না। ধর্ম্মধ্বজী, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বহুজনের সমক্ষে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া স্বতঃ পরতঃ তাহা প্রকাশ করে সর্ব্বদা পর ধনাভিলাষী, কপট লোক, বঞ্চক, হিংস্র এবং বিশ্বনিন্দুক ব্যক্তিকে বৈড়ালব্রতী বলিয়া জানিবে। আপনার বিনীতভাব প্রকাশ করিয়া স্বার্থসাধনে তৎপর কুটিল এবং কপট-বিনয়ী দ্বিজ—বকব্রতী। জগতে যাহারা বকব্রতী এবং যাহারা মার্জ্জার লিঙ্গী অর্থাৎ বিড়াল ব্রতী তাহারা সেই পাপফলে অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়। পাপ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত।—পাপ গোপন পূর্ব্বক ব্রতচর্য্যার দ্বারা স্ত্রী শূদ্রাদির ভ্রম জন্মাইয়া ধর্ম্মচ্ছল করিবে না। বেদাভিজ্ঞগণ ইহলোকে ও পরলোকে ঈদৃশ ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিয়া থাকেন। অথবা যাহা কপট অবলম্বনে অনুষ্ঠিত, তাহা রাক্ষস ভাব প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ অলিঙ্গী অর্থাৎ অব্রহ্মচারী প্রভৃতি যে ব্যক্তি লিঙ্গীবেষ অর্থাৎ মেখলা অজিনাদি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ব্রহ্মচারী প্রভৃতির পাপ হরণ করে এবং কুক্কুরাদি তির্য্যক্ যোনিতে উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থদান যশোলিপ্সু হইয়া করিবে না, ভয়ক্রমে করিবে না, উপকারী ব্যক্তিকে করিবে না, নৃত্যগীতশীল ব্যক্তিদিগকেও করিবে না; ইহা নিশ্চয়।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

গৃহস্থ আপনার মাংসলোল এবং শুক্লকেশ দেখিলে অথবা অপত্যের অপত্য দেখিলে ভার্য্যাকে পুত্রাদিগের নিকট রাখিয়া কিংবা তৎকর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া বনে গমন করিবে। সেখানেও অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে; অফালকৃষ্ট ফলাদি দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিবে। স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিবে না, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে, চর্ম্ম বা চীর বস্ত্র পরিধান করিবে। জটা, শ্মশ্রু, লোম ও নখ ধারণ করিবে। তিন বার স্নান করিবে। কপোতবৃত্তি অর্থাৎ যথালব্ধভোজী—সঞ্চয় হীন, মাসসঞ্চয়ী অথবা বৎসর-সঞ্চয়ী হইবে। যে বৎসরসঞ্চয়ী সে পূর্ব্বসঞ্চিত দ্রব্য আশ্বিনী পূর্ণিমাতে দান, করিয়া ফেলিবে।

বনে বাস করত পত্রপুট-একটী মাত্র পত্র, পাণিতল অথবা শরবাদিখণ্ডে করিয়া গ্রাম হইতে আহরণপূর্ব্বক আট গ্রাস ভোজন করিবে।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

বানপ্রস্থ, তপস্যা দ্বারা শরীর শোষিত করিবে; গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হইবে। বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে শয়ন করিবে। হেমন্তকালে আর্দ্র বস্ত্রে থাকিবে, সকল সময়েই নক্ত-ভোজী হইবে। পুষ্পাশী, ফলাশী, শাকাশী পর্ণাশী মূলাশী হইবে অথবা এক এক পক্ষ অন্তে একবার করিয়া যবান্ন ভোজন করিয়া থাকিবে; অথবা চান্দ্রায়ণ দ্বারাই দিনপাত করিবে; অথবা অশ্মকুট্ট বা দন্তোলূখলিক হইবে, দেবজাতি মানুষাদিজাতি সমুদয়াত্মক এই সমস্ত জাতির মূল—তপস্যা, মধ্য—তপস্যা অন্ত—তপস্যা—এবং তপস্যাই ইহাকে ধারণ করিয়া আছে। যাহা দুশ্চর, যাহা দুর্লভ, যাহা দূরবর্ত্তী এবং যাহা দুষ্কর, তৎসমস্তই তপস্যা-সাধ্য; যেহেতু তপস্যা দুর্লঙ্ঘনীয়।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

এই রূপে তিন আশ্রমে আসক্তি নিবৃত্তি হইলে, প্রাজাপাত্য যাগ করিয়া সর্ব্ববেদ-দক্ষিণা অর্থাৎ সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দানপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা-শ্রমী হইবে। এই যাগাদির কথা যজুর্ব্বেদীয় উপাখ্যান গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। আপনাতে অগ্নি আরোপিত করিয়া ভিক্ষার্থে গ্রামে প্রবেশ করিবে, সাত বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে, ভিক্ষা না পাইলে ব্যথিত হইবে না; ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করিবে না; লোকের আহার হইয়া গেলে এবং উচ্ছিষ্ট পাত্রসকল নিরাকৃত হইলে মৃণ্ময়-পাত্র; দারুময়-পাত্র কিংবা অলাবু পাত্রে ভিক্ষা করিবে, তাহার সেই সকল পাত্র জলদ্বারা শুদ্ধ হইবে। পূজাপূর্ব্বক ভিক্ষা দিতে আসিলে তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইবে। অর্থাৎ তাহা স্বীকার করিবে না; শূন্য-স্থান-বাসী বা বৃক্ষমূলবাসী হইবে। গ্রামে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিবে না, কৌপীন সাচ্ছাদন মাত্রই বস্ত্র গ্রহণ করিবে। দৃষ্টি পূতপাদ ক্ষেপণ করিবে; বস্ত্রপূত জল লইবে; সত্যপূত বাক্য প্রয়োগ করিবে; মনঃপূত আচরণ করিবে। মরণ অথবা জীবন আকাঙ্ক্ষা করিবে না। পরোক্ত অবমান-সূচক বাক্য সহ্য করিবে, কাহাকেও অবমাননা করিবে না, আশীর্ব্বাদক হইবে না, নমস্কার-শূন্য হইবে। যে এক বাহু কুঠার দ্বারা ছেদন করে এবং যে অপর একবাহু চন্দন দ্বারা লিপ্ত করে; তাহাদিগের দুই জনের অমঙ্গল এবং মঙ্গল চিন্তা করিবে না। প্রাণায়াম ধারণা ও ধ্যানে তৎপর হইবে। সংসারের অনিত্যতা শরীরের অশুচিতা, জরা দ্বারা রূপ-বিপর্য্যয়, শারীরিক ও মানসিক আগন্তুক ও স্বাভাবিক ব্যাধিদ্বারা উপতাপ, নিত্যান্ধকারাবৃত গর্ভে মূত্রপুরীষ মধ্যে অবস্থিতি, তাহাতে শীতোষ্ণ দুঃখানুভব, জন্ম দশায় যোনিসঙ্কট নির্গম হেতু বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ, বাল্যকালে মূঢ়তা, গুরুজনের অধীন হইয়া থাকা, অধ্যয়নে বহুক্লেশ, যৌবনে বিষয় প্রাপ্তির জন্য বহু ক্লেশ, অসৎ কার্য্য করিয়া বিষয় লাভ হইলে পর তদীয় ভোগবশতঃ নরক গমন, অপ্রিয়ের সংসর্গ, প্রিয়গণের বিরহ, নরকে মহাদুঃখ, সংসার সংসরণ ক্রমে লব্ধ তির্য্যগ্‌যোনিতে মহাদুঃখ, এই সকল আলোচনা করিবে। এইরূপ এই সতত-যায়ী সংসারে কিছুই সুখ নাই। দুঃখাপেক্ষা যাহা কিছু সুখ নামে আছে, তাহাও অনিত্য; সেই অনিত্য সুখ-ভোগে আশক্তি বা সুখের অলাভে মহাদুঃখ আলোচনা করিবে। আবার বসা রুধির মাংস মেদ অস্থি মজ্জা এবং শুক্রাত্মক সপ্তধাতুময় চর্ম্মাবৃত দুর্গন্ধ মলময় সুখ শতসংবৃত হইলেও বিকার যুক্ত, প্রযত্ন ধৃত হইলেও বিনাশশীল, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের আবাস ভূমি, পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতময়, অস্থি শিরা ধমনি ও স্নায়ু রজস্বল ষট্‌ত্বচ্‌ এবং ষষ্ট্যা-ধিক ত্রিশত অস্থিদ্বারা ধার্য্যমাণ;—এই শরীরও দেখিবে; সেই সকল অস্থির বিভাগ যথা—সূক্ষ্ম দন্ত মূলাস্থির সহিতঅর্থাৎ দন্তাস্থি চতুঃষষ্টি বিংশতি, পাণিপাদ স্থিত, শলাকা কৃতি অঙ্গুলি মূলাস্থি বিংশতি, অঙ্গুলি পর্ব্বাস্থি ষষ্টি, পার্ষ্ণিদ্বয় দুই, গুল্‌ফে চার, অরত্নি-বাহুতে দুই, জঙ্ঘাদ্বয়ে চার, জানু ও কপোলে দুই দুই, অক্ষ তালু শ্রোণী এবং শ্রোণীফলকে দুই দুই, ভগাস্থি এক, পৃষ্ঠাস্থি

পঞ্চচত্বারিংশৎ, গ্রীবাতে পঞ্চদশ অস্থি, জত্রু অস্থি, এক হনু অস্থিও ঐ, হনুমূলে দুই, ললাট চক্ষু ও গণ্ডে দুই দুই, নাসাতে ঘন নামক এক অস্থি, স্থালক এবং অর্ব্বুদের সহিত পার্শ্বাস্থি দ্বিসপ্ততি, বক্ষঃস্থলে সপ্তদশ, শঙ্খক দুই, এবং মাথার খুলি চার অস্থি। শরীরের সপ্তশত শিরা, নবশত স্নায়ু, দুইশত ধমনী, পঞ্চশত পেশী, ক্ষুদ্র ধমনী ও তদীয় প্রশাখা একোনত্রিংশৎ লক্ষ নবশত ষটপঞ্চাশৎ শ্মশ্রু এবং কেশকূপ তিন লক্ষ একশত সাত; মর্ম্মস্থান দুই শত; সন্ধিস্থান চতুঃ ক্ষশত কোটি সপ্তষষ্টি লক্ষ রোম নাভি ওজ মলদ্বার শুক্র শোণিত শঙ্খক মস্তক কার্য্য এবং হৃদয় ইহা প্রাণায়তন; বাহুদ্বয় জঙ্ঘাদ্বয় মধ্য এবং মস্তক এই ষড়ঙ্গ বসা মাংস স্নেহ ফুস্ফস নাভি ক্লোম যকৃৎ প্লীহা ক্ষুদ্রান্ত্র বৃককদ্বয় বস্তি বিষ্ঠাদ্বার আমাশয় হৃদয় স্থূলান্ত্র গুহ্যদ্বার উদর নাভির অধঃস্থিত গুহ্য মণ্ডলদ্বয় চক্ষুর তারাদ্বয় চক্ষু ও নাসিকার সন্ধিদ্বয় কর্ণ সষ্কুলী দ্বয় কর্ণদ্বয় কর্ণপালীদ্বয় গণ্ডদ্বয় ভ্রূদ্বয় শঙ্খকদ্বয় দন্তাবেষ্টদ্বয় ওষ্ঠাধর জঘন, কূপকদ্বয় বংক্ষণদ্বয় বৃষণদ্বয় শ্লেষ্মসংঘাত, প্রবৃদ্ধ বৃককদ্বয় স্তনদ্বয় উপজিহ্বা কটিপ্রোথদ্বয় বাহুদ্বয় জঙ্ঘাদ্বয় উরুদ্বয় উরুস্থিত মাংসপিণ্ড তালু উদর বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়ের শিরোভাগদ্বয় চিবুক হনুমূল ও কপোলের সন্ধিদ্বয় এবং শরীরস্থিত নিম্নদেশ—এই কুৎসিত দেহে এই কয়টী স্থান; শব্দ স্পর্শ রস রূপ এবং গন্ধ—বিষয়; নাসিকা চক্ষু ত্বক্ জিহ্বা এবং কর্ণ ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্ত পাদ পায়ু উপস্থ এবং জিহ্বা অর্থাৎ বাক্যযন্ত্র ইহা কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি আত্মা এবং প্রকৃতি ইন্দ্রিয়াতীত, হে বসুধে! এই শরীর—ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়, যিনি ইহা অবগত আছেন ক্ষেত্রাভিজ্ঞগণ তাঁহাকে "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়া থাকেন। হে ভাবিনি! সকল ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে; মুমুক্ষুগণের ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

উত্তান চরণদ্বয় উরুদ্বয়ে রাখিবে; দক্ষিণ কর বামকরে রাখিবে নিশ্চল জিহ্বা তালুদেশে স্থাপন করিবে; দন্ত দ্বারা দন্তস্পর্শ করিবে না; নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিবে, কোন দিকে দৃষ্টি করিবে না, নির্ভয় এবং প্রশান্তচেতাঃ হইয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত নিত্য ইন্দ্রিয়াতীত নির্গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অতীত সর্ব্বজ্ঞ অতিস্থূল সর্ব্বত্রগ নিরাকার সর্ব্বতঃপাণিপাদ অর্থাৎ সকল স্থানেই যাঁহার হস্তপদ রহিয়াছে সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখ অর্থাৎ সকল স্থানেই যাঁহার চক্ষু মস্তক ও মুখ আছে সর্ব্বতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় শক্তি অর্থাৎ সকল স্থানেই যাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের শক্তি অপ্রতিহত পুরুষেরা তাঁহাকে চিন্তা করিবে এইরূপ ধ্যান করিবে; এক বৎসর ধ্যান নিরত হইয়া থাকিলে যোগের আবির্ভাব হয়; যদি নিরাকার বস্তুতে লক্ষবদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি অর্থাৎ অহঙ্কার আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি অব্যক্ত এবং পুরুষ ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধ্যান করিয়া তাহাতে লক্ষ্যলাভ করিবার পর তত্তৎ বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর অপর ধ্যান করিবে; এইরূপে পুরুষ-ধ্যান আরম্ভ করিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে অধোমুখ স্বীয় হৃৎপদ্মের মধ্যে দীপবৎ অবস্থিত পুরুষের ধ্যান করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে কিরীটী কুণ্ডলধারী অঙ্গদধারী শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বনমালা বিভূষিত বক্ষঃস্থল সৌম্যরূপ চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এবং ধরণী-সেব্যমানপাদযুগল ভগবান্ বাসুদেবের ধ্যান করিবে; যাহার ধ্যান করিবে মৃত্যুর পর তাহা প্রাপ্ত হয় ইহা ধ্যান রহস্য। অতএব সকল ক্ষর অর্থাৎ অনিত্য ও বিকারী বস্তু ত্যাগ করিয়া অক্ষর অর্থাৎ নিত্য ও অবিকৃত বস্তুরই ধ্যান করা উচিত। পুরুষ ব্যতীত অক্ষর বস্তুও কিছু নাই। পুরুষ প্রাপ্তি হইলেই মুক্ত হয়, যেহেতু মহাপ্রভু সকল পুর অর্থাৎ পুতগ্রাম বা লিঙ্গ শরীর অধিকার করিয়া শয়ন অর্থাৎ অবস্থান করেন, সেই জন্ত

তত্ত্ববিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহাকে পুরুষ এই নামে অভিহিত করেন। যোগী প্রত্যহ নিরালস হইয়া প্রথম রাত্রি ও শেষ রাত্রিতে নির্গুণ পঞ্চবিংশ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অনন্তর্গত সত্যরূপ এবং চক্ষুরাদির অগোচর বিষ্ণুরূপী পুরুষের ধ্যান করিবে এবং তাহা অর্থাৎ ব্রহ্ম—পুরুষ প্রকৃত্যাদি সর্ব্বতত্ত্বের বহির্ভূত অনাসক্ত সর্ব্বভৃৎ নির্গুণ অথচ ত্রিগুণকার্য্য জ্ঞান সুখাদির সাক্ষীস্বরূপ ভূত সকলের বহির্ভাগে এবং অন্তরে স্থিত স্থাবর ও জঙ্গম স্বরূপ নিরাকারত্ব প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়, অতএব দূরস্থ অথচ তিনি নিকটেও আছেন। প্রকৃত রূপে বলিতে গেলে, ভূতের সহিত অবিভক্ত অথচ বিভক্তের মত স্থিত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান স্বরূপ সর্ব্বসংহারক এবং সর্ব্বোৎপাদক। তিনি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতিঃ আর অজ্ঞান নিবৃত্তির পর প্রাপ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনিই জ্ঞান স্বরূপ ঘট পটাদি, জ্ঞেয়স্বরূপ জ্ঞানগম্য এবং সকলের হৃদয়মধ্যে অবস্থিত। এইরূপ ক্ষেত্র যোগ এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কথিত হইল। আমার ভক্ত ইহা উত্তমরূপে বিদিত হইলে আমাকে পাইতে পারে।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বিষ্ণু বসুমতীকে এই সমস্ত কথা বলিলে বসুমতী ভগবান্‌কে জানুদ্বয় এবং মস্তক ও করদ্বয় দ্বারা নমস্কার করিয়া অর্থাৎ উক্ত অঙ্গ সকল ভূতলে লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন;—ভগবন্! আকাশ শঙ্খরূপে, বায়ু চক্ররূপে, তেজ গদারূপে, এবং জল পদ্মরূপে—এইরূপ মহাভূতচতুষ্টয় তোমার নিকটে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছে; আমি এইরূপে ভগবানের পাদদ্বয় মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। বসুমতী কর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া ভগবান্ "তথাস্তু" বলিলেন। পৃথিবী পূর্ণমনোরথা হইয়া তাহাই করিলেন।

"তোমাকে নমস্কার হে দেবদেব! বাসুদেব! আদিদেব! কামদেব! কামপাল! মহীপাল! অনাদিমধ্যান্ত! প্রজাপতি! মহাপ্রজাপতি! ঊর্দ্ধস্পতি! বাচস্পতি! জগৎপতি! দিবস্পতি! বনস্পতি! পয়স্পতি! পৃথিবীপতি! সলিলপতি! দিক্‌পতি! মহৎপতি! মরুৎপতি! লক্ষ্মীপতি! ব্রহ্মরূপ! ব্রাহ্মণপ্রিয়! সর্ব্বগ! অচিন্ত্য! জ্ঞানগম্য! পুরুহূত! পুরুষ্টুত! ব্রহ্মণ্য! ব্রহ্মপ্রিয়! ব্রহ্মকায়িক! মহাকায়িক! মহারাজিক! চতুর্মহারাজিক! ভাস্বর! মহাভাস্বর! সপ্ত! মহাভাগ! স্বব! তুষিত! মহাতুষিত! প্রতর্দন! পরিনির্ম্মিত! অপরিনির্ম্মিত! বশবর্ত্তিন্! যজ্ঞ! মহাযজ্ঞ! যজ্ঞযোগ! যজ্ঞগম্য! যজ্ঞনিধন! অজিত! বৈকুণ্ঠ! অপার! পর! পুরাণ! মেধ্য! প্রজাধর! চিত্রশিখণ্ডধর! যজ্ঞভাগহর! পুরোডাশহর! বিশ্বেশ্বর! বিশ্বধর! শুচিশ্রব! অচ্যুতার্চ্চন! ঘৃতার্চ্চি! খণ্ডপরশু! পদ্মনাভ! পদ্মধর! পদ্মধরাধর! হৃষীকেশ! একশৃঙ্গ! মহাবরাহ! ক্রমিণ! অচ্যুত! অনন্ত! পুরুষ! মহাপুরুষ! কপিল! সাংখ্যাচার্য্য! বিশ্বক্সেন! ধর্ম্ম! ধর্ম্মদ! ধর্ম্মাঙ্গ! ধর্ম্মবসুপ্রদ! নরপ্রদ! বিষ্ণু! জিষ্ণু! সহিষ্ণু! কৃষ্ণ! পুণ্ডরীকাক্ষ! নারায়ণপরায়ণ! এবং জগৎপরায়ণ! তোমাকে বহুবার নমস্কার এই বলিয়া দেবদেবের স্তব করিলেন। পূর্ণমনোরথা বসুমতী পৃথিবী তখন এইরূপে ভগবানের স্তব করিয়া দেবসমক্ষে বলিতে লাগিলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

নবনবতিতম অধ্যায়।

দেবদেব বিষ্ণুর পাদসংবাহনে নিযুক্তা তপস্যা-তেজস্বিনী তপ্তকাঞ্চন-চারুবর্ণা লক্ষ্মীকে অবলোকন করিয়া, আনন্দিতা বসুমতী সেই দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে প্রফুল্ল-রক্তকমল-সুন্দর-করতলে! সর্ব্বশ্রেষ্ঠে! হে প্রফুল্ল-পদ্মনাভ-পাদসংবাহন-কারিণি! (প্রফুল্ল-পদ্মনাভ শব্দে—বিষ্ণু)। হে প্রফুল্ল-রক্ত-কমল-মধ্য সমান-বর্ণে! প্রফুল্ল রক্তকমল গৃহে সর্ব্বদা তোমার বাস। হে ইন্দীবরলোচনে! হে সুবর্ণবর্ণে! হে শুক্লাম্বরধারিণি! হে রত্ন-বিভূষিতাঙ্গি! হে চন্দ্রাননে! হে সূর্য্যসদৃশ-দীপ্তিশালিনি! মহাপ্রভাবে! জগৎশ্রেষ্ঠে! তুমি নিদ্রা, তুমিই জগতের প্রধান, তুমি

লক্ষ্মী, তুমি ধৈর্য্য, তুমি শোভা, তুমি বিরতি তুমি জয়া, তুমি কান্তি, তুমি প্রভা, তুমি কীর্ত্তি, তুমি বিভূতি, তুমি সরস্বতী, তুমি বাক্য এবং তুমি পাপনাশিকা শক্তি। স্বধা তিতিক্ষা বসুধা প্রতিষ্ঠা স্থিতি উত্তমদীক্ষা সুনীতি বিশালখ্যাতি অনসূয়া স্বাহা মেধা এবং বুদ্ধি এ সকলই তুমি, হে অসিতলোচনে! যেমন এই দেব, শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু সকলই ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন; হে বরদে! তদ্রূপ তুমিও অবস্থিতি করিতেছ, জানি তথাপি আমি, বিভূতিরূপিণী তোমার বসতি জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই প্রকার উক্ত হইলে, দেববরের অগ্রভাগস্থিতা লক্ষ্মী তখন বসুধাকে বলিতে লাগিলেন; হে হেমবর্ণে! আমি সর্ব্বদা মধুসূদনের পার্শ্বে অবস্থিতা আছি। এই মধুসূদনের আজ্ঞাক্রমে যাহাকে মনে স্মরণ করি, সজ্জনগণ তাহাকে শ্রীমান্ বলে, যে আমার দ্বারা আপনাকে স্মরণ করাইতে পারে, তাহাতেই আমি সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছি, হে লোকধাত্রি, তাহা বিস্তারিতরূপে শ্রবণ কর।* সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত নির্ম্মেঘ গগণমণ্ডল, ইন্দ্রায়ুধভূষিত, বিদ্যুদালোক, সমুজ্জ্বল বর্ষণোন্মুখ জলধর, নির্ম্মল, স্বর্ণ রৌপ্য রত্ন নির্ম্মল বস্ত্র, সুধা-ধবলিত প্রাসাদমালা, ধ্বজভূষিত দেবমন্দির, সদ্যঃ প্রস্তুত বাস্ত, গোময়োপলিপ্ত স্থান, মত্ত গজেন্দ্র, প্রহৃষ্ট অশ্ব, দর্পিত বৃষ এবং অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণ—হে ভূমে! এই সকলে আমি অবস্থিত আছি। সিংহাসন আমলক বিল্ব ছত্র শঙ্খ পদ্ম প্রদীপ্ত হুতাশন শানিত খড়্গ এবং আদর্শ তলে আমি অবস্থিতা। জলপূর্ণ কুম্ভ, সচামর সতালবৃন্ত অলঙ্কৃত স্থান, মনোহর ভৃঙ্গার পাত্র এবং নবোদ্ধৃত মৃত্তিকাতে আমি অবস্থিতা; দুগ্ধ ঘৃত হরিত তৃণ ক্ষৌদ্র মধু দধি, পুরন্ধ্রিদিগের দেহ, কুমারীদিগের দেহ, দেবতা, তপস্বী ও যাজ্ঞিকগণের দেহ, শূর রণজয়ী পুরুষ সম্মুখ সংগ্রামে নিহত হইয়া পতিত শবদেহ, স্বর্গ সভাগত তদীয় আত্মা বেদধ্বনি শঙ্খ শব্দ স্বাহাশব্দ স্বধাশব্দ বাদ্যশব্দ রাজাভিষেক বিবাহোদ্যত বর, যজ্ঞ শিরঃস্নাতব্যক্তি, শুক্ল পুষ্প পর্ব্বত ফল রম্য প্রদেশ প্রধান প্রধান নদী পূর্ণ সরোবর নির্ম্মল জল হরিত-তৃণাবৃত ভূমি পদ্ম-বন ফলপুষ্পসম্পন্ন-বন সদ্যোজাত শিশু স্তন্যপায়ী শিশু হর্ষযুক্ত ব্যক্তি সাধু ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য সদাচারনিষ্ঠ শাস্ত্রানুশীলনতৎপর বিনীতবেষ সুবেষ জিত-বহিরিন্দ্রিয় জিত-মনোবৃত্তি মলশূন্য শুদ্ধান্নভোজী অতিথিপূজক, সদার সন্তুষ্ট ধর্ম্মনিরত ধর্ম্মৈকনিষ্ঠ অতিথিভোজন রহিত সর্ব্বদা পুষ্পান্বিত সুগন্ধি দেহ সুগন্ধ লিপ্ত স্বর্ণকুণ্ডলাদি ভূষিত সত্যবাদী সর্ব্বভূত হিতে রত গৃহস্থ ক্ষমান্বিত ক্রোধবর্জ্জিত স্বকার্য্য দক্ষ পরকার্য্য-দক্ষ উদারবেশ সর্ব্বদা, বিনীত সর্ব্বদা সুবিভূষিত, পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী অমুক্তহস্তা সপুত্র-সুরক্ষিত-ভাণ্ডা উপহার-প্রিয়া পরিস্কৃত গৃহ, জিতেন্দ্রিয়া কলহ-পরাঙ্মুখী ধর্ম্মপরায়ণা এবং দয়ান্বিতা নারীসকল ও মধুসূদন—এইসকলে আমি সর্ব্বদা অবস্থিতা। আমি কখনই নিমেষের জন্যও পুরুষোত্তম-বিযুক্তা হইয়া অবস্থান করি না।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

* মূলে "তত্র" স্থলে "যত্র" এই পাঠ কতিপয় পুস্তকসম্মত। যে সংস্মারণে আমি অবস্থিত; হে লোকধাত্রি তাহা শ্রবণ কর।" ইহা অনুবাদ। যে স্মরণ করায় সে সংস্মারণ। লক্ষ্মীদ্বারা আপনার স্মরণ করাইয়া দেয়।

শততম অধ্যায়।

স্বয়ং বিষ্ণুর কথিত এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল দ্বিজগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবেন, তাঁহাদিগের উত্তম রূপে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। পবিত্র মঙ্গলজনক স্বর্গজনক আয়ুষ্য জ্ঞান-সাধন যশস্কর এবং ধন সৌভাগ্য বর্দ্ধন এই শাস্ত্র—ভূতিলিপ্সু মনুষ্যদিগের সর্ব্বদা পাঠ্য, ধারণীয়, প্রার্থনীয়, শ্রোতব্য এবং শ্রাদ্ধকালে শ্রাবয়িতব্য। হে বসুধে! আমি প্রসন্ন হইয়া জগতের হিতার্থে তোমার নিকট এই উৎকৃষ্ট নিগূঢ়তত্ব প্রকাশ করিলাম। এই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সৌভাগ্যজনক পরম গোপনীয় দুঃস্বপ্ননাশক বহুপুণ্য প্রচারক এবং মঙ্গল-জনক।*

*এই শ্লোকের নানাবিধ অর্থ হইতে পারে, তদুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শততম অধ্যায়ে বিষ্ণু-সংহিতা সমাপ্ত।

হারীতসংহিতা।

বঙ্গানুবাদ।

কলিকাতা

৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেশিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

সূচীপত্র।

হারীতসংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

রাজা অম্বরীষ, মার্কণ্ডেয় সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে সত্তম! ভূঃ-ভুবঃ এবং স্বর্লোকস্থিত যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, ইহা পূর্ব্বে আপনি বলিয়াছেন। এক্ষণে বর্ণ ও আশ্রম সমূহের ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন, যাহাদ্বারা সনাতন নারসিংহদেব সন্তুষ্ট হন। ইহা শ্রবণ করিয়া মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন;—আমি এই স্থলে পূর্ব্বকালে ঋষিগণের সহিত মহাত্মা হারীতের যে অত্যুত্তম সংবাদ হইয়াছিল, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মুনি সকল, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বহ্নিসদৃশ দীপ্তিশালী, উপবিষ্ট হারীতকে নমস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন হে ভার্গব! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! হে সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবন্! আমাদিগকে বর্ণ ও আশ্রম সকলের ধর্ম্ম-সমূহ বলুন। এবং সংক্ষেপে বিষ্ণুভক্তিকর যোগশাস্ত্র ও অন্যান্য যাহা বিষ্ণুভক্তিকর তাহাও বলুন; আপনি আমাদিগের গুরু। সেই মুনিগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া ভগবান্ হারীত তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ মুনিগণ! আমি বর্ণ ও আশ্রম-সমূহের নিত্যধর্ম্ম ও যোগশাস্ত্র বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন্। এই ধর্ম্ম ও যোগশাস্ত্র সম্যক্ প্রকার ধারণ করিলে মনুষ্য জন্মসংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পূর্ব্বে (সৃষ্টির প্রাক্কালে) জলোপরি লক্ষ্মীর সহিত নাগপর্য্যঙ্কে, পরমাত্মা দেব, জগৎস্রষ্টা বিষ্ণু, যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। সেই যোগনিদ্রাগত ভগবানের নাভিদেশে একটি মহৎ পদ্ম হইয়াছিল। সেই পদ্মমধ্যে বেদবেদাঙ্গভূষণ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে বারম্বার জগৎ সৃজন কর এইরূপ বলিলে তিনি, দেবাসুর মনুষ্যালোকযুক্ত এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞসিদ্ধির জন্য অপাপ ব্রাহ্মণগণকে মুখ হইতে সৃজন করিলেন। তৎপরে বাহুদ্বয় উরু ও পাদদেশ হইতে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সকল সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ পদ্মযোনি, তাহাদিগের ধন যশঃ আয়ু স্বর্গ ও মোক্ষকর যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা শ্রবণ করুন।

ব্রাহ্মণীগর্ভে ব্রাহ্মণ-ঔরসে উৎপন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত; সেই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও বাসযোগ্য দেশ বলিতেছি। হে দ্বিজসত্তমগণ! যেদেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতই বিচরণ করিয়া থাকে, সেই দেশে ব্রাহ্মণ বাস করিবেন; যেহেতু ধর্ম্ম সেই দেশেই সিদ্ধ হয়। মহাত্মা ব্রাহ্মণের স্বকীয় ছয়প্রকার কর্ম্ম কথিত হইয়াছে, যিনি সেই ছয়প্রকার কর্ম্মের দ্বারা জীবন যাপন করেন, তিনি সুখলাভ করেন।

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অধ্যাপন তিন প্রকার;—এক, ধর্ম্মের নিমিত্ত; দ্বিতীয়, ধনের জন্য;

তৃতীয় শুশ্রূষা লাভ জন্য। যে ব্রাহ্মণ এই সকল কর্ম্মের মধ্যে অভাব পক্ষে একটি কর্ম্মও না করেন, তাঁহাকে বৃষাচার বলা গিয়া থাকে। এতাদৃশ কর্ম্মহীন ব্রাহ্মণকে হিতৈষিব্যক্তি কখনও বিদ্যা দান করিবে না। উপযুক্ত শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইবে এবং অযোগ্য শিষ্যকে পরিত্যাগ করিবে। বিদিত (অর্থাৎ নিষ্পাপ বলিয়া লোক সমাজে জ্ঞাত) ব্যক্তির নিকট, গৃহে ধর্ম্ম সিদ্ধির জন্য প্রতিগ্রহ করিবে। (এই শ্লোকে গৃহে এই শব্দ থাকাপ্রযুক্ত প্রতীয়মান হইতেছে যে, গৃহস্থ ব্যক্তির নিকটই প্রতিগ্রহ বিধেয় অন্যত্র নহে)। প্রতিদিন শুচিপ্রদেশে নিবিষ্ট চিত্তে বেদাভ্যাস করিবে। শুদ্ধমানস ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করা উচিত। ধর্ম্মশাস্ত্রও বেদের ন্যায় পাঠ করিতে হইবে এবং দিবারাত্র গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রুতিস্মৃতি-বিহীন ব্রাহ্মণকে দান করিলে, কিম্বা ভোজন করাইলে, সেই দান ভোজনাদি কর্ম্ম, দাতার কুলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেই হেতু ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবেন। শ্রুতি এবং স্মৃতি, ব্রাহ্মণের দেবনির্ম্মিত চক্ষুর্দ্বয়। ইহার মধ্যে, শ্রুতি কিম্বা স্মৃতিরূপ এক চক্ষু না থাকিলে কাণ এবং শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ উভয় নেত্রহীন হইলে অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। (তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষতঃ দৃশ্যমান নেত্রদ্বয় থাকিলেই ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান্ হন্ না; পরন্তু বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান্ বলিয়া কথিত হন্; বাহ্যপথে পরিভ্রমণ কালেই আমাদিগের এই বহিশ্চক্ষু উপকারে আসে; কিন্তু জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে হইলে এই বহিশ্চক্ষুর্দ্বয় কোন উপকারেই আসে না; সেস্থলে শ্রুতি এবং স্মৃতি চক্ষুর্দ্বয়ই পথ প্রদর্শক; এবঞ্চ ব্রাহ্মণগণেরও সর্ব্বদাই বাহ্যমার্গ পরিত্যাগ করিয়া আন্তর (জ্ঞান) মার্গেই বিচরণ করিতে হয়; সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ চক্ষুঃ না থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রতি পদেই অন্ধের ন্যায় বিড়ম্বিত হইতে হয়। নিরালস্য হইয়া গুরু-শুশ্রূষা করিবে ও প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে বিবাহাগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিবে। যথাবিধি স্নান সমাপনান্তে প্রতিদিনই বৈশ্বদেব-বলি প্রদান করিবে। যথাশক্তি অনুসারে গৃহাগত অতিথিগণকে, বিচার না করিয়া (অর্থাৎ নির্গুণ সগুণ আদি বিবেচনা না করিয়া) পূজা করিবে। অন্য অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে, গৃহী, শক্তি অনুসারে পূজা করিবে। সর্ব্বকালেই স্বদার রত থাকিবে ও পরদার বর্জ্জন করিবে। উদার বুদ্ধি ব্যক্তি, সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে, হোম করিয়া ভোজন করিবে। সত্যবাদী ও জিতক্রোধ হইবে; অধর্ম্মে মতি করিবে না; শাস্ত্রবিহিত স্বকীয় কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়া, প্রমাদপ্রযুক্ত কখনই নিবৃত্ত হইবে না। পরের মঙ্গলজনক ও পরলোক হিতকারি সত্য বাক্য বলিবে। এই সংক্ষেপে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কথিত হইল। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণই করিয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মপদ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারেন। হে দ্বিজোত্তমগণ, এই আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত, অখিল পাপহারী ধর্ম্ম, আমি কহিলাম। এক্ষণে রাজন্যগণের ও পৃথক্ পৃথক্ বৈশ্য ও শূদ্রগণেরও ধর্ম্ম বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যথাক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণত্রয়ের ধর্ম্ম বলিতেছি, যে ধর্ম্মের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় উত্তমগতি লাভ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় রাজ্যস্থ হইলেও ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করতঃ সম্যক্ অধ্যয়ন করিবেন এবং যথাবিধি যজ্ঞ সকলও করিবেন। রাজা ধর্ম্মবুদ্ধি সমন্বিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধনাদি দান করিবেন, নিয়ত স্বভার্য্যা নিরত হইবেন ও সর্ব্বকালেই ষড়্ভাগের একভাগ, কর গ্রহণ করিবেন। এবঞ্চ নীতি শাস্ত্রোক্ত অর্থে পটু, সন্ধি বিগ্রহাদির তত্ত্বজ্ঞ, দেব

ব্রাহ্মণ-ভক্ত ও পিতৃকার্য্যে, (অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে) রত থাকিবেন। ধর্ম্মানুসারে যাজন, অধর্ম্ম পরিবর্জ্জন, করিতে হইবে। ক্ষত্রিয় পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচারণ করিয়া উত্তম গতিলাভ করেন।

বৈশ্য যথাবিধি, গোপালন, কৃষি ও বাণিজ্য করিবে। এবং যথাশক্তি দান ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। বৈশ্য, দম্ভ মোহ-বিহীন, বাক্যের দ্বারাও পরের অহিংসক, স্বদার নিরত, দাস্ত ও পরদার বিহীন হইবে। বৈশ্য, ধন ব্যয়দ্বারা বিপ্র ও যজ্ঞকালে যাজক-দিগকে ভোজন করাইবে। দেহ পতন (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম সমূহে অপ্রভুত্ব করিয়া কালক্ষয় করিবে। এবং নিরালস্য হইয়া সর্ব্বদাই যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান করিবে। এবং পিতৃকার্য্য-পর হইবে ও ভগবান্ নরসিংহদেবের পূজারত হইবে। ইহাই বৈশ্যের ধর্ম্ম। ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত যে বৈশ্য, এতদুক্ত ধর্ম্মাচরণ করিবে, সে অন্তে স্বর্গলাভ করিবে সন্দেহ নাই।

শূদ্র, যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করিবে, বিশেষতঃ ভৃত্যের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের সেবা করিবে। অযাচিত প্রদাতা (অর্থাৎ প্রার্থনা না করিতেই প্রদানকারী) হইয়া, জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কষ্ট স্বীকার করিবে। পাক যজ্ঞবিধানানুসারে আলস্য-হীন হইয়া দেব পূজা করিবে। এবং ন্যায়পথালম্বী শূদ্রগণের বিলক্ষণ অর্চ্চনা করিবে। শূদ্র,—মন, বাক্য, ও শরীর ক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বকালে যথাযথ জীর্ণ বস্ত্রের ধারণ, বিপ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন, স্বকীয় দারে রতি, পরদার বিবর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য করিবে। এবং এই সকল কর্ম্ম করিলে পাপ নষ্ট হয় ও পুণ্যবলে শূদ্র ইন্দ্রত্ব লাভ করে। পূর্ব্বকালে যে প্রকার ব্রহ্মা বলিয়াছেন, আমি, বর্ণ সকলের সেই নানাপ্রকার ধর্ম্ম কহিলাম। হে মুনিগণ! এক্ষণে আমি আদ্য অশ্রামধর্ম্ম বলিতেছি, ক্রমশঃ আপনারা শ্রবণ করুন।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়, উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবে, এবং কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা গুরুকুলের মঙ্গল করিবে। গুরুগৃহে বাস-কালে ব্রহ্মচর্য্য, নিম্নশয্যা ও বহ্নির উপাসনা করিবে। এবং গুরুর জলকুম্ভাহরণ, কাষ্ঠা-হরণ ও গোগ্রাস প্রদান, করিবে। ব্রহ্মচারী যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিবে। বিধি পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন করিলে অধ্যয়নের ফল লাভ হয় না। যে কোন ব্যক্তি, দুঃস্বভাব-বশতঃ বিধি পরিত্যাগ করিয়া বেদাধ্যয়নাদি ধর্ম্ম করে, সে অধ্যয়নাদির ফল লাভ করিতে পারে না। এবং বিধিবিরুদ্ধ কর্ম্মাচারী ব্যক্তি, বিধি, অর্থাৎ মঙ্গলজনক পুণ্যাদি হইতে বিযুক্ত হন। সেই হেতু স্বাধ্যায় সিদ্ধির নিমিত্ত বেদবিহিত ব্রতাদির আচরণ করিবে। গুরু-সন্নিধানে অশেষবিধ শৌচ শিক্ষা করিবে। সমাহিত ব্রহ্মচারী, প্রমাদ রহিত হইয়া আহার্য্য বস্তু লাভের নিমিত্ত প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে, ভিক্ষাচরণ করিবে। ব্রহ্মচারী স্নানকালীন আচমনের পরে কোন দিনও দন্তধাবন করিবেন না। ছত্র, পাদুকা, গন্ধমাল্যাদি নৃত্যগীত, নিরর্থক আলাপ ও মৈথুন—ব্রহ্মচারী এই সকল অতি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে। সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, হস্তি ও অশ্বেতে আরোহণ পরিত্যাগ করিবে। ব্রতস্থিত ব্রহ্মচারী নিয়মানুসারে সন্ধ্যোপাসনা করিবে। সন্ধ্যাকর্ম্ম সমাপনান্তে গুরুর পাদদ্বয়ের অভিবাদন করিয়া ভক্তিসহকারে পিতা ও মাতার বন্দনা করিবে। আচার্য্য, মাতা ও পিতা নষ্ট হইলে, (অর্থাৎ অবজ্ঞাদি দ্বারা ক্ষুব্ধ হইলে,) সকল দেবতা নষ্ট হন। এই হেতু ব্রহ্মচারী, মৎসর বিহীন হইয়া, ইহাঁদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। গুরুর নিকটে বেদত্রয় বেদদ্বয় অথবা একবেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিবে। অনন্তর গ্রামে গিয়া সংযমী হইয়া বাস করিবে। যাঁহার জিহ্বা উপস্থ, উদর, এবং হস্ত সুগুপ্ত (অর্থাৎ বশীকৃত), তিনি সংন্যাসাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক সেই আচার্য্যের নিকটে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা কাল-

যাপন করিবেন। আচার্য্যাভাবে তৎপুত্রের নিকট, তদভাবে বেদাধ্যাপক আচার্য্যের শিষ্য সমীপে, তদভাবে আচার্য্যকুলে পূর্ব্বোক্ত বিধিতে, বাস করিবে।

যিনি অধ্যয়নের পর এইরূপে গুরুকুলে বাস করেন, তাঁহাকে নৈষ্ঠিক বলা যায়। এই নৈষ্ঠিক ব্যক্তি, বিবাহ বা সম্পূর্ণ সংন্যাস করিবেন না। যিনি নিরালস্য হইয়া বিধি অনুসারে পূর্ব্বকথিত কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ দেহত্যাগ করেন, সেই দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী এই সংসারে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন না অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। যে সমাহিত ব্রহ্মচারী বিধিপূর্ব্বক গুরুসেবাপরায়ণ হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন, তিনি অতি দুর্লভ শুভ বিদ্যা লাভ করেন ও তাদৃশজনসুলভ, বিদ্যার ফল, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, প্রাপ্ত হয়েন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

বেদাধ্যয়ন সমাপনান্তে বেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির অর্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, অসমানার্ষগোত্রা (অর্থাৎ যে কন্যার গোত্র ও প্রবর স্বকীয় গোত্র প্রবরের সহিত, মিলে না) ভ্রাতৃমতী শুভ লক্ষণসম্পন্না সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণা ও সুচরিত্রা কন্যাকে বিবাহ করিবে। যদিও বর্ণ ধর্ম্মানুসারে গান্ধর্ব্বাদি নানাপ্রকার বিবাহ কথিত আছে, তাহা হইলেও প্রশস্ত (অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম) ব্রাহ্মবিধি (পাত্রকে যথাবিথি আমন্ত্রণান্তে পূজা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে কন্যা প্রদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ বিধি) অনুসারে পাণিগ্রহণ করিবে। হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! উপাসনোপযুক্ত কাষ্ঠ সকল আনয়ন করতঃ তন্দ্রা রহিত হইয়া,প্রতিদিনই প্রভাত ও সায়ং সময়ে অগ্নিতে হোম করিবে। উষাকালে উত্থান করতঃ যথাবিধি শৌচ করিয়া প্রতিদিন দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নান করিবে। মুখ, অধৌত থাকিলে মনুষ্য অপ্রয়ত হয়; এইজন্য আর্দ্র অথবা শুষ্কদন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। করঞ্জ, খরিদ, কদম্ব, কুরব, সপ্তপর্ণি, প্রশ্নিপর্ণি, জম্ব, নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, অর্ক ও উড়ুম্বর এই সকল কাষ্ঠ, দন্তধাবন-কর্ম্মে প্রশস্ত। কণ্টকি বৃক্ষের ও ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষের দন্তধাবন কাষ্ঠ যথাক্রমে পুণ্য ও যশোদায়ক। এই সংক্ষেপে ব্যবহার্য্য দন্তকাষ্ঠ প্রকীর্ত্তিত হইল। অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ অথবা দশাঙ্গুল প্রমাণ দন্তকাষ্ঠ এই স্থানে কথিত হইতেছে। প্রতিপদ্ অমাবস্যা পূর্ণিমা ষষ্ঠী ও নবমীতিথিতে দন্তের সহিত কাষ্ঠযোগ করিলে, সপ্তমকুল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়, এইজন্য ঐ সকল দিনে দণ্ডকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। নিষিদ্ধ দিবসে দণ্ডকাষ্ঠের ব্যবহার না করিয়া, কেবল দ্বাদশগণ্ডূষ জল দ্বারা মুখ-শুদ্ধির আচরণ করিবে। পূর্ব্বে আচমন করিয়া, স্মৃত্যন্তরে কথিত মন্ত্রে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার আচমন করিবে। অন্য স্মৃতিতে কথিত মন্ত্রে আপনাকে প্রোক্ষণ করিয়া জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। অব্যক্ত-জন্মা ভগবান্ ব্রহ্মার বরদানে সবল, মন্দেহ নামে রাক্ষসগণ প্রাতঃকালে সূর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ নিক্ষিপ্ত, গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত জলাঞ্জলি, সেই সকল মন্দেহ নামক রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করে। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া, সূর্য্য, মহাভাগ মরীচ্যাদি ও সনকাদি যোগিগণের সহিত গমন করেন। সেইজন্য সায়ং ও প্রাতঃকালে সমাহিত হইয়া সন্ধ্যা উল্লঙ্ঘন করিবে না; যে ব্যক্তি মোহবশতঃ সন্ধ্যার উল্লঙ্ঘন করে, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। সায়ংকালে আচমনান্তে মন্ত্রের দ্বার আপনাকে প্রোক্ষিত করতঃ সূর্য্যকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। তদন্তে জলস্পর্শ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। যথাবিধি নক্ষত্র থাকিতেই প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিবে, এবং যতক্ষণ সূর্য্য সম্পূর্ণ দৃষ্ট না হয়, সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রীর অভ্যাস করিবে। সূর্য্যের অর্দ্ধাস্ত সময়েই সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিবে, এবং যে কাল পর্য্যন্ত নক্ষত্র দর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রীর অভ্যাস করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার পর. গৃহে গমন করিয়া পণ্ডিত, দ্বিজোত্তম, স্বয়ং হোম করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণের উপায় চিন্তা করিবেন, তাহার

পর শিষ্য সকলের মঙ্গলের জন্য কিঞ্চিৎ-স্বাধ্যায় আচরণ করিবেন ; তৎপরে কার্য্যের জন্য রাজার নিকট গমন করিবেন। দূরদেশে গমন করিয়া কুশ পুষ্প ও কাষ্ঠ আহরণ করিবেন। তৎপরে মনোরম, শুদ্ধদেশে যাইয়া মাধ্যাহ্নিক স্নান করিবেন। সংক্ষেপে পাপনাশক সেই স্নানের বিধি বলিতেছি। সেই বিধি অনুসারে স্নান করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। শুদ্ধ তণ্ডুল ও তিলের সহিত স্নানার্থ মৃত্তিকাগ্রহণপূর্ব্বক সুমনা হইয়া শুদ্ধ ও অধিক জলশালিনী নদীতে গমন করিবে। নদীবিদ্যমানা থাকিলে অন্য জলে স্নান করিবে না এবং বহুজল পূর্ণ সরোবরাদি থাকিলে অল্প-জল কূপাদিতে স্নান করিবে না। নদী স্নানই প্রশস্ত, স্রোতের প্রতিকূল-ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া নদী স্নান করিবে, নদী না থাকিলে তড়াগাদি জলে স্নান করিবে।

শুচিদেশে জল ছিটাইয়া বস্ত্র সকল স্থাপন করিবে। যত্নপূর্ব্বক মৃত্তিকা-জল দ্বারা স্বকীয় দেহ লিপ্ত করিবে। স্নানের পূর্ব্বকালে পণ্ডিত ব্যক্তি, আচমন করিবেন। এবং যথানিয়মে বাগ্‌যত হইয়া হরি স্মরণ করত উরুপ্রমাণ জলে মগ্ন হইবেন। তৎপরে তীরে গমন করিয়া মন্ত্রের সহিত জলে আচমন করত বারুণমন্ত্র ও পাবমানী ঋকের দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। হে দ্বিজগণ! তৎপরে প্রযত্নপূর্ব্বক স্যোনা পৃথিবী ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা কুশাগ্র জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করত ইদং বিষ্ণুঃ ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া শরীরে মৃত্তিকা লেপন করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার মজ্জন কালে নারায়ণদেবকে স্মরণ করিবে। তৎপরে জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ করিবে ; তৎপরে স্নানান্তে তণ্ডুল ও তিলের দ্বারা দেবর্ষিও পিতৃদিগের তর্পণ করিবে ; তৎপরে বস্ত্র হইতে জল নিষ্পীড়ন করত তীর-প্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ বস্ত্রদ্বয় ও উত্তরীয় পরিধান করিবে ও কেশ সকল কম্পিত করিবে না। অতিশয় রক্ত ও নীল বস্ত্র প্রশস্ত নহে। মল যুক্ত ও গন্ধহীন বস্ত্র, সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে বিচক্ষণ ব্যক্তি মৃত্তিকা জলের দ্বারা চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে আচমন করিবে ; তাহার বিধান এইরূপ যে, দক্ষিণ করকে গোকর্ণ সদৃশ করিয়া, তাহার মধ্যস্থিত জল বীক্ষণ করিয়া, ত্রিবার পান করিবে ; পরে দুইবার জল দ্বারা মুখ মার্জ্জন করিবে। তদন্তে পাদ ও মস্তক অভ্যুক্ষণ করিয়া, তিন অঙ্গুলি দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে, ও অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষু দ্বয় স্পর্শ করিবে। এইরূপ বিধানানুসারে ধীমান্ নিরলস, শুদ্ধমানস ব্রাহ্মণ, কুশহস্ত হইয়া পূর্ব্বমুখে অথবা উত্তরমুখে যথান্যায়ে প্রাণায়ামত্রয় করিবেন। তৎপরে বেদমাতা গায়ত্রীর উদ্দেশে জপ যজ্ঞ করিবে। এই জপ যজ্ঞ তিন প্রকার ; আপনারা ইহার তত্ত্ব বুঝুন। বাচিক, উপাংশু ও মানস ; এই তিন প্রকার, জপযজ্ঞ ; ইহার মধ্যে পর পর জপযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। যাহা উচ্চ ও নীচ উচ্চারিত স্পষ্ট পদাক্ষর শব্দের দ্বারা মন্ত্র পাঠ করা যায়, তাহাকে বাচিক বলা যায়। যাহাতে মন্ত্র শনৈঃ শনৈঃ উচ্চারিত হয় ও ওষ্ঠ দ্বয় কিঞ্চিৎ কম্পিত হয় অথচ, শব্দ কথঞ্চিৎ শ্রবণ যোগ্য হয়, তাহাকে উপাংশু জপ বলা যায়। বুদ্ধি দ্বারা পদ ও অক্ষরশ্রেণী স্মৃত হইবে ; বর্ণ ও পদাক্ষর শুনা যাইবে না ; কেবল মাত্র শব্দ ও তাহার অর্থ চিন্তনা দ্বারা যে জপ হয় তাহার নাম মানস জপজজ্ঞ।

জপের দ্বারা স্তুত হইয়া দেবতা প্রসন্ন হন। দেবতা প্রসন্ন হইলে, মনীষিগণ বিপুল ভোগ-সমূহ প্রাপ্ত হয়েন। জপ করিলে, ভীষণ রাক্ষসগণ—পিশাচগণ—ও মহা সর্পগণ নিকটে আসিতে পারে না, দূর হইতেই তাহারা পলায়ন করে। ছন্দঃ ও ঋষ্যাদি জানিয়া নিরালস্য হইয়া মন্ত্র জপ করিবে। ও অর্থজ্ঞান করিয়া অহরহঃ গায়ত্রী জপ করিবে। সর্ব্বোত্তম সহস্রবার, মধ্যম শতবার, অন্ততঃ অধম দশবারও যিনি প্রতি দিন গায়ত্রী জপ করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না। গায়ত্রী জপান্তে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উদুত্যং জাতবেদসং ইত্যাদি সূক্ত ও তচ্চক্ষুঃ ইত্যাদি সূক্ত জপ করিবে। তৎপরে প্রদক্ষিণান্তে হস্তদ্বারা আবরণ করিয়া সূর্য্যকে নমস্কার

করিবে। তাহার পরে দেব-তীর্থাদির দ্বারা জল লইয়া দেবাদির সন্তর্পণ করিবে, পরে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করত পুনর্ব্বার আচমন করিবে, যেহেতুক এই স্থলে ভক্তজনের স্নান ও দান অচমনযুক্তই প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাযুক্ত কুশাসনে উপবিষ্ট, কুশহস্ত ও পূর্ব্বমুখ হইয়া ব্রহ্মযজ্ঞ বিধানানুসারে ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। তৎপরে উত্থান করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত অঞ্জলি লইয়া গিয়া হংসঃশুচিসদ্ ইত্যাদি ঋক্ উচ্চারণ করিয়া তিল, পুষ্প ও তণ্ডুলযুক্ত অর্ঘ্য, ভাস্করকে প্রদান করিবে। তৎপরে সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া গৃহে গমন করিবে। তাহার পর পুরুষ সূক্তের বিধানানুসারে গৃহেতেই বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে বলিকর্ম্ম বিধানানুসারে বৈশ্বদেবকে বলি দিবে। যে কালের মধ্যে গো-দোহন হইতে পারে, সেই কাল পর্য্যন্ত অতিথির অপেক্ষা করিবে। যাঁহাকে কখনও দেখা যায় নাই, এবং যাঁহার পরিচয়ও জানা না থাকে, তাদৃশ অতিথি গৃহাগত হইলে, গৃহী, স্বাগত আসন প্রদান দ্বারা পূজা করিবে। অতিথিকে স্বাগত প্রশ্ন করিলে গৃহমেধির অগ্নি সকল তুষ্ট হন। আসন প্রদান করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র পরিতুষ্ট হন। পাদপ্রক্ষালনার্থ জল দিলে পিতৃগণ দুর্লভ প্রীতিলাভ করেন। যোগ্য অন্ন প্রদান করিলে প্রজাপতি তৃপ্ত হন। সেই জন্য বিষ্ণুপূজার পর, গৃহস্থ ভক্তি ও শক্তি অনুসারে অতিথির পূজা করিবেন। পরিব্রাজক ব্রহ্মচারি ভিক্ষুকে অনিবেদিত ব্যঞ্জনসমন্বিত অন্নযুক্ত ভিক্ষা প্রদান করিবে।

বৈশ্বদেব বলি সমাপ্ত না হইতেই যদি ভিক্ষু উপস্থিত হন, তাহা হইলে বৈশ্বদেবের অন্নাদি উদ্ধৃত করিয়া স্বতন্ত্র অন্ন তাঁহাকে দিয়া বিদায় করিবে। যেহেতু বৈশ্বদেবকৃত দোষ-সমূহ ভিক্ষু দূর করিতে পারেন, কিন্তু ভিক্ষুকৃত দোষ বৈশ্বদেব দূর করিতে পারেন না। সেইজন্য গৃহে ভিক্ষু উপস্থিত হইলে সমাহিত হইয়া তাঁহাকে ভিক্ষা দিবে। এবং যতিগণ বিষ্ণুস্বরূপ এইরূপ নিঃসন্দেহ ভাবনা করিবে। গৃহী অগ্রে সুবাসিনী কুমারী বালক ও বৃদ্ধ মনুষ্যদিগকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং আহার করিবেন। পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া মৌন কিম্বা অল্পভাষিত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক প্রহৃষ্টচিত্তে প্রথমে অন্নকে নমস্কারকরতঃ তৎপরে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রের দ্বারা প্রাণাদির আহুতি প্রদানান্তে সমাহিতচিত্তে স্বাদু অন্ন ভোজন করিবে। আহারান্তে আচমন করিয়া ইষ্টদেবতা স্মরণ পূর্ব্বক উদর স্পর্শ করিবে। পরে সায়ংসন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ইতিহাস ও পুরাণের আলোচনা করিবে। দ্বিজাতিদিগের প্রাতঃ ও সায়ংকালে আহার বেদবিহিত। কিন্তু অগ্নিহোত্রিদিগের প্রাতঃকালে ভোজন করিবার বিধি নাই, তাঁহাদিগের সায়ংকালে ভোজন বিহিত। শিষ্যদিগকে অনধ্যায় কাল, বর্জ্জন করিয়া পাঠ করাইবে। অনধ্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণোক্তই গৃহীত। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণী ও পর্ব্বসকল, অক্ষয়তৃতীয়া, মাঘমাসের সপ্তমী ও রথ্যাখ্যা সপ্তমী এইসকল দিনে অধ্যয়ন করাইবে না। স্নানকালে তৈল মর্দ্দন করিয়া, অধ্যাপন করিবে না। শব, বাহিত হইতেছে অথবা মহীস্থ রহিয়াছে দেখিয়া কিম্বা রোদন শ্রবণ করিয়া, পাঠ করিবে না। হে দ্বিজোত্তমগণ! গৃহস্থ,—হিরণ্য গো ও পৃথিবী দান যথাশক্ত্যনুসারে করিবেন। এই গৃহস্থের সারভূত ধর্ম্ম কথিত হইল। যিনি শ্রদ্ধার সহিত এই ধর্ম্মাচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন। এবং নারসিংহের প্রসাদে তাঁহার উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ হয় এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। হে বিপ্রগণ! এই তোমাদিগের নিকট সংক্ষেপে শাশ্বত ধর্ম্মরাশি কথিত হইল; গৃহী প্রযত্নের সহিত গৃহস্থের পালনীয় এই ধর্ম্ম করিলে, ভগবান্ হরির সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

হে মহাভাগ সত্তমগণ! ইহার পর আমি বানপ্রস্থাশ্রমের ধর্ম্ম বলিতেছি আপনারা অবধান করুন। গৃহস্থ, পুত্র পৌত্রাদি ও আপনার পলিত মুণ্ড দেখিয়া, পুত্রগণের উপর ভার্য্যার রক্ষণের ভার প্রদান করত, কিম্বা ভার্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করিবে। নখ রোম এবং শুভ্রবর্ণ গাত্রাবরণ ধারণ করত, বনস্থ; যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিবে। বনসম্ভূত ধান্য, অনিন্দিত নীবারাদি কিম্বা শাক মূল ফলের দ্বারা প্রযত্নানুসারে নিত্য আহুতি প্রদান করিবে। ত্রিসন্ধ্যা স্নানযুক্ত হইয়া তীব্র তপস্যার আচরণ করিবে। পক্ষান্তে কিম্বা মাসান্তে নিজ পাক করিয়া আহার করিবে। চতুর্থকালে * অথবা অষ্টমকালে কিম্বা ষষ্ঠকালে ভক্ষণ করিবে; অথবা কেবল বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি মধ্যস্থ, বর্ষাকালে নিরাশ্রয়, হেমন্তকালে জল মধ্যস্থিত হইয়া তপশ্চরণ করত কালযাপন করিবে। যিনি এই কর্ম্ম যথাক্রমে করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ ধর্ম্মাত্মা স্বকীয় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইয়া, উত্তরদিকে প্রব্রজন করিবেন। পরে বন গমন করিয়া দেহপাত পর্য্যন্ত মৌনী হইয়া অতীন্দ্রিয় (অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানের অবিষয়) ব্রহ্মকে স্মরণ করিলে, দেহান্তে ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। যে ব্যক্তি বনে গমন করিয়া প্রশান্ত স্বভাব ও সমাধিযুক্ত হইয়া তপস্যা করেন, তিনি মলহীন প্রশান্ত ও বিমুক্ত-পাপ হইয়া, দিব্য পুরাতন পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারেন।

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

* এস্থলে চতুর্থকাল শব্দের অর্থ এই;—যেরূপ ব্রাহ্মণের প্রাতঃ ও সায়ংকালে দুইবার ভক্ষণ করিবার বিধি হওয়ায়, প্রাতঃকালকে আহারের প্রথম কাল বলা যায়। এইরূপ সায়ংকালকে দ্বিতীয় কাল কহা গিয়া থাকে। কেহ যদি একদিন উপবাস করিয়া পর দিবস সায়াহ্নকালে আহার করে, তাহা হইলে তাহার চতুর্থ কালে আহার হইল, কেননা সেই আহারের পূর্ব্বে তাহার যার তিনবার আহার-কাল অতীত হইয়াছে। এইরূপ অষ্টম ও ষষ্ঠ কাল বুঝিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর উত্তম চতুর্থ আশ্রম (অর্থাৎ সংন্যাস) বলিব; শ্রদ্ধার সহিত সেই আশ্রমানুষ্ঠান করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বাধ্যায় কথিত রীতিতে বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ ধ্বংস করতঃ ব্রাহ্মণ সংন্যাসবিধি অনুসারে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন। পিতৃগণ দেবগণ ও মনুষ্যগণ উদ্দেশ দান ও শ্রাদ্ধ করিয়া এবং আপনার অগ্নিক্রিয়া সমাপনানন্তর, পূর্ব্ব অথবা উত্তর দিক লক্ষ্য করত স্বীয় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। সেই সময় হইতে পুত্রাদির প্রতি স্নেহ ও আলাপাদি পরিত্যাগ করিবে। বন্ধু ও সর্ব্বভূতকেই অভয় প্রদান করিবে। চতুরঙ্গুল পরিমিত, কৃষ্ণগো-বাল-রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত, সমপর্ব্ব, প্রশস্ত, বেণুনির্ম্মিত, ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসীর বাহ্য ও মানস শৌচের জন্য প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। আচ্ছাদন বাস কৌপীন, শীতনিবারিণী কন্থা ও পাদুকাদ্বয় সংগ্রহ করিবে, অন্য কোন প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিবে না। এই সকল দণ্ড কৌপীনাদিই সন্ন্যাসীর চিহ্নরূপে উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া সন্ন্যাস পূর্ব্বক উত্তম তীর্থে গমন করতঃ মন্ত্রপূত বারিদ্বারা আচমন করিবে। তৎপরে দেবতাগণের তর্পণ করিয়া, সূর্য্যকে সমস্তক প্রণাম করিবে। অনন্তর পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া, যথাশক্তি গায়ত্রী জপান্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করিবে। প্রতি দিবস আপনার প্রাণধারণের জন্য ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিবে। সায়ংকালে ব্রাহ্মণগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা সম্যক্ কবল প্রার্থনা করিবে। বামকরে পাত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা সংগ্রহ করিবে। যত অন্নের দ্বারা নিজের তৃপ্তির সম্ভাবনা তৎপরিমাণ ভিক্ষা সংগ্রহ করিবে। তৎপরে সংযমী, সেই পাত্র অন্যত্র শুচি দেশে স্থাপন করিয়া সমাহিত চিত্তে চতুরঙ্গুল দ্বারা সর্ব্বব্যঞ্জনযুক্ত গ্রাসমাত্র অন্ন আচ্ছাদন করতঃ পৃথক পাত্রে রাখিবে। পরে

তাহা সূর্য্যাদি ভূতদেবগণকে প্রদান করিয়া পাত্রদ্বয়ে কিম্বা এক পাত্রেই যতি ভোজনারম্ভ করিবেন। বট কিম্বা অশ্বত্থপত্রে, অথবা কুম্ভী ও তৈন্দুক নির্ম্মিত পাত্রে যতি কখনই ভোজন করিবে না। কাংস্যপাত্রে ভোজন কারি যতিগণ মলাক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হন, এই জন্য কদাচ কাংস্য পাত্রে যতিগণের ভোজন বিহিত নহে। যে ব্যক্তি কাংস্যপাত্রে পাক করে ও যে কাংস্য পাত্রে ভোজন করায় তাহার যে পাপ হয়, সেই পাপ কাংস্য পাত্রে ভোজনকারি-যতিগণ প্রাপ্ত হয়েন। যতি, ভোজন করিয়া সেই পাত্রদ্বয় ধৌত করিবে; সেই পাত্র যজ্ঞের চমসের (যজ্ঞিয়-পাত্র বিশেষের) ন্যায় কখনই দূষিত হয় না। অনন্তর আচমনান্তে মিদিধ্যাসন করত ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা করিবে। বুধ, জপ ধ্যান ও ইতিহাস দ্বারা দিনাবশেষ অতিবাহিত করিবেন। সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন করিয়া দেবগৃহাদিতে রাত্রি জাপন করিবে এবং হৃদয়-পুণ্ডরীকভবনে অবিনাশি ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে, যদি সন্ন্যাসী এপ্রকার ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বভূত সমদর্শি জিতেন্দ্রিয় ও শান্ত হন। তাহা হইলে তিনি সেই পরম স্থান (মুক্তি) লাভ করেন যে স্থান পাইলে আর এ দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী, রূপরসগন্ধ স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্লিপ্তভাবে, এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করত অমৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

বর্ণ ও আশ্রম সমূহের ধর্ম্ম লক্ষণ কথিত হইল। এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে দ্বিজাতিগণ স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ করেন। এক্ষণে সংক্ষেপে সার উত্তম যোগ শাস্ত্র বলিতেছি, যাহা শ্রবণ করিলে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। যোগভ্যাস বলেতেই সকল প্রকার পাপ নষ্ট হয়। এই জন্য ক্রিয়ারত ব্যক্তি যোগরত হইয়া নিত্য ধ্যান করিবে। অগ্রে ঊর্দ্ধ মনকে ধারণা দ্বারা বশ করিয়া, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা যথাক্রমে বচন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশ করিবে। এইরূপ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে বশ করিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান করত, জ্ঞান-স্বরূপ জগদাধার বলিয়া কীর্ত্তিত অনাময় সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ব্রহ্মকে শনৈঃ শনৈঃ ধ্যান করিবে। নির্জ্জনে একান্তচিত্তে উপবেশন করিয়া, বাহির ও অন্তরস্থ নির্ম্মল সুবর্ণ সদৃশ প্রভাশালী পরমাত্মাকে দেহপাতকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিবে। যিনি সকল প্রাণির হৃদয়, যিনি সকলের হৃদয়স্থিত, যিনি সকল জ্ঞানের জ্ঞেয়, সেই পরমাত্মাই আমি, এ প্রকার চিন্তা করিবে। আত্মসাক্ষাৎকার সুখ হইতে যাহা কিছু বেদ ও স্মৃতি-কথিত, তপোধ্যানাদি ধর্ম্ম আছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না: যে প্রকার অশ্বহীন রথে কিম্বা রথিহীন অশ্বে কোন ফল হয় না, সেইরূপ বিদ্যা ও তপস্যা একত্রে না থাকিলে কোন ফল নাই; পরস্পর মিলিত হইলেই উপকারে আইসে। পক্ষিগণ যেমন উভয় পক্ষে ভর দিয়া আকাশে গমন করে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ পক্ষদ্বয় দ্বারা নিত্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সুখরূপ-আকাশে যথেষ্ট সঞ্চরণ করা যায়। কর্ম্মবিহীন শুষ্ক জ্ঞান বা জ্ঞানহীন কেবল কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ হয় না। বিদ্যা ও তপস্যাযুক্ত ব্রাহ্মণ যোগপর হইয়া বাহ্য ও লিঙ্গশরীর পরিত্যাগ করত ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। যেমন দেহাদির বিনাশ হয়, সেই রূপ সম্পর্কবিহীন আত্মার বিনাশ কখনই হয় না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আপনাদের নিকট বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে বর্ণাশ্রমস্থগণের সনাতন ধর্ম্ম সংক্ষেপে এই কথিত হইল। মুনিগণ ধর্ম্মমোক্ষ-ফলপ্রদ এই প্রকার ধর্ম্ম শ্রবণ করত অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া সেই হারীত ঋষিকে প্রণাম করিয়া নিজের নিজের আশ্রমে গমন করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হারীতমুখনিঃসৃত শাস্ত্রানুসারি এই ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া যিনি আচ-

রণ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে যে ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে, উক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কেহ সেই সেই ধর্ম্মের অন্যথা আচরণ করিবে, সে সদ্যঃ জাতি হইতে পতিত হইবে।

যে প্রকার যাহার ধর্ম্ম অভিহিত হইল, তাহার সেই প্রকার ধর্ম্মই অনুষ্ঠান যোগ্য। এই হেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অনাপদে (সাবধানে) স্ব স্ব ধর্ম্মাচরণ করিবেন। হে রাজেন্দ্র! এই চারিপ্রকার বর্ণ ও চারিপ্রকার আশ্রম। যাঁহারা এই বর্ণ ও আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারা পরমগতি লাভ করেন। ভগবান্ নরসিংহ যে প্রকার স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হন, সে প্রকার স্বধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মাচারীর প্রতি প্রসন্ন হন্ না। এই হেতু নিরালস্য হইয়া যথাকালে স্বধর্ম্মাচারী মনুষ্যগণ, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র ও ভগবান্ নরসিংহের পদ লাভ করিতে পারেন। উৎপন্ন বৈরাগ্য বলে ক্রিয়াবান্ যোগী, সর্ব্বদা পরব্রহ্মের ধ্যান করিবেন; তাহা হইলে দেহান্তে অনন্ত সত্য সুখস্বরূপ সনাতন বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবেন।

ইতি সপ্তম অধ্যায়।

হারীতসংহিতা সম্পূর্ণ।

ভূমিকা।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা অতি সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ এবং বিস্তৃতার্থপূর্ণ। তাহার সমুদয় মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য অনুবাদে স্থানে স্থানে টীকাকার বা সংগ্রহকারদিগের ভাষার অনুগমন করিয়া যাইতে হইয়াছে; ইহা না করিলে যাজ্ঞবল্ক্যের অনুবাদ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

কোন কোন স্থলে মূলের ভাষা ও টীকাকারদিগের ভাষার পার্থক্য জ্ঞাপনের জন্য ( ) এই চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি। কোন স্থলে বা অর্থবিশদ করিতেও ঐ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে এবং শেষোক্ত স্থলে ঐ চিহ্নের মধ্যে একটী 'অর্থাৎ' পদ প্রদত্ত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অনেকগুলি টীকা, তন্মধ্যে মিতাক্ষরাই প্রধান; এইজন্য প্রায়ই মিতাক্ষরার মতগ্রহণ করিয়াছি; তবে যে স্থলে অপরের ব্যাখ্যা উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে, সেইস্থলে তাহা মূল-অনুবাদে সন্নিবেশিত করিয়া টীকায় মিতাক্ষরামত উদ্ধৃত করিয়াছি।

অনুবাদক
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।
সাং ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

মুনিগণ (সামশ্রবা প্রভৃতি), যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যকে বিশেষরূপ অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন,—চারি বর্ণ, চারি আশ্রম, এবং অনুলোম প্রতিলোমজাত অপরাপর জাতিসকলের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বলুন্ ॥ ১ ॥ মিথিলানগরীস্থ সেই যোগীন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্য, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সেই মুনিগণকে বলিলেন,—যেদেশে কৃষ্ণসারমৃগ ব্যক্তিবিশেষের পালিত না হইয়া বিচরণ করে, তাহাতেই বক্ষ্যমাণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, ইহা জানিবে ॥ ২ ॥ পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দ, এই ছয়প্রকার) এবং চারি বেদ,—এই চৌদ্দটী, পুরুষার্থ-সাধন-জ্ঞান এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ ॥ ৩ ॥ মনু, অত্রি বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, এবং বসিষ্ঠ, ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ৪।৫ ॥ পূর্ব্বোক্তদেশে পুণ্যকালে শাস্ত্রোক্ত ইতিকর্ত্তব্যতার অনুষ্ঠান করিয়া, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপযুক্তপাত্রে যে ধনাদি প্রদান করা যায়, তাহা, এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্যযাগযজ্ঞাদি, ধর্ম্মপ্রাপ্তির অসাধারণ উপায় ॥ ৬ ॥ শ্রুতি, স্মৃতি, মহাজনের আচার, আপনার প্রীতি এবং সম্যক্ সঙ্কল্প জনিত শাস্ত্রাবিরুদ্ধ কামনা, ইহাই ধর্ম্মজ্ঞানের মূল ॥ ৭ ॥ যাগযজ্ঞ, আচার, দম, অহিংসা, দান, এবং স্বাধ্যায় এইসকল কর্ম্ম অপেক্ষা, চিত্তবিরোধদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই উৎকৃষ্টধর্ম্ম ॥ ৮ ॥ সন্দেহ হইলে, তাহার নিরাকরণ এইরূপে হইবে; যথা বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ চারিজন ব্রাহ্মণ অথবা ত্রৈবিদ্যমণ্ডলীর নাম সভা। সেই সভা অথবা অধ্যাত্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে অতিনিপুণ, বেদধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্যক্তি, যাহা কহিবেন তাহাই ধর্ম্ম ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র, এই চারিপ্রকার বর্ণ; তাহার মধ্যে প্রথমোক্ত বর্ণত্রয়—দ্বিজ। সেই দ্বিজগণেরই গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধপর্য্যন্ত সকল ক্রিয়াকলাপ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ বক্ষ্যমাণ ঋতুকালে গর্ভাধান, গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টমমাসে সীমন্তোন্নয়ন, বালক গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই জাতকর্ম্ম, একাদশদিনে অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে নামকরণ, জন্মের পর চতুর্থমাসে নিষ্ক্রমণ, ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন, এবং কুলাচারানুসারে অর্থাৎ কাহারও এক বৎসরে, কাহারও তিন বৎসরে,—এই দুই মুখ্যকালে বা পাঁচ বৎসর প্রভৃতি গৌণকালে, চূড়াকরণ হইয়া থাকে ॥ ১১।১২ ॥ এই সমস্ত কার্য্য করিলে শুক্রশোণিত-সম্ভূত পাপরাশি দূরীভূত হয়। এই সকল সংস্কারকার্য্য স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে মন্ত্রহীন; কেবল তাহাদিগের বিবাহ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক করিবে ॥ ১৩ ॥ ব্রাহ্মণকুমারের গর্ভাষ্টমে অথবা প্রকৃত অষ্টমবর্ষে, ক্ষত্রিয়দিগের গর্ভৈকাদশে এবং বৈশ্যদিগের গর্ভদ্বাদশে

উপনয়ন হওয়া বিধি। তবে বৈশ্যের উপনয়ন কুলাচারানুসারে হইবে ইহা কেহ কেহ বলেন ॥ ১৪ ॥ নিজ নিজ গৃহ্যোক্ত বিধিঅনুসারে উপনীত করিবার পর, গুরু, শিষ্যকে মহাব্যাহৃতি (ভূঃ ইত্যাদি) উচ্চারণ করিয়া বেদাধ্যাপনা করিবেন এবং উক্ত শিষ্যকে শৌচ এবং আচার শিক্ষা করাইবেন ॥ ১৫ ॥ দক্ষিণকর্ণে যজ্ঞোপবীত স্থাপন পূর্ব্বক, দিবা, প্রাতঃকাল, এবং সায়ংকালে উত্তরমুখ, ও যদি রাত্রি হয় ত দক্ষিণাভিমুখ হইয়া মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে ॥ ১৬॥ অনন্তর শিশ্নগ্রহণ পূর্ব্বক উত্থান করিয়া মৃত্তিকা এবং উদ্ধৃত জল দ্বারা এইরূপ শৌচ করিবে, যাহাতে বিণ্মূত্রের লেপ, বা গন্ধ কিছুমাত্র না থাকে*॥১৭॥ পবিত্রস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া হস্ত উভয়জানুর অন্তরালে রাখিয়া দ্বিজগণ ব্রাহ্মতীর্থ, দ্বারা আচমন করিবেন ॥১৮॥ কনিষ্ঠামূল (১) তর্জ্জনীমূল (২) অঙ্গুষ্ঠমূল (৩) এবং করতলের অগ্রভাগ অর্থাৎ অঙ্গুল্যাগ্র (৪) এইকয় স্থানের নাম যথাক্রমে প্রজাপতিতীর্থ (১) পিতৃতীর্থ (২) ব্রহ্মতীর্থ (৩) এবং দেবতীর্থ, (৪) ॥ ১৯ ॥ তিনবার জলপানান্তে (অঙ্গুষ্ঠ মূলদ্বারা) দুইবার (মুখে) মার্জ্জন করিয়া উর্দ্ধদেহগতচ্ছিদ্রসকল অর্থাৎ নাসিকাদি, জলদ্বারা স্পর্শকরিবে। অবিকৃত ফেনবুদ্বুদরহিত শূদ্রকর্ত্তৃক অনাহৃত জল, (পানসময়ে) বক্ষঃ (১) কণ্ঠ (২) তালু (৩) পর্য্যন্ত গমনকরিলে, ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) ও বৈশ্য (৩) গণ যথাক্রমে শুদ্ধ হইবেন। ওষ্ঠপ্রান্তে একবার মাত্র স্পৃষ্ট হইলেই স্ত্রীলোক এবং শূদ্রগণ শুদ্ধ হইবে ॥ ২০।২১ ॥ প্রাতঃস্নান, জলদৈবত মন্ত্র অর্থাৎ আপোহিষ্ঠা প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা মার্জ্জন, প্রাণায়াম, সূর্য্যোপস্থান এবং প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ২২ ॥ প্রণবযুক্ত একএকটী ব্যাহৃতি যথাক্রমে পূর্ব্বে যোজনা করিয়া শিরঃ অর্থাৎ আপোজ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত তিনবার গায়ত্রীজপ করিবে. (জপ করিবার সময় মুখনাসিকাদি হইতে নিয়মমত বায়ু-নির্গম হইবেনা ; রেচক পূরক এবং কুম্ভক করিয়া থাকিবে) ইহাই প্রাণায়াম ॥ ২৩ ॥ এইরূপ প্রাণায়াম করিয়া আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র দ্বারা আপনাকে প্রোক্ষিত করিবে, এবং সায়ংকালে পশ্চিমাস্য হইয়া নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিতে থাকিবে, অর্থাৎ যাবৎ নক্ষত্রদর্শন না হয় তাবৎ সায়ংসন্ধ্যার বিহিত কাল। প্রাতঃকালে সূর্য্যদর্শনপর্য্যন্ত পূর্ব্বাস্য হইয়া ঐরূপ করিতে থাকিবে ; অর্থাৎ যাবৎ সূর্য্যোদয় না হয় তাবৎ প্রাতঃসন্ধ্যার বিহিত কাল। সন্ধ্যোপাসনানন্তর প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যায় নিজ নিজ গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নিতে সমিধাদি আহুতিপ্রদান করিবে। ২৪। ২৫। অনন্তর "আমি অমুক" এইরূপে নিজনাম উল্লেখ করিয়া গুরু প্রভৃতি বৃদ্ধবর্গকে অভিবাদন করিবে। ২৬। এবং অধ্যয়নসিদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে গুরুর পরিচর্য্যা করিবে। গুরু, অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত অহ্বান করিলে পর অধ্যয়ন করিবে, ভিক্ষাদি করিয়া যাহা পাইবে, তৎসমস্ত গুরুকে অর্পণ করিবে, মনঃ, বাক্য, শরীর, এবং কর্ম্মদ্বারা তাঁহার হিতাচরণ করিবে ॥ ২৭ ॥ কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী, শুচি, আধিব্যাধিরহিত, অসূয়াশূন্য, সচ্চরিত্র, সেবাকুশল, বন্ধু, বিদ্যাদাতা, এবং ধনদাতা এই সকল ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ অধ্যাপনীয় ॥ ২৮ ॥ (এই অধ্যয়নের সময়) দণ্ড, অজিন, যজ্ঞোপবীত এবং মেখলা ধারণ করিবে, এবং স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অনিন্দনীয় ব্রাহ্মণবাটীতে ভিক্ষা করিবে ॥ ২৯ ॥ ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্য (৩) যথাক্রমে আদি (১) মধ্য (২) এবং অন্তে (৩) ভবৎ শব্দপ্রয়োগ করিয়া ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিবে "ভবতি ! ভিক্ষাংদেহি" ক্ষত্রিয় বলিবে "ভিক্ষাংভবতি ! দেহি" বৈশ্য বলিবে "ভিক্ষাংদেহিভবতি !" ॥ ৩০ ॥ অগ্নিকার্য্য করিবার পর, গুরুর অনুমতিঅনুসারে মৌনী হইয়া ভোজন করিবে। ভোক্তব্য-

* স্মৃত্যন্তরে 'হস্তমৃত্তিকা দিবার কার্য্য, যেরূপ সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, তাহাতে গন্ধলেপনাদি দূর না হইলে তদনন্তর ঐরূপ শৌচ করিতে হইবে। অতএব গন্ধলেপ বা [illegible] জানাইবার জন্যই "গন্ধলেপ" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে।

বস্তুর নিন্দা করিবে না, প্রত্যুত "এইরূপ অন্ন প্রতিদিন হউক" ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে। এবং ভোজনের পূর্ব্বে আপোশন অর্থাৎ গণ্ডূষ করিতে হইবে। ৩১॥*

দ্বিজ, ব্রহ্মচারী-অবস্থায়, বিশেষ পীড়াদি ব্যতীত একস্থানাহৃত অন্ন, ভোজন করিবে না। এবং ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ (ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে অধিকারী নহে, এইজন্য স্বতন্ত্র-ভাবে ব্রাহ্মণপদের উল্লেখ) শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া, যাহাতে ব্রতভঙ্গ না হয়, এরূপ দ্রব্য ইচ্ছানুসারে ভোজন করিতে পারিবে। ৩২॥ ব্রহ্মচারী দ্বিজ, মধু অর্থাৎ মৌ, মাংস, অঞ্জন, গুরুভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট, নিষ্ঠুরবাক্য, স্ত্রীসম্ভোগ, জীবহিংসা, উদয়াস্তসময়ে সূর্য্য দর্শন, অশ্লীল অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা জুগুপ্সিত বাক্য, এবং পরিবাদ অর্থাৎ সত্য হউক মিথ্যা হউক পরের দোষ উল্লেখ করা, ইত্যাদি বিষয় পরিত্যাগ করিবে। ৩৩॥ যিনি গর্ভাধান হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত সকল সংস্কার করিয়া বেদ-অধ্যাপন করেন, তিনি গুরু। যিনি কেবল উপনয়ন দিয়া বেদশিক্ষা দেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলা যায়। ৩৪॥ যিনি বেদের এক-দেশ শিক্ষাদেন তিনি উপাধ্যায়, এবং যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁহাকে ঋত্বিক বলা যায়। গুরু, আচার্য্য, উপাধ্যায়, এবং ঋত্বিক এই কয় মান্যের মধ্যে যদপেক্ষা পূর্ব্বে যাহার উল্লেখ হইয়াছে, তদপেক্ষা তিনি অধিক মান্য অর্থাৎ গুরু, সর্ব্বাপেক্ষা মান্য; আচার্য্য তাঁহা হইতে কিঞ্চিৎন্যূন ইত্যাদি; কিন্তু জননী ইহাঁদিগের অপেক্ষাও অধিকতর মাননীয়া। ৩৫॥ এক এক বেদঅধ্যয়নে দ্বাদশবর্ষ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে পাঁচবৎসর। কেহ কেহ বলেন মাত্র বেদগ্রহণসময় ব্রহ্মচর্য্য করিলেই চলিবে। গর্ভষোড়শবর্ষে কেশ-মুণ্ডন অর্থাৎ "গোদানাখ্য কর্ম্ম" করিবে।†॥৩৬

(পূর্ব্বে গর্ভাষ্টমাদি উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণাদির উপনয়নের মুখ্যকাল উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত হইতেছে যে কতদিন পর্য্যন্ত উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে।) ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্যের (৩) যথাক্রমে ষোড়শ (১) দ্বাবিংশ (২) এবং চতুর্ব্বিংশবর্ষ (৩) পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল। ৩৭॥ এ পর্য্যন্ত উপন-য়ন না হইলে, তদুত্তর ইহারা যাবৎ ব্রাত্য-স্তোমযাগ না করে, তাবৎ দ্বিজোচিত সকল ধর্ম্মেই অনধিকারী, গায়ত্রী উপদেশের অযোগ্য, এবং সংস্কারহীন হয়। যেহেতু প্রথম উৎপত্তি জনকজননী হইতে, এবং দ্বিতীয় উৎপত্তি মৌঞ্জীবন্ধন হইতে, অতএব এই সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দ্বিজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে। ৩৯॥ যজ্ঞ, তপস্যা, এবং উপনয়নাদি শুভকার্য্যবোধক বলিয়া একমাত্র বেদই দ্বিজগণের মুক্তিজনক। ৪০॥ যিনি প্রত্যহ ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন, সেই দ্বিজ, মধু ও দুগ্ধ-দ্বারা দেবগণের, এবং ঘৃত ও মধুদ্বারা পিতৃ-গণের তৃপ্তিসাধন করেন। ৪১॥ যিনি প্রত্যহ যথাশক্তি যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি ঘৃত ও অমৃতদ্বারা দেবগণের এবং ঘৃত ও মধুদ্বারা পিতৃগণের প্রীতিসাধন করেন। ৪২॥ যিনি প্রত্যহ সামবেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি সোম-রস ও ঘৃতদ্বারা দেবগণের এবং মধুঘৃতদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন। অর্থাৎ ইহা অধ্যয়ন করিলে, দেবগণ ও পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তি হ'ন। ৪৩॥ আর প্রত্যহ যথাশক্তি অথর্ব্ববেদপাঠী দ্বিজ, মেদঃ দ্বারা দেবগণকে এবং মধুঘৃত দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করেন। ৪৪ যিনি প্রত্যহ যথাশক্তি, বাকোবাক্য অর্থাৎ প্রশ্নোত্তররূপ বেদবাক্য, পুরাণ, ধর্ম্ম-শাস্ত্র, রুদ্রদৈবত্যমন্ত্র, যজ্ঞগাথাদি গাথা, ভারতাদি ইতিহাস, এবং বারুণী প্রভৃতি বিদ্যা অধ্যয়ন করেন, তিনি মাংস, ক্ষীর, ওদন ও মধুদ্বারা দেবগণকে তৃপ্ত করেন, এবং ঘৃত মধুদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন। ৪৫। ৪৬॥ দেবগণও পিতৃগণ, পরি-তৃপ্ত হইয়া, অধ্যয়নকারিকে মঙ্গলজনক, অভি-লষিত সমস্তফল প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট

---

* পূর্ব্বোক্ত সময়ে অগ্নিকার্য্য না হইলে, এই সময় উক্ত কার্য্য করিতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য পুনর্ব্বার "হুতাগ্নিকার্য্য" (অর্থাৎ অগ্নি কার্য্য করিবার পর) এই কথাটি উল্লেখ হইয়াছে।

† ষোড়শবর্ষে কেশমুণ্ডন ব্রাহ্মণের পক্ষে, ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে সম্ভবমত বিবেচনা করিয়া লইবে।

করেন। আর যে যে যজ্ঞপ্রতিপাদক বেদৈকদেশ অধ্যয়ন করিবেন, সেই সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হইবেন॥ ৪৭॥ এবং এইরূপ নিত্যস্বাধ্যায়শীলদ্বিজ, তিনবার ধনপূর্ণ পৃথিবীদানের আর উত্তমতপস্যার ফল প্রাপ্ত হ'ন॥ ৪৮॥ (সামান্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজমাত্রের কর্ত্তব্য) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, আচার্য্য সন্নিধানে, আচার্য্যের অভাবে আচর্য্য-পুত্রের নিকটে, তদভাবে আচার্য্য-পত্নীর সমীপে, এবং তিনি না থাকিলে অগ্নিহোত্রীয়-অগ্নির নিকটে যাবজ্জীবন বাস করিবেন॥ ৪৯॥ জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, উক্ত বিধি অবলম্বনে থাকিয়া ক্রমে দেহত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ করেন; ইহসংসারে তাঁহার আর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না॥ ৫০॥

বেদাধ্যয়ন, অথবা ব্রহ্মচর্য্য, (এই একটী একটী) কিম্বা বেদাধ্যয়ন এবং ব্রহ্মচর্য্য উভয়ই সমাপন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিবে। পশ্চাৎ গুরুর অনুমতিক্রমে স্নান করিবে॥ ৫১॥ অস্খলিত-ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজাতি, নপুংসকত্বাদি দোষশূন্যা অনন্যপূর্ব্বা (পূর্ব্বে পাত্রান্তরের সহিত যাহার বিবাহদিবার স্থিরতা পর্য্যন্ত হয় নাই এবং অপরের উপভুক্তা নহে, তাহাকে অনন্যপূর্ব্বা কহে), কান্তিমতী, অসপিণ্ডা (পিতৃবন্ধু হইতে অধস্তন সপ্তম পর্য্যন্ত, এবং মাতৃবন্ধু হইতে অধস্তন পঞ্চম পর্য্যন্ত, সপিণ্ড কহে; তদ্ভিন্ন), বয়ঃকনিষ্ঠা অরোগিণী, (অর্থাৎ যাহার দুশ্চিকিৎস্য রোগ নাই) ভ্রাতৃযুক্তা অসমান প্রবরা, অসগোত্রা, এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম পুরুষের ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের পরবর্ত্তিনী একটী সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করিবে॥ ৫২। ৫৩॥ মাতৃপক্ষের পাঁচপুরুষ, এবং পিতৃপক্ষের পাঁচপুরুষ এইদশ পুরুষের বিদ্যাদিগুণে অতিসুবিখ্যাত পুত্রপৌত্রদাসদাসীধনধান্যাদি সমৃদ্ধ শ্রোত্রিয়দিগের অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যায়ীদিগের মহাকুল হইতেই বিবাহ করা নিয়ম বটে, কিন্তু কুষ্ঠপ্রভৃতি সঞ্চারী রোগ, কিম্বা, হীনক্রিয়ত্বাদি দোষ থাকিলে ঐ কুল হইতেও কন্যা বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৫৪॥ (পুরুষসম্ভাব্য) এই সকল গুণযুক্ত, এবং দোষ বর্জ্জিত সবর্ণ * শ্রোত্রিয় পুংস্ত্ববিষয়ে বিশেষযত্নসহকারে পরীক্ষিত, অস্থবির, বুদ্ধিমান্ এবং জনপ্রিয় ব্যক্তি, বরপাত্র হইবার উপযুক্ত॥ ৫৫॥ দ্বিজাতিগণ, শূদ্রজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন, বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা আমার সম্মত নহে, যেহেতু তাহাতে অর্থাৎ ভার্য্যাতে স্বয়ং আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে †॥ ৫৬॥ যথাক্রমে, ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্যদিগের (৩) বর্ণের ক্রমিকত্ব অনুসারে, তিনটী (১) দুইটী (২) এবং একটী মাত্র (৩) ভার্য্যা হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা; বৈশ্যের একমাত্র বৈশ্যাই ভার্য্যা; আর শূদ্রজাতীয়ের স্বজাতীয়াই ভার্য্যা হইবে॥ ৫৭॥ বরকে আহ্বান করিয়া তাহাকে যথাশক্তি অলঙ্কৃত কন্যাসম্প্রদান, যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহাই ব্রাহ্মবিবাহ। সেই ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান, দশজন পূর্ব্ব দশজন পর এবং আত্মা এই পূর্ব্বাপর একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করে॥ ৫৮॥

যজ্ঞস্থ ঋত্বিক্‌কে, (দক্ষিণারূপে) যথাশক্তি অলঙ্কৃত কন্যা সম্প্রদান, যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহা দৈববিবাহ। গোমিথুন-গ্রহণ-পূর্ব্বক কন্যাদান-দ্বারা নিষ্পন্ন বিবাহ আর্ষবিবাহ। এই উভয় বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্তবিবাহে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান, পূর্ব্বাপর চতুর্দ্দশ পুরুষ, এবং শেষোক্ত পত্নীর গর্ভসম্ভূত পুত্র, পূর্ব্বাপর ছয় পুরুষ পবিত্র করে॥ ৫৯॥ "তোমরা দুইজনে একত্র ধর্ম্ম আচরণ কর" এই কথা (কন্যা ও জামতার প্রতি) বলিয়া,

---

* সবর্ণ অর্থে উৎকৃষ্ট বর্ণ বা সমান বর্ণ।

† দ্বিজ পুত্রার্থী হইয়া শূদ্রাকে বিবাহ করিবে না। তবে পুত্রোৎপত্তির পর ভার্য্যাবিয়োগ হইলে, কেবল মাত্র রতিকাম হইয়া শূদ্রাকেও বিবাহ করিতে পারিবে, ইহাই বচনের তাৎপর্য্য। এইরূপ-বিবাহিত স্ত্রীতেও পুত্র জন্মিতে পারে বলিয়া শূদ্রাগর্ভসম্ভূত দ্বিজপুত্রের ধনাধিকারের কথা উল্লিখিত হইবে।

নিম্ন বর্ণোদ্ভব কন্যার সহিত উচ্চবর্ণীয় পুরুষের বিবাহ, পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল; এক্ষণে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

প্রার্থী বরকে কন্যাসম্প্রদান যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহা প্রাজাপত্য। এই প্রাজাপত্য-বিবাহে বিবাহিত পত্নীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র, ছয়জন পূর্ব্ববংশ্য, ছয়জন পরবংশ্য, এবং আত্মা ইহাদিগকে পবিত্র করে॥ ৬০॥ শুল্ক-গ্রহণ-পূর্ব্বক কন্যাদান যে বিবাহের নিষ্পাদক তাহার নাম, আসুর বিবাহ। পরস্পর অনুরাগ প্রযুক্ত শপথপূর্ব্বক বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব-বিবাহ; সংগ্রামে অপহরণপূর্ব্বকবিবাহের নাম রাক্ষস বিবাহ, ছলক্রমে অর্থাৎ কন্যার নিদ্রাদি অবস্থায় হরণপূর্ব্বক বিবাহের নাম পৈশাচ বিবাহ। ৬১। সবর্ণ-বিবাহে পাণিগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। আর উৎকৃষ্ট বর্ণের সহিত হীন-বর্ণার বিবাহ স্থলে, ক্ষত্রিয়া শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্যা, প্রতোদ গ্রহণ করিবে। ৬২। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য, এবং জননী, ক্রমোপন্যস্ত এই কয় ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বের অভাব হইলে, উন্মাদাদিদোষ-রহিত পরপর ব্যক্তি, কন্যাদানে অধিকারী। অর্থাৎ পিতার অভাবে, পিতামহ, তদভাবে ভ্রাতা ইত্যাদি। ৬৩। অধিকারী ব্যক্তি কন্যাদান না করিলে, ঐ অদত্ত-কন্যার প্রতিঋতুতে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে, আর দানাধিকারীর অভাব হইলে কন্যা স্বয়ং উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিবে। ৬৪। বাক্য দ্বারাই হউক, আর মনঃ দ্বারাই হউক, যে কন্যা একবার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে হরণ করিলে, অর্থাৎ অপরকে দিলে ঐ কন্যাদাতা, চৌরের যে দণ্ড বিহিত আছে, সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। কিন্তু যদি প্রথম-বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর মিলে, তাহা হইলে বাগ্‌দত্তাদি কন্যা উৎকৃষ্টবরকেই সম্প্রদান করিবে।৬৫। কন্যাকর্ত্তা, দুষ্টকন্যার দোষোল্লেখ না করিয়া দান করিলে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। বস্তুতঃ অদুষ্টকন্যা গ্রহণ করিয়া পরিত্যাগ করিলেও, ঐ দণ্ড। আর যে ব্যক্তি ঐ কন্যার মিথ্যা দোষখ্যাপন করে তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। ৬৬। পুনঃ-সংস্কৃতা-অক্ষতা এবং ক্ষতার নাম পুনর্ভূ। যে স্ত্রী স্বীয় পতিকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন সবর্ণ পুরুষকে আশ্রয় করে তাহার নাম স্বৈরিণী (এই দ্বিবিধ স্ত্রী অন্যপূর্ব্বা)। ৬৭। দেবর, তদভাবে সপিণ্ড, তদভাবে সগোত্র পুরুষ ঘৃত-লিপ্ত হইয়া অজাতপুত্রাস্ত্রীতে, উহার পিত্রাদির অনুমতিক্রমে, মাত্র পুত্রোৎপাদনমানসে, ঋতুকালে গমন করিবে। ৬৮। যতদিন গর্ভ না হয়, তত দিন উক্ত নিয়মে গমন করিবে; ইহার পর, কিম্বা নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া গমন করিলে পতিত হইবে। এই বিধি অনুসারে উৎপন্ন পুত্র, পূর্ব্বপরিণেতার ক্ষেত্রজ পুত্র হইবে। ৬৯। ভৃত্য-ভরণাদি-অধিকার হইতে চ্যুত করিবে, অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে দিবে না, যাহাতে মাত্রজীবন থাকে এইরূপ আহার করিতে দিবে, অনবরত ধিক্কার দিবে, এবং ভূতলে শয়ন করাইবে এইরূপে ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে অকার্য্যে বিরক্ত করিবার জন্য নিজ গৃহেই রাখিবে। ৭০। স্ত্রীদিগকে, চন্দ্র শৌচ প্রদান করিয়াছেন; গন্ধর্ব্ব, মধুরভাষিতা দিয়াছেন এবং পাবক সমস্ত বস্তু-অপেক্ষা পবিত্র করিয়াছেন; অতএব স্ত্রীগণ পবিত্র।৭১। মানসব্যভিচার হইলে, রজোদর্শনদ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে। আর যদি হীনবর্ণের সংসর্গে গর্ভ হয়, ভ্রূণহত্যা, স্বামীহত্যা, মহাপাতক, বা শিষ্য সংসর্গাদি করে, তাহাহইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়॥ ৭২॥ পূর্ব্বপরিণীতাভার্য্যা, সুরাপায়িণী, দীর্ঘরোগগ্রস্তা, ধূর্ত্তা, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়ভাষিণী, স্ত্রীপ্রসবিনী, "মেয়ে-বিউনী," অথবা পুরুষ-দ্বেষিণী হইলে অর্থাৎ এই অষ্টবিধ স্ত্রীলোকের মধ্যে একবিধ হইলেই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবে॥৭৩॥ অধিবিন্নস্ত্রীকে অর্থাৎ যে স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছে সেই স্ত্রীকে, পূর্ব্ববৎ ভরণ পোষণ করিবে; অন্যথা অতিশয় পাপ হইবে। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর আনুকূল্য থাকে, সেখানে ধর্ম্ম, অর্থ, এবং কাম এই ত্রিবর্গের বৃদ্ধি হয়॥ ৭৪॥ যে স্ত্রী, স্বামী বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে, অপরপুরুষে আসক্তা না হয়, সে, ইহলোকে যশস্বিনী হয় এবং (পরলোকে) উমার সহিত ক্রীড়া করিতে পায়॥ ৭৫॥ আজ্ঞাবর্ত্তিনী, কার্য্যদক্ষা, পুত্রবতী, এবং

মিষ্টভাষিণী, স্ত্রী থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে, রাজা ঐ স্ত্রীকে স্বামীধনের তৃতীয়াংশের একাংশ দেওয়াইবেন। স্বামী নির্দ্ধন হইলে, গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দেওয়াইবেন॥ ৭৬॥ স্ত্রী, স্বামীর বাক্যপালন করিবে, কারণ ইহাই স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। কিন্তু স্বামী মহাপাতকী হইলে, শুদ্ধিকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে॥ ৭৭॥ যেহেতু, পুত্রপৌত্র প্রপৌত্র দ্বারা ইহলোকে বংশবিস্তার হয় এবং অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়। অতএব সন্তানার্থ স্ত্রীসম্ভোগ করিবে এবং ধর্ম্মার্থ তাহাদিগকে উত্তমরূপে রক্ষা করিবে॥ * ৭৮॥ স্ত্রীদিগের ঋতুকাল ষোড়শ অহোরাত্র। তাহার মধ্যে যুগ্ম অর্থাৎ চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ইত্যাদি অহোরাত্রীয়-রাত্রিকালে স্ত্রীসংসর্গ করিবে। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। পরন্তু চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ও সংক্রান্তি এইসকল পর্ব্ব, এবং ঋতুর প্রথম চারি অহোরাত্র বর্জ্জন করিবে॥ ৭৯॥ এইরূপে পুরুষ, মঘা মূলা বর্জ্জন করিয়া চন্দ্রস্থাদি কালে রজস্বলাব্রত এবং স্বল্পাহারাদি দ্বারা কৃশীকৃত পত্নীতে গমন করতঃ লক্ষণাক্রান্ত পুত্রউৎপাদন করিবে॥ ৮০॥

"তোমাদিগের কাম-বিঘ্ন করিলে পাতকী হইবে" স্ত্রীলোকদিগের এই বর স্মরণ করতঃ তাহাদিগের কামানুসারে কামী হইয়া ঋতুভিন্ন কালেও গমন করিতে পারিবে, এবং নিজপত্নীর প্রতিই অনুরক্ত হইবে। কারণ, স্ত্রীগণের রক্ষা করা অতিআবশ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ৮১॥ ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ, অলঙ্কার বস্ত্র ও ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা স্ত্রীগণকে পরিতুষ্ট করিবেন॥ ৮২॥ স্ত্রীলোক, গৃহোপকরণ বস্তু গুছাইয়া রাখিবে, কাজ কর্ম্মে তৎপর হইবে, সর্ব্বদা হাস্যমুখে থাকিবে, অধিক ব্যয় করিবে না, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণ বন্দনা করিবে এবং সকল কার্য্যই স্বামীর বশবর্ত্তিনী হইয়া করিবে॥ ৮৩॥ স্বামী, বিদেশে যাইলে, স্ত্রী, ক্রীড়া, শরীর-সংস্কার, সভা-দর্শন, উৎসব-দর্শন, হাস্য-পরিহাস এবং পরগৃহে গমন, পরিত্যাগ করিবে॥ ৮৪॥ স্ত্রীজাতিকে, কন্যাকালে পিতা, বিবাহের পর ভর্ত্তা এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করিবে। যে সময়ে প্রকৃত রক্ষকের অভাব হইবে, সেই সময়ে বন্ধু বান্ধবগণ রক্ষা করিবেন। কোন সময়েই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা থাকিবে না॥ ৮৫॥ পতিহীনা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর বা মাতুলের আশ্রয়ে থাকিবে। অন্যথা নিন্দনীয় হইবে॥ ৮৬॥ যে স্ত্রী, স্বামীর প্রিয় এবং হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত, উত্তম আচার সম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি ইহকালে যশঃ ও পরকালে সর্ব্বোত্তমা গতি প্রাপ্ত হ'ন॥ ৮৭॥ বহুভার্য্য ব্যক্তি, সবর্ণা স্ত্রী থাকিতে অপর বর্ণীয় স্ত্রীকে ধর্ম্ম করাইবে না। এবং বহুতর সবর্ণা স্ত্রী থাকিলে, তাহার মধ্যে পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রী ব্যতীত অপর স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োজনীয় নহে॥ ৮৮॥ স্বামী, সচ্চরিত্রা স্ত্রীকে শ্রৌত অগ্নি, তদভাবে স্মার্ত্ত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া অবিলম্বে, বিধিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিবাহ ও অগ্নি আহরণ করিবেন *॥ ৮৯॥ পরিণীত সবর্ণা স্ত্রীতে পরিণেতা সবর্ণ হইতে উৎপন্ন পুত্র, পিতামাতার সবর্ণ হইবে। অনিন্দ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মপ্রভৃতি বিবাহে বিবাহিতপত্নীর গর্ভসম্ভূত পুত্রগণ বংশবর্দ্ধন করিয়া থাকে॥ ৯০॥ বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত। বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম অম্বষ্ঠ, এবং শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম নিষাদ, কিম্বা পারশব॥ ৯১॥ ক্ষত্রিয় হইতে, বৈশ্য (১) এবং শূদ্র (২) জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র যথাক্রমে মাহিষ্য (১) এবং উগ্র (২) বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং বৈশ্যের ঔরসে, শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম করণ, এই বিধি, বিবাহিত [illegible]বিষয়েই জানিবে॥ ৯২॥ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র হয়, তাহার নাম

---

* বংশবিস্তার এবং অগ্নিহোত্রাদিকার্য, [illegible]কল।

* যাহাদিগের পুত্র উৎপন্ন হয় নাই, বা যজ্ঞ করা হয় নাই, অথবা যে [illegible] [illegible], তাহাদিগের পক্ষে এই বিধি।

সূত। বৈশ্যের ঔরসে যে পুত্র হয় তাহার নাম বৈদেহক। শূদ্রের ঔরসে যে পুত্র হয়, তাহার নাম চাণ্ডাল; এই জাতি সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত ॥৯৩॥ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যসংসর্গে "মাগধ" এবং শূদ্র সংসর্গে "ক্ষত্তা" সংজ্ঞক আর বৈশ্যা,শূদ্রসংসর্গে আয়োগব সংজ্ঞক; পুত্র প্রসব করিয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥ মাহিষ্য জাতীয় পুরুষের ঔরসে করণজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে "রথকার" জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ প্রতিলোমজ অর্থাৎ হীনজাতীয় পুরুষসংসর্গে উচ্চজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন (১) এবং অনুলোমজ অর্থাৎ উচ্চ জাতীয় পুরুষের ঔরসে নীচ জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন ব্যক্তিগণকে (২) যথাক্রমে অসৎ (১) এবং সৎ (২) বলিয়া জানিবে ॥ ৯৫॥ জাতির উৎকর্ষ অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তত্বাদি হইতে বিপ্রত্বাদি লাভ, কোন স্থলে সপ্তম, কোন স্থলে ষষ্ঠ, কোন স্থলে বা পঞ্চম জন্মে হইতে পারে। আর জীবিকার অপকর্ষে সপ্তম,ষষ্ঠ, এবং পঞ্চজন্মে নীচজাতির সাম্য হইবে। অধর অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তাতে, ক্ষত্রিয়াদি কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র এবং উত্তর অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি জাতীয় স্ত্রীতে ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র, ইহাদিগের উচ্চনীচতা এবং জাত্যুৎকর্ষ পূর্ব্বোক্তরূপেই জানিবে* ॥৯৬ গৃহস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ বিবাহাগ্নিতে, কিম্বা বিভাগকালাহৃতঅগ্নিতে, স্মার্ত্তকর্ম্ম, এবং আহবনীয়াদি বৈতানিকঅগ্নিতে, শ্রৌতকর্ম্ম করিবে ॥ ৯৭ ॥ শরীরচিন্তা অর্থাৎ বিণ্মূত্রাদি পরিত্যাগ সমাপন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে শৌচকার্য্য সমাহিত হইলে, দ্বিজ, দন্তধাবন পূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে ॥ ৯৮ ॥ আহবনীয়াদি অগ্নিতে আহুতিপ্রদান করিয়া একাগ্রচিত্তে সূর্য্য দৈবত্য মন্ত্র সকল জপ করিবে। আর বেদার্থজ্ঞান বিবিধশাস্ত্রাধ্যয়ন এবং অধীতশাস্ত্রের আলোচনা করিবে ॥ ৯৯ ॥ অনন্তর অলব্ধদ্রব্যের লাভ, এবং লব্ধদ্রব্যের রক্ষার জন্য কোন রাজা বা জমীদারের নিকট উপস্থিত হইবেন, তৎপরে স্নান করিয়া দেব-ঋষি-পিতৃ-তর্পণ এবং দেবার্চ্চনা করিবে ॥ ১০০ ঋগ্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, এবং অধ্যাত্মিকাবিদ্যা, জপযজ্ঞসিদ্ধির জন্য পূর্ব্বোক্তবিধি অনুসারে যথাশক্তি অধ্যয়ন করিবে ॥ ১০১ ॥ বলিকর্ম্ম (১), তর্পণ (২), হোম (৩), অধ্যয়ন অধ্যাপন (৪), ও অতিথি সৎকার (৫), যথাক্রমে (ইহাদিগের নাম), ভূতযজ্ঞ (১) পিতৃযজ্ঞ (২) দেবযজ্ঞ (৩) ব্রহ্মযজ্ঞ (৪) ও মনুষ্যযজ্ঞ (৫)। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ, গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য ॥ ১০২ ॥ স্ব স্ব গৃহ্যোক্তবিধি-অনুসারে বৈশ্বদেবব হোম করিবে, অবশিষ্ট অন্নদ্বারা সর্ব্বভূতোদ্দেশে বলি দিবে। অনন্তর কুক্কুর, চাণ্ডাল, বায়স, ও পতিতদিকে ভূমিতে অন্ন দিবে ॥ ১০৩ ॥ পিতৃলোক ও মনুষ্য উদ্দেশে প্রত্যহ অন্ন (তদভাবে, ফলমূল, তদভাবে) জল দিবে, এবং প্রত্যহ সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিবে, আপনার জন্য ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবে না। কিন্তু দেবতার জন্য প্রস্তুত করিবে ॥ ১০৪ ॥ বালক, স্ববাসিনী অর্থাৎ বিবাহিতা হইয়া যে পিতৃগৃহে অবস্থিতি করে, বৃদ্ধ, গর্ভিনী, পীড়িত, কুমারী, অতিথি এবং ভৃত্যগণকে ভোজন করাইয়া স্বামী-স্ত্রী অবশিষ্ট অন্নভোজন করিবে ॥ ১০৫ ॥ দ্বিজাতি, ভোজনের প্রারম্ভে ও অন্তে আপোশন ক্রিয়াদ্বারা ভুজ্যমান অন্নকে, অনগ্ন এবং অমৃত করিবেন ॥ ১০৬ ॥

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবে। ব্রহ্মচারী-ভিক্ষুককে স্বস্তিবাচনাদিপূর্ব্বক ভিক্ষা দিবে। এবং ভোজনকালে আগত সখিসম্বন্ধিবান্ধবদিগকে ভোজন করাইবে ॥ ১০৭ ॥ শ্রোত্রিয়, গৃহাগত হইলে, তাঁহার প্রীতির জন্য "এ সকল আপনার" ইহা বলিয়া,মহোক্ষ,অর্থাৎ বৃহৎবৃষ বা মহাজ অর্থাৎ বৃহৎ ছাগ, সম্মুখে রক্ষা করিবে। উহা শ্রোত্রিয়কে দান বা তাঁহার জন্য হত্যা করিতে হইবে না। তাঁহার স্বাগতপ্রশ্ন আসন দানাদি রূপসৎকার করিবে। তিনি উপবিষ্ট

* ইহার ব্যাখ্যা এই:—ব্রাহ্মণ বিবাহিত নিষাদীর গর্ভে যে কন্যা হইল তাহাকে ব্রাহ্মণে বিবাহ করি[illegible] এইরূপ পর্য্যায় হইলে ব্রাহ্মণোঢ়া ষষ্ঠী নিষাদী য[illegible] যে পুত্র প্রসব করিবে, সে ব্রাহ্মণ, এই স্থলে সপ্তম জন্মে জাত্যুৎকর্ষ হইল। এইরূপ ব্রাহ্মণ পরিণীতা পঞ্চমী অম্বষ্ঠা-বংশীয়া যে পুত্র প্রসব করে, সে ব্রাহ্মণ, এস্থলে ষষ্ঠ জন্মে জাত্যুৎকর্ষ, এইরূপ চতুর্থী মূর্দ্ধাভিষিক্তা যে পুত্র প্রসব করিবে, সে ব্রাহ্মণ, এস্থলে পঞ্চমজন্মে জাত্যুৎকর্ষ।

হইলে আপনি উপবেশন করিবে, তাঁহাকে সুস্বাদু বস্তু ভোজন করাইবে এবং "আপনার আগমনে ধন্য হইলাম" ইত্যাদি মধুর বাক্য বলিবে॥ ১০৮॥

ত্রিবিধ-স্নাতক, আচার্য্য, রাজা, মিত্র এবং জামাতা মাতুল-শ্বশুরাদি, গৃহে আগত হইলে, বৎসরে একবার করিয়া মধুপর্ক দ্বারা পূজনীয় এবং সাগ্নিককে প্রতিযজ্ঞে (যজ্ঞ যদি বৎসরে ৪টী হয় তাহাতেও) উক্তরূপে পূজা করিবে॥১০৯॥ পথিক ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া এবং বেদপারগব্যক্তিকে শ্রোত্রিয় বলিয়া জানিবে, এই অতিথি ও শ্রোত্রিয় ব্রহ্মলোক গমনেচ্ছু গৃহীর বিশেষ মান্য *॥ ১১০॥ অনিন্দনীয় ব্যক্তির নিমন্ত্রণ ব্যতীত, পরপক্ক বস্তুভোজনে অভিলাষী হইবে না। বাক্‌চাপল্য পাণিচাপল্য এবং পাদচাপল্যাদি পরিত্যাগ করিবে॥ ১১১॥ শ্রোত্রিয় অতিথিকে উত্তম-ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিবে। ইতিহাস-পুরাণাদিবেত্তা, কাব্যকথায় সুচতুর, সন্তোষজনক আলাপে সুনিপুণ বন্ধুদিগের সহিত, অবশিষ্ট দিবাভাগ, অতিবাহিত করিবে॥১১২॥ সায়ংসন্ধ্যোপাসনা, অগ্নিত্রয়ে আহুতি প্রদান, এবং ঐ সকল অগ্নির উপাসনান্তে ভৃত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া অনতিতৃপ্তিজনক আহার করিবে; অনন্তর আয়ব্যয়াদিবিষয়কচিন্তা করিয়া শয়ন করিবে॥ ১১৩॥ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষ সময়ে শেষার্দ্ধে জাগরিত হইয়া নিজহিতচিন্তা করিবে। এবং যথাকালে শক্ত্যনুসারে ধর্ম্মার্থ কামের সেবা করিবে॥১১৪ বিত্ত (১) বন্ধু (২). বয়স্ অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতা বা সপ্ততির ঊর্দ্ধ বয়স্ (৩) কর্ম্ম অর্থাৎ শ্রৌতস্মার্ত্ত-ক্রিয়াকলাপ (৪) এবং বিদ্যা (৫) প্রভাবে লোক, যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত মান্য হইয়া থাকে অর্থাৎ সাধারণের নিকট ধনশালী লোকমান্য, তাহার নিকটও বন্ধু সম্পন্ন ব্যক্তি মাননীয় ইত্যাদি। এই সকল গুলি বা ইহার অন্যতম, কোন একটী অধিক পরিমাণে থাকিলে, মান্য, অতএব অশীতি-পর বৃদ্ধশূদ্রও সম্মান পাইয়া থাকে*॥ ১১৫॥ বৃদ্ধ, ভারবাহী, রাজা, স্নাতক, স্ত্রীলোক, রোগী, বর ও চক্রী অর্থাৎ গাড়োওয়ান্ ইহাদিগকে সাধারণ লোক, পথ দিতে বাধ্য। স্নাতক ব্যতীত এই সকল লোকেরও রাজা সম্মাননীয় অর্থাৎ ইহারা রাজাকে পথ দিবে, কিন্তু স্নাতক, রাজারও মান্য॥ ১১৬॥ যাগ, অধ্যয়ন, এবং দান, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম; অধিকের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ যাজন এবং অধ্যাপনা অর্থাৎ ইহা কেবল ব্রাহ্মণেরই কার্য্য॥ ১১৭॥ প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্ম্ম। কুসীদভোগ (সুদখাওয়া), কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য, এবং পশুপালন, বৈশ্যের, প্রধান কর্ম্ম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে॥ ১১৮॥ দ্বিজশুশ্রূষাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম, কিন্তু তাহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষাধিকার হইতে বিচ্যুত না হইয়া বাণিজ্য করিতে পারিবে; অথবা নানাবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে (পরন্তু সকল সময়েই দ্বিজাতিগণের হিতে নিযুক্ত থাকিবে)॥ ১১৯॥ নিজভার্য্যায় অনুরক্ত, শৌচাচার-যুক্ত, ভৃত্যপালক, ও শ্রাদ্ধকার্য্যে তৎপর, হইবে। "নমঃ" এই মন্ত্রমাত্র উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভূতযজ্ঞাদি পঞ্চযজ্ঞ করিবে॥ ১২০॥ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়সংযম, দান, অন্তঃকরণসংযম, দয়া, এবং ক্ষমা ইহা সকলেরই ধর্ম্মসাধন॥ ১২১॥ বয়স্, বুদ্ধি, ধন, বাক্য বেশ, বিদ্যা, বংশ এবং কর্ম্মের অনুরূপ, অথচ কৌটিল্য ও শঠতা বর্জ্জিত বৃত্তি আচরণ করিবে॥ ১২২॥ যাহার ত্রিবর্ষভোগ্য বা তদধিক অন্নসংস্থান আছে, সেই দ্বিজ সোমপান করিবে। এবং যাহার বর্ষভোগ্য অন্নসংস্থান আছে, সেই দ্বিজ সোমপানের পূর্ব্বকর্ত্তব্য

* পথিক ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া জানিবে। শ্রোত্রিয় অর্থাৎ সর্ব্ববেদাধ্যায়ী এবং বেদপারগ অর্থাৎ একশাখাধ্যায়ী, এই দ্বিবিধ অতিথি, ব্রহ্মলোকগমনেচ্ছু গৃহীর মাননীয়। ইহা মিতাক্ষরাসম্মত ব্যাখ্যা।

* মিতাক্ষরা-সম্মত ব্যাখ্যা এই:—
এই সমস্ত বা ইহার অন্যতম থাকিলে বৃদ্ধবয়সে শূদ্র সম্মানিত হইয়া থাকে।

অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদিক্রিয়াকলাপ করিবে ॥ ১২৩ ॥* প্রতিবর্ষে সোমযাগ, প্রতিঅয়নে অর্থাৎ প্রতি দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণে বা প্রতিবর্ষে, পশুযাগ, শস্যোপত্তিসময়ে অগ্রয়ণ যাগ এবং প্রতিবর্ষে চাতুর্মাস্য যাগ করিবে ॥ ১২৪ ॥ † সোমযাগ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান কোনরূপে অসম্ভব হইলে তত্তৎকালে,দ্বিজ, বৈশ্বানর যাগ করিবে; দ্রব্য থাকিতে, সোমযাগাদিস্থলে বৈশ্বানর যাগ এইরূপ ন্যূনকল্প কার্য্য অর্থাৎ করিবে না এবং যে কার্য্য ফলপ্রদ অর্থাৎ কাম্য তাহাও হীনকল্পে করিবে না ॥১২৫॥ শূদ্রের নিকট ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ করিলে পরজন্মে চণ্ডাল হয়। যজ্ঞ করিবার নামে যে দ্রব্য পাইয়াছে,যজ্ঞে তাহা না দিলে, ভাস পক্ষী অথবা কাক হইবে।১২৬॥ নিপতিত বা অন্য পরিত্যক্ত শস্যাদির মঞ্জরী গ্রহণের নাম শিল, পরিত্যক্ত কণামাত্র গ্রহণের নাম উঞ্ছ, গৃহী এই উপায়দ্বয়ে কুশূলপরিমিত ধান্যযুক্ত অর্থাৎ দ্বাদশদিন কুটুম্ব-ভরণোপযুক্ত ধান্য সম্পন্ন, কুম্ভপরিমিত-ধান্যযুক্ত অর্থাৎ ছয় দিন কুটুম্ব ভরণোপযুক্ত ধান্যাদি সম্পন্ন, তিন দিন কুটুম্ব ভরণোপযুক্ত ধান্যাদিসম্পন্ন অথবা অশ্বস্তন (অর্থাৎ যাহার পরদিন খাইবার সংস্থান নাই) হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে; এই চতুর্ব্বিধ জীবিকাবলম্বী গৃহীগণের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পরপর প্রশস্ত; অর্থাৎ কুশূলপরিমিত ধান্যসম্পন্ন অপেক্ষা কুম্ভপরিমিত ধান্য সম্পন্ন গৃহী প্রশংসার পাত্র ইত্যাদি ॥ ১২৭ ॥ অপ্রতিষিদ্ধ ব্যক্তি হইতেও স্বাধ্যায়বিরোধী অর্থগ্রহণ করিবেনা। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না, বিরুদ্ধ অর্থাৎ অযাজ্যযাজন এবং প্রসঙ্গ অর্থাৎ নৃত্যগীতাদি তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে না এবং সর্ব্বদা সন্তোষশীল হইবে ॥ ১২৮ ॥ ক্ষুধায় কাতর অর্থাৎ বিভাগলব্ধ ধন দ্বারা কুটুম্ব ভরণাদি করিতে অসমর্থ হইলে, বিজ্ঞাতকুলশীল রাজা, অন্তেবাসী এবং যাজনার্হ ব্যক্তির নিকট হইতে ধনগ্রহণ করিবে। দাম্ভিক অর্থাৎ লোকরঞ্জনের জন্য ধর্ম্মকার্য্যকারী, হৈতুক (কুতার্কিক), পাষণ্ডী অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ-আশ্রমাদি-অবলম্বী, বকবৃত্তি অর্থাৎ বঞ্চক ইত্যাদি ব্যক্তিকে বৈদিক লৌকিক সকল কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে ॥১২৯ শুক্লাম্বরধারী হইবে। শ্মশ্রু, কেশ, ও নখের ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে। বাহ্য আভ্যন্তর শৌচযুক্ত এবং স্নানানুলেপন দ্বারা সদ্‌গন্ধশালী হইবে। ভার্য্যার সম্মুখে অথবা একবস্ত্রপরিধান করিয়া, কিম্বা উত্থিত হইয়া ভোজন করিবে না ॥ ১৩০ ॥ প্রাণবিপত্তিসংশয়াবহকর্ম্ম অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদিযুক্তদেশে গমনাদি করিবে না, হঠাৎ কাহাকেও অপ্রিয়,অহিত, কিম্বা অনৃতবাক্য বলিবে না। চৌর্য্য করিবে না এবং বার্দ্ধুষী হইবে না অর্থাৎ নিষিদ্ধ বৃদ্ধিগ্রহণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না॥ ১৩১ ॥ সুবর্ণকুণ্ডল, যজ্ঞোপবীত, বেণুযষ্টি এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিবে, (প্রথম দুইটী সর্ব্বদা, শেষ দুইটী সময় বিশেষে)। দেবপ্রতিমা, উদ্ধৃতমৃত্তিকা, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং বনস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিবে। ১৩২ ॥ নদী, ছায়া, পথ, গোষ্ঠ, জল ও ভস্মাদিতে মূত্রপুরীষ ত্যাগ করিবে না। অগ্নি সূর্য্য ও চন্দ্রের অভিমুখীন হইয়া বা স্ত্রীলোক ও দ্বিজাতির সম্মুখে, কিম্বা সন্ধ্যাদ্বয়ে উক্ত কার্য্য করিবে না ॥ ১৩৩ ॥ (উদয়াস্তময়াদি কালে) সূর্য্যদর্শন করিবে না, নগ্ন, বা মৈথুনাসক্ত স্ত্রী দর্শন করিবে না। মূত্রপুরীষাদি দেখিবে না এবং অশুচি হইয়া গ্রহণনক্ষত্রাদি দর্শন করিবে না ॥ ১৩৪ ॥ বৃষ্টিপাত হইতেছে এমত সময়ে এই সমস্ত মন্ত্রপাঠ করতঃ "অয়ং মে বজ্রঃ" অনাবৃত হইয়া গমন করিবে এবং পশ্চিমদিগে মস্তক রাখিয়া অথবা নগ্নাদি অবস্থায় শয়ন করিবে না ॥ ১৩৫ ॥ নিষ্ঠীবন, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, এবং রেতঃ জলে নিক্ষেপ করিবে না। অগ্নিতে চরণদ্বয় তপ্ত করিবে না এবং অগ্নিকে লঙ্ঘন করিবে না ॥ ১৩৬ ॥ অঞ্জলিদ্বারা জলপান করিবে না। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে না।

* ইহা কাম্যসোমপানাদির বিধান হইল। নিত্যকর্ত্তব্য সোমপানে ধনী দরিদ্র বিচার নাই।

† এই সকল কর্ম্ম নিত্যকর্ত্তব্য

দ্যূত বা ধর্ম্ময় অর্থাৎ পশুহিংসাদিদ্বারা ক্রীড়া করিবে না এবং রোগীর সহিত একত্র শয়ন করিবে না॥ ১৩৭॥

জনপদবিরুদ্ধ, কুলাচারবিরুদ্ধ এবং গ্রামবিরুদ্ধ কর্ম্ম, চিতাধূম স্পর্শ, বাহুদ্বারা নদীসন্তরণ, আর, কেশ, ভস্ম, তুষ, অঙ্গার, কপাল ও অস্থিকার্পাসাদিতে অবস্থিতি এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে॥ ১৩৮॥ বৎস গাভীর স্তন্যপান করিতেছে, এমন সময়ে তৎস্বামীকে এ কথা বলিয়া দিবে না আপনিও নিবর্ত্তিত করিবে না। কুপথ দ্বারা নগর গ্রাম, মন্দির, ইত্যাদি কোন স্থলেই প্রবেশ করিবে না, কৃপণ ও শাস্ত্রাতিক্রমী রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না॥ ১৩৯॥ সূনী, অর্থাৎ হিংসাপর, তৈলিক, সুরাবিক্রয়ী, বেশ্যা এবং পূর্ব্বোক্ত রাজা এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির মধ্যে যথাক্রমে পর পর ব্যক্তি প্রতিগ্রহ বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক দশগুণ দুষ্ট। অর্থাৎ সূনী হইতে তৈলিক, তাহা হইতে সুরাবিক্রয়ী ইত্যাদি॥ ১৪০॥ ওষধি প্রাদুর্ভূত হইলে, শ্রাবণী পূর্ণিমা, শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত অন্য কোন দিন, অথবা হস্তা নক্ষত্রযুক্তা পঞ্চমীতে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিবে। উক্ত সময়ে ওষধি প্রাদুর্ভূত না হইলে ভাদ্র মাসে শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দিনে বা তন্মাসীয় পূর্ণিমায় আরম্ভ করিবে॥ ১৪১॥ পৌষমাসীয় রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত দিনে, অথবা অষ্টকা তিথিতে, গ্রামের বহির্ভাগে জলসমীপে বেদাধ্যয়নের যথাবিধি উৎসর্গ করিবে॥ ১৪২॥ শিষ্য, ঋত্বিক্, গুরু বন্ধু বা স্বশাখাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়ের মৃত্যু হইলে, উপাকর্ম্মে ও উৎসর্গে, তিন দিন অনধ্যায়॥ ১৪৩॥

সন্ধ্যাগর্জ্জন, নির্ঘাত (অর্থাৎ আকাশে, উৎপাতসূচকধ্বনি বিশেষ) ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বেদের মন্ত্রভাগ কিম্বা ব্রাহ্মণভাগের সমাপ্তি, এবং উপনিষদধ্যয়নে, অহোরাত্র অনধ্যায়॥ ১৪৪॥ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণদিন, এবং ঋতুসন্ধির (অর্থাৎ এক ঋতুর অবসানে অন্য ঋতুর আরম্ভ সময়ে) অন্তর্গত প্রতিপদে (অর্থাৎ চৈত্র, শ্রাবণ, ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিপদে*) অহোরাত্র অনধ্যায়। একোদ্দিষ্ট ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধিক অন্ন ভোজন অথবা শ্রাদ্ধিকদ্রব্য প্রতিগ্রহদিনেও অহোরাত্র অনধ্যায়। (একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধিক অন্ন ভোজনাদিতে তিনদিন অনধ্যায়)॥ ১৪৫॥ গো, মেষ, ছাগ, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ এবং মনুষ্য, এই সপ্তবিধ গ্রাম্য, মহিষ, বানর, ভল্লুক, সরীসৃপ, রুরু, পৃষত এবং মৃগ এই সপ্তবিধ আরণ্য, সমষ্টিতে এই চতুর্দ্দশবিধ পশু, মণ্ডূক, নকুল, কুক্কুর, সর্প, বিড়াল, মূষিক ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটী, অধ্যয়নপর ছাত্র এবং অধ্যাপনপর গুরু এই উভয়ের মধ্য দিয়া গমন করিলে, এবং শক্রধ্বজের পতন ও উত্থানদিনে অহোরাত্র অনধ্যায়॥ ১৪৬॥ কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, বা পেচক শব্দ করিলে (১।২।৩।৪) সামগান হইলে (৫) বাণের (অর্থাৎ শর সম্পাতের কিম্বা বীণাদির) শব্দ অথবা আর্ত্তনাদ হইলে (৬।৭) অপবিত্র, শব, শূদ্র, অন্ত্য, (অর্থাৎ চাণ্ডালাদি নীচ জাতি) শ্মশান, এবং পতিত ব্যক্তির সন্নিধানে (৮।৯।১০।১১।১২।১৩) অশুচিদেশে (১৪) আপনার অশুচিঅবস্থায় (১৫) বর্ষাসময়ে অথচ সন্ধ্যাভিন্ন কালান্তরে) পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ বা পুনঃ মেঘ নির্ঘোষ হইলে (১৬।১৭) ভোজন করিবার পর হস্ত আর্দ্র থাকিতে (১৮) জলমধ্যে (১৯), অর্দ্ধরাত্রে (২০), প্রবল বায়ু বহিলে (২১), ঔৎপাতিক ধূলিবর্ষে (২২) দিগ্দাহে (২৩), সায়ং ও প্রাতঃসন্ধ্যাকালে (২৪), কুজ্ঝটিকা হইলে (২৫), রাজা বা চোরাদির ভয় উপস্থিত হইলে (২৬), ধাবন করিতে করিতে (২৭), দুর্গন্ধ বা মদ্যাদি গন্ধ পাইলে (২৮), শিষ্ট ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে (২৯), গর্দ্দভ, উষ্ট্র, রথ, হস্তী, অশ্ব, নৌকা, বৃক্ষ, ঈরিণ, (অর্থাৎ ঊষর, বা মরুভূমি)

---

* এইস্থানে ঋতু শব্দ ষড় ঋতু বোধক নহে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত এই প্রধান ঋতুত্রয়বোধক। বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা দ্বারা ইহাই বুঝা গেল। এস্থলে মূলে পুনর্ব্বার অহোরাত্র গ্রহণ পূর্ব্বোক্ত নির্ঘাতাদি উল্কাপাতান্ত স্থলে আকালিকত্বজ্ঞাপনের জন্য। যে সময়ে এই সকল উপস্থিত হয়, পর দিন সেই সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী কাল্যাদির নাম আকালিক।

এই সকল স্থানে অবস্থিতি করিবার সময় (৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭), অধ্যয়ন করিবে না। (অর্থাৎ কুক্কুর-শব্দাদি, অনধ্যায়ের নিমিত্ত) ঋষিগণ, এই সপ্তত্রিংশৎ প্রকার নিমিত্তাধীন অনধ্যায়কে, তাৎকালিক (অর্থাৎ নিমিত্ত যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী) বলিয়া মানিয়া থাকেন (শয়নাদি আরও কতগুলি অনধ্যায়ের নিমিত্ত আছে), ॥১৪৭—৫০॥ দেবপ্রতিমা, ঋত্বিক্‌, স্নাতক, আচার্য্য, এবং পর স্ত্রীর ছায়া; রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, নিষ্ঠীবন, এবং উদ্বর্ত্তন (অর্থাৎ যে সকল হরিদ্রাদি, গাত্রে মাখা হইয়াছিল তাহা), ইত্যাদি (অর্থাৎ স্নান জলাদি) কতগুলি দ্রব্য. ইহাতে দণ্ডায়মান হইবে না, এবং ইহা লঙ্ঘন করিবে না॥ ১৫১॥ বিপ্র (অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ), সর্প, রাজা, এবং আপনাকে কদাপি অবজ্ঞা করিবে না। মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা করিবে। কাহারও মনে ব্যথা দিবে না॥ ১৫২॥ উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পাদোদক (অর্থাৎ যে জল দ্বারা পাদপ্রক্ষালন করা হইয়াছে তাহা), গৃহ হইতে দূরে পরিত্যাগ করিবে। শ্রুতি স্মৃতি কথিত আচার, নিত্য সম্পূর্ণরূপে আচরণ করিবে ।১৫৩॥ গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি এবং অন্ন, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিবে না। আর পাদ দ্বারা উহাদিগকে কখনই স্পর্শ করিবে না। কাহারও নিন্দা বা তাড়ন করিবে না। তবে শিক্ষার্থ পুত্র এবং শিষ্যকে (সামান্য রূপ) তাড়না করিবে॥ ১৫৪॥ বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা, যত্ন সহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত কার্য্যও লোকগর্হিত হইলে তাহা করিবে না। (যথা মধুপর্কে গোবধাদি)। কারণ,তাহা (লোকসম্মত অগ্নিষ্টোমাদির ন্যায়) স্বর্গসাধন নহে॥১৫৫॥ জননী, জনক অতিথি, বৈমাত্রেয় ও সহোদর ভ্রাতা, সধবা স্ত্রী, সংবন্ধী (অর্থাৎ বৈবাহিক, শ্বশুর শ্যালকাদি) মাতুল, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, আচার্য্য, বৈদ্য, আশ্রিত, বান্ধব (অর্থাৎ পিতৃপক্ষীয় ও মাতৃপক্ষীয় বন্ধু), ঋত্বিক্‌, পুরোহিত, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, দাস এবং সনাভি (অর্থাৎ সহোদরা ভগিনী কিম্বা জ্ঞাতিগণ), ইহাদিগের সহিত গৃহস্থ ব্যক্তি,—বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, প্রাজাপত্যাদি সমস্ত লোক প্রাপ্ত হ'ন॥ ১৫৬। ১৫৭॥ পঞ্চপিণ্ড, উদ্ধৃত না করিয়া, পরকীয় জলাশয়ে স্নান করিবে না। নদী, দেবনির্ম্মিত খাত, হ্রদ এবং প্রস্রবণে স্নান করিবে (তাহাতে পঞ্চপিণ্ড উদ্ধার করিতে হইবে না)॥ ১৫৮॥ শয্যা আসন উদ্যান গৃহ এবং রথাদি যান এই সকল বস্তু পরকীয় হইলে, অনুমতি ব্যতীত তাহা উপভোগ করিবে না। অগ্নিহীন ব্যক্তির (অর্থাৎ যাহাদিগের শ্রৌতস্মার্ত্ত অগ্নিতে অধিকার নাই তাহাদিগের—শূদ্রাদির, অথবা ঐ-অগ্নি-রহিত ব্রাহ্মণের) অন্ন, আপৎকাল ব্যতিরেকে ভোজন করিবে না॥ ১৫৯॥ কদর্য্য (অর্থাৎ কৃপণ), নিগড়াদিবদ্ধ, চোর, ক্লীব, রঙ্গাবতারী (অর্থাৎ নটচারণাদি), বৈণ (অর্থাৎ বেণুজীবী—ডোম) অভিশস্ত (অর্থাৎ "পাতিত্যজনক দুষ্কার্য্যকারী" বলিয়া যাহার অপবাদ রটিয়াছে) বার্দ্ধুষী, বেশ্যা, গণ, (অর্থাৎ বহুলোক) দীক্ষী (অর্থাৎ অগ্নীষোমীয় যজ্ঞের পূর্ব্বে যজ্ঞদীক্ষিত), * চিকিৎসাজীবী, আতুর, ক্রুদ্ধ, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, মত্ত, শত্রু, ক্রূর, উগ্রকর্ম্মা (অর্থাৎ দারুণ কর্ম্মা) পতিত, ব্রাত্য, দাম্ভিক, (অর্থাৎ লোকরঞ্জনার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী) নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্টভোক্তা, পতিপুত্ররহিতাস্ত্রী, স্বর্ণকার, স্ত্রীজিত, গ্রামযাজী অর্থাৎ বহুযাজী, লৌহবিক্রয়ী, লোহকার, তক্ষাদি, তন্তুবায়, শ্বজীবী, নৃশংস (অর্থাৎ নির্দ্দয়), রাজা, রজক (অর্থাৎ বস্ত্রের রঙ করে যে), কৃতঘ্ন, বধজীবী (অর্থাৎ প্রাণিবধ দ্বারা জীবনধারণ করে যে) চেলনির্ণেজক (অর্থাৎ বস্ত্রের মলাপনয়নকারী) মদ্যবিক্রয়জীবী, সহোপপতিবেশ্যা (অর্থাৎ যাহার বাড়ীতে উপপতি, যাওয়া

* মনু ৪ অধ্যায় ২০৯—১০ শ্লোকে গণান্ন, এবং দীক্ষিতান্ন অভোজ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হওয়ায় মূলস্থ "গণদীক্ষিণাং" কথাটির এই অর্থ করিলাম। মিতাক্ষরায় গণদীক্ষী শব্দে বহুযাজী—বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইজন্য উহাতে বক্ষ্যমাণ গ্রামযাজী শব্দে গ্রামের শান্তিকর্ত্তা কিম্বা বহুব্যক্তির উপনয়নদাতা এই অর্থ করিতে হইয়াছে নচেৎ ব্যর্থোক্তি হয়।

আসা করে), পিশুন (অর্থাৎ পরদোষ প্রকাশক), মিথ্যাবাদী, চাক্রিক (অর্থাৎ তৈলিক), বন্দী (অর্থাৎ স্তাবক) এবং সোমরস বিক্রেতা, ইহাদিগের অন্নভোজন করা নিষিদ্ধ॥ ১৬০—১৬৪॥ (অগ্নিহীনের অন্ন অভোজ্য এই বিধানদ্বারা শূদ্রান্নভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু) দাস, গোপালক, কুলমিত্র (অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বপুরুষ হইতে আপনাদিগের মিত্রতা চলিতেছে) অর্দ্ধসীরী (অর্থাৎ যাহার সহিত একজমীতে আধাআধি করিয়া চাষ দেওয়া হয়,) নাপিত, এবং যে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে,শূদ্রজাতির মধ্যে কেবল ইহাদিগের অন্ন ভোজ্য *॥ ১৬৫॥ ইতিস্নাতকব্রতপ্রকরণ। এক্ষণে জাতিধর্ম্ম কথিত হইতেছে। অনর্চ্চিত (অর্থাৎ মাননীয় ব্যক্তিকে উপযুক্তসম্মান-সহকারে যাহা প্রদত্ত হয় নাই), বৃথা মাংস (অর্থাৎ দেবপূজাদির নিমিত্ত যাহার পাক হয় নাই), কেশযুক্ত, কীটযুক্ত, শুক্ত (অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ মধুর হইলেও দধ্যাদি সংযোগে অম্ল হয়), পর্য্যুষিত (একরাত্রি-অন্তরিত) উচ্ছিষ্ট, কুকুরস্পৃষ্ট, পতিতদৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, সংঘুষ্ট, (অর্থাৎ এ অন্ন কে খাইবে এইরূপ ঘোষণাদ্বারা যাহা প্রদত্ত হয়), পর্য্যায়ান্ন (অর্থাৎ বস্তুতঃ একের অন্ন, অপরের বলিয়া প্রদত্ত হইলে উহাকে পর্য্যায়ান্ন কহে), গো-আঘ্রাত, পক্ষির-উচ্ছিষ্ট, জ্ঞান পূর্ব্বক পদদ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না॥ ১৬৬। ১৬৭॥ পর্য্যুষিত অদনীয় বস্তু ঘৃতাদিস্নেহযুক্ত হইয়া বহুদিন থাকিলেও তাহা ভোজ্য। বহুদিনের পর্য্যুষিত গোধূম চূর্ণ পিষ্টক, যবচূর্ণপিষ্টক ও দুগ্ধবিকার (অর্থাৎ শুষ্ক ক্ষীরাদি), স্নেহাক্ত না হইলেও (যদি বিস্বাদ না হয়) ভোজ্য॥১৬৮॥ সন্ধিনী (অর্থাৎ যে বৃষসংসৃষ্টা, কিম্বা একবেলা অতিক্রম করিয়া যাহাকে দোহন করা হয়, অথবা অন্য বৎসের দ্বারা স্তন্যপান করাইয়া যাহার দোহন করিতে হয়) অনির্দ্দশা (অর্থাৎ যাহার প্রসবের পর দশদিন অতিবাহিত হয় নাই) এবং বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ, উষ্ট্র, একশফ (অর্থাৎ বড়বাদি) অজা ব্যতীত সকল দ্বিস্তনী স্ত্রী, মহিষী ব্যতীত সকল আরণ্য, এবং মেষ, ইহাদিগের দুগ্ধ,ও শকৃন্মূত্র, ব্যবহার করিবে না॥ ১৬৯॥ দেবপূজার্থ প্রস্তুত হবিঃ (দেবপূজার পূর্ব্বে), শোভাঞ্জন, রক্তবর্ণবৃক্ষনির্য্যাস, ছেদনজাতবৃক্ষনির্য্যাস, যজ্ঞে অদত্ত পশুর মাংস,বিষ্ঠাস্থানে উৎপন্ন, অপানদেশ দ্বারা উদর-নিঃসৃত বীজ হইতে উৎপন্ন, কবক (অর্থাৎ পাতালকোঁড়,) মাংসাসী পক্ষী, দাত্যূহ অর্থাৎ (চাতক) শুক, প্রতুদ (অর্থাৎ শ্যেনাদি) টিট্টিভ, সারস, একশফ (অর্থাৎ অশ্বাদি) হংস, পারাবতাদি সকল গ্রাম্যপক্ষী, ক্রৌঞ্চ, জলকুক্কুট, চক্রবাক, বলাকা, বক, বিষ্কির (অর্থাৎ চকোরাদি,) দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে প্রস্তুত কৃসর (অর্থাৎ তিলমুদ্গসিদ্ধ ওদন,) সংযাব (অর্থাৎ ক্ষীরগুড়ঘৃতাদি দ্বারা নির্ম্মিত) পায়স, অপূপ (অর্থাৎ স্নেহাপক গোধূমবিকার,) শষ্কুলী (অর্থাৎ স্নেহপক গোধূমবিকার) কলবিঙ্ক, দ্রোণকাক, কুরর, বৃক্ষকুট্টক, জালপাদ (অর্থাৎ যে সকল পক্ষীর পাদ জালাকৃতি, অজাল পাদ হংসও আছে এইজন্য পূর্ব্বে হংসের পুনরুল্লেখ আছে,) খঞ্জন, অজ্ঞাত জাতিমৃগপক্ষী, চাষ, কলহংসাদিরক্তপাদ, (এই সকল পক্ষী) সৌন (অর্থাৎ বধস্থানস্থস্থতমাংস) শুষ্কমাংস, এবং মৎস্য, (ভোজন করিবে না।) যদি জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করে ত, তিনদিন উপবাস করিয়া থাকিবে *॥ ১৭০—১৭৪॥ পলাণ্ডু, গ্রাম্যশূকর, ছত্রাক, গ্রামকুক্কুট, লশুন, এবং গৃঞ্জন (অর্থাৎ গাঁজর) ইহা, জ্ঞানপূর্ব্বক সকৃৎ ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে॥ ১৭৫॥ পঞ্চনখের মধ্যে, শ্বাবিৎ,গোধা, কচ্ছপ, শল্লকী, এবং শশ, (আর গণ্ডার) মৎস্যের মধ্যে, সিংহতুণ্ড, রোহিত, পাঠীন, রাজীব, এবং সশল্ক (চিংড়িপ্রভৃতি মৎস্য), দ্বিজগণের ভক্ষ্য। (ইহা

* এ বিধিও এক্ষণে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

* এই প্রায়শ্চিত্ত বিধায়ক বচন অন্য স্মৃত্যুক্ত বচনের সহিত বিরুদ্ধ হইলে, জ্ঞানপূর্ব্বক, অজ্ঞানপূর্ব্বক, আপদে, নিরাপদে, বহুবার ভোজন, সকৃৎ ভোজন, সম্পূর্ণ ভোজন, অসম্পূর্ণ ভোজন, ইত্যাদি অবস্থা ভেদে মীমাংসা করিতে হইবে। আর এস্থলের পুনরুক্তি, প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য সূচনাদির জন্য।

দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্ম, এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য চাতুর্বর্ণ্য-সাধারণধর্ম্ম বলিতেছেন),হে মুনিগণ! অতঃপর মাংসভক্ষণ ও মাংসবর্জ্জনবিষয়ে বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৭৭ ॥১৭৮॥ মাংসভক্ষণ অভাবে প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা হইলে,(১) শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া, (২) প্রোক্ষিত (অর্থাৎ প্রোক্ষণনামক শ্রৌতসংস্কারসংস্কৃত যাগার্থ পশুর হুতাবশিষ্ট মাংস) (৩) এবং ব্রাহ্মণ, দেব, বা পিতৃগণকে অর্পণ করিয়া তদবশিষ্ট (৪—৬) মাংস ভোজন করিলে দোষী হইবে না॥ ১৭৮॥ যে দুরাচার; অবিধিপূর্ব্বক (অর্থাৎ যজ্ঞাদি উদ্দেশ ব্যতীত) পশুহত্যা করে, সে, সেই পশুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, ততদিন ঘোর নরকে বাস করে॥ ১৭৯॥ (প্রোক্ষিতাদিব্যতীত মাংস ভোজন করিব না ঐইরূপ সঙ্কল্প পূর্ব্বক) মাংসভোজনপরিত্যাগ করিলে, অভিলষিত সকলবিষয় নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হয়। (বর্ষে বর্ষে) অশ্বমেধ ফল লাভ করে। এবং সেই মাংসত্যাগী ব্রাহ্মণাদি যে কোন বর্ণ, গৃহস্থ হইলেও সকলের নিকট মুনির ন্যায় মান্য হইবে॥১৮০॥ ইতি ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রকরণ। সুবর্ণময় রজতময়, পাত্র অব্জ (অর্থাৎ শঙ্খ মুক্তাদি), যজ্ঞীয় উলূখলাদি ঊর্দ্ধপাত্র, ষোড়শি প্রভৃতি গ্রহ, অশ্ম (অর্থাৎ মণি প্রস্তর) শাক, রজ্জু, মূল, ফল, বস্ত্র, বিদল চর্ম্ম প্রভৃতি, প্রোক্ষণীপাত্র প্রভৃতি পাত্র, এবং চমস (গোদোহনপাত্র বিশেষ) (এই সকল বস্তু মাত্র উচ্ছিষ্ট স্পৃষ্ট হইলে,) কেবল জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চরুস্থলী, স্রুক্, স্রুব, ও প্রাশিত্রহরণাদি সস্নেহ পাত্র, স্ফ্য (অর্থাৎ বজ্র নামক যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ), শূর্প, যজ্ঞীয় অজিন, ধান্য, মুষল, উলূখল, এবং শকট এই সকল বস্তুর উষ্ণবারি দ্বারা শুদ্ধি (গৃহীতের পুনর্গ্রহণ, অপবিত্রতাধিক্যে শৌচ নির্ণয়ের জন্য) *। শয্যা প্রভৃতি সংহত দ্রব্য এবং রাশীকৃত ধান্য—বস্ত্র—শাকাদির প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি॥১৮১—৮৩॥ দারুময়, শৃঙ্গময় এবং অস্থিময় পাত্রের তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি, বিল্ব-অলাবু-নারিকেলাদি-ফল-সম্ভূত-পাত্র, গোলাঙ্গুল-কেশ দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই শুদ্ধ হইবে, এবং যথোক্তরূপে শোধিত যজ্ঞীয় পাত্রগণকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে দক্ষিণ করতল বা কুশাদি দ্বারা ঘর্ষণে শুদ্ধ করিয়া লইবে, (ইহা সংস্কারার্থ)॥ ১৮৪॥ মেষলোমজাত, এবং কৌশিকবস্ত্র—ক্ষার মৃত্তিকা, গোমূত্র, এবং জল দ্বারা, বল্কলতন্তু নির্ম্মিত অংশুপট্ট—বিল্বফল, গোমূত্র এবং জলদ্বারা, পার্ব্বতীয়-ছাগ-রোমনির্ম্মিত কম্বল—অরিষ্ট, গোমূত্র, এবং জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। (অশুচি দ্রব্য লাগিয়া থাকিলে এইরূপ শুদ্ধি)॥১৮৫॥ ক্ষৌমবস্ত্র—গৌরসর্ষপ, গোমূত্র, এবং জলদ্বারা, মৃন্ময় পাত্র (বিশেষ অশুচি না হইলে) পুনঃ পাক দ্বারা শুদ্ধ হইবে। শিল্পীগণের হস্ত, বিপণিস্থ যবব্রীহ্যাদি বিক্রেয় দ্রব্য, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য, এবং স্ত্রীমুখ, সর্ব্বদা পবিত্র॥ ১৮৬॥ মার্জ্জন, দাহন, কাল (অর্থাৎ যতদিনে সেই অপবিত্র বস্তুর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়), গোপ্রচার, সেক (অর্থাৎ গোময়াদি জলসেক বা বৃষ্টি), উল্লেখন (অর্থাৎ তক্ষণ, বা খনন) এবং গোময়াদি দ্বারা লেপন, (অপবিত্রতার ন্যূনাধিক্য অনুসারে) এতৎ সমস্ত বা ইহার মধ্যে যে কোন একটী দ্বারা অশুচি ভূভাগ শুদ্ধ হইবে। মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা গৃহ শুদ্ধি হইবে (গৃহের মার্জ্জন ও লেপন প্রত্যহ কর্ত্তব্য ইহা বুঝাইবার জন্য ইহা উক্ত হইল)॥১৮৭॥ ভক্ষণীয় বস্তু—গো, ঘ্রাত, কেশদূষিত কীট-দূষিত বা মক্ষিকা-দূষিত হইলে, শুদ্ধির জন্য তাহাতে ভস্ম বা মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে। ১৮৮॥ ত্রপু, সীসক এবং তাম্র-পিত্তলাদি (অপবিত্রতানুসারে) ক্ষারজল অম্লজল, এবং কেবল জলদ্বারা, আর, কাংস্য, লোহ, ভস্ম-জলদ্বারা, প্রস্থাধিক ঘৃতাদি দ্রব্য, অধিক ঘৃতাদির সহিত মিশ্রণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। (তৎপরিমিত বা তন্ন্যূন ঘৃতাদি দ্রব্য ছাকিয়া লইলে শুদ্ধ হইবে)॥ ১৮৯॥ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা গন্ধলেপ দূর করিলে, মূত্র-

* কুল্লূক ভট্টের মতে, চরুস্থলী প্রভৃতি স্নেহযুক্ত হইলেই উষ্ণবারি দ্বারা তাহার শুদ্ধি, নচেৎ কেবল জল দ্বারা। নিস্নেহ উলূখলাদির শুদ্ধি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এ বচনে সস্নেহের শুদ্ধি উক্ত হইতেছে।

পুরীষাদি-অপবিত্র-দ্রব্য-লিপ্ত সুবর্ণরজতাদি, শুদ্ধ হইবে। বাক্‌শস্ত (অর্থাৎ "ইহা শুচি" এইরূপ কথা দ্বারা প্রশংসিত) অথবা যথাসম্ভব প্রক্ষালিত সলিল প্রোক্ষিত অবিজ্ঞাত বস্তু (অর্থাৎ শুচি কি অশুচি বলিয়া যাহা জ্ঞাত হয় নাই) সর্ব্বদাই শুচি॥ * ॥১৯০॥ গোতৃপ্তি কৃৎ (অর্থাৎ যাহা পান করিলে গোর তৃপ্তি জন্মিতে পারে), প্রকৃতিস্থ এবং মহীগত (অর্থাৎ অশুদ্ধ ভূমিতে স্থিত হইলেও) জল, শুচি (অর্থাৎ আচমনাদি যোগ্য)। আর, কুক্কুর, চাণ্ডাল, ব্যাঘ্র রাক্ষসাদি মাংসাশী প্রাণী, এবং পুক্কসাদি ইহারা যে মাংস নিপাতিত করে তাহা পবিত্র॥১৯১॥ সূর্য্যাদির কিরণ, অগ্নি, অজাদিসংস্পৃষ্ট ব্যতীত অন্য ধূলী, ছায়া, গো, অশ্ব, পৃথিবী, বায়ু, হিমকণা, ও মক্ষিকা এই সকল বস্তু, চাণ্ডালাদিস্পৃষ্ট হইলেও স্পর্শকালে শুদ্ধ এবং বৎস, প্রস্রবণ (অর্থাৎ পানজনকব্যাপার দ্বারা, স্তন হইতে, দুগ্ধাকর্ষণ) কালে, শুচি (বালকের আচরণও পবিত্র)॥ ১৯২॥ অজ এবং অশ্বের মুখ, পবিত্র, গোর মুখ পবিত্র নহে। বসা প্রভৃতি শারীর মল, অপবিত্র। চন্দ্র সূর্য্যের রশ্মি ও বায়ু দ্বারা পথসকল পরিশুদ্ধ হয়॥ ১৯৩॥ মুখচ্যুত বিন্দু, আচমনাবশিষ্টজলকণা, এবং মুখমধ্য প্রবিষ্ট শ্মশ্রু, অপবিত্র নহে। অপরিচ্যুত দন্তলগ্ন বস্তুও দন্তবৎ পবিত্র॥ ১৯৪॥ পূর্ব্বে আচমন করিয়া থাকিলেও, স্নান, পান, ক্ষবণ (হাঁচি), নিদ্রা, ভোজন, রথ্যোপসর্পণ (অর্থাৎ পথবেড়ান), এবং বস্ত্রপরিধানের পর, (আর রোদন অধ্যয়নাদির পর) পুনরাচমন করা কর্ত্তব্য॥ ১৯৫॥ পথস্থিত, পঙ্ক এবং জল, আর পক্কেষ্টকচিত ধবলগৃহাদি; চাণ্ডালাদি নীচজাতি, কুক্কুর এবং বায়সে স্পর্শ করিলে, তাহা বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হইবে॥ ১৯৬॥ ইতি দ্রব্য শুদ্ধি প্রকরণ। ব্রহ্মা বিশুদ্ধ ধ্যান করিয়া বেদ রক্ষা পিতৃলোক দেবলোকের তৃপ্তি, এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য, ব্রাহ্মণ দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ১৯৭॥ কর্ম্ম এবং জাতিদ্বারা ব্রাহ্মণগণ সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ উৎকৃষ্ট। তাহার মধ্যে কর্ম্মীগণ প্রধান এবং তাহাদিগের মধ্যেও উত্তমআত্মতত্ত্বজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ॥ ১৯৮॥ কেবল বিদ্যা কেবল তপস্যা (কেবল কর্ম্ম, অথবা কেবল জাতি) দ্বারা সম্পূর্ণ পাত্র হয় না। কিন্তু যাহার (জাতি) কর্ম্ম এবং বিদ্যাতপস্যা এই উভয় আছে, পূর্ব্বে ঋষিগণ, তাহাকেই সম্পূর্ণপাত্র বলিয়াছেন॥ ১৯৯॥ গো, ভূমি, তিল এবং সুবর্ণাদি বস্তু অর্চ্চনাপূর্ব্বক (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত উদক দানাদিরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা পূর্ব্বক) পাত্রে (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সম্পূর্ণপাত্রে, তদভাবে কেবল বিদ্যাদি সম্পন্ন অসম্পূর্ণ পাত্রে) দান করিবে। কিন্তু আত্মহিতৈষী বিদ্বান্ ব্যক্তি অপাত্রে কিছুই অর্পণ করিবেন না॥ ২০০॥ বিদ্যাহীন বা তপোহীন ব্যক্তি, প্রতিগ্রহ করিবে না। কারণ, তাদৃশ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিলে, দাতাকে এবং আপনাকে অধোগামী করে॥ ২০১॥ (অপতিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পাত্রে প্রত্যহ যথাশক্তি যথাবিধি দান করিবে। চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে ত বিশেষ যত্নপূর্ব্বক দিবে। এবং যাচিত হইয়াও শ্রদ্ধাসহকারে, যথাশক্তি দান করিবে। (তবে অযাচিত হইয়া দান, যাচিত হইয়া দানাপেক্ষা অধিক ফলজনক)॥ ২০২॥ স্বর্ণময় শৃঙ্গ, রৌপ্যময় খুর, বস্ত্র, কাংস্যপাত্র এবং যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে॥ ২০৩॥ এই গাভীদাতা, দত্ত গাভীর যত রোম থাকে; ততবৎসর স্বর্গে বাস করেন, আর ঐ দত্তগাভী, যদি কপিলা হয়, তাহা হইলে আপনার উদ্ধার ত হয়ই অধিকন্তু পিত্রাদি ছয় পুরুষকেও উদ্ধার করে॥ ২০৪॥ যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে (অর্থাৎ স্বর্ণময় শৃঙ্গাদির সহিত) উভয়তোমুখী গো দান করে, সেই গাভীদাতা, বৎস এবং গাভীর

* বহুসম্মত ব্যাখ্যা এই—বাক্‌শস্ত (অর্থাৎ শৌচাশৌচ সন্দেহ হইলে, প্রামাণিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক "শুচি" বলিয়া কথিত। অদ্ভির্নির্ণিক্ত (অর্থাৎ অমৃতশুদ্ধি দ্রব্য এবং সন্দেহস্থলে বাক্‌শস্ত না হইলে, যথা সম্ভব প্রক্ষালিত বা প্রোক্ষিত) এবং অবিজ্ঞাত (অর্থাৎ যে দ্রব্যের প্রতি অশুচি বলিয়া একেবারে সংশয় হয় নাই। এই সকল বস্তু সর্ব্বদাই শুচি।

রোমসমসংখ্যক বর্ষ, স্বর্গে বাস করে॥ ২০৫॥ বৎসের সম্মুখস্থিত পদদ্বয় এবং মুখ, যে সময়ে মাতৃগর্ভনিক্রান্ত হইয়া দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় সেই সময় হইতে (প্রসূতি গাভীকে উভয়তোমুখী কহে) যে সময় পর্য্যন্ত বৎস ভূমিষ্ঠ না হয় তাবৎকাল ঐ গাভীকে পৃথিবী বলিয়া জানিবে॥ ২০৬॥ হেমশৃঙ্গাদি হউক বা না হউক, ধেনু (অর্থাৎ দুগ্ধদা) কিম্বা অধেনু (অর্থাৎ অবন্ধ্যা অথচ তৎকালে দুগ্ধদিতেছে না) গাভী কোনরূপে দান করিলে দাতা স্বর্গে আদৃত হ'ন। যদি দত্ত গাভীটী কেবল রুগ্না এবং বিশেষ দুর্ব্বলা না হয়॥ ২০৭। শ্রান্তের শ্রমাপনোদন, রোগীর পরিচর্য্যা, দেব দেবীর পূজা ও উপযুক্ত ব্যক্তির পাদপ্রক্ষালনা এবং উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, গোদানের তুল্য॥ ২০৮॥ ফলদায়িনী ভূমি, দেবালয়, অন্ন, বস্ত্র, জল, তিল, ঘৃত, প্রবাসিদিগের আশ্রয়, নৈবেশিক (অর্থাৎ কন্যা), সুবর্ণ এবং ভার-বাহীবলীবর্দ্দ প্রদান করিলে স্বর্গলোকে আদৃত হয়॥ ২০৯॥ গৃহ, ধান্য, অভয়, পাদুকা, ছত্র, মাল্য, কুঙ্কুমাদি অনুলেপন, রথাদি যান, আম্রাদি বৃক্ষ, প্রিয়-বস্তু (অর্থাৎ যাহার যে বস্তু প্রিয়, তাহাকে সেই বস্তু এমন কি ধর্ম্মাদি পর্য্যন্ত) এবং শয্যা দান করিলে অতিশয় সুখভোগ করে॥ ২১০॥ যে হেতু বেদ, সর্ব্বধর্ম্মময় অতএব ঐ বেদদান সর্ব্বদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা দান করিলে অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়॥২১১॥ যিনি প্রতিগ্রহ সমর্থ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাত্র) হইয়াও প্রতিগ্রহ করেন না। যে সকল স্থান নিরন্তরদানকর্ত্তাদিগের প্রাপ্য, তিনি সেই সমস্ত স্থান প্রাপ্ত হ'ন॥ ২১২॥ কুশ, শাক, দুগ্ধ, মৎস্য, গন্ধ, পুষ্প, দধি, পৃথিবী, মাংস, শয্যা, আসন এবং ভ্রষ্টযব এই সকল বস্তু কেহ দান করিতে আসিলে তাহা ফিরাইয়া দিবে না॥ ২১৩॥ কারণ প্রার্থনা ব্যতিরেকে আনীত বস্তু দুষ্কার্য্য কারীর নিকট, হইতেও গ্রহণ করা যায়। কেবল কুলটা নপুংসক, পতিত এবং শত্রুর নিকট গ্রহণ করা যায় না॥ ২১৪॥ দেবতা ও অতিথির পূজা, মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের ও ভার্য্যা পুত্রাদি পোষ্যবর্গের পোষণ এবং নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পতিতাদি অত্যন্ত কুৎসিত ব্যক্তি ভিন্ন সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে॥ ২১৫॥ ইতিদান-প্রকরণ। অমাবস্যা, অষ্টকা, বৃদ্ধি (গর্ভধানাদি) অপরপক্ষ, দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তি উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, কৃষ্ণসারমাংসাদিপ্রাপ্তিকাল বক্ষ্যমাণ-ব্রাহ্মণসম্পত্তি-লাভ-কাল, মেষ সংক্রান্তি, তুলা সংক্রান্তি, সামান্য সংক্রান্তি, ব্যতীপাত-যোগ, গজচ্ছায়া, (চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে, সূর্য্য হস্তা নক্ষত্রে থাকিতে ত্রয়োদশী তিথি হইলে গজচ্ছায়া হইয়া থাকে), চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ, এবং যে সময়ে শ্রাদ্ধ করিতে বিশেষ ইচ্ছা হয় এই সকল কাল শ্রাদ্ধকাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে॥ ২১৭। ২১৭॥ চতুর্ব্বেদাধ্যয়নক্ষম, (১) শ্রোত্রিয়, (২) ব্রহ্মজ্ঞ, (৩) বেদার্থবিৎ (অর্থাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদের অর্থজ্ঞ (৪) জ্যেষ্ঠসামা (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠসাম সামবিশেষ, যে ব্যক্তি যথোচিত ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা অধ্যয়ন করে) (৫) ত্রিমধু (অর্থাৎ ত্রিমধু, ঋগ্বেদের একদেশ যিনি যথোচিত ব্রতচর্য্যা সহকারে উহা অধ্যয়ন করেন) (৬) ত্রিসুপর্ণ (অর্থাৎ ত্রিসুপর্ণ ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের একদেশ, যিনি যথোচিত ব্রতচার্য্যা সহকারে উহা অধ্যয়ন করেন) (৭) স্বস্রীয় (৮) ঋত্বিক্ (৯) জামাতা (১০), যাজ্য (১১), শ্বশুর (১২), মাতুল (১৩), ত্রিণাচিকেত (অর্থাৎ ত্রিণাচিকেত—যজুর্ব্বেদৈকদেশ, যিনি যথোচিত ব্রতচর্য্যা সহকারে উহাঅ ধ্যয়ন করেন্) (১৪) দৌহিত্র (১৫), শিষ্য (১৬), সংবন্ধী (বৈবাহিক শ্যালকাদি (১৭), বান্ধব (১৮), কর্ম্মনিষ্ঠ, (১৯) তপোনিষ্ঠ (২০) পঞ্চাগ্নি (অর্থাৎ অগ্নিহোত্রী) (২১), উপকুর্ব্বাণক এবং নৈষ্ঠিক এই দ্বিবিধ ব্রহ্মচারী (২২) মাতা পিতৃ সেবানিরত (২৩), এই সকল মধ্যম বয়স্ক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের সম্পত্তি। (এই ব্রাহ্মণ সমাগমই ব্রাহ্মণ সম্পত্তি নামে অভিহিত হইয়াছে)* ॥২১৮—২০

* এই ত্রয়োবিংশতি প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে, ১—৭ ১৪। ২১ ও ২২ সংখ্যোক্ত ব্রাহ্মণগণ প্রধান। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, যে প্রথমোক্ত চতুর্ব্বেদাধ্যয়নক্ষম, শ্রোত্রিয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞ শব্দ, বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মণের পরিচায়ক

কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্ত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, এক নেত্রহীন, পুনর্ভূপুত্র, অবকীর্ণী (ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতে তদবস্থা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করায় যাঁহার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইয়াছে) কুণ্ড (উপপতির ঔরসে সধবা স্ত্রীর গর্ভজাত), গোলক (ঐ রূপে বিধবার স্ত্রীর গর্ভজাত) কুনখী,, শ্যাবদন্ত (স্বভাবতঃ কৃষ্ণদন্ত) ভৃতকাধ্যাপক (অর্থাৎ যে, বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করে)ভৃতাধ্যেতা(অর্থাৎ বেতন দিয়া যে অধ্যয়ন করে) ক্লীব, কন্যাদূষী (অর্থাৎ সত্য হউক মিথ্যা হউক, যে ব্যক্তি অবিবাহিতা নারীর দোষ প্রকাশ করে) অভিশস্ত, মিত্রদ্রোহী, পিশুন, সোমবিক্রয়ী, পরিবিন্দক (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে, কৃতবিবাহ বা জ্যেষ্ঠ অনাহিতাগ্নি থাকিতে কৃতাধান, কনিষ্ঠ,—পরিবিন্দক ; সেই জ্যেষ্ঠ, পরিবিত্তি, তাদৃশ পাত্রকে কন্যাদাতা; এবং যাজক এই সকলগুলিও পরিবিন্দক শব্দের লক্ষিত অর্থ) যে ব্যক্তি উপযুক্ত কারণ ব্যতীত মাতা পিতা এবং গুরুকে (ও ভার্য্যা পুত্রকে) ত্যাগ করে, কুণ্ড গোলকের অন্নভোজী, অধার্ম্মিকের পুত্র, পুনর্ভূপতি, চৌর, শাস্ত্রবিরুদ্ধ-কর্ম্ম-কারী এবং কিতবাদি, শ্রাদ্ধকার্য্যে নিন্দনীয়। * ২২১।২২২। ২২৩ ॥ শ্রাদ্ধচিকীর্ষু ব্যক্তি, পূর্ব্ব দিন পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবেন এবং জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্রভাবে থাকিবেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণও বাক্য মনঃ, কায় ও কর্ম্ম দ্বারা সংযত হইবেন ॥ ২২৪ ॥ অপরাহ্ণ সময়ে আহ্বান করিয়া আনিবে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে স্বাগত প্রশ্ন দ্বারা আদৃত করিবে, অনন্তর কৃত পাদপ্রক্ষালন, কৃতাচমন কুশহস্ত ঐ সকল ব্রাহ্মণকে, স্বয়ং কুশহস্ত হইয়া উপবেশন করাইবে ।২২৫ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত গোময়াদি লিপ্ত দক্ষিণাপ্রবণ (অর্থাৎ দক্ষিণদিকে ঈষৎ নিম্ন) স্থানে, দৈবে (অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে) যথাশক্তি সমব্রাহ্মণ এবং পৈত্র্যে (অর্থাৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে) অযুগ্ম ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে ॥২২৬ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের মধ্যে (পিত্রাদি শ্রাদ্ধাঙ্গীভূত) দেবপক্ষে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ করিয়া এবং পিতৃপক্ষে তিন জন ব্রাহ্মণকে উত্তর মুখ করিয়া বসাইবে অথবা অশক্ত হইলে একটী একটী করিয়া উভয় পক্ষে দুইটী মাত্র ব্রাহ্মণ বসাইবে। পার্ব্বণাঙ্গীভূত মাতামহাদি শ্রাদ্ধেও ঐরূপ (অর্থাৎ মাতামহাদি শ্রাদ্ধাঙ্গীভূত দেবপক্ষে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ করিয়া এবং মাতামহাদি পক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে উত্তর মুখ করিয়া বসাইবে। অশক্ত হইলে এক এক জন করিয়া উভয় পক্ষে দুই জন মাত্র) অথবা বৈশ্বদেবিক (অর্থাৎ দেবপক্ষ) সমুদায়ে একেবার করিলেই চলিবে (পিত্রাদি শ্রাদ্ধাঙ্গীভূত বৈশ্বদেবিক একবার এবং মাতামহাদি শ্রাদ্ধাঙ্গী ভূত বৈশ্বদেবিক আর একবার এরূপ না করিলেও চলিবে) ॥ ২২৭ ॥ অনন্তর ব্রাহ্মণ দিগকে হস্ত প্রক্ষালন জল এবং আসনার্থ কুশসমূহ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুমতিক্রমে "বিশ্বে দেবাস আগত" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র দ্বারা বিশ্বদেবগণের আবাহন করিবে ॥ ২২৮ ॥ ব্রাহ্মণ সমীপে প্রদক্ষিণ ক্রমে ভূমিতে যবক্ষেপ করিয়া কুশদ্বয় যুক্ত তৈজসাদিপাত্রে, "শন্নোদেবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জল দিবে, অনন্তর "যবোহসি যবয়া" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যব নিক্ষেপ করিবে এবং গন্ধপুষ্পাদিও দিবে ॥২২৯। ব্রাহ্মণগণের কুশ ও অর্ঘ্যপাত্রযুক্ত করতলে "যাদিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। অনন্তর করশৌচার্থ জল প্রদানপূর্ব্বক, গন্ধ পুষ্প মাল্য ধূপ দীপ প্রদান করিবে ॥ ২৩০ ॥ এবং আচ্ছাদন দান করিয়া কর শৌচার্থ জল দিবে। এ সমস্ত কার্য্যের পর বিকৃতোপবীত হইয়া বামভাগে পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের দ্বিগুণাবর্জ্জিত কুশমুষ্টি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ গণের অনুমতিক্রমে, "উশন্তস্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিবে, তৎপরে "আয়ান্তুনঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উপাসনা করিবে ॥ ২৩১।২৩২ ব্রাহ্মণদিগের চতুষ্পার্শ্বে "অপহতা" ইত্যাদি মন্ত্র

নহে কিন্তু বেদার্থবিৎ, জ্যেষ্ঠসামা ইত্যাদি শব্দই বিশেষ ব্রাহ্মণের পরিচায়ক ; আর পূর্ব্বোক্ত তিনটী শব্দ ইহাদিগের একরূপ বিশেষণ।

* যদি শ্রাদ্ধকালে চতুর্বেদাধ্যয়নকারী ইত্যাদি ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, তবে এই-সকল-দোষ-দুষ্ট ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধীয় পাত্র হইতে পারিবে ইহা জ্ঞাপনের জন্য এই সকল দোষের কথা উক্ত হইল।

উচ্চারণ পূর্ব্বক তিলক্ষেপ করিবে। পূর্ব্বে যত যবসাধ্য কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তৎসমস্তই তিলদ্বারা করিতে হইবে। অর্ঘ্য পাত্র হইতে আসনাচ্ছাদনান্ত সকল কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ করিবে॥ ২৩৩॥ অর্ঘ্য দানের পর তাহার সংস্রব (অর্থাৎ ব্রাহ্মণহস্ত-গলিত অর্ঘ্যোদক) পিতৃপাত্রে গ্রহণ করিয়া যথাবিধি (অর্থাৎ প্রপিতামহ পাত্রে আবৃত করিয়া কুশান্তরিত ভূমিতে) "পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" এইমন্ত্রে ঐ পাত্র উলটাইয়া অধোমুখে রাখিবে॥ ২৩৪ অনন্তর অগ্নিতে আহুতি দিবার নিমিত্ত ঘৃতাক্ত অন্ন(অর্থাৎ শাকাদি রহিত)গ্রহণ করিয়া "অগ্নৌকরণমহং করিষ্যে" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে,"কুরুষ্ব"এইরূপ তাঁহাদিগের অনুমতি পাইলে, পিতৃযজ্ঞবৎ অর্থাৎ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে; (নিরগ্নি ব্যক্তি, জলাদিতে) আহুতি দিয়া সমাহিতচিত্তে হুতাবশিষ্ট অন্ন মৃণ্ময় পাত্র ব্যতীত যথা-লব্ধ পাত্রে বিশেষতঃ রৌপ্যপাত্রে স্থাপন করিবে॥ ২৩৫।২৩৬॥ অন্ন স্থাপনের পর "পৃথিবীতে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পাত্রাভিমন্ত্রণ করিয়া "ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে অন্নোপরি ব্রাহ্মণের অঙ্গুষ্ঠ নিবেশিত করিবে। "ইদং বিষ্ণু" ইহার পূর্ব্বে দৈব ও পিত্র্যে যথাক্রমে "বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব" এবং "বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব" বলিবে॥২৩৭॥ ব্যাহৃতি যুক্ত গায়ত্রী ও "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া "যথাসুখং জুষধ্বং" বলিবে। ব্রাহ্মণগণও মৌনাবলম্বী হইয়া ভোজন করিবে॥ ২৩৮॥ ক্রোধ ও ত্বরা শূন্য হইয়া অভিলষিত হবিষ্য অন্ন, ব্রাহ্মণ দিগের তৃপ্তি হওয়া পর্য্যন্ত প্রদান করিবে, পুরুষসূক্ত পাবমানী প্রভৃতি মন্ত্র এবং ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিবে॥২৩৯॥ অনন্তর সকল অন্ন গ্রহণ করিয়া "তৃপ্তাঃস্থ" এই কথা ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিবে। তৃপ্ত হইয়াছি এইরূপ উত্তর পাইয়া, এবং অবশিষ্ট অন্ন খাইতে অনুমতি পাইয়া উচ্ছিষ্ট সমীপে কুশান্তরিত ভূমিতে তিলোদক প্রক্ষেপপূর্ব্বক সেই অন্ন প্রক্ষেপ করিবে পরে গণ্ডূষার্থ ব্রাহ্মণ দিগের হস্তে এক বার জল দিবে॥ ২৪০॥

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞকল্পাতিদেশে চরুপাক হইলে হুতাবশিষ্ট চরুরসহিত সকল অন্নগ্রহণ করিয়া অগ্নিসমীপে পিণ্ডপ্রদান করিবে, তদভাবে ব্রাহ্মণার্থকৃত অন্নগ্রহণ পূর্ব্বক উহা তিলমিশ্র করিয়া উচ্ছিষ্ট সমীপে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞকল্পাতিদেশে পিণ্ডরূপে দান করিবে। এবং তৎকালে দক্ষিণমুখ হইবে॥ ২৪১॥ মাতামহাদি তিন্ পুরুষের শ্রাদ্ধও ঐরূপ (অর্থাৎ বৈশ্বদেবাবাহনাদি পিণ্ডদানপর্য্যন্ত) করিবে। পরে ব্রাহ্মণ দিগকে আচমন করিতে দিয়া স্বস্তিবাচন ও অক্ষয্যোদক করিবে (অর্থাৎ "অক্ষয্য মস্তু" তবে এই কার্য্যফল অক্ষয় হউক বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের হস্তে জল দিবে এবং ব্রাহ্মণেরা বলিবেন "অক্ষয্য মস্তু" অক্ষয় হউক)॥ ২৪২॥ অনন্তর যথাশক্তি দক্ষিণাদান করিয়া স্বধাং বাচয়িষ্যে এই প্রশ্নের পর "বাচ্যতাং" এইরূপে স্বধা বাচনে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত অর্থাৎ পিত্রাদির "স্বধা" বলুন (পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং) ইত্যাদিরূপে স্বধাকার উচ্চারণ করিবে। ব্রাহ্মণগণও "অস্তুস্বধা" এইকথা বলিলে ভূমিতে জল সেচন করিবে, পরে বলিবে "বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং" বিশ্বদেবগণ প্রীত হউন্ "প্রীয়ন্তাং" "আচ্ছাপ্রীত হউন্" ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিলে উচ্যমান মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা "দাতারো নোভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃসন্ততিরেবচ। শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমৎ বহুদেয়ং চনোহস্ত। (অর্থাৎ আমাদিগের বংশে দাতৃ সংখ্যা বৃদ্ধি হউক, বেদজ্ঞান অধিক হউক্ এবং বংশ বিস্তৃত হউক্। যেন শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে শ্রদ্ধা বিদূরিত নাহয়। এবং দেয় বস্তু আমাদিগের যেন প্রচুর হয়। এই সকল প্রার্থনা-মন্ত্র-পাঠান্তে ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ প্রিয়বাক্য বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক "বাজে বাজে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে এবং অগ্রে পিতৃব্রাহ্মণ পরে পিতামহ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ক্রমানুসারে তাঁহাদিগকে প্রীতমনে বিদায় দিতে হইবে॥ ২৪৩—২৪৬॥ পূর্ব্বে

যে পিতৃ-অর্ঘ্য-পাত্রে সংস্রব-জল স্থাপিত হইয়াছিল (২৩৪ শ্লোকে ইহার বিধি উল্লেখ হইয়াছে) সেই পিতৃ-পাত্র খুলিয়া উত্তান করিয়া দিবার পর বিদায় দিবে ॥ ২৪৭ ॥ অনন্তর সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের অনুগমন করিয়া উঁহাদিগের নিকট প্রতি নিবৃত্ত হইতে অনুমতি পাইলে, পিতৃদত্তাবশিষ্ট অন্ন, বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া ভোজন করিবে। এবং সেই অহোরাত্র ভোক্তৃ-ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্রহ্মচর্য্য করিবে এবং দান প্রতিগ্রহাদি করিবে না ॥ ২৪৮॥ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পার্ব্বণ বিধি-অনুসারে পিতৃগণের পূজা করিবে প্রভেদের মধ্যে এই যে তখন অবিকৃতোপবীত ও প্রদক্ষিণ-প্রচার হইবে (অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত যেমন সর্ব্বদা থাকে সেই ভাবে থাকিবে এবং মুখ পরিবর্ত্তন আসন পরিবর্ত্তনাদি প্রদক্ষিণক্রমে হইবে পিতৃগণকে নান্দীমুখ বিশেষণে বিশেষিত করিবে। এই পূজাতে দধি কর্কন্ধুমিশ্র পিণ্ড দিবে এবং তিলের পরিবর্ত্তে যবদ্বারা সমস্ত কার্য্য হইবে ॥ ২৪৯ ॥ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একব্যক্তি মাত্রই উদ্দিষ্ট হইবে দৈবপক্ষে আবাহন এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান থাকিবে না, অর্ঘ্য ও পবিত্র একটী মাত্র থাকিবে। এবং এই শ্রাদ্ধ বিকৃতোপবীত হইয়া করিবে ॥ ২৫০। আর এই শ্রাদ্ধে অক্ষয্যোদক-করণের পরিবর্ত্তে "উপতিষ্ঠতাং" ও ব্রাহ্মণ বিদায় কালে "বাজে বাজে" মন্ত্রের পরিবর্ত্তে "অভিরম্যতাং" বলিবে এবং ব্রাহ্মণেরাও "অভিরতাঃস্মঃ" বলিবে। অপর সমস্ত পূর্ব্ববৎ ॥ ২৫১ ॥ অর্ঘ্যের জন্য গন্ধ-জল-তিলযুক্ত চারিটী পাত্র করিবে। তন্মধ্যে প্রেতার্ঘ্য-পাত্রস্থজল চারিভাগ করিয়া তিনভাগ জল "যেসমানা" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করতঃ পিতৃপাত্রত্রয়ে (অর্থাৎ পিতৃসপিণ্ডীকরণ স্থলে পিতামহ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের পাত্রে ইত্যাদি যথাসম্ভব) সেচন করিবে। এবং অন্যান্য অবশিষ্ট কার্য্য (অর্থাৎ বিশ্বদেবাবাহনাদি বিসর্জ্জনান্তকার্য্য পার্ব্বণবৎ, এবং অবশিষ্ট প্রেতার্ঘ্য পাত্রস্থ জল দ্বারা প্রেতস্থানীয় ব্রাহ্মণ হস্তে অর্ঘ্য দিয়া প্রেতশ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্টবৎ সমাপ্ত করিবে) এই অর্থাৎ একোদ্দিষ্টত্ব ও পার্ব্বণত্ব উভয়-ধর্ম্মাক্রান্ত-সপিণ্ডীকরণ এবং একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ স্ত্রীলোকেও করিবে। * ২৫২। ২৫৩ ॥ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের উপস্থিতি, কুলাচার (বা সংবৎসর মধ্যে অধিকারীর প্রাণনাশের অবধারণ) এই সকল কারণবশতঃ একবৎসরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ হইবে তদুদ্দেশেও পূর্ণ সংবৎসর প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ কুম্ভ এবং অন্ন প্রদান করিবে ॥ ২৫৪ ॥ মৃত্যুর পর সেই বৎসরের মাসে মাসে মৃততিথিতে, ও প্রতি বৎসর মৃত্যু মাসের মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। আর আদ্য একোদ্দিষ্ট অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে কর্ত্তব্য ॥ ২৫৫ ॥ পিণ্ডসকলকে গো, অজ, যাচক-ব্রাহ্মণ, অগ্নি অথবা জলে নিক্ষেপ করিবে। ভোক্তৃব্রাহ্মণগণ ভোজনাসনে উপবিষ্ট থাকিলে উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা করিবে না ॥ ২৫৬ ॥ পিতৃগণ, শ্রাদ্ধকালে প্রদত্ত হবিষ্যান্ন অর্থাৎ তিলব্রীহ্যাদি দ্বারা একমাস, পায়স দ্বারা একবৎসর, আর ভক্ষ্যমৎস্য, তাম্রবর্ণ মৃগ, মেষ, ভক্ষ্য পক্ষী, ছাগ, চিত্রমৃগ, কৃষ্ণসার, রুরু, বন্যশূকর, এবং শশ ইহাদিগের মাংস দ্বারা যথাক্রমে এক এক মাস অধিক কাল তৃপ্ত হইবেন। (অর্থাৎ হবিষ্যাদি দ্বারা ১ মাস ভক্ষ্য মাংসে দুই মাস, তাম্রবর্ণ মৃগমাংসে তিন মাস ইত্যাদি) ॥ ২৫৭। ২৫৮ ॥ শ্রাদ্ধে প্রদত্ত গণ্ডার মাংস, মহাশল্ক (মৎস্যবিশেষ) ক্ষৌদ্র মধু নীবারাদি মুন্যন্ন, রক্তচ্ছাগ-মাংস, কালশাক বার্দ্ধ্রীণসের (অর্থাৎ বৃদ্ধ শ্বেত ছাগের) মাংস, গয়াতে যাহা কিছু প্রদত্ত হয় তৎসমস্ত এবং ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশীতে, বিশেষতঃ মঘাযুক্ত ঐ ত্রয়োদশীতে যাহা প্রদত্ত হয় তৎসমুদয়, অনন্তফলজনক হইয়া থাকে ॥ ২৫৯ ২৬০ ॥ যিনি একমাত্র চতুর্দ্দশী ত্যাগ করিয়া

* মিতাক্ষর সম্মত ব্যাখ্যা এই:—
সপিণ্ডীকরণ ও একোদ্দিষ্ট (অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বকর্ত্তব্য ষোড়শ শ্রাদ্ধ এবং মৃতাহনিমিত্তক শ্রাদ্ধ) মাতারও করিবে এই বচন দ্বারা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে যে মাতৃপক্ষ নাই ইহা বোধিত হইল।

প্রতি প্রতিপৎ প্রভৃতি অমাবস্যান্ত চতুর্দ্দশ তিথিতে শ্রাদ্ধ করেন, তিনি যথাক্রমে রূপলক্ষণাদিসম্পন্ন কন্যা (১), উত্তম জামাতা (২), অজাদি ক্ষুদ্র পশু (৩), সদাচারী পুত্র (৪), দ্যূতে জয় (৫), কৃষিকর্ম্মে ফল (৬), বাণিজ্যে লাভ (৭), গবাদি দ্বিশফ পশু (৮), অশ্বাদি একশফ পশু (৯), ব্রহ্মতেজোযুক্ত পুত্র (১০), স্বর্ণ রৌপ্য (১১), ত্রপুসীসাদি ধাতু (১২), স্বজাতি প্রধানতা (১৩), এবং সর্ব্বাভীষ্ট (১৪), প্রাপ্ত হন। (অর্থাৎ প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করায় উত্তম কন্যা লাভ, দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করায় উত্তম জামাতৃ লাভ ইত্যাদি) যাহারা শস্ত্রহত, চতুর্দ্দশীতে তাহাদিগের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৬১—২৬৩॥ যিনি বিশ্বাসী আদরাতিশয়যুক্ত এবং গর্ব্বঈর্ষ্যাদি-রহিত হইয়া কৃত্তিকা প্রভৃতি ভরণী পর্য্যন্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করেন তিনি স্বর্গ (১), অপত্য (২), নিজ সামর্থ্যের আতিশয্য (৩), নির্ভীকতা (৪), ফলবৎ ক্ষেত্র (৫), শারীরিক বল (৬), গুণবান্ পুত্র (৭), স্বজাতি প্রাধান্য (৮), জনপ্রিয়তা (৯), ধনাদি সম্পত্তি (১০), শ্রেষ্ঠতা (১১), মঙ্গল (১২), অপ্রতিহতাজ্ঞতা (১৩), বাণিজ্য কৃষি কুসীদ পশুপালন (১৪), অরোগিতা (১৫), যশঃ (১৬), শোকশূন্যতা (১৭), ব্রহ্মলোক (১৮), সুবর্ণাদি (১৯), বেদজ্ঞান (২০), ভিষক্ সিদ্ধি অর্থাৎ ঔষধ ফল প্রাপ্তি (২১), ত্রপুসীসাদিকুপ্য (২২), গো (২৩), ছাগ (২৪), মেষ (২৫), অশ্ব (২৬), এবং আয়ুঃ (২৭), এই সপ্তবিংশতি প্রকার অভিলষিত বস্তু যথাক্রমে প্রাপ্ত হন ॥২৬৪—২৬৭॥ বসু, রুদ্র এবং আদিত্য—পিতা পিতামহ এবং প্রপিতামহ শব্দবাচ্য, সুতরাং কেবল রাম, শ্যাম, যদু, শ্রাদ্ধের সম্প্রদানীয় দেবতা নহে। মনুষ্যদিগের পিত্রাদিপদবাচ্য বসু প্রভৃতি, শ্রাদ্ধ দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া মনুষ্যগণের রাম শ্যাম যদু নামক পিতৃ-পিতামহ প্রপিতামহকে পরিতৃপ্ত করেন এবং প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকারিব্যক্তিকে আয়ুঃ প্রজা, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ, সুখ এবং রাজ্য ইত্যাদি সকল বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৬৮। ২৬৯ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, বিনায়ককে কর্ম্মবিঘ্নের জন্য এবং গণদিগের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ২৭০ ॥ তিনি যাহার উপর উপসর্গ করেন তাহার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি যেন জলে অবগাহন করিতেছে, কাষায়বাসা মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণকে দেখিতেছে, আমমাংসাশী মৃগাদিতে আরোহণ করিতেছে, এবং চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছে, দৌড়িতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ইচ্ছামত দৌড়িতে না পারায় পশ্চাদনুগামিশত্রুর কর-কবলিত হইতেছে এই সকল স্বপ্ন দেখিতে পায়। আর সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকে, আরব্ধ কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, এবং বিনা কারণে বিষণ্ণ হয় ॥ ২৭১—২৭৩ ॥ তাঁহার (বিনায়ক) উপসর্গ হইলে রাজকুমার রাজ্যলাভ করিতে পারে না। কুমারী অভিলষিত স্বামী প্রাপ্ত হয় না। গর্ভবতী স্ত্রী অপত্য লাভে বঞ্চিত থাকে ঋতুমতী স্ত্রীর গর্ভ হয় না ॥ ২৭৪ ॥ শ্রোত্রিয়—আচার্য্যতা, শিষ্য—অধ্যয়ন, বণিক্—লাভ, এবং কর্ষক—কৃষিফল প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৭৫ ॥ এই উপসর্গগ্রস্ত বা উপসর্গভীত ব্যক্তিকে শুভদিনে যথাবিধি স্নান করাইবে। (স্নান বিধি যথা) প্রথমে ঘৃতাপ্লুত গৌরসর্ষপের কল্ক, গাত্রে; এবং সর্ব্বৌষধি ও সর্ব্বগন্ধ, মস্তকে মাখাইবে। অনন্তর ভদ্রাসনে উপবেশন করাইয়া চারিজন সুব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিবে। (ভদ্রাসন যথা,) একবর্ণ চারিটী উত্তম নবকুম্ভ দ্বারা অশোষ্য হ্রদ বা নদীসঙ্গম হইতে যে জল উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে অশ্বস্থান, হস্তিস্থান, বল্মীক, নদীসঙ্গমস্থল এবং অশোষ্য হ্রদ এই সকল স্থান হইতে আনীত পঞ্চবিধ মৃত্তিকা, গোরোচনা, কুঙ্কুমাদি গন্ধ ও গুগ্গুলু নিক্ষেপ করিবে। (এবং সেই জলপূর্ণ চূতাদিপল্লবশোভিত, চন্দনচর্চ্চিত, মাল্যভূষিত নববস্ত্রান্বিত চারিটী কুম্ভ বেদীর পূর্ব্বাদি চারিদিকে স্থাপিত করিবে) অনন্তর (পঞ্চবর্ণ-চূর্ণদ্বারা নির্ম্মিত মণ্ডলে সংস্থাপিত) রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মে স্থাপনীয় (শ্বেতবস্ত্র প্রচ্ছাদিত শ্রীপর্ণীনির্ম্মিত আসনের নাম) ভদ্রাসন ॥ ২৭৮

২৭৯॥ যে অনন্তশক্তি বহু-প্রবাহ পাবন উদক, মন্বাদি-ঋষিগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে তাহার দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি, সেই পবিত্রতা জনক উদক তোমাকে পবিত্র করুন্ (প্রথম কলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবার এই মন্ত্র) ॥ ২৮০ ॥ বরুণ রাজা তোমাকে কল্যাণ প্রদান করিয়াছেন। সূর্য্য ও বৃহস্পতি শুভ অর্পণ করিয়াছেন ইন্দ্র এবং বায়ু মঙ্গল দিয়াছেন সপ্তর্ষিগণ ক্ষেমপ্রদান করিয়াছেন (ইহা দ্বিতীয় কলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র) ॥ ২৮১ তোমার কেশে, সীমন্তে, মস্তকে, ললাটে, কর্ণদ্বয়ে এবং নেত্রদ্বয়ে যে দৌর্ভাগ্য আছে, জল, তৎ সমস্ত বিদূরিত করুন্ (ইহা তৃতীয় কলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র; এই তিন মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থকলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবে) ॥২৮২॥ আচার্য্য এইরূপে অভিষিক্ত ব্যক্তির মস্তক বামপাণিগৃহীত কুশগুচ্ছে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে, অন্তে স্বাহাযুক্ত মিত, সংমিত, শাল, কটঙ্কট, কুষ্মণ্ড, এবং রাজপুত্র এই মন্ত্র (অর্থাৎ ওঁ মিতায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র) উচ্চারণ পূর্ব্বক উড়ুম্বর বৃক্ষজাত স্রুব দ্বারা সার্ষপতৈলের আহুতি প্রদান করিবে ॥ ২৮৩।২৮৪ ॥ (অনন্তর যজমান স্বয়ং স্থালীপাকবিধিঅনুসারে লৌকিকাগ্নিতে চরুপাক করিয়া ঐ সকল মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ সেই চরুদ্বারা উক্ত অগ্নিতে হোম করিবে, অন্তে "নমঃ" পদযুক্ত বলিমন্ত্রনাম দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম, ঈশান, ব্রহ্মা, এবং অনন্তের চতুর্থ্যন্তনাম ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা) হুতাবশিষ্টবলি ইন্দ্রাদিকে অর্পণ করিবে পরে বিনায়ক এবং বিনায়ক-জননী অম্বিকাকে সরুদবহত তণ্ডুল, তিলপিষ্ট মিশ্রিত ওদন, পক্ক এবং আম এই উভয়বিধ মৎস্য ও উভয়বিধ মাংস, নানাবর্ণের পুষ্প, কুঙ্কুমাদি সুগন্ধ দ্রব্য, গৌড়ী, পৈষ্টী, এবং মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরা; মূলক (অর্থাৎ মূলাকার ভক্ষ্য-বিশেষ) পুরী, স্নেহপক্ক গোধূমবিকার পিষ্টকাদি-ময় মাল্য, দধিমিশ্রিত অন্ন, পায়স, গুড়পিষ্ট (অর্থাৎ গুড়পিঠা,) এবং মোদক এই সকল বস্তু উপহার দিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে অনন্তর শূর্পে কুশ আস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে উপহারাবশিষ্ট বলি স্থাপন করিবে এবং ঐ বলিযুক্ত শূর্প (বলিং গৃহ্ণন্ত ইত্যাদি মন্ত্রে) সর্ব্বভূতোদ্দেশে চতুষ্পথে স্থাপন করিবে। ২৮৫—৮৮। পরে, বিনায়ক, ও বিনায়ক-জননী অম্বিকাকে, অর্ঘ্য ও দূর্ব্বা, তথা সর্ষপ এবং পুষ্পের পূর্ণাঞ্জলি, প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিবে। ২৮৯। হে ভগবতি! আমাকে রূপ দাও, যশ দাও ভাগ্য দাও পুত্র দাও (অধিক কি বলিব) আমাকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান কর। (গণেশের নিকট প্রার্থনা কালে ভগবতির পরিবর্ত্তে ভগবন্ বলিতে হইবে) ॥ ২৯০ ॥ অনন্তর স্নানান্তর যজমান শুক্ল বস্ত্র, শুক্ল মাল্য এবং শুক্ল চন্দনাদি ধারণ করিয়া * ব্রাহ্মণভোজন, করাইবে এবং গুরুকে বস্ত্রদ্বয় ও দক্ষিণা দিবে ॥ ২৯১ ॥ এইরূপে যথাবিধি বিনায়কের পূজা এবং বক্ষ্যমাণ রূপে গ্রহগণের পূজা করিলে, নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বোত্তম সম্পত্তি লাভ করে ॥ ২৯২ ॥ প্রতিদিবস, সূর্য্যদেব কার্ত্তিকেয় এবং মহাগণপতির পূজা করিলে মোক্ষ লাভ করে এবং উক্ত দেবগণকে স্বর্ণরৌপ্যাদিময় তিলক প্রদান করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় ॥২৯৩॥ ধন ধান্যাদি সম্পত্তি, শান্তি, বৃষ্টি, আয়ুঃ অথবা পুষ্টিকামনায়, কিম্বা অভিচার করিবার জন্য গ্রহপূজা করিবে ॥২৯৪॥ সূর্য্য, সোম, কুজ (মঙ্গল), সৌম্য (বুধ), বৃহস্পতি শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু ইঁহারা "গ্রহ" বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন ॥ ২৯৫ ॥ তাম্র স্ফাটিক ও রক্তচন্দন হইতে (এক একটী) সুবর্ণ হইতে দুইটী, রৌপ্য, লৌহ, সীসক কাংস্য হইতে (এক একটী) এইরূপ যথাক্রমে নবগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি করিবে

* গুরু ব্রাহ্মণাদি [illegible] পর্য্যন্ত আচার্য্যের কার্য্য। যজমান উপহার দান প্রার্থনা করিলে আচার্য্য চতুষ্পথে শূর্প স্থাপন করিবেন তদন্তে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি যজমানের আচরণীয়।

(অর্থাৎ তাম্র হইতে রবির, সুবর্ণ হইতে বুধ ও বৃহস্পতির ইত্যাদি; যথাক্রমে ইঁহাদিগের বর্ণ, রক্ত, শুক্ল, রক্ত, পীত, পীত, শুক্ল, আনীল, নীল এবং ধূম্র) ॥ ২৯৬ ॥ তদভাবে, গ্রহদিগের নিজ নিজ বর্ণানুসারে পটে, অথবা রক্তচন্দনাদি গন্ধদ্বারা মণ্ডলে চিত্রিত করিবে। এবং ঐ সকল গ্রহকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ বর্ণানুরূপ বস্ত্র, পুষ্প ও গন্ধ অর্পণ করিতে হইবে ॥ ২৯৭ ॥ সকলকেই ধূপদীপ গুগ্‌গুলু ও নৈবেদ্য দিবে। প্রতি দেবতার পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র পাঠ করিয়া চরুপাক করিতে হইবে। (আকৃষ্ণেন (১), ইমং দেবাঃ (২), অগ্নির্মূর্দ্ধা-দিবঃককুৎ (৩), উদ্বুধ্যস্ব (৪), বৃহস্পতে অতি-যদর্য্যঃ (৫), অন্নাৎ পরিস্রুতঃ (৬), শন্নোদেবীঃ (৭), কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ (৮), কেতুং কৃণ্বন্নিমান্‌(৯), নবগ্রহের এই নয়টি মন্ত্র যথাক্রমে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ২৯৯ । ৩০০ ॥ অর্ক (অর্থাৎ আকন্দ) (১), পলাশ (২), খদির (৩), অপামার্গ (অর্থাৎ আপাঙ্) (৪), অশ্বত্থ (৫), উদুম্বর (অর্থাৎ যজ্ঞডুমুর) (৬), শমী (৭), দূর্ব্বা (৮) এবং কুশ (৯), যথাক্রমে নবগ্রহের এই নববিধ সমিধ, ॥ ৩০১ ॥ এক একবিধ সমিধ মধু, ঘৃত, দধি বা ক্ষীর যুক্ত করিয়া আদিত্যাদি নবগ্রহের প্রত্যেক গ্রহ উদ্দেশে, অষ্টোত্তর শত বা অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক আহুতি প্রদান করিবে ॥ ৩০২ ॥ গুড়মিশ্রিত ওদন (১), পায়স (২), নীবারাদি অন্ন (৩), ক্ষীর মিশ্রিত ষাষ্টিকৌদন (৪), দধি মিশ্রিত ওদন (৫), ঘৃতৌদন (৬), তিলচূর্ণমিশ্রিত ওদন (৭), ভক্ষ্যমাংসমিশ্রিত ওদন (৮), নানা রকম ওদন (৯), এই নববিধ ভোজ্য যথাক্রমে সূর্য্যাদি প্রীতি উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করিতে দিবেন অথবা শক্ত্যনুসারে যে ওদন মিলিবে যথাবিধি সম্মানসহকারে তাহাই দিবেন ॥ ৩০৩ । ৩০৪ ॥ ধেনু (অর্থাৎ দুগ্ধবতী গাভী), শঙ্খ, বৃষ, সুবর্ণ, বস্ত্র, শুভ্রবর্ণ অশ্ব, কৃষ্ণা গাভী লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং ছাগ এই নববিধদ্রব্য যথাক্রমে সূর্য্যাদি নবগ্রহ যাগের দক্ষিণা বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥ ৩০৫ ॥ যে পুরুষের যে সময় যে গ্রহ বিরুদ্ধ হয়, সেই পুরুষ তৎকালে যত্ন পূর্ব্বক সেই গ্রহের পূজা করিবে। ব্রহ্মা গ্রহগণকে এই বর দিয়াছিলেন যে, যে তোমাদিগকে পূজা করিবে তোমরাও তাহার ইষ্টসিদ্ধি ও অনিষ্ট শান্তিদ্বারা মনে রাখিবে ॥ ৩০৬ ॥ রাজাদিগের উন্নতি ও অবনতি এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও নিরোধ, গ্রহেরই অধীন, অতএব গ্রহগণ সকলেরই পূজ্যতম ॥ ৩০৭ ॥ বিশেষ উৎসাহ-সম্পন্ন, বহুদর্শী, কৃতজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী, বিনয়ী, গাম্ভীর্য্যযুক্ত, সদ্বংশোদ্ভব, সত্যবাদী, পবিত্র, অদীর্ঘসূত্র (অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের আরম্ভে এবং আরব্ধ কার্য্যের সমাপনে আলস্যশূন্য); মেধাবী, প্রশস্তমনা, অপরুষ (অর্থাৎ যিনি পরদোষ কীর্ত্তনে রত নহেন), ধার্ম্মিক, ব্যসন-শূন্য, দুর্ব্বোধ-অর্থ-অবধারণে সক্ষম, নির্ভীক, রহস্যবেত্তা (অর্থাৎ গোপনীয়ার্থ গোপনে চতুর), স্বরন্ধ্রগোপ্তা (অর্থাৎ স্বীয় সপ্তাঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কোনস্থানে যদি কোন বিশৃঙ্খলা থাকে তাহার প্রচ্ছাদনে তৎপর), এবং আন্বীক্ষিকী (অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র) দণ্ডনীতি (অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র) বার্ত্তা (অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদিবিষয়ক শাস্ত্র) ও ত্রয়ী (অর্থাৎ ঋগ্ যজুঃ সাম) এই সকল শাস্ত্রে বিশেষরূপে শিক্ষিত ব্যক্তি রাজ্যে অভি-ষিক্ত হইবেন ॥ ৩০৮—৩১০ ॥ সেই রাজা, হিতাহিত বিবেচনশীল মৌল (অর্থাৎ যাহারা বংশানুক্রমে ঐ রাজবংশের মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছে), গম্ভীর প্রকৃতি এবং পবিত্র ব্যক্তিগণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করি-বেন ॥ ৩১১ ॥ গ্রহোৎপাতও তাঁহার শান্তির উপায়-বেত্তা শাস্ত্রোক্ত ও বিধান্ সম্বৎসরীয় অনুষ্ঠানাদি-সম্পন্ন এবং দণ্ডনীতি ও অথর্ব্বাঙ্গি-রসোক্ত-শান্ত্যাদি-কর্ম্মে সুনিপুণ ব্যক্তিকে পৌরোহিত্য কর্ম্মে ব্রতী করিবে ॥ ৩১২ ॥ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়া করিবার জন্য কতকগুলি ঋত্বিক্ বরণ করিবে, এবং যথাবিধি প্রচুর-দক্ষিণক যজ্ঞ করিবে ॥ ৩১৩ ॥ রাজা, ব্রাহ্মণ-দিগকে নানাবিধ ভোগসাধনদ্রব্য এবং বিবিধ ধন দান করিবেন। কারণ ব্রাহ্মণকে যাহা অর্পিত হয় তাহা রাজাদিগের অক্ষয় নিধিস্বরূপ ॥ ৩১৪ ॥ অগ্নিসাধ্য রাজসূয়াদি

অপেক্ষা ব্রাহ্মণাগ্নিতে আহুতি প্রদান শ্রেষ্ঠ-ইহা কথিত আছে। কারণ এ আহুতিদানে অঙ্গ হীনতা নাই, পশু হিংসা নাই এবং প্রায়শ্চিত্তক্লেশ নাই॥ ৩১৫॥

অলব্ধ বস্তু লাভ করিতে ধর্ম্মানুসারে চেষ্টা করিবে। লব্ধবস্তু যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে। পালিত বস্তু নীতিশাস্ত্রানুসারে বাড়াইবে। ঐ বর্দ্ধিত বস্তু উপযুক্ত পাত্রে দান করিবে। কিম্বা ধর্ম্মার্থক সেবায় নিযুক্ত করিবে॥ ৩১৬॥ রাজা, ভূমিদান, বা নিবন্ধ (কোন বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) করিলে ভাবী সাধু-রাজার পরিজ্ঞানার্থ—লেখ্য করাইবেন॥ ৩১৭॥ রাজা কার্পাসাদি পটে, বা তাম্র ফলকে, নিজ-বংশ্য পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের, আপনার ও প্রতি-গ্রহীতার নাম, প্রতিগ্রহের (অর্থাৎ-নিবন্ধের) পরিমাণ, এবং গ্রামক্ষেত্রাদি প্রদত্তভূমির চতুঃসীমা ও পরিমাণ নির্দ্দেশ এইসকল বিষয় লিখিবেন, উক্তপত্রে আপন হস্তাক্ষর (দস্তখত) থাকিবে কালের (অর্থাৎ সন মাস তারিখ) উল্লেখ থাকিবে এবং উহা নিজ মুদ্রায় চিহ্নিত করিয়া দৃঢ় শাসন (পাকাদলিল) করিয়া দিবেন॥ ৩১৮। ৩১৯॥ রাজা—সুরম্য, পশুবৃদ্ধিকর, আজীব্য (অর্থাৎ যেখানে সহজে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়) তরুগিরি নদী শোভিত দেশে রাজধানী স্থাপন করিবেন। সেখানে প্রজাবর্গ—সৈন্যসামন্ত—ধনরত্নও আত্মরক্ষার্থে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন॥ ৩২০॥ অনন্য ব্যাপারা-সক্ত তত্তদ্বিষয়ে সুচতুর পাত্র এবং আয় ব্যয়াদি-কার্য্যে অনলসব্যক্তিগণকে তত্তৎকার্য্যে (অর্থাৎ যে কার্য্য যাহার উপযুক্ত, ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিক-দিগকে ইত্যাদি) অধ্যক্ষ করিবেন্॥ ৩২১॥ ব্রাহ্মণগণকে যুদ্ধার্জ্জিত দ্রব্য বিতরণ এবং প্রজাগণকে সর্ব্বদা অভয়দান ইহা হইতে রাজাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই॥ ৩২২॥ যাঁহারা রাজ্য রক্ষার্থ সম্মুখরণ করিতে করিতে অকূট (অর্থাৎ যাহা বিষাদিলিপ্ত নহে) অস্ত্রা-ঘাতে নিহত হন্ তাঁহারা যোগিদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করেন॥ ৩২৩॥ নিজ সৈন্যসামন্ত বিমুখ হইলেও যাঁহারা শত্রুসৈন্য অভিমুখে অগ্রসর হন্ তাঁহারা তৎকালে প্রতিপদক্ষেপে—অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। আর যাহারা পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিতে চেষ্টা করে, রাজা তাহাদিগের পুণ্যহরণ করেন॥ ৩২৪॥ তবাহংবাদী (অর্থাৎ যে ব্যক্তি, তোমারি আমি এই কথা বলে), ক্লীব (নপুংসক বা অত্যন্ত ভীরু,) নিরস্ত্র, অপরের সহিত যুদ্ধে আসক্ত, যুদ্ধ হইতে বিরত, যুদ্ধ দর্শী এবং বাদ্যকর চারণাদি, এই সকল ব্যক্তিকে মারিবে না॥ ৩২৫॥ আপনার এবং রাজ্যের রক্ষাবিধান পূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং আয়ব্যয় পরিদর্শন করিবেন। তৎপরে বিচারকার্য্য পরিদর্শনা-নন্তর স্নানকরিয়া ইচ্ছানুসারে ভোজন করিবেন॥ ৩২৬॥ তত্তৎকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি-গণের আনীত হিরণ্যাদি আপনি দেখিয়া কোষাগারে রাখিতে অনুমতি দিবেন। অনন্তর চারগণের (অর্থাৎ গোপনীয়রূপে পররাজ্যাদির বিবরণ জানিবার জন্য প্রেরিত ছদ্মবেশী পুরুষদিগের) সহিত সাক্ষাৎ করি-বেন এবং মন্ত্রির সহ একত্র হইয়া দূতগণের (অন্য রাজার নিকট প্রেরিত ব্যক্তিগণের) সকল কথা শুনিবেন ও তাহাদিগকে পুনঃ প্রেষিত করিবেন॥ ৩২৬। ৩২৭॥ অনন্তর একাকী অথবা কলাকুশল বিশ্বাসী মন্ত্রীবর্গে পরিবৃত হইয়া ইচ্ছামত বিহার করিবেন, পরে বেশভূষাবিভূষিত হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্য পরিদর্শন করিবেন, এবং সেনাপতির সহিত তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের উপায়াদি চিন্তা করিবেন॥ ৩২৮॥ পরে সায়ংকালে সন্ধ্যাউপাসনা পূর্ব্বক পূর্ব্বসাক্ষাৎকৃত চরদিগের নিকট গোপনীয় বিবরণ শুনিবেন তৎপরে নৃত্যগীতাদি ক্রীড়ায় কিছুক্ষণ অতি-বাহিত করিয়া ভোজন করিবেন, অনন্তর যথাশক্তি স্বাধ্যায় পাঠ করিবেন॥ ৩২৯॥ অনন্তর শয়ন করিবেন এবং যথাকালে নিদ্রা ত্যাগ করিবেন। এই উভয় সময় তূর্য্যাদিবাদ্যধ্বনি হইবে। নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াই মনে মনে শাস্ত্র ও কর্ত্তব্য কার্য্যের চিন্তাকরিবেন॥ ৩৩০॥ অনন্তর বিশ্বস্ত চরদিগকে দানমানাদি দ্বারা সৎকৃত করিয়া

নিজ সামন্ত মণ্ডলের এবং অন্য রাজবর্গের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরে ঋত্বিক্ পুরোহিত এবং আর্য্যগণের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ এবং বৈদ্য গণকে দর্শন করিবেন, তাঁহাদিগকে সুবর্ণ, ভূমি প্রদান করিবেন পরে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-গণকে কন্যালঙ্কারাদি গার্হস্থ্যোপযুক্ত দ্রব্য এবং উত্তম উত্তম গৃহ প্রদান করিবেন ॥ ৩৩১।৩৩২॥ রাজা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্ষমা, ভালবাসার পাত্রে সরলতা, শক্রর প্রতি ক্রোধ, এবং ভৃত্যবর্গ ও প্রজার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার, করিবেন ॥ ৩৩৩॥ (প্রজার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবার কারণ এই যে) ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিলে প্রজাকৃত পুণ্যের ষড়্ভাগৈক ভাগ গ্রহণ করিতে পান। এবং প্রজাপালন, ভূম্যাদি সমস্ত দান হইতে অধিক ফলজনক ॥ ৩৩৪॥ প্রতারক—তস্কর—দুর্ব্বৃত্ত—দস্যুগণ—ইত্যাদি বিবিধ ব্যক্তি বিশেষতঃ কায়স্থগণ দ্বারা নিরন্তর উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবেন ॥ ৩৩৫॥ অরক্ষিত প্রজাগণ যে কিছু অসৎ-কর্ম্ম করে তাহার অর্দ্ধভাগী রাজা, কারণ তিনি, রক্ষা করিবেন বলিয়াই প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন ॥ ৩৩৬॥ রাজা যাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, (জজ্ মাজিষ্ট্রেট্ ইত্যাদি) গোয়েন্দা দ্বারা তাহাদিগের আচরণ জানিয়া যাঁহারা সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহাদিগকে সম্মানিত এবং যাহারা অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহাদিগকে অপরাধানুসারে দণ্ডিত করিবেন ॥ ৩৩৭॥ উৎকোচজীবী (অর্থাৎ ঘুষখোর) দিগকে সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিবেন। এবং শ্রোত্রিয়দিগকে সর্ব্বদা দান, মান ও সৎকারের সহিত নিজরাজ্যে বাস করাইবেন ॥ ৩৩৮॥ যে রাজা নিজরাজ্য হইতে অন্যায় পূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া ধন বৃদ্ধি করে সে, অচিরকালের মধ্যে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সবান্ধবে বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩৯॥ প্রজা-পীড়ন-সন্তাপ-সম্ভূত কৃশানু রাজার বংশ, লক্ষ্মী এবং প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না ॥ ৩৪০॥ রাজার ন্যায়ানুসারে স্বরাজ্য পালনে যে ধর্ম্ম হয়, বক্ষ্যমাণ নীতি-ক্রমে পররাজ্যগ্রহণ করিলেও সেই ধর্ম্ম লাভ হয় ॥ ৩৪১॥ যে সময়ে পরদেশ নিজবশে আসিবে, তখন ঐ দেশের আচার ব্যবহার এবং কুলাচার, পূর্ব্বরাজার অধিকারে যেরূপ ছিল তদ্রূপই রাখিবে ॥ ৩৪২॥ মন্ত্রণা এইরূপ ভাবে গোপন রাখিবে, যাহাতে মন্ত্রণাকার্য্যের যে পর্য্যন্ত ফল নিষ্পত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি মন্ত্রণা না জানিতে পারে। কারণ মন্ত্রণাই রাজ্য-স্থিতির মূল ॥ ৩৪৩॥ অনন্তরবর্ত্তী রাজা—শক্র, তৎপরবর্ত্তী রাজা—মিত্র, এতদ্ব্যতীত রাজা উদাসীন, সেই অরি মিত্র উদাসীন মণ্ডলের চেষ্টাদি বিশেষরূপে জানিয়া যথাযোগ্য সামাদি উপায় প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪৪॥ সাম, (প্রিয়-বাক্যকথন) দান, ভেদ (পরস্পর বিচ্ছেদ করান), এবং দণ্ড (বধাদি), এই চতুর্ব্বিধ উপায় দেশকালপাত্রাদি অনুসারে সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে তাহার দ্বারা অভিলষিত ফল সিদ্ধি হইবে। গত্যন্তর না থাকিলেই কিন্তু দণ্ড উপায় প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪৫॥ সন্ধি, বিগ্রহ, দান, আসন, সংশ্রয় দ্বৈধীভাব, এই ষড়্বিধ গুণ যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪৬॥ যৎকালে, পররাজ্য শস্যাদি সম্পন্ন, শক্র হীনবল এবং আপনার অশ্বগজরথ পদাতি অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তখনই তদ্দেশজয়ের জন্য যাত্রা করিবে। ৩৪৭। দৈব এবং পুরুষকার এই উভয়ের সাহায্যে ফল সিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আবার পূর্ব্বজন্ম-কৃত অভিব্যক্ত পুরুষকারই দৈব। ৩৪৮। কেহ দৈব, কেহ স্বভাব, কেহ কাল এবং কেহ পুরুষকারকে ফলসিদ্ধির প্রতি কারণ বলেন। আর কুশলবুদ্ধিগণ এই সকলের মিলনে ফল-সিদ্ধি হয়, ইহা বলেন। ৩৪৯। যেমন এক-চক্র দ্বারা রথের গতি হইতে পারে না। এইরূপ পুরুষকার ব্যতীত কেবল মাত্র দৈব, ফল সাধক হইতে পারে না। ৩৫০। যেহেতু হিরণ্য এবং ভূমিলাভ অপেক্ষা মিত্র লাভই

শ্রেষ্ঠ; অতএব মিত্র লাভের জন্য সবিশেষ যত্ন করিবেন এবং সাবধান হইয়া "সত্য" পালন করিবেন। ৩৫১। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত রাজা, অমাত্য (অর্থাৎ মন্ত্রি পুরোহিতাদি), ব্রাহ্মণাদি প্রজা, দুর্গ, কোশাগার, হস্ত্যশ্বরথ পদাতি এই চতুরঙ্গ সৈন্য, এবং মিত্র এই সকলই রাজ্যের মূল কারণ, রাজ্য, এই সপ্তাঙ্গ সম্পন্ন বলিয়া কথিত হয়। ৩৫২। রাজা তাদৃশ রাজ্য পাইয়া দুর্ব্বৃত্তগণকে দণ্ড প্রদান করিবেন; যেহেতু ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে ধর্ম্মকেই দণ্ড, রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৩৫৩। লুব্ধ, এবং অকৃত বুদ্ধি ব্যক্তি. ন্যায়ানুসারে উক্ত দণ্ড পরিচালনে সমর্থ হয় না। তবে সত্য-প্রতিজ্ঞ, শুচি, সুসহায়-সম্পন্ন এবংকৃত বুদ্ধি ব্যক্তি, উহা ন্যায়তঃ পরিচালন করিতে পারেন। ৩৫৪। সেই দণ্ড, যথা শাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে, সুরাসুর-মনুজ-পরিবৃত ভুবনমণ্ডলকে আনন্দিত করে, নচেৎ সকলকেই ক্রোধান্বিত করিয়া তুলে। ৩৫৫। শাস্ত্রব্যতিক্রমে দণ্ডপ্রদান, স্বর্গ কীর্ত্তি এবং-ভূরাদি-সমস্ত-লোক-প্রাপ্তি বিনষ্ট করে। এবং শাস্ত্রানুসারে দণ্ডদান রাজার স্বর্গ, কীর্ত্তি, এবং জয়ের কারণ হয়। ৩৫৬। সহোদর ভ্রাতা, পুত্র, আচার্য্যাদি পূজ্যতম-ব্যক্তি, শ্বশুর কিম্বা মাতুল, যিনিই কেন হউন না, স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে, কেহই-রাজার দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না ॥ ৩৫৭ ॥ যে রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত করেন্ বধ্যব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড আদেশ করেন্, তিনি প্রচুর-দক্ষিণ সুসম্পূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৩৫৮ ॥ রাজা এইরূপ অপরাধীগণের প্রতি দণ্ড দানে যজ্ঞফল প্রাপ্তি এবং বৈপরীত্যে স্বজনাদি নাশ বিচিন্তা করিয়া প্রত্যহ সভ্যবর্গ সমভিব্যাহারে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণানুসারে ব্যবহার কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ॥ ৩৫৯ ॥ কুল, জাতি, শ্রেণী, গণ এবং জানপদগণ, স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে, তাহাদিগকে অপরাধানুসারে দণ্ড করিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মপথে স্থাপিত করিবেন ॥ ৩৬০ ॥ গবাক্ষচ্ছিদ্রাগত সূর্য্যকিরণে উড্ডীয়মান ধূলিকণা, ত্রসরেণু বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, সেই অষ্টত্রসরেণু—একলিক্ষা তিন লিক্ষাকে একরাজসর্ষপ বলে, তিন রাজসর্ষপে এক গৌর-সর্ষপ, ছয় গৌরসর্ষপে একমধ্যযব, তিন মধ্য যবে এক কৃষ্ণল, পঞ্চকৃষ্ণলে একমাষ ষোড়শ মাষে এক সুবর্ণ, চার বা পাঁচ সুবর্ণ একপল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। (ইহা সুবর্ণের পরিমাণ) ॥ ৩৬১। ৩৬২ ॥ পূর্ব্বোক্ত দুই কৃষ্ণলে এক রৌপ্য মাষ, ষোড়শ রূপ্য মাষে এক ধরণ। দশ ধরণে এক পল বা এ[illegible] শতমান। পূর্ব্বোক্ত চার সুবর্ণে এক রৌপ[illegible] নিষ্ক। (ইহা রজতের পরিমাণ) (সুব[illegible] পর্য্যায়) কর্ষপরিমিত তাম্রে একপণ ॥ ৩৬৩ ৩৬৪ ॥ অশীত্যধিক সহস্রপণ উত্তমসাহ[illegible] দণ্ড। তাহার অর্দ্ধ মধ্যমসাহস। এবং তাহ[illegible] রও অর্দ্ধভাগ, অধমসাহস বলিয়া স্ম[illegible] হইয়াছে ॥ ২৬৫ ॥ ধিক্কার দণ্ড, বাগ্দণ্ড[illegible] দণ্ড, অর্থ দণ্ড, এবং শারীরিক দণ্ড, অপ[illegible] রাধানুসারে এই সকল গুলি, বা ইহার মধ্যে কোন একটী, অপরাধীর প্রতি প্রযোজ্য ॥৩৬[illegible] অপরাধ, দেশ, কাল, বল, কর্ম্ম এবং ধনা[illegible] বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে অপরাধীকে দণ্ড দিবেন ॥ ৩৬৭ ॥

ইতি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে
আচারাধ্যায় সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয় অধ্যায়।

নরপতি, ক্রোধও লোভশূন্য হইয়া ধ[illegible] শাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহি[illegible] ব্যবহার অর্থাৎ মোকর্দ্দমা, স্বয়ং বিচ[illegible] করিবেন ॥ ১ ॥ মীমাংসা ব্যাকরণাদি এ[illegible] বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ, ধার্ম্মিক, সত্য[illegible] বাদী, এবং যাঁহারা শত্রু এবং মিত্রে পক্ষপ[illegible] বর্জ্জিত, রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে, এ[illegible] কতকগুলি বণিককে সভাসদ্ করিবেন ॥ [illegible] অলঙ্ঘনীয় কার্য্যবশতঃ নরপতি স্বয়ং ব্যব[illegible] দর্শনে অশক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত সভ্যগ[illegible] সহিত একজন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যব[illegible] দর্শনে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বে

সভ্যগণ, স্নেহ, লোভ অথবা ভয় প্রযুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচারবিরুদ্ধ বিচার করিলে, সেই বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড বিহিত, রাজা তাহাদিগের প্রত্যেকের তাঁহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন্ ॥ ৪ ॥ স্মৃতি ও আচার বিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্যবহার দর্শকের নিকট উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করে, ত তাহা ব্যহারের বিষয় হইবে, উক্ত নিবেদন এবং প্রতিবাদী সমক্ষে লেখনের নাম ভাষা, পক্ষ কিম্বা প্রতিজ্ঞা ।৫। বাদী মোকর্দ্দমা রুজু করিবার সময়ে যাহা বলিয়াছিল, প্রতিবাদীর সম্মুখে তাহাই লেখ্য, এবং সেই লেখ্যে (যথাযোগ্য) বৎসর মাস পক্ষতিথি বারাদি ও বাদী প্রতিবাদীর নামজাত্যাদি উল্লিখত থাকিবে ।৬॥ অপ্রসিদ্ধ (যথা আমার আকাশকুসুম গ্রহণ করিয়াছে দিতেছেনা ইত্যাদি) নিরাবাধ (যথা আমার ঘরের দীপালোকে ইহারা কার্য্য করে ইত্যাদি) নিরর্থ (যথা যাহা বোধগম্য হয় না কচটতবচনরিচ ইত্যাদি) নিষ্প্রয়োজন (যথা এই ব্যক্তি আমাদিগের পাড়ায় অধ্যয়ন করে ইত্যাদি) অসাধ্য (যথা শ্যাম আমাকে দেখিয়া হাসিয়াছিল ইত্যাদি) এবং বিরুদ্ধ (যথা অমুক মূক আমাকে গালিগালাজ করিয়াছে ইত্যাদি) এসকল পক্ষ নহে পক্ষাভাস সুতরাং ব্যবহারের বিষয় নহে ॥৭॥ ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী যাহা যাহা বলিবে তৎসমস্ত বাদীর সমক্ষে লেখাইতে হইবে। অনন্তর বাদী তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের প্রমাণ লিখাইবে ॥ ৮ ॥ প্রমাণ ঠিক হইলে জয়লাভ করিবে। অন্যথা বিপরীত ফল। ঋণদানাদিবিবাদে এই চতুষ্পাদ ব্যবহার প্রদর্শিত হইল। ("অর্থী, যাহা নিবেদন করিয়াছে প্রত্যর্থীর সমক্ষে ঠিক তাহাই লিখিবে" এইরূপ প্রথম ভাষাপাদ। ভাষার্থ শ্রবণ করিবার পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে বাদীর সমক্ষে তৎসমস্ত লেখাইতে হইবে" এইরূপে, দ্বিতীয় উত্তরপাদ, "বাদী—তৎক্ষণাৎ 'আত্মপক্ষের প্রমাণ লিখাইবে" এইরূপে তৃতীয় ক্রিয়াপাদ, এবং "প্রমাণ ঠিক হইলে, জয়লাভ অন্যথা বিপরীত ফল" এরূপ চতুর্থ সাধ্যসিদ্ধিপাদ উক্ত হইয়াছে) ॥ ৯ ॥ যতদিন নিজের প্রতি আরোপিত দোষের একটা মীমাংসা না হয়, ততদিন, এবং উহা মীমাংসা হইলেও অপরে যদি বাদীর নামে কোন অভিযোগ করিয়া থাকে তাহাহইলে যতদিন ঐ অভিযোগের শেষ না হয় ততদিন, প্রতিবাদী, বাদীর নামে, পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না। আর প্রতিবাদী, ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া যে উত্তর দিবে তাহা যেন পরস্পর বিরুদ্ধ না হয়। * ॥ ১০ ॥ তবে বাক্‌পারুষ্য (অর্থাৎ গালি গালাজ) দণ্ড পারুষ্য (মারামারি,) এবং সাহস (অর্থাৎ বিষশস্ত্রাদিদ্বারা প্রাণনাশাদি) এই সকল স্থলে, পাল্টা অভিযোগও উপস্থিত করিতে পারে। মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তির পর জরীমানার টাকা বা ডিক্রীর টাকা যাহাতে সহজে আদায় হয় সেই জন্য বিচারক সকল বিবাদেই বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষ হইতে উপযুক্ত প্রতিভূ গ্রহণ করিবেন ॥ ১১ ॥ অভিযুক্ত-ব্যক্তি, অভিযোগ অপলাপ করিলে পর, বাদী যদি সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা অপলাপিত অভিযোগ সপ্রমাণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি, বাদীর কথিত ধন—বাদীকে, এবং তত্তুল্যধন রাজদণ্ড দিবে। আর বাদী যদি উহা সপ্রমাণ করিতে না পারে, তাহাহইলে মিথ্যাভিযোগী বাদী, নিজ উল্লিখিত ধনের দ্বিগুণধন রাজদণ্ড দিবে ॥ ১২ ॥ সাহস, চৌর্য্য, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, এবং দোগ্ধ্রী—গো এই সকল ঘটিত অভিযোগে, পাতকাভিযোগে, ও কালবিলম্বে প্রাণ নাশ বা ধনক্ষতির সম্ভাবনা হইলে, কুল স্ত্রীর চরিত্র ঘটিত এবং দাসীর স্বত্বঘটিত অভিযোগে, যাহাতে প্রতিবাদী ভাষার্থ শ্রবণের পরই কালবিলম্ব না করিয়া উত্তর

* কোনব্যক্তির প্রতি এক বাদীর আরোপিত অপরাধ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত অপর বাদী তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না, এবং বাদী, আপনার কথা, আবেদন সময়ে এবং প্রতিবাদীর সম্মুখে লেখন সময়ে, ঠিক রাখিবেন। শেষাদ্ধটুকু, ষষ্ঠ শ্লোকের সহিত পুনরুক্তি, বিষয় ভেদে মীমাংসনীয়। ইহা মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা।

দেন, তাহা করিবেন অন্য স্থলে বিলম্ব অবি-লম্ব সভ্যাদির ইচ্ছানুসারে, ইহা উক্ত হই-য়াছে ॥ ১৩॥ একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, সৃক্কণী লেহন করে, ললাটে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, মুখ বিবর্ণ হয়, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং বদ্ধ হইয়া আইসে, পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ বহুতর কথা কহে, সুমিষ্ট কথা কহিতে পারে না, প্রীতিস্নিগ্ধ অবলোকনে অসমর্থ হয়, ওষ্ঠাধর বক্র করে, এইরূপ যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ (অর্থাৎ অন্য কোন ভয়াদি নিমিত্ত ব্যতীত) বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়, অভিযোগেই হউক, আর সাক্ষ্যেই হউক, সে ব্যক্তি দুষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৪—১৬ ॥ যে প্রৌঢ়বাদমাত্র পরায়ণ হইয়া অধমর্ণের অস্বীকৃতধন বিনাপ্রমাণে সিদ্ধ করিতে চেষ্টা পায়, যে অভিযুক্ত হইয়া পলা-য়ন করে এবং যে অভিযুক্ত, উত্তর লেখনাদির জন্য বিচারকের আহ্বানে সভায় উপস্থিত হইয়া কোন উত্তর না দেয়, তাহারা, বিবাদে হীন এবং দণ্ডনীয় হয় ॥ ১৭ ॥ (ভাষার্থ শ্রব-ণের পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে, তৎসমস্ত বাদীর সম্মুখে লেখ্য; অনন্তর বাদী সাক্ষী প্রভৃতিদ্বারা আত্মপক্ষ সপ্রমাণ করিবেন; ইহা অষ্টম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে যে প্রতিবাদীর সপ্রমাণ উত্তর লেখনের পর. বাদী, আত্ম পক্ষ সমর্থন করিবে, না—বাদীর ভাষার ন্যায় কেবল মাত্র প্রতি-বাদীর উত্তর লেখনের পর, বাদী সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে। এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ যোগীশ্বর বলিতেছেন) উভয় পক্ষের সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে, প্রথম বাদীর সাক্ষীগণকে জিজ্ঞাসা করিবে, বাদীপক্ষ দুর্ব্বল হইলে, প্রতিবাদীর সাক্ষীগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে। * ॥ ১৮ ॥

* এসম্পত্তি আমার; বেশ !! এ সম্পত্তি আমার এই-রূপ বিবাদী-উভয়-পক্ষের সাক্ষীগণ উপস্থিত থাকিলে যিনি বলিতেছেন এতকাল পূর্ব্বে আমাকে অমুক দান করিয়াছে এতদিন ভোগ করিয়াছি—তাঁহার সাক্ষী-গণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে, অপর ব্যক্তি যদি পূর্ব্বেই বলিয়া থাকেন, যে পূর্ব্বে এ সম্পত্তি বিবাদীর ছিল, এক্ষণে এই এই কারণে আমার হইয়াছে, তাহা হইলে এই-ব্যক্তির সাক্ষীগণকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করিবে। ইহা মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা।

যদি পণবন্ধ পূর্ব্বক (অর্থাৎ আমি যদি পরাজিত হই তাহা হইলে এতটাকা হারিব এইরূপ বাজি রাখিয়া) বিবাদ হয় তাহা হইলে রাজা পরাজিত ব্যক্তির নিকট হইতে রাজসরকারে উচিত মত অর্থদণ্ড ও পণোল্লিখিত অর্থ এবং জেতাকে সাধিত অর্থ দেওয়াইবেন ॥ ১৯ ॥ বিচারক, বাদী প্রতিবাদীর প্রমাদাদি কথিত বিষয় নিরাকরণ পূর্ব্বক ব্যবহার কার্য্যকে উদ্‌ঘাটিত-সত্যের সহিত যোজিত করিবেন, কারণ প্রকৃত-সত্য-বিষয়ও অনুপ ন্যস্ত থাকিলে ব্যবহারে হীন হইয়া পড়ে ॥ ২০ ॥ প্রতিবাদী যদি বাদীর লিখিত সমস্ত বস্তুর অপলাপ করে অর্থাৎ ঋণগ্রহণ-বিচারে বাদী বলিল আমার ৫০ স্বর্ণমুদ্রা ৫০ রজত মুদ্রা উত্তম উত্তম বস্ত্রযুগ্ম গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিবাদী যদি তদুত্তরে বলে আমি কিছুই লই নাই; কিম্বা লইয়াছিলাম বটে কিন্তু সমস্তই পরিশোধ করিয়াছি এমত স্থলে যদি অপলাপিত বস্তু সকলের মধ্যে অন্ততঃ একটি বস্তুও প্রতিবাদীর নিকট প্রাপ্য বলিয়া প্রমাণিত, হয় তাহা হইলে, রাজা, বাদী-লিখিত সকল বস্তুই প্রতিবাদীর নিকট হইতে দেওয়াইবেন। কিন্তু বাদী ভাষাকালে যে বস্তুর উল্লেখ করে নাই, অথচ তৎপরে উল্লেখ করিয়াছে তাহা আর দেওয়া যাইবেনা ॥ ২১ ॥ স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধ উপস্থিত হইলে প্রাচীন আচার দৃষ্টে স্থিরীকৃত ন্যায়ই প্রধান (অর্থাৎ যাহা ন্যায় বলিয়া বোধ হইবে তাহা করিবে) এবং অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলবান্ (অর্থাৎ এতদুভয়ের বিরোধে ধর্ম্মশাস্ত্রই গ্রাহ্য) ইহাই নিয়ম ॥ ২২ ॥ লিখিত দলিল, ভোগ, এবং সাক্ষী, প্রমাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; ইহার একটীও না থাকিলে বক্ষ্যমাণ দিব্য সকলের মধ্যে কোন একটী দিব্য প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ বাদী প্রতিবাদীর উভয় পক্ষ সপ্রমাণ হইলে অর্থঘটিত সকল বিবাদে সেই উত্তর পক্ষ জয়ী হইবে (যথা বাদী বলিল অমুক ব্যক্তি আমার ১০ টাকা ঋণগ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি বলিল করিয়াছিলা

বটে পরিশোধ করিয়াছি, এইস্থলে ঋণগ্রহণ এবং প্রতিশোধ উভয় পক্ষ প্রমাণিত হইলে প্রতিশোধ পক্ষের জয়) আধি, প্রতিগ্রহ এবং ক্রয়স্থলে পূর্ব্ব পক্ষই জয়ী হইবে; (যথা শ্যাম নিজের ভদ্রাসন বাটী এক জনের নিকট বন্ধক রাখিয়া আর এক জনের নিকট বন্ধক রাখিল; পরে উক্ত ব্যক্তি খালাস করিতে না পারায় বাটী দখল করিবার জন্য দুই মহাজনই বিবাদে প্রবৃত্ত হইল, উভয় পক্ষই সপ্রমাণ হইলে, যে প্রথম বন্ধক রাখিয়াছিল, তাহারই জয় হইবে। আধিশব্দে বন্ধক। প্রতিগ্রহ এবং ক্রয়ের সময়ও ঐরূপ উদাহরণ)। ২৪। স্বামী, আপনার স্থাবর সম্পত্তি, নিঃসম্বন্ধ-অপর লোকে ভোগ করিতেছে৹ দেখিতে পাইয়াও নিবারণ না করিলে, বিংশতি বর্ষ পরে ঐ সম্পত্তিতে আর স্বত্ব থাকিবে না। অস্থাবর সম্পত্তি হইলে দশবর্ষ পরেই আর স্বত্ব থাকিবে-না। ২৫। তবে বন্ধকী দ্রব্য, সীমা স্থান, উপনিক্ষেপ (অর্থাৎ সংখ্যা ও নামাদিকীর্ত্তন-পূর্ব্বক গচ্ছিতদ্রব্য), জড় ও বালকের সম্পত্তি, উপনিধি (অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যের কথা প্রকাশ না করিয়া যে মুদ্রাঙ্কিত পোটিকাদি গচ্ছিত রাখা হয়, তাহার নাম উপনিধি) রাজস্ব, দাস্তাদি স্ত্রী এবং শ্রোত্রিয়ের ধন পরে ভোগ করিতেছে দেখিতে পাইয়াও নিষেধ না করিলে ঐ সকল সম্পত্তির স্বামী বিংশতি বৎসর বা দ্বাদশ বৎসর পরে নিঃস্বত্ব হইবে-না। ২৬। যে ব্যক্তি আধি প্রভৃতি শ্রোত্রিয়ের সম্পত্তি পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, তত্তৎস্বামীর বিনানুমতিতে ভোগ করে, বিচারক, তাহার নিকট হইতে ঐ সকল বস্তু, প্রকৃত স্বামীকে এবং তৎপরিমিত বা তদীয়-শক্ত্যনুরূপ অর্থদণ্ড রাজ সরকারে দেওয়াইবেন। ২৭। আগম (অর্থাৎ ক্রয় প্রতিগ্রহাদি), ভোগ হইতে বলবৎ প্রমাণ; কিন্তু পিত্রাদি-পুরুষত্রয়-ক্রমাগত ভোগ হইতে বলবৎ প্রমাণ নহে, কারণ এই ভোগ প্রমাণিত আগম অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ; (সুতরাং বুঝা গেল, প্রথম স্বত্বাধিকারী পুরুষের পক্ষে আগম এবং চতুর্থ পুরুষের পক্ষে ভোগ বলবৎ প্রমাণ) আর দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষের পক্ষে প্রমাণিত আগমও প্রমাণ নহে, যদি তাহার সহিত অল্প মাত্রও ভোগ না থাকে (অর্থাৎ একেবারে ভোগ নাই কেবল আগম আছে, ইহা অপেক্ষা স-ভোগ আগম বলবৎ প্রমাণ)। ২৮। যে ব্যক্তি, ক্রয় প্রতিগ্রহাদি করিয়াছে, সেই যদি অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ক্রয় প্রতিগ্রহাদি সপ্রমাণ করিয়া দিবেন, তাহার পুত্র কি পৌত্র অভিযুক্ত হইলে, সাগম ভোগ প্রমাণিত করিবে, কারণ তাহাদিগের পক্ষে বিশিষ্ট ভোগই বলবৎ প্রমাণ। ২৯। যে ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি-কারী অভিযুক্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার উত্তরাধিকারী সেই আগম প্রমাণিত করিবে। সেই ব্যবহারে আগম সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত না হইলে প্রমাণিত (রাজা), ভোগমাত্র, প্রামাণ্য জনক হইবে না* আগম, যদি বিশুদ্ধ হয়, অব প্রমাণিত ভোগ প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু আগম বিশুদ্ধ না হইলে প্রমাণিত ভোগও স্বত্বের কারণ হইবে না। ৩০। রাজনিযুক্ত, গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোক, নানাজাতীয় জনসমূহ এবং নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধববর্গ, ব্যবহারার্থী মনুষ্যদিগের ব্যবহার কার্য্যে এই সকলের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তি পর পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ বন্ধুবর্গ-দৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দর্শনজন্য নানাজাতীয় জনসমূহের নিকট, তাহার দৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দর্শন জন্য গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোকের নিকট যাইতে পারিবে—ইত্যাদি; কিন্তু রাজনিযুক্ত-লোকদৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দর্শন জন্য গ্রাম বা নগরবাসী জনসমূহের নিকট যাইবে না—ইত্যাদি। এখন যেমন মুন্সেফ হইতে জজ, জজ হইতে হাইকোর্ট আপিল হয়; কিন্তু হাইকোর্ট হইতে জজের নিকট আপিল হয় না। সেইরূপ, ভাব এইঃ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-দৃষ্ট ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইবে না) । ৩১। তবে বল বা ভয় নিষ্পন্ন, স্ত্রীকৃত, নিশাকাল কৃত, গৃহাভ্যন্তর কৃত, গ্রাম-বহির্দ্দেশকৃত

* ২৮—৩০ শ্লোকেরব্যাখ্যান্তর-উল্লেখ অনর্থক।

এবং শক্রকৃত ব্যবহার, শ্রেষ্ঠব্যক্তি কর্তৃক দৃষ্ট হইলেও পরিবর্ত্তিত করিবে ॥ ৩২ ॥ মত্ত, উন্মত্ত, পীড়িত, ব্যসনাসক্ত, বালক, ভীত, নগরাদি বিরুদ্ধ এবং অনিযুক্ত সম্বন্ধ শূন্য ব্যক্তি, এইসকল লোকে যে ব্যবহার উত্থাপিত করে, তাহা অসিদ্ধ ॥ ৩৩ ॥ রাজা শৌণ্ডিকাদি দ্বারে কাহারও প্রনষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে যে উক্ত বস্তুর বিশেষ বিশেষ চিহ্ন বিবৃত করিয়া ঐ বস্তুতে নিজের স্বত্ব জানাইবে, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন। আর যে চিহ্ন বলিতে না পারিয়াও আত্মস্বত্ব জানাইবে, তাহার প্রার্থিত বস্তুর মূল্য-পরিমিত অর্থ দণ্ড হইবে ॥ ৩৪ ॥ রাজা নিধিপ্রাপ্ত হইলে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে তাহার অর্দ্ধভাগ প্রদান করিবেন, বিদ্বান্-ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বয়ংই সমস্ত ভাগ গ্রহণ করিবেন, যেহেতু তিনিই সমস্ত জগতের প্রভু ॥ ৩৫ ॥ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে নিধি প্রাপ্ত হইলে, রাজা তাহাকে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়া অবশিষ্ট সকল ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। আর রাজাকে নিধি-প্রাপ্তি-সমাচার না জানাইয়া গোপনে সমস্ত লইবার চেষ্টা করিলে, রাজা তাহা জানিতে পারেন ত সমস্ত নিধি গ্রহণ করিবেন এবং উহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড করিবেন ॥ ৩৬ ॥ রাজা, চৌরাপহৃত দ্রব্য পাইলে, যাহার বস্তু অপহৃত হইয়াছে, তাহাকে দিবেন। না দিলে, যে অপহরণ করিয়াছিল, তাহার অর্থাৎ চৌরের কলুষরাশি প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৩৭ ॥ সবন্ধক ঋণে, প্রতিমাসে শতকরা অশীতি ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি (অর্থাৎ সুদ) বন্ধক শূন্য ঋণ হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই বর্ণানুসারে যথাক্রমে শতকরা শতভাগের দুই ভাগ, তিন ভাগ, চারি ভাগ এবং পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি (অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে শতপণ ধার দিলে তাহার নিকট প্রতিমাসে ২ পণ, ক্ষত্রিয়কে দিলে তাহার নিকট ৩ পণ ইত্যাদি বৃদ্ধি লইবে) ॥ ৩৮ ॥ যাহারা লাভার্থ কান্তারে গমন করে, তাহারা শতকরা শতভাগের দশ ভাগ, এবং সমুদ্রগামীরা শতভাগের বিংশতিভাগ সুদ দিবে। অথবা সকল বর্ণ, সকল জাতিকে ঋণগ্রহণ সময়ে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধি দিবে ॥ ৩৯ ॥ (বহুকাল ঋণ থাকিলে, অথচ মধ্যে মধ্যে সুদ গ্রহণ না করিলে, যতদূর পর্য্যন্ত সুদ বাড়িতে পারে, তাহা বলিতেছেন) স্ত্রী-পশু (অর্থাৎ গাভী প্রভৃতি), ধার করিলে, তাহার বৎসের মূল্য পর্য্যন্ত সুদ হইলে, আর সুদ বাড়িবে না। রসের (অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদির) সুদ, মূল ধন অপেক্ষা আটগুণ পর্য্যন্ত বাড়িবে, বস্ত্র ধান্য এবং সুবর্ণের যথাক্রমে দুইগুণ তিনগুণ এবং চারগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে। (উদাহরণ শ্যাম ঘোষ, রাম ঘোষের নিকট পঞ্চবর্ষীয় গাভী ধার করিয়াছে, তদনুরূপ আর একটী গাভী দ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, কিন্তু অনেক দিন গত হইল, ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছে না,—রাম ঘোষ ভদ্রলোক, সুদ চাহিতে পারে নাই, ক্রমে লইলে এত সুদ লইতে পারিত, যে তদ্দ্বারা আর একটী গাভী ক্রয় করা যায়। তাহার পর, শ্যাম ঘোষ, যদি ঋণ পরিশোধ করে' ত একটী বৎস বা বৎস মূল্য মাত্র সুদ দিবে, আর অধিক দিতে হইবে না—ইত্যাদি) * ॥ ৪০ ॥ যে অর্থ ঋণ বা কোন অধর্ম্ম উপায়ে গ্রহণ করিয়াছে, সেই ধনস্বামী গ্রহীতার নিকট হইতে যে কোনরূপে তাহা আদায় করিতে চেষ্টা করিবে, রাজা নিবারণ করিতে পারিবেন না। পরন্তু সেই অবস্থায় গ্রহীতা যদি রাজার নিকট বিচারার্থ গমন করে, তাহা হইলে রাজা ঐ গ্রহীতার নিকট হইতে গৃহীত ধন আদায় করিয়া দিবেন এবং উহার শক্ত্যনুরূপ অর্থদণ্ড করিবেন ॥ ৪১ ॥ এক অধমর্ণের সমান জাতীয় অনেক উত্তমর্ণ অভিযোগ উপস্থিত করিলে, রাজা ঐ অধমর্ণ দ্বারা ঋণ গ্রহণের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে এক এক জন উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করাইবেন। ভিন্নজাতীয় অনেক উত্তমর্ণ অভিযোগ উপস্থিত করিলে, প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ উত্তমর্ণের, দ্বিতীয়তঃ

* গাভী প্রভৃতি পোষাণি দিলে, পালক, একটী বৎস লইয়া স্বামীকে গাভী প্রত্যর্পণ করিবে এই ব্যাখ্যা মিতাক্ষরা সম্মত। অপর সকল অংশের ব্যাখ্যা সমান।

ক্ষত্রিয় উত্তমর্ণের ইত্যাদি ক্রমে পরিশোধ করাইবেন॥ ৪২॥ অধমর্ণের নামে নালিশ করিয়া দ্রব্য আদায় করিতে হইলে যত দ্রব্য উত্তমর্ণ পাইবে, তাহার শতকরা শতভাগের দশভাগ রাজা অধমর্ণকে দণ্ড করিবেন। আর উত্তমর্ণ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষসহকারে রাজাকে শতকরা শত ভাগের পাঁচ ভাগ দ্রব্য দিবেন (শতভাগের দশ ভাগ বা শত ভাগের পাঁচ ভাগ শব্দের অর্থ, উক্ত দ্রব্যের দশমাংশ এবং বিংশতিতম অংশ, ইহা কেহ কেহ বলেন)। ৪৩। হীনজাতি (অর্থাৎ উত্তমর্ণ হইতে নিকৃষ্ট জাতি এবং সমজাতি ব্যক্তি) নির্দ্ধন হইলে ঋণ পরিশোধনার্থ রাজা তাহার দ্বারা যথাযোগ্য উত্তমর্ণের কর্ম্ম করাইয়া দিবেন। এবং ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জাতি এবং সমজাতির মধ্যে উত্তম ব্যক্তি) নির্দ্ধন হইলে, উহার আয় অনুসারে ক্রমে পরিশোধ করাইয়া দিবেন। ৪৪। অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে আসিলেও যদি উত্তমর্ণ সুদ বৃদ্ধি লোভে উহা গ্রহণ না করে এবং অধমর্ণ ঐ ধন মধ্যস্থের নিকট রাখে, তাহা হইলে ঐ সময় হইতে আর সুদ দিতে হইবে না। ৪৫। পরিবার ভরণার্থ অবিভক্ত অবস্থায় যে ঋণ করা যায়, তাহা অভিভাবক কর্ত্তা, পরিশোধ করিবে, তাহার মৃত্যু হইলে বা তিনি দীর্ঘ প্রবাসী হইলে, ঐ পরিবারের অন্তর্গত সকল অংশীদার উহা পরিশোধ করিবে॥ ৪৬॥ পতিকৃত ঋণ স্ত্রীকে, পুত্রকৃত ঋণ মাতা পিতাকে এবং স্ত্রীকৃত ঋণ পতিকে, পরিশোধ করিতে হইবে না; তবে যদি ঐ ঋণ পরিবার প্রতিপালনার্থ কৃত হয়, তাহা হইলে দিতে হইবে॥ ৪৭॥ মদের ঋণ, বেশ্যার জন্য ঋণ, দ্যূতক্রীড়ার্থ কৃত ঋণ, রাজদণ্ড বা শুল্কের অবশিষ্ট ঋণ এবং বৃথাদানের (অর্থাৎ নট গায়কাদি উদ্দেশে দানের) ঋণ, পিতৃপিতামহ-কৃত হইলেও পুত্র পৌত্রকে পরিশোধ করিতে হইবে না॥ ৪৮॥ গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলূষ, রজক এবং ব্যাধ এই সকল জাতীয় স্ত্রী, যে ঋণ করিবে, উহাদিগের পতিকে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে; যে হেতু, উক্ত জাতীয়দিগের জীবিকা স্ত্রীর উপরেই নির্ভর করিতেছে॥ ৪৯॥

যে ঋণ পরিশোধে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছে, তাহা, যে ঋণ স্বামীর সহ একত্রে করিয়াছে, তাহা এবং নিজকৃত যে ঋণ, তাহাই স্ত্রীলোক পরিশোধ করিতে বাধ্য, তাহাকে অন্য ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না॥ ৫০॥ পিতৃ পিতামহ, দূরদেশস্থিত, মৃত, কিংবা দুশ্চিকিৎস্যরোগাদি ব্যসনে অভিভূত হইলে পুত্র পৌত্রগণ ঐ ঋণ পরিশোধ করিবে। যদি অপলাপ করে, তাহা হইলে উত্তমর্ণগণ সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলে উহা দিতে হইবে॥ ৫১॥ যে ধনাধিকারী (অর্থাৎ যেমন চারিটী পুত্রের মধ্যে উইলসূত্রে একটী পুত্র ধনাধিকারী হয়, সেইরূপ), তাহাকেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। তদভাবে ভার্য্যাগ্রাহী, (অর্থাৎ বিবাহিতা অথচ অক্ষতা স্ত্রীকে পূর্ব্ব স্বামীর অবর্ত্তমানে অপরে বিবাহ করিলে শেষ বিবাহ কর্ত্তা (১); একজনের বিবাহিতা যুবতী পত্নী বিশেষ বিপৎপাতে যদি অপরকে আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে ঐ আত্মসমর্পণের পাত্র (২); এবং বহুধনসম্পন্না বা অপত্যবতী স্ত্রী যে-পরপুরুষকে আশ্রয় করে সে (৩); এই ত্রিবিধ ভার্য্যাগ্রাহী) তদভাবে অনন্যাশ্রিতদ্রব্য (অর্থাৎ পৈতৃকধনে অধিকারী হইবার উপযুক্ত অথচ পিতার ধনাভাববশতঃই হউক, অন্য কারণেই হউক, ধনাধিকারে বঞ্চিত) পুত্র ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য; ঋণ পরিশোধ উত্তমর্ণের নিকটেই করিতে হইবে, তদভাবে তাহার পুত্র পৌত্রাদির নিকটে; উত্তমর্ণ পুত্রাদি হীন হইলে যে কেহ তাহার উত্তরাধিকারী থাকিবে, তাহার নিকটে করিবে। (ব্যাখ্যান্তর উল্লেখ নিরর্থক)॥ ৫২॥ ভ্রাতৃগণ, স্বামী স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ইহাদিগের ধন যত দিন অবিভক্ত অবস্থায় থাকে, ততদিন পরস্পর অনুমতি ব্যতীত ইহাদিগের মধ্যে কেহই প্রতিভূ হইতে পারিবে না; ঋণদান, ঋণগ্রহণ বা সাক্ষ্য প্রদান করিতেও পরিবেন না॥ ৫৩॥ "আপনি ইহাকে ছাড়িয়া দিউন্ আবশ্যক মতে ইহাকে

দেখাইয়া দিব” এইরূপে দর্শনের—“ইহাকে আপনি ঋণদান করিতে পারেন, আপনাকে ঠকাইবে না লোকটা বিশ্বাসী” এইরূপে বিশ্বাস করিবার “ঐ ব্যক্তি ইহা না দিলে আমি দিব, আপনি স্বচ্ছন্দে ঋণ দিউন” এইরূপে দানের এই ত্রিবিধ প্রতিভূত্ব (অর্থাৎ জামিন হওয়া) বিহিত আছে, দর্শনের এবং বিশ্বাস করিবার প্রতিভূদিগের কথা ঠিক না হইলে, রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ, তাহাদিগের দ্বারা দেওয়াইবেন; কিন্তু ইতিমধ্যে পরলোক-প্রাপ্তি হইলে তাহাদিগের পুত্র দ্বারা আর দেওয়াইতে পারিবেন না। এবং যাহার জন্য প্রতিভূ হইয়াছিলেন, সে না দিলে, দানের প্রতিভূ, তদভাবে তৎপুত্রাদিগণ দ্বারা উত্তমর্ণের প্রদত্ত-ধন দেওয়াইবেন ॥ ৫৪॥ দর্শনের এবং বিশ্বাসের প্রতিভূর মৃত্যু হইলে তৎপুত্রগণ উত্তমর্ণের ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে না; কিন্তু দান প্রতিভূর পুত্রগণ, ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে ॥ ৫৫ ॥ যদি অনেক ব্যক্তি, অংশ নির্দ্দেশ করিয়া এক জনের প্রতিভূ হয়, তাহা হইলে, যে, যেরূপ অংশের প্রতিভূ, সে সেইরূপ দিবে। আর যদি এক ছায়াশ্রিত (অর্থাৎ বিশেষ অংশ নির্দ্দেশ না করিয়া সকলে মেলিয়া অধমর্ণের সদৃশ) হয়, তাহা হইলে প্রতিভূগণ উত্তমর্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অর্থ দিতে বাধ্য ॥ ৫৬ ॥ প্রতিভূ, সর্ব্বজন সমক্ষে উত্তমর্ণকে যাহা দিবে, অধমর্ণ, প্রতিভূকে তাহার দ্বিগুণ অর্পণ করিবে ॥৫৭॥ তবে স্ত্রী-পশুর অধমর্ণ, স্ত্রী-পশু-দায়ী প্রতিভূকে সবৎসস্ত্রী পশু দিবে, ধান্যের অধমর্ণ, তাহাকে তিনগুণ ধান্য দিবে, বস্ত্রের অধমর্ণ চতুর্গুণ বস্ত্র দিবে এবং রসের অধমর্ণ আটগুণ রস দিবে ॥ ৫৮ ॥

ইতি প্রতিভূ প্রকরণ।

দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইলেও যদি মোচন না করা হয়, তাহা হইলে, বন্ধকী দ্রব্য নষ্ট হইবে (অর্থাৎ পূর্ব্ব স্বামীর স্বত্ব-বহির্ভূত হইবে)। যে বন্ধক দ্রব্যের মোচন সময় নির্দ্ধারিত করা থাকে, তাহা, নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেই নষ্ট হইবে। আর যে সব বন্ধক বস্তু ফলভোগ হয় (অর্থাৎ ক্ষেত্রাদি), তাহা কখনই নষ্ট হইবে না ॥৫৯॥ অপ্রকাশ্য আধি ভোগ করিলে এবং প্রয়োজনীয় আধি, ব্যবহারাক্ষম করিয়া দিলে, সুদ পাইবে না। অথবা ব্যবহারাক্ষম হইলে, পূর্ব্ববৎ করিয়া দিবে। আর যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত বস্তুর মূল্যাদি দিতে হইবে। কিন্তু দৈবকৃত বা রাজকৃত উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে, দিতে হইবে না ॥ ৬০। উপভোগেই আধিগ্রহণ সপ্রমাণ হয়। আধি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইলেও যদি অসার হইয়া পড়ে (অর্থাৎ সুদ সমেত মূল্যের তুলনায় অল্প বলিয়া বোধ হয়), তাহা হইলে অন্য আধি রাখিবে অথবা ধনীকে কিছু অর্থ দিবে ॥ ৬১। অধমর্ণ উত্তমর্ণকে নির্ম্মল চরিত্র জানিয়া যদি বহুমূল্য দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া অল্প ধন লইয়া আইসে, তাহা হইলে দ্বিগুণ সুদ সমেত মূলধন দিয়া বন্ধক দ্রব্য মোচন করিয়া লইতে পারিবে। (নষ্ট হইবে না)। আর যদি এরূপ সত্য করা থাকে যে, “দ্বিগুণ সুদ হইলে ও আধি তাহা দিয়া লইব, কিন্তু যেন আধিনাশ না হয়” তাহা হইলেও সত্যমত দ্বিগুণ দিয়া আধি মোচন করিয়া লইবে ॥ ৬২ ॥ অধমর্ণ, সুদ সমেত মূলধন লইয়া উপস্থিত হইলে, উত্তমর্ণ তাহার বন্ধক বস্তু ছাড়িয়া দিবে; অন্যথা চৌরবৎ দণ্ডনীয় হইবে। উত্তমর্ণ উপস্থিত না থাকিলে, উত্তমর্ণের বিশ্বস্ত লোকের নিকট ঐ ধন দিয়া আধি লইয়া আসিবে ॥ ৬৩॥ (উত্তমর্ণ পক্ষে, অধমর্ণ-প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোক উপস্থিত না থাকিলে, কিম্বা অধমর্ণ আধি বিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু উত্তমর্ণ উপস্থিত নাই, তখন কি করা উচিত তাহা, কথিত হইতেছে)। তৎকালে ঐ আধির যেরূপ মূল্য হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া যাবৎ উত্তমর্ণ উপস্থিত হইয়া ধনগ্রহণ পূর্ব্বক আধি মোচন না করে বা আধিমূল্য দ্বারা নিজদত্ত ঋণের কিয়দংশ পরিশোধিত না করে, তাবৎ উত্তমর্ণের নিকট যেমন আছে, তেমনি রাখিবে। পরন্ত আর বৃদ্ধি হইবে না। যদি ঋণ গ্রহণকালে এরূপ সত্য থাকে যে; মূলধন সুদে বৃদ্ধি পাইয়া

দ্বিগুণ হইলে, দ্বিগুণ ধনই গ্রাহ্য; আধি নাশ না হয় এবং মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠে, তাহাহইলে তৎকালে অধমর্ণ সন্নিহিত না হইলে, উত্তমর্ণ সাক্ষী রাখিয়া আধি বিক্রয় করিতে পারিবে ॥ ৬৪ ॥ যখন বিনা বন্ধক ঋণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে; তখন ক্ষেত্রাদি বন্ধক রাখিলে তদুৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা যদি উত্তমর্ণের উক্ত ঋণ পরিশোধিত হয়, তাহা হইলে উত্তমর্ণ ঐ আধি ছাড়িয়া দিবেন। "এই আধি হইতে অধিক উৎপন্ন হয়, তোমার লাভ, অল্প উৎপন্ন হয়, তোমার ক্ষতি," উত্তমর্ণের অঙ্গীকার মতে অধমর্ণের এরূপ কিছু বলা না থাকে, এবং দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হয় ত আধি ছাড়িয়া দিবেন অন্যথা নহে ॥৬৫

ইতি ঋণাদান প্রকরণ।

বিশেষ বিবরণ না বলিয়া যে সকল বস্তু করণ্ডপেটিকাদির মধ্যে রাখিয়া অপরের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহার নাম "ঔপনিধিক" ইহা যাহার নিকট ন্যস্ত করিবে, সে ব্যক্তি, ন্যাসকারীকেও তদ্রূপে প্রত্যর্পণ করিবে ॥ ৬৬ ॥ রাজা, দৈব বা তস্করের উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে, প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ন্যাসকারী উক্ত দ্রব্য প্রার্থনা করিলে না দেয় এবং তাহার পরে রাজাদি উপদ্রবে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহার মূল্য দিতে হইবে। এবং রাজা তন্মূল্য পরিমিত অর্থ দণ্ড করিবেন ॥ ৬৭ ॥ যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাক্রমে ঐ দ্রব্য উপভোগ করে, বা বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করে, তাহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড হইবে। উপভোগ করিলে, মাসে শতকরা শত ভাগের পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি সমেত, বাণিজ্য করিলে ইহার অতিরিক্ত লভ্যাংশ সমেত সমস্ত মূল্য দিতে হইবে। যাচিত (অর্থাৎ বিবাহাদি উৎসবে পরিধান করিবার জন্য অপরের নিকট হইতে যে সকল বস্ত্রালঙ্কারাদি চাহিয়া লওয়া হয়), অন্বাহিত (অর্থাৎ যে দ্রব্য গচ্ছিত অবস্থায় অপরের নিকট গচ্ছিত হয়), ন্যাস অর্থাৎ প্রথমে কোন বস্তু গৃহস্বামীকে দেখাইয়া "গৃহস্বামীর নিকটে দিবে" এই বলিয়া সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করা), নিক্ষেপ (অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কোন ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু অর্পণ করা) ইত্যাদি বিষয়েরই এই নিয়ম জানিবে ॥ ৬৮ ॥ তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সদ্বংশীয়, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রধান, সরল-স্বভাব, পুত্রবান্, সম্পত্তিশালী, যথাসম্ভব শ্রৌত স্মার্ত্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, এবং ব্যবহর্ত্তার সজাতি বা সবর্ণ এইরূপ অন্ততঃ তিন জন সাক্ষী দিতে হইবে, সজাতি বা সবর্ণ সাক্ষী না মিলিলে, সকল জাতীয় সকল বর্ণীয় ব্যক্তিরই সকল জাতীয় সকল-বর্ণীয় ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে, ইহা স্মৃত হইয়াছে (জাতি —মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি, বর্ণঃ—ব্রাহ্মণাদি) ॥৬৯।৭০॥ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব (অর্থাৎ দ্যূতকর) শ্রোত্রিয়বৃদ্ধ, তাপসবৃদ্ধ এবং পরিব্রাজকাদি, ইহারা শাস্ত্রীয় বচনানুসারে সাক্ষিমধ্যে পরিগণিত নহে। কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই ॥ ৭১ ॥

সুরাদি সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশস্ত, রঙ্গাবতারী, পাষণ্ডী, কূটকারী, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, বন্ধু, অর্থসম্বন্ধী (অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাদী বিষয়ের স্বার্থ-সম্বন্ধ আছে), সহায়, শত্রু, চোর, সাহসী (অর্থাৎ গোঁয়ার), দৃষ্ট-দোষ, বন্ধু পরিত্যক্ত, ইত্যাদি ব্যক্তিগণ, সাক্ষী হইবার অযোগ্য ॥ ৭২ । ৭৩ ॥ উভয় পক্ষ সম্মত, ধর্ম্মজ্ঞ এক ব্যক্তিও সাক্ষী হইতে পারিবে। স্ত্রীসংগ্রহ, বাক্-পারুষ্য, দণ্ড-পারুষ্য, চৌর্য্য এবং সাহসে স্ত্রী বালক প্রভৃতি সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে ॥ ৭৪ ॥ বাদী প্রতিবাদীর সমক্ষে সাক্ষীদিগকে এই সকল কথা শুনাইবে "যে সকল স্থান উপপাতকী মহাপাতকীদিগের গন্তব্য ও যে সকল স্থান অগ্নিপ্রদ স্ত্রীঘাতী শিশুঘাতীদিগের গন্তব্য—সেই ব্যক্তি সেই সকল স্থানে গমন করে, যে সাক্ষী হইয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে। শত শত জন্মান্তরে যাহা কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, তৎসমস্ত তাহার সঞ্চিত বলিয়া জানিবে, যাহাকে নিরর্থক পরাজয় করিতে চেষ্টা পাইতেছ" ॥৭৫—৭৭ ॥ ঋণগ্রহণের ব্যবহারে সাক্ষীগণ কোন কথা না বলিলে, রাজা ষট্চত্বারিংশ

দিনে সাক্ষীদিগের নিকট হইতে সুদ সমেত টাকা আদায় করিয়া দিবেন এবং তাহার সহিত সাধিত ধনের শতকরা শতভাগের দশ ভাগ গ্রহণ করিবেন ॥ ৭৮ ॥ যে পাপিষ্ঠ, নরাধম বিবাদ বিষয় অবগত থাকিয়াও সাক্ষ্য দান না করে, তাহার পাপ এবং দণ্ড কূট সাক্ষীর তুল্য ॥ ৭৯ ॥

দুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিলে বহুলোকে যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহ্য; দুই পক্ষে সমান লোক হইলে গুণবান্ ব্যক্তিগণের; দুই পক্ষেই সমান গুণবান্ লোক থাকিলে, যাহারা অধিক গুণবান্ তাহাদিগেরই কথা গ্রাহ্য ॥৮০ ॥ সাক্ষিগণ, যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় এবং যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞার অন্যরূপ বলে তাহার পরাজয় নিশ্চিত ॥ ৮১ ॥ কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্যপক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে তাহা হইলে পূর্ব্বসাক্ষিগণ কূটসাক্ষী হইবে ॥ ৮২ ॥ এই সকল কূটসাক্ষীদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে, এই বিবাদ-পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবে এবং ব্রাহ্মণ, কূটসাক্ষী হইলে, তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে ॥ ৮৩ ॥

যে ব্যক্তি প্রথমে সাক্ষ্য প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া "যে সকল স্থান উপপাতকী" ইত্যাদি-৭৫—৭৭ বচনোক্ত সাক্ষ্য, শ্রবণ করিয়াছে, পরে ভয়-লোভাদি-অভিভূত হইয়া "আমি সাক্ষী হইব না" বলিয়া অপর সাক্ষীর নিকটে নিজের সাক্ষিত্ব অপলাপ করিলে, তাহাকে ঐ বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড তদপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক দণ্ড করিবেন এবং ব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবেন ॥ ৮৪ ॥ যে-বিবাদে, সত্য কথা বলিলে, ব্রহ্মচারীর প্রাণদণ্ড হয়, সেখানে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে, দ্বিজসাক্ষিগণ প্রত্যেকে অগ্নিতে প্রাপলেশ ক্ষয়ার্থ সারস্বতচরু নির্ব্বপণ করিবে ॥ ৮৫ ॥

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ পরস্পর সম্মতিক্রমে বৃদ্ধি-সময়াদি-বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবে ভবিষ্যতে বিস্মৃত্যাদি-নিবন্ধন তাহার বৈপরীত্য না ঘটে, এই জন্য সেই সকল বিচার ঘটিত সাক্ষিযুক্ত লেখ্য-পত্র প্রস্তুত করিবে। তাহাতে প্রথমেই ধনীর নাম লিখিত হইবে ॥৮৬ ॥ এবং ঐ লেখ্য—বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি গোত্র সব্রহ্মচারিক (অর্থাৎ মাধ্যন্দিন প্রভৃতি শাখাধ্যয়ন প্রযুক্ত সংজ্ঞা বিশেষ; যথা—অমুক মাধ্যন্দিত ইত্যাদি) ও নিজ-পিতৃ-নামাদি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক ॥ ৮৭ ॥ অনন্তর তাঁহাতে ব্যবস্থিত বিষয় লিখিত হইলে, অধমর্ণ, "আমি অমুকের পুত্র অমুক, ইহার উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা আমার সম্মত" এই কয়েকটী কথা স্বহস্তে সন্নিবেশিত করিবে ॥৮৮॥ এবং তাহাতে সাক্ষিগণ পিতৃনাম লেখন পূর্ব্বক ইহা লিখিবে যে, "আমি অমুক এ বিষয়ে সাক্ষী থাকিলাম।" সাক্ষিগণ সংখ্যায় ও গুণে সমান হইবে ॥ ৮৯ ॥ অনন্তর "আমি অমুকের পুত্র অমুক ঋণী ও ধনীর প্রার্থনানুসারে ইহা লিখিলাম" সর্ব্বশেষে লেখক ইহা লিখিবে ॥ ৯০ ॥ সাক্ষিব্যতীতও স্বহস্তে লিখিত লেখ্য প্রমাণ হইবে, কিন্তু বলাৎকার বা লোভ প্রদর্শন ও ক্রোধাদি প্রকাশ দ্বারা সম্পাদিত কৃত হইলে প্রমাণ হইবে না ॥ ৯১ ॥ লেখ্য-লিখিত ঋণও তিন পুরুষের দেয়। আধি ততদিন ভোগ করিতে পারিবে, যত দিন না ঋণ পরিশোধিত হয় (অর্থাৎ এ ঋণ পরিশোধ চতুর্থ পঞ্চম পুরুষেরও কর্ত্তব্য ॥ ৯২ ॥ লেখ্য দেশান্তরস্থ, কদক্ষর, লিখিত নষ্ট, লুপ্তাক্ষর, অপহৃত, অর্দ্দিত বিদলি, দগ্ধ, কিংবা ছিন্ন হইলে অন্য লেখ্য পত্র করিতে পারিবে ॥ ৯৩ ॥ নিজ নিজ হস্তাক্ষর, যুক্তি, তত্তৎসাক্ষি নির্দ্দেশাদি ক্রিয়া, অসাধারণ "শ্রী" কারাদি চিহ্ন, অর্থী প্রত্যর্থীর চিরাগত ঋণদানগ্রহণরূপ সম্বন্ধ ও এতৎসংখ্যক অর্থপ্রাপ্ত্যুপায়, এইসকল হেতু দ্বারা সংদিগ্ধলেখ্য পত্রের শুদ্ধি হইবে ॥ ৯৪ ॥ অধমর্ণ সময়ে সময়ে যে ধন অর্পণ করিবে, তাহা ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে লিখিয়া রাখিবে, অথবা উত্তমর্ণ ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে নিজ হস্তাক্ষরে প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া রাখিবে

॥ ৯৫ ॥ সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইলে, ঐ লেখ্য পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিবে, কিংবা শুদ্ধির নিমিত্ত পরিশোধসূচক আর একখানি লেখ্য পত্র প্রস্তুত করিবে, যে ঋণ গ্রহণ লোকের সমক্ষে তাহার পরিশোধও লোক-সমক্ষে করিবে ॥ ৯৬ ॥ তুলা, অগ্নি, জল, বিষ এবং কোষ এই পাঁচ প্রকার দিব্য বিশুদ্ধির জন্য এই স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইল; অভিযোক্তা শীর্ষকস্থ হইলে (অর্থাৎ অভিযোগ প্রমাণ না হইলে যদি অভিযোক্তা, দণ্ড গ্রহণে সম্মত হয়, তবে) প্রধান প্রধান অভিযোগে অভিযুক্তের প্রতি এই সকল দিব্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য ॥ ৯৭ ॥ অর্থী প্রত্যর্থীর পরস্পর সম্মতিক্রমে প্রত্যর্থীকে দিব্য করিতে হইবে, অথবা পরাজয় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে * রাজদ্রোহ বা ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক সংশয় শীর্ষক ব্যতিরেকেও দিব্য করিতে হইবে ।৯৮। প্রাড়্‌বিবাক, পূর্ব্বদিবস হইতে উপবাসী কৃতস্নান আর্দ্রবাসা দিব্যার্থী ব্যক্তিকে সূর্য্যোদয় সময়ে আহ্বান করিয়া রাজা এবং সভ্য ব্রাহ্মণদিগের সমীপে সমস্ত দিব্য করাইবেন ॥ ৯৯ ॥ স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, ব্রাহ্মণ এবং যোগিদিগের পক্ষে তুলা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্নি, বৈশ্যের পক্ষে জল, এবং শূদ্রের পক্ষে সপ্তযব পরিমিত বিষ, প্রশস্ত দিব্য ॥ ১০০ ॥ সহস্র পণের ন্যূন ধন গ্রহণ শঙ্কায় অগ্নি, বিষ, তুলা কিংবা জল দিব্য হইতে পারিবে না। তবে রাজদ্রোহ কি মহাপাতক বিষয়ে অভিযোগ হইলে, শুদ্ধ্যর্থিগণ অর্থাদি সংখ্যা মনে না করিয়া পবিত্রভাবে দিব্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ ১০১ ॥ (অথ তুলা বিধি) তুলা ধারণজ্ঞ (অর্থাৎ সুবর্ণকারাদি) তুলা রূঢ় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিমান পাষাণ খণ্ডাদি দ্বারা সমান করিবে, পরে অভিযোক্তা, কৃত্রিম ন্যূনাধিক্য পরিহারার্থ প্রতিমান পাষাণাদিকে এবং অভিযুক্ত পুরুষকে চিহ্নিত করিবে, অভিযুক্ত পুরুষ তুলা হইতে অবতারিত হইয়া "হে তুলে! তুমি সত্য, সত্যের আবাস ক্ষেত্র দেবগণ তোমার নির্ম্মাতা, অতএব হে কল্যাণি! সত্য প্রকাশ কর। আমার প্রতি লোকের সন্দেহ দূর কর। হে মাতঃ! যদি আমি পাপী হই, তাহা হইলে আমাকে গুরুভারাক্রান্ত করিয়া প্রতিমান হইতে নিম্নগামী কর। আর যদি শুদ্ধ হই ত প্রতিমান হইতে উর্দ্ধে উথাপিত কর।" এই বলিয়া তুলাকে মন্ত্রপূত করিবে ॥ ১০২—১০৪ ॥ আর অভিযুক্ত ব্যক্তি, হস্তদ্বয় দ্বারা ব্রীহি মর্দ্দন করিলে, তাহার তিলাদিযুক্ত স্থান অলক্তকরসাদি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া হস্তে সপ্ত অশ্বত্থপত্র স্থাপন করিবে। যতগুলি অশ্বত্থপত্র, ততগাছি সূত্র দ্বারা অশ্বত্থপত্রাচ্ছাদিত হস্ত বেষ্টন করিবে ॥ ১০৫ ॥

হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। হে পাবক! হে কবে! সাক্ষীর ন্যায় আমার পুণ্য পাপ পরিদর্শন করিয়া যাহা সত্য হয়, তাহা প্রকাশ কর ॥ ১০৬ ॥ অভিযুক্ত এই মন্ত্র পাঠ করিলে প্রাড়্‌বিবাক তাহার অশ্বত্থপত্রাচ্ছাদিত হস্তদ্বয়ে পঞ্চাশৎপল-পরিমিত সমতল জলন্ত লৌহপিণ্ড স্থাপন করিবে ॥ ১০৭ ॥ সেই অভিযুক্ত, লৌহপিণ্ড গ্রহণ করিয়া সপ্তমণ্ডল অতিক্রম করিবে। ষোড়শ অঙ্গুলি অন্তর বিরচিত এক একটী মণ্ডলের পরিমাণ ষোড়শ অঙ্গুলি ॥ ১০৮ ॥ পরে উক্ত লৌহপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া হস্তে ব্রীহি মর্দ্দন করিবে, যদি হস্ত দগ্ধ না হইয়া থাকে ত শুদ্ধি লাভ করিবে। সপ্তমণ্ডল অতিক্রম করিতে না করিতে যদি পিণ্ড পতিত হয়, কিংবা দগ্ধ হইয়াছে, কি-না হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐ রূপে অগ্নি গ্রহণ করিবে ॥ ১০৯ ॥ (অথ জলবিধি) "হে বরুণ! তুমি আমাকে সত্য দ্বারা রক্ষা কর" এই বলিয়া জলকে মন্ত্রপূত করিয়া নাভিপ্রমাণ-জলে অবস্থিত পুরুষান্তরের উরু অবলম্বন পূর্ব্বক জলে ডুব দিবে ॥ ১১০ ॥ যে সময়ে ডুব দিবে, ঠিক সেই সময়ে এক ব্যক্তি, পূর্ব্বমুক্ত বাণ যে স্থলে নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে যাইবে। অনন্তর তৎস্থানস্থিত পতিত-শরগ্রাহী এক বেগবান্

* অভিযুক্ত ব্যক্তি, নিজের ইচ্ছানুসারে, অথবা অভিযোক্তা বিশেষ পণ বদ্ধ করিলে, দিব্য করিবে, এই ব্যাখ্যা [illegible]।

ব্যক্তি আসিয়া যদি দেখে অভিযুক্ত তখনও ডুব দিয়া আছে, তাহা হইলে ঐ অভিযুক্ত শুদ্ধি লাভ করিবে॥ ১১১॥ (অথ বিষবিধি) হে বিষ! তুমি ব্রহ্মার পুত্র এবং সত্য ধর্ম্মে অবস্থিত, এই অপবাদ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর, সত্য প্রকাশ করিয়া আমার পক্ষে অমৃত স্বরূপ হও॥ ১১২॥

এই বলিয়া হিমালয়জাত শৃঙ্গোৎপন্ন (সপ্ত যব পরিমিত ঘৃতাক্ত) বিষ ভোজন করিবে। বিনা শারীরবিকারে যাহার বিষ জীর্ণ হয়, তাহার শুদ্ধি হইবে॥ ১১৩॥ (অথ কোশ বিধি) প্রাড়্‌বিবাক দুর্গা প্রভৃতি উগ্রদেবতা পূজা করিয়া ঐ সকল দেবতার স্নানীয় জল লইয়া মন্ত্রপূত করিবে, অনন্তর তাহা হইতে তিন প্রসৃতি জল অভিযুক্তকে পান করাইবে॥ ১১৪॥ চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে যাহার রাজকৃত বা দেবকৃত ঘোর বিপদ না হয় সে, শুদ্ধি লাভ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥১১৫॥ যোগমূর্ত্তি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য, মানুষ ও দৈব এই দ্বিবিধ প্রমাণ, ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণন করিলেন, এক্ষণে দায়ভাগ বিধি কীর্ত্তন করিতেছেন॥ ১১৬॥ যদি পিতা বিভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে পুত্রদিগকে (স্বোপার্জ্জিত ধন) ইচ্ছামত অংশ করিয়া দিতে পারিবেন। অথবা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে (সকল ধনেরই) প্রধান ভাগী কিংবা সকলকেই সমভাগী করিবেন। ॥১১৭॥ যদি সমভাগ করেন, তাহা হইলে ভর্ত্তা, বা শ্বশুর যাহাদিগকে স্ত্রীধন প্রদান করেন নাই, সেই সকল পত্নীদিগকেও পুত্রদিগের সমান অংশ দিবেন॥ ১১৮॥ যে ব্যক্তি স্বয়ং উপার্জ্জনক্ষম এবং পিতৃধন গ্রহণে অভিলাষী নহে, তাহাকে যৎসামান্য ভাগ দিয়াও বিভাগ করিতে পারেন। আর ন্যূনাধিক বিভক্ত পুত্রগণের পিতৃকৃত ভাগ (অর্থাৎ ন্যূনাধিক ভাগ) ধর্ম্ম্য (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত) হইলে (যেমন পূর্ব্বকালে জ্যেষ্ঠের বিংশতিতম ভাগ অধিক ছিল, সেইরূপ) অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, (নচেৎ পৈতৃক ধনের ইচ্ছামত ভাগ করিলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে) ইহা স্মৃত হইয়াছে॥ ১১৯॥ (বিভাগের প্রকার উক্ত হইতেছে) পিতা মাতার মৃত্যুর পর, পুত্রগণ, পরস্পর সমবেত হইয়া পৈতৃক ধন এবং ঋণ সমভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। এবং কন্যাগণ মাতার ঋণ-পরিশোধাবশিষ্ট স্ত্রীধন বিভাগ করিয়া লইবে, কন্যা না থাকিলে পুত্রগণই উহা গ্রহণ করিবে॥ ১২০॥ পিতৃ মাতৃ দ্রব্য উপহত না করিয়া যাহা নিজের উপার্জ্জিত, মিত্র সকাশে প্রাপ্ত এবং বিবাহ-লব্ধ, তাহা অপর অংশীদারের হইবে না॥ ১২১॥ যে পিতৃ-পৈতামহ ধন অপরে হরণ করিয়াছিল, তাহাও পুনরুদ্ধার করিলে উদ্ধর্ত্তা, অপর অংশীদারদিগকে ভাগ দিবে না, বিদ্যালব্ধ ধনেরও ভাগ দিতে হইবে না (এ সমস্তই পিতৃ-মাতৃধন-উপঘাত ব্যতিরেকে হইলে, অবিভাজ্য জানিবে॥১২২॥ কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা সাধারণ ধন বর্দ্ধিত করিলে সকল অংশীরই সমভাগ। (এক্ষণে পিতামহ ধনে পৌত্রদিগের বিভাগ প্রকার বর্ণিত হইতেছে) বিভিন্ন পিতৃক পৌত্রগণের পিতা হইতে অংশ কল্পনা হইবে। (মূলধনীর চারিটী পুত্র, ঐ পুত্রগণের মধ্যে একজন এক পুত্র, আর একজন দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গত হয়। মূল ধনীর মৃত্যুকালে দুই পুত্র এবং তিনটী মৃতপিতৃক পৌত্র বর্ত্তমান থাকে, এমত অবস্থায় ঐ ধন পাঁচ অংশ না হইয়া চারি অংশ হইবে। দুই অংশ পুত্রদ্বয়, এক অংশ এক পৌত্র এবং এক অংশ দুই পৌত্র গ্রহণ করিবে; তবেই হইল পৌত্রগণের অংশ পুত্রগণের ন্যায় নহে, তাহাদিগের পিতা হইতে ভাগ; পুত্রগণের ন্যায় হইলে, কথিত স্থলে চার ভাগ না হইয়া পাঁচ ভাগ হইত এবং সকলেই সমভাগী হইত)॥ ১২৩॥ যাহা পিতামহের ভূমি, নিবন্ধ বা দ্রব্য হইবে, তাহাতে আপনার এবং পিতার তুল্য স্বত্ব॥ ১২৪॥ পিতা, পুত্রদিগকে বিভক্ত করিয়া দিলে তৎপরে যদি সবর্ণাগর্ভে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বিভাগের পর জাত পুত্রই পিতার অংশের অধিকারী হইবে। আর পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর বিভাগ করিলে, তৎকালে মাতৃগর্ভস্থ বালক যথাকালে ভ্রাতৃগণ যে ধন গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতে আয়ের ও ব্যয়ের

অবধারণপূর্ব্বক উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিবে ॥ ১২৫ ॥ পিতা মাতা পুত্রগণকে যে সকল বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রীতিপূর্ব্বক দান করিবেন, তাহা তাহারি ধন। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর বিভাগ করিলে, স্ত্রীধন রহিত মাতাও পুত্র-দিগের সমান অংশ প্রাপ্ত হইবেন, তৎকালে অসংস্কৃত ভ্রাতা থাকিলে, পূর্ব্বসংস্কৃত ভ্রাতৃগণ সাধারণ ব্যয়ে, তাহার সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন। সবর্ণাভগিনীগণ অসংস্কৃত থাকিলে নিজাংশের চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া সংস্কার কর্ম্ম সমাধা করিবেন ॥ ১২৬ । ১২৭ ॥ চারি জন (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বর্ণীয় পত্নীর গর্ভজাত) ব্রাহ্মণ-পুত্র বর্ণানুক্রমে সমস্ত পৈতৃক ধনের চারি ভাগ, তিন ভাগ, দুই ভাগ এবং এক ভাগ, তিন জন (ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা এবং শূদ্রা এই ত্রিবর্ণীয় পত্নীর গর্ভজাত) ক্ষত্রিয়পুত্র বর্ণানুক্রমে তিন ভাগ, দুই ভাগ, এক ভাগ ও দুই জন (বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভ-জাত) বৈশ্য-পুত্র দুই ভাগ এবং একভাগ প্রাপ্ত হইবে। (ব্রাহ্মণের সম্পত্তি দশ অংশ হইবে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণীপুত্র চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়া-পুত্র তিন, বৈশ্যাপুত্র দুই, শূদ্রাপুত্র একভাগ পাইবে ইত্যাদি) ॥ ১২৮ ॥ বিভাগের পূর্ব্বে কোন অংশীদার সাধারণ ধন হইতে কিছু অপহরণ করিলে, তাহা যদি বিভাগের পর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে, সেই দ্রব্য সকল অংশীদার সমভাগ করিয়া লইবেন, ইহাই নিয়ম ॥ ১২৯ ॥ অপুত্র ব্যক্তি গুরুনিয়োগক্রমে (উৎপৎস্যমান অপত্য উভয়েরই হইবে, এই অভিসন্ধিপূর্ব্বক) যে পুত্র উৎপাদিত করে, সেই পুত্র উভয়েরই (অর্থাৎ জনয়িতা এবং জননীস্বামীর) ধর্ম্মতঃ উত্তরাধিকারী এবং পিণ্ডদাতা ॥ ১৩০ ॥ (বিবাহ সংস্কৃতা ভার্য্যার নিয়োগ হইবে না, তবে) যে কন্যার কোন পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া সত্যবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, পাণিগ্রহণ মন্ত্র পাঠ না হইলেও সেই পাত্রই ঐ কন্যার পতি। এই পতির মৃত্যু হইলে, অগৃহীত-পাণি পূর্ব্বোক্ত কন্যাকে মৃতপতির সহোদর ভ্রাতা বিবাহ করিবে; যথাবিধি বিবাহ করিয়া ঘৃতাভ্যঙ্গ মৌনাবলম্বনাদি নিয়মানুসারে শুক্ল-বস্ত্রপরিধানা শুদ্ধব্রতচারিণী ঐ স্ত্রীর যে পর্য্যন্ত গর্ভ না হয়, তাবৎ অতি নির্জ্জনে প্রতি ঋতু-কালে এক একবার উপগত হইবে ॥১৩১।১৩২॥ ধর্ম্মপত্নীর গর্ভসম্ভব ঔরসপুত্রই শ্রেষ্ঠ, পুত্রিকা-পুত্র তৎসদৃশ, সগোত্র বা তদিতর (অর্থাৎ সবর্ণ, এবং দেবর) কর্ত্তৃক স্বক্ষেত্রে (পূর্ব্বোক্ত-রূপে) উৎপাদিত পুত্র—ক্ষেত্রজ, ভর্ত্তৃগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে পরপুরুষের সংসর্গে উৎপাদিত পুত্র—গূঢ়জ, কন্যাবস্থায় উৎপন্ন পুত্র—কানীন-ইহাকে মাতামহের পুত্র বলিয়া জানিবে ॥ ১৩৩ । ১৩৪ ॥ অক্ষতা অথবা ক্ষতা পুনর্ভূ নারীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্র পৌনর্ভব, মাতা পিতা যে পুত্র অপরকে প্রদান করেন সে দত্তকপুত্র (এ পুত্র গ্রহীতার উত্তরাধিকারী) ॥ ১৩৫ ॥ পিতৃ-মাতৃ-বিক্রীত পুত্র—ক্রীত, (ক্রেতার উত্তরাধিকারী)। নিজ কৃত (অর্থাৎ পুত্র বলিয়া সম্ভাষিত এবং পালিত) পুত্র—কৃত্রিম, যে পিতৃ-মাতৃ-হীন শিশু স্বয়ং আত্ম-সমর্পণ করে, সে স্বয়ং-দত্ত পুত্র, জননীর পরিণয়াবস্থায় গর্ভস্থ পুত্র—সহোঢ়জ ॥ ১৩৬ ॥ যে শিশু, মাতৃ-পিতৃ-পরিত্যক্ত অবস্থায় অপরের গৃহীত হয়, সে অপবিদ্ধ পুত্র। (গ্রহীতার উত্তরাধিকারী) পুত্রের মধ্যে প্রথমোল্লিখিত এক এক জনের অভাব হইলে পর পর উল্লিখিত পুত্র পিণ্ডদ এবং ধনাধিকারী ॥ ১৩৭ ॥ পূর্ব্বোক্ত বিধি, সজাতীয় তনয়গণের প্রতিই বিহিত হইল। আর শূদ্র দাসীতে যে পুত্র উৎপাদিত করে, সে, উৎপাদকের ইচ্ছা থাকিলে অংশ পাইতে পারে ॥ ১৩৮ ॥ পিতার মৃত্যুর পর উহার ভ্রাতৃগণ (অর্থাৎ শূদ্রের পরিণীতাপত্নীর গর্ভ-জাত পুত্রগণ) উক্ত দাসীপুত্রকে, সবর্ণ ভ্রাতা থাকিলে, তাহাকে যে অংশ দিতে হইত, তাহার অর্দ্ধাংশ দিবে। ঐ সকল ভ্রাতা এবং উৎপাদকের দুহিতা বা দৌহিত্র না থাকিলে, সকল অংশই গ্রহণ করিতে পারিবে ॥ ১৩৯ ॥ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র রহিত ধনী স্বর্গলাভ করিলে, পত্নী, দুহিতা, পিতা, মাতা, কনিষ্ঠ-

সহোদর, জ্যেষ্ঠসহোদর, কনিষ্ঠ, বৈমাত্রেয়, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়, ভ্রাতৃপুত্র, আপেক্ষিক ঘনিষ্ঠ গোত্রজ, বন্ধু, আচার্য্য, শিষ্য, ব্রহ্মচারী ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তির অভাবে উত্তরোত্তর উল্লিখিত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী হইবে, সকল বর্ণেই এই নিয়ম ॥ ১৪০। ১৪১ ॥ বানপ্রস্থ, যতি এবং নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারীদিগের পুস্তক বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু দ্রব্য থাকিবে, তাহাতে আচার্য্য, সৎশিষ্য, ধর্ম্মভ্রাতা এবং একাশ্রমী ইহাঁরা যথাক্রমে (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিতের অভাবে পর পর উল্লিখিত ব্যক্তি) অধিকারী হইবেন ॥১৪২॥ (বিভক্ত নিজধন, পিতা ভ্রাতা বা পিতৃব্য ধনের সহিত মিশ্রিত করিয়া অবিভক্তবৎ ব্যবহার করিলে উহাদিগকে সংসৃষ্টী বলা যায়) সংসৃষ্টী হইবার পূর্ব্বে যখন ধনবিভাগ করিয়া লয়, তখন পত্নীর অবিজ্ঞাত গর্ভ থাকে, পশ্চাৎ সংসৃষ্টী হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ গর্ভোদ্ভব পুত্রকে, যাহার সহিত সংসৃষ্টী হইয়াছিল সেই সংসৃষ্টী, অংশ দিতে বাধ্য, আর যদি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয় ত সংসৃষ্টী তাহার, ধনাধিকারী হইবে। সহোদর ভ্রাতা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পিতৃব্য ইত্যাদি পাঁচ জনে মিলিয়া সংসৃষ্টী হইলে, ঐরূপ পুত্রকে সহোদর সংসৃষ্টীই অংশ দিবেন, আর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে, সহোদর সংসৃষ্টীই উত্তরাধিকারী হইবেন ॥১৪৩॥ পুত্রাদিরহিত পরলোকগত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ধনে সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী হইবে, কিন্তু অসংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইবে না। সংসৃষ্ট অর্থাৎ সহোদর অসংসৃষ্টী হইলেও সহোদরের ধনে অধিকারী, আর সংসৃষ্টী বলিয়া একমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই যে ধনাধিকারী হইবে, তাহা নহে (পরন্ত সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং অসংসৃষ্টী সহোদর উভয়ে সেই ধনে অধিকারী) ॥ ১৪৪ ॥ ক্লীব, পতিত, পতিতপুত্র, জন্মাবধি পঙ্গু, উন্মত্ত, বেদগ্রহণে অসমর্থ, জন্মান্ধ, যক্ষ্মাদি অচিকিৎসনীয় রোগাক্রান্ত এবং পিতৃদ্বেষী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে, ধনাধিকারীগণ ভরণ পোষণ করিবে, কিন্তু অংশ দিবে না ॥ ১৪৫ ॥ ইহাদিগের যথাসম্ভব ঔরস এবং ক্ষেত্রজ পুত্রগণ পিতৃবৎ দোষাক্রান্ত না হইলে, পিতা নির্দ্দোষ হইলে যে প্রকার ভাগ পাইতে পারিত, তদনুসারে ভাগ পাইবে। এবং পূর্ব্বোক্ত ক্লীবাদির কন্যাগণ যত দিন না বিবাহিত হইবে, ততদিন ইহাদিগের ভরণ পোষণ করিতে হইবে, পরে বিবাহ দিতে হইবে ॥ ১৪৬ ॥ এই সকল ক্লীবাদির পুত্রহীন পত্নী সচ্চরিত্রা হইলে, দায়াদগণ তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য, কিন্তু যদি ব্যভিচারিণী হয়, তাহা হইলে ভরণ করিবে না, প্রত্যুত নির্ব্বাসিত করিবে, আর প্রতিকূলা হইলে ভরণ করিবে বটে, কিন্তু স্থানান্তরিত করিয়া দিবে ॥ ১৪৭ ॥ পিতা, মাতা, পতি এবং ভ্রাতা যাহা প্রদান করেন তাহা, বিবাহ-সময় যাহা লব্ধ হয় তাহা, আধিবেদনিক (স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার সময় পূর্ব্ব পত্নীর সন্তোষার্থ যাহা প্রদান করেন, তাহার নাম "আধিবেদনিক)" ইত্যাদি ধন, মাতৃবন্ধুদত্ত, পিতৃ-বন্ধু-দত্ত ধন শুল্ক অর্থাৎ যাহা গ্রহণ করিয়া কন্যার আসুর বিবাহ দেয় এবং অন্বাধেয়ক অর্থাৎ বিবাহের পর লব্ধ ধন স্ত্রীধন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, পুত্র কন্যা না রাখিয়া মরিলে বান্ধবগণ তাহা প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৪৮।১৪৯ ॥ ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারি বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য এই কয় বিবাহে বিবাহিত স্ত্রী নিঃসন্তান হইয়া মরিলে তাহার ধনে ভর্ত্তা অধিকারী, তদভাবে আপেক্ষিক নিকট-সম্বন্ধী সপিণ্ডাদি, অপর চার বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর ধনে মাতা, তদভাবে পিতা ইত্যাদি অধিকারী। যে বিবাহে বিবাহিত হউক না কেন, কন্যা পুত্রবতী হইলে কন্যাগণ মাতৃ-ধনে অধিকারী, তাহার মধ্যে বিশেষ এই, —প্রথম কুমারী, তদভাবে দত্তা ইত্যাদি ॥১৫০॥ বাগ্‌দত্তা কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি অর্পণ করিয়া পুনর্গ্রহণ করিলে উহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড হইবে এবং ঐ কন্যাকে অভিযোগ ব্যয় ও প্রথম দত্ত দ্রব্য সবৃদ্ধিক দিবে। আর কন্যার বাগ্‌দত্ত অবস্থায় মৃত্যু হইলে, স্বপক্ষ ও

কন্যাপক্ষের উপচারার্থ বর যাহা ব্যয় করিয়াছিল, তাহা পরিশোধ করিয়া স্বপ্রদত্ত অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিতে পারিবে * ॥১৫১॥ দুর্ভিক্ষ সময়ে পারিবার পালনার্থ, অবশ্য-কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য, ব্যাধিকালে চিকিৎসাদির নিমিত্ত এবং বন্ধনাদি-মোচনার্থ ভর্ত্তা স্ত্রীধন গ্রহণ করিলে, আর প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না॥ ১৫২॥ দ্বিতীয়বার বিবাহে যাবৎ—পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইবে, অধিবিন্ন স্ত্রীকে তাবৎ-পরিমাণ আধিবেদনিক অর্থ দিবে, পূর্ব্বে যাহাকে স্ত্রীধন প্রদত্ত হয় নাই, তাহার পক্ষেই এই নিয়ম, স্ত্রীধন প্রদত্ত হইলে পূর্ব্বোক্তের অর্দ্ধাংশ প্রদান কীর্ত্তিত হইয়াছে॥ ১৫৩॥ বিভাগের অপলাপ করিলে, জ্ঞাতি, বন্ধু, সাক্ষী এবং পৃথক্কৃত গৃহক্ষেত্রাদি দ্বারা বিভাগের নির্ণয় করিবে॥ ১৫৪॥ এই দায়ভাগপ্রকরণ॥ ক্ষেত্রের সীমা-বিবাদ উপস্থিত হইলে, চতুস্পার্শ্বের গ্রামস্থ ব্যক্তি, বৃদ্ধ, মৌল, উদ্ধৃত, গোচারক, নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রকর্ষক এবং সকল প্রকার বনচারী মনুষ্য, ইহারা উন্নতভূমি, অঙ্গার, তুষ, ন্যগ্রোধাদি বৃক্ষ, সেতু, বল্মীক স্তূপ, তড়াগাদি, অস্থি এবং চৈত্য প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত দেখিয়া সীমা নিশ্চয় করিয়া লইবে॥ ১৫৫। ১৫৬॥ পূর্ব্বোক্ত কোন চিহ্ন না পাইলে সাক্ষী দ্বারা সীমা নিশ্চয় করিবে, অভাবে পার্শ্ববর্ত্তী সমসংখ্যক গ্রামের (অর্থাৎ দুইখানি গ্রাম কি চারখানি গ্রামের ইত্যাদি) চারি জন, আট জন কিংবা দশজন লোক রক্তমাল্য রক্তবস্ত্র এবং মস্তকে মৃত্তিকাখণ্ড ধারণ করিয়া সীমা নিশ্চয় করিয়া দিবে॥ ১৫৭॥ উক্ত সীমা-নির্ণয় কোনরূপে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইলে, রাজা, সাক্ষিগণের বা সামন্তগণের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যম সাহস দণ্ড করিবেন। পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন এবং অন্যান্য সাক্ষী ও সামন্তাদি জ্ঞাতা লোক না থাকিলে, রাজাই সীমাপ্রবর্ত্তক হইবেন॥ ১৫৮॥ আরাম (অর্থাৎ ফলপুষ্প হেতু ভূখণ্ড) আয়তন (অর্থাৎ খামার প্রভৃতি) গ্রাম বাপী কূপাদি পানীয় স্থান উদ্যান (অর্থাৎ ক্রীড়াবন) গৃহ এবং নালা নর্দ্দমা প্রভৃতির বিবাদেও এই বিধি জানিবে॥ ১৫৯॥ মর্য্যাদা প্রভেদে, (অর্থাৎ আল ভাঙ্গিয়া দিলে), সীমা অতিক্রম করিয়া কর্ষণ করিলে এবং ভয়াদি প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্ষেত্রাদি অপহরণ করিলে যথাক্রমে অধম সাহস, মধ্যম সাহস এবং উত্তম সাহস দণ্ডভোগ করিতে হইবে॥ ১৬০॥ কোন ব্যক্তি পরকীয় ভূমিতে সেতু বা কূপাদি জলাশয় করিয়া দিতে চাহিলে উক্ত ভূস্বামীর যৎকিঞ্চিৎ ভূমি বিনষ্ট হইলেও তাহা নিষেধ করিবে না কারণ কূপাদি জলাশয় স্বল্প স্থান ব্যাপী, সুতরাং বিশেষ অপকার করে না প্রত্যুত বহুজল পূর্ণ বলিয়া অনেক মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে এইরূপ সেতুতেও কাহারও বিশেষ অপকার হয় না, অথচ প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়॥ ১৬১॥ যে ব্যক্তি ক্ষেত্র স্বামীকে তদভাবে রাজাকে না জানাইয়া পরকীয় ক্ষেত্রে সেতু নির্ম্মাণ করে, সেতু নির্ম্মাণ সম্ভূত অদৃষ্টে তাহার অধিকার হয় না, কিন্তু ক্ষেত্রস্বামীর এবং তদভাবে রাজার অধিকার হয়॥ ১৬২॥ যে ক্ষেত্রকর্ষণে স্বীকৃত হইয়া পশ্চাৎ সেই ক্ষেত্র নিজেও কর্ষণ না করে বা অপরের দ্বারাও কর্ষণ না করায় অথচ ক্ষেত্র লাঙ্গলদ্বারা ঈষণ্মাত্র বিদারিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বীজবপনের উপযুক্ত না হয়, উহা কর্ষণ করিলে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, ঐব্যক্তি তাহা প্রদান করিতে বাধ্য এবং স্বামী তাহার নিকট হইতে ক্ষেত্র আচ্ছিন্ন করিয়া অন্যদ্বারা কর্ষণ করাইবে॥১৬৩॥

ইতি সীমা বিবাদ প্রকরণ।

মহিষী অপরের শস্য বিনাশ করিলে আট মাষ অর্থদণ্ড হইবে। গো, শস্য বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ, ছাগ বা মেষ শস্য বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ দুই মাষ অর্থদণ্ড হইবে॥ ১৬৪॥ যদি মহিষ্যাদি পশু শস্য ভক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট থাকে অর্থাৎ ইচ্ছামত শস্য ভক্ষণ করিয়া

* একের প্রতি বাগ্দত্তকন্যা অপরকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তাহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড হইবে, এবং বর যাহা ব্যয় করিয়াছিল তাহা সুদসমেত দিবে, আর তাহার মৃত্যু হইলে, বর যাহা কন্যাকে দিয়াছিল, তাহা আপনার এবং কন্যাদাতার ব্যয় হিসাব করিয়া অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণ করিবে। ইহা টীকা সম্মত ব্যাখ্যা।

স্বয়ং তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে উক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে, বিবীত অর্থাৎ প্রচুর তৃণ কাষ্ঠময় রক্ষিত ভূভাগ বিনষ্ট করিলে আটমাষ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড হইবে। গর্দ্দভ এবং উষ্ট্রের পক্ষে মহিষীর তুল্য দণ্ড ॥ ১৬৫॥ ক্ষেত্রস্বামীর যাবৎ শস্য বিনষ্ট হইবে, তদনুরূপ ফল দিতে হইবে; এই দণ্ড এবং পূর্ব্বোক্ত রাজদণ্ড পশু স্বামীকেই বহন করিতে হইবে আর যদি পালকের দোষে এইরূপ হয় তাহা হইলে পালককে তাড়না করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত রাজদণ্ড বহন করিতে হইবে ॥ ১৬৬॥ পথ এবং গ্রামের সমীপবর্ত্তী ও গ্রাম এবং বিবীতের সমীপবর্ত্তী ক্ষেত্রে পালক বা স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বে যদি শস্যাদি বিনষ্ট করে ত দোষ হইবে না, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করাইলে চোরের ন্যায় দণ্ড হইবে ॥ ১৬৭॥

মহাবলীবর্দ্দ (অর্থাৎ যাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অতীব দুঃসাধ্য এবংবিধ বৃষ), উৎসৃষ্ট পশু, সূতিকা (অর্থাৎ যাহার প্রসবের পর দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই) আগন্তুক (অর্থাৎ যূথপরিভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরাগত এবং অন্ধ খঞ্জাদি এই সকল পশুকে, আর যে সকল পশুর পালক আছে কিন্তু দৈবোপদ্রব ও রাজোপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে মোচন করা উচিত॥১৬৮॥ প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্বামী যেরূপ গণনাদি করিয়া অর্পণ করে, পালকও ঠিক সেইরূপভাবে সায়ংকালে পশুদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে, পালকের অনবধানতাক্রমে মৃত বা বিনষ্ট হইলে, যথানিয়মে কৃত-বেতন ঐ পালকই ঐ পশু বা ঐ পশুর মূল্য দিবে ॥১৬৯॥ পালকের দোষে বিনষ্ট হইলে, পালকের সার্দ্ধত্রয়োদশপণ দণ্ড হইবে, এবং স্বামীর দ্রব্য অর্থাৎ বিনষ্ট পশু মূল্য দিতে হইবে ॥ ১৭০ ॥ গ্রামস্থ লোকের আগ্রহে ভূমির অল্পাধিক্য এবং রাজার ইচ্ছানুসারে "গোপ্রচার" করিবে, (অর্থাৎ গোচারণার্থ খানিকটা ভূভাগ অকৃষ্ট অবস্থায় রাখিবে)। দ্বিজাতি তৃণ কাষ্ঠ এবং পুষ্প সকল স্থান হইতে নিজ দ্রব্যের ন্যায় আহরণ করিবেন ॥ ১৭১ ॥ গ্রাম এবং ক্ষেত্রের মধ্যে চারিদিকে, শতধনু, বহু কণ্টকাকীর্ণ গ্রাম ও ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বিশতধনু, নগর ও ক্ষেত্রের মধ্যে চতুঃশত ধনু পরিমিত স্থান ব্যবধান রাখিবে ॥ ১৭২ ॥

ইতি স্বামিপালবিবাদপ্রকরণ।

অন্য বিক্রীত নিজ দ্রব্য দেখিতে পাইলেই, স্বামী উহা গ্রহণ করিবে। সর্ব্বজন সমক্ষে ক্রয় না করিলে ক্রেতার দোষ হইবে, যে দ্রব্য, কোন সদুপায়ে যাহার পাইবার সম্ভব নাই, তাহা সেই ব্যক্তির নিকট ক্রয় করিলে, অতি গোপনে ক্রয় করিলে, অতি অল্পমূল্যে ক্রয় করিলে অথবা অসময়ে (অর্থাৎ রাত্র্যাদিকালে) ক্রয় করিলে, ঐ ক্রেতাও তস্করের মধ্যে গণ্য ॥ ১৭৩ ॥ বিনষ্ট বা অপহৃত পরকীয় দ্রব্য ক্রয়াদি দ্বারা হস্তগত হইলে, ক্রেতা বিক্রেতাকে ধরাইয়া দিবে। যদি বিক্রেতা, কোন অজ্ঞাত দেশে গিয়া থাকে বা মরিয়া থাকে, তবে ক্রেতা স্বয়ং উক্ত ধন লইয়া গিয়া প্রকৃত স্বামীর হস্তে অর্পণ করিবে ॥ ১৭৪ ॥ বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলেই অপহৃত-দ্রব্য-ক্রেতা দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আর যে বিক্রেতা তাহার নিকট হইতে প্রকৃত স্বামী নিজ দ্রব্য এবং ক্রেতা মূল্য প্রাপ্ত হইবেন, রাজা তাহাকে দণ্ড করিবেন ॥ ১৭৫ ॥ স্বামী ক্রয় কিম্বা উপভোগের প্রমাণ দিয়া নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্যকে নিজের বলিয়া সপ্রমাণ করিবে, আর যদি স্বামী ঐরূপ প্রমাণ না দিতে পারে, তাহা হইলে রাজা তাহার উক্ত দ্রব্যের পঞ্চমাংশের একাংশ অর্থ দণ্ড করিবেন ॥ ১৭৬ ॥ যে ব্যক্তি রাজাকে না জানাইয়া হৃত কি প্রণষ্ট নিজ দ্রব্য গ্রহণ করে তাহার ষোল পণ দণ্ড হইবে ॥ ১৭৭ ॥ শুল্কাধিকারী কিম্বা স্থান রক্ষী নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্য আহরণ করিয়া রাজার নিকট স্থাপন করিলে, স্বামী তখন হইতে একবৎসর পর্য্যন্ত ঐ দ্রব্য গ্রহণে অধিকারী থাকে ইহার পর হইলে রাজাই গ্রহণ করিবেন ॥ ১৭৮ ॥ স্বামী, প্রনষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে, তাহার রক্ষণের জন্য রাজাকে দ্রব্য বিশেষে অর্থ বিশেষ

দিতে হইবে। যথা একশফ (অর্থাৎ অশ্বাদিতে) চারপণ, মনুষ্যে পাঁচপণ, মহিষ, উষ্ট্র ও গোতে দুই দুই পণ, ছাগ ও মেষে পণপাদ করিয়া দিবে ॥ ১৭৯ ॥ পরিবার প্রতিপালনের অবিরোধে, আত্মীয় দ্রব্য দান করিতে পারিবে। আত্মীয় দ্রব্য হইলেও স্ত্রীকে পুত্রকে দান করিতে পারিবে না, পুত্র পৌত্রাদি থাকিতে, সর্ব্বস্ব দান করিবে না এবং পূর্ব্বে অপরকে যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তাহাও অন্য ব্যক্তিকে দিবে না ॥ ১৮০ ॥ প্রতিগ্রহ প্রকাশ্য ভাবেই করা উচিত বিশেষতঃ স্থাবর বস্তুর প্রতিগ্রহ। যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহা দান করিবে। দান করিয়া তাহা পুনর্গ্রহণ করিবে না ॥ ১৮১ ॥ ইতি দত্তা প্রদানিক প্রকরণ।

ধান্যাদি বীজ, (১) লৌহ, (২) বলীবর্দ্দাদি বাহ্য, (৩) মুক্তা প্রবালাদি-রত্ন, (৪) দাসী, (৫) গাভী প্রভৃতি দোহ্য, (৬) এবং দাসের, (৭) যথাক্রমে দশদিন, (১) একদিন, (২) পাঁচদিন, (৩) সপ্তাহ, (৪) একমাস, (৫) তিনদিন, (৬) এবং একপক্ষ, (৭) পরীক্ষা কাল (অর্থাৎ ক্রয় করিয়া অনুতাপ হইলে যথাক্রমে ঐসকল বস্তু নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষাকালের মধ্যে ফিরাইয়া দিতে পারিবে) ॥ ১৮২ ॥ সুবর্ণ, অগ্নিতে গলাইলে কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। রজতের শতপলে দুইপল ত্রপু এবং সীসের আটপল, তাম্রের পঞ্চপল *এবং লৌহের দশপল ক্ষয় হয় ॥ ১৮৩ ॥ স্থূল ঊর্ণাসূত্র নির্ম্মিত কম্বলাদি এবং স্থূল কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রাদিতে প্রতি শতপলে ঊর্ণা এবং সূত্র অপেক্ষা দশপল, নাতিসূক্ষ্ম ঊর্ণাদি নির্ম্মিত কম্বলাদি এবং বস্ত্রাদিতে পাঁচ পল এবং সূক্ষ্ম নির্ম্মিত হইলে তিন পল মাত্র বৃদ্ধি হইবে ॥ ১৮৪ ॥ চিত্রিত বস্ত্রাদি ও কৃত্রিম রোম ভূষিত বস্ত্রাদিতে, উপাদান সূত্রাদির পরিমাণাপেক্ষা ত্রিংশৎ ভাগের একভাগ ক্ষয় হইবে। কৌশেয় বস্ত্র এবং বল্কলে উপাদান অপেক্ষা ক্ষয়ও নাই বৃদ্ধিও নাই, তাৎপর্য্য এই কথিত সুবর্ণাদি বস্তু ভূষণাদি নির্ম্মাণার্থ শিল্পীর হস্তে অর্পণ করিলে পরে নির্ম্মিত বস্তু ওজন করিয়া লইবে ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষয় বৃদ্ধি হইলে শিল্পীর দণ্ড হইবে ॥ ১৮৫ ॥ শাণক্ষৌমাদি বস্ত্র, ক্ষীণ হইলে, দেশ, কাল, উপভোগ এবং দ্রব্যের সারাসারতা নির্ণয় করিয়া কুশল ব্যক্তিগণ যেরূপ বলিয়া দিবেন শিল্পীগণ নিশ্চয়ই সেইরূপ অর্থদিতে বাধ্য ॥ ১৮৬ ॥ যাহাকে বলপূর্ব্বক দাসত্ব অবলম্বন করাইয়াছে রাজা তাহাকে দাস্য হইতে মোচন করিবেন, চৌরগণ অপহরণ করিয়া যাহাকে বিক্রয় করিয়াছে সেই ক্রীতদাসকে মোচন করা রাজার কর্ত্তব্য। যে স্বামীর প্রাণদান করে, সেই দাস, মুক্তি পাইবার যোগ্য, যে দুর্ভিক্ষ কালে দাস্য বৃত্তি অবলম্বন করায় পোষিত হইয়াছে সেই অনাকাল ভূতদাস এবং ভক্তদাস (অর্থাৎ খাইতে পাইবার জন্যই যে দাস্য অবলম্বন করিয়াছে) দাস্যের প্রথম দিন হইতে স্বামীর যাহা যাহা উপভোগ করিয়াছে তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিলে মুক্তি পাইতে পারিবে, আহিতদাস (অর্থাৎ সুবর্ণাদির ন্যায় পূর্ব্বস্বামী যাহাকে বন্ধক দিয়াছে, সেই দাস,) এবং ঋণ-দাস (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন বলিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে) সেই অর্থ সুদ সমেত প্রদান করিলে মুক্ত হইবে ॥ ১৮৭ ॥ প্রব্রজ্যাচ্যুত হইলে, আমরণান্ত রাজার দাস হইয়া থাকিবে অনুলোম বর্ণানুসারেই দাস্য হইবে প্রতিলোমবর্ণক্রমে হইবে না ॥ ১৮৮ ॥ "আমি আয়ুর্ব্বেদাদি শিক্ষার্থ আপনার নিকট এতদিন থাকিব" এইরূপ স্বীকৃত হইলে, নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে যদি শিক্ষা সমাপ্ত হয় তথাপি তৎকাল গুরু গৃহে বাস করিবে। গুরুর অন্নে প্রতিপালিত অবস্থায় ঐ বিদ্যাদ্বারা যাহা অর্জ্জিত হইবে তাহা গুরুরই ॥ ১৮৯ ॥ রাজা নিজ নগরে ধবলগৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ব্রাহ্মণ বাস করাইবেন, ঐসকল ব্রাহ্মণবৃন্দ যাহাতে বেদত্রয়জ্ঞ হ'ন তাহা করিবেন, তাঁহাদিগের বৃত্তিনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং বলিবেন "স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করুন" ॥ ১৯০ ॥ নিজ নিত্য কর্ম্মের অবিরোধে যাহা অবসর-নিষ্পাদ্য ধর্ম্ম এবং যাহা রাজাদিষ্ট ধর্ম্ম তাহাও যত্নপূর্ব্বক পালন

করিবে॥ ১৯১॥ যেব্যক্তি গ্রামাদি জন সমূহের ধন অপহরণ করে, অথবা রাজস্থাপিত কি সমাজ-স্থাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করে, সর্ব্বস্বহরণ করিয়া তাহাকে দল হইতে নির্ব্বাসিত করিবে॥ ১৯২॥ যাহারা দলের হিতজনক বাক্য বলে, দলের অন্তর্গত সকলেই তাহাদিগের কথামত কার্য্য করিবে। যে তাহার প্রতিকূলাচারী হইবে, তাহার প্রথম সাহস দণ্ড॥ ১৯৩॥ রাজা সাধারণের কার্য্য সাধনোদ্দেশে সমাগত ব্যক্তিগণের কার্য্যসাধন করিয়া দিয়া পশ্চাৎ দান, মান এবং বহুবিধ সৎকারে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিবেন। ১৯৪। সাধারণের কার্য্যার্থ প্রেরিত ব্যক্তি, যাহা প্রাপ্ত হইবে, তৎসমস্তই সাধারণের প্রতি অর্পণ করিবে; আর এই ব্যক্তি যদি স্বয়ং তাহা অর্পণ না করে, তবে রাজা উহার নিকট তদপেক্ষা একাদশ গুণ অর্থ আদায় করিয়া দিবেন। ১৯৫। ধর্ম্মজ্ঞ, শুচি, অলোভী, ব্যক্তিগণ সাধারণের কার্য্য বিচার করিবেন, (আরার বলি) সেই সকল সাধারণের হিতবাদীগণ যাহা বলিবেন, তদনুসারে সকলেরই কার্য্য করা উচিত। ১৯৬। শ্রেণী (অর্থাৎ একপণ্য শিল্লোপজীবী), নৈগম (অর্থাৎ পাশুপতাদি), পাষণ্ডী (অর্থাৎ সৌগতাদি) এবং সৈন্য প্রভৃতি এক কার্য্যোপজীবীদিগের পক্ষেও এই নিয়ম। রাজা ইহাদিগের ধর্ম্ম ব্যবস্থা রক্ষা করিবেন এবং পূর্ব্বানুবৃত্ত বৃত্তি যাহাতে বজায় থাকে, তাহা করিবেন। ১৯৭।

ইতি সংবিদ্ব্যতিক্রম প্রকরণ।

বেতন গ্রহণ করিয়া অঙ্গীকৃত কর্ম্ম না করিলে, বেতন অপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ স্বামীকে দিতে হইবে। আর, বেতন গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ করিলে বেতনের সমপরিমাণ অর্থ দিতে হইবে। এবং ভৃত্যগণ উপকরণদ্রব্যসামগ্রী রক্ষা করিবে। ১৯৮। যে স্বামী, বেতন নির্দ্ধারিত না করিয়া ভৃত্যদ্বারা কর্ম্ম করায়, রাজা সেই স্বামীর, বাণিজ্য, পশু অথবা শস্য হইতে (অর্থাৎ ঐ ভৃত্য যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহা হইতে) লভ্যধনের দশমাংশের একাংশ ভৃত্যকে দেওয়াইবেন। ১৯৯। যে ভৃত্য, বিক্রয়যোগ্য দেশকাল অতিক্রম করে, কিংবা সেই দেশে এবং সেই কালে বিক্রয় করিয়াও ব্যয়বাহুল্যাদিবশতঃ লভ্যাংশ কমাইয়া ফেলে, সেই ভৃত্যের বেতন দান স্বামীর ইচ্ছাধীন। আর যদি ভৃত্য অধিক লাভ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে বেতন অপেক্ষা কিছু অর্থ অধিক দিবে। ২০০। কোন একটী কার্য্য দুইজনে বা বহুজনে সম্পন্ন করিতে না পারিলে, উহাদিগের মধ্যে যে যতটুকু কার্য্য করিবে, তাহাকে তদনুসারে ন্যায্য বেতন দিবে, সম্পন্ন করিয়া উঠে ত অবধারিত বেতনই দিবে। ২০১। রাজোপদ্রব এবং দৈবোপদ্রব ব্যতীত বাহিতভাণ্ড বিনষ্ট হইলে, বাহক সেই ভাণ্ডের মূল্য দিবে। আর, বিবাহাদ্যর্থ প্রস্থানোপযুক্ত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া পশ্চাৎ লাভ সময়ে ঐ কার্য্য না করায় প্রস্থানের বিঘ্নজনক হইলে, নিজের নির্দ্দিষ্ট বেতনাপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ দিবে। ২০২। প্রস্থান করিবার উপক্রমে অথচ ভৃত্যান্তর প্রাপ্তির সময় থাকিতে, যে, অঙ্গীকৃতকার্য্য পরিত্যাগ করে, সে, নিজ বেতনের সপ্তমাংশের একাংশ; কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া, যে, ঐরূপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে, নিজবেতনের চতুর্থভাগের একভাগ এবং অর্দ্ধপথে যে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে, সম্পূর্ণ নিজবেতন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য—এবং ঐ সকল সময়ে যে স্বামী কর্ম্ম পরিত্যাগ করায়, সে, সপ্তমাংশের একাংশ ইত্যাদি অর্থ ভৃত্যকে প্রদান করিবে। ২০৩। যে ধূর্ত্তকিতব, প্রতিবারে শতপণের ন্যূন পণ রাখে না, সভিক, তাহার জয়লব্ধ দ্রব্যের প্রতিশতে বিংশতিভাগের একভাগ দ্রব্য গ্রহণ করিবে, এবং অপর ধূর্ত্ত-কিতবের জয় লব্ধদ্রব্য হইতে প্রতিশতে দশভাগের একভাগ গ্রহণ করিবে। ২০৪। রাজা সেই সভিককে ধূর্ত্ত-কিতবের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিবেন, সভিকও, রাজাকে অঙ্গীকৃত অংশ প্রদান করিবে, দ্যূতকারদিগের [illegible] বস্ত

জিতে ভূনিকট আদায় করিয়া দিবে এবং ক্ষমাবান্ হইয়া সত্য কথা কহিবে। ২০৫। যেখানে রাজা নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকেন, সেই সভিক-যুক্ত প্রসিদ্ধ ধূর্ত্ত সমাজে রাজা পরাজিত দ্রব্য জেতাকে দেওয়াইবেন; এইরূপ ধূর্ত্ত সমাজ না হইলে, রাজার দেওয়াইতে হইবে না। ২০৬। রাজা, কতকগুলি কিতবকেই দ্যূতক্রীড়ার জয় পরাজয় নির্ণেতা সভ্যরূপে এবং ঐরূপ কতকগুলিকে সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করিবেন। যাহারা কাপট্য অবলম্বনে কিংবা বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রৌষধাদির সাহায্যে দ্যূতক্রীড়া করে, তাহাদিগকে শ্বপদাদি চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন। ২০৭। চোরের সন্ধান লওয়া বিশেষ আবশ্যক, (অথচ চোর প্রভৃতি বদ-মাইস লোকেরই জুয়ার আড্ডায় গতিবিধি) এইজন্য রাজা, এক ব্যক্তিকে, দ্যূতসভার অধ্যক্ষ করিবেন। সমাহ্বয় নামক প্রাণিদ্যূতে (অর্থাৎ উভয় পক্ষের মেষাদি প্রাণিদ্বারা যুদ্ধাদি প্রদর্শনে) এই বিধিই উক্ত হইয়াছে। ২০৮।

ইতি সমাহ্বয় প্রকরণ।

সত্য ভাবেই হউক, অসত্য ভাবেই হউক, আর শ্লেষ ভাবেই হউক, সবর্ণ ও সমগুণের প্রতি ন্যূনাঙ্গ (অর্থাৎ হস্তাদিরহিত), ন্যূনেন্দ্রিয় (অর্থাৎ নেত্রাদি রহিত) এবং রোগী এই সকল বলিয়া গালি দিলে সার্দ্ধত্রয়োদশ পণ দণ্ড হইবে ॥২০৯॥ মাতৃ উচ্চারণ বা ভগিনী উচ্চারণপূর্ব্বক গালি দিলে তাহার (রাজা) বিংশতি পণ দণ্ড করিবেন ॥ ২১০ ॥ স্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি পূর্ব্বোক্ত গালিগালাজ করিলে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে, পরস্ত্রী এবং স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে ঐরূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পরস্পর বিবাদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতি ইহাদিগের উচ্চতা নীচতা অনুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবেন ॥২১১॥ উচ্চবর্ণের প্রতি গালিগালাজ করিলে দ্বিগুণ ত্রিগুণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষত্রিয়, গালিগালাজ করিলে, তাহার স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার দ্বিগুণ এই চতুর্গুণ দণ্ড অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি পণ স্থলে শত পণ, বৈশ্য ঐরূপ করিলে, বৈশ্যের স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার ত্রিগুণ দণ্ড; শূদ্র গালিগালাজ করিলে তাহার দণ্ড—তাড়ন জিহ্বাছেদনাদি অপর স্মৃতি হইতে জ্ঞাতব্য। নীচবর্ণের প্রতি গালিগালাজ করিলে অর্দ্ধার্দ্ধ হানিক্রমে দণ্ড হইবে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে গালিগালাজ করিলে তাহার শত পণ দণ্ড প্রতিপাদিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ করিলে তাহার অর্দ্ধ, বৈশ্যের প্রতি ঐরূপ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি পণ, শূদ্রকে ঐরূপ করিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড ॥ ২১২ ॥ সমর্থ ব্যক্তি বাক্য দ্বারা সমর্থ ব্যক্তির বাহু, গ্রীবা, নেত্র কিংবা সক্থির বিনাশ করিলে (অর্থাৎ তোর বাহু ছেদন করি ইত্যাদি বলিলে) তাহার শত পণ দণ্ড, পাদ, নাসা, কর্ণ বা কর প্রভৃতির ঐরূপ বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড। ২১৩। কার্য্যে পরিণত করিতে অশক্ত ব্যক্তি, উক্তরূপ বলিলে তাহার দশপণ দণ্ড। এবং সমর্থ ব্যক্তি, অসমর্থ ব্যক্তিকে ঐরূপ বলিলে শত পণ অর্থদণ্ড অর্পণ করিয়া, (যদুদ্দেশে ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে) তাহার মঙ্গলের জন্য এক জনকে জামিন দিবে ॥ ২১৪ ॥ আর সুরাপায়ী ইত্যাদি পাতিত্যসূচক গালি দিলে মধ্যমসাহস, আর শূদ্রযাজী ইত্যাদি উপপাতকসূচক গালি দিলে প্রথমসাহস দণ্ড হইবে ॥ ২১৫ ॥ বেদত্রয়বেত্তা, রাজা এবং দেবতাকে গালি দিলে উত্তমসাহস দণ্ড, জাতিসমূহের প্রতি গালি দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, গ্রাম এবং দেশের উল্লেখপূর্ব্বক গালি দিলে প্রথমসাহস দণ্ড হইবে ॥ ২১৬ ॥

ইতি বাক্‌পারুষ্য প্রকরণ।

আঘাত চিহ্ন ও প্রয়োজনাদি পর্য্যালোচনা এবং জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া সাবধান ভাবে সাক্ষিরহিত মারপিটের মোকর্দ্দমা বিচার করিতে হইবে। কৃত্রিম চিহ্ন করিয়া মারপিটের মিথ্যা মোকদ্দমাও

সাজাইতে পারে, বিচারক এই আশঙ্কা মনে রাখিবেন। ২১৭। গাত্রে ভস্ম, পঙ্ক কিংবা ধূলি প্রদান করিলে, দশপণ দণ্ড। অপবিত্র বস্তু, পাদপার্ষ্ণি বা নিষ্ঠীবনজল স্পর্শ করাইলে পূর্ব্বোক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড (অর্থাৎ বিংশতিপণ দণ্ড) স্মৃত হইয়াছে। ২১৮। সমব্যক্তির প্রতি এই নিয়ম, উৎকৃষ্ট ব্যক্তি এবং পরস্ত্রীর প্রতি ঐ রূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড, হীনব্যক্তির প্রতি ঐ রূপ করিলে অৰ্দ্ধ দণ্ড হইবে। চিত্তবৈকল্য বা মত্ততাদি বশতঃ উহা করিলে দণ্ড হইবে না। ২১৯। হীনবর্ণ, যে অঙ্গদ্বারা উচ্চবর্ণের পীড়া দিবে, সেই অঙ্গ ছেদনই তাহার দণ্ড। আঘাত করিবার নিমিত্ত শস্ত্রাদি উদ্যত করিলে প্রথমসাহস দণ্ড (শূদ্রের হস্ত চ্ছেদন), আর উদ্যত করিবার নিমিত্ত স্পর্শ করিলে, প্রথমসাহসের অৰ্দ্ধ দণ্ড হইবে, ইহা জ্ঞাতব্য। ২২০। সজাতিকে প্রহার করিলে(১) বা তদুদ্দেশে পাদ উত্তোলিত করিলে (২) যথাক্রমে দশপণ (১) এবং বিংশতি পণ (২) দণ্ড হইবে। পরস্পর হননার্থ শস্ত্র উদ্যত করিলে, সকলেরই উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। ২২১। পাদ, কেশ, বস্ত্র, কিংবা হস্ত গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে, দশপণ দণ্ড, আর বস্ত্রদ্বারা বন্ধন, গাঢ়-মর্দ্দন এবং আকর্ষণপূর্ব্বক পাদপ্রহার করিলে শতপণ দণ্ড হইবে। ২২২। কাষ্ঠাদি প্রহারে, আহত ব্যক্তির রক্ত পাত না হইলে, ঐ প্রহর্ত্তাব্যক্তির দ্বাবিংশতিপণ, আর রক্ত পাত হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থ দণ্ড হইবে। ২২৩। হস্ত, পাদ কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে, কর্ণ কি নাসা চ্ছেদন করিলে, পূর্ব্ব ব্রণ অধিক বাড়াইয়া দিলে, আর যাহাতে মানুষ মৃতকল্প হয়, সেই রূপ তাড়ন করিলে, মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে * । ২২৪। গমন ভোজন এবং কথা কওয়া বন্ধ করিলে, চক্ষু জিহ্বা ফুঁড়িয়া দিলে ও গ্রীবা, বাহু কিংবা ঊরু ভাঙ্গিয়া দিলে, মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। ২২৫। যে অপরাধে একজনের যে দণ্ড উক্ত হইয়াছে, বহুলোকে মিলিয়া একজনকে প্রহার করিলে সেই অপরাধে তদপেক্ষা দ্বিগুণদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কলহ কালে যাহার যাহা অপহরণ করিবে, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য অপহর্ত্তা, অপহৃত বস্তুর মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থদণ্ড বহন করিতে বাধ্য। এইরূপে যে ব্যক্তি মনুষ্যের দুঃখ উৎপন্ন করিবে, সে তাহাদিগের ব্রণ রোপণাদি ব্যয় দিবে এবং যাদৃশ কলহে যে দণ্ড উদাহৃত, তাহা দিবে।২২৬।২২৭। পরের ভিত্তি মুদ্গরাদিদ্বারা অভিহত (১), বিদারিত (২), দ্বিধাকৃত (৩) এবং ভূমিশায়িত (৪) করিলে, তাহার যথাক্রমে পঞ্চপণ (১), দশপণ (২), বিংশতিপণ (৩) এবং এই তিনটী (অর্থাৎ পঞ্চ ত্রিংশৎ পণ) (৪) দণ্ড হইবে (এবং গৃহস্বামীকে পুনঃসংস্কারোপযুক্ত ধন দিবে) ।২২৮। যে ব্যক্তি পরকীয় গৃহে দুঃখজনক কণ্টকাদি দ্রব্য নিক্ষেপ করে এবং যে পরকীয় গৃহে বিষ সর্পাদি প্রাণহর দ্রব্য নিক্ষেপ করে, তাহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির ষোড়শপণ, দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যমসাহস দণ্ড। ২২৯। ছাগাদি ক্ষুদ্রপশুর তাড়ন (১), রক্তপাত (২), শৃঙ্গাদিচ্ছেদন (৩) এবং করচরণাদি অঙ্গ চ্ছেদন (৪) করিলে, যথাক্রমে দ্বিপণ (১), চতুষ্পণ (২), ষট্‌পণ (৩) এবং অষ্টপণ (৪) দণ্ড হইবে। ২৩০। উহাদিগের লিঙ্গচ্ছেদন কিংবা হত্যা করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে এবং স্বামীকে পশুমূল্য দিতে হইবে। গবাদি মহাপশুর এই সকল করিলে যথাযথ উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।২৩১। প্ররোহিশাখী অর্থাৎ বটাদি বৃক্ষ এবং আম্র পনসাদি উপজীব্য বৃক্ষের শাখাচ্ছেদন (১), স্কন্ধচ্ছেদন (২) এবং সমূল ছেদন (৩) করিলে, যথাক্রমে বিংশতি পণ (১), চত্বারিংশৎ পণ (২) এবং অশীতি পণ (৩) দণ্ড হইবে। ২৩২। চৈত্য-সমীপ, শ্মশান, সীমা, পুণ্যস্থান ও সুরালয় সন্নিধানে সম্ভূত বৃক্ষ এবং পিপ্পল পলাশাদি বিখ্যাত বৃক্ষের শাখাদিচ্ছেদন করিলে, যথোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ২৩৩। পূর্ব্বোক্ত

* ইহার মধ্যে অভ্যাসাদি বিবেচনায় বিবরের বিষমশিষ্টতা দোষ পরিহর্ত্তব্য।

স্থানোৎপন্ন মালতী প্রভৃতি গুল্ম, কুরণ্ট-কাদি গুচ্ছ, করবীরাদি ক্ষুপ, মাধবী প্রভৃতি লতা, সারিবাদি প্রতান, শালি প্রভৃতি ওষধি এবং গুড়ূচী প্রভৃতি বীরুধ ছেদনে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে।২৩৪।

ইতি দণ্ড পারুষ্য প্রকরণ।

সাধারণের দ্রব্য অথবা পরকীয় দ্রব্যের বল-পূর্ব্বক হরণের নাম সাহস (দস্যুতা প্রভৃতি)। যে সাহস করে, তাহার, হৃত দ্রব্যের মূল্যা-পেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড, আর যে সাহস করিয়া অপলাপ করে, "কৈ আমিত এমন কার্য্য করি নাই," তাহার চতুর্গুণ অর্থ দণ্ড হইবে।২৩৫। যে ব্যক্তি সাহস কার্য্য করিতে আদেশ করে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড, আর যে, আমি ধন দিব, এইরূপ অর্থের লোভ দেখাইয়া সাহস কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, তাহার চতুর্গুণ দণ্ড।২৩৬। যে, পূজনীয় লোককে গালি দেয় এবং তাঁহাদিগের আজ্ঞালঙ্ঘন করে, যে ভ্রাতৃ ভার্য্যাকে প্রহার করে, যে দানে প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে, যে মুদ্রিত গৃহ (গৃহস্বামীর বিনা অনু-মতিতে) উদ্ঘাটিত করে এবং যে, নিজ-ক্ষেত্রাদি-সন্নিহিত-ক্ষেত্রাদি-স্বামী স্ববংশোদ্ভব এবং গ্রামবাসী প্রভৃতির অপকার করে, তাহাদিগের পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড হইবে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।২৩৭।২৩৮। যে বিনা নিয়োগে নিজের ইচ্ছামত বিধবা স্ত্রীতে উপগত হয়, যে বিক্রুষ্ট (অর্থাৎ চৌরাদি-ভীত ব্যক্তিকর্ত্তৃক পরিত্রাণার্থ আহূত) হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও তদর্থে যত্ন না করে, যে বিনা কারণে আর্ত্তনাদ করে, যে চণ্ডাল হইয়া উত্তম বর্ণকে স্পর্শ করে, যে শূদ্র প্রব্রজিত দিগম্বরাদিকে দৈব-পিত্র্যকার্য্যে ভোজন করায়, যে অযুক্ত শপথ করে, যে অযোগ্য হইয়া যোগ্যোপযুক্ত কর্ম্ম করে (যথা শূদ্রের বেদাধ্যয়ন), যে, বৃষ এবং ছাগাদি ক্ষুদ্র পশুর পুংস্ত্ব বিনষ্ট করে, যে সাধারণ বস্তুর অপলাপ করে, যে দাসীর গর্ভ বিনষ্ট করে এবং যে ত্যাগের উপযুক্ত কারণ ব্যতীত পিতা, পুত্র, ভগিনী, ভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী, আচার্য্য, শিষ্য, ইহাদিগের পর-স্পরের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করি-য়াছে, তাহার শতপণ দণ্ড হইবে।২৩৯—২৪২। রজক, শোধনার্থ সমর্পিত পরকীয় বস্ত্র পরিধান করিলে তিন পণ আর বিক্রয় করিলে, ভাড়া দিলে, বন্ধক রাখিলে, অথবা যাচিত হইয়া উৎসবাদি দর্শনার্থ বন্ধুবান্ধবাদিকে পরিধান করিতে দিলে, দশপণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।২৪৩। যাহারা পিতা পুত্রের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে অঙ্গীকার করে, তাহা-দিগের তিনপণ দণ্ড। আর যে, পিতা পুত্রের সপণ বিবাদে প্রতিভূ হয় অথবা কলহ বাধা-ইয়া দেয়, তাহার ত্রিপণের আটগুণ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ড।২৪৪। যে তুলাদণ্ড, শাসন পত্র, দ্রোণ প্রস্থ প্রভৃতি মান এবং নাণক অর্থাৎ মুদ্রাচিহ্নিত নিষ্কাদি, এই সকল বস্তু কূট করে (অর্থাৎ অসদুপায়ে প্রস্তুত বা ন্যূনাধিক করে) তাহাকে এবং যে কৃত-কূট এই সকল বস্তু ব্যবহার করে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড।২৪৫। যে নাণক-পরীক্ষক প্রকৃত অকূটকে কূট বলে অথবা কূটকে অকূট বলে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড।২৪৬। আয়ুর্ব্বেদ না জানিয়া কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ কোন পশু পক্ষীকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে চিকিৎসকের প্রথম-সাহস দণ্ড, সাধারণ মনুষ্যকে ঐরূপ করিলে, মধ্যমসাহস, রাজপুরুষকে উহা করিলে, উত্তম সাহস দণ্ড হইবে ২৪৭। যে, বন্ধনের অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে বন্ধন করে এবং যে ব্যবহার পরি-দর্শন না হইতেই বদ্ধ ব্যক্তিকে মোচন করে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড।২৪৮। যে ব্যক্তি, মান বা তুলা দ্বারা তোলন করিতে করিতে কোন কৌশলে ধান্যাদি পণ্য বস্তুর অষ্টম ভাগের এক ভাগ হরণ করে, তাহার দ্বিশত পণ দণ্ড। অপহৃত বস্তুর হ্রাস বৃদ্ধিতে দণ্ডেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে।২৪৯। ঔষধ, ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য লবণ, কুঙ্কুমাদি গন্ধ, ধান্য, গুড় প্রভৃতি-পণ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিলে, ষোড়শ পণ, দণ্ড হইবে।২৫০। অপকৃষ্ট সুতরাং হীন মূল্য মৃত্তিকা, চর্ম্ম, স্ফটিকাদি মণি, সূত্র, লৌহ, বল্কল এবং বস্ত্রের বহুমূল্যতার জন্য কৃত্রিম

উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে, বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা আট গুণ অর্থ দণ্ড হইবে। ২৫১। পরিবর্ত্তিত-মুদ্রিত পেটিকা (মনে কর একটী মুক্তাপূর্ণ পেটিকা আছে, আর একটী কাচপূর্ণ পেটিকা আছে, তন্মধ্যে মুক্তাপূর্ণ পেটিকা দেখাইয়া মূল্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার সময় কৌশলে প্রদত্ত কাচপূর্ণ পেটিকা) কিংবা কৃত্রিম-প্রস্তুত কস্তূরিকাদি সারভাণ্ড বন্ধক রাখিলে, বা বিক্রয় করিলে নিম্নলিখিত রীতিক্রমে দণ্ড নির্ণয় জানিবে। ২৫২। যথা,—এক পণের ন্যূন মূল্যে বিক্রয়াদি করিলে পঞ্চাশৎ পণ, এক পণ মূল্যে উহা করিলে শত পণ, দুই পণ মূল্যে করিলে দ্বিশত পণ দণ্ড। ইহার অতিরিক্ত মূল্যে করিলে উক্ত রীতি অনুসারে দণ্ডেরও বৃদ্ধি হইবে। ২৫৩। যে সকল বণিক্-বৃন্দ, রাজনিরূপিত মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি জানিয়াও জোট বাঁধিয়া, কারু এবং শিল্পীদিগের কষ্টকর মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহাদিগের উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। ২৫৪। যে সকল বণিক্, জোট বাঁধিয়া, দেশান্তরাগত পণ্য হীনমূল্যে লইবার জন্য অবরুদ্ধ করে, অথবা দেশান্তরাগত পণ্য এক মূল্যে গ্রহণ করিয়া তদপেক্ষা বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগের প্রত্যেকের উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। ২৫৫। রাজা বিশেষ পরিদর্শন পূর্ব্বক যেরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, প্রত্যহ তদনুসারে ক্রয় বিক্রয় হইবে, সেই মূল্য হইতে অবশিষ্ট ভাগই লভ্যাংশ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ২৫৬। আর যে বণিক্ ক্রয় করিয়া সদ্যই বিক্রয় করে, সে, স্বদেশজাত পণ্য দ্রব্য হইতে প্রতিশত-পণে পাঁচ পণ লাভ করিবে, আর পরদেশীয় পণ্যে দশপণ গ্রহণ করিবে। ২৫৭। রাজা পণ্যের প্রকৃত মূল্য এবং আনয়নাদি ব্যয় হিসাব করিয়া এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতি না হয়। ২৫৮। যে বণিক্, মূল্য গ্রহণ করিয়া, ক্রেতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাকে বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ না করে, সে, পরে ক্রেতাকে তাহা বৃদ্ধি সমেত প্রদান করিতে বাধ্য, অর্থাৎ বিক্রয়াদি দ্বারা যাহা লাভ হইবে তৎসমেত কিংবা সুদ সমেত ক্রেতার ইচ্ছানুসারে দিতে হইবে, স্বদেশী ক্রেতার পক্ষে এই নিয়ম; আর দেশান্তর সমাগত ক্রেতাকে, তদ্দেশে বিক্রয় করিলে যে লাভ হয় তৎ-সমেত দিতে হইবে। ২৫৯ বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলেও ক্রেতা যদি ক্রীত পণ্য দ্রব্য গ্রহণ না করে, অথচ দৈবো পদ্রব কি রাজোপদ্রবে তাহা বিনষ্ট হয়, তাহ হইলে সে হানি ক্রেতারই হইবে, কেন না ক্রেতা গ্রহণ করে নাই বলিয়াই ত হানি হই য়াছে। ২৬০। পক্ষান্তরে ক্রেতা গ্রহণ করিতে চাহিলেও বিক্রেতা যদি বিক্রীত দ্রব্য প্রদা না করে, এমত অবস্থায় রাজোপদ্রব ব দৈবোপদ্রবে ঐ দ্রব্য বিনষ্ট হইলে, সে হানি বিক্রেতারই জানিবে। ২৬১। অন্যের নিক বিক্রীত দ্রব্য অপরের নিকট বিক্রয় করিলে কিংবা সদোষদ্রব্য নির্দ্দোষ বলিয়া বিক্র করিলে, বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ দ হইবে। ২৬২। ক্রেতা, দ্রব্যক্রয়ের পর তাহা মূল্য অধিক হইয়াছে কিনা, ইহা না জানিয় এবং বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয়ের পর তাহা মূল্য অল্প হইয়াছে কিনা, ইহা না জানিয় ক্রয় বিক্রয় নিবন্ধন অনুতাপ করিতে পারি না। যদি করে তাহা হইলে যথাসম্ভব ক্রীত বিক্রীত-দ্রব্য-মূল্যের ষষ্ঠাংশের একাংশ দ হইবে। ২৬৩।

ইতি বিক্রীয়াসংপ্রদান প্রকরণ।

যে সকল বণিক্ মিলিত হইয়া, লাভে জন্য ব্যবসায় করে (অর্থাৎ কোম্পানি তাহাদিগের, যে যেমন অংশ প্রদান করি য়াছে, তদনুসারে কিংবা পরস্পরের যেরূ স্বীকার করা থাকিবে, তদনুসারে লাভালা জানিবে। ২৬৪। এই কোম্পানির অন্তর্গ যে ব্যক্তি সাধারণের নিষিদ্ধকার্য্য করিয় দ্রব্য ক্ষতি করে, সাধারণের অনুমতি বিন কার্য্য করিয়া দ্রব্য ক্ষতি করে, অথবা যে নিজের অসাবধানতায় ক্ষতি করে, সে, ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবে, আর যে, বিপৎকালে পরি

ত্রাণ করে, সে, সাধারণ লভ্যাংশের দশভাগের একভাগ অধিক লাভ পাইবে। ২৬৫। রাজা, মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেন বলিয়া পণ্যদ্রব্যের লভ্যাংশ * হইতে বিংশতি ভাগের একভাগ শুল্ক গ্রহণ করিবেন। রাজা, যাহা বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন এইরূপ দ্রব্য এবং রাজোচিত উৎকৃষ্ট দ্রব্য বিক্রীত হইতে আসিলে, রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন। ২৬৬। যে বণিক্ শুল্ক বঞ্চনার্থ পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বিষয়ে মিথ্যা কথা কহে, যে, শুল্ক-গ্রহণ-স্থান হইতে পার্শ্বকর্ত্তন করিয়া অপসৃত হয় এবং যে, বিবাদি-দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহাদিগের পণ্যদ্রব্যাপেক্ষা আটগুণ দণ্ড হইবে।২৬৭। নৌশুল্ক গ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি, স্থলজশুল্ক গ্রহণ করিলে, দশপণ দণ্ড। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিত্যাগ করিয়া অপর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলে † তাহারও, এই দণ্ড। ২৬৮। সম্ভূয়-বণিকের (অর্থাৎ কোম্পানির) অন্তর্গত কোন ব্যক্তি দেশান্তরে দেহত্যাগ করিলে, সেই সমবেত বাণিজ্যে, তাহার যে ধন থাকিবে, তাহা, তৎপুত্রাদি, মাতুলাদি বন্ধু, জ্ঞাতি, প্রত্যাগত অপর বণিকগণ (অর্থাৎ কোম্পানির অন্যান্য অংশীদারগণ) অথবা রাজা গ্রহণ করিবেন **। ২৬৯। ইহার মধ্যে যে বঞ্চক হইবে, তাহাকে লাভ-রহিত করিয়া বহিষ্কৃত করিবে। এই কোম্পানির মধ্যে ভারপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি, স্বয়ং ভাণ্ড পর্য্যবেক্ষণ আয় ব্যয়পরিদর্শন করিতে অশক্ত হইবে, সে অপরের দ্বারা উহা করাইবে, কোম্পানির পক্ষে যে নিয়ম, ঋত্বিক্, কর্ষক এবং শিল্পকর্ম্মোপজীবীদিগেরও তদ্দ্বারাই নিয়ম কীর্ত্তন করা হইল। ২৭০।

ইতি সম্ভূয়সমুত্থান প্রকরণ।

রাজপুরুষগণ, কোন এক স্থানে চৌর্য্য হইলে, যাহার নিকট অপহৃত বস্তু পাওয়া যাইবে, যাহার বিশেষ কোন চৌর্য্যচিহ্ন থাকিবে, পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার যাহার চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, অথবা যাহার অবস্থিতি, সাধারণের সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহে, তাহাদিগকে চোর বলিয়া ধরিতে পারিবে। ২৭১। সন্দেহ হইলে এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি ব্যক্তিকে ধরিতে পারে; যথা,—যাহারা জাতি, নাম, বংশাদির অপলাপ করে, যাহারা দ্যূত, বারাঙ্গনা মদ্যপানাদি ব্যসনে অত্যাসক্ত, রক্ষিগণ জিজ্ঞাসা করিলে যাহাদের মুখ শুষ্ক হয় বা স্বর পরিবর্ত্ত হয়, যাহারা বিনা কারণে পরধন এবং পর গৃহের বিবরণ জিজ্ঞাসা করে, যাহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে বিচরণ করে, যাহাদিগের আয় নাই ব্যয় আছে এবং যাহারা প্রায়শঃ ভগ্ন ভিন্ন স্ফুটিত দ্রব্য বিক্রয় করে। ২৭২। ২৭৩। চৌর্য্যাশঙ্কায় ধৃতব্যক্তি আত্ম-বিশুদ্ধি-প্রমাণ দিতে না পারিলে, বিচারক, তাহার নিকট হইতে স্বামীকে অপহৃত দ্রব্য দেওয়াইবেন এবং তাহাকে চোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ২৭৪। (চোর দণ্ড যথা) অপহৃত বস্তু চোরের নিকট হইতে স্বামীকে দেওয়াইয়া শূলারোহণাদি বিবিধ উপায়ে তাহার বধদণ্ড করিবেন (দশকুম্ভাধিক ধান্য, শত পলাধিক সুবর্ণাদি হরণেও এই দণ্ড)। আর ব্রাহ্মণ চোরের ললাটে চিহ্ন দিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন দণ্ড করিবেন। ২৭৫। গ্রাম মধ্যে, নরহত্যা বা দ্রব্যাপহরণ হইলে, সে দোষ গ্রাম-রক্ষকের, অতএব চোর ধরিতে না পারিলে, হৃতধন ধনীকে অর্পণ করিয়া সেই দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। চোরের নির্গমন চিহ্ন দেখাইতে না পারিলে, উক্ত নিয়ম জানিবে; বিবীত স্থলে অপহরণাদি হইলে, সে দোষ বিবীত-পালকের, পথ বা বিবীত ভিন্ন অপর কোন ক্ষেত্রাদিতে অপহরণাদি হইলে, সে দোষ রক্ষীদিগের। (দোষ পরিহার পূর্ব্বোক্তরূপে করিতে হইবে)। ২৭৬। গ্রামসীমান্তভাগে অপহরণাদি হইলে গ্রামবাসিগণকেই চোর ধরিয়া দিতে হইবে অথবা ধনীকে অপহৃত বস্তু দিতে হইবে।

---

* পণ্যদ্রব্যের মূল্য হইতে বিংশতি ভাগের একভাগ, ইহা মিতাক্ষরাসম্মত ব্যাখ্যা।

† ক্ষমতা থাকিতে শ্রাদ্ধাদিকালে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ না করিলে, ইহা মিতাক্ষরা ব্যাখ্যা।

** অবিকারীক্রম পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জানিবে, বণিকাদির অংশীদারদিগের অধিকার বিধান এবং ব্রাহ্মণাদির অধিকার নিষেধই এই বচনের উদ্দেশ্য।

নির্গমন পদ চিহ্ন গ্রামান্তরে প্রবিষ্ট হইলে, সেই গ্রামপালক প্রভৃতিকেই উহা করিতে হইবে। বহু গ্রামের মধ্যস্থলে এক ক্রোশ মাত্র তফাতে অপহরণাদি হইলে, পঞ্চ গ্রামের লোক, বা দশ গ্রামের লোক, উহার উক্তরূপে প্রতি-বিধান করিবে।. (কোনরূপে কোন উপায় না হইলে, রাজা নিজ 'কোশাগার হইতে, ধনীকে অপহৃত ধন দিবেন)। ২৭৭। বন্দি-গ্রাহী, অশ্বগজাপহারী এবং বলপূর্ব্বক হত্যা-কারী, এই সকল লোককে, শূলে আরো-পিত করিবেন। ২৭৮। উৎক্ষেপক (অর্থাৎ ছিঁচকে চোর) গ্রন্থিভেদক (অর্থাৎ গাঁইট-কাটা) ইহাদিগের যথাক্রমে করচ্ছেদ, এবং অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীচ্ছেদ কর্ত্তব্য। ইহারা দ্বিতীয়বার এইরূপ অপরাধ করিলে, এক এক হস্ত ও এক এক পাদচ্ছেদন করিবে। ২৭৯। ক্ষুদ্র দ্রব্য (মধ্যম দ্রব্য) এবং মহাদ্রব্য হরণে অপহৃত দ্রব্যের মূল্যানুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবে এবং এই কল্পনা করিবার পূর্ব্বে দেশ, কাল, বয়ঃ, শক্তি, জাতি প্রভৃতিও চিন্তা করিয়া দেখিবে। ২৮০। —যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া, চোরকে অথবা হত্যাকারীকে, আহার, থাকিবার স্থান, শীতাপনোদনাদির জন্য অগ্নি, তৃষ্ণার জল, অকার্য্যে মন্ত্রণা, তাহার উপকরণ ও সেই কার্য্যের ব্যয় প্রদান করে, তাহার উত্তম-সাহস দণ্ড। ২৮১। পরগাত্রে শস্ত্রাঘাত করিলে, কিংবা দাসী ও ব্রাহ্মণী ভিন্ন অপরের গর্ভ পাতিত করিলে, উত্তমসাহস দণ্ড। পুরুষ বা স্ত্রী হত্যা করিলে, হত ও ঘাতকের গুণাদি অনুসারে, উত্তমসাহস ও অধমসাহস দণ্ড হইবে। ২৮২। অতিশয় দোষান্বিতা, স্বগর্ভপাতিনী, পুরুষহন্ত্রী, এবং সেতু-ভঙ্গ-কারিণী স্ত্রীকে গলায় প্রস্তর বাঁধিয়া দিয়া জলে নিমজ্জিত করিবে, যদি তৎকালে তাহার গর্ভ না থাকে। ২৮৩। যে, পর-বধার্থ বিষ-প্রয়োগ করে, যে, দাহার্থ গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান করে এবং যে, স্বামী, গুরুজন অথবা নিজ কন্যাপুত্র হত্যা করে, তাহাকে কর্ণ, নাসা, হস্ত ও ওষ্ঠ চ্ছেদনপূর্ব্বক বলীবর্দ্দ দ্বারা মারিয়া ফেলিবে। ২৮৪। কাহারও গুপ্তহত্যা হইলে (রাজনিযুক্ত রক্ষিগণ) হতব্যক্তির পুত্র এবং অ[illegible]রাপর বন্ধুবান্ধবগণকে জিজ্ঞাসা করিবে "ইহা[illegible] সহিত কাহারও কলহ ছিল কি না?" ইহা[illegible] বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, "[illegible] ব্যক্তির কোন স্ত্রী ব্যভিচারিণী কি না? [illegible]। ২৮৫। (আর জিজ্ঞাসা করিবে) এ ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত ছিল কি না? পরদ্রব্যে অভিলাষী ছিল কি না? কোন বৃত্তি অ[illegible]লম্বন করিতে ইচ্ছুক ছিল? (যদি স্থান[illegible]ন্তরে গুপ্তহত্যা হইয়া থাকে ত জিজ্ঞাসা করিবে) কাহার সহিত গিয়াছিল? যেস্থানে হত্যা হইবে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে লোককে তাহাদিগের বিশ্বাসী হইয়া সুশা[illegible] ভাবে নানাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। ২৮৬। যাহারা পক্ক শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, গৃহ, বন, গ্রাম বিবীত, অথবা খল দগ্ধ করে এবং রাজ[illegible] ভার্য্যায় উপগত হয়, তাহাদিগকে বীরণব[illegible] দ্বারা দগ্ধ করিয়া মারিবে। ২৮৭।

ইতি স্তেয়প্রকরণ।

পরস্ত্রীর সহ কেশগ্রহণপূর্ব্বক ক্রীড়া, বা পর[illegible]স্পরের দেহে অভিনব নখক্ষতাদি চিহ্ন* দর্শ[illegible] করিলে অথবা ঐ স্ত্রী ও ঐ পুরুষ উভয়ে য[illegible] নিজ মুখে স্বীকার করে, তাহা হইলে পুরুষ[illegible] পরস্ত্রীগমনে প্রবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে। ২৮৮। (সানুরাগ পরস্ত্রীর) নীবি, স্তনা[illegible]বরণবস্ত্র, জঘন এবং কেশাদি স্পর্শ, মির্জ্জ[illegible]নাদি প্রদেশে এবং নিশীথাদিকালে, পর[illegible]স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ এবং উহার সহি[illegible] একাসনোপবেশন, ইত্যাদি লক্ষণে কর্ত্তা-পুরু[illegible]ষকে পরস্ত্রীগমন প্রবৃত্ত বলিয়া জানিবে। ২৮৯। স্ত্রীলোক, যাহার সহিত সম্ভাষণাদি করিতে পতিপুত্রগণের নিষেধ থাকে, তাহা[illegible] সহিত নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে, শতপণ দ[illegible] দিবে, নিষিদ্ধ পুরুষ ঐরূপ করিলে দ্বিশ[illegible] পণ দণ্ড দিবে, উভয়েই নিজ নিজ ব[illegible]

* আর ইহার পত্নীগণকে এবং যে সকল ব্যভিচারি[illegible] নারী আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে,[illegible] অনন্তর পর লোকের সহ অর্থয়। ইহা মিতাক্ষরা সম্ম[illegible] ব্যাখ্যা।

কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিলে সংগ্রহণে (পরস্ত্রীগমনে) যে দণ্ড, সেই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ১৯০। পুরুষ সবর্ণা স্ত্রীতে উপগত হইলে, উত্তমসাহস দণ্ড, হীণবর্ণা স্ত্রীতে হইলে মধ্যম সাহস, উৎকৃষ্ট বর্ণাস্ত্রীতে গমন করিলে বধ দণ্ড, স্ত্রীলোক সবর্ণ ও উৎকৃষ্ট পুরুষে রত হইলে যথাসম্ভব কর্ণাদি কর্ত্তন (হীনবর্ণে রত হইলে বধ) *। ২৯১। বিবাহাভিমুখী-স্কৃত অলঙ্কৃত কন্যা হরণ করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। সামান্যত কন্যাহরণে প্রথমসাহস দণ্ড। কন্যা সবর্ণা হইলেই ঐরূপ দণ্ড দিবে, উচ্চবর্ণা কন্যা হরণ করিলে বধ দণ্ড স্মৃত হইয়াছে। ২৯২। স্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট-বর্ণীয় কন্যা যদি সকামা হয়, তাহা হইলে তাহাকে হরণ করিলে দোষ নাই, সকামা না হইলে প্রথমসাহস দণ্ড দিতে হইবে। অকামা কন্যাকে নখ-ক্ষতাদি দ্বারা দূষিত করিলে, করচ্ছেদন দণ্ড হইবে, আর যদি ঐ কন্যা উচ্চজাতীয় হয়, তাহা হইলে বধ দণ্ড হইবে। ২৯৩। কুমারীর অপ্রকাশিত যথার্থ দোষ প্রকাশ করিলে শতপণ দণ্ড দিবে, আর মিথ্যা দোষ রটনা করিলে দুই শতপণ দণ্ড দিবে। পশুগমন করিলে শতপণ দণ্ড, হীনাস্ত্রী (অর্থাৎ নিকৃষ্টবর্ণীয় স্ত্রী) এবং গো-গমন করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, (অর্থাৎ নিকৃষ্টবর্ণীয় স্ত্রীগমনে যেরূপ মধ্যম সাহস দণ্ড উক্ত হইয়াছে, গোগমনেও সেইরূপ) †। ২৯৪। অবরুদ্ধা (অর্থাৎ স্বামীর নিকট হইতে স্থানান্তর গমনের অনুমতি না পাওয়ায় পুরুষোপভোগবঞ্চিতা) এবং ভুজিষ্যা (অর্থাৎ নিয়মত কোন পুরুষের পরিগৃহীতা) দাসী ও ভুজিষ্যা স্বৈরিণী প্রভৃতি নারী সাধারণী বলিয়া গম্য হইলেও, তাহাতে গমন করিলে, সেই পুরুষের পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড হইবে। ২৯৫। অভুজিষ্যা এবং অনবরুদ্ধা দাসী প্রভৃতিতে বলপূর্ব্বক উপগত হইলে, দশপণ দণ্ড হইবে, ইহা স্মৃত হইয়াছে, ইহাদিগের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু লোকে গমন করিলে, প্রত্যেকের চতুর্বিংশতি পণ করিয়া দণ্ড হইবে। ২৯৬। বেশ্যা, শুল্ক-গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, শুল্কদাতা পুরুষকে গৃহীতশুল্কের দ্বিগুণ ধন প্রত্যর্পণ করিবে, আর শুল্ক গ্রহণ না করিয়া বাচিক অঙ্গীকার করিলে শুল্কসম অর্থ প্রদান করিতে হইবে। পুরুষকেও, এইরূপ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে (অর্থাৎ পুরুষ শুল্ক প্রদান করিয়া সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, সে শুল্ক আর ফিরিয়া পাইবে না) । ২৯৭। নিজ পত্নীর যোনী-ভিন্ন স্থানে অর্থাৎ মুখাদিতে গমন করিলে, পুরুষের অভিমুখে প্রস্রাবত্যাগ করিলে, অথবা প্রব্রজিতার প্রতি উপগত হইলে, চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ড। ২৯৮। চাণ্ডালাদি স্ত্রীগমন করিলে, তাহাকে (সহস্র পণ দণ্ড ও) ভগাকার চিহ্নে অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। শূদ্র, চাণ্ডালাদি অন্ত্যাগমনে তজ্জাতি প্রাপ্ত হয়, আর চাণ্ডালাদি নিকৃষ্টজাতির, শ্রেষ্ঠজাতীয় স্ত্রীগমন করিলে, তাহার বধ দণ্ড হইবে। ২৯৯।

ইতি স্ত্রীসংগ্রহ প্রকরণ।

যে, রাজশাসন ন্যূনাধিক করিয়া লিখে এবং যে, পরদার-গামী, অথবা চোরকে গ্রহণ করিয়া মোচন করে, ইহাদিগের উত্তমসাহস দণ্ড। ৩০০। যে, ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্যদ্রব্যাদি ব্যপদেশে, তাঁহার অজ্ঞাতে মূত্র, পুরীষাদি অভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করায়, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ করিলে মধ্যমসাহস, বৈশ্যকে উহা করিলে প্রথমসাহস এবং শূদ্রকে ঐরূপ করিলে তাহার অর্দ্ধ ভাগ দণ্ড হইবে। ৩০১। যে সুবর্ণকারাদি, ভাল স্বর্ণ বলিয়া কৃত্রিম স্বর্ণ বিক্রয়াদি করে এবং যে, কুক্কুরাদি-সম্বন্ধ কুৎসিত

---

* হীনবর্ণ পুরুষে রত হইলে, কর্ণাদিচ্ছেদন, এবং অপর স্থলে দণ্ড কল্পনীয়, ইহা মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা।

† মিতাক্ষরাকার বলেন, হীনা শব্দের অর্থ অন্ত্যাবসায়ী

তাহা সর্ব্ববাদ সিদ্ধ নহে। সামান্য পশুগমন জাতিভ্রংশকর পাপের মধ্যে গণিত হইলেও উপপাতকের মধ্যে অগণিত গো-গমন, পরদারগমনের ন্যায় উপপাতকের মধ্যেই গণ্য। গো গমন দণ্ডে এবং হীনবর্ণীয় স্ত্রীগমন দণ্ডে উপমান উপমেয় ভাব প্রদর্শনের ইহাই উদ্দেশ্য।

মাংস বিক্রয় করে, (রাজা) তাহাদিগের অঙ্গচ্ছেদন করিয়া দিবেন। এবং উত্তমসাহস দণ্ড করিবেন। ৩০২। যথাযথ চালক এবং উৎক্ষেপক, "সরিয়া যাও সরিয়া যাও" এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিবার পর তাহার চালিত-বৃষ-গজাদি-চতুষ্পদ-কৃত কিংবা উৎক্ষিপ্ত কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, বাণ, প্রস্তরখণ্ড, আন্দোলিত বাহু বা যুগবাহী অশ্বকৃত নর-হত্যাদি অপরাধ, উক্ত মনুষ্যের হইবে না। ৩০৩। যে যানবাহী বলীবর্দ্দের নাসা-রজ্জু ছিন্ন হইয়াছে তদ্দ্বারা, যাহার অক্ষযুগাদি ভগ্ন হইয়াছে, সেই যান দ্বারা, অথবা ভূম্যাদি দোষে প্রতিকূলগত যানদ্বারা প্রাণিহিংসা হইলে স্বামী দোষী হইবে না। ৩০৪। স্বামী, সমর্থ হইয়াও যদি অনুপযুক্ত চালক-পরিচালিত গজবৃষাদির উপদ্রব হইতে মুক্ত না করে, তাহা হইলে (অনুপযুক্ত-চালক-নিয়োজনাপরাধে) প্রথমসাহস-দণ্ডভাগী হইবে, আর রক্ষার্থ আহূত হইয়াও রক্ষা না করিলে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ৩০৫। নিজ কুলকলঙ্কভয়ে পরদারগামীকে চৌর বলিয়া ধরাইয়া দিলে, পঞ্চশতপণ দণ্ড। আর পর-দারগামীর নিকট উৎকোচরূপে ধন গ্রহণ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, গৃহীত ধনের আট গুণ অর্থ দণ্ড হইবে। ৩০৬। যে, বারম্বার রাজার অনিষ্ট বিষয় বর্ণনা করে, যে, রাজনিন্দক এবং যে, রাজার গুপ্ত মন্ত্রণা শত্রু-নিকটে ব্যক্ত করে, তাহাদিগকে জিহ্বাচ্ছেদন করিয়া 'নির্ব্বাসিত করিবে। ৩০৭। যে, মৃত-শরীর-সংবদ্ধ বস্ত্র বিক্রয় করে, যে গুরুকে তাড়না করে এবং যে, রাজার যান বা আসনে আরোহণ করে, তাহাদিগের উত্তমসাহস দণ্ড। ৩০৮। যে, কাহারও দুই চক্ষু বিনষ্ট করিয়াছে, যে, রাজার দ্বিষ্ট বিষয় আদেশ করে এবং যে প্রকৃত শূদ্র হইয়াও ভোজনাদির জন্য যজ্ঞোপবীতাদি ব্রাহ্মণ চিহ্ন প্রদর্শন করে, তাহাদিগের অষ্টশত পণ দণ্ড হইবে। ৩০৯। রাজা, কুদৃষ্ট ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া সেই বিবাদে পরাজিতের যে দণ্ড হইয়াছে, বিচারক, সভ্যগণ ও জেতা, ইহাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। ৩১০। ন্যায্য বিচারে পরাজিত হইয়াও ঔদ্ধত্যাদি ক্রমে পরাজিত হই নাই বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বিচারার্থ উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিকে ধর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার পরাজিত করিয়া তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। ৩১১। রাজা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় ক্রমে যে অর্থ দণ্ডগ্রহণ করেন, তাহা ত্রিংশৎগুণ করিয়া "বরুণায় ইদং" এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক নিবেদনান্তে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে (আর অন্যায় পূর্ব্বক যাহার নিকট দণ্ডরূপে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিবেন)। ৩১২।

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহারাধ্যায়ে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের মৃত্যু হইলে, তাহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে তদুদ্দেশে উদকাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে না। (ইচ্ছা করিলে, নাম করণের পর অগ্নি সংস্কার এবং উদকদানও করিতে পারে।) ইহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক হইলে, জ্ঞাতিগণ শ্মশান পর্য্যন্ত সেই শবের অনুগমন করিবেন, যমসূক্ত ও যমগাথা পাঠ করিতে করিতে (জাতাগ্নি অভাবে) লৌকিকাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবেন। যদি উপনীত ও আহিতাগ্নি হয়, তবে গৃহোক্ত আহিতাগ্নি-দাহন-প্রকরণ-মতে, আর আহিতাগ্নি না হইলে, লৌকিকাগ্নিদ্বারা সম্পত্তি অনুসারে (মৃতকে বহুমূল্য বা অল্প মূল্য বস্ত্রাদি শোভিত করিয়া চন্দনাদি কাষ্ঠ বা সাধারণ কাষ্ঠদ্বারা) দাহ করিবে। ১।২। জ্ঞাতিগণ, সপ্তম বা দশমদিনের মধ্যে, (অযুগ্মদিনে) দক্ষিণাস্য হইয়া 'অপনঃ শোশুচদঘ" এই মন্ত্র দ্বারা মৃত-ব্যক্তিকে জলদানার্থ জলসমীপে গমন করিবে। ৩। মৃত মাতামহ এবং আচার্য্যকেও এইরূপ জলদান করিবে (না করিলে পাপ হইবে)

ইচ্ছা করিলে, সখা, বিবাহিতা কন্যা ভগিনী প্রভৃতি, ভাগিনেয়, শ্বশুর এবং ঋত্বিক্ উদ্দেশে জলদান করিতে পারিবে। ৪। উক্ত উদকদান, বাক্য সংযম করিয়া প্রেতের নাম গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী, সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত এবং পতিত ক্লীবাদি ব্যক্তি জলদানে অনধিকারী। ৫। পাষণ্ডী, অনাশ্রিত (অর্থাৎ যে, অধিকার সত্ত্বেও কোন আশ্রম অবলম্বন না করে), সুবর্ণাদি উত্তম দ্রব্য চৌর, পতিঘাতিনী কুলটা, ভ্রূণঘাতিনী সুরাপায়িনী এবং আত্মঘাতিনী প্রভৃতির মৃত্যুতে অশৌচ হইবে না এবং ইহাদিগের জলদানাদি পারলৌকিক কার্য্য করিবে না *। ৬। উদকদানান্তে স্নানোত্তীর্ণ সেই সকল বন্ধুমণ্ডলী, কোমল-তৃণময় ভূভাগে উপবেশন করিলে, বৃদ্ধগণ প্রাচীন ইতিবৃত্ত দ্বারা তাহাদিগের শোকাপ-নয়ন করিবেন। ৭। যে ব্যক্তি, প্রাণি-গণের—কদলীস্তম্ভসদৃশ নিঃসার জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর অস্তিতার উপর স্থিরতা বুদ্ধি করে, সে অতিশয় মূঢ়। ৮। পূর্ব্বজন্ম পরিগৃহীত শরীর সাহায্যে উপা-র্জ্জিত কর্ম্মফলে—ভূমি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত নির্ম্মিত দেহ, আবার যদি পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়, যদি মৃৎপিণ্ড মৃত্তিকায় নিপতিত হয়, যদি গণ্ডূষজল সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হয়, যদি ক্ষীণ দীপা-লোক চন্দ্রালোকে মিশে, যদি ক্ষুদ্র-তাল-বৃন্ত-বায়ু মলয়ানিলের সহিত সঙ্গত হয়, যদি ঘটাদির অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র আকাশ অনন্ত বিস্তৃতিময় মহাকাশে বিলীন হয়, তাহাতে আবার শোক কি? । ৯। যখন একসময়ে এই অচলা বসুমতীকেও বিনষ্ট হইতে হইবে, উত্তুঙ্গতরঙ্গমালাসঙ্কুল অগাধ জলরাশিকেও কালসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে, অজর অমর দেবগণও কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না! তখন কোন্ ছার পার্থিব প্রাণীবৃন্দ! ইহারা কি নষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে। ১০। বিশেষতঃ বন্ধুবান্ধবগণ রোদন সময়ে যে কফ ও নয়ন জল বিসর্জ্জন করে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রেতকে তাহা ভোজন করিতে হয়, অন্তত এই ভয়েও রোদন করা উচিত নহে, কেবল তাহার যাহাতে সদ্গতি হয়, নিজশক্তি অনু-সারে এইরূপ পারলৌকিক কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। ১১। ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া, কনিষ্ঠানুক্রমে গৃহাভিমুখে গমন করিবে, অনন্তর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া সংযত চিত্তে নিম্বপত্র দংশন করিবে, অনন্তর আচমনান্তে অগ্নি, দূর্ব্বাঙ্কুর, বৃষভ, জল, গোময় এবং গৌর সর্ষপ স্পর্শ করিয়া প্রস্তরখণ্ডে পদন্যাসপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ গৃহে প্রবেশ করিবে। ১২। ১৩। জ্ঞাতি ভিন্ন অপরে প্রেতস্পর্শ করিলে, তাহারও গৃহপ্রবেশাদি কার্য্য করিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি ইচ্ছা করিলে, স্নান ও প্রাণায়াম করিতে হইবে। ১৪। (ব্রহ্মচারীর পক্ষে মৃত-অপরের সৎকার করা নিষিদ্ধ বটে) কিন্তু আচার্য্য, মাতা, পিতা এবং উপা-ধ্যায়ের সৎকার করিলেও ব্রহ্মচারীর ব্রহ্ম-চর্য্য চ্যুতি হইবে না, তবে যাহাদিগের অশৌচ তাহাদিগের অন্ন ভোজন করিবেন না এবং তাহাদিগের সহবাস করিবেন না। ১৫। (সপিণ্ডদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ হইতেছে) সপিণ্ডগণ, তিন দিন যাবৎ ক্রীত অথবা অযা-চিতলব্ধ অন্ন ভোজন করিবে এবং পৃথক্ পৃথক্ শয়ন করিবে, পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের রীত্যনু-সারে (অর্থাৎ বিস্তৃতোত্তরীয়াদি হইয়া) আকাশে (অর্থাৎ ত্রিপদিকার উপরে) মৃণ্ময় পাত্রে একদিন নীরক্ষীর প্রদান করিবে, (পরে প্রথমাদি দিনে, অস্থি সঞ্চয় করিবে) "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি বৈদের আদেশ, আছে বলিয়া বৈতান কার্য্য (অর্থাৎ ত্রেতাগ্নি-সাধ্য অগ্নিহোত্রাদি) এবং ঔপাসন কার্য্য (অর্থাৎ গৃহ্যাগ্নিতে সায়ংপ্রাতঃকালে আহুতি দান) অশৌচকালেও করিতে পারিবে। ১৬। ১৭।

---

* লিঙ্গ, অবিশিক্ষিত; সুতরাং সুরাপায়ী ও আত্ম-ঘাতী পুরুষ এবং সুবর্ণাদি অপহর্ত্তা প্রভৃতি স্ত্রীর মৃত্যুতেও অশৌচ হইবে না ও তাহাদিগকে জলদান করিবে না।

১৭। জ্ঞাতির মৃত্যু ও জন্মে (ব্রাহ্মণের) দশরাত্র অশৌচ, আর সপ্তমের পর দশম পুরুষের অন্তর্গত জ্ঞাতির জন্ম মৃত্যুতে, ত্রিরাত্র অশৌচ, ইহা মন্বাদি ঋষিগণ ইচ্ছা করেন। যেমন পুত্রজন্মে কেবলমাত্র মাতার স্থায়ী অস্পৃশ্যতা হয়, সেইরূপ দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের মৃত্যুতে কেবলমাত্র পিতা মাতারই অস্পৃশ্যত্ব হইবে। ১৮। পুত্রজন্মে মাতা পিতার অস্পৃশ্যত্ব হয় বটে কিন্তু (পিতার অস্পৃশ্যত্ব অশৌচ অস্থায়ী, স্নানাপনেয় মাত্র) শোণিতদর্শন হেতু মাতার অস্পৃশ্যত্ব-অশৌচই বিংশতি দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী, পূর্ব্বপুরুষগণ পুত্ররূপে উৎপন্ন হ'ন বলিয়া পুত্রের জন্মদিন, দানাদি পক্ষে প্রতিবন্ধক নহে। ১৯। জনন-মরণাশৌচ-মধ্যে (সজাতীয়) অশৌচান্তর হইলে, পূর্ব্বাশৌচাবশিষ্ট দিন দ্বারা শুদ্ধি হইবে (ইহা স্থূল ব্যবস্থা) গর্ভস্রাবে মাসতুল্য অহোরাত্র (অর্থাৎ যৎ সংখ্যক মাসে গর্ভস্রাব হইবে, তৎসমসংখ্যক অহোরাত্র) অশৌচকাল, তদন্তে শুদ্ধি ॥২০॥ যাহারা—অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা, গবাদি পশু, ব্রাহ্মণ (এবং অন্ত্যজ) কর্ত্তৃক বিনাশিত ও যাহারা আত্মঘাতী তাহাদিগের মরণে সদ্যঃশৌচ। প্রবাসী জ্ঞাতি অশৌচ শুনিলে, প্রকৃত পক্ষে অশৌচ কালের যে কয় দিন অবশিষ্ট থাকে, সেই কয় দিন তাহার অশৌচ থাকিবে, তদন্তে শুদ্ধি; অশৌচকাল পরিপূর্ণ হইয়া যাইবার পর শুনিলে স্নান ও উদকদানে শুদ্ধি হইবে* ॥২১॥ ক্ষত্রিয়ের পূর্ণাশৌচ দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন, শূদ্রের একমাস এবং পাকযজ্ঞ-দ্বিজ-শুশ্রূষাদিকর্ম্মে নিরত শূদ্রের মাসার্দ্ধ।২২। দন্তোদ্গমনকালের পূর্ব্বে মরিলে, তৎসপিণ্ড দিগের সদ্যঃশৌচ, তদুত্তর, চূড়াকালের পূর্ব্বে মরিলে, তৎসপিণ্ডদিগের এক অহোরাত্রমাত্র অশৌচ স্মৃত [illegible]ছে, তদুত্তর উপনয়ন কালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ, অনন্তর দশরাত্র অশৌচ ॥ ২৩ ॥ অপ্রদত্তা সপিণ্ড কন্যা (কন্যাসপিণ্ডতা চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত) অগ্নি সংস্কৃত অজাত-দন্ত সপিণ্ড' বালক, উপাধ্যায়, শিষ্য বেদাঙ্গশিক্ষক, মাতুল এবং একশাখাধ্যায়ীর মৃত্যু হইলে এক অহোরাত্র অশৌচ।২৪। ক্ষেত্রজাদি পুত্রের জন্ম মরণে—পিতার, অন্যাসক্ত ভার্য্যা মরণে—পতির, এক অহোরাত্র অশৌচ; স্বদেশাধিপতির মৃত্যুতে এক দিন অথবা একরাত্রি অশৌচ। ২৫। ব্রাহ্মণ, শূদ্র শবের অনুগমন করিবে না, বিপ্রশবের অনুগমনও নিষিদ্ধ, তবে যদি স্নেহাদিপ্রযুক্ত কখন বিপ্র শবের অনুগমন করে, ত জলাবগাহন, অগ্নিস্পর্শ এবং ঘৃত ভোজন করিয়া শুচি হইবে। ২৬। রাজাদিগের রাজকার্য্যে অশৌচ, প্রতিবন্ধক নহে, যাহারা বিদ্যুৎপাতে বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের যাহারা গোব্রাহ্মণ রক্ষার্থ বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের এবং যাহারা সম্মুখযুদ্ধে বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের মরণজনিত অশৌচ হইবে না। এবং রাজা অনন্যসাধ্য মন্ত্রণা বা অভিচারাদি কার্য্যের জন্য মন্ত্রী পুরোহিতাদির মধ্যে) যাহার অশৌচ না হওয়া ইচ্ছা করিবেন, তাহারও অশৌচ হইবে না। ২৭। সমাপ্তবরণ ঋত্বিক্ ও দীক্ষিত যজমানের যজ্ঞীয় কার্য্যে সদ্যঃশৌচ, অন্নসত্রীর অন্নসত্রে ও আরব্ধ চান্দ্রায়নাদি ব্রতের তত্তৎকার্য্যে, সদ্যঃশৌচ। নৈষ্ঠিক উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারী, নিত্যদাতা অপ্রতিগ্রাহী বৈখানস, এবং যতি ইহাদিগের সর্ব্বত্র সদ্যঃশৌচ। ২৮। পূর্ব্ব সংকল্পিত দ্রব্য দানে, জাতাভ্যুদয়িক বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যে সংকল্পিত বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি যজ্ঞে, যুদ্ধ বা দেশবিপ্লব উপস্থিত হইলে তাৎকালিক শান্তি হোমাদিতে এবং অতি কষ্ট জনক বিপৎকালে, তৎসূচিত কষ্টাপ্তবারণ দুরদৃষ্ট শান্তিকামনায় দানাদি কার্য্যে সদ্যঃ শৌচ বিহিত হইয়াছে। ২৯। রজস্বলা-স্পৃষ্ট এবং কুক্কুরাদি-অপবিত্র-স্পৃষ্ট ব[illegible] স্নান করিবে, অকৃত স্নান ঐ ব্যক্তি যাহাদিগকে স্পর্শ করিবে, তাহারা আচমন করিয়া আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ এবং একবা

---

* অশৌচ প্রকরণ সংক্ষেপে বলা যায় না। বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা করিয়া মীমাংসা করিতে হয়। এ সকল বচনও মীমাংসনীয়।

মানসগায়ত্রী জপ করিবে। ৩০। দশাহাদি কাল, অগ্নি, অবভৃথ স্নানাদি কর্ম্ম, মৃত্তিকা, বায়ু, মন, অধ্যাত্মজ্ঞান, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, জল, অনুতাপ এবং উপবাস,এই সমস্ত শৌচের প্রতি কারণ। ৩১। দান—অকার্য্যকারীকে, স্রোতঃ—নদীকে, মৃত্তিকা ও জল—শোধনীয় দ্রব্যকে, প্রব্রজ্যা—দ্বিজগণকে, বেদাভ্যাসাদি তপস্যা—বেদজ্ঞগণকে, শান্তি—বেদার্থবেত্তাকে, জল—শরীরকে, অঘমর্ষণাদি জপ—প্রচ্ছন্নপাপিগণকে, এবং সত্য—মনকে পবিত্র করিয়া থাকে, ইহা উক্ত হইয়াছে।৩২। ৩৩। দেহেন্দ্রিয়াভিমানী আত্মা,তপস্যা এবং "অস্থূলং অনণু" ইত্যাদি উপনিষদ-বাক্য-জনিত জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। বুদ্ধি, প্রমাণ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য জনিত ঈশ্বর জ্ঞান, জীবাত্মার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শোধক, ইহা বিজ্ঞাত হইয়াছে। ৩৪।

ইতি অশৌচপ্রকরণ।

ব্রাহ্মণ, আপৎকালে (অর্থাৎ নিজবৃত্তি অবলম্বনে পরিবার প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইলে), ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে, অথবা (তাহাতেও জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে) বৈশ্যবৃত্তি আশ্রয় করিবে। (এইরূপ সকল উৎকৃষ্ট জাতিই নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারায় জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে স্বাপকৃষ্ট জাতির জীবিকা আশ্রয় করিবে) ক্রমে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা আত্মশোধনপূর্ব্বক বিশুদ্ধপথে বিচরণ করিবে। ৩৫। কদলী প্রভৃতি ফল, মণিমাণিক্য, ক্ষৌমাদিবস্ত্র, সোমলতা, মনুষ্য, অপূপ, বীরুধ, তিল, ওদনাদিভোজ্য, গুড়াদিরস, যবক্ষারাদিক্ষার, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল খড়্গাদি অস্ত্র, মদ্য, মোম, দ্রাক্ষা, মধু, লাক্ষা, কুশ, মৃত্তিকা, চর্ম্ম, পুষ্প, কম্বলবিশেষ, কেশ, তক্র, ভূমি, কৌশেয়বস্ত্র, নীলী, লবণ, মাংস, অশ্বাদিএকশফ, সীস, (লৌহ), শাক, আর্দ্র ওষধি, পিন্যাক, আরণ্য পশু ও চন্দনাদিগন্ধ—ব্রাহ্মণ, বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, এই সকল বস্তু বিক্রয় করিবে না। তবে ধর্ম্ম সাধনোদ্দেশে, ধান্য গ্রহণ করিয়া তৎপরিমিত তিল বিনিময় করিতে পারিবে। ৩৬—৩৯। লাক্ষা, লবণ ও মাংস বিক্রয় করিলে পতিত হইবে, দধি, দুগ্ধ এবং মদ্য বিক্রয় করিলে, শূদ্রতুল্য হইবে। ৪০। ব্রাহ্মণ, ঐরূপ বিপন্ন হইয়াও ক্ষত্রিয়াদি বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া, যারতার নিকট প্রতিগ্রহ বা যেখানে সেখানে ভোজন করিলেও পাপ ভাগী হইবে না। কেন না ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও সূর্য্যের তুল্য। ৪১। (বক্ষ্যমাণ বৃত্তি সকলের মধ্যে যেটি যাহার পক্ষে নিষিদ্ধ, আপৎকালে সে, তাহাও অবলম্বন করিবে) কৃষি, শিল্প, প্রেষ্যতা বিদ্যা (অর্থাৎ বেতনগ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনাদি) কুসীদ, শকট (অর্থাৎ ভাড়া লইয়া শকট দ্বারা ধান্যবহন) গিরি (অর্থাৎ পার্ব্বতীয় তৃণ কাষ্ঠাদি দ্রব্য ব্যবহার) সেবা, জলপ্রায় দেশ (অর্থাৎ তদ্দেশজাত দ্রব্য ব্যবহার) রাজাকে আশ্রয় করা এবং ভিক্ষা, আপৎকালের জীবনোপায়।৪২। (কোনরূপ জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় না হইলে) তিন দিন উপবাসী থাকিয়া অব্রাহ্মণের (অর্থাৎ শূদ্রের তদভাবে বৈশ্যের তদভাবে নিকৃষ্ট কর্ম্মা ক্ষত্রিয়ের) (এক দিনোপযোগী) ধান্য অপহরণ করিবে। যদি অপহরণান্তে অভিযুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিত হয় ত ধর্ম্মতঃ সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবে। ৪৩। অনন্তর, রাজা সেই অপহর্ত্তার আচার, কুলশীল, শাস্ত্র' শ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, তপোনিষ্ঠা এবং পোষ্যবর্গ ইত্যাদি বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তাহার ধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিবেন * । ৪৪।

ইতি আপদ্ধর্ম্ম প্রকরণ।

পুত্রের প্রতি পত্নীর ভরণ পোষণের ভারার্পণ করিয়া অথবা (পতিশুশ্রূষার্থ বনগমনে পত্নীর বিশেষ আগ্রহ থাকিলে) তাহার সহিত মিলিত হইয়া,বানপ্রস্থ,স্থিরব্রহ্মচর্য্য অব-

* ইহার সহিত গত শ্লোকের সম্বন্ধ না রাখিয়া "রাজা যে ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ, তাহার" এই রীতি অনুসারে অর্থ করিলে মিতাক্ষরাসম্মত হইবে।

লম্বনপূর্ব্বক ত্রেতাগ্নি ও গৃহাগ্নি সমভিব্যাহারে বনগমন করিবেন। ৪৫। অকৃষ্ট-ক্ষেত্র-সম্ভূত শস্য (অর্থাৎ নীবার-শ্যামাকাদি) দ্বারা অগ্নির তৃপ্তিসাধন (অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম) করিবে, তদ্দ্বারাই ভিক্ষা দিবে। পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথি, ভূতগণ, ভৃত্যবর্গ ও আশ্রমাগত অভ্যাগতগণকে তদ্দ্বারা তৃপ্ত করিবেন; নখলোম-জটাশ্মশ্রুধারী এবং আত্মোপাসনা-নিরত হইবেন। ৪৬। ভোজন যজনাদি কার্য্যের জন্য এক দিন এক মাস, ষণ্মাস অথবা এক বৎসরের ব্যয়োপযোগী অর্থ সঞ্চয় করিবেন, ইহা হইতে অধিক অর্থ সঞ্চিত, আশ্বিন মাসে তৎসমস্ত দান করিয়া ফেলিবেন। ৪৭। দর্প-শূন্য, ত্রিকালস্নায়ী, প্রতিগ্রহ-যাজনাদি-বিমুখ, বেদাভ্যাসরত, ফলমূলাদি-ভিক্ষা-দান-শীল এবং অনুক্ষণ সকল প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন। ৪৮। দন্তোলূখলিক (অর্থাৎ যে, ধান্যকে দন্ত দ্বারা তুষ শূন্য করে), কালপকাশী (অর্থাৎ যে, যথাকালে পক্ক ফলাদি দংশন করিয়া ভোজন করে) (অগ্নি-পকাশী), অথবা অশ্মকুট্টক (অর্থাৎ যে প্রস্তরদ্বারা ধান্য কুট্টিত করিয়া লয়) হইবে এবং শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম ও ভোজন-ম্রক্ষণাদি কার্য্য, ফল স্নেহ দ্বারাই নির্ব্বাহ করিবে (ঘৃতাদি ব্যবহার করিবে না)। ৪৯। অনবরত চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা সময়াতিপাত করিবে, অথবা প্রাজাপত্য আচরণেই জীবন কাটাইতে থাকিবে। এক পক্ষ অন্তর বা এক মাস অন্তর ভোজন করিবে। অথবা সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে আহার করিবে। ৫০। রাত্রিকালে পবিত্রভাবে অনাস্তৃত ভূমিতে শয়ন করিবেন, পর্য্যটন অবস্থিতি উপবেশনাদি ব্যাপার অথবা যোগাভ্যাসে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিবেন। ৫১। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিয়া, বর্ষাকালে বর্ষ-ধারাসিক্ত স্থণ্ডিলে শয়ন করিয়া, হেমন্ত কালে দিনযামিনী আর্দ্র বসন পরিধান করিয়া, অথবা আপনার শক্তি অনুসারে তপস্যা করিবেন। ৫২। যে, কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করে, তাহার উপরেও ক্রোধ করিবেন না এবং যে, চন্দন দ্বারা লিপ্ত করে, তাহার প্রতিও সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাহাদিগের উভয়ের প্রতিই সমান ব্যবহার করিবেন। ৫৩। অথবা অগ্নি পরিচরণে অক্ষম ব্যক্তি অগ্নি, আপনাতে অন্তর্হিত করিয়া বৃক্ষতলবাসী (অর্থাৎ কুটীর শূন্য) হইবে এবং স্বল্প ফলমূল আহার করিবে, অভাবে যদ্দ্বারা কেবল মাত্র প্রাণ ধারণ হইতে পারে, রস সঞ্চয়াদি হয় না, অন্যান্য কুটীরবাসী বানপ্রস্থদিগের গৃহে তাবন্মাত্র ভিক্ষা করিবে। ৫৪। তদসম্ভবে, গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক আট গ্রাস মাত্র ভোজন করিবে, অনুপশমনীয় রোগাদি উৎপন্ন হইলে বায়ুভোজী হইয়া শরীর পাত না হওয়া পর্য্যন্ত সমানে ঈশানকোণাভিমুখে গমন করিবে। ৫৫।

ইতিবানপ্রস্থপ্রকরণ।

সর্ব্ববেদ-দক্ষিণাযুক্ত প্রাজাপত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের পর যথানিয়মে সেই সকল বৈতান ঔপাসন অগ্নি আপনাতে আরোপিত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে অথবা (বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে) গৃহস্থাশ্রম হইতেই চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও সূক্তজপ করিয়াছে, যে পুত্রবান্, যে অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতিকে যথাশক্তি অন্ন দান করিয়াছে, যে আহিতাগ্নি এবং যে যথাশক্তি নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারই চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশাধিকার আছে, অন্যথা ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই। ৫৬।৫৭। ইষ্টানিষ্টকর সমস্ত প্রাণিগণের প্রতিই ঔদাসীন্য করিবে। শান্তিগুণাবলম্বী হইবে। তিন গাছ দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিবে। একাকী থাকিবে। অভিমান মূলক শ্রৌত-স্মার্ত্ত ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিবে এবং কেবল মাত্র ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবে। ৫৮। কোন গুণের পরিচয় না দিয়া বাক্য নেত্রাদির চাপল্য এবং লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষুকান্তর-বর্জ্জিত-গ্রামে কেবল প্রাণ ধারণার্থ অষ্টভাগে বিভক্ত দিবসের পঞ্চমভাগে, ভিক্ষাচরণ করিবে। ৫৯। মৃণ্ময়, বেণুময়,

দারুময় এবং অলাবুময় পাত্র, যতিদিগের ব্যবহার্য্য। গোলাঙ্গুল-কেশ এবং জল, এই সকল পাত্রকে শুদ্ধ করে।৬০। ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিবে। অনুরাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে। যাহাতে প্রাণিগণের অন্তঃকরণে ভীতি উৎপন্ন হয়, সেই সকল ব্যবহার করিবে না। চতুর্থাশ্রমী দ্বিজ, এইরূপে ক্রমে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ৬১। ভিক্ষু, বিষয়-কামনাদিজনিত-দোষ-কলুষিত অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে বিশুদ্ধ করিবে। কেননা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির এবং ধ্যান-ধারণাদি কর্ম্মে বিলক্ষণ সামর্থ্য লাভের কারণ। ৬২। বিবিধ গর্ভযন্ত্রণা, জন্মমৃত্যু, নিষিদ্ধাচরণাদি জনিত-নরক-গমনাদিগতি, আধি, ব্যাধি, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগদ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ, জরা, অন্ধত্ব পঙ্গুত্বাদিজনিত রূপ বিপর্য্যয়, সহস্র সহস্র জাতিতে উৎপত্তি, ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট প্রাপ্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া (যাহাতে আর সংসারে না আসিতে হয় এই 'জন্য) নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে শরীরাদি ব্যতীত সূক্ষ্ম আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে। ৬৩।৬৪। কোন একটা আশ্রমাবলম্বন, ধর্ম্মের প্রতিকারণ নহে, কেননা আশ্রমাবলম্বন ত করিলেই হইল, অতএব অপকার (অর্থাৎ অপরে যে ব্যবহার করিলে আপনকার ক্ষোভ হয় বা হইত, পরের প্রতি সে ব্যবহার) না করা সত্যবাদিতা, অস্তেয়, অক্রোধ, লজ্জা, শৌচ, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, দর্প, শূন্যতা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ইহাই সমস্ত ধর্ম্মের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ এ সকল ব্যতীত কেবল মাত্র আশ্রমাবলম্বন অর্থাৎ দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না। আশ্রমাবলম্বনও করিতে হইবে, এ সকল কার্য্যও করিতে হইবে)। ৬৫।৬৬। যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল নিঃসৃত হয়, অথচ বস্তুতঃ এক বস্তু হইলেও ইহা লৌহপিণ্ড এবং এই সকল স্ফুলিঙ্গ, এইরূপ পৃথক্ ভাবে ব্যবহার হয়। সেইরূপ পরমাত্মার নিকট হইতে এই সকল জীবাত্মা নিঃসৃত হইয়াছে (অথচ ফলতঃ এক বস্তু হইলেও পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার হইতেছে)। ৬৭। তাহার মধ্যে প্রত্যেক জীবাত্মাই পাপ বা পুণ্যজনক কিছু কিছু কর্ম্ম—স্বয়ং (অর্থাৎ প্রবৃত্তি পূর্ব্বক), কিছু কিছু—যদৃচ্ছাক্রমে (যথা পীপিলিকাদি ভোজন) এবং কিছু কিছু—জন্মান্তরীণ অভ্যাস বশতঃ করিয়া থাকেন। (তাহাই ভাবি-জন্মাদির কারণ)। ৬৮। আত্মা ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ (কার্য্য নহে); কেননা তিনি নিত্য, আত্মা জগতের কর্ত্তা; কেননা তিনিই চেতন (অচেতন বস্তু কর্ত্তা হইতে পারে না) আত্মা সর্ব্ব ব্যাপক, গুণবান্ (অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের নিয়ন্তা) এবং কাহারও অধীন নহেন, তিনি বস্তুতঃ জন্ম-রহিত হইলেও শরীর ধারণ বশতঃ জাত বলিয়া ব্যবহৃত হ'ন। (প্রকৃত জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ই এক, পরমাত্মার যে সকল অংশ বিশেষ অনাদি বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে, তাহাই জীবাত্মা)। ৬৯। প্রলয়ের পর সৃষ্টির আদিতে সেই ঈশ্বর বা আত্মা যেরূপ আভাস বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী উত্তরোত্তর এক এক অধিক গুণযুক্ত (যথা আকাশ শব্দ গুণযুক্ত বায়ু শব্দ ও স্পর্শ গুণযুক্ত ইত্যাদি) এই সমস্ত পদার্থ সৃজন করিয়াছেন সেইরূপ তিনি স্বয়ং অংশাংশবিশেষে উৎপন্ন হইবার সময় ঐ সকল পদার্থকে গ্রহণ করেন ॥ ৭০ ॥ সূর্য্য আহুতি দ্বারা পরিতৃপ্ত হন, সূর্য্য হইতে বর্ষণ হয়, অনন্তর ধান্যাদি-ওষধি-রূপ অন্ন উৎপন্ন হয়, সেই অন্ন রসরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে শোণিত ও বীর্য্য ভাব প্রাপ্ত হয় ॥৭১॥ ঋতুকালে স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ-সম্ভূত বিশুদ্ধ শুক্র শোণিত অবলম্বন করিয়া, ষষ্ঠ ধাতু রূপী প্রভু চেতন, আকাশাদি পঞ্চ ধাতু বা পঞ্চ ভূতকে শরীরারম্ভে সহকারী করিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় মন, প্রাণাদি পঞ্চ শারীর বায়ু, জ্ঞান, আয়ু, সুখ, ধৃতি ধারণা (অর্থাৎ বুদ্ধি ও মেধা) প্রেরণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরিচালন) দুঃখ, ইচ্ছা, অহঙ্কার, প্রযত্ন, আকার বর্ণ, স্বর, দ্বেষ, মঙ্গল এবং অমঙ্গল এই সকল

পদার্থ শরীর গ্রহণেচ্ছু অনাদি আত্মার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফলের কার্য্য। ৭৩।৭৪॥ গর্ভের প্রথম মাসে সেই ষষ্ঠ ধাতু, অপর ধাতু সহযোগে তরল ভাবাক্রান্ত হইয়া দ্রবরূপে থাকে, দ্বিতীয় মাসে ঈষৎ কঠিন মাংস পিণ্ডাকারে পরিণত হইয়া থাকে। তৃতীয় মাসে তাহার অপরিস্ফুট অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় সমুদয় উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৭৫॥ আত্মা তৃতীয়মাসে আকাশ হইতে লাঘব, সূক্ষ্ম দর্শিতা ভোগ্য শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় এবং বলাদি— বায়ু হইতে ত্বক্ ইন্দ্রিয় গমনাদিচেষ্টা বৃংহন (অর্থাৎ হস্ত পদাদি অবয়বের নানাবিধ আকুঞ্চন প্রসারণ) কাঠিন্য এবং স্পর্শ—তেজ হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, পরিপাক শক্তি উষ্ণতা, রূপ এবং লাবণ্য—জল হইতে, রসনেন্দ্রিয়, রস, অঙ্গের স্নিগ্ধতা, কোমলতা এবং ক্লেদ— পৃথিবী হইতে গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গুরুতা এবং দৃশ্যমান জড়দেহ—সংগ্রহ করেন। অনন্তর চতুর্থ মাসে স্পন্দন হইয়া থাকে। ৭৬—৭৮॥ গর্ভাবস্থায় যে সকল বস্তুতে অভিলাষ হয় গর্ভিণীকে তাহা প্রদান না করিলে, গর্ভ বৈরূপ্য এবং মরণ ইহার অন্যতর দোষ প্রাপ্ত হইবে। অতএব গর্ভিণী স্ত্রীর প্রিয় আচরণ করিবে। ৭৯॥ চতুর্থ মাসে অবয়ব সকলের দৃঢ়তা হয়, পঞ্চম মাসে রক্ত সঞ্চার হইয়া থাকে। ষষ্ঠ মাসে বল বর্ণ, নখ এবং রোম উৎপন্ন হয়॥ ৮০॥ সপ্তম মাসে ঐ গর্ভ—মন, চৈতন্য, নাড়ী এবং স্নায়ু যুক্ত হয়। অষ্টম মাসে দৃঢ় ত্বক, মাংস ও স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ৮১॥ অষ্টম মাসিক গর্ভের ওজ (অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ঈষদুষ্ণ শুদ্ধ এবং পীত বর্ণ পদার্থ বিশেষ) গর্ভধারিণীর এবং গর্ভের প্রতি বারংবার প্রধাবিত হয়। তজ্জন্য অষ্টমমাসে ভূমিষ্ঠ বালকের প্রায়শঃই মৃত্যু হয় (ফলতঃ ওজস্থিতিই জীবনের প্রতি কারণ, জনক জননীর দৃঢ়তায় ওজস্থিতি হইয়া থাকে, অহার আরম্ভ সময় সপ্তম মাস; তজ্জন্য সপ্তমমাসের পূর্ব্ব জন্মিলে কোন মতেই জীবিত থাকিবে না। ৮২॥ (জীব) নবম কিম্বা দশম মাসে, সজ্বর অবস্থায়, প্রবল প্রসব-বায়ুবেগে ধনুর্ম্মুক্ত বাণের মত যন্ত্র-ছিদ্র দ্বারা নিষ্কাশিত হয়॥৮৩॥ তাহার শরীর ষড়্‌বিধ (অর্থাৎ রস হইতে রক্ত-কর অগ্নি (১) রক্ত হইতে মাংস-কর অগ্নি (২) মাংস হইতে মেদস্কর অগ্নি (৩) মেদ হইতে অস্থিকর অগ্নি (৪) অস্থি হইতে মজ্জাকর অগ্নি (৫) মজ্জা হইতে শুক্রকর অগ্নি (৬) এই ষড়্‌-বিধ অগ্নি যুক্ত রক্তাদি ষড়্‌-বিধ ত্বক, সেই শরীরের অবলম্বন। আর (তাহার) করদ্বয় চরণদ্বয় মস্তক এবং গাত্র এই ছয় ও অঙ্গ, ৩৬০ তিন শত ষাট খান অস্থি। ৮৪॥ (যথা) দন্ত মূলাস্থি ও দন্তাস্থি সমষ্টিতে এই চতুঃষষ্টি— নখ, বিংশতি—পাণি পাদস্থিত শলাকাকৃতি অঙ্গুলি মূলাস্থি বিংশতি এই চত্বারিংশ অস্থি খণ্ডের স্থানচারিটি অর্থাৎ দুইটী পদ এবং দুইটী হস্ত। একএক অঙ্গুলি অস্থি-ত্রয়-ঘটিত এইত্রি বিংশতিঅঙ্গুলির ষাটখানি পাষ্ণির্দ্বয়ের দুইখান, দুই দুই চার গুল্‌ফে চারখান, বাহুদ্বয়ে অরত্নি পরিমিত চারখান, অস্থি জঙ্ঘাদ্বয়েও চারখান, জানু, কোপল উরু উরু-পীঠ, স্কন্ধ অক্ষ (অর্থাৎ চক্ষু ও কর্ণের মধ্যভাগ) তালু শ্রোণী এবং শ্রোণী-পীঠ এই সকল স্থানে দুইখান দুইখান করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, গুহ্যস্থানে একখান অস্থি, পৃষ্ঠদেশে পঞ্চচত্বারিংশত খান, গ্রীবাদেশে পঞ্চ দশ খান অস্থি থাকিবে, প্রতি জক্রতে (বক্ষ এবং স্কন্ধের সন্ধির নাম জক্র) এক একখান অস্থি, হনুদেশেও একখান, হনুমূল, ললাট, চক্ষু এবং গণ্ডে (অর্থাৎ কপোল এবং অক্ষের মধ্য বর্ত্তি স্থানে) দুই দুইখান অস্থি, নাসিকাতে ঘনসংজ্ঞক একখান অস্থি থাকে, পার্শ্বাস্থি স্থালকাস্থি অর্থাৎ (পার্শ্ব পীঠাস্থি) এবং অর্ব্বুদ (অর্থাৎ তদন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি) এইরূপ সমষ্টিতে দ্বিসপ্ততিখান, শঙ্খকে (অর্থাৎ ভ্রূ এবং কর্ণের মধ্যদেশে) দুইখান অস্থি, কপালাস্থি (অর্থাৎ মাথার খুলি) চারখান এবং বক্ষস্থলে সপ্তদশ অস্থি, মনুষ্যের এই (তিনশ ষাটখান) অস্থিসঞ্চয় কথিত হইল॥৮৫—৯০॥ গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ এবং শব্দ এই পাঁচটি,—বিষয় বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, নাসিকা চক্ষু জিহ্বা ত্বক এবং কর্ণ

এই পাঁচটীকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তদ্বয় গুহ্য উপস্থ বাক্য এবং পাদদ্বয় এই পাঁচটীকে স্পর্শেন্দ্রিয়, আর মনকে জ্ঞান কর্ম্ম উভয় ইন্দ্রিয়াত্মক বলিয়া জানিবে ॥ ৯১।৯২ ॥ নাভি ওজ পায়ু শুক্র শোণিত শঙ্খদ্বয় মস্তক অংস কণ্ঠ এবং হৃদয় এই দশটি প্রাণস্থান। (ইহা সংক্ষিপ্ত রূপ কথিত হইল) বসা মাংস স্নেহ নাভি ফুস্ফুস প্লীহা ক্ষুদ্র-অন্ত্র বৃক্কদ্বয় (অর্থাৎ হৃদয় সমীপস্থিত মাংসপিণ্ড দ্বয়) মূত্রাশয় বিষ্ঠাশয় আমাশয় হৃৎপিণ্ড স্থূল-অন্ত্র গুহ্য উদর এবং নাভির-অধঃপ্রদেশস্থ গুহ্য-মণ্ডলদ্বয় (এই সকল প্রাণস্থান) ইহা বিস্তারিতরূপে কথিত হইল ॥ ৯৩—৯৫ ॥ চক্ষুর তারাদ্বয়, চক্ষু ও নাসিকার সন্ধিদ্বয়, কর্ণশষ্কুলিদ্বয়, কর্ণপালীদ্বয়, কর্ণদ্বয় শঙ্খদ্বয় ভ্রূদ্বয় দন্তবেষ্ট দ্বয়, ওষ্ঠাধর, জঘনকূপকদ্বয় বঙ্ক্ষণ (অর্থাৎ জঘন এবং উরুদেশের সন্ধিদ্বয়), অন্তদ্বয়, বৃক্কদ্বয়, শ্লেষ্ম সংঘাতজ, স্তনদ্বয়, উপজিহ্বা (অর্থাৎ আলজিব) কটিপ্রোথদ্বয় বাহুদ্বয় জঙ্ঘা ও উরুদেশস্থিত মাংসপিণ্ড, তালু, উদর, মূত্রাশয়, বস্তি, মস্তক, চিবুকদ্বয়, হনুমূল ও কপোলেরসন্ধি দ্বয় এবং শরীর স্থিত নিম্নদেশ—কুৎসিত জড়পিণ্ড দেহস্থিত এই সকল স্থান, চক্ষুতারার দুই দুই শুক্ল পার্শ্ব আর পদ হস্ত হৃদয় চক্ষুদ্বয় কর্ণদ্বয় নাসিকা-ছিদ্রদ্বয় আস্য পায়ু এবং উপস্থ এই নবচ্ছিদ্র—প্রাণের স্থান ইহাও বিস্তারিতরূপে বলা হইল ॥ ৯৬—৯৯ ॥ এই শরীরে সপ্তশতশিরা নবশত স্নায়ু দুইশত ধমনী এবং পঞ্চশত পেশী আছে ॥ ১০০ ॥ শাখা উপশাখা ভেদে, শিরা ও ধমনী ঊনত্রিংশত লক্ষ নবশত ষট পঞ্চাশৎ সংখ্যক জানিবে ॥ ১০১ ॥ মনুষ্যাদিগের শ্মশ্রু ও কেশ তিন লক্ষ মর্ম্মস্থান একশত সপ্ত এবং সন্ধিস্থিত স্থান দুই শত বলিয়া জানিবে ॥ ১০২ ॥ স্বেদক্ষরণ-ছিদ্রের সহিত যাবদীয় রোমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর অংশ বায়বীয় পরমাণু দ্বারা বিভক্ত হইয়া চতুঃপঞ্চাশৎ কোটি, সপ্তষষ্ঠি লক্ষ, পঞ্চাশৎ সহস্র বলিয়া গণিত হইয়াছে। হে মুনিগণ! তোমাদিগের মধ্যে যে এইরূপ সংখ্যা এবং সংস্থান জানিতে পারিবে সেই শ্রেষ্ঠ ॥ ১০৩। ১০৪ ॥ নয় অঞ্জলি রস দশ অঞ্জলি জল সপ্তাঞ্জলি বিষ্ঠা এবং অষ্ট অঞ্জলি রক্ত ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১০৫ ॥ ছয় অঞ্জলি শ্লেষ্মা পঞ্চ অঞ্জলি পিত্ত চার অঞ্জলি মূত্র তিন অঞ্জলি বসা দুই অঞ্জলি মেদ এক অঞ্জলি মজ্জা, মস্তকে আর অর্দ্ধ অঞ্জলি মজ্জা, শ্লেষ্মার এবং শুক্রেরও সেই পরিমাণ, ইহা সমধাতু পুরুষের পক্ষে উক্ত হইল, বিষম ধাতুর পক্ষে বিশেষ নিয়ম নাই, এই মল-মূত্র-অস্থি-স্নায়ু-ময় দেহ ক্ষণ-ভঙ্গুর যাহাদিগের এইরূপ জ্ঞান জন্মে সেই প্রকৃত পণ্ডিত ॥ ১০৬।১০৭ ॥ হৃদয় হইতে নির্গত দ্বিসপ্ততি সহস্র হিতাহিত নামক নাড়ী আছে তাহার মধ্যে চন্দ্রসদৃশ মণ্ডল আছে তাহার মধ্যে নিশ্চলদীপবৎ প্রকাশমান আত্মা বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে এইরূপে জানিতে পারিলে ইহসংসারে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।১০৮।১০৯। যোগ করিতে অভিলাষী ব্যক্তিকে যাহা আমি আদিত্যের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি সেই বৃহদারণ্যক অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং মৎকথিত যোগশাস্ত্র জানিতে হইবে ॥ ১১০ ॥ মন (সংকল্প বিকল্পাত্মক) বুদ্ধি (অধ্যবসায়াত্মিকা) স্মরণ এবং ইন্দ্রিয় সকলকে, আত্ম ভিন্ন বিষয়ান্তর হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া, যে প্রভু দীপবৎ হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন সেই আত্মার ধ্যান করিতে হইবে ॥ ১১১ ॥ ইহাতে অসমর্থ হইলে সম্পূর্ণরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়া যথাবিধি সামগীতি পাঠ করিতে করিতে ক্রমে উহার অভ্যাস জনিত ফলে, পরব্রহ্ম লাভ করিবে ॥ ১১২ ॥ অপরান্তক, উল্লোপ্য মদ্রক, মকরী, ঔবেণব, সরোবিন্দু এবং উত্তর এই সকল গীত ঋগগাথাগীতি পাণিকাগীতি দক্ষ বিহিতাগীতি এবং ব্রহ্মগীতি, এই সমস্ত গীত অধ্যাত্ম ভাবের সহিত মিলিত করিয়া গান করিবে, তাহার অভ্যাসে মোক্ষলাভ হয় ॥ ১১৩। ১১৪ ॥ বীণাবাদনমর্ম্মবেত্তা, দ্বাবিংশতি শ্রুতি শুদ্ধ সপ্ত বিধ এবং সঙ্কীর্ণ একাদশ বিধ এই অষ্টাদশবিধ জাতি—তদ্বিষয়ে সুদক্ষ ও তালজ্ঞ ব্যক্তি (উহার সহিত পরমাত্মভাব মিশ্রিত থাকিবে ও তালভাঙ্গাদি ভয়ে চিত্তের একাগ্রতা ত থাকিবেই সুতরাং) অনায়াসেই

মুক্তি লাভ করিতে পারে॥ ১১৫॥ গীতজ্ঞ ব্যক্তি অন্য কোন বিঘ্নবশতঃ যদি এইরূপ চিত্তৈকাগ্রতাদ্বারা ও পরম পদ লাভ করিতে না পারে তথাপি রুদ্রের অনুচর হইয়া রুদ্রের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারিবে॥ ১১৬॥ ফলতঃ আত্মা অনাদি, শরীর ধারণই তাঁহার জন্ম বলিয়া ব্যপদিষ্ট হয়। আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি এবং জগৎ হইতে আত্মাধিষ্টিত শরীরের উদ্ভব কথিত হইয়াছে। ১১৭। (হে যোগীশ্বর!) সুরাসুর মনুজ পরিবৃত জগন্মণ্ডল, আত্মা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল আত্মাই বা কিরূপে নানাবিধ শরীর গ্রহণ করেন এ বিষয়, আমরা বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের নিকট বিস্তারিতরূপে বলুন্ (ইহা শ্রোতৃবর্গের প্রশ্ন) । ১১৮। (মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন) দেহাদির প্রতি আত্মাভিমান পরিহার করিলে তদ্ভিন্ন যে সহস্রকর সহস্রচরণ সহস্রনেত্র সূর্য্য-সম-তেজস্বী, সহস্রশীর্ষ পুরুষের সাক্ষাৎ করা হয় সেই আত্মাই যজ্ঞ এবং প্রজাপতি স্বরূপ, কেননা তিনি সর্ব্বাত্মক, এই পুরুষ অন্নরূপে যজ্ঞ ভাব প্রাপ্ত হ'ন (যজ্ঞের প্রভাবে বৃষ্ট্যাদির দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হয়) ইহাই সর্ব্বাত্মক হইবার কারণ। ১১৯। ১২০। দেবতাউদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ করায় অদৃষ্টরূপ যে উত্তমরস সম্ভূত হয়, তাহা দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া, যজমানকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে, অনন্তর পবনচালিত হইয়া চন্দ্র অভিমুখে নীত হয়, আবার চন্দ্ররশ্মির সাহায্যে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে ঋগযজুঃ সামময় সূর্য্য রশ্মিতে উপনীত হইয়া থাকে, তৎপরে এই সূর্য্য স্বীয় মণ্ডল হইতে বৃষ্টিরূপ উত্তম অমৃতরস সৃষ্টি করেন যাহা হইতে (সাক্ষাৎ বা পরম্পরায়) এই চরাচরাত্মক জগতের উৎপত্তি, (জগতের উৎপত্তির সহিত অন্নও উৎপন্ন হয়,) সেই অন্ন হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পুনর্ব্বার উক্তরূপে অন্ন উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার প্রবাহরূপে, অনাদি অনন্ত সংসারচক্র নিরন্তর- পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ১২১—১২৪। যদিচ আত্মা অনাদি এবং সেই শরীর-ব্যাপী পুরুষের উৎপত্তি নাই, তথাপি শরীরের সহিত আত্মার একটি বিশেষ সম্বন্ধ জন্মে, যাহার প্রভাবে আত্মা শরীরগত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। সেই সম্বন্ধ, মোহ-ইচ্ছা-দ্বেষ-জনিত কর্ম্মফলে হইয়া থাকে (অর্থাৎ ইহা নৈমিত্তিক সম্বন্ধ) স্বভাবিক নহে সেই নিমিত্ত দুরিভূত হইলেই নৈমিত্তিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হয়। ১২৫। আমি তোমাদিগের নিকট, যে সহস্রাত্মা আদিদেবের কথা বলিয়াছি তাঁহার, মুখ বাহু উরু এবং পাদ হইতে যথাক্রমে চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।১২৬। তাঁহার পাদ হইতে পৃথিবী, মস্তক হইতে স্বর্গ, নাসিকা হইতে প্রাণাদি বায়ু, কর্ণ হইতে দিঙ্মণ্ডল, স্পর্শ (অর্থাৎ ত্বক্) হইতে বায়ু এবং মুখ হইতে হুতাশন উৎপন্ন হইয়াছিল। ১২৭। মন হইতে চন্দ্র,বক্ষ হইতে সূর্য্য, জঘন (অর্থাৎ নাভিদেশ) হইতে আকাশ এবং সচরাচর ত্রৈলোক্য উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। ১২৮। (শ্রোতা মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন) হেব্রহ্মন্! যদি এইরূপই হইল তবে তিনি পশুপক্ষী প্রভৃতি অধম জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন কেন, মোহাদি জনিত কর্ম্ম ফলেই তাদৃশ জন্মের প্রতিকারণ ইহাও বলিতে পারেন না, কেননা তিনি স্বয়ং ঈশ্বর,মোহাদি অনিষ্ট পদার্থ দ্বারাই বা আক্রান্ত হইবেন কেন। ১২৯। অপিচ, জ্ঞানসাধন মন প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে পূর্ব্বজন্ম সম্ভূত জ্ঞান ইহ জন্মে না থাকে কেন? এবং কেনই বা তিনি সর্ব্বত্রগ হইলেও অপরাপর প্রাণীর সুখ দুঃখাদি অনুভব করিতে পারেন না। ১৩০। (প্রথম প্রশ্নের উত্তর) এই জীব, ফলতঃ ঈশ্বর হইলেও অবিদ্যাবশে মোহ রোগাদিদ্বারা অভিভূত হইয়া, মানসিক বাচিক এবং কায়িক কর্ম্ম জনিত দোষে চাণ্ডালাদি অন্ত্যযোনি পক্ষ্যাদি যোনি এবং স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হ'ন আর অন্যান্য শত শত জন্মেও বহুবিধ ভয় পাইয়া থাকেন। ১৩১। গৃহীতদেহ দেহীর সত্ত্ব রজ তম গুণের অল্লাধিক্যে অশুভ বা শুভ যেরূপ প্রবৃত্তি হয়, ইহকালে তদনুসারে দেহীর সকল জন্মেই উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টরূপ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি এবং অন্ধত্ব কুষ্ঠিত্বাদি হইয়া থাকে।১৩২। কোন কোন কর্ম্মের

ফল জন্মান্তরে, কোন কোন কর্ম্মের ফল ইহ জন্মেই হইয়া থাকে, আর কোন কোন কর্ম্মের ফল ইহ জন্মে বা পরজন্মে হয়, বিশেষ স্থিরতা নাই। শুভাশুভ ফলজনক কর্ম্মের প্রতি সত্ত্বাদি-গুণ-নিয়মিত প্রবৃত্তিই হেতু। ১৩৩। আগ্রহসহকারে পরধন অপহরণ চিন্তা, ব্রহ্মহত্যাদি অনিষ্ট চিন্তা এবং অযথার্থ বিষয়ে অভিনিবেশ করিলে চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ১৩৪। মিথ্যাবাদী, খল, দুর্ম্মুখ এবং অসঙ্গতবাদী ব্যক্তি মৃগ পক্ষী যোনীতে জন্মগ্রহণ করে। ১৩৫। পরধনাপহারী পরদাররত এবং অবৈধ প্রাণিঘাতক,—স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হয়। ১৩৬। বিদ্যাদি-অভিমান বর্জ্জিত, শৌচসম্পন্ন, দান্ত, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং বেদবিদ্যা-বিশারদ সাত্ত্বিক ব্যক্তি, দেবত্ব প্রাপ্ত হন।১৩৭। যে, নৃত্য গীত প্রভৃতি অসৎকার্য্যে নিরত ব্যগ্রচেতা সর্ব্বদা কার্য্যকুল এবং বিষয়াসক্ত সেই রাজোগুণপ্রধান ব্যক্তি মৃত্যুর পর মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে॥১৩৮॥ যে, নিদ্রালু, প্রাণিপীড়াকর, লুব্ধ, নাস্তিক, যাচক, কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা শূন্য এবং বিরুদ্ধাচারী, সেই তামসপ্রকৃতি-ব্যক্তির তির্য্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ১৩৯ ॥ সেই অবিদ্যাক্রান্ত আত্মা, রজ এবং তমোগুণের আবেশে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করতঃ নানাবিধ অনিষ্টজনক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হন্॥ ১৪০ ॥ (দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর) যেমন মলাবৃত আদর্শ, প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয় না সেইরূপ তৎকালে তিনিও অবিপককরণ (অর্থাৎ আত্মা ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হন্ না কেননা তৎসংস্পৃষ্ট জ্ঞানসাধন চিন্তাদিও রাগাদিমলে অভিভূত থাকে) ॥১৪১॥ যেরূপ অপক্ক তিক্ত কর্কটীফলে মধুররস থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ, অবিপক্ককরণ আত্মাতে, জ্ঞান শক্তি, স্বরূপত থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না॥১৪২ সুখ দুঃখ, সকল শরীরী পুরুষের ভোগ্য হইলেও দেহাভিমানী পুরুষমাত্র নিজ শরীরেই তাহা লাভ করিবে। আর অভিমানশূন্য যোগী পুরুষ সকলের সুখ দুঃখ জানিতে সমর্থ হ'ন ॥ ১৪৩ ॥ যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটাকাশ পটাকাশ ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যেমন সূর্য্য এক হইলেও বহু জলাশয়ে প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া বহুবৎ প্রতীয়মান হ'ন্, তদ্রূপ আত্মা এক হইলেও উপাধিবশে নানা বলিয়া বোধ হয়॥ ১৪৪ ॥ আত্মা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এই ষড়্ধাতু; ইহার মধ্যে শেষ পঞ্চধাতু জড়, আর প্রথম ধাতু আত্মা চেতন এই সকল হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৪৫ ॥ কুম্ভকার যেমন, মৃত্তিকা দণ্ড-চক্রাদি সংযোগে ঘট নির্ম্মাণ করে কিম্বা গৃহনির্ম্মাতা যেমন, তৃণ মৃত্তিকা কাষ্ঠাদি দ্বারা গৃহ প্রস্তুত করে। অথবা স্বর্ণকার যেমন কেবল স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কনককুণ্ডলাদি গঠন করে, কিম্বা কোশকারী কীট বিশেষ নিজ লালাযোগে আত্মবন্ধ হেতু কোশ রচনা করে, সেইরূপ আত্মা পৃথিব্যাদি কারণ এবং চক্ষুরাদি কারণ সঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা ইহসংসারে সেই-সেই-দেব-মনুষ্যাদি-জাতিতে নিজ কর্ম্মবন্ধ-বন্ধ দেহ সৃজন করেন্।১৪৬-১৪৮। যেরূপ পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত প্রমাণসিদ্ধ, আত্মাও সেইরূপ, ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত স্বতন্ত্র আত্মা না থাকিলে এক ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থকে অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা "এই সেই পূর্ব্ব প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থ" এবং পূর্ব্বশ্রুত বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ করিয়া "সেই বাক্য" বলিয়া কাহার জ্ঞান হইত? (মনেকর দেহকে আত্মা বলা যায় না, দেহ যদি আত্মা হইত তাহা হইলে মৃত্যুর পর জ্ঞান থাকিত, কেননা তখন দেহ থাকে, ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে সেই ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইবার পর আর জ্ঞান থাকিত না সুতরাং স্বতন্ত্র একটী আত্মা না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান কাহারও হইত না এইরূপে আত্মার অস্তিতা সিদ্ধ হইল। এবং ঐ আত্মা ক্ষণভঙ্গুরও নহেন ক্ষণভঙ্গুর হইলে) অতীত বিষয়ের স্মৃতি কাহার হইত? কেই বা স্বপ্ন দর্শন করিত? (ভাবার্থ এই আত্মা স্থায়ী হইলেই স্মরণ এবং স্বপ্ন হইয়া থাকে, কারণ কোন

বস্তুর জ্ঞান হইলে জ্ঞাতা-আত্মাতে তজ্জনিত সংস্কার থাকে, কালবিশেষে সেই সংস্কার হইতে যে জ্ঞান হয় তাহার নাম স্মরণ, আত্মা ক্ষণভঙ্গুর হইলে, জ্ঞানের পরক্ষণেই সে আত্মার ধ্বংস হইত; সুতরাং সংস্কার থাকিতে পারিত না। সংস্কার না থাকিলে স্মরণ হইবারও সম্ভাবনা নাই। অপিচ, জাগ্রদবস্থায় অনুভূত বস্তুর নিদ্রাকালিক জ্ঞানের নাম স্বপ্ন, জাগ্রদবস্থার আত্মা এবং নিদ্রাকালিক আত্মার পার্থক্যবশত স্মরণের ন্যায় স্বপ্নও হইত না কিম্বা ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে কে স্বপ্ন দর্শন করিত কারণ তখন ইন্দ্রিয় নিঃসংজ্ঞ)॥ ১৪৯। ১৫০॥ এবং জাতি-রূপ-বয়স্ চরিত্র ও বিদ্যাদি জনিত অভিমান কাহার হইত, বাক্য মন এবং কর্ম্ম দ্বারা শব্দাদি বিষয় ভোগের জন্য কে উদ্‌যোগ করিত—(যদি ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত স্থায়ী আত্মা না থাকিত)॥ ১৫১॥ সেই আত্মা, অহঙ্কার দূষিত হইয়া কর্ম্মে ফল আছে কি নাই এইরূপ সন্দিগ্ধ বুদ্ধি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ অকৃতকার্য্য হইলেও আপনাকে কৃতকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে॥ ১৫২॥ আমার পুত্র আমার স্ত্রী আমার অমাত্য, ইহাদিগের আমি এইরূপ নিশ্চয় করে এবং সর্ব্বদা হিতকর কার্য্যকে অহিতকর এবং অহিতকর কার্য্যকে হিতকর বলিয়া বুঝে আত্মা, প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-কার্য্য-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদিতে ভেদ জ্ঞান থাকে না। অনশন হুতাশন-প্রবেশ জল-প্রবেশ এবং উচ্চস্থান হইতে পতনে যত্ন করিয়া থাকে॥ ১৫৩। ১৫৪॥ এইরূপ বিবিধ-অকার্য্য-প্রবৃত্ত, অসংযতাত্মা পুরুষ অযথার্থ বিষয়ে অভিনিবেশ করিয়া স্বকৃত কর্ম্ম-ফল-জনিত রাগ দ্বেষ এবং মোহে সংসার কারাগারে বদ্ধ হয়॥ ১৫৫॥ আচার্য্য-সেবা, বেদান্ত এবং পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রের অর্থ বিবেচনা, তত্তৎশাস্ত্র প্রতিপাদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধুসঙ্গ, প্রিয়হিত কথন, স্ত্রীলোকের-দর্শন-স্পর্শ-পরিত্যাগ, সকল প্রাণীকেই আপনার মত দেখা, পুত্র, কলত্র যে ঐশ্বর্য্যাদি-পরিগ্রহের পরিত্যাগ, জীর্ণ-কাষায় বস্ত্র পরিধান, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিবর্ত্তিত করা, তন্দ্রা এবং আলস্যবর্জ্জন, জড়দেহের অশুচিতাদি অনুসন্ধান, গমনপ্রভৃতি সকল প্রবৃত্তিতেই যতটুকু পাপাংশ আছে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, রজগুণ ও তমোগুণে অনাসক্তি, প্রাণায়ামাদি দ্বারা ভাবশুদ্ধি, নিস্পৃহতা এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সংযম, এই সকল উপায় দ্বারা পবিত্র হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বযুক্ত পুরুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে॥ ১৫৬—১৫৯॥ আত্মার স্বরূপস্মৃতি আত্মোপাসনা, শুদ্ধসত্ত্বযোগ, কর্ম্মবীজের (অবিদ্যাদির) ক্ষয় এবং সাধুসঙ্গে, সমাধি-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে॥ ১৬০॥ দেহ নাশ কালে যাহার মন একাগ্রভাবে ঈশ্বরে আসক্ত থাকে, সেই নিরভিমান যোগী (সম্পূর্ণ যোগসিদ্ধ না হইলেও) তৎপর-জন্মে সম্পূর্ণ জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইবে॥ ১৬১॥ যেমন নট, নানাপ্রকাররূপ করিবার জন্য নিজ শরীরকে শ্বেত কৃষ্ণাদি নানাবর্ণে চিত্রিত করে সেইরূপ আত্মা, কর্ম্মফল-ভোগার্থ নানাবিধ শরীর ধারণ করেন॥ ১৬২॥ কাল ও কর্ম্মানুসারে, স্বীয় পিতৃবীজ দোষে এবং মাতৃশোণিত দোষে, জন্মাবধি গর্ত্তের অঙ্গহীনতাদি দোষ দৃষ্ট হয়॥ ১৬৩॥ যত দিন পর্য্যন্ত মুক্তি না হয় ততদিন, অহঙ্কার, মন, গতি (অর্থাৎ সংসার-হেতু-ভূত দোষ রাশি) কর্ম্মফল এবং লিঙ্গ শরীর আত্মাকে কখনই পরিত্যাগ করে না॥ ১৬৪॥ যেরূপ বর্ত্তি বার্ত্তপাত্রে এবং তৈলের সাহায্যে দীপ প্রজ্বলিত থাকে, কখন বা (বর্ত্তি প্রভৃতি উপকরণ থাকিতেও) প্রবল বায়ুবেগে দীপনির্ব্বাণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, প্রাণহানিও তদ্রূপ (ভাবার্থ এই—উপকরণ বিনষ্ট হইলে দীপও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আয়ু যত দিন থাকে প্রাণও তত দিন থাকে আয়ু ফুরাইলেই প্রাণনাশ। আবার সকল উপকরণ থাকিতেও ঝড় হইলে দীপ নির্ব্বাণ হয় সেইরূপ আয়ু থাকিলেও বিশেষ আগন্তুক নিমিত্ত প্রাণ হানি করে)॥ ১৬৫॥ যিনি হৃদয়ে দীপবৎ অবস্থান করিতেছেন তাঁহার শুক্ল, কৃষ্ণ, কদ্রু, নীল, কপিল এবং নীলরক্ত ইত্যাদি নানাবর্ণের নানাবিধ রশ্মি আছে তাহার মধ্যে একটী রশ্মি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক অতিক্রমপূর্ব্বক ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত রাখিয়া জীব,

তদবলম্বনেই মুক্তিমার্গে গমন করেন ॥ ১৬৬॥ ১৬৭ ॥ ইহাঁর অপর যে শতসংখ্যক রশ্মি উর্দ্ধভাবে অবস্থিত, তদ্দ্বারা তেজোময় দেবশরীর লাভ করেন ॥১৬৮॥ যে সকল নানারূপ মৃদুপ্রভ রশ্মি অধোভাগে আছে, তদ্দ্বারা কর্ম্মফলভোগের জন্য সেই কর্ম্মপরবশ জীব ইহসংসারে উপস্থিত হন ॥ ১৬৯ ॥ হে মুনিগণ জগতের কারণ আত্মা,দেহ হইতে বিভিন্ন,ইহা জানিবে। শ্রুতি স্মৃতি, "আমার শরীর" ইত্যাদি অনুভব,জন্মান্তর-কৃত-ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত জন্ম—মৃত্যু—ব্যাধি, জ্ঞান ইচ্ছাদি প্রবর্ত্তিত গমনাগমন, সত্য মিথ্যাজ্ঞান, মুক্তি, শুভকর্ম্মাচরণজনিত পারলৌকিক সুখ, অশুভ-কর্ম্মাচরণজনিত পারলৌকিক দুঃখ এবং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ভূমি ও অন্ধকারাদি ভোগ্যবস্তু, এই সকল হেতু দেখিয়াশুনিয়া আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে বুঝিবে (অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতির প্রমাণে আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা জানা যায়, দেহ এবং আত্মা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই "আমার দেহ" এই রূপ ব্যবহার আছে ; দেহ,মৃত্যুর পর ও পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে না, সুতরাং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল থাকা অসম্ভব, তাহা না থাকিলেও জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির নিয়ম থাকে না, ইহার দ্বারাও পৃথক্ আত্মা সিদ্ধ হইল। দেহ, পঞ্চভূত নির্ম্মিত পঞ্চভূতের জ্ঞান ইচ্ছাদি শক্তি নাই, অতএব ঘটাদির ন্যায় দেহেরও জ্ঞানাদি থাকিতে পারে না, অথচ অমুক স্থানে গমন করিলে আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার জ্ঞানের পর গমনাদি প্রবৃত্তি হয়, ইহাও দেহভিন্ন আত্মার প্রমাপক, এবং জড়বস্তু জড়বস্তুর ভোক্তা হইতে পারে না, সুতরাং দেহভিন্ন এক চেতন পদার্থ, পৃথিব্যাদি বস্তু ভোগ করিতেছে ইত্যাদি প্রমাণে আত্মার পার্থক্য সিদ্ধ হইল) ভূমি কম্পাদি নিমিত্ত,কপোত পতনাদি শাকুন, সূর্য্যাদিগ্রহ সংযোগ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র সঞ্চার, সামান্য নক্ষত্র সঞ্চার, শুভাশুভসূচক জাগ্রদবস্থাসম্ভূত অঙ্গস্ফুরণাদি, স্বপ্নদৃষ্ট যানারোহণাদি, মন্বন্তর,যুগপরিবর্ত্তন, মন্ত্রৌষধিশক্তি এবং আকাশাদি সৃষ্টি, এই সকল হেতু দর্শনে আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে জানিবে (অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীব একই পদার্থ ইহা উক্ত হইয়াছে, দেহভিন্ন আত্মা অস্বীকার করিলে ঈশ্বরেরও অস্বীকার করা হইল, তাহা হইলে, জিজ্ঞাসা করি,ঐ সকল বস্তু কাহার ইচ্ছায় সম্পন্ন হয় ?—সুতরাং দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন) ॥ ১৭০—১৭৩॥ অহঙ্কার স্মৃতি, মেধা, দ্বেষ, বুদ্ধি, সুখ, ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়ান্তর সঞ্চার (অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয়-গৃহীত বিষয়ের অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ), ইচ্ছা, দেহধারণ, প্রাণধারণ,স্বর্গভোগ,স্বপ্ন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করণ,মনের গতি, নিমেষ এবং ভোজনাদিদ্বারা পঞ্চভূতের গ্রহণ, ইহা চৈতন্যের আয়ত্ত (চৈতন্যমূর্ত্তি আত্মার সহিত দেহের বিশেষ সম্বন্ধ থাকিলেই উক্ত কার্য্য সকল ঘটিয়া থাকে, সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে কোন কার্য্যই থাকে না) যেহেতু পরমাত্মার (চেতনের) এই সকল চিহ্ন (যাহা পঞ্চভূতাদি জড়পদার্থের হইতে পারে না) দেখা যাইতেছে; সুতরাং দেহ ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা আছেন, তিনি সর্ব্বত্রগ এবং ঈশ্বর * ॥ ১৭৪—১৭৬ ॥ সবিষয় জ্ঞানেন্দ্রিয় (অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,গন্ধ,এই পাঁচটী বিষয় এবং শ্রোত্রাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়), মন, কর চরণাদি পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, অহঙ্কার, বুদ্ধি, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র এবং প্রকৃতি, এতৎ সমুদায়ের নাম ক্ষেত্র ইহার যিনি অধিপতি, তিনি সর্ব্বভূতস্থিত, প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সৎ, তাঁহার স্বরূপদর্শন দুঃসাধ্য বলিয়া অসৎ, এই সদসদাত্মক সেই আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হ'ন॥ ১৭৭।১৭৮॥ প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, (অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্র রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র) তাহাদিগের গুণ প্রথম হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত একটী একটী করিয়া বাড়িয়াছে (যথা,—প্রথম তন্মাত্রের একটী গুণ, দ্বিতীয় তন্মাত্রের দুইটী ইত্যাদি) তাহা হইতে যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহা (প্রথম তন্মাত্রের একটী গুণ ইত্যাদি

* পূর্ব্বের সহিত পৌনরুক্ত্য পরিহার করিতে হইলে সামান্য-বিশেষ ন্যায় অবলম্বন করিতে হইবে।

উক্ত রীত্যনুসারে) তন্মাত্রের গুণ (তবে তন্মাত্রে যে শব্দাদি আছে, তাহা সূক্ষ্ম; ভূ যে শব্দাদি আছে, তাহা স্থূল, এই মাত্র ভেদ); ইহার মধ্যে যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হই-য়াছে, সেই বস্তু তাহাতেই বিলীন হইবে। (অর্থাৎ সৃষ্টি,—অনুক্রমে, এবং ধ্বংস,—প্রতি-ক্রমে হইয়া থাকে)॥১৭৯। ১৮০॥ আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্ম্মের বিপাকে,যেরূপে আত্ম-সৃষ্টি করেন,তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি, সত্ত্ব,রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ,—সেই অবিদ্যাসম্পন্ন জীবেরই,ইহা উক্ত হইয়াছে। এবং তিনি রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া ইহ সংসারে চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছেন॥ ১৮১। ১৮২॥ সেই অনাদি পরম পুরুষই, শরীরধারণ দ্বারা আদিমান্ এবং কুব্জত্বাদি বিকারসম্পন্ন হ'ন, এবং সেই জন্যই তাঁহাকে পদ শব্দাদি চিহ্ন দ্বারা জানা যায় এবং সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার রূপ দর্শনাদি করিতে পারা যায়, ইহা কথিত হইয়াছে॥ ১৮৩॥ অজবীথী (অর্থাৎ অগ স্ত্যের উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী তারকাশ্রেণি) এবং অগস্ত্য, ইহার মধ্য স্থলের নাম পিতৃযান, স্বর্গাভিলাষী অগ্নিহোত্রিগণ সেই স্থান দিয়া স্বর্গাভিমুখে গমন করেন॥ ১৮৪॥ এবং যাঁহারা দানাদি স্মার্ত্ত কর্ম্ম পরায়ণ, দম্ভশূন্য, দয়া ক্ষান্তি অনসূয়া শৌচ অনায়াস মঙ্গল অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই অষ্টবিধ আত্মগুণে সমন্বিত, আর যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, তাঁহারা সেই পথ দিয়াই স্বর্গে গমন করেন॥ ১৮৫॥ অষ্টা-শীতি সহস্র গৃহমেধী মুনিগণ সেই পথ দিয়া স্বর্গে গমন করেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার ইহ-সংসারে আসেন, এবং তাঁহারা ধর্ম্মবৃক্ষের আবির্ভাবে বীজস্বরূপ, কেননা খণ্ডপ্রলয়কালে শাস্ত্র লোপের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মলোপ হইলে তৎ-পরে সৃষ্টির আদিতে তাঁহারাই অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন॥ ১৮৬॥ সপ্তর্ষি মণ্ডল এবং নাগবীথী (অর্থাৎ অজবীথীর উত্তর ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণ দেশবর্ত্তী তারকা-পুঞ্জ ইহার মধ্যস্থল দিয়া অষ্টাশীতি সহস্র সর্ব্বারম্ভ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী মুনিগণ তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য, সঙ্গ-পরিত্যাগ এবং অধ্যাত্ম-বিদ্যা-অনুশীলন-প্রভাবে দেবলোক আশ্রয় ক রিয়া প্রাকৃত প্রলয় পর্য্যন্ত সেই স্থানে অব-স্থিতি করেন। (পরে সৃষ্টির আদিতে তাঁহারাই অধ্যাত্মবিদ্যা প্রবর্ত্তিত করেন)॥ ১৮৭।১৮৮॥ যে সকল মুনিগণ হইতে বেদ, পুরাণ, শিক্ষা-কল্পাদি অঙ্গবিদ্যা, উপনিষদ্, ইতিহাস, সূত্র, ভাষ্য এবং অন্যান্য যে কিছু শাস্ত্র, তৎসমস্তই ছাত্রপরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছে॥১৮৯॥ (এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে, বেদ নিত্য; সুতরাং বেদ প্রমাণ্যে ইহাও সিদ্ধ হইল যে) বেদাধ্য-য়ন, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস এবং সঙ্গত্যাগ, এই সকল কার্য্য ভাবশুদ্ধি-সম্পাদন দ্বারা আত্মজ্ঞানের হেতু॥ ১৯০॥ সকল আশ্রমাবলম্বী দ্বিজাতিগণ সেই আত্মাকে এইরূপে জানিতে চেষ্টা করিবে; যথা,—প্রথম বেদান্তবাক্যদ্বারা তাঁহার কথা শ্রবণ করিবে নানাযুক্তি দ্বারা বিচার করিবে, ক্রমে সাক্ষাৎ-কার করিতে পাইবে॥ ১৯১॥ পরম শ্রদ্ধালু যে সকল দ্বিজ নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয় করিয়া কথিত পদ্ধতি-অনুসারে একমাত্র সত্য আত্মার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আত্মলাভে সমর্থ হ'ন॥ ১৯২॥ সেই সকল আত্মজ্ঞগণ ক্রমে ক্রমে বহ্নি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ,দেবলোক সূর্য্য এবং বৈদ্যুততেজ, এই সকলের অধিষ্ঠাতৃ-দেব সমীপে গমন করেন (কারণ সেই সকল স্থান মুক্তিমার্গ)॥ ১৯৩॥ অনন্তর মানস পুরুষ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়,আর তাঁহাদিগের ইহ সংসারে পুনরাগমন হয় না॥ ১৯৪॥ আর যাঁহারা যজ্ঞ তপস্যা এবং দানদ্বারা স্বর্গ-ভোগে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ক্রমে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক এবং চন্দ্রমা, এই সকলের অধি-ষ্ঠাতৃ-দেব-লোকে অবস্থান করিয়া পুনরপি ক্রমে ক্রমে বায়ু, বৃষ্টি, জল এবং পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া ইহসংসারে পুনরাগমন করেন॥ ১৯৫।১৯৬॥ যে ব্যক্তি অপ্রমত্ত ভাবে এই পথদ্বয়ের বিবরণ না জানে, সে পরজন্মে সর্প, পতঙ্গ, কীট, কিংবা কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে॥ ১৯৭॥ উরুদ্বয়ে চরণদ্বয় উত্তান

করিয়া স্থাপন করিবে, উত্তান বাম করতলে উত্তান দক্ষিণকরতল রাখিবে, মুখ ভাগ বক্ষস্থলের সাহায্যে স্তম্ভিত করিয়া কিঞ্চিৎ উন্নত করিবে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবে, রজস্তমোগুণ-সম্ভূত কামক্রোধাদি রিপু-সমূহ দূর করিবে, উর্দ্ধ দন্তদ্বারা অধোদন্তপংক্তি স্পর্শ করিবে না, রসনাকে নিশ্চলভাবে তালুদেশে স্থাপিত করিবে, মুখ বুজিয়া থাকিবে, চাঞ্চল্য অবলম্বন করিবে না, ইন্দ্রিয়-সমূহকে বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত করিবে, অতি নিম্ন বা অত্যুচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইবে না (অর্থাৎ যাহাতে চিত্ত অন্যদিকে না যায়, এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইবে।) দুইবার কি তিনবার করিয়া প্রাণায়াম করিবে, অনন্তর যে প্রভু হৃদয় মন্দিরে দীপবৎ অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহাকে ধ্যান করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই হৃদয়ে আত্মাকে ধারণা করিবে. এবং ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি তৎকালে ধারণা-ধারণা (অর্থাৎ যোগাবলম্বন) করিবে, (কোন এক বিষয়ে গাঢ় মনোনিবেশের নাম ধারণা, উচ্চতম প্রাণায়ামের তিনবারে এক ধারণা হয়)॥১৯৮—২০১॥ অন্তর্হিত হওয়া, মন্বাদি ঋষির ন্যায় অতীন্দ্রিয় বিষয়ের স্মরণ, কান্তি, অতীত অনাগত ব্যবহিত এবং বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ের দর্শন, অতীত অনাগত এবং বিপ্রকৃষ্ট শব্দ শ্রবণ, নিজদেহ ত্যাগ করিয়া পর দেহ প্রবেশ, এবং ইচ্ছামত বস্তু সৃজন করিবার ক্ষমতা—যোগ সিদ্ধির সূচক। যোগ-সিদ্ধ হইবার পর শরীর পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ২০২।২০৩॥ অথবা কামনা-পরিহারপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, যে কোন একটী বেদ অভ্যাস করিবে, নির্জ্জনে থাকিবে, অযাচিত এবং স্বল্প ভোজন করিবে, অনন্তর ক্রমে সত্ত্বশুদ্ধি হইলে আত্মোপাসনা দ্বারা মুক্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (বনবাসী হইয়া যজ্ঞাদি করিতে না পারিলে, তাহার পক্ষে এই বিধি) ॥২০৪॥ ন্যায়ানুসারে ধনোপার্জ্জক, তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ, অতিথি-পূজা-রত, শ্রাদ্ধকর্ত্তা, এবং সত্যবাদী ব্যক্তি, গৃহস্থ হইলেও মুক্তিলাভ করিতে পারে॥ ২০৫॥ ইতি অধ্যাত্ম প্রকরণ।

(বক্ষ্যমাণ) মহাপাতকিগণ, মহাপাতকজনিত তীব্রদুঃখাবহ দারুণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভোগকাল অতীত হইলেই ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করে।২০৬। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি,—হরিণাদি মৃগ, কুক্কুর, শূকর, অথবা উষ্ট্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং সুরাপায়ী ব্যক্তি,—গর্দ্দভ, পুক্কস (নিষাদের ঔরসে তদুচ্চ জাতীয় শূদ্রার গর্ভ উৎপন্ন জাতিকে পুক্কস বলে), এবং বেন (অর্থাৎ বৈদেহকের ঔরসে অম্বষ্ঠ জাতীয় স্ত্রী লোকের গর্ভজাত জাতির নাম বেন) দিগের জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, কোন সংশয় নাই।২০৭। অশীতি রক্তিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ-স্বামিক সুবর্ণ হর্ত্তা,—কৃমি, কীট এবং পতঙ্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং বিমাতৃগামী পুরুষ, যথাক্রমে তৃণ, গুল্ম, এবং লতা হইয়া উৎপত্তি লাভ করে।২০৮। এইরূপ অপকৃষ্ট যোনি-প্রাপ্তির পর ক্রমে মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করিলে, তাহাতে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন হইয়া থাকে; যথা,—ব্রহ্মঘাতীর ক্ষয় রোগ হয়, সুরাপায়ীর শ্যাবদন্ত হয়, যথোক্ত স্বর্ণহারী, কুনখী হইয়া থাকে এবং বিমাতৃগামী পুরুষের অঙ্গ-বিশেষ স্বাভাবিক অনাবৃত থাকে।২০৯। যে ব্যক্তি, এই চতুর্ব্বিধ পাপিগণের মধ্যে যেরূপ পাপীর সহিত যাজনাদি সংসর্গ করিবে, (সে ব্যক্তিও ঐরূপ পাপীর মধ্যে গণ্য) সেই মূল পাপীর যে প্রকার চিহ্ন থাকিবার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাকেও দেহ-ধারণে সেই চিহ্ন ভোগ করিতে হইবে। অন্নচোর,—আমযাবী (অর্থাৎ অজীর্ণ রোগাক্রান্ত) হইয়া থাকে, বাগপহারক (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের অধীয়মান বিদ্যা, গুরুর অনুমতি ব্যতীত শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করে, অথবা যে, পুস্তক অপহরণ করে) মূক হইয়া থাকে।২১০। ধান্য মিশ্র,—(অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধান্যরাশি হইতে কিয়দংশ অপহরণ করিয়া তৎপূরণার্থ উক্ত রাশিতে অপর কোন দ্রব্য বা অপকৃষ্ট ধান্যাদি মিশ্রিত করে) অধিকাঙ্গ (অর্থাৎ একুশ আঙ্গুলে ইত্যাদি) হইবে। পিশুনের (অর্থাৎ যে, পরদোষোদঘাটন করে, তাহার) নাসিকা দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

তৈলহর্ত্তা,—তৈলপায়ী (তেলাপোকা বা আর্সলা) হয়, সূচকের (অর্থাৎ যে পরের দোষ ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহার) মুখে দুর্গন্ধ হয়। ২১১। পরস্ত্রী হরণ বা ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে তাহাকে জলশূন্য অরণ্য প্রদেশে ব্রহ্ম-রাক্ষস হইতে হয়। ২১২। পরকীয় রত্নাপহর্ত্তা,—হেম-কারনামক পক্ষী জাতিতে জন্ম গ্রহণ করে, পত্রশাক হরণ করিলে, ময়ূর এবং উত্তমগন্ধ অপহরণ করিলে ছুঁচ্ছুন্দরী হইয়া থাকে। ২১৩। ধান্য হরণ করিলে মূষিক, রথাদি যান হরণ করিলে উষ্ট্র, ফল হরণ করিলে বানর, জল হরণ করিলে শাকটবিল নামক পক্ষী, দুগ্ধ হরণ করিলে কাক, মুষলাদি গৃহোপকরণ দ্রব্য হরণ করিলে চটকাপক্ষী, মধু হরণ করিলে দংশ (ডাঁশ), মাংস হরণ করিলে গৃধ্র, গো হরণ করিলে গোধা, অগ্নি হরণ করিলে বক, বস্ত্র হরণ করিলে শ্বিত্ররোগাক্রান্ত, ইক্ষু প্রভৃতির রস হরণ করিলে কুক্কুর, এবং লবণ হরণ করিলে চিরী নামক কীট হইতে হয়। ২১৪ ২১৫। চৌর্য্য কার্য্যের বিপাক প্রদর্শনার্থ ইহা কিঞ্চিন্মাত্র (নাম করিয়া) বলিলাম। (অন্যান্য দ্রব্য সম্বন্ধে সামান্যত ইহা জানিবে যে) অপহৃত দ্রব্য যে প্রকার, তদনুসারে প্রাণি-জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে (যথা কাংস্য হরণ করিলে হংস ইত্যাদি)। ২১৬। কর্ম্মফলানুসারে নরক ভোগান্তে তির্য্যক্-যোনি প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে যে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতে অলক্ষণ, দরিদ্র, এবং পুরুষের মধ্যে অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। ২১৭। অনন্তর নরকাদি ভোগে পাপক্ষয় হইলে, অতি উৎকৃষ্ট বংশে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ জন্মে ভোগসম্পন্ন, বিদ্বান্ এবং ধনধান্যে সমৃদ্ধ হয়। ২১৮। কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করা, নিষিদ্ধ কার্য্য করা এবং ইন্দ্রিয়ের অসংযম, এই সকল কারণেই মনুষ্য নরকে গমন করে। ২১৯। অতএব সেই (অর্থাৎ পাপী) ব্যক্তি বিশুদ্ধির জন্য ইহলোকেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এইরূপ হইলে তাহার অন্তরাত্মা এবং ইহ পরলোক প্রসন্ন হইয়া থাকে। ২২০। পাপপরায়ণ ব্যক্তিগণ, অনুতাপ রহিত—অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত হইলে কষ্টকর ঘোর নরকে গমন করে। ২২১। মহাপাতকী এবং উপপাতকী প্রভৃতি পাপী নরাধমেরা প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এই সকল নরকে গমন করে; যথা,—তামিস্র, লোহশঙ্কু মহানিরয়, শাল্মলি, রৌরব, কুট্মল, পূতি-মৃত্তিক, কালসূত্র, সংঘাত, লোহিতোদ, সবিষ, সংপ্রতাপন, মহানরক, কাকোল, সংজীবন, মহাপথ, অবীচি, অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক, অসিপত্রবন, (এই বিংশতি) এবং তাপন একবিংশ। ২২২—২২৫। অজ্ঞানকৃত (অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত-ন্যূনপ্রায়শ্চিত্তনাশ্য) পাপ, যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেই বিদূরিত হইবে, জ্ঞানকৃত পাপও বিনষ্ট হইবে বটে, কিন্তু জ্ঞান-পাপী (অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বাদশবার্ষিক বা তদধিক ব্রত নাশ্য পাপ জ্ঞানপূর্ব্বক করে, সে) ব্যবহার্য্য হইতে পারিবে না; বচনের সামর্থ্যেই এই নিয়ম হইল *। ২২৬। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণ-স্বামিক অশীতি-রত্তিকা-পরিমিত স্বর্ণাপ-হারী, বা গুরুতল্পগ (অর্থাৎ বিমাতৃগামী), ইহারা এবং ইহাদিগের সহিত যে সাক্ষাৎ সংসর্গ করিবে, সে মহাপাতকী। ২২৭। গুরুর নামে মিথ্যা নিন্দা করা, বেদনিন্দা, ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতীয় বন্ধুহত্যা এবং অধীতবেদ বিস্মৃত হওয়া, এই সকল দুষ্কর্ম্ম ব্রহ্মহত্যার তুল্য। ২২৮। লশুনাদি অভক্ষ্য ভক্ষণ, জৈহ্ম্য (অর্থাৎ রাজদ্বারে কোন ব্যক্তির নামে অপ্রকৃত গুরুতর দুষ্কর্ম্মের অভিযোগ) জাত্যুৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ মিথ্যা কথা বলা এবং রজস্বলার মুখামৃত পান,—সুরাপানের তুল্য। ২২৯। ব্রাহ্মণস্বামিক অশ্ব, রত্ন, দাস, দাসী প্রভৃতি, ভূমি, ধেনু এবং সুবর্ণ ব্যতীত সকল গচ্ছিত বস্তু চুরি করা, সুবর্ণাপহরণের তুল্য। ২৩০। মিত্রের পত্নী, উত্তম জাতীয় কুমারী, সহোদরা, চাণ্ডালী প্রভৃতি অন্ত্যজ স্ত্রী, সপিণ্ড, সগোত্রা এবং সুতস্ত্রী (অর্থাৎ পুত্রের

* অজ্ঞানাকৃত অর্থাৎ ঐরূপ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে বিনষ্ট হইবে, জ্ঞানকৃত অর্থাৎ ঐরূপ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও বিনষ্ট হইবে না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তফলে পাপী সমাজে চলিতে পারিবে। ইহা মিতাক্ষরার মত।

অবিবাহিত বা অসবর্ণ পত্নী) ইহাদিগের সহিত সংসর্গ গুরুতল্প গমনের তুল্য ।২৩১। পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পুত্রবধূ, অসবর্ণা বিমাতা, ভগিনী, আচার্য্যকন্যা, আচার্য্যপত্নী বা আত্মকন্যাতে গমন করিলে তাহাকেও গুরুতল্পগ বলা যায়। লিঙ্গচ্ছেদনপূর্ব্বক বধ উহাদিগের দণ্ড এবং ঐরূপ মৃত্যুই প্রায়শ্চিত্ত। ঐ কার্য্যে অভিলাষবতী ঐসকল স্ত্রীলোকেরও বধ দণ্ড এবং ঐ প্রকার মরণ প্রায়শ্চিত্ত* ।২৩২। ।২৩৩। গোহত্যা, ব্রাত্যতা (অর্থাৎ যথাকালে উপনয়ন না হওয়া), সামান্যত চৌর্য্য, ঋণ পরিশোধ না করা, অধিকার থাকিতে সাগ্নিক না হওয়া, লবণাদি অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, পরিবেদন, প্রতিনিয়ত বেতন প্রদানপূর্ব্বক অধ্যয়ন, প্রতিনিয়ত বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা, পরদারগমন, পরিবিত্তিতা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ-কুশীদোপজীবন, লবণ উৎপন্ন করা, আত্রেয়ী ব্যতীত স্ত্রীহত্যা, শূদ্রহত্যা, অদীক্ষিত বৈশ্যহত্যা, অদীক্ষিত ক্ষত্রিয় হত্যা, নাস্তিকতা, ব্রতলোপ (অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসংসর্গ), অপত্য বিক্রয়, ধান্যহরণ, তাম্রাদি কুপ্যহরণ, গবাদি পশুহরণ, পতিত প্রভৃতি অযাজ্য যাজন, বিনা উপযুক্ত কারণে পিতা, মাতা, বা পুত্রাদিকে পরিত্যাগ করা, উত্তম জলাশয় আরাম বা উদ্যানাদি বিক্রয় করা, কুমারীর অপকলঙ্ক রটনা করা বা অঙ্গুলি দ্বারা তাহার স্থান বিশেষ দূষিত করা, পরিবেত্তৃ-যাজন, পরিবেত্তাকে কন্যাদান (পরিবিত্তি-যাজন, পরিবিত্তিকে কন্যাদান) পরকৃতিকর কৌটিল্য, সঙ্কল্পিত ব্রত ভঙ্গ, কেবল আত্ম-উদর ভরণার্থ রন্ধন করা, মদ্যপ নিজ পত্নীর সহ সংসর্গ, স্বাধ্যায় পরিত্যাগ, আহিত অগ্নি পরিত্যাগ, পুত্রের সংস্কার না করা, পিতৃব্য মাতুলাদি বান্ধবাদিকে অকারণ পরিত্যাগ করা, রন্ধন নির্ব্বাহার্থ জীবন্ত বৃক্ষের ছেদন, পত্নী প্রভৃতি স্ত্রীকে বেশ্যা করিয়া তদীয় অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ, প্রাণিবধ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, বশীকরণাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, তিল ইক্ষু প্রভৃতি-দ্রব্য-মর্দ্দক যন্ত্র পরিচালিত করা, মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসনাসক্তি, আত্মবিক্রয়, শূদ্রসেবা, অপকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত মিত্রতা, সবর্ণাবিবাহ না করিয়া পরিণীত হীনবর্ণা স্ত্রীর সহ সংসর্গ, অনাশ্রমী হইয়া থাকা, পরান্ন-পুষ্টতা, চার্ব্বাকাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, রাজার আজ্ঞাক্রমে স্বর্ণাদি খনিতে নিযুক্ত হওয়া, এবং ভার্য্যাবিক্রয়, এই সকলের প্রত্যেকটীই উপপাতক মধ্যে গণ্য ।২৩৪—২৪২। ব্রহ্মঘাতী, দ্বাদশবর্ষ এইরূপ করিবে; যথা,—নাশিত ব্রাহ্মণের তদভাবে অন্য ব্রাহ্মণশবের মাথার খুলী উর্দ্ধোত্থাপিত দণ্ডাগ্রে স্থাপিত করিয়া ঐ দণ্ড ঐরূপেই হস্তে ধারণ করিবে (বনে বাস করিবে, বন্যফলে জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ হইলে গ্রামে গিয়া নিজকৃত দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করতঃ দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে সায়ংকালে অপর হস্ত নিহিত মৃণ্ময় লোহিত খণ্ডসরাবে) ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাই ভোজন করিবে ও পরিমিত-ভোজী হইবে (ব্রহ্মচর্য্যাদি করিবে) তৎপশ্চাৎ শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।২৪৩। অথবা ব্যাঘ্রাদি-মুখ-নিপতিত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিলে, বা ঐরূপ দ্বাদশ গাভী রক্ষা করিলে, কিংবা অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে অবভৃথ স্নান করিলেও শুদ্ধিলাভ করিবে।২৪৪। অথবা বহুকালব্যাপী দুঃসহ রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ বা গাভীকে নিরাশ্রয় অবস্থায় দেখিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিলেও ব্রহ্মঘাতী শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।২৪৫। অথবা ব্রাহ্মণের অপহৃত সর্ব্বস্ব প্রত্যাহরণ করিতে পারিলে, কিংবা প্রত্যাহরণ করিতে গিয়া নিহত হইলে, অথবা তদর্থ যুদ্ধ করিতে করিতে শস্ত্রাঘাতে মৃত কল্প হইয়া পশ্চাৎ জীবন লাভ করিলেও শুদ্ধ হইবে। (ইহা অজ্ঞানকৃত

* পুত্রবধূ বা কন্যাগমন, অতিপাতক, এই পাপ মহাপাতক হইতে গুরুতর, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; মাতৃস্বসৃ প্রভৃতি গমনের গুরুতর পাপজনকতা প্রতিপাদনার্থ উক্ত অতিপাতকও ইহার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে, আর সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয়াদি ভগিনীগমনে পাপের অবান্তর ভেদ প্রদর্শনার্থ 'সহোদরা' ও 'ভগিনী' পদের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত নানাপ্রকার, তাহা বিবৃত হইবে। উহার মধ্যে ভগিনীগমনাদি পাপের গুরুতল্পগমন প্রায়শ্চিত্ত অথবা এই প্রায়শ্চিত্ত আচরণীয়, ইহা জ্ঞাপনের জন্য ভগিনী প্রভৃতির পুনর্গ্রহণ।

ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত)।২৪৬। "লোমভ্যঃ স্বাহা" এইপ্রকার সেই মন্ত্র সকল উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে লোম, ত্বক্, শোণিত, মাংস, মেদ, স্নায়ু, অস্থি, ও মজ্জা দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশে লৌকিক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তদন্তে ঐ অগ্নিতে দেহক্ষেপ করিবে (ইহা জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত)।২৪৭। অথবা আত্ম-প্রায়শ্চিত্তার্থে ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তির সহিত স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সংগ্রামে শরপাতপথবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, কিংবা প্রহার-পীড়াবশতঃ মৃতকল্প হইয়া পশ্চাৎ জীবন লাভ করিলেও বিশুদ্ধ হইতে পারিবে।২৪৮। অথবা নির্জ্জন প্রদেশে আহার সংযম করিয়া তিন বার মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক সম্পূর্ণবেদের সংহিতা পাঠ করিলে, (সংহিতা পাঠ শব্দ বেদের অংশ বিশেষের পাঠ নহে, কিন্তু মাত্র হস্ত সঙ্কেত এবং উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বর যোগে যথাবিহিত বেদ পাঠের নাম সংহিতা-পাঠ, এতদ্ভিন্ন পদ ক্রম, ঘন, জটা ইত্যাদি বিবিধ পাঠ প্রণালী আছে) কিংবা মিতাহারী হইয়া প্লাক্ষ-প্রস্রবণ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সরস্বতী নদীর প্রত্যেক প্রবাহ পর্য্যটন* করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে।২৪৯।উপযুক্তপাত্রে তাহার জীবনোপযোগী ধন প্রদান করিলে কিংবা সর্ব্বস্বাদি দান করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে, তবে গ্রহীতা নিজ বিশুদ্ধ্যর্থ বৈশ্বানর-যাগ করিবে (গ্রহীতা সাগ্নিক না হইলে বৈশ্বানর দেবতার চরু করিতে হইবে)।২৫০। ব্রহ্মঘাতীর প্রতি যে প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, সোমযাগ-দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বৈশ্যহন্তা ও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অনবধারিত পুংস্ত্রীত্ব ভ্রূণ হত্যা করিলে, অথবা আত্রেয়ী (অর্থাৎ ঋতুমতী স্ত্রী বা অত্রিগোত্রসম্ভূতা স্ত্রী) হত্যা করিলে বর্ণানুসারে ব্রহ্মহত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত করিবে (অর্থাৎ ঐ প্রকার ব্রাহ্মণী-গর্ভ কিংবা ব্রাহ্মণী-আত্রেয়ী বিনষ্ট করিলে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য ইত্যাদি) মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানাদিতেও এই প্রায়শ্চিত্ত।২৫১। যদি মারিবার জন্য সমাগত হয় (অর্থাৎ মারিবার জন্য শস্ত্রাদি প্রহার করে, অথচ কোনরূপে ঐ প্রহৃত ব্যক্তি জীবন লাভ করে) তাহা হইলে, প্রকৃত প্রস্তাবে হত্যা না হইলেও, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের হত্যার যে ব্রত নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ব্রতই করিবে। আর সোমযাগ-দীক্ষিত ব্রহ্মহত্যা করিলে উপদিষ্ট ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত করিবে।২৫২।

ইতি ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ।

সুরাপায়ী দ্বিজাতি, সুরা, জল, ঘৃত, গোমূত্র, এবং দুগ্ধ ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটী বস্তু অগ্নি সদৃশ উত্তপ্ত করিয়া তাহা পান করিবে, তদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে শুদ্ধ হইবে, ইহা জ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত।২৫৩। ছাগাদি লোম নির্ম্মিত বস্ত্র—বা বল্কল পরিধান ও জটাধারণ করিয়া ব্রহ্মহত্যাব্রত (অর্থাৎ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত) করিবে (ইহা অজ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত) তিন বৎসর রাত্রিকালে পিণ্যাক-পিণ্ডই হউক, আর তণ্ডুল কণাই হউক ভোজন করিবে (অজ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপান করিয়া পশ্চাৎ উহা বমন করিয়া ফেলিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই)।২৫৪। দ্বিজপদ বাচ্য তিনবর্ণ অজ্ঞানবশত মদ্য, শুক্র, বা মূত্র পান কিংবা বিষ্ঠা ভোজন করিলে (তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া) পুনঃসংস্কারার্হ হইবে*।২৫৫। যে দ্বিজপত্নী সুরাপান করিবে, সে পতিলোক-গমনে বঞ্চিতা হইবে এবং সে ইহলোকে কুক্কুরী, গৃধ্রী, এবং শূকরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।২৫৬।

ইতি সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

ব্রাহ্মণ-স্বামিক অশীতিরত্তিকা-পরিমিত সুবর্ণাপহারী ব্যক্তি, নিজের দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া রাজার হস্তে এক মুষল অর্পণ করিবে। রাজা, সেই মুষল দ্বারা তাহাকে নির্দ্দয়রূপে

* অনেকে বলেন, সরস্বতী নদীর স্রোতের বিপরীত-দিকে অর্থাৎ সাগরসঙ্গম স্থান হইতে উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত প্রতিক্রমে পর্য্যটন।

* কেহ কেহ বলেন অজ্ঞানবশতঃ সুরাদি পান করিলে যথোক্ত দ্বাদশবার্ষিকাদি প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরুপনয়নার্হ হইবে।

আঘাত করিবেন, তাহাতে হত হউক আর হত নাই হউক, শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে (ইহা জ্ঞানকৃত স্বর্ণস্তেয়ের প্রায়শ্চিত্ত)।২৫৭। সুরাপায়ীর ব্রত আচরণ করিলে, রাজাকে নিবেদন না করিয়াও শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। (ইহা অজ্ঞানকৃত সুবর্ণ-স্তেয়ের প্রায়শ্চিত্ত) অথবা নিজ দেহ-তুল্য-পরিমাণ সুবর্ণ দান করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে ব্রাহ্মণ যাহাতে পরিতুষ্ট হয়, এইরূপ (অর্থাৎ তাহার জীবিকানির্ব্বাহক) সুবর্ণ প্রদান করিবে। ২৫৮। ইতি সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত।

গুরুতল্পগ ব্যক্তি তপ্ত লৌহময় শয্যায় (তপ্ত) লৌহময়ী নারীর সহিত শয়ন করিবে, অথবা সলিঙ্গ-কোষ-চ্ছেদন পূর্ব্বক অঞ্জলিদ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈঋতকোণে (যতক্ষণ দেহ পতন না হয়, ততক্ষণ সরল ভাবে গমন করিয়া, দেহ-ত্যাগ করিবে (ইহা জ্ঞানকৃত গুরুতল্প গমনের প্রায়শ্চিত্ত)।২৫৯। অথবা তিন বৎসর প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে (ইহা ব্রাহ্মণী-পুত্র শূদ্রজাতীয় গুরুপত্নী গমন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত)। অথবা তিনমাস বেদের সংহিতা-পাঠ ও চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। (ব্যভিচারিণী সবর্ণা গুরুপত্নীতে অজ্ঞানবশত উপগত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই)।২৬০। এই সকল মহাপাতকীদিগের সঙ্গে এক বৎসর কাল সহবাস করিলে তত্তুল্য হইবে অর্থাৎ মহা-পাতকি প্রায়শ্চিত্তের মত তাহারও দ্বাদশ-বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে; অপতিত অবস্থায় উৎপন্ন-পতিতকন্যা সংসর্গ-জনিত পাপক্ষয়ার্থ বিবাহের পূর্ব্বে অহোরাত্র উপবাসী থাকিলে, এবং বস্ত্রালঙ্কারাদি পিতৃদ্রব্য গ্রহণ না করিলে বর, তাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে পারিবে, অর্থাৎ পতিতের নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন না।২৬১। সূত মাগধ প্রভৃতি সকল প্রতিলোমজ-জাতি হত্যা করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। গায়ত্রী প্রভৃতি, বেদাদি মন্ত্রে অনধিকারী স্ত্রী শূদ্রাদিও, নমস্কার মন্ত্র জপ পূর্ব্বক এই সকল দ্বাদশ-বার্ষিকাদি ব্রতদ্বারা শুদ্ধ হইবে।২৬২। গোহত্যাকারী ব্যক্তি, একমাসকাল পঞ্চগব্য পান করিবে ও সংযমী হইয়া থাকিবে। গোষ্ঠে শয়ন করিবে, বিচরন্তী গাভীর অনুগমন করিবে, তৎপশ্চাৎ গোদান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ২৬৩। অথবা (পঞ্চগব্য পানের পরিবর্ত্তে) সমাহিত হইয়া কৃচ্ছ্রব্রত বা অতি-কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। অথবা ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া একটী বৃষ সহিত দশটী গাভী প্রদান করিবে *।২৬৪। গোষ্ঠে শয়ন গবানুগমন ব্যতীত উক্ত ব্রত (অর্থাৎ একমাস পঞ্চগব্য পানাদি) কিংবা চান্দ্রায়ণ, অথবা এক মাস পয়ঃ-পান বা পরাক ব্রত দ্বারা অন্যান্য উপ-পাতকিগণেরও শুদ্ধি লাভহ ইবে। †। ২৬৫। (বিশেষ বিশেষ উপপাতকীর প্রায়শ্চিত্ত এই) কোন ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বধ করিলে, তৎপাপক্ষ-য়ার্থ সহস্র গাভী এবং একটী বৃষ দান করিবে অথবা তিন বৎসর ব্রহ্ম-হত্যাব্রত করিবে (অর্থাৎ যে যে ইতিকর্ত্তব্যতাদি পূর্ব্বক দ্বাদশবার্ষিক ব্রত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে ত্রৈবার্ষিক ব্রত করিবে)।২৬৬। বৈশ্যঘাতী একবৎসর এইব্রত করিবে অথবা একটী বৃষ ও শত গাভী দিবে এবং শূদ্রঘাতী ছয় মাস এই ব্রত করিবে কিংবা দশটী অচিরপ্রসূতা সবৎসা গাভী দান করিবে। ** । ২৬৭। প্রতিলোম ক্রমে নীচ জাতি হইতে সম্ভূতা, ব্রাহ্মণ—(১) ক্ষত্রিয়—(২) বৈশ্য—(৩) এবং শূদ্রদিগের—(৪) স্বৈরিণী স্ত্রীকে (অজ্ঞানত) হত্যা করিলে, তৎপাপক্ষয়ার্থ যথাক্রমে দৃতি (অর্থাৎ চর্ম্ম-নির্ম্মিত জলপাত্র) (১) ধনু (২) ছাগ (৩) এবং মেষ (৪) প্রদান করিবে।২৬৮। ঈষদ্-ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণজাতীয়াদি স্ত্রী বধে শূদ্র-হত্যা-ব্রত করিবে (অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণী-বধে ষাণ্মাসিক ব্রত করিবে, জ্ঞানকৃত ক্ষত্রিয়া-বধেও ঐ ব্রত, বৈশ্যাবধে দশধেনু এবং শূদ্রাবধে একমাস পঞ্চগব্যপানাদি সামান্য উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত করিবে।) ইতি স্ত্রীবধ প্রকরণ।

---

* এই বচনদ্বয়ে যে চতুর্ব্বিধ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা একরূপ গোহত্যায় নহে, ইহা বিষয় ভেদে মীমাংসনীয়।

† এস্থলেও পূর্ব্ববৎ বিষয় ভেদ ইত্যাদিরূপে মীমাংসা করিতে হইবে।

** ব্যক্তির স্বধর্ম্ম নিষ্ঠত্ব এবং হত্যার জ্ঞান কৃতত্ব অজ্ঞানকৃতত্বভেদে প্রায়শ্চিত্তের গুরুলাঘব হইবে।

কৃকলাসাদি অস্থি-যুক্ত সহস্র প্রাণী হত্যায় এবং মৎকুণাদি অনস্থি-প্রাণী একশকট পরিমিত হত্যা করিলে শূদ্রহত্যা প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ২৬৯। বিড়াল, গোধা, নকুল, মণ্ডূক এবং কাকাদি পক্ষী হত্যা করিলে, (তৎপাপক্ষয়ার্থ) তিন দিন কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে, অথবা পাদকৃচ্ছ্রব্রত করিবে। ২৭০। হস্তী হত্যা করিলে পাঁচটী নীলবৃষ, শুকপক্ষী হত্যা করিলে একটী দুই বৎসরের বৎস, গর্দ্দভ—ছাগল—বা মেষ—হত্যা করিলে একটী বৃষ এবং ক্রৌঞ্চপক্ষী হত্যা করিলে একটি তিন বৎসরের বৎস প্রদান করিবে। ২৭১। হংস, শ্যেন, (গৃধ্র) বানর, ব্যাঘ্র শৃগালাদি মাংসাশী পশু জলস্থলচর বকাদি পক্ষী, ময়ূর বা ভাস পক্ষী হত্যা করিলে, একটী গো দান করিবে। অমাংসাশী পশু হত্যা করিলে বৎসতরী দান করিবে। ২৭২। সরীসৃপ হত্যা করিলে লৌহময় দণ্ড, নপুংসক (পশুপক্ষী) হত্যা করিলে (মাষপরিমিত) ত্রপু এবং সীসক, শূকর হত্যা করিলে ঘৃত-পূর্ণ কুম্ভ, উষ্ট্র হত্যা করিলে গুঞ্জা এবং অশ্ব হত্যা করিলে শুকপক্ষী প্রদান করিবে। ২৭৩। তিত্তিরি পক্ষী হত্যা করিলে দ্রোণ (অর্থাৎ প্রায় এক মণ ২৪ সের) পরিমিত তিল প্রদান করিবে। পূর্ব্বোক্ত হস্তী প্রভৃতি বধে যথোক্ত দান করিতে অশক্ত হইলে প্রত্যেক পাপের পরিশুদ্ধি নিমিত্ত ব্রত করিবে। ২৭৪। যে সকল প্রাণী, উড়ুম্বরাদিফল, মধূকাদি পুষ্প, চিরপর্য্যুষিত অন্নাদির প্রান্তভাগ বা গুড়াদি রসে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বধ করিলে মাত্র কিঞ্চিৎ ঘৃতাহার করিবে, এক একটী অস্থিযুক্ত প্রাণিবধে কিঞ্চিৎ দান করিবে অস্থি রহিত প্রাণীবধে প্রাণায়াম করিবে। ২৭৫। (অদৃষ্টার্থ সিদ্ধি ব্যতীত) বৃক্ষ—গুল্ম—লতা—বা বীরুধ ছেদন করিলে গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র শতবার জপ করিবে। (শূদ্রের মন্ত্র জপে অধিকার নাই বলিয়া তাহার পক্ষে দুই দিন উপবাসাদি কল্পনা করিতে হইবে) বৃথা ওষধি ছেদন করিলে এক দিন পরিচর্য্যার্থ গবানুগমন করিয়া মাত্র দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। ২৭৬। ব্যভিচারিণী—বানর—খর—উষ্ট্র—কাক—শৃগালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, জলে প্রাণায়াম করিয়া মাত্র ঘৃতাহার করিবে, তাহাতেই শুদ্ধ হইবে (ইহা অসমর্থ পক্ষে)। ২৭৭। (গৃহস্থ) স্ত্রীসম্ভোগ ব্যতীত অকামত স্খলিত নিজ বীর্য্যের উপর "যন্মেঽদ্য রেতঃ পৃথিবীং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বয় জপ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি গৃহীত সেই মন্ত্রপূত বীর্য্যদ্বারা স্তন মধ্য এবং ভ্রূমধ্য স্পর্শ করিবে। ২৭৮। নিজ প্রতিবিম্ব জল মধ্যে অবলোকন করিলে "ময়িতেজ ইন্দ্রিয়ং" এই মন্ত্র জপ করিবে অশুচি দ্রব্য দর্শন, বাক্ পাণিপাদাদি চাপল্য এবং অনৃত বচনে সাবিত্রী জপ করিবে। ২৭৯। ব্রহ্মচারী স্ত্রীসংসর্গ করিলে, "অবকীর্ণী হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি নির্ঋতি দেবতা উদ্দেশে গর্দ্দভ পশুদ্বারা যাগ করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ২৮০। ব্রহ্মচারী পীড়িত না হইয়া (গুরুপরিচর্য্যাদি গুরুতর কার্য্যে ব্যগ্রতা বশতঃ) সাতদিন ভিক্ষা এবং অগ্নি কার্য্য (অর্থাৎ হোম) পরিত্যাগ করিলে "কামাবকীর্ণোঽস্ম্যবকীর্ণোঽস্মি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বয় দ্বারা দুইটী আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর "সমাসিঞ্চন্তু মরুতঃ সমিন্দ্রঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অগ্নির উপাসনা করিবে, আর অজ্ঞানতঃ ক্ষৌদ্র-মধু বা (অন্যের পক্ষে অনিষিদ্ধ-) মাংস ভোজন করিলে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, পরে (আশ্রমোচিত) অবশিষ্ট ব্রত আচরণ করিবে। ২৮১। ২৮২। গুরুর আদেশ প্রতিপালনাদি না করিলে, তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াই শুদ্ধ হইবে, আর গুরু শিষ্যকে বিষম স্থানে পাঠাইলে, শিষ্য যদি সেই স্থানে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে গুরু প্রাজাপত্য প্রভৃতি তিনটী ব্রত করিবেন। ২৮৩। ব্রাহ্মণাদি-প্রাণীর প্রতি চিকিৎসাদি উপকার করিতে গিয়া যদি ঐ উপকার-পাত্র দৈবাৎ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে উপকারকের পাপ হইবে না। দ্বেষবশতঃ কাহারও উপর কোন পাপের মিথ্যা আরোপ করিলে আরোপিত পাপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপ, আরোপয়িতার হইবে, আর অপ্রকাশিত পাপ দ্বেষ বশতঃ প্রকাশ করিয়া দিলে, প্রকাশিত পাপের সম পাপ, প্রকাশকের হইবে। ২৮৪। এবং যে

কাহারও উপর কোন পাপের মিথ্যা আরোপ করে, সে যে কেবল উক্ত পাপেরই দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হয়, এমত নহে; পরন্তু যাহার উপর আরোপ করে, সেই মিথ্যাভিশস্তের যাবদীয় পাপরাশি, তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়; যে ব্যক্তি, অপরের উপর মহাপাতক উপপাতকাদি, অলীক আরোপিত করে, সে একমাস ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক "শুদ্ধবতী" মন্ত্র জপ করিবে এবং মাত্র জলাহারী হইয়া থাকিবে (এই প্রায়শ্চিত্ত সবর্ণের পক্ষে জানিবে, হীন বা উৎকৃষ্ট বর্ণের পক্ষে যথাসম্ভব গুরু লঘু প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিয়া লইতে হইবে)। ২৮৫। যাহার প্রতি মিথ্যা অপরাধ আরোপিত হইবে, সে ব্যক্তি প্রাজাপত্য করিবে, অথবা অগ্নিদেবতাক পুরোডাশ দ্বারা অথবা বায়ুদেবতাক পুরোডাশ দ্বারা অথবা বায়ুদেবতাক পশুদ্বারা যাগ করিবে। ২৮৬। যে ব্যক্তি নিয়োগ ব্যতীত ভ্রাতৃজায়া গমন করে, তাহাকে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে (ভ্রাতার বাগ্‌দত্তা পত্নীতে অজ্ঞানত একবার মাত্র গমন করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত জানিবে)। ২৮৭। যে ব্যক্তি, রজস্বলা ভার্য্যাতে উপগত হয়, সে, তিন দিন উপবাসান্তে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। ২৮৮। ব্রাত্যযাজন করিলে, অথবা অভিচার করিলে প্রাজাপত্য প্রভৃতি তিনটী ব্রত করিবে, বেদ বিপ্লাবক, (অর্থাৎ অনধ্যায়াদিতে বেদাধ্যায়ী) এবং তস্করাদি ব্যতীত শরণাগত পরিত্যাগী, এক বৎসর মাত্র যবোদন ভোজন করিয়া থাকিবে ২৮৯। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক, গোষ্ঠে বাস করতঃ একমাস (প্রত্যহ তিন সহস্র) গায়ত্রী জপ করিবে এবং দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিবে, এইরূপে অসৎপ্রতিগ্রহ-জনিত পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবে। (চাণ্ডালাদির নিকট প্রতিগ্রহ, তীর্থে প্রতিগ্রহ চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণাদি কালে প্রতিগ্রহ এবং সুরাদি-প্রতিগ্রহকে অসৎপ্রতিগ্রহ কহে, চাণ্ডালাদি অসৎ ব্যক্তির নিকট সুরাদি অসৎ বস্তু প্রতিগ্রহ করিলে, তাহার এই প্রায়শ্চিত্ত)।২৯০। গর্দ্দভযানে বা উষ্ট্রযানে গমন করিলে, উলঙ্গ অবস্থায় স্নান বা ভোজন করিলে এবং দিবসে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে, জলাবগাহনান্তে প্রণায়াম করিবে।২৯১। পিতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ক্রোধ পূর্ব্বক হুঙ্কার করিলে বা "তুমি" শব্দ ব্যবহার করিলে অথবা কোন ব্রাহ্মণকে বাদবিতণ্ডাদি দ্বারা পরাজিত করিলে অথবা ব্রাহ্মণের কণ্ঠে বস্ত্র দ্বারা কোমলভাবে বন্ধন করিলে, (অর্থাৎ গলায় গামছা দিলে) ঐ গুরু বা ব্রাহ্মণকে প্রণামাদি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া একদিন উপবাস করিবে। ২৯২। ব্রাহ্মণকে মারিতে দণ্ড উদ্যত করিলে—প্রাজাপত্য ব্রত, আঘাত করিলে অতিকৃচ্ছ্র, আঘাত দ্বারা রক্ত পাত হইলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, এবং যে আঘাত দ্বারা রক্ত বিকৃতভাবে ত্বকের অভ্যন্তরেই থাকে (অর্থাৎ কালশিরা পড়ে) তাহাতে প্রাজাপত্য করিতে হইবে (এই শেষোক্ত বিষয়ের তাৎপর্য্য এই যে, আঘাত করিলে যে অতিকৃচ্ছ্র করিতে হয়, তাহা ত করিবেই, তদ্বাদে পূর্ব্বোক্ত বিশেষ আঘাতের জন্য আরও একটী প্রাজাপত্য করিবে; মোট একটী অতিকৃচ্ছ্র আর প্রাজাপত্য এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত) *। ২৯৩। দেশ, কাল, প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তার বয়ঃক্রম, শক্তি এবং পাপ, এই সকল বিষয় যত্নপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবে। আর যে যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই, তৎসমস্তেরও প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে পারিবে। ২৯৪। (পতিত ব্যক্তি বারংবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও তাহা না করিলে) পতিত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধবগণ

---

* বৃহস্পতির বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে এই বচনের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইবে। যথা,—ব্রাহ্মণকে আঘাত করিতে দণ্ড উদ্যত করিলে(উদ্যতদণ্ড পুরুষ, যেরূপ আঘাত করিতে সঙ্কল্প করিবে, তদনুসারে ব্রাহ্মণোপদিষ্ট গুরু লঘু যৎকিঞ্চিৎ) প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতে হইবে, অস্থিভেদক আঘাতে অতিকৃচ্ছ্র, অঙ্গচ্ছেদজনিত রক্তপাতে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, আর রক্তপাত-শূন্য ত্বক্‌ভেদে প্রাজাপত্য করিবে। (১ম); মূলস্থিত দুইটী কৃচ্ছ্র শব্দের প্রাজাপত্য অর্থ নহে, কিন্তু প্রথমটীর অর্থই প্রাজাপত্য, দ্বিতীয়টীর অর্থ যথাসম্ভব ব্রত। (২য়); এই ব্যাখ্যা ত্রিলোচনাচার্য্য সম্মত।

গ্রামের বহির্দ্দেশে (দক্ষিণমুখ বিকৃতোত্তরীয় হইয়া) নিক্ষেপ করিবে (ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকিতেই প্রেতোচিত উদকপিণ্ডদানাদি করিয়া এই কার্য্য করিতে হইবে) অনন্তর ঐ ব্যক্তিকে সকল কার্য্যেই বহিষ্কৃত করিয়া রাখিবে (অর্থাৎ যাহাতে কোনরূপে সংসর্গ না হয়, তাহা করিবে)। ২৯৫। (এইরূপে বন্ধু-বান্ধবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, অনুতপ্ত হইয়া উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, বান্ধবগণ তাহার সহিত পবিত্র জলাশয়ে স্নান করিয়া) জলপূর্ণ নূতন কুম্ভ নিক্ষেপ করিবে, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তিকে (পূর্ব্ব পাপ উল্লেখ করিয়া) কোনরূপ নিন্দা করিবে না এবং সকল কার্য্যেই ইহাকে লইয়া ব্যবহার করিবে। ২৯৬। পতিত স্ত্রীলোকের পক্ষেও এইরূপ বিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে, (তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে বন্ধুবান্ধবগণ পূর্ব্বোক্তরূপে গ্রামের বহির্দ্দেশে পূর্ণকুম্ভ নিক্ষেপ করিলেও) আপনাদিগের গৃহের নিকটে থাকিবার জন্য সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, জীবন ধারণার্থ একমুষ্টি অন্ন দিবেন এবং লজ্জা নিবারণার্থ জীর্ণ মলিন বস্ত্রখণ্ড দিবেন, আর সেই অবস্থাতেও পরপুরুষ-সঙ্গ নিবারণ করিবেন। ২৯৭। হীনবর্ণ-পুরুষ-সম্ভোগ গর্ভপাতন এবং স্বামিহত্যা, এই সকল কার্য্যও স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র-পাতিত্যজনক, ইহা নিশ্চয় (তদ্ভিন্ন জাতিমাত্রের যাহাতে পাতিত্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও স্ত্রীলোকের পাতিত্যজনক)। ২৯৮। শরণাগতঘাতী, শিশুঘাতী, স্ত্রীঘাতী এবং কৃতঘ্ন, এই সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র হইলেও ইহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবে না। ২৯৯। জলপূর্ণ নূতন কুম্ভ নিক্ষিপ্ত হইবার পর (কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি, জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া কতিপয় গাভীকে তৃণাদি (অর্থাৎ গোকল) প্রদান করিবে, প্রথমে ঐ সকল গাভীগণ তদ্দত্ত তৃণাদি-গ্রাস ভোজন করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলে পশ্চাৎ জ্ঞাতিগণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া সম্মানিত করিতে পারিবেন। ৩০০। পাপ উহার দাসী দ্বারা আনীত জল-পূর্ণ কুম্ভ প্রকাশ হইলে পাপী, সভার * অনুমত প্রায়শ্চিত্ত করিবে, আর পাপ প্রকাশ না হইলে, রহস্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইবে। ৩০১। ব্রহ্মহত্যাকারী, ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া জলমধ্যে অঘমর্ষণসূক্ত জপ করিবে, (তিন দিনের পর) দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে (ইহা ব্রহ্মহত্যার রহস্য প্রায়শ্চিত্ত)। ৩০২। অথবা সমস্ত অহোরাত্র বাতাহারী হইয়া থাকিবে এবং সেই রাত্রে জলে অবস্থিতি করিবে, অনন্তর (প্রাতঃকালে জল হইতে উত্থিত হইয়া) "লোমভ্যঃ স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে চত্বারিংশৎ আহুতি প্রদান করিবে। ৩০৩। সুরাপায়ী, ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া "যদ্দেবাদেবহেড়নম্" ইত্যাদি কুষ্মাণ্ডী ঋক্ পাঠ করিয়া চত্বারিংশৎ বার ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। অশীতি রত্তিক ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণাপহারী ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া জলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক "নমস্তে রুদ্রমন্যবে" এই শতরুদ্রীয় জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। ৩০৪। গুরুতল্পগামী, ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া চত্বারিংশৎ বার করিয়া "সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি পুরুষ সূক্ত মন্ত্র জপ করিলে সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, যথোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের পর ইহারা এক একটী দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে (এই সকল রহস্য-প্রায়শ্চিত্ত, অজ্ঞানকৃত পাপের পক্ষে বিহিত হইয়াছে)। ৩০৫ যাহার রহস্য প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই, সেই জাতিভ্রংশকরাদি পাপ, সকল উপপাতক এবং অন্যান্য সকল পাপ অপনোদন করিবার জন্য (যথাসম্ভব পাপের তারতম্য অনুসারে শত (দ্বিশত ইত্যাদি এবং এতন্ন্যূন এতদধিক প্রাণায়াম করিবে। ৩০৬। দ্বিজ (অজ্ঞানবশতঃ) রেতঃ-পান বিষ্ঠা-ভোজন বা মূত্রপান করিলে সোমরসের উপর প্রণব জপ করিয়া শুদ্ধিজনক সেই রস পান করিবে। ৩০৭ রাত্রিতে বা দিবসে অজ্ঞানপূর্ব্বক যে সকল প্রকীর্ণক পাপ অনুষ্ঠিত হয় (অথবা মানস

* ঋগ্‌যজুঃসামবেদজ্ঞ, পূর্ব্বোত্তর মীমাংসাবেত্তা, ন্যায়শাস্ত্রকুশল, নিরুক্তাভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ এবং তিনজন আশ্রমী, এইরূপ অন্যূন দশজনের নাম সভা।

উপপাতক হয়) তৎসমস্ত ত্রৈকালিক সন্ধ্যা উপাসনা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৩০৮। "বিশ্বানিদেবঃ সবিতঃ" ইত্যাদি শুক্রিয় মন্ত্র জপ, আরণ্যক মন্ত্রজপ, এবং বিশেষতঃ গায়ত্রী জপ, আর একাদশরুদ্রানুবাকজপ (অঘমর্ষণ সূক্ত জপ) এই সমস্ত জপ (যথাযোগ্য সংখ্যা-ক্রমে আচরিত হইলে, যথা মহাপাতকে লক্ষ উপপাতকে সহস্র ইত্যাদি) সকল পাপ বিনষ্ট করে। ৩০৯॥ দ্বিজ আপনাকে যে যে বিষয়ে পাপে আক্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে তত্তৎ বিষয়ে (বিহিত সংখ্যা অনুসারে) গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক তিলদ্বারা হোম করিবে, অথবা ব্রাহ্মণ হস্তে তিল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আপনার শুদ্ধি বা ধর্ম্মরাজের প্রীতি বাচন করিয়া লইবে॥ ৩১০॥ (বেদাধ্যয়ন, বেদবিচার, বেদানুশীলন, তাৎকালিক ব্রহ্মচর্য্য এবং বেদাধ্যাপন—বেদাভ্যাস এই পাঁচপ্রকার) এইরূপ বেদাভ্যাস-পরায়ণ তিতিক্ষাযুক্ত অথচ পঞ্চযজ্ঞকর্ত্তা মহাত্মাকে ব্রহ্মবধাদি-মহাপাতক-সম্ভূত পাপ-রাশিও স্পর্শ করিতে পারে না, উপপাতকাদির ত কথাই নাই॥ ৩১১॥ দিবসে বাতাহারী হইয়া থাকিবে এবং সমস্ত রাত্রি জলে অতিবাহিত করিবে, অনন্তর সূর্য্যোদয়ের পর সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মবধ ব্যতীত সকল পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ৩১২।

ইতি রহস্য প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষান্তি, দান, সত্য, অকুটিলতা, অহিংসা, অস্তেয়, মধুরতা এবং দম (অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, এই সকল যম নামে স্মৃত হইয়াছে॥ ৩১৩॥ স্নান, মৌন, উপবাস, যাগ, স্বাধ্যায়, উপস্থসংযম গুরুসেবা, শৌচ, অক্রোধ এবং অপ্রমাদ এই সকলের নাম নিয়ম (প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময়ে এই যমনিয়ম, অবশ্য আশ্রয় করিবে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্ম সকল সময়েই আশ্রয়ণীয় বটে, তথাপি তাহাদিগের পুনর্গ্রহণ প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গত্ব প্রতিপাদনার্থ ইত্যাদি)॥ ৩১৪॥ গোমূত্র, গোময়, গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য ঘৃত এবং কুশজল পান করিয়া পরদিবস উপবাস করিবে, এই ব্রতের নাম সান্তপন, ই উৎকৃষ্ট ব্রত। ৩১৫। সান্তপনব্রতে গোমূত্রাদি যে ছয়টী দ্রব্য উক্ত হইয়াছে তাহার একএকটী মাত্র আহার করিয়া ক্রমে ছয় দিন অতিবাহিত করিবে এবং সপ্তমদিনে উপবাসী থাকিবে, এই ব্রত মহাসান্তপন নামে স্মৃত হইয়াছে। ৩১৬। পলাশ পত্রের কাথ, উডুম্বর পত্রের কাথ, পদ্মপত্রের কাথ, বিল্বপত্রের কাথ এবং কুশজল এই পাঁচ প্রকার জলের মধ্যে প্রত্যেক দিন এক এক রকম জল পান দ্বারা (পাঁচদিন অতিবাহিত করিলে) যে ব্রত হয়, তাহা পর্ণকৃচ্ছ্র নামে উদাহৃত। ৩১৭। তপ্তদুগ্ধ, তপ্তঘৃত এবং তপ্তজল, এই তিন রকম পেয় প্রত্যহ এক একটী করিয়া (তিন দিন) পান করিবে ও একদিন অর্থাৎ চতুর্থ দিন উপবাস করিবে, ইহা তপ্তকৃচ্ছ্র নামে বিখ্যাত। ৩১৮। একদিন একভক্ত, একদিন নক্ত, একদিন অযাচিত-ভোজন এবং এক দিন উপবাস দ্বারা যে ব্রত আচরিত হয়, তাহার নাম পাদকৃচ্ছ্র। ৩১৯। এই ব্রত (যথাক্রমে তিন দিন এক-ভক্ত তিন দিন নক্ত, তিন দিন অযাচিত-ভোজন এবং তিন দিন উপবাস কিংবা এক একদিন করিয়া চার দিনে উপবাসান্ত কার্য্য করিয়া আবার এক একদিন করিয়া ঐরূপ কার্য্য, এই প্রকারে দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিলে) ইত্যাদি যে কোনরূপে তিনগুণ হইলে প্রাজাপত্য নামে কথিত হয়। এই প্রাজাপত্য ব্রতই "অতিকৃচ্ছ্র" পদবাচ্য হইবে; তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, যে কয় দিন আহার করা নিয়ম, অতিকৃচ্ছ্রে, সেই কয়দিন পাণি পূরণমাত্র (অর্থাৎ যতগুলি অন্নে দক্ষিণ করতল পূর্ণ হয়, মাত্র ততগুলি) অন্ন আহার করিবে (প্রাজাপত্য ব্রতে দ্বাবিংশত্যাদি গ্রাস আহার করিতে মনু আদেশ করিয়াছেন) ।৩২০। একবিংশতিদিন দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিলে "কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র" ব্রত হয়, দ্বাদশাহ উপবাসসাধ্য ব্রত পরাক নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে ।৩২১। পিণ্যাক, আচাম, তক্র, জল এবং শক্তু এই সকল বস্তুর এক একটী করিয়া প্রত্যহ ভোজন এবং অনন্তর একদিন উপবাস এই

(ষড়হঃসাধ্য ব্রত) সৌম্যকৃচ্ছ্র নামে অভিহিত হয়।৩২২। পিণ্যাকাদি পঞ্চ দ্রব্যের এক একটী দ্রব্য যথাক্রমে তিনদিন করিয়া ভোজন করিবে, এই পঞ্চদশাহ-সাধ্য ব্রত তুলাপুরুষ নামে জ্ঞাতব্য।৩২৩। চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হইলে; ময়ূরাণ্ড-প্রমিত নিজ-ভোজ্য পিণ্ড শুক্লপক্ষ তিথি বৃদ্ধিঅনুসারে এক একটী করিয়া বাড়াইয়া ভোজন করিবে, কৃষ্ণপক্ষে এক একটী করিয়া কমাইবে (অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদে একটী, দ্বিতীয়ায় দুইটী, এইরূপ পূর্ণিমাতে পঞ্চদশটী পিণ্ড ভোজন করিবে; আবার কৃষ্ণ প্রতিপদে চতুর্দ্দশটী দ্বিতীয়ায় ত্রয়োদশটী এইরূপে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে একটীমাত্র পিণ্ড ভোজন করিয়া থাকিয়া অমাবস্যাতে উপবাস করিবে)।৩২৪।(অথবা) একমাসে মোট ২৪০ দুই শত চল্লিশটী পিণ্ড, যে কোনরূপে (অর্থাৎ কোন দিন ১৬টী পিণ্ড ভোজন, কোন দিন উপবাস, কোন দিন বা ১টী মাত্র পিণ্ড ভোজন, ইত্যাদি অনির্দ্ধারিতরূপে) ভোজন করিবে, ইহা অন্যবিধ চান্দ্রায়ণ।৩২৫। (তপ্তকৃচ্ছ্র ব্যতীত) প্রাজাপত্যাদি কৃচ্ছ্র এবং চান্দ্রায়ণ করিবার সময় ত্রিকালস্নায়ী হইবে এবং স্নানান্তর অঘমর্ষণাদি পবিত্রজপ করিবে এবং ভক্ষ্য পিণ্ডের উপর গায়ত্রী জপ করিবে।৩২৬। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেই সকল পাপের চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি,—ধর্ম্মার্থ এই ব্রত আচরণ করে, সে চন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ চন্দ্রলোকে বাস করিতে পায়)।৩২৭। যে ব্যক্তি সুসমাহিত হইয়া ধর্ম্মকামনায় প্রাজাপত্যাদি কৃচ্ছ্র আচরণ করে, সে মহতী লক্ষ্মী লাভ করে এবং রাজসূয়াদি প্রধান প্রধান যজ্ঞফল পাইয়া থাকে।৩২৮। সামশ্রব প্রভৃতি ঋষিগণ, এই সকল যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অমিততেজা মহাত্মা যোগীন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্যকে এই কথা বলিতে লাগিলেন।৩২৯। যাঁহারা নিরালস্য হইয়া এই ধর্ম্মশাস্ত্র ধারণা করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে যোগ লাভ করিয়া অন্তকালে স্বর্গ গমন করিবেন।৩৩০। বিদ্যার্থী বিদ্যা, ধনার্থী ধন, আয়ুঃ প্রার্থী আয়ুঃ এবং শ্রীপ্রার্থী মহতী শ্রী প্রাপ্ত হ'ন।৩৩১। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে অন্ততঃ তিনটী শ্লোক শ্রবণ করাইবে, তাহার পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হইবে, ইহাতে সংশয় নাই॥ ৩৩২॥ এই শাস্ত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলে, ব্রাহ্মণ পাত্রত্ব (অর্থাৎ বিদ্যাতপঃসম্পন্নত্ব) প্রাপ্ত হইবেন, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হইবে, এবং বৈশ্য ধনধান্য সম্পত্তিশালী হইবে॥ ৩৩৩॥ যে পণ্ডিত প্রতিপর্ব্বে দ্বিজগণকে এই শাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন, তাঁহার অশ্বমেধ ফল হইবে, তাহা অর্থাৎ আমাদিগের এই বাক্য আপনি অনুমোদন করুন॥ ৩৩৪॥ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বয়ম্ভুব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক 'তাহাই হউক' (অর্থাৎতোমাদিগের কথা অনুমোদন করিলাম, কথিত ফল সমস্ত সম্পূর্ণ হউক) ইহা বলিলেন॥৩৩৫॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা সম্পূর্ণ।

উশনঃ-সংহিতা।

১

প্রথম অধ্যায়।

শৌনকাদি মুনিগণ, ভৃগুবংশীয় ঔশন (উশনা'র পুত্র) মুনিকে প্রণাম করিয়া—ধর্ম্মশাস্ত্রের নিশ্চিত তত্ত্ব সকল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ উশনা—শ্রোতা ঋষিমণ্ডলীর নিকটে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের হেতু পাপনাশক যে ধর্ম্ম—বলিয়াছিলেন, আমি আজ তাহা বলিতেছি,—তোমরা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর; ইহা বলিয়া, স্বীয় পিতা ভার্গব উশনাকে প্রণামপূর্ব্বক ধর্ম্ম বলিতে লাগিলেন। ২। ৩। গর্ভাষ্টম বর্ষে অথবা প্রকৃত অষ্টমবর্ষে স্বীয় গৃহ্য সূত্রবিধি অনুসারে (যথা সাম বেদীর গোভিলসূত্র স্বীয় গৃহ্য সূত্র) উপনীত হইয়া দ্বিজোত্তম বেদসকল অধ্যয়ন করিবে। ৪। (বেদাধ্যয়ন কালে) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ড, মেখলাসূত্র ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করিবে ও গুরুহিতে নিরত থাকিবে। ভিক্ষাহারী হইবে এবং গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। ৫। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে কার্পাসকেই উত্তম উপবীত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উপবীত সূত্র ত্রিগুণিত হইবে। (এবং ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রময় ও বৈশ্যের মেষলোমনির্ম্মিত উপবীত হইবে। মূলে"কৌশিবাদাস্ত্র"স্থলে"শোণমাবিক"হইবে।) দ্বিজ, সর্ব্বদা উপবীত ধারণ করিয়া থাকিবে। এবং সর্ব্বদা শিখা বন্ধন করিয়া রাখিবে; কার্পাস নির্ম্মিতই হউক আর কাষায়ই হউক পূর্ব্বাবস্থা হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া উপনয়নকালে যেরূপ বস্ত্র পরিহিত হইবে, সেইরূপ শুক্লবর্ণ, অচ্ছিদ্রবস্ত্রই (অধ্যয়ন অবস্থায়) পরিধান করিয়া থাকিবে। ৭। উৎকৃষ্ট কৃষ্ণাজিন বস্ত্রই উত্তরীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে—তদভাবে উত্তম রৌরবচর্ম্ম উত্তরীয় হইবে, ইহাই বিধি। ৮। বাম বাহুর উর্দ্ধভাগ হইতে অর্থাৎ বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ বাহুর অধোভাগ পর্য্যন্ত বিলম্বিত যজ্ঞসূত্রের নাম উপবীত, সর্ব্বদা এইরূপ উপবীতী হইয়া থাকিবে, কণ্ঠদেশ হইতে মালাকারে দোদুল্যমান যজ্ঞসূত্রের নাম নিবীত। (মূলে "কণ্ঠলম্বনং" হইবে) ।৯। হে দ্বিজগণ! বামবাহু উদ্ধৃত করিয়া (তাহার অধোদেশ হইতে) দক্ষিণ স্কন্ধে ধৃত যজ্ঞসূত্র প্রাচীনাবীত নামে কথিত হইয়াছে—পিত্র্যকর্ম্মে—এইরূপ প্রাচীনাবীতী হইবে। ১০। অগ্নিগৃহে (সাগ্নিকদিগের হোমগৃহে), গাভীর গোষ্ঠে, হোমকালে, জপকালে, অবশ্য কর্ত্তব্য স্বাধ্যায়ভোজনকালে, ব্রাহ্মণদিগের নিকটে, গুরুর উপাসনা সময়েও উভয় সন্ধ্যাতে অবশ্যই উপবীতী হইবে, ইহা চিরপ্রচলিত নিয়ম। ১১।১২। ব্রাহ্মণের যেটী মেখলা হইবে, তাহা মুঞ্জতৃণ দ্বারা নির্ম্মিত—ত্রিবৃৎ (তেহারা) সম অর্থাৎ একহারা ছোট; আর একহারা বড় এইরূপ বৈষম্যদোষশূন্য এবং মসৃণ করিবে; মুঞ্জাভাবে কুশ দ্বারাই নির্ম্মাণ করিবে; ইহা উক্ত হইয়াছে। এবং ঐ মেখলা গ্রন্থিত্রয়যুক্ত বা একগ্রন্থিযুক্ত হইবে। ১৩। দ্বিজ কেশ পর্য্যন্ত উচ্চ সৌম্য ও ব্রণ—বিল্বশাখাসম্ভূত দণ্ড বা পালাশদণ্ড কিংবা যজ্ঞোডুম্বর শাখার দণ্ডধারণ করিবে। ১৪। দ্বিজ একাগ্রচিত্ত হইয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যোপাসনা করিবে।

কাম, লোভ, ভয় বা মোহপ্রযুক্ত কদাপি তাহা পরিত্যাগ করিবে না।১৫। সন্ধ্যোপাসনার পর সায়ংকালেও প্রাতঃকালে প্রসন্নচিত্তে অগ্নিকার্য্য করিবে। স্নান করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে।১৬। অনন্তর পুষ্প পত্র ও জল দ্বারা দেবপূজা করিবে এবং প্রতিদিন ধর্ম্মানুসারে নম্রতা সহকারে "অসাবহং ভো অভিবাদয়ে" অর্থাৎ অমুক দেবশর্ম্মা আমি আপনাকে অভিবাদন করি—বলিয়া পূজ্য ব্যক্তিবর্গকে অভিবাদন করিবে, তাহাতে দীর্ঘায়ুঃ, অরোগী, এবং ধনধান্যাদিসম্পন্ন হইবে।১৭ মূলে "বৃদ্ধেষ্ট" না হইয়া "বৃদ্ধেষু" হইবে।১৭। ১৮। ব্রাহ্মণ অভিবাদন করিলে তাহাকে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য (শ্রী অমুক দেবশর্ম্মন্)" অর্থাৎ হে সৌম্য অমুক তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও এই কথা বলিবে।১৯। যে দ্বিজ অভিবাদনের পর কর্ত্তব্য প্রত্যভিবাদন করিতে না জানে, বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাকে প্রণাম করিবে না; কেননা শূদ্র যেরূপ অনভিবাদ্য সে'ও তদ্রূপ।২০। গুরুজনকে অভিবাদন করিবার সময়ে তাঁহার পাদ গ্রহণ, সব্য অর্থাৎ বাম কিম্বা দক্ষিণ পাণিদ্বারা অকর্ত্তব্য। কিন্তু এককালেই বাম পাণিদ্বারা গুরুর বামপাদ স্পর্শ এবং দক্ষিণ পাণিদ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ স্পর্শ করিবে।২১। লৌকিক, বৈদিক, বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাঁহার নিকট হইতে লাভ করা যায়, (পূজ্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইলে) তাঁহাকে অগ্রে অভিবাদন করিবে।২২। (অভিবাদক ও অভিবাদ্য) জল, ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি, পুষ্প, সমিধ এবং বিষ অপর বস্তু এবং যে কিছু দেবদেয় দ্রব্য, তাহা (অভিবাদন সময়ে) স্পর্শ করিয়া থাকিবে না।২৩। উপাধ্যায়, পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং মহীপতি এবং অন্যান্য মান্য ব্যক্তি সমাগত হইয়া ব্রাহ্মণকে-কুশল, ক্ষত্রিয়কে—অনাময়, বৈশ্যকে—ক্ষেম এবং শূদ্রকে আরোগ্য প্রশ্ন করিবে।২৪।২৫। মাতুল, শ্বশুর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মাতামহ, পিতামহ, বর্ণক-জ্যেষ্ঠ, এবং পিতৃব্য এই সপ্তবিধ ব্যক্তি পিতা বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।২৬। মাতা, মাতামহী গুরুর অর্থাৎ আচার্য্যাদির পত্নী, পিতৃষসা, মাতৃষসা ইত্যাদি অর্থাৎ মাতুলানী প্রভৃতি শ্বশ্রূ, পিতামহী, এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী—ইহারা পূজ্য স্ত্রীলোক।২৭। এইরূপে মাতৃক্রমে ও পিতৃক্রমে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে যে যে গুরু, তাহা কথিত হইল; কায়মনোবাক্য এবং কর্ম্মদ্বারা ইহাদিগের অনুবৃত্তি করা উচিত।২৮। গুরুজনকে অবলোকন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিবে, অনন্তর অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিবে; তাঁহাদিগের সহিত একত্র উপবেশন করিবে না এবং কোন প্রয়োজনবশতঃই তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ করিবে না (মূলে "বিবাদেনা" না হইয়া "বিবদেন্ন হইবে")।২৯। প্রাণরক্ষার্থও তাঁহাদিগের প্রতি দ্বেষ করিবে না এবং নিন্দা করিবে না। শত শত অন্য গুণ থাকিলেও গুরুদ্বেষী ব্যক্তি অধোগামী হয়।৩০। সকল গুরুর মধ্যে পাঁচটী গুরুজন বিশেষ; পূজ্য; যথা মাতা, (১) গুরু পিতা (২) অথবা আচার্য্য (৩) উপাধ্যায় (৪) ঋত্বিক্ (৫) ইহার মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ প্রথমোক্ত তিনজন মহাগুরু; এবং জননী ইহাদিগের মধ্যেও সুপূজিতা (শ্রেষ্ঠা)।৩১। যে এক দিনের তরেও বাসস্থান দেয় যাহার নিকট এক ক্ষণও উপদিষ্ট হওয়া যায় অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করা যায় (২) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (৩) ভর্ত্তা অর্থাৎ প্রতিপালক এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে—স্বামী (৪) এবং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগুরু, (৫)—কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, এই পঞ্চবিধ গুরুকে, আপনার অশেষ বিশেষ যত্নে এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পাত করিয়াও পূজা করিবে।৩২।৩৩। পিতা ও মাতা এই দুই জন যতদিন বর্ত্তমান থাকিবেন, ততদিন, নির্ব্বিকারভাবে অন্য সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। পিতা এবং মাতা, যদি পুত্রগণে অতিশয় প্রীতিলাভ করেন, তাহা হইলে, পুত্র, সেই পিতামাতার প্রীতিউৎপাদনরূপ সৎকর্ম্ম দ্বারা সকল সৎকর্ম্মফল প্রাপ্ত হন। মাতার ন্যায় দৈব নাই, পিতার মতও গুরু নাই এবং তৎকৃত উপকারের প্রত্যুপকারও কিছু নাই। কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য্য করিবে। তাঁহাদিগের বিনা অনুমতিতে মুক্তিজনক কার্য্য এবং নিত্য নৈমি-

ত্বিক কার্য্য ভিন্ন কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম—করিবে না। পিতৃ-মাতৃ-পরায়ণতাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম অতএব পরকালে নিরতিশয় আনন্দজনক। ৩৪-৩৬। সম্পূর্ণরূপে শৌচাচারশিক্ষক আচার্য্যকে প্রীত করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শিষ্য, ইহকালে বিদ্যাফল (সম্মানাদি) প্রাপ্ত হ'ন এবং পরকালে স্বর্গধামে সেই বিদ্যাফল অসীম আনন্দ লাভ করেন। ৩৭। যে মূঢ়, পিতৃতুল্য মাননীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবজ্ঞা করে, সে, মৃত্যুর পর সেই পাপে নরকে গমন করে। ৩৮। ইহলোকে, প্রতিপালক ব্যক্তির যে উপকারকত্ব, ও শ্রেষ্ঠতা আছে, তাহার উপর দৃষ্টি করিবে। প্রতিপালক,—সকল পুরুষেরই মনোনিবেশপূর্ব্বক পূজ্য বলিয়া সম্মত। ৩৯। ভর্ত্তার উপকারার্থ যাহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগেরই উত্তমলোক প্রাপ্তি হয়; ইহা ভগবান্ ভৃগু (উশনা) বলিয়াছেন। মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর এবং ঋত্বিক্ এই সকল গুরুজন, বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে, প্রত্যুত্থান করিয়াই "অসাবহং" (এই আমি) ইহা তাঁহাদিগকে বলিবে। ৪১। বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি, যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও তৎকালে তাহাকে নাম ধরিয়া আহ্বান করিবে না, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, "ভোঃ" এই কথা উচ্চারণ করিয়া কথোপকথনাদি করিবে। ৪২। শ্রীকামী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ; জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মস্তকদ্বারা সাদরে সর্ব্বদা অভিবাদন করিবে তাহাতে তাহাদিগের পাপ নাশ হয়। ৪৩।

জ্ঞানী, ক্রিয়াবান্, গুণবান্ এবং বহুশাস্ত্রবেত্তা হইলেও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ, কখনই ব্রাহ্মণদিগের নমস্য নহে। ৪৪। ব্রাহ্মণ, অবরবর্ণ সকল বর্ণকে এবং কনিষ্ঠ সবর্ণকে আশীর্ব্বাদ করিবে, আর জ্যেষ্ঠ সবর্ণকে অভিবাদন করিবে ইহা নিয়ম। ৪৫। অগ্নি,—দ্বিজাতিগণের গুরু, ব্রাহ্মণ,—সকল জাতির গুরু, স্বামী—পত্নীর গুরু এবং অতিথি,—সকলেরই গুরু। ৪৬। যাহার বিদ্যা, সৎকার্য্য, বয়ঃ, সহায় এবং ধন, (যদপেক্ষা অধিক, সে, তাহার নিকটে মান্য সুতরাং) উক্ত পাঁচটী জিনিস্,—মান্যতার কারণ, এবং ইহার মধ্যে পর পর অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্বের আদর বেশী। ৪৭। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের মধ্যে যে গুণবান্—যাহাতে উক্ত পাঁচটীর মধ্যে অন্ততঃ একটীও থাকে; সে, অপেক্ষাকৃত কোন বিষয় ক্ষুদ্র হইলেও সম্মান পাইবার উপযুক্ত। ৪৮। পিণ্ডাদ অর্থাৎ শ্রাদ্ধের পাত্রায়ান্ন ভোজনে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ স্নাতক ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, রাজা, রাজদূত, বৃদ্ধ, ভারাবনত ব্যক্তি, রোগী এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের মান রাখিবে অর্থাৎ ইহাদিগের অন্যতম ব্যক্তি উপস্থিত হইলে পথ ছাড়িয়া দিবে। ৪৯। শিষ্ট ব্যক্তিদিগের গৃহ হইতে প্রত্যহ পবিত্রভাবে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অন্ন গুরুকে নিবেদন; করিবে অনন্তর গুরুর অনুমতিক্রমে, মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তাহা ভোজন করিবে। ৫০। উপনীত ব্রাহ্মণ, অগ্রে ভবৎশব্দের প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষাচরণ করিবে; অর্থাৎ "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিবে। ক্ষত্রিয়, মধ্যে ভবৎ শব্দ দিয়া ভিক্ষা করিবে অর্থাৎ "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" বলিবে; এবং বৈশ্য অন্তে ভবৎ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ "ভিক্ষাং দেহি ভবতি" বলিবে। ৫১। মাতার নিকট, ভগিনীর নিকট, মাতৃষসার নিকট কিংবা যে নারী ইহাকে (উপনীত বালককে) অবমান (প্রত্যাখ্যানাদি) না করিবে, তাহার নিকট প্রথমে ভিক্ষা করা বিধি। ৫২। ভিক্ষা, সজাতীয়দিগের নিকট অথবা সকল বর্ণের নিকট করিতে পারিবে, ইহা উক্ত হইয়াছে; কিন্তু পতিতাদির নিকট হইতে ভিক্ষা করিবে না। ৫৩। ব্রহ্মচারী,—যাহারা বেদাধ্যয়ন, বেদবিহিত যজ্ঞাদি, নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া থাকে, ও নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মে তৎপর, তাহাদিগের গৃহ হইতে প্রত্যহ পবিত্রভাবে ভিক্ষাচরণ করিবে। (মূলে "বেদযজ্ঞাদি," এইস্থলে "বেদযজ্ঞাদ্য" ও "গৃহস্থঃ" এই স্থলে "গৃহেভ্যঃ" হইবে। ৫৪। গুরুবংশ, সপিণ্ড জ্ঞাতি এবং মাতুলাদি আত্মীয় ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা করিবে না। ভিক্ষাযোগ্য অপর গৃহ না থাকিলে, পূর্ব্ব পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ মাতুলাদি আত্মীয়ের গৃহে ভিক্ষা করিবে, তদভাবে সপিণ্ড জ্ঞাতি গৃহে,

তদভাবে গুরুবংশেও ভিক্ষা করিবে। পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ ৫৪ শ্লোকোক্ত সজ্জনদিগের অসম্ভব হইলে, পবিত্র, ও মৌনী হইয়া এবং কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উক্ত গুণ রহিত গ্রামবাসী সকলের নিকটেও ভিক্ষা করিবে (কিন্তু মহাপাতকাদি দোষে দূষিত ব্যক্তির নিকট যাইবে না)।৫৫। এইরূপ ভিক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে যে পর্য্যন্ত আহারে জীবন রক্ষা হইতে পারে তাহা, ভোজন বিষয়ে গুরুর আজ্ঞা পাইলে, শুচি, মৌনী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ভোজন করিবে।৫৬। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং কামাদি রিপু জয় করিবে। মুনিগণ স্মরণ করিয়াছেন, যে ব্রহ্মচারীর ভিক্ষান্নদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ উপবাসের তুল্য। (মূলে "বৃত্তিমঃ" না হইয়া "ব্রতিনঃ" হইবে।৫৭। প্রত্যহ অন্নের পূজা (জীবন স্থিতির কারণ বলিয়া ধ্যান) করিবে। অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। নিজ ভোজনার্থ স্থাপিত অন্ন দর্শন মাত্রেই হৃষ্ট ও প্রসন্ন হইবে, অর্থাৎ অন্য কারণেও কোন খেদ উপস্থিত হইলেও তৎকালে তাহা পরিত্যাজ্য। অন্নকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিনন্দন করিবে অর্থাৎ নিত্য আমাদিগের ইহা (অন্ন) জুটুক্ বলিয়া স্তব স্তুতি করিবে।৫৮। কুৎসিৎ ভোজন অর্থাৎ অতিভোজনাদি আরোগ্যকর নহে, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর নহে, স্বর্গজনক নহে, পুণ্যজনকও নহে, অধিকন্তু সমাজ বিদ্বিষ্ট—অতএব তাহা পরিত্যাজ্য।৫৯। প্রত্যহ পূর্ব্বমুখ বা দক্ষিণ মুখ হইয়া চির-প্রচলিত বিধি অনুসারে অন্ন ভোজন করিবে, কিন্তু উত্তর মুখ হইয়া ভোজন করিবে না।৬০। হস্ত পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পবিত্র স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করিবার পূর্ব্বেই দুইবার আচমন করিবে। এবং ভোজন করিয়া পরেও দুইবার আচমন করিবে।৬১। পূর্ব্বে মণ্ডল লিখিয়া তদুপরি ভোজন পাত্র রাখিয়া শেষ গণ্ডূষের পূর্ব্বে অমৃতাপিধান না হওয়া পর্য্যন্ত ভোজন করিবে। এই সময়ে মৌনাবলম্বন করা বিধি।৬২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আচমন করিয়া থাকিলেও ভোজন, পান, স্নান, রথ্যোপসর্পণ (পথ বেড়ান), ওষ্ঠদ্বয়ের লোমশূন্য স্থানস্পর্শে, বস্ত্র পরিবর্ত্তন, রেতঃস্খলন, মূত্রত্যাগ, বিষ্ঠাত্যাগ, অন্ত্যজজাতির সহিত কথাবার্ত্তা বলা, কাস-উদ্গম, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ এবং চত্বর বা শ্মশানে গমন,—এই সকল কার্য্যের পরে, অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার সময়ে, আর উভয় সন্ধ্যার উপাসনা কালে, পুনর্ব্বার আচমন করিবে।১—৩। চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছের সহিত আলাপ, উচ্ছিষ্ট স্ত্রী শূদ্রের সহিত কথা কহা, উচ্ছিষ্ট সবর্ণ স্পর্শ, উচ্ছিষ্ট-ভোজ্য-স্পর্শ, অশ্রুপাত, অনৃত বাক্য প্রয়োগ, ভোজনারম্ভ, ভোজনান্ত ও সন্ধ্যোপাসন সময়ে এবং স্নান, পান, মূত্রত্যাগ ও বিষ্ঠাত্যাগের পর একবার আচমন করিলেও পুনর্ব্বার আচমন করিবে। অর্থাৎ দুইবার আচমন করিবে। এতদ্ভিন্ন রথ্যোপসর্পণাদি কার্য্যে এক একবার আচমন করিলেই হইবে। (অথবা আচমন জলাভাবে) অগ্নি স্পর্শ; গোস্পর্শ বা পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণ পূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণস্পর্শ করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।৪—৬॥ মনুষ্য-স্পর্শ, সামান্য প্রস্তর স্পর্শ, এবং শিথিলনীবির পুনর্ব্বন্ধন করিবার পর, শুদ্ধ জল, শুদ্ধ তৃণ, বা শুদ্ধ ভূমি স্পর্শ করিবে।৭। আত্মকেশ স্পর্শে শৌচাভিলাষী ব্যক্তি, (মূলে নবম শ্লোকে "গীতে চ" না হইয়া "শৌচেপ্সু" হইবে) প্রক্ষালিত বস্ত্রেরও প্রক্ষালন জলস্পর্শে সুখাসনে আসীন থাকিয়া এবং পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া অনুষ্ণ, অফেণ এবং অদুষ্ট জল দ্বারা আচমন করিবে। মস্তক বা কর্ণ আবরণ করিয়া থাকিলে, মুক্ত-কচ্ছ বা মুক্তশিখ হইলে এবং পাদ শৌচ না করা থাকিলে, আচমন করার পরেও অশুচি হইবে। পণ্ডিত ব্যক্তি, পাদুকা পরিয়া উষ্ণীষ মাথায় দিয়া কোন কর্ম্মের জন্যই আচমন করিবে না।৮—১০। বৃষ্টিধারা-জল দ্বারা আচমন করিবে না, দণ্ডায়মান থাকিয়া আচমন করিবে না, ঘৃতনিশ্রিত জল দ্বারা আচমন করিবে না, একহস্তাহৃত

দ্বারা আচমন করিবে না। শূদ্রানীত জল জল ব্যতীত অন্য জলদ্বারা আচমন করিবে। পাদুকাসনে থাকিয়া অর্থাৎ খড়ম পরিয়া আচমন করিবে না। জানুর বহির্ভাগে হস্ত রাখিয়া আচমন করিবে না, কথা কহিতে কহিতে আচমন করিবে না। হাসিতে হাসিতে আচমন করিবে না। ইতস্ততো দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে আচমন করিবে না। অত্যন্ত নম্রকায় হইয়া আচমন করিবে না। জল না দেখিয়া আচমন করিবে না। উষ্ণ বা ফেণিল জলে আচমন করিবে না।১২। শূদ্র প্রদত্ত, অপবিত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহৃত ও প্রদত্ত জল দ্বারা আচমন করিবে না। ক্ষার জল দ্বারা আচমন করিবে না। অঙ্গুলি গৃহিত জল দ্বারা আচমন করিবে না। আচমনের জল পান করিবার সময়ে মুখে শব্দ করিবে না। তৎকালে অন্যমনস্ক হইবে না। বিকৃত বর্ণ বা বিকৃত রস জল দ্বারা আচমন করিবে না। প্রদর জল দ্বারা আচমন করিবে না, প্রাণিজনিত জল অর্থাৎ প্রাণিদিগের ঘর্ম্মাদি জল বা গোষ্পদাদি জল দ্বারা আচমন করিবে না এবং বাহস্কালে অর্থাৎ যে যে সময়ে আচমন বিহিত হইয়াছে তদতিরিক্ত কালে আচমন করিবে না।১৩।১৪। ব্রাহ্মণ হৃদয়গামী জল দ্বারা পূত হইবেন। ক্ষত্রিয় কণ্ঠমাত্র অর্থাৎ কণ্ঠগামী জল দ্বারা পবিত্র হইবেন। বৈশ্য পীত মাত্র অর্থাৎ মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট জল দ্বারা এবং স্ত্রী ও শূদ্র ওষ্ঠপ্রান্ত-স্পর্শী জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ যতটুকু জল পান করিলে, ঐ জল হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, আচমন সময় ততটুকু জল পান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। যতটুকু জল পান করিলে ঐ জল কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করে তাহা পান করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। যতটুকু জল কেবল মুখমধ্য পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, তাহা পান করা বৈশ্যের কর্ত্তব্য। এবং পান না করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে জল স্পর্শনই স্ত্রীলোক ও শূদ্রের কর্ত্তব্য।১৫। অঙ্গুষ্ঠ মূলস্থিত রেখাতে ব্রহ্ম আছেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ স্থান ব্রাহ্মতীর্থ; অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলির মধ্য স্থান, উত্তম পিতৃতীর্থ। এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল-দেশকে প্রাজাপত্য (বা কায়) তীর্থ বলা যায়। অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ দৈবতীর্থ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। অঙ্গুলিসমূহের মূলদেশ আর্ষতীর্থ বলিয়া কথিত; এইরূপে ঐ স্থানদ্বয় যথাক্রমে দৈব-তীর্থ ও আর্ষতীর্থ হইবে। ইহার মধ্যস্থল আগ্নেয় তীর্থ; ইহা স্মৃত হইয়াছে; এবং তাহাই সৌমিক তীর্থ—ইহা (এই তীর্থভেদ) জানা থাকিলে, আর এ বিষয়ে মোহ থাকে না। হে দ্বিজগণ! দ্বিজ প্রত্যহ ব্রাহ্ম-তীর্থ দ্বারাই আচমন প্রদান করিবে। কিংবা কায়তীর্থ বা দৈবতীর্থ দ্বারা করিবে। কিন্তু পিতৃতীর্থ দ্বারা পান করিবে না।১৬।১৮। ব্রাহ্মণ, পবিত্র হইয়া প্রথমে তিনবার জল পান করিবে। ইহা স্মৃত হইয়াছে। মুখ অর্থাৎ ওষ্ঠাধর সংবৃত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ মূল দ্বারা তাহা দুইবার উপস্পর্শ অর্থাৎ মার্জ্জনা করিবে অনন্তর তর্জ্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠ যোগে নাসাপুট স্পর্শ করিবে, পরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে; সকল অঙ্গুলি একত্র করিয়া তদ্দ্বারা কিংবা তল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে; অনন্তর সেইরূপ অঙ্গুষ্ঠ ও মস্তক স্পর্শ করিবে অথবা হৃদয় ও মস্তক এই স্থানই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিবে (অনন্তর সকল অঙ্গুলির অগ্র-ভাগ দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিবে। ইহা দক্ষ বলিয়াছেন এবং সেইরূপই আচার আছে)। তিনবার জল পান করিলে তদ্দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর এই সকল দেবতা ইহার (আচ-মনকারীর) উপর প্রীত হ'ন—এই কথা শুনা যায়। ওষ্ঠাধর মার্জ্জনা দ্বারা গঙ্গা ও যমুনা প্রীতি লাভ করেন। নাসাপুট স্পর্শে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় প্রীত হ'ন নেত্রদ্বয় স্পর্শে চন্দ্র সূর্য্যের প্রীতি হয়। সেইরূপ কর্ণস্পর্শে অগ্নি বায়ু প্রীতিলাভ করেন ও হৃদয় স্পর্শে সকল দেবতা প্রীত হ'ন এবং মস্তকস্পর্শে আত্মার প্রীতি হইয়া থাকে। যে সকল মুখ নির্গতবিন্দু অঙ্গে পতিত হয়, তাহারা উচ্ছিষ্টজনক নহে।১৯—২১। আহারাদি করিবার সময়ে কাহারও দন্তে যদি কোন বস্তু লাগিয়া যায় এবং তাহা যদি

জিহ্বাস্পর্শে চ্যুত হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ আচমনাদি না করিবে, তাবৎ ঐ ব্যক্তি অশুচি হইবে। (মূলে "অন্তবদন্ত সলিল জিহ্বাস্পর্শে" না হইয়া "অন্তবদ্দন্তং সংলিপ্ত জিহ্বাস্পর্শোহ" হইবে, ইহার টীকা—অন্তবৎ চ্যুতিমৎ দন্তসংলিপ্তং যস্মাৎ স জিহ্বাস্পর্শো যস্য; যস্য দন্তলগ্নমন্নাদিকং; জিহ্বাস্পর্শেন দন্তাচ্চ্যুতং ভবতি। স গণ্ডূষচমনাদিরূপ যথোক্তশৌচং ন যাবৎ কুরুতে তাবদেবাশুচিঃ স্যাদিত র্থঃ)। আচমন করাইবার জন্য অপরকে জল দিতে দিতে ঐ জলের যে সকল বিন্দু নিজ পদ স্পর্শ করে, তাহারা বিশুদ্ধ ভূমিস্থিত জলের তুল্য, তদ্দারা অপবিত্রতা হইবে না। (মূলে "বিপ্রিয়োগং" না হইয়া "বিপ্রুষোহঙ্গং" হইবে)। মধুপর্ক, সোমরস, তাম্বূল ভক্ষণ ফল, মূল ও ইক্ষুদণ্ড—এই সকলে কোন দোষ নাই অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া মধুপর্কাদি স্পর্শ করিলে বা তদবস্থায় তাম্বূল ভক্ষণ করিলে ঐ মধুপর্কাদি, এবং মুখ মধ্যস্থ তাম্বূল পরিত্যাগ করিতে হইবে না। ইহা উশনা বলিয়াছেন। দ্বিজ, অন্নাদিবভোজন-পানস্থলে বিচরণ করিতে করিতে যদি উচ্ছিষ্ট-স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিজ গৃহীত ঐ সকল দ্রব্য ভূমিতে রাখিয়া আচমন করিবে এবং দ্রব্যসকলকে প্রোক্ষণ করিয়া লইবে। আর তৈজসদ্রব্য গ্রহণ করিয়া ঐরূপ উচ্ছিষ্টস্পৃষ্ট হইলে, উহা ভূমিতে না রাখিয়া কেবল স্বয়ং আচমন করিলেই শুদ্ধিলাভ করিবে। তাহাতেই দ্রব্য শুদ্ধিও হইবে। বস্ত্রাদি ও তৈজস সদৃশ বলিয়া উহা লইয়া উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলেও ঐরূপ কার্য্য আরম্ভ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে অর্থাৎ ভূমিতে না রাখিয়া কেবল আপনি আচমন করিলে আত্মশুদ্ধি ও বস্ত্রাদি শুদ্ধি হইবে। পথে চৌর ভীতি ও ব্যাঘ্র ভীতি থাকিলে, রাত্রিকালে বিনা জলশৌচে মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াও অশুচি হইবে না। তাহার হস্তস্থিত দ্রব্যও দুষ্ট হইবে না। যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে সংযোজিত করিয়া উত্তর-মুখ হইয়া বিষ্ঠাত্যাগ ও মূত্রত্যাগ করিবে। রাত্রিতে দক্ষিণ-মুখ হইয়া করিবে। ২৮—৩৩। কাষ্ঠ, পত্র, লোষ্ট্র বা তৃণ দ্বারা ভূমিকে আচ্ছাদিত করিয়া অবনত-মস্তকে ঐ ভূমিতে বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিবে। (মূলে "কৃচ্ছ্র" স্থলে "শকৃৎ" হইবে)। ৩৪ ছায়া, কূপ, নদী, গাভীযুক্ত গোষ্ঠ, চৈত্য (যজ্ঞস্থান), জল, পথ অগ্নি এবং শ্মশানে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করিবে না। ৩৫। বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ কখনই গোময়ে করিবে না; ভিত্তির উপর করিবে না; গাভীশূন্য গোষ্ঠে করিবে না; শাদ্বল স্থানে করিবে না; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া করিবে না; উলঙ্গ হইয়া করিবে না; পর্ব্বতের উপর করিবে না; জীর্ণ অর্থাৎ শূন্য; দেবালয়ে করিবে না; বল্মীকস্তূপে করিবে না; প্রাণিযুক্ত গর্ত্তের মধ্যে করিবে না; গমন করিতে করিতে করিবে না; তুষ অঙ্গার ও নরকপালে করিবে না; রাজপথে করিবে না; ফালকৃষ্ট ক্ষেত্রে করিবে না; প্রয়োজনীয় গর্ত্তে করিবে না; তীর্থে অর্থাৎ জল সমীপে এবং তীর্থস্থানে ও চতুষ্পথে, করিবে না; উদ্যান-সন্নিহিত স্থানে করিবে না; উষর স্থানে করিবে না; পরকীয় বিষ্ঠাদি অশুচি দ্রব্যের উপর করিবে না; জুতা পায়ে দিয়া করিবে না; ছাতি মাথায় দিয়া করিবে না; আকাশ উদ্দেশে করিবে না; স্ত্রীলোক, গুরুজন, ব্রাহ্মণ এবং গাভীর সম্মুখে করিবে না; দেবতা, ও দেবালয় সম্মুখে করিবে না; জলসম্মুখে করিবে না; নদী বা অগ্নি নক্ষত্রাদিজ্যোতিঃ অবলোকন করত করিবে না; নদী প্রভৃতির দিকে অভিমুখ বা বহির্দ্দেশাভিমুখ হইয়া করিবে না। সূর্য্য লক্ষ্য করিয়া, বায়ু লক্ষ্য করিয়া ও চন্দ্র লক্ষ্য করিয়া করিবে না। ৩৬—৪০ অতন্দ্রিত হইয়া মৃত্তিকা আহরণ পূর্ব্বক ঐ মৃত্তিকা এবং উদ্ধৃত বিশুদ্ধ জল দ্বারা গন্ধ-লেপ দূরীকৃত হওয়া পর্য্যন্ত শৌচ করিবে। ৪১। ব্রাহ্মণ, ধূলি বহুল মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, কর্দ্দম হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, পথ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, উষর দেশ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, অপরের শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, দেবালয় হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না ও ভিত্তি (দেয়াল) হইতে বা গ্রাম হইতে কখনই মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, অনন্তর নিত্য পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে আচমন

করিবে। ৪২—৪৪। প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রীর বর্ণসমূহ ক্রমশঃ উচ্চারণপূর্ব্বক, মন্ত্রপূত জল পান করার নাম মন্ত্রাচমন, ইহা কথিত হইয়াছে। এই গায়ত্র্যাচমন কথন দ্বারা শ্রুত্যাচমন বলা হইল। ৪৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

এইরূপ শৌচাচারপরায়ণ ও দেহাদি বিষয়যুক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহ, বাক্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করিয়া গুরুর মুখ অবলোকন করত যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিবে। ১। সর্ব্বদা, উত্তরীয় মধ্য হইতে দক্ষিণ বাহু বহিষ্কৃত করিয়া রাখিবে, সন্ধ্যোপাসনান্তর, সদাচার-সম্পন্ন ঐ ব্যক্তি "আস্যতাং" উপবেশন কর এইরূপ গুরুর আজ্ঞা পাইয়া গুরু সম্মুখে উপবেশন করিবে। ২। গুরুর আজ্ঞা পালনে স্বীকার বা গুরুর সহিত সম্ভাষণ, শয়ান থাকিয়া আসনোপবিষ্ট থাকিয়া, ভোজন নিরত থাকিয়া, দণ্ডায়মান থাকিয়া এবং পরাঙ্মুখ হইয়া করিবে না। ৩। গুরুসমীপে ইহার (শিষ্যের) শয্যা এবং আসন—গুরুর শয্যাসন অপেক্ষা নিম্ন হইবে। গুরুর দৃষ্টিপাতযোগ্য স্থানে সাবধান হইয়া উপবেশন করিবে। ইচ্ছামত উপবেশন করিবে না,। ৪। গুরুর অসাক্ষাতেও এই গুরুর নামে উপাধ্যায় আচার্য্যাদি উপপদ না দিয়া উচ্চারণ করিবে না। এবং ইহাঁর (গুরুর) গমন কথনাদি চেষ্টার অনুকরণ—করিবে না। ৫। যে স্থানে গুরুর যথার্থ দোষ বা অযথার্থ দোষ কীর্ত্তিত হয়, (শিষ্য) সেস্থানে থাকিলে, কর্ণে অঙ্গুলি দিবে, অথবা সেস্থান হইতে অন্য যে দিকে হয় গমন করিবে। ৬। দূরস্থ হইয়া অপরের দ্বারা ইহাঁকে (গুরুকে) অর্চ্চনা করিবে না; ক্রুদ্ধ হইয়া অর্চ্চনা করিবে না; স্ত্রীলোকের সমীপে পূজা করিবে না; ইহাঁর সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে না এবং ইনি সন্নিহিত হইলে উপবেশন করিয়া থাকিবে না। ৭। প্রত্যহ জলপূর্ণ কুম্ভ, কুশ, পুষ্প এবং সমিধ আহরণ করিবে। এবং প্রত্যহ আবশ্যক হইলেই (শৌচার্থে) অঙ্গ মার্জ্জন ও মৃত্তিকাদি দ্বারা অঙ্গ লেপন করিবে। ৮। ইহাঁর গুরুর পরিত্যক্ত পুষ্পাদি, শয্যা, পাদুকা (খড়ম) ও উপানহ (জুতা), তাঁহার আসন এবং ছায়া—কদাপি আক্রমণ করিবে না। ৯। দন্ত কাষ্ঠাদি প্রাপ্ত হইয়া ইহাঁকে আর নিবেদন করিতে হইবে না, অনুমতি না লইয়া কোনস্থানে গমন করিবে না এবং গুরুর অপ্রিয় কার্য্য ও অহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইবে না। ১০। ইহাঁর নিকটে কখনই পাদদ্বয় স্থাপিত করিবে না, জৃম্ভণ, হাস্য, ক্ষুত (হাঁচি) ও প্রাবর পরিত্যাগ করিবে। ১১। গুরুসন্নিধানে নখস্ফোটন অকর্ত্তব্য, যতক্ষণ গুরু অধ্যাপন কার্য্য হইতে বিরত না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, যথাকালে অধ্যয়ন করিবে ১২। কোন রূপেই গুরুর আসনে, গুরুশয্যায় গুরুর যানে অবস্থান করিবে না। গুরু শীঘ্র গমন করিলে শিষ্যও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ শীঘ্র গমন করিবে। গুরু গমন করিলে শিষ্য তাঁহার অনুগমন করিবে। ১৩। হস্তী, উষ্ট্রযান, গবাদিযান, প্রাসাদ, প্রস্তর, কট, শিলা ও ফলকতল অর্থাৎ দারুঘটিত দীর্ঘাসন এইসকল স্থানে গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করিতে পারিবে। ১৪। সর্ব্বদা, জিতেন্দ্রিয় হইবে; আত্মাকে, (মনকে) বশীভূত করিবে। ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে, পবিত্র থাকিবে এবং সর্ব্বদা হিতজনক সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করিবে। ১৫। গন্ধদ্রব্যের অনুলেপনাদি, মাল্যধারণ, রস অর্থাৎ গুড়াদি ভক্ষণ, স্ত্রীসম্ভোগ, সূক্ষ্ম অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর অনস্থি প্রাণিদিগেরও হিংসা, অভ্যঙ্গ, অঞ্জন, উপানহ পরিধান, ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রাধিক্য, গীত, বাদ্য, নৃত্য, দ্যূতক্রীড়া, পরনিন্দা, অনুরাগসহকারে স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত ও স্পর্শ, পরানিষ্টসাধন এবং খলতা—যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। জলপূর্ণ কুম্ভ, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা এবং কুশ নিজের প্রয়োজনানুসারে আহরণ করিবে এবং প্রত্যহ লবণ ও পর্য্যুষিত দ্রব্য ভিন্ন সকল ভক্ষ্য (ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত খাদ্য)

ভিক্ষা করিবে। (মূলে "যাবদন্যানি" স্থলে "যাবদর্থানি" ও "ময়েৎ" স্থলে "নয়েৎ" হইবে। ।১৬—১৯। সর্ব্বদা অনন্যদর্শী হইবে। গীতবাদ্যাদিতে স্পৃহাশূন্য হইবে।—দর্পণে মুখাদি অবলোকন করিবে না, দন্তধাবন করিবে না, অত্যন্ত অশুচি ব্যক্তি স্ত্রীলোক এবং শূদ্র প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ করিবে না, জ্ঞানপূর্ব্বক ঔষধার্থ—গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না। ।২০। মলাকর্ষণ স্নান কদাচ করিবে না। গুরুগৃহস্থিত শিষ্য, গুরুর নিয়োগ না পাইলে স্বীয় মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনকে অভিবাদন করিবে না।২১। উপাধ্যায়াদি বিদ্যাগুরু ও পিতৃব্যাদি স্বযোনিগণের প্রতিও এইরূপ নিয়মিত ব্যবহারসম্পন্ন হইবে এবং অধর্ম্মনিবারক ব্যক্তি ও হিতোপদেশক ব্যক্তির প্রতিও ঐরূপ হইবে।২২। গুরুতে যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, বিদ্যা-শ্রেষ্ঠ তপঃশ্রেষ্ঠ—ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের, গুরুপত্নীর, গুরুপুত্রের এবং গুরুর পিতৃব্যাদি বন্ধুর প্রতি সেইরূপ ব্যবহারসম্পন্ন হইয়া যথাকর্ত্তব্য আচরণ করিবে। গুরুপুত্র, যদি অধিক বয়স্ক এবং আপনার শিষ্য না হয়, তবেই এই নিয়ম।২৩। বয়ঃকনিষ্ঠ বা সমবয়স্ক শিষ্য-গুরুপুত্র, শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করার পর ঋত্বিক্ হইয়াই হউক বা ঋত্বিক্ না হইয়াই হউক যজ্ঞকার্য্যে উপস্থিত হইলেই গুরুবৎ সম্মান লাভ করিবে।২৪। কিন্তু গুরুপুত্রের গাত্রে হরিদ্রাদি মাখাইয়া দেওয়া, স্নান করান, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ এবং পাদপ্রক্ষালন করিয়া দেওয়া অকর্ত্তব্য।২৫। সবর্ণগুরুপত্নীগণ সর্ব্বতোভাবে গুরুবৎ মাননীয়। আর অসবর্ণা গুরুপত্নীগণকে প্রত্যুত্থানাভিবাদন দ্বারা সম্মান করিবে।২৬। তবে তৈল মাখাইয়া দেওয়া, স্নান করান, গাত্রে হরিদ্রাদি মাখান এবং কেশপ্রসাধন,—গুরুপত্নীর এই সকল কার্য্য করা নিষিদ্ধ।২৭। যুবা শিষ্য, যুবতি গুরুপত্নীর পাদ গ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না, কিন্তু "অসাবহং" অর্থাৎ অমুক শর্ম্মা আমি আপনাকে ভূমিতে অভিবাদন করিতেছি বলিয়া ভূমিতে মস্তক রাখিবে (যুবাদিগের পক্ষে যুবতি গুরুপত্নীদিগকে এইরূপ অভিবাদন করাই উচিত)।২৮। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া যুবা শিষ্য সর্ব্বদা ধর্ম্মস্মরণ করত গুরুপত্নীর পাদ গ্রহণ করিবে ও প্রত্যহ ভূমিতে অভিবাদন করিবে।২৯। মাতৃষসা, মাতুলানী শ্বশ্রূ, পিতৃষসা এবং অন্যান্য গুরুজন-পত্নীও পূজ্যা; কেননা তাঁহারাও গুরুপত্নীর তুল্য।৩০। ভ্রাতৃজায়ার পাদ গ্রহণপূর্ব্বক নমস্কার প্রত্যহ কর্ত্তব্য। প্রবাস হইতে আসিয়া, বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্বন্ধজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি পত্নীকে এবং মাননীয় সম্পর্কিত ব্যক্তির পত্নীকেও ঐরূপ অভিবাদন করিবে। পিতৃষসা, মাতৃষসা, পিতৃপত্নী (বিমাতা) এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর উপরেও মাতৃবৎ ব্যবহার করা বিধি। ফলতঃ মাতা তাহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। শিষ্য এক বৎসর গুরুর গৃহে বাস করিলে পর গুরু, তাহাকে এইরূপ আচারসম্পন্ন, মনস্বী এবং সর্ব্বদা হিতকারী জানিতে পারিয়া উহাকে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিবেন।৩১—৩৩। গুরু এক বৎসরে সেই শিষ্যের সমস্ত দুষ্কার্য্য অপনোদন করেন, এই জন্য এক বৎসর বিনা অধ্যয়নে গুরুগৃহে বাস করিতে হয়। আচার্য্যপুত্র, শুশ্রূষু, জ্ঞানদ অর্থাৎ যিনি অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞান দিয়াছেন, ধার্ম্মিক, শৌচসম্পন্ন, আত্মীয়, শক্ত, (শাস্ত্রধারণা করিতে সমর্থ) ধনদাতা, সাধুব্যক্তি এবং জ্ঞাতি এই দশবিধ ব্যক্তিকে ধর্ম্মতঃ অধ্যাপনা করিবে, কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী ও শুভকারী ক্ষত্রিয় (১) তাদৃশ বৈশ্য (২) কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ, (৩) অদ্রোহী ব্রাহ্মণ (৪) মেধাবী ব্রাহ্মণ, (৫) এবং শুভকারী ব্রাহ্মণ (৬), দ্বিজোত্তমগণ এই ষড়্বিধ ব্যক্তিকেও অধ্যাপিত করিবেন; অধিক কি বিধিবৎ না হইলেও অর্থাৎ অন্যের নিকট উপনীত হইলেও যদি আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত ষোড়শবিধ ব্যক্তির মধ্যে যে কেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে অধ্যাপনা করিতে হইবে। বেদ শিক্ষা প্রদান করা ইহাদিগকেই কর্ত্তব্য, অন্যকে বেদ শিক্ষা দেওয়া উচিত বলিয়া কথিত হয় নাই।৩৪—৩৬। প্রত্যহ আচমনপূর্ব্বক সংযত ও উত্তরমুখ হইয়া গুরুর মুখাবলোকন করত অধ্যয়ন করিবে এবং

অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গুরুর পাদ গ্রহণ করিবে। ৩৭। গুরু শিষ্যকে "অধীষ ভোঃ" অর্থাৎ অহে অধ্যয়ন কর বলিবে (তৎপরে শিষ্য অধ্যয়নারম্ভ করিবে) অনন্তর "বিরামোঽস্তু" অর্থাৎ বিরাম হউক ইহা বলিবে, শিষ্যও তখন অধ্যয়ন সমাপ্তি করিবে। উপনীত বেদাধ্যায়ী শিষ্য, প্রাগগ্র কুশাসনে উপবিষ্ট এবং হস্ত দ্বারা কুশ ধারণে পূত হইয়া অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া পূত হইবে এবং ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। অধ্যয়নান্তেও যথাবিধি ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। ৩৮.৩৯। কৃতাঞ্জলি পুটে অবস্থিত হইয়া প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করিবে। কেননা সকল ভূতেরই বেদ অবিনশ্বর চক্ষু। ৪০। প্রত্যহ যথাবিধি অধ্যয়ন করিবে অন্যথা ব্রহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করে, সে দেবতাদিগকে ক্ষীরাহুতি দ্বারা তৃপ্ত করে। তৃপ্তিযুক্ত দেবতাগণও সেই অধ্যয়নকারীকে সর্ব্বদা অভীষ্ট পূরণ দ্বারা তর্পিত করেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করে, সে প্রত্যহ দেবতাদিগকে দধি দ্বারা প্রীত করে। ৪১—৪২। যে ব্যক্তি সামবেদ অধ্যয়ন করে, সে দেবতাদিগকে ঘৃতাহুতি দ্বারা প্রীত করে। প্রত্যহ অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিলেও দেবগণ তৃপ্ত হ'ন। ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও মীমাংসা অধ্যয়নেও দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন। বিশেষ অশক্ত হইলে প্রত্যহ সংযত হইয়া, একাগ্র চিত্তে জল সমীপে বা অরণ্যে গমন করিয়া অন্ততঃ গায়ত্রী পাঠও করিবে; সহস্র গায়ত্রী জপ উৎকৃষ্ট; শত গায়ত্রী জপ মধ্যম; এবং দশধা গায়ত্রী জপ অধম—শক্তি অনুসারে প্রত্যহ এক প্রকার গায়ত্রী জপ করিবেই এবং এই গায়ত্রী জপ তিনবার অর্থাৎ ত্রৈকালিক। প্রভু ব্রহ্মা, তুলাদণ্ড দ্বারা গায়ত্রী ও চতুর্ব্বেদের মধ্যে এক দিকে চার বেদ ও অপরদিকে গায়ত্রীকে ওজন করিয়াছিলেন অর্থাৎ এক গায়ত্রী চারবেদের তুল্য। প্রথমে ওঙ্কার তদনন্তর ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) উচ্চারণ করিয়া একাগ্র মনে গায়ত্রী পাঠ করিবে। তদ্দ্বারা পরমসৌভাগ্যসম্পন্ন হইবে। গুরু গায়ত্রীপর বুদ্ধিদ্বারা অর্থাৎ গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করত অধ্যাপনা করিবে। ৪৩—৪৮। তিন ব্যাহৃতিই প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর; এবং ভূত ভবিষৎ বর্ত্তমান এই তিন কাল। ৫০। কল্পারম্ভে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ নামে, নিখিল-অশুভবিনাশী তিন মহাব্যাহৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ৪৯। ওঁকার,—সেই পরমব্রহ্ম; গায়ত্রীও সেই অক্ষয় ব্রহ্ম; এই মন্ত্র (গায়ত্রীমন্ত্র) মহাযোগ (অসম্প্রজ্ঞাতযোগ) সাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৫১। যে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক এই বেদমাতা গায়ত্রী অধ্যয়ন করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ৫২। গায়ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জপ্য আর নাই—ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী, আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসী অথবা ভাদ্রমাসের পৌর্ণমাসীতে বেদোপক্রমণ অর্থাৎ বেদারম্ভের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য উপাকর্ম্ম নামক কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহা স্মৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, অর্দ্ধ পঞ্চ মাস অর্থাৎ সাড়ে চারমাস কাল শুচিদেশে সমাহিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় বেদাধ্যয়ন করিবে। হে দ্বিজগণ! অনন্তর পুষ্য নক্ষত্রে গ্রাম ও নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্ভাগে গমন করিয়া বেদ সকলের উৎসর্গাখ্য কর্ম্ম বিশেষ করিবে। যে ব্যক্তি ভাদ্র মাসের পৌর্ণমাসীতে উপকর্ম্ম করিবে, সে মাঘ মাসের (শুক্লপক্ষীয়) প্রথম দিন পূর্ব্বাহ্নে (উৎসর্গাখ্য কর্ম্ম বিশেষ) করিবে। হে দ্বিজগণ! ইহার পর মনুষ্য (দ্বিজ) কেবল শুক্ল পক্ষে বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং কৃষ্ণ পক্ষে বেদাঙ্গ (শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টী) কিংবা পুরাণ অধ্যয়ন করিবে। এই সকল অনধ্যায়কালে অধ্যয়নকর্ত্তা, অধ্যাপনকর্ত্তা এবং যে অধ্যয়ন করিবে, ইহারা যত্নপূর্ব্বক ইহা অবশ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ এই কালে কদাচ অধ্যয়ন করিবে না। রাত্রিকালে অতিশয় শব্দজনক বায়ুবহন, দিবসে ধূলিপটলের উৎসারণ সমর্থ-বায়ুবহন; (ইহা বর্ষাকালে অনধ্যায়জনক) বিদ্যুৎস্ফুরণ, মেঘগর্জ্জন ও বর্ষণের এককালে মহোল্কাপতন,

এই সকল বিষয়েই আকালিক অনধ্যায় প্রজাপতি বলিয়াছেন। ৫৩—৫৯। যখন প্রাদুষ্কৃতাগ্নি সময় অর্থাৎ সায়ং প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা হোমার্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, এইজন্য সেই সময়ের নাম প্রাদুষ্কৃতাগ্নি এই বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে যুগপৎ উত্থিত হইতে দেখিবে, (বর্ষাকালে) তখনই অনধ্যায় জানিবে (বর্ষাকালে, অন্য সময় বিদ্যুদাদি হইলে অনধ্যায় হইবে না,) এবং অনৃতু সময় অর্থাৎ বর্ষাতিরিক্ত সময়ে সায়ং প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে, মেঘ দর্শন হইলেই অনধ্যায় হইবে। ৬০। নির্ঘাত অর্থাৎ উৎপাত সূচক আকাশভব শব্দ ভূকম্প, চন্দ্রসূর্য্য ও তারাদির উপসর্জ্জন—এই সকল কারণে ঋতু কালেও অর্থাৎ বর্ষাকালেও আকালিক অনধ্যায় হইবে, ইহা জানিবে। ৬১। বর্ষাতিরিক্ত ঋতুতে, অগ্নি প্রাদুষ্কৃত হইলে অর্থাৎ সায়ং প্রাতঃ সন্ধ্যা সময়ে বিদ্যুৎ ও মেঘ গর্জ্জন হইলে সদ্য; অর্থাৎ এক দিনমাত্র—সায়ং কালে হইলে সমস্ত রাত্রি ও প্রাতঃকালে হইলে সমস্ত দিন অনধ্যায় হইবে। ইহা মুনি (উশনা) বলিয়াছেন,। ৬২। যাহারা সৎকর্ম্মের ধর্ম্মের আতিশয্য কামনা করে, তাহাদিগের গ্রাম ও নগরে নিত্য অনধ্যায়। যাহারা বিদ্যার আতিশয্য কামনা করে, তাহারা কদাচিৎ অধ্যয়ন করিতে পারে। কুৎসিত গন্ধ আসিলে অবশ্যই অনধ্যায় হইবে। ৬৩। যে গ্রামে অন্ত্যজাতি বাস করে, সেই গ্রামে (যে গ্রামের মধ্যে শব আছে বলিয়া জানা যায়, সেই গ্রামে ইহা পাঠান্তরের অর্থ), এবং শূদ্র ও অধার্ম্মিকের সান্নিধানে, অধ্যয়ন নিষিদ্ধ, রোদন শব্দ হইলে, বা বহুজন সমাগমেও অনধ্যায়। ৬৪। জল মধ্যে থাকিয়া অধ্যয়ন করিবে না, মধ্য রাত্রি এবং যখন বিণ্মূত্র বিসর্জ্জন করিবে, তৎকালে মনদ্বারাও বেদ চিন্তা করিবে না, উচ্ছিষ্ট হইয়া মনদ্বারাও বেদচিন্তা করিবে না; এবং শ্রাদ্ধে পাত্রীয়ান্ন ভোজন করিয়া ভোজন সময় হইতে পর দিন সেই সময় পর্য্যন্ত মনদ্বারাও বেদ চিন্তা করিবে না। ৬৫। একোদ্দিষ্ট অর্থাৎ নবশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে; ক্ষত্রিয় জনপদেশ্বরের পুত্র উৎপন্ন হইলে, এবং রাহুসূতকে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ হইলে, বিদ্বান্ দ্বিজ, তিন দিন বেদাধ্যয়ন করিবে না। ৬৬। একানুদিষ্ট অর্থাৎ নবশ্রাদ্ধে উৎসৃষ্ট কুঙ্কুমাদির গন্ধ বা লেপ, যতদিন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দেহে থাকিবে, তত দিন বেদাধ্যয়ন করিবে না। ৬৭। শয়ান হইয়া প্রৌঢ়পাদ (আসনে পদতল স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তিকে প্রৌঢ়পাদ বলে) হইয়া, অবসক্থিকা করিয়া (অর্থাৎ বেটম বাঁধিয়া) বসিয়া আমিষ ভোজন করিয়া এবং জনন-মরণাশৌচীয় অন্ন ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করা অকর্ত্তব্য। ৬৮। নীহার (কুজ্ঝটিকা) হইলে বা বাণ শব্দ—(শর সম্পাত শব্দ বা বীণাবিশেষের শব্দ) হইলে অধ্যয়ন নিষেধ। সায়ং প্রাতঃ এই উভয় সন্ধ্যা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অষ্টমীতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ৬৯। উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ হওয়ার পর তিন দিন অধ্যয়ন বর্জ্জন করিবে। ইহা স্মৃত হইয়াছে। অষ্টকাতে অহোরাত্র অনধ্যায় এবং ঋতুশেষ অহোরাত্রেও অধ্যয়ন করিবে না। ৭০। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের তিনটী কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীকে পণ্ডিতগণ অষ্টকা বলিয়াছেন। ৭১। শ্লেষ্মাতক, শাল্মল, মধুক, কোবিদার ও কপিত্থ— এই সকল বৃক্ষের ছায়ায় কখনই অধ্যয়ন করিবে না। ৭২। সমান-বিদ্য বা সব্রহ্মচারীর মৃত্যু হইলে কিংবা আচার্য্য পরলোকগত হইলে ত্রিরাত্র অধ্যয়ন বাদ দিবে; ইহা স্মৃত হইয়াছে। ৭৩। এই সকল ছিদ্রে বিপ্রদিগের অনধ্যায় কথিত হইয়াছে। ইহাতে অধ্যয়নশীল ব্যক্তিগণকে সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাক্ষসগণ, বিনষ্ট করে, সেই জন্য উক্ত অনধ্যায়বশতঃ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। ৭৪। সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ত্তব্য কার্য্যে—উপাকর্ম্মে—উৎসর্গে, এবং হোমমন্ত্রে অনধ্যায় নাই। ৭৫। অষ্টকা, অতিশয় বায়ু বহন, বা অন্য কোন বিপৎ সময়ে ও একটী ঋগ্বেদীয় মন্ত্র, বা একটী যজুর্মন্ত্র অথবা একটী সামমন্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিবে। ৭৬। বেদাঙ্গে অনধ্যায় নাই, ইতিহাস পুরাণে অনধ্যায় নাই, এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রেও অনধ্যায় নাই, তবে পর্ব্বে

এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে না। (মূলে "বিনাশেচ" স্থলে "নচান্যেষু" হইবে)।৭৭। ব্রহ্মচারীর এই ধর্ম্ম সঙ্ক্ষেপে বলিলাম। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিদিগের নিকট ইহা বলিয়াছিলেন।৭৮। যে দ্বিজ, শ্রুতি অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নে যত্ন করে, সেই বেদবাহ্য মূঢ়ব্যক্তি, দ্বিজগণের সম্ভাষণীয় নহে।৭৯। দ্বিজগণ কেবল বেদপাঠ করিয়াই আত্মাকে চরিতার্থ ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন না। কারণ, পাঠ মাত্রাবসান অর্থাৎ অনুশীলন ব্যতীত বেদ, পঙ্কপতিত বৃষভের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।৮০। যে ব্যক্তি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়া পশ্চাৎ বেদান্ত (উপনিষৎ) আলোচনা না করে, সে সবংশে শূদ্রবৎ হইবে, এবং পাদপ্রক্ষালন জল বা প্রাপ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।৮১। যদি কেহ গুরুগৃহে আত্যন্তিক বাস অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে (সেই ব্যক্তি) যত দিন শরীর পতন না হয়, তত দিন সাবধানে ইঁহার (গুরুর) পরিচর্য্যা করিবে।৮২। অথবা (গুরু প্রভৃতির অভাবে) বন-গমন-পূর্ব্বক (যথাবিধি) যথাকালে অগ্নিতে আহুতি দিবে। প্রত্যহ ভস্মস্নানপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা বেদাভ্যাস করিবে; বিশেষতঃ একাগ্রচিত্তে বেদের অন্তর্গত ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদক বিদ্যা—গায়ত্রী এবং শতরুদ্রীয় (রুদ্রাধ্যায়) পাঠ করিবে।৮৩—৮৪। হে দ্বিজমণ্ডলী! দ্বিজোত্তম (স্ব স্ব শক্তি অনুসারে) এক বেদ, দুই বেদ, তিন বেদ, কিংবা চার বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিধিপূর্ব্বক তাহার অর্থ অবগত হইয়া গুরুদক্ষিণা দানাদির পর তদনন্তর (ব্রহ্মচর্য্য সমাপনসূচক) স্নান করিবে। আলস্যরহিত হইয়া বেদোক্ত নিজ নিজ বর্ণোচিত নিত্যকর্ম্ম করিবে; না করিলে, শীঘ্রই অতি ভীষণ নরকে নিপতিত হইবে। শীঘ্র শব্দ ব্যবহার করায় জানা যাইতেছে, নিত্য কর্ম্ম না করিলে আয়ুঃক্ষয়ও হইয়া থাকে)।৮৬। পবিত্র হইয়া বেদাভ্যাস করিবে। পঞ্চ মহাযজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে না; সন্ধ্যোপাসনা, এবং গৃহোক্ত সমস্ত কর্ম্ম করিবে।৮৭। প্রত্যহ স্বাধ্যায়শীল হইবে, সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকিবে। সত্যবাদী হইবে, এবং ক্রোধাদি রিপু জয় করিবে। তাহা হইলে সেই ব্রহ্মচারী মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।৮৮। গৃহস্থ, প্রত্যহ সন্ধ্যারত, স্নানরত, ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ, অসূয়াশূন্য, কোমল-প্রকৃতি এবং দান্ত হইলে, সংসার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। মূলে "গৃহস্থঃ প্রতি" না হইয়া "গৃহস্থোঽপ্যতি" হইবে।৮৯। যে দ্বিজ, সংযত হইয়া স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করে, পাঠ করায় বা শ্রবণ করায় সে, ব্রহ্মলোকে আদৃত হইয়া থাকে। ৯০। উত্তমরূপ আত্মভাবনা করিবার পর বৈশ্বদেব পর্য্যন্ত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নকালে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।৯১। পূর্ব্বমুখ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শুদ্ধ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অন্নভোজন করিবে, তৎকালে পাদতল ভূমিতে রাখিবে অর্থাৎ আসনে রাখিবে না। মূলে "প্রাঙ্মুখোঽন্নানি" হইবে। ৯২। পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, দক্ষিণমুখ হইয়া ভোজন করিলে, যশোবৃদ্ধি হয়, পশ্চিম মুখ হইয়া ভোজন করিলে, শ্রীবৃদ্ধি হয়, উত্তরমুখ হইয়া ভোজন করিলে সত্যবাদিতার ফললাভ করে। (মনু এই বচনটী ব্রহ্মচর্য্য প্রকরণে বলিয়াছেন বলিয়া এই নিয়ম ব্রহ্মচারীর পক্ষে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রথম অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকোক্ত নিয়ম গৃহস্থের পক্ষে জানিবে)। গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদিভোজনের পর স্বয়ং ভোজন করিবে এবং ভোজনাবশিষ্ট বস্তু ভূমিতে স্থাপিত করিবে অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট বস্তু কাহাকেও দিবে না।৯৩। এতাদৃশ ভোজন উপবাসের সদৃশ অর্থাৎ তত্তুল্যফলজনক, এই কথা উশনা বলেন। পরে রাত্রিকালে আবার হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক, আচমন করিয়া এবং ক্রোধাদিশূন্য হইয়া উপলেপ দ্বারা পবিত্রীকৃত স্থানে ভোজন করিবে। এই অন্নভোজন সময়ে ব্যাহৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক জলদ্বারা ভোজ্য অন্ন বেষ্টন করিয়া তদনন্তর পরিসেচন-মন্ত্র-পাঠান্তে পরিষেচন করিয়া চিত্রগুপ্তকে কিছু অন্ন বলি (উপহার) দিবে। পরে সেই অন্ন পরিষেক করিয়া "অমৃতোপস্তরণমসি" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আপোশন কার্য্য করিবে। অনন্তর স্বাহা ও প্রণবযোগ, প্রাণ-

বায়ুতে ওঁ প্রাণায় স্বাহা আহুতি দিয়া ঐরূপে অপান বায়ুতে, আহুতি প্রদান করিবে, অনন্তর ব্যান বায়ুতে, তৎপরে উদান বায়ুতে, সর্ব্বশেষে সমান বায়ুতে, পঞ্চাহুতি করিয়া এবং ইহাদিগের তত্ত্বভাবনা করিয়া দ্বিজ, আত্মাতে আহুতি দিবে। প্রজাপতি আত্মাদেবকে মনে মনে ধ্যান করিয়া অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনের সহিত ইচ্ছামত ভোজন করিবে। ৯৪—৯৯। ভোজনান্তে, "অমৃতাপিধানমসি" বলিয়া জলপান করিবে এবং আচান্ত হইয়া পুনরাচমন করিবে। অনন্তর "অম্বং গৌঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণকরত অথবা তিনবার সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ত্রিপদা অর্থাৎ গায়ত্রী পাঠ করিয়া "প্রাণানাং গ্রন্থিরসি" বলিয়া হৃদয়স্পর্শ করিবে। ১০০—১০১। আত্মযাগই সকল যাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আচমনের পর পদাঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ সম্মিলিত করিয়া উর্দ্ধহস্ত ও সমাহিতভাবে হস্তজল নিঃসারিত করিবে। ১০২। হবনান্তে "স্বধায়াং" ইত্যাদি মন্ত্রে অনুমন্ত্রিত করিয়া "যোজপেদ্ ব্রহ্মণ" ইত্যাদি মন্ত্রে আপনাকে প্রোক্ষিত করিবে। ১০৩। স্মৃত হইয়াছে। আর দ্বিজোত্তমগণ, অমাবস্যাকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ করিবে। ১০৪। দ্বিজাতিগণের কর্ত্তব্য পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ।—(অমাবস্যা কর্ত্তব্য) চন্দ্রক্ষয়ে অপরাহ্ণে প্রশস্ত আমিষ দ্বারা প্রশস্ত; অর্থাৎ সাগ্নি ও নিরগ্নি দ্বিজাতি। প্রতি অমাবস্যাতেই অপরাহ্নে শ্রাদ্ধ করিবে। ঐ অমবস্যা কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধের নাম পিণ্ডান্বাহার্য্যক। সাগ্নিকেরা পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ নামক কর্ম্মবিশেষ করিয়া ঐ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তাই উহার নাম পিণ্ডান্বহার্য্যক। অথবা পিণ্ডশব্দে পিতৃলোক তাহাদিগের অন্বাহার্য্যক অর্থাৎ একমাস তৃপ্তিজনক। দুইদিন অপরাহ্নে মুহূর্ত্ত-ন্যূন অমাবস্যা থাকিলে, যেদিন বস্তুক্ষয়—সেই দিনে অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ঐ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। বিহিত মৎস্য মাংস দ্বারা করিলে বিশেষ ফল হয়। ১০৫। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপৎ প্রভৃতি অন্ত যে (পঞ্চদশটী) তিথি আছে, তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশী পরিত্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর পঞ্চমীতে (শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত) অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে যে পঞ্চদশটী তিথি আছে, তাহাকে পঞ্চমী পর্য্যন্ত এক ভাগ দশমী পর্য্যন্ত একভাগ এবং অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক ভাগ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রথম ভাগের শেষ তিথি পঞ্চমী, দ্বিতীয় ভাগের শেষ তিথি দশমী এবং তৃতীয় ভাগের শেষ তিথি অমাবস্যা হইয়া থাকে, পাঁচের পূরণ বলিয়া ঐ তিন তিথিকেই পঞ্চমী বলা যায়। বেশ কথা! এক্ষণে দেখ কৃষ্ণপক্ষে একমাত্র চতুর্দ্দশী ত্যাগ করিয়া সকল তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিবে। তবে প্রথম পঞ্চমী অর্থাৎ পঞ্চমী-ঘটিত-তিথি-সমষ্টি অপেক্ষা, তদুত্তরবর্ত্তী দ্বিতীয় পঞ্চমী ঘটিত তিথি সমষ্টি শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত; তদপেক্ষা তদুত্তরবর্ত্তী তৃতীয় পঞ্চমী-ঘটিত তিথি-সমষ্টি—একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশী এবং অমাবস্যা শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত)। ১০৬। এই পৌর্ণমাস্যাদি অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপৎ প্রভৃতি ত্রিভাগবিভক্ত তিথিগণের মধ্যে অমাবস্যা এবং তিনটী অষ্টকা (অর্থাৎ অগ্রহায়ণের পৌষের ও মাঘের তিনটী কৃষ্ণাষ্টমী) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। পুণ্যজনক তিনটী অষ্টকা, প্রতি মাসের অমাবস্যা ও বর্ষা কালের (ভাদ্র মাসের) মঘাযুক্ত কৃষ্ণাত্রয়োদশী—শ্রাদ্ধে বিশেষ ফলজনক। আর এই সকল তিথিতে, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণে এবং শিশুদিগের মৃত্যু হইলে, নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তাহার অন্যথা হইলে নরকগামী হইবে। (পিতৃলোকের অপ্রসন্নতা ব্যতীত শিশুপুত্রাদির মৃত্যু ঘটে না সুতরাং তাঁহাদিগের প্রসন্ন রাখা উচিত বিবেচনায় শিশুমরণের পর শুচি অবস্থায় পিতৃ লোককে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য শ্রাদ্ধ করা বিহিত হইল; কোন পুস্তকে মূলে"মরণে" এইস্থলে "জননে' এই পাঠ আছে। অর্থাৎ (পুত্র জন্মে) গ্রহণাদি কালে কাম্য শ্রাদ্ধ প্রশস্ত। ১০৮। ১০৯। উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি জলবিষুব মহাবিষুব সংক্রান্তি অর্থাৎ শ্রাবণ মাঘ, কার্ত্তিক বা বৈশাখ মাস পড়িতেই যে যে সংক্রান্তি এবং ব্যতীপাত যোগে কৃত শ্রাদ্ধ অনন্ত-ফল-জনক, অপরাপর সংক্রান্তি, এবং জন্মদিনেও শ্রাদ্ধ করিলে তাহার ফল অক্ষয়। ১১০। (নিষেধ ব্যতীত যে কোন) তিথি, নক্ষত্র ও বারে বিশেষ ফলের জন্য কাম্য

কার্য্য (শ্রাদ্ধ) করিতে পারে। হে দ্বিজোত্তমগণ! কৃত্তিকাতে শ্রাদ্ধ করিলে, স্বর্গলাভ হয় (ইহা দিক্ প্রদর্শন মাত্র এ স্থ সম্পূর্ণ বিবরণ যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমাধ্যায়ে ২৬১ হ'তে ২৬৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে)।১১১। কৃষ্ণসার মাংসাদি দ্রব্য জুটিলে বা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ জুটিলেই শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, তাহাতে কাল নিয়ম নাই। পুত্রজন্ম প্রভৃতি (জাতেষ্টি প্রভৃতি) সকল কর্ম্মের (সংস্কারাদি কর্ম্মের) আরম্ভ হইলে তাহাতে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। পর্ব্বকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। প্রতিদিন কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, নিত্য; স্বর্গাদি কামনা করিয়া যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা কাম্য এবং অষ্টকাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা নৈমিত্তিক। ১১২।১১৩। যে ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে (পাত্রীয়ান্ন) প্রদান করে অর্থাৎ পাত্রীয় ব্রাহ্মণ করে, সে সেই কর্ম্ম দ্বারা পাপভাগী হইয়া সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করে। ১১৪। যদি দূরবর্ত্তী ব্রাহ্মণের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শীল বিদ্যা প্রভৃতি গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বয়ং নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়াও যত্নপূর্ব্বক তাহাকেই পাত্রীয়ান্ন দিবে। 'অতি ক্রম্যাগ্নি" না হইয়া "অতি ক্রম্যাপি" হইবে। ।১১৫। অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণ,—শ্রাদ্ধীয় পিষ্টক স্বর্ণ, গো, অশ্ব ভূমি বা তিল (যাহা কিছু) প্রতিগ্রহ করিবে তৎসমস্তই কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে (ফল জনক হইবে না)। ১১৬। যে পতিব্রতা, ভর্ত্তার চিতারোহণ করে, তাহার মৃত তিথি উপস্থিত হইলে দুইটী পিণ্ড পৃথক্ পৃথক্ করিবে। অর্থাৎ একদিনে দুইটী শ্রাদ্ধ করিবে।১১৭। মৃত ব্যক্তির ধর্ম্মানুসারে পিণ্ডোদকদান (যাজ্ঞবল্ক্য ৩য় অধ্যায় ।১৬.১৭। শ্লোক) শ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণ কর্ত্তব্য; সপিণ্ডগণ মস্তকাদি মুণ্ডন করিবে। মৃত ব্যক্তির (প্রথম তৃতীয়াদির অন্যতম দিনে) অস্থি সঞ্চয় নামক কর্ম্ম করিবে এবং দশম দিনে পূরক পিণ্ড দিবে। ১১৮। অশৌচের শেষ দিন-জাতসজাতীয় অশৌচান্তরের সম্বন্ধে পূর্ব্বাশৌচের বৃদ্ধি হইলে, দশম দিন কর্ত্তব্যকর্ম্ম—উর্দ্ধে অর্থাৎ অশৌচান্ত দিনে হইবে, অস্থি সকল, নষ্ট বা অপহৃত হওয়ায় যদি অস্থি সঞ্চয় কার্য্য পরবর্ত্তী হইয়া দশাহাদিতে হয় কিংবা পুনর্দ্দাহ হয়, তাহা হইলে পিণ্ডোদক নবশ্রাদ্ধ যদি পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তথাপিও পুনর্ব্বার তাহা করিবে অর্থাৎ অস্থি খুজিয়া না মিলিলে, বা মৃতপগণ, অর্থ পাইবার প্রত্যাশায় অস্থি অপহরণ করিয়া রাখিলে, (বৈধদিনে অস্থি সঞ্চয় হয় নাই কিন্তু নবশ্রাদ্ধ ও পিণ্ডোদকপূর্ব্বক পিণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে) দশম দিনে তৎপরে অস্থি প্রাপ্তি হইলে পুনর্ব্বার পিণ্ডোদক দান ও শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এবং পূর্ব্বে দাহ হইয়া গিয়াছে কিন্তু পশ্চাতে যদি জানা যায় যে, দাহ অবৈধ হইয়াছে তাহা হইলে পুনর্দ্দাহ করিবে এবং পিণ্ডোদক দান ও নবশ্রাদ্ধ, পূর্ব্বে কৃত হইলেও পুনর্ব্বার করিবে।১১৯—১২০। সাগ্নিক বা নিরগ্নি দ্বিজ, পিতৃমৃত্যুর পর প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করিবে। বিশেষতঃ তীর্থে শ্রাদ্ধ ইহার (মৃতপিতৃক ব্যক্তির) কর্ত্তব্য। ১২১। যদি পিতৃপাত্র উত্তান অর্থাৎ উচু হইয়া থাকে কিংবা বিবর্ত্ত অর্থাৎ বক্রভাবে স্থাপিত হয়,তাহা হইলে পিতৃগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অন্ন ভোজন করেন না। ১২২। যাহা অন্নহীন, ক্রিয়াহীন বা মন্ত্রহীন হইবে, তৎসমস্ত নির্দ্দোষ হউক,এই কথা বলিয়া তৎপরে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইবে। ১২৩। একোদ্দিষ্ট, একোদ্দিষ্ট-বিধিক, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ এবং পার্ব্বণ-বিধিক, এই পঞ্চবিধশ্রাদ্ধ ভৃগুপুত্রকর্ত্তৃক সূচিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাতব্য। এক্ষণে গোবলীবর্দ্দ ন্যায়ে অবান্তর ভেদোক্ত হইতেছে। যাত্রাকালে, প্রযত্নপূর্ব্বক কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ—ষষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ত্তব্য ব্রহ্মকীর্ত্তিত পাবন শ্রাদ্ধ—সপ্তম। ১২৫। দেবোদ্দেশে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ,—অষ্টম। যাহা করিলে ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বেদে প্রমাণ নাই ও আচার নাই বলিয়া দিবা রাত্রের মধ্যে সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। মূলে 'অহোরাত্রমদর্শনাৎ" স্থলে "অন্যত্র রাহুদর্শনাৎ" এই পাঠ কোন পুস্তকে আছে, ইহাই সঙ্গত; তাহার অর্থ—গ্রহণ ব্যতীত সন্ধ্যা বা রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিবে না আর দেশবিশেষে অর্থাৎ]

স্থান মাহাত্ম্য অনন্ত পুণ্য হইয়া থাকে। ১২৬। যথা গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয় হয়, প্রয়াগে মরণাদি হইলে, অনন্তফল হয় ও সেই সকল মহাত্মা মনীষিগণ এই গাথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করেন। সচ্চরিত্র ও সদ্‌গুণসম্পন্ন বহুপুত্র কামনা করা উচিত; কেন না সেই সমবেত পুত্রগণের মধ্যে যদ্যপি এক জনও গয়াতে গমন করে। ১২৭—১২৮। (যত্ন-পূর্ব্বক না হউক) অনুষঙ্গ ক্রমেও গয়ায় গমন করিয়া যদি শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে, তৎকর্ত্তৃক পিতৃগণ তারিত হ'ন এবং সেও পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ১২৯। বরাহ পর্ব্বতে বিশেষতঃ গয়াতে এবং এইরূপ অপরাপর স্থানে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলে, তৎক্ষণাৎ পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ১৩০। ব্রীহি, যব, মাষ, জল, ফল, মূল, শ্যামাক, (নানাবিধ অনিষিদ্ধ) শাক, নীবার, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, তিল, মুদ্গ ও মাষ-বিশেষ দ্বারা পিতৃলোককে পরিতৃপ্ত করিবে। মিষ্ট, ফল, রস, ইক্ষু, কোমল দাড়িম শস্য, বিদার্য্য, ও করণ্ড (এই সকল বস্তু) শ্রাদ্ধকালে প্রদান করিবে। মধুমিশ্রিত লাজ, দধি ও শর্করার সহিত প্রদান করিবে। ১৩১—১৩৩। শ্রাদ্ধে যত্নপূর্ব্বক হরিণ, অজ প্রভৃতি পশু এবং কূর্ম্ম প্রদান করিবে। মৎস্য মাংস দ্বারা (শ্রাদ্ধ করিলে) পিতৃগণের দুই মাস প্রীতি থাকে, হরিণমাংস দ্বারা করিলে তিন মাস, মেষ মাংস দ্বারা করিলে চার মাস, প্রশস্ত পক্ষি মাংস দ্বারা করিলে পাঁচ মাস, ছাগ মাংস দ্বারা করিলে ছয় মাস, রুরুমৃগ মাংস দ্বারা করিলে নয় মাস, বরাহ মহিষ মাংস দ্বারা করিলে দশ মাস, শশক ও কূর্ম্ম মাংসে একাদশ মাস, গব্য দুগ্ধ ও তদীয় পরমান্নে এক বৎসর এবং বাদ্ধ্রীণসের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ হইলে পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয়। ১৩৪—১৩৭। কাল শাক, মহা শাক (শাক বিশেষ) "মহাশাক" স্থলে "মহাশল্কাঃ" হওয়াই সঙ্গত, মহাশল্ক (মৎস্য বিশেষ) গণ্ডার ও রক্তবর্ণ ছাগ—ইহাদিগের মাংস, মধু, মূল এবং নীবারাদি সকল প্রশস্ত অন্ন পিতৃগণের অনন্ততৃপ্তিজনক হইয়া থাকে। ১৩৮। দ্বিজ, (উঞ্ছশিল বা অযাচিত বৃত্তি দ্বারা সমাবেশ করিতে না পারিলে অথবা উক্ত কার্য্যে অনধিকারী বলিয়া) স্বয়ং ক্রয় করিয়া বা (যাহার অধিকার আছে সে) যাচ্ঞা করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক তাহা যত্নসহকারে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে, দান করিলে অনন্তফল হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৩৯—১৪০। পিপ্পলী, গুবাক, মসূর, কশ্মল, অলাবু, বার্ত্তাকু, কূট, ভদ্রমূল, তণ্ডুলীয়ক, রাজমাষ এবং মাহিষদুগ্ধ শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করিবে। ১৪১। দ্বিজোত্তম, কোদ্রব, কোবিদার, স্থূল পাক, আমরী—এই সকল দ্রব্য বিশেষ যত্নসহকারে শ্রাদ্ধকালে পরিত্যাগ করিবে। ১৪২।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

যথাবিধি স্নানানন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ করিয়া প্রসন্নচিত্ত ও বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্র হইয়া পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ১। প্রথমেই বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টি করিবেন, কেন'না সেই ব্রাহ্মণেরাই হব্যকব্য প্রদানের উপযুক্ত পাত্র এবং অতিথিবৎ পূজ্য বলিয়া স্মৃত। ২। যাঁহারা সোমপান-নিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, ব্রহ্মচর্য্যা বলম্বী, নিয়মস্থ, ঋতুকালাভিগামী অগ্নি-হোত্রী, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, যজুর্ব্বেদজ্ঞ, ঋগ্বেদজ্ঞ, ত্রিসুপর্ণ, বা ত্রিমধু হইবেন, অথবা যে ত্রিণাচিকেত, সামবেদবিৎ,, জ্যেষ্ঠসামগ, বা অথর্ব্ব-বেদাধ্যায়ী, বিশেষতঃ রুদ্রাধ্যায়ী অগ্নিহোত্রপ্রচারক বেদভাগাধ্যায়ী, পণ্ডিত, পাপাভিজ্ঞ, ষড়ঙ্গবেত্তা, গুরু পূজা দেব পূজা ও অগ্নি পূজাতেও প্রশস্ত, জ্ঞাননিষ্ঠ সর্ব্বদা (অহিংসানিরত, অপ্রতিগ্রাহী যাজ্জক এবং দানশীল ব্রাহ্মণগণ পংক্তিপাবন (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমাধ্যায় ২১৮—২২০ মধ্যে এ বিষয়ের সরল অর্থ লিখিত হইয়াছে,) ৩—৭॥ সমান-প্রবর, সগোত্র কিংবা অন্য কোন সম্বন্ধযুক্ত না হইলেও উক্ত ব্রাহ্মণসকলকে পংক্তিপাবন বলিয়া জানিবে। ৮। যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিকে ভোজন করানই প্রধান কর্ত্তব্য; তত্ত্বজ্ঞান-

পরায়ণ ব্যক্তিকে ভোজন করান অনন্তর কর্ত্তব্য, অলাভে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে, তদভাবে, দান্ত উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারীকে ভোজন করাইবে। অর্থাৎ পংক্তিপাবন যোগীই পাত্রাসনে আসীন হইবার সর্ব্বপ্রধান উপযুক্ত পাত্র; অভাবে, তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ, তদভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও তদভাবে উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারী ।৯। তাহারও অলাভ হইলে, মুমুক্ষু এবং সঙ্গবর্জ্জিত (কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত) গৃহস্থকে ভোজন করাইবে। কিন্তু সর্ব্বালাভসাধক অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া, বন্ধজনক নানাবিধ কর্ম্মসাধনায় তৎপর গৃহস্থকে কদাপি ভোজন করাইবে না।১০। যে ব্যক্তি ইহসংসারে প্রকৃতির গুণজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞযতিকে ভোজন করায়, সহস্র বেদজ্ঞকে ভোজন করান অপেক্ষা তাহার ফল অধিক।১১। অতএব ঈশ্বরজ্ঞানতৎপর যোগিশ্রেষ্ঠকে যত্নসহকারে হব্য ও কব্য ভোজন করাইবে। তাহা না পাইলে, অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে এই কর্ম্মে ভোজন করাইবে।১২। হব্যকব্য প্রদানে ইহাই প্রথম কল্প। এই (নিম্নলিখিত) অনুকল্প সর্ব্বদা পণ্ডিতগণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।১৩। মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু এবং দৌহিত্র—ইহাঁরা সকলে পণ্ডিত এবং ব্রহ্মণ্য তেজে অগ্নিকল্প হইলে, ইহাঁদিগকে (পান) ভোজন করাইবে।১৪। শ্রাদ্ধে মিত্রকে ভোজন করাইবে না, মিত্রসংগ্রহ ধনদ্বারা কর্ত্তব্য। অন্য গুণাকর অভাবে বরং শ্রাদ্ধকালে গুণবান্ মিত্রকে অর্চ্চনা করিবে, কিন্তু গুণবান্ অরিকে ভোজন করাইবে না, (মূলে "মতিত্বরম্" না হইয়া "মপিত্বরিম্" হইবে)। শত্রু-ভুক্ত হবিঃ পরলোকে ফলপ্রদ হন না।১৬। বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে হবির্দ্দান করিলে দাতা তৎফলভাগী হয় না। অমন্ত্রবিত্ ব্যক্তি, হব্য ও কব্যে যতটী গ্রাস ভোজন করিবে (প্রকৃত শ্রাদ্ধকর্ত্তা) পরকালে ততটী প্রজ্জ্বলিত অধোমুখ শূল গ্রাস করে। (মূলে "হুলান্" না হইয়া "শূলান্" হইবে)। যদি বিদ্যাযুক্ত অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রহ্মচারী অথবা যোগীগণ, ভোজন করে, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তা বৃত্ত অর্থাৎ ইহপরকালে আদৃত হয়।১৭।১৮। এই সকল (নিম্নলিখিত) দ্বিজ যে হব্য কব্য ভোজন করে, তাহা আসুর হইয়া থাকে। যাহার তিনপুরুষ হইতে বেদ (বেদাধ্যয়ন), বেদী (নিত্য যজ্ঞবেদীতে উপবেশন), বিলুপ্ত হইয়াছে, সে; নিন্দিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। সুতরাং শ্রাদ্ধাদিতে কথনই (নিমন্ত্রয়িতব্য) নহে। শূদ্রশ্রেষ্ঠ, রাজশ্রেষ্ঠ, উদ্ধত অর্থাৎ পিত্রাদির অবমাননাকারী, অধার্ম্মিক, গ্রামযাজী এবং বধবন্ধোপজীবী, ষড়্‌বিধ ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ নিন্দিত ব্রাহ্মণ, বেদদান করিলেও ইহাদিগকে মনু পতিত বলিয়াছেন।১৯ ২১। (বেদমূলক শাস্ত্র) বিক্রয়ী এবং ইহারা (নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ) শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নিন্দিত হইয়াছে—যাহারা শ্রুতিবিক্রয়ী, পুনর্ভূপতি, সমুদ্রগ অর্থাৎ গৃহস্বামীর অনুমতি ব্যতীত যে চাবিবদ্ধ গৃহে কোনরূপে গমন করে এবং যাহারা হীন (শূদ্রাদি) যাজক, পতিত বলিয়া কীর্ত্তিত সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা অপরিচিত ব্যক্তিকে অধ্যাপিত করে বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করে, বা যাহারা বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাধ্যয়ন করে, ভৃতক বলিয়া কীর্ত্তিত সেই সকল ব্যক্তি, বুদ্ধমতাবলম্বী শ্রাবক (বৌদ্ধবিশেষ) নির্গ্রন্থ অর্থাৎ দিগম্বর জৈন পঞ্চরাত্রবেত্তা (ধর্ম্ম সম্প্রদায়বিশেষ) কাপালিক, পাশুপত ইত্যাদি যত পাষণ্ড আছে; এই সকল দুরাত্মা তামস ব্যক্তিরা যাহার শ্রাদ্ধে হবির্ভোজন করে, তাহার শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে না; তাহারা ভোজন করিলে পর লোকে ভোজন দানের ফল হয় না। যে দ্বিজ অনাশ্রমী হইয়া থাকে, অথবা নিরর্থক আশ্রমী বা মিথ্যাশ্রমী হয়, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তাহাদিগকে পংক্তিদূষক বলিয়া জানিবে। দুশ্চর্ম্মী, কুনখী, কুষ্ঠী, শ্বিত্রযুক্ত, শ্যাবদন্ত, ক্লীব, বাণিজিক অর্থাৎ বাণিজ্যকারী, চোর, ক্লীব, নাস্তিক, মদ্যপাননিরত, বৃষলীনিরত, বীরঘাতী দিধিষূপতি (জ্যেষ্ঠা সহোদরার বিবাহ হইবার পূর্ব্ববিবাহিতা কনিষ্ঠাকে অগ্রেদিধিষূ এবং জ্যেষ্ঠাকে দিধিষূ বলে, তাহার স্বামী এবং মৃতভ্রাতার ভার্য্যা, ধর্ম্মতঃ পুত্রোৎপাদনার্থে নিয়োজিত

হইলেও তাহাতে যদি অনুরাগ ক্রমে রত হয়, তাহা হইলে ঐ পুরুষকে দিধিষূপতি বলে) অগ্রে দিধিষূপতি, গৃহদাহী, কুণ্ডাশী (কুণ্ড পূর্ব্বোক্ত জারজপুত্র বিশেষ তাহার অন্ন ভোজী) সোমরস বিক্রয়ী ব্রাহ্মণ, পরিবেত্তা, পরিবিত্তি, নিরাকৃতি অর্থাৎ যে, পঞ্চমহাযজ্ঞ না করে পুনর্ভূপুত্র, কুসীদজীবী, নক্ষত্রদর্শক (জ্যোতিষ শাস্ত্রোপজীবী) গীত বাদ্যশীল, ব্যাধিযুক্ত, কাণ, হীনাঙ্গী, অতিরিক্তাঙ্গ, অবকীর্ণী, কন্যাদূষক, কুণ্ড, গোলক, অভিশস্ত, দেবল, দূষিত ব্রহ্মচারী ও যতি, মিত্রদ্রোহী, খল, যে সর্ব্বদা স্ত্রীলোককে প্রহার করে, (উপযুক্ত কারণব্যতীত।) মাতাপিতা ও গুরুত্যাগী, ভার্য্যাত্যাগী, অনপত্য, কূটসাক্ষী, সূপকার, সর্পজীবী, সমুদ্রযাত্রাকারী, কৃতঘ্ন, বর্ত্মভেদক, বিশ্বাসঘাতক, বেদনিন্দারত, দেবনিন্দারত, এবং দ্বিজনিন্দারত, এই সকল ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্ম্মে বর্জ্জনীয়। ২২—৩৪। (কেননা) যে বেদনিন্দক,—সে কৃতঘ্ন, সে খল, সে ক্রূর এবং সে নাস্তিক। মিত্রঘাতী—পরদারগামী এবং পণ্ডিতের অযথা কীর্ত্তনকারী, (ইহারাও শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়)। ৩৫। এ বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, যাহারা বিহিত কার্য্য করিয়াও নিন্দিত কর্ম্ম করে শ্রাদ্ধকর্ম্মে তাহাদিগকেও যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে। ৩৬।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিন উৎকৃষ্ট গোময় জল দ্বারা (শ্রাদ্ধভূমি) সম্মার্জ্জিত করিয়া সংযতভাবে অবস্থিত শ্রাদ্ধকর্ত্তা, (পাত্রান্নদানে অভিমত) সকল ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া "আগামী কল্য আমি শ্রাদ্ধ করিব (আপনি পাত্রাসন অলঙ্কৃত করিবেন) এই কথা বলিয়া পূর্ব্বদিনে তাঁহাদিগকে একে একে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে।১। পূর্ব্বদিনে সম্ভাবনা হইলে পর দিনেই যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণকে (নিমন্ত্রিত করিবে)। শ্রাদ্ধকর্ত্তার সেই সকল ——— ১ [illegible] জানিতে পারিয়া শ্রাদ্ধ সময় উপস্থিত হইলে অনন্যমনে ভিক্ষাকরত মনোবেগে (পিতৃলোক হইতে আগত হ'ন) সেই সকল (নিমন্ত্রিত) ব্রাহ্মণ আগমন করেন এবং অন্তরীক্ষচারী হইয়া পিতৃগণও তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। (শ্রাদ্ধকালে) পিতৃগণ প্রাণবায়ুবৎ অবস্থিতি করেন, অনন্তর ভোজন সমাপ্ত হইলে পরম গতি প্রাপ্ত হ'ন। যে সকল ব্রাহ্মণ যে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় নিমন্ত্রিত হয়, তাহারা সেই শ্রাদ্ধে ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ এবং সংযত হইয়া থাকিবে।—প্রত্যেকেই ক্রোধশূন্য, ত্বরাশূন্য সত্যবাদী ও সমাহিত হইয়া থাকিবে। ২—৫। শ্রাদ্ধান্নভোজী ব্যক্তি সেই দিনে ভয়, মৈথুন, অধ্বাগমন, এবং সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগ করিবে। যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যের নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, সে পাপী, এবং যে দ্বিজ, আবশ্যকমত একাদি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ মোহবশতঃ অপরকে নিমন্ত্রণ করে, সে পূর্ব্বোক্ত পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী, বিষ্ঠা কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৬। ৭। যে বিপ্র শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া মৈথুন করে, সে, ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হয়, সুতরাং নরকভোগান্তে তীর্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৮। যে দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া (শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া) অধ্বগমন করে তাহার পিতৃগণ সেই মাস কেবল ধূলি ভোজন করিয়া থাকেন। ৯। যে দ্বিজ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া কলহ করে, তাহার পিতৃগণ সেইখানে কেবল মলি ভোজন করিয়া থাকেন। ১০। অতএব দ্বিজ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া সংযতাত্মা হইয়া থাকিবে, শ্রাদ্ধ কর্ত্তাও ক্রোধশূন্য শৌচপর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তার সম্মুখে দক্ষিণদিক গমন করিয়া শোভমান নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে সুনির্ম্মল সমূল দক্ষিণাগ্র কুশ ও জল, শ্রাদ্ধকর্ত্তা একাগ্রচিত্তে প্রদান করিবে। ১১। দক্ষিণদিকে ঈষৎ নিম্ন স্নিগ্ধ, শুভলক্ষণান্বিত নির্জ্জন পবিত্র স্থান গোময় দ্বারা, লিপ্ত করিবে। ১২—১২ নদীতীর, তীর্থ, স্বীয়ভূমি ও গিরিসানু—পবিত্র ও নির্জ্জন এইসকল স্থানে দান করিলে, পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন। ১৪। পরকী

ভূমিভাগে পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি করিবে না। মোহবশতঃ মনুষ্যগণ ঐ স্থানে যাহা কিছু করিবে, অপরের স্বামিত্ব হেতুক, সেইকার্য্য বিহত হইবে। ১৫। পবিত্র বন, পর্ব্বত, তীর্থস্থান, যজ্ঞায়তন এই সকল স্থান অস্বামিক বলিয়া কথিত, তাহাতে কাহারও অধিকার নাই।১৬। কিন্তু, সেই স্থান চিহ্নিত করিয়া লইবে, এবং সেই স্থানের মধ্যে তিল বিকীরণ করিবে, অসুর দূষিত সকল স্থানই তিল ও যববিশেষ দ্বারা শুদ্ধ হয়। ১৭। অনন্তর বহুধা সংস্কৃত, বহুব্যঞ্জনান্বিত, অব্যয় অর্থাৎ নূতন এবং যাহা হইতে পূর্ব্বে কিছুমাত্র ব্যয় হয় নাই, চোষ্য এবং পেয়যুক্ত, অন্ন, যথাশক্তি প্রস্তুত করিবে। ১৮। অনন্তর মধ্যাহ্নকাল নিবৃত্ত হইলে, ছিন্ননখ শ্মশ্রু দ্বিজগণের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাপদ্ধতি দন্তধাবন করিতে দিবে। ১৯। তৈল, অভ্যঞ্জন, স্নানজল, স্নানীয় গন্ধাদি বিবিধ দ্রব্য,ঔড়ুম্বর পাত্রে প্রদান করিবে, বৈশ্বদেব অর্থাৎ দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পূর্ব্বে প্রদান করিবে। ২০। স্নান করিয়া সেই স্থানে সমাগত ব্রাহ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্থান করত পাদ্য আচমনীয় প্রভৃতি দ্রব্য যথাক্রমে প্রদান করিবে। ২১। যে সকল বিপ্র নিমন্ত্রিত হইয়া পূর্ব্বপক্ষে (দৈবপক্ষে) অতিশয় শোভাযুক্ত হন, তাঁদিগের দর্ভোপধানযুক্ত আসনপূর্ব্বমুখ হইবে। সেই সকল আসনের একগাছি দর্ভ, দক্ষিণাগ্র হইবে এবং আসনসমস্ত তিলোদক প্রোক্ষিত হইবে। তাহাতে "আস্যতাং" উপবেশন কর, বলিয়া দেবকল্প এই সকল ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবে। তাহারা (ব্রাহ্মণেরা) ও পৃথক পৃথক্ ভাবে দৈবপক্ষে দুইজন পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং পিতৃপক্ষে তিনজন উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিবে। ২২—২৪। অথবা উভয় পক্ষে এক একজন ব্রাহ্মণ থাকিবে। মাতামহ পক্ষে এইরূপ নিয়ম। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের আধিক্য,—ব্রাহ্মণ পূজা, দক্ষিণা-প্রবণাদি-দেশ, অপরাহ্নাদি কাল, শ্রাদ্ধভোক্তৃকর্ত্তৃক গত পবিত্রতা এবং গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ লাভ, এই পঞ্চবিধ শ্রাদ্ধগুণকে বিনষ্ট করে, তজ্জন্য অধিক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে অভিলাষী হইবে না। ২৫। অথবা বেদপরায়ণ শ্রুতিশীলাদিসম্পন্ন কুলক্ষণবর্জ্জিত একজন ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাইবে। ২৬। সকল বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিই প্রশস্ত পাত্রে অন্নদান করিতে অভিলাষী, দেবতায়তনে এই পাত্রে অন্নদান করিবে (দেব মানব পরিবৃত) ত্রৈলোক্য,—অভিলাষী।২৭। পাত্রীয়ান্ন অগ্নিতে আহুতি দিবে, অনন্তর ব্রহ্মচারী (নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ) কে ভোজন করিতে দিবে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ (ভোজনে) উপবিষ্ট হইলে, যে ভিক্ষুক বা ব্রহ্মচারী ভোজন করিবার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকেও উত্তম ভোজন করাইবে। কেননা যে শ্রাদ্ধে অতিথিতে ভোজন না করে, সে শ্রাদ্ধ বিশেষ প্রশস্ত নহে। ২৮।২৯। অতএব তীর্থস্থানেও অতিথিগণ দ্বিজাতির পূজ্য। যে সকল দ্বিজাতি শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তাহারা সেই অহোরাত্র অতিবাহিত না করিয়া মৈথুনাসক্ত হইলে বা দান করিলে ইহারা কাকযোনি প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। হীনাঙ্গ, পতিত, কুষ্ঠী, বণিক, পুক্কস, পূতি-নাসিক, কুক্কুট, শূকর এবং কুক্কুর—ইহাদিগকে শ্রাদ্ধকালে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। (শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা) বীভৎস, অশুচি, ম্লেচ্ছ এবং রজস্বলাকে স্পর্শ করিবে না। ৩০—৩২। নীল বসন, বৃথা কষায় বসন, এবং পাষণ্ডগণকে পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে (শ্রাদ্ধে) পিতৃপক্ষে, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে কার্য্য কৃত হয়, বৈশ্বদেব পূজন অর্থাৎ দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণ পূজন উপলক্ষেও তৎসমস্ত কর্ত্তব্য। যথোপবিষ্ট সেই সকল ব্রাহ্মণকে ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। ৩৩।৩৪। "যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্তে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। শক্ত্যনুসারে গন্ধমাল্য ও ধূপাদি প্রদান করিবে। ৩৫। অনন্তর বিরুদ্ধোত্তরীয় এবং দক্ষিণ মুখ হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের নিকট অনুমতি লইয়া—" উশন্তস্ত্বা " ইত্যাদি আদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিবে। আবাহন করিবার পর "আয়ান্তনঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। "শন্নোদেবী " মন্ত্র দ্বারা পাত্রে জল এবং

"তিলোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিলক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের হস্তে অর্ঘ্য প্রদানান্তর অর্ঘ্যবিশিষ্ট জলসকল সমাহিত হইয়া (যথাক্রমে) একটী পাত্রে রাখিবে; এই পাত্রসহ প্রথম অর্ঘ্যপাত্রকে পিতৃগণের সহিত অর্থাৎ তাঁহাদিগের আবাসস্থান রূপে রাখিয়া—ঘৃতাক্ত অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নৌকরণমহং করিষ্যে অর্থাৎ তবে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে। পরে "কুরুষ" অর্থাৎ কর, এইরূপ অনুমতি পাইবার পর উপবীতী হইয়া হোম করিবে, যজ্ঞোপবীতী এবং কুশহস্ত হইয়া হোম করা উচিত। ৩৬—৪০। অথবা প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃপক্ষে ও দেবপক্ষে হোম করিবে—পরে, দেবপক্ষ পরিবেশন করিবার সময়ে দক্ষিণ জানু পাতন করিবে "সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" অনন্তর "অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা" এই বলিয়া হোম করিবে। সুসমাহিত হইয়া মহাদেব-সমীপবর্ত্তী স্থানে বা গোষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া (শ্রাদ্ধ করিবার সময়ে) অগ্ন্যভাবে ব্রাহ্মণের হস্তেই ঐ মন্ত্র দ্বারা প্রদান করিবে *। ৪১—৪৩। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগের অনুজ্ঞাত হইয়া দেবপ্রদক্ষিণ ও স্বীয় ইষ্টদেব প্রদক্ষিণ করিয়া, গোময়োপলিপ্ত সম্মুখস্থ শাস্ত্রানুকূল এবং মঙ্গলজনক চতুষ্কোণ, মণ্ডল করিবে। একটী খড়্গ করিয়া সেই মণ্ডল মধ্য তিনবার আস্ফোড়িত করিবে। অনন্তর সেই স্থানে দক্ষিণাগ্রদর্ভ মুষ্টি বিছাইয়া, একাগ্রচিত্তে, তাহাতে, হুতাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা তিনটী পিণ্ড প্রদান করিবে। অনন্তর তাহাতে পিণ্ডদান করিয়া লেপভোজিগণের তৃপ্তির জন্য সেই সকল আস্তীর্ণ দর্ভে হস্তঘর্ষণ করিবে; অনন্তর ক্রমে, আচমন ও প্রাণায়াম করিয়া, পিণ্ডসমীপে, ধীরে ধীরে শেষ জলধারা দিবে। অনন্তর সমাহিত হইয়া, ঈষৎ আঘ্রাতে পিণ্ডসকলকে অবহত করিবে। অনন্তর পিণ্ডাবশিষ্ট অন্ন যথাবিধি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহাতে (শ্রাদ্ধে) ছয় ঋতু, পিতৃলোক, দেবতাকে প্রণাম করিবে। ৪৪—৪৯। শ্রাদ্ধায় ভোজন কালে যদি দীপ নির্ব্বাণ হয়, তাহা হইলে, আর অন্ন ভোজন করিবে না, ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ৫০। মাষ, বিবিধ অপূপ, সরস পায়স, অভিলষিত সূপ, শাক, ফল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধু প্রদান করিবে। ৫১। যথাভিলষিত অন্ন ও বিবিধ ভক্ষ্য, পেয় এবং অন্যান্য যাহা যাহা নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগের অভিলষিত, তত্তৎসমস্ত বস্তুই প্রদান করিবে। ৫২। ধান্য, বিবিধ তিল, বিবিধ শর্করাও দিবে কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি—ফল, মূল এবং পানীয় দ্রব্য ভিন্ন সকল প্রকার খাদ্যই উষ্ণ থাকিতে দ্বিজগণকে প্রদান করিবে। (সেইকালে) কদাচ অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে না, ক্রোধ করিবে না এবং মিথ্যাকথা বলিবে না। ৫৩। ৫৪। পাদদ্বারা অন্ন স্পর্শ করিবে না। এবং ইহা (অন্ন) অবধূনিত (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত) করিবে না। যাহা ক্রোধসহকারে প্রদত্ত, যাহা ত্বরাপূর্ব্বক প্রদত্ত এবং যাহা পাপিষ্ঠসম্বন্ধ, সেই সকল অন্ন, রাক্ষসেরা বিলুপ্ত করে। স্বিন্ন গাত্র হইয়া, ভোক্তৃ ব্রাহ্মণদিগের সমীপে অবস্থান করিবে না। ৫৫। ৫৬। কাকাদি অবলোকন করিবে না। পক্ষিগণকে তাড়াইয়া দিবে না, কারণ পিতৃগণ সেই সমস্ত রূপ ধারণ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য শ্রাদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ৫৭। তাহাতে শ্রাদ্ধভোক্তৃ ব্রাহ্মণকে, হস্তে করিয়া অর্থাৎ পাত্রাদি না লইয়া কেবল হস্ত সাহায্যে কোন বস্তু প্রদান করিবে না। প্রত্যক্ষ (কোন বস্তুর সহিত অমিশ্রিত) লবণ প্রদান করিবে না। লৌহময় পাত্রে করিয়া দিবে না; এবং অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিবে না। ৫৮। কাঞ্চন পাত্রে বা ঔদুম্বর পাত্রে করিয়া প্রদান করিলে, বিশেষতঃ খড়্গ (গণ্ডার-খড়্গ) পাত্রে করিয়া দান করিলে উৎকৃষ্ট আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। ৫৯। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধে মৃণ্ময়পাত্রে করিয়া পিতৃগণকে ভোজন করায়, অর্থাৎ তাঁহাদিগের তৃপ্তি উদ্দেশে তৎপাত্রাসনাসীন ব্রাহ্মণকে ভোজন

* মহাদেব সমীপবর্ত্তী স্থানে বা গোষ্ঠে অবস্থিতি "করিয়া কথাটী ঐ দুই স্থান যে শ্রাদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত, তাহা জানাইবার জন্য। কেহ বলেন অগ্ন্যভাবে, ব্রাহ্মণের হস্তে, মহাদেব সমীপে বা গোষ্ঠে দিবে।

করায় সে, এবং ভোক্তা, পুরোধানরকে গমন করে।৬০। পংক্তির মধ্যে ন্যূনাধিক প্রদান করিবে না। ভোক্তার পক্ষে দাতার নিকট যাচ্ঞা করা নিষেধ এবং পরস্পর কলহ করা অকর্ত্তব্য। কেন না, অন্নলোকে অন্ন যাচ্ঞা করিলেও, আপন কে ভীষণ নরকে প্রেরণ করে। ৬১। মৌনাবলম্বী হইয়া ভোজন করিবে, জিজ্ঞাসিত হইলেও প্রস্তুত ভোজ্যের-গুণ কীর্ত্তন করিবে না। যেহেতু—যে পর্য্যন্ত ভোজ্যগুণ কথিত না হয়, ততক্ষণই পিতৃগণ ভোজন (ভোজনজনিত প্রীতিলাভ) করিয়া থাকেন। ৬২। প্রথমাসনোপবিষ্ট ব্রাহ্মণ, দর্শন-তৎপর অন্যান্য সকল ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া, অগ্রে ভোজন করিবে না; যে ভোজন করে, সেই অজ্ঞ, পংক্তির পাপরাশি স্বয়ং গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ৬৩। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত দ্বিজোত্তম, শ্রাদ্ধীয় বস্তুর কিছুমাত্র পরিত্যাগ করিবে না, মাষকলায় দিতে আসিলেও নিষেধ করিবে না। অপরের অন্ন অবলোকন করিবে না। ৬৪। যে দ্বিজ, পিতৃকার্য্যে নিমন্ত্রিত হইয়া মাষ ভোজন না করে, সে জন্মান্তরে একবিংশতি জন্ম পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। ৬৫। ইহাঁদিগকে স্বাধ্যায় (বেদমন্ত্র) ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস পুরাণ এবং উৎকৃষ্ট-শ্রাদ্ধকল্প। (শ্রাদ্ধ প্রতিপাদক শাস্ত্রাংশ) শ্রবণ করাইবে। ৬৬। ব্রাহ্মণদিগের ভোজন হইলে পর, পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণদিগকে "স্বদিত" অর্থাৎ উত্তম আহার হইল ত ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে আচমন করাইবে, কৃতাচমন ব্রাহ্মণদিগকে, ভোঃ অর্থাৎ সম্বোধনপূর্ব্বক "অভিরম্যতাম্" বলিয়া অনুজ্ঞা করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ, "স্বধাস্তু" এই কথা বলিবে। ৬৭। ৬৮। অনন্তর কর্ত্তা তাহার সেই সকল ব্রাহ্মণকে অন্নশেষের স্থিতি অবগত করাইবে, পরে সেই সকল ব্রাহ্মণগণ, যাহা বলিবেন, তাঁহাদিগের অনুমত হইয়া তাহাই করিবে। ৬৯। পিত্রোদ্দিষ্ট একোদ্দিষ্টও পার্ব্বণ (পিতৃপক্ষে) ব্রাহ্মণের প্রতি "স্বদিত" এই কথা—গোষ্ঠে (গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ বিশ্বামিত্র কথিত শ্রাদ্ধবিশেষ তাহাতে) "সুশৃত" এই কথা—অভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে "সম্পন্ন" এই কথা,—এবং দৈবপক্ষে "রুচিত" এই কথাই বক্তব্য। ৭০। দৈবপক্ষীয়-ব্রাহ্মণ ক্রমে সেই সকল ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক, দক্ষিণ দিক্ অবলোকন করত পিতৃগণ-সন্নিধানে এই (নিম্নলিখিত) বর সকল প্রার্থনা করিবে। ৭১। "যেন" আমাদিগের বংশে দানশীল পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, আমাদিগের বংশে যেন বেদ (অধ্যয়ন অধ্যাপনাদিদ্বারা) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের বংশে যেন বেদার্থ-শ্রদ্ধা অন্তর্হিত না হয়, এবং আমাদিগের বংশে যেন বহু দেয় (ধনাদি) হয়। ৭২। পিণ্ড সকলকে, গাভীকে, ছাগকে, বিপ্রকে, অগ্নিতে বা জলে, অর্পণ করিবে, এবং ব্রাহ্মণেরা আসনে উপবিষ্ট থাকিতে তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা করা নিষিদ্ধ। ৭৩। সুতার্থী ব্যক্তি, সেই সকল পিণ্ড হইতে মধ্যম পিণ্ডটি পত্নীকে দিবে (পত্নীও "আধত্ত পিতরো গর্ভ ইত্যাদি মন্ত্রানুসারে তাহা ভোজন করিবে)। অনন্তর হস্ত প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া শেষে জ্ঞাতিগণকে ভোজন করাইবে। ৭৪। জ্ঞাতিগণ পরিতুষ্ট হইলে পর, স্বীয় ভ্রাতৃগণকে ভোজন করাইবে। সর্ব্বশেষে পত্নীগণের সহিত স্বয়ং শেষ অন্ন ভোজন করিবে। ৭৫। যতক্ষণ সূর্য্য, অস্তমিত না হ'ন, ততক্ষণ সেই উচ্ছিষ্ট অবলোকন করিবে না। পতি-পত্নী সেই রজনীতে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকিবে। ৭৬। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধদান, বা শ্রাদ্ধভোজন করিয়া মৈথুন সেবা করে, সে মহারৌরব নরক ভোগ করিয়া পরে আবার কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৭। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা, সেই দিন শুচি, অক্রোধ, শান্ত, সত্যবাদী, এবং সমাহিত হইবে, আর স্বাধ্যায় ও সন্ধ্যোপাসনা বা দান পরিত্যাগ করিবে। ৭৮। যে সকল দ্বিজাতি, শ্রাদ্ধ করিয়া অপরের শ্রাদ্ধ ভোজন করে, তাহারা মহাপাতকীর তুল্য; সুতরাং বহু নরকে গমন করে। ৭৯। এই চির প্রচলিত শ্রাদ্ধকল্প সম্পূর্ণ রূপে তোমাদিগকে বলিলাম। * উদাসীন

* এই শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, শাখান্তরীয়, অথবা ইহাতে যথাযথ অনুক্রমে ও সম্পূর্ণভাবে বিধি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ নাই, ব্যুৎক্রমেও আছে; স্ব-স্ব-গৃহ-সূত্রানুসারে ক্রম-নির্ণয় ও পূরণাদি করিয়া লইবে।

ব্যক্তিই নিত্য আম শ্রাদ্ধ করিবে, এই জন্য (গৃহস্থ) তাহা করিবে না। ৮০। নিরগ্নি অধ্বগ, ও ব্যসনান্বিত দ্বিজ, আমান্ন দ্বারা (পার্ব্বণ) শ্রাদ্ধ করিবে, শূদ্র আমান্নদ্বারা শ্রাদ্ধ সর্ব্বদাই করিবে। ৮১। বিধিজ্ঞ, দ্বিজ, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া (যখন) আমশ্রাদ্ধ করিবে (তখন) তদ্দ্বারাই অগ্নৌকরণ" করিবে এবং তদ্দ্বারাই পিণ্ডদান করিবে। ৮২। যে ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া বিধি অনুসারে আবশ্যকমত এই শ্রাদ্ধ করে, সে পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। ৮৩। অতএব দ্বিজোত্তম, বিধি যত্নসহকারে সকল শ্রাদ্ধ করিবে। তদ্দ্বারা, অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সম্যক্ প্রকারে আরাধিত হ'ন। ৮৪। হে দ্বিজগণ! নির্ধন দ্বিজোত্তম, স্নানান্তে তিলোদক দ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়া ফল মূল দ্বারাও শ্রাদ্ধ করিবে। ৮৫। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে শ্রাদ্ধ করিবে না (সুতরাং তাহাদিগের হোমান্ত কার্য্যই বিহিত অর্থাৎ নিত্য শ্রাদ্ধ তর্পণাদি না থাকায় স্নান সন্ধ্যা ও হোমাদি করিবে)। অথবা পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ করেন, তাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, ইহা প্রধান পণ্ডিতদিগের মত (প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে এবং আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে জীবৎপিতৃকের অধিকার-জ্ঞাপনার্থ শেষ পক্ষ কথিত হইয়াছে)। ৮৬। যাহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, ইহাদিগের মধ্যে যে মরিবে, তাহাকে সে পিণ্ড দিবে। অপরের দিবে না। ৮৭। এবং উহাদিগের মধ্যে জীবন্তকে ভক্তিসহকারে যথেচ্ছ ভোজন করাইবে। জীবন্তকে ত্যাগ করিয়া অপরকে দান করা অনুচিত, এইরূপ শ্রুতি জানা আছে। ৮৮। দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্র উভয় পিতাকে পিণ্ড দিবে, কারণ সে, (দ্ব্যামুষ্যায়ণ,) বীজ হইতে উৎপন্ন (এইজন্য জনক পিতাকে পিণ্ড দিবে) এবং যদি (ক্ষেত্রী) অপত্যশূন্য ভার্য্যা দ্বারা নিয়োগ ধর্ম্মে পুত্র উৎপাদিত করে (তবেই সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ)—এই জন্য ক্ষেত্রী পিতাকেও দিবে। পুত্র না থাকায় স্বামীর, স্বামী অবিদ্যমানে অন্য কোন গুরুজনের নিয়োগে (নিয়োগ ধর্ম্ম যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায়ের ৬৮।৬৯ শ্লোকে কথিত হইয়াছে) বাগ্‌দত্তা পত্নী অপুত্র দেবরাদি দ্বারা, "ইহাতে যে পুত্র হইবে, তাহা আমাদিগের উভয়েরই" এইরূপ অঙ্গীকারপূর্ব্বক যে পুত্র উৎপাদিত করিবে, সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ—নিজ জননীর স্বামী, (ক্ষেত্রী এবং জনক উভয়েরই পিণ্ডদানে অধিকারী) ।৮৯। বিনা নিয়োগে যাহার বীর্য্য হইতে, যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র, সেই বীজী পিতাকেই পিণ্ড দিবে। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে এবং "যে পুত্র হইবে, তাহা আমাদিগের উভয়েরই" এরূপ স্বীকার না করিয়া উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রী পিতাকে পিণ্ড দান করিবে। ৯০। (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে দ্ব্যামুষ্যায়ণ ব্যক্তি) ক্ষেত্র পিতা ও বীজী পিতার (প্রত্যেককে এক একটী করিয়া) দুইটী পিণ্ড দিবে, অথবা এক শ্রাদ্ধে বীজীর নাম কীর্ত্তন (পিণ্ডদানাদি করিয়া তদনন্তর (সেই দিনেই) অন্য শ্রাদ্ধে ক্ষেত্রীকে পিণ্ড দিবে। ৯১। মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্ট বিধানে শ্রাদ্ধ করিবে (মৃত তিথি শুদ্ধকালেই হউক আর নাই হউক যখনই হইবে সেই সময়েই শ্রাদ্ধ)। কিন্তু যে, অভীষ্ট সিদ্ধি উদ্দেশে কাম্য শ্রাদ্ধ করে সে, (কালের) শৌচ অশৌচ ও পর্য্যালোচনা করিবে। ৯২। অভ্যুদয়ার্থী ব্যক্তি, পূর্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধ করিতে অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পূর্ব্বাহ্নে কর্ত্তব্য সেই শ্রাদ্ধের সকল কার্য্যই দৈব (দেব পক্ষীবৎ) হইবে।৯৩। চারিদিকে (আবশ্যক মত) দর্ভ স্থাপন করিবে, সে শ্রাদ্ধকর্ত্তা, তাহার ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, "নান্দিমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং অর্থাৎ নান্দীমুখ পিতৃগণ প্রীত হউন" ইহা বলিবে। প্রথমে মাতৃপক্ষীয়, শ্রাদ্ধ, অনন্তর পিতৃপক্ষীয়, তৎপরে মাতামহ পক্ষীয়-বৃদ্ধি কালে এই শ্রাদ্ধত্রয় স্মৃত হইয়াছে, দৈবপূর্ব্বক এই শ্রাদ্ধ দিবে অর্থাৎ এই শ্রাদ্ধত্রয়ের পূর্ব্বে দেবপক্ষীয় শ্রাদ্ধ) কোন কার্য্যই অপ্রদক্ষিণ (বামাবর্ত্তে) করিবে না। ৯৪।৯৫। বিভিন্ন স্থণ্ডিলে, দেবমূর্ত্তির উপর বা ব্রাহ্মণের উপর পুষ্প ধূপ নৈবেদ্য ও ভূষণ দ্বারা পূজা করিয়া উপবীতী ও পূর্ব্বমুখ থাকিয়াই একাগ্রচিত্তে পিণ্ডদান করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি মাতৃগণের পূজা করিয়া শ্রাদ্ধত্রয় (দৈবপূর্ব্বক) করিবে। ৯৬।৯৭। যে ব্যক্তি মাতৃযাগ না করিয়া

শ্রাদ্ধ করে, মাতৃগণ ক্রোধযুক্ত হইয়া তাহার হিংসা করিয়া থাকেন (গৌরীপদ্মা প্রভৃতি মাতৃগণ ভবিষ্যতে উল্লিখিত হইবে)।৯৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সপিণ্ডের মধ্যে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণদিগের দশাহ অশৌচ।১। অহিত, হইবে ভাবিয়া অশৌচে, নিত্যকর্ম্ম, বিশেষতঃ কাম্য কর্ম্ম করিবে না, স্বাধ্যায়ের কথা মনেও করিবে না।২। সাগ্নিক ব্যক্তি, শুচি ও অক্রোধ হইয়া অশৌচরহিত দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে, পিতৃগণ উদ্দেশেও ১ শুষ্কান্ন ও ফলদ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে।৩। ইহাদিগকে (অশৌচ যুক্ত ব্যক্তিগণকে) অপরে স্পর্শ করিবে না, (অশৌচী) ভূত বলি প্রদান করিবে না। জননাশৌচে একমাত্র প্রসূতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য সপিণ্ড স্পর্শ—দোষাবহ নহে; যে অধ্যয়ন-তৎপর, যে যাগশীল, বা, যে বেদজ্ঞ হইবে; মরণাশৌচে, চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায় ইহা পণ্ডিতগণের উক্ত *।৪।৫। দশম দিনে স্নানান্তে ইহারা সকলেই অর্থাৎ অত্যন্ত নির্গুণ জ্ঞাতি এবং পুত্র স্পৃশ্য হইবে।৬। দাস এবং নির্গুণ সপিণ্ডের দশাহ নির্গুণ অশৌচ, ইহা উক্ত হইয়াছে, শ্রৌত বা স্মার্ত্ত অগ্নি যাহার নাই—সে, নির্গুণ আর এক গুণ (কেবল স্মার্ত্তাগ্নি পরিচর্য্যা) সম্পন্ন হইলে, চার দিনে শুচি হইবে। দুই গুণ (শ্রৌতাগ্নি বা স্মার্ত্তাগ্নি পরিচর্য্যা ও সম্পূর্ণ স্বশাখাধ্যয়ন) সম্পন্ন হইলে তিন দিনে শুচি হইবে ও তিন গুণ (শ্রৌত ও স্মার্ত্ত উভয় অগ্নি পরিচর্য্যা এবং সম্পূর্ণরূপে স্বশাখাধ্যয়ন) সম্পন্ন হইলে একদিনে শুচি হইবে। অর্থাৎ দশ দিন, চার দিন, তিন দিন, ও এক দিন মাত্র অশৌচ হইবে (মূলে "এবং ত্রিত্রিগুণৈর্যুক্তং চতুস্ত্র্যেক দিনে শুচি" না হইয়া "এক দ্বিত্রিগুণৈর্যুক্তঃ চতুস্ত্র্যেক দিনে শুচিঃ" হইবে)।৭। (চতুর্থ দিনাদির পর হোম, অধ্যাপন ও শ্রাদ্ধ বিশেষে, তাঁহাদিগের অধিকার হয়, কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞাদিতে অধিকার দশাহাদির পরেই হইয়া থাকে, অতএব পর-বচনে কোন গোলযোগ নাই) দশাহের পর, অধ্যয়ন এবং হোমাদি কার্য্য—সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিবে। (যাহার দশাহ অশৌচ হইয়া থাকে) ইহার, চতুর্থ দিনে অঙ্গ স্পৃশ্যতা হয়, ইহা প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন। সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াহীনের বেদগ্রহণে অসমর্থ মূর্খের, অথবা যাহারা (অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত) মহারোগী তাহাদিগের মরণান্ত অশৌচ অর্থাৎ তাহাদিগের যাবজ্জীবন অশৌচ।৯। নির্গুণ ব্রাহ্মণের (সপিণ্ড মৃত্যুকেও) ত্রিরাত্র ও দশরাত্র অশৌচ হয় (তাহার মধ্যেও সংস্কারের (উপনয়নকাল ৬ বৎসর ৩ মাসের) পূর্ব্বে, (সপিণ্ড মরণে) ত্রিরাত্র, অতঃপর দশরাত্র অশৌচ হইবে। অর্থাৎ সপিণ্ড জ্ঞাতি ৬ বৎসর ২ মাসের মধ্যে মরিলে তিন দিন অশৌচ, পরে মরিলে দশ দিন।১০। জন্ম হইতে দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্তির মধ্যে মৃত্যু হইলে মাতাপিতার তাঁহাই (দশরাত্র অশৌচই), শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত। * যদি সপিণ্ড অত্যন্ত নির্গুণ হয়, তবে তাহারও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। দন্ত জন্মিবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে মাতাপিতার তাহা (ত্রিরাত্র অশৌচ) ঋষিদিগের অভিপ্রেত। দন্ত জন্মিবার পর মৃত্যু হইলে, সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ। যে সময়ে দন্তের নির্ণয় হয়। দন্ত উদ্গত না হইলেও ষষ্ঠমাস বয়ঃক্রম অতীত হইলেই দন্তের নির্ণয় হয় এবং ষষ্ঠমাসের পূর্ব্বে দন্ত উদ্গত হইলেও দন্তের নির্ণয় হয়, সেই সময় হইতেই জাতদন্ত বলা যায়। চূড়াকরণ এবং উপনয়নেও এইরূপ প্রতীতি ও কাল উভয়েরই গ্রহণ; অতএব প্রথম বর্ষে চূড়া বা পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলেও তাহার মরণে যথাক্রমে ত্রিরাত্র বা দশরাত্র অশৌচ

---

* ব্রাহ্মণের পক্ষে চতুর্থ দিনে স্পর্শ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পঞ্চম দিনে স্পর্শ—এইরূপ ব্যবস্থিত বিকল্প জানিবে।

* অত্যন্ত নির্গুণ মাতাপিতা ও সপিণ্ডের পক্ষে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যবস্থা ১৩ শ্লোকাদি দ্বারা নিরূপিত হইবে।

হইবে।১২। দন্ত জন্মাইবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সদ্যঃ শৌচ; চূড়াকরণ (দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্তি) পর্য্যন্ত এক রাত্র, উপনয়ন (৬ বৎসর ২ মাস) পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র (তৎপরে) দশরাত্র অশৌচ কথিত হইয়াছে।১৩। সে, (বালক) জন্ম মাত্রেই অর্থাৎ সপিণ্ডদিগের অশৌচকালের মধ্যে মৃত হইলে, পিতা ও মাতার জননাশৌচই থাকিবে, কিন্তু ইহার (মৃতবালকের) পিতা (মাতা ত আছেনই) অস্পৃশ্য হইবে। মূলে "সূতকাত্তি" স্থলে "সূতকং তৎ" হইবে।১৪। দশাহের পর মৃত্যু হইলে, সপিণ্ডগণ সদ্যঃশৌচ হইবে, সোদর ভ্রাতার একাহ অশৌচ হইবে, যদি সোদর অত্যন্ত নির্গুণ হয়।১৫। দন্তজন্মের ঊর্দ্ধে মৃত্যু হইলে, নির্গুণসপিণ্ডদিগের একরাত্র, এবং চূড়াকরণের পর মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। (১৬ শ্লোক সদ্যঃ শৌচ প্রভৃতির সমাপ্তিকাল কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহাদিগের আরম্ভকাল কীর্ত্তিত হইল, এই ভঙ্গী ভেদ থাকায় পৌনরুক্ত্য পরিহার হইল।) ১৬। হে সত্তমগণ! যদি দন্তজন্মের মধ্যে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, নির্গুণ সপিণ্ডদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে।১৭। পাতস্বরূপ গর্ভস্রাবে * সপিণ্ডদিগের ব্রতাদেশ অর্থাৎ সদ্যঃ শৌচ কিন্তু সপিণ্ড অত্যন্ত নির্গুণ হইলে গর্ভচ্যুতিতে অহোরাত্র অশৌচ আর ঐ জ্ঞাতি যথেষ্টাচারী হইলে, ত্রিরাত্র অশৌচ, ইহা নিশ্চয়। যদি জননাশৌচের মধ্যে অন্য অন্য জননাশৌচ হয় অথবা মরণাশৌচের মধ্যে অন্য অন্য গুরু মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বার্দ্ধপাতী দ্বিতীয়াশৌচ প্রথমাশৌচের অবশিষ্ট দিন দ্বারা, শুদ্ধ হইবে। আর পূর্ব্বাশৌচ শেষদিনে সজাতীয় পূর্ণ অশৌচ হইলে, দুই দিন বৃদ্ধি হইবে। মরণাশৌচ এবং জননাশৌচের পরস্পর সাঙ্কর্য্য হইলে, মরণাশৌচদ্বারা সেই অশৌচের সমাপ্তি হইবে।১৯।২০। অর্দ্ধবৃদ্ধিমৎ অর্থাৎ যাহার অর্দ্ধভাগ অতীত হইয়াছে (অশৌচের সেই তৎকালজাত দ্বিতীয় গুরু অশৌচ দ্বারা শুদ্ধি হইবে অর্থাৎ দ্বিতীয় অশৌচের সহিত মিলিত হইয়া তাহার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। সপিণ্ডজননাশৌচ অপেক্ষা পুত্র জননাশৌচ গুরু, সপিণ্ড মরণাশৌচ অপেক্ষা মহাগুরু মরণাশৌচ গুরু। মূলে "অর্দ্ধবৃদ্ধিমদাশৌচমূর্দ্ধমন্যেন শুধ্যতি" এইস্থলে "অঘবৃদ্ধিমদাশৌচমূর্দ্ধং ক্ষেত্রেন শুধ্যতি" এই পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ পাপবৃদ্ধিজনক অর্থাৎ গুরু অশৌচ যদি, সজাতীয় লঘু অশৌচের পরার্দ্ধপাতী হয়। তাহা হইলে, তদ্দ্বারা (শেষ অশৌচ দ্বারা) শুদ্ধি, অত্রস্থ এই বচন কিম্বা স্মৃত্যন্তরের এইরূপ বচন ও ব্যবস্থা দেখিয়াই "যদি জননাশৌচের মধ্যে অন্য গুরুজননাশৌচ হয়" ইত্যাদি স্থলে "গুরু" পদ ব্যবহার করিয়াছি)। দেশান্তরস্থিত ব্যক্তি, জননাশৌচ বা মরণাশৌচ শ্রবণ করিলে যে পর্য্যন্ত সেই অশৌচের অবশিষ্ট দিন সমাপ্ত না হয় তাবত্ তাহার অশৌচ থাকিবে। আর মরণাশৌচ শেষ হইয়া যাইবার পর শুনিলে সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে সংবৎসরের পর শ্রবণ করিলে স্নানমাত্রে ঐরূপ শুদ্ধি (ইহা অশৌচ ও ব্যবস্থা সঙ্গত অনুবাদ যে বেদাধ্যায়ী অর্থাৎ সগুণ নহে, সে, ব্রতী বা কোন জীবিকানির্ব্বাহ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলে, তাহার সকল কালে সকল অবস্থায়, তত্তদ্বিষয়ে সদ্যঃশৌচ হইবে (ব্রতীর—ব্রতে, কারুর কারুকার্য্যে, সদ্যঃশৌচ ইত্যাদি বাগ্দত্তা অসংস্কৃতা (অপরিণীতা) কন্যার মৃত্যুতে পিতার ও সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ এবং বিবাহ সংস্কার হইলে ভর্ত্তার পূর্ণ অশৌচ হইবে। অদত্তা (যাহার বাগ্দান পর্য্যন্ত হয় নাই অথচ দুই বর্ষের অধিক বয়ঃক্রম) কন্যার মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের একাহ অশৌচ হইবে ইহা স্মৃত হইয়াছে। (তিন পুরুষ—প্রপিতামহ পর্য্যন্ত কন্যা-সপিণ্ড।)।২১—২৫। জন্ম হইতে দ্বিতীয় বর্ষ পর্য্যন্তের মধ্যে মরিলে সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ কথিত

---

* তরল পদার্থের শরীরনিচ্যুতি সচরাচর স্রাবনামে অভিহিত; এস্থলে যাহাতে সে ভ্রম না হয় তজ্জন্য "পাতস্বরূপ" বলা হইল মিতাক্ষরা মতে চতুর্থ হইতে ষষ্ঠমাস মধ্যে আর রঘুনন্দন মতে সপ্তম অষ্টম মাসে গর্ভস্রাবে এই অশৌচ।

হইয়াছে। আর সোদর ভ্রাতা ভগিনী দন্ত জন্মের (৬ মাসের) মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ করিবে চূড়াকরণ সময়ের (২ বৎসরের) মধ্যে মরিলে একরাত্র, আর বিবাহ হইবার পূর্ব্বে মরিলে ত্রিরাত্র তৎপরে অর্থাৎ বিবাহের পর মরিলে ভর্ত্তৃকুলে দশাহ অশৌচ হইবে। মূলে "আব্রতানাং" না হইয়া "আপ্রদানাৎ" হইবে। মাতামহ মরণেও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ২৬।২৭। প্রদত্তা সহোদরা ভগিনীর মরণাশৌচও এইরূপ; (দহন বহনাদি করিলে এইরূপ অশৌচ নচেৎ পক্ষিণী)। যোনিসম্বন্ধে অর্থাৎ এক গ্রামস্থ শ্বশ্রূ শ্বশুরাদি মরণে এবং বান্ধব অর্থাৎ মাতুল, মাতুল-পুত্র পিতৃস্বস্রীয় প্রভৃতি মরণে, পক্ষিণী-অশৌচ বেদাঙ্গশিক্ষক গুরু ও সব্রহ্মচারীর মরণে এক অহোরাত্র অশৌচ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে রাজার অধিকারে বাস করাযায় তাহার মরণে সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ একাহ অশৌচ। ২৯। বিবাহিতা কন্যা, পিতৃগৃহে থাকিয়া মরিলে, পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ। পরপূর্ব্বা (পুনর্ভূ) ভার্য্যার পুত্র উৎপন্ন হইলে বা ঐ ভার্য্যার মরণে এবং ঔরস ব্যতীত পুত্রের জন্মমরণে (ত্রিরাত্র অশৌচ) ।৩০। আচার্য্য মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ। প্রত্যগা স্বজাতীয় বা উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষান্তরকে যে আশ্রয় করে)। ভার্য্যা, আচার্য্য-পুত্র এবং আচার্য্য পত্নীর মরণে অহোরাত্র অশৌচ ইহা কথিত হইয়াছে। ৩২। উপাধ্যায়ের (বেদৈকদেশ শিক্ষকের এবং জীবিকা নির্ব্বাহার্থ—বেদাদি শাস্ত্রাধ্যাপকের) মরণে, (এক গ্রামবাসী) শ্রোত্রিয় মরণে একরাত্র অশৌচ। আর, নিজগৃহে সপিণ্ড মরণে (অত্যন্ত সগুণের) এক রাত্র অশৌচ হইবে। ৩২। (নিজ সমীপে) শ্বশ্রূ শ্বশুরের মৃত্যু হইলে, তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। চতুর্দ্দশ পুরুষের পরবর্ত্তী সগোত্রের মরণে সদ্যঃশৌচ কথিত হইয়াছে। ৩৩। (যেমন) ব্রাহ্মণ, দশাহে শুদ্ধ হয়, (সেইরূপ) ক্ষত্রিয়, দ্বাদশাহে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। ৩৪। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবংশীয় যে সকল ব্যক্তি, ব্রাহ্মণের (অশেষ অর্থাৎ একমাত্র সেবক তাহাদিগের (ব্রাহ্মণ সেবাতে) ব্রাহ্মণবৎ, দশাহে শুদ্ধি—শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত। ৩৫। হীনবর্ণ (শূদ্র) জাতির মধ্যে (যে ব্যক্তি) ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে (সেবা করে তাহারও ঐ সেবাকার্য্য) এইরূপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৎ অশৌচ,—ক্ষত্রিয় সেবক হইলে দ্বাদশদিন গত হওয়ার পর তৎসেবাকার্য্যে শুচি; বৈশ্য সেবক হইলে পঞ্চদশ দিনের পর তৎসেবাকার্য্যে শুচি হইবে। সপিণ্ড-শূদ্রের জন্ম মরণে, বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ষড়রাত্র, ত্রিরাত্র ও একরাত্র অশৌচ। অর্থাৎ বৈশ্যের ছয় দিন, ক্ষত্রিয়ের তিন দিন, ব্রাহ্মণের একরাত্র অশৌচ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড বৈশ্যের জন্ম মরণে, শূদ্র ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে অর্দ্ধমাস, ষড়রাত্র ও ত্রিরাত্র, অশৌচ অর্থাৎ শূদ্রের ১৫ দিন, ক্ষত্রিয়ের ৬ দিন ও ব্রাহ্মণের ৩ দিন অশৌচ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড ক্ষত্রিয়ের জন্ম মরণে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য-শূদ্রের যথাক্রমে ষড়্‌রাত্র ও দ্বাদশাহ অশৌচ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছয় দিন, বৈশ্য ও শূদ্রের বার দিন অশৌচ। সপিণ্ড ব্রাহ্মণের জন্মমরণে, শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের প্রোক্ত (ব্রাহ্মণের যে কয়দিন অশৌচ উক্ত হইয়াছে তাহা—দশ দিন) অশৌচ হইবে। * (মূলে ৩৭ শ্লোকে "শূদ্রৈশ্চা" না হইয়া "শূদ্রেষ" এবং ৩৮ শ্লোকে "শূদ্রে" না হইয়া "বৈশ্যে" হইবে)। ৩৬ ৩৯ ব্রাহ্মণ অসপিণ্ড অর্থাৎ অসম্বন্ধী, মৃত ব্রাহ্মণের সৎকার করিলে তাহার একাহ অশৌচ, ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৪০। তৎ সপিণ্ডের সহিত অন্ন ভোজন বা সহবাস করিলে দশাহ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে আর লোভাভিভূতচিত্তে (কিছু পাইবার প্রত্যাশায়) যদি শীঘ্র (মৃত ব্রাহ্মণকে) দগ্ধ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, দশরাত্রে শুদ্ধ হইবে; ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য অর্দ্ধমাসে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইবে (এক কথায় বলিতে গেলে যে জাতীয় ব্যক্তি দাহ করিবে তাহার স্বজাতি নির্দ্দিষ্ট অশৌচ হইবে, ইহাই বলা যায়)। ৪১।৪২ অথবা, ষড়রাত্র, সপ্তরাত্র,

* যৎকালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত, ছিল তখনকার জন্যই এ ব্যবস্থা।

কিম্বা ত্রিরাত্রে শুদ্ধি লাভ করিবে। * অনাথ বন্ধুবান্ধবশূন্য নির্দ্ধন মৃত ব্রাহ্মণের কোনরূপে সৎকার হয় না বুঝিয়া ধর্ম্মার্থ সৎকার করিলে, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি, স্নানান্তে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। যদি নীচবর্ণ, অশৌচ কালে স্নেহপ্রযুক্ত উৎকৃষ্ট বর্ণকে, কিম্বা উৎকৃষ্ট বর্ণ অপকৃষ্ট বর্ণকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে, তদীয় অশৌচ নিবৃত্তিতে শুদ্ধ হইবে। (মূলে "অশৌচে সংস্পৃশেৎ স্নেহাৎ তদাশুচ্যে ন শুধ্যতি" এই অংশ "অপরশ্চ পরো যদি" ইহার পর সন্নিবিষ্ট হইবে)। ৪৪। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় শবানুগমনে একাহ (অশৌচ থাকিবে) তদন্তে শুদ্ধি; বৈশ্যশবানুগমনে দুই দিন পরে শুদ্ধি; শূদ্রশবানুগমনে তিনদিন অশৌচ ভোগ ও শত প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি হইবে। ৪৫। শূদ্র শবের, অস্থি সঞ্চয় না হইতে, ব্রাহ্মণ যদি ঐ শূদ্রের বন্ধুবান্ধবের সহিত উহার জন্য রোদন করে, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের তিনদিন অশৌচ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য উহা করিলে তাহাদিগের একাহ অশৌচ। ৪৬। অন্যথা অর্থাৎ অস্থিসঞ্চয় হওয়ার পর রোদন করিলে ব্রাহ্মণের সাজ্যোতি সময় অর্থাৎ এক দিন বা এক রাত্রির পর ও স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। আর ব্রাহ্মণের অস্থিসঞ্চয় হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যদি রোদন করে, তাহা হইলে, সচেল অর্থাৎ তৎকাল পরিহিত বস্ত্রত্যাগ না করিয়া স্নান মাত্রে শুদ্ধি হইবে। ইহাতে সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ, বা ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে যে ব্যক্তি অশৌচী-দিগের সহিত পুনঃ পুনঃ অন্ন ভোজন একত্র যানাদি ব্যবহার করে, সে দশাহ (অশৌচী ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট অশৌচ কাল) গতে শুদ্ধি লাভ করিবে। যে ব্যক্তি জ্ঞানতঃ তাহাদিগের অন্ন ভোজন করে, দেবতা হইলেও তাহাকে অশৌচীর অবশিষ্ট অশৌচ কাল) অশৌচ ভোগ করিয়া সেই অশৌ-চান্তে স্নান করিয়া (নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী জপাদির পর) শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। তবে, মনুষ্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া (অশৌচী ব্যক্তির) অন্ন যতদিন ভোজন করিবে, ততদিন অশৌচ ভোগ করিবে, অনন্তর (স্নানাদি) প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৪৭। ৫০। সাগ্নিক দ্বিজ-গণ সপিণ্ড মরণে, দাহ হইতে এবং অপর ব্যক্তির মরণ হইতে অশৌচ ব্যবহার করিবে। ৫১। সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়; অর্থাৎ যে ব্যক্তি হইতে গণনা করা যায়, তাহার ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষও অধস্তন ছয় পুরুষ সপিণ্ড সপ্তম পুরুষ অসপিণ্ড। এবং জন্ম ও নামের অজ্ঞানে (আমাদিগের বংশে অমুক নামা একজন হইয়াছিল এইজ্ঞান না থাকিলে) সমানোদক ভাবের নিবৃত্তি হয়। ৫২। পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ (ইঁহারা শ্রাদ্ধভাগী) এবং (প্রপিতামহের পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনজন লেপভাগী (এই ছয়) আর আপনি (যাহা হইতে গণনা করা যায় সে ব্যক্তি) এই সাপ্ত পৌরুষ সাপিণ্ড্য। পিতামহ ঊর্দ্ধ তিন ব্যক্তিদিগের ও অধস্তন ব্যক্তিগণের অর্থাৎ প্রপিতামহের প্রপিতামহ এবং প্রপৌত্রের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত সকল পুরুষের সহিত সাপিণ্ড্য আছে, ইহা প্রজাপতি দেব বলিয়াছেন। যাহারা এক ব্যক্তির ঔরসজাত, অথচ ভিন্ন যোনি ও ভিন্ন বর্ণ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভোৎপন্ন (যথা ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ ও পারশব যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমধ্যায়। ৯১। ৯২। শ্লোক) তাহা-দিগের পরস্পর সাপিণ্ড্য তিন পুরুষ পর্য্যন্ত। (এই অসবর্ণ সপিণ্ডের অশৌচ ব্যবস্থা ইতি-পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কারু, শিল্পী, বৈদ্য, দাসী (গর্ভদাসী) দাস (গর্ভদাস) রাজা, রাজজ্ঞাকারী ইহাদিগের নিজ নিজ অসাধারণ কার্য্যে যথা কারুর কারু কার্য্যে শিল্পীর শিল্প কার্য্যে ইত্যাদি) সদ্যঃ শৌচ ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৫৫। দাতা, নিয়মিত প্রত্যহ দান করে (যে) নিয়মী অর্থাৎ এইব্রত সমাপ্তির পর আমি অবশ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইব এইরূপ নিয়ম গ্রহণ করিয়াছে যে) যতি এবং ব্রহ্মচারী, ইহাদিগের সদ্যঃ শৌচ; নিয়মীর সদ্যঃ শৌচ বিধান থাকায়; শুচি ব্রাহ্মণ তাহার অন্ন ভোজন করিলেও অশৌচ হইবে না। ৫৬। সত্রী (দীক্ষিত) ব্রতী (আরব্ধব্রত) অভিষিক্ত

* লোভ তারতম্য সগুণ নির্গুণ এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি ভেদে অশৌচের কাল ভেদ।

রাজা * ও প্রাণসত্রী (প্রাণশব্দে অন্ন, নিরন্তর অন্নদানে রত) ইহাদিগের সদ্যঃ শৌচ কথিত হইয়াছে। ।৫৭। যজ্ঞে (আরব্ধ বৃষোৎ সর্গাদি কার্য্যে, বিবাহকালে, আরব্ধ সংস্কার কার্য্যে, আরব্ধ দেবপ্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে, দুর্ভিক্ষ কালে, এবং রাজাদির উপদ্রবে অর্থাৎ তৎকাল কর্ত্তব্য শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি কার্য্যে, সদ্যঃ শৌচ উক্ত হইয়াছে ।৫৮। বৃকাদিহত অর্থাৎক্রোধাদি বশতঃ ব্যাঘ্রাদি মুখে যে আত্মহত্যা করিয়াছে, বিদ্যুৎপাত নিহত, ইহা ও পূর্ব্ববৎ-রাজদণ্ড হত ব্রহ্মশাপাদিনিহত এবং নিজ-দোষ রোষিত সর্পাদি দংশনে মৃত ব্যক্তির সদ্যঃ শৌচকথিত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মহত্যা মরণ রাজদণ্ড মরণ, ব্রহ্মশাপাদিজনিত মরণ বা ঐরূপ সর্প দংশন জনিত মরণে সদ্যঃ শৌচ। ৫৯। অগ্নি প্রবেশ, উচ্চস্থান হইতে পতন বিষপান, জল প্রবেশে ও অন্ন পয়াসন (পয়োপবেশন)— আত্মহত্যাসম্পাদনার্থ ব্যবহৃত এই সকল কার্য্যে মরণ,গোব্রাহ্মণ রক্ষার্থ মরণ ও সন্ন্যাসি-মরণে সদ্যঃ শৌচ বিহিত। ৬০। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, এবং যতিদিগের মরণে অশৌচ হয় না; এবং পতিত ব্যক্তির মরণে অশৌচ হয় না ইহা পণ্ডিতদিগের বিদিত। ৬১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

পতিত ব্যক্তিদিগের দাহ নাই, অন্ত্যেষ্টি নাই, অস্থিসঞ্চয় নাই, (তাহার জন্য) অশ্রুপাত বা পিণ্ডদান ও অকর্ত্তব্য এবং তাহাদিগের শ্রাদ্ধ কদাচও করিবে না।১। যে ব্যক্তি অগ্নিবিষাদি সাহায্যে স্বয়ং আত্মহত্যা করে, তাহার অশৌচ হইবে না। (কথিত হইয়াছে) এবং তাহার উদকাদি দানও হইবে না।২। যদি কেহ অনবধানতাবশতঃ অগ্নি বা বিষাদি দ্বারা মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহার অশৌচ গ্রহণ কর্ত্তব্য, উদকাদি দানও কর্ত্তব্য। ।৩। (পুত্র জন্মাইলে দান করা বিধি—কিরূপ দত্তবস্তু গ্রাহ্য তাহা উক্ত হইতেছে) কাহারও পুত্র জন্মিলে সেই দিন উহার নিকট সুবর্ণ, ধান্য, গো, বস্ত্র, তিল, অন্ন, (তণ্ডুল) তৈল, গুড়, ঘৃত এই সকল অপক্ক বস্তু প্রতিগ্রহ করিবে।৪। অশৌচী ব্যক্তির গৃহ হইতে প্রত্যহ ফল, ইক্ষু, শাক, লবণ, কাষ্ঠ, তোয়, দধি, ঘৃত, তৈল, ঔষধ, দুগ্ধ এবং শুষ্কান্ন গ্রহণ করা যায়। দ্বিজগণ আহিতাগ্নিব্যক্তিকে যথাবিধি তিন অগ্নি; (দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নিদ্বারা দাহ করিবে) মূলে "দাতব্য" না হইয়া "দাহ্যব্য" হইবে ৫।৬ অনাহিতাগ্নি (শ্রৌতাগ্নিশূন্য) ব্যক্তিকে গৃহাগ্নি দ্বারা তদিতর (উভয়াগ্নিরহিত ব্যক্তিকে, লৌকিক অগ্নিদ্বারা দাহ করিবে। মৃতদেহ না পাওয়া যাইলে, পলাশপত্র দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা শ্রদ্ধাযুক্ত সপিণ্ডগণ যথাশাস্ত্র দাহ করিবে *। বাক্য সংযম করিয়া নাম গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক একবারমাত্র জল দান করিবে (সামবেদী বিষয়ে তিনবার) বান্ধবগণের সহিত সকলেই আর্দ্রবস্ত্র থাকিয়া (মরণদিন হইতে দশম দিন পর্য্যন্ত) প্রতিদিন রাত্রিতে বা দিবসে (যথাসম্ভব) যথাবিধি মৃতব্যক্তি উদ্দেশে গৃহদ্বারদেশে পিণ্ডদান করিবে। (পিণ্ডদান একজনেরি কর্ত্তব্য, তবে পত্রাদির অসামর্থ্যে যে কোন সবর্ণ দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহা জ্ঞাপনের জন্য "সকলে" কথাটী প্রযুক্ত হইয়াছে) চারজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, জ্ঞাতিগণ সকলে, দ্বিতীয় দিনে ক্ষুর কার্য্য করিবে, (অশৌচের মধ্যে যে দিন হয়, সেই দিন ক্ষৌরী হইবে। ইহা বুঝাইবার জন্য স্মৃত্যন্তরোক্ত অশৌচান্ত দিন না বলিয়া দ্বিতীয় দিন উক্ত হইল। এই জন্যই স্মৃত্যন্তরেও তৃতীয় পঞ্চমাদি দিনে

---

* পূর্ব্বে কেবল রাজ শব্দের উল্লেখ আছে, এক্ষণে আবার অভিষিক্ত রাজার উল্লেখ হইতেছে, এতদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, "প্রকৃত রাজার অসান্নিধ্য প্রভৃতি কারণে রাজপুত্রাদি, কর্ত্তব্য বোধে, স্বতঃ রাজোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার সদ্যঃশৌচ কিন্তু অভিষিক্ত রাজ সন্নিধ্যে সদ্যঃশৌচ নহে অভিষিক্ত রাজার, রাজকার্য্যে সর্ব্বদা সদ্যঃশৌচ" অথবা সাধারণ রাজার সদ্যঃশৌচ নিবৃত্তির জন্ত বিশেষরূপে উক্ত "হইল" অভিষিক্ত রাজারই সদ্যঃশৌচ।

* ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইল, প্রতিমূর্ত্তির উপ করণ পলাশপত্রাদির সংখ্যা বিশেষ শাস্ত্রান্তরে নির্দ্দিষ্ট আছে।

ক্ষৌরী হওয়ার বিধি আছে, আমাদিগের দেশে অশৌচান্ত দিনেই ক্ষৌরী হওয়া ব্যবস্থা। সকল বান্ধবের সহিত জ্ঞাতিই অস্থিসঞ্চয় করিবার পাত্র হইবে, (জ্ঞাতি শব্দের ভাবার্থ দাহকর্ত্তা) অস্থিসঞ্চয়ন দিনে শ্রদ্ধাসহকারে তিন জনের অন্যূন অযুগ্ম পবিত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পঞ্চম, নবম এবং একাদশ দিনে অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, তাহার (এই দিন কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ বিশেষ) নবশ্রাদ্ধ বলিয়া বিদিত। ৭—১২। অগ্নিদ অর্থাৎ মুখাগ্নি করিবার মুখ্যপাত্র—পুত্রাদি) একাদশ দিনে অথবা দ্বাদশ দিন গত হইলে, (অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিনে একাদশ দিনে ব্রাহ্মণের এবং ত্রয়োদশ দিনে ক্ষত্রিয়ের) শ্রদ্ধাসহকারে, প্রেতোদ্দেশে, একটী পবিত্র ও একটী মাত্র পিণ্ড (অর্থাৎ একোদ্দিষ্ট; শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। প্রাদেশপরিমিত সাগ্রকুশের নাম পবিত্র। এক বৎসর কাল প্রতি মাসে, মৃত তিথিতে এইরূপ একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ করিবে।১৩।১৪ সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সপিণ্ডীকরণ উক্ত হইয়াছে। (হে দ্বিজোত্তমগণ। তাহাতে প্রেত প্রভৃতির (যাহার সপিণ্ডীকরণ হইতেছে তৎ প্রভৃতি) চার জনের পিতার সপিণ্ডীকরণে তাঁহার ও তাঁহার ঊর্দ্ধতন আর তিন পুরুষের এক একটী করিয়া চারিটী পাত্র অর্থাৎ অর্ঘ্য পাত্র করিবে। ১৫। অনন্তর, প্রেতোদ্দেশে প্রদত্ত অর্ঘ্য পাত্র, "যে সমানা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত পিতৃলোকের অর্ঘ্যপাত্রে (পিতামহ প্রভৃতির তিনটী পাত্রে) নিক্ষেপ করিবে অর্থাৎ প্রেতোদ্দেশে উৎসৃষ্ট অর্ঘ্য জলের চারভাগের এক ভাগ, পিতামহাদির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট অর্ঘ্য জলের সহিত মিলিত করিবে। পিণ্ড সম্বন্ধেও এইরূপ, অর্থাৎ প্রেত প্রভৃতি চার জনের উদ্দেশে চারিটী পিণ্ড উৎসর্গ করিয়া প্রেতপিণ্ডের চার ভাগের এক ভাগ ঐ সকল পিণ্ডসহ মিশ্রিত করিবে। ১৬। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে প্রথম দৈবপক্ষ শ্রাদ্ধ বিহিত আছে, তাহাতে পিতৃলোকের আবাহন করিবে এবং প্রেতেরও আবাহন করিবে (যতদিন সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন মৃতব্যক্তির "প্রেত" সংজ্ঞা তৎপরে "পিতৃ" সংজ্ঞা)।১৭। যে সকল মৃতের সপিণ্ডীকরণ হইয়াছে, তাহাদিগের শ্রাদ্ধ কার্য্য পৃথক্ ভাবে করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি পৃথক্ পিণ্ড করিবে, সে পিতৃঘাতী হইবে। (সপিণ্ডীকরণ একটী-একোদ্দিষ্ট ও একটী পার্ব্বণ লইয়া গঠিত; একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধটী প্রেতোদ্দেশে পার্ব্বণটী পিতৃ উদ্দেশে হইয়া থাকে, সপিণ্ডীকরণের পর পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে আর তাহার জন্য ঐরূপ স্বতন্ত্র একোদ্দিষ্ট করিবে না)। ১৮। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র "পিণ্ড" শব্দের সহিত সম্পৃক্ত হইবে এবং এক "বৎসর" প্রত্যহ প্রেতোচিত বিধি অনুসারে, জলপূর্ণ কুম্ভ ও অন্ন (প্রেতোদ্দেশে) দান করিবে। ১৯। (পিতা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া পরলোক গত হইলে অথবা পিতা মাতা অমাবস্যাতে বা পিতৃপক্ষে মৃত হইলে তাহাদিগের) প্রতিসংবৎসর কর্ত্তব্য সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ বিধি অনুসারেই ইষ্ট। ইহাই সনাতন নিয়ম। ২০। পিণ্ডদান প্রভৃতি পিতামাতার যে কিছু কার্য্য, তাহা পুত্রগণই করিবে। পুত্রাভাবে ঐ সকল কার্য্য পত্নী করিবে, তদভাবে, সহোদর করিবে, (পুত্র শব্দে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং পত্নী শব্দে পত্নী, কন্যা, দৌহিত্র; অতএব পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাভাবে পত্নী এবং পত্নী, কন্যা, দৌহিত্রাভাবে সহোদর, পিণ্ড দানে অধিকারী ইহা এই বচনের মর্ম্ম। ২১। গৃহস্থগণের এই ধর্ম্ম, তোমাদিগের নিকটে সম্পূর্ণরূপে বলিলাম এবং স্ত্রীলোকদিগের যথাবিধি ভর্ত্তৃশুশ্রূষাই ধর্ম্ম, তাহাদিগের পক্ষে অন্য ধর্ম্ম ইষ্ট নহে। ২২। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বধর্ম্মপরায়ণ এবং ঈশ্বরার্পিত চিত্ত, সে,—যাহা বেদতুল্য (নিত্য ও পবিত্র) বলিয়া কথিত, সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ২৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চৌর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ স্বামিক অশীতি রক্তিকার অন্যূন সুবর্ণাপহারী, বিমাতৃগামী এবং যে ব্যক্তি ইহাদিগের (অন্যতমের সহিত) সংসর্গ করে, সে—ইহারা

অর্থাৎ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিগণ মহাপাতকী। যে ব্যক্তি (প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ মহাপাতকীর সহিত) একবৎসর সংসর্গ করে, সে পতিত মহাপাতকী হয়। যে শয্যাসনে সর্ব্বদা উপবেশন করে অর্থাৎ লঘু সংসর্গ করে, সেই ব্যক্তিই (এক বৎসরে) পতিত হয়। আর দ্বিজ, যাজন, যজন যোনিসম্বন্ধ ও অধ্যয়ন, (অধ্যাপন) জ্ঞানপূর্ব্বক ইহার অন্যতম কার্য্য করিলে, বা সহ ভোজন অর্থাৎ ভাজমহাপাতকীর সহিত এক পাত্রে এক সময়ে তদীয় অন্ন ভোজন করিলে সদ্য পতিত হয়, অর্থাৎ মহাপাতকীর সহিত জ্ঞানতঃ ঈদৃশ গুরুতর সংসর্গে সদ্যঃ পাতিত্য হয়; যে দ্বিজ (প্রকৃত তত্ত্ব) না জানিয়া ও অনবধানতা বশতঃ (মহাপাতকীর নিকট) অধ্যয়ন করে, (বা মহাপাতকীকে অধ্যাপিত করে) সে, এবং যে সহাধ্যয়ন করে সে, এক বৎসরে পতিত হয়। ১—৪। * ব্রহ্মহত্যাকারী বনে কুটীর করিয়া আত্মশুদ্ধ্যর্থ শব শিরোধ্বজ অর্থাৎ স্বকরস্থিত ঊর্দ্ধমুখদণ্ডাগ্রে, হত ব্রাহ্মণের তদভাবে, অন্য কোন মৃত ব্রাহ্মণের কপাল স্থাপন এবং ভিক্ষাকরত তাহাতে দ্বাদশবর্ষ বাস করিবে। ৫। ব্রাহ্মণের গৃহ বা দেবালয়ে প্রবেশ করিবে না, আপনিই আপনার নিন্দা করিয়া, (ভিক্ষা চাহিবে), এবং বিনাশিত ব্রাহ্মণকে (অনুতাপের সহিত) স্মরণ করিবে। ।৬। প্রত্যহ, যে সময়ে অগ্নি নির্ধূম হইয়া যায়, ভোজন ঘটিতকথাবার্ত্তা, তিরোহিত হয়, সেই সময়ে, অর্থাৎ বিশেষ অপরাহ্নে অসঙ্কীর্ণ জাতির ভিক্ষোপযুক্ত সাতটী মাত্র বাটীতে প্রত্যহ ধীরে ধীরে উপস্থিত হইবে, (একটী বাটীতে ভিক্ষা না মিলিলে বা প্রাণ ধারণের অনুপযোগী স্বল্প ভিক্ষা মিলিলে আর এক বাটীতে যাইবে। এইরূপ ক্রমে সাত বাটি পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিতে পারিবে, তাহাতেও যদ্যপি ভিক্ষা না মিলে, তথাপি অন্যত্র গমন করিবে না, সে দিন উপবাসী থাকিবে। ৭। অথবা পাপক্ষয়ার্থ মরণের জন্য অনশন করিবে, ভৃগুপতন করিবে অর্থাৎ উচ্চস্থান হইতে পতিত হইবে কিম্বা জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে, অথবা জলে প্রবেশ করিবে, (ইহাই) আদ্য অর্থাৎ প্রথম কল্প (২)। ৮। ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ কি গাভী রক্ষার্থ সংযুক্ত অর্থাৎ লৌকিক স্বার্থশূন্য চিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে পাপশূন্য হইবে (৩) অথবা ঐ অবস্থায় দীর্ঘ চুশ্চিকৎস্য রোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণকে নীরোগ করিলে (নিষ্পাপ হইবে (৪)। ৯। যে দ্বিজ অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃত স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে শুদ্ধ হয় (৫) সে, বিদ্বান ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলেও অর্থাৎ ক্ষুধাবসন্ন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে অন্নদান দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, (৬) অর্থাৎ অশ্বমেধা বভৃত স্নান বা ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ১০। ব্রহ্মঘাতী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিবে, (তাহাতেই পাপ মুক্ত হইবে) (৭) কিম্বা সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে (৮)।১১। অথ সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, উত্তপ্ত অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিবে, যখন তদ্দ্বারা দগ্ধদেহ হইবে, তখন সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। মূলে সতদা না হইয়া সতয়া হইবে ১২। কিম্বা অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত গোমূত্র অগ্নিবর্ণ দ্রবীভূত গোময় অগ্নিবর্ণ দুগ্ধ অগ্নিবর্ণ ঘৃত বা অগ্নিবর্ণ জল পান করিয়া গতপ্রাণ হইলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে (১)। ১৩। অথবা আর্দ্রবস্ত্র, ও পবিত্র হইয়া নারায়ণরূপী শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া, সেই অর্থাৎ সুরাপানজনিত পাপ

---

* যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যোনিসম্বন্ধ এবং সহভোজন ও লঘু গুরুভেদে দ্বিবিধ। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞাদির যজন যাজন উপনয়ন সমেত বেদাধ্যয়ন, তাদৃশ বেদাধ্যাপন এবং বিবাহপূর্ব্বক যোনি সম্বন্ধ পতিতের সহ একপাত্রে পতিত কৰ্ত্তান্ন ভোজন, এই সকল গুরুতর সংসর্গ অষ্টকাদি যজ্ঞের যজন, যাজন, কেবল বেদাধ্যয়ন বা বেদাধ্যাপন, এবং বিবাহানন্তর পাপচারিণী নিজ পত্নীর সহ যোনিসম্বন্ধ পতিকের সহ একপাত্রে অপতিতের পকান্ন ভোজন, এই সকল সংসর্গ। এক্ষণে দেখ। জ্ঞানকৃত গুরুতর সংসর্গ যজন যাজনাদিতেই সদ্যঃ পাতিত্য। অজ্ঞানকৃত হইলে দুই দিনে; অজ্ঞানকৃত পাপ জ্ঞানকৃত পাপের অর্দ্ধ। অতএব "অজ্ঞানবশতঃ অধ্যয়ন করিলে এক বৎসরে পতিত হয়" উক্ত হইয়াছে এ স্থলের অধ্যয়ন পূর্ব্বোক্ত লঘু অধ্যয়ন, ইহা জ্ঞাতব্য।

শান্তির জন্য ব্রহ্মহত্যাব্রত (দ্বাদশ বার্ষিকব্রত) আচরণ করিবে (২)। ১৩—১৪। অথ সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত। স্বর্ণস্তেয়ী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি উক্তরূপ সুবর্ণ অপহরণ করিলে, রাজার নিকট গমন করিয়া নিজদোষ কীর্ত্তন করত "আপনি আমাকে শাসন করুন" এই কথা একবার বলিবে। (মূলে "স্বর্ণস্তেয়ী সকৃৎ" স্থলে, পুস্তক বিশেষে "সুবর্ণস্তেয়কৃৎ" পাঠ আছে তাহা সুসঙ্গত, ইহার অনুবাদ পূর্ব্ববৎ কেবল "একবার" কথাটা উঠিয়া যাইবে)। ১৫। রাজা স্বয়ং মুষল গ্রহণ করিয়া তাহাকে অর্থাৎ সুবর্ণ চোরকে একবার আঘাত করিবে, তাহাতে সে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইবে (১) অথবা ব্রাহ্মণ বধদণ্ড না থাকায় তপস্যা দ্বারাই পাপ মুক্ত হইবে। (অথবা ব্রাহ্মণের বধদণ্ড না থাকায় তপস্যাই শুদ্ধিজনক) অথবা শব্দ থাকায় ক্ষত্রিয়াদি ও যথাশাস্ত্র তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইবে বুঝা যাইতেছে। ১৬। (মুসলাঘাতের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশার্থ কথিত হইতেছে) বহু অন্বেষণের পর, বধোপযোগী মুষল কিম্বা লগুড় অথবা উভয়ত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ তীক্ষ্ণাগ্র ও তীক্ষ্ণমূল) লৌহময় দণ্ড কর দ্বারা গ্রহণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া ধাবমান উন্মুক্তকেশপাশ চোর, নিজকর্ম্মকীর্ত্তন করত আমাকে শাসন কর; এইরূপ বলিলে, তৎপরে রাজা চোর এবং সেই পাপকে আঘাত করিবে অর্থাৎ চোরকে আঘাত করায়, পাপও আহত হইয়া থাকে, কেন না সেই আঘাতই পাপনাশক। এই বচনটীর সংস্কৃত টীকা প্রদত্ত হইতেছে; "ধাবতা স্বাশ্রয় পুরুষ ধাবচেনর্না ত্যর্থং সঞ্চলতা শিথিল কুন্তলকলাপে নোপলক্ষিতঃ স্তৈনইত্যুহং কর্ম্মাণি সুবর্ণহরণ তদুপায়াদ্যাম্ভকান আচক্ষাণঃ কীর্ত্তয়ন্ মাংশাধি এব মাচক্ষাণো ভবতি কাকাক্ষিগোলকন্যায়েন সকৃদুচ্চরিতস্য বক্তামন্বয়ঃ অনু পশ্চাৎ রাজা স্তেনং তৎপাপঞ্চ জুদাত হন্যাৎ"। ১৭—১৮। অনন্তর তাহাতে মৃত্যু হউক আর মুক্তিই হউক, সেই স্তেয় জানত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে (ইহা জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত)। রাজা তাহাকে শাসন না করিলে, রাজাই চৌর্য্য-পাপভাগী হইবে। ১৯। অন্য ব্যক্তির অর্থাৎ ব্রাহ্মণের), স্বর্ণচৌর্য্যজনিত পাপ, তপস্যা দ্বারা গলিয়া যায়, সুতরাং (তপস্যার্থী) দ্বিজ, চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া বনমধ্যে ব্রহ্মঘাতীর ব্রত অর্থাৎ দ্বাদশ বার্ষিকব্রত করিবে (২)। ২০। অথবা দ্বিজ, অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথ স্নান করিয়া পূত হইতে পারিবে। ৩। অথবা ব্রাহ্মণদিগকে আত্মশরীরের সমপরিমাণ সুবর্ণ প্রদান করিবে (৪)। ২১। অথবা স্বর্ণহারী ব্রাহ্মণ, তৎপাপক্ষয়ার্থ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া এক বৎসর ব্রতচর্য্যা করিবে (৫)। ২২। অথ বিমাতৃগমন প্রায়শ্চিত্ত। কামমোহিত ব্রাহ্মণ, অভিলষিত গুরুপত্নীগমন করিলে অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিমাতৃসংসর্গ করিলে, কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত উত্তপ্ত (অগ্নিবৎ দেদীপ্যমান) স্ত্রীমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিবে। ঐ মূর্ত্তি আলিঙ্গনে দগ্ধদেহ হইয়া মরণ হইলে, পাপমুক্ত হইবে (১)। ২৩। অথবা আপনিই শিশ্ন এবং অণ্ডকোষ কর্ত্তনপূর্ব্বক তাহা অঞ্জলিতে করিয়া, যতক্ষণ দেহপাত না হয়, ততক্ষণ অবক্রগতিতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গমন করিবে। (২) (মূলে "উৎকৃত্যোদথবা" না হইয়া "উৎকৃত্যাধায় বা" হইবে)। ২৪। অথবা পিতার জন্য (গুরুর প্রাণ রক্ষার্থ বা সর্ব্বস্ব রক্ষার্থ) হত হইলে শুদ্ধ হইবে (মূলে "গুর্ব্বর্থে বহবঃ" না হইয়া "গুর্ব্বর্থে বা হতঃ" হইবে)। অথবা ব্রহ্মহত্যার ব্রত (দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত) করিবে (৩) অথবা, কর্কটযুক্ত বৃক্ষশাখা আলিঙ্গন করিয়া থাকিলে এক বর্ষে (শুদ্ধ হইবে) (৪)। ২৫। বিপ্র নিয়ত অর্থাৎ সংযত হইয়া অধঃশয়ন করিবে এবং এক বৎসর চীর বস্ত্র পরিধান করিয়া একাগ্রচিত্তে প্রাজাপত্য করিবে; তাহাতেই বিমাতৃগামী পাপমুক্ত হইবে (৫)। ২৬। দ্বিজশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথ স্নান করিয়া বিশুদ্ধ হইবে। (৬)। নির্ধন ব্যক্তি (উপযুক্ত দান করিলে ধনীর পাপ ক্ষয় হয়, ইহা জানাইবার জন্য "নির্ধন" কথাটীর উল্লেখ হইল) যত্ন সহকারে সদা-ব্রত ব্রহ্মচারী, ও অষ্টমকালে ভোজন-নিরত (তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিন রাত্রিকালে ভোজন করে, যে) হইয়া, (রজনী সমস্তেই) দণ্ডায়মান, কিম্বা উপবিষ্ট হইয়া

থাকিবে, এবং অধঃশায়ী হইবে (এইরূপ) তিন বৎসর পরে সেই পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবে (৭)। ২৭।২৮। অথবা পাঁচটী চন্দ্রায়ণ করিবে (৮) কিম্বা চারিটী চন্দ্রায়ণ করিবে তাহাতেই বিশুদ্ধ হইবে (৯) অথ সংসর্গজ মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত। দ্বিজ, লোভ পূর্ব্বক যে পতিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করিবে, পাপক্ষয়ার্থ একবার মাত্র তদীয় ব্রত অর্থাৎ তদীয় ব্রতের পাদন্যূন ব্রত করিবে। (১) অথবা নিরালস্য হইয়া এক বৎসর "তপ্ত-কৃচ্ছ্র" করিবে (২) পতিত সংসর্গী ব্যক্তিগণের মধ্যে ঈদৃশ লোকই নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। ।২৯।৩০। যান্মাসিক লঘু সংসর্গ—হইলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এই সকল পবিত্রতা জনক কার্য্য মহাপাতকীর পাপ বিনষ্ট করে। ৩১। পৃথিবীস্থিত পুণ্যতীর্থ পর্য্যটনেও নিষ্কৃতি হয়। হে বিপ্রগণ—কামমোহিত ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মহত্যা, সুবর্ণ হরণ এবং বিমাতৃগমন, এই সকল মহাপাতক করিলে, পুণ্যতীর্থে একাগ্রচিত্তে অনশন করিবে। ৩২। ৩৩। অথবা দেবাদিদেব মহাদেবকে ধ্যান করত, জলে অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। কর্ম্মাভিজ্ঞ, মুনিগণ (ইহাদিগের) অপর কোনরূপ নিষ্কৃতির উপায় জানিতে পারেন নাই। * । ৩৪।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

* ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত।

(১) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার।

(২) চিহ্নিত অনশনাদি চতুর্ব্বিধ উপায়ের অন্যতম অবলম্বনে মৃত্যু—জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত। দ্বাদশবার্ষিক ব্রত আরম্ভ করিয়া তাহা সমাপ্ত না হইতে (৩) (৪) (৫) (৬) চিহ্নিত কার্য্য সকলের মধ্যে যে কোন একটী কার্য্য করিলেই তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইবে, দ্বাদশবর্ষ সমাপ্তিকাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। শূলপাণি বলেন (৬) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। ধনবান্ নির্গুণ ব্যক্তি অজ্ঞানতঃ নির্গুণ ব্রাহ্মণ বধ করিলে (৭) চিহ্নিত কার্য্য করিবে তাহাতেই পাপক্ষয় হইবে। আর ধনবান্ না হইলে (৮) চিহ্নিত কার্য্য করিবে ঐ কার্য্য যৎকালে, রেলওয়ে ইষ্টিমার প্রভৃতি হয় নাই তখন যেরূপ কষ্টে করিতে হইত এখন ও তদ্রূপ কষ্ট ভোগ করিয়া পদব্রজে গমন পূর্ব্বক করিতে পারিলেই উক্ত পাপক্ষয় হইবে)।

সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত।

নবম অধ্যায়।

বিপ্র * জ্ঞানপূর্ব্বক কন্যা, ভগিনী বা পুত্র-

(১) চিহ্নিত অগ্নিবৎ অত্যুষ্ণ সুরা পানাদি ষড়বিধ উপায়ের যে কোন একটী অবলম্বন করায় মৃত্যু হইলে জ্ঞানকৃত সুরাপান পাপ নিবৃত্তি হইবে।

(২) চিহ্নিত কার্য্য অজ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত।

সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত।

(১) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে।

(২) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে ব্রাহ্মণের পক্ষে এবং অজ্ঞানকৃত পাপে ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে।

(২) চিহ্নিত কার্য্য আরম্ভের পর সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বে (৩) চিহ্নিত কার্য্য করিলে, তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ জ্ঞান কৃত পাপ হইতে, এবং ক্ষত্রিয়াদি অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। শূলপানি বলেন। (৬) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। যে ব্যক্তি বন্ধুগাদি ভ্রমে স্বর্ণাপহরণ করিয়াছে (৪) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত তাহার পক্ষে। সপ্তরত্তিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ স্বামিক সুবর্ণ হরণে (৫) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত।

গুরুদার গমন প্রায়শ্চিত্ত। জ্ঞানকৃত বিমাতৃ গমনে (১) (২) চিহ্নিত (মরণান্ত) প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানকৃত পাপে (৩) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ বিমাতার সহিত অসম্পূর্ণ সঙ্গম হইলে (৪) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনে (৫) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। (৩) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বে (৬) চিহ্নিত কার্য্য করিলেই শুদ্ধ হইবে। ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনেও (৬) প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। (শূলপাণি বলেন ইহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। অজ্ঞানকৃত বিমাতৃগমনে (৭) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনে (৮) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত, সগুণের পক্ষে ঐ স্থলে (৯) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত, মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের বৈকল্পিক সুতরাং যে পাপে মরণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে, সেই পাপে পাপী হইলে চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রতও করিতে পারে।

সংসর্গজ মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে (১) চিহ্নিত ও অজ্ঞানকৃত পাপে (২) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। মরণ কিছু আর পাদন্যূন হয়না, সুতরাং মরণের বৈকল্পিক চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক প্রায়শ্চিত্তের পাদন্যূন অষ্টাদশ বার্ষিক ব্রত জ্ঞানকৃত সংসর্গজ পাপের উচ্চ প্রায়শ্চিত্ত।

* বিপ্র,—সকল বর্ণের প্রধান বলিয়া স্থানে স্থানে বিপ্র ব্রাহ্মণ ইত্যাদিরূপে কর্ত্তৃনির্দ্দেশ থাকে, বস্তুতঃ তাহা কিছুই নহে, সকল জাতিই তাহার লক্ষ্য এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয়। বিস্তার করিয়া লইবার ভার পাঠকের উপর থাকিল।

বধূ, গমন করিলে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিবে, ইহা নিয়ম। ১। মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পিতৃস্বসা ও ভাগিনেয়ী গমন করিলে, পৈতৃস্বস্রেয়ী, মাতুঃস্বস্রেয়ী গমন করিলে কিম্বা মাতুলকন্যা গমন করিলে, সুসমাহিত-চিত্তে, প্রাজাপত্যাদি আচরণপূর্ব্বক চার বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে (এই সকল পাপ অনুপাতকের মধ্যে গণিত, সুতরাং ইহা জ্ঞানকৃত হইলে ইহারও বিমাতৃ গমনবৎ প্রায়শ্চিত্ত, "প্রাজাপত্যাদি" এস্থলে আদিশব্দ থাকায় প্রয়োজনমত জ্ঞানকৃত স্থলে প্রায়শ্চিত্তের গুরুলাঘব করা যাইতে পারে। জ্ঞানকৃত, অজ্ঞানকৃত, বলাৎকারকৃত, সগুণ-পুরুষকৃত ইত্যাদি ভেদে বিবিধ ব্যবস্থা হইতে পারে "আদি" শব্দ থাকায় কোন দিকেই নূনতা নাই) ভার্য্যার সখী গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে এবং শ্যালী গমন করিলে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া "তপ্তকৃচ্ছ্র" করিবে (এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যান্তর প্রদত্ত হইতেছে যথা) মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পিতৃস্বসা এবং ভাগিনেয়ী গমন করিলে প্রাজাপত্যাদিপূর্ব্বক চার বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে। পিতৃস্বস্রেয়ী মাতৃস্বস্রেয়ী, গমন করিলে কিম্বা মাতুলকন্যা গমন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ভার্য্যাসখী গমন বা শ্যালী গমন করিলে, অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া "তপ্তকৃচ্ছ্র' করিবে। * রজস্বলা গমনে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২—৫। ক্ষত্রিয় সহিত সংসর্গ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, অথবা "পরাক' ব্রত দ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে ভগবান্ স্বয়ম্ভু এই কথা বলেন (সকৃদ্ব্যভিচরিত ক্ষত্রিয় পত্নী গমনে—ক্ষত্রিয়ের চান্দ্রায়ণ, তথাবিধ ক্ষত্রিয়পত্নী গমনে ব্রাহ্মণের "পরাক" ব্রত। ক্ষত্রিয়,—জ্ঞানত, ক্ষত্রিয়পত্নী গমন করিলে দ্বিবার্ষিক ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ, সংক্লেক বার্ষিক ব্রত করিবে। দ্বিজ, মণ্ডুক, নকুল, কাক, বিড়বরাহ, মূষিক এবং কুকুর, মার্জ্জার, হনন করিলে "ষোড়শাখ্য" অর্থাৎ ষড় দিন সাধ্য ব্রত বিশেষ মহা ব্রত করিবে। জ্ঞানকৃত বধে এই প্রায়শ্চিত্ত। (মূলে "ষোড়শাখ্য" এই স্থলে 'শিশুকৃচ্ছ্র" পাঠ পুস্তকবিশেষসম্মত, শিশুকৃচ্ছ্র পাদকৃচ্ছ্রের সমান) অথবা মার্জ্জার নকুল এবং কুকুর (পূর্ব্বোক্ত মণ্ডুকাদি) বধ করিলে, আলস্যশূন্য হইয়া ত্রিরাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে কিংবা এক যোজন পথ গমন করিবে অজ্ঞানকৃত বধে এই দুইটী প্রায়শ্চিত্ত। দ্বিজ অশ্ববধ করিলে, দ্বাদশ দিন সাধ্য প্রাজাপত্য করিবে। ৬। ৮। দ্বিজোত্তম সর্পবধ করিলে লৌহময়ী অভ্রি (খনিত্র বিশেষ) প্রদান করিবে বলাকা রঙ্কব মূষিকা বিশেষ কৃতলম্ভক বরাহ তিল-দ্রোণ তিলাট তিত্তিরি অথবা শুক, হত্যা করিলে দ্বিবর্ষ বয়স্ক গো দান করিবে ক্রৌঞ্চ হনন করিলে ত্রিহায়ন বৎস দান করিবে। ৯। ১০। হংস বলাকা বক টিট্টিভ বানর এবং ভাস পক্ষী বধ করিলে স্বয়ং ব্রাহ্মণকে গো দান করিবে। শিশু বলাকা-বধে বৎসতরী দান এবং অপর বলাকা বধে গো দান করিবে। ১১। মাংসাশী পশু বধ করিলে পয়স্বিনী ধেনু অমাংসাশী পশু বধ করিলে, বৎসতরী ও উষ্ট্র বধ করিলে রেতি স্বর্ণদান করিবে। (সকৃৎ অজ্ঞানবিষয়ক এই বচন) ১২। অস্থিযুক্ত নিকৃষ্ট প্রাণিবধে ব্রাহ্মণকে (প্রাণীর ক্ষুদ্রত্বাদি অনুসারে) কিঞ্চিৎ দান করিবে (মূলে "জীবিতে চৈব তৃপ্তায়" স্থলে "কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায়" হইবে) অস্থিশূন্য প্রাণিবধে প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৩। ফলদ বৃক্ষ ছেদনে ফলোপেত গুল্ম বল্লী লতা ছেদনে এবং ফলোপেত বীরুধ ছেদনে ঋক্‌শত (সাবিত্র্যাদি শতমন্ত্র) জপ করিবে। পুষ্পযুক্ত এই সকল বৃক্ষাদি ছেদনে ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রমাদতঃ গোহত্যা করিলে চান্দ্রায়ণ বা পরাক ব্রত করিবে*। ১৫। জ্ঞান

* এই ব্যাখাতে আর পূর্ব্বে ব্যাখ্যাতে যে কিছু প্রায়শ্চিত্ত লাঘব দৃষ্ট হয়, তাহা অজ্ঞান, অসম্পূর্ণ সম্ভোগ এবং ঐ সকল স্ত্রীদিগের ব্যভিচার ইত্যাদি রূপ লাঘবজনক হেতু উদ্ভাবন করিয়া মীমাংসিত করিবে। মূলে "আরুহ" ও "গত্বা" কথায় উল্লেখ থাকায় জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানতঃ আরোহণ মাত্রেরি প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে। "গত্বা" ইহাও আরোহণের সমানার্থক। প্রকৃতসম্ভোগ প্রায়শ্চিত্ত জ্বলন্ত 'অনলে প্রবেশ, ইহা অনুকৃষ্ট করিয়া লইবে, ইহা পক্ষান্তর। ভবিষ্যতে ও প্রায়শ্চিত্ত গুরু লাঘব মীমাংসা।—অভ্যাস, অনভ্যাস, জ্ঞান, অজ্ঞানাদিভেদে করিয়া লইবে।

পূর্ব্বক ইহার বধ করিলে, মনুষ্যহরণ স্ত্রীহরণ গৃহহরণ বাপী কূপাদির জল হরণ করিলে,চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। অপরের গৃহ হইতে, অল্প মূল্য দ্রব্য অপহরণ করিলে, আত্মশুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য করিয়া সান্তপন ব্রত করিবে। "ধান্যাদি ধন অপহরণ করিলে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে।—১৬—১৮। তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষ, পুষ্প, ফল, চেল, চর্ম্ম ও আমিষ হরণ করিলে, তিন দিন উপবাস করা বিধি। মণি, প্রবাল, রত্ন, সুবর্ণ, রজত, লৌহ, কাংস্য এবং প্রস্তরাদি হরণ করিলে দ্বাদশদিন উপবাস করা বিধি। ১৯।২০। দ্বিশফ অর্থাৎ গবাদি এক শফ অর্থাৎ অশ্বাদি হরণ করিলে এই ব্রতই অর্থাৎ দ্বাদশ দিন উপবাস হইবে। পক্ষী ও ওষধি হরণে তিন দিন মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। দেবোদ্দেশে হত মাংস ভোজনে দোষ নাই। (অপর মাংস ভোজনে) চান্দ্রায়ণ করিবে, অথবা দ্বাদশাহ উপবাস করিয়া "কুষ্মাণ্ড" মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। এই বিধিদ্বয়, এবং নিম্নলিখিত বিধিসকল, জ্ঞানাজ্ঞান অভ্যাস অনভ্যাসাদি ভেদে মীমাংসনীয়। ২২। নকুল উলূক বা মার্জ্জার ভোজন করিলে সান্তপন করিবে, কুক্কুর ভোজন করিলে, প্রজাপত্য ব্রত এবং শুভ নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। পূর্ব্ববিধান অর্থাৎ কার্পাস উপবীতাদি গ্রহণ বিধি, অথবা পূর্ব্বাচার্য্যকৃত উপায়ন বিধি অনুসারে পুনঃ সংস্কার করিবে। শলল, বলাকা, হংস, কারণ্ডব, অথবা চক্রবাক ভোজন করিলে, দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। কপোত, টিট্টিভ, ভাস, শুক, সারস, জলৌক, বা জালপাদ ভোজন করিলে এই ব্রত অর্থাৎ দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। শিশুমার, মাষ,মৎস্য, মাংস, অথবা বরাহ ভোজন করিলেও এই ব্রত করিবে। কোকিল মৎস্যাদ, মণ্ডুক বা ভুজঙ্গ, ভোজন করিলে এক মাস গোমূত্র সিদ্ধ যাবক মাত্র আহার দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। জলচর, জলজ, রাক্ষসনাশিতপত্রাদি, অথবা রক্তপাদ ভোজন করিলে, সপ্তাহকাল ইহাই অর্থাৎ গো মূত্র সিদ্ধ যাবকাহার করিব যৌবষণ্ডকৃত পশু প্রভৃতির মাংস বা বাহা,যাত্র আম ভক্ষণোদ্দেশে কৃত বৃথা মাংস বা অন্নাদি ভোজন করিলে তৎ পাপ ক্ষয়ার্থ এই ব্রত অর্থাৎ সপ্তাহ গোমূত্র সিদ্ধ যাবকাহার করিবে। কপোত, কুঞ্জর, শিগ্রু, কুক্কুট, রজকা অথবা কুম্ভীর ভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে, পলাণ্ডু, বা লশুন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ২৩—৩১। বার্ত্তাকু (শ্বেত বার্ত্তাকু) এবং তণ্ডুলীয় ভোজনে, প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে, অশ্মাতক বা উপেত ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৩২। অলাবু (বর্ত্তুলাকার), গৃঞ্জন ভোজন করিলে এই ব্রত অর্থাৎ প্রজাপত্য করিবে। ৩৩। নরভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র করিলে শুদ্ধ হইবে। বৃথা অর্থাৎ দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে পক্ক কৃসর সংযাব (মোহনভোগ) পায়স, পিষ্টক শষ্কুলী অর্থাৎ পিষ্টক বিশেষ ভোজনে এই ব্রত অর্থাৎ তপ্তকৃচ্ছ্র এবং তদুপরি ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধি লাভ করিবে। অপেয় দুগ্ধ পান করিলে (সকলেই), বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী মাসার্দ্ধ অর্থাৎ একপক্ষ গোমূত্র সিদ্ধযাবক ভোজন করিলে তবে শুদ্ধ হইবে। অনির্দ্দশা অর্থাৎ যাহার প্রসব দিন হইতে দশদিন অতিবাহিত হয় নাই তাদৃশ গাভীর দুগ্ধ, মহিষ দুগ্ধ, অজ দুগ্ধ অর্থাৎ অনির্দ্দশা মহষী-দুগ্ধ, অনির্দ্দশা অজা দুগ্ধ সন্ধিনী (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অং ১৬৯ দেখ) অথবা বিবৎসা গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ পান করিলে এই ব্রতই করিবে। এই সকল দুগ্ধ বিকার, অর্থাৎ দধি প্রভৃতি পান করিলে অথবা অজ্ঞানতঃ ইহা পান করিলে, সাতদিন গোমূত্র সিদ্ধযাবক ভোজী হইয়া থাকিলে পরে বিশুদ্ধ হইবে। নবশ্রাদ্ধ, জননাশৌচ অথবা মরণাশৌচের, অন্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ একাগ্র চিত্তে চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যাহার পরিণাম অপকৃষ্ট নহে, সেই নিত্যকার্য্য— যাহার হয় না; দ্বিজাতি, তাহার অন্ন ভোজন করিলে, সেই জন্যই বিশেষরূপে চান্দ্রায়ণ করিবে,এতদ্ভিন্ন সকল অভোজ্যান্ন ব্যক্তিগণের (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায় ১৬০ শ্লোক দেখ) অন্ন, উপস্কৃত অন্ন ভোজন অন্ত্য অর্থাৎ অশুচি জাতির অন্ন অথবা অত্যান্নীর অন্ন অর্থাৎ প্রেতের মাসিকাদি প্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত কর্ত্তব্য, ইহ

কথিত হইয়াছে। দ্বিজ, সম্যক্ অর্থাৎ জ্ঞানত চাণ্ডালান্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ।৩৪—৪১। দ্বিজাতি তিন বর্ণ—অজ্ঞানতঃ বিষ্ঠা, মূত্র বা সুরা-সংসৃষ্ট বস্তু ভোজন করিলে পুনঃ সংস্কারভাগী হইবে। ৪১। অজ্ঞানতঃ মাংসাশী পক্ষীর মূত্র বিষ্ঠা ভোজন করিলে ঐ ভোক্তাদিগের মধ্যে দ্বিজাতিগণ মহা সান্তপন করিবে। ৪৩। ভাস, মণ্ডুক, কুরর, কিংবা কাকভোজন করিলে প্রজাপত্য করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্লিষ্ট ভোজনে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৪৪। সুরাভাণ্ডস্থিত জলপানে, ক্ষত্রিয় তপ্তকৃচ্ছ্র, বৈশ্য তিন প্রাজাপত্য, (এবং ব্রাহ্মণ) চান্দ্রায়ণ করিবে। ৪৫। দ্বিজ কুক্কুরোচ্ছিষ্ট কিংবা পীতাবশিষ্ট পান করিলে, তিন দিন গোমূত্রসিদ্ধ যাবক আহার করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ৪৬। যদি মূত্র পুরীষাদি স্পৃষ্ট জল পান করে, তাহা হইলে, শরীর শোধক সান্তপন ব্রত করিবে। ৪৭। যদি অজ্ঞানতঃ চণ্ডালের কূপজল বা ভাণ্ডস্থিত জল পান করে, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ পাপনাশক সান্তপন ব্রত করিবে। ৪৮। দ্বিজোত্তম, চাণ্ডাল-স্পৃষ্ট জল পান করিলে ত্রিরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্যপান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইবে। ৪৯। মূঢ়াত্মা দ্বিজোত্তম, জ্ঞানপূর্ব্বক মহাপাতকী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া বিনা স্নানে ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে, অন্য জাতি (শূদ্র) বিবাহ করিলে বিবাহ কর্ত্তা মহাপাতকী হইবে। পাতকীর সহ সংসর্গে তাহার পাতকিত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৫২। অন্য জাতি কন্যার সহিত মাত্র বিবাহ হইলে বিবাহকর্ত্তার চতুর্ব্বিংশতি প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত, ইহা সংসর্গ প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ অর্থাৎ বিবাহপূর্ব্বক সম্ভোগ করিলে অর্দ্ধ-চত্বারিংশৎ প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর তাহাতে পুত্রোৎপাদন করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাই। ৫২। অজ্ঞানতঃ মহা পাতকী, চণ্ডাল বা রজস্বলা স্পর্শ করিয়া ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৫৩। স্নান জলে আর্দ্র থাকা অবস্থায় ভোজন করিলে অহোরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইবে; আর জ্ঞানপূর্ব্বক তাহা করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে; ভগবান্ স্বয়ম্ভূ এই কথা বলেন। ৫৪। শুষ্কমাংসাদি পর্য্যুষিতাদি এবং দূষিত গন্ধযুক্ত বস্তু ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ উপবাস করিবে। ৫৫। অভিচার অর্থাৎ মারণ উচ্চাটনাদি কার্য্য অথবা অযোগ্য কার্য্য করিলে, তিন প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে; দ্বিজ, ব্রাহ্মণাদি বিনাশিত ব্যক্তিগণের অর্থাৎ দাহ প্রতিবন্ধক দোষসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দাহাদি করিলে গোমূত্রসিদ্ধ যাবকাহার করিয়া প্রজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রভাতে, তৈলাভ্যক্ত হইয়া মূত্র বিষ্ঠা পরিত্যাগ শ্মশ্রুকর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষৌর বা মৈথুন করিলে, অহোরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। দ্বিজোত্তম, সাগ্নিক এক দিন অগ্নিতে হোম না করিলে ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ত্রিরাত্র ঐরূপ করিলে ষড়াহ উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অজ্ঞানতঃ দশাহ বা দ্বাদশাহ অগ্নিত্যাগ করিলে, তৎপাপক্ষয়ার্থ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে দ্রব্য গ্রহণ করিলে, সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বিধিপূর্ব্বক প্রাজাপত্য করিবে, তাহা হইলে শুদ্ধ হইবে, ভগবান্ প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মা এই কথা বলেন। দ্বিজগণ মরণোদ্দেশে অনশন করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত, অর্থাৎ কোনরূপে জীবন প্রাপ্ত কিংবা প্রব্রজ্যাচ্যুত হইলে তিন প্রাজাপত্য এবং তিন চান্দ্রায়ণ করিবে। অনন্তর জাতকর্ম্মাদিসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধ হইবে এই ব্রত ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে করিবে। ৬৪। ব্রহ্মচারী, ব্যাপক অর্থাৎ বিশেষ কারণবশতঃ একবার দৈনিক সন্ধ্যোপাসনা করিতে না পারিলে বা ঐরূপ অগ্নিতে সমিধাহুতি দিতে না পারিলে একভক্ত হইয়া এবং যদি রাত্রিতে হয় অর্থাৎ একবার সায়ংসন্ধ্যা বা সায়ংকালে আহুতি প্রদান না হয় তাহা হইলে, নক্ত ব্রতী হইয়া, স্নানান্তে, পবিত্র চিত্তসংযম এবং সমাধান অবলম্বনপূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্রগায়ত্রী জপ করিবে। মূলে "অনুপাসিত সিদ্ধ্য তৎ ব্যাপক বাঁশৈচ অজস্রং সং" না হইয়া অনুপাসিত সন্ধ্যস্তু ব্যাপক বর্শৈচা অহশ্চান্নং" হইবে)। ৬৫—৬৬। গৃহস্থ যদি

প্রমাদতঃ সন্ধ্যা না করে, কিম্বা স্নাতকব্রতের লোল্য অর্থাৎ নড়চড় করে (স্নাতকব্রত যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমাধ্যায় ১৫১ শ্লোক হইতে দেখ) তাহা হইলে একদিন উপবাস করিবে। ৬৭। দ্বিজোত্তম, ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগ করিলে, এক বৎসর প্রাজাপত্য করিবে। জীবিকা নির্ব্বাহের অনুরোধে ঐরূপ করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে, শেষে গো দান করিবে, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। ৬৮। আর দ্বিজ যদি নাস্তিক্যবশতঃ ঐরূপ করে, তাহা হইলে, প্রাজাপত্য করিবে। দেবদ্রোহ, বা গুরুদ্রোহ করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৬৯। জ্ঞানতঃ উষ্ট্র-যান, কিংবা গর্দ্দভ-যান আরোহণ করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে, এবং নগ্ন হইয়া স্নান করিবে না। ৭০। একমাসকাল প্রত্যহ ষষ্ঠকালে (অর্থাৎ তৃতীয় দিবসের রাত্রিকালে) আহার, সংহিতা জপ কিংবা শাকল হোম দ্বারা পাপিগণের অর্থাৎ পাপবিশেষের অভ্যাস ও পাপবিশেষের সকৃৎকরণে অন্যূন দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাধিকারী পাপিগণের পুত্রকন্থারা শুদ্ধ হইবে। ৭১। ব্রাহ্মণ, নীলীরক্ত বস্ত্র পরিধান করিলে, অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে পঞ্চগব্য পান করিলে, শুদ্ধ হইবে। ৭২। চাণ্ডালসমীপে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণঘটিত কথা বলিলে, তাহার শুদ্ধি চান্দ্রায়ণ দ্বারা হইতে পারে, তাহার আর অন্য কোনরূপে নিষ্কৃতি নাই। ৭৩। ব্রাহ্মণ, কদাচিৎ উদ্বন্ধনাদি নিহত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে, চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অথবা প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৭৪। উচ্ছিষ্ট দ্বিজ যদি আচাণ্ড হইয়া চাণ্ডালাদি অধম জাতি স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি, শুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য করিবে। ৭৫। চাণ্ডাল, সূতিকা, শব, রজস্বলা নারী, রজস্বলা স্পৃষ্ট ব্যক্তি এবং পতিতদিগকে স্পর্শ করিলে শুদ্ধির জন্য স্নান করিবে। ৭৬। চাণ্ডাল, সূতিকা, এবং শব, ইহাদিগের সংস্পৃষ্ট বস্তু প্রমাদতঃ স্পর্শ করিলে, স্নান আচমনের পর, গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৭৭। দ্বিজোত্তম, বিশেষ অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে, স্নান করিয়াও শুদ্ধ হইবে। সামান্য অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে, বিশুদ্ধির জন্য আচমন করিবে, ইহা ভগবান্ পিতামহ বলেন। ৭৮। ভোজন করিতে করিতে যদি কখন ব্রাহ্মণের বিষ্ঠা নির্গত হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ শৌচ করিয়া স্নান, তৎপরে উপবাস, অনন্তর হোম করিবে। ৭৯। দ্বিজোত্তম, চাণ্ডাল-শব স্পর্শ করিলে, প্রাজাপত্য করিবে, অনন্তর অহোরাত্র উপবাস ও আকাশস্থ নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৮০। দ্বিজ, সুরা-স্পর্শ করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিবে, তাহাতে শুদ্ধ হইবে। পলাণ্ডু, লশুন-স্পর্শে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৮১। ব্রাহ্মণ, নাভির অধোদেশে কুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, তিনদিন কেবল রাত্রিকালে দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে, আর নাভির ঊর্দ্ধদেশে দংশন করিলে, উক্ত ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত হইবে, বাহুতে দংশন করিলে, তিন গুণ ব্রত এবং মস্তকে দংশন করিলে চতুর্গুণ ব্রত হইবে,—ইহা সরক্ত দংশন বিষয় জানিবে। দ্বিজোত্তম কুক্কুর-দষ্ট হইলে স্নান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে (ইহা সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত)। ৮২—৮৩। যে নির্ধন গৃহস্থ, বিনা পীড়ায় পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া প্রত্যহ ভোজন করে, সে অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে, "অনতুরশ্চ নিধনঃ" পাঠ হইবে। ৮৪। যে ব্যক্তি, পর্ব্বকালে আহিত অগ্নির উপসনা (হোমাদি) না করে, সে এবং যে ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত না হয়, সেও অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিবে। ৮৫। যে গৃহী জল ব্যতীত বা জলে অবস্থিত হইয়া, কিংবা জলমধ্যে শারীর অর্থাৎ মূত্র, বিষ্ঠা, ত্যাগ করে, সে সবস্ত্র স্নান করিয়া ও জলস্পর্শে শুদ্ধ হইবে। মূত্র বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া জল শৌচ না করিলে কিংবা জলে থাকিয়া অথবা জলমধ্যে মূত্র বিষ্ঠাদি পরিত্যাগ করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত, ইহা বেগ ধারণে অসমর্থ হইলে তৎপক্ষে এবং অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিয়া তিন দিন উপবাস করিবে (ইহা অভ্যাস বিষয়)। যে দ্বিজোত্তম শূদ্রশবের অনুগমন করে, সে নদীকে (আবাহনপূর্ব্বক) অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রাহ্মণ, যাহাতে এক জন ব্রাহ্মণের বধ হইতে পারে, এমত অভিযুক্তি

করিয়া মিথ্যা শপথ করিলে, যবান্ন ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। মূলে "অকৃত্বা-শপথং" ইত্যাদি দুই চরণের পরিবর্ত্তে "কৃত্বাতু শপথং বিপ্রো বিপ্রস্য বধ সংযুতে" হইবে। এক পংক্তিতে ন্যূনাধিক দান করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ এক পংক্তিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণসমূহের মধ্যে কাহাকে অল্প ও কাহাকে অধিক দিলে ঐ প্রায়শ্চিত্ত। ৮৭—৮৯। শ্বপাচকের অর্থাৎ অন্ত্যাবসায়ীর ছায়া স্পর্শ করিলে স্নানান্তে ঘৃত ভোজন করিবে। অশুচি অবস্থায় আদিত্য দর্শন করিলে, "অগ্নীন্দ্রজ" মন্ত্র রক্ষা অর্থাৎ জপ করিবে। ৯০। মনুষ্যের অস্থি-স্পর্শ করিলে, স্নান করিয়াই শুদ্ধ হইবে। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াও কৃতঘ্ন হয় অর্থাৎ গুরুর কৃতী উপকার স্মরণ না করে, সে, পাঁচ বৎসর ব্রতী হইয়া সমস্ত বৎসরই অর্থাৎ প্রত্যহই ভিক্ষা করিবে। (তবে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে) ব্রাহ্মণের প্রতি (অবমান সূচক) "হুঁ" শব্দ প্রয়োগ করিলে, স্নান ও আচমনপূর্ব্বক অবশেষে প্রণামাদি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণকে তৃণ দ্বারা তাড়না করিলে, কিম্বা কণ্ঠে মৃদুভাবে বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলে, অথবা বিবাদে পরাজয় করিলে, প্রণিপাতাদি দ্বারা প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণের প্রতি প্রহারার্থ দণ্ড উদ্যত করিলে, "প্রাজাপত্য" দণ্ড আঘাত করিলে, "অতি কৃচ্ছ্র" এবং শোণিতপাত করিলে, "কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্র" ব্রত করিবে, গুরুর প্রতি তিরস্কার করিলে, তৎপাপের শুদ্ধিজনক "প্রাজাপত্য" ব্রত করিবে। ৯১—৯৫। দেবতা বা ঋষির সম্মুখে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ বা কাহারও উপর উচ্চ স্বরে তিরস্কার করিলে তৎপাপক্ষয়ার্থ (জ্ঞানাজ্ঞানভেদে) একদিন বা দুইদিন উপবাস করিবে। ৯৬। উলূকাদি জন্তুঃ অর্থাৎ মীমাংসাদি শাস্ত্রবিষয়ক বিবাদে ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিলে স্বর্ণ দান করিবে। বিত, দেবোদ্যানে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিলে, এবং আচ্ছন্ন পত্রাদি ছেদন করিলে, শুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ-দ্রোহ, বৃদ্ধিতে, দেবতায়তনে, মূত্র ত্যাগ করিলে, সে শিশ্ন স্থানে অস্ত্রাঘাত করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ দেবনিন্দা, ঋষিনিন্দা, কিম্বা বেদনিন্দা করিলে, সম্যক্ প্রকারে প্রাজাপত্য করিবে। অকৃত প্রায়শ্চিত্ত ঐ সকল ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে, স্নান করিয়া দেবপূজা করিবে। ৯৭—১০০। স্ত্রীলোক যদি বাল্যকালে মহাপাতক করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও পিতার দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বোলতাপ্রযুক্ত স্বয়ং অসমর্থ বলিয়া পিতার দ্বারা বলা হইয়াছে; পিতৃপদ, ভ্রাতা প্রভৃতির উপলক্ষণ। "মূলে ব্রতস্যাস্য" না হইয়া "চ তস্যাঃ স্যাৎ" হইবে। এইরূপে কৃতপ্রায়শ্চিত্তা সেই অভিরূপা কন্যাকে বিবাহ করিবে অন্যথা অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহাকে যে বিবাহ করিবে, সে, পতিত হইবে। ক্ষত্রিয়বধে এক বৎসর ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিবে। তদন্তে একটী বৃষভের সহিত সহস্র গোদান করিবে। সকল প্রাণী (কীটাদি) হত্যা করিলে এক মাষা সুবর্ণ কিম্বা রজত (জ্ঞানা জ্ঞানাদিভেদে) দিবে। তাম্র, রাঙ, সীস, কাংস্য, এবং লৌহ মৃত্তিকাযুক্ত জল দ্বারা শুচি হইবে। সকল তৈজস পাত্রই উচ্ছিষ্ট হইলে ভস্ম ও জল দ্বারা তিনবার প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। আর সুবর্ণ, রৌপ্য, মণি, শঙ্খ, শক্তি, চন্দ্রকান্তাদি প্রস্তর, হীরক, বিদল, রজ্জু এবং চর্ম্ম জলদ্বারা শুদ্ধ হয়। বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ কালে চণ্ডাল শ্বপচাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, তিন দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে, আর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ছয় দিন উপবাস করিবে। ১০১—১০৩। যদি কাহারও পিতা, পিতামহ এবং অগ্রজ তপস্যা, অগ্নিহোত্র ও অগ্নিহোত্রাদির মন্ত্রচর্চ্চা শূন্য হয়, তাহা হইলে পরিবেদনে দোষ নাই। ১০৪। যে, ব্যক্তি অমাবস্যা দিনে পিতামহ ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণী রমণীকে পূজা করে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ১০৫। অমাবস্যা তিথি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে, যম ও শিবের (কিম্বা সর্ব্বসংহারক শিবের) আরাধনা করিবে, অনন্তর, ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ১০৬। কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণের সহিত মহাদেব পূজা করিয়া সকল পাতক হইতে মুক্ত

হয়। ১০৭। ত্রয়োদশী রাত্রিতে, প্রথম প্রহরে পূজোপকরণ লইয়া মহাদেব-মূর্ত্তি অবলোকন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১০৮। সর্ব্বত্র দান গ্রহণ করিলে, দক্ষিণা গ্রহণ অথবা সুবর্ণ প্রতিমা গ্রহণ করিলে, স্বস্তিবাচন ও সোম যাগ দ্বারা (সেই পাপ হইতে) মুক্ত হয়। ১০৯। দশ সহস্র গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১১০।

উশনঃ সংহিতা সম্পূর্ণ।

অঙ্গিরঃ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

মহর্ষি অঙ্গিরা বেদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া গৃহস্থাশ্রম-ধর্ম্মের মধ্যে আনুপূর্ব্বিক চতুর্ব্বর্ণের প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলিতে লাগিলেন।১। দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) চাণ্ডালাদি নীচজাতির সিদ্ধান্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের চান্দ্রায়ণ, ক্ষত্রিয়ের কৃচ্ছ্র, এবং বৈশ্যের কৃচ্ছ্রার্দ্ধ (প্রায়শ্চিত্ত), ইহাই পণ্ডিতগণের সম্মত।২। রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সপ্তজাতি অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।৩। যখন অন্ত্যজদিগের গৃহে তাহাদিগের ভাণ্ডস্থিত পর্য্যুষিত জল পান করিবে, তখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে (অথবা যখন অন্ত্যজদিগের গৃহে পর্য্যুষিত ফল বা তত্তুল্য যৎকিঞ্চিৎ ভোজ্য বা তাহাদিগের ভাণ্ডস্থিত জল পান করিবে তখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে)।৪। (শ্রোতা ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন) যদি চাণ্ডালের কূপ বা ভাণ্ডস্থিত জল অজ্ঞান পূর্ব্বক পান করে, তাহা হইলে, তাহাদিগের (পানকর্ত্তাদিগের) মধ্যে বর্ণে বর্ণে কিরূপ অর্থাৎ কোন বর্ণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে?৫ উত্তর;—ব্রাহ্মণ সান্তপন করিবে, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য, বৈশ্য অর্দ্ধ-প্রাজাপত্য করিবে এবং শূদ্রের প্রতি পাদকৃচ্ছ্র ব্যবস্থা দিবে।৬। ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানতঃ রজকাদি অন্ত্যজ জাতির জল পান করে ত, অহোরাত্র উপবাস করিয়া পর দিন পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ব্রাহ্মণ, কদাচিৎ উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণস্পৃষ্ট হইলে আচমন করিয়াই শুদ্ধি লাভ করিবে।৮। ব্রাহ্মণ কদাচিৎ উচ্ছিষ্ট ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, স্নান, জপ করিবে এবং দিনার্দ্ধ উপবাসে শুদ্ধ হইবে।৯। দ্বিজ, উচ্ছিষ্টবৈশ্য, কুক্কুর বা উচ্ছিষ্টশূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে।১০। যে ব্যক্তি, অনুচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিলেও স্নান করিতে হয় সে, যদি উচ্ছিষ্ট হইয়া স্পর্শ করে, তাহা হইলে স্পৃষ্ট ব্যক্তি প্রাজাপত্য করিবে।১১। ইহার পর নীলীবস্ত্রের বিধি বলিব। স্ত্রী সম্ভোগার্থ শয্যায় শয়ন কালে তাহা পরিধান করিলে দোষ হইবে না।১২। ব্রাহ্মণ, নীলীরক্ষণ—নীলীবিক্রয় ও তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিলে, বিশেষ পাপী হইবে; তদনন্তর, তিন প্রাজাপত্য করিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হয়।১৩। নীলীবস্ত্র ধারণ করিলে সেই নীলীবস্ত্রধারীর স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, এবং এতদ্ভিন্ন পঞ্চ মহাযজ্ঞ বৃথা হয়।১৪। যদি অজ্ঞানত নীলীরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র ধারণ করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে, তাহাতে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।১৫। যদি ব্রাহ্মণের অনবধানতাপ্রযুক্ত নীলীকাষ্ঠ দ্বারা শরীর ক্ষত হয় ও তাহাতে শোণিত দেখা যায়, তাহা হইলে সেই দ্বিজ চান্দ্রায়ণ করিবে।১৬। যদি দ্বিজ, নীলীকাষ্ঠের অগ্নিতে পক্ব অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে ভুক্তান্ন বমন করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে।১৭। দ্বিজাতি অসাবধান হইয়া অজ্ঞানতঃ নীলী ভক্ষণ করিলে, ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণেরই চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য। ইহাই

নিয়ম। ১৮। নীলী-রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন আনীত (হইয়া প্রদত্ত) হয়, দাতা তাহার ফলভাগী হ'ন না এবং সেই অন্ন ভোক্তাও মাত্র পাপ ভোজন করে। ১৯। নীলীরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন পাক করা হয়, তাহা ভোজন করিলে ব্রাহ্মণেরা একদিন উপবাস করিবেন। ২০। যে নারী, ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে, নীলীবস্ত্র পরিধান করে, তাহার ভর্ত্তা নরকে গমন করে, অনন্তর, সে নারীও নরকগামিনী হয়। ২১। নীলী উৎপন্ন হওয়ায় যে ক্ষেত্র দূষিত হইয়াছে, তাহাতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বিজগণের অভোজ্য; ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ২২। এই স্থলে অর্থাৎ যে স্থলে নীলী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে দেব-দ্রোণীখনন, বৃষোৎসর্গ, যজ্ঞ বা দানের স্থান করিবে না, কারণ ঐ ভূমি দূষিত হইয়া গিয়াছে। ২৩। যে স্থলে নীলী বপন হইয়াছে, সেই ভূমি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অশুচি, তৎপরে শুচি হইয়া থাকে। ২৪। অতিরিক্ত ভোজন করাইতে, পান করাইতে, বা ঔষধাদি সেবন করাইতে এবং এইরূপ ব্যাপারে যে সকল গো প্রাণত্যাগ করে (তাহাদিগের বধজনিত পাপক্ষয়ার্থ) একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ২৫। যেখানে গাভী ঘণ্টা প্রভৃতি অলঙ্কারের দোষে হত বা আহত হয়; সেস্থানে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, কেননা, সেই ঘণ্টাদি আভরণ-দান গাভীর ভূষণের জন্যই—করিয়াছিল। ২৬। সহজরূপে গাভী বশীভূত করিতে না পারায়, দমন, বন্ধন, রোধ, অবঘাত বা অন্য কোনরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপারে ঐ গাভীর মৃত্যু হইলে, পাদোন প্রায়শ্চিত্ত করিবে॥ ২৭। অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বের ন্যায় স্থূল, প্রমাণে এক বাহু (এক বাঁউ) দীর্ঘ এবং পল্লবও অগ্রযুক্ত (বৃক্ষশাখাকে) দণ্ড বলা যায়। ২৮। যদি এই উক্ত দণ্ড হইতে স্বতন্ত্র গুরুতর মুদ্গরাদি দ্বারা গাভীকে প্রহার করে, ত দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে এবং বহু পুরুষে মিলিত হইয়া একটী গাভীকে বধ বা আঘাত করিলে প্রতিচিহ্ন প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৯। গাভীর শৃঙ্গ ভঙ্গ, অস্থি ভঙ্গ বা চর্ম্ম কর্ত্তন করিলে দশ দিন যাবৎ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে; যদি তাহার মধ্যে সুস্থ হয়; (তাহা না হইলে ইহা হইতেও গুরু-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে)। ৩০। গোমূত্র-মিশ্রিত যাবক ভোজন করিবে, ইহাই হিত-জনক কৃচ্ছ্র; ইহা অঙ্গিরার মত। ৩১। অসমর্থ ব্যক্তির কিম্বা বালকের পিতা বা গুরু, তাহার হইয়া যে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, তদ্দ্বারা তাহার অর্থাৎ ঐ অসমর্থ বা বালকের পাপ বিনষ্ট হইবে। ৩২। যাহার অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম (এইরূপ বৃদ্ধ), ষোড়ষ বর্ষ হইতেও অল্পবয়স্ক বালক, স্ত্রীলোক এবং উৎকট-রোগীর অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তে অধিকার। ৩৩। গাভী যষ্টি দ্বারা আহত হইয়া মূর্চ্ছিত বা পতিত হইলে, (আঘাতকারী পুরুষের) শুদ্ধিজনক প্রায়শ্চিত্ত, অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ। ৩৪। রজস্বলা নারী, চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজঃকাল (রজোদর্শনের প্রথম দিন হইতে চার দিন) অতিবাহিত হইলে, প্রায়শ্চিত্তাদি কার্য্য করিবে, অতিবাহিত না হইলে, কদাচ উহা করিবে না। ৩৫। রোগপ্রযুক্ত নারীদিগের যে অতিশয় (অর্থাৎ রজঃকালের পরেও) রজঃ প্রবৃত্তি হয়, তদ্দ্বারা তাহারা অশুচি হইবে না, কেন না, তাহা স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক নহে। ৩৬। যে পর্য্যন্ত রজঃপ্রবৃত্তি হয়, অর্থাৎ তিন দিন, তাবৎ স্ত্রীলোক সদাচার (পবিত্র) নহে। রজো নিবৃত্তি হইলে (চতুর্থ দিবসে) ঐ স্ত্রী, গৃহকার্য্য ও ইন্দ্রিয়কার্য্যে ব্যবহার্য্য। ৩৭। রজোদর্শনের প্রথম দিনে রজস্বলা স্ত্রী চাণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকী বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সকল দিনে চাণ্ডালী প্রভৃতির ন্যায় অশুদ্ধ থাকিবে। চতুর্থ দিনে পবিত্র হইবে। ৩৮। রজস্বলা, কুক্কুর বা শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, এক দিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে, শুদ্ধি লাভ করিবে। ৩৯। পতি পুত্রী যতক্ষণ শয্যাতে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ, এই উভয়েই অপবিত্র থাকিবে। অনন্তর, নারী শয্যা হইতে উত্থান করিলে, পবিত্র হইবে, কিন্তু পুরুষ তথাপি অশুচি থাকিবে। ৪০। কাংস্য-পাত্রে জল

লইয়া তদ্দ্বারা কুলকুচা বা পাদপ্রক্ষালন করিবে না। ভস্ম দ্বারা কাংস্য শুদ্ধ এবং অম্ল সংযোগে তাম্র শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪১। নারী, রজোদর্শন দ্বারা শুদ্ধ হয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যে সকল মানস পাপ হয় প্রতিরজো-দর্শনে তাহা বিদূরিত হইয়া থাকে এবং বাল্যাবস্থায় যে অপবিত্রতা থাকে, প্রথম রজোদর্শনে তাহা বিনষ্ট হয়। স্রোতঃ দ্বারা নদী শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ নদীতে স্রোত আছে বলিয়া বিষ্ঠাদি দ্বারা তাহার জল অপবিত্র হয় না, অত্যন্ত দূষিত প্রস্তরাদি পাত্র ছয় মাস ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলে শুদ্ধ হয়। ৪২। গবাঘ্রাত কাংস্য, যে সকল পাত্র শূদ্রোচ্ছিষ্ট তৎসমুদয় ও কাকোচ্ছিষ্ট কাংস্য পাত্র, দশ দিন ভস্ম প্রোথিত হইলে, শুচি হইবে। ৪৩। বায়ু ও চন্দ্র সূর্য্য কিরণস্পর্শে রজত সুবর্ণের শুদ্ধি হয়। ৪৪। মেষ লোম নির্ম্মিত বস্ত্র (কম্বলাদি) রেতঃস্পৃষ্ট বা শবাদি স্পৃষ্ট হইলেও অপবিত্র হইবে না। তবে ঐ কম্বলাদির যে অংশে রেতঃস্পর্শ বা শবস্পর্শ হইবে সেইটুকু অংশ, জল ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষালন করিবে, সমস্ত তাহাতেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪৫। ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণের (শূদ্রের) শুষ্কান্ন (চিপিটকাদি) ভোজন করিলে, সপ্তাহ ব্রত করিবে। ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন অর্দ্ধ মাসে জীর্ণ হয়। ৪৬। দুগ্ধ ও দধি এক মাসে, ঘৃত ছয় মাসে, (জীর্ণ হয়) তৈল, এক বৎসরেও উদরে পরিপাক পায় কি না সন্দেহ; (অপবিত্র অন্ন ভোজনে প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে বমন বিধি আছে সুতরাং কত দিনের মধ্যে হইলে বমন করা যায়, ইহা জানাইবার জন্য, জীর্ণ হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে)। ৪৭। যে ব্যক্তি নিরন্তর একমাস শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পরে কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৪৮। শূদ্রান্নভোজন, শূদ্রের সহিত বিশেষ সংসর্গ, শূদ্রের সহিত একত্র থাকা এবং শূদ্রের নিকট হইতে কোন রূপ জ্ঞানোপার্জ্জন, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেও পতিত করে। ৪৯। শূদ্র প্রণাম না করিলেও যে (ব্রাহ্মণ) তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই নরকে গমন করে। ৫০। (সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যু হইলে) ব্রাহ্মণ দশদিনে শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় দ্বাদশদিনে, বৈশ্য, এক পক্ষে এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়। ৫১। যে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, শূদ্রান্ন ভোজন করে, তাহার আত্মা, বেদাধ্যয়ন এবং গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক তিন অগ্নি—এই পাঁচটী বস্তু বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ আপনি পতিত হয়, সুতরাং বেদাধ্যয়ন ও অগ্নিকার্য্যে অধিকার থাকে না। ৫২। যে দ্বিজ শূদ্রান্নভোজী হইয়া পুত্র উৎপন্ন করেন, সেই দ্বিজের উৎপাদিত সেই সকল পুত্রগণ প্রকৃত পক্ষে যাহার অন্ন, তাহারই; কেন না, অন্ন হইতেই শুক্রের উৎপত্তি। ৫৩। অসাবধানতাবশতঃ শূদ্র-স্পৃষ্টজলাদি, উচ্ছিষ্ট বস্তু এবং কোন বস্তু এক পাণি দ্বারা যেন দ্বিজকে না দেয়, ইহা আপস্তম্ব মুনি বলেন। ৫৪। ব্রাহ্মণের অন্ন সকল দিনেই ভোজন করা যায়, ক্ষত্রিয়ান্ন পর্ব্বোপলক্ষে, বৈশ্যান্নও আপৎকালে খাওয়া যায়; কিন্তু শূদ্রান্ন কখনই ভোজ্য নহে। ৫৫। ব্রাহ্মণান্ন-ভোজনে দরিদ্রতা (যাচ্ঞা করা ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত নহে এইজন্য যাচ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণান্ন ভোজন করাও উচিত নহে, ইহা জানাইবার জন্য উক্ত রূপ কথিত হইল) অথবা ব্রাহ্মণান্ন-ভোজনে অদরিদ্রত (সম্পত্তি) হয়। ক্ষত্রিয়ান্ন-ভোজনে পশুবৎ মূর্খ হয়, বৈশ্যান্ন ভোজনে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়, আর শূদ্রান্ন ভোজনে নিশ্চয়ই নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৫৬। ব্রাহ্মণান্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ান্ন দুগ্ধ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, বৈশ্যান্ন অন্নমাত্র, এবং শূদ্রান্ন নিশ্চয়ই রক্ত। ৫৭। মনুষ্যের পাপ, তাহার অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, অতএব যে যাহার অন্ন ভোজন করে, সে, তাহার পাপ ভোজন করিয়া থাকে। ৫৮। যদি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ অশৌচী ব্যক্তির জল পান বা অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে পীতভুক্ত বস্তু উদ্গীরণপূর্ব্বক আচমন করিয়া, জলে অবতরণপূর্ব্বক অবগাহন করিবে, অনন্তর বারুণমন্ত্র জপ করিবে, এইরূপ করিলে নিজকার্য্যে অধিকারী হইবে। ৫৯। ৬০। অগ্নিহোত্রের অগ্নি যে গৃহে থাকে, সেই গৃহে, গাভীর গোষ্ঠে, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিকটে আহারকালে, এবং জপকালে, পাদুকা ত্যাগ

কর্ত্তব্য। ৬১। যে ব্যক্তি পাদুকাসন (খড়ম) পায়ে দিয়া, অগ্নিগৃহ, গাভীগোষ্ঠ, দেবগৃহ ও ব্রাহ্মণের গৃহ, আহার গৃহ, এবং জপগৃহ এই পঞ্চগৃহে গমন করে, ধার্ম্মিক রাজা তাহার পাদদ্বয় ছেদন করিয়া দিবেন। ৬২। অগ্নিহোত্রী, তপস্বী, শ্রোত্রিয় এবং বেদপারগ ইহাঁরা খড়ম পায়ে দিয়া তথায় যাইতে পারিবেন, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকেই দণ্ডিত করিবেন। ৬৩। জাতকর্ম্ম অবধি চূড়া পর্য্যন্ত সংস্কার হইলে, তাহার নবশ্রাদ্ধে এবং চূড়াকরণ হওয়ার পর, অবশ্য কর্ত্তব্য, নবশ্রাদ্ধে অসপিণ্ডগণই পাত্রীয়ান্ন ভোজন করিবেন অর্থাৎ জাতকর্ম্মের পরবর্ত্তী নামকরণ সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়া পর্য্যন্ত যে কএকটী সংস্কার আছে, তাহার অন্যতম সংস্কারে সংস্কৃত মৃতবালকের পারলৌকিক কল্যাণকামনায় তাঁহার পিতা প্রভৃতি দাহ ও শ্রাদ্ধাদিকার্য্য করিতে পারে। একার্য্য কাম্য; তবে দুই বর্ষ অতীত হইলেই দাহ করিতে হইবে। ঐ মৃতবালকের নবশ্রাদ্ধে (নবশ্রাদ্ধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) এবং উপনীত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অবশ্য কর্ত্তব্য ঐ শ্রাদ্ধে সপিণ্ডগণ পাত্রীয় অন্ন ভোজনে অনধিকারী বস্তুতঃ এই বচনটী লিপিকর প্রমাদদূষিত।

"জন্ম প্রভৃতি সংস্কারে বালস্যান্নস্য ভোজনে।
অসপিণ্ডৈর্নভোক্তব্যং শ্মশানান্তে বিশেষতঃ॥"

এই পাঠ, শুদ্ধ। ইহার অনুবাদ এই—বালকের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কারে (তদঙ্গবৃদ্ধি শ্রাদ্ধের পাত্রীয় অন্ন) বিশেষতঃ শ্মশানান্তে অর্থাৎ নবশ্রাদ্ধাদিতে, (তদীয় পাত্রীয় অন্ন) অসপিণ্ডগণ ভোজন করিবে না। ৬৪। যাচক ব্যক্তির অন্ন (স্থান অস্থান পাত্র অপাত্র কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কেবল যাচ্ঞাই যাহার কার্য্য, তাহাকেই যাচক বলা যায়) নবশ্রাদ্ধের পাত্রীয়ান্ন, অশৌচান্ন এবং স্ত্রীলোকের প্রথম গর্ভে অর্থাৎ গর্ভাধান পুংসবনাদির অন্ন ভোজন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। ৬৫। যে কন্যা অন্যের উদ্দেশে বাগ্দানাদি হইয়া যাওয়ার পরে, অপরের সহিত বিবাহিতা হয় তাহার অন্নও ভোজন করিবে না; যেহেতু ঐ কন্যা পুনর্ভূ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৬৬। পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার হইবার পূর্ব্বেই যদি প্রথম গর্ভস্রাব হইয়া যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় গর্ভে গর্ভসংস্কার করিবে, তাহাতেই শুদ্ধ হইবে। মূলের বচনটী একটু কঠিন থাকায় তাহার অর্থ লিখিয়া দিতেছি যঃ পূর্ব্বো গর্ভঃ অসংস্কৃতঃ সন্ স্রাবিতঃ তস্মাদ্বিতীয়ে গর্ভে যো গর্ভসংস্কারঃ (কর্ত্তব্যঃ) তেন (গর্ভপাত্রয়োঃ শুদ্ধিঃ)*। ৬৭। গর্ভবতী যতদিন দশ মাসের মধ্যে থাকিবে অর্থাৎ সন্তান প্রসব না করিবে, ততদিন রাজা প্রভৃতি সকলেই তাহার রক্ষা করিবেন; অনন্তর অন্নবিধি বিহিত হইতেছে। ৬৮। যে স্ত্রী স্বামীর নিয়োগ লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রতিকূলভাবে অবস্থান করে, তাহার অন্ন ভোজন করিবে না এবং ঐ স্ত্রীকে কামচারিণী বলিয়া জানিবে। ৬৯। যে নারী অপত্যবর্জ্জিত (আঁটকুড়ী) তাহার গৃহেও ভোজন করিতে নাই। যদি কেহ শাস্ত্রমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার গৃহে ভোজন করে, সে পূয়সনরকে গমন করিবে। ৭০। যে সকল বান্ধব, মোহে অভিভূত হইয়া স্ত্রীধন অথবা স্ত্রীলোকের যান ও বস্ত্র ব্যবহার করে, সেই সকল পাপিষ্ঠ, নরকে গমন করে। ৭১। ক্ষত্রিয়ের অন্ন (ভুক্ত হইলে) তেজ ও শূদ্রান্ন (ভুক্ত হইলে) ব্রহ্মতেজ অপহরণ করে। আর যে অশৌচান্ন ভোজন করে, সে পৃথিবীর যাবদীয় মল ভোজন করিয়া থাকে। ৭২।

* কেহ কেহ বলেন,—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার হইবার পূর্ব্বে, যদি গর্ভস্রাব হয় বা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে, তাহার দ্বিতীয় অর্থাৎ পরবর্ত্তী উপযুক্তকালে গর্ভসংস্কার অর্থাৎ ঐ সকল সংস্কার হইবে।

অঙ্গিরঃ—সংহিতা সমাপ্ত।

যম-সংহিতা।

অনন্তর, চতুর্ব্বর্গের অবলম্বনীয় এই ধর্ম্মের অন্তর্গত ধর্ম্মশাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে। প্রায়শ্চিত্তোপদেশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ১। যাহারা জলপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ, উদ্বন্ধন, প্রব্রজ্যা, (মহাপ্রস্থান গমন) অনশনব্রত, বিষপান, উচ্চস্থান হইতে পতন, প্রায়োপবেশন বা নিজকৃত শস্ত্রাঘাতে ও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় নাই, সেই সকল সর্ব্বলোক পরিত্যক্ত প্রত্যবসিত ব্যক্তিগণ চান্দ্রায়ণ অথবা দুই তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ২।৩। যাহারা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাদিগের ইহকালও নাই, পরকালও নাই, সেই পাপিষ্ঠগণ দুইটী চান্দ্রায়ণ ব্রত এবং ধেনু ও বৃষ দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৪। গোহত্যাকারীকে, ব্রহ্মহত্যাকারীকে বা উদ্বন্ধনমৃতকে, দগ্ধ করিলে, এবং উদ্বন্ধন মৃতের রজ্জুচ্ছেদ করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। ৫। ব্রণসম্ভূত কৃমি, দুষ্টমক্ষিকা বা কুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে প্রাজাপত্যার্দ্ধ ব্রত করিবে এবং যথাশক্তি তাঁহার দক্ষিণা দিবে। ৬ ব্রাহ্মণের মলদ্বারে কৃমি-দংশন-জনিত ব্রণ হইতে পূয় রক্ত নির্গত হইলে, সেই ব্রাহ্মণ, মৌঞ্জী হোম করিবে, তদ্দারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। "ব্রাহ্মণস্ত ব্রণদ্বারে পূয়শোণিত সম্ভবে। কৃমিরুৎপদ্যতে" ইহা পাঠান্তর; ইহার অনুবাদ এই—"ব্রাহ্মণের পূয় রক্তময় ক্ষতস্থানে কৃমি উৎপন্ন হইলে"। ৭। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অনুলোমজ মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতি ইহার মধ্যে, যে, নিজ মলদ্বার হইতে প্রকৃত পক্ষে পূয় শোণিত নির্গম জানিয়াও আহার করে, সে, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ৮। গ্রাসের পরিমাণ কুক্কুটাণ্ডের মত করিবে; ইহা হইতে পরিমাণাধিক্য হইলে, আহারদোষে (চান্দ্রায়ণ অসিদ্ধ হওয়ায়) সে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইতে পারিবে না। ৯। শুক্লপক্ষে এক এক গ্রাস বাড়াইবে, কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস কমাইবে এবং অমাবস্যাতে ভোজন করিবে না, ইহাই চান্দ্রায়ণের বিধি। ১০। সুরা ভিন্ন অপর মদ্য (খার্জ্জুর পানসাদি) পানের সহিত গোমাংস ভক্ষণ করিলে, অর্থাৎ সুরা ভিন্ন অপর মদ্য পান বা গোমাংস ভক্ষণ করিলে, ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে, তাহা হইলেই সেই পাপ বিনষ্ট হইবে। ১১। পাপকর্ত্তা যদি প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়া মরিয়া যায়, সে ব্যক্তি সেই দিনেই ইহলোকে ও পরলোকে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ১২। অপালনাদি নিমিত্ত গোবধাদি পাপে পৃথগন্বয়বর্ত্তী এক ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হয়, তথাপি সেই সমস্ত অপরাপর (জাতি) স্পর্শযোগ্য নহে এবং তাহারা নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের অন্ন অভোজ্য, তাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ অকর্ত্তব্য, তাহাদিগকে অধ্যাপনা করা নিষিদ্ধ এবং তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিবে না। তবে পরে সেই সকল জাতি ব্রতানুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ১৩।১৪। যাহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষের ন্যূন এবং পঞ্চবর্ষের ঊর্দ্ধ, (সে কোন পাপকার্য্য করিলে) তাহার পিতা, ভ্রাতা বা অন্য কোন বান্ধব, তাহার হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১৫। যে, ইহা হইতেও অধিক বালক, তাহার অপরাধ নাই, পাপ নাই, সুতরাং তাহার রাজদণ্ডও নাই, প্রায়শ্চিত্তও নাই। ১৬। যাহার অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম (এইরূপ বৃদ্ধ) যে ষোড়শ

বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালক, স্ত্রীলোক, এবং রোগী—ইহারা অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী।১৭ যখন সূর্য্য অস্তে গিয়াছেন, সেই সময়ে কোন কোন ব্যক্তি চাণ্ডালস্ত্রী বা রজকস্ত্রী স্পর্শ করিয়া ফেলিলে, ঐ সকল ব্যক্তির কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে? যে জল দিবসে আনীত, তাহাতে রৌপ্য বা সুবর্ণ দিয়া সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করিলে সেই সমস্ত ব্যক্তি শুচি হইবে, ইহা স্মৃত হইয়াছে।১৮।১৯। দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র (অর্থাৎ যাহাদিগের সহিত পুরুষানুক্রমে বিশেষ মিত্রতা চলিয়া আসিতেছে, তাহারা) অর্দ্ধসীরী (যাহার সহিত আধাআধি ভাগ করিয়া লইয়া এক খণ্ড জমীতে চাষ করা যায়) এবং যে আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রদিগের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে।২০। যে সকল মূর্খ ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য, শূদ্রভোজ্য অন্ন ভোজন করে, সেই পাপেই তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্যক হওয়ায় প্রত্যেকেই চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে।২১। যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেছে দেখিয়াও কন্যা অর্পণ না করে, ঐ পিতা, সেই কন্যার মাসে মাসে যে রজ হয়, সেই রক্ত পান করিয়া থাকে অর্থাৎ তত্তুল্য পাপী হয় *।২২। মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা কন্যা বা ভগিনীকে বিবাহ হইবার পূর্ব্বে রজস্বলা (একাদশ বর্ষ বয়স্কা) হইতে দেখিলে, তাহারা তিন জনেই নরকে গমন করে।২৩। যে ব্রাহ্মণ মদমোহিত হইয়া সেই রজস্বলা কন্যাকে বিবাহ করে, সেই বৃষলীপতি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ ও পংক্তিভোজন নিষিদ্ধ।২৪। বন্ধ্যাকে বৃষলী বলিয়া জানিবে, মৃতবৎসাও বৃষলী। আর শূদ্র ভার্য্যা বৃষলী এবং কুমারী অবস্থায় রজস্বলা নারীকে বৃষলী বলিয়া জানিবে।২৫। দ্বিজ, এক রাত্র বৃষলীসেবনে যেপাপ কার্য্য করেন, তিন বৎসর প্রত্যহ ভিক্ষান্ন ভোজন ও জপ করিয়া তাঁহারা সেই পাপ বিনষ্ট করিতে হয়। সেই পাপ বিনষ্ট করিতে, প্রত্যহ ভিক্ষান্ন ভোজন ও জপ করিলেও তিন বৎসর লাগে।২৬। যে স্ত্রী নিজ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষসঙ্গ ইচ্ছা করে, তাহাকেই বৃষলী বলিয়া জানিবে; শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে *। (মূলের দ্বিতীয় চরণের শেষে "বৃহস্পতিঃ" আছে তাহা না হইয়া "বৃষস্যতি" হইবে)।২৭। যে ব্যক্তি বৃষলীর মুখামৃত পান করিয়াছে, বৃষলীর নিশ্বাসে দূষিত হইয়াছে ও তাহাতে সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই।২৮। শ্বিত্রী, কুষ্ঠী, কুনখী শ্যাবদন্ত (যাহার দন্ত স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ,) চিররোগী, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, খল, পরদ্বেষী, দুর্ভগ অর্থাৎ অতি কুরূপ ইত্যাদি ক্লীব, পাষণ্ডী, বেদ নিন্দক, হৈতুক (কুতার্কিক), শূদ্রযাজী, পতিতাদি অযাজ্য-যাজী, অনবরত প্রতিগ্রহলোভী, যাচক, বিষয়লোলুপ, শ্যাবদন্ত (যাহার দুইটী দন্তের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম একটী দন্ত থাকে) চিকিৎসাব্যবসায়ী এবং অসদালাপী অর্থাৎ অসম্বন্ধ প্রলাপী ইত্যাদি—ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ও দানে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে পাত্রাসনে বসাইবে না এবং দান করিবে না।২৯।৩২। দেবল ব্রাহ্মণ, বেতনভোগী, এবং বেদবিক্রয়ী ইহাদিগকেও তাহা হইতে যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে, যম;—এই কথা বলেন।৩৩। যে হব্য (যাগ যজ্ঞাদি) কার্য্যে বা কব্যে (শ্রাদ্ধাদি) কার্য্যে ইহাদিগকে নিযুক্ত করে, অর্থাৎ যজ্ঞে ঋত্বিক্, কব্যে পাত্রীর ব্রাহ্মণ করে, তাহার পিতৃগণ ও দেবগণ মহর্ষিদিগের সহিত নিরাশ হইয়া স্বস্থানে গমন করেন।৩৪। অগ্রে মাহিষিক, মধ্যে বৃষলীপতি ও শেষে বার্দ্ধষিক দর্শন করিলে, পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন্ (এতাবতা ইহাদিগকে শ্রাদ্ধস্থলে আসিতে দেওয়া নিষেধ)।৩৫। যে ভার্য্যা ব্যভিচারিণী

---

* গর্ভ হইতে গণনা করিলে দশম বর্ষের শেষ মাসে কন্যার বয়ঃক্রম হয় ১০ বৎসর ১০ মাস আর দুই মাস অতীত হইলেই গর্ভ দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইবে, অতএব এই সময়ে—এই দশম বর্ষের শেষ মাসে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইল আর কি বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত,—ইহাই বচনের মর্ম।

* ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণী ও শূদ্রী অপেক্ষা অপকৃষ্ট—ইহা জানাইবার জন্য শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে, ইহা উক্ত হইল।

তাহাকে "মহিষী" বলা যায়, যে পতি জানিয়া শুনিয়া পত্নীর সেই সকল দোষ ক্ষমা করে, সে, "মাহিষিক" বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ৩৬। যে ব্যক্তি কোন বস্তু উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তাহার নাম বার্দ্ধুষিক, সে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের নিকট নিন্দিত। ৩৭। অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকিবে, পাত্রীয় ব্রাহ্মণগণ মৌনাবলম্বন করিয়া ততক্ষণ ভোজন করিবেন এবং যতক্ষণ ভোজ্য অন্নাদি—হবি'র গুণ কথিত না হয়, পিতৃগণ ততক্ষণই ভোজন করিয়া থাকেন অর্থাৎ ততক্ষণই পিতৃগণের ব্রাহ্মণ ভোজন জনিত তৃপ্তি হয়। ৩৮। পিতৃগণ যতক্ষণ তৃপ্তি লাভ করিবেন, ততক্ষণ, হবি'র অর্থাৎ ঐ সমস্ত অন্নাদির গুণ কীর্ত্তন করিবে না। পিতৃগণের তৃপ্তি হইলে পর অর্থাৎ শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে অন্নাদি উত্তম হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করিবে। ৩৯। মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ হব্য কব্য কর্ম্ম উপলক্ষে যতগুলি গ্রাস ভোজন করেন, পিতা সেই ব্রাহ্মণের শরীরস্থ হইয়া তত গুলি পিণ্ড ভোজন করেন। ৪০। উচ্ছিষ্ট দ্বিজ,—উচ্ছিষ্ট বস্তু, কুক্কুর, এবং শূদ্রকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, এক দিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলেই শুদ্ধ হইবে। ৪১। যতক্ষণ উত্তম ভোজন ও সুবর্ণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানিত না করা হয়, ততক্ষণ কৃতপ্রায়শ্চিত্তেরও সেই পাপ বিনষ্ট হয় না। ৪৩। যদি শরীর কাক, বলাকা এবং চিল্লপ্রভৃতি কর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়, অথবা অপবিত্র বস্তু লিপ্ত হয়, কিম্বা গাত্রে ও মুখে অপবিত্র বস্তু সংপ্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ লেপাদিদূষিত ব্যক্তির স্নান দ্বারা শুদ্ধি। ৪৪। হস্ত ভিন্ন নাভির ঊর্দ্ধ অঙ্গ যদি অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ কাক বিষ্ঠাদি-সংযোগে দূষিত হয়, তাহা হইলে, স্নান করিবে, আর নাভির অধোদেশ ঐরূপ দূষিত হইলে, মৃত্তিকা জল দ্বারা প্রক্ষালন (করিবে)। কেবল তদ্দ্বারাই ঊর্দ্ধ ও অধঃ অঙ্গ শুদ্ধ হইবে। ৪৫। রেতঃ মূত্র বিষ্ঠা প্রভৃতি অভক্ষ্য) অপেয় ও অলেহ্য বস্তুর ভক্ষণে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ৪৬। পদ্মপত্র, উডুম্বরপত্র, বিল্বপত্র, কুশ, অশ্বত্থপত্র এবং পলাশপত্র মাত্র এই সকল বস্তুর কাথ জল ছয় দিন পান করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ৪৭। প্রব্রজ্যা ও অগ্নিতে মৃত্যু না হওয়ায় যে বিপ্র প্রত্যবসিত হইয়া অনাহিতাগ্নি হয় ও গৃহস্থত্ব করিতে ইচ্ছুক হয়, সে, তিন প্রাজাপত্য, তিন চান্দ্রায়ণ করিবে এবং কথিত জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা পুনঃ সংস্কৃত হইবে। ৪৮। ৪৯। তূলিকা, উপধান, পুষ্প ও রক্তাম্বর রৌদ্রে শুকাইয়া জল ছিটা দিলেই শুচি হইবে। ৫০। দেশ, কাল, আত্মা, দ্রব্য, দ্রব্যপ্রয়োজন, উপপত্তি ও অবস্থা বুঝিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। ৫১। পথ, কর্দ্দম, জল, নৌকা, লৌহময় বস্তু, তৃণ ও ইষ্টকরচিত গৃহ বায়ু এবং সূর্য্য রশ্মি সম্পর্কে শুদ্ধি লাভ করে। ৫২। পীড়িত ব্যক্তির অশুচি বস্তু স্পর্শাদি প্রযুক্ত স্নান করা আবশ্যক হইলে, সুস্থ ব্যক্তি দশবার স্নান করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিবে, তাহা হইলেই পীড়িত ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৫৩। রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ এবং ভিল্ল এই সপ্ত জাতি অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ৫৪। ইহাদিগের স্ত্রীতে উপগত হইলে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে *। ৫৫। রজস্বলা স্ত্রীদিগের পরস্পর স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি (ছোঁয়া ছুঁয়ি) হইলে তাহাদিগের বর্ণে বর্ণে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। ৫৬। রজস্বলা স্ত্রী, যে সগোত্রা, সভর্ত্তৃকা, রজঃস্বলাকে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ স্পর্শ করিলে সেই রজস্বলা ও স্পর্শকারিণী রজস্বলা যথাসময়ে স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ৫৭। রজস্বলা ব্রাহ্মণী ও রজস্বলা শূদ্রা পরস্পরের স্পর্শ হইলে, পূর্ব্বা অর্থাৎ ব্রাহ্মণী এক প্রাজাপত্য দ্বারা, ও শূদ্রা পাদকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। ৫৮। রজস্বলা ক্ষত্রিয়া ও রজস্বলা শূদ্রা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করিলে, পূর্ব্বা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া পাদোন প্রাজাপত্য ও উত্তরা অর্থাৎ শূদ্রা পাদকৃচ্ছ্রের অর্দ্ধব্রত করিবে। ৫৯। রজস্বলা বৈশ্যা ও রজস্বলা শূদ্রা পরস্পরে পরস্পরকে স্পর্শ করিলে, পূর্ব্বা (বৈশ্যা) পাদকৃচ্ছ্র এবং উত্তরা তদর্দ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তের অর্দ্ধ,—কৃচ্ছ্র পাদের এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৬০।

* আলিঙ্গনাদি রূপ সামান্য উপভোগে এই প্রায়শ্চিত্ত জানিবে।

রজস্বলা নারী কুক্কুর, ছাগ, শৃগাল, বা গর্দ্দভকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে যথা-সময়ে ততদিন উপবাস করিবে এবং স্নান করিবে, তদ্দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবে অর্থাৎ যেদিন কুক্কুরাদি স্পর্শ হইবে, সেই দিন হইতে, রজোদর্শনের চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত গণনা করিলে, যে কএক দিন হয়, সেই কয় দিন উপবাস করিবে যথা—রজোদর্শনের প্রথম দিনে ঐ সকল স্পর্শ হইলে, চার দিন উপবাস, দ্বিতীয় দিনে হইলে তিন দিন উপবাস ইত্যাদি। রজস্বলা-সম্বন্ধে যেস্থানে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে ও হইবে, তাহার একটী বিধি—এই যে ঋতু-দর্শনের চতুর্থ দিবসে স্নানাদি করিয়া তৎপর দিনে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; সুতরাং যে ঋতু প্রথম দিনে কুক্কুরাদি স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ঋতুর পঞ্চম দিন হইতে চার দিন উপবাস করিতে হইবে ও স্নান করিবে ইত্যাদি যথাসম্ভব জানিবে। ৬১। কতগুলি চাণ্ডাল, রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিয়া ফেলিলে ঐ রজস্বলার প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইবে এবং অরজ-স্বলা নারীকে স্পর্শ করিলে ঐ নারী শতবার প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৬২। ব্রাহ্মণ,রাত্রি-কালে রজস্বলা বা পতিত কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, ঐ ব্রাহ্মণকে দিবসে-আনীত জল দ্বারা অগ্নি-সমীপে স্নান করাইবে। ৬৩। দিবসে সূর্য্য-কিরণ সম্বন্ধে, রাত্রিতে নক্ষত্রালোকসংযোগে, এবং উভয় সন্ধ্যাতে, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ কিরণে, এইরূপে সর্ব্বদাই—জল পবিত্র। ৬৪। যে দ্বিজ আচমন সময়ে করনখস্পৃষ্ট জল পান করে, সে, স্পষ্ট সুরাপায়ী হয় অর্থাৎ তাহা সুরাপানের সমান পাপজনক, ইহা যমের বচন। ৬৫। খাত, বাপী, কূপ, পাষাণ প্রহার শস্ত্রাঘাত, যষ্ট্যাঘাত, মৃৎপিণ্ডপ্রহার, গোষ্ঠ, রোধন, বন্ধন, স্থাপিত পুষ্করে (খোঁয়াড়) কাষ্ঠ, বৃক্ষ, রোধসঙ্কট অর্থাৎ যে বিষমস্থানে কোনরূপে একবার প্রবিষ্ট হইলে আর নির্গত হইবার যো থাকে না, রজ্জু এবং বস্ত্র তোমাকে বলিয়াছি যে ইহারা গাভীর প্রধান প্রমাদ স্থান (অর্থাৎ ইহারা গাভী মরণের প্রধান কারণ) ইহার মধ্যে যেখানে বা যে কারণে গাভীর মৃত্যু হউক না কেন, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেই। ৬৬—৬৮। কাষ্ঠপ্রহারে মরিলে প্রাজা-পত্য, পাষাণাঘাতে মরিলে তাহার পূর্ব্বোক্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। খাতে পড়িয়া মরিলে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র, বৃক্ষপতনে মৃত্যু হইলে পাদকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ৬৯। শস্ত্রাঘাতে মারিলে তিন প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত, যষ্টি-প্রহারে দুই প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৭০। বস্ত্রবদ্ধ হইয়া গাভীর মৃত্যু হইলে, এক প্রাজাপত্য, সেই গোহত্যাকারী এইরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে, যে নদী বা কান্তারের নিকটে গাভী সকলের মধ্যে (প্রায়শ্চিত্ত অবস্থায়) কালাতিপাত করিবে। ৭১। প্রথম পাদে রোম, দ্বিতীয় পাদে রোম ও শ্মশ্রু, তৃতীয় পাদে শিখাভিন্ন মস্তকের কেশ, (রোম ও শ্মশ্রু) চতুর্থ পাদে শিখাপর্য্যন্ত বপন করিবে। ৭২। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মস্তক মুণ্ডন করিবে না, স্ত্রীজাতি গবানুগমন করিবে না, রাত্রিকালে গোষ্ঠে বাস করিবে না এবং বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিবে না। ৭৩। সকল কেশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে দুই অঙ্গুলিকেশ ছেদন করিবে, নারীদিগের কেশ মুণ্ডন এইরূপ স্মৃত হইয়াছে। ৭৪। জন্ম ও মৃত্যু এই উভয় হইতেই অশৌচ হয়; কিন্তু পাপলিপ্ত ব্যক্তির (মরণে) অশৌচ হইবে না। ৭৫। সন্ধ্যাকালে চারিটী কার্য্য ত্যাগ করিবে, যথা;—আহার, মৈথুন, নিদ্রা, (এই তিন) আর চতুর্থ—স্বাধ্যায়। ৭৬। সে সময়ে আহার করিলে ব্যাধি হয়, মৈথুন করিলে তাহাতে যে গর্ভ হইবে তাহা অত্যন্ত ক্রূর স্বভাবান্বিত হইয়া থাকে। নিদ্রা যাইলে লক্ষ্মী থাকে না এবং স্বাধ্যায় করিলে নিশ্চয় মরণ হয়। ৭৭। (যম শ্রেষ্ঠ তাপসদিগকে বলিতেছেন যে) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কিরূপে হিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ বর্ণ-দিগের হিতকামনায় আমি এই শাস্ত্র বলিলাম, সাবধান হইয়া অবধারণ কর। ৭৮।

যম-সংহিতা সম্পূর্ণ।

আঁপস্তম্ব-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

দূষিত বর্ণ সকলেরহিতের জন্য আপস্তম্বীয় প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয় আনুপূর্ব্বিক অনুসারে বলিতেছি। সকল মুনিগণ সমবেত হইয়া, পর-পরিবাদ-নিবৃত্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ নির্জ্জন পূত প্রদেশে নিষণ্ণ আত্ম-বিদ্যা পরায়ণ একাগ্রচিত্ত, শান্ত, সত্ত্বগুণাবলম্বী যোগীশ্রেষ্ঠ আপস্তম্ব ঋষিকে বলিতে লাগিলেন;—হে ভগবান্! মানব সকল ধর্ম্ম কার্য্যের পথে অবস্থিত থাকিয়া যদি (কোন রূপে) অসৎ কার্য্য করে, অথবা অসৎ পথে বিচরণ করে; তাহা হইলে তাহাদিগের নিস্তারোপায় বলুন। যে হেতু, গবাদি পালন, আপৎকালে কৃষিকার্য্য (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আপৎকালে এবং বৈশ্যের পক্ষে নহে, ও ব্রাহ্মণামন্ত্রণ গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। অনাথ ব্যক্তিকে দান করা, ব্রাহ্মণাদিকে ঔষধ সেবন করান, বালকের স্তন্য পানাদি এবং রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপ করিতে যাইলে অনিচ্ছায় অনবধানতা-বশতঃ গবাদির যদি কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে হে ভগবন্! সেই পাপ হইতে নিস্তারোপায় আমাদিগকে বলুন। আপস্তম্ব (মুনিগণ কর্ত্তৃক) এইরূপ উক্ত হইয়া ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া প্রণাম-নতশিরা ঋষিগণকে অবলোকন পূর্ব্বক এই, সুনিশ্চিত বিষয় বলিতে লাগিলেন;—বালকদিগকে স্তন্যপানাদি করাইতে, ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণে বা চিকিৎসাতে প্রাণ বিপত্তি ঘটিলেও দোষ নাই। গবাদির রোগাদি হইলে (তাহার চিকিৎসাদি করিতে প্রাণ বিপত্তি হইলে) প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি, কিন্তু রোগে প্রাণ-রক্ষক ঔষধ প্রয়োগে কখনই দোষ হয় না। ইহা কেহ কেহ বলেন। ঔষধ, লবণ, স্নেহ দ্রব্য, পুষ্টিজনক দ্রব্য ভোজন এবং অন্ন ভোজন প্রাণিগণের প্রাণরক্ষার্থ,—(সুতরাং ইহা প্রদান করায় প্রাণ বিপত্তি ঘটিলেও) প্রায়শ্চিত্ত নাই। (কিন্তু ইহাও অতিরিক্ত দিবে না। যথাসময়ে উপযুক্ত মতে দিবে, অতিরিক্ত প্রদানে মৃত হইলে ব্রতই বিহিত আছে। তিন দিন উপবাস এক পাদে অর্থাৎ ব্রতের এক চতুর্থাংশ তিন দিন অযাচিত ভোজনে একপাদ, তিন দিন নক্ত ভোজনে একপাদ আর তিন দিন দিবা-ভোজনে একপাদ। এই চার পাদে এক প্রাজাপত্য। (তিন দিন) একভক্ত (তিন দিন) নক্ত এবং দ্বাদশ দিনের অর্দ্ধ অর্থাৎ তিন দিন অযাচিত ভোজন ও তিন দিন উপবাস এই ছয় দিন,—মোট দ্বাদশ দিন সাধ্য ব্রত নক্ত বর্জ্জিত হইলে পাদোন হইয়া থাকে। * শূদ্র (পাদ প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হইলে) এক-ভক্তরূপ পাদ ব্রত করিবে, বৈশ্যের পক্ষে তিন দিন নক্ত ভোজনরূপ পাদ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে (তিন দিন) অযাচিত ভোজনরূপ পাদ এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে তিন দিন উপবাসরূপ পাদ ব্রত করিতে ব্যবস্থা দিবে। গাভীর-আহার প্রচার বা নির্গমের প্রতি-

* ঐব্রত এক ভক্ত এবং নক্ত বর্জ্জিত হইয়া দ্বাদশ-দিনার্দ্ধ (অর্থাৎ ছয় দিন সাধ্যব্রত—অযাচিত ভোজন ও উপবাস করিলে অর্দ্ধব্রত হয়) আর কেবল নক্ত বর্জ্জিত, হইলে পাদোন হয়। এরূপ অর্থও হইতে পারে।

বন্ধকতা করিয়া মৃত্যু-নিমিত্ত হইবে, একপাদ ব্রত করিবে; অযথাবন্ধন বা অকালবন্ধন করিয়া মৃত্যু নিমিত্ত হইলে দুই পাদ করিবে; হলশকটাদি যোজনে অতিশয় বহনাদি করাইয়া মৃত্যু নিমিত্ত হইলে, পাদোনব্রত এবং দণ্ড নিপাতনে সম্পূর্ণ ব্রত করিবে। ঘণ্টাদি আভরণ দোষে যেখানে গাভীর প্রাণত্যাগ হয়, সেখানে অর্দ্ধ ব্রত করিবে; যেহেতু তাহা ভূষণের জন্য কৃত হইয়াছে। (গাভী বন প্রবিষ্ট হইয়া ঘণ্টা জড়িত-লতাদি-দোষে মৃত্যু হইলে এই প্রায়শ্চিত্ত) শক্তি অপেক্ষা না করিয়া দমন, নিরোধ, যূথমধ্যে অবস্থাপন, হলশকটাদি যোজন, স্তম্ভ, শৃঙ্খল এবং রজ্জু এই সকল নিমিত্তে মৃত্যু হইলে পাদানব্রত করিবে। প্রস্তর, মুদ্গর, অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক যে সকল ব্যক্তি গো হত্যা করে, তাহাদিগের পূর্ব্বোক্ত ব্রত সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ, প্রজাপত্য ব্রত সম্পূর্ণরূপে করিবে; ক্ষত্রিয় একপাদহীন প্রাজাপত্য ব্রত করিবে; বৈশ্য প্রাজাপত্য ব্রতের অর্দ্ধ করিবে; শূদ্র প্রাজাপত্যের একপাদ করিবে। গাভী প্রসব করিলে পর, প্রথম দুই মাস ঐ গাভীর দুগ্ধ বৎসকে পান করাইবে; (দ্বিতীয়) দুই মাস দুইটীমাত্র স্তন দোহন করিবে; (তৃতীয়) দুই মাস একবেলা দোহন করিবে; তদনন্তর যথারুচি দোহন করিবে। প্রসবের পর, অর্দ্ধমাস মধ্যে দমন করিতে যদ্যপি গাভী বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সশিখ বপন করিয়া প্রাজাপত্যকরিবে। অষ্টবৃষভযুক্ত লাঙ্গল ধর্ম্মিষ্ঠ লোকের কর্ত্তব্য; জীবিতার্থিগণের ষড়বৃষভ যুক্ত লাঙ্গল কর্ত্তব্য; নৃশংসগণের চতুর্বৃষভযুক্ত লাঙ্গল; গোহত্যাকারীদিগের বৃষভদ্বয়যুক্ত লাঙ্গল। অত্যন্ত ভার অর্পণ দ্বারা কিম্বা অত্যন্ত দোহন দ্বারা ও নাসিকাতে সূত্র প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত নাসিকা ছিদ্র করিতে, নদী কিম্বা পর্ব্বতে পতিত হইয়া যদ্যপি গোহত্যা হয়, তাহা হইলে একপাদহীন গোহত্যাব্রত করিবে। নারিকেল-রজ্জু কিম্বা তালনির্ম্মিত রজ্জু, শরপত্ররচিত রজ্জু এবং চর্ম্ম-দ্বারা গো বন্ধন করিবে না; ঐ সকল রজ্জু দ্বারা বন্ধন হইলে, পরাধীন হয়। কুশ কিংবা কাশনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা দক্ষিণমুখ রাখিয়া বৃষভকে বন্ধন করিবে, গোগণের পরিচর্য্যা করিতে চরণে অগ্নিস্পর্শ হইলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। রোধ করিতে কিম্বা বন্ধন করিতে আর চিকিৎসকের অনবধানতা জন্য বিপরীত ঔষধ দ্বারা যদ্যপি গোসমূহের অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে গোহত্যার প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ ব্রত করিবে। শৃঙ্গভঙ্গ করিয়া কিংবা অস্থিভঙ্গ করিয়া এবং লাঙ্গুল ছেদন করিয়া সপ্তরাত্র কেবল দুগ্ধপান করিবে, দ্বিজগণ,—যত দিবস ঐ গো সুস্থ না হইবে, তাবৎকাল গোমূত্র মিশ্রিত যাবক ভক্ষণ করিবে এই প্রায়শ্চিত্ত স্বয়ং উশনা ঋষি কর্ত্তৃকও উক্ত হইয়াছে। দেবদ্রোণী কিংবা বিহারকালে, কূপে পড়িয়া এবং গৃহে বন্ধনশূন্য হইয়া গোগণের মৃত্যু হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। একটি গো যদ্যপি বহুজন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, ঐ সকল ব্যক্তি পৃথক্ ভাবে গোহত্যা প্রায়শ্চিত্তে এক এক পাদ ব্রত করিবে। ইহা এক ঘাতে মৃত্যু হইলে জানিবে। চিকিৎসার নিমিত্ত অঙ্কিত করিতে এবং মৃতগর্ভ মোচন করাইতে যত্ন করিয়াও যদ্যপি গো হত্যা হয়, তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। যে স্থলে প্রায়শ্চিত্তের এক পাদ বিহিত হইবে, সে স্থলে লোমের সহিত নখাদি ছেদন করিবে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বিপাদ বিহিত হইলে শ্মশ্রু নখ লোম ছেদন করিবে; প্রায়শ্চিত্তের ত্রিপাদ বিহিত হইলে নখ, লোম, শ্মশ্রু এবং কেশ ছেদন করিবে। শিখাছেদন করিবে না, নিপাতন করিলে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত তাহাতে শিখার সহিত নখ,লোম ও কেশ বপন করিবে। কিন্তু সধবা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্ত স্থলে দ্বি অঙ্গুল মাত্র কেশ ছেদন করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিল্পীর হস্তনির্ম্মিত দ্রব্য ও গ্রাম হইতে বহির্গত দ্রব্য, স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধগণের কৃত কার্য্যসমূহ এবং যাহার অপবিত্রতা দেখা যায় নাই, তাহা পবিত্র জানিবে। [illegible] দান

গৃহস্থিত, বনমধ্যে স্থিত, লাঙ্গল কর্ষিত ভূমস্থিত দ্রোণীস্থ, পুষ্করিণী হইতে বহিষ্কৃত শ্বপাক এবং চণ্ডাল কর্ত্তৃক অধিকৃত যে সকল জল তাহা পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২। নিরন্তর বিস্তৃত যে ধারা, বায়ু দ্বারা আনীত অপবিত্র রেণু, স্ত্রী, বালক, এবং বৃদ্ধগণ এ সকল কথনই দুষ্ট হইবে না। ৩। নিজের শয্যা, বস্ত্র, পত্নী, সন্তান, কমণ্ডলু এ সকল পবিত্র; কিন্তু অন্যের হইলে অশুচি জানিবে। অন্য কর্ত্তৃক কৃত কূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ের জলে স্নান এবং তাহা পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট দ্রব্য, অশুচি দ্রব্য এবং বিষ্ঠার লেপ এ সকল যে জলদ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে, সেই তোয় কাহার দ্বারা শুদ্ধ হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর—সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শ এবং বায়ু সংযোগে পবিত্র হইবে, কিংবা গোমূত্র এবং গোময় দ্বারা শুচি হইবে। অস্থি এবং চর্ম্মযুক্ত হইয়া যে জল অপবিত্র হইবে, কিংবা গর্দ্দভ অশ্ব এবং উষ্ট্রকর্তৃক যে জল দূষিত হইবে, সেই সমস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া বিশুদ্ধ করিতে হইবে, অথবা পরকথিতশোধন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। কূপস্থ জল যদ্যপি মূত্র, বিষ্ঠা এবং নিষ্ঠীবন দ্বারা দূষিত হয়, কিংবা কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক অপবিত্র, হয় সেই কূপ হইতে সমস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া সাতটি মৃত্তিকা পিণ্ড উদ্ধৃত করিবে। এবং পঞ্চগব্যযুক্ত মৃত্তিকা নিঃক্ষেপ দ্বারা পবিত্র হইবে। এইরূপ কূপশোধন জানিবে। বাপী, কূপ, তড়াগ দূষিত হইলে তাহার শোধন নিমিত্ত একশত কুম্ভ জল তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে, শব স্পর্শ দ্বারা দূষিত কূপ হইতে জল পান করিয়া ব্রাহ্মণ কিপ্রকারে শুদ্ধ হইবে? ইহা আমার সংশয় হইতেছে, (ইহা সংহিতাকারের নিকট জিজ্ঞাসা) যে শবদেহ ক্লেদযুক্ত নহে, এবং অস্থি কিংবা মাংস বিকৃত হয় নাই, এতাদৃশ শব দ্বারা অপবিত্র কূপের জল পান করিয়া এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া পবিত্র হইবে। যে শব ক্লেদযুক্ত ও ভিন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যাহার মাংসাদি পচিয়া পড়িতেছে তাদৃশ শব দ্বারা অপবিত্র জলাশয়ের জল পান করিয়া চান্দ্রায়ণ কিংবা তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

অন্ত্যজ জাতির গৃহে অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যক্তি বাস করে, তাহা কালান্তরে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইলে, দ্বিজগণ অনুগ্রহ করিলে পর, চান্দ্রায়ণ কিংবা পরাক ব্রত দ্বারা দ্বিজগণের বিশুদ্ধি হইবে, শূদ্রের প্রায়শ্চিত্ত প্রজাপত্য ব্রত জানিবে, শেষ কার্য্য অর্থাৎ দক্ষিণাদি প্রায়শ্চিত্ত অনুরূপ কর্ত্তব্য। যে দ্বিজগণ অন্ত্যজ জাতির গৃহে পক্ব অন্ন ভোজন করে, তাহাদিগের কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রদান করিবে, (ইহা অজ্ঞান ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত)। অন্ত্যজ গৃহে পকান্ন ভোজীগণের গৃহে যাহারা ভোজন করিবে, তাহাদিগের কৃচ্ছ্র ব্রতের এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিবে। ৩। শবাদি স্পর্শ দ্বারা দূষিত যে সকল কূপ, তাহার জল পান করিয়া একাহ উপবাস করিয়া পঞ্চ গব্য পান করিবে। বালক, বৃদ্ধ, রোগী এবং গর্ভিণী—তাদৃশ কূপের জল পান করিয়া নক্ত ব্রত করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন করিবে, বালকগণ দুই প্রহর পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন করিবে। যে ব্যক্তির অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে এবং যে বালকের ষোড়শ বৎসরের ন্যূন বয়ঃক্রম ইহারা বিহিত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ করিবে এবং স্ত্রীলোক ও পীড়িত ব্যক্তি অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। একাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স যে বালক এবং যে বালকের পঞ্চম বর্ষের অধিক বয়স হইয়াছে, শুদ্ধি নিমিত্ত তাহাদিগের কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্ত গুরু কিংবা সুহৃদ্গণ করিবে। কল্পান্তর বলিতেছেন, কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া যাহাদিগের পীড়া হয়, তাহারা অন্য দ্বারা অবশিষ্ট কার্য্য করাইলে শুদ্ধ হইবে, যাহাতে কোন বিপদ না হয় তাহা কর্ত্তব্য। যে

সকল ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিদিগের কোন কার্য্য করিতে ভোজন না করিয়া প্রাণ অপগত হইয়া যায়। তাহাদিগকে যাহারা অন্নদ্বারা রক্ষা করে না তাহারা সে পাপভাগী হয়। প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত কর্ত্তব্য ব্রতাদির নিয়মিত কাল, ক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ হইলেই ব্রাহ্মণের অনুমতি ব্যতিরেকেও শুদ্ধ হইবে, নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ না হইলেও ব্রাহ্মণগণ যদ্যপি বলেন, কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতেই প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তিগণ শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই জাতি কদাচিৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিবে না, প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণকে সম্পন্ন হইয়াছে ইহা বলাইবে, তাহাতেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। স্নান, কিম্বা তীর্থ গমন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইবে, সে সকল কার্য্যের ফল—যে ব্যক্তি করাইবে তাহারই হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

চণ্ডালের কূপ, কিংবা ভাণ্ডে যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ জল পান করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতির চারিবর্ণের কি প্রকার বিহিত হইয়াছে? (ইহা প্রশ্ন)। ব্রাহ্মণগণ সান্তপন ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়গণ প্রাজাপত্য ব্রত করিবে; বৈশ্যগণ প্রাজাপত্যের অর্দ্ধেক করিবে, শূদ্রগণ প্রাজাপত্যের একপাদ ব্রত করিবে। ভোজনানন্তর আচমন না করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় যদ্যপি অজ্ঞানবশতঃ শ্বপচ কিংবা চাণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহার শোধন নিমিত্ত অষ্টাধিক সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিবে কিংবা একশতবার দ্রুপদামন্ত্র জপ করিবে। তিন দিবস অশ্রুল হইয়া জপ করিলেপর পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা এবং মূত্র ত্যাগ করিয়া শৌচের পূর্ব্বে যদি চাণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় যদ্যপি চণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয় তাহাতে ছয় রাত্রি উপবাস করিবে, ইহা মতান্তর। যদি ঋতুমতী স্ত্রী কিংবা অন্ত্যজজাতির সহিত পান কিংবা মৈথুন সম্বন্ধ হয়, কিম্বা মূত্রপুরীষ সম্বন্ধ হয়, অথবা ইহাদিগের সংস্পর্শ হয় ইহাতে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে? (এই প্রশ্নের উত্তর) ইহাদিগের অন্ন ভোজনে ত্রিরাত্র উপবাস কর্ত্তব্য, জলাদি পানেও ত্রিরাত্র উপবাস। মৈথুন সম্পর্ক হইলে পাদকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। মূত্রসম্পর্ক হইলে একদিন উপবাস কর্ত্তব্য। বিষ্ঠা সংস্পর্শ হইলে, দিনত্রয় উপবাস কর্ত্তব্য। চণ্ডাল প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া অবগাহন করিলে এক দিবস উপবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চাণ্ডাল যে বৃক্ষে আরূঢ়; ঐ বৃক্ষে আরূঢ় হইয়া দ্বিজগণ যদি ফলভক্ষণ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? (এই প্রশ্নের উত্তর) ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞানুসারে সবস্ত্র স্নান করিবে, এবং একরাত্র উপবাস করিয়া, পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিলে পর, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

চণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট দ্বিজগণ অভ্যুক্ষণ না করিয়া যদি কদাচিৎ জল পান করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ প্রকারে হইবে? (এই প্রশ্নের উত্তর, ব্রাহ্মণগণ ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয়গণ দুই দিবস উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চতুর্থ বর্ণ—শূদ্রজাতির চণ্ডালাদি সংস্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত নাই, ব্রত নাই, তপস্যা নাই, হোম ও কর্ত্তব্য নহে, পঞ্চগব্য বিধি দিবে না যেহেতু শূদ্রের মন্ত্রপাঠ বিধি নাই, দ্বিজগণের নিকট ঐ কার্য্য প্রকাশ করিয়া দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট দ্বিজগণ যদ্যপি ভোজন করে, তাহা হইলে অহোরাত্র উপবাসান্তে গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ যদ্যপি বৈশ্যজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শঙ্খপুষ্পী-সিদ্ধদুগ্ধ ত্রিরাত্র পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি কদাচিৎ ব্রাহ্মণীর সহিত ভোজন, বা তাহার

সহিত উচ্ছিষ্ট ভোজন করে পণ্ডিতগণ তাহাতে দোষ স্বীকার করেন নাই। ব্রাহ্মণীর ভিন্ন অন্য জাতির স্ত্রীগণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া কিংবা পান করিয়া প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ভগবান্ অঙ্গিরামুনিও ইহা বলিয়াছেন। অন্ত্যজের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে; ক্ষত্রিয়গণ চান্দ্রায়ণের অর্দ্ধ করিবে; বৈশ্যগণ চান্দ্রায়ণের একপাদ ব্রত করিবে। বিপ্রগণ বিষ্ঠা কিম্বা মূত্র ভক্ষণ করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে; শ্বপাকজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণগণ প্রজাপত্য ব্রত করিবে। অজ্ঞান বশতঃ ব্রাহ্মণ যদি উচ্ছিষ্টস্পর্শ করে কিংবা কুক্কুর কুক্কুট শূদ্র এবং মদ্যপাত্র, অথবা, অশুচি পক্ষীগণের অধিষ্ঠান দ্বারা যে দ্রব্য অশুচি হইয়াছে, এ সকল স্পর্শ করিয়া এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট বৈশ্য কর্ত্তৃক কদাচিৎ স্পৃষ্ট হইলে পর ত্রিকালীন স্নান এবং জপ করিয়া একাহ উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট বিপ্রকর্ত্তৃক যদি ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট হয় স্নানান্তর আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। আপস্তম্ব মুনি ইহা বলিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইহার পর নীলীরঞ্জিত বস্ত্র (পরিধানের) প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলিতেছি (ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন)। ইহা স্ত্রীলোকদিগের ক্রীড়া নিমিত্ত, সম্ভোগ সময়ে এবং শয্যাতে দুষ্ট হইবেনা। নীলী বৃক্ষের পালন বিক্রয় কিংবা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে তাহাতে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে, অতএব তিনটী কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নীলীরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র ধারণহেতু স্নান দান তপস্যা হোম বেদাধ্যয়ন এবং পিতৃতর্পণরূপ পঞ্চ যজ্ঞকার্য্য ব্রাহ্মণগণের বৃথা হয়। ব্রাহ্মণ, নীলীরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র অঙ্গে পরিধান করিলে এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। কদাচিৎ যদ্যপি ব্রাহ্মণের রোমকূপ দ্বারা শরীর মধ্যে নীলের রস প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে, তখন তিনটি কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নীলের কাষ্ঠ দ্বারা যদ্যপি ব্রাহ্মণের শরীর ভগ্ন হয়, এবং রক্তপাত হয়, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণদ্বয় করিবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি কদাচিৎ নীলবৃক্ষশ্রেণী মধ্যে অজ্ঞানবশতঃ গমন করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণদ্বারা শুদ্ধ হইবে। নীলরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন আনীত হইবে, সেই অন্ন দ্বিজগণের অভক্ষণীয়; তাহা ভোজন করিয়া দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রাহ্মণ, যদ্যপি অজ্ঞানবশতঃ কদাচিৎ নীলরস ভক্ষণ করে তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন। ক্ষেত্রের যে ভাগে নীলী বৃক্ষ রোপিত হইবে, ক্ষেত্রের সে অংশ অশুচি হইবে, দ্বাদশবৎসরেরপর ঐ ক্ষেত্র শুচি হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

রজস্বলা স্ত্রীর চতুর্থ দিবসে স্নান করা প্রশস্ত; স্ত্রীলোকের রজোনিবৃত্তি হইলে পর, স্বামীউপভোগ করিবে। রজোনিবৃত্তি না হইলে, কদাচিৎ গমন করিবে না। স্ত্রীলোকের পীড়া দ্বারা যদি রজোনিবৃত্তি না হয়, সেই রজো দ্বারা স্ত্রীগণ অশুচি হইবে না; স্ত্রীলোকের তাহা বিকারসম্ভূত জানিবে। যে কাল পর্য্যন্ত রজঃপ্রবৃত্তি থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক শুচি নহে, রজোনিবৃত্তি হইলে, অর্থাৎ চতুর্থ দিন হইতে গৃহকার্য্য এবং স্বামীসহবাস-বিষয়ে পবিত্র জানিবে। (ঋতুদর্শনের) প্রথম দিবস স্ত্রীলোক চণ্ডালস্ত্রীতুল্য অর্থাৎ গৃহকার্য্য এবং স্বামীর নিকট গমনে অপবিত্র; দ্বিতীয় দিবসে ব্রহ্মঘাতিনীর তুল্য; তৃতীয় দিবসে রজকস্ত্রী সদৃশ জানিবে; চতুর্থ দিবসে গৃহকার্য্য এবং স্বামীর নিকট পবিত্র হইবে। অন্ত্যজজাতি কিম্বা শ্বপাককর্ত্তৃক রজস্বলাস্ত্রী স্পৃষ্ট হইলে, চারি দিবস অতিক্রম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অন্ত্যজাদি স্পর্শের প্রায়শ্চিত্ত ত্রিরাত্র উপ

বাসান্তে পঞ্চগব্যভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। চতুর্থ দিবসীয় রাত্রি উপস্থিত হইলে সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা করিবে। কুক্কুর কিংবা শ্বপাক জাতি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট রজস্বলা স্ত্রীলোক পরিত্যাজ্য অর্থাৎ তাহার সহিত কোন সসংর্গ করিবে না। ঐ স্ত্রী ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রথম দিবসে যদ্যপি রজস্বলাস্ত্রী কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, ছয়রাত্রি উপবাস করিবে, দ্বিতীয় দিবসে স্পৃষ্ট হইলে, তিন দিবস উপবাস করিবে। তৃতীয় দিবসে স্পৃষ্ট হইলে, একাহ উপবাস করিবে, চতুর্থ দিবসে স্পর্শ হইলে বহ্নি দর্শন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিবাহ কার্য্য সমাপন না হইতে অঙ্গ যজ্ঞকার্য্য উপস্থিত হইলে। কিম্বা বিবাহ অঙ্গসংস্কার কৃত হইলে পর, ঐ কন্যা যদ্যপি ঋতুমতী হয়, অবশিষ্ট সংস্কারকার্য্য কিরূপ প্রকারে হইবে," (এই প্রশ্নের উত্তর) ঐ কন্যাকে (চতুর্থাদি দিবসে) স্নান করাইয়া অন্যবস্ত্র দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার হোমাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া শেষকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। রজস্বলা স্ত্রী যদ্যপি প্লব (পক্ষিবিশেষ.) কুক্কুট কিংবা কাক কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থাতে যদ্যপি রজস্বলা-স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, কৃচ্ছ্র ব্রত এবং দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি চণ্ডালী কিংবা রজস্বলা স্ত্রী কর্ত্তৃক আরূঢ় বৃক্ষের এক শাখা আরোহণ করে, তাহা হইলে, সে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে রজস্বলা স্ত্রীর যদ্যপি কুক্কুরের সহিত স্পর্শ হয়, রজোদিবসের অবশিষ্ট যে কয় দিন থাকিবে সে কয় দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। যদ্যপি উপবাস করিতে অসমর্থ হয় পশ্চাৎ স্নান করিবে স্নান করিতে অসমর্থ হইলে একাহ উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় মদ্য স্পর্শ করিলে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, রজস্বলা স্পর্শ করিয়া কৃচ্ছ্রার্দ্ধ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি উচ্ছিষ্ট অবস্থায় রজস্বলা স্ত্রী বা সূতিকাস্ত্রী স্পর্শ করে, তাহা হইলে শুদ্ধিনিমিত্ত কৃচ্ছ্রার্দ্ধ ব্রত করিবে। চণ্ডাল কিম্বা শ্বপচ কর্ত্তৃক রজস্বলা যদি স্পৃষ্ট হয়, রজোদর্শন দিবসের অবশিষ্ট কাল পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা ব্রাহ্মণী যদ্যপি রজস্বলা শূদ্র স্ত্রীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণী যদ্যপি রজস্বলা ক্ষত্রিয় স্ত্রী কিংবা বৈশ্য স্ত্রীকে স্পর্শ করে, সবস্ত্র স্নান করিয়া এক দিন উপবাস করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে। সবর্ণা স্ত্রী সবর্ণা রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, আপস্তম্বমুনি এইরূপ কহিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

কাংস্যপাত্র অশুচি হইলে, ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে, সুরা দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হইবে না, সুরা বিষ্ঠা এবং মূত্র স্পৃষ্ট কাংস্য পাত্র যে পর্য্যন্ত তাপ সহ্য হয়, এইরূপ উত্তপ্ত করিয়া লেখন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। (লেখন কোঁদান)। গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট, কুক্কুর কিংবা কাক কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত কাংস্যপাত্র সকল বহুক্ষার যোগ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অশুচি সুবর্ণ পাত্র এবং পিত্তলের পাত্র বায়ু সংযোগ সূর্য্যের উত্তাপ এবং চন্দ্রকিরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। শুক্র কিম্বা শব স্পৃষ্ট কম্বলাদি অশুচি হইলে জল এবং মৃত্তিকাদ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণের (মনুষ্যের) ব্যঞ্জন শূন্য কেবল অন্ন পঞ্চ রাত্রিদ্বারা জীর্ণ হয়, ব্যঞ্জন যুক্ত অন্ন অর্দ্ধমাস দ্বারা জীর্ণ হইবে। দুগ্ধ এবং দধি এক মাস দ্বারা জীর্ণ হইবে, ঘৃত ছয় মাস দ্বারা জীর্ণ হইবে। তৈল এক বৎসর দ্বারা উদরে জীর্ণ হয়, কিংবা না হয় (তাহার নিশ্চয় নাই। যে সকল ব্রাহ্মণ এক মাস নিরন্তর শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, জন্মান্তরে কুক্কুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। শূদ্রান্ন ভোজন শূদ্রের সম্পর্ক এবং শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন শূদ্রের নিকট জ্ঞান লাভ করা এ সকল কার্য্য তেজস্বী পুরুষকেও পতিত করে। যে ব্রাহ্মণ নিত্য হোমার্থ অগ্নি স্থাপন করিয়াছে, সে

ব্যক্তি, যদি শূদ্রান্ন ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইতে না পারে, তাহার আত্মা, বেদ এবং অগ্নিত্রয় বিনষ্ট হয়। শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া ঐ অন্ন উদরস্থ থাকিতেই স্ত্রীসহবাস করিয়া যে পুত্রাদি জন্মাইবে, যাহার অন্ন তাহার ঐ সকল সন্তান জানিবে, যেহেতু অন্ন হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। শূদ্রান্ন উদরস্থ সত্বেই যে দ্বিজ মৃত হয় সে দ্বিজ জন্মান্তরে গ্রাম্য শূকর অথবা কুক্কুর হয়। ব্রাহ্মণের অন্ন সর্ব্বদা ভোজন করিতে পারিবে, পর্ব্ব দিবসে ক্ষত্রিয়ের অন্ন, যজ্ঞ কর্ম্মে দীক্ষিত হইলে বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে, কখনই শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃততুল্য, ক্ষত্রিয়ের অন্ন ঘৃতের তুল্য বৈশ্যের অন্ন অন্ন মাত্র শূদ্রের অন্ন রুধির তুল্য জানিবে। বৈশ্বদেবের উদ্দেশে দান, হোম, দেবগণের পূজা এবং জপ দ্বারা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদে উক্ত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত ব্রাহ্মণের অন্ন পবিত্র হয়, এজন্য তাহা অমৃত তুল্য জানিবে। ব্যবহারানুরূপ ধর্ম্ম দ্বারা ছলবর্জ্জিত ক্ষত্রিয়ের অন্নে প্রাণীগণের প্রতি পালন হয় এনিমিত্ত তাহা ঘৃত সদৃশ জানিবে। স্বীয় চেষ্টা দ্বারা অশক্তব্যক্তিগণের বৃষভগণ দ্বারা উৎপন্ন যজ্ঞ-কার্য্য এবং অতিথিসেবা দ্বারা বৈশ্যগণের অন্ন সংস্কৃত হয় এ নিমিত্ত তাহার অন্ন অর্থাৎ শরীর পুষ্টিকর জানিবে। অজ্ঞান-তিমিরান্ধ এবং মদ্যপানরত শূদ্রজাতির অন্ন বিধি এবং মন্ত্র রহিত, এ নিমিত্ত তাহা রুধিরতুল্য জানিবে। অপক্ক মাংস, মধু, ঘৃত, ভৃষ্ট যব, দুগ্ধ, ইক্ষু, গুড় এবং তক্র এই সকল দ্রব্য শূদ্রগৃহকৃত হইলেও গ্রহণ করা যাইবে। শাক, মাংস, মৃণাল, তুম্বুরু, শক্তু, তিল, ইক্ষু প্রভৃতির রস, ফল এবং হিঙ্গু এ সকল দ্রব্য সকল জাতির নিকট গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিপদাপন্ন হইয়া যদি ব্রাহ্মণ, শূদ্র গৃহে অন্ন ভোজন করে, মনস্তাপ দ্বারা কিংবা দ্রুপদামন্ত্র, ১০০ বার জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। কোন দ্রব্য হস্ত স্থিত হইয়া যদি উচ্ছিষ্ট শূদ্রকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে সে দ্রব্য দ্বিজগণ ভোজন করিবে না ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

যদ্যপি কদাচিৎ ব্রাহ্মণ, ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অশুচি সে ব্রাহ্মণের কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে? (প্রশ্নের উত্তর) অগ্রে শৌচ কার্য্য করিয়া তদনন্তর আচমন করিবে। ইহার পর এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আত্মদেহের শৌচ না করিয়া মোহবশতঃ সকল অন্ন ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র কেবল যব পান করিয়া শুদ্ধ হইবে, অর্দ্ধাঞ্জলি পরিমিত যব শস্য এবং এক পল মাত্র ঘৃতের সহিত পঞ্চপল মাত্র গোমূত্র ভোজন করিতে পারিবে ইহার অতিরিক্ত কিঞ্চিৎও ভোজন করিতে পারিবে না। (যব ভক্ষণের এইরূপ নিয়ম জানিবা।) অলেহ্য, অপেয় এবং অভক্ষ্য শুক্র মূত্র এবং পুরীষ ভক্ষণ করিয়া কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (এই প্রশ্নের উত্তর) ছয়রাত্রি ব্যাপিয়া পদ্ম পুষ্প, উডুম্বর, বিল্ব ফল, কুশ অশ্বত্থ, এবং পলাশ, এ সকল দ্রব্যের রস মাত্র পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে সকল ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় দ্বারা অগ্নি কিম্বা জল মধ্যে দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাতে দেহ ত্যাগ করিতে না পারিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার গৃহস্থধর্ম্ম করে। সে সকল ব্রাহ্মণ তিনটি কৃচ্ছ্রব্রত অথবা তিনটি চান্দ্রায়ণ করিবে। তাহাদিগের পুনর্ব্বার জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার কার্য্য করিয়া কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রত কর্ত্তব্য। যাহার শরীর কাক বলাকা অথবা চিল্লপক্ষী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়, তাহাদিগের অপবিত্র বিষ্ঠা দ্বারা শরীর লিপ্ত হয়, কর্ণে কিম্বা মুখে অমেধ্য বিষ্ঠা প্রবেশ করে, তাহাদিগের শরীরে লেপ সংলগ্ন হইলেও স্নান দ্বারা শুদ্ধি হইবে। নাভির ঊর্দ্ধদেশে অঙ্গ অশুচি স্পৃষ্ট হইলে তাহাতে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, কেবল করদ্বয় এবং নাভির অধোভাগের অঙ্গ অশুচিস্পৃষ্ট হইলে মৃত্তিকা শৌচ করিয়া ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে, (ইহা স্বকীয় বিষ্ঠাদি স্পর্শ বিষয়ে জানিবে)। যে ব্যক্তির মুখে পাদুকা কিম্বা অশুচি দ্রব্য

স্পর্শ হয়, সে মৃত্তিকা শৌচ করিয়া স্নানানন্তর, পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিপ্রকন্যা-সম্ভূত সপিণ্ডগণের জন্ম এবং মরণে দশাহ অশৌচ ভোগ করিয়া ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয়কন্যাজাত সপিণ্ডজনন ও মরণে ছয়-দিবস অশৌচ, বৈশ্যকন্যা জাত সপিণ্ডজনন ও মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ, শূদ্রকন্যা জাত সপিণ্ড-জনন ও মরণে একাহ অশৌচ জানিবে, ভোজন নিমিত্ত ভোক্তার নিকটে আনীত অন্ন ভোক্তা যদ্যপি তাহা ভোজন না করে, তথাপি তাহা দান কিংবা হোম করিবে না। অন্ন ভোজন সম্পন্ন হইলে ঐ অন্ন যদি মক্ষিকা কিম্বা কেশ দূষিত জানিতে পারিলে, আচমনা-নন্তর, জল স্পর্শ করিয়া ঐ অন্ন ভস্মমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে, শুষ্ক মাংসময় অন্ন এবং শূদ্রের অন্ন অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্রত্রয় করিবে। যে ব্যক্তি ভোজন করিতে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন না করিয়াই, উঠিয়া যায় কিম্বা ভোজন করিতে উঠিয়া যায়, সেস্থলে যে ভোজন করে, এবং ভোজন করায় এ দুই জনেই পঙক্তি দূষক বলিয়া জানিবে।

যেব্যক্তি দুষ্ট অন্ন ভোজন করিয়াছে, কিম্বা করিতেছে, সে অহোরাত্র উপবাস করিয়া, পঞ্চ-গব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। উদকস্থ হইয়া কার্য্য করিতে হইলে, উদকস্থ হইয়া আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে স্থলে কার্য্য করিতে হইলে, স্থলস্থ হইয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, স্থল এবং জল উভয় সাধ্য কার্য্যে স্থল এবং জলে পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে। স্নানার্থ জলে অবতরণ করিয়া আচমন করিবে এবং স্নান করিয়া স্থলে উত্তীর্ণ হইয়াও আচমন করিবে। এইরূপ নিয়ম যুক্ত ব্যক্তি মঙ্গলযুক্ত হয় এবং বরুণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়। হোমগৃহে, গোশালাতে, ব্রাহ্মণগণ-সমীপে বেদপাঠকালে এবং ভোজনকালে, পাদুকা ত্যাগ করিবে। জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কারকার্য্যে, প্রেতকার্য্যসমূহে, বিশেষতঃ চূড়াকরণ সময়ে, অসপিণ্ড ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভোজন কর্ত্তব্য নহে। বহুযাজী, কিম্বা গ্রামযাজীর অন্ন, আদ্য শ্রাদ্ধের অন্ন, গ্রহণশ্রাদ্ধের অন্ন স্ত্রীলোক-দিগের গর্ভাধান-সময়ের অন্ন ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রহ্মোদন নবশ্রাদ্ধে স্ত্রীলোক-দিগের সীমন্তোন্নয়নকালে, অন্নশ্রাদ্ধে, আদ্য-শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। যে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় নাই, তাহার গৃহে ভোজন করিবে না, ঐ স্ত্রীলোকের গৃহে যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করে, সে ব্যক্তি পূয়সনামক নরকে গমন করিবে। অন্ন-পরিমিত শুল্ক গ্রহণ করিয়াও যদ্যপি কন্যার পিতা কন্যা দান করে, সে ব্যক্তি বহু বৎসর ব্যাপিয়া রৌরবনামক নরকে বাস করত; বিষ্ঠা এবং মূত্র ভোজন করে। যে সকল দ্রব্য স্ত্রীধন হইয়াছে, এতাদৃশ সুবর্ণ, যান এবং বস্ত্র দ্বারা যে সকল আত্মীয়গণ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে সকল পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রি-য়ের অন্ন তেজ গ্রহণ করে, শূদ্রের অন্ন ব্রহ্ম-বর্চ্চস হরণ করে, অসংস্কৃত অন্ন যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে, পৃথিবীর মল ভোজন করে। মরণাশৌচকালে, জননাশৌচকালে সূর্য্য এবং চন্দ্রের গ্রহণসময়ে এবং গজ-ছায়া যোগসময়ে, যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে পুরুষ পাপিষ্ঠ জানিবে। দুইবার বিবা-হিতা স্ত্রী, গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পুন-র্ব্বার প্রত্যাগত স্ত্রী, বিরূঢ়া স্ত্রী, পুনরেতা স্ত্রী, রেতোধা স্ত্রী, যথেষ্টাচারিণী স্ত্রী, এ সকল স্ত্রীলোকদিগের অন্ন—এবং স্ত্রীলোকের প্রথম গর্ভকালে অন্নভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। মাতৃ হত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী এবং বিমাতৃগমনশীল, ব্যক্তি-দিগের অন্ন ভোজন করিয়া শুদ্ধিনিমিত্ত চন্দ্রায়ণ করিবে। রজক, ব্যাধ, শৈলূষ বেণুজীবী এবং চর্ম্মকার ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণগণ চান্দ্রায়ণ করিবে। দ্বিজগণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কুক্কুর কিংবা শূদ্র-কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া একরাত্রি উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সর্ব্বদা শূদ্রের আজ্ঞাপ্রতিপালনকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে, কুক্কুর যেরূপ অস্পৃশ্য সেই ব্রাহ্মণও তদ্রূপ জানিবে। উদক-শূন্যস্থানে, বনমধ্যে কিংবা চোর কিংবা

ব্যাঘ্রাদির ভয় সঙ্কুল পথিমধ্যে দ্রব্যহস্ত ব্যক্তি মূত্র কিংবা পুরীষ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে শুচি হইবে? (উক্ত প্রশ্নের উত্তর) করস্থিত অন্ন ভূমিতে অবতরণ করতঃ যথাযোগ্য শৌচ করিয়া ক্রোড়ে পক্কান্ন রাখিয়া আচমনান্তর শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ মূত্র কিংবা পুরীষ ত্যাগ করিয়া আত্মদেহ শুদ্ধি না করিলে, ত্রিরাত্র পঞ্চগব্যমাত্র ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। মদমোহিত হইয়া যদ্যপি ব্রাহ্মণ রজস্বলা স্ত্রী গমন করে, চান্দ্রায়ণ ব্রত এবং বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবে। ভোজনানন্তর আচমন না করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অল্পজ্ঞানী ব্রাহ্মণ যদ্যপি অজ্ঞানবশতঃ চণ্ডাল কিংবা শ্বপচগণকর্তৃক সংস্পৃষ্ট হয়, সে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া নিত্য ত্রিকালীন স্নান এবং ভূমীশয়নকরতঃ ত্রিরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চণ্ডালকর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া যে দ্বিজ জলপান করে, সে, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া ত্রিকালীন স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। এক দিবস একভক্ত, একদিবস রাত্রিভোজন এবং এক উপবাস;—এইরূপ তিনদিবস ব্রত করিলে কৃচ্ছ্রপাদ ব্রত করা হয়, জানিবে। এক দিবস একভক্ত ও একদিবস নক্তভোজন, তৎপরে দুই দিবস অযাচিত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া তৎপরে দুই দিবস উপবাস করিয়া কৃচ্ছ্রার্দ্ধব্রত করিবে—এইরূপ বিধি জানিবে, এই দুইটি লঘু প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। কৃষ্ণাজিন এবং তিল-প্রতিগ্রহকারী, হস্তী, এবং অশ্ববিক্রয়কারী মৃতদেহ অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ মরিয়া পুনর্ব্বার পুরুষ হইবে, অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্ত হইবে।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়ঃ।

আচমন করিয়াও সেই কাল পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, যে কাল পর্য্যন্ত জল উদ্ধৃত না হয়, জল উদ্ধৃত হইলেও সে পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে যে পর্য্যন্ত ভূমি (গোময়াদি দ্বারা) লেপন করা না হয়, ভূমিলেপন হইলেও সেপর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, সেই আসন হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে গমন করিবে না। পণ্ডিতগণ যমরাজকে যম বলেন নাই,—অর্থাৎ দণ্ডদাতা বলেন নাই, স্বীয় আত্মাই যম,—অর্থাৎ দণ্ড-বিধান কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, (আত্মকৃত কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের স্বর্গ কিংবা নরকভোগ হয় জানিবে) যে ব্যক্তি আত্মার সংযম করিতে পারিয়াছে, যমরাজ তাহার কি করিতে পারেন, (তাহার দণ্ড বিধানে যমরাজ সমর্থ নহে)। খড়্গ তাদৃশ তীক্ষ্ণ নহে, এবং সর্পও তাদৃশ ভয়ানক নহে, যেরূপ প্রাণীগণের দেহস্থিত ক্রোধ অনিষ্ট জনক হয়, অতএব সর্ব্বতোভাবে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। মনুষ্যগণের ক্ষমাগুণই ইহকালে এবং পরকালে সুখদাতা জানিবে, ক্ষমাশীল ব্যক্তির একটি মাত্র দোষ দেখা যায় দ্বিতীয় দোষ দৃষ্ট হয় না। (সে দোষ কি তাহা বলিতেছেন) ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে মূঢ়জনেরা অক্ষম বিবেচনা করে, ক্ষমাগুণ থাকিলে কোন ক্লেশ ভোগ হয় না; যদ্যপি কেহ শতসহস্র অপরাধ করে, তাহা ক্ষমাগুণ দ্বারা অনায়াসে সহ্য হয়। বলবান্ কিংবা শাস্ত্রানুশীলনকারী ব্যক্তির মুক্তি হইবে, এরূপ নিয়ম নহে, কিংবা রমণীয় গৃহপ্রিয় ব্যক্তির মুক্তি লাভ হয় না, উত্তম ভোজন এবং উত্তম বস্ত্রপরিধানশীল ব্যক্তিরও মুক্তি লাভ হয় না, একান্তশীল, ঈশ্বরপরায়ণ, দৃঢ়ব্রত, সকলের প্রীতিসম্পাদক, উত্তমরূপে অধ্যাত্মযোগে আসক্ত, সর্ব্বদা হিংসাশূন্য, বেদাধ্যয়ন এবং যোগবিষয়ে যাহার চিত্ত আক্রান্ত হইয়াছে,—এই সকল গুণবান্ ব্যক্তিই মোক্ষ লাভে সমর্থ হইবে। ক্রোধী ব্যক্তি যে যজ্ঞ করে, যে হোম করে, যে পূজা করে, অপক্ব কুম্ভ যেরূপ (আত্মস্থিত) জলশোষণ করে সেইরূপ তাহার ঐ সকল কার্য্য হৃত হয়, (ক্রোধী মনুষ্য কোন কার্য্য করতে সমর্থ নহে)। অপমান হইতে তপস্যার বৃদ্ধি হয়, (মনুষ্য অপমানিত হইলে তপস্যা করিতে উদ্যোগী হয়,) সম্মান হইতে তপস্যার ধ্বংস হয়, সম্মানিত ব্যক্তি দুঃখভোগ না করায় তপস্যা করিতে উদ্যোগী হয় না) পূজিত এবং সম্মা-

নিত ব্রাহ্মণ অবসন্ন হয়, যেমন দুগ্ধবতী গাভী, প্রতিদিন দুগ্ধ মোচন করিয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত য় । যেমন ধেনু জলজাত তৃণদ্বারা পুষ্টি লাভ করে, সেইরূপ দ্বিজগণ জপ, হোম এবং পুণ্যকার্য্য সমূহ দ্বারা উন্নতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মাতার তুল্য পরস্ত্রীকে দর্শন করে ও পরদ্রব্য লোষ্ট্রের (ঢেলা) তুল্য জ্ঞান করে, সকলপ্রাণীগণকে আত্মার ন্যায় জ্ঞান করে, সে ব্যক্তিই জ্ঞানবান্। রজক, ব্যাধ, শৈলূষ-বেণুজীবী এবং চর্ম্মকার ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে। অগম্যা স্ত্রীগমন এবং অভক্ষণীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে অথবা প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে মনুষ্য অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি বীরহত্যার পাপী হয়, সেই পাপের চান্দ্রায়ণ ভিন্ন শুদ্ধিজনক ব্রত নাই,—অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিবাহ, উৎসব, যজ্ঞকার্য্য সঙ্কল্পিত হইলে পর, যদ্যপি মরণাশৌচ কিম্বা জননাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহাতেও শুদ্ধ থাকিবে, পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কার্য্য অনায়াসে সমাপন করিবে। দেবদ্রোণী, বিবাহ, যজ্ঞকার্য্য সঙ্কল্পিত হইলে, জননাশৌচ এবং মরণাশৌচ হইলে ব্যাঘাত হইবে না, সিদ্ধ মন্ত্র প্রভৃতি কার্য্যে দোষ হয় না।

আপস্তম্ব-সংহিতা সমাপ্ত।

সম্বর্ত্ত-সংহিতা

একাকী উপবিষ্ট আত্মবিদ্যাপরায়ণ—সম্বর্ত্ত-মুনির নিকট সমাগত হইয়া ধর্ম্ম শ্রবণে অভিলাষী ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! শ্রেয়ঃসাধনকর্ম্ম সমস্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে দ্বিজোত্তম! আপনি শুভ এবং অশুভ বিবেচনা করিয়া, যথাউচিত-ধর্ম্ম আমাদিগের নিকট প্রকাশ করুন। বামদেব-প্রভৃতি সমস্ত ঋষিগণ মহাতেজস্বী সেই ঋষি-প্রবরকে জিজ্ঞাসা করিলে পর, সেই ঋষি-প্রবর সম্বর্ত্ত মুনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া বামদেব-প্রভৃতি সকল ঋষিগণের নিকট ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্র বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণসার মৃগ সর্ব্বদা যে দেশে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করে, সে সকল দেশ দ্বিজগণের (বেদোক্ত) ধর্ম্মসমূহ সাধনের যোগস্থান। ব্রাহ্মণকুমার উপনীত হইয়া সর্ব্বদা গুরুদেবের প্রিয়কার্য্য করিবে, ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকুমার মাল্যধারণ, মধু এবং মাংস ভোজন ত্যাগ করিবে। নক্ষত্রগণ জ্যোতিঃশূন্য না হইতে হইতেই যথাশাস্ত্রমতে প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিবে এবং সূর্য্যদেবের অর্দ্ধাস্তকাল হইতে সূর্য্যদেব সত্বেই সায়ং-সন্ধ্যার উপাসনা আরব্ধ করিবে। ব্রহ্মচারী সমাহিতচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা-কালীন (গায়ত্রী) জপ করিবে এবং নিরালস্য হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক সায়ংকালীন (গায়ত্রী) জপ করিবে। সন্ধ্যার উপাসনার পর, প্রাতঃ-কালে এবং সায়ংকালে বুদ্ধিমান্ (ব্রহ্মচারী) হোমকার্য্য সম্পন্ন করিবে, হোমকার্য্যসম্পন্ন হইলে গুরুদেবের মুখ নিরীক্ষণকরত বেদ অধ্যয়ন করিবে। সর্ব্বাগ্রে প্রণব উচ্চারণকরত তদনন্তর ব্যাহৃতিত্রয়, তদনন্তর, আনুপূর্ব্বিক ত্রিপদা গায়ত্রী পাঠ করিয়া বেদ পাঠ আরব্ধ করিবে। জানুদ্বয়ের উপরিস্থিত হস্তদ্বয় রাখিয়া সুসংযতকরতঃ অনন্যমতি হইয়া গুরুদেবের অনুমতি-অনুসারে বেদ পাঠ করিবে। ব্রহ্মচারী নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে ভিক্ষা করিবে, তদনন্তর, ভিক্ষিত দ্রব্য গুরুদেবকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করতঃ পূর্ব্বমুখ হইয়া মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক পবিত্রভাবে ভোজন করিবে। দ্বিজগণের দিবাভাগে এবং রাত্রিকালে এই দুই সময়ে দুই বার মাত্র ভোজন করা বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার মধ্যে পুনর্ব্বার ভোজন করিতে নাই, যেমত অগ্নিহোত্রকার্য্য দিবা-ভাগে একবার এবং রাত্রিকালে একবার কর্ত্তব্য, তদ্রূপ ভোজনকার্য্যও দুইবারমাত্র কর্ত্তব্য জানিবে। দ্বিজগণ ভোজনের পূর্ব্বে আচমন করিবে, এবং ভোজনান্তেও আচমন করিবে যে দ্বিজ আচমন না করিয়া ভোজন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আচমন না করিয়া যে দ্বিজ কোন দ্রব্য পান, কিংবা ভোজন করে, সে ব্যক্তি একশত অষ্ট-বার গায়ত্রী জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। পাদ-প্রক্ষালন না করিয়া, দণ্ডায়মান শিখা বন্ধন না করিয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে দ্বিজ আচমন করিবে, সে ব্যক্তি কোন কার্য্যে শুচি হইবে না। উত্তরমুখ করিয়া, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিবে, কিংবা পূর্ব্বমুখ করতঃ বাক্য-সংযম পূর্ব্বক উপবীতধারী দ্বিজ সর্ব্বদা আচ-মন করিবে। জলে কার্য্য করিতে হইলে জলস্থ হইয়া আচমন করিবে, স্থলে কার্য্য

করিতে হইলে, স্থলস্থ হইয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, জল এবং স্থল উভয় সাধ্যকার্য্যে জল এবং স্থলস্থ হইয়া আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। (পদদ্বয়) আচমন করিবার পূর্ব্বে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় এবং জলদ্বারা শুদ্ধ করিয়া শব্দশূন্য, উষ্ণ ভিন্ন, জলের স্বাভাবিক রস, বর্ণ, এবং গন্ধ যুক্ত, অথচ ফেনারহিত, জলদ্বারা তিন, কিংবা চারিবার হৃদয়গত জল পান করিয়া আচমন করিবে। দুই-বার আস্যদেশ মার্জ্জন করিয়া দ্বাদশ অঙ্গ স্পর্শ করিবে। স্নানানন্তর কিংবা দ্রব্য পান করিয়া, অথবা ভোজনাবসানে কিংবা অশুচি-স্পর্শ হইলে, হে দ্বিজগণ! উক্ত বিধি অনু-সারে আচমন করিলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইবে। শূদ্র জাতির হস্ত দ্বারা দ্বাদশ অঙ্গ স্পর্শ করিলে আচমন করা হইবে, বৈশ্য জাতি দন্ত স্পর্শ হয়, এতাদৃশ জল দ্বারা আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে এবং ক্ষত্রিয় জাতি কণ্ঠগত জল দ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। আসন-স্থিত পাদতল হইয়া বস্ত্র দ্বারা পৃষ্ঠদেশ জানুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয় বন্ধন করিয়া এবং এক-চরণের উপরি অপরচরণ রাখিয়া আচমন করিলে পর কখনই শুদ্ধ হইবে না। যদ্যপি কোন দ্বিজ কোন দিবস সন্ধ্যা উপাসনা না করে, কিংবা অগ্নিহোত্রকার্য্য না করে, সে দ্বিজ, স্নানান্তে সমাহিত হইয়া অষ্টাধিক সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য করিয়া জনন জন্য অশুচি ব্যক্তির অন্ন ভোজন করে, কিংবা আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করে, কিংবা মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সে ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিলে পর শুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য করিয়া কামপীড়িত হইয়া স্ত্রীগমন করে, সে ব্যক্তি নিয়মী হইয়া একটী কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। যে ব্রহ্মচারী, কোন প্রকার হেতু বশতঃ মধু কিংবা মাংস ভোজন করে, সে ব্রহ্মচারী, প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া মৌঞ্জী কার্য্যে অর্থাৎ উপনয়ন বিষয়ে উক্ত হোম করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারী পর্ব্বদিবসে পুরোডাশ দ্বারা অগ্নিমধ্যে ঘৃত হোম করিবে। যে ব্রহ্ম-চারী কামী হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক নিজরেতঃস্খলন করে, সে ব্রতভঙ্গ বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং যে ব্রহ্মচারী অজ্ঞানপূর্ব্বক রেতঃস্খলন করে, সে, কেবল স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে। অনন্তর ভিক্ষা নিমিত্ত পর্য্যটন করিয়া সুস্থ হইবে, যে হেতু আত্মতুল্য যে শুক্র তাহার ক্ষরণ হইয়াছে। স্নান না করিয়া যে ব্রহ্মচারী ভোজন করে, সে একশত আট বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রহ্মচারী, শূদ্রহস্ত আনীত অন্ন কিংবা পানীয় দ্রব্য ভোজন বা পান করে, সে, এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

শুষ্ক, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং কেশদুষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া ব্রহ্মচারী অহোরাত্র উপ-বাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। শূদ্রের (কাংস্যাদি) পাত্রে কিংবা ভগ্ন কাংস্যাদি পাত্রে ভোজন করিয়া ব্রহ্মচারী অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রহ্মচারী সুস্থশরীরে কদাচিৎ দিবাভাগে নিদ্রা যায়, সে, স্নানান্তে সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিয়া একশত বার গায়ত্রী জপ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারীগণের এইরূপ ধর্ম্ম উক্ত হইল, এইরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মচারী সম্যক-রূপে আচরণ করিলে পর, উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবে। উক্তরূপে ব্রহ্মচর্য্যসমাপনান্তে গুরুদেবের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজগণ সদ্বংশজাত, শুভলক্ষণযুক্ত সুস্বভাবসম্পন্ন, সুন্দরী এবং গুণবতী কন্যাকে ব্রাহ্মবিধি-অনুসারে বিবাহ করিবে। দ্বিজগণ প্রতি দিন পঞ্চ যজ্ঞ করিবে, মঙ্গলপ্রার্থী বিপ্র কখনই কোন স্থানে ঐ পঞ্চ যজ্ঞ ত্যাগ করিবে না। সপিণ্ড জ্ঞাতির মরণ কিংবা জননজন্য অশৌচ হইলে পঞ্চ যজ্ঞ ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ (জনন কিংবা মরণ জন্য অশৌচ হইলে,) দশ দিবস অশুচি হইয়া থাকিবে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিবস, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস এবং শূদ্র এক মাস অশৌচ ব্যবহারের পর শুদ্ধ হইবে, সম্বর্ত্ত মুনির এইরূপ অনুজ্ঞা

প্রদান করিবে এবং শাকলহোমান্ত মন্ত্র বাক্য জানিবে। (জ্ঞাতি মরণ হইলে

দাহান্তে) স্নানের পর, স্বগোত্রজ ব্যক্তিমাত্রেই তর্পণ করিবে, প্রথম দিনে তৃতীয়, সপ্তম এবং নবম দিবসে তর্পণ করিতে হইবে। চতুর্থ দিবসে সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের সহিত (অস্থি) সঞ্চয় করিবে, সঞ্চয়ের পর ঐ দিবস অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তব্য, প্রথম তিন দিবস অঙ্গস্পর্শ নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠ দিবসে, বৈশ্যের অষ্টম দিবসে এবং শূদ্রের দশম দিবসে, অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তব্য, উহার পূর্ব্ব কোন দিবস অঙ্গস্পর্শ করিতে নাই; মরণ জন্য অশৌচ-বিষয়ে যেরূপ দিবস নির্দ্দিষ্ট হইল জনন অশৌচবিষয়েও ঐরূপ নিয়ম পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ বৈশ্বদেব কার্য্য রহিত হইয়া দশ দিবসের পর শুদ্ধ হইবে। পুত্র জন্মাইলে, পিতা বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, দশাহের পর মাতার অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তব্য পিতার স্নানের পর অঙ্গস্পর্শ বিধেয়। সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ) জনন-অশৌচ মধ্যে শুষ্ক অন্ন এবং ফল দ্বারা হোম করিবে, মরণ অশৌচ এবং জনন অশৌচমধ্যে পঞ্চ যজ্ঞ বিহিত কার্য্য করিবে না। দশাহের পর ধর্ম্মবিদ্ ব্রাহ্মণ সম্যক্ রূপে বেদ অধ্যয়ন করিবে, অশৌচমধ্যে যে সকল অশুভ জান্মিয়াছে, তাহার ক্ষয় নিমিত্ত বিধান অনুসারে শুভ জনক বস্তু দান করিবে। যে যে দ্রব্য ত্রিলোকে লোকের অত্যন্ত প্রিয় এবং যাহা গৃহস্থ লোকের প্রিয়, সেই সকল দ্রব্য, অক্ষয়ফল ইচ্ছা করতঃ গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। নানাবিধ দ্রব্যসমূহ, বহু প্রকার বহু পরিমিত ধান্য এবং সমুদ্র-জাতরত্নসমূহ উত্তম ব্রাহ্মণগণকে দানকরত পাপশূন্য হইয়া মনুষ্যগণ পরলোকে মহৎ সম্পদ লাভ করে। যে ধর্ম্মজ্ঞ মনুষ্য গন্ধদ্রব্য (চন্দন প্রভৃতি) অলঙ্কার এবং মাল্য প্রদান করে, সেব্যক্তি যেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুগন্ধ দ্রব্য সেবন করতঃ এবং সর্ব্বদা হৃষ্টান্তঃকরণে কালযাপন করে। বেদজ্ঞ, সদ্বংশজাত এবং ধনপ্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে যে সকল বস্তু ভক্তিপূর্ব্বক দান করা হয়, তাহা মহাফলজনক হয়। পবিত্রচিত্ত মহাপণ্ডিত ব্যক্তিগণ, সচ্চরিত্র অথচ বেদাধ্যয়ন নিরত, এবং প্রখ্যাতকুলজাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া হব্য (দেবোদ্দেশে দেয় অন্ন) কব্য (পিতৃ উদ্দেশে দেয় অন্ন) দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। উত্তম রসযুক্ত, (দর্শন করিলে) গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে ;—এতাদৃশ নানাবিধ দ্রব্যসমস্ত, অক্ষয় স্বর্গ,—কামনা করিয়া মঙ্গল-প্রার্থী মনুষ্য দান করিবে। যে ব্যক্তি বস্ত্র দান করে, সে জন্মান্তরে সুবেশ হয়, রৌপ্য দাতা রূপবান্ হয়, সুবর্ণদাতা দীর্ঘ আয়ু এবং অতিশয় তেজ লাভ করে,। প্রাণীগণকে অভয়দান করিলে, সকল অভীষ্ট লাভ হয়, দীর্ঘায়ু এবং সুখী হয়। ধান্য, জল এবং ঘৃত দান করিলে, সুখোভোগ করে, যদ্যপি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃত করিয়া অলঙ্কার দান করে সে, জন্মান্তরে অলঙ্কার লাভ করে। যে ব্যক্তি ফল, মূল, নানাপ্রকার শাক এবং সুগন্ধি পুষ্প দান করে, সে, জন্মান্তরে পণ্ডিত হয়। যে বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে তাম্বুল দান করে, সে মেধাবী, ভাগ্যবান্ পণ্ডিত এবং সুন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কাষ্ঠ-পাদুকা চর্ম্ম-পাদুকা, ছত্র, শয্যা, আসন এবং নানাবিধ যান দান করিলে পর দিব্য গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি শীতকালে যত্নপূর্ব্বক অগ্নি এবং কাষ্ঠরাশি প্রদান করে, সে শরীরে অগ্নির তুল্য দীপ্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং রূপসৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি রোগীগণকে রোগশান্তি নিমিত্ত ঔষধ, তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য এবং পথ্য প্রদান করে, সে, কদাচ রোগী হয় না, সুখী এবং দীর্ঘায়ু হয়। শীতকালে ব্রাহ্মণগণকে যে ব্যক্তি বহুতর কাষ্ঠ প্রদান করে, সে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদিন জয়লাভ করে এবং জন্মান্তরে সম্পত্তিযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। (উপযুক্ত বরপাত্রে অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্ম বিবাহ-রীতি অনুসারে, অর্চ্চিত কন্যা যে ব্যক্তি প্রদান করে, সে কন্যাদান জাতপুণ্য দ্বারা অসাধারণ মঙ্গল, সজ্জনবর্গের সাধুবাদ এবং অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করে। হোমমন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত করিয়া কন্যাদান করিলে পর, মনুষ্য জ্যোতিষ্টোমপ্রভৃতি শত শত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। অলঙ্কার, বস্ত্র এবং আসনদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া কন্যাদান করিলে পিতা স্বর্গলাভ করে, এবং সুরগণের মধ্যে মান্য হয়। (অবিবাহিত কন্যার) গাত্রে লোম দেখা যায়, এতাদৃশ বয়ঃক্রম হইলে, ঐ কন্যাকে

চন্দ্র উপভোগ করেন, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে গন্ধর্ব্বগণ উপভোগ করেন, স্তনদ্বয় উত্থিত হইলে, বহ্নি ভোগ করেন। অষ্টম বৎসরবয়স্কা অবিবাহিতকন্যা গৌরী, নবমবর্ষবয়স্কা রোহিণী এবং দশম বর্ষবয়স্কা কন্যকা নামে খ্যাত; একাদশ বৎসর কন্যার বয়ঃক্রম হইলে রজস্বলা বলিয়া খ্যাত হয়। কন্যা রজস্বলা হইলে, অর্থাৎ কন্যার একাদশ বর্ষে বিবাহ না হইলে, মাতা, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই তিন জন নরক গমন করে। সেইহেতু যে পর্য্যন্ত কন্যা ঋতুমতী না হয়, তাহার মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবে। অষ্টমবর্ষে কন্যার বিবাহপ্রশস্ত জানিবে।) (মর্দ্দনার্থ) তৈল, বসিবার আসন এবং পাদপ্রক্ষালন করিবার জল যে ব্যক্তি দান করে, সে ইহলোকে হৃষ্টচিত্ত এবং সুখী হইয়া সর্ব্বদা কালযাপন করে। লাঙ্গুলসংযুক্ত করিয়া এবং যথাশক্তি অলঙ্কৃত করিয়া, শকট প্রভৃতি বহন করিতে এবং শুভ লক্ষণ বৃষদ্বয় যে ব্যক্তি দান করে, সে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, বৃষের রোমসংখ্যা-পরিমিত বৎসর স্বর্গধামে বাস করে। কাংস্য ক্রোড় এবং বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত দুগ্ধবতী ধেনু (সবৎসা গাভী) যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে দান করে, সে, স্বর্গে পূজনীয় রূপে বাস করে। শস্যবতী উর্ব্বরা ভূমি, এবং অর্দ্ধপ্রসূতা অর্থাৎ যুবতী গাভী; বেদপারগ ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি দান করে। সে স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া বাস করে। অগ্নির প্রথম অপত্য সুবর্ণ, বিষ্ণুর অপত্য পৃথিবী এবং গোসমস্ত সূর্য্যদেবের অপত্য যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো এবং পৃথিবী দান করে, সে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল এই ত্রিলোকদানের ফলভাগী হয়। যতগুলি শস্য এবং মূল দান করে, তাবৎ পরিমিত বৎসর স্বর্গধামে বাস করে। সকল দ্রব্য দানের ফল একজন্ম অনুগমন করে, কিন্তু সুবর্ণ পৃথিবী এবং অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা এইতিন বস্তু দানের ফল সপ্ত জন্ম অনুগমন করে। যে ব্যক্তি সুবর্ণ কিম্বা রৌপ্য অথবা হেমদ্বারা শোভিত হইয়াছে শৃঙ্গদ্বয় যাহার এতাদৃশ রোগশূন্য বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত, সুন্দরী সুচরিত্রা বৎসযুক্তা এবং দুগ্ধবতী গাভী দান করে, সেই সবৎসা গাভীর অঙ্গ যত সংখ্যক রোম থাকে তাবৎসহস্র বৎসর স্বর্গগত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে বাস করে। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক বৃষভযুক্ত গাভী প্রদান করে, কেবল গাভীপ্রদানকৃত পুণ্যের দশগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি জল দান করে, সকল বস্তুতে তৃষ্ণাশূন্য হইয়া সে অতুল তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি অন্নদান করে, সে সকল বস্তুভোগজাত যে তৃপ্তি, তাহা প্রাপ্ত হয়। সকল দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি অন্নদান করে, সকলপ্রাণী হইতে তাহার জীবন সফল হয়। সকল কল্পে ব্রহ্মা যে অন্ন হইতে সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেন, সেই অন্ন দান হইতে শ্রেষ্ঠদান হয় নাই, হবেওনা। অন্নদান হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দান দেখিতে পাওয়া যায়না, অন্ন হইতে সমস্তপ্রাণী জন্মগ্রহণ করিতেছে, এবং ঐ অন্ন দ্বারা সকল প্রাণী জীবন ধারণ করিতেছে, ইহা নিশ্চিত জানিবে। মৃত্তিকা, গোময়, দর্ভ এবং যজ্ঞোপবীত ঐ সকল উত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠ,ইহা যে ব্যক্তি গুণবান ব্যক্তিকে দান করে, সে, মহৎকুলে জন্ম গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি মুখের সুগন্ধিজনক দ্রব্য, এবং দন্তধাবন দান করে, সে ব্যক্তি গাত্রে সুগন্ধযুক্ত এবং বাক্‌পটু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের পাদ শৌচার্থ জল এবং মৃত্তিকা কিংবা পায়ু এবং লিঙ্গশৌচের জল এবং মৃত্তিকা প্রদান করে, তাহার সর্ব্বদা পবিত্র বুদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি রোগীগণকে ঔষধ, পথ্য, খাদ্য দ্রব্য, স্নেহ দ্রব্য ঘৃত তৈলপ্রভৃতি এবং অভ্যঙ্গ, তৈলমর্দ্দনাদি এবং আশ্রয় প্রদান করে, সে, সকল ব্যাধি-শূন্য হয়। গুড়, ইক্ষুরস, লবণ, ব্যঞ্জন এবং সুগন্ধপানীয় দ্রব্য দান করিলে পর, অত্যন্ত সুখী হয়। নানাপ্রকার বস্তুদানে যে সকল ফল হয়, তাহা উক্ত হইল, বিদ্যাদানজাত পুণ্য দ্বারা ব্রহ্মলোকে বাস হয়। ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরকে অন্নদান করিয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে পূজা ও প্রতিপূজা করিয়া এবং প্রতিগ্রহ করিয়া আপনিও উদ্ধার হয় এবং পরকেও উদ্ধার করেন। মঙ্গলপ্রার্থী বুদ্ধিমান ব্যক্তি, দরিদ্র, অন্ধ,

ক্ষুদ্র ব্যক্তিপ্রভৃতিকে যে সকল বস্তু দাতব্য বলিয়া কথিত হইল, এ সকলদ্রব্য এবং অন্যান্ত নানাবিধ বস্তু দান করিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী এবং যতীগণের কেশ, নখ, লোম বপন করিয়া দেয়, সে, উত্তম চক্ষুষ্মান্ হয়। যে নর, দেবমন্দির এবং দ্বিজ-গণ গৃহে রাজপথে দীপ প্রদান করে, সে মনুষ্য মেধা ও শাস্ত্রজ্ঞান যুক্ত হয় এবং উত্তম চক্ষুষ্মান্ হয়। যে মনুষ্য নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্যকর্ম্মে যথাশক্তি তিল দান করে, সে নর, পুত্রবান্ পশুমান্, ধনবান্ হয়। যে ব্যক্তি প্রার্থিত হইয়া বিপ্রগণকে প্রার্থনার অনুরূপ তৃণ, কাষ্ঠপ্রভৃতি দান করে, সে গোদানতুল্য ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সাধ্বী ভার্য্যা প্রতিপালননিমিত্ত নিন্দনীয় কার্য্যসমূহ করিয়াও কেবল ঋতুকালে অভিগমন করে, সে, পরম-গতি প্রাপ্ত হয়। গৃহস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণ উক্ত নিয়মঅনুসারে গৃহে বাস করিয়া দ্বিতীয়া-শ্রম নির্ব্বাহকরতঃ আত্মশরীরমাংসে লোল, কেশরাশি শ্বেতবর্ণ হইলে পর, বানপ্রস্থ আশ্রম আশ্রয় করিবে। আত্মদেহ জরাযুক্ত হইলে পর বুদ্ধিমান ব্যক্তি (বনগমন অভিলাষিনী) নিজ ভার্য্যা এবং অগ্নিহোত্র সঙ্গে লইয়া বন গমন করিবে,—বনগমন করিয়াও হোম ত্যাগ করিবে না। বনগমন করিয়া পবিত্র বন্য ফলসমূহ দ্বারা যথানিয়মে পুরোডাশ যজ্ঞ করিবে, শাক, মূল এবং বন্য ফলসমূহ দ্বারা ভিক্ষুকগণকে ভিক্ষা প্রদান করিবে। অগ্নিহোত্র-পরায়ণ হইয়া নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং প্রতিপর্ব্ব-তিথিতে পর্ব্বকর্ত্তব্য যজ্ঞ করিবে। উক্ত নিয়ম-অনুসারে বানপ্রস্থাশ্রম নির্ব্বাহ করিয়া সকল বস্তুর নিয়মজ্ঞ হইলে পর, হোমকার্য্য সমাপন করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করতঃ ভিক্ষুক আশ্রম অব-লম্বন করিবে (হোমীয় ভস্ম পান করতঃ) আত্ম-দেহে অগ্নি স্থাপন করিয়া দ্বিজগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে এবং প্রতিদিন বেদপাঠ-করত ব্রহ্ম বিদ্যাপরায়ণ হইবে। সেই ভিক্ষু-কাশ্রমী মুনি অষ্টগ্রাস কিম্বা সপ্তগ্রাস অথবা পঞ্চগ্রাস ভিক্ষা গ্রহণ করত ভিক্ষিত দ্রব্য সমস্ত জল দ্বারা ধৌত করিয়া সমাহিত চিত্তে ভোজন করিবে। চতুর্থাশ্রমী বিপ্র ভোজন অবসানে নির্জ্জন অরণ্যে একাকী উপবেশন করিয়া মন, বাক্য এবং কায় সংযত করিয়া পরব্রহ্ম চিন্তা করিবে। কোন প্রকারে মৃত্যু ও প্রার্থনা করিবে না, এবং বাঁচিতে চেষ্টা করিবে না, যত দিন আয়ুর শেষ থাকে, কাল-প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। বেদশাস্ত্রবেত্তা দ্বিজগণ, জাতক্রোধ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া যথাশাস্ত্র নিয়ম অনুসারে চারি আশ্রম সেবা করিলে পর, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে সকল আশ্রমের নিয়মাবলী উক্ত হইল; অনন্তর, পাপসমূহের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি (শ্রবণ কর)। ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্য-পায়ী, অশীতিরতিপরিমিত সুবর্ণ, চৌর্য্য-কারী, এবং গুরুতল্প-গমনকারী (বিমাতৃগমন-শীল) এই চারিজন মহাপাতকী জানিবে, ইহাদিগের সংসর্গকারী যে মনুষ্য, সেও পঞ্চম মহাপাতকী। ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাতকী বল্কল পরিধান করিয়া, মস্তকে জটাধারণ করতঃ কোন বিশেষ চিহ্ন লইয়া বনগমন করিবে, এবং সকল বাসনা পরিত্যাগকরতঃ কেবল বন্য ফলসমূহ ভোজন করিবে। যদ্যপি বন্যফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, ভিক্ষা করিতে গ্রামে গমন করিবে, ঐ পুরুষ একটি খট্টাঙ্গ চিহ্ন-নিমিত্ত ধারণ করতঃ সংযতভাবে (ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি) চতুর্ব্বর্ণের গৃহে ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার বনে গমন করিবে, এবং সেই পাপিষ্ঠ সকল সময় নিরা-লস্য হইয়া কালযাপন করিবে। আমি ব্রহ্ম-হত্যা পাপ করিয়াছি ইহা সর্ব্বদা লোকের নিকট প্রকাশ করতঃ উক্ত নিয়ম অনু-সারে দ্বাদশ বৎসর ব্রত করিবে। ইন্দ্রিয়বর্গ নিগ্রহ করিয়া সকলপ্রাণী রহিত চেষ্টা করতঃ ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপক্ষয়নিমিত্ত ব্রত করিলে পর, সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। অতঃপর, সুরাপায়ীর পাপমোচনের বেদশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট উপায় বলিতেছি, হে ব্রাহ্মণগণ! তাহা শ্রবণ কর। গৌড়ী, পৈষ্টী, (তণ্ডুল হইতে জাত) মাধ্বী, (মহুলাপুষ্পের রস হইতে উৎপন্ন) এই তিন প্রকার সুরা জানিবে, গৌড়ী সুরা যেরূপ পাপজনক, সেইরূপ অন্য দুই প্রকার সুরাও জানিবে,

অতএব দ্বিজগণ কদাচ এ তিন প্রকার সুরা পান করিবে না। সুরাপায়ী দ্বিজ সেই পাপ হইতে মুক্তি ইচ্ছুক হইয়া তপ্ত সুরা পান করিবে, অথবা অগ্নিবর্ণ গোমূত্র পান কিংবা তাদৃশ গোময় ভক্ষণ, অতিশয় তপ্ত ঘৃত এবং দুগ্ধ এক বৎসর ব্যাপিয়া সকলবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তণ্ডুল প্রভৃতির কণামাত্র ভোজনকরতঃ সুরাপায়ী তিনটি চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর, সুরাপানুজন্য পাপ হইতে মুক্ত হইবে। সুরাপায়ী ব্যক্তির উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, মদ্যভাণ্ডস্থিত জল পান করিলে পর, দ্বিজগণের পুনর্ব্বার সংস্কার করিতে হইবে। সুবর্ণ চুরী করিয়া ঐ চোর যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করে, রাজাকে জানাইবে, (আমি এতৎপরিমিত সুবর্ণ চুরী করিয়াছি) নৃপতি তাহা (জ্ঞাত হইয়া) মুষল লইয়া, সুবর্ণ চোরকে আঘাত করিবেন। যদি সেই চোর আহত হইয়া জীবিত থাকে, সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে, কিম্বা বনগমন করিয়া বল্কল পরিধানকরতঃ ব্রহ্মহত্যাবিষয়ে উক্ত যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা করিবে। অথবা লৌহময়ী স্ত্রীলোকের একটি আকৃতি প্রস্তুত করতঃ তাহাকে অগ্নি দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গন করিবে, সুবর্ণচোরের এ সকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি হইবে, সম্বর্ত্তমুনির ইহা অভিপ্রায়।' গুরুতল্পে শয়ন (অর্থাৎ বিমাতৃগমন) করিয়া দ্বিজগণ লৌহময় একটি শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শয়ন করিবে, অথবা চারিটি কিম্বা তিনটি চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর, গুরুতল্পগমন জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যে কোন পাপমুক্ত ব্যক্তি যদ্যপি ব্রহ্মঘ্ন প্রভৃতির সহিত ছয় মাস কিম্বা তাহার অধিক কাল যাজন প্রভৃতি সংসর্গ করে, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রহ্মঘ্নপ্রভৃতি মহাপাতকীগণের সংসর্গ করিলে পর, মনুষ্য, সেই ব্রহ্মহত্যাদি পাপ দ্বারা আক্রান্ত হইবে, অতএব ব্রহ্মঘ্নপ্রভৃতির সংসর্গজন্য পাপক্ষয়নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যাপ্রভৃতি পাপবিষয়ে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ক্ষত্রিয় বধ করিয়া তিনটি কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে, সংযত হইয়া পুনর্ব্বার তিনটি কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। অজ্ঞানমুগ্ধ হইয়া যদ্যপি কোন প্রকারে বৈশ্যহত্যা করে, বৈশ্যঘাতী মনুষ্য কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রব্রত করিবে। যদ্যপি শূদ্র বধ করে, যথানিয়মে তপ্ত কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। গোহত্যাপাপের নিষ্কৃতি বলিতেছি, গোহত্যাকারী পাপী দ্বিজ ইন্দ্রিয়সংযমকরতঃ গোসমূহযুক্ত গোষ্ঠে মাসার্দ্ধ ব্যাপিয়া ভূমীশায়ী হইবে, তদনন্তর, একমাস শক্তু, যাবক, (যাউ) পিণ্যাক, (তিলকল্ক) দুগ্ধ, দধি এবং গোময় এসকল দ্রব্য ক্রমান্বয়ে ভোজন করিবে, নখ লোম এবং কেশ শিখা পর্য্যন্ত বপন করিয়া ব্রত করিলে পর শুদ্ধ হইবে, ত্রিষবন স্নান, নিত্য গোসমূহের অনুগমন করতঃ মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া এই ব্রত করিবে, এবং যথাশক্তি নিত্য গায়ত্রীজপ করিতে হইবে ও পবিত্রভাবে কালযাপন করিবে, উক্ত ব্রত সমাপন হইলে পর, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া একটি গাভী ব্রতের দক্ষিণা প্রদান করিবে। যদ্যপি বন্ধন কিংবা রোধ করিয়া বহু গোহত্যা একব্যক্তি করে, গোহত্যাপ্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে। দৈবাধীন বহুজন একটী গোহত্যা করে, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া, গোহত্যাপাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্তের এক এক পাদ (চতুর্থভাগ) ব্রত করিবে। অঙ্কিত করা কিংবা গো চিকিৎসা করিতে অথবা গর্ভস্থ মৃত সন্তান নিঃসৃত হইতেছে না, ঐ গর্ভ মোচন করাইতে যাইয়া, যদ্যপি গোহত্যা হয়, ঐ সকল কার্য্যকারী ব্যক্তি পাপ দ্বারা লিপ্ত হইবে না। রাত্রিকালে বন্ধন কিংবা সর্পাঘাত, ব্যাঘ্রকর্তৃক ভোজন, গৃহদাহ, এবং অন্য কোন বিঘ্ন দ্বারা গোহত্যা হইলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। যদ্যপি গো রোধ করিলে, (আট্‌কাইয়া রাখিলে পর) গোবধ প্রায়শ্চিত্তের একপাদ ব্রত করিবে এবং যদ্যপি বন্ধন করিয়া রাখে, গোবধপ্রায়শ্চিত্তের দ্বিপাদ (অর্দ্ধ) ব্রত করিবে, যদ্যপি গোশরীরের কোন স্থান ছেদন করে, তাহাতে গোবধ প্রায়শ্চিত্তের ত্রিপাদ ব্রত করিবে।

প্রস্তর, মুদ্গার,—দণ্ড এবং খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা গোহত্যা করিলে পর, পূর্ব্ব কথিত সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। হস্তী, ঘোটক, মহিষ, উষ্ট্র (উঁট) এবং বানর, এ সকল জন্তু হত্যা করিলে পর, সপ্তরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্যাঘ্র, কুক্কুর, সিংহ, ভল্লুক এবং শূকর এ সকল জন্তু হত্যা করিলে কৃচ্ছ্র সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ ভোজন করাইবে। বনচর সকলজাতীয় মৃগ বধ করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া জাতবেদসমন্ত্র জপ করিলে পর, শুদ্ধ হইবে। হংস, কাক, বকশ্রেণী, পারাবত, সারস এবং ভাষ এ সকল পক্ষী হত্যাকরিলে, তিন দিবস উপবাস দ্বারা যাপন করিবে। চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, সারিকা (সালিক) শুক, তিত্তিরি, শ্যেন (শিকরা) গৃধ্র, (গৃধিনী) পেচক, কপোত, টিট্টিভ, জালপাদ, কোকিল, কুক্কুট এ সকলজাতীয় পক্ষী হত্যা করিলে, এক দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। মণ্ডূক, সর্প, বিড়াল এবং মূষিক (ইন্দুর) এ সকল জন্তু হত্যা করিলে পর, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অস্থিশূন্য কীট (মশক প্রভৃতি) হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হইবে, অস্থিবিশিষ্ট প্রাণী হত্যা করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ দান করিবে। কামপীড়িত হইয়া যে দ্বিজ কোনরূপে চণ্ডালকন্যা গমন করে, সে কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র এবং কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র করিবে। ইচ্ছাবশতঃ হউক অথবা ইচ্ছা না থাকুক পুক্কসী গমন করিলে পর, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত ঐ পাপের প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। নটী শৈলূষী, নটী বিশেষ) রজক স্ত্রী, বেণুজীবিনী (ডোম জাতির কন্যা, চর্ম্মকারের কন্যা, এ সকল স্ত্রী গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, (এ প্রায়শ্চিত্ত একবার) অজ্ঞান পূর্ব্বক গমন বিষয়ে জানিবে। ক্ষত্রিয়কন্যা কিম্বা বৈশ্যকন্যাতে কামপীড়িত হইয়া যে ব্রাহ্মণ গমন করে, তাহার কৃচ্ছ্র সান্তাপন ব্রত পাপনাশ ব্রাহ্মণ শূদ্রপত্নী একমাস কিম্বা অর্দ্ধমাস গমন করিয়া, গোমূত্র এবং যাবক (যাউ) অর্দ্ধমাস ভোজন করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি, (পরপত্নী) ব্রাহ্মণী গমন করে, প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়পত্নীগমন করিয়া ঐ প্রাজাপত্য করিবে, যে নর গোগমন করিবে, সে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, গুরুকন্যা পিতৃশ্বসা এবং পিতৃশ্বসার কন্যা,গমন করিলে পর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। মাতুলানী, সগোত্রা, মাতুলকন্যা পুত্রবধূ এসকলস্ত্রী অজ্ঞানবশতঃ গমন করিলে, পরাক ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। পিতৃব্যপত্নী, ভ্রাতৃপত্নীগমন করিলে, পর গুরুতল্প প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ বিমাতৃগমনের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহার অনুরূপ পাপমোচনের উপায় নাই। মাতা ভিন্ন পিতৃদার অর্থাৎ বিমাতা, ভগিনী, মাতুলকন্যা। এবং বৈমাত্রেয়া ভগিনী যে এসকল স্ত্রীগমন করে, সেই নরাধম তপ্ত কৃচ্ছ্রের ব্রত করিবে। যে পুরুষাধম মাতা, নিজ কন্যা এবং নিজ ভগিনী) গমন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিষ্কৃতি(ধর্ম্ম)শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। কুমারী (অবিবাহিতা কন্যা) গমন করিলে। পশুজাতি কিম্বা বেশ্যা গমন করিলে, প্রাজাপত্য শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ভার্য্যার সখী অবিবাহিতা কন্যা, শ্বশ্রূ, ভার্য্যার ভগিনী, নিয়মাবলম্বিনী, এবং ব্রতকার্য্যে কৃতসঙ্কল্প এ সকল স্ত্রী যে দ্বিজ অভিগমন করে, সে প্রকৃত কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে, এবং দুগ্ধবতী ধেনু (বৎস সহিত গাভী, দান করিবে। রজস্বলা স্ত্রী তৃতীয় দিবসমধ্যে, গর্ভবতী স্ত্রী এবং পাতিত্যযুক্তা স্ত্রী যে নর গমন করে, তাহার পাপবিমোচন নিমিত্ত, অতিকৃচ্ছ্র ব্রত শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বেশ্যাগমন করিয়া কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে, এই ব্রত দ্বারা ব্রাহ্মণের বেশ্যাগমন পাপ হইতে মুক্তি হইবে, সম্বর্ত্ত মুনির এইরূপ অনুজ্ঞা জানিবে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগমন করিয়া একটী কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কোন ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মণী গমন করিয়া এক মাস গোমূত্র এবং যাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণপত্নীর যদি কোন ঘটনাক্রমে শূদ্রজাতিসংসর্গঘটনা হয়, তাহার কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণব্রতই পরম পবিত্রকারক জানিবে চাণ্ডাল, পুক্কস, শ্বপাক, এবং পতিত মনুষ্য এসকল ব্যক্তির স্ত্রীগমন করিলে, চান্দ্রায়ণব্র

করিবে, ইহা অজ্ঞানকৃত গমনের প্রায়শ্চিত্ত। অতঃপর দুষ্টসমূহের পাপবিমোচন যাহাতে হয়, তাহা শ্রবণ কর, সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি পুত্র কামনায় স্ত্রী গমন করে, তদনন্তর, সে, ষণ্মাস ব্যাপিয়া অবিশ্রান্তভাবে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। যে সকল ব্যক্তি (সঙ্কল্প করিয়া) বিষপান কিংবা অগ্নিপ্রবেশ করিয়াও মৃত্যু না হওয়াতে শ্যামবর্ণ কিংবা বিচিত্র বর্ণ হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি এবং যাহারা সাধ্বী স্ত্রীলোলোকের মিথ্যা কলঙ্করটনা করিয়াছে; ও যাহারা নিন্দিত স্ত্রী গমন করিয়াছে, এ সকল পতিত ব্যক্তিরও ছয় মাস ব্যাপিয়া কৃচ্ছ্রব্রত বিহিত হইয়াছে এবং যে কোন মনুষ্য হত্যা করিলেও উক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধি জানিবে, যম ঋষিও এ সকলব্যক্তির উক্ত প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন। যে ব্যক্তি গোকর্ত্তৃক হত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি আত্মঘাতী, তাহাদিগের নিমিত্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুপুরুষগণ, কদাচ চক্ষুর জলও ফেলিবে না। গোকর্ত্তৃক হত, কি আত্মঘাতী এই দ্বিবিধ অপঘাতমৃতের. মধ্যে একটিরও মৃতদেহ যদ্যপি কোন ব্যক্তি বহন করে, কিম্বা দাহ করে অথবা তর্পণ করে, সে ব্যক্তি চান্দ্রায়ণব্রত করিবে। ঐ সকল মৃতদেহ দাহ বা বহন না করিয়া কেবল স্পর্শ করিয়া কৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা পাপাপনোদন করিবে, ঐ শবের বস্ত্র স্পর্শ করিয়া একদিবসউপবাস করিবে। (অকৃত প্রায়শ্চিত্ত) মহাপাপী কিংবা আত্মঘাতীর উদ্দেশে তর্পণ, পিণ্ডদান এবং ষোড়শ দানাদি যাহা করিবে, তাহা ঐ মৃতব্যক্তির নিকটে যাইবে না, অর্থাৎ তাহা দ্বারা ঐ প্রেতের কোন উপকার হইবে না, ঐ তর্পণাদি কার্য্য সমস্ত রাক্ষসবর্ত্তৃক অপহৃত হইবে। চাণ্ডাল কর্ত্তৃক কিংবা কুম্ভীরপ্রভৃতি জলজন্তু কর্ত্তৃক, সর্পাদি কর্ত্তৃক আহত হইয়া যাহারা মরিয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণের শাপাদি দ্বারা যাহারা মরিয়াছে, ইহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। মূত্র এবং পুরীষত্যাগ করিয়া, শৌচের পূর্ব্বে কিম্বা ভোজনের পর, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় দ্বিজগণ যদ্যপি কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, স্নানানন্তর সহস্রবার গায়ত্রীজপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। চাণ্ডাল, পতিত, মৃতদেহ, অন্যান্য অন্ত্যজজাতি রজস্বলাস্ত্রী এবং সূতিকাস্ত্রী (যে সূতিকাস্ত্রীর অশৌচ যায় নাই) ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। (কোন দ্রব্য হস্তে লইয়া) যদ্যপি অস্পৃশ্য বিষ্ঠাদি স্পর্শ করে, তাহা হইলে স্নানানন্তর আচমন করিবে এবং ঐ দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় চাণ্ডালাদি (অস্পৃশ্যজাতি) কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে পর, ছয় দিবস গোমূত্র এবং যাবকভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ঋতুমতী স্ত্রী কুক্কুর কর্ত্তৃক কিংবা অন্য অন্য ঋতুমতী স্ত্রী স্পৃষ্ট হইলে পর, ঋতুর অবশিষ্ট দিন উপবাস করিয়া ঘৃত ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চণ্ডালগণের পাত্রসম্পৃষ্ট, কূপের জল পান করিয়া, তিন দিবস গোমূত্র এবং যাবক আহার করিয়া শুদ্ধ হইবে। অন্ত্যজজাতি কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত, যে সকল তীর্থ পুষ্করিণী এবং নদী তাহার, জল অজ্ঞানপূর্ব্বক পান করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সুরা পাত্রের জল, জলছত্রের জল এবং বৃষ্টির জল শুচি হয় নাই) নূতন বৃষ্টির জল পান করিয়া দ্বিজগণ এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা এবং মূত্রাদি সম্পর্কে অশুচি কূপের জল পান করিয়া দ্বিজগণ ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। উক্ত প্রকার বস্তু দ্বারা অশুচি কলসীস্থিত জল পান করিয়া সান্তপন ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। দীর্ঘিকা, কূপ, এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে অশুচি হইলে, তাহার শুদ্ধি করিবার উপায় তাহা হইতে একশত কলসী জল উঠাইয়া ফেলিবে এবং ঐ সকল জলাশয়ে পঞ্চগব্য নিঃক্ষেপ করিবে। মেষ একশফ উষ্ট্র, ইহাদিগের দুগ্ধ পান করিয়া ত্রিরাত্র যাবক পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ছাগীর দুগ্ধ গর্ভোৎপাদননিমিত্ত বৃষকর্ত্তৃক আক্রান্তা যে গাভী, তাহার দুগ্ধ পান করিয়া এবং বিষ্ঠা ভক্ষণ করে যে পশু, তাহার দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা কিম্বা মূত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাজাপত্য ব্র

করিবে, কুক্কুর, কাক এবং গো ইহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া তিন দিন দ্বিজগণ উপবাস করিবে। বিড়াল এবং মূষিক ইহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া দ্বিজগণ পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিবে, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। পলাণ্ডু, লশুন, গ্রাম্য কুক্কুট, ছত্রাক, এবং গ্রাম্য শূকর ভক্ষণ করিয়া, দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। কুক্কুর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বানর, শৃগাল এবং কঙ্ক, (পক্ষী বিশেষ) ইহাদিগের বিষ্ঠা কিম্বা মূত্র পান করিয়া মনুষ্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। পর্য্যুষিত অন্ন, কেশ কিম্বা কীট দ্বারা অশুচি হইয়াছে, যে অন্ন এবং পতিত লোকের দৃষ্ট অন্ন, এ সকল ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণ পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। অন্ত্যজ জাতির পাত্রে এবং রজস্বলা স্ত্রীর পাত্রে ভোজন করিয়া পঞ্চদশ দিবস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। গোমাংস, মনুষ্যের মাংস, এবং কুক্কুরের হস্ত হইতে আহৃত যে দ্রব্য, এ সকল অভক্ষণীয়, ইহা ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। চণ্ডাল, শ্বপাক এবং পুক্কস এ সকল জাতির হস্তে ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করিয়া অর্দ্ধ মাস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। পতিত মনুষ্যের সহিত এক মাস কিম্বা অর্দ্ধমাস সংসর্গ করিয়া অর্দ্ধমাস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে যে কার্য্যে ব্রাহ্মণ নিজ দেহকে অপবিত্র বিবেচনা করিবে, সেস্থলে তিল সমূহ দ্বারা হোম করিবে এবং গায়ত্রী জপ করিবে। (সম্বর্ত্তমুনি বলিতেছেন) নির্দ্দিষ্ট পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত বিধি যাহা, তাহা উক্ত হইলে অনির্দ্দিষ্ট পাপ সমূহের প্রায়শ্চিত্ত যাহা, তাহা বলিতেছি, (শ্রবণ কর) দান, হোম, জপ, প্রাণায়াম এবং বেদপাঠ এ সকল কার্য্য প্রতিদিন করিয়া পাপরাশি হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। সুবর্ণদান, গোদান এবং ভূমি দান, এ সকল দান ইহ জন্মকৃত এবং পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ সমূহ শীঘ্র বিনষ্ট করে। সংযত দ্বিজকে, যে ব্যক্তি তিন ধেনু দান করে, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপরাশি হইতে সে মুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। মাঘ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে তিল দান করে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া যে মনুষ্য বস্ত্র, সুবর্ণ এবং অন্নদান করে, সে, পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। অমাবস্যা, এবং দ্বাদশী তিথি, সংক্রান্তি এবং রবিবার এ কয়টি তিথি ও দিন (পুণ্য কার্য্য বিষয়ে অতিশয় প্রশস্ত জানিবে)। এ সকল দিবসে স্নান, জপ, হোম, ব্রাহ্মণভোজন, উপবাস, এবংদান, এ সকল কার্য্যের এক একটী—মনুষ্যগণকে পবিত্র করে। স্নানানন্তর শুচি হইয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্রচিত্তে ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করতঃ সাত্বিক ভাব আশ্রয় করিয়া বিচক্ষণ মনুষ্য দান করিবে। আত্মহিত অভিলাষী দ্বিজগণ উপপাতকক্ষয়-নিমিত্ত সপ্তব্যাহৃতি মন্ত্রদ্বারা সহস্র সংখ্যক হোম করিবে। মহাপাতকসংযুক্ত দ্বিজ সপ্তব্যাহৃতিমন্ত্রদ্বারা লক্ষসংখ্যক হোম করিবে। গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। অরণ্যে, কিংবা নদীতীরে গমন করিয়া সকল পাপক্ষয়নিমিত্ত অত্যন্ত পুণ্যদাত্রী-বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রাহ্মণ অরণ্যে কিংবা নদী তীরে যথাবিধি স্নান করিয়া বাক্য সংযমপূর্ব্বক প্রাণবায়ু বশীভূত করিয়া তিনটি প্রাণায়ামের অনন্তর গায়ত্রী জপদ্বারা পবিত্র হইবে। নির্ম্মল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে এবং স্থলে বসিয়া পবিত্র হস্তে আচমন করিয়া গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিবে। পাঁচ দিবস (নিরন্তর) গায়ত্রী জপ করিয়া এই লোকে ঐহিক এবং পারত্রিক সকল পাপ বিনষ্ট করে। পাপ কার্য্যের শুদ্ধি কারক গায়ত্রী হইতে অন্য কিছুই নাই জানিবে। মহাব্যাহৃতির সহিত প্রাণায়ামসংযুক্তা গায়ত্রী জপ করিয়া ব্রাহ্মণ, সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য এবং পরিমিত ভোজন করতঃ সকল প্রাণীর হিত চেষ্টায় নিরত হইয়া লক্ষসংখ্যক গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। অযাজ্যযাজন, এবং অভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ অষ্টাদশ সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন একমাস গায়ত্রী জপ করে, সে পাপ হইতে মুক্ত হয়, সর্প যেমত খোলশ ত্যাগ করে। যে ব্রাহ্মণ পবিত্রভাবে

সংযত হইয়া প্রতিদিন গায়ত্রী জপ করে, সে দিব্য দেহ ধারণপূর্ব্বক বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র গমনাগমনে ক্ষমতাবান্ হইয়া উৎকৃষ্টস্থানে গমন করে। প্রণবের সহিত সপ্তব্যাহৃতিসংযুক্ত এবং শিরোমন্ত্রযুক্ত গায়ত্রী ব্রাহ্মণ প্রতিদিন মনের দ্বারা চিন্তাকরত তিনবার জপ করিবে,(ইহা প্রাণায়াম করিবার সময় জানিবে, যেহেতু সপ্ত ব্যাহৃতির জপ করিবার বিধি হইল) নিজ প্রাণবায়ুকে, পুরক, কুম্ভক এবং রেচন দ্বারা নিগ্রহ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে, প্রতিদিন সমাহিত হইয়া তিনটি প্রাণায়াম করিবে। প্রণায়ামত্রয় করিলে পর, মানসিক বাচনিক, কায়িক ঐ সকল পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ঋগ্বেদ বা যজুর্ব্বেদ অথবা সরহস্য সামবেদ যে বেদ যে ব্রাহ্মণ পাঠ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, পাবমানী সূক্ত সমস্ত পুরুষসূক্ত এবং মধুছন্দস যে পিতৃদৈবত মন্ত্র এ সকল যে ব্রাহ্মণ জপ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণমণ্ডল (বেদের 'একদেশ) বিশেষ রুদ্রসূক্ত কথিত বৃহৎ কথা, বামদেব্য মন্ত্র, (কয়ানশ্চিত্র ইত্যাদি) এবং বৃহৎ সামমন্ত্র জপ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। চান্দ্রায়ণব্রত সকল পাপের প্রধান শুদ্ধিজনক(এ নিমিত্ত) চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়। সম্বর্ত্ত মুনি কর্তৃক উক্ত পুণ্যজনক এই ধর্ম্মশাস্ত্র যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করে, সে সনাতন ব্রহ্মলোক গমন করে।

সম্বর্ত্ত-সংহিতা সমাপ্ত।

কাত্যায়ন-সংহিতা।

প্রথম খণ্ড।

অনন্তর, যেমন অন্ধকারস্থিত বস্তু সকল দীপালোক-সাহায্যে উত্তম দেখা যায় সেইরূপ পিতা গোভিল যে সমস্ত কর্ম্ম বলিয়াছেন তাহার অস্পষ্টাংশ এবং অন্য কর্ম্ম সকল সম্পূর্ণরূপে—প্রদর্শন করিব। এক এক সূত্রের তিন খেয়া উর্দ্ধবৃত ও তিন খেয়া অধোবৃত এইরূপ ত্রিগুণিত যজ্ঞোপবীত সূত্রে একটী গ্রন্থি দিবে। যাহা ধারণ করিলে পৃষ্ঠবংশ ও নাভি লম্বিত হইয়া কটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, তাদৃশ যজ্ঞোপবীত ধারণ করা কর্ত্তব্য; ইহা হইতে লম্বমান বা উচ্ছ্রিত উপবীত ধারণ করিবে না। সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীতধারী হইবে ও শিখাবন্ধন করিয়া থাকিবে। দ্বিজ শিখাবন্ধন-শূন্য বা যজ্ঞোপবীত শূন্য হইয়া যাহা করিবে, তাহা না করার তুল্য হইবে। তিনবার জলপান করিয়া দুইবার মুখমার্জ্জন করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত স্থান সকল জলদ্বারা স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে ঘ্রাণ স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে—একবার নেত্রদ্বয় এবং একবার কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—নাভি এবং করতল দ্বারা বক্ষস্থল স্পর্শ করিবে। সকল অঙ্গুলিযোগে মস্তক এবং অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ দ্বারা বাহুযুগল স্পর্শ করা বিধি। যে স্থানে কর্ত্তার প্রতি কর্ম্মোপদেশ করা হয়, অথচ কোন অঙ্গদ্বারা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করা না হয়, কর্ম্ম-পারগ দক্ষিণ হস্তই সেইস্থলের উপযোগী জানিবে। যে সমস্ত জপ ও হোম প্রভৃতি কার্য্যে দিক্ নিয়ম নাই, তাহাতে ঐন্দ্রী, সৌমী এবং অপরাজিতা এই তিন দিক কার্য্যোপযোগী বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে কার্য্য দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট বা নম্র-পূর্ব্বকায় হইয়া করিবে এইরূপ কিছু বিশেষ নিয়ম নাই সেই কার্য্য উপবিষ্ট হইয়া করিবে, নম্র-পূর্ব্বকায় বা দণ্ডায়মান হইয়া করিবে না। গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, ও আত্মদেবতা এই কয়জন মাতৃগণ লোকমাতা। বৃদ্ধিকার্য্যোপলক্ষে গণেশ এবং এই চতুর্দ্দশ মাতৃগণের পূজা করা বিধি। সকল কর্ম্মারম্ভে গণপতি এবং মাতৃগণ যত্নপূর্ব্বক পূজনীয়। তাঁহারা পূজীত হইলে পূজকব্যক্তিকে পূজাপাত্র করেন। শুভ্রপ্রতিমা, পটাদি বা অক্ষতপুঞ্জে ইহাদিগকে চিত্রিত করিয়া পৃথগ্‌বিধ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে। ঘৃত দ্বারা দেওয়ালে সাতটী বা পাঁচটী বসুধারা দিবে। ঐ বসুধারাসকল যেন অতি নীচও না হয়, অতি উচ্চও না হয়। সেই কর্ম্মে শান্তির জন্য সমাহিতচিত্তে আয়ুষ্য জপ করিয়া তদনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক ছয় জন পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধারম্ভ করিবে। পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করিয়া বৈদিক কার্য্য করিবে না। এবং ঐ সকল কার্য্যে প্রথমে যত্নপূর্ব্বক মাতৃগণের পূজা করাই উচিত। বশিষ্ঠ যে বিধি দিয়াছেন বিনা আমিষে একার্য্যে তাহাই হইবে। অতঃপর যে কিছু প্রভেদ আছে তাহা বলিতেছি।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রাতঃকালে নিমন্ত্রিত যুগ্ম যুগ্ম ব্রাহ্মণকে উভয় পক্ষেই উপবেশন করাইয়া সরলভাবে প্রসারিত কর দ্বারা কুশ দান করিবে। হরিত-বর্ণ কুশসকল যজ্ঞীয়, পীতবর্ণ কুশসকল পাক-যজ্ঞিয়, পিতৃকর্ম্মে উপযুক্ত কুশ সমুদায় সমূল এবং বৈশ্বদেবোচিত কুশ নানাবর্ণীয় হইবে। অগ্রভাগযুক্ত নাতি সূক্ষ্ম, অকর্কশ নির্দ্দোশ এবং মুটম হাত পরিমাণ কুশসকল পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রদান করিবে। পিণ্ডদানার্থ আস্তৃত কুশ এবং তর্পণার্থ ধৃত কুশ অগ্রাহ্য। পবিত্র কুশও গ্রহণ করিয়া বিষ্ঠা বা মূত্র ত্যাগ করিলে তাহা পরিত্যাজ্য হইবে। দেবকার্য্য করিবার সময়ে দক্ষিণ জানু পাতিত করিবে। আর পিতৃকার্য্য কারিবার সময়ে বামজানু পাতিত করিবে; কিন্তু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে কখনই বামজানু পাতন নাই। এই শ্রাদ্ধে পিতৃগণকেও সদা দেবগণের ন্যায় পরিচর্য্যা করিবে। পিতৃগণ উদ্দেশে নিম্ন-লিখিত প্রকারে প্রদত্ত কুশোপরি তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া গোত্র ও নাম উল্লেখপূর্ব্বক সম্বোধনান্তর পিতৃগণকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। এই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অপসব্য করণ নাই, পিতৃতীর্থে প্রদান নাই; পাত্র পুরণাদি দৈবতীর্থ দ্বারাই করিবে; সকল যুগ্ম ব্রাহ্মণেরাই স্ব স্ব যুগ্মমধ্যে যিনি যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁহার হস্তের উপর হস্ত স্থাপন করিবেন এবং তাঁহাদিগের হস্তের অগ্র-ভাগে পবিত্রের অগ্রভাগ থাকিবে, এই অবস্থাতে তাঁহাদিগের হস্তে অর্ঘ্য দান করিবে। প্রত্যেককে আর অর্ঘা দিতে হইবে না। পবিত্র, যে কোন কর্ম্মেই হউক না কেন কুশের হইবে। তাহার গর্ভপত্র থাকিবে না; অগ্র থাকিবে। এবং তাহা দ্বিদল ও প্রাদেশ-পরিমিত, হইবে ইহা বিজ্ঞেয়। ইহা-কেই "পিঞ্জলী" বলে। আজ্যোৎ পাবনার্থও এতাবন্মাত্র আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, বিশুষ্কা শীর্ণ-কুসুমা আর্দ্র-মঞ্জরীশালিনী কুশ পিঞ্জলী হইয়া থাকে। পিত্র্য মন্ত্র উচ্চারণ যজ্ঞাদিবিহিত হৃদয়স্পর্শ, হৃদয়াবলো কন * যাবৎকর্ম্ম করা, অত্যন্ত হাস্য, মিথ্যা বলা, মার্জ্জার-স্পর্শ, মূষিক-স্পর্শ, পরুষকথন বা ক্রোধোৎপত্তি,—বৈধ কর্ম্ম করিবার সময় এই সকল নিমিত্ত উপস্থিত হইলে জল স্পর্শ করিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড।

পণ্ডিতগণ বলেন কর্ম্ম না করা অন্য শাখার কর্ম্ম করা এবং অযথা শাস্ত্র কর্ম্ম করা কর্ম্মীদিগের এই তিন প্রকার "অক্রিয়া"। যে মূঢ় নিজ শাখা-কথিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরকীয় শাখোক্ত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই কার্য্য ফলজনক হয় না। তবে যাহা স্বীয় শাখাতে অনুক্ত ও পর শাখাতে কথিত, বিদ্বানগণ তাহা অনুষ্ঠান করিবেন যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম। আরব্ধ কার্য্য যদি কেহ মোহবশতঃ কোনরূপে অযথা করিয়া ফেলে, তাহা হইলে যে স্থান হইতে সে কার্য্যের অযথা-ভাব ঘটে তাহা হইতে করিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কার্য্য শেষ করিবে। কিন্তু কার্য্য সমাপ্তি হইবার পর যদি জানিতে পারে যে আমি ইহা অযথা করিয়াছি, তাহা হইলে যে কার্য্য অযথা কৃত হইবে, পুনরায় মাত্র তাহাই করিবে সকল কর্ম্মের পুনরনুষ্ঠান হইবে না। প্রধান কার্য্যের "অক্রিয়া" হইলে সেইকার্য্য অঙ্গের সহিত পুনরায় করিবে। কিন্তু অঙ্গের অক্রিয়া হইলে অঙ্গসহিত প্রধান কার্য্যের পুনরনুষ্ঠানও হইবে না, এবং অঙ্গকার্য্যও করিতে হইবে না। (কিন্তু বৈগুণ্যসমাধানার্থ বিষ্ণু স্মরণ করিতে হইবে)। পার্ব্বণে অন্নদানের পূর্ব্বে গায়ত্রী পাঠের পর "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার জপ করা বিধি; কিন্তু আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধে তখন "মধুবাতা" মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে না। এই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণের ভোজন-সময়ে কদাচ পিতৃমহত্ত্বপ্রকাশক মন্ত্র জপ করিবে না। কিন্তু সোমসামাদি অন্য শুভ মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। পার্ব্বণশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেরা জপ হইলে [illegible] অন্ন বিকরণ কথিত

---

* রঘুনন্দনকৃত পাঠানুসারে ঐ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। মূলসম্মত পাঠের অর্থ এই:—"অধম প্রাণী

আছে, কিন্তু আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ তৃপ্তি হইবার পূর্ব্বে যবযুক্ত অন্ন বিকরণ করিতে হইবে। পার্ব্বণশ্রাদ্ধে যেখানে "তৃপ্তাঃস্থ" বলিয়া প্রশ্ন করিবে আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধে সে স্থানে "সম্পন্নং" এই প্রশ্ন বিহিত। "সুসম্পন্নং" এই উত্তর পাইলে "শেষমন্নং ক্কদেয়ং" জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর, পূর্ব্বাগ্র কুশের মূলদেশে পূর্ব্ববৎ পিতার আবাহন করিয়া এবং মধ্য ও অগ্রভাগে পিতামহ ও প্রপিতামহের আবাহন করিয়া "অবনেনিক্ষ্ব" বলিয়া তিলশূন্য জল প্রদান করিবে। ইহাঁ-দিগেরই বামভাগে মাতামহ প্রভৃতি তিন-জনকে ঐরূপ আবাহন ও জলদান করিবে। সকল অন্ন হইতে অন্ন লইয়া তাহা ব্যঞ্জনা-ন্বিত এবং যব বদরীফল ও দধিদ্বারা মিশ্রিত করিবে। অনন্তর পূর্ব্বমুখ থাকিয়াই বিল্ব-প্রমাণ সেইসকল পিণ্ড অবনেজনবৎ (পূর্ব্বোক্ত জলদানবৎ) নিয়মানুসারে দান করিয়া পাত্র প্রক্ষালন জলদ্বারা পুনবায় অবনেজন দান করিবে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড।

শ্রাদ্ধকার্য্যে কুশমূল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর পিণ্ডদান করিলে দাতার ক্রমে উর্দ্ধগতি হয় আর অগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অধঃ অধঃ দান করিলে অধোগতি হয়, অতএব আভ্যুদয়িক কি অন্য সকল শ্রাদ্ধেই অল্প লগ্ন পিণ্ড সকল কুশের মূল মধ্য এবং অগ্রভাগে প্রদান করিবে। বিনা বাক্যে গন্ধাদি দান করিবে অনন্তর ব্রাহ্মণগণের আচমন করাইবে (লেপ-ঘর্ষণ ও প্রক্ষালনাদি করাইবে) অন্য শ্রাদ্ধেও (পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধেও) এই বিধি; তবে যব প্রদান দেবতীর্থ ইত্যাদি কতিপয় বিধি তাহাতে নাই। অন্যশ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের স্থান দক্ষিণনিম্ন কর্ত্তা দক্ষিণমুখ এবং কুশ দক্ষিণাগ্র হইবে ইহা শাস্ত্র সম্মত। (সে যাহা হউক) ব্রাহ্মণাচ-মনের পর "সুমুপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া ব্রাহ্ম-ণের অগ্র ভূমি সিঞ্চন করিবে। আর "শিবা আপঃ সন্তু" বলিয়া যুগ্ম ব্রাহ্মণগণের প্রত্যে-কের হস্তে জল দিবে। অনন্তর "সৌমনস্য মস্তু" বলিয়া পুষ্প এবং "অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" বলিয়া যব দান করিবে। "অক্ষয্যোদক দান" অর্ঘ্য দানের মতই হইবে। তাহা ষষ্ঠ্যন্ত প্রয়োগেই কর্ত্তব্য চতুর্থ্যন্ত প্রয়োগে কদাচ কর্ত্তব্য নহে। (অর্ঘ্য দান, অক্ষয্যো-দক দান, পিণ্ডদান, অবনেজন এবং স্বধা-বাচনে তন্ত্রতা হইবে না।) * "সুমুপ্রোক্ষিত-মস্তু" ইত্যাদি সকল প্রার্থনাতেই দ্বিজোত্তম-গণ প্রতিবচন দিলে পবিত্রাচ্ছাদিত পিণ্ড সকলকে "উর্জ্জংবহন্তীঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সিঞ্চন করিবে। অনন্তর ন্যুব্জীকৃত পাত্র উত্তান করিয়া যুগ্ম ব্রাহ্মণগণকে দিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া লইবে। তৎপরে পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অঙ্গুষ্ঠবাদ করতল গ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কিয়দ্দূর অনুগমন করিবে। এই সম্পূর্ণ শ্রাদ্ধ বিধি আমি সংক্ষেপে বলি-লাম। যাহারা ইহা জানিতে পায় তাহারা আর কদাচ শ্রাদ্ধ কার্য্যে বিমূঢ় হয় না। এই পরিসংখ্যান গুহ্য শাস্ত্র এবং বসিষ্ঠোক্ত বিধি যেব্যক্তি জানে সেই শ্রাদ্ধবিৎ অপরে নহে।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চম খণ্ড।

কম্মিগণ, যে যে কার্য্য আরম্ভ হইবার পর বারম্বার কৃত হয়, তৎসমস্তের প্রতিবারে মাতৃপূজা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে না। যথা অগ্ন্যাধ্যান, সায়ংপ্রাতর্হোম, বৈশ্বদেব, বলিকর্ম্ম, দর্শপৌর্ণমাস যাগ এবং নবযজ্ঞ। যজ্ঞজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন;—এই সমস্ত কার্য্যে একবারই ঐ শ্রাদ্ধ হইবে; পৃথক্ পৃথক্ হইবে না। অগ্ন্যাধ্যান, সায়ং প্রাতর্হোম ও নব-যজ্ঞ ইহার মধ্যে এক কর্ম্ম উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে কর্ম্মান্তরের জন্য শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। অষ্টকাহোম গৃহ্যোক্ত অন্বষ্টকাদি শ্রাদ্ধ, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ শ্রাদ্ধ, সোষ্যন্তী হোম, জাতকর্ম্ম এবং প্রোষিতাগত কার্য্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ

---

* ৮ম শ্লোক রঘুনন্দন মতে এই স্থলে হইবে না। ভবিষ্যতে এই শ্লোক উক্ত হইবে।

হইবে না। বিবাহ হইতে গর্ভাধান পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম বিহিত বলিয়া শুনা যায় তন্মধ্যে বিবাহের আদিতেই একবার মাত্র ঐ শ্রাদ্ধ হইবে প্রতি কর্ম্মের আদিতে আর হইবে না। হলাভিযোগাদি ষট্ কর্ম্মে প্রতি বারেই পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে। সূর্য্য পরিবেশে—হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বৃহৎ পশুর এবং চন্দ্র পরিবেশে ছাগ মেষাদি ক্ষুদ্র পশুর স্বস্ত্যয়নার্থ যে দুই হোম কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তাহাতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। এক দিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি কার্য্য হইলে সর্ব্বাগ্রে একবার মাত্র মাতৃপূজা ও একবার মাত্র বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইবে। প্রতি কর্ম্মারম্ভে পৃথক্ পৃথক্ হইবে না। যেখানে যেখানে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সেই খানে সেই খানেই মাতৃপূজা হইবে। এখন যাহা বলিলাম তাহা প্রাসঙ্গিক মাত্র অতঃপর প্রকৃত কথা বলিতেছি।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।

ষষ্ঠ খণ্ড।

যদি জ্যেষ্ঠ "সাগ্নিক" হন, তাহা হইলেই কনিষ্ঠ, অগ্নির কথিত আধান কাল এবং কথিত উৎপাদকের অধীন হইয়া অগ্ন্যাধান করিবে। যেব্যক্তি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অগ্রেই বিবাহ বা অগ্ন্যাধান করে, সে "পরিবেত্তা" এবং তাহার ঐ জ্যেষ্ঠ "পরিবিত্তি" বলিয়া বিজ্ঞেয়। পরিবিত্তি এবং পরিবেত্তা নিশ্চয়ই নরক গমন করে, এমন কি কৃত-প্রায়শ্চিত্ত হইলেও ইহারা পাদোন ফলভাগী হইবে। তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেশান্তরস্থ, ক্লীব, এক বৃষণ, অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত, পতিত, শূদ্রধর্ম্মী, মহারোগী, জড়, মূক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, বামন, কুষ্ঠ, অতিবৃদ্ধ, মৃতভার্য্য, কৃষিকার্য্যাসক্ত, রাজসেবক, ধনবৃদ্ধি-প্রসক্ত যথেচ্ছাচারী, কুলত্যাগী উন্মত্ত, বা চৌর হইলে কিম্বা ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহোদর না হইলে অগ্রে বিবাহ বা অগ্ন্যাধান করিলেও দোষী হইবে না। ত্বরান্বিত হইলেও ধনবৃদ্ধি প্রসক্ত, রাজসেবক, কর্ষক, এবং দেশান্তরস্থ জ্যেষ্ঠের তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। জ্যেষ্ঠ দেশান্তরস্থ হইলে তাঁহার যদি সংবাদ পাওয়া না যায় তাহা হইলে কনিষ্ঠ এক বৎসরের পরেই বিবাহাদি করিতে পারিবে। কিন্তু দেশান্তরস্থ ভ্রাতা সমাগত হইলে সেই পাপক্ষয়ার্থ পরিবেদনের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। লক্ষণ কার্য্য (পরি সমূহন হইতে পরিষেকাদি পর্য্যন্ত কর্ম্মের নাম লক্ষণ) পূর্ব্বাগ্র রেখার পরিমাণ বার অঙ্গুল, ঐ রেখার মূললগ্ন উত্তরাগ্র আর একটী রেখার পরিমাণ এক বিংশতি অঙ্গুল, উত্তরাগ্র রেখার সহিত সংলগ্ন অবশিষ্ট রেখাত্রয়ের পরিমাণ প্রাদেশ মাত্র। ইহাদের সাত সাত অঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া কুশ দ্বারা উল্লেখন করিবে। মান কর্ম্ম কথিত ও মান কর্ত্তা অনুক্ত হইলে যজমান পরিমাণ কর্ত্তা হইবে। পণ্ডিতগণের ইহা সিদ্ধান্ত। পবিত্র অগ্নিই আধান করিবে; সকলেই পবিত্র অগ্নিরই প্রশংসা করেন। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে কন্যার বাগ্দান করে তাহা হইলে ঐ বাগ্দানের বর অন্য সমিধ আধান করিবার জন্য অগ্ন্যাধান করিবে অন্যথা করিবে না। যদি সেই কন্যার বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঐ বাগ্দানের বরের ব্রত লোপ হয় না সেই অগ্নি সাহায্যেই অন্য রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে। যদি যাচ্ঞা করিয়াও অন্য কন্যা লাভ না করে তাহা হইলে সেই অগ্নি আত্মসাৎ করিয়া শীঘ্র পরবর্ত্তী আশ্রম অবলম্বন করিবে।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তম খণ্ড।

প্রশস্ত ভূমিভাগে উৎপন্ন শমীগর্ভ অশ্বত্থের যে পূর্ব্বমুখী, উত্তরমুখী বা উর্দ্ধগামিনী শাখা— অরণি এবং উত্তরারণি তদ্দারাই নির্ম্মাণ করিবে ইহা কথিত হইয়াছে। চত্র এবং ওবিলী সার দারুময় হইলেই প্রশস্ত। যাহার মূল শমীর সহিত সংসক্ত তাহাকে "শমীগর্ভ" বলা যায়। শমীগর্ভ অশ্বত্থের অভাবে অশমীগর্ভ অশ্বত্থ হইতেও সত্বর অগ্ন্যুদ্ধার করিবে। অরণিদ্বয় দৈর্ঘ্যে চব্বিশ অঙ্গুষ্ঠ, ছয় অঙ্গুষ্ঠ চেওড়া এবং চার অঙ্গুষ্ঠ উচ্চ হইবে এই অরণিদ্বয়ের পরিমাণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। "প্রমন্থ" অষ্টাঙ্গুল, "চত্র" বার অঙ্গুল ওবিলীও বার আঙ্গুল;—ইহাই

মন্থন যন্ত্র। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির পরিমাণ উপদিষ্ট হইলে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির বৃহৎ পর্ব্ব গ্রন্থি দ্বারাই মাপ লইবে। শণমিশ্রিত গোলাঙ্গুল-কেশ তেহারা করিয়া তদ্দ্বারা নির্ম্মল স্বরূপ ব্যাম-প্রমাণ নেত্র করিবে তদ্দ্বারা মন্থন করা বিধি। মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও কন্ধরা অরণির এই পঞ্চাবয়ব এক এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইবে; বক্ষস্থলের পরিমাণ দুই অঙ্গুষ্ঠ, হৃদয়ের পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ, উদরের পরিমাণ তিন অঙ্গুষ্ঠ, কটীর পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ, মূত্রাশয় এবং গুহ্যের পরিমাণ দুই দুই অঙ্গুষ্ঠ জানিবে। উরুদ্বয় চার অঙ্গুষ্ঠ, জঙ্ঘাদ্বয় তিন অঙ্গুষ্ঠ এবং পাদদ্বয় একাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইবে। অরণির এই সমস্ত অবয়ব যাজ্ঞিকগণের কথিত। অরণি গুহ্যের নাম "দেবযোনি"। ইহাতে উৎপন্ন বহ্নিই কল্যাণকারী বলিয়া কথিত। যাহারা অন্য স্থানে অগ্নি মন্থন করে, তাহারা রোগ-ভীতি প্রাপ্ত হয়। প্রথম মন্থনেই এইরূপ নিয়ম জানিবে, পর মন্থনে আর নিয়ম নাই। "প্রমন্থ" সর্ব্বদাই উত্তরারণি নিষ্পন্ন হইবে। যে অন্য প্রমন্থ করিবে, সে যোনিসঙ্কর দোষে দুষ্ট হইবে। অরণি বা উত্তরারণি আর্দ্র, সচ্ছিদ্র, ঘূর্ণাঙ্গ বা পাটিত হইলে যজমানের হিত হয় না।

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টম খণ্ড।

আহত বস্ত্র পরিধান ও যথাবিধি উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনকরত বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে যন্ত্রধারণ করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি, প্রমন্থের অগ্রভাগ চত্র বুধ্নে দৃঢ় করিবে; অনন্তর অরণি উত্তরাগ্রে স্থাপন করিয়া তদুপরি ঐ বুধ্ন স্থাপন করিবে; চত্রের অবস্থিত কীলকাগ্রে গ্রথিত ওবিলী উত্তরাগ্র করিয়া অরণির উপর রাখিবে। সংযত ও পূতভাবে বলপূর্ব্বক ঐ যন্ত্র ধারণ করিবে; দেখিবে যেন যন্ত্র না নড়ে চড়ে। আহত বসনা পত্নীগণ "নেত্র" দ্বারা তিন ফের চত্র-বেষ্টন করিয়া যাহাতে পূর্ব্বদিকে অগ্নিনিঃসরণ হয় এই ভাবে প্রথমেই অরণি মন্থন করিবে। দ্বিজগণ, যদি একজন পত্নীও না থাকে তাহা হইলে অগ্ন্যাধান করিবে না। করিলেও তাহা না করার তুল্য জানিবে; ঐ অবস্থাতে অন্য যে সমস্ত কার্য্য করিবে, তাহাও না করার তুল্য হইবে। ব্রাহ্মণের সবর্ণা অসবর্ণা বহু পত্নী থাকিলে, বর্ণজ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত সবর্ণা সাধ্বী পত্নীগণই অগ্নি নিঃসরণ উদ্দেশে মন্থন করিবে। তন্মধ্যে অতি নিপুণা একজন বা ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একজন পত্নী মন্থন করিবে। তদভাবে দ্বিজাতি জাতীয়া অসবর্ণা যে কোন পত্নীও বিশেষরূপে অগ্নি মন্থন করিতে পারিবে। শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে এ বিষয়ে নিয়োগ করিবে না; অন্য পত্নীও যদি দ্রোহকারিণী, দ্বেষকারিণী, অব্রত-চারিণী, বা পরপুরুষ সংগতা হয় তাহা হইলে তাহাকেও এ কার্য্যে নিয়োগ করিবে না। উৎপন্ন অগ্নির লক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রেখাদি করিয়া সেই অগ্নি স্থাপন ও প্রজ্বালনপূর্ব্বক সমিদাধান করিবার পর ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইবে। তৎপরে সকল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞ বাস্তকর্ম্মান্তে ব্রহ্মাকে গো এবং বস্ত্রযুগল দক্ষিণা দিবে। হোম পাত্রের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে তরল দ্রব্যের হোমপাত্র স্রুব; স্রুবপাত্র—খদিরকাষ্ঠ বা পলাশ কাষ্ঠের হইবে এবং তাহার পরিমাণ দুই বিতস্তি হওয়া আবশ্যক। স্রুকের পরিমাণ এক বাহু হইবে। এবং ঐ স্রুক্ স্রুবের ধরিবার দণ্ড বর্ত্তুল হইবে। স্রুবের অগ্রভাগে নাসারন্ধ্রদ্বয়ের ন্যায় মধ্যে উচ্চ ও দুই পাশে দুই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত গর্ত্ত থাকিবে আর জুহুর অর্থাৎ স্রুকের গর্ত্ত একখানি শরার মত হইবে, তাহাতে "নির্ব্বাহ" নামক প্রণালী থাকিবে, এবং ঐ গর্ত্তের ছয় আঙ্গুল গভীরতা হইবে। হোম করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ঐ সকল পাত্রের মার্জ্জন পূর্ব্বাভি-মুখে কুশ দ্বারা করিবে। আর উহা ঘৃতাদি-লিপ্ত হইলে উষ্ণ জলদ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক অগ্নিতাপিত করিবে। হোম দ্রব্য অগ্নি-সমীপে পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে রাখিবে পূর্ব্বদিকে রাখে ত পূর্ব্বাগ্র করিয়া এবং উত্তর-দিকে রাখে ত উত্তরাগ্র করিয়া স্থাপন করা

বিধি। যেরূপ দ্রব্য হোমে লাগিতে পারে তদনুসারে আয়োজন করিবে। হোম দ্রব্যের বিশেষ উপদেশ না থাকিলে ঘৃতই হোমদ্রব্য হইবে। মন্ত্রের উল্লেখ না থাকিলে প্রাজাপত্য মন্ত্র (ব্যাহৃতি,) আর কোন্ দেবতার হোম করিতে হইবে ইহার উল্লেখ না থাকিলে প্রজাপতিই সেখানকার দেবতা হইবে, ইহা নিয়ম জ্ঞানী ব্যক্তি হোম কার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ হইতে স্থূল সমিধ কদাচ গ্রহণ করিবেন না; ত্বক্-শূন্য নকীট পাটিত প্রাদেশাধিক, প্রাদেশ-ন্যূন বিবিধ শাখাযুক্ত, পত্রযুক্তও অসার সমিদও গ্রাহ্য নহে। "ইধ্ম" দুই প্রাদেশ পরিমিত হইবে। উক্তরূপ ইধ্ম সমিধই সকল কার্য্যে লাগে। পণ্ডিতগণ, আঠারটী ইধ্ম সমিধের কথা বলেন; তবে দর্শ পৌর্ণমাস যাগ ও অন্য কতিপয় ক্রিয়াতে বিংশতি ইধ্ম গ্রাহ্য; প্রকৃত হোমের পূর্ব্বে ও পরে বিনামন্ত্রে বিনা দেবোদ্দেশে সমিৎ প্রক্ষেপ করিতে পারিবে। যেহেতু সেই সমিধ কেবল ইন্ধনার্থ হইবে। আচার্য্যগণ হবির্হোমে ইধ্ম প্রক্ষেপও ইন্ধনার্থ বলিয়াছেন, যেথানে "ইধ্ম" প্রক্ষেপ হইবে না আমি তাহা স্পষ্ট করিতেছি। সীমন্তোনয়ন প্রভৃতি কার্য্যে বিহিত অঙ্গ হোম, সমিধ হবিঃ সম্পাত তন্ত্রহোম, সোষ্যন্তী হোম, ইধ্মপ্রক্ষেপ বিধায়ক সূত্রের পূর্ব্বতন সূত্র বিহিত বৈশ্বদেবাদি কর্ম, ক্ষিপ্রহোম, গোভিল কথিত অক্ষভঙ্গাদিবিপন্নিমিত্তক হোম, জপোপরিকৃত হোম এবং সোমসাহুতি এই সকল কার্য্যে ইধ্ম বিধান নাই।

অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত।

নবম খণ্ড।

সূর্য্যের অস্তাচল গমন করিতে ছত্রিশ অঙ্গুল অবশিষ্ট থাকিতে সায়ংকালে, আর নক্ষত্রলোক দর্শন হইলে প্রাতঃকালে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হয়। সূর্য্য উদয়গিরি হইতে এক হস্তের উপর গমন না করিলে আর উদিত হোমীদিগের পবিত্র হোম বিধি অতীত হয় না। আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান না হয় এবং গগনমণ্ডল হইতে সন্ধ্যারাগ অপসৃত না হয়, ততক্ষণ সায়ংকালীন হোম করা যায়। সূর্য্য,—ধূলিমণ্ডল, নীহাররাশি ধূমপুঞ্জ জলদজাল বা তরুশিখর দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, যখন সন্ধ্যা হইয়াছে বোধ হইবে তখনই হোম করিবে; তাহা হইলেই ইহার ব্রত-লোপ হইবে না। দ্বিজ, ক্ষিপ্র হোমে পরিসমূহন ও বিরূপাক্ষ জপ করিবে না এবং প্রপদ (তপশ্চতেজশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ) পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু সকল কার্য্যেই "আদিতেঽনুমন্যস্ব" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পর্য্যুক্ষণ এবং অন্তে তিনবার বামদেব্য গান করিবে। যথোক্ত চন্দ্র দর্শন হোমশূন্য কার্য্যেও হইবে। বহুকার্য্য একদিন করিলে সর্ব্বশেষে বামদেব্য গান হইবে। বৈশ্বদেবিক কার্য্য বলিকর্ম্মের পর হইবে। সকল কৃত্যান্তিতেই বর্হিরাস্তরণ পর্য্যুক্ষণ ও বামদেব্য জপ নাই। হবিষ্যের মধ্যে যবই প্রধান, তাহার পর ব্রীহি; কিন্তু কিছু না পাইলেও মাষ, কোদ্রব এবং গৌর সর্ষপাদি গ্রহণ করিবে না। হাতে করিয়া আহুতি দিতে হইলে, অঙ্গুলির দ্বাদশপর্ব্ব যাহাতে পূর্ণ হয় এইরূপ আহুতি দ্রব্য লইবে। কংসাদি দ্বারা আহুতি দিলে স্রুবপূর্ণ আহুতি দ্রব্য লইবে। হবি হবন দৈবতীর্থ দ্বারা কর্ত্তব্য। হবনের সময় অগ্নি উত্তম অঙ্গারযুক্ত ও উত্তম জ্যোতিষ্মান্ হওয়া আবশ্যক। যে মানব জ্যোতিঃশূন্য ভস্মাবশেষ অনলে হোম করে, সে মন্দাগ্নি, আমযাবী এবং দরিদ্র হয়। অতএব আরোগ্য, আয়ু ও আত্যন্তিকী পরমালক্ষ্মী ইচ্ছা করিলে সমিদ্ধ অনলেই হোম করিবে, অসমিদ্ধ অনলে কদাচ করিবে না। আহুতি দিতে উদ্যোগী হইয়া বা আহুতি দিবার সময়ে হস্ত, সূর্প, বস্ত্র নানাবিধ যজ্ঞীয় উপকরণ বা কাষ্ঠে বায়ু দ্বারা প্রজ্বলিত করিবে না তবে ব্যজনাদি দ্বারা করিতে পারিবে। কেহ কেহ মুখনালিত যোগে অগ্নি প্রজ্বালন করিতে বলেন, কেন না এই অগ্নি মুখ হইতেই অর্থাৎ মুখোচ্চারিত মন্ত্রবলেই উৎপন্ন। তবে যে মুখমারুত দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন নিষিদ্ধ আছে তাহা তাঁহারা লৌকিক অগ্নিপক্ষে লাগাইয়া থাকেন।

নবম খণ্ড সমাপ্ত।

দশম খণ্ড।

যেমন দিবাস্নান বিহিত হইয়াছে, আতুর না হইলে দন্ত ধাবনপূর্ব্বক নদী প্রভৃতি জলাশয়ে প্রাতঃস্নানও সেইরূপ নিত্য করিবে। যদি গৃহে স্নান করে তাহা হইলে মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে না। দন্তধাবন কাষ্ঠ,—নারদাদির কথিত হইবে। তাহার অগ্রভাগ ধুইয়া ফেলিবে। গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চখে জল দিয়া শুচি ও সমাহিত ভাবে মন্ত্র পাঠান্তে দাঁতন করিবে। মন্ত্র যথা—"হে বনস্পতি! আমাদিগকে আয়ু, বল, যশ, তেজ, প্রজা, পশু, ধন, বেদজ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং মেধা অর্পণ কর। শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাস সকল নদীই রজস্বলা হয়, অতএব সমুদ্রগামিনী নদী ব্যতীত অন্য নদীতে নামিয়া তথায় স্নান করিবে না। যে সকল জলাশয়ের গতি আট ক্রোশের কম, তাহাদিগকে নদী বলা যায় না; তাহারা গর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তিত। উপাকর্ম্ম, উৎসর্গ জ্ঞাতিমরণ চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ এই সকল কারণে স্নান সময়েও অনির্দ্দশাহ প্রেতোদ্দেশে জলদানে রজোদোষ থাকে না। যখন ব্রহ্মবাদিগণ, উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গে স্নান করিতে গমন করেন, তখন বেদ, ছন্দসকল, ব্রহ্মাদি দেবগণ পিতৃগণ ও মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ জলাকাঙ্খী হইয়া সন্তোষসহকারে সশরীরে তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। যে স্থানে ইঁহাদিগের সমাগম হয় তথায় ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপরাশিও নিশ্চয় বিনষ্ট হয়, সামান্য নদী রজঃদোষে বিনষ্ট হয় ইহা কি আর বলিতে হইবে। যখন ঋষিগণ স্নান করেন তখন তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়া ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত তদীয় স্নান জলকণা শরীর দ্বারা স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ, বিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত অভিলষিত বস্তুলাভ করে, কুমারী উৎকৃষ্ট বর প্রভৃতি ঈপ্সিত দ্রব্য লাভে নিশ্চয়ই সমর্থা হয়, আর সেই ব্যক্তি পারলৌকিক সুখরাশি লাভ করিয়া থাকে সংশয় নাই। অশুচি অবস্থাতে আম মৃৎখণ্ডে প্রদত্ত অশুচি বস্তু,—রাক্ষসরূপী অনির্দ্দশাহ প্রেত সকল ভোজন করে। (যাহার মৃত্যুর পর দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই তাহাকে অনির্দ্দশাহ প্রেত বলে)। ভূতলের যাবদীয় জল এমন কি কূপস্থিত হইলেও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ সময়ে গঙ্গাজল সদৃশ হইয়া থাকে সংশয় নাই।

দশম খণ্ড ও
কর্ম্মপ্রদীপ পরিশিষ্টে প্রথম প্রপাঠক সমাপ্ত।

একাদশ খণ্ড।

অতঃপর সন্ধ্যোপাসনা বিধি বলিতেছি। যেহেতু, ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাহীন হইলে সকল কার্য্যে অনধিকারী হয় ইহা স্মৃত হইয়াছে। বামপাণিতে কুশনিচয় গ্রহণ করিয়া আচমন করিবে। হ্রস্বকুশ প্রবরণীয় হইবে; দীর্ঘ কুশের বর্হি; কুশ সকল পবিত্র বলিয়া কথিত; অতএব সন্ধ্যাদি কার্য্যে—বাম হস্ত উপগ্রহযুক্ত এবং দক্ষিণ হস্ত পবিত্রযুক্ত করিবে। চারিদিকে জলক্ষেপ করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। কুশগৃহীত জল বিন্দুদ্বারা শিরোমার্জ্জন করিবে। প্রণব, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ গায়ত্রী এবং আপোহিষ্ঠাদি তিন মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জন হইয়া থাকে। এই ভূঃ প্রভৃতি অবিনাশী তিন মহাব্যাহৃতি, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য, গায়ত্রী এবং আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বঃ এই গায়ত্রী শির এই নয় মন্ত্রের প্রত্যেকের আদিতে এবং গায়ত্রী শিরোভাগের অন্তে প্রণবোচ্চারণ করিবে। শ্বাস সংযম করত এই সপ্ত ব্যাহৃতি ও এই গায়ত্রীকে এই গায়ত্রী শির এবং এই দশটী প্রণবের সহিত তিনবার মনে মনে জপ করিবে ইহার নাম প্রাণায়াম। হাতে জল লইয়া তাহাতে নাসিকা ঠেকাইয়া, শ্বাস রোধ করিয়াই হউক আর না করিয়াই হউক তিনবার বা একবার অঘমর্ষণ সূক্ত জপ করিবে। অনন্তর দণ্ডায়মান হইয়া প্রণব ব্যাহৃতিত্রয় এবং গায়ত্রী এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করত সূর্য্যাভিমুখে জলাঞ্জলি ক্ষেপ করিবে। তৎপরে "উদুত্যং" ইত্যাদি ও "চিত্রংদেবানাং" ইত্যাদি দুই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যোপস্থান করিবে। পণ্ডিতগণ, এই সূর্য্যোপস্থান উভয় সন্ধ্যাতেই করিতে বলেন। আর মধ্যাহ্নকালে ইচ্ছা থাকিলে ইহার উপর "বিভ্রাট্" আদি মন্ত্র জপ করিবে। অসংযুক্ত পার্ষ্ণি, এক পাদ বা অর্দ্ধপাদ হইয়া

কৃতাঞ্জলি পুটে বা বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান করিবে। (মাটীতে গুল্‌ফ না থাকিলেই "অসংযুক্ত পাষ্ণি" হয়; মাটীতে এক পা থাকিলে "একপাৎ" আর যে পা মাটীতে থাকিবে তাহা আবার ডিঙ্গি মারিয়া 'উঁচু করিলে "অর্দ্ধপাৎ" হয়)। সূর্য্যোপস্থান করিতে যে যে কল্প উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে যাহাতে যাহাতে অধিক কষ্ট তাহাতে তাহাতেই অধিক ফল ইহা পণ্ডিতগণ বলেন; কেন না কষ্ট হইতেই শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয়। উদয়কালে পূর্ব্ব সন্ধ্যা তৎপরে মধ্যমা সন্ধ্যা এবং অর্দ্ধাস্তের পর নক্ষত্রাভিব্যক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শেষ সন্ধ্যা করিবে সকল সন্ধ্যাতেই প্রণব ব্যাহৃতিত্রয় এবং গায়ত্রী এই তিন মন্ত্র জপ করিবে। এই সন্ধ্যাত্রয় কীর্ত্তন করিলাম; ব্রাহ্মণ্য ইহাতেই অবস্থিত। যাহার ইহাতে আদর নাই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। যে দ্বিজ, সন্ধ্যা লোপের ভয় করে, এবং নিত্য-স্নায়ী, সর্পগণ যেমন গরুড় সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ দোষ সকল তাহার সমীপে যাইতে অপারগ হয়। প্রতিদিন আদি হইতে আরম্ভ করিয়া যথাশক্তি বেদ মন্ত্র জপ করিবে। অথবা সমস্ত বেদ জপ করিতে না পারিলে সন্ধ্যোপাসনান্তে রুদ্রোপস্থান করিবে।

একাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বাদশ খণ্ড।

অনন্তর প্রথমে ওঙ্কার, শেষে "তর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া সতিল জলদ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবে। • ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, বেদ সকল, দেবসকল, ছন্দসকল, ঋষিগণ, পুরাণ আচার্য্যসকল, গন্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্বেতর, সাবয়ব মাস ও সংবৎসর, দেবীগণ, অপ্সরোবৃন্দ দেবানুগ-সকল, নাগগণ, সাগরগণ, পর্ব্বতসকল, নদী-সকল, দিব্যমনুষ্যগণ, অন্যমনুষ্যগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, সুপর্ণগণ, পিশাচগণ, পৃথিবী, ওষধি-সকল, পশুসকল, বনস্পতি সকল এবং চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম ইহাদিগকে উপবীতী থাকিয়াই তর্পণ করিবে; আর যম, যমপুরুষগণ, কব্যবাহ অগ্নি, সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্ত, সোমপ এবং বর্হিষৎ এই সকল পিতৃগণকে এক একবার জল দিবে। * স্বীয় পিতৃ প্রভৃতি তিন পুরুষ, মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষেরও প্রত্যেককে অভ্যাসপূর্ব্বক অর্থাৎ তিনবার করিয়া জল দিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্বশুর, পিতৃব্য, মাতুল, পিতৃবংশীয় ও মাতৃবংশীয় দিগকেও জলাঞ্জলি প্রদান করিবে "যাঁহারা আমার নিকট জল পাইতে ইচ্ছুক এই শেষ অঞ্জলিদ্বারা তাঁহাদিগেরও তর্পণ করি" বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। অনন্তর এ বিষয়ের শ্লোক উল্লিখিত হইতেছে। শরৎকালের রৌদ্র লাগিলে লোকে যেমন ছায়া পাইতে অভিলাষী হয়; পিপাসু ব্যক্তি যেমন জল পানে অভিলাষ করে, অত্যন্ত ক্ষুধিত ব্যক্তি যেমন অন্নের প্রতি লোলুপ হয়, শিশু যেমন মাতাকে পাইতে উৎসুক হয়, জননী যেমন শিশু পুত্রকে লইতে ইচ্ছা করে, রমণী যেমন পুরুষ-সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিণী হয় এবং পুরুষ যেমন রমণীর প্রতি অভিলাষী হয় সেইরূপ স্থাবর-জঙ্গম—সর্ব্বভূতই ব্রাহ্মণের নিকট জল পাইতে ইচ্ছা করে, যেহেতু ব্রাহ্মণই সকলের মঙ্গল করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণের নিত্য তর্পণ করা উচিত, না করিলে, তাহাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়, আর করিলে তাহার বিশ্ব পালন করা হয়। হোমকাল অল্প; স্নান কর্ম্ম বৃহৎ-আড়ম্বরপূর্ণ; সুতরাং হোমের পূর্ব্বে প্রাতঃকালে এইরূপ বিস্তৃত ভাবে স্নান করিবে না; কেন না হোমের লোপ করা সর্ব্বথা গর্হিত কার্য্য।

দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ খণ্ড।

ব্রাহ্মণ নিত্য যে সকল যজ্ঞ করিলে শাশ্বত-ধাম প্রাপ্ত হন এখন সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধি

---

* মূলে "কব্য বাড়নলং" হইতেও গদ্য আছে; কিন্তু রঘুনন্দন "কব্যবাড়নলং সোমং যমমর্য্যমণস্তথা। অগ্নিষ্বাত্তাঃ সোমপাশ্চ বর্হিষদঃ সকৃৎ সকৃৎ" এইরূপ শ্লোক বলিয়া থাকেন; গদ্য হইতে ইহাতে কিছু কিছু পাঠ ভেদও আছে যাহা হউক ইহাই প্রামাণিক। ব্যাখ্যা এতদনুসারে প্রবৃত্ত হইল।

কল্পিত হইতেছে;—যথাক্রমে, দেব, ভূত, পিতৃ, ব্রহ্ম ও মনুষ্যগণের মহাযজ্ঞ জানিতে হইবে, ইহলোকে এই সকল হইতে আর উৎকৃষ্ট যজ্ঞ নাই॥ দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ এ কয়টী উহাদিগের সহজ নাম॥ অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলিকর্ম্মের নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসৎকারের নাম মনুষ্যযজ্ঞ। শ্রাদ্ধের কিংবা পিত্র্য বলির নামও পিতৃযজ্ঞ। পূর্ব্বোক্ত বেদ জপের নামও ব্রহ্মযজ্ঞ। (জপরূপ) ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণের পর করিবে, (অধ্যাপনরূপ) ব্রহ্মযজ্ঞ, প্রাতর্হোমের পর কর্ত্তব্য, আর (বামদেব্যগানরূপ) ব্রহ্মযজ্ঞ বৈশ্বদেবান্তে করিবে; এই কালত্রয় ব্যতীত ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে না। যদি অধিক ভোক্তা না থাকে বা অধিক ভোজ্য না থাকে তাহা হইলে, পিতৃযজ্ঞার্থ সিদ্ধির জন্য অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাইবে। এই নিত্য শ্রাদ্ধে দৈব পক্ষ নাই। দ্বিজ,কিঞ্চিৎ অন্ন উদ্ধৃত করিয়াও প্রতিদিন যথাশক্তি; যথাবিধি, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে প্রদান করিবে। অন্নদানের সময়ে "পিতৃভ্য ইদং" বলিয়া "স্বধা" শব্দ প্রয়োগ করিবে। "মনুষ্যেভ্য ইদং" বলিয়া 'হন্ত" শব্দ উচ্চারণ করিবে তদনুসারে উহাঁদিগকে অন্ন দান করিবে। মুনিগণ, মর্ত্ত্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের দুইবার ভোজন বিহিত করিয়াছেন; একবার ভোজন দিবসে আর একবার ভোজন দেড়প্রহর রাত্রির মধ্যে। উপবাসী থাকিলেও রাত্রিতে এবং নিত্য দিবাভাগে বলিকর্ম্ম করিবে। না করিলে পাপী হইবে। 'অমুষ্মৈ (যাহাকে দান করা যাইবে তাহার নামোল্লেখ) নমঃ বলিয়া বলিদান করা বিধি। যেহেতু, নমস্কারই বলিপ্রদানের মন্ত্র। স্বাহা" "বষট্" এবং "নমঃ" এই তিনটী মন্ত্র দেবগণের পক্ষে "স্বধা" মন্ত্র পিতৃগণের পক্ষে এবং "হন্ত" মন্ত্র মনুষ্যগণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। অতএব পিত্র্য বলি নিত্যই স্বধা শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রদান করিবে। কেহ কেহ বলেন "নমঃ" শব্দ যোগেও দিতে পারিবে; কিন্তু গৌতম বলেন, পারে না। [illegible]

থাকে তাহা হইলে মহামার্জ্জার-স্পর্শেও দূষণীয় হয় না; ইহা শ্রুতি।

ত্রয়োদশ খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ খণ্ড।

অনন্তর, বলি-পিণ্ডবিন্যাসের কথা উক্ত হইতেছে;—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের পিণ্ডের ন্যায় উত্তরোত্তর উর্দ্ধে পৃথিবী, বায়ু, বিশ্বেদেব এবং প্রজাপতি উদ্দেশে চারিটি বলি-পিণ্ড স্থাপন করিবে। ইহাদিগের বামভাগে, অপ্, ওষধি-বনস্পতি, আকাশ এবং কাম উদ্দেশে, ইহাদিগের বামদিক মন্যু, ইন্দ্র, বাসুকি এবং ব্রহ্মা উদ্দেশে আর সকলের দক্ষিণভাগ পিতৃগণ উদ্দেশে—এক একটী বলিপিণ্ড স্থাপন করিবে। এই চৌদ্দটী বলিপ্রদান করা নিত্য কর্ত্তব্য। আশস্য প্রভৃতি কতিপয় কাম্য বলিপ্রদানও আছে। সকল বলিপিণ্ডেরই উভয় পার্শ্বে জলসেক করিবে। শেষ পরিণাম পিণ্ডবৎ জানিবে (অর্থাৎ পিণ্ড যেরূপ গবাদিকে দান করিতে হয় ইহাও সেইরূপ করিবে)। হোম আর বলিকর্ম্ম কাম্য-সাধারণ হইতে পারে না। নিত্য হোম আর নিত্য বলিকর্ম্ম পূর্ব্বে হইবে। আর ইচ্ছা করিলে কাম্য হোম ও কাম্য বলিকর্ম্ম শেষে হইতে পারিবে। কদাচ মধ্যে হইবে না। কারণ এককর্ম্ম করিতে করিতে অন্য কর্ম্ম করা অবিধি। গৌতমাদিকথিত বলিসহিত—অগ্নি ধন্বন্তরি প্রভৃতির হোম এবং বলিকর্ম্ম সহিত শাকল হোম, অনাহিতাগ্নির পক্ষেই জানিবে। অনন্তর, জলস্পর্শ ও অগ্নি দর্শনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বামদেব্য জপের পূর্ব্বে, ধনবৃদ্ধি, আরোগ্য, আয়ু, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, মঙ্গল, যশ, সাহস, তেজ, পশু, বীর্য্য, বেদজ্ঞান, ব্রহ্মণ্য, সৌভাগ্য, কর্ম্মসিদ্ধি, কুলজ্যেষ্ঠতা এবং সুকর্তৃত্ব প্রার্থনা করিবে। "হে সর্ব্বসাক্ষিন্! আমাদিগের এই সমস্ত হউক; আমরা যেন ধনহীন না হই" বলিবে। ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে অধিক ফলপ্রদ যজ্ঞ নাই, বেদদান অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট দান নাই, অন্যান্য দান ও ফল যজ্ঞের নশ্বর; কিন্তু এই দান ও যজ্ঞের ফল অবিনাশী; কেহ ইহার

বিনাশ দেখে নাই। নিত্য ঋগ্বেদ পাঠ করিলে মধুকুল্যা ও দুগ্ধকুল্যা দ্বারা দেবতাগণকে তর্পিত করা হয়। নিত্য যজুর্ব্বেদ পাঠে ঘৃতকুল্যা ও অমৃতকুল্যা দ্বারা দেবগণকে তর্পিত করা হয়। প্রতি দিন সামবেদ পাঠে সোমরসকুল্যা ঘৃতকুল্যা দ্বারা ও অথর্ব্ববেদ পাঠে মেদঃকুল্যা দ্বারা দেবগণকে তর্পিত করা হয়। প্রতিদিন বাকোবাক্য, পুরাণ এবং ইতিহাস পাঠ করিলে মাংসকুল্যা, দুগ্ধকুল্যা ও মধুকুল্যা দ্বারা পিতৃগণকে তর্পিত করা হয়। ঋগ্বেদ প্রভৃতি এই সমস্তের মধ্যে প্রত্যহ যথাশক্তি যে কোন শাস্ত্র পাঠ করিলে পিতৃগণকেও মধুকুল্যা ও ঘৃতকুল্যা দ্বারা তর্পিত করা হয়। সেই দেবগণ ও পিতৃগণ এইরূপে তৃপ্ত হইয়া তৃপ্তিকারক এই অধ্যয়নশীলের জীবিতাবস্থাতে এবং মৃতাবস্থাতেও তৃপ্তিসাধন করেন। ঐ পাঠশীলব্যক্তি যাবদীয় অমরসদনে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারেন। কোন পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং ইনি পংক্তিপাবন হইয়া থাকেন। যে যে যজ্ঞের বিবরণ পাঠ করিবেন্ পাঠকারী ব্যক্তি সেই সেই যজ্ঞ করিবার ফল লাভ করেন। তিনি তিনবার বসুপূর্ণ-বসুমতী দানের ফল লাভ করেন। আবার ব্রহ্মযজ্ঞ হইতেও বেদ দানে অধিক [illegible] হইয়া থাকে। বেদদান শব্দে বেদাধ্যাপন ইহা প্রথমোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞ, আর এই ব্রহ্মযজ্ঞ শব্দে বেদ পাঠ; বেদ পাঠ হইতে বেদাধ্যাপন অধিক ফলজনক

চতুর্দ্দশ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চদশ খণ্ড।

যে কর্ম্মে যে দক্ষিণা বিহিত আছে কর্ম্মান্তে ব্রহ্মাকে তাহা প্রদান করিবে। অনুক্ত হইলেও পূর্ণ পাত্রাদি ব্রহ্মার হইবে। যাবদন্ন দ্বারা বহু ভোক্তার তৃপ্তি হয় তাবদন্নে পূর্ণ [illegible] করিবে ইহার কম করিবে না ইহা নিয়ম। যদি অন্য ব্যক্তি হোতার কার্য্য করে তাহা হইলে, হোতারও অর্দ্ধেক দক্ষিণা ব্রহ্মারও অর্দ্ধেক দক্ষিণা হইবে। কর্ত্তা স্বয়ং যদি ব্রহ্মার কার্য্য ও হোতার কার্য্য করে তাহা হইলে অন্য কোন ব্যক্তিকে দক্ষিণা দিবে। আপনার হিতৈষী ব্যক্তি, বেদাধ্যায়ী কুলপুরোহিত এ[illegible] নিকটবর্ত্তী আচার্য্যকে ত্যাগ করিয়া অপর[illegible] দান করিবে না। কুলগুরু ও কুলপুরোহিত[illegible] "আমি ইহাঁকে দান করি" এই জিজ্ঞাসা করি[illegible] দান করা নিয়ম, এইরূপ জিজ্ঞাসা [illegible] করিয়া সৎপাত্রে দান করিলেও ফল হয় না[illegible] ইহাঁরা দূরস্থ হইলে শ্রেষ্ঠ ভাগ মনে ম[illegible] ইহাদিগকে দিয়া তৎপরে অন্যান্য ব্যক্তিকে দা[illegible] করিবে ইহা উৎকৃষ্ট দান বিধি। স্বাধ্যায়স[illegible] নিকটস্থ ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অপর[illegible] দান্ করিলে, দাতা দানফলের পরিবর্ত্তে চৌ[illegible] পাপে লিপ্ত হয়। মূর্খ, যাহার ঘরের পা[illegible] আর গুণবান পাত্র দূরে, সে, গুণবান্ পাত্রে প্রদান করিবে। মূর্খাতিক্রমে দোষ নাই বেদ বর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করি[illegible] "ব্রাহ্মণাতিক্রমে যে দোষ হয় তাহা হ[illegible] না। জ্বলন্ত অগ্নি ত্যাগ করিয়া কেহই [illegible] আহুতি দেয় না। সকল আজ্যাহুতিতেই আ[illegible] স্থালী তৈজস বা মৃণ্ময় করিবে। আজ্যাস্থালী প্রমাণ ইচ্ছামত করাইতে পারিবে। সু[illegible] অচ্ছিদ্র আজ্য স্থালীকেই ঋষিগণ উত্তম ব[illegible] য়াছেন। চরুস্থালী বক্রতা ও উচ্চতা [illegible] সমিদের অনুরূপ ও সুদৃঢ় হইবে, মুখ [illegible] বৃহৎ হইবে না, আর তাহা মৃন্ময়ী বা তা[illegible] হইবে এইরূপ চরুস্থালীই প্রশস্ত। নিজ [illegible] শাখার উক্তি-অনুসারে চরুপাক হইবে [illegible] যেন সুখিন্ন, অদগ্ধ, অকঠিন, শুভ, অ[illegible] শিথিল হয় ও গলিতমণ্ড না হয়। যে জা[illegible] সমিধ ব্যবহার হইবে "মেক্ষণ" ও সেই জা[illegible] হইবে। তাহার পরিমাণ সমিদের [illegible] তাহা নিটোল অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূলাগ্র [illegible] অবদান ক্রিয়াক্ষম ঘৃতবিন্দু বিশেষ ধারণে উপযুক্ত হইবে। ইহাই "দর্ব্বী" হইবে [illegible] একটু আধটু যাহা পার্থক্য আছে আমি [illegible] বলিতেছি। দর্ব্বীর অগ্রভাগ দুই [illegible] পরিমিত হইবে। আর "মেক্ষণ" অ[illegible] দর্ব্বী চতুর্গুণ বড়। "মুষল" এবং "উ[illegible] সমিধ জাতীয় বৃক্ষ নির্ম্মিত, উত্তম আ[illegible] সুদৃঢ় হইবে, তাহাদিগের পরিমাণ ইচ্ছা[illegible] করিবে। "শূর্প" বেণুনির্ম্মিত হইবে। [illegible] কর্ম্ম (ভূমিজপ) করিতে হইলে দক্ষিণ [illegible]

অধোমুখ করিয়া অধোমুখ বামহস্ত তদুপরি রাখিয়া আপনারদিকে ঐ হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ স্থাপন করিবে। স্বয়ং আসীন থাকিয়া স্বস্থানস্থ এবং সুসংহত পাণিদ্বয় অগ্নির সম্মুখীন করিয়া প্রদক্ষিণ ভাবে পরিসমূহন (ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত অনলাবয়বের একীকরণ।) করিবে। তিন গাছ "পরিধি" হইবে তাহা বাহু-পরিমিত, সত্বর, সরল, অক্ষত এবং দলিতাগ্র হইবে। কাহার কাহারও মতে চারদিকের চারি গাছ "পরিধি" আবশ্যক। অগ্নির উভয় পার্শ্বে পূর্ব্বাগ্র করিয়া দুই গাছ "পরিধি" স্থাপন করিবে, পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্র করিয়া আর এক গাছ পরিধি রাখিবে, চার গাছ পরিধি করেত অপর গাছ পূর্ব্বদিকে পশ্চিমাগ্র করিয়া স্থাপন করা বিধি। যেমন যবের কার্য্যে গোধূম এবং ব্রীহির কার্য্যে শালিধান্য গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ যথোক্ত বস্তু সংগ্রহ না হইলে তাহার প্রতিরূপ বস্তু গ্রহণ করা বিধেয়।

পঞ্চদশ খণ্ড সমাপ্ত।

ষোড়শ খণ্ড।

পিতৃলোকের একমাস তৃপ্তিজনক শ্রাদ্ধ অমাবাস্যাতে চন্দ্রক্ষয়ে প্রশস্ত। ঐ শ্রাদ্ধ ত্রিবিভক্তদিনের তৃতীয়ভাগে করিবে, কিন্তু সন্ধ্যার অতি সন্নিহিত মুহূর্ত্তে কদাপি শ্রাদ্ধ করিবে না। (যদি দুই দিন শ্রাদ্ধোপযুক্ত কালে অমাবাস্যা থাকে তাহা হইলে) যে দিন চতুর্দ্দশী তিন প্রহর বা তিন প্রহরের কিছু অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে অথচ অমাবাস্যা, পূর্ব্বদিনের চতুর্দ্দশী অপেক্ষা পরদিনে ন্যূন কাল স্থায়িনী হয় তাহা হইলে সেই পূর্ব্ব দিনেই শ্রাদ্ধ করা বিধি। (কিন্তু অমাবস্যা পূর্ব্বদিন শেষ তিন মুহূর্ত্তমাত্রে ও পরদিনে মুখ্য অপরাহ্নে থাকিলে পরদিনেই শ্রাদ্ধ হইবে)। আমার পিতা গোভিল যে বলিয়া গেন "যদহস্ত্বেব চন্দ্রমা ন দৃশ্যেত তামমাবস্যাং কুর্ব্বীত" অর্থাৎ যে দিন চন্দ্র দর্শন না হইবে সেই অমাবস্যাতেই শ্রাদ্ধ করিবে এবং আমি যে বলিয়াছি "ক্ষীণেরাজনি" অর্থাৎ চন্দ্রক্ষয়ে পারিভাষিক চন্দ্রক্ষয়মাত্র অভিপ্রায়েই তৎসমস্ত কথিত হইয়াছে জানিবে। (চতুর্দ্দশীর পরে অমাবস্যা হইলে তাহাতেও শ্রাদ্ধ করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু চতুর্দ্দশী-দিনে চন্দ্র দর্শন হয় তাহাতে "যদহস্ত্বেব চন্দ্রমা ন দৃশ্যেত" এই গোভিলসূত্র এবং পূর্ব্বকথিত "ক্ষীণেরাজনি" ইহার সহিত বিরোধ হইতেছিল তাহার পরিহারার্থ এই শ্লোক লিখিত হইয়াছে চন্দ্রক্ষয় মাত্র অভিপ্রায়ে হইলে বিরোধ নাই পূর্ব্বদিনে চন্দ্রক্ষয় হইয়া থাকে।) "দৃশ্যমানেঽপ্যেকদা" এই যে গোভিল সূত্র আছে তাহা চতুর্দ্দশী অভিপ্রায়ে জানিবে। উভয় তিথি প্রাপ্ত হইলে অমাবস্যার প্রতীক্ষা করিবে; কিন্তু দুই দিনেই শ্রাদ্ধযোগ্য কালে অমাবস্যা না থাকিলে চতুর্দ্দশীশেষেও শ্রাদ্ধ করিবে (ইহা সাগ্নিকদিগের পক্ষে ব্যবস্থা নিরগ্নিগণ এমত স্থলে পরদিনে শ্রাদ্ধ করিবে। গোভিলসূত্রের ব্যর্থতা পরিহারার্থ এই শ্লোক লিখিত হইল।) (চন্দ্রক্ষয়ের কথা কথিত হইতেছে) চতুর্দ্দশীর অষ্টম যামে চন্দ্র-কলার চতুর্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয়। আবার অমাবস্যার অষ্টম যামে পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে থাকে, ইহা শাস্ত্রবার্ত্তা। তবে, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ, অগ্রহায়ণ মাসের এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যাতে কিছু বিশেষ কথা বলেন; এই দুই মাসে অমাবস্যার প্রথম প্রহরে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয়। আর অমাবস্যার শেষ যামে সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহ বলেন। (এ দুই মাসে পারিভাষিক ক্ষয় উৎপত্তি বাধিত হয় নাই) কিন্তু যে বৎসরে ত্রয়োদশ মাস অর্থাৎ মলমাস হয় সেই বৎসরে এ দুই মাসেও অমাবস্যা প্রথমযামে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের একাংশ অপেক্ষা অধিক ক্ষয় হয় অর্থাৎ চতুর্দ্দশীর অষ্টম যামে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয় অমাবস্যার সপ্তমযামে পূর্ণ ক্ষয় হয় এবং অমাবস্যার শেষ প্রহরে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়। চন্দ্রের এইরূপ গতি বিশেষ জানিয়া চন্দ্রক্ষয়ে অপরাহ্নে শ্রাদ্ধ করিবে। চতুর্দ্দশী অমাবস্যা দুই দিন অপরাহ্নে থাকিলে যে ব্যবস্থা হইতেছে যথা, চতুর্দ্দশী মিশ্রিত ঐ অমাবস্যাকে যজুর্ব্বেদিগণ শ্রাদ্ধের অযোগ্য বলেন এবং ঋগ্বেদিগণ তাহাকে শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত বলেন;

(সামবেদী ইচ্ছামত যে দিন হয় সেই দিন করিবে) যদি পূর্ব্ব দিনে চতুর্দ্দশী তিন-প্রহরের কম থাকে আর পর দিনে অমাবস্যা বাড়িয়া তিন প্রহর বা তাহার অতিরিক্ত সময় থাকে তাহা হইলে সেই দিনেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ইহা বর্দ্ধমানা অমাবস্যার ব্যবস্থা। পক্বাদি কর্ত্তব্য চরু, প্রতিপৎ না হইলে কদাচ করিবে না এবং ঐচরু পূর্ব্বাহ্ণেই কর্ত্তব্য; অন্যান্য পণ্ডিতগণ দ্বিতীয়াবিদ্ধ প্রতিপদেও ঐচরু করিতে বলিয়াছেন। (পূর্ব্বাহ্ণ-শব্দে প্রথম দুই প্রহর; এই সময়ের মধ্যে প্রতিপৎ হইলে সেই দিনেই যাগ করিবে। আর তৎপরে প্রতিপৎ হইলে সে দিনে যাগ না করিয়া তৎপর দিনে প্রতিপদে যাগ করিবে। পরদিনের প্রতিপদ দ্বিতীয়াবিদ্ধ।) পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পিতার পিতৃকার্য্যে কাহারও অধিকার নাই। শ্রুতি আছে জীবন্ত ব্যক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কিছুই দেয় নহে। পিতামহ বর্ত্তমান থাকিতে পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহাকেই পিণ্ড দান করিবে, প্রপিতামহ মরিলে এই দুই জনকেই পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। আর যাহার প্রপিতামহও পরলোকগত, সে, পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষকে পিণ্ডত্রয় দান করিবে। (১) অন্য শ্রুতি আছে দ্বিজ জীবন্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়া মৃত-ব্যক্তি অন্ন জল দিবে। (২) অথবা তাহার পিতা স্বীয় পিতামহদিগকে শ্রাদ্ধ দান করিবে। (৩)

(১) ব্যবস্থা একোদিষ্ট শ্রাদ্ধের পক্ষে; (২) ব্যবস্থা যাহার পিতা মৃত ও পিতামহ জীবিত ইত্যাদি-ব্যক্তি কর্ত্তব্য পর্ব্বাদি শ্রাদ্ধের এবং প্রায়শ্চিত্তাদি-স্থলে কর্ত্তব্য পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের পক্ষে জানিবে। (৩) ব্যবস্থা পিতা জীবিত থাকিতে নিজ কর্ত্তব্য পুত্রসংস্কারের পক্ষে। পিতামহ যদি পিতার পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন তাহা হইলে পৌত্র তাঁহার একাদশাহ প্রভৃতি ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু পিতামহের যদি অন্য পুত্র থাকে তাহা হইলে পৌত্র আর ইহা করিবে না। পিতার মৃত্যুর পর সেই বর্ষের মধ্যে পিতামহ প্রপিতামহের মৃত্যু হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা কথিত হইতেছে। পিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া প্রতিমাস বিহিত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ পিতা বৃদ্ধপিতামহ এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের করিবে। পৌত্র প্রপৌত্রগণ, প্রেতত্ব প্রাপ্ত এই দুই পূর্ব্বপুরুষের সপিণ্ডীকরণ অপকর্ষাদি করিয়া শেষ করিবে না। কেবল তখন পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে ইহা কাত্যায়ন বলেন। প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতাকে প্রেতত্বনিস্তীর্ণ বা প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতামহদ্বারাই শুদ্ধ করিবে ইহা নিশ্চয়। পিতা, ব্রাহ্মণাদিহত, পতিত, প্রব্রজিত বা ব্যুৎক্রমে মৃত হইলে, পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ দেন পুত্র কেবল তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবে ঐ পিতার আর শ্রাদ্ধ করিবে না। যদি পুত্রিকা-পুত্র না হয় তাহা হইলে মাতার সপিণ্ডীকরণ পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারেই পিতামহীর সহিত কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। মৃতাহ ব্যতীত অন্য সময়ে আর স্ত্রীলোকদিগকে স্বতন্ত্র পিণ্ড দিতে হইবে না; যেহেতু নিজ নিজ ভর্ত্তার পিণ্ডভাগেই ইঁহাদিগের তৃপ্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুত্রিকা-পুত্র পার্ব্বণশ্রাদ্ধে প্রথমতঃ মাতাকে তৎপরে মাতামহকে ও তৎপরে প্রমাতামহকে পিণ্ড দিবে।

ষোড়শ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তদশ খণ্ড।

আপনার সম্মুখভাগে যে কর্ষূ করিবে তাহা পূর্ব্বা কর্ষূ। সেই কর্ষূর দক্ষিণে যে কর্ষূ করিবে তাহা মধ্যমা কর্ষূ। আর ইহার দক্ষিণে যে কর্ষূ করিবে তাহা উত্তমাকর্ষূ। সেই সকল কর্ষূর আরম্ভ বায়ুকোণ হইতে এবং শেষ অগ্নিকোণে হইবে। প্রত্যেকটী দেড় অঙ্গুলি করিয়া অন্তরে হইবে। কর্ষূসকলের শেষভাগ তীক্ষ্ণ, ও মধ্যভাগ যবাকৃতি এবং নৌকার ন্যায় উৎকীর্ণ হইবে। খদির ময় শঙ্কু করিবে তাহা রজত দ্বারা ভূষিত হইবে। শঙ্কু এবং উপবেশের পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুল। অগ্নিকোণাগ্র কুশ দ্বারা নিবিড় করিয়া কর্ষূ আচ্ছাদন করিবে, শ্রাদ্ধে সুরভি টগর পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি বিলেপন দ্রব্য এবং পিপ্পলী সকলের অঞ্জন সৌবীরাঞ্জন শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। যাহা যাহা শ্রাদ্ধে উপযুক্ত তৎ সমস্ত আয়োজন করিয়া ত্বরা-শূন্য হইয়া পবিত্রভাবে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে।

শ্রাদ্ধে পূর্ব্বে দৈবপক্ষের কার্য্য সমাধা করিবে। বসিষ্ঠ কথিত বিধি অনুসারে আসন দান হইতে অর্ঘ্য দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া সকল পাত্রে তিলোদক প্রদান করিবে। পৃথক্‌রূপে মৌনাবলম্বনে জল দিবে ও মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিলোদক প্রদান করিবে। সন্নিকর্ষ ক্রমে গন্ধোদকও দাতব্য। যে ব্যক্তি, আসুর পাত্রে করিয়া তিলোদক প্রদান করে, পিতৃগণ তাহার নিকট, পঞ্চদশবর্ষ ভোজন করেন না। কুলালচক্রনিষ্পন্ন মৃণ্ময় পাত্রের নাম আসুর পাত্র। হস্তগঠিত স্থালী প্রভৃতি মৃণ্ময় পাত্রের নাম দৈবিক পাত্র। যথাক্রমে গন্ধ ঋতুজাত পুষ্প সকল ও ধূপাদি—ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া অনন্তর "অগ্নৌকরণ" করিবে। অগ্নৌকরণ হোম প্রকৃত যজ্ঞোপবীতী ও পূর্ব্বমুখ হইয়া করিবে। কারণ "দেবগণের উদ্দেশে হোম করিবে" এইরূপ শ্রুতি আছে। অথবা বিকৃতোত্তরীয় ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া অগ্নৌকরণ হোম করিবে। কেন না এক জনের উদ্দেশে হবিঃ নিরূপণ করিয়া অন্যকে কেহই দান করে না। (অতএব বলিতে হইবে; ঐ হোম, দেবপক্ষ ও পিতৃপক্ষ উভয় উদ্দেশে; সুতরাং উপবীতী বা প্রাচীনাবীতী যাহা ইচ্ছা হইতে পারিবে)। এস্থলে মন্ত্রান্তে স্বাহা শব্দ প্রয়োগ করিবে না স্বাহাকার ব্যতীত হোমও কর্ত্তব্য নহে। অতএব প্রথম স্বাহাকার উচ্চারণ করত অগ্নিতে হোম করিয়া পশ্চাৎ মন্ত্র সমাপন করিবে। পিতৃপক্ষে যে ব্যক্তি পংক্তিমূর্দ্ধন্য নিরগ্নি ব্যক্তি মন্ত্র পাঠ করত তদীয় হস্তে হোম করিয়া অপর সকলের পাত্রে তূষ্ণীম্ভাবে হুত শেষ দিবে। আমার পিতা গোভিল যে এবিষয়ে "সব্যেন পাণিনা" অর্থাৎ বামহস্ত দ্বারা ইত্যাদি বলিয়াছেন, বামহস্ত দ্বারা কুশগ্রহণ মাত্র উপদেশই তাহার উদ্দেশ্য। বামহস্ত হইতে দক্ষিণহস্ত দ্বারা পিঞ্জলী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বামহস্ত সহযোগে দক্ষিণহস্ত গৃহীত ঐ সমস্ত কুশদ্বারা উল্লেখনাদি করিবে। শ্রাদ্ধের সকল প্রকার অন্নাদি হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া তাহা অগ্নৌকরণ-চরুশেষের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পিণ্ড-

কর্ষূতে পিতার, মধ্যম কর্ষূতে পিতামহের এবং দক্ষিণ কর্ষূতে প্রপিতামহের পিণ্ডদান করিবে। উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত বামাবর্ত্তে গমন হইবে ইহা কেহ কেহ বলেন। গৌতম ঋষি, শাণ্ডিল্য ঋষি ও শাণ্ডিল্যায়ন ঋষি দক্ষিণাবর্ত্তে দক্ষিণদিক্ পর্য্যন্ত গমন করিতে বলেন। প্রদক্ষিণ করিয়া পিতৃগণকে ধ্যান করত প্রাণায়াম ও মনে মনে "অমীমদন্ত" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই পথেই ফিরিয়া আসিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিবে ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে স্বয়ং বা স্বীয় পত্নী শাক পাক করিবে। পূপাষ্টকানুসারে শাকাদি দ্বারা হোম করিবে। গোভিল ও গোতম মধ্যম অষ্টকাতে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। এবং কৌৎস ঋষি সকল অষ্টকাতেই অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে মত দেন। যদি মাংসাষ্টকাতে পশুস্থানে আনুকল্পিক স্থালীপাক করে তাহা হইলে ওদনচরু প্রস্তুতের পর তাহা সবৎসাতরুণী গাভীর দুগ্ধ সিদ্ধ করিবে।

সপ্তদশ খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টাদশ খণ্ড।

পণ্ডিতগণ সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত একবিধ কর্ম্মের কথা বলেন আর পৌর্ণমাসী হইতে দর্শ পর্য্যন্ত আর একবিধ কর্ম্মের কথা উল্লেখ করেন। পূর্ণাহুতির পর দর্শ (অমাবস্যা) ও পৌর্ণমাসীর মধ্যে যাহা প্রথমে পড়িবে তাহাতেই হোম করা বিধি; তাহাই হোমের আদিকাল ইহা শ্রুতি সিদ্ধ। পূর্ণাহুতির পর সায়ং হোম করিয়া পাকযজ্ঞাবসানে বলিকর্ম্ম ও বৈশ্বদেব করিবে। পরে শক্তি অনুসারে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া যজমান স্বয়ং ভোজন করিবে কাত্যায়ন এই কথা বলেন। নিরলস ভাবে বৈবাহিক অনলে সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিবে এই হোমারম্ভ চতুর্থী হোম করিবার পরে কর্ত্তব্য। ইহা শাট্যায়ণ মুনির মত। পূর্ণাহুতির পর প্রাতঃকালে হোম করিয়া সায়ংকালে হোম করিবে।

পাসীর পর যে দিন হব্য দ্রব্য বা উত্তম হোতা মিলিবে সেই দিনে হোম করিবে। হোম না হওয়াতে সুসমাহিত ভাবে যদি উপবাসী থাকিয়া কাল অতিবাহিত করে তাহা হইলে, পরে যেরূপ হোম করিবে তাহা এখানে বলিতেছি। যত আহুতি বাদ পড়িয়াছে গণনা করিয়া পাত্রোপস্থাপন পূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি তাবৎ আহুতি অধিক প্রদান করিয়া অপর আহুতিও দিবে। যেথানে প্রায়শ্চিত্তাত্মক হোম মহাব্যাহৃতি দ্বারা হইবে রমণীর পাণিগ্রহণ সময়ের ন্যায় তথায় বারটী আহুতি দিবে ইহা বিজ্ঞেয়। অথবা "অজ্ঞাতং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আহুতি দিবে। কিংবা প্রাজাপত্য আহুতি প্রদান করিবে। প্রায়শ্চিত্তহোমের এই ত্রিবিধ বিকল্প। যদি আহিত অগ্নি কখন অন্য অগ্নির সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে "অগ্নয়ে বিবিচয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে। যদি বৈদ্যুত অগ্নির সহ মিলিত হয় তাহা হইলে "অপ্সুমান্" অগ্নিকে আহুতি দিবে। মন্দ অনলের সহিত মিশ্রিত হইলে "অগ্নয়ে শুচয়ে" বলিয়া হোম করিবে। আহিত অগ্নি গৃহদাহানলে সম্মিলিত হইলে দ্বিজগণ "ক্ষামবান্" হোম করিবে। দাবাগ্নি সংসর্গেও এই নিয়ম। দ্বিধাভূত অগ্নির পরস্পর সংসর্গে হৃদয়ে তাপ লাগিতে থাকিলে সংসৃষ্ট অনল নির্ব্বাণ করিবে আর দ্বিধাভূত হইয়া অসংসৃষ্ট হওয়াতে নির্ব্বাণোন্মুখ হইলে তাহা প্রজ্বলিত করিবে। গিরিশর্ম্মা এই কথা বলেন। স্বীয় অগ্নিতে এক মাত্র সমিধ আহুতি ব্যতীত অন্যের জন্য হোম হইবে না। তবে যতদিন পুত্র ভূমিষ্ঠ না হয়, ততদিন গর্ভসংস্কারার্থ আহুতি দিতে পারিবে। সর্ব্বত্র নামকরণাদি হোমেই লৌকিক অগ্নি গ্রাহ্য; কেননা পিতার সংস্কৃত অগ্নি আর কখন পুত্রের হয় না। যাহার অগ্নিতে অপরের জন্য হোম হইবে, সে বৈশ্বানর দৈবত্য চরু-পাক করিয়া হোম করিবে ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। আপনার অগ্নিতে পরে হোম করিলে, আপনি পরের অগ্নিতে হোম করিলে, পিতৃযজ্ঞ না করিলে, বৈশ্বদেবদ্বয় না করিলে, নবযজ্ঞ না করিয়া নবান্ন ভোজন করিলে বা পতিতান্ন ভোজন করিলে বৈশ্বানর চরু হইবে। পিতা পুত্রের বিবাহ পর্য্যন্ত সকল সংস্কার কার্য্যে স্বীয় পিতৃ পিতামহাদিকে পিণ্ডদান করিবে। পিতা না থাকিলে পিতামহদিগকে পিণ্ডদান করিবে। যদি পত্নী ভূতপ্রবাচন কালে রজোদোষাদিবশতঃ সমীপবর্ত্তিনী না হয় তাহা হইলে যাজ্ঞিকগণ কিরূপ করিবে? যে রমণী মহানসে অন্নপাক করিবে সেই সুবর্ণা রমণী দ্বারা ভূতপ্রবাচন করিবে অথবা প্রশংসাদি করিয়া করিবে ইহা কাত্যায়নের বাক্য। যজ্ঞ, বাস্তু, কুশমুষ্টি, কুশস্তম্ভ, কুশবটু, কুশাসন ও কুশাস্তরণে কুশের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই।

অষ্টাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

একোনবিংশ খণ্ড।

সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, বিশেষ প্রয়োজন হইলে স্বীয় পত্নীর নিকট অগ্নি স্থাপন করিয়া ও ঋত্বিক স্থির করিয়া প্রবাসে যাইতে পারিবে। বৃথা প্রবাসে যাইবে না; এবং কোন স্থানে বহুদিন থাকিবে না। এই ব্রাহ্মণ, প্রবাসে থাকিয়া শুচি এবং নিরলস ভাবে উপবেশন করিয়া সমুদয় নিত্যকর্ম্মের কথা মনে মনে চিন্তা করিবে। পতিভক্তা রমণীও সৌভাগ্য, ধন সম্পত্তি এবং অবৈধব্য ইচ্ছা করিলে অবিচ্ছেদে বিনীত ভাবে অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে। যে স্ত্রী, বীরপ্রসবিনী, আজ্ঞাকারিণী, প্রিয়া, প্রিয়ভাষিণী কার্য্যদক্ষ ও শুদ্ধা হইবে একার্য্য তাহাকেই নিয়োগ করিবে। একের দ্বারা পরিচর্য্যার অসম্ভব হইলে জ্যেষ্ঠতা ও শক্তি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বা একত্র মিলিত হইয়া জ্ঞান ও শাস্ত্রানুসারে অগ্নিপরিচর্য্যা করিবে। সৌভাগ্য দ্বারা স্ত্রীলোকের জ্যেষ্ঠতা, বিদ্যা দ্বারাই ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা; স্বামী, খ্যাতি বা তপস্যা দ্বারা স্ত্রীলোকের উপর সন্তুষ্ট হয় না। ভর্ত্তার আজ্ঞাকারিণী বহুতর ব্রতচরণ দ্বারা উমার ন্যায় অগ্নির সন্তোষসাধন করিতে পারে, সেই রমণী পরজন্মে সৌভাগ্যশালিনী হয়। বিনয়-নম্রা হইলেও যে স্ত্রী ভর্ত্তার নিকট দুর্ভগা সে, নিশ্চয় জন্মান্তরে উমা অগ্নি ও ভর্ত্তার অবজ্ঞা করিয়া

ছিল। যে ব্যক্তি, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রোত্রিয়, সুভগানারী, গো, অগ্নি এবং অগ্নিচিতি অবলোকন করে, সে সমস্ত বিপৎ হইতে মুক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি, প্রাতঃকালে উঠিয়া পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, দুর্ভগানারী, অন্ত্যজ, উলঙ্গ এবং ছিন্ন-নাসিক ব্যক্তিকে অবলোকন করে, সে কলিযুক্ত হয়। স্ত্রীলোক, মোহবশতঃ স্বামীকে উল্লঙ্ঘন করিলে কোন্ কোন্ নরকে না গমন করে। তাহার পর বহুক্লেশে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া কোন্ কোন্ দুঃখ ভোগ না করে। স্ত্রীলোক, কেবল পতিশুশ্রূষা করিলেই সমস্ত স্বর্গলোক-ভোগ করে। স্বর্গ হইতে পুনর্বায় ইহলোকে আসিয়া সুখের সাগর হইয়া থাকে। যদি সাগ্নিক ব্যক্তি, পত্নীসত্বে কোন কারণে অন্য বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়, তাহা হইলে ইহার হোম কোন্ অগ্নিতে বিধেয়। স্বীয় অগ্নিতেই হোম হইবে; কদাচ লৌকিক অগ্নিতে হোম হইবে না। কেন না আহিতাগ্নির নিজকর্ম্ম লৌকিকাগ্নিতে হইতে পারে না। অন্য দ্বারা ষড়াহুতিকহোম করাইবে। যতদিন না পরিণীত হয়, তত দিন আপনার প্রয়োজন থাকে না। পূর্ব্বে যে ত্রিবিকল্প প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়াছি, শিষ্ট যজ্ঞবেত্তাগণ তাহাকেই ষড়াহুতিক বলিয়াছেন।

একোনবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।
দ্বিতীয় প্রপাঠক সমাপ্ত।

বিংশ খণ্ড।

ঋত্বিক্ প্রভৃতি কেহই দম্পতির অসাক্ষাতে হোম করিবে না। দুইজনেরই অসাক্ষাতে যে হোম করিবে তাহা নিরর্থক হইবে। যদি সাগ্নিক ব্যক্তি সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার সহিত গমন করে অথচ তাহাতে হোমকাল অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় 'অগ্ন্যাধান' করিতে হইবে। যাহার বহুতর ভার্য্যা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পত্নী যদি অতিক্রম করিয়া গমন করে, তাহা হইলে কেহ কেহ পুনরায় অগ্ন্যাধান করিতে বলেন; কিন্তু মহর্ষি গৌতম তাহা ইচ্ছা করেন না। অনুরূপা পত্নী অগ্রে মরিলে তাহাকে সপাত্র ঐ অগ্নি দ্বারা দাহ করিবে। পুনর্ব্বার অবিলম্বে বিবাহ করিয়া অগ্ন্যাধান করিবে। দ্বিজ, সুশীলা সবর্ণা পত্নী পূর্ব্বে মরিলে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, অগ্নিহোত্রক্রমে যজ্ঞপাত্র সকলের সহিত দাহ করিবে। যে ব্যক্তি, প্রথম পত্নী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় পত্নী মরিলে ঐ বৈতানিক অগ্নি দ্বারা তাহাকে দাহ করিবে সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতীর তুল্য। দ্বিতীয় পত্নীর মরণে যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক উহা ত্যাগ করে, তাহাদিগকে "ব্রহ্মোজ্ঝ" বলিয়া জানিবে। ভার্য্যার মৃত্যু হইলেও বৈদিকাগ্নি ত্যাগ করিবে না। যাবজ্জীবন তাহাতে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিবে। অচ্যুত শ্রীরামও যশস্বিনী পত্নী সীতার সুবর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত বিবিধ যজ্ঞ করিয়া ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বীয় অগ্নিহোত্র দ্বারা কোনরূপে পত্নীদাহ করে। তাহাতে সেই পুরুষ রমণী হয় ও ইহার ভার্য্যা পুরুষ হইয়া থাকে। দ্বিজ, পিতা মহাপাতকী হইলে, মাতা যদি মৃত বা দেশান্তর গত হন তাহা হইলে পুত্র, পিতার অগ্নিহোত্ররক্ষা করিতে অধিকারী। যদি নির্দ্দোষ মাননীয়া ভার্য্যা স্বামীকর্তৃক অবমানিতা হইয়া মরে তাহা হইলে ঐ রমণী তিন জন্ম পুরুষ হইবে এবং ঐ পুরুষ স্ত্রী জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে। পুনর্ব্বার অগ্ন্যাধান করিতে হইলে তাহাও পূর্ব্ববৎ হইবে। প্রভেদের মধ্যে এই যে পুনরাধান কার্য্যে অগ্ন্যুপস্থান এবং অষ্ট আজ্যাহুতিদিতে হয়। ব্যাহৃতি হোম-পর্য্যন্ত করিয়া অগ্নির উপস্থান করিবে। "কস্তেজামি" ইত্যাদি কেবল আগ্নেয় সূক্ত পাঠ করিবে। "অগ্নিমীড়ে" (১) "অগ্ন আয়াহি" (২) "অগ্ন আয়াহিবীতয়ে" (৩) "অগ্নির্জ্যোতি" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় (৪—৬) "অগ্নিংদূতং" (৭) এবং "অগ্নেমৃড়" (৮) এই অষ্ট মন্ত্রদ্বারা যথাবিধি যথাক্রমে অষ্টাহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহুতি প্রভৃতি অন্য সমস্ত কার্য্য পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব অরণিদ্বয়ের অল্পমাত্র অবয়বও যাবৎ বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎ অন্য অরণিদ্বয়ে অগ্ন্যাধান করা অবিধেয়। স্রুক্ স্রুবাদি বিনষ্ট হইলে তাহা ঐ জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

বিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

একবিংশ খণ্ড।

পীড়াবশতঃ স্বয়ং হোম করিতে অসমর্থ হইলে অগ্নি-সমীপে উপসর্পণ করিবে। তাহাতে ও অসমর্থ হইলে শয়ন হইতে উঠিয়া বসিবে। সায়ং আহুতি দিবার সময়ে গৃহীকে যদি আসন্ন-মৃত্যু বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে তখনই প্রাতর্হোম হইবে। ইহার পরেও যদি গৃহী-প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে তাহা হইলে ইচ্ছা করে ত পুনরায় প্রাতর্হোম করিবে নতুবা করিবে না। গৃহী প্রাণত্যাগ করিলে তাহাকে স্নান করাইয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করাইবে। অনন্তর দক্ষিণশিরা করিয়া কুশাস্তৃত ভূমিতে শয়ন করাইবে। অনন্তর তাহাকে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া পুনরায় স্নান করাইবে। পরে অন্য যজ্ঞোপবীত পরাইবে এবং কুসুমভূষিত করিবে, ও তাহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনলিপ্ত করিবে। অনন্তর পুত্রগণ তাহার সপ্তচ্ছিদ্রে সুবর্ণখণ্ড দিয়া অন্য বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ইহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অগ্রে অগ্রে অগ্নিহোত্র পশ্চাতে মৃত-অগ্নিহোত্রীকে লইয়া যাইতে যাইতে আমপাত্রে গৃহীত অন্ন অর্দ্ধেক ভাগ পথে ছড়াইবে—অপরার্দ্ধভাগ পিণ্ডের জন্য রাখিবে। অনন্তর দাহকর্ত্তা পুত্রাদি শ্মশানে গিয়া দক্ষিণাস্যে বামজানু পাতন-পূর্ব্বক উপবেশন করত পিণ্ডদান রীতি-অনুসারে, সেই অর্দ্ধভাগ অন্ন তিলযোগে দান করিবে। অনন্তর, স্নান করিয়া পবিত্র ভূতলে চিতাযোগ্য পঞ্চবিধ ভূসংস্কার করিয়া তাহাতে কাষ্ঠরাশি সজ্জিত করিবে। তদুপরি এই সাগ্নিক ব্যক্তিকে উত্তান এবং দক্ষিণ-শিরা করিয়া শয়ন করাইয়া ইহাঁর মুখে আজ্যপূর্ণ স্রুক্ নাসিকাতে দক্ষিণাগ্র স্রুব, পাদদ্বয়ে পূর্ব্বা অরণী বক্ষস্থলে উত্তরা অরণি, বাম পার্শ্বে শূর্প, দক্ষিণ পার্শ্বে চমস, উরুমধ্যদ্বয়ে মুষল ও স্ফ্যজ জত্রুদেশে উদূখল স্থাপন করিবে। "নিরগ্নি ব্যক্তিকে অধোমুখ করিয়া স্থাপন করিবে। দাহক ব্যক্তি সাশ্রু-লোচন ব্যতীত হইবে না। সংযত বাক্য দক্ষিণ মুখ এবং বিকৃতোত্তরীয় হইয়া এই সকল কার্য্যকরিয়া বামজানু পাতনপূর্ব্বক দক্ষিণ মুখ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ মুখাগ্নি করিবে। "তুমি ইহাঁরদ্বারা উৎপাদিত হইয়াছিলে, ইনি আবার তোমার সাহায্যে দেহান্তর লাভ করুন ইনি স্বর্গলোকে গমন করুন" অগ্নিদান সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। গৃহস্বামী এইরূপে দগ্ধ হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ইহাঁকে দগ্ধ করে, সেও অনিন্দিত সন্তান লাভ করে। যেমন পথিক নিজের অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে নির্ভয়ভাবে অরণ্য অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই সাগ্নিক ব্যক্তি যজ্ঞপাত্রাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া অন্য লোক সকল অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মই লাভ করে।

একবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ খণ্ড।

অনন্তর, সকল শব-স্পর্শীরাই চিতাগ্নির দিকে না চাহিয়া জলে গিয়া সবস্ত্র স্নানান্তে আচমনপূর্ব্বক দক্ষিণাগ্র কুশ করিয়া প্রেতোদ্দেশে প্রত্যেককে সতিল জলগণ্ডূষ দান করিবে। গোত্র নাম উল্লেখের পর "তর্পয়ামি" বলিবে ইহা তর্পণের মন্ত্র। সকলে এইরূপ তর্পণ করিয়া পুনরায় স্নান আচমন করিবার পর শাদ্বল ভূমিতে উপবিষ্ট হইলে তাহাদিগের অনুগামী লোকেরা তাহাদিগকে বলিবে;—"সকল প্রাণীই অনিত্য, ইহার জন্য তোমরা শোক করিও না। যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্ম কার্য্য কর; এই ধর্ম্মই তোমাদিগের সহগমন করিবে। কদলীস্তম্ভসদৃশ অসার, জলবুদ্বুদ সদৃশ নশ্বর এই মনুষ্যদেহে যে ব্যক্তি সার অন্বেষণ করে, সে অতিশয় মূঢ়। পৃথিবী বল, দেবতা বল, সকলেরই নাশ আছে, তবে ফেনতুল্য মর্ত্ত্যলোক, বিনষ্ট না হইবে কেন? পাঁচ প্রকার জিনিসে গঠিত সেই শরীর যদি শরীর ধারণ জনিত কর্ম্ম ফলে পঞ্চরূপে পরিণত হইয়াই থাকে, তাহাতে আবার শোক কি? সকল সঞ্চয়ের শেষ ক্ষয়, উন্নতির শেষ পতন সংযোগের শেষ বিয়োগ এবং জীবনের শেষ মরণ। বান্ধবেরা রোদন সময়ে যে শ্লেষ্মা ও নেত্রজল পরিত্যাগ করে মৃতব্যক্তি অবশ হইয়া তাহা ভোজন

করিতে বাধ্য হয়। অতএব রোদন করা অনুচিত, যত্ন-সহকারে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করাই বিধেয়।" এইরূপ কথিত হইয়া তাহারা কনিষ্ঠানুক্রমে গৃহে গমন করিবে। অপরে, স্নান অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃত ভোজন করিলে শুদ্ধ হইবে।

দ্বাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড।

আহিতাগ্নি ব্যক্তির পাত্রন্যাসাদি এইরূপেই হইবে এ বিষয়ে কৃষ্ণাজিন প্রভৃতি লইয়া সূত্র কথিত বিশেষ বিধি আছে। বিদেশে মরিলে অস্থিসকল আহরণ পূর্ব্বক ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তাহা উর্ণাদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দাহ করিবে পাত্রন্যাসাদি পূর্ব্ববৎ হইবে। অস্থি না পাওয়া যাইলে অস্থিসমসংখ্যক পর্ণ সকল উক্ত রীতি-ক্রমে দাহ করিবে; তদবধি অশৌচ হইবে। সাগ্নিক ব্যক্তি যদি স্বয়ং মহাপাতকযুক্ত হয় তাহা হইলে, তদীয় পুত্রাদি, যে পর্য্যন্ত তাহার পাপ ক্ষয় না হয় তদবধি অগ্নি রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিবে, বা করিতে করিতে মরিয়া যায়,তাহার গৃহ্য অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবে এবং শ্রৌতঅগ্নি উপকরণের সহিত জলে ফেলিয়া দিবে। অথবা উভয় অগ্নিকেই জলসাৎ করিবে, যেহেতু অগ্নি জল হইতে উদ্ভূত। পাত্র সকল কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবে, দগ্ধ করিবে অথবা জলেই ফেলিয়া দিবে। সৎপথস্থিতা রমণীকেও এই রীতি-ক্রমে দগ্ধ করিবে; তবে ইঁহার পক্ষে অগ্নি-দানের মন্ত্রটী প্রয়োগ করিবে না। ইহা নিয়ম। ভার্য্যা যদি স্বাধীনা পতিতা না হয়, তাহা হইলে ঐ অগ্নি দ্বারাই তাহার শব দাহ করিবে। তৎপরে অগ্নিপাত্র সকলকে তদীয় চিতার সমীপে পৃথগ্ভাবে দাহ করিবে। পরদিনে, বা তৃতীয় দিনে অস্থিসঞ্চয়ন হইবে। ঋষিগণ এই কার্য্যে যে বিধির আদেশ করিয়াছেন অধুনা তাহা কথিত হইতেছে। পূর্ব্ববৎ স্নান পর্য্যন্ত সমাধা করিয়া প্রাচীনাবীতি (ও দক্ষিণমুখ) হইয়া দুগ্ধজলে পল্লবযুক্ত দ্বারা অস্থিসকল সিক্ত করিবে। শমীশাখা এবং পলাশ শাখা দ্বারা ভস্ম হইতে অস্থি উদ্ধৃত করিয়া গব্য ঘৃতাভ্যক্ত করিবে, তৎপরে গন্ধজল দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। মৃণ্ময় পাত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহা সূত্রবেষ্টিত করিবে। পরে পবিত্র ভূমিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া দক্ষিণমুখ হইয়া সেই খানে তাহা পুঁতিয়া ফেলিবে। পঙ্কপিণ্ড ও শৈবাল দ্বারা গর্ত্ত পূরণ করিয়া এবং তাহা উপরে দিয়া অবশিষ্ট পৌর্ব্বাহ্নিক কার্য্য সমাধা করিবে। নিরগ্নি মৃতব্যক্তিরও দাহবিধি এইরূপ; স্ত্রীলোকেরন্যায় তাহাদিগকে অগ্নিদান করিবে; অনন্তর অনুক্ত কথা কথিত হইতেছে।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড।

অশৌচ হইলে সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম না করা বিধি। শুকান্ন দ্বারাই হউক আর ফল দ্বারাই হউক শ্রৌত অগ্নিতে অকৃত অন্ন দ্বারা তদভাবে কৃতাকৃত অন্ন দ্বারা তদভাবে অধারম্ভ বিধি অনুসারে কৃতান্ন দ্বারা হোম করাইবে। ওদন ও শক্তু প্রভৃতি, কৃতান্ন; তণ্ডুল প্রভৃতি কৃতাকৃত অন্ন; এবং ব্রীহি প্রভৃতি অকৃত অন্ন—পণ্ডিতগণ এই ত্রিবিধ হব্যের কথা বলিয়াছেন। অশৌচ, প্রবাস, অশক্তি এবং শ্রাদ্ধান্ন ভোজন ইত্যাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে অপর দ্বারা হোম করাইবে। ব্রহ্মচারী অশৌচেও কখন স্বীয় কর্ম্মত্যাগ করিবে না; দীক্ষার পর যজ্ঞ বা কৃচ্ছ্রাদি তপস্যাতেও অশৌচ প্রতিবন্ধক হইবে না। পিতৃমরণেও ইহাদিগের কদাচ দোষ হয় না। ব্রহ্মচারীর অশৌচ কর্ম্মান্তে হইবে বা তিন দিন হইবে। সাগ্নিক ব্যক্তির শ্রাদ্ধ দাহ হইতে একাদশ দিনে কর্ত্তব্য। তবে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ সকলের পক্ষেই মৃতাহে কর্ত্তব্য। বারটী মাসিক, আদ্য শ্রাদ্ধ, ষাণ্মাসিকদ্বয় এবং সপিণ্ডীকরণ এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ। এক দিন বা তিন দিন কম ছয় মাসে অর্থাৎ ষষ্ঠ মাসীয় মৃততিথির পূর্ব্ব দিনে বা তিন দিন পূর্ব্বে প্রথম ষাণ্মাসিক এবং একদিন বা তিন দিন কম সংবৎসরে দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক হইবে।

(তিন দিন কম ষষ্ঠমাসাদিতে ষাণ্মাসিক করা এদেশে ব্যবহার নাই)। অপুত্রব্যক্তির উদ্দেশে প্রথমোক্ত পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। এবং অন্য শ্রাদ্ধও (সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধও) বৎসরের মধ্যে একদিন করিবে। সপুত্রব্যক্তির শ্রাদ্ধ সকল সময়ই হইতে পারে *। অপুত্রারমণীর স্বামীও কখন (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ) করিবে না। পিতা ও পুত্রের এবং অগ্রজ ও অনুজভ্রাতার (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ) করিবে না †। সাগ্নিকপুত্র একাদশ দিনে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া অমাবস্যায় মাতাপিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া ফেলিবে। সপিণ্ডীকরণের পর আর একোদ্দিষ্ট বিধি অনুসারে প্রতি মাসে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। গৌতম বলেন,— শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কর্ষু সমন্বিত শ্রাদ্ধ, আদিম ষোড়শ শ্রাদ্ধ, এবং আব্দিক শ্রাদ্ধ ত্যাগ করিয়া অন্য সকল শ্রাদ্ধে ষট্‌পিণ্ড হইবে। ইহা নিয়ম। অর্ঘদান, অক্ষয্যোদক দান, পিণ্ডদান, অবনেজন এবং স্বধাবাচনস্থলে তন্ত্রতা হইবে না। যাহারা ব্রহ্মদণ্ড প্রভৃতিবশে পরলোকগত হওয়ায় অগ্নি সংস্কৃত হয় নাই, তাহাদিগের কখনই শ্রাদ্ধাদি সৎকার হইবে না।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বিবাহের পর চতুর্থী হোমে লাজবার্থিগণ মন্ত্রসংহতির মধ্যে অগ্নে ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। তাহার প্রয়োগে বিংশতি মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। অগ্নির স্থানে বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যপদের উহ করিবে এবং পঞ্চম মন্ত্রে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্য এই সমস্ত উহ করিয়া প্রত্যেক মন্ত্র চার চার বার পড়িয়া আহুতি দিবে এইরূপ শ্রুতি আছে। প্রথম পঞ্চকে পাঁচ মন্ত্রেই "পাপী লক্ষ্মীঃ" এই পদ থাকিবে। দ্বিতীয় পঞ্চকে "পতিঘ্নী" তৃতীয় পঞ্চকে "অপুত্রা" এবং চতুর্থ পঞ্চকে "অপসব্যাঃ" পদ থাকিবে। এই বিংশতি আহুতি। ধৃতি হোমে স্বাহাযোগে চতুর্থী হইবে না, অষ্ট গোনাম হোমেও চতুর্থী হইবে না, গোনাম হোমে চতুর্থী স্থলে "অঘ্ন্য" শব্দ প্রয়োগ হোম করিতে হইবে। (গোভিল-সূত্রে দ্বিতীয় পুংসবন প্রকরণে বট-শুঙ্গাক্রয়ের বিধি আছে, কাত্যায়ন শুঙ্গাশব্দের অর্থ এবং কে ক্রয় করিবে তাহা আদেশ করিতেছেন)। শাখার গূঢ় অগ্র পল্লবের নাম শুঙ্গা। ব্রতবতী পতিব্রতা নারী, বিদ্যাহীন ব্রহ্মবন্ধু—ঐ শুঙ্গাক্রয় করিবে। (গোভিল সীমন্তোন্নয়ন প্রকরণে যে সকল অস্পষ্ট শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এখানে তাহার অর্থ লিখিত হইতেছে)। শলাটুশব্দে নীল; গ্রপ্স শব্দে স্তবক বোধ হয়। মস্তকের উভয় পার্শ্বের কেশের নাম কপুঞ্জিকা এবং পশ্চাদ্বর্ত্তি কেশের নাম কপুচ্ছল। শললী শব্দে, শেজারু কাঁটা, বীরতর শব্দে শর। তিল ও তণ্ডুল একত্র পক্ক হইলে তাহার নাম কৃশর। নামকরণ-সংস্কারে গোভিলসূত্রে সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ নক্ষত্র ও নক্ষত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবগণের পূজা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে মুনি, বসু, পিশাচ, যক্ষ, পিতৃ ও বিশ্বেদেবগণের বহুবচনান্ত উল্লেখ করিয়া হোম করিবে। উহারা যথাক্রমে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কৃত্তিকা, রোহিণী, অশ্লেষা, মঘা, বিশাখা, অনুরাধা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, ও অশ্বিনী ভরণী নক্ষত্রের মধ্যে এই ছয় যোড়ার প্রত্যেকটীর হোমই বহুবচনান্ত উল্লেখ করিয়া করিবে। অবশিষ্ট দুই যোড়ার অর্থাৎ পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপদের দ্বিবচনান্ত উল্লেখে এবং অপর সকল নক্ষত্রের একবচনান্ত উল্লেখে হোম হইবে। নক্ষত্রাধিষ্ঠাতৃদেবগণের মধ্যে সর্প, বায়ু, ভোম, বিশ্বেদেব এবং পিতৃগণের হোম বহু বচনান্ত উল্লেখে এবং ব্রহ্ম ও অশ্বিনের হোম দ্বিবচনান্ত উল্লেখে হইবে। উহারা যথাক্রমে অশ্লেষা, ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, মঘা,

---

* এই ১০ম বচন রঘুনন্দন অন্যরূপে পাঠ করিয়াছেন যথা—

"যানি পঞ্চদশাদ্যানি অপুত্রস্যেতরাণ্যপি।
একস্মিন্ তু দাতব্যমপুত্রায়াশ্চ যোষিতঃ॥"

"অপুত্র পুরুষের এবং অপুত্রা (ও বিধবা) রমণীর কেবল প্রথম পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ এবং প্রতিবর্ষ কর্ত্তব্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে (পঞ্চদশ শ্রাদ্ধবিধান পিণ্ড পর্য্যন্ত রহিত পুরুষের পক্ষে জানিবে)। আমরা এই পাঠকেই প্রামাণিক বোধ করি।

† এই বচনের সহজ অর্থ; স্বামী অপুত্রা রমণীর পিতা পুত্রের এবং অগ্রজ অনুজের উক্ত শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্যশ্রাদ্ধ করিবে না।

উত্তরভাদ্রপদ এবং অশ্বিনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা*।

গুরু, ব্রহ্মচারীকে কোনকার্য্যে আদেশ করিলে ব্রহ্মচারী 'বাঢ়ং" (ভাল) অথবা "ওঁ" (আচ্ছা) বলিয়া সেই কার্য্য যথোচিতরূপে পালন করিবে। যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী না হয় তাহা হইলে, ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন স্নান পর্য্যন্ত সপিণ্ড বাস করিবে। ব্রহ্মচারী, বিনা আপদে কদাচ গাত্রের মলাপকর্ষণ করিবে না। জল-ক্রীড়া বা অলঙ্কার ধারণও করিবে না; এবং দণ্ডবৎ স্নান করিবে। দেবগণের বিপর্য্যাস-ক্রমে হোম হইলে কি হইবে?—সমস্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রায়শ্চিত্তহোম করিয়া পরে ঠিক অনুক্রমে সেই সকল দেবগণের হোম করিবে। উপনয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন সংস্কারের কালাত্যয় হইলে এই সমস্ত প্রায়-শ্চিত্ত হোম করিয়া তাহা করিবে। যে ব্যক্তি নব যজ্ঞ না করিয়া অজ্ঞানতঃও নবান্ন ভোজন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বৈশ্বানর চরু বিহিত আছে।

পঞ্চবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

ষড়বিংশ খণ্ড।

সমশনীয় চরু এবং গোমেধ যজ্ঞ বৃষোৎসর্গ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, ও কৃষ্যারম্ভ এই সমস্ত কার্য্যের চরু আর শ্রাবণী পূর্ণিমা ও প্রদোষের চরুতে নির্ব্বাপ এবং হোম হইবে কিরূপ? সেই সেই কর্ম্মের দেবতা সংখ্যা অনুসারে দেবতা নামো-ল্লেখ পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ নির্ব্বাপ গ্রহণ করিবে। চুপ করিয়া দুইবার গ্রহণ করিবে। হোমও পৃথক্ পৃথক্ হইবে। যাবৎ চরু দ্বারা সেই সেই কার্য্যে কথিত হোম সমাধা হইয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিতে পারে তাবৎ চরু নির্ব্বাপণ করিবে। সমশনীয় চরু এবং পিতৃযজ্ঞীয় চরুতে মেক্ষণ দ্বারা হোম করিবে। কেহ কেহ বলেন উপস্তীর্ণ ও অভিঘারিত করিয়া হোম করিবে। (স্রুকের দ্বারা স্রুৎ পাত্রে যে প্রথম হবি গৃহীত হয় তাহার নাম উপস্তীর্ণ; এবং যে হবি গ্রহণ করিয়া অনন্তর আজ্য প্রদত্ত হয় তাহা অভিঘারিত)। গোভিল বৃষোৎসর্গের বিধি ও কালকীর্ত্তন করেন নাই। অতএব কাত্যায়নের ইহা সংক্ষেপে কীর্ত্তিত। অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং প্রস্তরারোহণের ও সেই পারিভাষিক কাল অন্য কোন উপদেশগ্রন্থে কথিত আছে। অথবা মার্গশীর্ষ দিনে গোমেধ যজ্ঞের কাল এবং নীরাজন দিনে অশ্বমেধ যজ্ঞের কাল ইহা শাস্ত্রান্তরে বিহিত আছে। শরৎকালে ও বসন্তকালে কেহ কেহ নবযজ্ঞ করিতে বলেন। কেহ কেহ বলেন ধান্য পাক বশে নবযজ্ঞ হইবে। আর বানপ্রস্থদিগের শ্যামাক ধান্য-পাক সময়ে নবযজ্ঞ হইবে বলিয়া কথিত আছে। আশ্বিনী পূর্ণিমা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কৃষি এবং বাস্তুকর্ম্মে যজ্ঞার্থতত্ত্ববেত্তা যাজ্ঞিকগণ এইরূপ হোম হইবে বলেন;—যথা যথাক্রমে দুই আহুতি, পাঁচ আহুতি ও দুই আহুতি হবির্দ্বারা হইবে। অবশিষ্ট আহুতি সকল আজ্য (ঘৃত) দ্বারা হইবে কাত্যায়ন ইহা বলেন। আজ্য সংযুক্ত দুগ্ধ কাহারও কাহারও মতে দধি "পৃষাতক" নামে অভিহিত হয়। তাহা উপাসাদন করিয়া পায়স চরু করিবে। ব্রীহি, শালি, মুদ্গ, গোধূম, সর্ষপ, তিল এবং যব এই সপ্ত ঔষধি ধারণ করিলে বিপৎ নষ্ট হয়। গোতমাদি ঋষিগণ এই সকল সংস্কার স্মরণ করিয়াছেন। অনন্তর যথাকালে কথিত অষ্টকাদি সমুদায় কার্য্য করিবে। যে দ্বিজ, একবারও অষ্টকাদি কার্য্য করিবে, সে, পুণ্ক্তি-পাবন হইয়া ঘৃতস্রাবী লোকে গমন করে, যে ব্যক্তি, কর্ম্মস্থ হইয়া এক দিন ও শুচিভাবে অগ্নি পরিচর্য্যা করে, সে তৎফলেই একশত দিন স্বর্গভোগ করে। যে ব্যক্তি অগ্নি আধান পূর্ব্বক দেবাদিকে আশাধিত করিয়া এই সকল কর্ম্মদ্বারা তাঁহাদিগের পূজা না করে, সেই দেব প্রভৃতির নিরাকর্ত্তা ব্যক্তি "নিরাকৃতি" বলিয়া জ্ঞাতব্য।

ষড়বিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

---

* মূলের ১২ শ্লোক
"দেবতা অপি হূয়ন্তে যদ্বৎ সর্পবদাপঃ।
দেবীক পিতরশ্চৈব বিধব্ ধাবিনো সদা।"
রঘুনন্দন এই রূপে পাঠ করেন। তাঁহার পাঠই স্বাভাবিক অনুবাদে অনুবাদ করা হইল।

সপ্তবিংশ খণ্ড।

কর্ম্মের আদিতে বিহিত শ্রাদ্ধ (নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ) কর্ম্ম শেষ বিহিত দক্ষিণা এবং অমাবস্যা কর্ত্তব্য দ্বিতীয় শ্রাদ্ধের নাম "অন্বাহার্য্য"। মাতৃপূজার অনু অর্থাৎ পরে কর্ত্তব্য বলিয়া নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের নাম 'অন্বাহার্য্য'; কর্ম্ম শেষ কর্ত্তব্য বলিয়া দক্ষিণার নাম 'অন্বাহার্য্য'; আর পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের পরে কর্ত্তব্য বলিয়া অমাবস্যা শ্রাদ্ধের নাম 'অন্বাহার্য্য'। একসাধ্য ব্রহ্মশূন্য হোমে বর্হিরাস্তরণ, পরিসমূহন এবং উদগাসাদন নাই, কেন না তাহা "ক্ষিপ্র হোম" বলিয়া বিদিত। ব্রীহি ও যবের অভাবে, দধি বা দুগ্ধ দ্বারা, তদভাবে যবাগূ এবং তদভাবে জল দ্বারাও হোম করিবে। রৌদ্র, রাক্ষস, পিত্র্য, আসুর বা আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ করিলে আত্মদেহ স্পর্শ করিয়া জল স্পর্শ করিবে। যে ব্যক্তি লবণ, মধু, মাংস বা ক্ষারাংশ আহুতি দেয় সে, উপবাসান্তে ভোজন করিবে। হোতা ও হব্যের অলাভে যথাকালে সায়ং হোম না হইলে, পরদিন প্রাতর্হোমের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সায়ংহোম করিতে পারিবে, তবে কিনা প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া ঐ হোম করিতে হইবে, সায়ং হোমকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাতর্হোমকাল থাকে। পৌর্ণমাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দর্শযাগের কাল থাকে। এবং দর্শের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৌর্ণমাস যাগে কাল থাকে। বৈশ্বদেব অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিবে। তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া ঐ ব্রত আরম্ভ করিবে। সায়ং হোম এবং প্রাতর্হোম এই দুই বার হোম না হইলে, বা দর্শ যাগ ও পৌর্ণমাস যাগ না হইলে পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবে ইহা ভার্গবের মত। (গোভিলোক্ত কতিপয় শব্দের অর্থ লিখিত হইতেছে)। অনধীত বেদ বালকের "মাণবক" সংজ্ঞা; "এণ" শব্দে কৃষ্ণসার মৃগ বুঝিবে। রুরু শব্দে গৌরবর্ণ মৃগ, আর শম্বর শব্দের অর্থ "শল।"* ব্রাহ্মণের দণ্ড, পরিমাণে কেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসিকা পর্য্যন্ত হইবে। সকল জাতির দণ্ডই সরল, অক্ষত ও সৌম্য দর্শন হইবে; প্রাণীগণের উদ্বেগকর হইবে না ত্বক্‌যুক্ত হইবে; আর অগ্নিদূষিত হইবে না। গোরু, বড়ই প্রধান, ইহা ব্রাহ্মণেরা বলেন; বেদেও ইহা কথিত আছে। গোরু হইতে প্রধান আর কিছু নাই এইজন্য "বর" শব্দে গো। যে সকল ব্রতের অন্তে দক্ষিণাবিধান নাই তথায় গুরুকে "বর" দান বা বস্ত্র দান করা কর্ত্তব্য। অস্থানে উচ্ছ্বাস বিচ্ছেদপূর্ব্বক ঘোষণা ও প্রামাদিক অধ্যাপনাদি দ্বারা শ্রুতির "যাতযামত্ব" হয়। দ্বিজগণ, প্রতিবর্ষে উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ করাতে, বেদ সকলের পুনরায় তেজোবৃদ্ধি হয়। দ্বিজগণ, অযাতযাম বেদ সাহায্যে লীলাবশতঃও যে কর্ম্ম করেন তাহা তাঁহাদিগের সদা সিদ্ধিকারক। আচার্য্য,— গায়ত্রী, গায়ত্র এবং বার্হস্পত্য এই মন্ত্রত্রয় শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া তৎপরে শ্রুতির উপাকর্ম্ম করিবে। সংহিতাতে যথাক্রমে একবিংশতি প্রকার ছন্দ আছে। সেই সেই ছন্দে গ্রথিত প্রথম প্রথম মন্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত ছন্দের হোম করা বিধি। গান ভাগ ব্রাহ্মণভাগ অঙ্গ এবং চর্চ্চামন্ত্রের উত্তরাদি পর্ব্ব দ্বারা হোম করিবে। উপাকর্ম্মে এই যষ্টি হোম করিতে হয়।

সপ্তবিংশতি খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশতি খণ্ড।

যবের নাম অক্ষত; যব ভর্জ্জিত হইলে তাহাকে ধানা বলা যায় ভর্জ্জিত ব্রীহির নাম লাজ এবং ঘটের নাম খণ্ডিক। বিচক্ষণ ব্যক্তি দক্ষিণায়ন ছয় মাস উত্তর রহস্য এবং উপনিষৎ অধ্যয়ন করিবে না। ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি উপাকর্ম্ম করিয়া উত্তরায়ণে অধ্যয়ন করিবে। ইহাদিগের উৎসর্গ কর্ম্ম পৌষী পূর্ণিমাতে কিংবা ভাদ্র মাসেই হইতে পারিবে। অজাতলক্ষ্মা লোমশা এবং কাকবন্ধ্যাসম্ভূতা যুবতীকে বিবাহ

* ১১ শ্লোকের শেষ ভাগ
"শম্বরঃ শল উচ্যতে"
রঘুনন্দন এইরূপে পাঠ করেন।

করিবে না তিন-পা-সংসক্ত পদক্ষেপের নাম প্রক্রম। সকল স্মার্ত্ত কর্ম্মে এবং শ্রৌত কর্ম্মে অগ্ন্যর্য্যু কর্ত্তৃক কথিত আছে। যে দিকে বলি প্রদান করিবে সেইদিকেই মুখ ফিরাইয়া বলি দেওয়া বিধি। শ্রবণা কর্ম্মে সর্ব্বদা শুষ্ক কর্ম্ম হইবে না। বলি শেষের আহুতি এবং অগ্নিপ্রণয়ন প্রত্যহ হইবে না কিন্তু উল্মুক প্রত্যহ হইবে। পৃষাতক প্রেষণ এবং হুতাবশিষ্ট নবান্ন ভোজনের মন্ত্রোচ্চারণে সকলেই অধিকারী। ব্রাহ্মণগণ সমীপে না থাকিলে স্বয়ংই পৃষাতক দর্শন করিবে। নবযজ্ঞেও হবিঃ ভক্ষণ করিবে।

যদি সূতকাদি কোন কারণে শ্রবণা কর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে, বলি ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আগ্রহায়ণিক কর্ম্ম করিবে। অতঃপর একমাস, অর্দ্ধমাস, সপ্তরাত্র, ত্রিরাত্র, একদিন অথবা সদ্যঃ; স্বস্তরশায়ী হইবে। অতঃপর মন্ত্র প্রয়োগ হইবে না। অগ্নিগৃহের নিয়মই থাকিবে না। আহতাস্তরণ হইবে না। দক্ষিণ ও পার্শ্বের কথা থাকিবে না। যদি দৃঢ় হয়ত আগ্রহায়ণীতে কর্ম্মাবৃত্তি হইলেও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কুম্ভদ্বয় আসিঞ্চন করিবে এবং প্রতিকুম্ভে মন্ত্র পাঠ করিবে। অল্প বিঘাত বাধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেখানে প্রমাণ সকল বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, সেখানে যে পক্ষে অধিকমত তাহাই গ্রাহ্য। সমান সমান প্রমাণ থাকিলে যুক্তিই প্রামাণ্যজনক কথিত হইয়াছে। ত্রৈয়ম্বক শব্দে করতল, অপূপশব্দে মস্তক; পালাশশব্দে গোলক এবং চীবরশব্দে লৌহচূর্ণ। কোন স্থলে অনামিকাগ্র দ্বারা স্পর্শ, কোন স্থলে বা দর্শন মাত্র দ্বারাই অনুমন্ত্রণ করিতে পারিবে।

অষ্টাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ খণ্ড।

সকল কর্ম্মেই পশুস্রোত ইচ্ছানুসারে তূষ্ণীম্ভাবে দর্ভকূর্চ্চদ্বারা প্রক্ষালনীয়। পলাশ দারুপাত্রদ্বয় বসা সংগ্রহার্থ জানিবে। মস্তকস্থিত সপ্তস্রোত (মুখ, নাসিকারন্ধ্রদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয় ও কর্ণদ্বয়) চার স্তন, নাভি, শ্রোণি এবং অপান গোরুর এই চৌদ্দটী স্রোত। ক্ষুরের প্রয়োজন মাংস কর্ত্তন। স্বিষ্টকৃৎ রীতি-অনুসারে সমস্ত বসা গ্রহণপূর্ব্বক হোম করিলে তাহাতেই মন্ত্র সমাপ্তি হইবে। হৃদয়, জিহ্বা, ক্রোড়, অস্থি, যকৃৎ, বৃক্কদ্বয়, মলদ্বার, স্তন, সক্থি, স্কন্ধ, এবং পার্শ্ব এই কয়টি পশুদিগের অঙ্গ। এই একাদশ অঙ্গের সংখ্যাক্রমে অবদান হইতে পারে বটে, কিন্তু, পার্শ্ব বৃক্ক এবং সক্থি দুই দুই বলিয়া চতুর্দ্দশ অবদান কথিত হইয়াছে। যে হেতু শ্রুতির চারিতার্থতা যে কোনরূপে করিতে হইবে অতএব ছাগ পক্ষ চরুতেও অষ্ট ঋগ্দ্বারা হোম করিবে। পশুসত্বে যতগুলি অবদান কৃত হইত পশু না থাকিলে ততগুলি পায়স পিণ্ড করিবে। পশু না থাকিলেও উহন ব্যঞ্জনার্থ সদ্রব পায়স চরু করিবে। তাহা অষ্টকা কার্য্যেও জানিবে। কোন কোন পণ্ডিত পিণ্ডদানের প্রধান্য কীর্ত্তন করেন। কেন না দেখাযায় গয়াদিতে মাত্র পিণ্ডদানই বিহিত আছে। অন্য মহর্ষিগণ পাত্রান্নভোজনের প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন। কেননা ব্রাহ্মণ পরীক্ষা বিষয়ে মহাযত্ন দেখা গিয়া থাকে। আম শ্রাদ্ধ বিধি-অনুষ্ঠান বিনাপিণ্ডে হইতে পারে। শ্রাদ্ধান্ন-স্পর্শেও শ্রাদ্ধাবধি শ্রবণেও অনধ্যায় হয়। পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিয়া আমি এই স্থির করিয়াছি; উভয় কার্য্যেরই প্রাধান্য আছে বলিয়া ইহা সমুচ্চয় জানিবে। পিতৃপক্ষে পশু প্রোক্ষণ, দক্ষিণান্ত এবং চরুনির্ব্বাপণাদিকার্য্য প্রাচীনাবীতি হইয়া করিবে। অবদান সমূহই প্রধানার্থ, অন্য কিছু নহে। হবনই প্রধান। অবশিষ্টাংশ প্রকৃতিবৎ হইবে। উন্নত স্থানের নাম দ্বীপ, শাদ্বল স্থান ইষ্টকা। সজল স্থানের নাম কাশিন এবং যাহার দূরে খাত জল তাহার নাম মরু।—বাস্তুদ্বার,—দ্বার, গবাক্ষ, স্তম্ভ, কর্দ্দম, ভিত্তি শেষ এবং কোণ বোধে বিদ্ধ হইবে না এবং আর্য্যগণের আক্রান্ত হইবে। এই কার্য্যে ব্রাহিকে "বশঙ্গমা" বলিয়া এবং যবাকে "শন্ধ" শব্দে উল্লেখ করিয়া এবং অমুক বলিয়া নামোল্লেখ পূর্ব্বক ক্ষিপ্র হোমের ন্যায় হোম করিবে। অক্ষত, পুষ্প, জল এবং গন্ধ ইহাদিগের অভি-

দানে অর্ঘ্য এবং দধি মধুযোগে মধুপর্ক হয়। পূজনীয় ব্যক্তির অঞ্জলিতে কাংস্যপাত্র করিয়া অর্ঘ্য দিবে। আর মধুপর্ক ও কাংস্যাচ্ছাদিত এবং কাংস্যস্থ করিয়া সমর্পণ করিবে।*

---

* "ন তংপূর্ব্বং যতঃ প্রোক্তঃ সপিণ্ডনবিধিঃ ক্রমাৎ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধস্য লোপঃ স্যাৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"

আহ্নিকতত্ত্ব ধৃত।

"উত্তানে নতু হস্তেন হ্যঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ পীড়িতম্।
সংহতাঙ্গুলিপাণিস্তু বাগ্‌যতো জুহুয়াদ্ধবিঃ॥"

পরাশরভাষ্য ও মদন পারিজাত ধৃত।

এই দুইটি বচন ছন্দোগ পরিশিষ্টের; অর্থাৎ এই কাত্যায়ন সংহিতার যে যে গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহা লিখিত আছে। দুইটী বচনই প্রামাণিক; কিন্তু আমাদের সংগৃহীত আদর্শ মধ্যে এই দুইটি বচন নাই।

কর্ম্মপ্রদীপ পরিশিষ্ট বা তৃতীয় প্রপাঠকে
কাত্যায়ন-সংহিতা সমাপ্ত।

বৃহস্পতি-সংহিতা।

দেবরাজ ইন্দ্র যাহার বরদক্ষিণা সমাপ্ত হইয়াছে, এরূপ একশত যজ্ঞসম্পন্ন করিয়া বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি (ঋষিকে) জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভগবন্! কোন্ কোন্ বস্তু দান করিলে, সর্ব্বদা সুখবৃদ্ধি হয়, এবং যে বস্তু দত্ত হইলে, উত্তম ফলজনক হয়; হে তপোধন! তাহা আমাকে বলুন। ইন্দ্র কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবরাজপুরোহিত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বাগ্মীপ্রধান বৃহস্পতি বলিলেন। হে বাসব সুবর্ণদান, গোদান এবং ভূমিদান, এ সকল বস্তু যে মনুষ্য দান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে বাসব! যে মনুষ্য ভূমিদান করে, সে সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, মণি, এবং রত্ন এ সকল বস্তু দানের ফল প্রাপ্ত হয়। লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিতা (চষা) বীজরোপণযুক্তা কিম্বা শস্যপূর্ণা ভূমি দান করিয়া যতকাল সূর্য্যকিরণ ত্রিলোকে থাকিবে, তাবৎকাল সে ব্যক্তি স্বর্গধামে বাস করিবে। মনুষ্য জীবিকার অল্পতাহেতু ক্লেশ পাইয়া যে কোন পাপ করিয়াও গোচর্ম্ম-পরিমিত ভূমি দান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। দশ-হস্ত-পরিমিত দণ্ডের ত্রিশ দণ্ড দীর্ঘে এবং তাদৃশ দণ্ডের দণ্ডবিস্তারে যে ভূমি, তাহাকে গোচর্ম্ম নামে কথিত হইয়াছে, ঐ গোচর্ম্ম ভূমিদান মহা ফলজনক জানিবে। অথবা বৃষের সহিত সহস্র গাভী বালক এবং বৎস প্রসব করিয়াও অক্লেশে যে স্থানে থাকিতে পারে, এতৎ পরিমিত ভূমিকে গোচর্ম্ম ভূমি বলা যায়। (ইহা আচার্য্যগণের পরিমাণ)। গুণবান্ তপঃপরায়ণ এবং জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে পর, এই সসাগরা পৃথিবী যতকাল থাকিবে, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে দানের অনন্ত ফল ততকাল ভোগ করিতে হইবে। ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত বীজ যেরূপ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভূমি দান দ্বারা উপার্জ্জিত পুণ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেরূপ জলমধ্যে পতিত তৈলবিন্দু তৎক্ষণাৎ বিস্তৃত হয়, সেরূপ ভূমিদান-জাত পুণ্য বিস্তৃত হয়। অন্নদাতাগণ সর্ব্বদা সুখী হয়, বস্ত্রদাতা রূপবান্ হয়। যে মনুষ্য ভূমি দান করে, সে ব্যক্তি শঙ্খ, সিংহাসন, ছত্র, স্থাবর, অস্থাবর এবং হস্তী এ সকল বস্তু দানের ফল প্রাপ্ত হয়। যেরূপ দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধ মোচন দ্বারা বৎসকে প্রতিপালন করে,* সেইরূপ হে সহস্রলোচন! ভূমি প্রদত্ত হইলে ভূমিদাতাকে বর্দ্ধিত করেন। হে পুরন্দর! ভূমি দানের ফল বহুতর পুণ্য এবং স্বর্গবাস, সূর্য্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, চন্দ্র, অগ্নি, এবং ভগবান্ মহাদেব সকল দেবতা ভূমিদাতাকে আনন্দিত করেন। পিতৃগণ গর্ব্ব করেন এবং পিতামহগণ হর্ষান্বিত হইয়া (বলেন) আমাদিগের কুলে ভূমিদাতা জন্মিয়াছে, সে, আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে। ঋষিগণ গোদান,—ভূমিদান এবং বিদ্যাদান এই তিন দানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, এই তিনটী দান করিলে, দাতাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করে, ইহাতে সংশয় নাই। বস্ত্রদাতাগণ বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহ হইয়া (পরলোক) গমন করে, যাহারা বস্ত্রদান করে না, সে সকল মনুষ্য নগ্ন হইয়া গমন করে। অন্নদাতাগণ (উত্তম দ্রব্য ভোজন দ্বারা) তৃপ্ত হইয়া গমন করে, যাহারা অন্ন দান করে না, সে সকল ব্যক্তি ক্ষুধিত হইয়া গমন করে। নরকভয়ভীত পিতৃগণ সর্ব্বদা অভিলাষ করেন, যে পুত্র গয়াধামে গমন

করিবে, সে সন্তানই আমাদিগের পরিত্রাণ করিবে। বহু পুত্রের কামনা করিবে, যদ্যপি এক জনও গয়াধামে গমন করে, কিম্বা কোন পুত্র যদ্যপি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা কোন পুত্র (বৃষোৎসর্গকালে) নীলবৃষ উৎসর্গ করে। নীলবৃষ কীদৃশ এই আকাঙ্ক্ষার উত্তর) যে বৃষের লোহিত বর্ণ পুচ্ছাগ্র, পাণ্ডুরবর্ণ খুর এবং শৃঙ্গদ্বয় শ্বেতবর্ণ, (ঋষিগণ) তাদৃশ বৃষকে নীল বৃষ বলিয়াছেন। নীলবৃষশব্দে কৃষ্ণবর্ণ বৃষ নহে। যদি সেই শ্বেতবর্ণ পুছ নীলবৃষ তৃণ ভক্ষণ করিয়া বেড়ায়, উৎসর্গকর্ত্তা পিতৃগণকে সাট হাজার বৎসর পরিতৃপ্ত করে। কূল হইতে উদ্ধৃত পঙ্ক যদি উৎসৃষ্ট নীল বৃষের শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা উৎসর্গকর্ত্তার পিতৃগণ উত্তম কান্তিযুক্ত চন্দ্রলোকে গমন করেন। পুরাকালে যদু, দিলীপ, নৃগ নহুষ এবং অন্য রাজগণের এই পৃথিবী অধিকারে ছিলেন, বর্ত্তমানকালে অন্যের অধিকার ভুক্ত হইয়াছে. ভবিষ্যৎকালেও অপরের অধিকারভুক্ত হইবে। সগর প্রভৃতি বহুরাজগণ এই পৃথিবী দান করিয়াছেন বটে; কিন্তু এ পৃথিবী যখন যাহার অধিকারে থাকিবে, সে ব্যক্তি তখন তাহার ফলভাগী হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী, স্ত্রীহত্যাকারী, পিতৃমাতৃহত্যাকারী, শত সহস্র গোহত্যাকারী এবং যে ব্যক্তি স্বীয় দত্ত কিম্বা পরদত্ত ভূমি হরণ করে. সে বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিয়া মরে। ভূমিদানে যে তিরস্কার করে, এবং যেব্যক্তি ভূমিহরণ করিতে অনুমতি দান করে,—এই উভয় ব্যক্তি সেই বিষ্ঠাপূর্ণ নরকে গমন করে। ভূমিদাতা এবং ভূমিহরণকারী উভয় ব্যক্তিই পুণ্য এবং পাপের প্রধান অধিকারী। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ভূমিদাতা ঊর্দ্ধদেশে অর্থাৎ স্বর্গে অবস্থিতি করে। ভূমি হরণকর্ত্তা অধোদেশে অর্থাৎ নরকে অবস্থিতি করে। অগ্নির প্রধান সন্তান সুবর্ণ, বিষ্ণুর কন্যা পৃথিবী, সূর্য্যের সন্তান গোসমূহ, যে ব্যক্তি সুবর্ণ, কিংবা পৃথিবী, অথবা গোদান করে; সে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এব পাতাল, এই ত্রিভুবন দানের ফলভাগী হয়। ছিয়াশী হাজার যোজন পরিমিত ভূমির মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র ভূমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান করিলে, ঐ ভূমি সকল অভিলাষ পরিপূর্ণ করেন। যে ব্যক্তি ভূমি প্রতিগ্রহ করে, এবং যে ব্যক্তি ভূমি দান করে, এ দুই ব্যক্তিই পুণ্যকর্ম্মকারী এবং উভয়েই নিশ্চয় স্বর্গগমন করে। সকল দানকর্ম্মের ফল, এক জন্মমাত্র ভোগ হয়, কিন্তু সুবর্ণ, পৃথিবী এবং অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা, কন্যাদানের ফল সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত ভোগ হয়। যে ব্যক্তি আত্মাই "আমি" দেহ "আমি" নহি ভাবিয়া স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, এবং জরায়ুজ, এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীগণের হিংসা না করে, দেহবিয়োগ হইলে, তাহার কখনই ভয় থাকে না,—অর্থাৎ যাহার এই দেহে "আমিত্ব" জ্ঞান আছে, সে, দেহপুষ্টির জন্য হিংসাদি করিয়া থাকে, কিন্তু দেহ বিনাশ হইলে তাহাদিগের পরলোকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা যাঁহার, এই ক্ষণভঙ্গুর জড়দেহে আত্মত্ব বুদ্ধি নাই, ইহাকে "আমি" বলিয়া ভাবেন না, কিন্তু নিত্য অধিকারী চৈতন্যরূপ আত্মাকেই "আমি" বলিয়া বুঝেন তাঁহারা দেহ পুষ্টির জন্য হিংসা করিবেন কেন? হিংসা করেন না বলিয়াই পরলোকে অণুমাত্র ভয়ে কাতর হন না চিরসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন। যাহারা অন্যায়পূর্ব্বক ভূমি হরণ করে, কিংবা ভূমি হরণ করিতে অনুমতি করেন, এই হরণকর্ত্তা ও অনুমতিকর্ত্তা উভয়েই সপ্তকুল বিনষ্ট করে। যে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি ভূমি হরণ করে কিংবা তাদৃশ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ভূমি হরণ করিতে অনুমতি করে, সে বরুণপাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া (যমলোকে গমন করে) অথবা (জন্মান্তরে) পক্ষীযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। দান অস্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণের ভূমি হরণ করিলে পর ব্রাহ্মণগণের অশ্রুবিন্দু দ্বারা তিন পুরুষ কুল নষ্ট হয়। দীর্ঘিকা সহস্র এবং কূপ সহস্র খনন করিলে পর, কিংবা শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে পর, অথবা কোটিপরিমিত গো প্রদান করিলে পর, ভূমিহরণকর্ত্তা শুদ্ধ হয় না। একটী গো কিংবা একখণ্ড সুবর্ণ, অথবা অঙ্গুলীপরিমিত ভূমি যে ব্যক্তি রোধ করে, প্রলয় পর্য্যন্ত সে নরক ভোগ করে। পরকীয় সীমার অর্দ্ধ অঙ্গুলী পরিমাণ যে ব্যক্তি হরণ

করে, সে বিনষ্ট হয়। গোবীথি, গ্রামের পথ, শ্মশানভূমি এবং যে ব্যক্তি পীড়িত করে, সে প্রলয় পর্য্যন্ত নরকভোগ করে। শস্যশূন্য স্থানে শস্য বিতরণ করিবে এবং জলাশয়শূন্য স্থানে জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া দিবে, ব্যাসমুনির এইরূপ উপদেশবাক্য আছে। কন্যাসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে, পাঁচ পুরুষ নষ্ট হয়, গোসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে দশ পুরুষ নষ্ট হয়, অশ্বসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে একশত পুরুষ নষ্ট হয়, দাসাদি পুরুষের জন্য মিথ্যা বলিলে একসহস্র পুরুষ নষ্ট হয়, সুবর্ণ নিমিত্ত মিথ্যা বলিলে, মিথ্যা বাদীর কুলে যাহারা জন্মিয়াছে এবং যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে বিনষ্ট করে। ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা বলিলে, সকল বিনষ্ট হয়, এ নিমিত্ত কদাচ মিথ্যা ব্যবহার করিবে না। প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও ব্রহ্মস্বে অভিলাস করিবে না, ব্রহ্মস্বরূপ বিষের ঔষধ নাই এবং চিকিৎসকও নাই। ঋষিগণ বিষকে বিষ অর্থাৎ প্রাণহারক বলেন নাই, ব্রহ্মস্বই হইতেছে বিষ অর্থাৎ অনিষ্টজনক জানিবে, বিষ ভক্ষণ করিলে, এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে; কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ বিষ পুত্র পৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। লৌহখণ্ড, প্রস্তরচূর্ণ, বিষ এ সকল মনুষ্য কদাচিৎ জীর্ণ করিতে পারে, কিন্তু এ ত্রিভুবন মধ্যে ব্রহ্মস্ববিষ কেহই জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ হইতেছে অস্ত্র, রাজাদিগের খড়্গাদি হইতেছে অস্ত্র, খড়্গাদি অস্ত্র এক ব্যক্তিকে হত্যা করিতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ সমস্ত কুল নষ্ট করে। ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ হইতেছে অস্ত্র, ভগবান্ বিষ্ণুর অস্ত্র চক্র, ঐ চক্র হইতেও ব্রাহ্মণের ক্রোধ অত্যন্ত ভয়ানক, সে নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে কদাচিৎ ক্রুদ্ধ করিবে না। বৃক্ষাদি কদাচিৎ অগ্নিদগ্ধ হইলে কিম্বা সূর্য্য কিরণে দগ্ধ হইলে, অঙ্কুরিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধদগ্ধ হইলে (মনুষ্য) উন্নতিলাভ করিতে পারে না। অগ্নি তেজের দ্বারা দগ্ধ করেন, সূর্য্যদেব কিরণ দ্বারা দগ্ধ করেন, রাজা দণ্ড দ্বারা দগ্ধ করেন, ব্রাহ্মণগণ কেবল মন্যু দ্বারাই দগ্ধ করেন। ব্রহ্মস্ব দ্বারা যে প্রীতি এবং দেবস্ব দ্বারা যে সন্তোষ, সেই প্রীতিসন্তোষজনক ধন কুলনাশক এবং আত্মনাশক হইয়া থাকে। ব্রহ্মস্বহরণ, ব্রহ্মহত্যা, দরিদ্রের ধন হরণ এবং গুরু ও বন্ধুগণের সুবর্ণহরণ (এ সকল অকার্য্য) স্বর্গস্থ ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করে। ব্রহ্মস্ব হরণে যে দোষ, সে দোষ বিলুপ্ত হয় না; যদি কোনরূপে তাহা গোপন করে, তথাপি অন্যত্র তাহা প্রকাশ পায়। ব্রহ্মস্ব দ্বারা ক্রীত যে সকল অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং ব্রহ্মস্বপালিত যে সকল সৈন্য সামন্ত বালুকাময় ভূমিতে জলের মত, তৎসমস্ত সংগ্রামকালে বিনষ্ট হয়। হে বাসব! বেদজ্ঞ, সৎকুলোদ্ভব, দরিদ্র, সন্তোষশীল, বিনয়ী, সকলপ্রাণীর হিতকারী, বেদাভ্যাস, তপস্যায় জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যাহারা করিয়া থাকেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! এতাদৃশ ব্যক্তিকে যাহা দান করিবে, তাহা অক্ষয় হইবে। যেরূপ আমপাত্রে বিন্যস্ত দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং মধু পাত্রের অপরিপক্কতা প্রযুক্ত বিনষ্ট হয় এবং তৎপাত্রও বিনষ্ট হয়; সেইরূপ গো, হিরণ্য, বস্ত্র, অন্ন, মহী এবং তিল যদ্যপি অবিদ্বান ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে কাষ্ঠের ন্যায় সেইব্যক্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়। যাহার গৃহে মূর্খ বাস করে এবং দূরে বিদ্বান বাস করে, এতাদৃশ ব্যক্তি ও দূরস্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে দান করিবে, সমীপস্থ মূর্খকে না দিলেও কোন দোষ হইবে না। হে বাসব! বিদ্বান্ ব্যক্তি উর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত কুলকে তারণ করে। যেব্যক্তি নূতন পুষ্করিণী খনন করে কিংবা পুরাতন পুষ্করিণীর উদ্ধার করে, সেব্যক্তি সকল কুল উদ্ধার করিয়া স্বর্গ লোকে বাস করে। প্রাচীন দীর্ঘিকা, কূপ, পুষ্করিণী, উদ্যান এবং উপবন যেব্যক্তি পুনঃ সংস্কার করে, সে ব্যক্তি মৌলিক ফল অর্থাৎ নির্ম্মাণ কর্ত্তার সমফল প্রাপ্ত হয়। হে বাসব! যাহার নির্ম্মিত জলাশয়ে গ্রীষ্মকালেও জল থাকে, সেব্যক্তি কোন দুঃখজনক দুরবস্থা প্রাপ্ত হয় না। হে রাজসত্তম! এ পৃথিবীতে যাহার জলাশয়ে একাহও জল থাকে। ঐ জল তাহার পূর্ব্বাপর সপ্ত সপ্তকুলকে তারণ করে। দীপালোক দান করিলে পর, নর উত্তম শরীরী হয়

প্রোক্ষণীয় অর্থাৎ ভোজ্য প্রভৃতি উত্তম দ্রব্য প্রদান করিলে স্মরণশক্তি ও উত্তম মেধা প্রাপ্ত হয়। বহুতর পাপকর্ম্ম করিয়াও যেব্যক্তি ভিক্ষুককে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, সেব্যক্তি পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তির ভূমি, গো এবং দারা অন্যে ছলপূর্ব্বক হরণ করিতেছে—দেখিয়াও যেব্যক্তি ঐ সকল বস্তুর প্রভুকে জ্ঞাত করে না,—সে ব্যক্তিকে মুনিগণ ব্রহ্মঘাতক কহিয়াছেন। মন্যুপীড়িত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নিবেদিত হইয়াও যে রাজা সেই ব্রাহ্মণগণকে উদ্ধার না করেন, সে রাজাকেও ব্রহ্মঘাতক বলেন। হে বাসব! যে ব্যক্তি উপস্থিত বিবাহ, যজ্ঞ এবং দান-কার্য্যে মোহবশতঃও বিঘ্নাচরণ করে, সে মরিয়া কৃমিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। দান দ্বারা ধন সফল হয়, জীবগণের রক্ষা করিলে আয়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি হিংসা না করে, সে, ঐশ্বর্য্য এবং আরোগ্য রূপ অহিংসার ফল ভোগ করে। নিয়মী হইয়া ফল, মূল ভোজন করিলে স্বর্গস্থ লোকের সহিত পূজ্য স্বর্গলাভ করে—প্রায়োবেশন করিলে, রাজ্য এবং সর্ব্বত্র সুখভোগ করে। হে শক্র! গবাদি পশুলাভ দীক্ষার ফল; তৃণমাত্রাহারী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করা যাহার নিয়ম, তাহার স্ত্রী লাভ হয়। বায়ুমাত্র আহার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে যজ্ঞফল লাভ করে। দ্বিজ নিত্যস্নায়ী হইবে; উভয় সন্ধ্যাতে সূর্য্যোপাসনা করিবে। তাহার দ্বারা যে ফল লাভ হয়; রাজ্য দ্বারা তাহা হয় না। অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিয়মপূর্ব্বক অগ্নিপ্রবেশ করিলে ব্রহ্মলোকে বাস করে। রত্নসমূহ প্রাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি প্রত্যর্পণ করে, সে বহুতর পশু ও পুত্র লাভ করে। যে ব্যক্তি নিয়ম পূর্ব্বক উপবাস করে সে, বহুকাল স্বর্গবাস করে এবং অনবরত যে ব্যক্তি একশয্যায় শয়ন করে, সে, অভিলষিত পতি প্রাপ্ত হয়। বীরাসন, বীর শয্যা এবং বীরস্থান যে ব্যক্তি আশ্রয় করে, তাহার অক্ষয় লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল অভিলষিত বস্তুপ্রাপ্তি হয়। হে বাসব! দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া উপবাস, দীক্ষা এবং অভিষেক করিয়া বীরলোক হইতে উত্তম লোক প্রাপ্তি হয়। সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া তৎক্ষণেই দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, যে ব্যক্তি পবিত্র ধর্ম্ম আচরণ করে, সে স্বর্গলোকে বাস করে। যে ব্রাহ্মণগণ পুণ্যজনক বৃহস্পতি-কথিত মত পাঠ করে, তাহাদিগের আয়ু, বিদ্যা যশঃ এবং বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বৃহস্পতি সংহিতা সমাপ্ত।

পরাশর-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

একদা পুরাকালে হিমালয় পর্ব্বতের উপরে দেবদারু বনময় আশ্রমে, ব্যাস একাগ্রচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময় কয়েকজন ঋষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন হে সত্যবতীনন্দন! এই কলিযুগে কোন্ ধর্ম্ম কিরূপ, শৌচ এবং আচার মানুষের হিতজনক তাহা আপনি আমাদিগকে যথানিয়মে বলুন। প্রজ্বলিত অগ্নি এবং সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যাস, ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমি ত সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ নহি, কিরূপে এই ধর্ম্মের কথা বলিব? এ কথা আমার পিতা পরাশরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। ধর্ম্মতত্ত্ব-আকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া, ব্যাসকে অগ্রে করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। ঐ আশ্রম ফলফুলে সুশোভিত বিবিধ বৃক্ষে পূর্ণ,—নদী, প্রস্রবণ এবং পুণ্যতীর্থে সুন্দররূপে সজ্জিত, তথায় হরিণ এবং পাখী বেড়াইতেছে, নানাস্থানে দেবালয় আছে, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং সিদ্ধগণ চারিদিকে নাচ গান করিতেছে। সেই আশ্রমে শক্তিপুত্র পরাশর, প্রধান প্রধান মুনিগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া, ঋষিসভায় সুখে বসিয়া আছেন, এমন সময়, ব্যাস ঋষিগণের সহিত উপনীত হইয়া যুক্তকরে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ, প্রণাম এবং স্তবদ্বারা পূজা করিলেন। অনন্তর, মহামুনি পরাশর সন্তুষ্টমনে ঋষিগণকে তাঁহাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। ব্যাস ও ঋষিগণ কহিলেন, আমাদের সকলের কুশল! তৎপরে ব্যাস পরাশরকে বলিলেন, পিতঃ! আপনার উপর আমার কিরূপ ভক্তি যদি আপনি জানিয়া থাকেন, অথবা আমার উপর যদি আপনার স্নেহ থাকে, তবে হে ভক্তবৎসল পিতঃ! এই অনুগৃহীত ব্যক্তিকে ধর্ম্ম-উপদেশ দান করুন। আমি আপনার কাছে মনু, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, গর্গ, গোতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রচেতস, আপস্তম্ব, শঙ্খ প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। আপনার কথিত ঐ সমস্ত ধর্ম্মকথা যেমন শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ স্মরণও রাখিয়াছি। কিন্তু এই মন্বন্তরে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সত্যযুগে এই ধর্ম্মসমূহ ব্যবস্থাপিত হয়, কিন্তু কলিযুগে ঐ সমস্ত ধর্ম্মই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব আমাকে চারিবর্ণের কলিযুগ-ধর্ম্ম এবং কিছু কিছু সাধারণ ধর্ম্ম বলুন। ব্যাসের কথা শেষ হইলে, মুনিপ্রধান পরাশর ধর্ম্মের স্থূল এবং সূক্ষ্মনির্ণয় বিস্তাররূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে পুত্র ব্যাস! হে ঋষিগণ! আমি ধর্ম্মকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক কল্পে, প্রলয় শেষে যখন আবার নূতন সৃষ্টি হয়, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শ্রুতি, স্মৃতি এবং সদাচার নির্ণীত হয়। কল্পান্তর হইলে অপর কল্পে বেদকর্ত্তা বলিয়া কেহ নির্দ্দিষ্ট হয়েন না; চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদের স্মরণকর্ত্তা স্বরূপ হন, মনুও অপর কল্পে ধর্ম্মের স্মরণাধিকারী হন। সত্যযুগে মনুষ্যের এক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত, ত্রেতাতে বিভিন্ন রকম, দ্বাপরে

আর এক প্রকার এবং কলিযুগে অন্যরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয়। তপস্যাই সত্যযুগে পরম ধর্ম্ম, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে কেবল একমাত্র দানই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সত্যযুগে মনু ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গোতম-ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে শঙ্খ লিখিত ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, কলিযুগে পরাশর নিরূপিত ধর্ম্ম। সত্যযুগে পাপীর সংস্রব পরিত্যাগের জন্য দেশত্যাগ, ত্রেতাযুগে গ্রাম-ত্যাগ, দ্বাপরে কুলত্যাগ, কলিযুগে পাতকী-কেই পরিত্যাগ করিবে। সত্যযুগে পাপীর সহিত আলাপ, ত্রেতাতে দর্শন, দ্বাপরে অন্ন-গ্রহণ, কলিতে কর্ম্ম দ্বারা লোকে পতিত হয়। সত্যযুগে শাপ দিলে তৎক্ষণাৎ, ত্রেতাতে দশ দিন পরে, দ্বাপরে একমাস পরে, কলিতে এক বৎসরে ফল হয়। সত্যযুগে গ্রহীতার নিকট যাইয়া দান করে, ত্রেতাতে গ্রহীতাকে ডাকিয়া দান করে, দ্বাপরে প্রার্থী হইলে দান করে, কলিতে সেবা করিলে দান করে। গ্রহীতার কাছে যাইয়া যে দান, তাহাই উত্তম দান, গ্রহীতাকে ডাকিয়া যে দান, তাহা মধ্যম; যাচিত হইয়া যে দান তাহা অধম; সেবার যে দান তাহা নিষ্ফল। সত্যযুগে মানুষের প্রাণ অস্থিগত; ত্রেতায় মাংসগত; দ্বাপরে প্রাণ শোণিতগত; কলিতে মানুষের অন্ন প্রভৃতিগত প্রাণ। (কলিযুগে) ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক, সত্য মিথ্যা কর্ত্তৃক, রাজা ভৃত্য কর্ত্তৃক এবং পুরুষ স্ত্রী কর্ত্তৃক পরাজিত। কলিযুগে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অবসন্ন হয়, গুরুপূজা নষ্ট হয় এবং স্ত্রীগণ কুমারী কালে সন্তান প্রসব করে। যুগে যুগে যে যে ধর্ম্ম ব্যবস্থিত এবং যুগে যুগে দ্বিজগণ যে যে আচার করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিন্দা করা অকর্ত্তব্য; কারণ তাঁহারাই যুগরূপে অবতীর্ণ। মুনিগণ যুগভেদে সামর্থ্যভেদ করিয়াছেন, কিন্তু কলিযুগে পরাশরোক্ত প্রায়শ্চিত্তই শ্রেষ্ঠ। আমি অদ্য সেই কলিযুগের ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক আপনাদিগকে বলিতেছি। মুনিশ্রেষ্ঠ আপ-নারা কলিকালের চারিবর্ণের আচার শ্রবণ করুন। পরাশরের এই মত পবিত্র, পুণ্যময় এবং পাপনাশী ব্রাহ্মণের নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি ইহা চিন্তা করি-তেছি। আচারই বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মপালক। আচার-ভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ধর্ম্ম বিমুখ। যে ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্মে নিরত এবং নিত্য দেবতাও অতিথির পূজা অবসানে হুতাবশিষ্ট ভক্ষণ করেন, তিনি কখন অবসন্ন হন না। প্রতি-দিন সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবতা অর্চ্চনা, বিশ্বদেব সম্বন্ধে হোম এবং অতিথির সেবা এই ছয় রকম কর্ম্ম দ্বিজগণ প্রতিদিন করিবে। প্রিয় অথবা দ্বেষ্য হউক, পণ্ডিত অথবা মূর্খ হউক, বৈশ্বদেবের কালে যিনি আসিবেন, তিনিই অতিথি এবং তৎ-সেবায় স্বর্গলাভ ফল হয়। দূরদেশ হইতে সমীপাগত ও পথশ্রান্ত ব্যক্তি বৈশ্বদেবের সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে। যিনি পূর্ব্বে আইসেন, তিনি অতিথি নহেন, অতিথির গোত্র, চরণ, স্বাধ্যায় ব্রত কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকেই হৃদয়ের সহিত যত্ন করিবে, কারণ অতিথি সর্ব্বদেবতা-ময় সকুটুম্ব বা কার্য্যসাধনার্থ আগত এবং এক গ্রামবাসী বিপ্র, অতিথি নহেন। যেহেতু যিনি নিত্য আইসেন না, তিনি অতিথি পদবাচ্য, যিনি পূর্ব্বে আতিথ্যগ্রহণ করেন নাই, এমন অতিথি, ব্রতরত ব্রাহ্মণ এবং নিত্য বেদাভ্যাসে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ, এই তিন জন অপূর্ব্ব অতিথি শব্দে কথিত। বৈশ্বদেব সময়ে যদি কোন ভিক্ষুক আইসেন, তবে বৈশ্বদেব হইতে উদ্ধৃত করিয়া ভিক্ষা দান পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় দিবে। যতি এবং ব্রহ্মচারী, ইহাঁরা উভয়ে পক্বান্নের স্বামী। ইহাঁদের উভয়কে অন্ন না দিয়া ভোজন করিলে চান্দ্রা-য়ণ আচরণ করিতে হয়। প্রথমতঃ যতি হস্তে জল দিবে, তৎপরে ভিক্ষাদ্রব্য দিয়া পুনরায় জল দিবে। এরূপ করিলে সেই ভিক্ষাদ্রব্য মেরুতুল্য ও সেই জল সাগর তুল্য হয়। বৈশ্ব-দেবে দোষ হইলে ভিক্ষুক তাহা ক্ষালন করিতে পারেন, কিন্তু বৈশ্বদেব, ভিক্ষুক কৃত দোষ ক্ষালন করিতে পারেন না। দ্বিজগণ বৈশ্বদেবের বলি না দিয়া ভোজন করিলে, তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয় এবং অন্তে তাঁহারা অশুচি হইয়া নিরয়গামী হন। যিনি মাথায় পাগড়ী

দিয়া ভোজন করেন, যিনি দক্ষিণ মুখে বসিয়া ভোজন করেন, তাঁহাদের আহারীয় সামগ্রী রাক্ষসে খাইয়া থাকে। যিনি যতিকে সোণা দেন, যিনি ব্রহ্মচারীকে পান দেন, যিনি চোরকে অভয় দেন, তিনি দাতা হইলেও নরকে যান। বৈশ্বদেব সময়ে যে অতিথি আইসেন, তিনি পাপী চণ্ডাল, বিপ্রঘাতী বা পিতৃহন্তা হইলেও স্বর্গপ্রদ হন। অতিথি নিরাশ হইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া গেলে, পিতৃগণ হাজার বর্ষ অনাহারে থাকেন। যে বিপ্র, বেদপারদর্শী অতিথিকে অন্ন না দিয়া স্বয়ং ভোজন করেন, তিনি কেবল পাপরাশি খাইয়া থাকেন। জলহীন কণ্টক-হীন ক্ষেত্রবৎ ব্রাহ্মণের মুখ। সেই মুখে যে কৃষি সর্ব্ববীজ বপন করিবে, সেই কৃষিই সর্ব্ব-ফলদায়িকা হইবে। সুক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে এবং সুপাত্রকে ধন দিবে; সুক্ষেত্রে এবং সুপাত্রে যাহা ফেলা যায়, তাহা নষ্ট হয় না। যে স্থানে দ্বিজগণ, মিথ্যাবাদী এবং পাঠাভ্যাসবিহীন, আর ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ করে, রাজা সেই গ্রামবাসীগণকে দণ্ড দিবেন, কারণ গ্রামবাসীগণ এরূপ চোর-কেই পালন করিয়া থাকে। (৫৬) ক্ষত্রিয় প্রজা-গণকে রক্ষা করিবেন, শস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড ভাবে বিপক্ষ সৈন্যকে পরাজয় করিবেন, এবং ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিবেন। (৫৭) লক্ষ্মী দৃঢ়রূপে স্থাপিতা হইলেও কদাপি কুল-ক্রমানুগতা হন না। তাঁহাকে খড়্গ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ভোগ করিতে হয়; বসুন্ধরা বীরপুরুষেরই ভোগ্যা। মালাকর কেবল বাগানের ফুলই তুলিয়া থাকে, গাছ কাটিয়া ফেলে না। যাহাতে প্রজাবর্গের উৎপীড়ন না হয়, এমন ভাবে খাজনা আদায় করিবে। অঙ্গারকারের মত কদাচ মূলচ্ছেদন করিবে না। লৌহকর্ম্ম, রত্ন, গোপালন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম, এই সকল বৈশ্যের ব্যবসা। শূদ্র-গণের দ্বিজশুশ্রূষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া তাহারা যাহা করিবে, তাহা নিষ্ফল হইবে। লবণ, মধু, তৈল, দধি, ঘোল, ঘৃত, এবং দুগ্ধ; এই সমস্ত বিক্রয়ে শূদ্রের দোষ নাই। মদ্য এবং মাংস শূদ্রের বিক্রেয় নহে, শূদ্র অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে না, কিম্বা অগম্যা গমন করিবে না। এ সকল কাজ করিলে শূদ্রও নরকে যাইবে। কপিলা গাভীর দুগ্ধ পান, ব্রাহ্মণী-গমন, এবং বেদাক্ষর বিচার এই কার্য্যে শূদ্র নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমি কলিযুগে চারি আশ্রম এবং চারিবর্ণের এবং অনায়াসসাধ্য গৃহস্থের সাধারণ ধর্ম্মাচার পরাশর মতে বলিব। ষট্‌কর্ম্মনিরত বিপ্র কৃষিকর্ম্ম করিতে পারেন। আটটী বলীবর্দ্দ দ্বারা লাঙ্গল চালাইলে ধর্ম্মানু-যায়ী কাজ হয়, ছয়টী গো দ্বারা মধ্যম ধর্ম্ম, চারিটীর দ্বারা লাঙ্গল টানাইলে নিষ্ঠুরের কার্য্য এবং দুইটী দ্বারা টানাইলে বৃষঘাতী হইতে হয়। ক্ষুধিত তৃষ্ণাতুর শ্রান্ত, বৃষকে লাঙ্গলে যুতিবে না এবং অঙ্গহীন, ব্যাধযুক্ত ক্লীব, বৃষ দ্বারা বিপ্রগণ ভার বহাইবেন না। ষণ্ডভিন্ন স্থিরাঙ্গ, রোগবিহীন, বলদর্পিত, বৃষভকে দিবসের অর্দ্ধভাগ মাত্র কার্য্য করা-ইবে, পরে স্নান, তৎপরে জপ, দেবার্চ্চনা, হোম, স্বাধ্যায় অভ্যাস করিবে এবং এক দুই তিন বা চারিটী স্নাতক বিপ্রকে ভোজন করাইবে। স্বয়ং চাস করিয়া স্বয়ং ধান্য উপার্জ্জন দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ করিবে। এবং যজ্ঞ নিয়োগ করাইবে। তিল ও রস বিপ্রগণের দ্বারা অবিক্রেয়, তাঁহারা ধান্য অথবা তৎসম দ্রব্য অথবা তৃণকাষ্ঠাদি বিক্রয় করিতে পারেন। বিপ্রগণের এইরূপ ব্যবসা দোষযুক্ত নহে। মৎস্যঘাতী সংবৎসর যে পাপ সঞ্চয় করে, লাঙ্গলী লৌহমুখ কাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী কর্ষণ করিয়া এক দিবসেই সেই পাপ সঞ্চয় করে। পাশজীবী মৎস্যঘাতী, ব্যাধ, শাকুনিক, অদাতা, এবং কর্ষক, এই পাঁচজন সমান পাপী। উদূখল, শীল, নোড়া, উনুন, জলের কলসী এবং ঝাঁটা এই পঞ্চ সূনা গৃহ-স্থের নিয়ত থাকে, গাছ কাটিয়া, মাটী খুঁড়িয়া মৃগ কীটাদি মারিয়া কৃষক যে পাপসঞ্চয় করে, যজ্ঞ দ্বারা সে পাপ বিনষ্ট হয়। শস্যাদি-রাশির কাছে থাকিয়াও যেব্যক্তি দ্বিজাতি-গণকে দান না করে, সে চোর, সে পাপিষ্ঠ,

সে ব্রহ্মহত্যাকারী। রাজাকে ষষ্ঠভাগ, দেবতা-দিগকে একুশ ভাগ, এবং বিপ্রদিগকে ত্রিশ-ভাগ দিলে কৃষি কর্ত্তার পাপ হয় না ক্ষত্রিয়ও কৃষিকর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া দেব-গণেরও দ্বিজগণের পূজা করিবে। বৈশ্য ও শূদ্র-গণ,সদা কৃষিবাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। দ্বিজ-সেবা-বিবর্জ্জিত হইয়া শূদ্রগণ যদি অন্যায় করেন, তবে তাহাদের আয়ু অল্প হয় এবং তাহারা নরকে যায়। এই চারিবর্ণের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

এক্ষণে জন্মের এবং মরণের অশৌচের কথা বলিতেছি। মরণাশৌচে ব্রাহ্মণের তিন দিন অস্পৃশ্য অশৌচ। পরাশরের মতে এমত স্থলে ক্ষত্রিয়ের বার দিন, বৈশ্যের পনের দিন, শূদ্রের একমাস অশৌচ। উপাসনা দ্বারা বিপ্রগণের অঙ্গ শুদ্ধি হয়। জন্মের অশৌচ হইলে ব্রাহ্মণগণের অঙ্গস্পর্শ করা যাইতে পারে। জনন বা মৃত্যু হইলে বিপ্র দশ দিনে, ক্ষত্রিয় বার দিনে, বৈশ্য পনর দিনে, এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধি লাভ করেন। সাগ্নিক এবং বেদাধ্যায়ী বিপ্রের এক দিন অশৌচ। যে ব্রাহ্মণ কেবল বেদাধ্যয়নে নিরত, তাঁহার তিন দিন অশৌচ। যে বিপ্র সাগ্নি ও বেদা-ধ্যয়ন এই দুই গুণ বর্জ্জিত, তাঁহার দশ দিন অশৌচ। যে বিপ্র জন্ম-কর্ম্ম পরিভ্রষ্ট, এবং সন্ধ্যোপাসনা বিহীন, যিনি কেবলমাত্র নাম-ধারী বিপ্র তাঁহার দশ দিবস সূতকাশৌচ। সপিণ্ড জ্ঞাতি পৃথক্ স্থানে বাসপূর্ব্বক পৃথক্ ভাবে থাকিলেও জন্ম ও মরণে তাহাদের দশ দিন অশৌচ। এই দুই অশৌচে ঐ দশ দিন ঐ কুলের অন্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এই সময় দান, প্রতিগ্রহ, হোম, স্বাধ্যায়, এই চারি কার্য্যও হইবে না। নিজবংশে চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ণাশৌচ পাইবে। আত্মবংশীয় পঞ্চম পুরুষে দায় বিচ্ছেদ হয়। চতুর্থ পুরুষে দশ রাত্রি, পঞ্চম পুরুষে ছয় রাত্রি, ষষ্ঠ পুরুষে চারি রাত্রি, এবং সপ্তম পুরুষে তিন দিন অশৌচ হয়। সগোত্র ব্যক্তি পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারে না। ষষ্ঠ পুরুষ হইতে শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারিবে। উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া মরণ, অগ্নিতে মরণ, দেশান্তরে মরণ, নবপ্রসূত বালকের মরণ ও সন্ন্যাসি-মরণে সদ্যঃশৌচ হয়। যদি দশ রাত্রি অতীত হইলে অশৌচের সংবাদ পাওয়া যায়, তবে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। এক বৎসরের পর অশৌচের সংবাদ পাইলে সবস্ত্র স্নান মাত্রে অশৌচান্ত হয়। কোন সগোত্র দেশা-ন্তরে মৃত হইয়াছেন, শুনিলে স্নানমাত্রে শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ত্রিরাত্র বা অহো রাত্র ইহার অশৌচ নহে। পরন্তু ত্রিপক্ষের মধ্যে মৃত্যুসংবাদ শুনিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়, ছয় মাসের মধ্যে শুনিলে সার্দ্ধ দিবস অশৌচ হয়,এক বৎসরেরমধ্যে শুনিলে একদিন অশৌচ হয়, এক বৎসর পরে শুনিলে সদ্যঃ-শৌচ হয়। 'দেশান্তর মরণে যে সদ্যঃশৌচ উক্ত হইয়াছে,—ইহাই তাহার স্থল'। বালক গর্ভহইতে নিঃসৃত হইয়া মরিলে অথবা দাঁত উঠে নাই এমন বালক মরিলে তাহাদের অগ্নিসংস্কার অশৌচ বা উদক ক্রিয়া নাই। যদি বালক গর্ভেই মৃত হয়, অথবা যদি গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের যে কয় মাস গর্ভ, সেই কয়দিন সূতকাশৌচ হয়। চারিমাস পর্য্যন্ত গর্ভস্রাব বলা হয়; পঞ্চম ষষ্ঠমাসে গর্ভ নষ্ট হইলে গর্ভপাত বলা হয়; ইহার পর গর্ভ নষ্ট হইলে প্রসব বলা হয় এস্থলে দশ দিবস অশৌচ হয়। স্ত্রীলোকের প্রসবকাল উপস্থিত হইলে যদি সন্তান হয়, তবে সেই সন্তান বাঁচিলে সমুদায় গোত্রের এবং সেই সন্তান মরিলে জননীর জননাশৌচ হয়। রাত্রে, জন্মিলে মরিলে অথবা রজোদর্শন হইলে যে পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিন গণনা করিতে হইবে। দাঁত উঠিলে বা চূড়াকরণ হইলে যদি বালক মরে, তবে তাহার অগ্নি-সংস্কার হইবে, এবং ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। যতদিন বালকের দন্ত না উঠে, ততদিনের মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ, চূড়াকরণ পর্য্যন্ত এক রাত্রি অশৌচ, উপনয়ন পর্য্যন্ত ত্রিরাত্রি অশৌচ, তৎপরে দশরাত্রি মরণাশৌচ হয়।

বালক গর্ভে নষ্ট হইলে দশ দিন সূতকাশৌচ, জীবিত বালক জন্মিয়া পশ্চাৎ মরিলে সদ্যঃশৌচ হয়। কন্যা জন্মিলে যদি চূড়াকরণ ও অন্নপ্রাশনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়, তবে পিতৃবন্ধুগণের সদ্যঃশৌচ। সম্প্রদানের মধ্যে মরিলে একদিন অশৌচ, তৎপরে তাহাদের ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। যাহাদের গৃহে ব্রহ্মচারী অগ্নিতে হোম করেন, আর কোন সম্পর্ক রাখেন না, তাহাদের অশৌচ নাই। বিপ্র সম্পর্ক দ্বারা দূষিত হন, অন্য কোন কারণে দূষিত হন না। সম্পর্ক রহিত হইলে তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যুর অশৌচ হয় না। শিল্পকর, কারুকর, বৈদ্য, দাসী, দাস, নাপিত, শ্রোত্রিয় এবং রাজা ইঁহারা সদ্যঃশৌচ। সহাধ্যায়ী, মন্ত্রপূত, আহিতাগ্নি বিপ্র রাজা এবং রাজার অভিপ্রেত ব্যক্তির সূতকাশৌচ হয় না। বধোদ্যত দানোদ্যত এবং নিমন্ত্রিত এবং আর্ত্ত ব্যক্তিগণ যথাসময়ে শুদ্ধিলাভ করিবে। ইহা ঋষিগণের ব্যবস্থা। গৃহমেধী ব্রাহ্মণ যদি পত্নীর সূতিকা গৃহের সংস্পর্শে না থাকেন, তবে স্নান করিলেই তিনি শুচি হন, প্রসূতি দশ দিনে শুদ্ধ হন। পিতা মাতা এবং অন্যান্য সকলেরই মরণাশৌচ দশ দিন। সূতকাশৌচ কেবল জননীরই হয়, পিতা স্নান মাত্রেই শুচি হন। বিপ্র ষড়ঙ্গবেদবিৎ হইলেও, পত্নীর প্রসবান্তে সূতিকাগৃহের সংস্পর্শ করিলে অশুচি হন। সম্পর্ক দ্বারাই ব্রাহ্মণের দোষ জন্মে। আর কোনরূপেই ব্রাহ্মণ দূষিত হইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্ব প্রযত্নে সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। বিবাহ বা উৎসব বা যজ্ঞাদিতে কোন কোন দ্রব্য দান করিবার সংকল্প করার পর যদি জনন বা মরণাশৌচ হয়, তবে সেই দ্রব্য দান করিতে পারা যায়, তাহাতে অশৌচ দোষ ঘটে না। দশাহ অশৌচের মধ্যে যদি আবার জন্ম বা মরণাশৌচ হয়, তবে সেই পূর্ব্বাশৌচের দশ দিন পূর্ণ হইলেই, ব্রাহ্মণের অশৌচান্ত হয়। বিপ্ররক্ষার্থ, বন্দীকৃত গাভীর উদ্ধার জন্য এবং সংগ্রামে মরিলে, এক রাত্রি অশৌচ হয়। যোগী পরিব্রাজক এবং সম্মুখ যুদ্ধে হত এই দ্বিবিধ ব্যক্তিই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধলোকগামী হন। বীরপুরুষ শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া যেখানেই হত হউন, মৃত্যুকালে তিনি যদি কাতরোক্তি প্রকাশ না করেন, তবে তাঁহার অক্ষয় পুণ্যলোক লাভ হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে যোদ্ধার লক্ষ্মীলাভ এবং হত হইলে সুরলোকে সুরাঙ্গনা লাভ হয়। এই দেহ ক্ষণবিধ্বংসী, অতএব ইহার জন্য আর রণে মরণে চিন্তা কি। সংগ্রামস্থলে সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়নপর হইলে, যিনি তৎকালে তাহাদের রক্ষা করেন, তিনি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সংগ্রামে তাঁর শক্তি ঋষ্টি মুদ্গর দ্বারা যাহার গাত্র ক্ষতবিক্ষত হয়, দেবকন্যারা তাঁহার যশোগান এবং তাঁহাতে রত হন। রণক্ষেত্রে বীরপুরুষ হত হইলে, বরকামিনী এবং নাগকন্যারা, "ইনি আমার স্বামী হউন" এই বলিয়া ধাবমান হইতে থাকেন। শত্রুসায়ক-পরিতপ্ত বীরপুরুষের ললাট-নিঃসৃত রুধির-ধারা মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা সংগ্রাম-যজ্ঞে তাঁহার সোমরসপানের তুল্য, ইহা যথাবিধি দৃষ্ট হইয়াছে। যজ্ঞ, তপ ও বিদ্যার দ্বারা স্বর্গপ্রার্থী ব্রাহ্মণেরা যে লোকে গমন করেন, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া বীরপুরুষেরও সেই লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অনাথ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ যে ব্রাহ্মণেরা বহন করেন, তাঁহারা পদে পদে আনুপূর্ব্বিক যজ্ঞফল লাভ করেন। যিনি অসগোত্র এবং যিনি বন্ধুও নহেন; এমন ব্রাহ্মণের শবদেহ বহন ও সংকার করিলে প্রাণায়াম দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়। এই সকল ব্রাহ্মণের শুভকর্ম্মে কোন প্রকার অকল্যাণ হয় না। কথিত আছে যে, জলাবগাহন করিলেই তাঁহারা শুদ্ধ হন। জ্ঞাতি বা সজাতীয় অজ্ঞাতির মৃতদেহের ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুগমন করিলে, স্নান, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃত ভোজনান্তে শুদ্ধিলাভ হয়। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানবশতঃ ক্ষত্রিয়ের মৃতদেহের অনুগমন করিলে, তাঁহার এক দিন অশৌচ হয় এবং পঞ্চগব্য ভক্ষণে শুদ্ধিলাভ করেন। বৈশ্যের মৃতদেহের অনুগমন করিলে দ্বিরাত্রি অশুচি হন; এবং ছয়বার প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধিলাভ করেন। এবং যে অল্পজ্ঞানী ব্রাহ্মণ শূদ্রের মৃতদেহের অনুগামী হন, তাঁহার ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। ত্রিরাত্রি

অতীত হইলে সমুদ্রবাহিনী নদীতে গিয়া, শতবার প্রাণায়াম ও ঘৃত ভোজন করিলে ঈদৃশ ব্রাহ্মণ শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ধর্ম্মবিদেরা বলিয়াছেন, শূদ্রগণ মৃতদেহের সংকার করিয়া কোন জলাশয়ের অন্ত পর্য্যন্ত যখন প্রতিগমন করিবে, তখন ব্রাহ্মণেরা তাহাদের অনুগমন করিতে পারিবেন। অতএব ব্রাহ্মণ, শূদ্রের মৃতদেহ স্পর্শ করিবেন না, দাহ করিবেন না। উহা চক্ষে দেখিলে সূর্য্যাবলোকন দ্বারা তিনি শুদ্ধিলাভ করিবেন, ইহাই চিরাচরিত বিধি।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অতিমান, অতিক্রোধ, স্নেহ বা ভয় প্রযুক্ত স্ত্রী বা পুরুষ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলে, তাহাদিগের যে গতি হয়, তাহা বিহিত হইতেছে। উদ্বন্ধনে মরিলে পূয়শোণিত সম্পূর্ণ অন্ধতমসে নিমগ্ন হয়; ষষ্টিসহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া তাহাকে ঐ নরক ভোগ করিতে হয়। উদ্বন্ধনে মরিলে, তাহার অগ্নি সংকার করিবে না, তাহাকে জলে প্রদান করিবে না, তাহার অশৌচ গ্রহণ করিবে না, তাহার জন্ম চক্ষের জলও ফেলিবে না। যাহারা সেই মৃতদেহ বহন করে, যাহারা অগ্নিসংকার করে, যাহারা উহার রজ্জু (গলার দড়ি) ছেদ করে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা তাহাদিগকে শুদ্ধিলাভ করিতে হয়, প্রজাপতি এই কথা বলিয়াছেন। গো বা ব্রাহ্মণে যাহাকে হত করিয়াছে অথবা উদ্বন্ধনে যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার সে দেহ যে ব্রাহ্মণ স্পর্শ করেন, এবং যাহারা উহা বহন ও অগ্নিসংকার করে, এবং অন্য যাহারা তাহার অনুগমন করে, বা (উদ্বন্ধন মৃতের) কেশ ছেদন করিয়া দেয়, তাহাদের সকলকেই তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে হয়, এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। তাহারা বৃষ সহিত গাভী দক্ষিণা স্বরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিবে, তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধপান। তিন দিন উষ্ণ ঘৃত ও তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। যে ব্রাহ্মণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক পতিতাদির সহিত আহার ব্যবহার করিবে। পাঁচ দিন, দশ দিন বা দ্বাদশ দিন, অর্দ্ধ মাস, এক মাস বা দুই মাস। অর্দ্ধ বৎসর, এক বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল এরূপ হইলে ঐ পতিতের তুল্য হইবে। প্রথম পক্ষে ত্রিরাত্রি ও দ্বিতীয় পক্ষে কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিতে হইবে। তৃতীয় পক্ষ হইলে, কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত, চতুর্থ পক্ষে দশরাত্র ব্রত, পঞ্চম পক্ষে পরাক ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ষষ্ঠ পক্ষ হইলে চান্দ্রায়ণ ব্রত, সপ্তম পক্ষে দুইটি চান্দ্রায়ণ, অষ্টম পক্ষ হইলে, শুদ্ধিলাভার্থ ছয় মাস কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিতে হইবে। পক্ষের সংখ্যানুসারে, অর্থাৎ যত পক্ষ এরূপ পতিত সহ আহার ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই সংখ্যক সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিতে হইবে। ঋতুস্নান করিয়া যে নারী স্বামীর নিকট উপগতা না হয়, সে, মরণান্তে নরকে যায় এবং পুনঃ পুনঃ (বহু জন্ম) বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। স্ত্রী ঋতুস্নাতা হইলে যে ভর্ত্তা তাহার নিকট উপগত না হয়, ঘোর ভ্রূণহত্যা পাতকে সে পতিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অপতিতা এবং অদুষ্টা ভার্য্যাকে যে ব্যক্তি যৌবনকালে পরিত্যাগ করে, সে, সাত জন্ম স্ত্রীলোক হইয়া জন্ম গ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে; দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও মূর্খ স্বামীকে যে স্ত্রী অবজ্ঞা করে, সে মরণান্তে সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। জলপ্রবাহ বা বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া, বীজ কোন ক্ষেত্রে পতিত ও অঙ্কুরিত হইলে, ক্ষেত্রস্বামী যেমন তাহার অধিকারী হয়; বীজস্বামী ভাগ পায় না; পরপত্নী গর্ভে উৎপাদিত দুই প্রকার পুত্র—কুণ্ড ও গোলক, তদ্রূপ অর্থাৎ ক্ষেত্রীর অধিকৃত, বীজী পুরুষের নহে। স্বামী জীবিত থাকিতে, পরপুরুষের ঔরসে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহার নাম কুণ্ড, আর স্বামীর মরণান্ত হইলে তাহার নাম গোলক। পুত্র চারি প্রকার,—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক ও কৃত্রিম। মাতা বা পিতা যে পুত্র অপরকে দান করে, তাহার নাম

দত্তক। পরিবিত্তি পরিবেত্তা এবং যে কন্যার সহিত পরিবেদন হয় যে, ঐ কন্যা দান করে, যে সেই বিবাহের পৌরহিত্য করে; এই পাঁচ ব্যক্তিই নরকগামী হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে যে ব্যক্তি বিবাহ ও অগ্নিহোত্র করে, তাহাকে পরিবেত্তা বলে, আর সেই অবিবাহিত অগ্রজকে পরিবিত্তি বলে। পরিবিত্তির দুই কৃচ্ছ্র, সেই কন্যার এক কৃচ্ছ্র, কন্যাদাতার কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র এবং পুরোহিতের চান্দ্রায়ণ ব্রত বিধেয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ, বামন, ক্লীব, গদ্‌গদ, জড়, জন্মান্ধ, বধির ও মূক হইলে, কনিষ্ঠের বিবাহ দূষণীয় নয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি পিতৃব্যপুত্র হয়, বৈমাত্রেয় হয় বা পিতার ঔরসে পরস্ত্রী গর্ভজাত সন্তান হয়, তাহা হইলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতার দারপরিগ্রহ ও অগ্নিহোত্র ক্রিয়া দোষাবহ নয়। আর যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদ্যমান থাকিয়া স্বয়ং বিবাহ বিষয়ে অনিচ্ছুক থাকেন, তবে তাঁহার অনুমতি লইয়া কনিষ্ঠ বিবাহ করিবে, শাস্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথা বার্ত্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, তবে ঐ ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয় তবে এই পঞ্চ প্রকার আপদে, ঐ কন্যার পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত।* স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গ লাভ করেন। আর স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, সেই স্ত্রী, মানবদেহে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী সংখ্যক রোম আছে, তাবৎ পরিমিত কাল স্বর্গ ভোগ করিতে থাকেন। ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ত্তমধ্য হইতে, সর্পকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে, তেমনি সহমৃতা নারী মৃতপতিকে উদ্ধার করিয়া, তৎসহ স্বর্গসুখ ভোগ করেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

* মূলে যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাই বহু পণ্ডিত সম্মত। আরও একটী যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইতেছে এতদ্দারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, বিধবা-বিবাহ এখনকার প্রচলনীয় নহে। "স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।" এ বচনের ইহাই অনুবাদ। কিন্তু এই বচনের অনুমতি রক্ষা বর্ত্তমান সময়ে নিষিদ্ধ। যথা পরাশর-ভাষ্যধৃত আদিপুরাণ "দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং দেবরেণ সুতোৎপত্তি দত্তা কন্যা প্রদীয়তে। কন্যানাং অসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। দত্তৌরসে তরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ। শূদ্রেষু দাসগোপাল কুল মিত্রার্দ্ধসিরণাম্। ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ" অর্থাৎ কলি প্রারম্ভের পর, মহাত্মা পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপ্রচলিত এই সকল কর্ম্ম সমাজরক্ষার্থ ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, দেবর দ্বারা পুত্র উৎপাদন, পরিণীতা নারীর পত্যন্তর গ্রহণ, অসবর্ণা কন্যার সহিত দ্বিজাতিগণের বিবাহ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ এবং গৃহস্থের দাস, গোপাল, কুলমিত্র এবং অর্দ্ধসীরী শূদ্রজাতির মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন ইত্যাদি কলিযুগারম্ভের পরেও এই বচনে নিষিদ্ধ কতিপয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখাইয়া এবং স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতির বলবত্তা শাস্ত্র সম্মত এই প্রমাণে কেহ কেহ এই বচনের অগ্রাহ্যতা প্রতিপাদন করেন। আমরা বলি, তাহা নহে। ঐ সকল কর্ম্ম কলিযুগ প্রারম্ভের পরে যে নিষিদ্ধ হয়, ইহা ঐ বচন দর্শনেই সপ্রমাণ হইয়া থাকে, তবে ঠিক কোন্ সময়ে যে ঐ নিষেধবিধি প্রচারিত হয়, তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, যত দিন ঐ নিষেধ প্রচারিত হয় নাই, ততদিন কলিযুগেও ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, অতএব পরাশর-সংহিতা কেবল কলিযুগের ধর্ম্মনির্ণায়ক হইলেও ক্ষতি নাই। কেননা পরাশরের মত কলিতে কিছু দিন প্রচলিত ছিল; একেবারে স্থিতিশূন্য হইতেছে না। পরাশরমতে ইতিপূর্ব্বে চতুর্ব্বিধ পুত্র উক্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে দাস, গোপালক, কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরী শূদ্রদিগের অন্ন ভোজন বিহিত হইবে, এইরূপ সকল মতের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত কলিযুগের এই ধর্ম্ম এইরূপ স্থির করিলে, আদিপুরাণ প্রভৃতির বচনস্থিতিশূন্য হইয়া পড়ে। প্রবল মতের সঙ্কোচ করিয়াও অপ্রবল মতের স্থিতি-শূন্যতা দোষ পরিহার করা চিরপ্রচলিত শাস্ত্রকারীর ব্যবহা। আর সামাজিক নিয়মও দেখ এক্ষণে ঔরস ও দত্তক ব্যতীত পুত্র নাই; কেহই দাস প্রভৃতির অন্ন ভোজন করে না। অতএব সর্ব্বজনপরিগৃহীত আদিপুরাণাদিবচনের অগ্রাহ্যতা-প্রতিপাদন-প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। ইত্যাদি বিবিধ কারণে বিধবা বিবাহ যে, এখনকার অপ্রচলনীয় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

কুকুর, বৃক ও শৃগালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া, বেদমাতা পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবেন।০ গোশৃঙ্গোদকে এবং মহানদীর সঙ্গম স্থলে স্নান করিয়া এবং সমুদ্র দর্শন করিয়া, কুকুরদষ্ট ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে। বেদবিদ্যা ও ব্রত সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ কুকুরদষ্ট হইলে, সুবর্ণ জলে স্নান ও, ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ কুকুরদষ্ট হইলে, ত্রিরাত্রি উপোষিত থাকিয়া ঘৃত ও কুশোদক পান করিয়া ব্রত শেষ সমাপন করিবেন। ব্রাহ্মণ ব্রতনিষ্ঠ বা ব্রতহীন যাই হউন, কুকুর-দষ্ট হইয়া তিনি ব্রাহ্মণকে প্রণিপাত করিয়া, এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ হইবেন। কুকুর যদি, দেহ আঘ্রাণ করে, অবলেহন করে (চাটে), বা নখের দ্বারা আঁচড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে জলদ্বারা বেষ্টিত সেই স্থান অগ্নিস্পৃষ্ট করিলেই শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণীকে শৃগাল কুকুরে দংশন করিলে, তিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রোদয় দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবেন। কৃষ্ণপক্ষে যদি কদাপি চন্দ্র না দেখা যায়, তবে যে দিকে চন্দ্রের গতি, সেই দিক্ নিরীক্ষণ করিলেই শুদ্ধ হয়। যে গ্রামে অপর ব্রাহ্মণ নাই, এমন গ্রামে কোন ব্রাহ্মণকে কুকুরে দংশন করিলে, তিনি স্নান এবং বৃষ প্রদক্ষিণ করিলেই তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যদি গো, ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল বা নৃপতি কর্ত্তৃক হত হন, অথবা বিষ ভক্ষণে আত্মহত্যা করেন। তবে ব্রাহ্মণ লৌকিক অগ্নিতে (অর্থাৎ হোমাগ্নিতে নয়) বিনা মন্ত্রে তাঁহার দেহ সৎকার করিবেন। কিন্তু উক্তরূপ হত ঐ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ সপিণ্ড ব্রাহ্মণ সর্ব্বতোভাবে বহন, সৎকার ও স্পর্শ করিবেন। তাহারা প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবেন, এবং পরে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া সেই মৃতদেহের দগ্ধাস্থি পুনর্ব্বার লইয়া দুগ্ধ দ্বারা প্রক্ষালন করিবেন। তাহার পর, সেই অস্থি স্বকীয় অগ্নিতে মন্ত্র দগ্ধ করিবেন। আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ প্রবাসে গিয়া কালধর্ম্মে মৃত্যুমুখে পতিত; অথচ তাঁহার গৃহে অগ্নি বর্ত্তমান। অতঃপর হে ঋষিগণ! এক্ষণে তাঁহার শ্রৌত অগ্নিহোত্র সংস্কার বিধি শ্রবণ কর। কুশাজিন পাতিয়া কুশদ্বারা পুরুষাকৃতি গঠন করিবে। তদনন্তর সাত শত পলাশবৃন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক উহার মস্তকে চল্লিশ, কণ্ঠে আট, বাহুদ্বয়ে শত, অঙ্গুলিসমূহে দশ, বক্ষে শত, উদরে ত্রিশ। বৃষণদ্বয়ে আট, মেঢ্রে পাঁচ, উরুদ্বয়ে একুশ, জানু এবং জঙ্ঘাতে কুড়ি পাদাঙ্গুলীসমূহে পঞ্চাশটি পলাশবৃন্ত এবং পত্রও প্রদান করিবে। নিম্ন এবং বৃষণ প্রদেশে শমীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত অরণি নিক্ষেপ করিবে। উহার দক্ষিণ হস্তে জুহূ, বাম হস্তে উপসৎ, কর্ণে উদূখল, পৃষ্ঠে মুষল, বক্ষঃস্থলে প্রস্তর, মুখে তণ্ডুল ঘৃত ও তিল, কর্ণে প্রোক্ষণী, চক্ষুর্দ্বয়ে অজ্যস্থালী নিক্ষেপ করিবে। তার পর কর্ণে, নেত্রে, মুখে, নাসিকায়, সুবর্ণ খণ্ড প্রদান করিয়া, সর্ব্বাবয়বে অন্যান্য অগ্নিহোত্রোপকরণ বিন্যাস করিবে। তদনন্তর, পুত্র ভ্রাতা অথবা অন্য কেহ স্বধর্ম্মী, "অসৌ-স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি দহন সংস্কারের বিধানানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিবেন। এইরূপ বিহিত কার্য্য করিলে ব্রহ্মলোকে গতি হয়। যে ব্রাহ্মণ উহা দাহ করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। আর যাহারা আত্মবুদ্ধিবশে, ইহার অন্য আচরণ করে, তাহারা নিশ্চয় অল্পায়ু ও নিরয়গামী হয়।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর প্রাণিহত্যা পাতকে কিরূপ মুক্তিলাভ করা যায়, তাহার বিবরণ কহিতেছি। পরাশর এই সকল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন এবং সংহিতাস্থিত ও সবিস্তারে কথিত হইয়াছে হংস, সারস, বক, চক্রবাক, কুক্কুট জালপাদ এক প্রকার (হংসবিশেষ), শরভ,—এই সকল প্রাণীহত্যা করিলে একদিন একরাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। বলাকা, টিট্টিভ, শুক, পারাবত, আটি, বক প্রভৃতি পক্ষী বধ করিলে, দিবসে উপবাস পূর্ব্বক রাত্রিতে

আহার করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভাস, কাক, কপোত, শারী, তিত্তিরী বিনাশ করিলে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে জলমধ্যে দাঁড়াইয়া প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। গৃধ্র, শ্যেন, ময়ূর, কুম্ভীরাদি গ্রাহ, স্বর্ণচাতক উলূক, এ সকল প্রাণীহত্যা করিলে একদিন অপক্ক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া পরে রাত্রে বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। বল্গুলী, চটক, কোকিল, খঞ্জ, লাবক, রক্তপাদ, এই সকল প্রাণী বধ করিলে, দিবসে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে আহার করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। কারণ্ডব, চকোর, পিঙ্গল, কুরব ও ভারদ্বাজ পক্ষী বিনাশ করিলে শিবপূজা করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভেরুণ্ড, শ্যেন, ভাস, পারাবত, কপিঞ্জল, এই সমুদয় এবং অন্যান্য পক্ষীর প্রাণ নাশ করিলে, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। নকুল, মার্জ্জার, সর্প, অজগর, ডুণ্ডুভ, কৃশর, এই সমস্ত প্রাণী বিনাশ করিলে লৌহদণ্ড দক্ষিণা দান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে তিলান্ন—ভোজন করাইয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। শল্লকী, শশক, গোধা, মৎস্য, কূর্ম্ম, এই সমুদায় প্রাণী হত্যা করিলে এক দিবারাত্র বার্ত্তাকু ফল ভক্ষণ করিয়া থাকিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। বৃক, জম্বুক, ভল্লুক ও তরক্ষু,—এই সকল জন্তু বিনাশ করিলে, তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণকে একপ্রস্থ পরিমিত অর্থাৎ দীর্ঘপ্রস্থে এক হস্ত পরিমিত পাত্রের ৬৪ চতুঃষষ্টিতম অংশ পরিমিত পাত্রের এক পাত্র তিল প্রদান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। গজ, গবয়, তুরঙ্গম, মহিষ, উষ্ট্র, এই সমুদয় জীব হত্যা করিলে সপ্তরাত্রি উপবাস পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া পাপ হইতে মুক্তি করিতে পারিবে। মৃগ, রুরু, বরাহ, এই সমুদায় প্রাণীকে যে অজ্ঞানপূর্ব্বক বধ করে, সে, এক দিবারাত্র লাঙ্গল দ্বারা অকৃষ্ট শস্য ভক্ষণ করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। এইরূপ বনচর অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু বধ করিলে এক দিবারাত্র উপবাস করিয়া বহ্নিবীজ জপ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি কোন ব্যক্তি শিল্পজীবী কারু শূদ্র ও স্ত্রীবধ করে, তাহা হইলে সে দুইটী প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, এবং এগারটী বৃষ দক্ষিণা দিবে। বিনাপরাধে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে বিনাশ করিলে, দুইটী অতিকৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান এবং বিংশতি সংখ্য গো দক্ষিণা দান করিবে। যাগক্রিয়াসক্ত বৈশ্য শূদ্র ও ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলে, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণকে ত্রিশটী গরু দক্ষিণা দিবে। যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কোন ইতর জাতি চণ্ডালকে বধ করে, তাহা হইলে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।' ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চোর, শ্বপাক বা চণ্ডাল বিনষ্ট হইলে সেই ব্রাহ্মণ এক দিবারাত্র উপবাস পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বা শ্বপাচকের সহিত সম্ভাষণ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন। চণ্ডালের সহিত একত্র শয়ন করিলে, তিনি ত্রিরাত্রি উপবাস করিলেই শুদ্ধিলাভ করিবেন। যে ব্রাহ্মণ চাণ্ডালের সহিত এক পথে গমন করেন, তিনি গায়ত্রী স্মরণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিবেন। চাণ্ডাল দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করিবে। চাণ্ডালকে স্পর্শ করিলে, জলে সবস্ত্র স্নান করিবে। ব্রাহ্মণ না জানিয়া চাণ্ডালখাত পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকাতে জলপান করিলে একরাত্রি এবং এক দিবারাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। চাণ্ডালের ভাণ্ড স্পৃষ্ট কূপস্থিত জলপান করিলে, তিন রাত্রি গোমূত্র ও যাবক আহার পূর্ব্বক থাকিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ না জানিয়া চাণ্ডালের জল পাত্রে জল পান করেন ও যদি ঐ জল তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি সেই জল বমন করিয়া না ফেলিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিলে হইবে না, কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতাচরণ করিতে হইবে।' যে স্থলে ব্রাহ্মণ সান্তপন ব্রত করিবেন, সে স্থলে ক্ষত্রিয় 'প্রাজাপত্য ব্রত, বৈশ্য অর্দ্ধ প্রাজাপত্য ও শূদ্র একপাদ প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র

প্রমাদবশতঃ অন্ত্যজ জাতির ভাণ্ডস্থিত জল, দধি বা দুগ্ধ পান করে, তাহা হইলে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য উপবাসপূর্ব্বক ব্রহ্ম কূর্চ্চব্রত ও উপবাস দ্বারা এবং শূদ্র উপবাস ও যথাশক্তি দান দ্বারা শুদ্ধ লাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ কখন অজ্ঞানপূর্ব্বক চাণ্ডালান্ন ভোজন করিলে, দশ রাত্রি গোমূত্র ও যাবক আহার করিয়া থাকিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। দশ দিবসের প্রতি দিবসে গোমূত্র ও যাবকের এক এক গ্রাস ভক্ষণ করিয়া নিয়মানুসারে ব্রত পূর্ণ করিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণের গৃহে চাণ্ডাল অপরিজ্ঞাতরূপে বাস করে এবং পরে তাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা বক্ষ্যমাণ উপসংন্যাস করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে পাপমুক্ত করিয়া দিবেন। ঋষিমুখে শ্রুত বেদপাবন ধর্ম্ম, সকলকে রক্ষা করিতেছে। এই ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা পতিত ব্যক্তিকে পাপ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন। উপসংন্যাস—এইরূপ ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্র হইয়া দধি, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত গোমূত্র এবং তিলান্ন আহার করিবে, ত্রিসন্ধ্যা, স্নান করিবে। তিন দিন দুগ্ধের সহিত, তিন দিন ঘৃতের সহিত ও তিন দিন দধির সহিত, এইরূপে এক এক দ্রব্যের সহিত তিন দিন করিয়া গোমূত্রযুক্ত তিলান্ন আহার করিতে হইবে। তাদৃক্ কৃমিদূষিত বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না। দধি ও দুগ্ধ তিন পল এবং ঘৃত এক পল মাত্র আহার করিবে। (সেই ভবনস্থিত) তাম্রপাত্র ও কাংস্যপাত্র ভস্ম দ্বারা মার্জ্জিত করিলে শুদ্ধ হইবে। বস্ত্র সমুদয় জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হইবে। মৃণ্ময়পাত্র শুদ্ধ পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর গৃহদ্বারে কুসুম্ভ, গুড়, কার্পাস, লবণ, তৈল, ঘৃত, ধান্য, এই সমুদয় স্তূপ রাখিয়া গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক জ্বালাইয়া দিবে। এইরূপে শুদ্ধি লাভ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। ত্রিশটি গাভি ও একটী বৃষ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর, সেই স্থান পুনর্ব্বার বিলেপন দ্বারা হোম দ্বারা ও জপ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণগণের আর্ত্তাত্রার্থ ভূমিতে দোষ ঘটে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের গৃহে অপরিজ্ঞাতরূপে রজকী, চর্ম্মকারী লুব্ধকী বা বা পুক্কসী অবস্থান করিলে, যখন জানিতে পারিবে, তখন পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সমুদায়ের অর্দ্ধ অনুষ্ঠান করিবে। কেবল গৃহ দগ্ধ করিতে হইবে না। কাহারও গৃহ মধ্যে চাণ্ডাল প্রবেশ করিলে, সেই গৃহ হইতে বহির্গমন করিয়া গৃহ ভাণ্ড সকল ফেলিয়া দিবে। যে ভাণ্ডে তৈল ঘৃত প্রভৃতি রস দ্রব্য থাকিবে, তাহা কদাচই পরিত্যাগ করিবে না। ঐ সকল ভাণ্ড গোরস-মিশ্রিত জল দ্বারা সর্ব্বাংশে প্রোক্ষিত করিয়া লইবে। ব্রাহ্মণের ব্রণ স্থানে পূয রক্ত মধ্যে যদি কৃমি জন্মায়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, শুন। তিন দিবস দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গাভির মূত্র পুরীষে স্নান এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য পান করিলে কৃমিদূষিত ব্রাহ্মণ শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ঈদৃশ স্থলে ক্ষত্রিয় উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পাঁচ মাষা সুবর্ণ দান করিবে এবং বৈশ্য একটী উপবাস করিয়া গোদক্ষিণা প্রদান করিবে। শূদ্রের উপবাস নাই, শূদ্রেরা এস্থলে পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া এবং দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণেরা যে "অচ্ছিদ্রমস্তু" এই বাক্য বলিবেন, তাহা প্রণামপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিতে হইবে। তাহাতেই অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। শূদ্রের ব্যাধি, ব্যসন, শ্রান্তি, দুর্ভিক্ষ ও ডামর প্রভৃতি উপস্থিত হইলে সে, ব্রাহ্মণ দ্বারা উপবাস ব্রত হোম প্রভৃতি সম্পাদন করিবে। অথবা ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং অনুগ্রহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিলে সকল ধর্ম্ম লাভ হয়। দুর্ব্বলের প্রতি বালকের প্রতি ও বৃদ্ধের প্রতি অনুগ্রহ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ইহা ভিন্ন অপর স্থলে অনুগ্রহ করিলে দোষ হয়, সুতরাং তাদৃশ অনুগ্রহ সফল হইবে না। যে ব্রাহ্মণ, স্নেহ, লোভ ভয় বা অজ্ঞানবশতঃ অনুপযুক্ত পাত্রে অনুগ্রহ করেন, অনুগৃহীতের পাপ তাঁহার শরীরে সঞ্চারিত হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ শরীরনাশের সম্ভাবনাস্থলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন, যে সকল ব্রাহ্মণ মহৎ কার্য্যের অনুরোধে শূদ্রের প্রতি নিয়ম

পালন করিতে নিষেধ করেন. যে সকল মূঢ় ব্যক্তি সুস্থশরীর ব্যক্তির জন্ম নিয়ম পালন করেন বা নিয়ম পালনে বিধান দেন, তাঁহারা সকলেই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের বিঘ্নকর্ত্তা, সুতরাং তাহারা অপবিত্র নরকে পতিত হন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে, সে, ব্রতনিয়ম-ত্যাজ্য, তাহার উপবাস বৃথা হয়, তাহার পুণ্য লাভ হয় না। ব্রাহ্মণ যে প্রকার ব্যবস্থা দিবেন, সেই নিয়ম গ্রাহ্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাক্য পালন না করিবে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকী হইতে হইবে। উপবাস, ব্রত, স্নান, তীর্থদর্শন, জপ, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ দ্বারা যিনি সম্পন্ন করেন, তাঁহারই ঐ সকল কার্য্য হয়। ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইলে ব্রতচ্ছিদ্র, তপশ্ছিদ্র, ও যজ্ঞচ্ছিদ্র কিছুই ঘটে না, সমুদায়ই অচ্ছিদ্র হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সর্ব্বকাম-ফলদায়ক জলরহিত জঙ্গম তীর্থস্বরূপ, তাঁহা-দের বাক্যরূপ সলিল দ্বারাই পাপকলুষিত মলিন ব্যক্তিরা পবিত্র হয়। ব্রাহ্মণের মুখে যে বাক্য নির্গত হয়, তাহা দেবতার বাক্য, তাঁহারা সর্ব্বদেবময়, তাঁহাদের কথা নিষ্ফল হয় না। যদি অন্ন প্রভৃতি কীট সংযুক্ত বা মক্ষিকা ও কীটাদি দ্বারা দূষিত হয়, তাহা হইলে ভোজন কালে সেই অন্ন জল দ্বারা ধৌত করিয়া ভস্ম স্পৃষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণ, যদি ভোজন করিবার সময় চরণে হস্ত প্রদান করিয়া ভোজনপাত্রে হস্ত না দিয়া, ভোজন করেন, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়। চরণে পাদুকা দিয়া বা পর্য্যঙ্কে বসিয়া ভোজন করিবে না। কুক্কুর বা চণ্ডালকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভোজন পরিত্যাগ করিবে। যে অন্ন শুদ্ধ, যে অন্ন অশুদ্ধ, তাহা পরাশরের বচনানুসারে তোমাদের নিকট বলিতেছি। দ্রোণপরিমিত অন্ন বা আঢ়ক পরিমিত অন্ন যদি কাক দ্বারা বা কুক্কুর দ্বারা উপহত হয়, তাহা হইলে তাহা কিরূপে শুদ্ধ হইতে পারে, তাহার বিধান ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্র-পালক বেদবেদাঙ্গবিৎ ব্রাহ্মণগণ, বিধি দিবেন যে, কাকোচ্ছিষ্ট দ্রোণান্ন বা আঢ়কান্ন পরিত্যাগ করিবে না। বত্রিশ প্রস্থে এক দ্রোণ হয়। দুই প্রস্থে এক আঢ়ক হইয়া থাকে। শ্রুতি স্মৃতি বিশারদ পণ্ডিতগণ এই বত্রিশ প্রস্থ পরিমিত অন্নকে দ্রোণান্ন ও দুই প্রস্থ পরিমিত অন্নকে আঢ়কান্ন বলিয়া থাকেন। যে অন্নে কাক বা কুক্কুরে মুখ দিয়াছে, যাহা গো বা গর্দ্দভ কর্ত্তৃক আঘ্রাত হইয়াছে, তাহা যদি অল্প পরিমিত হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। ঐ অন্ন দ্রোণান্ন বা আঢ়কান্ন হইলে অশুদ্ধ ও পরিত্যাজ্য হইবে না। ঐ অন্নের যে স্থান কাক বা কুক্কুরে মুখ দিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরি-ত্যাগ করিয়া যে অংশে মুখ দেয় নাই বা যে অংশ দূষিত হয় নাই, তাহা সুবর্ণ স্পৃষ্ট জল দ্বারা ধৌত করিয়া অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া লইবে। অগ্নি ও সুবর্ণ জলস্পৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণের বেদঘোষ দ্বারা পবিত্র হইলে, ঐ অন্ন তৎক্ষণাৎ ভোজন যোগ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

অতঃপর পরাশরের বচন অনুসারে দ্রব্য শুদ্ধির বিধান বলিতেছি। কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র চাঁচিয়া ফেলিলেই শুদ্ধ হয়। যজ্ঞকর্ম্মে ব্যবহৃত যজ্ঞপাত্র, হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিলেই শুদ্ধ হইবে। গ্রহ ও চমস জলে ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। চরুর সময় স্রুক্স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র সমুদায় উষ্ণজলে ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্যপাত্র ভস্ম দ্বারা এবং তাম্রপাত্র অম্ল দ্বারা মার্জ্জিত করিলেই পবিত্র হয়। যদি নারী পরপুরুষগামী না হয় তাহা হইলে রজস্বলা হইলেই নারী শুদ্ধ হয়। ভূমিতে যদি মলসংলগ্ন না থাকে, তাহা হইলে নদী বেগ দ্বারাই তাহা পরিশুদ্ধ হয়। যদি বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতির জল কোন কারণে দূষিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে একশত কলস জল ফেলিয়া দিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিলেই শুদ্ধ হইবে। অষ্টম-বর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী, নবমবর্ষীয়াকে কন্যা বলা যায়। দশম বর্ষের পর কন্যাকে রজস্বলা বলা যায়। কন্যার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেও যদি কন্যা সম্প্রদত্তা না হয়, তবে

তাহার পিতৃগণ মাসে মাসে তাহার ঋতু-শোণিত পান করিয়া থাকে। কন্যাকে (অবিবাহিতাবস্থায়) রজস্বলা হইতে দেখিলে তাহার মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিন জনেই নরকগামী হন। যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানমুগ্ধ হইয়া ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি শূদ্রাপতি সদৃশ। তাহার সহিত কেহ এক পঙ্‌ক্তিকে ভোজন এবং সম্ভাষণও করিবে না। যে ব্রাহ্মণ এক রাত্রিমাত্র শূদ্রানারীর সহবাস করিবে, সে তিন বৎসর ভিক্ষান্ন ভোজনপূর্ব্বক নিত্য জপ করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। সূর্য্যাস্তের পর, কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পতিত ব্যক্তি ও সূতিকা স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে, কিরূপে শুদ্ধিলাভ করিবে, পরে তাহা বলিতেছি। অগ্নি সুবর্ণ বা চন্দ্রমার্গ অবলোকনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের আনুগত্য করিয়া স্নান করিলে তিনি শুদ্ধ হইতে পারেন। দুই জন ব্রাহ্মণকন্যা রজস্বলা হইয়া যদি পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে উভয়ে তিন রাত্রি নিরাহারে থাকিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও ক্ষত্রিয়কন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী অর্দ্ধকৃচ্ছ্রব্রত ও ক্ষত্রিয় কন্যা চতুর্থাংশ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও বৈশ্যকন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকন্যা পাদোন কৃচ্ছ্র ব্রত ও বৈশ্যতনয়া চতুর্থাংশ কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও শূদ্রকন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকন্যা একটী সম্পূর্ণ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। শূদ্রকন্যা দান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। রজস্বলা রমণী, চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু রজোনিবৃত্তি হইলে তবে দৈবকর্ম্ম, পৈত্র্য কর্ম্ম, সমুদায় করিতে পারিবে। যে রমণীর রোগবশতঃ প্রতিদিন রজঃস্রাব হয়, সেই নারী সেই রজোযোগে অশুচি হইবে না, কারণ সেই রজঃপ্রবৃত্তি প্রাকৃতিক নহে। রমণীরা রজস্বলা হইলে প্রথম দিবস চাণ্ডালী দ্বিতীয় দিবস ব্রহ্মহত্যা পাতকে পাতকিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকী তুল্যা হয়, এবং চতুর্থ দিবসে শুদ্ধিলাভ করে। রোগাভিভূতা কামিনীর ঋতু-স্নানের দিন উপস্থিত হইলে, অনাতুর কোন ব্যক্তি দশবার স্নান করিয়া প্রতিবারে ঐ আতুরা রমণীকে স্পর্শ করিবে। ঐরূপ দশবার স্পর্শে ঐ পীড়িতা নারী শুচি হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টযুক্ত শূদ্র ও কুকুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, তিনি এক রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য সেবন দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন উচ্ছিষ্ট বিরহিত শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণের স্নান করা বিহিত। আর শূদ্র উচ্ছিষ্টযুক্ত থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রাজাপত্য আচরণ করিতে হইবে। সুরালিপ্ত না হইলে ভস্ম দ্বারাই কাংস্য পাত্র পবিত্র হইতে পারে। পরন্তু যে কাংস্যপাত্রে সুরা স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হইবে। কাংস্যপাত্র,—গাভি কর্ত্তৃক আহত, কাক বা কুক্কুর দ্বারা উচ্ছিষ্ট অথবা শূদ্রোচ্ছিষ্ট হইলে দশবার ক্ষার দিয়া মর্জ্জিন করিলে, শুদ্ধ হইতে পারিবে। কাঁসার পাত্রে গণ্ডুষ বা পাদধৌত করিলে, ঐ কাংস্য পাত্র ছয় মাস ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। তাহার পর উহা গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যবহার করিতে পারিবে। লৌহপাত্র স্থানান্তরিত করিলেই শুদ্ধ হইবে। সীষক অগ্নিস্পর্শে বিশুদ্ধ হইবে। দন্ত, অস্থি, শৃঙ্গ, রৌপ্য ও সুবর্ণের পাত্র, মণিময়পাত্র, পাষাণময়পাত্র ও শঙ্খ, জল দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে। পাষাণময়পাত্র পুনর্ব্বার মাজিয়া লওয়া উচিত। মৃণ্ময় ভাণ্ড পোড়াইয়া লইলেই শুদ্ধ হয়। ধান্য মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেই শুদ্ধ হইবে। বহু ধান্য বা বহু বস্ত্র অপবিত্র হইলে তাহা কিঞ্চিৎ জলবিন্দু দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। অল্প হইলে জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হইবে। বংশ, বল্কল, ছিন্ন বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, লোমজ বস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র এই সমুদয় জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। খাট বালিশ প্রভৃতি এবং পীত রক্তবস্ত্রকে রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া জল দ্বারা প্রোক্ষিত করিলে শুদ্ধ হইবে। মুঞ্জ, ঝাটা, কুলো, অস্ত্র, শাণাইবার ফলক, চর্ম্ম, তৃণ কাষ্ঠ প্রভৃতি বাঁধিবার রজ্জু, এই সমুদায় দ্রব্য জলদ্বারা প্রোক্ষিত হইলেই শুদ্ধ হইবে। মার্জ্জার, মক্ষিকা, কীট, পতঙ্গ,

কৃমি, ভেক ইহারা সর্ব্বদাই পবিত্র অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া থাকে, ইহাদের দ্বারা কোন বস্তু উচ্ছিষ্ট হয় না, ইহা মনু বলিয়াছেন। যে জল ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, যে জল অন্য জলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, সে জল যদি ভুক্তোচ্ছিষ্ট হয়, তথাপি তাহা উচ্ছিষ্ট হইবে না। এইরূপ স্নেহ-দ্রব্যও অপবিত্র হয় না, মনু এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাম্বূল ইক্ষু, স্নেহ, ফল, অনুলেপন, মধুপর্ক, সোমরস, এতৎসমুদায় উচ্ছিষ্ট হয় না, মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন। পথের কর্দ্দম, জল, নৌকাপথ, তৃণ, পাকা ইষ্টক, এ সমুদয় বায়ু এবং রৌদ্র দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। বায়ু দ্বারা উড্ডীন ধূলিসমূহ এবং বিস্তৃত জলধারা দূষিত হয় না। স্ত্রীজাতি, বালিকাই হউক, বৃদ্ধাই হউক, তাহারা কখন অপবিত্র হয় না। হাঁচিলে, নিষ্ঠীত্যাগ করিলে, কোন অঙ্গ দন্তোচ্ছিষ্ট হইলে, বাক্য মিথ্যা হইলে এবং পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে। কারণ অগ্নি, জল, বেদ, চন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, অনিল, ইহাঁরা সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে বাস করেন। মনু বলিয়াছেন যে, প্রভাস প্রভৃতি তীর্থসমুদয় ও গঙ্গা প্রভৃতি নদী সমুদয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণের সান্নিধ্যে সর্ব্বদা থাকেন। দেশবিপ্লব হইলে বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, প্রবাসে গমন করিলে, পীড়াদি হইলে, বিপদে পড়িলে যে কোনরূপে আগে আপনার দেহাদি রক্ষা করিবে, পশ্চাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। আপনি বিপন্ন হইলে মৃদু বা দারুণ যে কোন উপায় দ্বারা দীন আত্মাকে উদ্ধার করিবে। পরে যখন সমর্থ হইবে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কিন্তু যখন কোন বিপদ কাল উপস্থিত হইবে, তখন শৌচাচারের বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। অগ্রে আপনাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে. পশ্চাৎ সুস্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিলেই হইবে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

যদি বন্ধন ও যোক্ত্রযুক্ত অবস্থায় কোন গরুর মৃত্যু হয় এবং যদি তাহার মৃত্যুতে কামনা না থাকে, তবে সেই অকামকৃত পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে, (তাহা বলা যাইতেছে।) যাঁহারা বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা, ধর্ম্মশাস্ত্র-পারদর্শী আর স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মনিরত, এরূপ বিপ্রের উল্লিখিত স্থলে কেবল নিজকৃত পাপের বিষয় পরিষদ সমীপে নিবেদন করিলেই চলিবে। এইরূপ স্থলে কিরূপ অবস্থায় পরিষদ্ সমীপে উপস্থিত হইতে হয়, তাহার লক্ষণ বলা যাইতেছে। কারণ, সেস্থলে যথারীতি উপস্থিত হইলে পরিষদ্ তাহাকে ব্রতের উপদেশ দিবেন। যদি নিশ্চয় পাপ করিয়াছি, তৎক্ষণাৎ এইরূপ ধারণা জন্মে, তবে পরিষদ্ সমীপে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কখন আহার করিবে না, এমন কি যেখানে পরিষদ্ পর্য্যন্ত নাই, সেখানেও যদি কেহ একরূপ স্থলে আহার করে, তবে তাহার পাতক দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। আর যদি পাপ করিয়াছি, ভাবিয়া মনে একটা সন্দেহ হয়, তাহা হইলেও যে পর্য্যন্ত প্রকৃত পাপ করিয়াছি কি না নিশ্চয় না হয়, সে পর্য্যন্তও আহার করা কর্ত্তব্য নহে। কিম্বা একরূপ স্থলে নিশ্চয় পাপ করি নাই, একরূপ একটা ভ্রম সিদ্ধান্তও করিতে নাই। পাপ করিয়া কখন তাহা গোপন করিবে না, কেননা গোপন করিলে পাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। পাপ অল্পই হউক আর অধিকই হউক, তাহা ধর্ম্মবেত্তাগণের সম্মুখে নিবেদন করিবে। কারণ তাহারা কৃত পাপের কথা জানিতে পারিলে, বুদ্ধিমান বৈদ্য যেমন পীড়িতের পীড়া আরোগ্য করেন, সেইরূপ পাপ যাহাতে দূর হইবে, তাহার উপায় করিয়া দিবেন। এই প্রকারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে, লজ্জাশীল সত্যপরায়ণ, সরল-স্বভাব ব্যক্তিগণ সত্বরই শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য এইরূপ স্থলে পাপ করিবামাত্র স্নান করিয়া সেই আর্দ্র বসন পরিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া আর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া উক্ত-

রূপ সভা-সমীপে গমন করিবে। পাপী এই-রূপে সভা-সমীপে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শরীর ও মস্তক ভূমিতে বিলুণ্ঠিত করিবে, কোন কথা কহিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ সাবিত্রী (বেদ) অথবা গায়ত্রী জ্ঞাত নহে, সন্ধ্যা উপাসনা জানে না ও অগ্নিতে হোমক্রিয়া করে না, অথবা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা কেবল নাম মাত্র ব্রাহ্মণ। এরূপ ব্রত-রহিত ও মন্ত্র ও জাতি মাত্রোপজীবি সহস্র ব্রাহ্মণ একত্র হইলেও তাহাকে পরিষদ্ বলা যায় না। অজ্ঞানাভিভূত মূর্খ, ধর্ম্মমত-বিমূঢ় ব্যক্তিগণ যে কথা বলে, তাহাতে কেবল সেই পাপ শতগুণে বিভক্ত হইয়া সেই সকল বক্তৃদিগকেই অর্শিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দেয়, তাহাদের ব্যবস্থায় প্রায়শ্চিত্তকারীর পাপ নাশ হয় বটে; কিন্তু ব্যবস্থাদাতা সভ্যগণ সেই পাপভাগী হয়েন, চারি জন কিম্বা সুধু তিন জন মাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে ব্যবস্থা দিবেন, তাহাই যথার্থ ধর্ম্মসম্মত বলিয়া জানিবে, অন্য সহস্র লোকের কথাও ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য করিবে না। যাঁহারা প্রমাণের পথ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সকল কথার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দেন, সেই সকল বহুগুণবেত্তা পণ্ডিতগণকেই পাপ ভয় করে। যেমন পাথরের উপর জল থাকিলে বায়ু ও সূর্য্যের উত্তাপদ্বারা তাহা ক্রমে শোষিত হয়; সেইরূপ উক্ত ব্রাহ্মণ সমিতি বা পরিষদের আদেশে সমস্ত পাতকই বিনষ্ট হয়। তাহা আর পাপকারী কিম্বা ব্যবস্থাদাতা পরিষদ, কাহাকেই অর্শে না, উত্তাপ ও বায়ু-সংযোগে জল শোষণের ন্যায়, তাহা একেবারে বিনষ্ট হয়। যাঁহারা বেদ বেদাঙ্গপরায়ণ ধর্ম্মজ্ঞ অথচ আহিতাগ্নি নহেন, তাঁহাদের পাঁচজন বা তিনজন একত্রিত হইলেই তাহাকে পরিষদ্ কহে। কিন্তু যাঁহারা মুনি, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিজ, যজ্ঞযজনকারী দেবব্রত-পরায়ণ বা স্নাতক ব্রাহ্মণ তাহাদের একজন হইলেও পরিষৎ বলা যায়। পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি যে, পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে একত্র হইলে তবে পরিষৎ হয় কিন্তু যদি এরূপ পাঁচজন ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, তবে যাহারা স্ববৃত্তি পরিতুষ্ট, তাঁহাদের পাইলেও পরিষৎ বলা যাইবে। কিন্তু ইহারা ব্যতীত অন্য যে সকল বিপ্র কেবল নাম মাত্র ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের সহস্র জন একত্রিত হইলেও পরিষৎ হইবে না কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতী বা চর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগমূর্ত্তি যেমন প্রকৃত হস্তী বা মৃগ নহে, সেইরূপ নাম মাত্র সার অধ্যয়ন-বিহীন মূর্খ ব্রাহ্মণও প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে জন শূন্য গ্রাম, বা জলশূন্য কূপ কিম্বা অগ্নি-ব্যতীত হোম যেমন কিছুই নহে, মন্ত্রহীন ব্রাহ্মণও সেইরূপ অসার। নপুংসকের স্ত্রী-সম্ভোগ যেমন নিষ্ফল, উষরভূমি যেমন ফলবতী নহে, অজ্ঞ (ব্রাহ্মণকে) দান যেমন বৃথা, সেইরূপ ঋক্ বা বেদমন্ত্রবিহীন বিপ্রও নিষ্ফল। চিত্রকর্ম্মে যেমন চিত্রের নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে ক্রমে চিত্রিত হইয়া পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ বিধিমত সংস্কার দ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বও পরিস্ফুট হয়। যে সকল বিপ্র কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহারা যদি প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেয়, তবে সেই সকল পাপকর্ম্মকারী দ্বিজগণ নরকে গমন করে। যে সকল দ্বিজগণ বেদ পাঠ করিয়া থাকেন, নিত্য পঞ্চযজ্ঞনিরত ব্রাহ্মণ তাহারাই পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত লোকদের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া এই সমস্ত ত্রিলোককে ধারণ করেন। শ্মশানে প্রদীপ্ত অগ্নি মন্ত্রপূত হওয়ায় যেমন সর্ব্বভুক্ হয় (সমস্ত পাপাদি দহন করে) সেইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া বিপ্রগণ সর্ব্বভক্ষ ও দেবরূপী হন। যেমন সমস্ত অপবিত্র বস্তুই জলেতে ফেলিয়া দিতে হয়, সেইরূপ সমস্ত পাপই নির্ম্মল ব্রাহ্মণের উপর প্রক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। বিপ্রগণ গায়ত্রীবিহীন হইলে তাহারা শূদ্র অপেক্ষাও অশুচি হয়েন; আর যাঁহারা গায়ত্রীনিষ্ঠ ও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারাই দ্বিজগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় হয়েন। তবে দুঃশীল হইলেও দ্বিজ পূজ্যই হইবে, আর শূদ্র সংযতেন্দ্রিয় হইলেও সে পূজনীয় হয় না। কেবল দেখি দুষ্ট দূষিত শরীর গাভীকে পরিত্যাগ করিয়া সুশীলবোধে গর্দ্দভী দোহনে প্রবৃত্ত হয়। যে দ্বিজগণ ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রথে সদা আরূঢ় হইয়া বেদরূপ খড়্গ ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহারা যদি কখন পরিহাসচ্ছলেও

কোন কথা বলেন, তবে তাহাও পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। অতএব যিনি চারি বেদেই পণ্ডিত, নির্ব্বিকল্প হৃদয়,বেদাঙ্গবেত্তা,ধর্ম্মপাঠক; তিনি একাই শ্রেষ্ঠ পরিষৎ, নতুবা দশজন সংসারাশ্রমী ব্রাহ্মণও মধ্যবিৎ পরিষৎ হয়। দ্বিজগণ রাজার অনুমতি পাইলে তবে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবেন। প্রায়শ্চিত্ত বিধি তাঁহারা কথন স্বয়ং বলিবেন না। আবার ব্রাহ্মণের কথা না শুনিয়া বা তাহাদের অনুমতি না লইয়া রাজা যদি এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সেই পাপ শতধা হইয়া রাজাকেই অর্শাইবে। দেবালয়ের সম্মুখে থাকিয়া তবে ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্তবিধি দেবেন। তাহার পর বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিয়া তবে ব্যবস্থা দান করিবেন, মনে যদি নিজের কোন পাপ স্পর্শিয়া থাকে, তাহা দূর করিবেন। প্রায়শ্চিত্তকালে শিখাসহ কেশ মুণ্ডন করিবে, ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন করিবে এবং রাত্রিকালে গোশালায় শয়ন ও দিবাভাগে গোগণের অনুসরণ করিতে হইবে। যদি অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয় বা বড় বর্ষা হয় বা ভয়ঙ্কর শীত হয়, কি প্রবল বাতাস বহে, যথাশক্তি গো রক্ষণ ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিবে না। যদি আপনার কিম্বা অন্যের গৃহে ক্ষেত্রে কিম্বা উদূখলস্থ শস্য গাভিতে ভক্ষণ করে, কিম্বা যদি বৎস দুগ্ধ পান করিয়া ফেলে (অর্থাৎ গরু পিইয়া যায়) তথাপি কোন কথা বলিবে না। গরু জল পান করিলে তবে নিজে জল পান করিতে হইবে—গরু শয়ন করিলে তবে নিজে শুইতে হইবে, আর যদি গোরু কোনরূপে পঙ্ক মধ্যে পড়িয়া যায়, তবে প্রাণপণে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ও গরুর নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও গরুর রক্ষাকর্ত্তা ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়। গোবধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য প্রাজাপত্য ব্রতের ব্যবস্থা করিবে, প্রাজাপত্য নামক কৃচ্ছ্র ব্রতকে চারিভাগে বিভক্ত করিবে। এক দিবস কেবল একবার মাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে, তার পর এক দিন শুধু রাত্রিতে ভোজন করিবে। তার পর এক দিন বিনা যাজ্ঞায় যাহা পাইবে, তাহাই খাইয়া থাকিবে, আর চতুর্থ দিবস কেবল মাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, ইহাই এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম দুই দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তার পর দুই দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তার পর দুই দিন অযাচিত হইয়া যাহা পাইবে তাহাই খাইবে, তার পর দুই দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে; ইহাই দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম তিন দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তার পর তিন দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তার পর তিন দিন বিনা যাজ্ঞায় যাহা পাইবে, তাহাই ভোজন করিবে, শেষ তিন দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হইবে, ইহাই ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম চারি দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তাহার পর চারি দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তার পর চারি দিন বিনা যাজ্ঞায় যাহা পাইবে তাহাই ভক্ষণ করিবে, আর শেষ চারি দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। ইহাই পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে, বিপ্রগণকে দক্ষিণা দিতে হইবে এবং দ্বিজ পবিত্র মন্ত্রজপ করিবেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইলে নিশ্চয়ই গোহত্যাকারী শুদ্ধ হইবেন,সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

যথারীতি রক্ষাহেতু গরুকে রুদ্ধ বা বন্ধন করায়, যদি গোহত্যা হয়, তবে দোষ নাই। কিন্তু এরূপ গোহত্যাকে কামকৃত বা অকামকৃত হত্যা বলিয়া বুঝিবে না। বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল বা এক হস্ত পরিমিত দীর্ঘ, রসযুক্ত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লব বেষ্টিত এইরূপ হইলেই তাহাকে দণ্ড বলে। দণ্ড ব্যতীত যদি আর কিছু দ্বারা কেহ গরুকে প্রহার বা নিপাতন করিয়া হত্যা করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; ও উল্লিখিতরূপে দ্বিগুণ গোব্রত আচরণ করিবে। রোধ, বন্ধন, যোতে জুড়িয়া দেওয়া আর নিপাত করা এই চারি প্রকারে গোহত্যা হয়। তন্মধ্যে রোধহেতু গোহত্যা

হইলে এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, বন্ধনহেতু হত্যা হইলে দ্বিপাদ, যোতে জুড়িয়া দেওয়া জন্য হত্যা হইলে তিনপাদ, আর নিপাতন হেতু হত্যা হইলে পূর্ণ মাত্রায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গোচারণের মাঠে, গৃহে, দুর্গে সমতল প্রান্তর ভূমিতে, নদী বা সমুদ্রতীরে খাত বা পর্ব্বত গুহার নিকটে কিম্বা দগ্ধদেশে বদ্ধ করিয়া রাখায় যদি গরুর মৃত্যু হয়, তবে তাহাকে রোধ বলে। জোয়াল বা কোনরূপ রজ্জু দ্বারা, কিম্বা ঘণ্টা, আভরণ ভূষণ দ্বারা যদি গরুকে গৃহে, বা বলেতেও বদ্ধ করিয়া রাখায় তাহার মৃত্যু হয়, তবে ইহাকে অবস্থাভেদে কামকৃত বা অকামকৃত বন্ধন বলিয়া জানিবে। যদি লোকের দ্বারা লাঙ্গল বা গাড়ীতে জুড়িয়া দেওয়ায় দুই চারিটা গরু সারবন্দি করিয়া বান্ধিয়া দেওয়ায়, কিম্বা অত্যন্ত চাপানেতে প্রপীড়িত হওয়ায় কোন গরুর মৃত্যু হয়, তবে সেই হত্যাকে যোক্ত্রবধ বলে। মত্ত, উন্মত্ত, বা প্রমত্ত অবস্থাই হউক বা সজ্ঞান কি অজ্ঞান অবস্থাতেই হউক, আর কামকৃত অকামকৃত ক্রোধ জন্যই হউক, যদি দণ্ড বা উপলখণ্ডদ্বারা কেহ গরুকে আঘাত করায়, গরু আহত বা মৃত হয়—তবে এরূপ আঘাতকে নিপাতনের হেতু বলিয়া জানিবে। তবে যদি সেই গরু দণ্ডের দ্বার আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় মূর্চ্ছিত ও পতিত থাকিয়াও পরে উঠিয়া গমন করে, বা পাঁচ সাত দশ গ্রাস গ্রহণ করে কিম্বা জল পান করে, তবে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। পিণ্ড অবস্থার গো গর্ভ নষ্ট করিলে একপাদ, গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর নষ্ট করিলে দ্বিপাদ আর তৎপরে গর্ভস্থ গোভ্রূণের চেতন সঞ্চারের পূর্ব্বে ঐ গর্ভ নষ্ট করিলে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্রত আচরণ করিতে হয়। একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিলে অঙ্গ রোম ত্যাগ করিতে হয়, দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় শ্মশ্রুও ত্যাগ করিতে হয়; ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত সময়ে শিখা ব্যতীত সমস্ত রোম মুণ্ডন করিতে হয়; আর পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তকালে শিখা সমেত সমুদয় রোম মুণ্ডন করিতে হয়। একপাদ প্রায়শ্চিত্তে দুখানি কাপড়, দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্তে কাঁসার পাত্র, তিনপাদ প্রায়শ্চিত্তে একটী বৃষ, চারিপাদ প্রায়শ্চিত্তে এক জোড়া বৃষ দান করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গোভ্রূণের সমুদয় অঙ্গের স্ফূর্ত্তি না হইলেও তাহাকে চেতনাযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। অথচ সমুদয় প্রত্যঙ্গের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তবে ভ্রূণ হত্যা করিলে দ্বিগুণ গোব্রতের আচরণ করিতে হইবে। পাষাণ ফেলিয়া, কিম্বা দণ্ডের দ্বারা যদি কেহ গরুকে আঘাত করিয়া শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে সে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত, আর শৃঙ্গ আমূল উপড়াইয়া দিলে দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত, ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। কেহ যদি এইরূপে গরুর লাঙ্গুল ভাঙ্গিয়া দেয় তবে সে একপাদ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, অস্থি ভাঙ্গিয়া দিলে দ্বিপাদ ব্রত করিবে, কর্ণ ভাঙ্গিয়া দিলে তিন পাদ, আর সমুদয় অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলে পূর্ণমাত্রায় কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিবে। শৃঙ্গ ভঙ্গ, কি অস্থি ভঙ্গ, অথবা কটি ভঙ্গ হইলেও যদি গরু ছয় মাসকাল জীবিত থাকে, তবে আর প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক নাই। যদি আঘাত হেতু গরুর গাত্রে ব্রণ বা ক্ষত হয়, তবে স্বহস্তে আরোগ্য পর্য্যন্ত ব্রণস্থানে তৈলাদি স্নেহ মাখাইবে; এবং যে পর্য্যন্ত গরু দৃঢ় ও বলবান না হয়, সে পর্য্যন্ত যবস মাত্র আহার করিয়া থাকিবে। যে পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পালন করিবে, তৎপরে ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া তাহার সম্মুখে নিজ গোরূপ পরিত্যাগ করিবে। আর যদি গরুর সর্ব্বাঙ্গ পূর্ব্ববৎ না হয়, যদি দেহের কোন অঙ্গ হীন হয়, তবে তাহার গোহত্যার প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক নির্দ্দিষ্ট করিবে। যদি কেহ ঔদ্ধত্যবশতঃ লোষ্ট্র (ঢিল) পাষাণ নিক্ষেপ করিয়া অথবা কোন অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক গোহত্যা করে, তাহার শুদ্ধি ব্যবস্থা নির্ণয় করা যাইতেছে। কাষ্ঠ দ্বারা গোহত্যা করিলে সান্তপন ব্রত আচরণ করিবে, লোষ্ট্র দ্বারা গোবধ করিলে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবে, পাষাণ দ্বারা গোবধ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র সাধন করিবে, আর শস্ত্রের দ্বারা গোবধ করিলে অতি কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবে। সান্তপন ব্রতে পাঁচটী গরু, প্রাজাপত্য ব্রতে তিনটী গরু,

তপ্তকৃচ্ছ্রে আটটী গরু আর 'অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণে তেরটী গরু দান করিতে হয়। যে প্রকার গরুর হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ঠিক তাহার অনুরূপ গরু দানে করাই কর্ত্তব্য। তবে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, তাহার অনুরূপ দ্রব্য দিলেও চলিতে পারে। গরু দাগিবার জন্য বা চিহ্নিত করিবার জন্য রোধ বা বন্ধন করিলে দোষ হয়। কিন্তু তাহা ব্যতীত শকটাদি বহন জন্য অথবা দোহন কালে কিংবা সায়ংকালে একত্র রক্ষা করিবার জন্য রোধ বা বন্ধন করিলে দোষ হয় না। গরু দাগিবার কালে অতিরিক্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলে, কিংবা অতিরিক্ত ভার বহন করাইলে কিম্বা নাক ফুড়িয়া দিলে অথবা দুর্গম নদী পর্ব্বতের উপর দিয়া লইয়া যাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। উক্ত প্রকারে অতিরিক্ত দগ্ধ করিলে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, উক্তরূপে বহন করাইলে দ্বিপাদ, নাক ফুড়িয়া দিলে তিন পাদ, আর এই সমুদায়গুলি পাপ করিলে পূর্ণ মাত্রায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। গরু বন্ধনযুক্তই থাকুক আর বন্ধন মুক্তই থাকুক, যদি দহনহেতু তাহার মৃত্যু হয়, তবে পরাশর কহিয়াছেন, যথাবিধি একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে। রোধ করা, বন্ধন করা, যোক্ত্রযুক্ত করা, ভার বহন করান, প্রহার করা, যোক্ত্রাদি বদ্ধ করিয়া দুর্গম স্থানে প্রেরণ করা, এই ছয়টীই গোবধের কারণ। যদি কোন গরুর সুগুপ্তাঙ্গে রজ্জু বদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয়, তবে যাহার গৃহে এরূপ গোহত্যা হয়, তাহাকে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নারিকেলের দড়ি, শণের দড়ি, মুঞ্জযুক্ত দড়ি, কিম্বা লৌহাদি কোন শৃঙ্খল দ্বারা গোরুকে বন্ধন করা উচিত নহে। আর যদিও ইহাদের দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তৎপার্শ্বে পরশু হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। কুশ কিম্বা কাশের দড়ি দ্বারা গরুকে দক্ষিণ মুখ করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। আর এই দড়িতে যদি অগ্নি লাগিয়া গরু দগ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি সেস্থলে তৃণ রাশি থাকে এবং তাহাতে অগ্নি লাগিয়া গরু দগ্ধ হয়, তবে কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? সে স্থলে পবিত্রকারিণী গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইতে হয়। কূপ বা বাপীতটে গরু পাঠাইয়া দিলে কিম্বা বৃক্ষ ছেদন করিয়া গরুর উপর ফেলিয়া দিলে অথবা গো-খাদককে গরু বিক্রয় করিলে গো-বধের পাপ হয়। যদি এ অবস্থায় সে গরুকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলে গরুর কক্ষ ভাঙ্গিয়া যায়, কি চক্ষু বা কর্ণ ভাঙ্গিয়া যায়, কিম্বা যদি কূপ মধ্যে পড়িয়া মগ্ন হইয়া যায়, অথবা যদি কূপ হইতে উঠাইতে গিয়াও গরুর গ্রীবা বা পদ ভাঙ্গিয়া যায়, আর তাহাতেই যদি গরুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু জল পানার্থ কূপে খাদে, কিম্বা পুকুর বা নদীর বাঁধান ঘাটে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে, বা জল পানার্থ কুণ্ডে (জল পান করিতে গিয়া) গরুর মৃত্যু হইলে তাহার জন্য কূপাদি-কর্ত্তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। সেইরূপ কূপ সন্নিহিত খাদে নদী বা দিঘীর খাদে, অথবা সাধারণ জলপানের জন্য অন্য কোন খাদে উক্ত কারণে পতিত হইয়া গরুর মৃত্যু হইলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। তবে যদি কেহ নিজ বাটী প্রবেশের দ্বারের সম্মুখে, বা বাটীর মধ্যে খাদ প্রস্তুত করে অথবা নিজের কোন কাজ বা নিজের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য খাদ প্রস্তুত করে, তাহাতে পড়িয়া গরুর মৃত্যু হইলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। রাত্রিকালে গরুকে বদ্ধ বা রুদ্ধ করিয়া রাখা কালীন যদি, সর্পাঘাত বা ব্যাঘ্র ধৃত হওয়ায়, অথবা অগ্নি বা বিদ্যুৎ দ্বারা আহত হওয়ায় গরুর মৃত্যু হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। শত্রুবেষ্টিত হওয়ায় যদি কোন গ্রাম শরজাল দ্বারা পীড়িত হইবার কালে, কিম্বা গৃহ পড়িয়া যাইবার সময় কিম্বা অতিবৃষ্টি হেতু মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই। গরু যদি যুদ্ধকালে নিহত হয়, বা গৃহ দগ্ধকালে দগ্ধ হইয়া যায়, অথবা দাবানল দ্বারা কিম্বা গ্রাম নষ্ট হইবার কালে মরিয়া যায়, তবেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যদি গরুর চিকিৎসা করিবার জন্য বা মূঢ় গর্ভ মোচন করিবার জন্য গরুকে রুদ্ধ করা যায়, এবং অনেক যত্ন করিলেও তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

বহু সংখ্যক পীড়িত গাভিকে একত্র বদ্ধ বা রুদ্ধ করিয়া রাখিলে এবং অপারদর্শী গোচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইলে যদি গরুর মৃত্যু হয়—তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। গাভি বা বৃষের বিপত্তি কালে যে সমস্ত লোক সেই অপঘাত মৃত্যু দেখিবে অথচ তাহা প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা না করিবে, তাহাদের সকলেরই গোহত্যার পাতক হইবে। যদি একত্রিত বহুলোকসমিতির দ্বারা কোন গোহত্যা হয় এবং যাহার দ্বারা গরু হত হইয়াছে তাহা না জানিতে পারা যায়,তাহা হইলে রাজনিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগের প্রত্যেককে শপথ করাইয়া (সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক) প্রকৃত হত্যাকারী নির্ণয় করিবেন। যদি দৈবক্রমে অনেক লোকের দ্বারা একটী গোহত্যা হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই পৃথক্‌রূপে গোবধের এক পাদ বা চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গোহত্যা হইলে তাহার শোণিত পরীক্ষা করিতে হইবে। কারণ গরু কোন ব্যাধিগ্রস্ত বা কৃশ ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। কারণ গরুর এরূপ দোষ থাকিলে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্তও পৃথক্ এবং নানাবিধ হইবে। সুতরাং উহা ভালরূপেই অনুসন্ধান করা উচিত। একমাত্র সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মনু বলিয়াছেন যে, গোবধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য সকল অবস্থাতেই চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তকালে যিনি কেশ রক্ষা করিতে চাহিবেন, তাঁহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে (এবং) দ্বিগুণ ব্রতের আদেশে দক্ষিণা দ্বিগুণ করিতে হইবে। রাজা, রাজপুত্র অথবা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে কেশ মুণ্ডন না করিয়াই প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা দিবে। যে কেশ রক্ষা করিয়াছে, অথচ দ্বিগুণ দানাদি করে নাই—তাহার পাপ পূর্ব্ববৎই থাকে; সে পাপ মুক্ত হয় না, আর যিনি এরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, তিনি নরকে গমন করেন। যে কিছু পাপ করা যায়, সে সমস্তই কেশ মধ্যে অবস্থান করে। অন্তত সমস্ত কেশ ধরিয়া অগ্রভাগের দুই অঙ্গুলিমাত্রও কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তবে এরূপ ব্যবস্থা, যাঁহারা কুমারী বা সধবা স্ত্রী, কেবল তাহাদের মস্তক মুণ্ডন স্থলেই দেওয়া যাইতে পারিবে। কারণ স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ কেশ মুণ্ডন অথবা দূরে স্বতন্ত্র শয়ন ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীলোক রাত্রিকালে গোষ্ঠে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবে না। বিশেষ তাহাদের পক্ষে নদী সঙ্গম বা অরণ্য মধ্যে আদৌ যাইতে নাই। আর তাহাদের অজিন পরিতেও নাই। একারণ তাহারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও দেবারাধনা মাত্র করিয়াই এই ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি সমুদায় ব্রতই, স্ত্রীলোকদের বন্ধু মধ্যে থাকিয়া আচরণ করিতে হয়। অতএব তাহারা নিয়ত গৃহেতেই থাকিবে এবং শুচি হইয়া সমস্ত নিয়ম পালন করিবে। ইহ সংসারে যে ব্যক্তি গোহত্যা করিয়া তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিবে, সে নিশ্চয়ই কালসূত্র নামক ঘোর নরকে গমন করিবে। তাহার পর নরক হইতে ভোগান্তে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্যলোকেই জন্ম গ্রহণ করিবে এবং পরে পরে সাত জন্ম পর্য্যন্ত ক্লীব, দুঃখী ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইবে। একারণ পাপ করিয়া তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিবেনা—তাহা প্রকাশ করিবে এবং সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম পালন করিবে। স্ত্রীজাতি বালক, গো বা বিপ্র প্রতি কখন কোপ প্রকাশ করিবে না।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

চারি বর্ণের সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নিষ্কৃতির বিধান উক্ত হইল। এক্ষণে অগম্যাগমনের কথা বলা যাইতেছে। অগম্যাগমন করিলে শুদ্ধি হইবার জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হয়। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন এক এক গ্রাস করিয়া আহার কমাইতে থাকিবে। শুক্লপক্ষে আবার সেইরূপ এক এক গ্রাস করিয়া আহার বাড়াইতে পারিবে। তবে অমাবস্যায় কিছুই আহার করিবে না, ইহাই চান্দ্রায়ণ ব্রতের বিধি। এক এক গ্রাসের পরিমাণ এক কুক্কুটাণ্ড সদৃশ কল্পনা করিয়া লইবে। ইহার অন্যথা হইলে শাস্ত্রের অভি-

প্রায় বিরুদ্ধ হইবে; সুতরাং তাহাতে ধর্ম্ম বা শুদ্ধি লাভ কিছুই হইবে না। প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। দুইটী গাভি ও এক জোড়া বস্ত্র বিপ্রগণের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিবে। যে দ্বিজ, চাণ্ডালী বা স্বপাকী গমন করিবেন, তিনি বিপ্রগণের আজ্ঞাক্রমে ত্রিরাত্রি উপবাসী থাকিবেন। তৎপরে শিখাসমেত সমুদায় কেশ মুণ্ডন করিয়া তিনটী প্রাজাপত্য ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিয়া, ভোজনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদেব তুষ্ট করিবেন। তাঁহাকে নিত্য গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। এক গাভী ও এক ষাঁড় বিপ্রগণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি শুদ্ধি লাভ করিবেন। যদি কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য চাণ্ডালী গমন করেন, তবে তাহাকে দুইটী প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ এবং গাভি ও এক বৃষ দান করিতে হইবে। যদি কোন শূদ্র চাণ্ডালী বা স্বপাকী গমন করে, তবে তাহাকে একটী কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য আচরণ এবং এক গাভি ও এক বৃষ দান করিতে হইবে। যদি কেহ মোহ হেতু মাতৃগমন, ভগিনীগমন বা কন্যাগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে তিনটী কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিতে হইবে। পরে তিনটী চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হইবে এবং শেষে লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। জ্ঞানকৃত মাতৃস্বসা গমন করিলেও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তবে যদি কেহ অজ্ঞানবশে মাতৃস্বসা গমন করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন, তাহাকে দুইটী মাত্র চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে, এবং দশটী গাভি ও দশটী বৃষ দান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বিমাতা গমন করিবে, মাতার সখী গমন করিবে, ভ্রাতৃকন্যা গমন করিবে, গুরুপত্নী গমন করিবে, পুত্রবধূ গমন করিবে, বা ভ্রাতৃভার্য্যা গমন করিবে, মাতুলানী গমন করিবে, কিম্বা কোন স্বগোত্রজ কন্যা গমন করিবে, তাহাকে তিনটী প্রাজাপত্যব্রত আচরণ করিতে হইবে, তৎপরে দুইটি গাভি দক্ষিণা দিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। পশু ও বেশ্যা প্রভৃতি গমন করিলে, অথবা মহিষী, উষ্ট্রী, বানরী, গর্দ্দভী, শূকরী গমন করিলে, প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিতে হইবে। যে গাভি গমন করিবে, সে ত্রিরাত্রি ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণকে একটী গরু দান করিবে। মহিষী, উষ্ট্রী বা গর্দ্দভী গমন করি অহোরাত্রেই শুদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। বিপ্লব বা পরস্পর কাটাকাটির সময়, যুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষের সময়, মারীভয়ের সময়, বিপক্ষ রাজাকর্ত্তৃক বন্দী হইবার সময় কিম্বা কোনরূপ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবার সময়, সর্ব্বদা নিজ পত্নীকে নিরীক্ষণ করিবে। যে নারী চণ্ডালের সহিত সংসর্গ করে, সে দশজন প্রধান বিপ্রের নিকট গিয়া নিজ দোষ প্রকাশ করিবে। সে এক রাত্রি নিরাহার অবস্থায় গোময় জল ও কর্দ্দম পরিপূর্ণ কূপে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া থাকিবে, তৎপরে তাহা হইতে উঠিবে। তৎপরে শিখা সমেত মস্তক মুণ্ডন করিয়া যাবকোদন মাত্র ভোজন করিবে। পরে ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া শেষে এক রাত্রি জলে বাস করিয়া থাকিবে। তৎপরে শঙ্খপুষ্পী লতার মূল, পত্র, পুষ্প ও ফল এবং সুবর্ণ ও পঞ্চগব্য একত্র বাটিয়া তাহার ক্বাথ বাহির করিয়া সেই জল পান করিতে হইবে। তৎপরে, যতদিন পুনর্ব্বার ঋতুমতী না হয়, ততদিন একবার মাত্র ভোজন করিতে হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত ব্রতানুষ্ঠান করিবে, সে পর্য্যন্ত বাহিরে বাস করিতে হইবে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে ও দুইটী গাভি দক্ষিণা দিতে হইবে। এই মত প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধি লাভ হইবে, ইহা পরাশর বলিয়াছেন। চারি বর্ণের নারীদেরই এই অবস্থায় কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়। স্ত্রী ও ভূমি দুই একরূপ; সুতরাং তাহা একেবারে দূষণীয় হয় না। বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া কিম্বা হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া, বন্ধন করিয়া কিম্বা বলপ্রয়োগ করিয়া অথবা অন্য কোনরূপ ভয় দেখাইয়া যদি কেহ কোন নারী উপভোগ করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন, কৃচ্ছ্র সন্তাপন ব্রতাচরণ করিলেইসে নারী শুদ্ধিলাভ করিবে।

যে নারী একবার মাত্র অন্য কর্তৃক উপভুক্ত হইয়া আর পাপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না করে, সে প্রজাপত্য ব্রতাচরণ এবং পুনর্ব্বার ঋতুমতী হইলেই শুদ্ধ হইবে। যাহার পত্নী সুরা সেবন করে, তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ পতিত হয়, এরূপে যাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হইয়াছে তাহার নরক গমন হইতে নিষ্কৃতি নাই। কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত আচরণের সময় গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এই পঞ্চগব্য ও কুশোদক পান করিয়া এক রাত্রি উপবাস করিলেই স্মৃতি মতে কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত করা হয়। স্বামী বিদেশে যাইলে, স্বামীর মৃত্যু হইলে অথবা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, যে নারী, উপপতি কর্তৃক জারজ গর্ভ উৎপাদন করায়, সেই পতিত পাপকারিণীকে ভিন্ন রাজ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সহিত বাহির হইয়া যায়; তবে তাহাকে নষ্টা বলে, তাহাকে আর কোন রূপেই গৃহে পুনর্গ্রহণ করা যায় না। যে নারী কামবশে বা মোহবশে বন্ধু, বা পুত্র, পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার পরলোক ইহলোক উভয়ই নষ্ট হয়। যদি নারী এইরূপ গৃহবহিষ্কৃত হইয়া দশ দিনের মধ্যে প্রত্যাগমন না করে, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। অতএব নারী, কোন কারণেই দশদিন গৃহ ত্যাগ করিয়া থাকিবে না, থাকিলে তাহাকে নষ্টা মধ্যে পরিগণিত করিতে হইবে। এ অবস্থায় যদি তাহাকে গৃহে লওয়া যায়, তবে স্বামীকে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে। বন্ধুগণকে কৃচ্ছ্র অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। আর তাহাদের সহিত যাহারা অন্নগ্রহণ বা জলপান করিয়াছে, তাহারা এক অহোরাত্র উপবাসেই শুদ্ধ হইবে। যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সাহায্য ব্যতীত একাকিনী গৃহবহিষ্কৃত হইয়া যায়, এবং বহির্গতা হইয়া একশত পুরুষের সংসর্গ করে, তাহা হইলে তাহার গোত্রীয়গণও তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে। এরূপ নারী যদি কোন পুরুষের গৃহে গমন করে, তবে তাহার গৃহ অশুদ্ধ হয়; এবং তাহার জারের যে গৃহ, সেই গৃহই তাহার পিতৃ মাতৃ গৃহ এরূপ উল্লেখ করিবে। পশ্চাৎ উক্ত গৃহকে পঞ্চগব্যের দ্বারা শোধন করিতে হইবে; এবং সেই গৃহের মৃণ্ময়পাত্র সমুদায় ত্যাগ করিয়া তথাকার বস্ত্র ও কাষ্ঠ সমুদায় শোধন করিতে হইবে। আর ফলযুক্ত সমুদায় দ্রব্যসম্ভারই গোকেশের দ্বারা শোধন করিতে হইবে। তাম্রপাত্র পঞ্চগব্য দ্বারা এবং কাংস্যপাত্র সকল দশবার ভস্মের দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া শোধন করিতে হইবে। তাহার পর উক্ত নষ্টা নারী যে বিপ্র গৃহে বাস করিয়াছিল, সেই বিপ্র ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া তৎপ্রদত্ত ব্যবস্থা মত প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। দুইটী গরু দক্ষিণা দিতে হইবে; এবং প্রজাপত্য ব্রতাচরণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণেতর অন্য সকল জাতির গৃহে সে নারী বাস করিলে এক দিবারাত্রি উপবাসের পর পঞ্চ-গব্যের দ্বারা গৃহকর্ত্তা গৃহ শোধন করিবেন। তৎপরে পুত্র ও ভৃত্য সহিত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, যজ্ঞীয় দ্রব্য ও চমস ভূমিস্থিত জল, দর্ভ, ইহারা কখনই অপবিত্র হয় না। ব্রাহ্মণগণ উপবাস ব্রত, পুণ্যকর্ম্ম, সন্ধ্যা, দেবার্চ্চনা, জপ, হোম, দান, এই সমস্ত দ্বারা সকল অবস্থাতেই শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

বিপ্র যদি অপবিত্ররেত গোমাংস, কিম্বা চাণ্ডালান্ন ভোজন করেন, তবে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবেন। সেই অবস্থায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহার অর্দ্ধেক ব্রত আচরণ করিবে। আর শূদ্র যদি উল্লিখিত দ্রব্য ভোজন করে, তবে তাহাকে প্রজাপত্য ব্রত আচরণ করিতে হইবে। শূদ্র পঞ্চগব্য ভোজন করিবে, দ্বিজ ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিবে। এবং ব্রাহ্মণ একটী গাভি, ক্ষত্রিয় দুইটী গাভি, বৈশ্য তিনটী, গাভি এবং শূদ্র চারিটী গাভি দান করিবে। শূদ্রের অন্ন, অশৌচের অন্ন, অভোজ্যের অন্ন, শঙ্কিতান্ন, নিষিদ্ধ অন্ন, বা পূর্ব্বোচ্ছিষ্ট অন্ন, যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ কিম্বা বিপদে পড়িয়া ভোজন করেন, তবে যখন তাহা

জানিতে পারিবে, তখন কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবেন এবং ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিবেন। যখন অন্ন—সর্প, নকুল বা বিড়াল কর্তৃক উচ্ছিষ্ট হইবে, তখন তিল, কুশ ও জল তাহাতে প্রক্ষেপ করিলেই শুদ্ধ হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি শূদ্র অভোজ্য অন্ন ভোজন করে, তবে পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিপ্রগণ এক পংক্তিতে উপবিষ্ট হইয়া একত্র ভোজন কালে যদি কোন একজন পাত্র ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়ে, তবে শেষ অন্ন আর কেহই খাইবে না। যদি এরূপ অবস্থায় কোন বিপ্র লোভ হেতু, বা মোহ হেতু পংক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তবে সেই বিপ্র কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতাচরণ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ রসুন, বৃন্তাক ফল, (বেগুণ) গৃঞ্জন (গাঁজরা) পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) বৃক্ষ নির্যাস দেবস্ব (দেব পূজার্থ দ্রব্য) করকা, উষ্ট্রী দুগ্ধ, ছাগী দুগ্ধ; এই সকল যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করে, তবে তাহাকে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া, পরে পঞ্চগব্য খাইয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ ভেক অথবা মূষিক মাংস ভক্ষণ করে, পরে সে বিষয় জানিতে পারিলেই অহোরাত্র উপবাসের পর যাবকান্ন ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। ক্ষত্রিয় হউক, আর বৈশ্যই হউক, যদি সে ক্রিয়াবান্ বা ধর্ম্ম কর্ম্মকারী ও বিশুদ্ধাচারী হয়, তবে তাহার গৃহে হোম (যজ্ঞ) ও হব্য কব্য কর্ম্মে (পিতৃ শ্রাদ্ধাদিতে) ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই ভোজন করিতে পারিবে। বিপ্রগণ নদী তীরে গমন করিয়া শূদ্রদত্ত ভোজ্য ভোজন করিতে পারিবে। যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ জাতাশৌচ বা মৃতাশৌচ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তবে কি প্রকারে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহা প্রতিবর্ণক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। শূদ্রের জাতাশৌচে ভোজন করিলে, অষ্ট সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বৈশ্যের জাতাশৌচে ভোজন করিলে পঞ্চ সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, ক্ষত্রিয়ের হইলে তিন সহস্র গায়ত্রী জপ করিলেই শুদ্ধ হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের অশৌচান্ন গ্রহণ করিলে কেবল প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়, অথবা বামদেব্য সামবেদ একবার পাঠ করিলেই শুদ্ধ হয়। যদি শূদ্রের গৃহ হইতে শুষ্ক অন্ন বা চাউল প্রভৃতি দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল প্রেরিত হয়, এবং যদি তাহা গৃহেই পাক করা হয়, তবে তাহা পবিত্র বিপ্রেরও ভোজনযোগ্য, ইঁহা মনু বলিয়াছেন। যদি কোনরূপ বিপদকালে বিপ্র শূদ্র-গৃহে ভোজন করেন, তবে তাহাতে তাঁহার মনস্তাপ জন্মিলেই শুদ্ধ হইবেন, অথবা শতবার গায়ত্রী জপ করিবেন। দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীর কিম্বা যে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, শূদ্রের মধ্যে এই কয়জনের অন্ন ভোজন করা যায়। শূদ্রকন্যা হইতে ব্রাহ্মণ ঔরসে জাত অথচ ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে দাস বলা যায়, কিন্তু অসংস্কৃত থাকিলে সে নাপিত হয়। যে পুত্র শূদ্র কন্যার গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাকে গোপাল বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই তাহার গৃহে, অন্ন ভোজন করিতে পারেন। বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিলে এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে আর্দ্ধিক, (অর্দ্ধসীরি) বলিয়া জানিবে। বিপ্র নিঃসংশয়ই তাহার গৃহে ভোজন করিতে পারে। যাহার অন্ন গ্রহণ বা জল পান করা যায় না, তাহার ভাণ্ডস্থ জল, দধি, ঘৃত বা দুগ্ধ যদি কেহ অজ্ঞানতঃ ভোজন করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র যদি উক্ত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা চাহেন, তবে বর্ণানুসারে ব্রহ্মকূর্চ্চ ভোজন বা উপবাসের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি দিতে হইবে। শূদ্রের উপবাস বিহিত নাই, শূদ্র দান করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। এক দিবারাত্রি মাত্র ব্রহ্মকূর্চ্চ আহার করিলে শ্বপাক (চণ্ডালও) শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, কুশজল, ইহাই (ব্রহ্মকূর্চ্চ বলিয়া) নির্দ্দিষ্ট আছে, এই পঞ্চগব্য পবিত্র ও পাপনাশকারক। কৃষ্ণবর্ণ গাভির গোমূত্র

শ্বেতবর্ণ গাভির গোময় গ্রহণ করিবে, তাম্রবর্ণ গাভির দুগ্ধ লইবে এবং কৃষ্ণবর্ণ গাভির দধি লইতে হইবে। কপিলবর্ণ গাভির ঘৃত গ্রহণ করিবে। তবে যদি এই পাঁচ বর্ণের গাভি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপিলা হইতেই সমস্ত সংগ্রহ করিবে। গোমূত্র এক পল লইবে, দধি তিন পল লইবে, ঘৃত এক পল লইবে, গোময় অর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত লইবে, দুগ্ধ সপ্ত পল লইবে, আর কুশোদক এক পল লইবে। গায়ত্রী পাঠ করিয়া গোমূত্র লইবে; "গন্ধ দ্বারা" ইতি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গোময় লইবে, 'অপ্যায়স্ব' এই মন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ গ্রহণ করিবে, 'দধিক্রাব্ন' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া দধি হইবে। 'তেজোসি শুক্রম্' এই মন্ত্র পড়িয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে, 'দেবস্য ত্বা' ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া কুশোদক লইবে, তৎপরে ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চগব্য শোধন করণান্তর অগ্নির নিকটে স্থাপন করিবে। তৎপরে "আপেহিষ্ঠা" এই পাঠ করিতে করিতে উক্ত ছয় দ্রব্য আলোড়ন করিয়া মিশ্রণ করিবে এবং "মানস্তোক" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে মন্ত্রপূত করিবে। যে কুশের (অন্ততঃ) সাতটা অপেক্ষা অল্প নধর পাতা আছে, যাহার অগ্রভাগ ছিন্ন নহে, যাহার বর্ণ শুক পক্ষীর ন্যায়; এরূপ কুশ দ্বারা যথানিয়মে পঞ্চগব্য দ্বারা হোম করিতে হইবে। "ইরাবতী-ইদং বিষ্ণু মানস্তোক চ শংবতী" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিতে হয়। পরে হোম শেষ যাহা থাকিবে, তাহাই পান করিতে হয়। পান করিবার পূর্ব্বে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহা আলোড়ন করিবে, এবং প্রণব উচ্চারণ করিয়াই তাহা মন্থন করিবে, তৎপরে প্রণব পাঠ করিয়া উহাকে উঠাইয়া লইয়া প্রণব পাঠ করিয়াই তাহা পান করিবে। যে পাপ দেহীদিগের দেহে একেবারে হাড়ে হাড়ে বিদ্ধিয়াছে, সে সমস্তই অগ্নি কর্ত্তৃক কাষ্ঠ দাহের ন্যায় এই ব্রহ্মকূর্চ্চ কর্ত্তৃক একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। যদি জলপান করিবার কালে জল মুখনিঃসৃত হইয়া পাত্র মধ্যে পতিত হয়, তবে সে জল অপেয় হইবে। তাহা পুনর্ব্বার পান করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিতে হয়। কূপ মধ্যে যদি কুক্কুর, শৃগাল, মর্কট পড়িতে দেখা যায়, কিম্বা যদি তাহাতে অস্থি চর্ম্মাদি পতিত হয়, তবে সেই অপবিত্র জল কোন দ্বিজ পান করিলে (তাহাকে নিম্নলিখিত বিধান মতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়)। যদি কূপ মধ্যে নর, কাক, বিড়াল, বরাহ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গরু, হস্তী, ময়ূর, গাণ্ডার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, ইহাদের মধ্যে কাহারও অস্থি বা কঙ্কাল পতিত হয়, তাহা হইলে সেই কূপের জল দূষিত হইবে। সে অপবিত্র জল পান করিলে নিম্নলিখিত ক্রম-অনুযায়ী বিধানমত সকল বর্ণের লোকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বিপ্র তিন রাত্র উপবাসে শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়কে দুই রাত্রি উপবাস করিতে হয়, বৈশ্যকে এক দিন উপবাস করিতে হয়, আর শূদ্র এক রাত্রি উপবাস করিলেই শুদ্ধ হইবে। যে দ্বিজ পরপাক নিবৃত্ত, পরপাক রত, কিম্বা কোন অপচ ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করে, তবে তাহাকে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। অপচ ব্রাহ্মণকে দান করিলেও দানের এই ফল হয় যে, দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েই নরকে গমন করেন। যে গৃহস্থ, অগ্নি গ্রহণ করিয়া অগ্নি স্থাপনানন্তর, পঞ্চ যজ্ঞ না করে, মুনিগণ তাহাকেই পরপাক নিবৃত্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি নিত্য প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া স্বয়ং পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতঃ পরান্নের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকেই পরপাক-রত বলে। যে বিপ্র গৃহধর্ম্মবিহীন হইয়াও দান করে, ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ তাহাকেই অপচ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রতি যুগে যে যুগধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, যে সকল দ্বিজগণ সেই ধর্ম্মেতেই নিরত থাকেন, তাঁহাদের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে, কেন না ব্রাহ্মণগণই যুগরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যদি কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি হুঙ্কার প্রয়োগ করে, কিম্বা মাননীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে "তুমি" বলিয়া সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে স্নান করিয়া সমস্ত দিবস তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রসন্ন করিতে হইবে। যদি কেহ তৃণের দ্বারাও তাড়না করেন, কিম্বা তাঁহার গলায় বস্ত্র দেয়, অথবা বিবাদে তাহাকে হারাইয়া দেয়, তবে প্রণামাদি দ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে

প্রসন্ন করিতে হইবে। যদি কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ডাদি উত্তোলন করে, তবে এক রাত্রি উপবাস করিবে, তাঁহাকে ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিলে ত্রিরাত্রি উপবাস করিবে, রক্ত বাহির করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে, আর যদি প্রহারের জন্য ভিতরে রক্ত জমিয়া যায়, তবে সুধু কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিতে হইবে। পাণি পরিমাণ অন্ন মাত্র ভোজন করিয়া নয় দিন কাটাইলে অতি কৃচ্ছ্র ব্রত করা হয়। আর ত্রিরাত্রি মাত্র উপবাস করিলে তাহাকেই কৃচ্ছ্র বলা যায়। যদি এককালে সর্ব্বপ্রকার পাপ কার্য্যের সম্মিলন হয়, তথাপি লক্ষবার গায়ত্রী জপ করিলেই শ্রেষ্ঠ শুদ্ধি লাভ করা যায়।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দুঃস্বপ্ন দেখার পর, বমন করার পর, ক্ষৌরী হওয়ার পর, স্ত্রীসম্ভোগ করার পর কিম্বা শ্মশানে চিতাধূম গায়ে লাগিলে পর স্নান করিতে হইবে। যদি দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের কেহ অজ্ঞান বশতঃ বিষ্ঠা বা মূত্র কি সুরা পান করিয়া ফেলে, তবে তাহার পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হয়। দ্বিজগণের পুনঃসংস্কার কর্ম্মে অজিন, মেখলা দণ্ড ভিক্ষাচর্য্য, ব্রত সমুদায়ই নিবৃত্ত করিতে হয়। স্ত্রী ও শূদ্রগণের শুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য ব্রত বিহিত আছে। তৎপরে স্নানানন্তর পঞ্চগব্য প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করিলেই শুদ্ধি লাভ হইবে। যদি নিত্য স্নান ক্রিয়ার কোন বাধা পড়ে বা গৃহস্থাপিত অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায় বা অন্য কারণে অগ্নি কার্য্যের কোন বাধা পড়ে কিম্বা পরিব্রজ্যার বিঘ্ন নাশ হয়, তাহা হইলে এই তিন প্রত্যবায় হইতে যেরূপে শুদ্ধিলাভ করা যায় তাহার বিধান করা যাইতেছে। এইরূপ স্থলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই তিন বর্ণের লোক দুইটী প্রাজাপত্য আচরণ দ্বারা কিম্বা তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা অথবা একাদশ বৃষ দান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। এক্ষণে ব্রাহ্মণের কথা বলা যাইতেছে, তাহারা বনে গমন করিয়া কোন এক চতুষ্পথ মধ্যে শিখা সমেত মস্তক মুণ্ডন করিয়া তিনটী প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন এবং একটী গাভি ও একটী বৃষ দক্ষিণা দিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ ইহা দ্বারাই শুদ্ধি লাভ করিয়া, সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে ও পুনঃ ব্রহ্মত্ব লাভ করিবে। মনীষিগণ পাঁচ প্রকার স্নানের কথা বলিয়াছেন, যথা আগ্নেয়, বারুণ, ব্রাহ্ম, বায়ব্য ও দিব্য। ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন করাকে আগ্নেয় স্নান বলে, অবগাহন করিয়া স্নান করিলে বারুণ স্নান বলে; "আপোহিষ্ঠা" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মানসিক স্নান করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম স্নান বলে; ধূলি দ্বারা মার্জ্জন করিলে তাহাকে বায়ব্য স্নান বলে। রৌদ্র থাকিতে বর্ষার জলে স্নান করিলে তাহাকেই দিব্য স্নান বলে। এই দিব্য স্নানে মানবেরা গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন। যখন বিপ্রগণ স্নানার্থ আগমন করেন, তখন পিতৃগণ ও দেবগণ তৃষ্ণাতুর হইয়া জল পান করিবার জন্য বায়ুরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে থাকেন। যখন বিপ্রগণ স্নান করিয়া কাপড় নিংড়ান তখন তাঁহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। একারণ পিতৃ তর্পণ না করিয়া কখন কাপড় নিংড়াইবে না। যে দ্বিজ, স্নান শেষ করিয়া দাঁড়াইয়াই চুল ঝাড়েন, কিম্বা জলের উপর আচমন করেন, পিতৃগণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার দত্ত তর্পণ জল পরিত্যক্ত হয়। শিরে পাকৃড়ি বাঁধিয়া রাখিলে, কাচা খুলিয়া রাখিলে শিখাবন্ধন করিয়া না রাখিলে, কিম্বা যজ্ঞোপবীত না থাকিলে, সে অবস্থায় দ্বিজ আচমন করিলেও অশুচি হইবে। স্থলে থাকিয়া জলের উপর আচমন করিবে না। জল স্থল উভয়কে স্পর্শ করিয়া উভয়েতে আচমন করিলেই তবে শুদ্ধ হওয়া যায়। স্নানের পর, পানের পর, হাঁচির পর, শয়নের পর, ভোজনের পর, কিম্বা পথে গমনের পর অথবা বস্ত্র পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে আচমন করা থাকিলেও পুনর্ব্বার আচমন করিবে। হাঁচি হইলে, নিষ্ঠীবন করিলে, দন্ত উচ্ছিষ্ট হইলে, মিথ্যা বলিলে, কিম্বা পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সোম,

সূর্য্য ও অনিল, ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে বাস করেন। দিবাকর-করের দ্বারা পবিত্র হইয়া দিবাভাগেই স্নান করা প্রশস্ত। আর যে সময় রাহু দর্শন হয় (গ্রহণ হয়) সে সময় ব্যতীত অন্য নিশিতে স্নান করা প্রশস্ত নহে। মরুতগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ ও অন্যান্য আদিদেবগণ সকলেই সোম দেবতার মধ্যে বিলীন থাকেন। একারণ চন্দ্র গ্রহণ সময়ে স্নান করিতে হয়। খলযজ্ঞ, বিবাহ, সংক্রান্তি ও গ্রহণ এই কয় সময়েই কেবল রাত্রি কালে দান করা কর্ত্তব্য, অন্য সময়ে রাত্রিতে দান বিহিত নহে। পুত্র জন্মিলে, যজ্ঞ কালে, বা স্বস্ত্যয়ন সময়ে বা রাহু দর্শনে রাত্রি কালে দান প্রশস্ত অন্য সময়ে রাত্রিতে দান প্রশস্ত নহে। রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরকে মহানিশা বলে। রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে দিনবৎ স্নান করিতে পারা যায়। চিতিস্থিত চৈত্য, বৃক্ষ, চণ্ডাল ও সোম-বিক্রয়কারী ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ সবস্ত্রে জল মধ্যে অবগাহন করিবেন। অস্থি সঞ্চয়নের পূর্ব্বে রোদন করিলে স্নান করিতে হয়। বিপ্রগণের দশ দিবসের মধ্যে রোদন করিলে স্নানের পূর্ব্বে তাহাদের আচমন করিতে হয়। সূর্য্য যখন রাহুগ্রস্থ হয়, তখন সমস্ত জলই গঙ্গার সমান পবিত্র হয়, চন্দ্র গ্রহণ কালেও উহা হইয়া থাকে। সুতরাং সে সময়ে সর্ব্বত্রই স্নান দানাদি কর্ম্ম করা যায়। কুশের দ্বারা পবিত্র জলে স্নান করিয়া, কুশজলে আচমন করিয়া, যে কুশের দ্বারা জল উঠাইয়া তাহা পান করিলে দ্বিজগণের সোম পান সদৃশ ফল হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিকার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সন্ধ্যা-উপাসনাবর্জ্জিত হইয়াছে, বেদ অধ্যয়ন করে না, তাহাদের সকলকে বৃষল বলে। অতএব বৃষল হইবার ভয় থাকিলে ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদ পড়িতে না পারুন অন্তত বেদের একাংশও পাঠ করা কর্ত্তব্য। শূদ্রের অন্ন পানীয় দ্বারা পুষ্ট হইয়া যদি বিপ্র নিয়ত বেদ পাঠও করেন বা জপ হোম করেন, তথাপি তাঁহার সদ্গতি হয় না। শূদ্রের অন্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত সংস্রব রক্ষা, শূদ্রের সহিত সহবাস এবং শূদ্র হইতে জ্ঞান লাভ করিলে ব্রাহ্মণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত-অন্তর হইলেও অধঃপতিত হয়। যে দ্বিজের শরীর জন্মাশৌচ বা মৃতাশৌচযুক্ত শূদ্রের অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, সে যে কোন্ কোন্ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা আমিও বিশেষরূপে জানি না। সে দ্বাদশ জন্ম গৃধ্র, দশজন্ম শূকর, সপ্ত জন্ম কুকুর হইবে, ইহা মনু বলিয়াছেন। যদি কোন বিপ্র দক্ষিণা পাইয়া শূদ্রের নিমিত্ত হোম করেন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবে, আর শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। যে দ্বিজ মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন, তিনি কোন সময়ে উপবিষ্ট হইয়া কথা কহিবেন না। যে ব্রাহ্মণ, আহার করিবার সময় কথা কহেন, তাঁহাকে সে অন্নত্যাগ করিয়া উঠিতে হইবে। যে বিপ্র অর্দ্ধ ভোজন করিয়া সেই পাত্রে জল পান করিবে, তাহার দৈব ও পিতৃ কর্ম্ম সমুদায় নষ্ট হইবে, এবং সে আত্মাকেও অধঃপাতে লইয়া যাইবে। তর্পণ পাত্র উপস্থিত থাকিতেও যে দ্বিজ তর্পণ না করে, তাহার প্রতি দেবগণ তৃপ্ত হয়েন না এবং পিতৃগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। ন্যায়বান এবং সুবুদ্ধিমান গৃহস্থ যখন পোষ্যপালন এবং ধর্ম্মার্থ সিদ্ধি নিমিত্ত নিরত থাকিবেন, তখনও সদা সর্ব্বদা কেবল ধর্ম্মই অনুধ্যান করিবেন। ন্যায়ানুসারে ধন উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা জ্ঞান রক্ষা বা জ্ঞানোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কারণ যে ন্যায়পথে না চলিয়া জীবন যাপন করে, সে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়। অগ্নিচিৎ ব্রাহ্মণ, কপিলা গাভি, যজ্ঞকারী, রাজা, ভিক্ষুক ও সমুদ্র, এই সকল দেখিবামাত্র পুণ্য লাভ হয়। অতএব ইহাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতে চেষ্টা করিবে। অরণি, কৃষ্ণ মার্জ্জার, চন্দন, উৎকৃষ্ট মণি, ঘৃত, তিল, কৃষ্ণাজিন ও ছাগ এই সমুদয় রাখিবে। এক শত গাভী ও একটী বৃষ যে ক্ষেত্রে মুক্তভাবে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতে পারে, সেই পরিমাণ ক্ষেত্রের দশ গুণ ক্ষেত্রকে এক গোচর্ম্ম কহে। কেহ যদি মন, বাক্য বা কোনরূপ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি রূপ মহাপাতক করে, তাহা হইলে এইরূপ এক গোচর্ম্ম দান করিলেই সদ্য পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। বহু কুটুম্ব বা পরিবার-

যুক্ত পবিত্র ব্রাহ্মণকে বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়কে যে দান করা যায়, তাহাতে দাতার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। ষোল দিনের মধ্যে যদি কোন নারী পুনর্ব্বার রজস্বলা হয়, তাহা হইলে স্নান করিয়াই সে শুদ্ধ হইতে, পারিবে। ষোল দিনের পরে হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ থাকে, ইহা মুনি উশনা বলিয়াছেন। চাণ্ডালী স্পর্শ করিলে দুই দিন, প্রসূতিকে স্পর্শ করিলে চারি দিন, রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিলে ছয় দিন এবং পতিতা নারীকে স্পর্শ করিলে আটদিন অশৌচ হয়। অতএব তাহাদের নিকটে যাইলেই স্বতন্ত্র স্নান করিতে হইবে। আর অজ্ঞান বশতঃ উহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নানের পর সূর্য্য দর্শন করিলেই হইবে। যদি কোন জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ বাপী কূপ বা তড়াগে মুখ দিয়া জল পান করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে পরজন্মে কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। যদি কোন পুরুষ ভার্য্যা প্রতি ক্রোধবশতঃ সে ভার্য্যাতে গমন করিবে না, সে অগম্যা এই-রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে সেই ভার্য্যা গমন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সেই কথা বিপ্রগণকে শ্রবণ করাইতে হইবে। যদি শ্রান্তি-জন্য, ক্রোধজন্য, তমোভাবের আধিক্যহেতু কিম্বা ভ্রমবশতঃ অথবা ক্ষুধা পিপাসা বা ভয়ে অতিশয় কাতর থাকায়, দানাদি পুণ্যকর্ম্ম না করে, তবে তাহাকে তিন দিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহাকে মহানদীর সঙ্গমস্থলে প্রতিদিন তিনবার স্নান করিতে হইবে। এই রূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া গোদক্ষিণা দিতে হইবে। দুরাচারী, নিষিদ্ধাচারী বিপ্রের অন্ন যদি কোন দ্বিজ ভোজন করে, তাহা হইলে এক দিন অভুক্ত থাকিতে হইবে। যে বিপ্র সদাচারী ও বেদান্তবাদী, তাহার অন্ন এক দিবা রাত্রি মাত্র ভোজন করিলে নরগণ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যদি কেহ ঊর্দ্ধোচ্ছিষ্ট অবস্থায় মরে, অথবা অধোচ্ছিষ্ট হইয়া মরে, অথবা অন্তরীক্ষে বা শূন্যপথে মৃত্তিকাস্পৃষ্ট না থাকিয়া মরে, তাহা হইলে তাহার মরণাশৌচ, তিনটী কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। কৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হইলে দশ হাজার বার গায়ত্রী জপ ও তিন শত প্রাণায়াম করিতে হইবে, এবং পুণ্যতীর্থে দ্বাদশবার আর্দ্র শির অবস্থায় স্নান করিতে হইবে। পরে দ্বিজোযন তীর্থ যাত্রা করিতে হইবে। ইহাই কৃচ্ছ্র ব্রত। যদি কোন গৃহস্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক কামবশে ভূমিতে রেতঃ নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সহস্রবার গায়ত্রী জপ ও তিন বার প্রাণায়াম করিতে হইবে। কোন ব্রহ্মহত্যাকারী যদি প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা জন্য চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের নিকট গমন করে, তবে তিনি তাহাকে সেতুবন্ধ তীর্থে গমন করিবার ব্যবস্থা দিবেন। সে এই সেতু বন্ধ পথে চারিবর্ণের নিকটই ভিক্ষা করিতে পারিবে। কেবল কুকর্ম্মে নিরত ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা করা ত্যাগ করিবে। সে সময়ে ছত্র ও পাদুকা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহাকে ভিক্ষার সময় বলিতে হইবে যে, আমি অতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, আমি মহা পাপকারী ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি। এক্ষণে ভিক্ষার্থী হইয়া তোমার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছি। ইহাকে এই সময়ে গোকুলে, গ্রামে, নগরে, বনে, তীর্থে নদী প্রস্রবণ ধারে সর্ব্বত্রই বাস করিতে হইবে? এবং এই সমস্ত স্থানে নিজ পাপ কীর্ত্তন করিতে হইবে। তৎপরে পবিত্র সাগর সমীপে গমন করিয়া দশ যোজন প্রশস্ত ও শত যোজন দীর্ঘ; রামচন্দ্রের আদেশে বানর নলের পরিশ্রম দ্বারা প্রস্তুত সেই সমুদ্রের সেতু দর্শন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। পৃথিবীপতি রাজা যদি ব্রহ্মহত্যা-কারী হয়েন, তবে তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইবে। তৎপরে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সেতুবন্ধ হইতে, আর রাজা যজ্ঞের অশ্ব সহিত ভ্রমণান্তর পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া বাসার্থ নিজ গৃহে গমন করিবেন। তৎপরে পুত্র ও ভৃত্য সহিত মিলিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে এবং চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণকে একশত করিয়া গরু দক্ষিণা দিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণগণের প্রসাদ পাইলেই ব্রহ্মহত্যাকারী পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। যজ্ঞ বা ব্রত-কারিণী স্ত্রীলোককে, হত্যা করিলেও এই ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম পালন করিতে হইবে। যে দ্বিজ মদ্যপায়ী, তাহাকে সমুদ্র-গামী নদীতে গমন করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত

করিতে হইবে। ব্রত সাঙ্গ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন] করাইতে হইবে এবং বৃষ সহিত গাভি ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বয়ং মুষল হস্তে করিয়া আপন-বধ দণ্ডের নিমিত্ত রাজার নিকট গমন করিতে হইবে। রাজা তাহাকে দিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু যে ইচ্ছা করিয়া কামতঃ চুরি করিয়াছে, রাজা তাহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিবেন। যেমন জলের উপর তৈলবিন্দু ফেলিলে তাহা সমুদয় জলের উপরিভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ একত্র বসিলে, একত্র শয়ন করিলে, একত্র গমন করিলে, একত্র আলাপ করিলে বা একত্র ভোজন করিলে, একজনের পাপ অপরের শরীরে সংক্রামিত হয়। চান্দ্রায়ণ, যাবক ভোজন তুলাপুরুষ-ব্রত ও গাভির অনুগমন, ইহা দ্বারাই সমুদয় পাপক্ষয় হইয়া থাকে। এই পঞ্চশত নিরানব্বই শ্লোকযুক্ত পরাশর শাস্ত্রে ধর্ম্মশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। যাহারা স্বর্গ গমনে অভিলাষী, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন কার্য্য যেরূপ, এই ধর্ম্মশাস্ত্রও সেইরূপ যত্নের সহিত নিয়ত অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

পরাশর-সংহিতা সমাপ্ত।

ব্যাস-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

বারাণসীক্ষেত্রে তপোধন বেদব্যাস সুখেতে আসীন রহিয়াছেন, এমন সময় অন্যান্য মুনিগণ, তাহার নিকট গমন করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের কর্ত্তব্য ধর্ম্মসমূহ জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মৃতিশালী সেই বেদব্যাস মুনি, অন্য মুনিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বেদার্থসম্পূর্ণ স্মৃতিসমূহ স্মরণ করত, হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "হে মুনিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। যে যে স্থলে কৃষ্ণসার মৃগ সর্ব্বদা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করে, সেই সেই স্থানেই বেদোক্ত ধর্ম্ম ব্যবহার করা উচিত অর্থাৎ সে স্থলীয় লোকেরাই কেবল ধর্ম্ম ব্যবহার করিবে, ম্লেচ্ছাদি দেশে ব্যবহার্য্য নহে। যেখানে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের, বিরোধ দেখা যায়, সেখানে শ্রুতিকথিত বিধিই বলবান্ এবং যে স্থলে স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সে স্থলে স্মৃতিকথিত বিধিই বলবান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি—দ্বিজ শব্দ প্রতিপাদ্য, এই তিন বর্ণই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী; অপর জাতি (শূদ্রাদি) অধিকারী নহে। শূদ্রজাতি চতুর্থ বর্ণ, এই জন্যই ধর্ম্মের অধিকারী, কিন্তু বেদমন্ত্র ও স্বহা, স্বধা, বষট্‌কারাদি শব্দের উচ্চারণে অধিকারী নহে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণ কন্যা, তাহাকে বিপ্রবিন্না কহে, বিপ্রবিন্না পত্নীতে জাত সন্তানের, জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে; ক্ষত্রবিন্না পত্নীতে (ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় করিবে, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিত শূদ্র কন্যাতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিত বৈশ্য কন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিত শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্র জাতির মত করিবে। অধমজাতি পুরুষ হইতে উত্তম জাতির স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান,—শূদ্র অপেক্ষা অধম। ব্রাহ্মণ কন্যাতে শূদ্র জনিত সন্তান চণ্ডাল জাতি হয়, এবং কোন ধর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে না। চণ্ডাল তিন প্রকার;—(১ম) অবিবাহিতা কন্যাতে উৎপন্ন সন্তান; (২য়) সগোত্রা পত্নীর-গর্ভজাত; (৩য়), ব্রাহ্মণীতে শূদ্রজনিত। বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ, কোলজাতি আর যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে ইহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ সকল অন্ত্যজজাতীয় শূদ্রের সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়, উহাদিগকে দেখিলে, সূর্য্যদর্শন করিতে হয়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, কেশচ্ছেদন, স্নান, বিবাহ, বিবাহাগ্নি পরিগ্রহ (বিবাহকালে হোমার্থ যে অগ্নি জ্বালা হয়, দ্বিজাতিরা আজীবন সে অগ্নি রাখিয়া থাকেন, এবং ত্রেতাগ্নি

সংগ্রহ,(দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি) এই তিন প্রকার অগ্নি আছে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা ঐ অগ্নিত্রয় গ্রহণ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত রক্ষা করেন; এই ষোড়শটি ব্রাহ্মণের সংস্কার, স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই ষোলটি সংস্কার সাগ্নিক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, নিরগ্নি ব্রাহ্মণের কেবলমাত্র দশটি কর্ত্তব্য। জাতকর্ম্ম হইতে কর্ণবেধ পর্য্যন্ত যে নয়টি সংস্কার, তাহাতে স্ত্রীলোকের মন্ত্র পাঠ নাই, এবং শূদ্রজাতির বিবাহ পর্য্যন্ত দশটি সংস্কারেই মন্ত্রপাঠ নাই; উপনয়নাদি ছয়টি সংস্কার স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রজাতির নাই। গর্ভাধান সংস্কার পত্নীর আদ্য ঋতুদর্শনেই কর্ত্তব্য। পত্নীর প্রথম গর্ভ প্রকাশ পাইলে তৃতীয় মাসে পুংসবন কর্ত্তব্য, অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন কর্ত্তব্য, পুত্র জন্মাইলে ষষ্ঠ দিবসে জাতকর্ম্ম, একাদশ দিবসে নামকরণ। অর্কদর্শন,(নিষ্ক্রামণ) সংস্কার চতুর্থ মাসে কর্ত্তব্য। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কুলপ্রথানুসারে তিন বর্ষ হইতে কর্ণবেধ সংস্কারের প্রাক্কালে কর্ত্তব্য. চূড়াকরণের পর কর্ণবেধ বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকুমারের গর্ভাষ্টম বৎসরে উপনয়ন সংস্কারকর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় বালকের গর্ভৈকাদশবৎসরে এবং বৈশ্য বালকের গর্ভ দ্বাদশ বৎসরে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতির যে গর্ভাষ্টমাদি বৎসর উপনয়ন সংস্কারে নির্দ্ধারিত হইল, ব্রাহ্মণের পঞ্চদশ বর্ষ ২মাস, ক্ষত্রিয়ের ২৩ বর্ষ ২ মাস, বৈশ্যজাতির ত্রয়োবিংশ ২মাস, বৎসর অতীত হইলে ঐ সকল বালক বেদ-পাঠ ও উপনয়ন সংস্কার রহিত হয়। উহাদিগকে ব্রাত্য কহে। ঐ ব্যক্তি ব্রাত্য ষ্টোম নামক প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতির দুই জন্ম। প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভ হইতে, দ্বিতীয় জন্ম গুরুর নিকট যথাবিধি বেদমাতা গায়ত্রী গ্রহণ হইতে। এইরূপে দ্বিজত্বপ্রাপ্ত, অগ্রবোষবর্জ্জিত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি বেদ স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নে যোগ্য হয়। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সমাহিত চিত্তে প্রতিদিন গুরুগৃহে বাস করিবে, এবং দণ্ড কৌপীন যজ্ঞোপবীত মৃগচর্ম্ম এবং মেখলা নিত্য ধারণ করিবে। পুণ্যদিবসে গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মন্ত্র দ্বারা আহুতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রথমে "ওঁকার" এবং গায়ত্রী উচ্চারণ করতঃ বেদ পাঠ আরম্ভ করিবে। শৌচ এবং আচার জানিবার নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে এবং গুরুর নিকট উত্তমরূপে পাঠ অভ্যাস করিবে এবং গুরুর হিতজনক কার্য্য করিতে ত্রুটি করিবে না। তদনন্তর বৃদ্ধগণকে অভিবাদন করিয়া গুরুর আশ্রয় লইবে; অধ্যয়নের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন এবং গুরুর হিত চেষ্টা করিবে। গুরুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও কোন উত্তর করিবে না, তাড়িত হইলেও স্থানান্তরে গমন করিবে না। বিদ্বেষ, পৈশুন্য, (খলতা) হিংসা, (অকারণ) সূর্য্য দর্শন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, উন্মত্ততা, পরনিন্দা, শারীরিক শোভাসম্পাদন, চক্ষে কজ্জলধারণ, গন্ধদ্রব্যাদির অনুলেপন, আদর্শে দেহাবলোকন, মাল্যধারণ, চন্দনলেপন, স্ত্রীসহবাস, বৃথাপর্য্যটন, অসন্তোষপ্রকাশ, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, এ সকল ত্যাগ করিতে হইবে। মধ্যাহ্নকাল কিঞ্চিৎ অতিবাহিত হইলে, গুরুর আজ্ঞা লইয়া অলোলুপচিত্তে সদ্বৃত্তি ও নিয়মিদিগের নিকট ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ধনতুল্য জ্ঞানে গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পন্ন করিয়া গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে ভিক্ষাদ্রব্য যথানিয়মে ভোজন করিবে; কেবল অন্ন (ব্যঞ্জনাদি রহিত), কিম্বা উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না। ভোজনান্তে আচমন করিবে। অপাদগ্রস্ত হইলেও, ভিক্ষাদ্রব্য ব্যতীত ধনাদি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ; এবং অনিন্দিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে ভোজন করিবে। ব্রহ্মচারী ব্রতে অনিষিদ্ধ যে একান্ন তাহা ভোজন করিয়া গুরুর সেবা করিবে। অগ্রে যজ্ঞীয়াগ্নিতে সমিধ্ আধান করিবে, তদনন্তর, গুরুর পরিচর্য্যা করিবে। (রাত্রিকালে) গুরুর অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গুরুর পরে অবনত শরীরে শয়ন করিবে। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ এইরূপ অভ্যাস করিয়া ব্রতাচরণ করিবে; বেদাধ্যয়ন সমাপ্তিপর্য্যন্ত গুরুর হিতকারী, প্রিয়-বক্তা সম্যক্‌রূপে গুরুর অর্থসাধক হইয়া প্রত্যহ গুরুর আরাধনা করিবে। এই

সকল নিয়ম অবলম্বন করিয়া বেদ এবং মন্ত্র অধ্যয়ন করিলে পর ঐ (ব্রহ্মচারী) দ্বিজ শাপ প্রদানে ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হ'ন্ এবং ঋষিগণের সলোকতা অর্থাৎ স্বর্গাদি পাইতে পারেন। দুগ্ধ, সুধা, মধু এবং ঘৃত দ্বারা দেবগণ প্রীত হ'ন। সেই হেতু অনধ্যায় তিথি-ব্যতিরেকে প্রতিদিন বেদপাঠ করিবে। গুরু-বাক্য অবলম্বন করিয়া অনধ্যায় দিবসে বেদের যে সকল অঙ্গ, তাহা পাঠ করিবে। গুরুবচন লঙ্ঘনে বেদাধ্যয়ন ফলজনক হয় না। অতএব নিরহঙ্কার হইয়া গুরুবচনানুসারে কার্য্য করিবে। সেই বেদ, অল্প অধ্যয়ন-সম্পন্ন দ্বিজেরও ইহ পরলোকে উপকারী। যে ব্যক্তি উপনয়ন হইতে মরণ পর্য্যন্ত এই ব্রত আচরণ করে, সে, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী; নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজ উপনয়নের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই ব্রত অবলম্বন করে, সেই নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হ'ন। যে দ্বিজ ষট্‌ত্রিংশৎবর্ষ এই ব্রত করে, সে, উপকুর্ব্বাণক; ব্রতাচরণ করিয়া কেশান্ত কর্ম্ম করিবে এইরূপে বেদসকল বা বেদসমাপ্ত করিয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে দক্ষিণা দিয়া স্নান করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এবংপ্রকারে বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া গুরুর অনুমতিক্রমে অবভৃথ স্নান সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রম-অভিলাষী, দ্বিজ অনিন্দনীয় বংশজাতকন্যা বিবাহ নিমিত্ত চেষ্টা করিবে। যে বংশে (সাংক্রামিক) রোগ অথবা কোন দোষ নাই, তাদৃশ বংশজাতা, পণগ্রহণদোষে অদূষিতা সবর্ণা, অসমানপ্রবরা, মাতৃসপিণ্ড ভিন্না এবং পিতৃসপিণ্ড ভিন্না, অনন্য-পূর্ব্বা ক্ষীণাঙ্গী, মঙ্গলদায়িকা, লক্ষণসংযুক্তা, ক্ষৌমাদি বস্ত্রাবৃতা, গৌরী (সুন্দরী অথবা অষ্ট বর্ষীয়া,) যে কন্যার পিতৃপিতামহাদি দশ পুরুষ পর্য্যন্ত বিখ্যাতনামা ছিলেন; তাদৃশ বংশসম্ভূতা এবং খ্যাতনামা অর্থাৎ কীর্ত্তিযুক্ত, পুত্রবান্, সদাচারবিশিষ্ট, পণ্ডিত এবং কন্যা-দানে অভিলাষী যে পুরুষ, তাহার কন্যা উপস্থিত হইলে ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিবে। ব্রাহ্মবিবাহবিধি-অনুসারে, তদভাবে অন্য বিধি অবলম্বন করিয়া বয়ো বিদ্যা বংশাদিতে তুল্য এমত যে পাত্র, তাহাকে কন্যা প্রদান করিবে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞাতি এবং মাতা কন্যাদানে অধিকারী, পূর্ব্ব-পূর্ব্বের অভাব হইলে পরপর উক্ত দাতৃবর্গ-মধ্যে যে থাকিবে, সেই কন্যা প্রদান করিবে। এ সকল ব্যক্তির অভাব হইলে কন্যা স্বয়ংই বিবাহ করিতে পারে। যদ্যপি কন্যা দাতার অনবধানতাবশতঃ অবিবাহিতাবস্থায় ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে ভ্রূণহত্যার পাতক হয়। ঋতুকালের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি কন্যা দান না করে, সে পতিত হয়। তোমাকে আমি এই কন্যা দিলাম, এইরূপ দাতা এবং আমি এ কন্যা গ্রহণ করিলাম, গ্রহীতাও এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দান ও গ্রহণ করিলে পর, দাতা ও গ্রহীতা এই উভয়ের কেহই দণ্ডার্হ হয় না। দোষরহিত কন্যাকে ত্যাগ করিলে পর এবং দোষশূন্যা কন্যাকে দূষিতা করিলে পর দণ্ডার্হ হইতে হয়। সবর্ণা বিবাহ করিয়া, ইচ্ছা হইলে অসবর্ণাকেও বিবাহ করিতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অসবর্ণ হইবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে এবং বৈশ্যও শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু নীচবর্ণ উত্তম বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। সকল বর্ণা ভার্য্যা থাকিলেও সবর্ণা ভার্য্যা সহধর্ম্মচারিণী হইবে, সজাতীয়ার মধ্যে যে পত্নী ধর্ম্মত্যাগ করে না, ধর্ম্মবিষয়ে অনুরাগবতী, সেই তাহার জ্যেষ্ঠা। পূর্ব্বে ব্রহ্মা একদেহ দুই ভাগ করেন;— পূর্ব্বার্দ্ধভাগ দ্বারা পতিগণ হয়, অপরার্দ্ধ ভাগ দ্বারা পত্নীগণ হয়, ইহা শ্রুতিতে প্রমাণ আছে। পুরুষ যে পর্য্যন্ত পত্নী লাভ করিতে না পারে, সেই কাল পর্য্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ থাকে। কৃতদার হইয়া পুরুষ গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অগ্নি এবং পত্নীর সহিত গৃহ-

স্থাশ্রমে বাস করিবে; কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে ধন লাভ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য ও বৈতানাগ্নি ত্যাগ করিবে না। বৈবাহিক যে অগ্নি, তাহাতে স্মৃতিবিহিত কর্ম্মসমূহ বিবাহ কালীনাগ্নিতে শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মসমূহ প্রতিদিন প্রীতিপূর্ব্বক বিধ্যানুসারে করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামবিষয়ে দিবারাত্রকাল স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণভাবে একচিত্ত হইবে এবং সমানব্রত ও জীবিকা বিষয়ে একচিত্ত হইবে। স্ত্রীলোকদিগের ত্রিবর্গ বিধি সাধন অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম প্রদায়ক অনুষ্ঠান স্বামী হইতে পৃথক্ নাই; রাগতঃ (অনুরাগাধীন) বা অতিদেশ বশতঃ এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান বিধি আছে। পত্নী পতির পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া দেহশুদ্ধি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ও রৌদ্রমুহূর্ত্ত বিহিত নিয়মানুসারে বিন্মূত্র ত্যাগাদি সমাপনান্তে শয্যাদি উঠাইয়া শয়ন গৃহ পরিষ্কার করিবে, তদনন্তর, সেই পতিব্রতা স্ত্রী হোমগৃহে গমন করিয়া মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা শুদ্ধ করিবে, তদনন্তর, স্বীয় অঙ্গন সংস্কার করিবে। তদনন্তর অগ্নিকার্য্যোপযুক্ত সস্নেহ পাত্রসকল উষ্ণবারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া যথাস্থানে রাখিবে। যুগ্মপাত্রসকল কদাচিৎ বিযুক্ত করিবে না। শিলা পুত্রের সহিত শিলাপট্টকে একত্র করিয়া রাখিবে (সমুদ্গক পাত্র পিধান পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, পাদুকা-দ্বয় এক স্থানে রাখিবে ইত্যাদি) তণ্ডুলাদি পাত্র শোধন করিয়া তণ্ডুলাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে, রন্ধনগৃহের আবশ্যকীয় ভোজন পাত্রাদি সমস্ত বহির্গত করিয়া প্রক্ষালন দ্বারা শোধন করিবে। মৃত্তিকা দ্বারা চুল্লী শোধন করিয়া সেই চুল্লীতে অগ্নি সংযুক্ত করিবে।

এইরূপে পূর্ব্বাহ্ন কার্য্য সমাপনান্তে গুরুজন (শ্বশ্রু, শ্বশুর প্রভৃতি) অভিবাদন করিবে, তদনন্তর, শ্বশ্রু, শ্বশুর, ভর্ত্তা, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল এবং বান্ধবগণ-প্রদত্ত বস্ত্র, অলঙ্কারাদি পরিধান করিবে, সেই পতিব্রতা স্ত্রী পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া মন, বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা বিশুদ্ধ স্বভাব প্রকাশপূর্ব্বক ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা থাকিয়া, নির্ম্মল চরিত্রে সখীর ন্যায় স্বামীর হিতচেষ্টা, স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালনবিষয়ে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। তদনন্তর অন্নাদি পাক করিয়া (পাক সমাপন হইয়াছে) ইহা পতিকে জ্ঞাত করিবে, (পতি) বৈশ্বদেবাদি কার্য্য (বলিবৈশ্ব) সমাপন করিলে পর সেই অন্ন দ্বারা ভোজনীয়গণ (বালক বালিকা প্রভৃতিকে) ভোজন করাইয়া স্বামীকে ভোজন করাইবে। স্বামী অনুজ্ঞা করিলে পর, অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা স্বয়ং ভোজন করিয়া আয় এবং ব্যয়ের চিন্তা দ্বারা দিবার শেষভাগ যাপন করিবে। পুনর্ব্বার সায়ংকালে এ সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে গৃহশুদ্ধ্যাদি সমস্ত কার্য্য সমাপনান্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সাধ্বী স্ত্রী পতিকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবে এবং নিজেও অনতিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া গৃহনীতি (সায়ং কর্ত্তব্য দীপালোকপ্রদান শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি গৃহস্থ কর্ত্তব্যনীতি) সম্পন্ন করিয়া উত্তম শয্যা প্রস্তুত করণান্তে স্বামিশুশ্রূষা করিবে। পতি নিদ্রিত হইলে পতিগতচিত্ত অর্থাৎ অন্য পুরুষ লালসাশূন্য হইয়া পতির নিকটে নিদ্রিতা হইবে। (নিদ্রাকালে) নগ্না (উলঙ্গিনী) হইবে না, সাবধানা থাকিবে (চৌরাদি আসিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে না পারে) (অত্যন্ত) কামাসক্তা না হইয়া ইন্দ্রিয় জয় করিয়া থাকিবে। উচ্চ করিয়া কথা কহিবে না, কটূক্তি করিবে না, অতিরিক্ত কথা কহিবে না পতির অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে না। কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না এবং অপলাপ ও বিলাপ ত্যাগ করিবে। অত্যন্ত ব্যয়শীলা হইবে না এবং ধর্ম্ম অর্থ বিরোধিনী হইবে না। পতি ধর্ম্মকার্য্য কি অর্থ সাধন করিতে উদ্যত হইলে, তাহাতে প্রতিকূলাচরণ করিবে না। প্রমাদ, (অনবধানতা) উন্মাদ (চিত্ত চাঞ্চল্য) রোষ, (ক্রোধ) ঈর্ষা (পরগুণেতে দোষাবিষ্কার) বঞ্চন, (লোককে ঠকান) অতিমানিতা (অত্যন্ত অভিমান আমার স্বামী এবং পুত্র রূপবান্, গুণবান্, ধনবান্, এইরূপ গর্ব্বপ্রকাশ) পৈশুন্য, (খলতা) হিংসা, (প্রাণিবধ) বিদ্বেষ, (সপত্ন্যাদির প্রতি

বিদ্বেষভাব) অত্যন্ত অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য, দেবতা ও পরলোক নাই এবং দেবতাদি পূজা ব্যর্থ, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ সাহস, (নির্ভীকতা) অসন্তোষ এবং দম্ভ (কপট) এই পঞ্চদশ প্রকার দোষজনক কার্য্য সাধ্বী স্ত্রী পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে পরম দেবতা পতি তাহাকে সেবা করিলে, ইহলোকে কীর্ত্তি এবং মঙ্গল ও পরকালে যে লোকে পতি বাস করিবে, সেই লোক প্রাপ্ত হইবে। স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ নিত্য কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের নৈমিত্তিক কার্য্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে এই সকল ত্যাগ করিবে, হঠাৎ কেহ দেখিতে না পায়, লজ্জাবতী হইয়া এইরূপ নির্জ্জন গৃহে বাস করিবে, এক বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান এবং অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনার ন্যায় বাক্যালাপশূন্য হইয়া চক্ষু, হস্ত এবং চরণের চাঞ্চল্য প্রকাশ না থাকে এবংপ্রকারে অবস্থিতি করিবে। রাত্রিকালে কেবলমাত্র অন্ন মৃণ্ময়পাত্রে ভোজন করিবে। অপ্রমত্তা হইয়া এইরূপে ত্রিরাত্র যাপনান্তে চতুর্থ দিবসে সূর্য্যোদয়ের পর বস্ত্রাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্নান করিবে। ভর্ত্তার বদন দর্শনান্তে ধর্ম্মতঃ শুদ্ধ হইবে। শৌচজনক কার্য্য সমস্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিতে পারিবে। রজোদর্শনদিবস হইতে ষোড়শ রাত্রিপর্য্যন্ত ঋতুকাল। ঐ সকল দিন মধ্যে শুদ্ধক্ষেত্রে নিঃক্ষিপ্ত যে পুংবীজ তাহা অঙ্কুরিত হয়, অর্থাৎ ঐ সকল দিন মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত বীজদ্বারা সন্তানোৎপত্তি হয়। যেরূপ পর্ব্বদিবসে গমন করা নিষিদ্ধ, সেইরূপ প্রথম চারি রাত্রি গমন করিবে না। যুগ্মরাত্রিতেই গমন করিবে। রাত্রিকালে পুরুষ স্বীয় পত্নীগমন করিলে শুভলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে স্বস্ত্রীতে অভিগত হইলে, তাহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবে না, অনন্যকার্য্য হইয়া ঋতুকালে স্বপত্নীতে যথাভিলষিত গমন করিয়াও কোন দোষভাগী হইবে না। ঋতুকালে যদি পুরুষ স্বপত্নীগমন-পরাঙ্মুখ হ'ন, তাহা হইলে ভ্রূণহত্যার পাপী হইবে; কোন ঋতুমতী স্ত্রী যদি অন্য পুরুষ দ্বারা গর্ভোৎপাদন করায়, সেই পাপীয়সী পতির ত্যাজ্যা হইবে। যদি কোন স্ত্রী পতিকৃত গর্ভ বিনষ্ট করে, সে মহাপাতক পাপে লিপ্তা হইবে। যদি কোন পুরুষ বিনা দোষে সচ্চরিত্রা পত্নী পরিত্যাগ করে ত ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবে। পতি মহাপাতকাদি পাপযুক্ত হইলেও সাধ্বী স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। ব্যভিচারিণী পত্নীদিগের মুখ দর্শন ত্যাগ করিয়া ধিক্কার পূর্ব্বক সেই নিন্দনীয়াকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিবে। পতিব্রতা স্ত্রী, স্বামী প্রবাসে থাকিলে দীনভাবে থাকিবে। মৃতভর্ত্তার সহিত অগ্নিপ্রবেশ করিবে। অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিবে। নারীগণ কোন সময়েই অরক্ষিত থাকিবে না; অতএব ক্রমে পিত্রাদি তাহার রক্ষা করিবে। ঐরূপ ভার্য্যাকে দাহ করাইবে, ভার্য্যা, যাবজ্জীবন স্বামীর সালোক্য লাভ করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহস্থ মাত্রেরই নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই তিন প্রকার কর্ম্ম জানিবে। সেই ত্রিবিধ কর্ম্ম বলিতেছি; হে ঋষিগণ! আপনারা অবধারণ করুন। যামিনীর শেষ প্রহরে নিদ্রাত্যাগ করিয়া (ব্রহ্মা মুরারিঃ) ইত্যাদি দেবগণের নাম স্মরণ করিবে। তদনন্তর মঙ্গল দ্রব্য দর্শন করিয়া আবশ্যক কার্য্য করিবে। তৎপরে শৌচক্রিয়া অগ্নিসেবন করিবে, তদনন্তর, জলাদি দ্বারা দন্তধাবন করিয়া, দ্বিজগণ স্নান সমাপনান্তে, সন্ধ্যাবন্দন, তদন্তে দেবাদিক্রমে তর্পণ করিয়া বেদ, বেদাঙ্গ এবং ইতিহাস শাস্ত্র অভ্যাস করিবে। তদনন্তর, বিপ্রবংশোদ্ভূত সংশিষ্যবর্গকে অধ্যয়ন করাইবে। নদী সরোবর দীর্ঘিকা ক্ষুদ্রগর্ত্ত-প্রস্রবণাদি জলে (পরকীয় কৃত্রিম জলাশয়ে) পঞ্চপিণ্ড উদ্ধার করিয়া (অবগাহনপূর্ব্বক) স্নান করিবে। তীর্থের অপ্রাপ্তি কিম্বা অবগাহনে অক্ষম হইলে উদ্ধৃত জল দ্বারা গৃহস্থের অঙ্গনে বসিয়া যে পর্য্যন্ত বস্ত্রপীড়ন হয় এইরূপে স্নান করিবে। তদনন্তর অব্দৈবত অর্থাৎ আপো-

ন্তিষ্ঠা ইত্যাদি তিন ক্রুপদাদিব ইত্যাদ্যন্ত পবি-ত্রকারক মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জন, স্নান সমাপনান্তে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সূর্য্যোপস্থানবিহিত মন্ত্রদ্বারা অর্কদর্শন অর্থাৎ সূর্য্যোপস্থান করিবে। তদনন্তর দ্বিজগণ গায়ত্রী উপাসনা অর্থাৎ গায়ত্রী জপ করিয়া স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) আরব্ধ করিবে, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, এবং অথর্ব্ব বেদ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া ইতিহাস, পুরাণ, বেদের উপনিষদ্‌সমূহ, সমর্থ হইলে সম্যক্‌রূপে অসমর্থ হইলে অল্প অর্থাৎ কিয়দংশ গ্রন্থসমাপ্তিপর্য্যন্ত প্রতিদিন (অশৌচাদি শূন্য-কালে) পাঠ করিবে। যে দ্বিজ এই সমস্ত নিয়মিত কার্য্য নিত্য করে, সে দ্বিজ, যজ্ঞ-দান এবং তপস্যার সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত দ্বিজগণ বাগ্যত হইয়া প্রতিদিন বেদা-ধ্যয়ন করিবে। সমস্তধর্ম্মশাস্ত্র এবং ইতি হাসও সমর্থ হইলে নিত্য পাঠ করিবে। বেদাধ্যয়ন করিয়া অগ্রে দেবতর্পণ করিবে। তদ্বিষয়ে নিয়ম এইরূপ, পূর্ব্বমুখ হইয়া দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া পূর্ব্বাগ্রদর্ভ লইয়া যবযুক্ত তিল দ্বারা, স্বাভাবিকরূপে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দেবগণকে, দেবা যক্ষা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক একৈকাঞ্জলি দান করিবে। সমজানুদ্বয় হইয়া অর্থাৎ জানুদ্বয় পাতিত করিয়া হারবৎ যজ্ঞোপবীতধারী ও উত্তরমুখ হওতঃ তির্য্যগ্‌ভাবে ধৃতদর্ভ দ্বারা তিল ও যব-মিশ্রিত কনিষ্ঠাঙ্গুলী মূল হইতে উত্তরভাগে প্রক্ষিপ্ত জল লইয়া মনুষ্যগণকে দুই দুই অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর, দক্ষিণা-মুখ হইয়া বামজানু পাতিত করিয়া দ্বিগুণ কুশদ্বারা কেবল তিল মিশ্রিত তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মূলদেশ হইতে নিঃসৃত জল লইয়া দক্ষিণ স্কন্ধোপরি উপবীতধারী হওতঃ তিন তিন অঞ্জলি প্রদানে করতঃ ক্রমে ক্রমে আপনার স্বর্গীয় পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ তর্পণ করিবে। মাতামহ, প্রমাতামহ; বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী এবং প্রপিতামহীদিগকেও পূর্ব্ববৎ তিন তিন অঞ্জলি প্রদান করিবে। মাতামহীর বংশীয় হউন্ কিংবা সগোত্রজ হউন যাহারা দাহবর্জ্জিত হইয়াছে উহাদিগকে এক এক অঞ্জলি প্রদান দ্বারা তর্পণ করিবে। যাহারা অন্নপ্রাশনাদি সংস্কার না হইয়া মরিয়াছে ও যাহাদিগের দাহাদি ঔর্দ্ধ দহিক কার্য্য হয় নাই, ঐ সকল ব্যক্তিগণের তৃপ্তির নিমিত্ত যেচাস্মাকং কুলে জাতা ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বস্ত্রনিপীড়িত জল প্রদান করিবে। পিত্রাদি তর্পণ না করিয়া যে বস্ত্রনিষ্পীড়ন করে, দেবতা ও শনকাদি মানুষগণের সহিত তাহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া যায়। জল, দর্ভ, স্বধা, (পিতৃ-উদ্দেশে ত্যাগবোধক শব্দ) গোত্রোল্লেখ, নামোল্লেখ এবং তিল দ্বারা তর্পণ করিলে পিতৃ-লোকের তৃপ্তিজনক হইবে, সকলের মধ্যে একটিরও অসদ্ভাব হইলে তর্পণ করা বৃথা-হইবে। অন্যমনস্ক হইয়া কিম্বা শাস্ত্রোক্ত বিধি লঙ্ঘন করিয়া অথবা আসনশূন্য স্থানে বসিয়া তর্পণ করিলে ঐ জল রুধির স্বরূপ হইবে, উক্ত নিয়মানুসারে পিতৃগণ তর্পিত হইলে পর, অভি-লষিত বস্তু প্রদান করিয়া তর্পণকর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,আদিত্য ও মিত্রাবরুণ নামঘটিত মন্ত্র দ্বারা জলমধ্যে কথিত দেবতা সকলকে পূজা করিবে। পূর্ব্বাভিমুখে সূর্য্যো-পস্থান করিয়া ও দেবগণকে পূজা করিয়া ব্রহ্মা, অগ্নি, ইন্দ্র, ওষধি, বৃহস্পতি ও বিষ্ণু নামে জলসকলের অপবিত্রতা দূরীকরণ পূর্ব্বক "ধত্ত" ইত্যাদি মন্ত্র নমঃ শব্দোচ্চারণ ও নামো-চ্চারণ করিবে, অনন্তর মুখ মার্জ্জন করিবে এইরূপে স্নান করা উচিত। অনন্তর দ্বিজ, গৃহপ্রবেশ করিয়া আবসথ্য অনলে যথাবিধি চতুর্ব্বিধ পাকযজ্ঞ করিবে। যাহার আবসথ্য অগ্নি আহিত নাই, সেই দ্বিজ, ঘৃতাক্ত অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক শাকল বিধি অনুসারে লৌকিক অগ্নিতে হোম করিবে। মিলিত ও পৃথককৃত সমস্ত ব্যাহৃতি দ্বারা এবং "দেবকৃতস্য" ইত্যাদি ষট্‌মন্ত্রে যথাক্রমে আহুতি দিবে। অনন্তর প্রাজাপত্য স্বিষ্টকৃত হোম। ইহার দ্বাদশবার আহুতি দিবে। স্বিষ্ট বিধি অনু-সারে প্রথমে ওঙ্কার ও অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া আহুতি ত্যাগ করিবে। ভূতলে কুশ বিছাইয়া তদুপরি বলিকর্ম্ম করিবে। শাস্ত্র-বিৎ ব্যক্তি, অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া "বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ" "সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যঃ" এবং "ভূতানাং পতয়ে" মন্ত্র দ্বারা অগ্রে বলি-

ত্রয় প্রদান করিবে; পরে "পিতৃভ্যঃ স্বধা-নমঃ" বলিয়া দিবে। পাত্রপ্রক্ষালন জল বায়ুকোণে নিক্ষেপ করিবে। ষোড়শ গ্রাস মাত্র ঘৃতোক্ষিত অন্ন লইয়া "ইদমন্নং মনুষ্যে-ভ্যো হন্ত" বলিয়া দান করিবে।' যথাশক্তি পিণ্ড পিতৃযজ্ঞানুসারে পিতৃ প্রভৃতি ছয়জনকে (তিন জন পিত্রাদি ও তিনজন মাতামহাদি) প্রত্যহ নাম, গোত্র ও স্বধা উচ্চারণ পূর্ব্বক অন্ন দান করিবে। ব্রহ্মযজ্ঞসিদ্ধির জন্য বেদা-দির মধ্যে অল্প স্বল্প কিছু পাঠ করিবে। অনন্তর অন্য অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক গৃহবহির্ভাগে নির্গত হইয়া শ্বপচ ও কাকাদির জন্য গ্রাস নিক্ষেপ করিবে। পরে, গৃহস্থ গৃহদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া শুদ্ধভাবে অতিথির প্রতীক্ষা করত মুহূর্ত্ত কাল অবস্থিতি করিবে। বুভুক্ষু শান্ত অকিঞ্চন অতিথি দূর হইতে আসিতে-ছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সবিনয় পূজনে তাঁহাকে সম্মানিত করিবে। অতিথিকে পাদ প্রক্ষালন, সম্মান প্রদর্শন ও অভ্যঞ্জনাদি দ্বারা পূজা করিলে, সদ্য স্বর্গ লাভে অধিকারী হয়। অতিথি, যজ্ঞ হইতেও অধিক। বৈশ্বদেব-কালে সমাগত অতিথি এবং গৃহাগত বেদপারদর্শী ব্যক্তি,—ইহাঁরা উভয়ে উত্তম পূজিত হইলে কর্ত্তাকে স্বর্গ ও অপূজিত হইলে নরকগামী করেন। জামাতা প্রভৃতি বিবাহ সম্পর্কী, স্নাতক, রাজা, আচার্য্য, সুহৃৎ এবং ঋত্বিক্ ইহাঁরা বৎসর বৎসর গৃহা-গত হইলেও ধর্ম্মতঃ পূজনীয় হইবেন। গৃহাগত শ্রোত্রিয়কে যথাবিধি পূজিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক একটী গো নিবেদন করিবে। তৎপরে বিদায় দিবে। শ্রোত্রিয় অতিথিগণ সুতৃপ্ত হইলে তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বিদায় দিবে। মিত্র, মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধব-উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেও ভোজন করাইবে। যতি, গৃহস্থের সসম্মানে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বাদু অন্ন ভোজন করে, সে যদি অস্বাদু অন্ন দান করে তাহা হইলে অধোগতি হয়। গর্ভিণী, আতুর, ভৃত্য, বালক ও জরাজীর্ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, ক্ষুধার্ত্ত থাকিতে গৃহস্থ ভোজন করিলে তাহারই পাপ সংগ্রহ করা হয়। অনিমন্ত্রিত হইয়া কখন পাকাদি ভোজন বা ভোজন করিতে অভিলাষ করিবে না। আর দ্বিজ নিন্দিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে। শূদ্র, অভিশস্ত, বার্দ্ধুষিক, বাগ্দুষ্ট, ক্রূর, তস্কর, ক্রুদ্ধ, অপবিদ্ধ, বদ্ধ, উগ্র, বধবন্ধনজীবী, শৈলূষ, শৌণ্ডিক, উদ্ধত, উন্মত্ত, ব্রাত্য, ব্রতচ্যুত, নগ্ন, নাস্তিক, নির্লজ্জ, পিশুন, বিপদ্‌গ্রস্ত, কৃপণ, স্ত্রীজিত, অনার্য্য, পরনিন্দা-পরায়ণ মনুষ্য, যশস্বী হইলেও পরাধীন, মনুষ্য রাজস্ব ও দেবস্বাপহারী শয়ন আসন প্রভৃতি সংসর্গ দোষ বা চরিত্র ও কর্ম্মাদিদোষে দূষিত, অশ্রদ্ধাশালী, পতিত এবং আচারভ্রষ্টাদির অন্ন অভোজ্য। যে যাহার অন্ন ভোজন করিবে, সে তাহার তুল্য পাপী। নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী, দাস এবং গোপালক—শূদ্র হইলেও ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে দোষ হয় না। পরিচিত বংশ দ্বিজগণ পরস্পরে ধর্ম্মতঃ পর স্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে। নিজ বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত এবং সুরাভিন্ন সকল আকরস্থিত খাদ্য পবিত্র; কুক্কুরে যাহা লেহন করে নাই, গোরুতে যাহার আঘ্রাণ লয় নাই, শূদ্র বা কাকে যাহা স্পর্শ করে নাই, যাহা উচ্ছিষ্ট, দুষ্ট, পর্য্যুষিত, ম্লান বা বহির্দ্দেশে আনীত নহে, সেই সুসংস্কৃত অন্নাদি প্রতিদিন ভোজন করিবে। কৃশর, অপূপ, সংযাব, পায়স এবং শষ্কুলীও ভোজ্য। নিযুক্ত না হইয়া ব্রাহ্মণ কোনরূপেই মাংস ভোজন করিবে না। কিন্তু যজ্ঞে বা শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যদি মাংস ভোজন না করে, তাহা হইলে পতিত হয়। ক্ষত্রিয়, মৃগয়োপার্জ্জিত মাংস দ্বারা পিতৃগণও দেবগণের পূজা করিয়া তাহা ভোজন করিতে পারিবে। বৈশ্য, ধর্ম্মতঃ ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃদেবগণের পূজা করিয়া তাহা ভোজন করিবে। দ্বিজ বৃথামাংস ভোজন বা অবিধি-পূর্ব্বক পশুহত্যা করিলে অনন্তকাল—চন্দ্র তারকা স্থিতি পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। দ্বিজোত্তম মাংস ত্যাগ করিলে তাহার সর্ব্বকামনা সিদ্ধি, অশ্ব-মেধ যজ্ঞের ফললাভ ও গৃহস্থ হইলেও মুনি-তুল্যতা প্রাপ্তি হয়। গব্য ও মাহিষদুগ্ধ দ্বিজগণের

ভোজ্য। কিন্তু উহা নির্দ্দশাহা অসন্ধিনী ও সবৎসার দুগ্ধ হওয়া চাহি। পলাণ্ডু, শ্বেত বার্ত্তাকু, রক্তমূলক, বস্ত, গৃঞ্জন, রক্তবর্ণ বৃক্ষ-নির্য্যাস, জতুগর্ভ ফল ও অকাল কুসুমাদি ভোজন করিলে দ্বিজ চান্দ্রায়ণ করিবে। যে অন্ন, বাক্যদূষিত, অবিজ্ঞাত, অন্যপীড়াকারী এবং যাহা প্রাণিগণ উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহা ভুক্ত হইলে গৃহিগণকে দগ্ধ করে। গৃহী সর্ব্বদা স্বর্ণময়, রজতময় বা কাংস্যময় পাত্রে ভোজন করিবে। তদভাবে, সুগন্ধযুক্ত লোধ্র বৃক্ষ লতা, পলাশপত্র, বা পদ্মপত্রে—গৃহস্থ, ভোজন করিতে পারিবে। ব্রহ্মচারী ও যতি, যাহাতে উচিত তাহাতে ভোজন করিবেন। অন্ন অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক, অন্তে নমঃ শব্দযোগ করিয়া "ভূপতয়ে" "ভুবঃপতয়ে" "ভূতানাং পতয়ে" মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভূতলে বলিত্রয় প্রদান করিবে। তৎপশ্চাৎ গণ্ডূষ করিয়া পঞ্চ প্রাণাহুতি ক্রমে স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করত হোম করিবে; অবশিষ্ট অন্ন যথাসুখে ভোজন করিবে। নিন্দা না করিয়া অনন্যমনে তূষ্ণীম্ভাবে অন্ন ভোজন করিবে। যতক্ষণ তৃপ্তি না হয়; ততক্ষণ অক্ষুণ্ণভাবে অন্ন ভোজন করিবে। তৎপরে পাত্র পরিত্যাগ করিবে। উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া এক গ্রাস ভূতলে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে আঁচাইয়া সাধুসঙ্গ, সদ্বিদ্যা অধ্যয়ন ইতিহাস ও প্রাচীনকথা পর্য্যালোচনায় দিবা শেষ অতিবাহিত করিবে। পরে, সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা ও অগ্নিতে আহুতি দিবে। দ্বিজ, প্রাত্যহ গণ্ডূষ করিয়া পোষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে ভোজন করিবে। সায়ং হোমকালে আগত অতিথিও যথাশক্তি শ্রদ্ধানুসারে অবশ্য পূজ্য। পূজা না করিলে সেই অতিথি তাহার পুণ্য হরণ করেন। অতিতৃপ্ত না হইয়াই আঁচাইবে; চরণ প্রক্ষালন করিয়া পবিত্র হইবে; পশ্চিম বা উত্তর শিওর না হইয়া শুভ শয্যাতে শয়ন করিবে। শক্তিসত্বে, যথোক্তকালে স্নান সন্ধ্যাত্যাগ করিবে না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া নিজহিত চিন্তা করিবে। সমর্থ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, নিত্য এইরূপ কার্য্য করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই ব্যাসকৃত শাস্ত্র ধর্ম্মের সারসমূহ-যুক্ত,—চারি আশ্রমে, মোক্ষ এবং ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া সমস্ত পুণ্য কার্য্য রহিয়াছে। গৃহস্থাশ্রম হইতে (অন্য আশ্রমে) শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, ইহা পুনঃপুন ব্যাসদেব কহিয়াছেন। যে গৃহস্থ যথাশাস্ত্র-মতে (গার্হস্থ্য ধর্ম্ম) প্রতিপালন করে, তাহার সকল তীর্থগমনের ফল হয়। যে গৃহস্থ গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান, ভৃত্যবর্গের প্রতিপালক, দয়ালু, অসূয়াশূন্য, নিত্য জপশীল, নিত্য হোমী, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় যাহার নিজ দারাতেই সন্তোষ (আছে) পরদারগমনবিরত এবং যাহার কোন অপবাদ নাই, সে গৃহস্থের গৃহে বসিয়াই তীর্থ ফল লাভ হয়। যে গৃহস্থ প্রতিদিন পরদার এবং পরদ্রব্য হরণ করে, সে সকল তীর্থে স্নান করিলেও তাহার পাপ বিনষ্ট হয় না। যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় দান পাদপ্রক্ষালন, তাঁহাদিগের তৃপ্তিজনক কার্য্য; বলিবৈশ্ব এবং ভিক্ষা প্রদান করে, তাহার পাপ স্পর্শ হয় না। যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণকে পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, পাদঘৃত, পাদুকা, দীপ প্রদান, অন্ন দান ও আশ্রয় দান করে, যমরাজ তাহার নিকট আসিতে পারেন না। যে গৃহস্থের গৃহে ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন জল দ্বারা আর্দ্র হইয়া পৃথিবী যতকাল থাকিবেন, তাহার পিতৃলোক তাবৎ কালে পুষ্কর পাত্রেতে অমৃত পান করিবেন। হে ঋষিসত্তমগণ! কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে কপিলা গাভি প্রদান করিলে যে ফল হয়, ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন করিলে সেই ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নিদেব প্রীত হ'ন, আসন দান করিলে ইন্দ্র প্রীত হ'ন, পাদপ্রক্ষালন করাইলে পিতৃগণ প্রীত হ'ন, অন্নাদি দান করিলে প্রজাপতি প্রীত হ'ন। মাতা এবং পিতা হইতে প্রধান তীর্থ গঙ্গা বিশেষতঃ গো সকল বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ হয় নাই এবং হবেও না। ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে যে মনুষ্য বাস করে, তাহার সেই গৃহে বসিয়াই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, পুষ্করতীর্থ, হরিদ্বার, গঙ্গা

এবং কেদারনাথ প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ সন্নিহিত হয় ও সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়। হে দ্বিজগণ! ব্যাস মুনি যে প্রকার বলিয়াছেন। তদনুসারে চারিবর্ণের এবং চারি আশ্রমের দান ধর্ম্ম বলিতেছি যে ধন প্রতিদিন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে দেওয়া হয় এবং যে ধন নিজে ভোগ করে, সে ধনকেই ধন বলিয়া আমি মানি, যাহা দান কি ভোগ করা হয় না, তাহা যক্ষক যেমন কোন ব্যক্তির ধন রক্ষা করিয়া যায় অথচ আপনি ভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ জানিবা। যে ধন দাতব্য হয় ও দারাদি ভোগ্য বস্তু ভোগ করে, ধনি ব্যক্তির সেই ধনই ধন বলিয়া গ্রাহ্য, অদাতা অভোক্তা হইয়া মৃত ব্যক্তির ধন এবং পত্নী দ্বারা অন্য লোকে স্বকার্য্য সাধন করে। ধন রাখিয়া যে ব্যক্তি মরিয়া যায়, তাহার ধন দ্বারা আত্মার কি উপকার করিবে ধন ভোগ করিয়া যে শরীর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, সে শরীরই অস্থায়ী। শরীরের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সকল অনিত্য এবং ধন সম্পত্তিও অস্থায়ী, সর্ব্বদা মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন (প্রতিদিন) কর্ত্তব্য। যদি ধনসম্পত্তি ধর্ম্মের নিমিত্ত কিম্বা অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত অথবা যশের নিমিত্ত না হয়, যে ধন ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিতে হইবে সে ধন কি নিমিত্ত দান করিবে না (পরন্তু অবশ্যই দাতব্য)। যে ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে বিপ্রগণ, বন্ধু এবং বান্ধবগণ জীবিত থাকেন অর্থাৎ যাহার ধনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণাদিগণ প্রতিপালিত হ'ন তাহার জীবন সার্থক, আত্মোদর পোষণ সকলেই করিয়া থাকে। পশু পক্ষিরাও কেবল আপনার উদর পূরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, (যে ব্যক্তি ধনদানাদি সৎ কার্য্য না করে) তাহার উত্তমরূপে শরীর রক্ষা করিয়া কিংবা বলবান হইয়াই বা কি ফল চিরজীবী হইয়াই বা কি ফল অর্থাৎ তাহার জীবন ধারণ ব্যর্থ। (যদি ধন সম্পত্তি না থাকে) নিজ খাদ্য বস্তু হইতে অর্দ্ধগ্রাসও অর্থীগণকে দিবে, ইচ্ছার অনুরূপ ধনসম্পত্তি কাহার কোন্ কালে হইয়া থাকে। অদাতা যে পুরুষ, সেই ত্যাগশীল, যে হেতু সে ধন ভোগ বা দান না করিয়া মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করিয়া যায় (অতএব সেই ত্যাগী, যে ব্যক্তি ধন দান করে, সেই কৃপণ বলিয়া গণ্য; যে হেতু মরিয়াও ধন ত্যাগ করে না; অর্থাৎ ধনের ফল যে ভোগ তাহা করে স্বর্গাদি ফল পাইয়া থাকে, দাতার পক্ষে ধন একেবারে ত্যক্ত হয় না। (একদিন অবশ্যই) প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু অনাহুত ব্যক্তিকে যে দান করা, অপ্রার্থিত হইয়া যে দান করা, সে দানই মুখ্য দান, দেখ যুগচতুষ্টয়েরও বিপর্য্যয় হয়, কিন্তু অপ্রার্থিত হইয়া অনাহূত ব্যক্তিকে দান তাহার কোনকালেও ক্ষয় হয় না। মৃতবৎসা কৃষ্ণা গাভী যেমন লোভেতে দোহন করিলে পর তাহার দুগ্ধাদি দ্বারা দৈবাদি কার্য্য হয় না, (পরস্পর বিনিময়পূর্ব্বক) পরস্পরকে দান কোন ফল হয় না, কেবল লোকাচার রক্ষা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে পুণ্য হয় না। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, পত্নী এবং সন্তানগণকে দান করিলে অনন্ত কালের জন্য স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। পিতাকে দান করিলে শতগুণ ফল, মাতাকে দান করিলে সহস্র গুণ ফল হয় ভগিনীকে দান করিলে লক্ষগুণ সহোদরকে দান অক্ষয় ফল লাভ হয়। হে মুনীশ্বরগণ, দিন দিন ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে, দানগ্রহণার্থ যে পাত্র উপস্থিত হইবে সেই পাত্রই তারণ করিবে। যাহার গৃহসমীপে মূর্খ ব্যক্তি বাস করে, গুণবান্ ব্যক্তি দূরে বাস করে, সে ব্যক্তি দূরস্থ গুণবান্ ব্যক্তিকেই দান করিবে। নিকটে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছে এতাদৃশ বিপ্র ত্যাগ করিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে ও দান করিলে তিন কুল নষ্ট করা হয়। যেরূপ কাষ্ঠময় হস্তী বহনাদি কার্য্যে অক্ষম, কেবল মাত্র নামে হস্তী বলিয়া থাকে, এবং চর্ম্মময় মৃগ যেমৎ তৃণাদি ভক্ষণে অসমর্থ, লোকে মৃগ বলিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নে বিরত, সে ব্রাহ্মণ যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণনামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র। প্রাণিশূন্য গ্রাম এবং জলশূন্য কূপ যেমৎ কোন কার্য্যকারী নহে, নামধারী মাত্র সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করে না, সে নামে মাত্র ব্রাহ্মণ অর্থাৎ তাহাদিগকে দান করিলে যথোক্ত ফল হয় না। সংস্কৃত অগ্নিতে হুত ঘৃত যেরূপ

সার্থক হয়, তদ্রূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে ধন দত্ত হয়, সেই ধনই সার্থক ধন জানিবে, তদ্ভিন্ন যে ধন তাহা নিরর্থক জানিবে। সম ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে ফল হয়, ব্রুব ব্রাহ্মণকে দান করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল হয়। আচার্য্য ব্রাহ্মণকে দান করিলে সহস্র গুণ ফল, বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান অনন্ত ফল হয়। ব্রাহ্মণশুক্র দ্বারা উৎপন্ন হইয়াও গায়ত্র্যাদি জপ করে না, অথচ ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া উদর পোষণ করে, সেই ব্রাহ্মণকে সমব্রাহ্মণ বলা যায়। যে ব্রাহ্মণ সন্তানের যথাশাস্ত্র গর্ভাধানাদি সংস্কার হইয়াছে, উপনয়ন ও বেদারম্ভ রীতিমত হইয়াছে; কিন্তু নিজে বেদাধ্যায়ন কি তাহার অধ্যাপনা করে না, সে ব্রাহ্মণকে ব্রুব ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ নিত্য হোম করে ও তপঃ পরায়ণ, এবং সকল্প ও সরহস্য বেদশাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া থাকে, সে ব্রাহ্মণকে আচার্য্য বলিয়া জানিবে। যজ্ঞীয় পশু বন্ধন করিয়া চাতুর্ম্মাস্য যিনি অগ্নি সোমাদি যজ্ঞ করিয়া থাকেন, বিস্তৃতষড়ঙ্গ শাস্ত্র এবং চতুর্ব্বেদ, বিবাদ উপস্থিত হইলে মীমাংসা করিয়া তাহার যথার্থ অভিপ্রায় স্থির করিতে পারেন। ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র নিত্য আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণই বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইবেন। ব্রাহ্মণগণ যে কার্য্য ব্রাহ্মণগণের মুখরূপ যে ক্ষেত্র তাহাতে কাঁকর বা কণ্টক নাই, যে কৃষিব্যক্তি ব্রাহ্মণের মুখরূপ ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে এবং সৎপাত্রে ধন দান করিবে, উর্ব্বরা ক্ষেত্রে রোপিত যে বীজ, এবং সৎপাত্রে দত্ত যে ধন এই দুইটী কখনই নিষ্ফল হয় না। বিদ্যা এবং বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি (ভিক্ষা করিতে গৃহস্থের) গৃহে আগমন করে, তাহা হইলে সমস্ত ওষধীগণ ক্রীড়া করেন, অর্থাৎ হর্ষান্বিত হ'ন অদ্য আমরা পরম গতি পাইব। শৌচাচার-রহিত, ব্রতভ্রষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতাদি বেদ সম্পর্ক বিবর্জ্জিত এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে দত্ত অন্নাদি ভীত হইয়া রোদন করে এবং বিবেচনা করে যে আমরা কি পাপ করিয়াছিলাম। বেদাদি শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা যাহার মুখ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভোজন করিতে অভিলাষ না থাকে তাহাকে যত্ন করিয়াও ভোজনাদি করাইবে। বেদাধ্যয়নাদি শূন্য ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিতে না পায় ছয়রাত্রি উপবাসী থাকে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না। (অতএব ব্রাহ্মণগণে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য জানিবে।) হে দ্বিজগণ! পবিত্র বস্তু যাহার উদরে থাকে অর্থাৎ সেই সেই বস্তু তাহাকে দিবে, যে ব্রাহ্মণের দেহেতে দত্ত হব্য (দেব উদ্দেশে দত্ত ঘৃতাদির নাম হব্য) দেবগণ ভোজন করেন এবং পিতৃগণও যে ব্রাহ্মণগণের দেহে প্রদত্ত কব্য অর্থাৎ পিতৃগণ উদ্দেশে দত্ত বস্তু ভোজন করেন সেই ব্রাহ্মণ হইতে অতিশয় উত্তম পাত্র কি আছে অর্থাৎ কিছুই নাই। স্বীয় কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানযুক্ত, অতএব পবিত্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাহা যে দ্রব্যাদি ভোজন বা গ্রহণ করিবেন, সেই দানাদির ফলের ইয়ত্তা নাই এবং তাহা বহুজন্মস্থায়ী তাহার ক্ষয় হয় না। যে মুনিগণ হস্তী, অশ্ব,রথ, এই যান দ্রব্য কোন কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কোন ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, বলেন, এই শস্ত সম্পত্তি কাহার অর্থাৎ অলীক। বেদরূপ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, এতাদৃশ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ বিদ্যমানে শতলোকের মধ্যে একজন বলবান হয় এবং সহস্র লোকের মধ্যে একজন পণ্ডিত হয়, লক্ষলোকের মধ্যে একজন বক্তা হয়, কিন্তু দাতাব্যক্তি জন্মায় কি না তদ্বিষয় সন্দেহ। রণজয়ী হইলে বলবান হয় না, অধ্যয়ন করিলেও পণ্ডিত হয় না, বহুতর কথা কহিতে পারিলেও বক্তা হয় না, কেবল অর্থ দান করিলেই দাতা হয় না (তবে কি প্রকারে হয় বলিতেছি)। ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারিলেই শূর অর্থাৎ বলবান্ হয়, যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে সেই পণ্ডিত এবং যে ব্যক্তি হিত ও প্রিয়বাক্য বলে, সে ব্যক্তিই

বক্তা, এবং যে ব্যক্তি সম্মান পূর্ব্বক দান করে, সেই ব্যক্তিই দাতা। যদি স্নেহপ্রযুক্ত বা ভয় প্রযুক্ত, অথবা অর্থলাভ নিমিত্ত এক পংক্তিতে। (বহুতর সমবেত পংক্তিতে) বিষম দান করে অর্থাৎ কাহাকে অল্প ও কাহাকেও বা অধিক দান করে। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা-পাতক হয়, ইহা মুনিগণ বলিয়াছেন এবং বেদেও দেখা গিয়াছে ও ঋষিগণ গান করিয়াছেন। অনুর্ব্বরভূমিতে রোপিত বীজ, ভগ্নপাত্রে স্থাপিত দুগ্ধ এবং ভস্মাহুত ঘৃত যেরূপ নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ মূর্খ ব্যক্তিকে (অজ্ঞানী ব্যক্তিকে) দান করিলে সে দান নিষ্ফল হয়। মরণাশৌচ এবং জননাশৌচ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্নাদি দ্বারা যে দ্বিজ শরীর বর্দ্ধিত করে এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন করে, সে দ্বিজ যে, পরলোকে কোন্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, ব্যাসদেব বলিয়াছেন তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। শূদ্রের অন্ন উদরস্থ করিয়া যদি কোন দ্বিজ মৃত্যু লাভ করে, সে পরলোকে শূকর যোনি প্রাপ্ত হইবে এবং সে ব্যক্তি হইতে জাত যে কুল তাহাদিগেরও উক্ত যোনি প্রাপ্তি হইবে। দ্বাদশ জন্ম গৃধ্র হইবে, সপ্তজন্ম শূকর ও কুক্কুর হইবে, মনু এইরূপ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে দরিদ্র হইবে, বৈশ্যের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে শূদ্রের অন্ন প্রাপ্ত হইবে শূদ্রের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে নরক প্রাপ্ত হইবে। যে দ্বিজ একমাস ব্যাপিয়া অনবরত কেবল শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, মরিয়া কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হয়, যে দ্বিজের শূদ্রা পাচিকা এবং শূদ্রা ধর্ম্মপত্নী সে দ্বিজকে পিতৃগণ এবং দেবগণ পরিত্যাগ করেন এবং মরিয়া রৌরব নামক নরকে গমন করে। যে সকল মনুষ্য যে কোন্ জাতির সংস্পৃষ্ট পাত্রে অন্নাদি পাক করিয়া ভোজন করে, ও যে সকল সংশ্রব করিলে পতিত হইতে হয়, ঐ সকল সঙ্করজনক কার্য্যে অনায়াসে করে, এবং যে স্ত্রী গমন করিলে সঙ্করজাতি হইতে হয়, ঐ সকল জাতির পত্নীতে সন্তানোৎপাদনাদি করে, সে সকল মনুষ্য নরক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পঙক্তি দেব, ব্রাহ্মণ, এবং অতিথিগণের অর্চ্চনা-উদ্দেশ ব্যতীত কেবল আত্মোদর পুরণার্থ অন্নাদি পাক করে, অনবরত ব্রাহ্মণ নিন্দা করে, ও বেদ বিক্রয়শীল, এই পঞ্চ প্রকার কার্য্য করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। এই ব্যাসদেব-বিরচিত ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ নরগণ কর্ত্তৃক প্রতি দিন অবলম্বন করা আবশ্যক, এই ব্যাস-বিরচিত শাস্ত্রোক্ত আচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পতন হয়না; অর্থাৎ এই শাস্ত্রোক্ত আচার করিলে ধর্ম্মের লাভ হয় এবং অধর্ম্মের সম্পর্ক হয় না।

ব্যাস-সংহিতা সমাপ্ত।

শঙ্খ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

সৃষ্টি সংহারকর্ত্তা কারী স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া চতুর্ব্বর্ণের হিতনিমিত্ত শঙ্খঋষি (ধর্ম্ম) শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। যজন, যাজন, দান, অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ এবং অধ্যয়ন বিপ্রগণ প্রতিদিন এই ছয়টী কার্য্য করিবে, এতদতিরিক্ত কোন কার্য্য করিবে না। দান, অধ্যয়ন এবং যথাশাস্ত্রমত যজন এই তিনটি কার্য্য ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির কথিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়জাতির বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য প্রজাবর্গের প্রতিপালন জানিবে এবং বৈশ্যজাতির বিশেষরূপে কর্ত্তব্য কৃষি, গোসমূহ প্রতিপালন এবং বাণিজ্য এই তিনটি কার্য্য জানিবে শূদ্রজাতির কর্ত্তব্য কার্য্য দ্বিজগণের সেবা এবং সকল প্রকার শিল্প কার্য্য লিপিকার্য্য প্রভৃতি জানিবে, ক্ষমা সত্যবাক্য, ইন্দ্রিয়দমন, এবং শৌচ এই চারিটি কার্য্যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতি ইহাদিগের সকলের সমান অধিকার আছে, এই চারিটি কার্য্যে কাহারও ইতর বিশেষ নাই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজশব্দ প্রতিপাদ্য অর্থাৎ এই তিন বর্ণের কেবল উপনয়ন সংস্কার হয়, এই তিন বর্ণের মৌঞ্জীবন্ধন (উপনয়ন সংস্কার) দ্বিতীয় জন্ম জানিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনবর্ণের মৌঞ্জীবন্ধনকার্য্যে উপনয়ন সংস্কারকর্ম্মে আচার্য্য (যিনি উপনয়ন সংস্কার বা গায়ত্রী উপদেশ করেন,) তিনিই পিতা জানিবে, এবং সাবিত্রী প্রধান জননী। যে পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার না হয় (অর্থাৎ বেদপাঠ আরম্ভ না হয়) সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের তুল্য জানিবে, বেদপাঠ আরম্ভ হইলে পর, দ্বিজ বলিয়া জানিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গর্ভ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইলে পর, নিষেক সংস্কার কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, তদনন্তর, গর্ভস্থ সন্তান স্পন্দন আরম্ভ হইলে পর, পুংসবন সংস্কার করিবে। (সন্তান জন্মের) অশৌচ অতীত হইলে পর, নামকরণ সংস্কার করিবে, চতুর্ব্বর্ণের যুগ্মাক্ষর, সংযুক্ত নামরক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণজাতির মাঙ্গল্যশব্দযুক্ত নাম, ক্ষত্রিয়জাতির বলসংযুক্ত নাম, বৈশ্যজাতির ধনসংযুক্ত নাম এবং শূদ্র জাতির জুগুপ্সিত শব্দযুক্ত নাম কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের অমুক শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের অমুক বর্ম্মা, বৈশ্য জাতির অমুকধন এবং শূদ্রজাতির অমুক দাস এই প্রকার নাম জানিবে। চতুর্থ মাসে অর্ক দর্শন (নিষ্ক্রামণসংস্কার কর্ত্তব্য) ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন সংস্কার কর্ত্তব্য; এবং চূড়া সংস্কার যে বংশের যে বৎসরে হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের সেই বৎসরে কর্ত্তব্য। গর্ভ হইতে অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য, ক্ষত্রিয় সন্তানের গর্ভ হইতে একাদশ বৎসরে উপনয়ন এবং বৈশ্যসন্তানের গর্ভ হইতে দ্বাদশ বৎসরে উপনয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের গর্ভ হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণকাল, ক্ষত্রিয়ের গর্ভ হইতে দ্বাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত

গৌণকাল এবং বৈশ্যের গর্ভ হইতে চতুর্ব্বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণকাল জানিবে। যে সকল গৌণকাল উক্ত হইল, ইহার পর গায়ত্রী উপদেশ করিবে না ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানগণ যথাকালে উপনয়ন সংস্কার না হইলে, সাবিত্রী-পতিত ও ব্রাত্য; অর্থাৎ সংস্কারহীন এবং সর্ব্ব-ধর্ম্মকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত জানিবে।

ব্রাহ্মণের পঞ্চদশ বৎসর ছয় মাস, ক্ষত্রিয়ের এক বিংশতিবর্ষ ছয় মাস, বৈশ্যের ত্রয়োবিংশতি বৎসর ছয় মাস উপনয়ন সংস্কারের গৌণকাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যে বর্ণের যে যে বৎসর উক্ত হইল, উক্তকালমধ্যে উপনয়ন দিলে গায়ত্রী উপদেশের কাল অতীত হয় না, ঐ কাল অতীত হইলে গায়ত্রী উপদেশ করিবে না গায়ত্রী উপদেশ নিবৃত্তি রাখিবে যথোক্ত কালে সংস্কার না হইলে, পূর্ব্ব উক্ত এই তিন বর্ণ সাবিত্রী পতিত, ব্রাত্যনামধারী হইবে, ব্রাহ্মণ আদির কর্ত্তব্য গায়ত্রী জপাদি কার্য্যমাত্রে অধিকার থাকিবে না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনবর্ণের উপনয়ন সংস্কার কালে মৌঞ্জীবন্ধন করিতে হয়, কোন বর্ণের কোন দ্রব্য দ্বারা মৌঞ্জী করিতে হইবে ক্রমে তাহা কীর্ত্তিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর মৃগচর্ম্ম, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর ব্যাঘ্রচর্ম্ম, এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারীর ছাগচর্ম্ম, উত্তরীয়বস্ত্র; ব্রাহ্মণের বিল্ব ও পলাশ নির্ম্মিত দণ্ড, ক্ষত্রিয়ের পিপ্পল-নির্ম্মিত দণ্ড; এবং বৈশ্যের বিল্ব-নির্ম্মিত দণ্ড। ব্রাহ্মণের কেশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ক্ষত্রিয় জাতির ললাটপরিমিত দীর্ঘ, বৈশ্যজাতিরকর্ণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ দণ্ড কর্ত্তব্য; দণ্ডগুলি অবক্র (সোজা) ত্বক্‌যুক্ত এবং অগ্নিদগ্ধ না হয়, যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের কার্পাস-সূত্রনির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের ক্ষৌম-সূত্র-নির্ম্মিত বৈশ্য জাতির ঊর্ণ সূত্র-নির্ম্মিত, জানিবে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিবে;—প্রথমে ভবৎশব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক; যথা ভবন্! ভিক্ষাং দেহি, স্ত্রীলোককে ভবতি! ভিক্ষাং দেহি। এইরূপ জানিবে, ক্ষত্রিয় জাতি ভিক্ষাং ভবন্! দেহি। এইরূপ মধ্যভাগে ভবৎ শব্দ প্রয়োগ করিবে, বৈশ্যজাতি ভিক্ষাং দেহি ভবন্ এই অন্তে ভবৎশব্দ প্রয়োগ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আচার্য্য মাণবককে উপনয়ন প্রদানানন্তর বেদপাঠে দীক্ষিত করিবেন। যে গুরু বেতন লইয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে উপাধ্যায় কহা যায়। ব্রহ্মচারী মাণবক প্রত্যূষে উঠিয়া শৌচআদি কার্য্য সমাপনান্তর পবিত্র হইয়া স্নানসমাপনান্তে পূর্ব্ব স্থাপিতঅগ্নিতে হোম করিবে, তদনন্তর হোমাদি করণজন্য উৎপন্ন স্বেদাদি অপনোদনপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া গুরু পাদপদ্মে অভিবাদন করিবে। তদনন্তর, গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া বিনীতভাবে গুরুদেবের মুখপদ্ম দর্শন করতঃ ব্রহ্মাঞ্জলি করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে, (বেদপাঠ কালে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক যে অঞ্জলি বন্ধন করিতে হয় তাহাকে ঋষিগণ ব্রহ্মাঞ্জলি কহিয়াছেন)। বেদপাঠ আরম্ভ এবং সমাপনকালে প্রণব উচ্চারণ করিতে হইবে। অনধ্যায়দিবসে যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন ত্যাগ করিবে। চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং অষ্টমী (এ কয়টি তিথি) সূর্য্য এবং চন্দ্রের গ্রহণ উল্কাপাত, ভূমিকম্প, সপিণ্ডজনন মরণজন্য অশৌচ, গ্রাম বিপ্লব অগ্নিদাহ প্রভৃতি গ্রামের অনিষ্টজনক দুর্ঘটনা উপস্থিতিঃ ইন্দ্রপ্রয়াণ স্বরত, মেঘগর্জ্জন, বাদ্যকোলাহল এবং রাজদ্বয়ের পরস্পর বিগ্রহ, এই কয়টি অনধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়নের প্রতিবন্ধক এই সকল ঘটনা হইলে এবং পূর্ব্বকথিত তিথি চতুষ্টয়ে অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি অভিযোগ অর্থাৎ তিরস্কার করিলেও অতি বেগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিবে না, দেবমন্দির, বল্মীক, শ্মশান, শিবমন্দির এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট যথাবিধি ভিক্ষা করিবে, (ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগত হইয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালনানন্তর) পবিত্র হইয়া পূর্ব্বমুখ উপবেশন পূর্ব্বক গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া ভোজন করিবে। অহঙ্কার শূন্য হইয়া গুরুদেবের হিতজনক এক প্রিয়কার্য্য করিবে। সায়ংসন্ধ্যাসমাপনান্তে সায়ংকালীন হোম করিয়া গুরুদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক গুরুবাক্য প্রতিপালন অর্থাৎ পাদসেবাদি করিবে। মধু, মাংস,

অঞ্জন, (চক্ষুর্দ্বয়ে কজ্জল দান) শ্রাদ্ধ, গান, নৃত্য, হিংসা প্রাণিহত্যা লোকনিন্দা এবং স্ত্রীসংসর্গ ; যত্নসহকারে ত্যাগ করিবে। মেখলা (শরপত্র প্রভৃতি রচিত মৌঞ্জী) কৃষ্ণসার চর্ম্ম, এবং বিল্বাদি দণ্ড যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিবে। ব্রহ্মচারী সাবধান হইয়া প্রত্যহ ভূমীশয়ন করিবে। বেদবিদ্যালাভে যুগ্ম ব্যক্তি এই সকল নিয়মিত কার্য্যসমূহ করিবে। গুরুদেবকে ধনাদি দক্ষিণা প্রদান করিয়া অবভৃত স্নান করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

তদনন্তর অসমানপ্রবর, এবং ভিন্নগোত্র-জাতা কন্যাকে বিধিবোধিতরূপে লাভ করিবে অর্থাৎ বিবাহ করিবে। মাতৃপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত এবং পিতৃপক্ষের সপ্তমী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, এবং অধম পৈশাচ এই অষ্টপ্রকার বিবাহ। ব্রাহ্মণগণের প্রথম চারি প্রকার বিবাহ বিধি প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়গণের গান্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস প্রশস্ত। অপ্রার্থিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক যে কন্যা দান তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ কহিয়াছেন। যজ্ঞকার্য্যে দক্ষিণাস্বরূপ পুরোহিতকে কন্যাদানের নাম দৈববিবাহ, গোদ্বয় গ্রহণ করিয়া যে কন্যাদান তাহার নাম আর্ষবিবাহ। প্রার্থিত হইয়া যে কন্যাদান তাহার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ ; ধন গ্রহণ করিয়া যে কন্যাদান তাহার নাম আসুর বিবাহ, বর কন্যা উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে বিবাহ, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে, যুদ্ধক্ষেত্রে হৃতকন্যার পাণিগ্রহণ রাক্ষস বিবাহ। কোন ছল করিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ পৈশাচ বিবাহ বিবাহমধ্যে ইহাকে নিকৃষ্ট জানিবে। ব্রাহ্মণের তিনজাতি কন্যা ভার্য্যা, ক্ষত্রিয়ের দুইজাতিকন্যা, বৈশ্যের একজাতীয়া ও কন্যা ভার্য্যা হইবে। শূদ্রের একজাতীয়া কন্যা ভার্য্যা হইবে, ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ কন্যা, ক্ষত্রিয় কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা এই দুই জাতীয়া বৈশ্যগণের বৈশ্যকন্যামাত্র এবং শূদ্রগণের শূদ্রকন্যা মাত্র। বিপদাপন্ন হইলেও দ্বিজগণ শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবে না। সেই শূদ্রকন্যা প্রসূত যে সন্তান তাহার নিষ্কৃতি নাই। তপঃপরায়ণ, যজ্ঞশীল সকলধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ হইলেও ব্রাহ্মণ গণ সবর্ণাস্ত্রী বিবাহকালে পাণিগ্রহণ করিবে, ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহকালে শরগ্রহণ করিবে, বৈশ্যকন্যা বিবাহকালে প্রতোদন গ্রহণ করিতে হইবে। (প্রতোদন পাঁচন বাড়ী গো তাড়ন দণ্ড)। যে স্ত্রী অগ্নি বহন করে, সেই ভার্য্যা যে, স্ত্রী পতিপ্রাণা সেই ভার্য্যা এবং যে পুত্রবতী সেই ভার্য্যা। এই সকল গুণসম্পন্না ভার্য্যা প্রকৃষ্ট যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালনীয়া, এবং সর্ব্বদা তাড়নীয়া অর্থাৎ কোন অসৎপথগামিনী না হয়। যে ভার্য্যা লালিতা ও পালিতা সেই লক্ষ্মী স্বরূপা ইহার অন্যথা নাই।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

গৃহস্থের পাঁচটি সূনা (জীবহিংসা স্থান) চুল্লী পেষণী উপস্কর সংমার্জ্জনী এবং গৃহোপকরণ কুণ্ড প্রভৃতি) কণ্ডনী (উদূখল মুষল আদি) উদকুম্ভ (জলাধার কুম্ভ) এই সকল গৃহোপকরণ বস্তুতে গৃহস্থের জীব হিংসা অনিবার্য্য। ঐ জীবহিংসা সম্ভূত পাপশান্তির নিমিত্ত, গৃহস্থ কোন দিবসেই পঞ্চযজ্ঞ কার্য্য ত্যাগ করিবে না, পঞ্চযজ্ঞ কার্য্য করিলে গৃহস্থের পঞ্চসূনা-সম্ভূত পাপ বিনষ্ট হয়, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, এবং মনুষ্যযজ্ঞ, এই পাঁচটি কার্য্য পঞ্চযজ্ঞ নামে উক্ত হইয়াছে। নিত্যহোম দেবযজ্ঞ ; বলি কার্য্য ভৌত ; শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ পিতৃযজ্ঞ ; বেদপাঠ ; ব্রহ্মযজ্ঞ, এবং অতিথি-সেবা মনুষ্যযজ্ঞ। বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, যতিগণ, এবং দ্বিজগণ গৃহস্থের কল্যাণে যথোচিতরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। গৃহস্থই যাগ যজ্ঞ করে, গৃহস্থই তপস্যা করে, গৃহস্থই দাতা হয়, সেই হেতু গৃহস্থাশ্রমীই সকল আশ্রমীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমৎ স্বামীই স্ত্রীলোকের প্রভু যেমৎ চতুর্ব্বর্ণের প্রভু ব্রাহ্মণ,

সেইরূপ এই গৃহস্থের অতিথিগণ প্রভু জানিবা। ব্রতসমূহ দ্বারা কিংবা উপবাস দ্বারা, এবং অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্মদ্বারা স্ত্রীলোক স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না, যেমৎ স্বামীসেবা দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচারীগণ, অহরহ স্নান, নিত্যহোম, এবং অগ্নির তৃপ্তিজনক কার্য্য দ্বারা স্বর্গগমন করেন, কেবল গুরুসেবা দ্বারাই স্বর্গগমন করেন। বানপ্রস্থগণ অগ্নিশুশ্রূষা দ্বারা কিম্বা ক্ষমা দ্বারা এবং নানা তীর্থ স্নান দ্বারা সেরূপ স্বর্গে গমন করে না যেরূপ ভোজন ত্যাগ দ্বারা স্বর্গে গমন করে। ভিক্ষা দ্বারা কিম্বা মৌনব্রত দ্বারা অথবা নির্জনগৃহে বসিয়া যোগ অবলম্বন দ্বারা যোগীগণ সেইরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, যেরূপ যোগীগণ মৈথুন পরিত্যাগদ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা কিম্বা বহু দক্ষিণা দ্বারা অথবা বহ্নি শুশ্রূষা দ্বারা গৃহীগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হয় না, যেরূপ অতিথিসেবাদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়(অতএব স্ত্রীলোকের স্বামীসেবা, ব্রহ্মচারীর গুরুশুশ্রূষা, বানপ্রস্থগণের ভোজন পরিত্যাগ যোগীগণের স্ত্রী পরিত্যাগ এবং গৃহস্থগণের অতিথিসেবা প্রধানধর্ম্ম জানিবে। (গৃহস্থের অতিথিসেবা মুখ্যধর্ম্ম হইল) সেই হেতু, সকল যত্নসহকারে গৃহস্থগণ গৃহে আগত অতিথিগণকে আহার দান, শয্যাদান এবং ধনদান দ্বারা সৎকার করিবে। (সাগ্নিক ব্রাহ্মণ) শাস্ত্রনিয়মঅনুসারে প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে অগ্নিহোত্র হোম করিবে এবং যথানিয়মে দর্শ পৌর্ণমাস যাগ করিবে। যজ্ঞ দ্বারা, পশু বন্ধন দ্বারা চাতুর্মাস্যব্রত দ্বারা এবং ত্রৈবার্ষিক বা বার্ষিক অন্ন থাকলে আলস্যশূন্য হইয়া সোমরস পান করিবে। অল্পধন যে দ্বিজ সে বৈশ্বানরী নামক ইষ্টি করিবে, অল্পধন হইলেও শূদ্রের নিকট ধন প্রার্থনা করিবে না এবং অভীপ্সিত বস্তু সকল দান করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিবে না এবং পৈতৃকপুরোহিত্যও ত্যাগ করি[illegible] কার্য্য দ্বারা এবং জন্ম দ্বারা বিশুদ্ধ এবং য[illegible]র শরীর-মাংসলোল হইয়াছে, অর্থাৎ প্রাচীন এতাদৃশ ব্যক্তিই (যাজনকার্য্যের যোগ্য) পাত্র জানিবে। এ সকল গুণযুক্ত যে ব্যক্তি এবং ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া ধন উপার্জ্জন করে, ব্রাহ্মণ তাহাকেই সর্ব্বদা যাজন করাইবে, তাদৃশ ব্যক্তির নিকটই প্রতিগ্রহ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৃহস্থব্যক্তি যখন দেখিবে, দেহ মাংস লোল হইয়াছে বার্দ্ধক্যদ্বারা সমস্ত কেশ শুক্লবর্ণ হইয়াছে, এবং পৌত্র জন্মিয়াছে, তৎকালেই বানপ্রস্থ আশ্রম করিবার নিমিত্ত বনগমন করিবে (যদ্যপি পত্নী বনগমনে সম্মতা না হয়) তাহাকে গৃহে রাখিয়া (বনগমনে সম্মতা হইলে) তাহাকে সঙ্গে লইয়া, বনে গমন করতঃ প্রত্যহ অগ্নির তৃপ্তিজনক কার্য্য করিবে এবং বন্য ফলমূল প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য আহরণ করিবে। বনবাসকালে যে যে দ্রব্য আহার করিবে, তাহাদ্বারাই পিতৃলোকের এবং দেবগণের পূজা করিবে, এবং উহা দ্বারাই কুটীরে আগত অতিথিগণের সেবা করিবে সমাহিতচিত্ত হইয়া গ্রাম হইতে অষ্ট গ্রাস আহরণ করিয়া ভোজন করিবে, প্রত্যহই বেদ অধ্যয়ন করিবে, এবং মস্তকে জটা বন্ধন করিবে, অর্থাৎ ক্ষৌরকার্য্য করিবে না। প্রত্যহই তপস্যাদ্বারা নিজ দেহ শুষ্ক করিবে, শীতকালে আর্দ্রবস্ত্র হইয়া থাকিবে, গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা করিবে, বর্ষাকালে আচ্ছাদনশূন্য স্থানে বাস করিবে, প্রতিদিনই নক্তভোজন করিবে, অথবা দিবার চতুর্থভাগ কিংবা ষষ্ঠভাগে ভোজন করিবে। কষ্ট স্বীকার দ্বারা বনে কালহরণ করিবে, এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিবে, এইরূপে বানপ্রস্থ আশ্রম করিয়া বনে কালযাপন করতঃ দ্বিজগণ ব্রহ্মপ্রেমী (চতুর্থাশ্রমী) হইবে। ৭।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

দ্বিজগণ বানপ্রস্থ আশ্রমেও সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করতঃ বিধিবোধিতরূপে যজ্ঞ করিয়া (ভস্মপান দ্বারা) নিজদেহ মধ্যে যজ্ঞীয় অগ্নি

সংস্থাপিত করতঃ ব্রহ্মাশ্রমী হইবে। যে সময়ে গৃহস্থগণের গৃহপাকক্রিয়া সমাপন হওয়াতে ধূমশূন্য হইবে ও তণ্ডুলাদি নিষ্পন্ন হওয়ায় উদূখল মুষল নিজব্যাপার শূন্য হইবে, গ্রামমধ্যে অগ্নি কি, অঙ্গার পর্য্যন্ত থাকিবে না, জনপদবাসীগণের ভোজনকার্য্য সমাপন হইলে এবং জনগণের পাদসঞ্চার রহিত হইলে যতিগণ প্রতিদিন ভিক্ষা করিতে গমন করিবে। যতিগণ কিছু না প্রাপ্ত হইলেও ক্ষুন্নচিত্ত হইবে না, যাহা পাইবে, তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। স্বয়ং পাক করিবে না, এবং কাহাদ্বারাও পাক করাইবে না, কাহারও গৃহে বসিয়া ভোজন করিবে না। যতিগণসম্বন্ধে মৃত্তিকার পাত্র এবং অলাবু পাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সকল পাত্র জলদ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে জানিবে। যতিগণ সুহৃৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিবে ও কৌপীন বস্ত্রমাত্র পরিধান করিবে, জনপ্রাণীশূন্য স্থানে বাস করিবে এবং যেস্থানেই সায়ংকাল উপস্থিত হইবে সেস্থানে রাত্রি যাপন করিবে। উত্তমরূপে চতুর্দ্দিক দেখিয়া পাদ নিক্ষেপ করিবে, বস্ত্রদ্বারা পবিত্র করিয়া জলপান করিবে, সত্য দ্বারা পবিত্র বাক্য প্রয়োগ করিবে না অর্থাৎ মিথ্যা সম্পর্ক রাখিবে না এবং যাহা নিজচিত্তে পবিত্র বোধ হইবে, এইরূপ আচরণ অনুষ্ঠান করিবে। চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্বারা কিংবা গর্হিত ভস্মদ্বারা কেহ যদ্যপি অঙ্গলেপন করিয়া দেয়, তাহাতে সুখ দুঃখ বোধ করিবে না মঙ্গলকার্য্যই হউক কিম্বা অমঙ্গলকার্য্যই হউক তাহার একটিও আশ্রয় করিবে না। সকল প্রাণীরহিতচেষ্টা করিবে লোষ্ট্র প্রস্তর কিংবা সুবর্ণ-রাশি এই সকল বস্তুতে তুল্যজ্ঞান করিবে, ধ্যান এবং যোগপরায়ণ ভিক্ষুক মুক্তি লাভ করিবে। যোগীগণ চিত্তের সংযমকে ধারণা বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণের সংহার অর্থাৎ বিষয় হইতে নিবৃত্তি করা ইহা প্রত্যাহার নামে কথিত হইয়াছে। যোগাভ্যাস দ্বারা, হৃদয়স্থ দেবদেব পরমাত্মার যে দর্শন, ইহাকেই যোগীগণ ধ্যান নামে অভিহিত করিয়াছেন, এই ধ্যান, সকল যোগ হইতেই মঙ্গলদায়ক। ইহা শঙ্খঋষি আপনি কহিয়াছেন। হৃদয়ে সকল দেবতার অধিষ্ঠান আছে, হৃদয়ে প্রাণবায়ু অবস্থিতি করিতেছেন; হৃদয়ে সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিঃ-পদার্থসমূহ রহিয়াছেন হৃদয়ে সকল বস্তুই রহিয়াছে। নিজ দেহকে অরণি ও ওঁ কারকে উত্তরারণি করিয়া অর্থাৎ প্রণব জপ করিলে হৃদয়স্থ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা প্রকাশ পাইয়া থাকেন ধ্যান, অর্থাৎ হৃদয়ে দেবদেব পরমাত্মার যোগ দ্বারা দর্শন এবং নির্ম্মন্থন (ওঁকার জপ) এই উভয় কার্য্য দ্বারা স্বহৃদয়স্থিত বিষ্ণুকে দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকে সূর্য্য প্রভৃতি হৃদয়ে এবং মধ্যে হুতাশন অবস্থিতি করিতেছেন ঐ তেজের মধ্যে মহদাদি তত্ত্বপদার্থ অবস্থিতি করিতেছে ঐ তত্ত্ব মধ্যে বিষ্ণু অবস্থিতি করিতেছেন। যতগুলি সূক্ষ্ম বস্তু আছে, সকল বস্তু হইতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরমাত্মাস্বরূপ এবং যতগুলি স্থূল পদার্থ আছে, তাহা হইতেও স্থূল অর্থাৎ বিরাট মূর্ত্তি। বীত শোক (অর্থাৎ যোগীগণ) তেজোময় রূপ দেখিতে পান। বাসুদেব মূঢ় ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গোচর হন না। কেননা, তাহাদিগের ইন্দ্রিয় অজ্ঞান বসনে আবৃত ও বিষয়াসক্ত। এই ব্যক্তাব্যক্ত পুরুষ বিষ্ণু, ধাতা এবং বিধাতা। ইনিই পুরাতন সম্পূর্ণ মঙ্গল-রূপী। এই অশরীরী তমঃপারে অবস্থিত আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে মন্ত্র বলে জানিতে পারিলে, মৃত্যু হইতে ভয় থাকে না; এবং সদ্গতির অন্য উপায় নাই। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচ বস্তুকে পণ্ডিত ব্যক্তি মহাভূত বলিয়া জানিবেন। চক্ষু, কর্ণ ত্বক, রসনা ও নাসিকা শরীরের মধ্যে এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ, রূপ, স্পর্শ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটী বুদ্ধির বিষয়। হস্ত, পাদ, উপস্থ, জিহ্বা এবং পায়ু শরীরের মধ্যে এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং প্রকৃতি, এই চারিটী উক্ত ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষা পরবর্ত্তী এবং শ্রেষ্ঠ; এবং আত্মা এই সকল পদার্থ হইতে অতিরিক্ত এই আত্মা পুরুষ এবং পঞ্চ বিংশ। সাধু ব্যক্তিগণ ইহাকে অবগত হইয়া বিমুক্ত হন। ইনি পরমগুরু, ইনি অবিনাশী এবং উত্তম।

ইহার শব্দ, রস, স্পর্শ, রূপ বা গন্ধ নাই, দুঃখ নাই, সুখ নাই। ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ। যে ব্যক্তির বিজ্ঞান সারথি, মন লাগাম; তিনিই পথপারে বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিতে পারেন। কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগকে সহস্রভাগের একভাগ করিলে তাহারও শত ভাগের এক ভাগের মতন জীব সূক্ষ্ম। মহত্তত্ত্বের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ পুরুষের পর কিছুই নাই। পুরুষই পরম গতি, পুরুষই পরাকাষ্ঠা। এই পুরুষ সর্ব্বভূতে ব্যাপকরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সূক্ষ্মদর্শিগণ সূক্ষ্ম এবং প্রধান বুদ্ধিবলে ইহাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

যথাশাস্ত্র ক্রিয়াস্নান বলিতেছি। প্রথমে মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা যথাবিধি শৌচ করিবেন জলে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া যথাবিধি আচমন করিয়া তীর্থের আবাহন করিবেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি। জলপতি বরুণদেবের শরণাগত হইয়া সর্ব্বপাপক্ষয়ের নিমিত্ত তীর্থদান করিতে যাচ্ঞা করিবেন। আমি সর্ব্বপাপবিনাশী তীর্থকে আবাহন করি। আমার প্রতি অনুগ্রহকরতঃ সেই তীর্থ এই জলে সন্নিহিত হউক। রুদ্র এবং জলবাসী সমস্ত বরদগণকে প্রণাম করিয়া পবিত্রভাবে বলিবে, সকল জলবাসীদিগের শরণাগত হই। সর্ব্বপাপবিনাশী অংশুমালী দেব হুতাশনের শরণাগত হইয়া বলিবে, জল সকল পবিত্র হইতেও পবিত্রতর;—আমি তাহার শরণাগত হই। রুদ্র, অগ্নি, সর্প, বরুণ, জল, আমার পাপরাশি বিনাশ করুন এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন। "হিরণ্যবর্ণ" ইত্যাদি তিন মন্ত্র, "জগতা" ইত্যাদি চারি মন্ত্র; "শন্নোদেবী", ইত্যাদি মন্ত্র; "শন্ন আপঃ" এই মন্ত্র, এবং "ইদমাপঃ প্রবহতে" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ইহাতে ছন্দ, ঋষি, দেবতা, কীর্ত্তন করিবে। এই সম্মার্জ্জন করিয়া পবিত্রভাবে প্রত্যহ অঘমর্ষণ সূক্ত পাঠ করিবে। উহার ছন্দ অনুষ্টুপ। ঋষি অঘমর্ষণ, দেবতা ভাববৃত্ত, এবং পাপক্ষয় ইহার উদ্দেশ্য। জলে নিমগ্ন হইয়া এইরূপে তিনবার অঘমর্ষণ পাঠ করিবে। মহাব্যাহৃতি মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে জল দিবে। যেমন যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ, সর্ব্বপাপ বিনাশক; সেইরূপ অঘমর্ষণসূক্ত সমস্ত পাপ বিনাশ করে। এই বিধি অনুসারে স্নান করিয়া, সেই বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে। অনন্তর তীর্থ নাম সকল কীর্ত্তন করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্ত্রনিষ্পীড়ন জল প্রদান করা না হয়, তাবৎ বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। এই বিধি অনুসারে স্নান করিলে মনুষ্য তীর্থফল লাভ করে।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

আচমন বিধি।

ইহার পর শুভ আচমন ক্রিয়া বলিতেছি, (দক্ষিণ) হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল স্থানে কায়তীর্থ উক্ত হইয়াছে, বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলস্থানে প্রাজাপত্য তীর্থ কথিত হইয়াছে (সকল) অঙ্গুলীর অগ্রভাগে দৈব তীর্থ; এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মূলদেশে পিত্র্যতীর্থ উক্ত হইয়াছে, প্রাজাপত্য তীর্থ দ্বারা দ্বিজগণ তিনবার জল পান করিবে, তদনন্তর, কিঞ্চিৎ বক্র বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদ্বারা মুখ মার্জ্জন করিয়া জলসংযুক্ত (যথাযথ অঙ্গুলী দ্বারা) চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ছিদ্র সকল স্পর্শ করিবে। ব্রাহ্মণগণ হৃদয় পর্য্যন্ত আর্দ্র হয় এতাদৃশ পরিমিত জলপান পূর্ব্বক আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, কণ্ঠগত জলপান দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ শুদ্ধ হইবে, তালুগত জলদ্বারা বৈশ্যগণ আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে, শূদ্রজাতি, (এবং স্ত্রীলোকগণ) দন্ত এবং ওষ্ঠ স্পর্শ হয়, এতাদৃশ জলদ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। শুচিস্থানে (উপবেশন পূর্ব্বক) সমাহিতচিত্তে পূর্ব্বমুখ হইয়া জানু মধ্যস্থানে হস্তদ্বয় করতঃ কিংবা উত্তরমুখ হইয়া পবিত্রভাবে, কোনদিক্ দর্শন না করতঃ ফেনা এবং

বুদ্বুদরহিত, অনুষ্ণ জলসমূহ পান করতঃ অঙ্গুলী-সমূহ দ্বারা আচমন করিবে। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিবে, অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। আচমনকালে যে তিনবার জল পান করা হয়, তাহা দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রীত হন,—ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। মুখমার্জ্জন দ্বারা গঙ্গা এবং যমুনা প্রীত হন, নাসাপুটদ্বয় স্পর্শ করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীত হন। চক্ষুর্দ্বয় স্পর্শ করিলে চন্দ্র এবং সূর্য্য প্রসন্ন হন, কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিলে বায়ু এবং অগ্নি প্রীত হ'ন। স্কন্ধদ্বয় স্পর্শ করিলে সকল দেবতা প্রীত হন, মস্তক স্পর্শ করিলে আত্মা প্রীত হ'ন। যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া শিখাবন্ধন ত্যাগ করতঃ পাদ প্রক্ষালন না করিয়া আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে না। জানুদ্বয়ের বাহিরে হস্ত রাখিয়াও হস্তার্পিত জল দ্বারা এবং মলাযুক্ত জলদ্বারা আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে না। আচমনানন্তর তীর্থ সংমার্জ্জন করিবে, তদনন্তর "অন্তশ্চরসি" এই মন্ত্র দ্বারা আচমন করত সূর্য্যাভিমুখ হইয়া গায়ত্রী দ্বারা জলাঞ্জলি নিক্ষেপকরত "উদুত্য' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, এই নিয়ম দ্বিজগণের সন্ধ্যা উপাসনা বিষয়ে জানিবে। প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে, এবং সায়ংসন্ধ্যা সময়ে উপবিষ্ট হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে। তদনন্তর পবিত্র মন্ত্রসমূহ যথাশক্তি জপ করিবে, ঋষিগণ দীর্ঘসন্ধ্যার উপাসনা করিতেন এ নিমিত্ত দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

ইহার পর সর্ব্ববেদ হইতে পবিত্র মন্ত্র সমূহ বলিতেছি, এই সকল মন্ত্রের জপ এবং হোম দ্বারা মনুষ্যগণ সর্ব্বদা পবিত্র হয়। অঘমর্ষণ সূক্ত, দেবব্রত সূক্ত, সত্যবতীসূক্তসমূহ, কুষ্মাণ্ডীসূক্তসমূহ, পাবমানী সূক্তসমূহ, অতীষ্টরূপদা, প্রণবাদি সশিরস্ক সাবিত্রী, সূক্ত, স্তোমসূক্ত, সপ্তব্যাহৃতি, ভারুণ্ড, সাম মন্ত্র, গায়ত্রী ছন্দ দ্বারা গ্রথিত মন্ত্র পুরুষব্রত, ভাবমন্ত্র, সোমব্রত অবিজ্ঞেয়, বার্হস্পত্যমন্ত্র, বাক্‌সূক্ত, অনৃতমন্ত্র, শতরুদ্রী মন্ত্র, অথর্ব্বশিরামন্ত্র, ত্রিসুপর্ণা, মহাব্রত, গোসূক্ত, অশ্বসূক্ত, ইন্দ্রসূক্ত, সামদ্বয়, এই তিনটী পুষ্পাঙ্গদেহ, রথন্তর অগ্নিব্রত, এবং বামদেব্য মন্ত্র, এই সকল মন্ত্র গান করিলে পর জীবসমূহ পবিত্র হয় ও যদি ইচ্ছা করে ত জাতিস্মরত্ব পাইতে পারে।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

বেদ হইতে পবিত্র মন্ত্র সমস্ত অভিহিত হইল। এ সমস্ত মন্ত্র হইতে সাবিত্রী প্রধান হইতেছে, অঘমর্ষণ মন্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট মন্ত্র নাই; অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলদ্বারা এবং ব্যাহৃতি সমস্ত দ্বারা প্রধান হোম করিবে। সাবিত্রী হইতে উৎকৃষ্ট পানীয় মন্ত্র নাই, কুশাসনে আসীন হইয়া কুশময় উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক কুশহস্ত হইয়া পূর্ব্বমুখ কিংবা সূর্য্যাভিমুখ হওতঃ অক্ষমালা গ্রহণ করতঃ দেবতা ধ্যানরত হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে। সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, স্ফটিক, পদ্মপুষ্পের দল পদ্মের বীজ এবং রুদ্রাক্ষ এ সকল দ্রব্যের অন্যতম দ্বারা অক্ষমালা প্রস্তুত করিবে, ধ্যান করত বাম হস্তে অক্ষমালা ধারণ করত জপের সংখ্যা রাখিবে, জপের আদিতে দেবতা, ঋষি এবং ছন্দ স্মরণ করিবে। তদনন্তর আদিতে প্রণব এবং ব্যাহৃতির সহিত অন্তে শিরোমন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে, (ইহা প্রাণায়ামস্থলে গায়ত্রী জপ বিষয়ে জানিবে,) এই গায়ত্রী সবিতা দেবতা, বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ এবং প্রণবাদি ভূঃপ্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতি আপোজ্যোতিঃ প্রভৃতি শিরোমন্ত্র জানিবে। প্রণব, ব্যাহৃতি এবং শিরোমন্ত্রের সহিত যে ব্যক্তিগণ গায়ত্রী জপ করে, তাহাদিগের ইহকালে কি পরকালে কোন ভয় থাকে না; গায়ত্রী দশবার জপ করিলে পর, একদিন কৃত পাপ বিনষ্ট হয়; শতবার গায়ত্রী জপ করিলে পর পাপ সমস্ত বিনষ্ট হয়, সহস্রবার গায়ত্রী

জপ করিলে পর, মনুষ্যগণকে অজ্ঞান কৃত সকল পাপ হইতে উদ্ধার করেন। সুবর্ণস্তেয়ী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মহত্যাকারী, বিমাতৃগমনশীল এবং মদ্যপায়ী এ সকল ব্যক্তিগণ সকল সময়েই লক্ষ বার গায়ত্রী জপ করিলে পর, শুদ্ধ হইবে, স্নানকালে সমাহিত হইয়া প্রাণায়ামত্রয় করিলে পর, দিবারাত্রিকৃত পাপরাশি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়, একমাস ব্যাপিয়া প্রণব এবং ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী প্রাণায়াম প্রতিদিন ষোড়শ বার করিলে পর ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়, গায়ত্রী দ্বারা বিশেষরূপে হোম করিলে পর, সকল অভিলাষ প্রদান করেন, বানপ্রস্থবনবাসী-ভক্তপ্রিয়া গায়ত্রীদেবী সকল পাপক্ষয় করেন, শান্তি অভিলাষী ব্যক্তি পবিত্র হইয়া গায়ত্রী দ্বারা অযুতসংখ্যক হোম করিবে। অপমৃত্যুভয়-হরণইচ্ছুক ব্যক্তি গায়ত্রী দ্বারা ঘৃত হোম করিবে, সম্পত্তিইচ্ছুক ব্যক্তি গায়ত্রী দ্বারা পদ্মপুষ্পহোম করিবে, কাঞ্চনপ্রাপ্তি ইচ্ছুক হইলে গায়ত্রী দ্বারা বিল্বহোম করিবে। ব্রহ্মবর্চ্চসপ্রাপ্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সুসমাহিত হইয়া ঘৃতযুক্ত, তিল দ্বারা হোম করিবে। গায়ত্রী দ্বারা অযুতসংখ্যক হোম করিলে পর, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, পাপাত্মা ব্যক্তি এক পক্ষ ব্যাপিয়া গায়ত্রী দ্বারা হোম করিলে পর, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় অথবা সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়। গায়ত্রী জননীস্বরূপা এবং সকলপাপ বিনাশকারিণী। গায়ত্রী হইতে স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যলোকে উৎকৃষ্ট পবিত্রকারক আর নাই, নরকার্ণবে পতিত লোকদিগকে গায়ত্রীদেবী হস্তধারণপূর্ব্বক উদ্ধার করেন। সেই হেতু ব্রাহ্মণগণ নিয়মী এবং পবিত্র হইয়া প্রতিদিন গায়ত্রীর উপাসনা করিবে, দৈবকার্য্য এবং পিতৃকার্য্যবিষয়ে গায়ত্রী-জপশীল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবে, গায়ত্রী জপশীল ব্যক্তির নিকট পাপ থাকে না, যেরূপ সূর্য্যদেবের নিকট জলরাশি শুষ্ক হইয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী জপ দ্বারাই সিদ্ধ হয় এ কথায় সংশয় নাই, গায়ত্রীজপশীল ব্রাহ্মণ অন্য কার্য্য করুন্ বা নাই করুন্, মৈত্র ব্রাহ্মণ শব্দ প্রতিপাদ্য হইবেন জানিবে। উপাংশু জপ শতগুণ ফলদাতা এবং মানসজপ সহস্রগুণ ফলদাতা, বিশেষতঃ সাবিত্রী জপ উচ্চ করিয়া করিবে না। সাবিত্রীজপশীল মনুষ্য স্বর্গলাভ করে এবং সাবিত্রীজপশীল ব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় জানিতে পারে। গায়ত্রী জপের ফলের ইয়ত্তা নাই, এ নিমিত্ত সকলে যত্নসহকারে স্নাত এবং পবিত্রচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সকল পাপবিনাশকারিণী গায়ত্রী জপ করিবে।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্নানানন্তর গায়ত্রী জপ করিয়া পূর্ব্বাস্য হওতঃ দিব্যতীর্থ দ্বারা জলাঞ্জলি নিঃক্ষেপ করতঃ দেবগণের তর্পণ করিবে, প্রত্যহ পুরুষ সূক্ত মন্ত্র দ্বারা ভক্তি-সহকারে জলাঞ্জলি এবং পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে, তদনন্তর বিকৃত যজ্ঞসূত্র হইয়া দক্ষিণাস্য হওতঃ জানুদ্বয়ের মধ্যস্থানে হস্তদ্বয় রাখিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা শ্রাদ্ধীয় রীত্যনুসারে পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি নিঃক্ষেপ করিবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষ এবং মাতাপ্রভৃতি তিন জনকে তিন তিন অঞ্জলি দান করিয়া মাতামহী প্রভৃতি তিনজনকে এক এক অঞ্জলি প্রদান করিবে, তদনন্তর পিতৃপক্ষে এবং মাতৃপক্ষে যাহাদিগের নাম জানিবে, তাহাদিগের ও গুরুগণ, সম্বন্ধী, বান্ধব এবং সুহৃদ্‌গণের তর্পণ করিবে। রৌপ্যপাত্র, সুবর্ণপাত্র, তাম্রপাত্র, তিল, দর্ভ এবং মন্ত্র ব্যতিরেকে তর্পণ করিলে পর, পিতৃগণের তৃপ্তিজনক হয় না। সুবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, খড়্গপাত্র, কিংবা উড়ুম্বরকাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্র দ্বারা পিতৃলোক উদ্দেশে তিলযুক্ত জল প্রদান করিলে পর, তাহা অক্ষয় ফলজনক হইবে। অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য কিম্বা জল, দুগ্ধ, মূল এবং ফল দ্বারা প্রতিদিন পিতৃগণের প্রীতি উৎপাদন করতঃ শ্রাদ্ধ করিবে। স্নানানন্তর তিলযুক্ত জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে পর, পিতৃযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং তর্পণ দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হ'ন্।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবকার্য্য বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবে না, পিতৃকার্য্য উপস্থিত হইলে সূক্ষ্মমার্গ দ্বারা পরীক্ষা করিবে, অর্থাৎ ইনি মন্ত্র জানেন কি না ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যে ব্রাহ্মণ দুষ্কর্ম্মশীল এবং যে ব্রাহ্মণ বিড়ালব্রতী অর্থাৎ বিড়ালের ন্যায় নিস্তব্ধ থাকিয়া হিংসার চেষ্টা করে এবং যে ব্রাহ্মণ শঠ, হীনাঙ্গ কিম্বা অতিরিক্তাঙ্গ যে সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিদূষক জানিবা। যে সকল ব্রাহ্মণ গুরুর প্রতিকূলাচরণ করে, যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নির উৎপাত করে এবং যাহারা গুরুত্যাগকারী, তাহারা পংক্তিদূষক জানিবা। যে সকল ব্রাহ্মণ অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়নশীল ও যাহারা শৌচাচারশূন্য, এবং যাহারা শূদ্রের দত্ত অন্ন রস দ্বারা বর্দ্ধিত, সে সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিদূষক জানিবা। যে সকল ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করে ও যাহারা ঋগ্বেদবেত্তা যাহারা সামবেদবেত্তা ও যাহারা তৃণাচিকেত এবং যাহারা পঞ্চাগ্নিযুক্ত, সে সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিপবিত্রকারক জানিবা। ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা পত্নীর সন্তান, ঐ বিবাহে কন্যাদাতা ও ঐ কন্যার পতি ইহারা পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ। যে সকল ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদের সীমা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যাহারা অথর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারা পংক্তিপাবক। যে সকল ব্রাহ্মণ প্রতিদিন যোগাধ্যান করেন, লোষ্ট্র, অশ্ম এবং কাঞ্চনে সম জ্ঞানী ধ্যানপরায়ণ, পণ্ডিত, নিয়মী জ্ঞানী সেই সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিপাবক। দৈবপক্ষে পূর্ব্বমুখ দুইটি বিধিবোধিতরূপে ব্রাহ্মণ এবং পিতৃপক্ষে উত্তরাস্য তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, অশক্ত হইলে, দৈবপক্ষ এবং পিতৃপক্ষ উভয় পক্ষেই এক একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। নিতান্ত অশক্তপক্ষে পংক্তিপাবন একটি মাত্র উভয়পক্ষেই ভোজন করাইবে। যথাবিহিত দেশে অন্নাদি নিবেদন করিয়া সে সমস্ত দ্রব্য পশ্চাৎ অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিবে। উচ্ছিষ্ট পাত্রান্নসমীপে পিণ্ডদান করিবে, ত্বরা এবং ক্রোধশূন্য হইয়া শ্রাদ্ধ করিবে, উক্ত অন্ন দ্বিজাতিগণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে। গন্ধ, মাল্য এবং অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা বিধিবোধিতরূপে সংকার করিয়া ভোজন করাইবে। পংক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিজগৃহে উগ্রগন্ধ ও নির্গন্ধ, চৈত্যবৃক্ষজাত পুষ্পসমূহ এবং পর্ব্বতজাত পুষ্পসমূহ শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করিবে, জলসম্ভূত রক্তপুষ্প ও দান করিবে। নূতনমেষলোমের সূত্র কিংবা কার্পাস সূত্র প্রদান করিবে, অনাহতবস্ত্রসম্ভূত দশা বিদ্বান্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে, ঘৃত দ্বারা অথবা তিলতৈল দ্বারা দীপ দান করিবে, ধূপের নিমিত্ত ঘৃত ও মধুযুক্ত করিয়া গুগ্‌গুল দান করিবে, কুঙ্কুমযুক্ত করিয়া চন্দন প্রদান করিবে। ছত্রাক, মাংস, সূপ, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকু এবং কোবিদার দান করিবে না। পিপ্পলী, মরীচ, গোলাকার মূল দ্রব্য, কৃত্রিম লবণ এবং বশা পরিত্যাগ করিবে। রাজমাষ, মসূর, কোরদূষক ও খদির প্রভৃতি বৃক্ষ নির্যাস শ্রাদ্ধ কার্য্যে ত্যাগ করিবে। আম্রাতক, লবলী, মূলক, দধি, দাড়িম্ব, কন্দরাজ, মধু, শক্ত এবং শর্করা, এ সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধ কার্য্যে যত্নসহকারে প্রদান করিবে, উষ্ণ পায়সাদি দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া আচমনান্তে দক্ষিণা দান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম এবং অভিবাদন করতঃ হৃষ্টচিত্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বিসর্জ্জন করিবে, যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করতঃ শ্রাদ্ধ করিয়া স্ত্রী সংসর্গ করে, সে ব্রাহ্মণ মহাপাপ দ্বারা লিপ্ত হইবে, কালশাক, মহাশল্ক মৎস্য, পক্ষিবিশেষের মাংস খড়্গ মাংস এ সকল শ্রাদ্ধে দত্ত হইলে অনন্ত ফলজনক হইবে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ যম কহিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গয়াক্ষেত্রে, প্রভাসতীর্থে, পুষ্করে, প্রয়াগে, নৈমিষারণ্যে, গঙ্গাতীরে, যমুনাতীরে, অমরকণ্টক তীর্থে, নর্ম্মদাতীর্থে, গয়াতীরে বারাণসীধামে, কুরুক্ষেত্রে, ভৃগুতুঙ্গে, মহাপথে,

সপ্তারণ্যে এবং অসিকূপে যাহা স্নান করিবে, তাহা অনন্তফলজনক হইবে। ম্লেচ্ছদেশে রাত্রিকালে এবং উভয় সন্ধ্যাকালে বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে না; এবং ম্লেচ্ছদেশে গমন করিবে না। গজচ্ছায়াযোগে সূর্য্য এবং চন্দ্রগ্রহণ কালে, মহাবিষুবসংক্রান্তি এবং জলবিষুবসংক্রান্তি, দিবসে দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে যে কার্য্য করিবে, তাহা অনন্তফলজনক হইবে। ভাদ্রী পূর্ণিমা অতীত হইলে যে মঘানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশী তিথি তাহাতে প্রোক্ত ব্যক্তি মধু এবং মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃগণ পুত্রকৃত শ্রাদ্ধ পাইয়া, মনুষ্যগণকে পুত্র, বৃদ্ধি, স্বর্গ, আরোগ্য এবং সর্ব্বদা প্রীতি প্রদান করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যে ব্রাহ্মণ সাগ্নিক এবং বেদাধ্যয়ননিরত, তাঁহারা সপিণ্ডজ্ঞাতি জনন এবং মরণ অশৌচ হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হইবে, সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিবর্গের পরস্পরের সপিণ্ডতা থাকে; সপিণ্ড জ্ঞাতির জননে অথবা মরণে ব্রাহ্মণ দশাহ অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহ, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস, শূদ্র একমাস অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়, যে জাতির যে অশৌচ কাল উক্ত হইল তাহার মধ্যে শুদ্ধ হইবে না। গর্ভস্রাব হইলে, যে মাসে গর্ভস্রাব হইবে, মাসপরিমিত দিবসে সূতিকা অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হইবে, গর্ভস্রাবে জ্ঞাতিবর্গের অশৌচ হয় না; অজাত দন্ত বালকের মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ জানিবে অর্থাৎ স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে, অকৃত চূড়বালকের মৃত্যু হইলে অর্থাৎ দুই বৎসরে একাহ অশৌচ জানিবে অনুপনীত বালকের মৃত্যু হইলে ছয় বৎসর তিনমাস পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। অবিবাহিতা কন্যার মৃত্যু হইলে, পিতৃকুলের পিতৃ সপিণ্ডের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, এবং অসংস্কৃত শূদ্রের মৃত্যু হইলে সপিণ্ডবর্গের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, ষোড়শ বৎসরের পর বিবাহ না হইলেও শূদ্র জাতির মৃত্যু হইলে সপিণ্ডবর্গের একমাস অশৌচ হইবে জানিবে, এ বিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য নহে। যে কন্যার বিবাহ না হইয়া পিতার গৃহে ঋতুমতী হয়, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার মরণাশৌচ কোন কালেও শান্তি হইবে না অর্থাৎ অবিবাহিত কন্যার রজোদর্শন অত্যন্ত নিষিদ্ধ জানিবে। যদ্যপি কোন উত্তমবর্ণা স্ত্রী হীনবর্ণ দ্বারা গর্ভোৎপাদন করাইয়া সন্তান প্রসব করে, তাহার ঐ সন্তান প্রসব, এবং ঐ সন্তানের মৃত্যুজন্য অশৌচ ঐ নারীর কোন কালেই নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ হীনবর্ণ দ্বারা উত্তমবর্ণার সন্তানোৎপাদন অত্যন্ত নিষিদ্ধ। দুইটি সমান অশৌচ হইলে প্রথম যে অশৌচ হইবে, তাহার দ্বারা দ্বিতীয় অশৌচ নিবৃত্তি হইবে, অসমান দুইটি অশৌচ হইলে, প্রথম জাত লঘু অশৌচ দ্বিতীয় জাত গুরু অশৌচ প্রবল হইয়া লঘু অশৌচ বৃদ্ধি পাইবে, যম ঋষির এইরূপ বাক্য জানিবে। বিদেশ গমন করিয়া যদ্যপি জ্ঞাতির মরণ কিম্বা জনন অশৌচ হইলে শ্রবণের পর দশ দিনের যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকিবে, সে কয়দিন মাত্র অশৌচ ভোগ করিবে, দশরাত্র অতীত হইলে পর, শ্রবণ করিয়া তিন দিবস মাত্র অশুচি হইবে, সংবৎসর অতীত হইয়া শ্রবণ করিলে পর কেবল স্নান করিলেই শুচি হইবে, ইহা মরণ অশৌচ বিষয় জানিবে, (জননাশৌচ দশরাত্র অতীত হইয়া শ্রবণ করিলে পর পুনর্ব্বার অশৌচ হয় না) নিজ ঔরসজাত ভিন্ন যে পুত্র অন্য সংসর্গিনী যে ভার্য্যা, এবং পরের পূর্ব্ববিবাহিত যে ভার্য্যা, ইহাদিগের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, মাতামহ মরণে, আচার্য্য মরণে এবং দত্ত কন্যা যদ্যপি পিতৃ গৃহে মরে, তাহাতে দৌহিত্র শিষ্য এবং পিতা মাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। রাজার মরণে, নিজ গৃহে দৌহিত্র জন্মাইলে, আচার্য্যের পত্নী কিম্বা পুত্র মরণে একরাত্রী অশৌচ হইবে। মাতুল মরণে, পক্ষিণী অশৌচ হইবে, শিষ্য, পুরোহিত, বান্ধব, ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক বেদশাস্ত্রের সহাধ্যায়ী এবং সাঙ্গবেদ অধ্যায়ী ছাত্র ইহাদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে,

শূদ্র প্রভৃতি সপিণ্ড চতুর্ব্বর্ণের জনন মরণে ব্রাহ্মণের যথাক্রমে এক দিন, তিন দিন, ছয় দিন এবং পূর্ণ অর্থাৎ দশ দিন অশৌচ স্মৃত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় সপিণ্ড হইলে, ব্রাহ্মণের ছয় দিনে শুদ্ধি, অন্য বর্ণের দ্বাদশ দিনে শুদ্ধি। সপিণ্ড ব্রাহ্মণের জনন মরণে সকল বর্ণের দশ রাত্রেই শুদ্ধি হইবে;—ভগবান যম এই কথা বলেন। উচ্চস্থান হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ বা জল প্রবেশ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক শস্ত্রাঘাতে বা বিদ্যুৎপাতে নিহত আত্মঘাতী ও পতিতগণের মরণে অশৌচ হইবে না। যতি, ব্রতী, ব্রহ্মচারী, শূপকার, দীক্ষিত এবং রাজার আজ্ঞাকারী ব্যক্তিগণের অশৌচ হইবে না। যে ব্রহ্মচারী পরাশৌচে ভোজন করে, সেও অশুচি হইবে; যথার্থ অশুচি ব্যক্তির শুদ্ধি হইলে, তাহারও শুদ্ধি হইবে;—ইহা পণ্ডিত গণের মত। মনুষ্য পরাশৌচে ভোজন করিলে কৃমি যোনিতে উৎপন্ন হয়। যাহার অন্ন ভোজন করিয়া মরণ হয়, তাহার যে জাতি, পর জন্মে সেই জাতি লাভ হয়। দান, প্রতিগ্রহ, হোম, স্বাধ্যায় এবং প্রেতের পিণ্ডদান ব্যতীত পিতৃলোকের কার্য্যে অশৌচে নিষিদ্ধ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

সকল মৃণ্ময়পাত্র অশুচি হইলে, পুনর্ব্বার পাক দ্বারা শুদ্ধ হইবে, মল, মূত্র, বিষ্ঠা, ষ্ঠীবন, পূয় এবং রক্ত এ সকল দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার পাক দ্বারা শুদ্ধ হইবে না, তাহাতে মৃণ্ময়পাত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে, মলমূত্রাদি দ্বারা যদ্যপি তাম্রপাত্র, স্বর্ণ পাত্র, রৌপ্যময় পাত্র, স্পৃষ্ট হয় পুনর্ব্বার গঠিত করিলে পর, শুদ্ধ হইবে, মুল মূত্রাদি ভিন্ন অন্যরূপ অস্পৃষ্ট সম্পর্ক হইলে কেবল জল দ্বারা ধৌত করিলেই, শুদ্ধ হইবে, তাম্রপাত্র, সীসময়পাত্র এবং রঙ্গময়পাত্র অশুচি স্পর্শ হইলে অম্লরস সংযুক্ত জলদ্বারা শুদ্ধ হইবে। কাংস্যপাত্র এবং লৌহপাত্র অশুচি হইলে, ক্ষারযোগ করিলে শুদ্ধ হইবে, মুক্তা, মণি এবং প্রবাল অশুচি হইলে প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। শঙ্খের পাত্র এবং প্রস্তরের পাত্র, শাক, মূল, ফল এবং বিদল সমূহ অশুচি হইলে প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞীয় পাত্র সমূহ অশুচি হইলে যজ্ঞকার্য্য সময়ে মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে, কেশ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে উষ্ণ জল দ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে। শয্যা, আসন এবং হট্ট, গৃহ, এ সকল অশুচি হইলে সূর্য্যকিরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, যজ্ঞক কাষ্ঠ প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। মার্জ্জন দ্বারা গৃহ শুদ্ধ হইবে, সম্যক রূপ মার্জ্জন দ্বারা ক্ষিতির শুদ্ধি হইবে, তোয় দ্বারা বস্ত্রের শুদ্ধি হইবে, প্রোক্ষণ দ্বারা রাশীকৃত ধান্যাদির শুদ্ধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং একত্র রাশীকৃত দ্রব্য সমূহের প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে। তক্ষণ দ্বারা কাষ্ঠ শুদ্ধ হইবে। শ্বেতশর্ষপ সমূহের কম্পন দ্বারা (ঝাড়া) শুদ্ধি হইবে, শৃঙ্গময় এবং দন্তময় দ্রব্য গোপুচ্ছ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, ফলদ্বারা নির্ম্মিত পাত্র, শৃঙ্গ বিশিষ্ট জন্তুগণের অস্থি, খদির প্রভৃতি নির্যাস-সমূহ, ইক্ষুগুড়, লবণ, কুসুম্ভপুষ্প, মেষাদির লোম, এবং কার্পাসতুলা, এসকল বস্তু প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হইবে, ইহা যমঋষি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। জল অশুচি হইলে পৃথিবীস্থ করিলে, কিংবা প্রস্তরপাত্রস্থ করিলে শুদ্ধ হইবে। দুষ্টবর্ণ, দুষ্টগন্ধ, এবং দুষ্টরস-বর্জ্জিত যে জল, তাহা শুদ্ধ জানিবে (দুষ্ট বর্ণাদি যুক্ত জল অশুচি) নদীস্থিত জল সর্ব্বদা শুদ্ধ এবং সর্ব্বদা তৃপ্তিজনক জানিবে। বিক্রয়ার্থ বহিষ্কৃত সজ্জীকৃত দ্রব্য মাত্র শুদ্ধ জানিবা, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণের মুখ শুদ্ধ, গো পশুর মুখ ভিন্ন সকল অঙ্গ শুদ্ধ, আশ্রমে (গৃহে) বিড়াল শুচি জানিবে। শয্যা, ভার্য্যা, পুত্র ও কন্যা, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, এবং কমণ্ডলু, এ সকল স্বকীয় শুচি; অন্যের হইলে অশুচি জানিবে। ভার্য্যার মুখ রাত্রিকালে শুচি, গোবৎসের মুখ দোহনকালে শুচি, পক্ষীগণের মুখ বৃক্ষের উপরি শুচি, এবং কুক্কুরের মুখ শুচি জানিবে। রজস্বলানারী চতুর্থ দিবসে স্নানানন্তর স্বামীর নিকট শুচি, দৈব এবং পিতৃকার্য্যে পঞ্চমদিবসাবধি শুচি জানিবে।

রাজপথের কর্দ্দমের জল এবং ষ্ঠীবনাদি দ্বারা নাভির ঊর্দ্ধভাগে স্পর্শ হইলে, তৎক্ষণাৎ স্নান করিলে শুদ্ধ হইবে। প্রস্রাব এবং পুরীষত্যাগ করিয়া লেপ এবং গন্ধ ক্ষয় হয় এরূপ মৃত্তিকা ও উদ্ধৃত জল দ্বারা গুহ্য, হস্ত এবং পদ ধৌত করিবে। প্রস্রাব ত্যাগ করিলে পর লিঙ্গস্থানে দুইবার (হস্তদ্বয়ে) সপ্তবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে, (পুরীষ ত্যাগ করিলে পর) বামহস্তে বিংশতি বার উভয় হস্তে চতুর্দ্দশ বার মৃত্তিকা দিবে। নখ শোধন করিয়া (হস্তদ্বয়ে) তিনবার মৃত্তিকা দিবে, শৌচকামী ব্যক্তি সর্ব্বদা পাদদ্বয়ে তিনবার মৃত্তিকা দিবে। কথিত এই শৌচ গৃহস্থের পক্ষে জানিবে, ইহার দ্বিগুণ শৌচ ব্রহ্মচারীর জানিবে, ইহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্গুণ বানপ্রস্থগণের জানিবে, তাহার দ্বিগুণ যতীগণের পক্ষে জানিবে। ত্রিপর্ব্ব পূর্ণ হয় যাহা দ্বারা এতৎপরিমিত মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ কার্য্য করিবে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বনমধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া জটাধারণ পূর্ব্বক ত্রিকালীন স্নান করতঃ পত্র, মূল এবং ফল ভোজন করিয়া অধঃশয়ন করিবে এবং স্বীয় দুষ্কর্ম্ম লোকের নিকট প্রকাশ করতঃ ভিক্ষা নিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিবে, এইরূপ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করত দ্বাদশ বর্ষ গত হইলে সুবর্ণস্তেয়ী, সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, বিমাতৃগমনশীল এবং অন্যান্য মহাপাতককারীগণ এই ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় এবং যাজক বৈশ্য হত্যা করিয়া এবং আশ্রম দূষিত করিয়া এইরূপ উক্ত ব্রত করিবে। কূটসাক্ষ্য প্রদান করিয়া গচ্ছিত দ্রব্য হরণ করিয়া এবং শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া, এই ব্রতই করিবে। আহিতাগ্নি হইয়া স্ত্রীহত্যা করিলে পর, এবং মিত্রহত্যা করিলে পর, অবিজ্ঞাত গর্ভহত্যা করিয়া এই ব্রতই করিবে। ব্রতকারী দ্বিজগণ হত্যা করিয়া উক্ত ব্রত দ্বিগুণ করিয়া করিলে পর শুদ্ধ হইবে। স্বধর্ম্মহীন ক্ষত্রিয় হত্যা করিয়া একপাদহীন উক্ত ব্রত করিবে, স্বধর্ম্মবিহীন বৈশ্য হত্যা করিয়া উক্ত ব্রতের অর্দ্ধভাগ করিবে এবং স্ত্রীবধ করিয়া পুরুষ উক্ত ব্রতের অর্দ্ধ করিবে। শূদ্রহত্যা করিয়া এবং ঋতুমতী স্ত্রীগমন করিয়া উক্ত ব্রতের এক পাদ ব্রত করিবে। গো বধ করিয়া এবং পরদার গমন করিয়া উক্ত ব্রতের একপাদ করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি গ্রাম্য পশুসমূহ হত্যা করিয়া এক মাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে, অরণ্যচর পশু হত্যা করিয়া পঞ্চদশ দিবস পূর্ব্বোক্ত ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ পক্ষী এবং জলচর বিলেশয় সর্প হত্যা করিয়া সপ্তরাত্রি ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। অস্থিশূন্য জন্তুশত হত্যা করিয়া, এক সহস্র অস্থিযুক্ত জীব হত্যা করিয়া এক বৎসর ব্যাপিয়া ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিতে হইবে। যে যে বর্ণের বৃত্তিচ্ছেদ করিবে, সেই সেই বর্ণহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অজ্ঞানবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চতুর্বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণের ভূমিহরণ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গো, ছাগল এবং অশ্ব যে ব্যক্তি হরণ করে, সীসা কিম্বা রজত হরণ করে অথবা জল অপহরণ করে, এক বৎসর ব্যাপিয়া ব্রত করিবে। তিল, ধান্য, বস্ত্র, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র এবং মৎস্য প্রভৃতি আমিষ হরণ করিয়া সমাহিত চিত্তে ছয়মাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। তৃণ, কাষ্ঠ, তক্র, দুগ্ধ প্রভৃতি রস, গজাদির দন্ত এবং ঘৃত অপহরণ করিয়া একমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। লবন, গুড়, মূল দ্রব্য এবং পুষ্প হরণ করিয়া সমাহিত হইয়া অর্দ্ধমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। লৌহ, পিত্তল, কার্পাসাদি সূত্র এবং চর্ম্ম অপহরণ করিয়া সমাহিতচিত্তে এক রাত্র ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। পলাণ্ডু, লশুন, মদ্য, করক, মনুষ্যের বিষ্ঠা প্রভৃতি মল, মনুষ্যের মাংস, গ্রাম্যশূকর, গর্দ্দভ, গোধিকা, হস্তী, উষ্ট্র, কুক্কুর প্রভৃতি সকল পঞ্চনখ জন্তু, মাংসভুক্ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু এবং গ্রামচর কুক্কুট এ সকল ভক্ষণ করিয়া এক বৎসর ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। স্বর্ণগোধিকা, কচ্ছপ, শল্লকী, খড়্গী এবং

শশক প্রভৃতি পঞ্চপ্রকার পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করা যাইতে পারে; কিন্তু এ সকল জন্তু হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। হংস, মদ্‌গুরক, কাক, কাকোল, খঞ্জন, মৎস্যভুক্ মৎস্য, বলাকা (বকশ্রেণী) শুক, সারিকা, চক্রবাক, প্লব এবং কোক, এ সকল পক্ষী, ভেক এবং সর্প ইহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া একমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে, এ বিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য নহে। রাজীব, সিংহ-তুণ্ড, এবং শকুনি এ সকল হত্যা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রত করিবে, মৎস্য-সমূহের মধ্যে পাঠীন মৎস্য এবং রোহিত মৎস্য এই দুইজাতীয় ভক্ষণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জলচর কিম্বা জলজাত মুখপাদ, সুবিষ্কির, রক্তপাদ এবং জালপাদ, ইহাদিগের হত্যা করিয়া সপ্তদিবস ব্রত করিবে। তিত্তিরি, ময়ূর, লাবক, কপীঞ্জল, বার্দ্ধীণস এবং বর্ত্তক এ কয়টি পক্ষী ভক্ষণীয় ইহা যম ঋষি বলিয়াছেন। উভয় দন্ত জন্তু ভক্ষণ করিয়া একমাস ব্রত করিবে, একশফ কিম্বা একদন্ত জন্তু ভক্ষণ করিয়া অর্দ্ধমাস ব্রত করিবে। স্বয়ং মৃত্যু প্রাপ্ত কিংবা বৃথামাংস, মহিষ মাংস, ঘোটকের মাংস, মৃতবৎসা গাভীর ও মহিষীর দুগ্ধ, সন্ধিনী গাভীর অপবিত্র দুগ্ধভক্ষণ করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে। যে সকল জন্তুর দুগ্ধ অভক্ষ্যীয় সেই ক্ষীরদ্বারা নির্ম্মিত যে সকল দ্রব্য তাহা ভক্ষণ করিয়া সপ্তরাত্র ব্রত করিবে, লোহিতবর্ণ বৃক্ষের রস ব্রণের কারণীভূত যে দ্রব্য, কেবল অন্ন, পর্য্যুষিতান্ন, গুড়পক্ক দ্রব্য ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র ব্রতী হইবে। দধি ব্যতীত শুক্ত বস্তু, দারুসম্ভূত রস, গুড়যুক্ত নিন্দনীয় তক্র, যব গোধূমজ বস্তু পয়োবিকার রাজবাহকুল্য ও ভৈক্ষ্য ব্যতীত সকল পর্য্যুষিত দ্রব্য পক্ক সজীব মাংস এতৎসমস্ত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাজ্য; জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে সংবৎসর ব্রত করিবে। শূদ্রের অন্ন, রঙ্গভূমীতে অবতীর্ণ নটের অন্ন, কারাগারে আবদ্ধ, চোরের অন্ন, অবীরা স্ত্রীর অন্ন, কর্ম্মকারের অন্ন, বেণজাতির অন্ন, কিন জাতির অন্ন, পতিতের অন্ন, স্বর্ণকারের অন্ন, সূত্রধারের অন্ন, বার্দ্ধুষিকের অন্ন, কৃপণের অন্ন, নৃশংসের অন্ন, বেশ্যার অন্ন, ধূর্ত্তের অন্ন, দলবদ্ধের অন্ন, ভূমিপালের অন্ন, অস্ত্রজীবির অন্ন, সৌনপের অন্ন এবং সূতিকার অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ একমাস ব্রত করিবে। নিরন্তর শূদ্রজাতির অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ ছয়মাস ব্রত করিবে। বৈশ্য ও অপরিচিত স্ত্রীগণের অন্ন ভোজন করিলে একমাস ব্রত (ত্রৈমাসিক ব্রত তুল্যব্রত) করিবে, ক্ষত্রিয়ান্ন ভোজনে দুই মাস ও অপরিচিত ব্রাহ্মণের অন্নভোজনে এক মাস ব্রত করিবে। মদ্যের পাত্রস্থিত জল পান করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে। শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক মাস ব্রত করিবে, বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া সপ্ত দিন ব্রত করিবে এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক দিন ব্রত করিবে। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দত্ত ভোজন করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি একমাস ব্রত করিবে। পরিবেত্তা, পরিবেত্তি, যে কন্যাকে বিবাহ করিয়া পরিবেত্তা হইতে হয়, ঐ কন্যাপরিবেত্তাকে যে ব্যক্তি কন্যা দান করে এবং পরিবেত্তাকে কন্যা দান করিতে মন্ত্রবক্তা পুরোহিত, এই পঞ্চজনেই এক বৎসর ব্রত করিবে। কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক মাস ব্রত করিবে। কেশ এবং কীটাদি দ্বারা দূষিত অন্ন কিম্বা মূষিক, নকুল, মক্ষিকা এবং মশক দ্বারা দূষিত অন্ন ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র ব্রত করিবে, বৃথা কৃশর অর্থাৎ আত্মোদরপূরণার্থ পক্ক লড্ডুক, সংযাব(যাউ)পায়স, পিষ্টক এবং শস্কুলী ভোজন করিয়া সমাহিত চিত্তে ত্রিরাত্র ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। নীলবৃক্ষ দ্বারা ক্ষতপ্রাপ্ত, কুক্কুর কর্ত্তৃক দংশিত বা অসতী স্ত্রীকৃত দংশন দ্বারা জাতক্ষত বিপ্র ত্রিরাত্র ব্রত করিবে। অগ্নিতে চরণ প্রতপ্ত করিলে ও মন্দবস্তু নিক্ষিপ্ত করিলে, কুশদ্বারা চরণ মার্জ্জন করিয়া এক দিবস ব্রত করিবে। পৃষ্ঠ দেখিয়া প্রাণরক্ষার্থ পরাঙ্মুখ শত্রু হনন করিয়া ক্ষত্রিয় এক বৎসর ব্রত করিবে, অশ্বত্থবৃক্ষ ছেদন করিলে পর, এক বৎসর ব্রত করিবে। দিবাভাগে মৈথুন করিয়া দুই জলে স্নান করিয়া এবং নগ্না পরস্ত্রীকে দর্শন করিয়া একদিন ব্রত করিবে। অগ্নিতে কিম্বা

জলে অশুচি দ্রব্য নিঃক্ষেপ করিলে বা গুরুজনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে একমাস ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ বিশেষরূপে অবিদিত হইয়া জলপান করিলে কিম্বা বাম হস্ত দ্বারা জল পান করিলে ত্রিরাত্র ব্রত করিবে। এক পংক্তিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে যে ব্যক্তি ন্যূনাধিকভাবে পরিবেশন করে, সে, এক পক্ষ ব্রহ্মহত্যার ব্রত করিবে। বণিকগণ ওজন দাড়ি ন্যূনাধিকভাবে ধারণ করিলে অথবা যে কোন ব্যক্তি সুরাপাত্রে বা লবণপাত্রে দুগ্ধপান করিলে ব্রত করিবে। হস্তে করিয়া জল পান করিলে বা তিল বিক্রয় করিলেও ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণকে অপমানসূচক হুঙ্কার করিলে কিম্বা গুরুতর ব্যক্তির প্রতি "তুমি" শব্দ প্রয়োগ করিলে পবিত্র ও সুসমাহিত ভাবে এক দিন ব্রত করিবে। মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদান করিলে পর, উত্তরাধিকারী তাহার ধনে অধিকারী হইবে। যে বর্ণের যে ব্রত কথিত আছে, পবিত্র ভাবে তাহার পক্ষে সেই ব্রতই কর্ত্তব্য। পাপ করিয়া তাহা গোপন করিবে না, গোপন করিলে পাপের বৃদ্ধি হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি পাপ করিয়া সম্ভাব অনুমত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ শ্বাপদ-সঙ্কুল বহুতর কিরাত মৃগ পরিপূর্ণ বনে অবস্থান করিয়া অথবা অন্য কোন প্রাণ-সংশয় স্থানে থাকিয়া ব্রত করিবে না। বাঁচিয়া থাকিলে কষ্টজনক ব্রত এবং দান দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হয়, শরীর ধর্ম্মের মূল, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, পর্ব্বত হইতে জলের ন্যায় শরীরপাতে ধর্ম্ম পতিত হয়। সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত ঐকমত্যে দ্বিজ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কদাচ তাহা দিবে না।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রতিদিন তিনবার স্নান করিয়া অঘমর্ষণ করিবে। সায়ংকালে নদীতে অবগাহন করিবে তিনবার ভোজন করিবে না। সর্ব্বদা বীরাসনে থাকিবে, পয়স্বিনী গোদান করিবে ইহার নাম অঘমর্ষণ, এতদ্বারা সকল পাপ নষ্ট হয়। প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইলে, তিন দিন নক্ত ভোজন, তিন দিন এক ভক্ত, তিনদিন অযাচিত ভোজন এবং তিন দিন উপবাস করিতে হইবে। তিন দিন উষ্ণ জলপান, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত পান, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পান ও তিন দিন বায়ু ভক্ষণ এই ব্রতের নাম তপ্তকৃচ্ছ্র। দ্বাদশ দিন উপবাসে পরাক ব্রত। বিধি পূর্ব্বক জল-সিদ্ধ সজল শক্তু এক মাস যত্নসহকারে ভোজন করিবে ইহার নাম বারুণকৃচ্ছ্র। এক মাস বিল্ব, আমলক এবং শুষ্ক কপিত্থ ভোজন—জগতে অতিকৃচ্ছ্র নামে বিদিত। গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, গব্য ঘৃত ও কুশজল পান করিয়া থাকিয়া তৎপর দিন উপবাস ইহার নাম সান্তপন ব্রত। সকল কার্য্য প্রত্যেকটী তিনবার করিয়া করিলে মহাসান্তপন। একপক্ষ কাল এক দিন উপবাস ও একদিন শক্তু ভোজনের নাম তুলাপুরুষব্রত। প্রত্যহ গোময়াহারী হইয়া সমাহিতভাবে এক মাস বার্দ্ধিক ব্রত করিবে। তাহাতে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। চন্দ্রকলা বৃদ্ধি অনুসারে গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ও চন্দ্রকলার হ্রাসানুসারে গ্রাস কমাইয়া আহার করিবে এই ব্রতের নাম চান্দ্রায়ণ। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যথাশক্তি জপ ও হোম করিবে। পাপাত্মাগণের পাপ হইতে নিস্তারের এই উপায় বিমলাত্মা সুধীগণ কর্ত্তৃক বিজ্ঞেয়। পবিত্র ও সুবুদ্ধি যে ব্যক্তি শঙ্খ-কথিত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সে, সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে আদৃত হয়।

শঙ্খ-সংহিতা সমাপ্ত।

লিখিত-সংহিতা।

ব্রাহ্মণগণ যত্নপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং পুষ্করিণ্যাদি খাত করিবে, অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা স্বর্গ লাভ হয় এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি খাত করিলে মুক্তি লাভ হয়। এক দিবসও পৃথিবীতে জল থাকে এইরূপ জলাশয়ও যত্নসহকারে করিবে, যে জলাশয়ের জল পান করিয়া গোসকল তৃষ্ণাশূন্য হয়, ঐ জলাশয়-খাতকর্ত্তার সপ্তকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। ভূমি দান করিলে যে লোক প্রাপ্ত হয় এবং গোদান করিলে যে লোক প্রাপ্ত হয়, কথিত হইয়াছে বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করিয়া মনুষ্যগণ সেই সেই লোক পাইয়া থাকে। দীর্ঘিকা, কূপ, পদ্মাকর পুষ্করিণী এবং দেবমন্দিরসমূহ বিনষ্ট হইলে যে ব্যক্তি পুনরুদ্ধার করে, সে ব্যক্তি আদি নির্ম্মাণকর্ত্তার ফলভাগী হয়। নিত্যহোম, তপস্যা, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, বেদোক্ত বিধি-পালন অতিথি সেবা এবং বলিবৈশ্য প্রভৃতি কার্য্যের নাম ইষ্ট (ঋষিগণ ইষ্ট শব্দে এই সকল কার্য্য অভিহিত করেন)। অগ্নিহোত্রাদি যে সকল কার্য্য ইষ্ট শব্দে অভিহিত হইয়াছে এবং পুষ্করিণী খাতাদি যে সকল কার্য্য পূর্ত্তশব্দে অভিহিত হইয়াছে এই উভয় কার্য্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের সমান অধিকার আছে, শূদ্রগণ পূর্ত্ত অর্থাৎ পুষ্করিণীখাতাদি কার্য্যে অধিকারী হইবে; কিন্তু শূদ্রগণ বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি ইষ্ট নামক কার্য্যে অধিকারী হইবে না। মনুষ্যের অস্থি যাবৎ কাল পর্য্যন্ত গঙ্গাজল-মধ্যে অবস্থিতি করিবে, তাবৎ সহস্র বৎসর সেই মনুষ্য স্বর্গবাস করিবে। দেবগণের এবং পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি জলমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে; অর্থাৎ দেবতর্পণ এবং পিতৃতর্পণ নিমিত্ত জল, জলরাশি মধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে, যে সকল বালক সংস্কৃত না হইয়া মরিয়াছে, তাহাদিগের উদ্দেশে জলাঞ্জলি স্থলভাগে নিঃক্ষেপ করিবে। (মরণ দিবস হইতে) একাদশ দিবস প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রেতের উদ্দেশে পুত্র প্রভৃতি অধিকারীগণ যদি বৃষ উৎসর্গ করে,—ঐ প্রেত প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া পিতৃলোকে গমন করে। মনুষ্যগণ বহু পুত্রের কামনা করিবে, যদ্যপি বহু পুত্রের মধ্যে একজনও গয়াধামে গমন করে, কিংবা কেহ যদ্যপি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা কেহ যদ্যপি নীল বৃষউৎসর্গকরে। কোন মনুষ্য যদি কাশীধামে বাস করিয়া উহা ত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে নিষ্ক্রান্ত হয় অর্থাৎ স্থানান্তরে বাস করে, ভূতগণ পরস্পরে করতালী দিয়া তাহার প্রতি উপহাস করে। গয়াশিরে যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া পিণ্ড দান করে, ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি নরকস্থ থাকে, সে স্বর্গে গমন করে, এবং যে ব্যক্তি স্বর্গস্থ থাকে সে ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হয়,। আত্মীয় ব্যক্তি হউক, কিংবা পর হউক, যাহার নামোল্লেখ করিয়া গয়াধামে যেখানে সেখানে পিণ্ড দান করে, সে ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। (নীলবৃষের পারিভাষিক নাম) যে বৃষ রক্তবর্ণ ও যাহার খুর শ্বেতবর্ণ, এবং যাহার লাঙ্গুল ও শৃঙ্গ ও শ্বেতবর্ণ, (ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ) এতাদৃশ বৃষকে নীল বৃষ বলিয়াছেন। অশৌচান্ত দিবস প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট দিবসে কর্ত্তব্য আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও দ্বাদশ মাসে কর্ত্তব্য দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ, প্রথম ষাণ্মাসিক, ও দ্বিতীয়

ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ এবং আব্দিক শ্রাদ্ধ অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণ এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ (প্রেতগণের হিত নিমিত্ত কর্ত্তব্য)। প্রেতের উদ্দেশে আদ্য-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এই সকল একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিলে সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ শত সহস্র করিলেও তাহার প্রেতত্ব নষ্ট হয় না। সপিণ্ডীকরণের পর, বৎসর বৎসর দ্বিজগণ মাতা এবং পিতার মৃত তিথিতে এবং ভ্রাতৃগণ একান্নবর্ত্তী থাকিলেও পৃথক পৃথক হইয়া একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। বর্ষে বর্ষে মাতা এবং পিতার তৃপ্তির নিমিত্ত, বিস্তৃতরূপে দেবপক্ষ-বিহীন একোদ্দিষ্ট বিধান শ্রাদ্ধ করিবে ঐ শ্রাদ্ধে একটি মাত্র পিণ্ড-দান কর্ত্তব্য সংক্রান্তিদিবসে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য চন্দ্র এবং সূর্য্যগ্রহণে চতুর্দ্দশী প্রভৃতি পর্ব্বতিথিসমূহে, মহালয়া অমাবস্যাতে তিন পিণ্ডদান করিবে অর্থাৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে এবং মৃততিথিতে একমাত্র পিণ্ড দিবে। যে ব্যক্তি পিতা এবং মাতার (সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ-দিবসে) একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিয়া পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করে, তাহার পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করা বিফল হয়, এবং সে ব্যক্তি পিতৃহত্যার পাপী হয়। যে ব্যক্তির অমাবস্যাতে অথবা পিতৃপক্ষেতে মৃত্যু হয়, সে ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণের পর, সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ ত্রৈপৌরুষিক পার্ব্বণবিধান করিতে হইবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—এই তিন পুরুষের তিনটীমাত্র পিণ্ড দিবে। ইহাতে মাতামহ পক্ষ নাই। ত্রিদণ্ডগ্রহণ করিয়া যাহার মৃত্যু হয়, তাহার প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না। তাহার পুত্রাদির কর্ত্তব্য একাদশাদি দিবস শ্রাদ্ধ পার্ব্বণবিধি দ্বারা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির সংবৎসর পূর্ণ না হইলেও (বৃদ্ধ্যাদি উপলক্ষ করিয়া অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ করা হয়) দ্বিজগণ তাহার সংবৎসর পূর্ণ হওয়ার দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ উদককুম্ভ দান করিবে, (ইহা সাগ্নিকদিগের কর্ত্তব্য নিরগ্নির পক্ষে নহে।) স্ত্রীলোকের মৃততিথিতে সপিণ্ডীকরণ অর্থাৎ পিণ্ডমিশ্রীকরণ একমাত্র পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিবে, যদ্যপি স্ত্রীলোকের স্বামী বর্ত্তমান থাকে, ঐরূপ পিতামহীপিণ্ডের মিশ্রিত করিবে, পিতামহী বর্ত্তমান থাকিলে তাহার শ্বশ্রূ অর্থাৎ প্রপিতামহীর পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিবে। বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে, চতুর্থ হোমানন্তর চতুর্থ দিবসীয় রাত্রিতে স্ত্রীলোক, স্বামীর গোত্র, পিণ্ড এবং জননমরণাশৌচ বিষয়ে একত্ব প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক বিবাহাঙ্গ-সপ্তপদী গমনের পর, পিতৃগোত্র ত্যাগ করিয়া স্বামীগোত্রভাগিনী হয়, স্বামীগোত্র-ভাগিনী হইয়া মৃত স্ত্রীলোকের স্বর্গকামনায় কর্ত্তব্য দান, শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য স্বামীগোত্র উল্লেখপূর্ব্বক করিতে হইবে। মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি শরীরজ পংক্তিদূষণ দোষ দ্বারা যুক্ত হ'ন; তথাপি যম তাহাকে দোষ-শূন্য বলেন এবং তাহাকে পংক্তি পবিত্র কারকও বলেন। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অগ্নৌ করণাবশিষ্ট অন্ন পিত্রাদি ষট্‌পাত্রে বিভাগ করিয়া দিবে; কিন্তু তাহা দৈবপাত্রে দিবে না; অনগ্নিক ব্রাহ্মণও যখন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে, সে ব্যক্তিপিতৃপক্ষ এবং মাতামহপক্ষ এই উভয়পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে। অপুত্রক হইয়া মৃত পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোকের একোদ্দিষ্ট বিধিক-শ্রাদ্ধ হইবে, পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ হইবে না; কিন্তু পুরুষের সপিণ্ডীকরণদিবসে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ হইতে পারিবে। যে মাসের যে তিথিতে দ্বিজগণের মৃত্যু হইবে, সেই মাসের সেই তিথিতে দান শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ করিতে হইবে। মলমাস উপস্থিত হইলে চান্দ্রমাস দুইটি হয়, তাহার মধ্যে প্রথমটি মল, দ্বিতীয়টি শুদ্ধমাস ঐ মাসদ্বয়ে যাহার জন্মতিথিকৃত্য পড়িবে, তাহার জন্মতিথি কৃত্য এবং অভিষেকাদি কার্য্য অধিমাসে, মলমাসে অর্থাৎ কর্ত্তব্য নহে, সংবৎসরের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য আদ্য শ্রাদ্ধাদি মলমাসেই কর্ত্তব্য মল মাস সকল কার্য্যেই পরিত্যাজ্য। সেই মাসের অন্য ভাগে (শুদ্ধ ভাগে) সেই তিথিতে কার্য্য করিবে। নিত্য শালাগ্নি অথবা লৌকিকাগ্নিতে অন্ন পাক করিবে যাহাতে অন্ন পাক করিবে তাহাতেই হোম করা বিধি। নিত্য নিরলসভাবে লৌকিক বা বৈদিক অগ্নিতে হোম করিবে। বৈদিক হোম করিলে স্বর্গলাভ হয়, লৌকিক অগ্নিতে হোম করিলে পাপ নাশ হয়। নিরাগ্নি ব্যক্তি ব্যাহৃতিপূর্ব্বক শাকল মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিয়া ভূতগণকে অন্নভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং

ভোজন করিবে। যাবৎ ব্রাহ্মণ বিদায় না হয় ততক্ষণ উচ্ছিষ্ট করিবে না অনন্তর গৃহবলি করিবে। ইহা ব্যবস্থিত ধর্ম্ম। (কুশ প্রভৃতি ছয় প্রকার) দর্ভ, কৃষ্ণসারচর্ম্ম, মন্ত্রসমূহ, এবং ব্রাহ্মণগণ এ সকল অপবিত্র হয় না, এ নিমিত্ত এ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া, পুনর্ব্বার কার্য্যান্তরে নিয়োগ করিতে পারিবে। কুশহস্ত হইয়া দ্বিজগণ সর্ব্বদা জল আদি পান এবং আচমন করিবে, ভোজন করিলে ঐ কুশ উচ্ছিষ্ট হইবে না; ইহা শাস্ত্রের বিধি জানিবে। জল আদি পান, আচমন, পিতৃ তর্পণ, এবং দেবপূজা আদি বৈদিককার্য্য কুশ হস্ত হইয়া করিতে হইবে, কিন্তু ঐ কুশ উচ্ছিষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয় না, যেরূপ হস্ত প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়, সেইরূপ কুশও ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে। বামহস্তে কুশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচমন করিবে, যে মূঢ়গণ বামহস্তে কুশ ধারণ না করিয়া আচমন করে, তাহাদিগের রুধির দ্বারা ঐ আচমন করা হয়। নীবিমধ্যে (বস্ত্রের বন্ধন "নীবি") অবস্থিত যে সকল দর্ভ এবং যজ্ঞোপবীতমধ্যে অবস্থিত যে সকল দর্ভ, ঐ সকল দর্ভ অপবিত্র হয় না, যেরূপ শরীর অপবিত্র হয় না, প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ কুশপ্রভৃতি দর্ভ শুদ্ধ (ত্যাজ্য নহে)। যে সকল দর্ভে পিণ্ড সংসর্গ হইয়াছে, ও যাহার দ্বারা পিতৃতর্পণ করা হইয়াছে, এবং যে সকল দর্ভে প্রস্রাব, পুরীষ এবং উচ্ছিষ্ট সম্পর্ক হইয়াছে সে সমস্ত দর্ভ ত্যাগ করিতে হইবে। দৈবপূর্ব্ব শ্রাদ্ধ, (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ) অদৈবশ্রাদ্ধ অর্থাৎ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, পিতৃলোকের তৃপ্তি নিমিত্ত যে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে। বৃদ্ধি কার্য্যের নিমিত্ত যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, প্রথমে মাতৃপক্ষ দ্বিতীয় পিতৃপক্ষ এবং তৃতীয় মাতামহপক্ষ, এই তিন পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবে, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে সামবেদী ব্রাহ্মণের মাতৃপক্ষ নাই। ক্রতু এবং দক্ষ, এই দুইটি বসু এবং সত্য এই দুইটি, কাল এবং কাম, এই দুইটি, ধুরি এবং লোচন এই দুইটি পুরূরবা এবং মাদ্রবস, এই দুইটি ইহারা যুগ্ম যুগ্ম হইয়া এক এককার্য্যে বিশ্বদেব নামে উক্ত হইয়াছেন। অত্যন্ত বলবান্ এবং মহাভাগ্যযুক্ত বিশ্বদেবগণ আগমন করুন, যে শ্রাদ্ধে যাঁহারা বিহিত হইয়াছেন, তাঁহারা তদ্বিষয়ে সাবধান হউন্ অর্থাৎ তাঁহারা তত্তৎ কার্য্যে অভীষ্ট প্রদান করুন। ঐহিক শ্রাদ্ধে ক্রতু এবং দক্ষনামক বিশ্বদেব; দেবগণোদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, তাহাতে বসু, এবং সত্য নামক বিশ্বদেব; (এবং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেও বসু এবং সত্যনামক বিশ্বদেব) কাল, এবং কামনামক বিশ্বদেব অগ্নিকার্য্য-বিষয়ে, অম্বর-কার্য্যে ধুরি, এবং লোচননামক বিশ্বদেব, পুরূরবা, এবং মাদ্রবস্ নামক বিশ্বদেব পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিবে। যে কন্যার সহোদর কিংবা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নাই; এবং যে কন্যার পিতা কোন্ ব্যক্তি ছিল, ইহা জ্ঞাত নহে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে না, যদ্যপি ঐ কন্যার পিতা উহাকে পুত্রিকা করিয়া থাকে এই আশঙ্কা হেতু। ভ্রাতৃশূন্যা এই কন্যাটি অলঙ্কারযুক্ত করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি; এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মিবে ঐ পুত্রটি আমারই হইবে (এতাদৃশ কন্যার নাম পুত্রিকা কন্যা)। পুত্রিকা কন্যা-গর্ভজ পুত্র প্রথমে মাতার পিণ্ডদান করিবে, দ্বিতীয় পিণ্ড মাতার পিতাকে অর্থাৎ মাতামহকে দিবে, এবং তৃতীয় পিণ্ড পিতার পিতাকে অর্থাৎ পিতামহকে দিবে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মৃত্তিকার পাত্রে পিতৃলোককে ভোজন করায়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা, পুরোহিত এবং শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ইহাঁরা সকলেই নরকগমন করে। সেই সকল ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা করিলে পর, অন্যপাত্রের অপ্রাপ্তি হইলে, মৃণ্ময়পাত্র দিতে পারিবে, ঘৃতদ্বারা প্রোক্ষণ করিলে মৃত্তিকার পাত্র পবিত্র হয়। স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া অন্যের শ্রাদ্ধে যে ঔদরিক ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ লুপ্তপিণ্ড এবং উদকক্রিয়া হইয়া পতিত হ'ন্। যে ব্যক্তি স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া, কিংবা পরকীয় শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া একক্রোশের অধিক পথ গমন করে, তাহার পিতৃগণ, সেই মাস ব্যাপিয়া পাংশুভোজন করে। শ্রাদ্ধ করিয়া পুনর্ভোজন, অধ্বগমন, ভার, অধ্যয়ন, মৈথুন, দান, প্রতিগ্রহ, এবং হোম

আট্‌টি কার্য্য ত্যাগ করিবে। (শ্রাদ্ধ করিয়া) যে ব্যক্তি অধ্বগমন করে, (জন্মান্তরে) সে ব্যক্তি অশ্বযোনি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি পুনর্ভোজন করে, সে ব্যক্তি কাকযোনি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি কর্ম্মকরে, সে দাসত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং স্ত্রীগমন করিলে শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। অগ্রে দশবার সাবিত্রী পাঠপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলপান করিবে, তদনন্তর সন্ধ্যা উপাসনা করিলে পর, শ্রাদ্ধের অনন্তর নিষিদ্ধ কার্য্যসমূহকরণজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। আর্দ্রবাসা হইয়া, কি বস্ত্রদ্বারা জানুদ্বয় আচ্ছাদিত না করিয়া, জপ, হোম, এবং প্রতিগ্রহ করা হয়, সে সকল কার্য্য নিষ্ফল হয়। আদ্যশ্রাদ্ধ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়, মাসিক শ্রাদ্ধ করিলে পরাকব্রত, ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধে তপ্তকৃচ্ছ্র, মাসিক শ্রাদ্ধেও তপ্তকৃচ্ছ্র, ঊনাব্দিক শ্রাদ্ধে (অর্থাৎ দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ) ত্রিরাত্র উপবাস, এবং সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে একাহ উপবাস কর্ত্তব্য, শবদাহাদি কার্য্য করিলে একমাস পাদকৃচ্ছ্র করিতে হয়। সর্পবিষ দ্বারা হত, কিংবা শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, এবং সরীসৃপগণ (সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতি) কর্ত্তৃক আহত হইয়া যাহারা মরিয়াছে এবং আত্মঘাতী হইয়া যাহারা মরিয়াছে, তাহাদিগের শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমস্ত কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি গোকর্ত্তৃক আহত হইয়া মরিয়াছে, উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কিম্বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, ঐ সকল শব যে ব্রাহ্মণ স্পর্শ করে, সে ব্রাহ্মণ জন্মান্তরে গো, ছাগী এবং অশ্বযোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অগ্নিদান করে, যে দড়ি কাটিয়া দেয়, সে ব্যক্তি তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে, এই বিধি প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন। তিন দিবস কিঞ্চিৎ উষ্ণজল মাত্র পান করিবে, দ্বিতীয় তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধ কিঞ্চিৎ পান করিবে, তৃতীয় তিন দিবস কিঞ্চিৎ উষ্ণ ঘৃত ভক্ষণ করিবে, চতুর্থ তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, ইহার নাম তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত। যাহার গো, ভূমি, স্বর্ণ, স্ত্রী ও ক্ষেত্র গৃহ হৃত হয় সে তজ্জন্য যাহাকে (হরণকারীকে) উদ্দেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহাকেই ব্রহ্মঘাতক বলিয়াছেন। ধর্ম্মনষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইয়া যে ব্যক্তি সঙ্গে যায়, তাহারা সকলেই শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি একা ধর্ম্ম নষ্ট করে, সে ব্যক্তি একাহ ব্রহ্মহত্যার পাপী হয়। পতিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে পর কিম্বা চণ্ডালগৃহে ভোজন করিলে পর, অজ্ঞানপূর্ব্বক হইলে অর্দ্ধমাস; জ্ঞানপূর্ব্বক হইলে এক মাস জল পান করিবে। যোগ দ্বারা পতিতের সহিত স্পর্শদোষ হইলে স্নানমাত্র কর্ত্তব্য এবং পতিতের সহিত উচ্ছিষ্ট স্পর্শ হইলে প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইবে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, আশীরতির অধিক সুবর্ণ চুরি, বিমাতৃগমন; এই চারিটী মহাপাতক নামক পাপ, এই মহাপাতকীর সংসর্গী ব্যক্তি পঞ্চম; স্নেহবশত হউক কিম্বা অর্থলোভে হউক, অথবা অজ্ঞানবশতঃ হউক, যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে অনুগ্রহ করিবে ঐ অনুগ্রহকর্ত্তা ঐ পাপে লিপ্ত হইবে। যদি উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ কদাচিৎ স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদ্যপি কুব্জ, বামন, ক্লীব, অস্ফুট বাকজড় অর্থাৎ গমনাগমন বিষয়ে অশক্ত, জন্ম হইতে অন্ধ, বধির এবং বাক্‌শক্তিরহিত হয়, তাহা হইলে পর, তাহার বিবাহ না হইয়াও কনিষ্ঠভ্রাতা যদ্যপি বিবাহ করে,—তাহাতে কোন দোষ হইবে না। ক্লীব, দেশান্তরস্থ, অর্থাৎ যে দেশে গমনে পাতিত্য হয়, পতিত, সংন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে এবং যোগশাস্ত্র অভ্যাস করিতে থাকে, (অর্থাৎ বিবাহ কার্য্যে ইচ্ছারহিত), এতাদৃশ জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের বিবাহে কোন দোষ হইবে না। যে ব্যক্তি কূপ কিংবা দীর্ঘিকা পূরণ করিয়া দেয়; বৃক্ষ ছেদন কিংবা পাতিত করে, গজ কিংবা অশ্ববিক্রয় করে; তাহাকে গোবধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যে স্থলে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইবে, সে স্থলে শারীরিক রোম সমস্ত ছেদন করিতে হইবে। যে স্থলে দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত, সে স্থলে কেবল শ্মশ্রু ছেদন করিবে। ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্তে শিখাত্যাগ করিয়া সমস্ত কেশ বপন—চারিপাদ

প্রায়শ্চিত্তে শিখার সহিত সমস্ত কেশাদি ছেদন করিতে হইবে। চাণ্ডালের জল স্পর্শ হইলে, যাহার স্নান করা উচিত, সে ব্যক্তি যদি উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিকে স্পর্শ করে, ঐ উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। যদি কোন দ্বিজ চণ্ডালের পাত্রস্থ জল পান করিয়াই তৎক্ষণাৎ উদ্গার করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ঐ দ্বিজের প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। যদ্যপি কোন দ্বিজ চণ্ডালের পাত্রস্থ জল পান করতঃ উদ্গার না করিয়া শরীরে জীর্ণ করে, তাহা হইলে সে দ্বিজ প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে না, তাহাকে কৃচ্ছ্র-সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ কৃচ্ছ্র-সান্তপন ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য করিবে, বৈশ্য প্রাজাপত্যের অর্দ্ধ করিবে এবং শূদ্রজাতি প্রাজাপত্যের একপাদ ব্রত করিবে। যদি রজস্বলা স্ত্রী কুক্কুর, শূকর, কিংবা কাক কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একরাত্রি উপবাসের পর, পঞ্চ গব্য ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা স্ত্রী যদ্যপি কাহাকে নাভি দেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, উহা যদ্যপি স্পৃষ্ট ব্যক্তির জ্ঞানপূর্ব্বক না হয়, তাহা হইলে স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে, নাভির উর্দ্ধদেশে স্পর্শ হইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিতে হইবে। বালক যদ্যপি জন্মদিন হইতে দশদিবস মধ্যে মরিয়া যায়, তাহা হইলে সদ্যই সপিণ্ডবর্গ শুদ্ধ হইবে, অশৌচ হইবে না, তাহার তর্পণাদি কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। মৃতাশৌচ মধ্যে যদ্যপি জনন অশৌচ হয়, ঐ মরণ অশৌচান্ত দিবসেই জনন অশৌচ নিবৃত্তি হইবে; কিন্তু যদ্যপি জননাশৌচ মধ্যে মরণ অশৌচ হয়, তবে ঐ জনন অশৌচ দ্বারা মরণ অশৌচ নিবৃত্তি না হইয়া, মরণাশৌচ গ্রহণ হইবে। জ্ঞাতি মরণে ষষ্ঠ পুরুষ পর্য্যন্ত এক দিন, পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত দুই দিন, চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সাত দিন, তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত দশ দিন অশৌচ হইবে। (এই মতটি অস্মদ্দেশে অতি অপ্রসিদ্ধ)। যাহাদিগের অগ্নিসংযোগ নাই; অর্থাৎ যাহারা নিরগ্নি ব্রাহ্মণ, তাহাদের মরণক্ষণ হইতে অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং যাহারা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের দাহক্ষণহইতে অশৌচ গ্রাহ্য। কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, ফল হইতে উৎপন্ন সেই দ্রব্য অর্থাৎ বাদামের তৈল প্রভৃতি অন্য লোকের (অশুচি) পাত্র থাকে, তাহা হইতে বহির্গত হইলেই শুদ্ধ হইবে জানিবে। মার্জ্জনীমুখ হইতে নির্গত ধূলি যদ্যপি স্নানের বস্ত্র কিংবা কলসীর জলে, অথবা নূতন জলমধ্যে সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে তদ্দিবসীয় পুণ্য বিনষ্ট হয়। দিবসে কপিত্থ বৃক্ষের ছায়াতে, রাত্রিকালে দধি এবং শক্তু মধ্যে এবং সর্ব্বদা আমলকি ফলসমূহ মধ্যে অলক্ষ্মী বাস করে। যে যে কার্য্যে আপনাকে অমঙ্গলযুক্ত বিবেচনা হইবে, সেই সেই কার্য্যে তিন হোম, এবং এক শতবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

লিখিত-সংহিতা সমাপ্ত।

দক্ষ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

সকল ধর্ম্ম এবং অর্থের যাথার্থ্যবেত্তা, সকল বেদাঙ্গের শ্রেষ্ঠ এবং সকল বিদ্যার পারপ্রাপ্ত, দক্ষ নামক প্রজাপতি ছিলেন। উৎপত্তি, প্রলয়, রক্ষা এবং সংহার আপনাতে আপনি হইয়া থাকে, আত্মব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষাশ্রমিগণের হিত-নিমিত্ত দক্ষ নামক প্রজাপতি শাস্ত্র কল্পনা করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত বালকের অষ্টম বৎসর বয়স না হয়, সে পর্য্যন্ত বালককে কেবল জাতিমান্ শিশুর তুল্য জানিবে; সে গর্ভস্থ বালকের তুল্য এবং ব্যক্তিমাত্র প্রভেদ আছে। এই দ্রব্য ভক্ষ্য কিম্বা অভক্ষ্য ইহা পেয়, কিম্বা অপেয়; ইহা বক্তব্য নহে, এবং ইহা মিথ্যা; যে পর্য্যন্ত উপনয়ন সংস্কার না হয়। সে পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ে কোন দোষ হইবে না; উপনীত হইয়া যে নিষিদ্ধ কার্য্য করে, সে পাপী হইবে,যে পর্য্যন্ত ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম না হয় সে পর্য্যন্ত ব্যবহার কার্য্যে অধিকারী হইবে না। যে কাল পর্য্যন্ত বেদ অধ্যয়ন করে, এবং যে কাল পর্য্যন্ত বেদোক্ত ব্রতসমূহ করে, সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী বলা যায় তাহার পর সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া গৃহস্থাশ্রমী হয়। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে অনেক প্রকার ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, প্রথম উপকুর্ব্বাণক, দ্বিতীয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম অগ্রে করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মচারী হয়, সে যতিও নয়, এবং বানপ্রস্থও নয়, সে সকল আশ্রমভ্রষ্ট। অনাশ্রমী হইয়া একদিনও থাকিবে না, দ্বিজগণ আশ্রমশূন্য থাকিলে, প্রায়শ্চিত্তের যোগ্যপাত্র হইবে। আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান এবং বেদাধ্যায়নাদি যাহা করিবে, তাহার ফলপ্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্যাশ্রম, এবং বানপ্রস্থাশ্রম এই তিন আশ্রমের যথাক্রম কর্ত্তব্যতা আছে, বিপরীতক্রমে কর্ত্তব্যতা নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি বিপরীতক্রমে ঐ তিন আশ্রম করে, অর্থাৎ অগ্রে গৃহস্থ ধর্ম্ম করিয়া পরে ব্রহ্মচর্য্য করে, তাহা হইতে আর পাপিষ্ঠ নাই। মেখলা, কৃষ্ণসার চর্ম্ম, এবং দণ্ড দেখিলে, ব্রহ্মচারী বলিয়া জানা যায়। দেবপূজা, যাগযজ্ঞ, দান এবং অতিথি সেবাদ্বারা গৃহস্থ বলিয়া জানা যায়। নখ, লোম, শ্মশ্রু, প্রভৃতি দেখিলে বানপ্রস্থাশ্রমী বলিয়া জানা যায়; এবং ত্রিদণ্ড ধারণ করিলেই ভিক্ষাশ্রমী বলিয়া জানা যায়, এই চারি আশ্রমের চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন। যে ব্যক্তির কোন আশ্রমের চিহ্ন নাই, সে কোন আশ্রমী নহে, এবং সে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্যপাত্র। মুনিগণ কর্ত্তৃক এই সকল আশ্রমের কার্য্যের ক্রম কথিত হয় নাই, এবং সময়ও স্মৃত হয় নাই। এই সকল কার্য্য দ্বিজগণের হিত নিমিত্ত দক্ষমুনি স্বয়ং বলিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দ্বিজগণ যে কর্ম্ম করিবে, দ্বিজগণের উপকারক সেই সকল

বলিতেছি, (এই কথা দক্ষ প্রজাপতি বলিলেন।) ব্রাহ্মণ সূর্য্যদেবের উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত নিত্য কার্য্য, নৈমিত্তিক কার্য্য এবং অন্য প্রকার কাম্য কার্য্য সমস্ত ত্যাগ করতঃ ক্ষণকালও কাটাইবে না। যে দ্বিজগণ নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অন্য বর্ণের কার্য্যে থাকে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ত্যাগ করিয়া রাজকার্য্য, কিংবা বাণিজ্য, অথবা শিল্পকার্য্য করে; ক্ষত্রিয় রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য করে; এবং বৈশ্য কৃষি বাণিজ্য আদি ত্যাগ করিয়া রাজ্য পালন কিংবা দাসত্ব করে; তা জানিয়া শুনিয়া করুক, কিংবা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়ম না জানিয়াই করুক, তাহারা পাপভাগী হইবে। দিবসের প্রথম প্রহরে যে কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম প্রহরে কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জানিবে। দিবসের অষ্টম ভাগে যে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি (শ্রবণ কর) প্রত্যূষ কাল উপস্থিত হইলে, শাস্ত্রীয় বিধিপূর্ব্বক মল ও মূত্র ত্যাগ করিয়া, দন্তধাবন সমাপনান্তে প্রাতঃস্নান করিবে। নয়টি ছিদ্রবিশিষ্ট; এবং অতিশয় মলাযুক্ত যে শরীর; দিন ও রাত্রির মল এবং মূত্রাদি ক্ষরণ করিতেছে, প্রাতঃস্নান করিলে পর, ঐ শরীর পরিষ্কৃত হয় (অতএব নিত্য প্রাতঃস্নান কর্ত্তব্য)। প্রাতঃস্নান করিলে পর, চক্ষুর্দ্বয়ের মলা ধৌত হইয়া যায়, চক্ষুর্দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়, এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়ের মল ধৌত হইয়া তাহাদিগের স্ব স্ব কার্য্য বিষয়ে ক্ষমতার বাহুল্য জন্মে, এবং অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের মল ধৌত হওয়াতে শারীরিক জ্যোতিঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং জড়তা দূর হওয়ায় পরিশ্রম শক্তির আধিক্য জন্মে, শরীরে যদ্যপি দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ থাকে, তাহারও উপশম হয়, নূতন রোগেরও সঞ্চার অল্প হয়, ইহা প্রাতঃস্নায়ী লোক দ্বারা পরীক্ষিত। সুপ্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ ক্লেদযুক্ত থাকে, এবং অনবরত ক্লেদ ক্ষরণ করে, ক্লেদযুক্ত থাকায় উৎকৃষ্ট অঙ্গসকল, অপকৃষ্ট অঙ্গের তুল্য হইয়া যায়, (দেখ উৎকৃষ্ট অঙ্গ চক্ষু মলাযুক্ত থাকিলে জনগণ কিরূপ ঘৃণা করে। শয্যা হইতে উঠিলে পর, অনেক প্রকার মলযুক্ত শরীর থাকে, এজন্য মনুষ্য স্নান না করিয়া জপ এবং হোম, প্রভৃতি, কোন কার্য্য করিবে না। বিপ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করিবে, তাহা তিন বৎসর করিলে পর, সমস্তজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। প্রতি দিন উষাকালে প্রাতঃসন্ধ্যার সময় সূর্য্য দেব উদয়গিরি আরূঢ় হইলে যে ব্যক্তি প্রাতঃস্নান করিবে, প্রাজাপত্য ব্রত যেরূপ মহাপাতক বিনষ্ট করিতে সক্ষম, তাহার প্রাতঃস্নানও মহাপাতক বিনষ্ট করিবে। ঋষিগণ প্রাতঃস্নানের প্রশংসা করিয়াছেন, যেহেতু প্রাতঃস্নান দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ফল দান করিয়া থাকে, (প্রাতঃস্নান করিলে আরোগ্য প্রভৃতি দৃষ্ট ফল জন্মে, এবং মহাপাতক আদি বিনাশরূপ অদৃষ্ট ফল জন্মে), প্রাতঃস্নান করিয়া পবিত্রদেহ মনুষ্য সকলকার্য্যে অধিকারী হয়। স্নানের পর আচমন করিতে হইবে, বক্ষ্যমাণ নিয়ম অনুসারে আচমন করিলে পর মনুষ্য শুদ্ধ হইবে। অগ্রে দুই হস্ত এবং দুই চরণ প্রক্ষালন করতঃ উত্তমরূপে দেখিয়া তিন বার জল পান করিবে, তদনন্তর, কিঞ্চিৎ বক্র বৃদ্ধাঙ্গুলী মূল দ্বারা মুখমার্জ্জন করিবে, তদনন্তর পাদদ্বয় সম্যক্‌রূপে অভ্যুক্ষণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অঙ্গসমূহ স্পর্শ করিবে, তাহার পর তর্জ্জনীসংযুক্ত বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রদ্বারা নাসিকাদ্বয়, তদনন্তর, অনামিকাসংযুক্ত বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় এবং কর্ণদ্বয় পুনঃপুনঃ স্পর্শ করিবে, তদনন্তর, কনিষ্ঠা এবং অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা নাভি, তদনন্তর দক্ষিণহস্ততল দ্বারা নাভি, তদনন্তর সকল অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক এবং অঙ্গুলীসমূহের অগ্র দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিলে পর আচমন সিদ্ধ হয়। যে ব্রাহ্মণ সায়ংসন্ধ্যা, প্রাতঃসন্ধ্যা, এবং মধ্যাহ্নকালে উত্তমরূপে সন্ধ্যার উপাসনা করে না, সে ব্রাহ্মণ জীবিতাবস্থায় শূদ্রতুল্য, দেহ অবসানে কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হয়, সন্ধ্যাহীন যে ব্রাহ্মণ সে নিত্য অশুচি, এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে অনধিকারী। পূজা জপ-আদি যে কোন কার্য্য করিবে, তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে

না। সন্ধ্যা উপাসনার পর নিজেই হোমাদি কার্য্য করিবে। নিজকৃত হোমাদি কার্য্য করিলে যে ফল হয়, অন্য দ্বারা করাইলে তাদৃশ ফল হয় না। পুরোহিত, পুত্র, মন্ত্রদাতা গুরু, ভ্রাতা, ভাগিনেয় এবং জামাতা এসকল ব্যক্তি দ্বারা কার্য্য করাইলে স্বয়ং কৃতকার্য্যের তুল্য ফল হইবে। সন্ধ্যা উপাসনার পর হোম করিয়া, দেবপূজা প্রভৃতি করিয়া, গুরুপূজা এবং মঙ্গলদ্রব্য দর্শন করিবে। নিরগ্নি ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যা উপাসনার পরেই দেবপূজাদি করিবে। পূর্ব্বাহ্ণে, দৈবকার্য্য সমস্ত মধ্যাহ্নে মনুষ্যকৃত (অতিথি সেবাদি), অপরাহ্নে পিতৃকার্য্য (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদি), এই সকল কার্য্য যত্ন পূর্ব্বক করিবে। পূর্ব্বাহ্ণ কর্ত্তব্য কার্য্য যদি সায়ংকালে করে, তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না, যেমত বন্ধ্যা পত্নীসহবাসে, পুত্রাদি জন্মে না। দিবসের প্রথমভাগে সন্ধ্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া দ্বিতীয় ভাগে বেদ অভ্যাস করিবে, ব্রাহ্মণগণের বেদ অভ্যাসই পরমতপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ষড়ঙ্গের সহিত বেদ শাস্ত্রের অভ্যাস পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অগ্রে গুরুর নিকটে শিক্ষা, তদনন্তর বেদ-বিচার, তদনন্তর অভ্যাস, তদনন্তর জপ, তদনন্তর শিষ্যবর্গকে দান, বেদাভ্যাস পঞ্চ প্রকার। সমিধ, পুষ্প এবং কুশ প্রভৃতির আহরণ দিবসের ঐ দ্বিতীয়ভাগে কর্ত্তব্য। দিবসের তৃতীয়ভাগে পোষ্যবর্গ এবং অর্থের চিন্তা কর্ত্তব্য; পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, সন্তানগণ, আশ্রিতবর্গ, অভ্যাগত, এবং অন্য অতিথিগণ, ইহারা পোষ্যবর্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জ্ঞাতিবর্গ, আত্মীয় ব্যক্তি, রোগাদি দ্বারা ক্ষীণ প্রতিপালকশূন্য ব্যক্তিগণ, আশ্রিতগণ, নির্ধন ব্যক্তিগণ পোষ্যবর্গমধ্যে গণ্য; পোষ্যবর্গের প্রতিপালন প্রশস্ত কার্য্য এবং স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন। পোষ্যবর্গের পীড়ন করিলে নরক প্রাপ্তি হয়, সেই নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক পোষ্য-বর্গের প্রতিপালন করিবে। অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য সমস্ত সকলপ্রাণীর হিত নিমিত্ত বিশেষরূপে দানকরিবে। জ্ঞানবান ব্যক্তিগণকে বৈধ দান করিবে, অজ্ঞান ব্যক্তিগণকে বৈধ দান করিলে নরক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি বহুজনের জীবিকার পাত্র হয়, সে ব্যক্তিরই জীবন সার্থক। যে মনুষ্যগণ কেবল আত্মম্ভরি অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনিই উত্তম আহার বিহার করে, তাহাদিগের জীবিত থাকিয়া মৃতের তুল্য (অর্থাৎ তাহা দ্বারা কাহারও কিঞ্চিৎ উপকারও হয় না)। কোন কোন ব্যক্তি বহুজনের প্রতিপালননিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে, কোন কোন ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রগণের প্রতিপালন নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে, কেহ বা আত্মদেহ-প্রতিপালন নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে এবং কেহ বা আত্মোদর প্রতিপালনের নিমিত্তও দুঃখ পাইতে থাকে, তাহাতেও শক্ত হয় না। দরিদ্র, অনাথ এবং বিদ্বান্‌দিগকে ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করিয়া করিবে। অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তিকে দান করিলে ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি হয়। যাহারা কোন দাতব্যশ্রেষ্ঠ দান না করে, তাহারা পরভাগ্যোপ-জীবী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণকে যাহা দান করে, এবং যাহা প্রতিদিন হোম করে, সেই ধনই ধন বলিয়া গ্রাহ্য। যাহা দান অথবা হোমকার্য্যে না লাগে, সে ধন নিজের নয়, পরের গচ্ছিত ধন, সে ব্যক্তি রক্ষকমাত্র। দিবসের চতুর্থভাগে স্নানের নিমিত্ত মৃত্তিকা আহরণ করিবে। তিল, পুষ্প এবং কুশ প্রভৃতি দ্রব্যজাত ঐ চতুর্থভাগে আহরণ করিবে, এবং নদী প্রভৃতির জলে (মধ্যাহ্ণ) স্নান করিবে;—স্নান তিন প্রকার বলিয়াছেন। নিত্য, যাহা প্রতিদিন করিয়া থাকে; নৈমিত্তিক, যাহা সূর্য্যগ্রহণ কিম্বা চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতির নিমিত্ত কর্ত্তব্য, এবং কাম্য, স্বর্গাদি কামনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য। নিত্য স্নানও তিন প্রকার, যে স্নান দ্বারা শারীরিক মলসমূহ ধৌত হয়, উহার নাম মলাপহরণ স্নান; তাহার পর জলে সঙ্কল্প করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে স্নান উহা দ্বিতীয়; উত্তম সন্ধ্যা দ্বারা মার্জ্জনস্নান; এই স্নান তিন প্রকার হইল। জলমধ্যে মার্জ্জন করিবে, প্রাণায়াম জলে কিংবা স্থলে করিবে; তদনন্তর সূর্য্যোপস্থান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে; এই সন্ধ্যার উপসনা জানিবে। যে গায়ত্রীর সবিতা (সূর্য্য) দেবতা। তিন প্রকার অগ্নি হইতেছেন, মুখ-স্বরূপ, বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ এ নিমিত্ত উঁহার নাম সাবিত্রী বলিয়া ঋষিগণ বিশেষণ

দিয়া থাকেন। দিবসের পঞ্চমভাগে যথাযোগ্য বিভাগ করিবে। পিতৃগণের, দেবগণের, মনুষ্যগণের এবং কীট পতঙ্গগণের বিভাগ করিয়া দিবে; ইহা দক্ষ ঋষি উপদেশ করিয়াছেন। দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং কীট পতঙ্গগণ প্রতিদিন গৃহস্থ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এ নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষাশ্রমের উৎপত্তি স্থান গৃহস্থাশ্রম। গৃহস্থাশ্রম নষ্ট হইলে অন্য তিন আশ্রম এস্থানেই নষ্ট হয়; যেমত বৃক্ষের মূল হইতে স্কন্দ জন্মায়, স্কন্দ হইতে শাখা জন্মায়, শাখা হইতে পল্ল জন্মায়, সে বৃক্ষের যদি মূল নষ্ট হয়, তাহাতে স্কন্দ, শাখা এবং পল্লব সমস্তই বিনষ্ট হয়। সেই নিমিত্ত নিখিল যত্ন দ্বারা গৃহস্থাশ্রমীকে রক্ষা করিতে হইবে। রাজা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র কর্ত্তৃক গৃহস্থাশ্রমী সর্ব্বদা পূজনীয় ও মাননীয়। আতিথ্য প্রভৃতি কর্ম্মযুক্ত যে গৃহস্থ, সেই গৃহস্থপদবাচ্য, গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া থাকিয়া গৃহস্থ বলিয়া মান্য হয় না। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আতিথ্যাদিশূন্য হইয়া কেবল পুত্র দারাদি প্রতিপালন করিলেই গৃহস্থ বলিয়া মান্য হয় না; স্নান, হোম, গায়ত্রীজপ এবং অন্নদান, এ সকল কার্য্য না করিলে গৃহী দেব, পিতৃ, মনুষ্য এবং ভূতগণের নিকট ঋণ গ্রস্থ হইয়া নরকস্থ হয়। যে একাকীই অন্ন ভোজন করে, আর যে অপর পাঁচজনকে সঙ্গে করিয়া খায়, এতদুভয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি কেবল অন্ন গ্রাস করে, অন্য ব্যক্তি অন্ন স্বয়ং আহার করায়। যে গৃহস্থ নিত্য অতিথি প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া দিতে ভাল বাসে, ক্ষমাশীল, দয়ালু, এবং দেবতা ও অতিথিগণের ভক্ত, সে ব্যক্তিই ধার্ম্মিক গৃহস্থ। দয়া, লজ্জা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, যোগাভ্যাস এবং কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ যাহার আছে, সে ব্যক্তিই প্রধান গৃহস্থ, সেই নিমিত্ত অতিথি প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাই ভোজন করিবে। ভোজনানন্তর স্বচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া, ভুক্ত অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্ত পরিপাক করিবে, তদনন্তর ইতিহাস পাঠ এবং পুরাণ গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া দিবসের ষষ্ঠ ভাগ এবং সপ্তম ভা যাপন করিবে। দিবসের অষ্টম ভাগে লৌকিক কার্য্য করিয়া সায়ং কাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার সায়ং সন্ধ্যা করিবে, তদনন্তর সাগ্নিক গৃহস্থ সায়ংকালীন হোম করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের মধ্যে ভোজন করত গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া পরে কিঞ্চিৎ বেদ অধ্যয়ণ করিবে, প্রদোষের পর, দুই প্রহর কাল বেদ অধ্যয়ণ করিয়া যাপন করিবে। তাহার শেষ কাল যে ব্যক্তি নিদ্রা যায়, সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব পাইবার যোগ্য পাত্র। নৈমিত্তিক কিম্বা কাম্য কর্ম্ম যখন যেরূপ উপস্থিত হইবে, তখনই সেইরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিবে, সুসময় কাল প্রতীক্ষা করিবে না। এই কালেই মরিতে হইবে (শরীর ক্ষণভঙ্গুর) অতএব কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণের উচিত কর্ম্ম করিয়া মনুষ্যদেহের সার্থকতা সম্পাদন করা তদ্বিষয়ে আলস্য কর্ত্তব্য নহে। সেই হেতু মনুষ্য সুখ ইচ্ছা করিয়া সর্ব্ব কার্য্য বিষয়ে যত্নবান্ হইবে, সকল কার্য্য বিষয়ে মধ্যম প্রহরদ্বয় প্রশস্ত হোমাবশিষ্ট যে ঘৃত, তাহাই ভোজন করিবে। যথাকালে ভোজন কিম্বা শয়ন করিলে ব্রাহ্মণ অবসন্ন হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহস্থের নয়টি অমৃত, ঐ নয়টি সুধা, শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। গৃহস্থের নয়টি কর্ম্ম ও নয়টি বিকর্ম্ম, গুপ্তকার্য্য নয়টি, প্রকাশ্য কার্য্য নয়টি, সফল কার্য্য নয়টি, নিষ্ফল কার্য্যও নটি এবং নটি বস্তু সর্ব্বদা অদেয়, নটি, নটি, করিয়া যে নয়টি নির্দ্দিষ্ট হইল, ঐ নটি গৃহী ব্যক্তিগণের উন্নতিকারক জানিবে। যে নটি সুধা বস্তু তাহা বলিতেছি (শ্রবণ কর) বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহস্থের গৃহে আগমন করিলে পর, মন, চক্ষু, মুখ এবং বাক্য এই চারিটি সুন্দররূপে দিবে; তদনন্তর প্রত্যুত্থান করা, এই স্থানে আগমন করুন বলা, স্বাগত জিজ্ঞাসা করা, মিষ্টালাপ করা, ভোজনাদি দ্বারা সেবা করা, গমন কালে অনুগমন করা,—এই নটি কার্য্য যত্নপূর্ব্বক করিবে। অষ্টবিধ অল্প দান বলিতেছি বসিবার স্থান, পাদপ্রক্ষালনের জল, বসিবার নিমিত্ত কুশা-

সন, পাদপ্রক্ষালন করা, অভ্যঙ্গনিমিত্ত তৈল দান, গৃহে স্থান দান, শয়ন নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, যথাশক্তি খাদ্যবস্তু প্রদান, অতিথি ব্যক্তির ভোজন না হইলে গৃহস্থ স্বয়ং ভোজন করিবে না, অতিথির ভোজন হইলে আচমননিমিত্ত মৃত্তিকা এবং জল প্রদান করিবে, এই নটি কার্য্য গৃহস্থ সর্ব্বদা করিবে। সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, বলিবৈশ্ব, অতিথিসেবা, পিতৃলোক, দেবগণ, মনুষ্যগণ, দরিদ্র ব্যক্তি, অনাথ ব্যক্তি, তপস্বীগণ, মাতা, পিতা এবং অন্যান্য গুরুজনের যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দেওয়া, এই নটি গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য কার্য্য। ইহা যে গৃহস্থ করিয়া থাকে, ইহকালে কীর্ত্তি-লাভ এবং ধর্ম্মলাভ হয়। এই নটি কর্ম্ম, বিকর্ম্ম যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। (বিকর্ম্ম যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে) মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ, পরস্ত্রী-গমন, অভক্ষ্য বস্তু (গোমাংস প্রভৃতি) ভক্ষণ, অগম্য (চণ্ডালী প্রভৃতি) গমন, অপেয় (মদ্য প্রভৃতি) পান, চৌর্য্য, জীবহত্যা, অশাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান, বন্ধুজন কর্ত্তব্য কার্য্য করা, এই নটি কার্য্য বিকর্ম্ম। ইহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। মনুষ্যের পর-মায়ু, ধন, গৃহছিদ্র, (সংসারমধ্যে কোন দুর্ঘটনা হওয়া) পরস্পরের মন্ত্রণা, মৈথুন, ঔষধ, তপস্যা, দান, (লোকের নিকট) সসম্মান প্রাপ্তি এই নয়টী গৃহস্থের গোপনীয় কার্য্য। এই নয়টি যত্নসহকারে গোপন করিবে। পরমায়ু প্রকাশ করিলে যদ্যপি অল্প পরমায়ু হয় এবং দুষ্টলোকের নিকট ধনাদি থাকে সে ব্যক্তি ঐ ধনাদি বস্তু প্রত্যর্পণের অভিলাষ করে না। বিবেচনা করে, এ ব্যক্তি মরিলেই ঐ ধন আমার হইবে। এইরূপ অন্য কয়টীর উদাহরণ সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিতে পাইবেন)। আরোগ্য, ঋণ শোধ, দান, অধ্যয়ন, নিজ বস্তুবিক্রয়, কন্যাদান, বৃষোৎসর্গ, বহু লোকের অজ্ঞাত যে পাপ এবং লোকের নিকট নিন্দনীয় না হও-য়া, গৃহস্থগণের এই নয়টী কার্য্য প্রকাশ্য কর্ম্ম। মাতা, পিতা, অন্যান্য গুরুজন, বন্ধুগণ বিনীত ব্যক্তি, উপকারী ব্যক্তি, দরিদ্র মনুষ্য, অনাথ ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যে দান করা তাহা সফল জানিবে। ধূর্ত্ত, স্তুতি, বাদক, মূর্খ, অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, কিতব, বঞ্চক, চাটুকার, চারণ এবং চৌরগণ ইহা-দিগকে দান করিলে ফল হয় না, ঐ দান বিফল। যাচ্ঞালব্ধ, গচ্ছিত, বন্ধকী, স্ত্রী, স্ত্রীধন, নিক্ষেপ, উত্তরাধিকার সূত্রে গৃহে আগত ধন সর্ব্বস্ব এবং সাধারণ সম্পত্তি বংশ থাকিলে এই নয় বস্তু আপৎকালেও দান করিবে না। যে মূঢ়াত্মা মনুষ্য দান করে, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ। নব নবকবেত্তা অনুষ্ঠানপরায়ণ মনুষ্যকে লক্ষ্মী ইহলোকে এবং পরলোকেও ত্যাগ করেন না। সুখাভিলাষী ব্যক্তি পরকেও আপনার মত দেখিবে, কেন না সুখ এবং দুঃখ আপন এবং পর উভয়েরই তুল্য। পরের সুখ বা দুঃখ যাহা কিছু করিবে, পশ্চাৎ সেই সমস্তই আপনাকে ভোগ করিতে হয়। ক্লেশ ব্যতীত দ্রব্য লাভ হয় না, দ্রব্য না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব। কর্ম্ম না করিলে ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মহীন ব্যক্তির সুখ-লাভ সুদূরপরাহত। সকলেই সুখ অভিলাষ করে, অথচ সুখ ধর্ম্মের ফল, অতএব সর্ব্বদা সকল বর্ণ যত্নসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা পারলৌকিক কর্ম্ম কর্ত্তব্য। বিধি অনুসারে বিশেষ কাল এবং পুণ্যবান পাত্রে দান করা উচিত। দান করিলে যথাক্রমে সম, দ্বিগুণ, সহস্র এবং অনন্ত ফল হইয়া থাকে। হিংসা করিলেও তদ্রূপ। ব্রাহ্মণকে দান করিলে সমফল হয়, ব্রুব ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুণ ফল হয়; আচার্য্য ব্রাহ্মণে সহস্র এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্ত গুণফল লাভ হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হিংসাতেও ঐরূপ ফল হয়। যে ব্যক্তি বিধি-বর্জ্জিত পাত্রে ধনাদি দান করে, তাহার সেই প্রদত্ত বস্তুই যে বিনষ্ট হয়, এমত নহে; কিন্তু অবশিষ্ট পুণ্যও বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি বিপদুদ্ধারের জন্য কিম্বা পরিবার প্রতিপালনার্থ যাচ্ঞা করে, অন্বেষণ করিয়া তাহাকেই দান করিবে, অন্যথা ফল হইবে না। যে ব্যক্তি পিতৃমাতৃহীন লোককে উপনয়নাদি সংস্কার ও বিবাহ প্রভৃতির দ্বারায় ধন্যবাদ করে, ইহলোকে তাহার অসংখ্য পুণ্য। পুরুষ,

ব্রাহ্মণকে বজায় রাখিলে যে ফললাভ করে, তাহা অগ্নিহোত্র বা অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠানে লাভ করিতে পারে না। জগতে যে যে বস্তু অত্যন্ত বাঞ্ছিত এবং যে বস্তু গৃহের প্রিয়; সেই সেই বস্তু গুণবান পাত্রে দান করিবে। তাহাতে ঐ ব্যক্তির ঐ সকল বস্তুর প্রতি অক্ষয় ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

পুরুষদিগের ভার্য্যা গৃহস্থাশ্রমের মূল, যদি পুরুষের ঐ ভার্য্যা বশবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে গৃহাশ্রমের তুলনা নাই। যদি পত্নী বশবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে পুরুষ পত্নীর সহিত ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের ফল ভোগ করে। যদি পুরুষের স্ত্রী যথেচ্ছাচারকারিণী হয় কিন্তু (অত্যন্ত স্ত্রৈণতাহেতু) তাহাকে স্নেহবশতঃ নিবারণ করা না হয়; পশ্চাৎ সেই স্ত্রী অবশ হইয়া উঠে, যেমত ব্যাধি প্রথমে উপেক্ষিত হইলে পর, পশ্চাৎ বিশেষ ক্লেশদায়ক হয়; তদ্রূপ যে স্ত্রী স্বামীর অনুকূলতাচরণ করে, ও বাক্য দোষ রহিত, কার্য্যদক্ষ, সতী, মিষ্টভাষিণী আপনা-আপনিই ধর্ম্ম রক্ষা করে এবং পতিভক্তিমতী, সে স্ত্রী মনুষ্য নয় দেবতা সদৃশী। যে পুরুষের পত্নী বশবর্ত্তিনী, তাহার ইহলোকেই স্বর্গভোগ হয় এবং যে পুরুষের পত্নী অবশ তাহার ইহলোকেই নরকভোগ হয়, এ কথায় সংশয় নাই। স্বর্গেও এইটি দুর্ল্লভ। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনুরাগ থাকা, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্ত্রী কিংবা পুরুষ একজন হয়ত অনুরাগযুক্ত ও আর একজন হয়ত বিরক্তি যুক্ত, ইহা অপেক্ষা কষ্টজনক ব্যাপার কি আছে। গৃহস্থাশ্রমে বাস করা কেবল সুখের নিমিত্ত, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে পত্নীই সুখের মূল, যে স্ত্রী বিনয়যুক্তা, মনোগত ভাব বুঝিতে পারে এবং বশতাপন্ন, সেই স্ত্রী যথার্থ পত্নী শব্দে বাচ্য। (স্ত্রীলোকের যে সকল গুণের কথা উক্ত হইল) ইহার অন্য স্বভাব হইলে, স্ত্রীলোক কেবল দুঃখ ভোগ করে, সর্ব্বদা খেদযুক্ত হয়, পুরুষের স্ত্রী যদি প্রতিকূলকারিণী হয়, তাহাতে পরস্পর চিত্তের অনৈক্যতা হইতে থাকে, বিশেষতঃ যদি পুরুষের দুই পত্নী হয়, তাহাতে পরস্পর চিত্তের অনৈক্য সর্ব্বদাই হয়। স্ত্রী সকল জলৌকার তুল্য, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অন্ন প্রভৃতি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইলেও সর্ব্বদাই পুরুষগণের রক্ত শোষণ করে। সেই ক্ষুদ্র জলৌকা মনুষ্যের কেবল রক্ত শোষণ করে, কিন্তু স্ত্রীরূপ জলৌকা পুরুষের রক্ত, ধন, (শরীরের মাংস বীর্য্য, বল এবং সুখ সকলি শোষণ করে। অর্থাৎ স্ত্রীলোক পুরুষকে একদণ্ডও স্বচ্ছন্দে থাকিতে দেয় না)। যখন পরস্পরের অল্প বয়স থাকে, তখন স্ত্রীলোক সর্ব্বদা শঙ্কাযুক্ত থাকে, যখন পরস্পরের যৌবনকাল উপস্থিত হয় তখন স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হয় না অর্থাৎ ইচ্ছামত চলে না। যখন স্বামী বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে ভৃত্যের ন্যায় তুচ্ছতাচ্ছল্য করে। যে স্ত্রী পতির বশতাপন্ন, বাক্যদোষ শূন্য, কর্ম্মদক্ষ সতী এবং পতিব্রতা, এই সকল গুণ যে স্ত্রীলোকের আছে, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই লক্ষ্মীস্বরূপ। যে স্ত্রীলোক সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, গৃহোপকরণ দ্রব্যসমূহের অবস্থান, এবং পরিমাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, অনবরত স্বামীর প্রীতিকর কার্য্য করে, সে স্ত্রীই স্ত্রীপদবাচ্য, এ সকল গুণ যাহার নাই, সে কেবল শরীর ক্ষয়কারিণী জরা স্বরূপ। যে গৃহস্থের শিষ্য পত্নী বালক সন্তান ভ্রাতা প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ভৃত্য এবং আশ্রিতগণ এই সকল নিয়মযুক্ত হয়, তাহার ইহলোকে গৌরব থাকে। পুরুষের প্রথম বিবাহিতা যে স্ত্রী সেই ধর্ম্মপত্নী দ্বিতীয় বিবাহিতা স্ত্রী কেবল সম্ভোগ নিমিত্ত হয় দ্বিতীয় বিবাহিতা পত্নীতে কেবল দৃষ্ট ফল জন্মে অদৃষ্ট ফল ধর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই হয় না। প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী যদ্যপি দোষ শূন্য হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম পত্নী বলা যায় যদি তাহার দোষ থাকে, দ্বিতীয় বিবাহিতা পত্নী যদি গুণবতী হয়, দ্বিতীয় বিবাহ করাতে কোন দোষ হইবে না। কোন পুরুষ যদ্যপি দোষশূন্যা পতিতা নহে এতাদৃশ পত্নীকে যৌবনাবস্থায় ত্যাগ করে সে পুরুষ জীবন অবসানে স্ত্রীলোক হইবে এবং বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইবে। দরিদ্র কিম্বা

রোগী পতিকে যে স্ত্রী অবজ্ঞা করে সে জন্মান্তরে কুক্কুরী, গৃধ্রী এবং মকরী হইয়া পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিবে। ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে যে স্ত্রী স্বামীর চিতা আরোহণ করে, সেই স্ত্রী সদাচারসম্পন্না হইবে এবং স্বর্গে দেবগণের পূজ্য হইবে। ব্যালগ্রাহী (সাপুড়িয়া) যেমত গর্ত্ত হইতে বলদ্বারা সর্পগণকে উদ্ধার করে, সেইরূপ পতিসহগামিনী স্ত্রী পতি যদ্যপি নরকস্থ থাকে, তাহাকেও নিজপুণ্যবলে উদ্ধার করিয়া পতির সহিত (স্বর্গলোকে) সহর্ষে কাল যাপন করে। (ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকার্দ্ধ স্থানান্তরীয় বলিয়া উপেক্ষিত হইল)।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

যে কার্য্য শৌচ এবং যে কার্য্য অশৌচ, তাহা উক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ যাহা শৌচ, তাহা করিবে এবং যাহা অশৌচ, তাহা পরিত্যাগ করিবে, (দক্ষঋষি কহিতেছেন) আমি হিতেচ্ছু হইয়া, শৌচ এবং অশৌচ, সম্বন্ধে বিশেষ কিঞ্চিৎ বলিতেছি, (শ্রবণ কর)। শৌচ বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন কর্ত্তব্য, দ্বিজগণের পক্ষে শৌচই সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের মূল, শৌচাচাররহিত দ্বিজগণের সমস্ত কার্য্য নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ শৌচাচার বিহীন হইয়া যে কিছু ধর্ম্ম কার্য্য করিবে, তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না। শৌচ দুই প্রকার, বাহ্যিক এবং আন্তরিক। মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা বাহ্যিক শৌচ হয়। ভাবশুদ্ধি আন্তরিক শৌচ, অশৌচ হইতে বাহ্যিক শৌচ শ্রেষ্ঠ, বাহ্যিক শৌচ হইতে আন্তরিক শৌচ শ্রেষ্ঠ। বাহ্য এবং আন্তরিক শৌচ যাহার আছে, সে ব্যক্তিই শুচি, কিন্তু যাহার আন্তরিক শৌচ নাই, অথচ বাহ্যিক শৌচ করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত অশুদ্ধ। বাহ্য শৌচকার্য্যের নিয়মাবলী বলিতেছি। প্রথমতঃ মলত্যাগ বিষয়ে যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ কর। একবার লিঙ্গদেশে, পায়ুদেশে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, উভয় হস্তে সাত বার, দুই চরণে তিনবার, তিন বার মৃত্তিকা দিবে। এই উক্ত শৌচ গৃহস্থগণের পক্ষে, অন্য তিন আশ্রমীর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা যথাক্রমে (বলিতেছি;) ব্রহ্মচারিগণের উক্ত শৌচের দ্বিগুণ, বানপ্রস্থগণের উহার ত্রিগুণ, যতিগণের উহার চতুর্গুণ জানিবে। পায়ুদেশে যে তিনবার মৃত্তিকা দানের কথা হইয়াছে, তাহার প্রথমবারে মৃত্তিকা অর্দ্ধপ্রসৃতি পরিমিত দ্বিতীয় তৃতীয়বারের মৃত্তিকা তাহার অর্দ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যে পরিমিত মৃত্তিকাদ্বারা অঙ্গুলীর তিন পর্ব্ব পূর্ণ হয়, তাবৎ পরিমিত মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গদেশ শুদ্ধ করিবে, উক্ত পরিমাণ গৃহস্থের পক্ষে; ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ ব্রহ্মচারীগণের পক্ষে, ইহার ত্রিগুণ পরিমাণ বানপ্রস্থগণের ইহার চতুর্গুণ পরিমাণ যতিগণের পক্ষে (জানিবে।) যে পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপ ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা শুদ্ধি হয়, অন্য কোন ক্লেশ নাই অর্থ ব্যয়ও নাই (অতএব শৌচ বিষয়ে যত্ন করা উচিত।) যাহার শৌচ বিষয়ে মনোযোগ নাই, তাহার চিত্তবৃত্তি পরীক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহার ধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্তি নাই, ইহা বোধগম্য হয়। যে শৌচ উক্ত হইল, ইহা দিবাভাগে কর্ত্তব্য, রাত্রিকালে তাহা অন্য প্রকারে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের আপদ্‌কালে একরূপ এবং সুস্থকালে অন্য একরূপ শৌচ। দিবাভাগে যে শৌচ উক্ত হইল, তাহার অর্দ্ধ শৌচ রাত্রিকালে করিলে শুদ্ধ হইবে। রোগী ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিবিহিত শৌচের অর্দ্ধ অর্থাৎ দিবাশৌচের একপাদ করিলেই শুদ্ধ হইবে, বিদেশ গমনকালে, পথিমধ্যে আতুরের একপাদ শৌচ, তাহার অর্দ্ধ করিলে শুদ্ধ হইবে। যে সময়ে এবং স্থানে যে পরিমাণে শৌচ উক্ত হইল, ইহার অল্প কিম্বা অধিক করিতে নাই, ন্যূন কিংবা অধিক শৌচ করিলে শুদ্ধ হয় না, যদ্যপি বিধি লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হইতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(সপিণ্ড জ্ঞাতি প্রভৃতির) "জন্ম এবং মরণ জন্য যে অশৌচ হয়, তাহা এবং যাবজ্জীবন অশৌচের কথা যথাবিধি আনুপূর্ব্বীক্রমে বলিতেছি। সদ্যঃ এক দিবস, দুইদিবস তিনদিবস, চারি দিবস, দশদিবস দ্বাদশদিবস, পঞ্চদশদিবস, একমাস এবং মরণান্ত অশৌচের এই দশবিধ কাল যথাক্রমে ইহা সম্পূর্ণ রূপে বলিব। ষড়ঙ্গযুক্ত সকল্প এবং সরহস্য বেদশাস্ত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যার সহিত যে ব্যক্তি অবগত এবং যে ব্যক্তি বেদোক্ত কর্ম্ম কাণ্ড করিয়া থাকে, তাহার অশৌচ হয় না, নৃপতি, পুরোহিত, শিষ্য ও বালকগণের সদ্যঃ শৌচ; দেশান্তর মরণে এক বৎসর গতে সদ্যঃ শৌচ ব্রতী এবং সত্রীদিগেরও সদ্যঃ শৌচ বিহিত। যে ব্যক্তি অগ্নি ও স্বাধ্যায়সম্পন্ন, তাহার এক দিন অশৌচ; আর তদপেক্ষা অপকৃষ্ট, অপকৃষ্ট তর এবং অপকৃষ্টতম ব্যক্তিগণের যথাক্রমে দুই দিন, তিন দিন এবং চারি দিন অশৌচ হইবে। যে ব্যক্তি জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ, তাহার দশাহে, ঐরূপ ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহে, ঐরূপ বৈশ্যের, পঞ্চ দশাহে এবং শূদ্রের এক মাসে শুদ্ধি হইয়া থাকে। যাহারা স্নান, হোম এবং দান না করিয়া, ভোজন করে, এইরূপ সকলের চিরদিন অশৌচ থাকে। রোগী, কৃপণ, ঋণগ্রস্ত, ক্রিয়াহীন, মূর্খ, স্ত্রৈণ, ব্যসনাসক্ত চিত্ত সর্ব্বদা পরাধীন; এবং যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান না করে, তাহার যাবজ্জীবন অশৌচ। তাহাদিগের কাদাচিৎকে অশৌচ নাই। এইরূপ গুণানুসারে অশৌচ নির্দ্দেশ করা হইল। জননাশৌচ মরণাশৌচ, বা মরণাশৌচ—জননাশৌচ, এই অশৌচ একত্র হইলে, মরণাশৌচের দ্বারা শুদ্ধি হয়। দান, প্রতিগ্রহ, হোম এবং বেদপাঠ অশৌচে নিষিদ্ধ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ দশ দিনের পর শুদ্ধি লাভ করে। তখন বিধিপূর্ব্বক দান করা উচিত; কেননা দানই লোককে অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ করে। মরণাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচ হইলে বা জননাশৌচের মধ্যে জননাশৌচ হইলে, এই সঙ্কীর্ণ অশৌচের পূর্ব্বাশৌচ দ্বারা শুদ্ধি জানিবে। উভয় অশৌচেই অশৌচ কালে, অশৌচী বংশের অন্নভোজন করিবে না। দ্বিজগণ চতুর্থ দিনে অস্থি-সঞ্চয়ন করিবে। তাহার পর তাহাদিগের অঙ্গস্পৃশ্যত্ব অশৌচ দূর হইবে। যদি এক পতির অনুলোমক্রমে চারি ভার্য্যা হয়, তাহা হইলে সেই পতির ঐ সকল স্ত্রীর সন্তান উৎপত্তিতে দশ দিন, ছয় দিন, তিন দিন, এবং এক দিন অশৌচ হইবে। যজ্ঞকালে, আরব্ধ বিবাহে, দেশবিপ্লবে এবং হোমারম্ভ করিলে জনন মরণে অশৌচ হইবে না। এই সকল অশৌচ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই কীর্ত্তিত হইল। আপদগত ব্যক্তির আর অশৌচ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

যাহার দ্বারা জগৎ বশ করা যায়, যাহার দ্বারা আত্মা বশীভূত হয়, যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় হয়; সেই যোগের কথা বলিতেছি;—প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, তর্ক এবং সমাধি যোগের এই ছয়টী অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অরণ্য সেবনে, অনেক গ্রন্থ চিন্তনে, ব্রত যজ্ঞ বা তপস্যা দ্বারা যোগসিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ ভোজনে বা নাসাগ্র দর্শনেও যোগসিদ্ধি হয় না। ফল কথা শাস্ত্রাতিরিক্ত অশৌচে কখনই যোগ হইতে পারে না। মৌন মন্ত্র, ও নানাবিধ কুহকের দ্বারাও যোগসিদ্ধি হয় না। তবে যাহারা লোক যাত্রা হইতে বিযুক্ত, যোগাভ্যাসে দৃঢ় সাধক, যোগে কৃতনিশ্চয়, তাহাদিগেরই বহু পুণ্য ফলে, ভুয়োভুয়ো সংসার নির্ব্বেদে যোগসিদ্ধি হয়; অন্য কোন রূপে হয় না। আত্মচিন্তা রূপ আমোদ প্রমোদে শাস্ত্রোক্ত শৌচের ক্রীড়নকে এবং সর্ব্ব ভুতের প্রতি সমজ্ঞানে যোগসিদ্ধি হয়। অন্য কোন রূপে হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মরত, আত্মক্রিয়াপরায়ণ, আত্মনিষ্ঠ, স্বভাবত সর্ব্বদাই আত্মধ্যানপরায়ণ, স্বয়ংতুষ্ট, আত্মতৃপ্ত এবং অনন্যচিত্ত, তাহারই যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থাতেও যোগযুক্ত

থাকিবে; জাগ্রৎ অবস্থাতেতো থাকিবেই। যাহার চেষ্টা এইরূপ, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব্রহ্মবাদীগণের মধ্যে গরীয়ান। যে ব্যক্তি আত্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে না পায়, সে ব্রহ্মস্বরূপ; ইহা দক্ষের মত। যে যতির চিত্ত বিষাসক্ত, সে মোক্ষলাভ করিতে পারে না। অতএব যোগী যত্ন পূর্ব্বক বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিবে। কেহ কেহ বলে, বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নামই যোগ, সেই সকল অপণ্ডিত ব্যক্তি অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। অপরে বলে, আত্মা এবং মনের সংযোগের নামই যোগ। ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূর্খ এবং কেবল যোগবঞ্চিত। মনকে বৃত্তিহীন করিয়া, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিলে মুক্তি লাভ করিবে; ইহাই প্রধান যোগ। অনুরাগ, মোহ, বিক্ষেপ, লজ্জা এবং আশঙ্কাদি চিত্তের ব্যাপার বলিয়া কথিত। ইহাদিগকে জয় করিয়া বশীভূত করিবে। যে ব্যক্তি পঞ্চ গ্রাম্য কুটুম্বের সহিত প্রধানতর ষষ্ঠ ব্যক্তিকে জয় করিয়াছে; অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন যাহার বশীভূত, সে ব্যক্তি সুরাসুর মনুষ্যগণের অজেয়। বলপূর্ব্বক পররাজ্য গ্রহণ করিলেই বীর বলিয়া খ্যাতি হয় না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করিয়াছে, সেই, পণ্ডিতগণের নিকট বীর বলিয়া পরিচিত। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া মনে ও মনকে জীবাত্মাতে নিয়োজিত করিবে। সর্ব্বাবস্থা বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ঐ জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিবে;—ইহাই ধ্যান, ইহাই যোগ;—অবশিষ্ট যা কিছু, তৎসমস্ত গ্রন্থ বাহুল্য মাত্র। বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া আত্মশক্তিরূপে মনের স্থিরতার নামই, সমাধি। স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগে যে পদলাভ হয়, তাহা অনিত্য; কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মারযোগে যে পদ লাভ করা যায়, তাহা অক্ষয় এবং চিরস্থায়ী। যাহা কাহারও নাই, তাহা আছে বলিলে বিরোধ হয়। অতএব অন্যের হৃদয়ে তাহা থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম কুমারী মৈথুনের ন্যায় মাত্র নিজেরই বিজ্ঞেয়। যে ব্যক্তি যোগী নহে, সে জন্মান্ধ ব্যক্তির পক্ষে ঘটাদির ন্যায় ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। নিত্য যোগাভ্যাসী ব্যক্তি ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারে। সেই সনাতন পরম ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অনির্দ্দেশ্য। পণ্ডিত ব্যক্তি চিত্তের আলোচনার ন্যায় ব্রহ্মকে এক ভাবে অবগত হন, স্ত্রীলোক এবং মূর্খ লোক তাঁহাকে নানারূপে ভাবিয়া থাকে। অতিশয় সত্ত্বগুণসম্পন্ন দেবগণও বিষয়ের বশীভূত। প্রমত্ত অল্প সত্ত্বগুণযুক্ত মনুষ্যের কথা বলা বাহুল্য মাত্র; অতএব মনোমালিন্য ত্যাগ করিয়া দণ্ডধারণ করিবে। অন্যথা তাহা করিতে সমর্থ হয় না। কেবল বিষয়াভিভূত হয়, যেমন বায়ুজনিত জল তরঙ্গাঘাতে ক্ষণকালও স্থির থাকে না, চিত্তও তদ্রূপ। অতএব কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অনুচিত। অনেক মনুষ্যই ত্রিদণ্ডধারণচ্ছলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে, ত্রিদণ্ড ধারণের উপযুক্ত অধিকারী হয় না। সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে। মৈথুন অষ্টবিধ;—স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, দর্শন, গোপনে কথোপকথন, সংকল্প, অধ্যবসায় ও কার্য্য সমাপ্তি। পণ্ডিতগণ বলেন, মৈথুন, এই অষ্টাঙ্গ। ইহার চিন্তা করিবে না, ইহা বলিবে না এবং কখনই করিবে না। এইরূপে সুসম্পন্ন ব্যক্তি যতি হইতে পারে, অপরে পারে না। যে ব্যক্তি পরিব্রাজক হইয়া ধর্ম্মপালন না করে, রাজা তাহাকে শ্বপদচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া শীঘ্র নির্ব্বাসিত করিবেন। এইরূপ এক ব্যক্তি ভিক্ষুক, দুই জন হইলে মিথুন, তিন জন হইলে গ্রাম, ইহার ঊর্দ্ধ হইলে নগর বলিয়া জানিবে। যতি-নগর গ্রাম বা মিথুন করিবে না। এই তিনটী কার্য্য করিলে, যতি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়; কেননা দুই জন প্রভৃতি একত্র থাকিলে নিশ্চয়ই ভিক্ষাবার্ত্তা, রাজবার্ত্তা, স্নেহ, পৈশুন্যও মাৎসর্য্য হইয়া থাকে, যাহারা লাভ ও সম্মানের নিমিত্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা, শিষ্য সংগ্রহ ইত্যাদি নানাবিধ আড়ম্বর কুতপস্বিগণের মধ্যে প্রচলিত। ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা এবং সর্ব্বদা নির্জ্জন, বাস ভিক্ষুর—এই চারিটী কর্ত্তব্য কার্য্য পঞ্চম কার্য্য নহে। তপস্যা এবং জপের দ্বারা কৃশ, রোগী, বৃদ্ধ, গ্রহগ্রস্ত এবং বিকালে নিদ্রায় ভিক্ষু কোন গৃহস্থের

গৃহ আশ্রয় করিতে পারে; কিন্তু অরোগী যুবা ভিক্ষু গৃহে থাকিতে পারে না; যদি কখন থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানকে দূষিত এবং পণ্ডিতগণকে পীড়িত করে। অরোগী যুবা ভিক্ষুক এইরূপ করিলে ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হয়, ব্রহ্মচর্য্যবিচ্যুত হইলে নিজ বংশকে অধঃপাতিত করে, ভিক্ষু আবসথে বাস করিবার সময় যদি মৈথুন সেবা করে, তাহা হইলে সেই আবসথস্বামী মূল বিচ্ছিন্ন হয়। যতি যাহার আশ্রমে মুহূর্ত্তকালও বিশ্রাম করে, তাহার অন্য ধর্ম্মে প্রয়োজন কি? সে তাহাতে কৃতার্থ হয়। গৃহস্থমরণকাল পর্য্যন্ত যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছে, যতি তাহার গৃহে এক রাত্রি বাস করিলেই তৎসমস্ত বিনষ্ট করিয়া দেন। যে ব্যক্তি যোগাশ্রমে পরিশ্রান্ত যতিকে ভোজন করায়, সচরাচর ত্রৈলোক্য বাসীকে ভোজন করাইলে যে ফল, তাহার সেই ফল হয়। যে দেশে ধ্যান-যোগবিচক্ষণ যোগী বাস করে, সে দেশও পবিত্র হয়, যতির বান্ধবগণ যে পবিত্র হয়, ইহা বলা বাহুল্য। দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈতাভাব এবং অদ্বৈতাভাব, এই চিন্তাই পারমার্থিক, ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া অহং-জ্ঞান বা অন্য সম্বন্ধ জ্ঞান করিবে না। ঈদৃশ অবস্থা হইলে পরম পদ লাভ হয়। যাহারা দ্বৈতপক্ষে আস্থাসম্পন্ন, এবং যাহারা অদ্বৈত-বাদী, তাহাদিগের মধ্যে অদ্বৈতবাদীদিগের সুনিশ্চিত ধর্ম্ম বলিতেছি। যদি আত্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পায়, তবেই শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং গ্রন্থরাশি শ্রবণ করিবে। এই যথা কথিত সকল আশ্রমের উত্তম ধর্ম্মঘটিত দক্ষশাস্ত্র যে ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন করে, তাহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। যদি অধম ব্যক্তিও এই শাস্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে, সে পুত্রপৌত্র ও পশু ধনে সম্পন্ন হইয়া যশস্বী হয়। দ্বিজ শ্রাদ্ধকালে এই শাস্ত্র শ্রবণ করাইলে, সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফলজনক হয়, এবং পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।

দক্ষ-সংহিতা সমাপ্ত।

গৌতম-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

বেদ এবং বেদজ্ঞগণের স্মৃতি ও আচার এই তিনটি ধর্ম্মের মূল। ধর্ম্মের ব্যতিক্রম এবং মহৎদিগের সাহসও দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুইটী বিরুদ্ধমত সমান বলবান হইলে ঐ দুইয়ের মধ্যে একতরের আশ্রয় করিবে। ব্রাহ্মণের অষ্টম বা নবম বর্ষে উপনয়ন দিবে, ইচ্ছা করিলে পঞ্চম বর্ষেও দিতে পারে। গর্ভ হইতে বর্ষের গণনা করিবে। এই উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম। যাঁহা দ্বারা উপনয়ন সম্পন্ন হয়, তাঁহার নাম আচার্য্য; কারণ তিনি বেদ অধ্যয়ন করান। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের যথাক্রমে একাদশ এবং দ্বাদশ বৎসরে উপনয়ন দিবার বিধি। ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের সাবিত্রী অপতিত থাকে এবং ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসর এবং বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত সাবিত্রী পতিত হয় না। উপনয়ন সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের যথাক্রমে মৌঞ্জী, ধনুকের জ্যা এবং সূত্র নির্ম্মিত মেখলা বিহিত হইয়াছে। এইরূপ যথাক্রমে ঐ তিনজাতির পক্ষে উপনয়নের সময় কৃষ্ণসার, রুরু এবং ছাগের চর্ম্ম এবং শান, ক্ষৌম এবং চিরকুতপ বস্ত্রের ধারণ বিহিত হইয়াছে। পরন্তু সকলের পক্ষে কার্পাস বস্ত্র অনিষিদ্ধ, কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মণের পক্ষে বৃক্ষ ত্বচনির্ম্মিত কাষায় বস্ত্র এবং বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যথাক্রমে ঐ জাতীয় মাঞ্জিষ্ঠ এবং হারিদ্র বস্ত্র বিহিত। ব্রাহ্মণের বিল্ব বা পলাশ কাষ্ঠের দণ্ড, আর অবশিষ্ট দুই জাতির যথাক্রমে অশ্বত্থ এবং পীলুনির্ম্মিত দণ্ড বিহিত। অথবা সকল জাতিই কোনরূপ যজ্ঞীয় বৃক্ষের সবল্কল কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিতে পারে। দণ্ডের পরিমাণ তিন জাতির যথাক্রমে মস্তক, ললাট এবং নাসার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত হইবে। ব্রাহ্মণ সর্ব্ব মুণ্ডন করিবে, ক্ষত্রিয় মস্তকে জটা রাখিবে এবং বৈশ্য শিখা রাখিবে। কোন দ্রব্য হস্তে করিয়া যদি উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্য মাটিতে না রাখিয়া আচমন করিবে, তাহাতেই ঐ দ্রব্য শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। তৈজস, মৃণ্ময় কাষ্ঠ এবং তন্তু-নির্ম্মিত বস্তু অশুদ্ধ হইলে যথাক্রমে মার্জ্জন, দাহন, ছেদন এবং প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ করিবে। প্রস্তর, মণি, শঙ্খ এবং শুক্তিনির্ম্মিত বস্তুকে তৈজস বস্তুর ন্যায় শুদ্ধ করিবে; কাষ্ঠের মত অস্থি এবং মৃণ্ময় বস্তুর শুদ্ধি করিবে। এবং ভূমিকে হলমুখ দ্বারা খনন করিয়া শুদ্ধি করিবে। দড়ি, বংশনির্ম্মিতপাত্র এবং চর্ম্মের তন্তুনির্ম্মিত বস্ত্রের মত শুদ্ধি করিবে। কোন বস্তু অত্যন্ত অশুদ্ধ হইলে তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া শুদ্ধি আরম্ভ করিবে। পবিত্রস্থানে উপবেশন করিয়া উভয় জানুরমধ্যে দক্ষিণবাহু রাখিয়া যথানিয়মে যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক মণিবন্ধ (কনুই) অবধি হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করে। নিঃশব্দে তিনবার বা চারবার সেই পরিমাণে আচমন করিবে, যাহাতে আচান্ত জল হৃদয় অবধি স্পর্শ করিতে পারে। তদনন্তর দুই বার পাদদ্বয় মার্জ্জন করিবে। উত্তমাঙ্গস্থিত ইন্দ্রিয় সকল জল দ্বারা স্পর্শ করিবে অথবা তাহাদের উপর আর্দ্র হস্ত প্রদান করিবে। নিদ্রা গিয়া, ভোজন করিয়া এবং হাঁচিয়া পুনরায় উক্তরূপে

আচমন করিবে। দাঁতের পার্শ্বে যাহা লাগিয়া থাকে, তাহা যদি জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা পৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে উহা দাঁতের মধ্যেই পরিগণিত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে পর্য্যন্ত উহা চ্যুত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা দন্তের মধ্যেই গণ্য। ঐ বস্তু দন্ত হইতে চ্যুত হইলে নিষ্ঠীবনাদির ন্যায় পরিত্যাগ করিলেই শুদ্ধি। মুখ হইতে যে সকল বিন্দু শরীরে পতিত হয়, উহা দ্বারা শরীর উচ্ছিষ্ট হয় না। শরীর হইতে অমেধ্য বস্তুর লেপ এবং গন্ধ দুরীভূত করিলেই উহা শুদ্ধি হয়। মূত্রত্যাগ, পুরীষত্যাগ, রেতস্খলন এবং আহারীয় দ্রব্যের সংযোগে শাস্ত্রে যেখানে যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন, তদনুরূপ জল এবং মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধ করিবে। গুরু হস্ত দ্বারা শিষ্যের সব্য অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া "ওহে অধ্যয়ন কর," এই বলিয়া সম্বোধন করিবেন। তাহার পর শিষ্য দর্ভ দ্বারা চক্ষুঃ, মনঃ ও প্রাণের স্থান। ঘ্রাণ ও স্পর্শ করিবে প্রত্যেক স্থলে পঞ্চদশবার জপ করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবে। পূর্ব্ব বিস্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন করিয়া ওঁকার পূর্ব্বক পঞ্চ বা সপ্ত ব্যাহৃতি পাঠ করিবে। প্রাতঃকালে, বেদাধ্যয়নের আরম্ভে এবং অন্তে গুরুরপাদগ্রহণ করিবে এবং গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া উপবেশন করিবে। শিষ্য বেদ অধ্যয়নের সময় গুরুর দক্ষিণে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করিয়া প্রথমে গায়ত্রী পাঠ করিবে, অন্তে ওঁকারের উচ্চারণ করিবে। পড়িবার সময় যদি কুকুর, বেজি, সর্প, মণ্ডুক এবং বিড়াল গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে তিন দিন উপবাস করিবে এবং গুরু হইতে পৃথক্ থাকিবে তাহার পর পুনর্ব্বার অধ্যয়ন করিতে যাইবে। অপর কোন জন্তু মধ্য দিয়া গমন করিলে প্রাণায়াম এবং ঘৃত ভোজন করিবে। শ্মশানস্থানে অধ্যয়ন করিলেও এই নিয়ম।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উপনয়নের পূর্ব্বে যথেচ্ছাচার, যথেচ্ছা সম্ভাষণ এবং যথেচ্ছা ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না। তখন হবন বা ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার হয় না। অনুপনীত ব্যক্তির মূত্র পুরীষ ত্যাগ করিবার কোন নিয়ম নাই, তাহার গাত্রমার্জ্জন, প্রক্ষালন এবং উপরে জল ছিটান ভিন্ন শুদ্ধির নিমিত্ত আচমনাদির বিধান নাই। অস্পৃশ্য বস্তুর স্পর্শে তাহার অশৌচ নাই, তাহাকে অগ্নি হবন বা বলি কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না এবং পিতৃকার্য্য ব্যতীত তাহাকে বেদমন্ত্রেরও পাঠ করাইবে না। উপনয়ন হইতে সমস্ত নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে। উপনয়নের পর বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, অগ্নিচয়ন, ভিক্ষা, সত্যসম্ভাষণ এবং আচমনের অনুষ্ঠান করিবে। কেহ কেহ বলেন গোদানাদি কার্য্যও করিবে। গৃহের বাহিরে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে, দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্ব সন্ধ্যার উপাসনা করিবে এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ পদার্থের যে পর্য্যন্ত দর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়া সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। (উদয় কালীন) সূর্য্য দর্শন করিবে না, ব্রহ্মচারী মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, দিবানিদ্রা, অঞ্জন, অভ্যঞ্জন (তৈলমর্দ্দন) যানারোহণ, উপানহধারণ, ছত্রধারণ ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বাদ্যবাদন, স্নান, দন্তধাবন, হর্ষ, নৃত্য, গীত, নিন্দা এবং গুরুর সম্মুখে কর্ণকণ্ডুয়ন অবশক্থিকরণ (বেড় দিয়া বসা), অবয়ববিশেষ আশ্রয় (গালে হাত দিয়া বসা ইত্যাদি) পাদ প্রসারণ, নিষ্ঠীবণ (থুথু ফেলা), হাস্য, বিজৃম্ভন (হাইতোলা), অঙ্গস্ফোটন (আড়ামোড়া), মৈথুনেচ্ছায় পরস্ত্রী দর্শন বা তাহার সঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া, নীচসেবা, চৌর্য্য, হিংসা, আচার্য্য, অচার্য্যে, পুত্র ও স্ত্রী এবং দীক্ষিত ব্যক্তির নাম গ্রহণ, শুষ্ক বাক্য, মদ্য পান এই সকল কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিবে। গুরু অপেক্ষা অধঃশয্যায় শয়ন করিবে, তাঁহার পূর্ব্বে জাগরণ করিয়া উঠিবে, তাঁহার নিদ্রার পর আপনি নিদ্রিত হইবে। বাক্য, বাহু এবং উদরের সংযম করিবে। মান অর্থাৎ সমাদরের

সহিত গুরুর নাম নির্দ্দেশ করিবে। সমুদয় পূজ্য এবং উৎকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবে। গুরুর শয্যা, আসন এবং স্থান পরিত্যাগ করিবে। নিম্নস্থানে অথবা নম্রভাবে অবস্থিত হইয়া তাহার বাক্য শ্রবণ অথবা সেই বচনানুসারে চলার নাম গুরুসেবা। গুরুকে দেখিলেই উঠে দাঁড়াইবে, তিনি গমন করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে, তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রকৃত উত্তর দিবে, তিনি যখন অধ্যয়ন করিতে বলিবেন, তখনই অধ্যয়ন করিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় এবং হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। তাহার ভার্য্যা এবং পুত্রেরও সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবে। গুরুর ভার্য্যা বা পুত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না, তাহাদিগকে স্নান বা অলঙ্কৃত করাইবে না এবং তাহাদের পাদপ্রক্ষালন, পাদোন্মর্দ্দন (পাটিপে দেওয়া) এবং পাদগ্রহণ করিবে না। তবে কোন বিদেশ হইতে আগমন করিয়া পাদ গ্রহণ মাত্র করিবে, কেহ কেহ বলেন গুরুপত্নী যুবতী হইলে তাহাও করিবে না। আবশ্যক হইলে পতিত এবং নিন্দিত ভিন্ন সকল বর্ণের গৃহেই ভিক্ষা করিতে পারিবে। ভিক্ষার সময় বর্ণক্রমে প্রথম মধ্য এবং অন্তে ভবৎশব্দের প্রয়োগ করিবে, ব্রাহ্মণ ভিক্ষার সময় প্রথমে ভবৎশব্দের প্রয়োগ করিবে, ক্ষত্রিয় মধ্যে এবং বৈশ্য অন্তে। আচার্য্যকুল, জ্ঞাতি, গুরু এবং অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট ভিক্ষা করিবে না অন্যত্র ভিক্ষা না পাইলে ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বোল্লিখিতকে পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষা দ্বারা যাহা পাইবে তাহা গুরুকে সমর্পণ করিবে, তদনন্তর গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভোজন করিবে। গুরু নিকটে না থাকিলে তাঁহার পত্নী, পুত্র এবং স্বীয় সহাধ্যায়ী শিষ্যের মধ্যে যথাক্রমে যে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকেই প্রথমে ভিক্ষান্ন সমর্পণ করিবে। নীরব হইয়া যে পর্য্যন্ত তৃপ্তি না হয়, ভোজন করিবে, তৃপ্তি হইলে অন্নের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আচমন করিবে। শিষ্যকে কোন প্রকার আঘাত না করিয়া শাসন করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে অতি মৃদু, দলশূন্য বংশ খণ্ড অথবা রজ্জু দ্বারা আঘাত করিবে। অন্য বস্তু দ্বারা শিষ্যকে আঘাত করিলে রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন। এক একটি বেদ অধ্যয়নে বার বৎসর অতিবাহিত করিবে। এবং প্রতি বার বৎসরই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে অথবা যে পর্য্যন্ত সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ না হয় সেই পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করিবে। অধ্যয়ন সমাপ্তি হইলে গুরুকে দক্ষিণা দান করিবে; অনন্তর গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া স্নান করিবে। সকল প্রকার গুরুর মধ্যে আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ; কেহ বলেন মাতাই সমুদয় গুরু অপেক্ষা গরীয়সী।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

কেহ কেহ বলেন, অধ্যয়ন সমাপ্তির পর মনুষ্য আপন ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মচারী, গৃহী, ভিক্ষু এবং বৈখানস এই চার আশ্রমের মধ্যে যে কোন আশ্রম অবলম্বন করিতে পারে। ঐ আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থই যোনি (মূলকারণ) কেন না অন্যসকল আশ্রম প্রজাশূন্য। ঐ চার প্রকার আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে সর্ব্বদা আচার্য্যের সর্ব্বপ্রকার অধীনতা উক্ত হইয়াছে। গুরুর কর্ম্ম সমাপন করিয়া জপ করিবে, গুরু না থাকিলে তাঁহার সন্তানে গুরুবৎ ব্যবহার করিবে, গুরুর কোন সন্তান না থাকিলে গুরুর বৃদ্ধ শিষ্য বা ব্যবস্থাপিত অগ্নিতে সেইরূপ ব্যবহার করিবে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঐরূপ ব্যবহার করে, সে, ব্রহ্মলোকে গমন করে। ব্রহ্মচর্য্য অপর আশ্রমের বিরোধী নয়। ভিক্ষু সাধারণতঃ সঞ্চয়শূন্য, উর্দ্ধরেতা এবং স্থিরস্বভাব হইয়া বর্ষাকালে ভিক্ষার্থ গ্রামে ভ্রমণ করিবে। অনিষিদ্ধ শূদ্রজাতির নিকটও ভিক্ষা করিতে পারে। ভিক্ষুক কাহাকে আশীর্ব্বাদ দিবে না এবং বাক্যকথন, দর্শন ও শ্রবণ বিষয়ে সংযত হইবে। কৌপীন মাত্র আচ্ছাদনের উপযোগী বাস ধারণ করিবে। কেহ কেহ বলেন, ঐ বস্ত্র অতি নিকৃষ্ট হইবে এবং কখনও উহার

মল শোধন করিবে না। ওষধি এবং বৃক্ষ হইতে ফলাদি গ্রহণ করিবে। ভিক্ষার্থ কোন গ্রামে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিবে না। একবারে সর্ব্বমুণ্ডন করিবে অথবা শিখা রাখিবে। প্রাণীবধ করিবে না। সকল প্রাণীতে সমদর্শী হইবে এবং কাহার উপর হিংসা বা অনুগ্রহ করিবে না। বৈখানস ফল মূল ভোজন করত বনে বাস করিবে। তপস্যাচরণ করিবে। শ্রাবণকের দ্বারা অগ্নি-স্থাপন করিবে, গ্রাম্য অর্থাৎ মনুষ্য প্রস্তুত কৃত্রিম বস্তু আহার করিবে না। দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত এবং ঋষিদিগের যথোচিত পূজা করিবে, নিষিদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন সকলের গৃহেই অতিথি হইতে পারে। কখন কখন ভিক্ষা করিয়াও জীবন ধারণ করিবে। লাঙ্গল দ্বারা কৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিবে না। কোন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবে না। মস্তকে জটা রাখিবে, চীর বা চর্ম্ম পরিধান করিবে। অধিক ভোজন করিবে না। আচার্য্যেরা বলেন, গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহার ফল হাতে হাতে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

বেদাধ্যয়নের পর গৃহী হইয়া আপনার অনুরূপ অনন্যপূর্ব্বা (পূর্ব্বে অপরের সহিত অবিবাহিতা) এবং আপনা অপেক্ষা অল্পবয়স্কা কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে। যাহাদের প্রবরের ঐক্য হইবে, তাহাদের পরস্পরে বিবাহ হইবে না। পিতৃবন্ধু এবং পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের এবং মাতৃ বন্ধু হইতে পঞ্চম পুরুষের পরে বিবাহ সম্বন্ধ হইবে। কন্যাকে অলঙ্কৃত এবং উত্তম বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিদ্বান্ সচ্চরিত্র সহায় এবং শীলসম্পন্ন ব্যক্তিকে কন্যা-দানের নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। তোমরা দুজনে একত্র হইয়া ধর্ম্মআচরণ কর এই বলিয়া যে বিবাহে বর এবং কন্যার সংযোগ করা হয়, তাহার নাম প্রাজাপত্য। আর্ষবিবাহস্থলে কন্যার আত্মীয়কে এক যোড়া গোরু দান করিবে। বেদীর মধ্যে যজ্ঞে ব্রতী পুরোহিতকে কন্যা দানের নাম দৈববিবাহ। অলঙ্কৃত ও অভিলাষিণী স্ত্রীর সহিত পুরুষের পরস্পরের ইচ্ছাপূর্ব্বক সংযোগের নাম গান্ধর্ব্ববিবাহ। ধন দানপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণের নাম আসুর। বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণের নাম রাক্ষস। এবং কন্যার অজ্ঞানাবস্থায় তাহাতে উপগত হইয়া কন্যাকে গ্রহণ করার নাম পৈশাচবিবাহ। এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথম চারটি ধর্ম্মানুগত, কেহ কেহ বলেন প্রথম ছয়টিই ধর্ম্মানুগত। অনুলোম বিবাহে অনন্তর, একান্তর এবং দ্ব্যন্তর জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরা যথাক্রমে সবর্ণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দৌষ্মন্ত এবং পারশব। ঐরূপ প্রতিলোম সংযোগক্রমে অনন্তর, একান্তর এবং দ্ব্যন্তর জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরা যথাক্রমে সূত, মাগধ, আয়োগব, ক্ষত্তৃ, বৈদেহ এবং চাণ্ডাল বলিয়া গণ্য হয়। কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ আদি চারবর্ণ পুরুষযোগে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, সূত, মাগধ এবং চাণ্ডাল এই চার প্রকার পুত্র উৎপাদন করে। ক্ষত্রিয় ঐরূপ ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের যোগে যথাক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত ক্ষত্রিয়, ধীবর এবং পুক্কশ এই চার প্রকার পুত্রোৎপন্ন করে। এইরূপ বৈশ্যা ঐ চার বর্ণের পুরুষ সংযোগে ভৃজ্জকণ্ঠ, মহিষ্য, বৈশ্য এবং বৈদেহ এই চার প্রকার পুত্রের উৎপাদন করে। এবং শূদ্রা ঐ চারবর্ণের পুরুষ যোগে যথাক্রমে পারশব, যবন, করণ এবং শূদ্র এই চার প্রকার পুত্র উৎপাদন করে। আচার্য্যেরা বলেন, এক এক পুরুষ অন্তর বর্ণান্তর উৎপন্ন সন্তানের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ যথাক্রমে সপ্তম ও পঞ্চম পুরুষে হইয়া থাকে। প্রতিলোমপুত্রেরা ধর্ম্মকর্ম্মের অযোগ্য হয়। শূদ্রজাতির মধ্যে অসমান স্ত্রী পুরুষের সংসর্গে উৎপন্ন পুত্র পতিত বৃত্তি অন্ত্য এবং পাপিষ্ঠ হয়। আর্য্য-বিবাহোৎপন্ন সচ্চরিত্র পুত্র তিন পুরুষকে পবিত্র করে, দৈব বিবাহোৎপন্ন পুত্র দশ পুরুষকে পবিত্র করে, প্রাজাপত্য হইতে উৎপন্ন পুত্রও দশ পুরুষকে পবিত্র করে, কেবল ব্রাহ্মবিবাহো-

২পন্ন পুত্রই ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ এবং অধস্তন দশ পুরুষকে উদ্ধার করে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রতিষিদ্ধ দিনবর্জ্জিত প্রতি ঋতুতেই স্ত্রী গমন করিবে। প্রত্যহ দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত এবং ঋষিদিগের পূজা করিবে এবং বেদ পাঠ করিবে। পিতৃলোককে উদক দান করিবে এবং উৎসাহ-অনুসারে অন্য সকল ভার্য্যাদি অর্থাৎ গৃহকার্য্য,' অগ্নিকার্য্য, এবং দারাদি (উপার্জ্জনাদি) কার্য্য করিবে। গৃহ্যোক্ত কর্ম্ম, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং বেদাধ্যয়ন, ইহারা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যেরই অন্তর্গত। অগ্নিতে বলি কর্ম্ম করিবে। অগ্নি, ধন্বন্তরি, বিশ্বদেব, প্রজাপতি এবং স্বিষ্টকৃৎ ইহাদের উদ্দেশে হবন করিবে। যে দিকের যিনি অধিপতি, সেই দিকে তাঁহার উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে, দ্বারদেশে মরুৎ এবং গৃহদেবতাগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে এবং জলের কলসেতে জলের পূজা করিবে, অন্তরীক্ষে "আকাশায়" এই কথা বলিয়া বলি প্রদান করিবে এবং সায়ংকালে নিশাচরদিগকে বলি দান করিবে। স্বস্তিবাচন ও ভিক্ষাদান প্রশ্নপূর্ব্বক (অর্থাৎ প্রার্থিব হইয়া) করিবে। অথবা কোন ধর্ম্ম বিষয়ে দান করিবে। দানকারী অব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয় এবং বেদপারগ ইহাদিগকে দান করিয়া যথাক্রমে সমান, দ্বিগুণ সহস্র গুণ এবং অনন্ত গুণ ফল লাভ করে। গুরুর নিমিত্ত ও ঔষধার্থ ভিক্ষাকারী দরিদ্র, যজ্ঞ করিতে উদ্যত, বিদ্যার্থী, নিঃসম্বল, পথিক এবং বিশ্বজিৎ যজ্ঞকারী ইহাদিগকে অর্থ বিভাগ করিয়া দিবে। বেদির বহির্ভাগে অপরে ভিক্ষা করিলে তাহাকে অন্নদান করিবে। কোন ব্যক্তিকে কিছু অঙ্গীকার করিয়া যদি তাহাকে অধর্ম্মযুক্ত বলিয়া জানিতে পারে তাহলে তাহাকে আর অঙ্গীকৃত বস্তু দিবে না। ক্রুদ্ধ, হৃষ্ট, ভীত, আর্ত্ত, লুব্ধ, বালক, স্থবির, মূঢ়, মত্ত, এবং উন্মত্ত ইহাদিগের মিথ্যা কথা পাপকর নহে। অতিথি, কুমার (বালক) পীড়িত, গর্ভিণী, সুবাসিনী স্থবির এবং অবোধদিগকে প্রথমে ভোজন করাইবে। আচার্য্য এবং পিতার বন্ধুদিগকে নিবেদন করিয়া তাঁহাদের বচনানুসারে কার্য্য করিবে। ঋত্বিক্ আচার্য্য, শ্বশুর, পিতৃব্য, রাজ এবং শ্রোত্রিয় ইহারা বৎসরান্তে অথবা যজ্ঞ এবং বিবাহের পক্ষে এক বৎসরের মধ্যেও আগমন করিলে, মধুপর্কদ্বারা পূজা করিবে। অশ্রোত্রিয় আগমন করিলে আসন এবং উদক দান করিবে, শ্রোত্রিয় যখনই আগমন করিবেন তখনই পাদ্য, অর্ঘ্য এবং অন্ন বিশেষ কল্পিত করিবে, বৈদ্যব্যবসায়ী নয় এরূপ সাধুবৃত্ত ব্যক্তিকে বিশেষ সংস্কৃত অন্নদান করিবে; কিন্তু অসাধুবৃত্ত ব্যক্তিকে কেবল তৃণ (কুশাসন), উদক এবং ভূমিদান করিবে। এসকল না হয় অন্ততঃ স্বাগত প্রশ্ন করিবে। পূজ্যদিগকে সর্ব্বদা পূজা করিবে। সমান বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্বদা শয্যা, আসন, বাসগৃহ কল্পন, অনুগমন ও উপাসনা করিবে, হীন ব্যক্তির জন্য ঐরূপ সদাচার সামান্যরূপে এবং অল্প পরিমাণেও করিবে। নিরাশ্রয় ভিন্নগ্রামের লোক একদিনের জন্যই অতিথি হয়। ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের সমাগমে যথাক্রমে কুশল, অনাময়, ক্ষেম, এবং আরোগ্য প্রশ্ন করিবে। শূদ্র এবং অব্রাহ্মণের অতিথি নাই। অব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের পর ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সকল জাতিকে দয়াপরবশ হইয়া ভৃত্যের সহিত ভোজন করাইবে।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রত্যহ গুরু সমাগম হইলে পাদ গ্রহণ করিবে। বিদেশ হইতে বাটীতে আসিয়া যদি মাতা, পিতা, মাতৃবন্ধু, পিতৃবন্ধু, পূর্ব্বজা (বয়োজ্যেষ্ঠ) বিদ্যাগুরু এবং তাঁহাদের গুরুজন সকল একত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যিনি সকলের গুরু, অগ্রে তাঁহারই পাদ গ্রহণ করিবে। আপনার

রাম এই আমি বলিয়া অভিবাদন করিবে। কেহ কেহ বলেন, মূর্খ ব্যক্তিদের সভায় অথবা স্ত্রীপুরুষের মেলন স্থানে নমস্কারের কোন নিয়ম নাই। বিদেশে না যাইলে মাতা, পিতৃব্যের ভার্য্যা ও ভগিনী ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের পাদগ্রহণ করিবে না। ভ্রাতৃপত্নী এবং শ্বশ্রূর পাদ গ্রহণ করিবে না। ঋত্বিক্, শ্বশুর, পিতৃব্য এবং মাতুল যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রত্যুত্থান করিবে, অভিবাদন করিবে না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বয়োজ্যেষ্ঠ পুরবাসীকেও অভিবাদন করিবে না। অশীতি বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শূদ্রের সহিত অপত্যের মত ব্যবহার করিবে। কিন্তু উচ্চজাতি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও শূদ্রকর্ত্তৃক অভিবাদ্য হইবে। শূদ্র শ্রেষ্ঠজাতির নাম গ্রহণ করিবে না, রাজারও নাম কেহ গ্রহণ করিবে না। যে সকল ভৃত্যের নাম করিতে পারা যায় না, তাহাকে ভো বলিয়া ডাকিবে এবং একদিন জাতবয়স্ক শ্রোত্রিয়, দশ বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুরবাসী চারণ, পঞ্চবৎসর জ্যেষ্ঠ কলাভর বৈশ্যকর্ম্মকারী বিদ্যাহীন রাজন্য ইহাদিগকেও ভো ভবন বলিয়া আহ্বান করিবে, দীক্ষিতের নাম গ্রহণ করিবে না।

বিত্ত, বন্ধু, কর্ম্ম, জাতি, বিদ্যা (জ্ঞান) এবং বয়ঃ এই সকল সম্মানের কারণ, ইহাদের পর পর ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতা, কিন্তু জ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা, কারণ উহা ধর্ম্ম ও বেদের মূল। চক্রী, বৃদ্ধ, অনুগ্রাহ্য, বধূ, স্নাতক এবং রাজাকে পথ ছাড়িয়া দিবে। এবং রাজা শ্রোত্রিয়কে পথ ছাড়িয়া দিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

আপৎকালে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতির নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিবে এবং যে পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপ্তি না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের শুশ্রূষা এবং অনুগমন করিবে। ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু এবং সকল ব্রাহ্মণেরই যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের শ্রেষ্ঠতা তাহাদের অলাভ হইলে ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিবে। এবং তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও গন্ধ, রস, কৃতান্ন, তিল, শাণ, ক্ষৌম, অজিন, রঞ্জিত এবং ধৌতবস্ত্র, দুগ্ধ এবং তাহার বিকৃতি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য, মূল, ফল, পুষ্প এবং ঔষধ, মধু, মাংস, তৃণ, উদক ও অপথ্য, এই সকল বস্তুর বিক্রয় করিবে না। যাহাদের দ্বারা হিংসার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের কাছে পশু বিক্রয় করিবে না এবং পুরুষ, বশা, কুমারী, নানাবিধ অস্ত্র, ভূমি, ব্রীহি (ধান্য), যব, ছাগী, মেষ, ইহাদের বিক্রয় করিবে না। কেহ কেহ বলেন বৃষভ, গোরু এবং বলদ ইহারাও অবিক্রেয় পণ্য। এক প্রকার রসের সহিত অন্য প্রকার রসের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে। পশুর সহিত পশুদিগের বিনিময় হইবে। লবণ, কৃতান্ন এবং তিলের তণ্ডুল্য পরিমিত সজাতীয় বস্তুর সহিত বিনিময় করিবে না, পক্ববস্তুর অপক্ববস্তুর সহিত বিনিময় করিবে, সম্ভব হইলে সকল প্রকার ধাতুর ব্যবসায় করিতে পারে, স্ববৃত্তিতে অসমর্থ শূদ্র ভিন্ন তিনজাতিই বাণিজ্য করিবে, কেহ কেহ বলেন, প্রাণের সংশয় উপস্থিত হইলেই তিনজাতির বাণিজ্য গ্রহণ বিধি। কিন্তু বর্ণ সঙ্করে যে অভক্ষ্যের নিয়ম, তাহা পরিত্যাগ করিবে না। প্রাণসংশয় অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ অস্ত্র গ্রহণ করিবে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকর্ম্ম করিবে।

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায়।

ইহলোকে রাজা এবং ব্রাহ্মণ, ইহারা দুই জনই ব্রতধারী, তাহাদের মধ্যে বহুশ্রুতই শ্রেষ্ঠ। চার প্রকার মনুষ্যজাতিরই জ্ঞানের ধ্বংস আছে, তাহাদের জীবন চলন, পতন এবং উৎসর্পণের অধীন, প্রভৃতি রক্ষাই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। সেই ব্যক্তিকেই বহুশ্রুত বলা যায় যে, লোকতত্ত্ব, বেদ বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ, বাকোবাক্য (উপকথা) ইতিহাস এবং পুরাণ শাস্ত্রে কুশল, সর্ব্বদা বেদাদি শাস্ত্রের অপেক্ষা

কারী (তাহার অনুসরণকারী) চল্লিশ প্রকার সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত, তিন প্রকার কর্ম্মে অভিরত, ছয় প্রকার বাস ও আমর-চারিকে অভিবিনীত, ষড়রিপুর জয়কারী হয়। এই বহুশ্রুত ব্যক্তি কোনরূপ দুষ্কার্য্য করিলেও কথনও রাজা কর্ত্তৃক বধ্য, দণ্ডনীয়, বহিষ্কার্য্য, বিগর্হণীয় এবং পরিহার্য্য হয় না। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, চারবেদ অধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্য, স্নান, বিবাহ, দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত, ব্রহ্ম এই পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, চৈত্র এবং আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ এবং তিন অষ্টকা এই সাত প্রকার পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান, অন্বাধেয় কর্ম্ম, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, অগ্রয়ণ চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢ় পশুবন্ধ এবং সৌত্রামণী এই সাত প্রকার হবির্যজ্ঞানুষ্ঠান, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম উক্থ, ষোড়শি, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম এই সাত প্রকার সোম যজ্ঞ বিশেষ, এই সকল মিলিত হইয়া চল্লিশ প্রকার সংস্কার। আট প্রকার আত্মগুণ;—প্রাণিমাত্রেই দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গলবিধান, অকার্পণ্য এবং অস্পৃহা, যাহার উক্ত চল্লিশ প্রকার সংস্কার বা আট প্রকার গুণ নাই, সে কখন ব্রহ্মের সাযুজ্য বা সালোক্য প্রাপ্ত হয় না। যাহাতে ঐ চল্লিশ প্রকার সংস্কারের মধ্যে কিছু কিছুও বর্ত্তমান থাকে এবং আট প্রকার গুণ থাকে, সে ব্রহ্মের সাযুজ্য বা সালোক্য প্রাপ্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবম অধ্যায়।

বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া, বিবাহ করিবে। তাহার পর গৃহস্থ ধর্ম্ম সকল শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে অনুষ্ঠান করত বক্ষ্যমাণ ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান করিবে, স্নাতক হইয়া সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। উত্তম উত্তম গন্ধ দ্রব্য সেবন করিবে এবং প্রত্যহ স্নান করিবে। ধন থাকিলে পুরাতন এবং মলিন বস্ত্র পরিধান করিবে না, মলিন রঞ্জিত বস্ত্রও ধারণ করিবে না, অন্য কর্ত্তৃক পরিহিত বস্ত্রও ধারণ করিবে না, শোধন করিবার অযোগ্য মাল্য বা উপানহ ধারণ করিবে না, কোন কারণ ব্যতীত দাড়ি রাখিবে না, এককালীন অগ্নি ও জল ধারণ করিবে না, অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না, দাঁড়াইয়া উদ্ধৃত জলদ্বারা আচমন করিবে না, শূদ্র অশুচি বা এক হস্ত দ্বারা আবর্জ্জিত (ঢালা) জলে আচমন করিবে না, বায়ু, অগ্নি, বিপ্র, আদিত্য (সূর্য্য), জল, দেবতা এবং গোরুর সম্মুখে মূত্র পুরীষ বা অন্য কোনরূপ অপবিত্র বস্তু পরিত্যাগ করিবে না, দেবতার দিকে চরণ প্রসারণ করিবে না, পত্র, লোষ্ট্র (ঢেলা) এবং প্রস্তর দ্বারা মূত্র বা পুরীষের অপকর্ষণ করিবে না, ভস্ম, কেশ, তুষ এবং হাড়ের উপর অধিষ্ঠান করিবে না। ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ এবং অধার্ম্মিকের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, যদি সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে মনে মনে পুণ্যবান্‌দিগের নাম স্মরণ করিবে। কিংবা কোন ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ করিবে। যাহার ধেনু নাই, তাহাকে ধেনুভব্য বলিবে, অভদ্রকে ভদ্র, কপালকে ভগাল এবং ইন্দ্রধনুঃকে মণিধেনু বলিবে। বাছুরে গোরুর দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া কাহারও নিকট বলিবে না এবং উহাকে বারণও করিবে না। স্ত্রীসংসর্গের পর শৌচ করিতে বিলম্ব করিবে না এবং সেই শয্যায় শয়ন বা উপবেশন করিয়া বেদ পাঠ করিবে না, শেষ রাত্রে উঠে অধ্যয়ন করিয়া আবার শয়ন করিবে না, অনলঙ্কৃত স্ত্রীর সহিত রমণ করিবে না, রজস্বলা স্ত্রীর সহিত রমণ করিবে না। তাহাকে আলিঙ্গনও করিবে না এবং কুমারীকে আলিঙ্গন করিবে না; ফুৎকার দ্বারা অগ্নি উদ্দীপন করিবে না, গর্হিত বাক্য বলিবে না, বাহিরে গন্ধ বা মাল্য ধারণ করিবে না। পাপিষ্ঠের সহিত অবলোকন করিবে না, ভার্য্যার সহিত ভোজন করিবে না, স্ত্রী যখন অঙ্গরাগ করিবে, তখন তাহাকে দেখিবে না। কুৎসিত দ্বার দ্বারা গৃহে প্রবেশ করিবে না, অন্য দ্বারা পাদধৌত

করাইবে না এবং সন্দিগ্ধ স্থানে ভোজন, হস্ত দ্বারা নদী সন্তরণ, বৃক্ষারোহণ, বিষমারোহণ বা উন্নত স্থান হইতে অবরোহণ বা যাহাতে প্রাণের আশঙ্কা হয়, এরূপ কর্য্য করিবে না। সন্দিগ্ধ নৌকায় আরোহণ করিবে না। সর্ব্ব প্রকারেই আপনাকে গোপন করিবে। দিনের বেলা মস্তক আবরণ করিয়া ভ্রমণ করিবে না, রাত্রি কালে উহা আবরণ করিয়া ভ্রমণ করিবে। ভূমি আচ্ছাদন না করিয়া মূত্র বা পুরীষোৎসর্গ করিবে না, বাটীর নিকটেও মল মূত্র ত্যাগ করিবে না, ভস্ম, শুষ্ক গোময়, ছায়া বা পথে মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। দিবা এবং প্রাতঃ ও সায়ংকালে উত্তর মুখ হইয়া আর রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। পলাশ বৃক্ষ নির্ম্মিত আসন পাদুকা এবং দন্তধাবন পরিত্যাগ করিবে। জুতা পায় দিয়া ভোজন, উপবেশন, শয়ন, অভিবাদন এবং নমস্কার করিবে না। যথাশক্তি ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম হইতে পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্নকে বিফল করিবে না এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই তিনেতেই ধর্ম্মকে মূল করিবে। পরস্ত্রীকে নগ্ন দেখিবে না। চরণ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না, শিশ্ন, উদর, হস্ত, পাদ এবং চক্ষুর চাপল্য করিবে না, অনিমিত্ত ছেদন, ভেদন, লিখন, (আঁক কাটা) বিমর্দ্দন এবং অবস্ফোটন (আড়ামোড়া) করিবে না। পশুবন্ধনরজ্জু লঙ্ঘন করিবে না এবং কুলঙ্কুল হইবে না। বৃত না হইয়া যজ্ঞে গমন করিবে না, তবে ইচ্ছানুসারে কেবল দর্শন করিতে যাইতে পার। উৎসঙ্গে (কোঁচড়ে) খাদ্য বস্তু রাখিয়া ভোজন করিবে না, রাত্রিতে দাসী কর্ত্তৃক আহৃত চাতুর্বীর্য্য নামে প্রসিদ্ধ খাদ্যবস্তু ভোজন করিবে না। সায়ং এবং প্রাতঃকালে অন্নকে সমাদর করিয়া এবং কোন রূপ নিন্দা না করিয়া ভক্ষণ করিবে। রাত্রে কখনই নগ্ন হইয়া নিদ্রা যাইবে না এবং স্নান ও করিবে না। আত্মতত্ত্বদর্শী, দণ্ড, লোভ ও মোহশূন্য, সম্যক্‌বিনীত বেদবিৎ বয়োবৃদ্ধেরা যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপ আচরণ করিবে। যোগক্ষেমলাভার্থ ঈশ্বরের নিকট গমন করিবে, অন্যত্র গমন করিবে না, দেবতা গুরু এবং ধার্ম্মিক ইঁহারাই ঈশ্বর। যে স্থানে জল, অন্ন, কুশ ও মাল্য লাভ হয়, বহুসংখ্যক আর্য্যজন বাস করেন, যে স্থান অনলেতে সমৃদ্ধ, অর্থাৎ অধিক সাগ্নিক ব্রাহ্মণের বাসস্থান এবং ধার্ম্মিক জন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এরূপ স্থানে বাস করিবার জন্য গৃহনির্ম্মাণ করিবে। প্রশস্ত মঙ্গল্যদেবায়তন এবং চতুষ্পথাদির প্রদক্ষিণ করিবে। পীড়াদি আপৎগ্রস্ত হইলে মনে মনে এ সকল আচার প্রতিপালন করিবে। সর্ব্বদা সত্যধর্ম্ম, আর্য্যবৃত্ত, শিষ্টাধ্যাপক, শৌচ বিশিষ্ট এবং বেদনিরত হইবে। অহিংস্র কোমলহৃদয়, দৃঢ়ব্রত, দান্ত, দানশীলজনেরা মাতা, পিতা এবং ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সম্বন্ধিবর্গকে পাপ হইতে মোচন করে, স্নাতক ব্রতাবলম্বী অক্ষয় ব্রহ্মলোক হইতে কখন চ্যুত হয় না।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

দ্বিজমাত্রেরই অধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দান এই তিনটি কার্য্যে অধিকার আছে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের অধ্যাপণ, যাজন এবং প্রতিগ্রহ এই তিনটি অধিক। প্রথম নিয়মস্থিত আচার্য্য, জ্ঞাতি, গুরু বা মিত্রদিকে ধন বা বিদ্যার বিনিময়ে বেদদান করিবে, তাহাতে না চলিলে অন্য দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য বা কুশীদ ব্যবসায় করিবে। রাজার পূর্ব্বোক্ত দ্বিজাতি সাধারণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অপেক্ষা তিনটি অতিরিক্ত কর্ম্ম এই যে (১) সকল প্রাণীর রক্ষা, (২) দুষ্ট ব্যক্তির দমনার্থ যথাশাস্ত্র দণ্ডবিধান, (৩) শ্রোত্রিয়, উৎসাহহীন, নিষ্কর এবং উপকুর্ব্বাণ ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন, (৪) বিজয়ে উদ্যোগ, (৫) আপৎকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন, (৬) যুদ্ধক্ষেত্রে রথারোহণ এবং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অবস্থান, এবং যুদ্ধস্থান হইতে পরাঙ্মুখ না হওয়া। যুদ্ধকালে প্রাণীহিংসা জন্য পাপ নাই, কিন্তু হতাশ্ব, হতসারথি, ছিন্নায়ুধ, কৃতাঞ্জলি, আলুলায়িতকেশে পরাঙ্মুখ হইয়া উপবিষ্ট, এবং বৃক্ষাধিরূঢ় শত্রু ও দূত, গো, ব্রাহ্মণ এবং বন্দী ইঁহাদিগকে বধ করিলে রাজা পাপী

হন। যদি কোন ক্ষত্রিয়, অন্য কোন ক্ষত্রিয় রাজার ভৃত্যভাবে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেও রাজার বিহিত কার্য্যসকল করিতে সক্ষম হইবে। সংগ্রামলব্ধধনে বিজয়ীরই অধিকার। বাহন এবং উদ্ধৃতধনে রাজা , এতদতিরিক্ত সম্পত্তি রাজা আপন ইচ্ছায় স্বীয় অধীনস্থ লোকদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রাপ্য তাহাকে তদনুসারে বিভক্ত করিয়া দিবেন। প্রজামাত্রেই রাজাকে কর দান করিতে বাধ্য। কৃষকেরা আপনার আয়ের দশম, অষ্টম বা ষষ্ঠ অংশ করস্বরূপ দান করিবে। কেহ কেহ বলেন পশু এবং সুবর্ণের পঞ্চাশভাগ কর দিবে। সামান্যতঃ বাণিজ্য-লব্ধধনের বিংশতি ভাগ, কিন্তু ফল, মূল, পুষ্প, ঔষধ, মধু, মাংস, তৃণ এবং কাষ্ঠের ষষ্ঠভাগ মাত্র কর দিতে হইবে, কারণ রাজা হইতে ঐ সকল দ্রব্যের রক্ষা হয়, রাজাও সর্ব্বদা ঐ সকল দ্রব্যের রক্ষায় তৎপর হইবেন। যথা-নিয়মে প্রজাপালন করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, রাজা তাহা দ্বারাই আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। শিল্পিগণ পালা করিয়া এক এক প্রকারের শিল্পী প্রতিমাসে রাজার এক এক প্রকার কার্য্য করিয়া দিবে। স্বাধীন ব্যবসায়ী মাত্রেই এই নিয়ম পালন করিবে। নৌকার মাঝী এবং চক্রব্যবসায়ীরাও এইরূপ ব্যবহার করিবে। উহারা যখন রাজার কর্ম্ম করিবে, তখন রাজসরকার হইতে আহার পাইবে মাত্র। দ্রব্যের খরিদ অপেক্ষা বাজার দর নরম হইলে বণিকেরা রাজকর দিবে না। কোন প্রকার অলৌকিক ধন লাভমাত্রই রাজাকে সংবাদ দিবে, রাজাও রাজ্যমধ্যে (বিশেষ বিবরণের সহিত) ঐ ধনের বিষয় রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিবেন এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত উহা আপনার নিকট রাখিবেন। (ইহার মধ্যে যদি ধনস্বামী স্থির না হয় তবে) ঐ সময়ের পর যে ব্যক্তি প্রথমে ঐ ধন পাইয়াছিল তাহাকে চতুর্থাংশ মাত্র দান করিয়া বক্রী সমুদায় রাজকোষভুক্ত করিবেন। উত্তরাধি-কার সূত্রে লব্ধ এবং ক্রয়, বিভাগ অথবা পরি-গ্রহ দ্বারা প্রাপ্তসম্পত্তিতে সকলসরিকের সমান অধিকার। যধিকলব্ধ অর্থাৎ প্রাত গ্রহাদি দ্বারা লব্ধ বস্তুতে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, বিজয় দ্বারা অধিকৃত বস্তুতে কেবল ক্ষত্রিয়েরই অধিকার এইরূপ বাণিজ্য এবং দাস্যবৃত্তি হইতে লব্ধ বস্তুতে যথাক্রমে বৈশ্য ও শূদ্রের একমাত্র অধিকার হইবে। নিধি অর্থাৎ ভূমিগর্ত্তে সঞ্চিত ধন যদি ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন, তাহলে উহাতে রাজার অধিকার হইবে না, অব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ ব্যবস্থা হইবে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন প্রাপ্ত নিধির ষষ্ঠভাগ অব্রাহ্মণের অংশ। কাহারও ধন অপহৃত হইলে রাজা চোরের নিকট হইতে সেই অপহৃত ধন আদায় করিয়া যাহার ধন তাহাকে দিবেন, অথবা কোষ হইতে অপহৃত ধন দান করিবেন। বালক যে পর্য্যন্ত না-বালগ থাকিবে অর্থাৎ "ব্যবহারোপযোগী বয়ঃপ্রাপ্ত না হইবে অথবা যেপর্য্যন্ত সাবালগ হইবে সে পর্য্যন্ত তাহার ধন রাজা রক্ষা করিবেন।

অধ্যয়ন, যজন এবং দান এই সাধারণ কার্য্য ভিন্ন বৈশ্যের চাষ, বাণিজ্য, পশুপালন এবং কুশীদ অর্থাৎ তেজারতি এই কয়টি কার্য্য অধিক। শূদ্র চতুর্থ বর্ণ এক জাতি। তাহার ও সত্য, অক্রোধ, শৌচ এবং কেহ কেহ বলেন আচমনার্থ হস্ত পদ প্রক্ষালন কেবল এই কয়টি কর্ম্ম কর্ত্তব্য, শ্রাদ্ধকর্ম্মে শূদ্রের অধিকার আছে, শূদ্র নিজ ভৃত্যদিগকে ভরণ পোষণ করিবে এবং নিজে দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধতন বর্ণ-ত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবে। তাহাদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের পুরাতন জুতা, ছাতি, বস্ত্র এবং কূর্চ্চ (জামা) ব্যবহার করিবে, তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে। অথবা ইচ্ছামত যে কোন শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। শূদ্র সেবার্থ যাহাকে আশ্রয় করিবে। বৃদ্ধাবস্থায় কর্ম্মে অক্ষম হইলে সেই ব্যক্তি ঐ শূদ্রকে প্রতিপালন করিবে। শূদ্রও আপনার প্রভুর হীনাবস্থা হইলে তাহাকে ভরণ করিবে, তাহার অর্থে প্রভুর অধিকার হইবে, প্রভু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সে অনান্য কর্ম্মও করিতে পারিবে। একমাত্র নমস্কারই তাহার মন্ত্র। কেহ কেহ বলেন শূদ্র স্বয়ং পাক যজ্ঞ করিতে পারে। বর্ণগণ আপনার আপনার উর্দ্ধতন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে।

কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য ছাড়িয়া দিলে সমুদায় আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সর্ব্বতোভাবে সাম্য হয়।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন রাজা সকলের প্রভু। তিনি সর্ব্বদা লোকের হিত করিবেন, সর্ব্বদা মিষ্ট বাক্য বলিবেন, বেদে এবং আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত হইবেন। পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও গুণবানের সহায় এবং অপারক্ত হইয়া সকল প্রজাতে সমদর্শী হইবেন। তাহাদের হিত করিবেন। সকলের উচ্চাসনে উপবিষ্ট রাজাকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতীয়েরা অধঃস্থিত হইয়া উপাসনা করিবে, ব্রাহ্মণেরাও তাহাকে মান্য করিবে রাজা ন্যায় পূর্ব্বক। বর্ণাশ্রমচারীদিগের রক্ষা করিবেন এবং আপনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত বর্ণাশ্রমীদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপিত করিবেন। রাজা ধর্ম্মেরও অংশভাগী বলিয়া বিদিত। বিদ্বান্, কুলীন, বাগ্মী, রূপবান, বয়স্থ, সুশীল, সর্ব্বদা ন্যায় পথাবলম্বী এবং তপস্বী ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবেন, তাহার অনুমোদিত কর্ম্মসকল করিবেন। ক্ষত্রতেজ, ব্রহ্মতেজ দ্বারা অনুগত হইলে বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় এবং কখনও ক্ষোভিত হয় না। ইহাও লোকে প্রসিদ্ধ দৈবোৎপাত চিন্তকেরা যে সকল কথা বলিবে তাহা আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন, কেহ কেহ বলেন রাজার যোগক্ষেম ইহাদেরই অধীন। ঋত্বিকেরা অগ্নিশালায় রাজার শান্তি, পুণ্যাহ, স্বস্ত্যয়ন, আয়ুর্ব্বর্দ্ধিকর এবং মঙ্গলপ্রদ কার্য্য এবং শত্রুদিগের পরাভব, বিনাশ এবং পীড়াজনক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। রাজা প্রজাদিগের বিবাদস্থলে বিচার করিয়া নির্ণয় করিবেন। বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদাঙ্গ, উপবেদ, পুরাণ, শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম তাহার প্রমাণ। কৃষি, বাণিজ্য, পাশুপাল্য, তেজারতী এবং শিল্প ব্যবসায়ীদিগের স্ব স্ব শ্রেণীতে চিরপ্রসিদ্ধ প্রথাও প্রমাণ, তাহাদের নিকট হইতে অধিকার অনুসারে সংবাদ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের ব্যবস্থা, ন্যায় প্রাপ্তির নিমিত্ত উপায় স্থির করিবেন এবং তদনুসারে বিচার করিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিবেন। যদি বিচারে কোনরূপ সন্দেহাদি উপস্থিত হয় তাহা হইলে বেদবিদ্যায় নিপুণ ব্রাহ্মণগণের মত জানিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। এইরূপ করিলে রাজার মঙ্গল লাভ হয়। ব্রহ্মবীর্য্য ক্ষত্রিয়-তেজের সহিত মিলিত হইয়া দেবলোক, পিতৃলোক. এবং মনুষ্যদিগকে যে ধারণ করিতেছে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। দমনের নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি। অতএব সর্ব্বদা দুষ্টদিগের দমন করিবেন। স্বধর্ম্মে নিরত বর্ণাশ্রমীগণ জীবনান্তে আপনার আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অনন্তর ভুক্তাবশিষ্ট ফলদ্বারা বিশিষ্ট দেশে, বিশিষ্ট জাতিতে, সৎকুলে, প্রশস্তরূপ, দীর্ঘ আয়ুঃ, বিদ্যা, সচ্চরিত্র, ধন, সুখ এবং মেধা-সম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। স্বধর্ম্মবিরুদ্ধাচারীরা বিনষ্ট হয়। তাহাদিগের রক্ষার্থ পণ্ডিতগণের উপদেশ এবং দণ্ড বিহিত হইয়াছে; অতএব রাজা এবং পণ্ডিত ইহারা উভয়েই কদাপি নিন্দনীয় নয়।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শূদ্র যদি কোন দ্বিজাতির প্রতি তিরস্কার সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে কঠোরভাবে আঘাত করে, তাহা হইলে যে অঙ্গদ্বারা আঘাত করিবে রাজা তাহার সেই অঙ্গছেদ করিবেন। দ্বিজাতির স্ত্রীসংসর্গে তাহার লিঙ্গ ছেদের বিধান করিবেন। শূদ্র যদি দ্বিজাতির ধন হরণ করিয়া গোপন করে, তাহা হইলে তাহার জীবন দণ্ড অবধি হইতে পারে। শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে রাজা সিসা এবং জৌ গলাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া উহা বুজাইয়াদিবেন। বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন। এবং বেদ মন্ত্র ধারণ করিলে, যে অঙ্গে ধারণ করিবে সেই অঙ্গের ভেদ করিবেন। আসন, শয়ন, বাক্য এবং পথে যদি শূদ্র কোন দ্বিজাতির সহিত সমান ব্যবহার (বরাবরি) করিতে

ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার শতপণ দণ্ড বিধান করিবে। ক্ষত্রিয় যদি কোন ব্রাহ্মণের উপর আক্রোশ করে, তাহা হইলেও তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। এবং ক্রূর ব্যবহার করিলে উহা অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য ব্রাহ্মণের উপর কোনরূপ ক্রূর ব্যবহার করিলে আড়াই-শতপণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের উপর তাদৃশ ব্যবহার করিলে, পঞ্চাশৎপণ দণ্ড হইবে এবং বৈশ্যের উপর ঐরূপ ব্যবহার করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের উপর কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিলে একেবারে দণ্ডনীয় হইবে না। যেমন ক্ষত্রিয়ের প্রতি আক্রোশাদি করিলে ব্রাহ্মণের দণ্ড হয়। শূদ্রের উপর আক্রোশাদি করিলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেইরূপ দণ্ড হইবে। শূদ্রের সুবর্ণ চৌর্য্য জন্য যে পাপ হয়, অপর বর্ণের ক্রমে ক্রমে তাহার দ্বিগুণ করিয়া বৃদ্ধি হয়। পণ্ডিত ব্যক্তির অবমাননা করিলে সকলবর্ণের মনুষ্যেরই বিশেষ দণ্ড হওয়া উচিত। অল্পপরিমিত ফল, হরিদ্রা, ধান্য এবং শাক অজ্ঞাতে গ্রহণ করিলে পঞ্চকৃষ্ণলপরিমিত অর্থদণ্ড হইবে। পশুদ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে স্বামীর দোষ হয়, যদি ঐ পশু কাহাকে পালন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে পালকের দোষ ঘটে। পথে বা অনাবৃত ক্ষেত্রে পশুর দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে যথাক্রমে স্বামী এবং ক্ষেত্রিকের দোষ হয়। গোরু কোন অনিষ্ট করিলে তাহার স্বামী পাঁচ মাষা দণ্ড দিবে, উষ্ট্র অনিষ্ট করিলে ছয় মাষা, গাধা অনিষ্ট করিলেও স্বামীর ছয় মাষা দণ্ড। অশ্ব এবং মহিষী দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে দশ মাষা দণ্ড দিবে, ছাগল এবং ভেড়া দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে প্রত্যেকের জন্য দুই দুই মাষা দণ্ড দিবে। সর্ব্ব বিনাশ ঘটিলে শত মাষা দণ্ড দিবে। বিহিত কর্ম্ম না করিলে এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলেও ঐরূপ দণ্ড দিবে, এবং ঐরূপ কার্য্যকারীর নিজের আবশ্যক বস্ত্র এবং ভোজনের অতিরিক্ত ধনও গ্রহণ করিবে। গোরুর জন্য তৃণ, অগ্নির জন্য কাষ্ঠ এবং লতা ও বৃক্ষ হইতে পুষ্প, এ সকল পরের হইলেও আপনার মত গ্রহণ করিবে। অনাবৃত স্থানের বৃক্ষ বা লতা হইতে ফলও গ্রহণ করিতে পারে। সুদ ন্যায্য মত বিংশতি ভাগের হিসাবে বাড়িতে পারে। কেহ কেহ বলেন যদি এক বৎসরের অধিক কালের জন্য না হয়, তবে প্রতি মাসে পাঁচ মাষা হিসাবে বাড়িবে। অধিক দিনের নিমিত্ত ঋণ হইলে সুদ আসলের দ্বিগুণ হইবে। আসল পরিশোধ করিয়া বন্ধকী বস্তু ছাড়াইলে আর সুদ বাড়িবে না, কিম্বা পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি উত্তমর্ণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তাহার সুদ বাড়িবে না। কালবশে চক্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতে পারে, ঋণকর্ত্তার শারীরিক পরিশ্রম বা বন্ধকী বস্তুর ভোগও সুদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। পশু, উপল অর্থাৎ মূল্যবান প্রস্তর, লোম, ক্ষেত্র, এবং শত বাহ্যবস্তুতে পাঁচ গুণের অধিক সুদ হইবে না। জড় এবং পোগণ্ডের ধন ব্যতীত অন্যের ধন যদি ধনস্বামীর সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করে, তাহা হইলে ঐ ধনে ভোক্তার অধিকার হইবে। এইরূপ শ্রোত্রিয়, প্রব্রজিত, রাজন্য এবং ধর্ম্মনিরত পুরুষের ধন যদি কেহ ঐরূপ সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করে, তাহাতেও ভোক্তার অধিকার হইবে না। পশু, ভূমি এবং দাসী প্রভৃতি স্ত্রীর অত্যন্ত ভোগ না হইলে আর উহাতে ভোক্তার অধিকার হইবে না। উত্তরাধিকারীরা ঋণ পরিশোধ করিবে। কিন্তু পিতার জামিনী জন্য যদি কাহার নিকট ঋণ থাকে অথবা পিতার বাণিজ্যের জন্য যদি কিছু রাজকর দেয় থাকে, পিতার যদি মদের দোকানে বা দ্যূতকারদিগের নিকট কিছু দেনা থাকে এবং পিতার যদি কিছু রাজদণ্ড দেয় থাকে তাহা হইলে, পুত্র তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। নিধি, অন্নাদি যাচিত বস্তু, অবক্রীত এবং আধেয় এই সকল বস্তু বিনষ্ট হইলে কোন অনিন্দিত পুরুষই তাহা দিতে বাধ্য নহে। তবে ঐ পুরুষের অপরাধে যদি বিনষ্ট হয় তাহা হইলে তাহা দিতে হইবে, যে ব্যক্তি আশীরতির অন্যূন সুবর্ণ চুরি করিয়াছে সে নিজ দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করত আলুলায়িত কেশে মুষল গ্রহণ করিয়া রাজার নিকট গমন করিবে। রাজা তাহাকে সেই মুষল আঘাত করিলে তাহার বিনাশ হৌক বা নাই হৌক

সে নিষ্পাপ হইবে। রাজা আঘাত না করিলে পাপী হইবেন। ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ড নাই। ব্রাহ্মণ কোন পাপ করিলে, রাজা তাহার অধিকার-চ্যুতি, দোষের ঘোষণা, রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন এবং শরীরে তপ্ত লৌহাদি দ্বারা চিহ্ন করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যরূপ দণ্ডে প্রবৃত্ত হইলে রাজার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। চৌর্য্য কার্য্যে যে সহায়তা করিবে এবং যে জ্ঞান পূর্ব্বক সেই অন্যায় গৃহীত বস্তুর গ্রহণ করিবে, সে ব্যক্তি চোর তুল্য হইবে। পুরুষের শক্তি এবং অপরাধের ন্যূনাধিক্য-অনুসারে দণ্ডবিধান করিবে অথবা বেদজ্ঞেরা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন সেইরূপ দণ্ডবিধান করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিবাদস্থলে সাক্ষী দ্বারা কোন্‌টা মিথ্যা এবং কোন্‌টা সত্য, রাজা তাহার স্থির করিবেন। উভয় পক্ষেই নিজ কর্ম্মে অনিন্দিত, রাজার বিশ্বাস্যপক্ষপাত এবং দ্বেষশূন্য শূদ্র জাতীয়ও সাক্ষী হইতে পারে; কিন্তু সাক্ষীর সংখ্যা অনেক হওয়া আবশ্যক। অব্রাহ্মণের বাক্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণের কথায় আদর করিবে। সাক্ষীরা যদি সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরুদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের রাজদ্বারে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ঐরূপ সাক্ষী যদি রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়; তাহা হইলে সত্যকথা বলিবে, কারণ, সত্য কথা বলিলেই স্বর্গ এবং মিথ্যা কথায় নরক হয়। কাহারও কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হইলে অননুরুদ্ধ ব্যক্তিরাও সাক্ষী দিতে পারে প্রমত্ত ব্যক্তিও আপনার জন্য কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদিবার জন্য আবদ্ধ করিতে পারে। ধর্ম্মতন্ত্রের পীড়া অর্থাৎ উল্লঙ্ঘন হইলে সাক্ষী সভ্য রাজা এবং কর্ত্তার পাপ হয়। অব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্য দান করিবে কেহ কেহ বা সত্যের উল্লেখ করিয়া সাক্ষ্য দিবে, দেবতার সমীপে অথবা রাজা বা ব্রাহ্মণের সভায় উহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে। সাক্ষী যদি ক্ষুদ্র পশুর জন্য মিথ্যা বলে তাহা হইলে তাহার দশ পুরুষ নরকগামী হয়। গো, অশ্ব, পুরুষ এবং ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিলে যথাক্রমে শত, সহস্র, অযুত এবং লক্ষ পুরুষকে নরকগামী করা হয়, অথবা ভূমির জন্য মিথ্যা কথা বলিলে সকল প্রাণীর বধজন্য যে পাপ হয় তাহাই হইবে, এবং ভূমির হরণ করিলে নরক হয়। জলের জন্য মিথ্যা বলিলে ভূমির মত পাপ হয়, মৈথুন-সম্বন্ধে মিথ্যা কথায় ঐরূপ পাপ হয়, মধু এবং ঘৃতের জন্য মিথ্যা বলিলে পশুর জন্য মিথ্যা কথায় যে পাপ তাহা ঘটে; বস্ত্র, হিরণ্য, ধান্য এবং বেদ বিষয়ে মিথ্যা কথায় গোরুর জন্য মিথ্যা কথায় যে পাপ তাহাই ঘটে, যান-বিষয়ে মিথ্যা কথায় অশ্বসম্বন্ধে মিথ্যা কথায় যে পাপ, তাহা হয়। সাক্ষী মিথ্যা কথা কহিলে রাজা তাহার অর্থদণ্ড বা কায়িকদণ্ড করিবেন। যদি মিথ্যা কথা বলিলে কাহারও জীবন রক্ষা হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা কথায় কোন দোষ হইবে না। কিন্তু পাপিষ্ঠের জীবন রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিবে না। রাজা স্বয়ং অথবা প্রাড়্‌বিবাক অর্থাৎ শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণেরা বিচার কার্য্য করিবেন। প্রাড়্‌বিবাক মধ্যস্থ অর্থাৎ পক্ষপাত শূন্য হইবে। ধেনু, অনডুহ, স্ত্রী এবং গর্ভ ঘটিত অভিযোগে জামিন লইয়া একবৎসর প্রতীক্ষা করিবে, যাহা শীঘ্র না করিলে হানি হইবার সম্ভাবনা এইরূপ বিচার কার্য্য শীঘ্র করিবে। প্রাড়্‌বিবাকের নিকট সত্য কথা বলা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ঋত্বিক্, দীক্ষিত এবং ব্রহ্মচারীদিগের দশরাত্র আর সপিণ্ডদিগের একাদশরাত্র শাব-অশৌচ হয়। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশরাত্র, বৈশ্য-দিগের অর্দ্ধমাস এবং শূদ্রের এক মাস শাব-অশৌচ হয়। এক শাব অশৌচের মধ্যে যদি অন্য এক শাব-অশৌচ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচের সঙ্গে সঙ্গে উহার শেষ হয়। পূর্ব্ব অশৌচ যে দিন শেষ হইবে, তাহার ঐ রাত্রি শেষে যদি আর একটী ঐ অশৌচ

হয়, তবে দুইদিন বৃদ্ধি হয় আর যদি প্রভাতকালে হয়, তাহা হইলে তিন দিন অশৌচ বৃদ্ধি হয়। গো বা ব্রাহ্মণ কর্তৃক হত ব্যক্তির মরণে তিন দিন অশৌচ হয়। রাজার ক্রোধে, যুদ্ধে, প্রায়োপবেশনে, শস্ত্র, অগ্নি, বিষ, জলমজ্জন, উদ্বন্ধন বা পতন দ্বারা বিনষ্ট ব্যক্তির অশৌচ নাই। সপ্তম অথবা পঞ্চমপুরুষে পিণ্ডনিবৃত্তি হয়, জননাশৌচেরও এইরূপ ব্যবস্থা। গর্ভস্রাব হইলে যত মাস গর্ভ, তত রাত্রি অশৌচ; মাতা পিতার বা কেবল মাতার হয়। দশ দিনের পর অশৌচ শ্রবণ করিলে তিন দিন অশৌচ হয়। অসপিণ্ডদিগের পাক্ষিক অশৌচ, এবং গুরুর শিষ্য মরণে পক্ষিণী। শ্রোত্রিয়ের মৃত্যুতেও একাহ অশৌচ হয়। শবস্পর্শ করিলেও এক রাত্র অশৌচ হয়। ইচ্ছাপূর্ব্বক অশৌচান্ন ভোজনে শূদ্র ও বৈশ্যের দশ রাত্র অশৌচ হইবে, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর্ত্ত অবস্থায় অশৌচান্ন ভোজন করিলে দশ রাত্র অশৌচ হইবে। আচার্য্য, আচার্য্যপুত্র এবং আচার্য্যপত্নী যজমান এবং শিষ্যের মরণে তিনরাত্র অশৌচ। যদি হীনবর্ণ শ্রেষ্ঠবর্ণের শব স্পর্শ করে অথবা শ্রেষ্ঠবর্ণ হীনবর্ণের শব স্পর্শ করে, তাহা হইলে যে বর্ণের শবস্পর্শ করিবে তাহার সেই বর্ণের বিহিত শাব-অশৌচ হইবে। পতিত, চণ্ডাল, সূতিকা, ঋতুমতী ও শবের স্পর্শে বা ঐ সকল স্পর্শকারীদিগের স্পর্শে সবস্ত্র জলমগ্ন হইলেই শুদ্ধি লাভ হয়। শবের অনুগমনেও ঐরূপ সবস্ত্র জলমগ্নে শুদ্ধ হইবে। কুকুরোচ্ছিষ্ট-স্পর্শ করিলেও ঐরূপে শুদ্ধি হয় ইহা কেহ কেহ বলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

এক্ষণে শ্রাদ্ধের বিষয় বলা যাইতেছে, অমাবস্যায় পিতৃ উদ্দেশে দান করিবে। অপর-পক্ষের পঞ্চমী প্রভৃতিতেও পিতৃ উদ্দেশে দান করিবে। শ্রাদ্ধবিহিত দ্রব্য, দেশ এবং ব্রাহ্মণের সমাগমেও শ্রাদ্ধ করিবে, শ্রাদ্ধের যে কাল উক্ত হইয়াছে তাহাতেও শ্রাদ্ধ করিবে। শক্তি-অনুসারে । এবং সংস্কার করিবে। আপনার উৎসাহ অনুসারে নয়ের ন্যূন বৈজোড় সংখ্যক শ্রোত্রিয়, বাক্য রূপ বয়ঃ এবং শীলসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। কেহ কেহ বলেন যুবাদিগকে দান করিবে ঐ সকল ব্রাহ্মণকে পিতার মত বিবেচনা করিবে তাহাদিগের সহিত মিত্র কার্য্য করিবে না। পুত্র না থাকিলে, সপিণ্ড, মাতৃসপিণ্ড বা শিষ্যেরা শ্রাদ্ধ করিবে, শিষ্য না থাকিলে ঋত্বিক্ বা আচার্য্য শ্রাদ্ধ করিবে। তিল, মাস, ব্রীহি, যব এবং উদক দানে পিতৃ-লোকের এক মাসকাল তৃপ্তি হয়। মৎস্য, হরিণ, রুরু, শশ, কূর্ম্ম, বরাহ এবং মেষমাংস দ্বারা সম্বৎসর তৃপ্তি হয়, গব্যদুগ্ধ এবং পায়স-দ্বারা দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তি হয়। বার্দ্ধীণস মাংস, কালশাক, কৃষ্ণছাগল এবং গাণ্ডারের মাংস মধু মিশ্রিত করিয়া দান করিলে অনন্তকাল তৃপ্তি হয়। চোর, ক্লীব, পতিত, নাস্তিক, নাস্তিক-বৃত্তি, বীরহা, অগ্রেদিধিষুপতি, দিধিষুপতি, স্ত্রীযাজক, গ্রামযাজক, অজপালক, উৎসৃষ্ট-ভোজী, অগ্নিভোজী, মদ্যপায়ী, কুচর কূট-সাক্ষী, প্রতিহারী, এবং যাহার কোন উপপত্তি নাই এরূপ লোককে ভোজন করাইবে না। কুণ্ডান্নভোজী, সোমবিক্রয়ী, গৃহদাহী, বিষদায়ী, অবকীর্ণি গণিকাদাসী এবং অগম্যাগামী, হিংস্রক, পরিবিত্তী, পরিবেত্তৃ, পর্য্যাহিত, পর্য্যা-ধাতৃ, পরিত্যক্ত, আত্মদুর্ব্বল, কুনখি, শ্যাবদন্তী শ্বিত্রী পৌনর্ভব, কিতব, আজপ্রেষ্য প্রাতি-রূপক, শূদ্রাপতি, নিরাকৃতি, কিলাসী, কুসীদ-ব্যবসায়ী, বণিক, শিল্পোপজীবি, ধনুর্ব্ব্যবসায়ী, বাদিত্র, তান এবং নৃত্যগীতব্যবসায়ীদিগকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। অনিচ্ছাপূর্ব্বক পিতা যাহাকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবেনা। কেহ কেহ সগোত্র এবং শিষ্যকেও ভোজন করাইবে না। সদ্যঃ শ্রাদ্ধকারী তিনের অধিক গুণবানকে ভোজন করাইবে। শূদ্রার শয্যাগামী হইয়া শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস বিষ্ঠায় পতিত হন, এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধের দিন ব্রহ্মচর্য্য অব-লম্বন করিবে, শ্রাদ্ধান্ন চণ্ডাল, কুক্কুর বা পতিত-ব্যক্তি দর্শন করিলে দুষ্ট হয়, এই নিমিত্ত বিধান

ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধান্ন দান করিবে অথবা তিল দ্বারা বিকীর্ণ করিবে। পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণেরা উহার দোষ শান্তি করে, যে ষড়ঙ্গ স্নানে, বয়োজ্যেষ্ঠ হয়, সামবেদ, ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ জ্ঞাত হয়, পঞ্চাগ্নি রক্ষক, স্নাতক, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবিৎ ধর্ম্মজ্ঞ ও বেদ অধ্যাপন করে তাহাকে পংক্তিপাবন বলে। হবনাদিকার্য্যেও এইরূপ দুর্ব্বলাদির পরিহার করিবে, কেহ কেহ বলেন কেবল শ্রাদ্ধে এই নিয়ম।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

বর্ষাকালে শ্রাবণাদি মাসে বা ভাদ্রমাসে বা দক্ষিণায়নের পাঁচ মাস নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী হইয়া লোমত্যাগ করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে। মাংস ভোজন করিবে না। দুই মাস বা ঐরূপ নিয়ম করিবে। দিবাকালে যদি বায়ু শব্দ করিয়া ধুলি হরণ করে এবং রাত্রিকালে বাণ, ভেরী মৃদঙ্গের শব্দ হয়, মেঘগর্জ্জন করে, এবং আর্ত্তনাদ শুনা যায়, এবং কুকুর, শৃগাল এবং গর্দ্দভ শব্দ করিলে, অকালে লোহিত বর্ণ ইন্দ্রধনু এবং অকালে কুজ্ঝটিকার দর্শন হইলে অধ্যয়ন করিবে না, মূত্র এবং মলত্যাগের সময় অধ্যয়ন করিবে না, কেহ কেহ বলেন সায়ং সন্ধ্যার সময় উদক বর্ষণ হইলেও অধ্যয়ন করিবে না। বল্মীক সন্তানে চন্দ্র এবং সূর্য্যের পরিধি দৃষ্ট হইলে অধ্যয়ন করিবে না। কোন কারণে ভীত হইয়া, যানারূঢ় হইয়া শয়ন করিয়া বা পা উচু করিয়া অধ্যয়ন করিবে না। শ্মশান, গ্রামের অন্ত মহাপথ এবং অশৌচে অধ্যয়ন করিবে না, পূতিগন্ধযুক্ত স্থানে, শবযুক্ত স্থানে দিবাকীর্ত্তি এবং শূদ্র সন্নিধানে অধ্যয়ন করিবে না। সূতকে এবং উদ্গারেও অধ্যয়ন করিবে না সামবেদ শুনিতে পাইলে ঋক এবং যজুর্ব্বেদও অধ্যয়ন করিবে না। অকালে নির্ঘাত ভূমিকম্প, রাহুদর্শন, উল্কাপত, মেঘবর্ষণ এবং বিদ্যুৎপাতে অধ্যয়ন করিবে না। অগ্নির প্রাদুর্ভাবেও অধ্যয়ন করিবে না, অযথা ঋতুতে বিদ্যুৎপাত হইলেও অধ্যয়ন করিবে না। শেষরাত্রের পর ত্রিভাগের আদিতে পূর্ব্বোক্ত নির্ঘাতাদি উপস্থিত হইলে কিছুই অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন উষাকালে বিদ্যুৎপাত হইলে অধ্যয়ন করিবে না। অপরাহ্ণ প্রদোষে মেঘগর্জ্জন করিলে কিছুই অধ্যয়ন করিবে না। রাত্রে অর্দ্ধ রাত্রের পর, মেঘ গর্জ্জন হইলে অধ্যয়ন করিবে না এবং দিবার সূর্য্যোদয়ে মেঘগর্জ্জনে অধ্যয়ন নিষেধ। যে রাজার অধিকারে বাস তাহার মৃত্যুতেও অধ্যয়ন নিষেধ, বিদেশ হইতে আসিয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাতেও অধ্যয়ন নিষেধ। প্রারব্ধ বেদের সমাপ্তি হইলে সে দিবস আর অধ্যয়ন করিবে না। ছর্দ্দি, শ্রাদ্ধ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং ভোজনাদিতেও অধ্যয়ন করিবে না। অমাবস্যায় অহোরাত্র বা দিনদ্বয় অধ্যয়ন করিবে না। কার্ত্তিকী, ফাল্গুনী এবং আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে অধ্যয়ন করিবে না অষ্টকাত্রয়ে তিন রাত্র অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন শেষ অষ্টকামাত্র অধ্যয়ন করিবে না। ভোজনাদি উৎসবে অধ্যয়ন করিবে না যাহা একবার অধীত হইয়াছে পুনরায় তাহার অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন, রাত্রিকালে চারমুহূর্ত্ত একেবারেই অধ্যয়ন করিবে না। নগরে অধ্যয়ন করিবে না। অকৃতান্ন শ্রাদ্ধির সংযোগে এবং যে পর্য্যন্ত অধীত বিদ্যার স্মরণ হয় সে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবে না।

ষোড়শাধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নিজ কর্ম্মে প্রশস্ত দ্বিজাতীয়দিগের গৃহে ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিবে এবং সকলের নিকট হইতেই পিতৃ, দেব এবং গুরুর কার্য্য ও ভৃত্যের ভরণের নিমিত্ত. সকলের নিকট হইতেই অনিন্দনীয় উদক যবস, মূল, ফল, মধু, অভয় এবং অযাচিত হইয়া উপস্থিত অন্ন, শয্যা, আসন, যান, দুগ্ধ, দধি, ধান্য, মৎস্য, প্রিয়ঙ্গু, পুষ্প, দর্ভ এবং শাক গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ

যদি নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করেন, তবে শূদ্র ব্যতীত অন্য কোন জাতির নিকট হইতে ঐসকল বস্তু গ্রহণ করিবে না। শূদ্র জাতির মধ্যে নিজের পশুপালক ও ক্ষেত্র-কর্ষক এবং কুলপরম্পরা বন্ধুভাবাপন্ন ও পিতার পরিচারক ইহাদের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে। শিল্পী ভিন্ন বণিকের অন্নও ভোজন করা যাইতে পারে। কেশ এবং কীট-সংস্পৃষ্ট অন্ন কখন ভোজন করিবে না। রজস্বলা-স্পৃষ্ট, পক্ষীর চরণদ্বারা খণ্ডিত, ভ্রূণঘ্নকর্তৃক অবলোকিত, গোরুদ্বারা আঘ্রাত ভাব-দুষ্ট (অর্থাৎ যাহা দেখিলে মনের ভিতর একটা জঘন্য ভাবের উদয় হয় অথবা কোন কোন ঘৃণিত বস্তুর সহিত উপমিত), শুক্ত, ব্যঞ্জন বা উপকরণ-শূন্য, দধি-বৰ্জ্জিত, পুনর্ব্বার সিদ্ধ, এবং পর্য্যু-সিত (বাসী বা কড়কড়), অন্ন ভোজন করিবে না। শাক হীন, এবং অভক্ষ্য স্নেহ, মাংস ও মধু ভোজন করিবে না উৎসৃষ্ট অর্থাৎ পরিত্যক্ত অন্ন (পাতকুড়ান) পুংশ্চলী (বেশ্যা), অভিশস্ত (পাপকার্য্যহেতুক সমাজে ঘৃণিত) অনপদেশ্য (অকুলীন), রাজদণ্ডে দণ্ডিত তক্ষ (ছুতর) কদর্য্য (কৃপণ) বদ্ধ, চিকিৎসক, ব্যাধ, কারু অর্থাৎ শিল্পী, উচ্ছিষ্টভোজীগণ (সম্প্রদায়) শত্রু এবং অপাংক্তেয় (যাহাদের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন নিষিদ্ধ) ইহাদের অন্ন ভোজন করিবে না। দুর্ব্বলের পূর্ব্বে ভোজন করিবে না। বৃথা অর্থাৎ অনিবেদিত এবং আচমন ও উত্থানহীন অন্ন ভোজন করিবে না। সম অর্থাৎ পবিত্র এবং বিষম অর্থাৎ অপবিত্র এই উভয়বিধ অন্ন একত্র করিবে না, * পূজা অর্থাৎ সংস্কার বিশেষ দ্বারা অনর্চ্চিত অন্নও ভোজন করিবে না। গোরু প্রসবের পর দশ দিন অতীত না হইলে তাহার দুগ্ধ পান করিবে না, অজা এবং মহিষীরও প্রসবের পর দশ দিন অতীত না হইলে দুগ্ধ পান করিবে না। মেষের দুগ্ধ কখনই পান করিবে না। উষ্ট্র এবং এক-শফ অর্থাৎ যাহাদের খুরের মধ্যস্থলে চেরা নাই, এইরূপ জন্তুরও দুগ্ধ পান করিবে না, সন্ধিনী অর্থাৎ গর্ভধারণ করিতে উৎসুক গোরুর দুগ্ধপান করিবে না এবং অনুসন্ধিনী অর্থাৎ যাহাদের গর্ভাধান করিতে ভালরূপ প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের দুগ্ধও পান করিবে না। বৎসহীন গোরুর দুগ্ধও পান করিবে না। শল্যক (সাজারু), শশ (খরগোশ), শ্বাবিধ (জন্তুবিশেষ), গোধা (গোসাপ), খড়্গ (গাণ্ডার) এবং কচ্ছপ এতদ্ভিন্ন যে সকল জীবের পাঁচটি করিয়া নখ আছে তাহারা অভক্ষ্য (পঞ্চ নখের মধ্যে কেবল উপরি উক্ত পাঁচটি ভক্ষ্য) যে সকল জন্তুর দুপাটি দাঁত আছে, যাহাদের কেশ এবং লোম উভয়ই আছে যাহাদের খুরের মধ্য চেরা নয়, কলবিঙ্ক, প্লব, চক্রবাক, হংস, কাক, কঙ্ক, গৃধ্র, শ্যেন, যাহাদের মাথা এবং পা লাল এরূপ জলচরপক্ষী, গ্রাম্য কুক্কুট, গ্রাম্যবরাহ, গোরু, অনডুহ (ষাঁড়), এসকলের মাংস ভক্ষণ করিবে না। অনিবেদিত বেদান্ন এবং বৃথা মাংসও ভক্ষণ করিবে না। কিসলয়, ক্যাকু (?) লশুন বৃক্ষের আটা এবং বৃক্ষচ্ছেদন করিলে যে লোহিতবর্ণ রস নির্গত হয়, তাহাও ভক্ষণ করিবে না। কাঠঠোকরা, বক, টিট্টিভ, মান্ধাতৃ এবং রাত্রিচর পক্ষীসকল (পেচক প্রভৃতি) অভক্ষ্য। প্রতুদ, বিষ্কির, জালপাদ, অবিকৃত মৎস্য, ঐসকল পশু ধর্ম্মার্থ যাহাদের বধ বিহিত হইয়াছে, হিংস্র জন্তু কর্তৃক নিহত মৃগাদি এবং যাহাদের কোনরূপ অপকারিতা দেখা যায় না অথবা যাহা প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে এইরূপ জীবের মাংস যথাবিধি দেব এবং পিতৃ উদ্দেশে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* এ সম্বন্ধে মনুতে এইরূপ লেখা আছে কোন কালে দেবগণ কৃপণ শ্রোত্রিয় এবং বদান্য বার্দ্ধুষিক এই উভয়ের অন্ন সমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদিগকে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিতে দেখিয়া প্রজাপতি বলেন, 'তোমরা বিষম বস্তুকে সম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিও না। ঐ উভয়বিধ অন্ন পরস্পর সম নহে, কারণ বদান্য নিজে অপবিত্র হইলেও তাহার অন্ন অন্তরীণ শ্রদ্ধাদ্বারা পূত হয় এবং শ্রোত্রিয় নিজে পবিত্র হইলেও শ্রদ্ধা না থাকায় তাহার অতি অপবিত্র। বোধ হয় গৌতমও সেইরূপ কোন একটা কথা বলিয়াছেন। অনুবাদক।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

স্ত্রী ধর্ম্ম কার্য্যেও স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীনা হইবে না, কখনও স্বামীকে অতিক্রম করিবে না অর্থাৎ তাহার অমতে কার্য্য করিবে না। স্বামীর (মৃত্যু হইলে) ঋতুকালে বাক্, চক্ষুঃ এবং কর্ম্মে সংযম করিয়া স্বামীর সহোদর দেবর হইতে সন্তান লাভ করিতে অভিলাষিণী হইবে। সেরূপ দেবর না থাকিলে যাহার সহিত পিণ্ড গোত্র অথবা ঋষি সম্বন্ধ আছে কিম্বা কেবল যোনি মাত্র সম্বন্ধ আছে এরূপ দেবর হইতে অপত্য উৎপাদন করিবে। যে সম্বন্ধে দেবর নয়, এরূপ লোক হইতে সন্তানোৎপাদন করিবে না এবং দেবর হইতেও দুইটির অধিক সন্তান উৎপাদন করিবে না। যদি কোনরূপ সত্ব না থাকে তাহা হইলে ঐ সন্তান উৎপাদয়িতার সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে। জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি অপরে সন্তান উৎপন্ন করে তাহা হইলে ঐ সন্তান যাহার ক্ষেত্র তাহারই হয়, অথবা ক্ষেত্রস্বামী ও উৎপাদয়িতা এই উভয়েরই সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে, (বস্তুতঃ) যে ঐ সন্তানকে প্রতিপালন করিবে তাহারই সন্তান হইবে। স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইলে ছবৎসরকাল তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে। নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সংবাদ পাইলে তাহার নিকট গমন করিবে, স্বামী যদি প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস করে, তাহা হইলে তাহার প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্তিও হইবে। ব্রাহ্মণের বিদ্যাসম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও যদি ঐরূপ নিরুদ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার কন্যাদান, অগ্নিরক্ষা এবং বিবাহ বিষয়ে বার বৎসর অবধি প্রতীক্ষা করিবেন, কেহ বলেন ছয় বৎসর মাত্র প্রতীক্ষা করিবে। (পিতা প্রভৃতি আত্মীয়কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইলে) কুমারী তিনটি ঋতু অতিক্রম করিয়া পিতৃদত্ত অলঙ্কার গুলি পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কোন অনিন্দিত গোত্রের সহিত যুক্ত হইবে। ঋতুদর্শনের পূর্ব্বেই কন্যাদান করিবে। ঋতুদর্শনের পূর্ব্বে কন্যাদান না করিলে কন্যার অভিভাবক পাপী হইবে। কেহ কেহ বলেন কন্যা নগ্নিকা অবস্থায় অর্থাৎ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই উহাকে প্রদান করিবে। বিবাহ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অথবা কোন ধর্ম্ম কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত শূদ্র হইতেও দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে। অপর অপর কার্য্যের জন্যও বহু পশুসম্পন্ন শূদ্র, হীনকর্ম্মা শত গোর অধিপতি অনাহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ এবং সহস্র গোর স্বামী সোমপ হইতে ধনাদি গ্রহণ করিবে। সপ্তম বেলা অবধি ভোজন হইলে অহীনকর্ম্ম ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ভোজন গ্রহণ করিবে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে সত্যকথা বলিবে। ধর্ম্মাচরণের বাধা হইলে রাজা বেদবিদ্ এবং সুশীল ব্রাহ্মণদিগের ভরণ-পোষণ করিবেন তাহা না করিলে তিনি পাপী হইবেন।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশ অধ্যায়।

বর্ণ-ধর্ম্ম এবং আশ্রম ধর্ম্ম উক্ত হইল। এক্ষণে যে কর্ম্ম করিলে পুরুষ পাপে লিপ্ত হয়, তাহা বলা যাইতেছে। অযাজ্য যাজন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অকথ্য কথন, বিহিত কার্য্যের অকরণ, প্রতিষিদ্ধ বস্তুর সেবন এই সকল পাপ কার্য্য; এই কার্য্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে কি না তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে। কেহ কেহ বলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিবে না, কারণ কর্ম্মের ক্ষয় নাই। কেহ কেহ বলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পুনর্ব্বার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিলে পুনর্ব্বার সবন প্রাপ্ত হয়, এই বেদবাক্যদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করণীয় বলিয়া জানা যাইতেছে। ব্রাত্য ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ব্রহ্ম-হত্যা হইতে বিমুক্ত হয়। অগ্নিষ্টুতের দ্বারা অভিশস্যমানকে যজ্ঞ করাইবে, এই সকল বেদ বাক্য প্রমাণ। জপ, তপশ্চরণ, হোম, উপবাস, দান, উপনিষদ্, বেদান্ত, বেদসমূহের সংহিতাভাগ, মধুবাতাদি মন্ত্র, অঘমর্ষণমন্ত্র, অথর্ব্বশির উপনিষৎ, রুদ্রাধ্যায়, পুরুষসূক্ত, রাজনরৌহিণ নামক সামগান, রথন্তরে পুরুষগতি, মহানাম্নী, মহাবৈরাজ, মহাদিবকীর্ত্য

জ্যেষ্ঠ সামদিগের অন্যতম, মহিষ্যবমান, কুষ্মাণ্ড, পাবমানী সাবিত্রী এই সকলের অধ্যয়ন পাপীর পাপ মোচনার্থ কর্ত্তব্য। পয়োমাত্র ভোজন, শাকমাত্র ভক্ষণ, ফলমাত্র ভক্ষণ, যবভোজন, হিরণ্যপ্রাশন, ঘৃতভোজন, সোমপান এই সকল কার্য্যদ্বারাও পাপ নাশ হয়। সমুদয় পর্ব্বত, সমুদয় স্রোতস্বতী, পুণ্যহ্রদ, তীর্থস্থান, ঋষিদিগের নিবাস, গোষ্ঠ এবং পরিস্কন্দ এই সকল পবিত্র দেশে গমন করিলেও পাপ নাশ হয়। ব্রহ্মচর্য্য, সত্যবচন, ত্রিসবনে উদকস্পর্শ, আর্দ্রবস্ত্রে ভূমিতে শয়ন এবং অনশন এই সকল কার্য্যের নাম তপশ্চর্য্যা। সুবর্ণ, গোরু, বস্ত্র, অশ্ব, ভূমি, তিল, ঘৃত এবং অন্ন এই সকল বস্তুর দান করিবে। সম্বৎসর, ছয়মাস, চার মাস, তিন মাস, দুই মাস বা এক মাস অথবা চব্বিশ দিন, বারদিন, ছয়দিন, তিনদিন বা সমস্ত দিনরাত্র এই সকল প্রায়শ্চিত্তের ফল। দেশভেদে উপরিউক্ত কার্য্যের মধ্যে যে কোন একটি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। গুরুপাপে গুরুপ্রায়শ্চিত্ত এবং লঘুপাপে লঘুপ্রায়শ্চিত্ত করিবে। কৃচ্ছ্র অতিকৃচ্ছ্র এবং চান্দ্রায়ণ এসকল প্রায়শ্চিত্ত।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশতিতম অধ্যায়।

পাপী সকল চৌষট্টি যাতনা স্থানে দুঃখ অনুভব করিয়া পরে বক্ষ্যমান লক্ষণান্বিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মবধকারী গলদ্‌কুষ্ঠ রোগযুক্ত হয়, মদ্যপায়ী শ্যাবদন্তবিশিষ্ট হয়, গুরুতল্পগামী পঙ্গু অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সুবর্ণাপহারী কুনখী হয়, বস্ত্রাপহারী ধবল-রোগযুক্ত হয়, হিরণ্যহারী দদ্রুরোগাক্রান্ত হয়, তৈজস বস্তু অপহারী সর্ব্বাঙ্গে মণ্ডল হয়, স্নেহ বস্তু অপহারী ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয়, ভোজ্যদ্রব্য-অপহারী অজীর্ণ রোগযুক্ত হয়, জ্ঞানাপহারী মূক হয়, গুরুঘাতী অপস্মার রোগগ্রস্ত হয়, গো-ঘাতক জন্মান্ধ এবং পিশুন অর্থাৎ দোঠেকা ব্যক্তি নাক্‌পচা হয়। সূচক অর্থাৎ কানভাঙ্গানের মুখে সর্ব্বদা পচাগন্ধ নির্গত হয়। শূদ্রাধ্যাপক শ্বপাকজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ত্রপু সিস এবং চামরবিক্রয়ী মদ্যপায়ী হয়,* এক অভিন্ন খুরবিশিষ্ট জীববিক্রয়কারী মৃগব্যাধকুলে জন্মধারণ করে। কুণ্ডের অন্নভোজী ভৃত্য বা খানসামার বংশে জন্মে, নক্ষত্রজীবী, অর্ব্বুদী, নাস্তিক, রঙ্গোপজীবী অভক্ষ্যভক্ষী গণ্ডরী এবং বেদ এবং মনুষ্য তস্করের পথ প্রদর্শক ইহারা সকলে ষণ্ড (ক্লীব) হয় অথবা মৃতজীবী হয় কিম্বা গাণ্ডিক (নাগ রোগযুক্ত) হয়, চণ্ডালী পুক্কসী অথবা গোরুর সহিত মৈথুনকারী ব্যক্তি মধুমেহ রোগ গ্রস্ত হয়। অথবা যে ব্যক্তি ধর্ম্মপত্নীকে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করে, যে মখাট, সগোত্র এবং পণ্যস্ত্রীতে গমন করে, যে পিতা মাতা, ভগিনীতে গমন করে, তাহার গর্ভাবস্থা হইতেই কৃচ্ছ্র, কুষ্ঠ, মত্ত, ব্যাধিযুক্ত, অঙ্গহীন, দরিদ্র, অল্পায়ু, অল্পবুদ্ধি, চণ্ড, পণ্ড, শৈলূষ, তস্কর, পরপুরুষের প্রেষ্য পরকর্ম্মকারী খল্বাট, চক্রসঙ্কীর্ণাঙ্গ, ক্রূরকর্ম্মা হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্ত্যজ জাতিতে উৎপন্ন হয়। অতএব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। প্রায়শ্চিত্ত করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় এবং উত্তম লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

রাজঘাতক, শূদ্রযাজক, বেদবিপ্লাবক এবং ভ্রূণহত্যাকারী পিতাকেও পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অন্ত্যাবসায়ি (নীচজাতীয় শূদ্রবিশেষ) দিগের সহিত অথবা অন্ত্যাবসায়িনীর সহিত অত্যন্ত সঙ্গ করিবে, তাহার প্রেতকার্য্যে বিদ্যাগুরু এবং যোনিসম্বন্ধে সম্বন্ধিগণ একত্র হইয়া তাহার জলবন্ধ প্রভৃতি কার্য্য করিবে এবং তাহার মৃত্যু হইলে প্রেতকার্য্য করিবে না। তাহার পাত্রেরও বিপর্য্যয় হইবে। দাস অথবা ভৃত্য দ্বারা হইতে অপবিত্র পাত্র আনিবে এবং দাসী দ্বারা ঘট পূর্ণ করাইয়া দক্ষিণামুখ হইয়া ঐ ব্যক্তি বিপর্য্যস্ত পদ হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার পর আমরা অমুককে অনুদক করি

এই বলিয়া তাহার নাম গ্রহণপূর্ব্বক সকলে অম্বালভন করিবে। বিদ্যা গুরু এবং যোনি-সম্বন্ধে সম্বন্ধি ব্যক্তিগণ প্রাচীনাবীতী হইয়া আচমন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবে। এইরূপ জলবন্ধ করিবার পর যদি কেহ অজ্ঞানপূর্ব্বক তাহার সহিত আলাপ করে, তবে, সে, একরাত্র দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে; এবং যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার সহিত সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে তিন রাত্র দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে। ঐরূপ ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হয়, তবে, সে, শুদ্ধ হইলে একটি সুবর্ণময় পাত্র পুণ্যতম হ্রদ বা নদী হইতে পূর্ণ করে আনিয়া সেই জল তাহাকে স্পর্শ করাইবে। অনন্তর, তাহার হাতে সেই পাত্র দিয়া আবার উহা গ্রহণ করিয়া যজুর্ব্বেদোক্ত "শান্তা দ্যৌঃ শান্তা পৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর পাবমানী তরৎসমন্দী এবং কুষ্মাণ্ডী মন্ত্র পাঠ করত ঘৃত দ্বারা হবন করিবে, অথবা ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করিবে এবং আচার্য্যকে গো দান করিবে। যাহার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, সে, সেই রূপ প্রায়শ্চিত্ত করত প্রাণত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইবে, তাহার মরণের পর সমুদয় প্রেতকৃত্য যথানিয়মে করিবে। সকল প্রকার উপপাতকে এইরূপ শান্ত্যুদক বিহিত জানিবে।

একবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মঘাতক, সুরাপায়ী, গুরুতল্পগামী (গুরুপত্নীর সহিত ব্যভিচারকারী), মাতা বা পিতৃপক্ষীয় যোনিসম্বন্ধে কোনরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারকারী, নাস্তিক, নিন্দিত-কর্ম্মচারী, পতিত সংসর্গী এবং অপতিত ত্যাগী ইহারা সকলেই পতিত। ইহাদের সহিত যাহারা একবৎসর কাল সংসর্গ করে তাঁহারাও পাতকী হয়। পতন শব্দের অর্থ দ্বিজাতির অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে অনধিকার এবং পরলোকে অগতি কেহ কেহ বলেন, নরকের নামই পতন। উক্ত পাপকর কার্য্যের মধ্যে মনু প্রথম তিনটি স্ত্রী বিষয়ে নির্দ্দেশ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, গুরুতল্পগ না হইয়াও যদি কেহ ভ্রূণহত্যা করে, তবে, সেও পতিত হয়। আপনা অপেক্ষা হীন বর্ণ সেবা করিলে স্ত্রী পতিত হয়। মিথ্যা-সাক্ষ্য, রাজার খলতা এবং গুরুর নিকট মিথ্যা-কথন এই সকল কার্য্য মহাপাতক তুল্য। অপাঙক্তেয়দিগের মধ্যে গোঘাতক বেদ-ত্যাগী, (বেদমন্ত্রব্যবহার-রহিত, অবকীর্ণ এবং পতিত সাবিত্রী ইহারা উপপাতকী যে ঋত্বিক এবং আচার্য্য ঐ সকল ব্যক্তির পৌরোহিত্য এবং অধ্যাপনা করিবেন এবং কোনরূপ পতন-কারী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা সমাজে হেয় হইবেন। এবং কার্য্যবিশেষে তাঁহারা হেয় না হইয়া তাঁহারা পতিত হইবেন। কেহ কেহ বলেন, উক্ত রূপ পাপীর দান গ্রহণকারীও পতিত হয়। কোন স্থলেই মাতাপিতার দোষ হয় না, তবে, পাপী কখন মতা বা পিতার দ্বারা আগত সম্পত্তিতে অধি-কারী হয় না। কোন ব্রাহ্মণকে অভিশপ্ত (সমাজে কলঙ্কিত) করিলেও উক্তরূপ পাপ হয়। বিশেষ সম্পূর্ণরূপে পাপশূন্য ব্রাহ্মণকে সমাজে কলঙ্কিত করিলে উহার দ্বিগুণ পাপ হয়। কোন বলবান্কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের পীড়া দেখিয়া যদি প্রতীকার সমর্থ ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও ঐরূপ গুরুতর পাপ হয়। বলপূর্ব্বক কোন ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিয়া অপমান করিলে, একশত বৎসর নরকভোগ হয়, পীড়া দিলে সহস্র বৎসর এবং রক্তপাত করিলে সেই রক্ত নিবারণ করিতে ব্রাহ্মণ যতগুলি ধুলি লইয়া ক্ষত স্থানে অর্পণ করিবেন, তত বৎসর নরক হইবে।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মঘাতক নিজের শরীর কোনরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া তিনবার অগ্নিতে প্রবেশ করিবে অথবা যুদ্ধস্থলে আপনাকে শস্ত্র-ধারী পুরুষের লক্ষ্য করিবে অথবা খট্টাঙ্গ এবং

মানুষের মাথার খুলি হাতে করিয়া ব্রহ্মচারী বেশে আপনার পাপকর্ম্মের ঘোষণা করত দ্বাদশ বৎসর ক্রমে ক্রমে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে। আর্য্যব্যক্তির দর্শনপথ হইতে অপসৃত হইবে। ব্রহ্মঘাতক যথারীতি স্নান আসন করত প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং এই তিন কাল উদকস্পর্শ করিলে শুদ্ধ হইবে। অথবা কোন ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইলে যদি সেই অপহৃত ধন প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত তিন বার অপহর্ত্তার সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে অপহৃত ধন প্রত্যাহৃত হোক বা না হোক ব্রহ্মহত্যাকারী পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অথবা সেই ধনের শোকে ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যদি তৎপরিমিত ধন দান করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করে তাহা হইলেও ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপের নিবৃত্তি হয়। রাজা যদি ব্রহ্মবধ করেন তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবভৃথ স্নান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবেন অথবা অপর কোন কোন যজ্ঞে অগ্নিষ্টুৎ কার্য্য অবধির অনুষ্ঠান করিবেন। ঋতুমতী ও অবিজ্ঞাত গর্ভ অর্থাৎ যে গর্ভে স্ত্রী, বা পুরুষ আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় নাই এরূপ গর্ভ বিনাশ করিলেও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বধ করিলে ছয় বৎসর রীতিমত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে এবং একটী ঋষভের সহিত এক সহস্র ধেনু দান করিবে। বৈশ্য বধ করিলে তিন বৎসর উক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং ঋষভের সহিত একশত ধেনু দান করিবে, আর শূদ্র বধ করিলে একবৎসর ব্রহ্মচর্য্য এবং একটী ঋষভের সহিত দশটি ধেনু প্রদান করিবে। অনৃতুমতী এবং গোরু বধ করিলেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ—মণ্ডুক নকুল কাক এবং বিবদহর বিল ও দহর (?) মুষিকা (স্ত্রী ইন্দুর) বধ করিয়া বৈশ্য বধের মত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সহস্র সংখ্যক অস্থিযুক্ত প্রাণি ক্কলাসাদির বধ করিয়া এক গাড়ী পূর্ণ অস্থিশূন্য প্রাণী ছারপোকা, উকুন প্রভৃতির বিনাশ করিয়া বৈশ্যবধের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অথবা এক একটী অস্থিমৎ জীবের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে কিছু কিছু দান করিবে। ষণ্ড অর্থাৎ নপুংসক বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে পলাল ভার, সীসা এবং মাষকলাই দান করিবে। বরাহ হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণকে এক কলসী ঘৃত দান করিবে, সর্প বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে লৌহ যষ্টি দান করিবে। ব্রহ্মবন্ধু স্ত্রী বধ করিয়া একটী জীব দান করিবে। বেশজীবীকে বধ করিলে কিছুই করিতে হইবে না। শয্যা, অন্ন এবং ধনলাভের নিমিত্ত হত্যা করিলে উহাদের একটির জন্য দুই দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে, কোন পরদারাসক্ত ব্যক্তিকে বধ করিলে তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে। শ্রোত্রিয়ের দ্রব্য কুড়িয়া পাইলে উহা পরিত্যাগ করিবে বা যাহার বস্তু তাহার নিকট পৌঁছিয়া দিবে। প্রতিষিদ্ধ মন্ত্রের সংযোগে যদি সহস্র কথা উচ্চারিত হয়, তবে অগ্ন্যৎসাদি ও নিরাকৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সকল উপপাতকে ও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে ঘরের মধ্যে আটকাইয়া রেখে ভোজনমাত্র দান করিবে। অমানুষীর মধ্যে গোভিন্ন অপর পশুর স্ত্রী ঘটিত কোনরূপ পাপ হইলে কুষ্মাণ্ড মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা হবন করিবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

মদ্যপ ব্রাহ্মণের মুখে উষ্ণ মদ্য নিঃক্ষেপ করিবে; তাহাতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে উহার পাপক্ষয় হয়। যদি অজ্ঞানপূর্ব্বক মদ্য পান করে, তাহা হইলে তিন দিন করিয়া যথাক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত, উদক এবং বায়ু ভোজন করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার যথাশাস্ত্র উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইবে। মূত্র, পুরীষ এবং রেতঃ ভক্ষণ করিয়া, শ্বাপদ, উষ্ট্র, এবং গর্দ্দভ, গ্রাম্য কুক্কুট এবং গ্রাম্য শূকরের মাংসাদি ভোজন করিয়া এবং মদ্যপায়ীর মুখের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘৃত ভোজন করিয়া প্রাণায়াম করিবে, পূর্ব্বোক্ত শ্বাপদগণ দ্বারা দষ্ট বস্তুর ভোজনেও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গুরুতল্পগামী উত্তপ্ত লৌহশয্যায় শয়ন করিবে।

অথবা জ্বলন্ত শূর্ম্মির আলিঙ্গন করিবে অথবা বৃষণের সহিত লিঙ্গ উৎপাটন করিয়া অঞ্জলির মধ্যে উহা রাখিয়া যে পর্য্যন্ত মৃত্যু না হয় সে পর্য্যন্ত নৈঋ্ত কোণে বরাবর সোজা যাইবে। এইরূপে মৃত্যু হইলে তাহার পাপ নিবৃত্তি হইবে। বন্ধু, একবংশসম্ভূত, সগোত্র এবং শিষ্যের ভার্য্যা পুত্রবধূ এবং ধেনুতে গমন করিয়া গুরুতল্প গমনের সমান প্রায়শ্চিত্তও করিবে। কেহ কেহ বলেন অবকীর্ণির মত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কোন উত্তম বর্ণের স্ত্রী অধমবর্ণের পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিলে রাজা তাহাকে প্রকাশ্যভাবে কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবে অথবা তাদৃশ উত্তম বর্ণের স্ত্রী দূষণকারী পুরুষকে কুকুর দ্বারা ভোজন করাইবে। অবকীর্ণি অর্থাৎ স্খলিতব্রত গর্দ্দভবলি দ্বারা চতুষ্পথে নিঋ্তির পূজা করিবে। পরে ঐ গর্দ্দভের চর্ম্ম এবং উর্দ্ধাঙ্গের লোম পরিধান করিয়া একটি রক্তবর্ণ ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া আপনার কর্ম্ম ব্যক্ত করত প্রত্যহ সাত জনের বাটীতে ভিক্ষা করিবে। এক বৎসর এইরূপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ভয়, রোগ এবং সুপ্তাবস্থায় রেতঃপাত হইলে সপ্ত রাত্র অগ্নীন্ধন ভিক্ষাচরণ করিয়া পরে ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া শুদ্ধ হইবে অথবা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃ স্খলন করে, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ দুই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রহ্মচারী হইলে সূর্য্য উদিত হইলে দণ্ডায়মান হইবে এবং প্রত্যহ একবার করিয়া ভোজন করিবে এবং সূর্য্যাস্ত হইলে সমস্ত রাত্রি গায়ত্রী জপ করিবে। অশুচি বস্তু দেখিয়া প্রাণায়াম করিয়া আদিত্য দর্শন করিবে। অভোজ্য ভোজন বা অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ করিয়া উদর হইতে সমুদায় পুরীষ নির্গত করিয়া তিন রাত্র ভোজন করিবে না; অথবা চেষ্টাশূন্য হইয়া স্বয়ং পতিত ফল অপর কোন পক্ষ নথ জীবে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কুড়াইয়া ভোজন করিবে। বমন করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে। কাহারও প্রতি আক্রোশ মিথ্যা ব্যবহার বা হিংসা করিয়া তিন দিন কঠোর তপস্যা করিবে এবং অসত্য বাক্য বলিয়া বারুণী পাবমানী মন্ত্রদ্বারা হোম করিবে।

বিবাহ যোজন এবং স্ত্রী পুরুষের সংযোগে মিথ্যা বলায় দোষ নাই ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু গুরুর কার্য্যে কখনই মিথ্যা কথা বলিবে না। কারণ গুরুর সম্মুখে সামান্য বিষয়েও মিথ্যা কথা বলিলে পূর্ব্ববর্ত্তী সাতপুরুষকে এবং পরবর্ত্তী সাতপুরুষকে নরকগামী করা হয়। অন্ত্যাবসায়ীর স্ত্রী গমন করিয়া একবৎসর কৃচ্ছ্রব্রত করিবে যদি অজ্ঞান পূর্ব্বক ঐরূপ কার্য্য করে তাহা হইলে দ্বাদশ রাত্র ঐরূপ কার্য্য করিবে। ঋতুমতী গমন করিয়া ত্রিরাত্র কৃচ্ছ্রব্রত করিবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

লোকে যাহার পাপের প্রসিদ্ধি নাই সে অতি গুপ্তভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, যে বস্তুর প্রতিগ্রহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ সেইরূপ বস্তুর প্রতিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়া অথবা প্রতিগ্রহ করিয়া জলে অবস্থান করিয়া "তরৎ সমন্দী" এই চারটি ঋক্‌পাঠ করিবে, অভোজ্য ভোজন করিতে ইচ্ছা হইলে ভূমিদান করিবে, ঋতুরমধ্যে স্ত্রী গমন করিলে জলস্পর্শ (স্নান) করিলেই শুদ্ধি হয়, কেহ কেহ বলেন দশরাত্র পরে ব্রত-অর্থাৎ দুগ্ধমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে, অথবা দুই রাত্র ঘৃত ভোজন করিবে কিম্বা তিন রাত্রি জলমাত্র ভোজন করিবে, দিবার আদিতে এক ভক্ত হইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া লোম, নখ, ত্বক্, মাংস, শোণিত স্নায়ু, অস্থি এবং আপনার মুখে এবং মৃত্যুর আস্যে হোমকরি এই বলিয়া হোম করিবে সকল ভ্রূণ হত্যা কারীরই এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত। অন্যেরা এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য এবং গুরুতল্প গমনে অগ্নে ত্বং পারয় এই মন্ত্র বলিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে অথবা কুষ্মাণ্ড মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘৃতদ্বারা হোম করিবে অথবা পূর্ব্বোক্ত ব্রত ধারণ করিবে অথবা বহুবার প্রাণায়াম করে স্নান করিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্রের জপ করিবে। উহা অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথের সমান শুদ্ধি কারক। অথবা সহস্র বার আবৃত্তি করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

জলের মধ্যে অথবা ত্রিরাবৃত্তি করিয়া অঘমর্ষণ জপ করিয়া আপনাকে পবিত্র করিবে ইহাতেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

অবকীর্ণির ব্রত স্খলিত হইলে কোন্ অংশ কোথায় প্রবেশ করে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন—তাহার প্রাণ মরুতে প্রবেশ করে, বল ইন্দ্রে প্রবেশ করে, ব্রহ্মবর্চ্চস (ব্রহ্মতেজ) বৃহস্পতিতে প্রবেশ করে এবং অপর সকল অংশ অগ্নিতে প্রবেশ করে; এই নিমিত্ত সে অমাবস্যার রাত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্থ ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম করিবে। কামবশত আমি অবকীর্ণি হইয়াছি অবকীর্ণি হইয়াছি কাম কামায় স্বাহা। আমি কামাভিমুগ্ধ হইয়াছি অভিমুগ্ধ হইয়াছি কাম কামায় স্বাহা। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সমিৎ রাখিয়া তাহার উপর অভ্যুক্ষণ করিয়া যজ্ঞ স্থান নির্ম্মাণ করে তাহার সমীপে গমন করিবে তাহার পর সন্মাসিঞ্চতু, এই ঋক্ তিন বার পাঠ করিবে ত্রয়োইমেলোকা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রত্যেক লোকের কর্ম্ম এবং অধিকারে পবিত্র হইবে এইরূপ হোম করিবে, এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে পরে একটি গোরু দক্ষিণা দিবে। অনার্জ্জব এবং পৈশুন ব্যবহার এবং প্রতিষিদ্ধ আচার এবং অভোজ্য ভোজন করিয়া এইরূপই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বুদ্ধিপূর্ব্বক শূদ্রার যোনিতে রেতঃপাত করিয়া অথবা অন্য কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া বারুণী মন্ত্রদ্বারা অথবা অন্য কোন পবিত্র মন্ত্র দ্বারা জল স্পর্শ করিবে; বাক্য এবং মনের কোন রূপ প্রতিষিদ্ধ আচার হইলে পাঁচমহাব্যাহৃতি পাঠপূর্ব্বক প্রাতঃকালে সর্ব্বাস্বাপোবাচামে দহশ্চ আদিত্য পুনাতু স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এবং সায়ংকালে রাত্রিশ্চ মাবরুণশ্চ পুনাতু স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অথবা দেবকৃতাস্য এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আটটি সমিধ দ্বারা হবন করিয়া সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

এক্ষণে কৃচ্ছ্রব্রতসমূহ বিষয়ে বলিতেছি, প্রাতঃকালে হবিষ্যান্নমাত্র ভোজন করিয়া তিন রাত্র আর কিছুই ভোজন করিবে না, পরে তিন দিন নক্তব্রত করিবে, তাহার পর তিন দিন অযাচিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ কাহারও নিকট কিছুই যাচ্ঞা করিবে না; অনন্তর তিন দিন উপবাস করিবে। দিনের বেলা দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে এবং রাত্রিকালে উপবেশন করিবে। অতি অল্পের মধ্যেই কামনা পূর্ণ করিবে এবং সত্য কথা বলিবে, অনার্য্যদিগের সহিত আলাপ করিবে না, নিত্য রুরু বা যৌধ চর্ম্ম ব্যবহার করিবে, প্রত্যেক সবনে 'আপোহিষ্ঠা' ইত্যাদি পবিত্র মন্ত্র পাঠ করিয়া উদক স্পর্শ করিবে। তাহার পর হমায়, মহমায় ইত্যাদি এবং পিণাকহস্তায় নমোনম ইত্যন্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জল দ্বারা তর্পণ করিবে। ইহাই সূর্য্যোপস্থান এবং ইহারাই ঘৃতাহুতির মন্ত্র। দ্বাদশ রাত্রের অন্তে চরুপাক করিয়া উহাদ্বারা নিম্নলিখিত দেবতাদিগের হোম করিবে। হোমের মন্ত্র অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা, ইত্যাদি স্বিষ্টিকৃত এই পর্য্যন্ত। তাহার পর ব্রাহ্মণ তর্পণ করিবে ইহা দ্বারা অতি কৃচ্ছ্রের বিষয়ও বলা হইল। একবার প্রযত্ন দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহাই ভোজন করিবে তৃতীয় কৃচ্ছ্র—জল ভক্ষণ, উহা কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্র। প্রথমোক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, শুচি পবিত্র ও কর্ম্মের যোগ্য হয়, দ্বিতীয় প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া মহাপাতক ব্যতিরিক্ত অপর সকলপাপ হইতে মুক্ত হয়, তৃতীয় প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয় এই তিন প্রকার কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সকল বেদ অধ্যয়নের পর স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, সেইরূপ পুণ্য হয় এবং যে ইহা জানে সে সমুদয় দেবকর্তৃক অনুগৃহীত হয়।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

এক্ষণে চান্দ্রায়ণের বিষয় বলা হইতেছে। চান্দ্রায়ণের নিয়ম উক্ত হইয়াছে কৃচ্ছ্রে' মস্তক মুণ্ডনরূপ ব্রত করিবে এবং পূর্ণিমার পূর্ব্ব দিবস উপবাস করিবে। আপ্যায়স্ব সন্তে-পয়াংসি নবোনব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তর্পণ, আজ্যহোম, ঘৃতের অনুমন্ত্রণ এবং চন্দ্রের উপস্থান করিবে, 'যদ্দেবাদেবহেলনং' ইত্যাদি চারিটি মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে তাহার পর দেব কৃতার্থ এই মন্ত্রদ্বারা অন্তে সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে 'ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব স্তপঃ সত্যং যশঃ শ্রীরূপং সিরৌ-জস্তেজঃ পুরুষ ধন্ম শিবঃ শিব এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গ্রাসকে সংস্কৃত করিবে তাহার পর মনে মনে নমঃ স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিবে। গ্রাসের প্রমাণ এইরূপ করিবে যে অনায়াসে মুখের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। চরু, ভৈক্ষ, শক্তুকণ, যাবক, শাক, দুগ্ধ, ঘৃত, মূল, ফল এবং জল এবং হবিঃ এই সকল দ্রব্য দ্বারা গ্রাস প্রস্তুত করিবে ইহা-দের পরে পরে উল্লিখিত বস্তুই প্রশস্ত। পূর্ণি-মাতে ঐরূপ পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিয়া তাহার পর এক পক্ষ এক একটি করে কমাইয়া ভোজন করিবে এবং আমাবস্থাতে উপবাস করিয়া এক পক্ষ এক একটি গ্রাস বাড়াইয়া ভোজন করিবে, কেহ কেহ ইহাও বলেন এক মাসে এই চান্দ্রায়ণ ব্রত সম্পূর্ণ হয়। এক মাস চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পাপ শূন্য হয় সকল পাপ নষ্ট হয়। দুই মাস চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে আপনার পূর্ব্ব-বর্ত্তী দশজন পরবর্ত্তী দশজন ও আপনাকে এই একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করিবে এবং পঙ্ক্তকে পবিত্রকরিবে এক বৎসর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে চন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হয়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

পিতার মৃত্যুর পর তাহার পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে। পিতার জীবিত অবস্থায় যদি মাতার রজোনিবৃত্তি হয় এবং পিতা ইচ্ছা করে, তাহা হইলেও পুত্রেরা পৈতৃক ধনের বিভাগ করিতে পারে, পিতা ইচ্ছা করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল ধন দান করিয়া অপর পুত্রদিগকে কেবল ভরণপোষণের উপযোগী ধন দান করিতে পারেন। পূর্ব্ব-মত বিভাগ করিলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। জ্যেষ্ঠের বিংশভাগ, দাস দাসী, দুপাটি দাতযুক্ত পশু, রথ এবং গোবৃষ হইবে; কাণ, খোর, কূট এবং বণ্ড পশু মধ্যমের হইবে যদি অনেক মেষ থাকে তাহা হইলে কনিষ্ঠের অংশে একটি মেষ, ধান্য লৌহ, শকট গৃহ এবং একটি করিয়া চতুষ্পদ জীব মিলিবে আর সমুদয় ধন সমান অংশে বিভক্ত হইবে, কিম্বা জ্যেষ্ঠকে উহাদের দুই অংশ দিবে আর সকলে এক এক অংশ পাইবে অথবা জ্যেষ্ঠানুক্রমে এক একটি অংশ অধিক পাইবে, জ্যেষ্ঠ পশুর দশ ভাগ, একটি অনেক শফ এবং একটি বৃষ অধিক পাইবে। জ্যেষ্ঠের পুত্র বৃষের ষোড়শ ভাগ পাইবে অথবা জ্যেষ্ঠের পুত্রের সহিত কনিষ্ঠ-পুত্রের সমান অংশ হইবে। অথবা মাতৃভেদে ভ্রাতাদিগের বিশেষ বিশেষ অংশ হইবে। অপুত্র পিতা অগ্নি এবং প্রজাপতির যজ্ঞ করিয়া ইহার পুত্র আমার পুত্র হইবে এই বলিয়া পুত্রিকা দান করিবে। কেহ বলেন ঐরূপ অভিসন্ধি মাত্র থাকিলেও পুত্রিকা দান হইতে পারে। এই কন্যা পুত্রিকা কিনা এইরূপ সংশয় থাকায় অভ্রাতৃকা কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা হই-য়াছে। যাহাদের সহিত পিণ্ড, গোত্র এবং ঋষিসম্বন্ধ থাকিবে তাহারাও ধনভাগী হইবে, অনপত্যের ধন স্ত্রীর হইবে। অথবা দেবরবতী স্ত্রী অনপত্যের পুত্র কামনা করিবে দেবর ভিন্ন অন্য হইতে উৎপন্ন অপত্য ধন-ভাগী হইবে। অবিবাহিত এবং অপ্রতিষ্ঠিত কন্যারা মাতার স্ত্রীধনে অধিকারিণী হইবে। ভগিনী বিবাহে শুল্ক লব্ধ ধন মাতার মৃত্যুর পর সহোদরদিগের হইবে; কেহ কেহ বলেন মাতার জীবিতাবস্থাতেই অধিকারী হইবে, মৃত ব্যক্তির ধন প্রথমে সংসৃষ্ট অর্থাৎ একান্ন-ভুক্তদিগের মধ্যে বিভক্ত হইবে। সংসৃষ্ট

ভ্রাতার মৃত্যু হইলে অসংসৃষ্টী জেষ্ঠের ধনভাগী হইবে, বিভাগের পর যে ভ্রাতা উৎপন্ন হইবে সে কেবল পৈতৃকধনের অংশ লাভ করিবে। সংসৃষ্টভ্রাতাদিগের মধ্যে যদি একজন বৈদ্য হয় এবং অপরে অবৈদ্য হয় বৈদ্য নিজের উপার্জ্জিত সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে। ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ এই সকল প্রকার পুত্রই পৈতৃক ধনে অধিকারী হইবে। কানীন, সহোঢ়, পৌনর্ভব, পুত্রিকাপুত্র, স্বয়ংদত্ত এবং ক্রীত পুত্রেরা কেবল পিতার গোত্রভাগী হয়, তবে ঔরসাদি পুত্র না থাকিলে পৈতৃকধনের চতুর্থাংশভাগী হয়। ব্রাহ্মণের যদি রাজন্যাগর্ভজাত পুত্র জ্যেষ্ঠ এবং গুণবান হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী পুত্রের সহিত তুল্যাংশ ভাগী হইবে, অন্যরূপ হইলে জ্যেষ্ঠাংশ পাইবে না। কোন ব্রাহ্মণ ধনীর যদি একটি রাজন্যাগর্ভজাত এবং আর একটি বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র থাকে তাহা হইলে রাজন্যাগর্ভজাত পুত্রের সেইরূপ অংশ হইবে যেমন ব্রাহ্মণী পুত্র এবং রাজন্যাপুত্র থাকিলে ব্রাহ্মণীপুত্রের হইত। যদি কোন ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র থাকে এবং অন্য কোন প্রকার পুত্র না থাকে তাহা হইলে ঐ পুত্র যদি পিতার শুশ্রূষা করে তাহা হইলে শিষ্যের নিয়মে ধনভাগী হইবে। কোন ধনীর সবর্ণা স্ত্রীগর্ভজাত পুত্র যদি অন্যায়বৃত্ত হয়, তাহা হইলে কেহ কেহ বলে সে পৈতৃক ধনে অংশভাগী হইবে না। অনপত্য ব্রাহ্মণের ধনে শ্রোত্রিয়ের অধিকার হইবে, অনপত্য অন্য বর্ণের ধনে রাজা অধিকারী। জড় এবং ক্লীবদিগের ভরণপোষণ করিবে। জড়ের পুত্রের অংশ শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রের মত হইবে। উদক, যোগক্ষেম এবং কৃতান্ন ইহাতে বিভাগ নাই এবং দাসীরও বিভাগ নাই। কোন অজ্ঞাত বিষয়ে বক্ষ্যমান লোভশূন্য যুক্তিমান্ অন্যূন দশজন শিষ্ট দ্বারা মীমাংসা করাইবে চার বেদজ্ঞ চার জন (৪) ব্রহ্মচর্য্যগার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ এইতিন প্রকার আশ্রমীর মধ্যে এক একজন সচ্চরিত্র (৩) এবং পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মজ্ঞ তিনজন (৩) (৪+৩+৩=১০) এই দশ জনের নাম পরিষদ্ বলে। ঐরূপ পরিষদের অভাব হইলে বেদজ্ঞ শিষ্ট শ্রোত্রিয় বিবাদ বিষয়ে যেরূপ মীমাংসা করিবেন সেইরূপ করিবে, কারণ সেরূপ ব্যক্তি হইতে কোন প্রাণীর অযথা হিংসা বা অনুগ্রহের সম্ভব নাই। ধর্ম্মিবিশেষে ধর্ম্মবিৎ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন; জ্ঞান অভিনিবেশ দ্বারাই ধর্ম্ম হয়।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গৌতম-সংহিতা সমাপ্ত।

শাতাতপ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

অকৃত প্রায়শ্চিত্ত মহাপাতকী মনুষ্যগণের নরকভোগ অবসানে জন্মান্তরে সেই সেই পাপসূচক চিহ্নযুক্ত শরীর হয়। যত দিবস প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, সেই পাপ-সূচিত চিহ্ন প্রতিজন্মে প্রকাশ পাইবে, প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর এবং পাপকারী যদ্যপি অনুতাপ করে, তাহা হইলে ঐ চিহ্ন সমস্ত পুনর্জন্মান্তরে প্রকাশ পায় না। মহাপাতক পাপের চিহ্ন সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, উপপাতক পাপজ চিহ্ন পঞ্চজন্ম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় অনুপাতক পাপজ চিহ্ন তিন জন্ম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়। মনুষ্যগণের দুষ্কর্ম্মজাত রোগ সমস্ত প্রতীকার বিধান দ্বারা শান্তিপ্রাপ্ত হয়। জপ, দেবপূজা, হোম এবং দান এই সকল কার্য্য দ্বারা ঐ সকল রোগের শান্তি হয়। পূর্ব্বজন্মের যে পাপ, নরকভোগান্ত ব্যাধি-রূপে পাপিগণকে পীড়িত করে, তাহার প্রতীকারের উপায় জপ প্রভৃতি কার্য্য জানিবা। কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাশ, অতিসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত এবং অক্ষিদ্বয়ের বিনাশ ইত্যাদি রোগ সমস্ত মহাপাতক পাপের চিহ্ন সকল জানিবা। জলোদর, যকৃৎ, প্লীহামধ্যে শূল, ব্রণ, ক্ষুদ্রশ্বাস, বহুদিন স্থায়ী অজীর্ণ, জ্বর, ছর্দ্দি, চিত্তভ্রান্তি, মধ্যে মোহপ্রাপ্তি, গলগ্রহ, রক্তার্ব্বুদ এবং বিসর্প প্রভৃতি রোগ সমূহ উপপাতক পাপ হইতে জাত হয়। দণ্ডাপাতনক, গাত্রে চক্রাকার চিত্র বিচিত্র চিহ্ন, শারীরিক কম্প, বিচর্চ্চিকা, বল্মীক এবং পুণ্ডরীক প্রভৃতি রোগ সমস্ত অনুপাতক পাপ হইতে উৎপন্ন, অর্শ (বহু অঙ্গব্যাপি শ্বিত্র গলৎকুষ্ঠ), প্রভৃতি রোগ অতি পাতক পাপ হইতে উৎপন্ন। অন্য প্রকার বহুরোগ পাপসঙ্কর হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকল পাপের নিদান এবং প্রায়শ্চিত্ত ক্রমশঃ উক্ত হইতেছে। সেই সকল মহাপাতকাদি পাপ বিষয়ে বিহিত গোদান্ প্রভৃতি কার্য্যসমূহে, সাধারণ নিয়ম যাহা, তাহা উক্ত হইতেছে। যে স্থলে গোদান বিহিত হইয়াছে, সেই স্থলে সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে। যে স্থলে বৃষ দান উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে সুলক্ষণযুক্ত শুক্ল বস্ত্র এবং কাঞ্চন দ্বারা ভূষিত করিয়া বৃষভ দান করিবে, যে স্থলে ভূমি দান উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে দ্বিজগণকে দশ নিবর্ত্তন পরিমিত ভূমি দান করিবে। দশ হস্ত-পরিমিত দণ্ডের ত্রিশ দণ্ড পরিমাণের নিবর্ত্তন সংজ্ঞা হইয়াছে, (তিনশত হস্ত পরিমিত ভূমি নিবর্ত্তন জানিবে) দশ নিবর্ত্তন পরিমিত ভূমির গোচর্ম্ম সংজ্ঞা হইয়াছে, (তিন সহস্র পরিমিতি ভূমী গোচর্ম্ম) গোচর্ম্ম পরিমিত ভূমী দান করিয়া স্বর্গে বাস করে। যে স্থলে শত নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান বিহিত হইয়াছে, সে স্থলে শতনিষ্কের অর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে, অথবা শত নিষ্কের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে, যে স্থলে অশ্ব দান বিহিত হইয়াছে, সে স্থলে অচঞ্চল মধুর মূর্ত্তি সসজ্জ আভরণাদির সহিত অশ্ব দান করিবে। যে স্থলে মহিষ দান উক্ত হইয়াছে,

সে স্থলে সুবর্ণের অস্ত্রশস্ত্র সংযুক্ত করিয়া মহিষী দান করিবে, মহাদান স্থলে সুবর্ণ ফলকসংযুক্ত হস্তী দান করিবে। দেবতা পূজা বিহিত হইলে লক্ষসংখ্যক উত্তম পুষ্প প্রদান করিবে, দ্বিজ ভোজন বিহিত হইলে, সহস্রসংখ্যক দ্বিজগণকে মিষ্টান্ন প্রদান করিবে। ত্র্যম্বক মহাদেব তাঁহার লক্ষ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া রুদ্র মন্ত্র জপ করিবে। একাদশ রুদ্র জপ করিবে, তদনন্তর গুড়, গুগ্গুল এবং ঘৃত দ্বারা দশাংশ হোম করিয়া বরুণ দৈবত মন্ত্র দ্বারা হোমের দশাংশ অভিষেক করিবে। শান্তি কার্য্য বিহিত হইলে প্রথম নবগ্রহ শান্তি করিয়া পশ্চাৎ প্রমথগণ শান্তি করিবে। ধান্য দান বিহিত হইলে, খারী, অথবা ষষ্টি পরিমিত উত্তম ধান্য দান করিবে, বস্ত্র দান উক্ত হইলে কর্পূর সংযুক্ত পট্টবস্ত্র যুগল দান করিবে। দশ, পঞ্চ, কিম্বা অষ্ট অথবা চারিটি উত্তম ব্রাহ্মণকে নিকটে উপবেশন করাইয়া নিজ কামনানুসারে সঙ্কল্প করণান্তর বিষ্ণুপূজা করিয়া সাধ্যানুসারে দ্বিজগণকে ধেনু দক্ষিণা প্রদান করিবে। যথাশক্তি বস্ত্র এবং অলঙ্কার দ্বারা দ্বিজগণকে অলঙ্কৃত করিয়া রাজদণ্ডানুরূপ স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রার্থনা করিবে, ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞানুসারে যথানিয়মে প্রায়শ্চিত্ত নির্ব্বাহ করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল পরিপূর্ণার্থ দ্বিজগণকে বিধিবোধিতরূপে পূজা করিবে, ব্রাহ্মণগণ (পূজা দ্বারা) সন্তুষ্ট হইয়া (প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত) ব্রতকারী ব্যক্তিকে অনুজ্ঞা প্রদান করিবে, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ মোচন হইয়াছে, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় সকল কার্য্যে অধিকারী, হইয়াছ, এইরূপ ব্রাহ্মণগণের অনুমতি পাইলেই পাপীগণের পাপমোচন হয়। জপকার্য্যে যদ্যপি কিঞ্চিৎ ছিদ্র থাকে, অর্থাৎ অঙ্গহানি হয় কিম্বা তপস্যাকরণে, ছিদ্র হয় অথবা যজ্ঞ কার্য্যে অঙ্গহানি হয়, সেকার্য্য সমস্ত ছিদ্ররহিত হয়, যদি ব্রাহ্মণগণ বলেন তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ যে কথা বলেন, তাহা দেবগণও মান্য করেন, বিপ্রগণ সকল দেবতাস্বরূপ হইতেছেন, সেই নিমিত্ত ব্রাহ্মণের বাক্য অন্যথা হয় না। উপবাস, ব্রত, স্নান, তীর্থগমন জাতফল, এবং তপস্যা এ সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইলে, সে সকল কার্য্যের ফল সম্পন্ন হয় জানিবে। (তোমার কার্য্য) সম্পন্ন হইয়াছে, এই কথা যদ্যপি বিপ্রগণ বলেন, তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাহা অবধারণ করিলে পর, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়, বিপ্রগণ গমনাগমনশীল তীর্থ, সে তীর্থ স্থানে জল নাই বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বরূপ সকল অভিলাষ পূরণ করেন, সেই ব্রাহ্মণগণের বাক্যরূপ উদকদ্বারা মলিনগণ অর্থাৎ পাপীগণ পবিত্র হয়, সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সাধ্যানুসারে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ পুত্রপৌত্রাদির সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্ম-হত্যাকারী পাপী, নরকভোগ করিয়া জন্মান্তরে শ্বেতকুষ্ঠরোগী হইয়া জন্মায়, সেই প্রায়শ্চিত্ত শান্তি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। চারিটী কলসী করিবে, পঞ্চ রত্ন ঐ কলসীমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে, কলস মুখে পঞ্চ পল্লব প্রদান করিয়া শুক্ল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। অশ্বশালাদি সপ্তস্থানের মৃত্তিকা ঐ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তীর্থ জল দ্বারা পূরিত করিবে, পঞ্চকষায় যুক্ত করিয়া, নানা প্রকার ফল যুক্ত করিবে। সর্ব্বৌষধি সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিবে, মধ্যস্থিত কুম্ভের উপরি রৌপ্যনির্ম্মিত অষ্টদল পদ্ম নিঃক্ষেপ করিবে, মধ্যে একটী কুম্ভ স্থাপন করিবে। অর্দ্ধপল পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা চতুর্মুখ ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ঐ মধ্য কুম্ভোপরি স্থাপন করিয়া, ঐ যজমান উত্তম গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদি দ্বারা যথানিয়মে প্রতিদিন পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা ত্রিকালীন পূজা করিবে। ঋগ্বেদী প্রভৃতি চারি জন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক্‌স্থিত কুম্ভ সমীপে

ঋগ্বেদ প্রভৃতি চতুর্ব্বেদ স্বরাশুক্ত হইয়া পাঠ করিবে। তদনন্তর, গ্রহ শান্তি করিয়া মধ্য কুম্ভোপরি ঘৃত সংযোগ করিয়া তিল এবং সুবর্ণ দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। দ্বিজ শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ দিন ব্যাপিয়া উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া উক্ত পীঠোপরি যজমানকে বসাইয়া যথানিয়মে অভিষেক করিবে। তদনন্তর গো, ভূমি, সুবর্ণ এবং তিল শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবে, ঐ দেবমূর্ত্তি আচার্য্যকে সম্প্রদান করিবে। আদিত্য ইত্যাদি মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক বারম্বার পাঠ করিয়া সেই আচার্য্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, এইরূপ নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর, শ্বেত কুষ্ঠ রোগী বিশুদ্ধ হইবে। গোহত্যাকারী নরক ভোগ করিয়া কুষ্ঠ রোগী হয়, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি (শ্রবণ কর) একটী ঘট স্থাপন করিয়া, ঐ ঘটের সকল অবয়ব রক্তচন্দন দ্বারা লিপ্ত করতঃ তদুপরি রক্তপুষ্প প্রদান করিয়া রক্তবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। ঐ ঘটে রক্তবর্ণ কুম্ভ এইরূপ করিয়া দক্ষিণ দিকে স্থাপন করিবে। তিলচূর্ণ দ্বারা পূরিত একখানি তাম্র পাত্র ঐ ঘটোপরি স্থাপিত করিয়া ঐ তাম্রপাত্রোপরি নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত যমরাজ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিবে, আমার পাপ শান্ত হউক ইহা কামনা করত, পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা যমরাজের পূজা করিবে, সেই কলস-সমীপে সামবেদবেত্তাব্রাহ্মণ সামবেদপারায়ণ করিবে। সর্ষপ দ্বারা দশাংশ হোম করিয়া পাবমানী সূক্ত দ্বারা হোম দশাংশ অভিষেক করিয়া যমরাজ প্রতিমূর্ত্তি আচার্য্যকে প্রদান করিবে। যমোঽপি মহিষারূঢ় ইত্যাদি মন্ত্র একমাস উচ্চারণ করতঃ বিসর্জ্জন করিবে। তদনন্তর যম প্রতিমা এবং দক্ষিণা আচার্য্যকে প্রদান করতঃ ব্রাহ্মণ-স্বামিক গোবধ পাপ হইতে নিষ্কৃতি হইবে। পিতৃহত্যাকারী নরকভোগান্তে চেতনা-হীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। মাতৃহত্যাকারী নরক ভোগান্তে অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, উক্ত পাপদ্বয় শান্তি নিমিত্ত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিবে। (ব্রাহ্মণের) বিধানানুসারে ত্রিংশৎ প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, ব্রতাবসানে একপল পরিমিত সুবর্ণময় নৌকা নির্ম্মাণ করাইবে। তদনন্তর রৌপ্য-নির্ম্মিত পূর্ব্ব উক্ত রীত্যনুসারে স্থাপন করিয়া তদুপরি তাম্রপাত্র পূর্ব্বত স্থাপন করিবে, নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা শ্রীবৎসলাঞ্ছন দেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পট্ট-বস্ত্র দ্বারা ঐ মূর্ত্তি বেষ্টিত করতঃ উক্ত দেবের পূজাবিধি-অনুসারে পূজা করিবে। তদনন্তর সেই নৌকা সকল সজ্জাদ্বারা সজ্জিত করিয়া দ্বিজকে দান করিবে, বাসুদেব ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। অন্য বিপ্র-গণকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে, ভগিনী-হত্যাকারী নরক ভোগান্তে বধির হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ভ্রাতৃবধ করিলে মূক (বাক্‌শক্তি রহিত) হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ভ্রাতৃহত্যা পাপের নিষ্কৃতি উক্ত হইতেছে। ভ্রাতৃঘাতী ভ্রাতৃ-হত্যাপাপ শান্তি নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রতান্তে সুবর্ণ ফলসংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে পুস্তকদান করিবে সরস্বতি ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই ব্রহ্মাণীদেবীকে বিসর্জ্জন করিবে। বালকহত্যাকারী মনুষ্য মৃত বৎস হয়, বাল-হত্যার পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়া দিবে, যথানিয়মে হরিবংশ শ্রবণানন্তর মহারুদ্র পূজা করিবে। মহারুদ্র পদে ষড়রঙ্গের সহিত একাদশ রুদ্র এবং তন্মন্ত্রের দ্বারা দূর্ব্বা-করণক অযুত হোম করিয়া একাদশ সংখ্যক নিষ্কপরিমিত স্বর্ণপুত্রিকা দক্ষিণা প্রদান করিবে; কিন্তু একাদশ সংখ্যা যাহা কহিতে-ছেন, তাহা বিত্তানুসারে জানিবে। অশক্ত হইলে ন্যূন স্বর্ণ প্রদান করিবে। আর স্বল্প ব্রাহ্মণে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিয়া বরুণ মন্ত্রদ্বারা স্ত্রী পুরুষকে স্নান করাইবে। তদনন্তর আচার্য্যকে যথাশক্তি বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। গোত্রক্ষয়কারি ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপচিহ্ন কুষ্ঠবিশেষ রোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন। কুষ্ঠীব্যক্তির পাপক্ষয় তদর্থক শত প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করতঃ ভূমি দক্ষিণা প্রদান করিবে। তদনন্তর মহাভারত শ্রবণ করত পাপ হইতে শুদ্ধ হইবে। জন্মান্তরীয় স্ত্রীবধকারী ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপ-সূচিত মূত্রাতিসার

রোগ প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রথমতঃ দশসংখ্যাক অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিবে। তদনন্তর শর্করা ধেনু প্রদান এবং শত সংখ্যাক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তৎপাপ হইতে শুদ্ধ হইবে। জন্মান্তরীয় রাজবধকারী ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপ চিহ্ন ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রথমতঃ গো, ভূমি, হিরণ্য, মিষ্টান্ন দ্রব্য, জল, বস্ত্র এবং ঘৃতধেনু ও তিলধেনু প্রদান করতঃ ক্ষয়রোগ হইতে মুক্ত হইবে। বৈশ্যবধজন্য পাপসূচিত জন্মান্তরে রক্তস্রাব রোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত চতুষ্টয় প্রজাপত্য ব্রত করণানন্তর সপ্তখারী পরিমিত ধান্য উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। জন্মান্তরে শূদ্রঘাতক ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপ চিহ্ন দণ্ডাপতানক রোগ বিশেষ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য ব্রতানন্তর দক্ষিণার সহিত ধেনু প্রদান করিবে। কারু অর্থাৎ শিল্পকারক ঘাতকের জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন সর্ব্বদা রুক্ষভাষী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত শুক্লবর্ণ বৃষভ প্রদান করিলে শুদ্ধ হইবে। গজহননকর্ত্তার জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন সর্ব্ববিষয় কার্য্যে অক্ষম হয়, অর্থাৎ জড় হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে গণেশ প্রতিমা স্থাপন করিবে। অথবা লক্ষ সংখ্যক গণেশ মন্ত্র জপ, তদ্দশাংশ কুলত্থ শাক এবং পূপে দ্বারা হোম করিয়া গণেশমন্ত্র দ্বারা শান্তি করিবে। উষ্ট্রহননজন্য জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন বিকৃত স্বর প্রাপ্ত হয়। তৎপাপক্ষয়ার্থ এক পলপরিমিত কর্পূর প্রদান করিবে। অশ্বঘাতক ব্যক্তির জন্মান্তরে তৎপাপচিহ্ন বক্রতুণ্ড হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এক শত পল পরিমিত চন্দনকাষ্ঠ দান করতঃ শুদ্ধ হইবে। মহিষী বধকারকের জন্মান্তরে তৎপাপ-সূচিত কৃষ্ণগুল্ম রোগগ্রস্ত হয়। এবং গর্দ্দভবধে জন্মান্তরে খররোমা হয়, উভয় প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয় পরিমিত স্বর্ণ নির্ম্মিত প্রতিমা প্রদান করত নিষ্কৃতি হইবে। তরক্ষু অর্থাৎ মৃগবিশেষ বধকারকের জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন কাকের ন্যায় দৃষ্টি হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বর্ণময় ধেনু প্রদান করিবে। শূকর বধকারক ব্যক্তির জন্মান্তরে দন্তুর হয়, তৎপাপ ক্ষয়ার্থ দক্ষিণার সহিত ঘৃত কুম্ভ প্রদান করিবে। হরিণ হননকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে তৎপাপ-সূচিত খঞ্জ হয়। শৃগালবধে বিগতপদ হয়, উভয় পাপক্ষয়ার্থ একপল স্বর্ণের সহিত অশ্ব প্রদান করিবে। অবৈধছাগবধে জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন অধিকাঙ্গ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিচিত্র বসনান্বিত ছাগ প্রদান করিবে। উরভ্র, অর্থাৎ মেষ বধে জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন পাণ্ডুরোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত একপল পরিমিত মৃগনাভি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। জন্মান্তরে মার্জ্জারবধজন্য তৎপাপসূচিত পিঙ্গলোচন চিহ্ন হয়, তৎপাপ ক্ষয়ার্থ নিষ্কপরিমিত স্বর্ণ সহিত পারাবত প্রদান করিবে। শশক বধকারকের জন্মান্তরে পাপচিহ্ন কুব্জকর্ণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ উপাধানের সহিত সতুলিকা শয্যা প্রদান করিবে। সর্পবধকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে তৎপাপসূচিত অতিশয় নিদ্রাতুর হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণার সহিত লৌহনির্ম্মিত সর্প প্রদান করিবে। বৃক অর্থাৎ আততায়ী ভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র বধকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে পাপচিহ্ন কুব্জ হয়, তৎপাপক্ষয়ার্থ কাঞ্চনের সহিত সপ্তখারী পরিমিত ধান্য প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় ময়ূরবধ জন্য তৎপাপচিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলাকৃতি শরীর রোগগ্রস্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয়-পরিমিত স্বর্ণনির্ম্মিত ময়ূর প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় হংসবধ জন্য তৎপাপচিহ্ন জাতুমণ্ডল রোগগ্রস্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তিন পল পরিমিত রৌপ্যময় হংস প্রদান করিবেন। জন্মান্তরীয় কুক্কুটঘাতকের তৎপাপচিহ্ন বক্রনাস হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয় পরিমিত স্বর্ণময় কুক্কুট প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় পারাবতবধকারকের তৎপাপসূচিত পীতবর্ণ হস্তে চিহ্ন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কপরিমিত স্বর্ণ পারাবত প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় শুকশারী বধকারক ব্যক্তি তৎপাপচিহ্ন স্খলিতবাক্য হয়; অর্থাৎ তোতলা হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণার সহিত সৎশাস্ত্র পুস্তক প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় কাকবধকারকের পাপচিহ্ন কর্ণহীন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কৃষ্ণবর্ণ গো প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় হিংসার নিষ্কৃতি যেরূপ কথিত

হইল তাহা ব্রাহ্মণের জানিবে। ক্ষত্রিয়দের অর্দ্ধার্দ্ধ প্রমাণে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। হীনবর্ণ হইলে প্রায়শ্চিত্তের হীন হইবে; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মৃগয়াতে কিম্বা যুদ্ধে বধ করিলে দোষ হইবেক না। যদি ব্রাহ্মণের যজ্ঞাতিরিক্ত যুদ্ধস্থলে গজাদি চতুর্দ্দশ বধ করে; তত্রাপি উত্তরোত্তর সপ্ত সপ্ত বধে কথিত চিহ্ন হইবে। এবং ময়ূরাদি সপ্ত বধে উত্তরোত্তর চতুর্দ্দশ বধে চিহ্ন হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত হয়, প্রাজাপত্য করিয়া সেই পাপশান্তি নিমিত্ত শর্করা দ্বারা সাতটি তুলা পুরুষদান করিবে। মহারুদ্রমন্ত্র জপ করিয়া তিল দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে, এবং বরুণ দৈবত মন্ত্র দ্বারা হোম দশাংশ অভিষেক করিবে। মদ্যপায়ী রক্তপিত্ত রোগী হয়, রক্তপিত্তরোগী মনুষ্য একঘট ঘৃত দান করিবে, এবং অর্দ্ধঘট মধু হিরণ্যযুক্ত করিয়া দান করতঃ সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অভক্ষণীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কৃমিলোদর হয়, সেই পাপশুদ্ধিনিমিত্ত ভীষ্মপঞ্চকে উপবাস করিবে। রজস্বলা স্ত্রী কর্ত্তৃক দৃষ্ট (অন্ন) ভোজন করিয়া কৃমিলোদর হয়, ত্রিরাত্র গোমূত্র এবং যাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। অস্পৃষ্ট বস্তু সংপৃষ্ট (অন্ন) ভোজন করিয়া কৃমিলোদর হয়, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। পরের অন্নভোজনে বিঘ্নকারী অজীর্ণরোগী হয়, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথাবিধি লক্ষ হোম করিবে। উত্তম দ্রব্য সত্বে যে ব্যক্তি কুৎসিত অন্ন দান করে, তাহার জঠরাগ্নি মন্দ হয়, প্রাজাপত্যত্রয় করিয়া একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। বিষদাতা ছর্দ্দিরোগযুক্ত হয়, সেই পাপশান্তি নিমিত্ত দশটি দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। পথরোধকর্ত্তা চরণরোগযুক্ত হয়, সে রোগের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত চরণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অশ্ব দান করিবে। খল মনুষ্য নরক ভোগ করিয়া শ্বাসকাশ রোগী হয়, সে ব্যক্তি ঐ পাপক্ষয় নিমিত্ত সহস্র পলপরিমিত ঘৃত প্রদান করিবে। ধূর্ত্তব্যক্তি অপস্মার রোগী হয়, সে ব্যক্তি সে পাপ ক্ষয় নিমিত্ত ব্রহ্ম কূর্চ্চ করিবার পর ধেনু প্রদান করিয়া একটি গাভী দক্ষিণা দিবে। পরের উপতাপ দান করিলে শূল রোগী হয়, সে পাপমোচন নিমিত্ত সে ব্যক্তি অন্ন দান করিবে, এবং রুদ্র জপ করিবে। বনে যে ব্যক্তি অগ্নিদান করে, সে ব্যক্তি রক্তাতিসাররোগী হয়, সে ব্যক্তি সে পাপক্ষয় নিমিত্ত জলাশয়, অন্নদান এবং বটবৃক্ষ রোপণ করিবে। দেবমন্দিরে এবং জলে, যে ব্যক্তি বিষ্ঠা কিংবা মূত্রত্যাগ করে, সেব্যক্তি পাপের তুল্য ভয়ানক অর্শ কিংবা ভগন্দরাদি রোগযুক্ত হয়, একমাস দেবপূজা, দুইটি গোদান এবং একটি প্রাজাপত্য ব্রতদ্বারা ঐ অপান দেশের রোগ শান্তি হইবে। গর্ভপাত হইতে যকৃৎ, প্লীহা এবং জলোদর, এই তিনটি রোগ জন্মায়, সেই সকল শান্তি নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বিধিবোধিত রূপে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ কিংবা রৌপ্য অথবা তাম্র; এই অন্যতম দ্রব্যে তিন পলের সহিত জল ধেনু প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি প্রতিমা ভঙ্গ করে, সে প্রতিষ্ঠাশূন্য হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত এক বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিদিন অশ্বত্থবৃক্ষে জলসেক করিবে এবং নিজগৃহ্য-কথিত বিধি-অনুসারে অশ্বত্থবৃক্ষের বিবাহ দিবে, তদনন্তর, ঐ বৃক্ষ সমীপে সুপূজিত করিয়া গণেশ প্রতিমা স্থাপন করিবে। কটুভাষী ব্যক্তি খণ্ডিত হয়, সে, দ্বিজগণকে দুই পলপরিমিত রূপা এবং দুগ্ধযুক্ত দুইটি গাভি প্রদান করিবে। পরনিন্দাকারী খল্লীট হয়, সে ব্যক্তি কাঞ্চনযুক্ত করিয়া ধেনুদান করিবে। যে ব্যক্তি পরকে উপহাস করে, সে ব্যক্তি কাণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত মুক্তার সহিত গাভী দান করিবে। সভাস্থলে পক্ষপাতকারী ব্যক্তি পক্ষাঘাতরোগী হয়, সে ব্যক্তি নিষ্কত্রয় পরিমিত সুবর্ণ সত্যপথবর্ত্তী ব্যক্তিকে দান করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের সুবর্ণ যে ব্যক্তি চুরী করে, সে ব্যক্তি কুনখ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ-ত্রয় করিয়া একশত তোলক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে। যে ব্যক্তি তাম্র চুরী করে, নরকভোগান্তে সে ওডুম্বরী (গোদের উপর ডুম্বুর) হয়, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত একটি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া একশত পল পরিমিত তাম্র দান করিবে। কাংস্য হরণকর্ত্তা পুণ্ডরীক রোগী হয়, দ্বিজগণকে অলঙ্কৃত করিয়া একশত পল কাংস্য দান করিবে। পিত্তল হরণকর্ত্তা পিঙ্গ-লাক্ষ হয়, (বিড়াল চক্ষু) তাহার প্রায়শ্চিত্ত একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া একশত পল পিত্তল উত্তম দ্বিজকে অলঙ্কৃত করিয়া দান করিবে। মুক্তাহরণকর্ত্তা পিঙ্গলবর্ণ কেশযুক্ত (কটাচুলো) হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত যথা-নিয়মে উপবাস করিয়া একশত মুক্তাফল দান করিবে। ত্রপু হরণকর্ত্তা মনুষ্য চক্ষুঃ-পীড়া যুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও এক দিবস উপ-বাস করিয়া একশত পল ত্রপু দান দান করিবে। সীসহারী মনুষ্য মস্তকের রোগযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি একদিন উপবাস করিয়া যথানিয়মে ঘৃত ধেনু দান করিবে। দুগ্ধ হরণকর্ত্তা মনুষ্য বহুমূত্র রোগী হয়, সে ব্যক্তি যথানিয়মে ব্রাহ্মণকে দুগ্ধ ধেনু প্রদান করিবে। পুরুষ দধিচৌর্য্য দ্বারা মদবিশিষ্ট হয়, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শুদ্ধিনিমিত্ত দধি ধেনু দান করিবে। মধুচৌর্য্যকারী মনুষ্য চক্ষুঃপীড়াযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি উপবাস করিয়া দ্বিজাতিকে মধুধেনু দান করিবে। ইক্ষুগুড় কিংবা ইক্ষু চিনি, যে ব্যক্তি চুরী করে, সে গুল্মরোগী হয়, সেই পাপশান্তি নিমিত্ত গুড় ধেনু প্রদান করিবে। লৌহ হরণকর্ত্তা মনুষ্য কর্পূর বর্ণ অবয়বযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি এক দিবস উপবাস করিয়া একশত পল লৌহ প্রদান করিবে। তৈলহারী ব্যক্তি কণ্ডুরোগ-যুক্ত হয়, সে ব্যক্তি উপবাস করিয়া বিপ্রকে দুই কলসী তৈল দান করিবে। তণ্ডুল হরণ হেতু দন্তহীন হয়, দুই নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমা দান করিবে। পিষ্টান্ন হরণ হেতু জিহ্বা-রোগ জন্মায়, সে ব্যক্তি লক্ষ গায়ত্রীজপ করিয়া তাহার দশাংশ তিলযুক্ত (ঘৃত) দ্বারা হোম করিবে। ফলহরণকারী মনুষ্য ক্ষত-যুক্ত অঙ্গুলীবিশিষ্ট হইবে, সে পাপ শান্তি নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে অযুতসংখ্যক নানাবিধ ফল দান করিবে। তাম্বূল হরণ করিলে, ওষ্ঠ শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণার সহিত দুইটি উৎকৃষ্ট বিদ্রুম (জাতিপলা) প্রদান করিবে। শাকহরণকারী মনুষ্য নীললোচন হয়, (বিড়াল চক্ষু) হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত, উৎকৃষ্ট নীলমণিদ্বয় প্রদান করিবে। কন্দ এবং মূল দ্রব্য হরণ হেতু হ্রস্বপাণি হয়, সে ব্যক্তি তাহার প্রায়শ্চিত্ত শক্তি অনুসারে দেবমন্দির কিংবা উদ্যান নির্ম্মাণ করিবে। সুগন্ধ দ্রব্য হরণ করিলে দুর্গন্ধাঙ্গ হয়, সে পাপ শান্তি নিমিত্ত অগ্নিতে লক্ষ পদ্ম দ্বারা হোম করিবে। কাষ্ঠহরণকর্ত্তা মনুষ্য ঘর্ম্মযুক্ত করতলবিশিষ্ট হয়, তাহার শুদ্ধি নিমিত্ত দুই পল পরিমিত কুসুম্ভ পুষ্প বিদ্বান্ ব্যক্তিকে দান করিবে। বিদ্যা এবং পুস্তক হরণ করিলে, মূক, (বাকশক্তিরহিত) হয়, সে ব্যক্তি, ন্যায় এবং ইতিহাস পুস্তক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। বস্ত্রহরণকারী মনুষ্য কুষ্ঠরোগী হয়, নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত প্রজাপতিমূর্ত্তি এবং বস্ত্রযুগল দ্বিজকে দান করিবে। মেষলোমহারী মনুষ্য অত্যন্ত লোমযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ অগ্নির মূর্ত্তি কম্বলের সহিত দ্বিজকে প্রদান করিবে। পট্টসূত্র হরণ হেতু মনুষ্য লোম শূন্য হয়, সে পাপশান্তি নিমিত্ত দ্বিজকে ধেনু দান করিবে। ঔষধ অপহরণ করিলে, সূর্য্যাবর্ত্ত রোগী হয়, এক মাস ব্যাপিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে, এবং কাঞ্চন দান করিবে। রক্ত-বস্ত্র, কিম্বা প্রবালাদি যে ব্যক্তি হরণ করে, সে, রক্তবাত রোগী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত মণিরাগযুক্ত করিয়া সবস্ত্র মহিষী দান করিবে, ব্রাহ্মণের রত্নহারী মনুষ্য নিঃসন্তান হয়, সে ব্যক্তি শুদ্ধি নিমিত্ত মহারুদ্র জপাদি করিবে। মৃতবৎস কর্ত্তব্য সকল নিয়ম করিয়া যথাবিধি পলাশ সমিধ দ্বারা দশাংশ হোম করিবে।

দেবদ্রব্য হরণ করিলে নানাপ্রকার জ্বরোৎপন্ন হয়, (জ্বর কি কি প্রকার তাহা বলিতেছেন) জ্বর, মহাজ্বর, রৌদ্রজ্বর এবং বিষ্ণুজ্বর, (এই চারি প্রকার জ্বর জানিবে) জ্বর হইলে, কর্ণে রুদ্রমন্ত্র জপ করিবে, মহাজ্বর হইলে, মহারুদ্র মন্ত্র জপ করিবে. রৌদ্রজ্বর হইলে অতিরৌদ্র জপ করিবে, বিষ্ণুজ্বর হইলে, মহারুদ্র মন্ত্র এবং অতি রৌদ্র মন্ত্র জপ করিবে। নানাবিধ দ্রব্য হরণ করিলে গ্রহণী রোগী হয়, সে ব্যক্তি অন্ন, জল এবং বস্ত্র যথাশক্তি সুবর্ণ দান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

মাতৃগমনকারী ব্যক্তি লিঙ্গহীন হয়, চাণ্ডালস্ত্রীগমন করিলে কোষহীন হয়। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত উত্তরদিকে কৃষ্ণবর্ণ মাল্য দ্বারা ভূষিত এবং কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত একটী ঘট স্থাপন করিবে, তদুপরি কাংস্য পাত্র রাখিয়া, তাহাতে ছয়নিষ্ক দ্বারা নির্ম্মিত নরবাহন কুবেরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া বিশ্বরূপী ধনদাতা কুবেরদেবকে পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে, অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা অথর্ব্ব বেদ পাঠ করাইবে। বিংশতি নিষ্ক সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত একটী সুবর্ণ পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া "আমি নিষ্পাপ হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে পূজা করণানন্তর প্রদান করিবে। তদনন্তর, নিধীনামধিপো দেব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হীন কোষ ব্যক্তি এবং লিঙ্গহীন ব্যক্তি পাপক্ষয় নিমিত্ত ঐ কুবের-প্রতিমা আচার্য্যকে প্রদান করিবে। বিমাতৃগমনকারী মনুষ্য মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগী হয়। সে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কার্য্য দ্বারা সে পাপের নিষ্কৃতি করিবে। শুভদিনে পশ্চিম দিগ্বিভাগে নীল বর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং নীলবর্ণ মালা দ্বারা ভূষিত একটী ঘ স্থাপন করিয়া তদুপরি তাম্র পাত্র রাখিয়া তাহাতে ছয় নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত যাদঃপতি বরুণ স্থাপিত করিবে, তদনন্তর পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা বিশ্বরূপী বরুণদেবকে পূজা করিয়া সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণ দ্বারা সামবেদ পাঠ করাইবে। বিংশতি নির্ম্মিত সুবর্ণ দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া "আমি নিষ্পাপ হইয়াছি," এই কথা ব্যক্ত করত ব্রাহ্মণকে পূজা করত প্রদান করিবে। "যাদসামধিদেব" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত আচার্য্যকে অলঙ্কৃত করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ শান্তিনিমিত্ত নিয়মানুসারে ঐ প্রতিমা প্রদান করিবে। স্বীয় কন্যা গমন করিলে রক্তকুষ্ঠ রোগ হয়। ভগিনী গমন করিলে পীত কুষ্ঠ রোগ হয়। তাহার প্রতিকার নিমিত্ত পূর্ব্বদিগ্বিভাগে পীতবর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং পীতবর্ণ মালা দ্বারা ভূষিত একটী ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি স্বর্ণপাত্র রাখিয়া তাহাতে ছয় নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত দেবরাজ প্রতিমা স্থাপন করিয়া বিশ্বরূপী ইন্দ্রদেবকে পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। যজুঃ, সাম এবং ঋগ্বেদ পাঠ করিবে, দশসংখ্যক সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত সুবর্ণ পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া আমি পাপশূন্য হইয়াছি এই বাক্য প্রয়োগ করত পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। "দেবনামধিপো দেব" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত সে পাপ শান্তি নিমিত্ত আচার্য্যকে যথানিয়ম সহস্রাক্ষ দেবরাজ প্রতিমা দান করিবে। ভ্রাতৃপত্নী গমন করিলে গলৎকুষ্ঠ রোগ জন্মে, স্বীয় পুত্রবধূ গমন করিলে, কৃষ্ণবর্ণ কুষ্ঠরোগ হয়, উক্ত পাপকারী ব্যক্তিদ্বয় পূর্ব্বে উক্ত ব্রতের অর্দ্ধ ব্রত করিবে, যে সকল প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল, ঘৃতাক্ত তিল দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। অগম্যা স্ত্রী গমন করিলে ধ্রুব মণ্ডল (কুষ্ঠবিশেষ) রোগজন্মে। ষষ্টি তিল প্রমাণ কার্পাস ভারযুক্ত কাংস্যস্তনী এবং সবৎসা (লৌহময়ী) ধেনু (সুরভী বৈষ্ণবী মাতা ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত বিধিবোধিত রূপে বিপ্রকে দান করিবে; এই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উক্ত পাপদ্বয় শান্ত হইবে। তপস্বিনী নিয়মস্থা স্ত্রীসঙ্গ করিলে পাথুরী রোগ হয়, সেই পাপ শান্তি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে, বিদ্বান্ বিপ্রকে বিধিবোধিতরূপে মধুধেনু প্রদান করিবে, অথবা এক শত দ্রোণ পরিমিত তিল সুবর্ণের সহিত দান করিবে,

অথবা পিতার ভগিনী গমন করিলে, দক্ষিণ-স্কন্ধে ব্রণ হয়, যথাশক্তি ছাগী দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। মাতুলানী গমন করিলে পৃষ্ঠদেশে কুব্জ রোগ হয়, কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম দান করিলে উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, মাতৃষস্ গমন করিলে বাম অঙ্গে ব্রণ হয়, সম্যক্‌রূপে দান দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। মৃত পত্নীতে উপগত হইলে মৃত পত্নী হয়, সে পাপশুদ্ধি নিমিত্ত একটি ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়া দিবে। জ্ঞাতির স্ত্রী গমন করিলে, ভগন্দর রোগ হয়, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত মহিষী দান দ্বারা হইবে। তপস্বিনী গমন করিয়া মনুষ্য প্রমেহ রোগী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত একমাস ব্যাপিয়া রুদ্র জপ করিয়া যথাশক্তি কাঞ্চন দান দ্বারা হইবে, নিজ দীক্ষিত স্ত্রী গমন করিলে চক্ষুর রক্ত দুষ্ট হয়, সে পাপ-ক্ষয় নিমিত্ত দুইটি প্রাজাপত্য করিবে। নিজ-জাতির পত্নী সঙ্গ করিলে হৃদয় স্থলে ব্রণ হয়, সে পাপ শুদ্ধি নিমিত্ত দুইটি প্রাজাপত্য করিবে। পশুযোনিতে গমন করিলে মূত্রঘাত রোগ হয়, আত্মশুদ্ধি নিমিত্ত তিলপূর্ণ পাত্র দুই খানি দান করিবে। অশ্ব যোনি গমন করিলে গুদস্তম্ভ রোগ হয়, একমাস ব্যাপিয়া মহাদেবের সহস্র সংখ্য পদ্মদ্বারা স্নান করাইবে। এই সকল পাপ করিলে নরক ভোগ করিয়া জন্মান্তরে এ সকল রোগ হয়, পুরুষগণের যে জাতি স্ত্রীগমনে রোগ হয় সেইরূপ স্ত্রীলোকে সে জাতি পুরুষ গমনে সে সকল রোগ হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অশ্ব, শূকর, শৃঙ্গ, পর্ব্বত, বৃক্ষ প্রভৃতি, শকট, উচ্চস্থান, অগ্নি, কাষ্ঠ, শস্ত্র, প্রস্তর, বিষ এবং উদ্বন্ধন দ্বারা মরিয়াছে। ব্যাঘ্র, সর্প, হস্তী, রাজদণ্ড, চোর, শত্রু এবং ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আহত হইয়া যাহারা মরিয়াছে, কাষ্ঠ এবং শল্য দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যাহারা মরিয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত এবং দাহাদি সংস্কার বর্জ্জিত যে সকল ব্যক্তি মরিয়াছে, বিসূচিকা রোগের, অন্নগ্রাস (গলদেশ বদ্ধ হওয়াতে) দাবানল এবং অতিসার রোগ দ্বারা যাহারা মরিয়াছে, সাকিনী প্রভৃতি উৎপাত পীড়িত হইয়া যাহারা মরিয়াছে এবং বিদ্যুৎ-সংযোগে যাহারা মরিয়াছে, অস্পৃশ্য হইয়া কিংবা অপবিত্র হইয়া পাতিত্যজনক পাপ-যুক্ত হইয়া অথবা সন্তানশূন্য হইয়া যে সকল ব্যক্তি মরিয়াছে, উক্ত পঞ্চত্রিংশৎ প্রকারে অবস্থায় যে সকল ব্যক্তি মরে, তাহারা সদ্গতি প্রাপ্ত হয় না। পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ এতিন পুরুষ পিণ্ডভাগী অর্থাৎ এ তিন পুরু-ষের কেবল পিণ্ডদান দ্বারা তৃপ্তি হয়। বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ এ তিন পুরুষ শ্রাদ্ধে পিণ্ডের লেপমাত্র দ্বারা তৃপ্তি হয়, তদুত্তর তিন পুরুষ নান্দীমুখ, তদুত্তর তিন পুরুষ অশ্রু-মুখ। উক্ত দ্বাদশ পুরুষ তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্ত হইলে, সন্তান প্রদান করেন। যদি গতিহীন হ'ন সন্তানগণের বংশ নাশ করেন। ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক দশপ্রকার অপঘাত মৃত্যু প্রাপ্ত পিতৃগণ গর্ভ নষ্ট করেন, অস্ত্রাদি দ্বারা অপঘাত মৃত্যু প্রাপ্ত দ্বাদশজন (গর্ভস্থ) বালক নষ্ট করেন। বিষাদি দ্বারা মৃত্যুপ্রাপ্ত দশ কিংবা দ্বাদশ পুরুষে এক বৎ-সরের বালককে নষ্ট করেন। অনপত্য পিতৃ-লোক অপত্য নাশ করেন। কুমারী গমন যে ব্যক্তি করে, সে বাঘ কর্ত্তৃক হত হয়, যে ব্যক্তি কাহাকে বিষদান করে, সে সর্পাঘাতে হত হয়। রাজপুত্র হত্যাকারী ব্যক্তি রাজদণ্ডে মরে, পশু হিংসাকারী চৌরকর্ত্তৃক হত হয়, বন্ধুবিচ্ছেদ-কারী শত্রু কর্ত্তৃক হত হয়, বকের তুল্য চরিত্র-শালী ব্যক্তি বক কর্ত্তৃক হত হয়। গুরু-হত্যাকারী শয্যাতে মরে, মাৎসর্য্য-যুক্ত ব্যক্তি শৌচবর্জ্জিত হইয়া মরে, অপরের অপকার-কারী ব্যক্তি দাহাদি সংস্কারহীন হইয়া মরে, গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণকারী কুকুর-দংশনে মরে। পাশদ্বারা বনমধ্যে বধ করিলে শূকর কর্ত্তৃক হত হয়, কৃমিবধ করিয়া বস্ত্র করিলে অর্থাৎ গুটিকায় কাপড় করিলে কৃমি অর্থাৎ তৃজাদি কর্ত্তৃক হত হয়। মহাদেবের দ্রোহকারী ব্যক্তি শৃঙ্গীকর্ত্তৃক

আহত হয়, খল মনুষ্য শকট দ্বারা নিহত হয়, পৃথিবী হরণকারী উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া মরে, যজ্ঞধ্বংসকারী অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া মরে। দক্ষিণা অপহরণকারী মনুষ্য দাবানল দ্বারা দগ্ধ হয়, বেদ নিন্দাকারী মনুষ্য শস্ত্রদ্বারা নিহত হয়, দ্বিজনিন্দাকারী মনুষ্য প্রস্তর আঘাতে নিহত হয়, কুবুদ্ধিদাতা বিষপানে নিহত হয়। হিংস্রব্যক্তিগণ রজ্জু প্রদান দ্বারা নিহত হয়, সেতুভঙ্গকারী মনুষ্য জলমগ্ন হইয়া মরে, লৌহ হরণকারী অতিসার রোগ হইয়া মরে। অভিমানের সহিত কার্য্যকারী মনুষ্য ডাকিনী প্রভৃতি উৎপাতগ্রস্ত হইয়া মরে, অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়নশীল মনুষ্য বিদ্যুৎ-সংযোগে মরে। শস্ত্র হরণ কর্ত্তা মনুষ্য অস্পৃশ্য বস্তু যুক্ত হইয়া মরে,মদ্য বিক্রয় কর্ত্তা পাতিত্য-যুক্ত হইয়া মরে, গতিহীন দ্বিজগণে বস্ত্র হরণ কর্ত্তা সন্তান রহিত হইয়া মরে। সে সকল ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ক্রমশঃ কথিত হইতেছে, নিষ্কপরিমিত চতুর্হস্ত হস্তে দণ্ডধারী, মহিষ-পৃষ্ঠস্থিত আসনোপরি উপবিষ্ট প্রেততুল্য শরীরী একটি পুরুষ প্রস্তুত করিবে এবং পিষ্ট পিটুলী) এবং কৃষ্ণতিলদ্বারা এক প্রস্থপ্রমাণে একটি পিণ্ড নির্ম্মাণ করিবে, মধু, ঘৃত এবং শর্করা সংযুক্ত করিয়া সুবর্ণের কুণ্ডলের সহিত মূলদেশ কৃষ্ণবর্ণ নহে একটি এতাদৃশ কুম্ভ, কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত করতঃ সর্ব্বৌষধি যুক্ত করিয়া (স্থাপন করিয়া) তদুপরি ধান্য এবং ফল-সংযুক্ত একখানি পাত্র নিঃক্ষিপ্ত করিবে; সে পাত্রোপরি সপ্ত প্রকার ধান্য এবং ফল অর্পণ করিবে,সে কুম্ভোপরি প্রেতরূপীদেবমূর্ত্তি রাখিয়া পূজা করিবে। পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রতিদিন দুগ্ধ তর্পণ করিবে, সে কলস সমীপে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গ মন্ত্রের সহিত রুদ্র জপ করিবে। যমসূক্তদ্বারা যম পূজাদি করিবে এবং আত্ম শুদ্ধি নিমিত্ত গায়ত্রী জপ করিবে। গৃহশান্তি-অগ্রে করিয়া তিলদ্বারা দশাংশ হোম করিবে। তদনন্তর (পূর্ব্ব নির্ম্মিত) পিণ্ড তিল এবং জলের সহিত "দদামি তস্মৈ"ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ পিতৃতীর্থ দ্বারা অজ্ঞাত নাম গোত্র যে, যমরাজ তাহাকে প্রদান করিবে। জলপূর্ণ (স্মৃতিতা৭ অঃ২৬ শ্লোকের পর মন্ত্র দেখ) কৃষ্ণবর্ণ বায়ুশূন্য কুম্ভ তিলযুক্ত পাত্রের সহিত প্রেত উদ্দেশ করিয়া বিষ্ণুকে দান করিবে। তদনন্তর, সে কুম্ভস্থ জল দ্বারা আচার্য্য স্ত্রী এবং পুরুষকে শুচির্ব্বায়ুধধর ইত্যাদি বরুণ দৈবত মন্ত্র দ্বারা অভিষেক করাইবে। যজমান অভি-ষেকানন্তর আচার্য্যকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। তদনন্তর, শাস্ত্রনিয়মানুসারে নারায়ণ বলি প্রদান করিবে, অগতি প্রাপ্ত হইয়া মৃত ব্যক্তি-গণের সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল। ব্যাঘ্রাদি-কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিগণের বিশেষ বিশেষরূপে প্রায়শ্চিত্ত বিধি উক্ত হইতেছে,—ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্ধার কামনায় অপর কোন ব্যক্তির বিবাহ দিয়া দিবে। সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তির উদ্ধার কামনায় নাগবলি দিবে, সকল বিষয়েই কাঞ্চন দক্ষিণা দিবে। হস্তীকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে চারি নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দান করিবে। রাজদণ্ডে নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে সুবর্ণ নির্ম্মিত পুরুষাকৃতি প্রদান করিবে, চৌর কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে ধেনু প্রদান করিবে, বৈরী কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে বৃষ দান করিবে। ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে যথা শক্তি সুবর্ণ দান করিবে, শয্যাস্থ হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত তুলসীপত্র সংযুক্ত একখানি শয্যা প্রদান করিবে। শৌচহীন অবস্থায় মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নিষ্কদ্বয়পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা প্রদান করিবে। সংস্কারহীন হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অবি-বাহিত কুমারের বিবাহ দিবে, কুক্কুর কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে নিজশক্তি-অনুসারে কিছু ধন মৃত্তিকাতলে নিহিত করিবে। শূকর-কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে দক্ষিণা সহিত মহিষ দান করিবে। কৃমিকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে গোধূমান্ন দান করিবে। শৃঙ্গবিশিষ্ট নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে বস্ত্র-সংযুক্ত বৃষভ দান করিবে। শকটদ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে সজ্জাসহিত ঘোটক দান করিবে। উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে ধান্যপর্ব্বত প্রদান করিবে। অগ্নি দ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে

স্বীয় শক্তির অনুরূপ পাদুকা যুগল দান করিবে, দাবাগ্নি দ্বারা দগ্ধ ব্যক্তির উদ্দেশে গৃহে সভা করিবে। শস্ত্রদ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে দক্ষিণার সহিত মহিষী প্রদান করিবে। প্রস্তরাঘাতে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বৎসের সহিত দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে। বিষপানে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত শস্যোৎপত্তির যোগ্য ভূমি দান করিবে। উদ্বন্ধন দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে, জলমগ্ন হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ত্রিনিষ্ক-পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত বরুণ-প্রতিমা দান করিবে। বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সুবর্ণ দক্ষিণাযুক্ত সুবর্ণবৃক্ষ দান করিবে, অতিসাররোগগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সংযত হইয়া লক্ষ সংখ্যক সাবিত্রী জপ করিবে। সাকিনী উৎপাতগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির যথাবিধি রুদ্র জপ করিবে; বিদ্যুৎপতন দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বিদ্যাদান করিবে। অস্পৃষ্টসংযুক্ত হইয়া মৃতব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বেদ পারায়ণ করিবে, বান্তদ্রব্য—(বমিকৃত দ্রব্য) সংযুক্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সৎশাস্ত্রের পুস্তক দান করিবে। পতিতসংযুক্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ষোলটি প্রায়শ্চিত্ত করিবে, সন্তান রহিত মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত নব্বইটি কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অন্ত্য কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয়পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে, বানরকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সুবর্ণ-নির্ম্মিত বানরমূর্ত্তি দান করিবে, বিসূচিকা-রোগে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, গলদেশে অন্নগ্রাস বদ্ধ হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত তিন ধেনু দান করিবে, কেশরোগগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত আটটি কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দাহাদি করিবেণ তদনন্তর, পিতৃগণ প্রেতত্ব বিমুক্ত হইয়া পুত্রাদি কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলে পর, পুত্র, পৌত্র, আয়ু, আরোগ্য এবং সম্পত্তি দান করেন। বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, শরভঙ্গ নামক শিষ্য তাঁহার নিকট শাতাতপ ঋষি কর্ত্তৃক কথিত কর্ম্মের ফল সমাপ্ত হইল।

শাতাতপ-সংহিতা সমাপ্ত।

বসিষ্ঠ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়

এখন পুরুষগণের মুক্তির জন্য ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা হইতেছে। ধর্ম্ম জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে ও পরলোকে ধার্ম্মিক বলিয়া অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়। বেদবিধি-বিহিত কার্য্যই ধর্ম্ম, বেদবিধি না পাওয়া যাইলে শিষ্টাচারকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণ করিবে। হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর ভাগে যে সকল ধর্ম্ম ও যে সকল আচার প্রচলিত, তৎসমস্তকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিবে। অন্য আচারাদিকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে না, কেননা, তাহা অতিশয় গর্হিত ধর্ম্ম। উক্ত স্থানের নাম আর্য্যাবর্ত্ত ইহা কথিত আছে। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে কেহ কেহ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া থাকেন। ফলতঃ যেখানে যেখানে স্বভাবতঃ কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, তৎ-তৎ সমস্ত দেশেই ব্রহ্মতেজ বর্ত্তমান। এ বিষয়ে ভাল্লব পণ্ডিতগণও মূল প্রাচীন গাথা কীর্ত্তন করেন। "পশ্চিমসমুদ্র ও সূর্য্যের উদয়াচলের মধ্যে যে যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, তৎসমস্ত দেশেই ব্রহ্মতেজ অব্যাহত। ত্রৈবিদ্য বৃদ্ধধর্ম্মবেত্তা জনগণ শুদ্ধি ও শোধন বিষয়ে যে ধর্ম্ম উপদেশ দিবেন তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম এবিষয় সংশয় নাই।" বেদে স্পষ্ট না থাকায় মনু জাতিধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন। সূর্য্যাভ্যুদিত, সূর্য্যাভিনির্ম্মুক্ত, কুনখী, শ্যাবদন্ত, পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, অগ্রেদিধিষু দিধিষূপতি, বীজঘাতী এবং ব্রহ্মঘাতী ইহারা সকলে পাপিষ্ঠ। নিম্ন লিখিত পঞ্চপ্রকার পাপ মহাপাতক বলিয়া কীর্ত্তিত। যথা—বিমাতৃগমন, সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, অশীতিরত্তির অন্যূন ব্রাহ্মণ-স্বর্ণ চৌর্য্য এবং এই সকল পতিত ব্যক্তিগণের সহিত ব্রাহ্ম অর্থাৎ অধ্যয়ন, অধ্যাপন বা যজন, যাজন এবং যৌন সম্বন্ধ। এবিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন, পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অধ্যাপন, বিবাহাদি যৌন সম্বন্ধ, অন্ন ভোজন, পানীয় পান এবং একাসনে অবস্থানাদি করিলে এক বৎসরে পতিত হয়। আরও বলেন "বিদ্যা বিনষ্ট হইলেও পুনরায় তাহা পাওয়া যায়; কিন্তু জাতিবিনাশ হইলে সর্ব্বনাশ। বংশমর্য্যাদাবলে-অশ্বও সম্মাননীয় হয়; অতএব সদ্বংশীয় রমণীকে বিবাহ করিবে।" তিন বর্ণই ব্রাহ্মণের বশে থাকিবে; ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের যে ধর্ম্ম-উপদেশ দিবেন, রাজা তাহা প্রচলিত করিবেন। রাজা ধর্ম্মতঃ রাজ্যশাসন করিলে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য প্রজা সকলের নিকট ধনের ষষ্ঠ-ষষ্ঠ অংশ কর গ্রহণ করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের ইষ্টাপূর্ত্ত (ধর্ম্মকার্য্যের ষষ্ঠাংশের একাংশফল লাভ করিবেন। প্রসিদ্ধি আছে, ব্রাহ্মণই বেদের আদিপ্রকাশক, ব্রাহ্মণই সকলকে আপৎ হইতে উদ্ধার করেন, অতএব ব্রাহ্মণ অনাদি ও কর গ্রহণের অযোগ্য; চন্দ্র, ব্রাহ্মণের রাজা। ইহাই ইহ-পরলোকের মাঙ্গলিক বলিয়া বিহিত।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি। ইহাঁদিগের প্রথম জন্ম মাতৃ-গর্ভে, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নে। এই দ্বিতীয় জন্মে সাবিত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা বলিয়া অভিহিত। বেদশিক্ষা প্রদান করেন বলিয়া আচার্য্যকেই পিতা বলা যায়। ইহাতেও হারীত পণ্ডিতেরা বলেন;—"ইহ-লোকে ব্রাহ্মণপুরুষের নাভির উর্দ্ধস্থিত ও নাভির অধঃস্থিত,—এই দুই প্রকার বীর্য্য। তন্মধ্যে উর্দ্ধস্থিত বীর্য্য দ্বারা অনৌরস সন্তান উৎপন্ন হয়; এই সন্তানোৎপত্তিকে উপনীত করা বা সাধু করা বলে। আর যাহা নাভির অধস্তন বীর্য্য, তদ্দ্বারা ঔরস সন্তান উৎপন্ন হয়; সন্তানের জননী ইহার উৎপাদন ক্ষেত্র। অতএব বেদাধ্যাপক শ্রোত্রিয়কে "তুমি অপূজ্য এই কথা বলিবে না"। অনন্তর কথিত আছে "যতদিন উপনয়ন না হয় ততদিন দ্বিজ-কুমারেরও কোন দ্বিজোচিত কার্য্য নাই। যতদিন দ্বিতীয় বেদজন্ম না হয় ততদিন ইহার শূদ্রবৎ ব্যবহার জানিবে। কেবল পিতৃকার্য্যে বেদোচ্চারণ করিতে পারিবে।" বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার গুপ্তধন। অসূয়া-সম্পন্ন কুটিল এবং ব্রতহীন ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিও না, তাহা হইলেই আমি বীর্য্যবতী থাকিব। যেব্যক্তি বহুপরিশ্রমে সকল কার্য্য দ্বারা আবরণ করে ও নিরতিশয় সুখ-সম্পাদন করে, তাহাকে—সেই গুরুকে পিতা ও মাতা বলিয়া মানিবে। "আমিত কাহারও নিকট উপকৃত নাই" বলিয়া তাঁহার দ্রোহ করিবে না। (এই শ্লোক বিষ্ণুসংহিতাতে অন্য প্রকারে পঠিত হইয়াছে) যে সকল ব্রাহ্মণ অধ্যাপিত হইয়া বাক্য, মন বা কর্ম্মদ্বারা গুরুর প্রতি অসম্মানপ্রদর্শন করে, তাহারা যেমন গুরুর উপকারে আইসে না; সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞানও তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। যাহাকে আপনি শুচি, অপ্রমাদী, মেধাবী ও ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত বলিয়া বুঝিবেন এবং যে ব্যক্তি, "আমি কাহারও নিকট উপদেশ পাই নাই" বলিয়া গুরুদ্রোহ না করিবে, হে ব্রহ্মন্! সেই নিধিরক্ষকের নিকট আমাকে ব্যক্ত করিবেন।" অগ্নি যেরূপ প্রকোষ্ঠ দাহ করে, তদ্রূপ এক বৎসর বেদানুশীলন ত্যাগ করিলে, তাহাও ব্রহ্মতেজ বিনষ্ট করে; সেই ব্যক্তিকে পুনরায় বেদশিক্ষা দিবে না। যে অবিচ্ছেদে বেদচর্চ্চা করে, তাহার শক্তি-অনুসারে তাহাকে বেদ শিক্ষা দিবে।

ব্রাহ্মণের ছয়টী কার্য্য—যথা অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের তিনটী কার্য্য—অধ্যয়ন, যাজন এবং দান। শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালনও তাহার স্বধর্ম্ম; তদ্দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। বৈশ্যজাতিরও অধ্যয়নাদি পূর্ব্বোক্ত তিন কার্য্য তৎবাদে কৃষি, বাণিজ্য, কুসীদ গ্রহণ এবং পশুপালন—বৈশ্যজাতির বৃত্তি। এই বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির কার্য্য। এই সমস্ত শূদ্রজাতির বৃত্তির নিয়ম নাই, কেশরক্ষার নিয়ম নাই এবং বেশের নিয়ম নাই; তবে কেবল মুক্তশিখ হইয়া থাকিবে না। স্বধর্ম্মে জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে, যাহাতে পাপ না হয় এইরূপ অপর বৃত্তি অবলম্বন করিবে; কিন্তু যাহাতে পাপ হয়, এইরূপ বৃত্তি কদাচ আশ্রয় করিবে না। বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইলেও নিম্নলিখিত কতিপয় দ্রব্য বিক্রয় করিবে না—যথা মণি মুক্তা প্রভৃতি, লবণ, পাষাণ, কৌপ, ক্ষৌমবস্ত্র, চর্ম্ম, তন্তুনির্ম্মিত রক্তবর্ণ বস্ত্র, সকল প্রকার কৃতান্ন, পুষ্প, মূল, ফল, গুড়াদি গন্ধ, রস, জল, ওষধিরস, সোমলতা, শস্ত্র, বিষ, মাংস, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি, দুগ্ধ বিকার, মিশ্রিত জল, রাঙ্, লালা, এবং সীস। এ বিষয়ও পণ্ডিতেরা বলেন;—"ব্রাহ্মণ মাংস, গালা বা লবণ বিক্রয়ে সদ্যঃ পতিত হয়, আর দুগ্ধ বিক্রয় করিলে তিন দিনে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়।" গ্রাম্যপশুদিগের মধ্যে যাহাদিগের যোড়াখুর সেই একশফ অশ্ব প্রভৃতি কেশ সম্পন্ন পশু, সর্ব্বপ্রকার আরণ্য পশু, পক্ষী, দংষ্ট্রী জন্তু এবং ধান্যজাতির মধ্যে তিল,—অবি-ক্রেয় বলিয়া কথিত। এ বিষয়েও বলেন;—

"ভোজন অভ্যঞ্জন এবং দান ব্যতীত তিলদ্বারা আর যাহা কিছু করিবে, তাহাতেই তাহাকে কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত বিষ্ঠামধ্যে নিমগ্ন হইতে হয়।" ধান্য বিক্রয়ে জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে, স্বয়ংকৃত কৃষিকার্য্যে তিল উৎপাদন করিয়া তাহা বিক্রয় করিতেও পারে। রসের সহিত সমভাবে বা ন্যূনভাবে, রসের বিনিময় হইতে পারে; কিন্তু রসের সহিত লবণের বিনিময় হয় না। তিল, তণ্ডুল বা পকান্নেরও বিনিময় হইতে পারে জানিবে। মনুষ্যেরও বিনিময় বিহিত আছে। বিনিময় করিয়াও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বার্দ্ধুষিকের অন্ন ভোজন করিবে না। এ বিষয়েও পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন;—"যে ব্যক্তি সমমূল্যে ধান্য লইয়া মহার্ঘ করিয়া বিক্রয় করে, তাহার "বার্দ্ধুষিক" সংজ্ঞা; সেই ব্যক্তি, ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে নিন্দিত। বৃদ্ধি এবং ভ্রূণহত্যাকে তুলাদণ্ডে তোলন করা হয়, তাহাতে ভ্রূণঘাতী ঊর্দ্ধে থাকে এবং বার্দ্ধুষিক নিম্নগামী হয়।" যাহা হউক, ক্রিয়াশূন্য পাপিষ্ঠ বার্দ্ধুষিক ব্যক্তিকে সুবর্ণের চরম বৃদ্ধি দ্বিগুণ ও ধান্যের তিনগুণ প্রদান করিবে। ধান্যানুসারে রস, পুষ্প, মূল এবং ফলের বৃদ্ধি বুঝিয়া লইবে। যাহা ওজন করিয়া দিতে হয় এইরূপ বস্তুর আটগুণ বৃদ্ধি। এবিষয়েও বলেন;—"রাজার অভিপ্রায় অনুসারে দ্রব্যের সুদ নিবৃত্তি হইবে; এবং নূতন রাজার অভিষেক হইলেও আর সুদ চলিবেনা। যথাক্রমে চার বর্ণের নিকট মাসে মাসে প্রতি শতে দুই, তিন, চার এবং পাঁচ অংশ বৃদ্ধি লইবে। বসিষ্ঠ যেরূপ বৃদ্ধি বার্দ্ধুষিককে লইতে বলিয়াছেন তাহা শুন;—প্রতি বিংশতিতে পাঁচমাষা বৃদ্ধি লইবে। তাহা হইলে ধর্ম্মভ্রংশ হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অশ্রোত্রিয়, অনুবাকশূন্য, নিরগ্নি, দ্বিজাতি, শূদ্র-তুল্য। বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় না। এবিষয়ে মনুর শ্লোক উল্লেখ করেন;—"যে দ্বিজ, বেদাধ্যয়ন না করিয়া, অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে ইহজন্মেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।" বণিক্, কুসীদজীবী, শূদ্র-শ্রেষ্ঠ, চৌর এবং চিকিৎসক,—ব্রাহ্মণ হয় না। যে গ্রামে, ব্রত ও অধ্যয়ন বর্জ্জিত দ্বিজাতি, ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, রাজা সেই গ্রামবাসীদিগকে দণ্ড দিবেন; যেহেতু ঐ সকল গ্রামবাসী চোরকে আহার দিতেছে। চারজন বা তিন জন বেদপারগ ব্যক্তিগণ যে ধর্ম্ম বলিবেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাতব্য। অন্য সহস্র ব্যক্তিরও উপদিষ্টধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে। ব্রতমন্ত্র-বর্জ্জিত জাতিমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র উপস্থিত হইলেও সেই মণ্ডলী "পর্ষৎ" হইতে পারে না। মূর্খগণ, ধর্ম্ম না জানিয়া যে ধর্ম্মরহিত কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ করে, সেই পাপ, শতধা বিভক্ত হইয়া বক্তৃমণ্ডলীর প্রতি গমন করে। হব্য ও কব্য, প্রত্যহ শ্রোত্রিয় ব্যক্তিকেই দান করিবে। অশ্রোত্রিয় ব্যক্তিকে দান করিলে দেবতাগণ তৃপ্তিলাভ করেন না। গৃহসমীপে মূর্খ, আর দূরে সুপণ্ডিত ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও ঐ সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেই হব্য কব্য দান করিবে। মূর্খে ব্যতিক্রম নাই। বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ হইলে তাহার অতিক্রমে ব্রাহ্মণাতিক্রম হয় না। কোন ব্যক্তিই জলন্ত অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহুতি প্রদান করে না। কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ এবং অধ্যয়নপরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণ, ইহারা তিনজন কেবল নামধারী মাত্র। রাজ্য-বিদ্বান্ ব্যক্তির ভোজ্য-অন্ন মূর্খে ভোজন করিলে সেই অন্ন নিরর্থক হয় এবং সেইরাজ্যে মহাভয় উপস্থিত হয়। যদি কেহ অপরের অবিদিত নিধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রাজা সেই লাভকারী ব্যক্তিকে ছয় ভাগের একভাগ অর্পণ করিয়া স্বয়ং সমুদয় গ্রহণ করিবেন; আর যদি ষট্‌কর্ম্ম নিরত ব্রাহ্মণ ঐ ধন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন না। আত্মরক্ষার্থ আততায়ীকে বধ করিলে; এ বিষয়ে কিছু মাত্র পাপ নাই—ইহা কথিত আছে। আততায়ী ষড়বিধ। এ বিষয়েও উক্ত হইয়াছে। অগ্নিদ,

বিষদাতা, উদ্যতাস্ত্র, ধনাপহারী, ক্ষেত্রাপাহারী ও দারাপহারী—এই ছয় প্রকার আততায়ী। বেদান্তপারগ ব্যক্তিও যদি আততায়ী হইয়া আইসে, তাহা হইলে সেই হননেচ্ছু ব্যক্তিকে বধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্মঘাতী হইবে না। স্বাধ্যায়-সম্পন্ন সৎকুলজাত ব্যক্তিও আততায়ী হইলে তাহাকে বধ করিবে, তাহাতে ঘাতক ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবে না। কেন না আক্রান্তের ক্রোধাভিমানিনী দেবতা আততায়ীর ক্রোধকে নিবর্ত্তিত করে। ত্রিণাচিকেত, পঞ্চাগ্নি, ত্রি-সুপর্ণবান্, চতুর্ম্মেধা, বাজসনেয়ী, ষড়ঙ্গবিৎ, ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা নারীর বংশ, ছন্দোগ, জ্যেষ্ঠসামগ, মন্ত্র ব্রাহ্মণাভিজ্ঞ ও ধর্ম্মাধ্যাপক, ইহারা এবং যাহার মাতৃপিতৃবংশ শ্রোত্রিয় বলিয়া বিদিত, সেই ব্যক্তি আর বিদ্বান্ স্নাতক ব্যক্তিগণ, পঙক্তিপাবন। ক্রমিক চতুর্বিদ্যা-বিশারদ, চারজন তার্কিক, অঙ্গশাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক, তিন আশ্রমের তিন জন প্রধান ব্যক্তি এই দশ জনের অন্যূন থাকিলে "পরিষৎ" হইবে। যে ব্যক্তি, উপনীত করিয়া সমস্ত বেদ অধ্যাপন করেন তিনি আচার্য্য; যিনি একদেশ অধ্যাপন করেন তিনি গুরু; যিনি বেদাঙ্গ অধ্যাপন করেন তিনিও গুরু। আত্মরক্ষার্থ ও বর্ণসঙ্গের পরিহারার্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য জাতিও শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। ক্ষত্রিয় নিত্যই শস্ত্র গ্রহণ করিবে; কেননা ক্ষত্রিয় রক্ষণকার্য্যে অধিকারী। পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া বসিয়া পাদপ্রক্ষালন ও মনিবন্ধ হইতে করযুগল প্রক্ষালন করিবে। অঙ্গুষ্ঠমূলের উত্তর রেখার নাম, ব্রাহ্মতীর্থ; তথায় জল লইয়া নিঃশব্দে তিনবার আচমন করিবে। দুইবার মুখ সম্মার্জ্জন করিবে; উত্তমাঙ্গস্থিত ইন্দ্রিয় ছিদ্রসকল জল দ্বারা স্পর্শ করিবে। মস্তকে জল দিবে; বাম হস্তে জল লইয়া আচমন করিবে না। যাইতে যাইতে আচমন করিবে না। দণ্ডায়মান শয়ান বা প্রণত হইয়াও আচমন না। আচমন জলে ফেন বা বুদ্বুদ থাকিবে না। ঐ জল হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করিলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হইবে; কণ্ঠপর্য্যন্ত গমন করিলে ক্ষত্রিয় শুচি হয়। বৈশ্য তালুস্পর্শী জলে পবিত্র হয়; আর স্ত্রী শূদ্র, ওষ্ঠস্পর্শী জলে পবিত্র হইয়া থাকে। যাগতর্পণ পুত্র দ্বারাও হইতে পারিবে; যে জল বর্ণদুষ্ট, গন্ধদুষ্ট, রসদুষ্ট, বা কুৎসিত স্থান হইতে আগত, তদ্দারা আচমন করিবে না। মুখনিঃসৃত বিন্দু অঙ্গে পড়িলেও সেই স্থান উচ্ছিষ্ট হইবে না। নিদ্রা, ভোজন, স্নান বা পানের পর, নাচান্ত হইয়াও পুনরাচমন করিবে। বস্ত্রপরিধান বা ওষ্ঠাধরের নির্লোম স্থান স্পর্শ করিলেও পুনরাচমন করা বিধি। শ্মশ্রুতে যদি উচ্ছিষ্টাদির লেশ না থাকে তাহা হইলে তাহা মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও অপবিত্র হইবে না। অপরিহার্য্য দন্তলগ্ন বস্তু দন্তের সামিল। যথাবিধি আচমনের পর মুখমধ্যে কিছু অবশিষ্ট থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিলেই শুচি হইবে। পরকে আচমন করাইতে করাইতে যে সকল জলবিন্দু স্বীয় পাদদ্বয়ে লাগিয়া থাকে তাহারা ভূমিতুল্য বলিয়া কথিত; তদ্দারা উচ্ছিষ্টভাগী হইবে না। আহার স্থানে বেড়াইতে বেড়াইতে যদি উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া ফেলে; তাহা হইলে হস্তস্থিত দ্রব্য মৃত্তিকাতে রাখিয়া আচমন করিবে; পশ্চাৎ পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিবে। যাহাতে যাহাতে অপবিত্রতা শঙ্কা হইবে তাহাতে তাহাতে জলছিটা দিবে। কুক্কুর-হত বন্য পশু, পক্ষিপাতিত ফল বা মাংসাশী পক্ষীর বিনাশিত মাংস এবং বালক ও স্ত্রীলোকদিগের অলক্ষিত আচরণ,—প্রজাপতি বিবেচনা করিয়া এই সকলকে পবিত্র বলিয়াছেন। প্রসারিত পণ্যদ্রব্য এবং স্ত্রীলোকের মুখ নির্দ্দোষ। মশক বা মক্ষিকা যাহাতে বসিবে তাহাও অপবিত্র হইবে না। ভূতলস্থিত জল, এবং গাভী-প্রীতিকর জল প্রজাপতি বিবেচনা করিয়া এতৎ সমস্তকে শুচি বলিয়াছেন। অপবিত্র লিপ্ত বস্তুর জল ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ ও গন্ধ যাইলেই শৌচ হইবে। তৈজস মৃণ্ময় দারুময় এবং বস্ত্র যথাক্রমে, ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন, দাহন, তক্ষণ ও প্রক্ষালন দ্বারা পবিত্র হইবে। প্রস্তর ও মণির শৌচ তৈজসবৎ; শঙ্খ ও শুক্তির শৌচ মণিবৎ; অস্থির শৌচ দারুময় পাত্রের ন্যায়; রজ্জু বিদল (সূর্প প্রভৃতি) ও চর্ম্মের শৌচ

বস্ত্রের ন্যায় জানিবে। গোলাঙ্গুল-কেশ দ্বারা ফল ও চমসের শুদ্ধি। গৌরসর্ষপকল্ক দ্বারা ক্ষৌম বস্ত্রের শুদ্ধি। ভূমির অপবিত্রতা অনুসারে কোন স্থলে সম্মার্জ্জন, কোন স্থলে প্রোক্ষণ, কোন স্থলে উপলেপন, কোন স্থলে বা উল্লেখন দ্বারা শুদ্ধি হইবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলিয়াও থাকেন;—"ভূমি,—খনন, দহন, বর্ষণ, গো-পরিক্রম এবং উপলেপন দ্বারা শুদ্ধ হয়। রজঃ দ্বারা নারীশুদ্ধি," বেগ দ্বারা নদীশুদ্ধি," ভস্ম দ্বারা কাংস্যশুদ্ধি ও অম্ল দ্বারা তাম্রশুদ্ধি হয়। মদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্ম, পূয়, অশ্রু বা শোণিত স্পৃষ্ট মৃণ্ময়পাত্র পুনঃ পাক ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। জল দ্বারা গাত্র-শুদ্ধি হয়। সত্য দ্বারা মন শুদ্ধ হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা ভূতাত্মার শুদ্ধি এবং জ্ঞান-যোগে বুদ্ধি নির্ম্মল হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য, জল দ্বারাই পূত হয়। কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূলে কায়তীর্থ, অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৈবতীর্থ, অঙ্গুলিমূলে মানুষতীর্থ, করমধ্যে আগ্নের তীর্থ এবং তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে পিতৃতীর্থ। রাত্রিতে ও দিবসে "রোচতাং" বলিয়া অন্নের অভিনন্দন করিবে; পিতৃকার্য্যে "স্বদিত" ও আভ্যুদয়িক-কার্য্যে "সম্পন্ন" বলিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রকৃতি ও সংস্কারভেদে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ। ইঁহার (বিরাটপুরুষের) মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় বৈশ্য এবং শূদ্র চরণযুগল হইতে উৎপন্ন—এই শ্রুতিই প্রমাণ। গায়ত্রীচ্ছন্দোযোগে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি, ত্রিষ্টুভছন্দোযোগে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি ও জগতীছন্দোযোগে বৈশ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু শূদ্রকে কোন ছন্দোযোগেই সৃষ্টি করেন নাই; ইহার দ্বারাই শূদ্রের সংস্কারহীনতা বুঝা যাইতেছে। প্রথম তিনবর্ণই শূদ্রের আশ্রয় হইবে। সকল বর্ণই সত্যবাদী, অক্রোধ, দাতা ও হিংসাবিমুখ হইবে এবং সকলেই সন্তানোৎপাদন করিবে। পিতৃকার্য্য, দেবপূজা ও অতিথিসৎকারে পশুহিংসা করিতে পারিবে। মনু বলিয়াছেন; "মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকার্য্য ও দেবকার্য্য—ইহাতেই পশুহিংসা করিবে, অন্যথা পশুহিংসা করিবে না।" প্রাণিহিংসা না করিলে কদাচ মাংস উৎপন্ন হয় না; প্রাণিহিংসাও স্বর্গজনক নহে; অতএব যাগ-যজ্ঞে যে প্রাণিহিংসা হয় তাহা হিংসাই নহে; হিংসা হইলে তাহাতে স্বর্গ হইতে পারিত না।

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অভ্যাগত হইলে তাহার জন্য মহাবৃষভ বা মহাছাগ পাক করিবে; এই-রূপে ইহার আতিথ্য করা নিয়ম। দুইবর্ষ বয়সের পর মরিলে, উদককার্য্য ও অশৌচ গ্রহণ উভয়ই কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, দন্ত-উদ্গমের পর মরিলেই উহা কর্ত্তব্য। মৃত-দেহে অগ্নি লাগাইয়া সেদিকে না চাহিয়া জলে আসিবে। অনন্তর তথায় থাকিয়া বাম দক্ষিণ উভয় হস্তে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক দক্ষিণ-মুখ হইয়া উদককার্য্য করিবে। উদককার্য্য-কারী জ্ঞাতিগণ সংখ্যাতে অযুগ্ম থাকিবে। এই দক্ষিণদিক্ই পিতৃগণের দিক্। গৃহে গমন করিয়া তিন দিন অনাহারে কটশয্যাতে থাকিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে ক্রীতবস্তু দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। সপিণ্ডে দশদিন মৃতাশৌচ বিহিত আছে। মরণ সময় হইতে অশৌচের দিন গণনা। সপিণ্ডভাব সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বিদিত। অপ্রদত্তা স্ত্রীদিগের তিনপুরুষ সপিণ্ডতা; ঐ স্ত্রীলোকের মরণে তাহাদিগের তিনদিন অশৌচ বিজ্ঞাত। প্রদত্তা-নারীর অশৌচ গ্রহণ ভর্ত্তৃকুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণ করিবে। তাহারাও (প্রদত্তা নারীরাও) তাহাদিগের (ভর্ত্তৃবংশীয়দিগের) অশৌচ লইবে। উত্তম শুদ্ধি ইচ্ছুক হইলে মাতা পিতার বীজ নিমিত্তক বলিয়া জননেও অশৌচ জানিবে। এ বিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন;—"সূতকে যদি সূতিকাকে স্পর্শ না করে তাহা হইলে পুরুষের অস্পাস্পৃশ্যতাজনক অশৌচ নাই। কেননা তাহাতে রজই অশুচি; পুরুষের ত আর রজ নাই। ব্রাহ্মণ দশরাত্রে, ক্ষত্রিয় পঞ্চদশরাত্রে, বৈশ্য বিংশতি রাত্রে, এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি, শূদ্রের মরণাশৌচে বা জননাশৌচে ভোজন করে, সে, ঘোর নরক-ভোগ করিয়া তির্য্যগ্যোনিতে উৎপন্ন হয়।

যে ব্যক্তি নিয়োগক্রমেও অশৌচ শেষ না হইতে তাহার পকান্ন ভোজন করে, সে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে ; এবং সেই শরীরের অস্তে তদীয় বৃত্ত্যুপজীবী হয়। (জ্ঞানে) দ্বাদশ মাস, অজ্ঞানে দ্বাদশ অর্দ্ধমাস অনাহারে থাকিয়া বেদসংহিতা অধ্যয়ন করিলে পূত হয় ইহা বিদিত। দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক মলে বা গর্ভপাত হইলে তিন দিন অশৌচ। গৌতম বলেন সদ্যঃশৌচ। দেশান্তরে থাকিয়া মরণ দশদিনের পর শুনিলে একরাত্র অশৌচ। আহিতাগ্নি ব্যক্তি, প্রবাসে মরিলে পুনরায় তাহার সংকার করিতে হইবে ও যথাবথ মরণাশৌচ হইবে, ইহা গৌতম বলেন। যূপ, যতি, শ্মশান, রজস্বলা, সূতিকা বা অশুচিসম্বন্ধ হইলে আচমনপূর্ব্বক শিরঃস্নান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অস্বতন্ত্রা পুরুষপ্রধান রমণীরও যে অগ্নিসংকার এবং উদককার্য্য হইবে না ইহা অলীক বলিয়া জানা যাইতেছে। এ বিষয়ে কথিত আছে ; "বাল্যাবস্থাতে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনাবস্থাতে স্বামী রক্ষণাবেক্ষণ করেন, বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্র রক্ষক হয়। স্ত্রীলোক কদাচ স্বাধীন হইতে পারে না।" মনে মনে স্বামীকে অতিক্রম করিলে, তৎপক্ষে কথিত হইয়াছে "এই স্ত্রীলোকদিগের মাসে মাসে যে ঋতু হয়, তদ্দ্বারা পাপবিনষ্ট হয়"। এই ঋতু স্ত্রীলোকদিগের রহস্য-প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে। রজস্বলা হইলে তিনদিন অশুচি থাকে ; রজস্বলাস্ত্রী অঞ্জন পরিবে না ; জলে অবগাহন করিবে না ; ভূতলে শয়ন করিবে ; দিবসে নিদ্রা যাইবে না ; অগ্নিস্পর্শ করিবে না ; রজ্জু মার্জ্জন করিবে না ; দন্ত ধাবন করিবে না ; মাংস ভোজন করিবে না ; গ্রহনক্ষত্র দর্শন করিবে না ; হাস্য করিবে না ; কোন কাজ করিবে না ; অঞ্জলি করিয়া জলপান করিবে না ; কাংস্য, তাম্র বা লৌহময় পাত্রে জলপান করিবে না। শুনা আছে, ইন্দ্র, ত্বষ্টপুত্র ত্রিশিরা বিশ্বরূপকে হত্যা করিলে তিনি পাপগ্রস্ত বলিয়া বিবেচিত হন। তখন সর্ব্বভূত, ইন্দ্রকে ব্রহ্মঘাতী ! ব্রহ্মঘাতী ! ব্রহ্মঘাতী ! বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল। ইন্দ্র স্ত্রীলোকদিগের নিকট গমন করেন এবং গিয়া বলেন, "তোমরা আমার ব্রহ্মহত্যার তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ কর।" স্ত্রীলোকেরা ইন্দ্রকে বলে ;—"তাহা হইলে আমাদিগের উপকার কি হইবে ?" ইন্দ্র বলেন ;—"যথেচ্ছ বর লও।" তাহারা বলে, "আমরা ঋতুকালে সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইব। কাম ব্যাঘাত করিবনা ; প্রত্যুত সাকল্যে সমর্থ হইব। প্রসবকাল পর্য্যন্ত ইচ্ছামত পুরুষের সহিত মৈথুন ভাবে থাকিতে পারিব এই আমাদিগের বর"। ইন্দ্র সেই বর দিলে তাহারা ব্রহ্মহত্যার তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে। সেই ব্রহ্মহত্যা মাসে মাসে আবির্ভূত হয়। অতএব রজস্বলার অন্ন ভোজন করিবে না। ইহা প্রতি মাসান্তে ব্রহ্মহত্যারই কঞ্চুকবৎ স্বরূপ। ব্রহ্মবাদীরা বলেন রজস্বলা স্ত্রী অঞ্জন পরিবেনা বা অভ্যঙ্গ করিবে না ; কেননা তাহা স্ত্রীলোকদিগের অন্ন ; অতএব তখন তাহার এবং অবীরা নারীর ঐ কার্য্য ব্রহ্মবাদীদিগের সম্মত নহে। একটী প্রসিদ্ধ পরম্পরাগত শ্লোক আছে সেটী এই ;—"যাহারা রজস্বলার সহিত সঙ্গত, এবং যাহারা নিরগ্নি ; বেদাধ্যায়ী হইলেও, সেই সকল গৃহস্থ পাপিষ্ঠ এবং শূদ্র তুল্য।"

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আচারই সকলের পরম ধর্ম্ম ইহা নিশ্চয়। আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহ পরলোকে বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি, আচারবর্জ্জিত ও ভ্রষ্ট, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র এবং দক্ষিণা—ইহারা তাহাকে কোন রূপে নিস্তার করিতে পারে না। বেদ, ছয় অঙ্গের সহিত অধীত হইলেও তাহা আচারহীন ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ করিতে পারেনা। জাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ যেরূপ কুলায় ত্যাগ করে, তদ্রূপ ছন্দোগণ, আচারবিহীন ব্যক্তিকে মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করে। মনোহর স্বার সকল যেরূপ অঙ্গের প্রীতি উৎপাদন করিতে

পারে না, তদ্রূপ ষড়ঙ্গ-সমন্বিত সরহস্য নিখিল বেদও আচার-হীন ব্রাহ্মণকে প্রীত করিতে অসমর্থ। এই মায়াবী কপটাচারীকে বেদগণ পাপ হইতে নিস্তার করেন না। কিন্তু বেদের অক্ষর মাত্র যথাবিধি অধীত হইলে সেই অক্ষরাত্মক অভিলষিত বেদ, তাহাকে যথোচিত পবিত্র করেন। দুরাচার পুরুষ, লোকসমাজে নিন্দিত, সতত দুঃখভাগী, রোগগ্রস্ত এবং অল্পায়ু হয়। আচারের ফল ধর্ম্ম; আচারের ফল ধন; আচার হইতে সম্পত্তি [illegible] রা যায়; আচার দুর্লক্ষণ বিনাশ করে। যে মানব সর্ব্বলক্ষণবর্জ্জিত হইয়াও কেবল সদাচার-সম্পন্ন, শ্রদ্ধালু এবং অসূয়ারহিত, সে শত বর্ষ জীবিত থাকে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, আহার, নির্হার, (বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ), বিহার এবং যোগ গোপনে সম্পন্ন করিবে। বাক্য প্রয়োগ, বুদ্ধি-চালনা ও বীর্য্যপ্রকাশ সাবধানে করিবে; ধন ও আয়ু গোপন করিবে। প্রস্রাব ও বিষ্ঠাত্যাগ এই উভয় কার্য্য দিবসে উত্তরমুখ হইয়া করিবে। এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া করিবে, ইহা হইলে আয়ুঃক্ষয় হইবে না। অগ্নি, সূর্য্য, গো, ব্রাহ্মণ, বা চন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বা উভয়-সন্ধ্যা সময়ে প্রস্রাবাদি করিলে তাহার প্রজ্ঞা বিনষ্ট হয়। নদী, পথ, ভস্ম, গোময়, আজল, কৃষ্টক্ষেত্র, উপ্তবীজক্ষেত্র এবং শাদ্বল ক্ষেত্রে প্রস্রাবাদি করিবে না। রাত্রিতেই হউক আর দিবসেই হউক, ছায়া বা অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রম হইলে এবং প্রাণভয়ে যে দিকে মুখ করিয়া বসিলে সুবিধা হয়, সেইদিকে মুখ করিয়া বসিবে। উদ্ধৃত জল দ্বারা শৌচকার্য্য করিবে, স্নান করিবে না। অনুদ্ধৃত জলদ্বারা শৌচ করিবে না, স্নান করিবে। ব্রাহ্মণ, কুল হইতে সিকতাযুক্ত মৃত্তিকা আহরণ করিবে। জলমধ্যের, দেবালয়ের, বল্মীকের ও ইন্দুরের মৃত্তিকা এবং শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা—এই পঞ্চবিধ মৃত্তিকা অগ্রাহ্য। মূত্রশৌচে লিঙ্গে একবার, বামহস্তে তিনবার ও দুইহস্তে একবার মৃত্তিকা দিবে। বিষ্ঠাশৌচে, মলদ্বারে পাঁচবার, বামহস্তে দশবার এবং দুইহস্তে সাতবার মৃত্তিকা দিবে। গৃহস্থের এইরূপ শৌচ কর্ত্তব্য; ইহার দ্বিগুণ ব্রহ্মচারীর, ত্রিগুণ বাণপ্রস্থের এবং চতুর্গুণ যতির কর্ত্তব্য। আটগ্রাস যতির ভোজ্য, ষোলগ্রাস বানপ্রস্থের ভোজ্য, বত্রিশ গ্রাস গৃহস্থের ভোজ্য, ব্রহ্মচারীর ভোজ্যগ্রাসের পরিমাণ নাই। বৃষভ, ব্রহ্মচারী ও সাগ্নিক এই তিনজন ভোজন করতই কার্য্যসিদ্ধি লাভ করে; অভুক্ত থাকিলে ইহাদিগের সিদ্ধি হয় না। তপস্যা, দান, উপহার, ব্রত, নিয়ম, যাগ, অধ্যয়ন ও ধর্ম্মে যাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, সেই নিষ্ক্রিয়। যোগ, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, দান, সত্য, শৌচ, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও আস্তিকতা এইকয়টী ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যাহারা সর্ব্বতোভাবে দান্ত, যাহাদিগের কর্ণ শাস্ত্রকথায় পরিপূর্ণ, যাহারা জিতেন্দ্রিয়, প্রাণি-হিংসা-পরাঙ্মুখ ও প্রতিগ্রহ-সঙ্কুচিত—সেই সকল ব্রাহ্মণ নিস্তার করিতে সমর্থ। অসূয়া-পরবশ, খল, কৃতঘ্ন ও দীর্ঘরোষ এই চারজন কর্ম্ম-চাণ্ডাল; এতদ্ভিন্ন জাতি-চণ্ডাল আছে। এই সর্ব্ব সমেত চাণ্ডাল পাঁচ প্রকার। দীর্ঘবৈর, অসূয়া, অনৃতভাষণ, খলতা এবং নির্দ্দয়তা এই কয়েকটীকে শূদ্রের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। বেদজ্ঞ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পাত্র; তপস্বী ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পাত্র; আর যাহার উদরে শূদ্রের অন্ন নাই তাহা সকল পাত্রের উৎকৃষ্ট পাত্র। যাহার অঙ্গ শূদ্রান্ন রসে পুষ্ট, সে, নিত্যঅধ্যয়ন-শীল হইলেও, নিত্য হোমযাগ করিলেও ঊর্দ্ধগতি লাভ করে না। যে কোন দ্বিজ, শূদ্রান্ন উদরে থাকিতে মরিলে, সে, গ্রাম্য শূকর হইবে অথবা সেই শূদ্রের বংশে জন্ম-গ্রহণ করিবে। শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে, সেই মৈথুনোৎপন্ন পুত্র যাহার অন্ন তাহারই; সুতরাং তদ্দ্বারা ঐ ব্যক্তির স্বর্গ-সাধন হইবে না। যে ব্যক্তি স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, যৌন সম্বন্ধে বন্ধু, প্রশান্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, পাপভঙ্ক বহুজ্ঞ, অন্নদোষবর্জ্জিত, ধার্ম্মিক, গোরক্ষক এবং ব্রতচর্য্যাবলে ক্ষমাশীল তিনিই পাত্র বলিয়া কথিত। যেমন দুগ্ধ, দধি, ঘৃত বা মধু আমপাত্রে স্থাপিত হইলে, পাত্রের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সেইপাত্র গলিয়া যায় ও সেই সকল রস বিনষ্ট হয়; সেইরূপ অবিদ্বান ব্যক্তি গো, সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, ভূমি এবং তিলাদি প্রতিগ্রহ করিলে কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হয়।

অঙ্গ বা নখ বাজাইবে না। অঞ্জলি করিয়া জল খাইবে না। রাজ ভিন্ন ব্যক্তিকেও হস্ত বা পদ দ্বারা প্রহার করিবে না। জল দ্বারা জল তাড়না করিবে না। ইট মারিয়া ফল পাড়িবে না। ফল, ছুড়িয়া ফল পাড়িবে না। অঞ্জলি করিয়া খৈল লইবে না। ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিবে না এবং কথিত আছে;—"ব্রাহ্মণ, চপলহস্ত ও চপল চরণ হইবে না। অঙ্গচাপল্য করিবে না ইহা শিষ্টাচার। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন বেদ, যাঁহাদিগের বংশপরম্পরাগত, শ্রুতি প্রত্যক্ষ করেন বলিয়া তাঁহারা শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া বিজ্ঞেয়। কোন ব্যক্তিই যাঁহাকে, সৎ কি অসৎ, শাস্ত্রজ্ঞান হীন কি বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সুশীল কি দুঃশীল বলিয়া জানিতে না পারে, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং পরিব্রাজক এই চার আশ্রম। তন্মধ্যে অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যে এক বেদ দুই বেদ বা তিন চার বেদ অধ্যয়ন করিয়া সন্তানোৎপাদনার্থ গৃহস্থ হইবে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, যাবৎ দেহপাত না হয়, তাবৎ আচার্য্যের পরিচর্য্যা করিবে। আচার্য্য পরলোক গত হইলে অগ্নি-পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিবে। আচার্য্য আহবনীয়াগ্নি ইহা বিদিত আছে। বাক্য-সংযম পূর্ব্বক ভিক্ষা করিবে ও দিবসের চতুর্থ কাল ষষ্ঠ কাল বা অষ্টম কালে ভোজন করিবে; গুরুর অধীন থাকিবে; জটিল হইবে বা মাত্র শিখা রাখিবে। গুরু গমন করিলে তাঁহার অনুগমন করিবে, বসিয়া থাকিলে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিবে, শয়ন করিয়া থাকিলে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিবে। গুরু অধ্যয়ন করিতে আহ্বান করিলে অধ্যয়ন করিবে। ভিক্ষালব্ধ সকল দেখাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে ভোজন করিবে। খট্টাতে শয়ন, দন্তধাবন এবং তৈলাভ্যঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। অধ্যয়নাদি সময় ব্যতীত দিবসে দণ্ডায়মান থাকিবে, রাত্রিতে বসিয়া থাকিবে। প্রত্যহ তিনবার করিয়া স্নান করিবে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

গৃহস্থ হইতে হইলে, ক্রোধ ও হর্ষ সংযম করা আবশ্যক। গুরুর অনুমতিক্রমে সমাবর্ত্তন-স্নান করিয়া অসমানগোত্রা অসমান প্রবরা অস্পৃষ্টমৈথুনা বয়ঃকনিষ্ঠা অনুরূপ ভার্য্যা লাভ করিবে। মাতৃপক্ষ ও মাতৃবন্ধু হইতে পঞ্চমী এবং পিতৃপক্ষ ও পিতৃবন্ধু হইতে সপ্তমী কন্যা পর্য্যন্ত অবিবাহ্য। বৈবাহিক অনলে হোম করিবে। সায়ংকালে সমাগত অতিথিকে অন্যত্র যাইতে দিবে না। অতিথির ও অনাহারে তাহার গৃহে থাকা নিষিদ্ধ। থাকবার জন্য ব্রাহ্মণ যাহার গৃহে আসিয়া অনাহারে থাকে, তাহার যে কিছু পুণ্য তৎসমস্ত গ্রহণ করিয়া গমন করে। যে ব্রাহ্মণ এক রাত্রিমাত্র থাকে, তাহাকেই অতিথি বলা যায়। অল্পকাল স্থায়ী বলিয়াই অতিথির "অতিথি" নাম হইয়াছে। এক গ্রামবাসী বিপ্র বা সঙ্গিতিক বিপ্রঅতিথি পদবাচ্য নহে। (আলাপ পরিচয় করিয়া যে জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহার নাম সঙ্গিতিক)। ফলতঃ, অতিথি, কালেই উপস্থিত হউক আর অকালেই উপস্থিত হউক, তাঁহাকে অনাহারে গৃহে রাখিবে না। গৃহস্থ শ্রদ্ধালু ও অলোলুপ হইবে। অগ্নি-আধানে সমর্থ হইলে অনাহিতাগ্নি হইবে না। সোমপানে সমর্থ হইলে সোমযাগশূন্য হইবে না। স্বাধ্যায়, সন্তানোৎপাদন এবং যজ্ঞ গৃহস্থের বিশেষ কর্ত্তব্য। গৃহে অভ্যাগত ব্যক্তিকে, প্রত্যুত্থান করিয়া বসিতে দিয়া, শুইতে দিয়া ও মিষ্টকথা বলিয়া সম্মানিত করিবে। শক্তি-অনুসারে সর্ব্বভূতকে অন্ন দান করিবে। গৃহস্থই যজ্ঞ করেন, গৃহস্থই তপস্যা করেন, অতএব চার আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থই প্রধান। যেমন সমস্ত নদনদীকে সমুদ্রে মিলিত হইতে হয়, সেইরূপ সকল আশ্রমীদিগেরই গৃহস্থের সহিত সঙ্গত হওয়া

অবশ্যম্ভাবী। যেমন সকল প্রাণিগণ, জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ ভিক্ষোপজীবী সকল আশ্রমাবলম্বীরাই গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে। নিত্যস্নায়ী, সতত যজ্ঞোপবীতযুক্ত ও নিত্যস্বাধ্যায়সম্পন্ন যে গৃহীব্রাহ্মণ পতিতান্ন ভোজন করেন না, ঋতুকালে গমন করেন এবং যথাবিধি হোম করেন, তিনি ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হন না।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

বানপ্রস্থ, জটিল হইবে; চীরবস্ত্র বা অজিন পরিধান করিবে; গ্রামে প্রবেশ করিবে না। ফালকৃষ্ট স্থানে থাকিবে না। অকৃষি-জাত (স্বভাবজাত), ফলমূল সংগ্রহ করিবে। ঊর্দ্ধরেতা ও ক্ষমাশীল হইবে। আশ্রমাগত অতিথিকে ফল মূল ভিক্ষা দিয়া সংকৃত করিবে। দানই করিবে, প্রতিগ্রহ করিবে না। তিনবার স্নান করিবে। শ্রাবণক দ্বারা অগ্ন্যাধন করিয়া আহিতাগ্নি হইবে, বৃক্ষমূলবাসী হইবে। ছয় মাসের পর অগ্নিশূন্য ও গৃহশূন্য হইবে। দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে দান করিবে। এই ধর্ম্মাবলম্বী বানপ্রস্থ অক্ষয়-স্বর্গে গমন করে।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

পরিব্রাজক, সর্ব্বভূতকে অভয় দক্ষিণা দিয়া প্রস্থান করিবে। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন ;— "যে দ্বিজ সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদান করিয়া বিচরণ করেন তাঁহারও কদাচ কোন প্রাণী হইতে ভয় হয় না। দান করিয়া যে ভূতলে অবস্থিতি করা যায়, তাহাতে কোন প্রাণীর নিকটে ভয় থাকে না। আর, যে প্রতিগ্রহ করে, সে, জাত ও অজাত প্রাণীর হত্যাপাপে লিপ্ত হয়। সর্ব্বকর্ম্মের ত্যাগ করিবে না। বেদ ত্যাগ করিলে শূদ্র হয়, সেইজন্য বেদ ত্যাগ করিবে না। একাক্ষরই (ওঁ) শ্রেষ্ঠ বেদ; প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠতপস্যা; উপবাস হইতে ভিক্ষা করা শ্রেষ্ঠ; দান অপেক্ষা দয়া প্রধান। মুণ্ডিত এবং মমতা ও পরিগ্রহ শূন্য হইবে। আজ অমুক অমুক বাড়ী যাইব, এইরূপ সর্ব্বদা মনে মনে স্থির না করিয়া সাত ঘর ভিক্ষা করিবে। ধূম দেখা দূর হইলেও মুষলের কার্য্য শেষ হইলে একবস্ত্র বা চর্ম্ম পরিধানে ভিক্ষা করিতে বাহির হইবে। গো-দর্শন, ছিন্ন তৃণ দ্বারা শরীর বেষ্টন করিয়া স্থণ্ডিলে শয়ন করিবে। অনেকদিন একস্থানে থাকিবে না, মনে মনে জ্ঞানাভ্যাস করত গ্রামের প্রান্তভাগ, দেবালয়, শূন্যাগার, বা বৃক্ষমূলে অবস্থান করিবে। নিয়ত অরণ্যাচারী হইবে; যে স্থান পর্য্যন্ত গ্রাম্যপশু দেখা যায় তথায় বিচরণ করিবে না। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন ;—নিয়ত অরণ্যবাসী, জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সুখে বিতৃষ্ণ, অধ্যাত্ম-চিন্তাপরায়ণ, উপেক্ষাশীল সন্ন্যাসীর পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। পরিব্রাজক চিহ্ন অব্যক্ত ও আচার অব্যক্ত থাকিবে; উন্মত্ত বেশে উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিবে। জগতে শব্দশাস্ত্রে পরায়ণ হইলে মোক্ষ হয় না; প্রতিগ্রহ-নিরন্তর মুক্তি হয় না; ভোজন ও পরিধানে ব্যতিব্যস্ত ব্যক্তির বা রম্যগৃহে প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিরও মুক্তি হয় না। উৎপাত কথন, সুনিমিত্ত কথন, জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা প্রকাশ, ধর্ম্মোপদেশ বা বাদবিতণ্ডাদি দ্বারা কদাচ ভিক্ষালাভে প্রয়াসী হইবে না। ভিক্ষা লাভ না করিলে বিষণ্ণ হইবে না, লাভ করিলেও হৃষ্ট হইবে না। বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যাহাতে মাত্র প্রাণধারণ হয় তাবন্মাত্র আহার করিবে। যে ব্যক্তি, কুটীর, জল, বস্ত্র, আসন ও গৃহাদিতে নিঃসঙ্গ সেই সর্ব্বোত্তম মুক্তিমার্গ-বেত্তা। ব্রাহ্মণকুলে যাহা পাইবে সন্ধ্যাসময়েও তাহাই ভোজন করিবে। কেবল, মধু, মাংস ঘৃত ভোজন করিবে না। নিয়ম আছে, সায়ংকাল ও দিবাভাগ, যথাক্রমে যতি ও সাধু গৃহস্থদিগের ভোজন প্রীতির কাল। অথবা গ্রামেই থাকিবে, কৌটিল্য করিবে না; গৃহ-বাসী হইবে না; অসঙ্কসুক অর্থাৎ স্থিরমতি বা অসঞ্চয়ী হইবে। কাহারও সহিত ইন্দ্রিয় সংসর্গ করিবে না। হিংসা ও অনুগ্রহ পরি-

ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতের প্রতি উপেক্ষাশীল হইবে। সকল আশ্রমীরাই খলতা, মৎসর, অভিমান, অহঙ্কার, অশ্রদ্ধা, কৌটিল্য, আত্ম-প্রশংসা, পরনিন্দা, দম্ভ, লোভ, মোহ, ক্রোধ এবং অসূয়া পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মিষ্ঠ শুচি ব্রাহ্মণ, সদা যজ্ঞোপবীতধারী ও জলপূর্ণ কমণ্ডলুধারী হইবে। শূদ্রের অন্নপান ত্যাগ করিবে; ইহাতেই ব্রহ্মলোক হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ গৃহদেবতাগণকে বলি প্রদান করিবে। শ্রোত্রিয় বা ব্রহ্মচারীকে অন্নদান করিয়া পিতৃলোককে অন্ন দিবে; অনন্তর অতিথিকে ভোজন করাইবে; অনন্তর বন্ধুবর্গকে ভোজন করাইবে। তবে পরিবারস্থ ব্যক্তির মধ্যেও কুমার, বালক, বৃদ্ধ ও তরুণী প্রভৃতিকে পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও আহার দিবে। অনন্তর অন্যান্য পরতন্ত্র প্রাণী—কুকুর, চাণ্ডাল, পতিত ও কাকদিগের উদ্দেশে ভূমিতে অন্ন দিবে। শূদ্রগণকেও উচ্ছিষ্ট প্রদান করিতে পারিবে, সংযমী গৃহস্থ, শেষ ভোজন করিবে। যদি বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর, অতিথি আগমন করে, তাহা হইলে সর্ব্বোপকরণ সহিত পুনঃ পাক হইবে। ইঁহার জন্য বিশেষ করিয়া অন্ন পাক করা উচিত; কেননা, শুনা আছে অগ্নি ব্রাহ্মণ-অতিথিরূপে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। অতএব ইঁহাকে ভোজন করাইয়া সেবা শুশ্রূষা করিবে, সীমান্তপর্য্যন্ত অনুগমন করিবে অথবা অনুজ্ঞা পাইলে কিয়দ্দূর গিয়াই ফিরিয়া আসিবে। কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে দিনের চতুর্থবেলা অতিক্রান্ত হইলে, পিতৃগণকে অন্ন দিবে। পূর্ব্বদিন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়া পরদিন যতি, পরিণতবয়স্ক, দুষ্কর্ম্মবর্জ্জিত সাধু গৃহস্থ শ্রোত্রিয়, শিষ্য এবং গুণবান্‌ শিষ্য, শিষ্য দিগকেও ভোজন করাইবে। কিন্তু বিলগ্ন, শুক্র রোগী, বিগৃধি, শ্যাবদন্ত, কুষ্ঠী ও কুনখী দিগকে শ্রাদ্ধ পাত্রে ভোজন করাইবেনা। তবে এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন;—"যদি মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পংক্তিদূষক শারীরিক রোগে আক্রান্ত হন, তাহা হইলেও তিনি অদূষ্য এবং পংক্তিপাবন,—যম এই কথা বলেন।" শ্রাদ্ধের উচ্ছিষ্ট দিনান্ত পর্য্যন্ত অন্তরিত করিবে না। যাহাদিগের উদককার্য্য হয় নাই তাহারা যাবৎ সূর্য্যাস্ত না হয়, তাবৎ আকাশপতিত ধারা পানকরে; তাহারা উচ্ছিষ্টরসেই পরিপুষ্ট, সূর্য্যাস্তের পর উচ্ছিষ্ট রসধারা অক্ষয় ক্ষীরধারারূপে, জঙ্গমভাবে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। শ্রুতি আছে, ইহা সংস্কারের পূর্ব্বে পরলোকগত ব্যক্তিদিগের "প্রবেশন।" উচ্ছিষ্ট ও উচ্ছেষণ উভয়ই ইহাদিগের প্রাপ্যভাগ,—মনু ইহা বলেন। লেপজলের সহিত বিকীর্ণ ভূমিগত অন্ন "উচ্ছেষণ।" অসংস্কৃত নিঃসন্তান অল্পায়ুদিগের জন্য তাহা প্রদান করিবে। উভয় শাখাযুক্ত অন্ন পিতৃগণকে নিবেদন করিবে। দুষ্টচিত্ত অসুরগণ অন্ন পরিবেশন সময়ে ছিদ্র অন্বেষণ করে; অতএব কুশযুক্ত হস্তে অথবা পাত্রস্পর্শ করিয়া অন্ন পরিবেশন করিবে। তাহাতে উচ্ছেষণদ্বয় বর্ত্তমান থাকে। সুসমৃদ্ধ হইলেও দৈবপক্ষে দুই জন এবং পিতৃপক্ষে তিন জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, অথবা উভয়পক্ষেই এক এক জন ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে। ব্রাহ্মণবাহুল্যের আড়ম্বর করিবে না। ব্রাহ্মণ বাহুল্য,—সৎক্রিয়া, দেশ, কাল, শৌচ ও ব্রাহ্মণোৎকর্ষ এই পাঁচ প্রকার অঙ্গ হানি করে। অথবা বেদপারগ, সুশীল, সর্ব্বকুলক্ষণ-বর্জ্জিত একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যদি একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করায় তাহা হইলে দৈবপক্ষ নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে?—বলিতেছি; প্রকৃত সকল অন্নের কিঞ্চিদংশ উদ্ধৃত করিয়া দেবপক্ষে রাখিয়া অনন্তর পিতৃশ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিবে। কিঞ্চিৎ অন্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে বা ব্রহ্মচারীকে দিবে। অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ব্রাহ্মণগণ যতক্ষণ মৌনী হইয়া ভোজন করেন, যতক্ষণ অন্নের গুণ কথিত না হয়, ততক্ষণ পিতৃগণ ভোজন করিয়া থাকেন। অন্নগুণ বক্তব্য নহে; পিতৃগণ উত্তমভাবেই তর্পিত হন। পিতৃগণের তৃপ্তি হইবার পর অন্নের প্রশংসা করিবে। শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি মাংস প্রতি

ত্যাগ করে, সে হত পশুতে যতগুলি রোম ছিল তাবৎকাল নরকে ভোগ করে। দৌহিত্র, কুতপ এবং তিল এই তিন বস্তু শ্রাদ্ধে পবিত্র। শৌচ, অক্রোধ এবং অত্বরা এই তিন সামগ্রী শ্রাদ্ধীয় অন্নকে প্রশস্ত করে।" দিবসের অষ্টম ভাগে সূর্য্যের অবস্থান্তর হয়, সেই সময়ের নাম "কুতপ"। সেই সময়ে পিতৃগণকে যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিয়া বা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া মৈথুন করে, তাহার পিতৃগণ সেই মাস রেত ভোজন করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ করিয়া বা শ্রাদ্ধীয়ান্ন ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করিলে, যে কোন যোনিতে উৎপন্ন হইবে, সে জন্মে তাহার বিদ্যা-লাভ হয় না, এবং অল্পায়ু হয়। যেমন পক্ষীগণ অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিলে আশাযুক্ত হয়, সেইরূপ পিতৃ পিতামহ প্রপিতামহ উৎপন্ন পুত্রের উপর আশান্বিত হন। দরিদ্র ব্যক্তি, বর্ষাকালে মঘা-ত্রয়োদশীতে ও অন্যান্য উপযুক্ত সময়ে মধু, মাংস, শাক, দুগ্ধ ও পায়স দ্বারাও শ্রাদ্ধ করিবে। যে পুত্র সন্তানবর্দ্ধন পিতৃকার্য্যে তৃপ্তিকারক এবং দেবতুল্য-ব্রাহ্মণ-সম্পত্তি-যুক্ত, পূর্ব্বপুরুষগণ তাহার অভিনন্দন করেন। যেমন কর্ষকগণ উত্তম বৃষ্টি দেখিলে আনন্দিত হয়, সেইরূপ পিতৃগণ তাহার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করেন। যে পুত্র গয়াতে গিয়া শ্রাদ্ধ করে, পিতৃগণ তদ্দ্বা-রাই পুত্রবান্ হন। শ্রাবণী পূর্ণিমা, অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা, এবং অন্বষ্টকাত্রয়—ইহাতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। উত্তম দ্রব্য পুণ্যদেশ ও প্রশস্ত ব্রাহ্মণসন্নিধানও শ্রাদ্ধ করিবার নিয়মিত কাল। যে ব্রাহ্মণ আহিতাগ্নি, তিনি দর্শ পূর্ণমাস যাগ, অগ্রয়ণ যাগ, চাতুর্ম্মাস্য যাগ, পশু-যাগ ও সোমযাগ করিবে। নিয়মিত ও বিস্তৃত এই ঋণের বিষয় বিদিত আছে; দেব-গণের নিকট যজ্ঞ-ঋণ; পিতৃগণের নিকট সন্তান-ঋণ এবং ঋষিগণের নিকট ব্রহ্মচর্য্যঋণ,—ব্রাহ্মণ তিন ঋণে ঋণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তবে ইনি যাগশীল, পুত্রবান এবং কৃতব্রহ্মচর্য্য হই-লেই ঋণমুক্ত হন। গর্ভাষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, গর্ভ একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয়ের এবং গর্ভ দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়া বিধি। ব্রাহ্মণের দণ্ড পলাশ বা বিল্ববৃক্ষ সম্ভূত, ক্ষত্রিয়ের দণ্ড বটবৃক্ষসম্ভূত এবং বৈশ্যের দণ্ড উড়ুম্বর বৃক্ষসম্ভূত হইবে। ব্রাহ্মণের উত্তরীয় কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের উত্তরীয় রুরুমৃগের চর্ম্ম; গো কিম্বা ছাগের চর্ম্ম বৈশ্যের উত্তরীয়; শুক্লবর্ণ অহত বস্ত্র ব্রাহ্মণের পরিধেয়; মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত বস্ত্র ক্ষত্রিয়ের পরিধেয় এবং হরিদ্রাবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র বৈশ্যের পরিধেয় অথবা অলোহিত কার্পাস বস্ত্র সক-লেরই পরিধেয়। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে ভবৎশব্দ প্রয়োগ করিয়া, ক্ষত্রিয় মধ্যে ভবৎ শব্দ দিয়া এবং বৈশ্য অন্তে ভবৎ শব্দ যোগ করিয়া ভিক্ষা চাহিবে। গর্ভ ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের, গর্ভ দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষত্রি-য়ের এবং গর্ভ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বৈশ্যের উপনয়নের কাল থাকে। ইহার পর অনুপনীত থাকিলে পতিত সাবিত্রীক অর্থাৎ গায়ত্রীতে অনধিকারী হয়। তাহাদিগকে আর উপনয়ন দিবে না, অধ্যয়ন করাইবে না, যাজন করাইবে না, তাহাদিগের সহিত বিবাহ দিবে না। "পতিত সাবিত্রীক" ব্যক্তি উদ্দালক ব্রত করিবে। দুই মাস যাবক পান করিয়া এক মাস মাক্ষিক মধুপান করিয়া, আট দিন ঘৃত পান করিয়া, ছয় দিন অযাচিত আহারে এবং তিন দিন জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। এক অহোরাত্র উপবাসী থাকিবে, ইহার নাম উদ্দালক ব্রত। কিম্বা কাহারও অশ্বমেধ যজ্ঞে অভৃথ স্নান করিবে, অথবা ব্রাত্যস্তোম যাগ করিবে। (প্রায়শ্চিত্তের পর উপনীত হইবে)।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর, স্নাতকব্রত উক্ত হইতেছে। স্নাতক ব্রাহ্মণ, গচ্ছিত ভিন্ন কাহারও নিকট অন্য কিছু যাচ্ঞা করিবে না। তবে ক্ষুধার্ত্ত হইলে রাজা বা শিষ্যবর্গের নিকট সিদ্ধান্ন, আমান্ন, ক্ষেত্র, গ্রাম, সবৎস ছাগ মেষ, সুবর্ণ, ধান্য অথবা অন্য কোন খাদ্য যাহা হউক কিছু যাচ্ঞা করিবে। কেননা, এই উপদেশ আছে স্নাতক

ব্যক্তি যেন ক্ষুধার আতিশয্যে অবসন্ন না হন। নদীতে সহসা অবগাহন; রজোদুষ্টা বা অযোগ্যা নদীতে একবারেই অবগাহন করিবে না; কুলঙ্কুল হইবে না, বিস্তৃত বৎস-রজ্জু অতিক্রম করিবে না; উদয়কালে অস্তকালে ও যে সময়ে আকাশমধ্যগত হইয়া তাপ দেন, তখন সূর্য্যদর্শন করিবে না। জলে প্রস্রাব বিষ্ঠা নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না। মূত্র বিষ্ঠাত্যাগ করিবার সময়ে মস্তক বস্ত্রবেষ্টিত করিবে। অযজ্ঞিয় তৃণদ্বারা ভূতল আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি প্রস্রাব বাহে করিবে। দিবসে উত্তর মুখ ও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ হইয়া ঐ কার্য্য করিবে, সন্ধ্যাকালে হইলেও উত্তর-মুখ হইয়া বসিবে। কথিত আছে "অন্তর্ব্বাস, বহির্ব্বাস, যজ্ঞোপবীতদ্বয়, যষ্টি এবং জল-পূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ,—স্নাতকগণের নিত্যকার্য্য। জল, হস্ত ও কাষ্ঠ শুচি ও পবিত্রতাজনক বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব হস্ত ও জল দ্বারা কমণ্ডলুমার্জ্জন করিবে। প্রজাপতি মনু ইহাকে "পর্য্যগ্নিকরণ" বলিয়াছেন। নিত্যকার্য্য সকল করিয়া শৌচজ্ঞ স্নাতক, পশ্চাৎ আচমন করিবে।" পূর্ব্বমুখ হইয়া তীভাবে অন্ন ভোজন করিবে। ক্ষুদ্রগ্রাস লইয়া অঙ্গুষ্ঠসমেত মুখে দিবে। মুখশব্দ করিবে না। ঋতুকালে নিজ পত্নীতে উপগত হইবে, অন্য সময়েও গমন করিতে পারিবে। পর্ব্বে কখন স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। পণ্ডিতেরা বলেন;—যে ব্যক্তি অব্যভিচারে রতি-ধর্ম্মপালন-তৎপরা পরিণীতা ভার্য্যার মুখে মৈথুন ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহার পিতৃগণ, সেই মাস রেতঃ পান করিয়া থাকেন। "যে সকল স্ত্রীলোকের প্রসব আজ কাল হইবে তাহারাও স্বামিসহবাস করিতে পারিবে" জানা যায়। ইন্দ্র স্ত্রীলোকের প্রতি এই পাবন বর প্রদান করিয়াছেন। উন্নতবৃক্ষে আরোহণ করিবে না, কূপে নামিবে না; অগ্নিতে ফুৎকার দিবে না। একদিকে অগ্নি ও অন্যদিকে ব্রাহ্মণ—মধ্যস্থল দিয়া গমন করিবে না। দুই দিকে অগ্নি বা দুই দিকে ব্রাহ্মণ থাকিলেও মধ্যস্থল দিয়া যাইবে না। তবে অনুমতি পাইলে যাইতেও পারে। ভার্য্যার সহ একত্র ভোজন করিবে না; করিলে নির্ব্বীর্য্য সন্তান উৎপন্ন হয়; ইহা বাজসনের সংহিতাতে জানা যায়। ইন্দ্রধনুর "ইন্দ্রধনু" এই নাম কীর্ত্তন করিবে না; "মনিধনুঃ" বলিবে। পলাশ কাষ্ঠের আসন, পাদুকা ও দন্তধাবন গ্রাহ্য করিবে না। কোলে রাখিয়া ভোজন করিবে না; অধঃস্থাপিত পাত্রে ভোজন করিবে না। বেণুদণ্ড ও স্বর্ণময় কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিবে। স্বর্ণময় মাল্য ব্যতীত অন্য মালা প্রকাশ্য ধারণ করিবে না। সভাসমিতিতে সংস্পৃষ্ট হইবে না। পণ্ডিতেরা বলেন;—"বেদসকলকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য না করা, সর্ব্বত্র ঋষিগণের অব্যবস্থা বিবেচনা এবং নিজকৃত প্রত্যক্ষযুক্তি, ইহাতে আত্মা অধঃপতিত হয়।" অনাহূত হইয়া যজ্ঞে যাইবে না; যখন গমন করিবে তখন বহুবৃক্ষ-সঙ্কুল বা সম্মুখ-সূর্য্যপথ আশ্রয় করিবে না। নদীতে সাঁতার দিবে না; শেষ রাত্রে উঠিয়া অধ্যয়ন করিবে; আর শয়ন করিবে না; ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া নিজ নিয়ম পালন করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর, স্বাধ্যায় এবং উপাকর্ম্মের কথা বলা যাইতেছে;—শ্রাবণী পূর্ণিমা অথবা ভাদ্রী পূর্ণিমাতে অগ্ন্যাধান করিয়া দেবতা ও বেদ উদ্দেশে হোম করিবে। ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইয়া দধি ভোজনানন্তর সাড়েচার মাস বা সাড়ে পাঁচমাসের পর নির্জ্জনে—অরণ্যে উৎসার্গধ্য কর্ম্ম করিবে। তৎপরে শুক্লপক্ষে বেদাধ্যয়ন করিবে; ইচ্ছামত বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবে। প্রাতঃকাল, বা সায়ংকালে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ; চাণ্ডাল বা নীচ গ্রাম মধ্যে থাকিলে বেদাধ্যয়ন করিবে না; ধর্ম্ম বৃদ্ধি ইচ্ছা করিলে নগরেও বেদাধ্যয়ন অকর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি শুষ্ক গোময় পূর্ণ স্থান, আলোড়িত স্থান বা শ্মশান-সমীপে শয়ান, তাহার ও যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্ত্তা বা শ্রাদ্ধভোক্তা তাহার পক্ষেও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা একটী মনুশ্লোক

কীর্ত্তন করেন ;—"ফল, জল, তিল বা অন্ন কিছু শ্রাদ্ধে প্রদত্ত ভক্ষ্য প্রতিগ্রহ করিলে অনধ্যায় হইবে; ব্রাহ্মণদিগের হস্তই মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত"। দৌড়িতে দৌড়িতে অধ্যয়ন করিবে না; পূতিগন্ধ বহিতে থাকিলেও অধ্যয়ন করিবে না; বৃক্ষারোহণ, নৌকারোহণ, ও সৈন্য মধ্যে অবস্থিতিকালে ও ভোজনান্তে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শরশব্দ হইলেও অনধ্যায়। চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, অষ্টমী ও অষ্টকাত্রয়ে অধ্যয়ন করিবে না। চরণাদি প্রসারণ করিয়া অধ্যয়ন করা অকর্ত্তব্য; যখন গুরু সমীপে বিনীতভাবে বসিয়া থাকিবে তখনও অধ্যয়ন করিবে না। মিথুন পরিত্যক্ত শয্যাতে বা মিথুন পরিত্যক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকিলে অধ্যয়ন করা নিষেধ। গ্রামান্তে অধ্যয়ন করিবে না। বমি হইলেও অনধ্যায়। প্রস্রাব বা বিষ্ঠাত্যাগ করিলেও অধ্যয়ন করিবে না। সামগান-সময়ে ঋগ্বেদ বা যজুর্ব্বেদ পাঠ করিবে না। অজীর্ণ, নির্ঘাত শব্দ, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ, দিক্‌শব্দ, পর্ব্বতশব্দ, ভূমিকম্প, মেঘধ্বনি, করকাবর্ষণ, রুধিরবর্ষণ এবং পাংশুবর্ষণেও আকালিক অনধ্যায় হইবে। উল্কাপাত ও বিদ্যুৎপাত দিবসে হইলে দিন মাত্র, রাত্রিতে হইলে রাত্রি মাত্র অনধ্যায়। বর্ষাভিন্ন অন্য ঋতুতে হইলে আকালিক অনধ্যায়। আচার্য্য মরিলে তিন দিন আর আচার্য্য পুত্র, আচার্য্য শিষ্য, আচার্য্যপত্নী, ঋত্বিক এবং যৌন সম্বন্ধে সম্বন্ধ ব্যক্তি মরিলে অহোরাত্র অনধ্যায়। গুরুর পাদগ্রহণ করিবে; ঋত্বিক্, শ্বশুর, পিতৃব্য এবং মাতুল—বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাহাদিগের পক্ষে প্রত্যুত্থান স্বরূপ অভিবাদন করিবে। যাহাদিগের পাদগ্রহণ করা যায় তাহাদিগের পত্নীর এবং গুরুর পিতা মাতার পাদগ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন করিতে জানে তাহাকে "আমি অমুক আপনাকে অভিবাদন করিতেছি" বলিয়া অভিবাদন করিবে, আর যে প্রত্যভিবাদন জানে না তাহাকে অভিবাদন করিবে না। পিতা পতিত হইলে পুত্র তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু জননী পুত্রের পক্ষে পতিতই হয় না। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও বলেন ;—

"আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষা দশগুণ, পিতা আচার্য্য অপেক্ষা শতগুণ, আর মাতা পিতা অপেক্ষাও সহস্রগুণ গুরু। ভার্য্যা, পুত্র এবং শিষ্য ইহারা পাপী হইলে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে; না করিলে পতিত হইবে। যজমানের পাতিত্য না হইলেও ঋত্বিক্ যদি তাহার যাজন ত্যাগ করেন, এবং ছাত্রের পাতিত্য না হইলেও আচার্য্য যদি তাহার অধ্যাপন ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহারা পরিত্যাজ্য। যে ব্যক্তি, বাস্তবিক পতিত না হইলেও অন্য কোন কারণে পতিতবৎ হইয়া আছে তাহার স্ত্রী কিন্তু তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। অথবা অভক্ত পতিতই হউক, আর অপতিতই হউক স্ত্রী তাহার নিন্দাদি করিবে না। স্ত্রীলোক পরপুরুষ সংসর্গিণী হইলেই পতিত হয়। অতএব স্বামী, গুরুবংশান্তরের অনুপভুক্ত অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে, গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে তাহার প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। গুরুপুত্রের প্রতিও গুরুবৎ ব্যবহার করা উচিত ইহা শ্রুতি। বিদ্যা, বস্ত্র এবং অন্ন ব্রাহ্মণের প্রতি প্রাপ্য। বিদ্যা, ধন, বয়স, সহায়সম্পন্নতা এবং কর্ম্ম এই কয়টী সম্মানের কারণ, ইহার মধ্যে আবার যাহা যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত, তাহা তাহাই অধিক সম্মানের কারণ। বৃদ্ধ, বালক, আতুর, ভারী ও চক্রচালকব্যক্তি একত্র উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তি পর পরকে পথ ছাড়িয়া দিবে, রাজা ও স্নাতক উপস্থিত হইলে, রাজা স্নাতককে পথ ছাড়িয়া দিবেন। এবং সকলের একত্র সমাগমে উচ্চতম-ব্যক্তিকেই অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। তৃণাসন, ভূমি, অগ্নি, জল, সূনৃত বাক্য ও অনসূয়া—সাধুগণের গৃহে কদাচ ইহাদিগের অভাব হয় না।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিব। চিকিৎসক, ব্যাধ, পুংশ্চলী, দাম্ভিক, চোর অভিশস্ত, ক্লীব, পতিত, কৃপণ, অগ্নিবোধীয়,

পূর্ব্বে যাগান্তরে দীক্ষিত, নিগড়াদি বদ্ধ, আতুর, সোমবিক্রয়ী, তক্ষক, রজক, শৌণ্ডিক, পিশুন, বার্দ্ধুষিক, চর্ম্মকার এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ; পঞ্চযজ্ঞ বিহীন ব্যক্তির উপযজ্ঞে অন্ন ভোজন করিবে না; যে ব্যক্তি বাটীতে উপপতির গমনাগমন সহ্য করে, যে ব্যক্তি তাহা সহ্য করিবার জন্য অর্থ গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি, বধার্হ ব্যক্তিকে বধ করে না ও যে ব্যক্তি বদ্ধই বা কি আর মুক্তিই বা কি বলিয়া চীৎকার করে, তাঁহাদিগের অন্ন ভোজন করিবে না; গণান্ন এবং গণিকান্নও অভোজ্য; এবিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন;—"দেবগণ শ্বপতির অন্ন ভোজন করেন না, বৃষলীপতির অন্ন ভোজন করেন না; স্ত্রীজিত ব্যক্তির এবং যাঁহার গৃহে উপপতি আছে তাহার অন্ন ভোজন করেন না। ইহাদিগের নিকট কাষ্ঠ, জল, ফল, পুষ্প এবং সবিনয়ে আনীত দুগ্ধাদি পানীয়, গৃহ সফরী প্রিয়ঙ্গু, তরজ, মধু এবং মাংস প্রতিগ্রহ করিবে না; তবে এ বিষয়ে কথিত আছে;—"গুরুর জন্য, কুটুম্বগণের জন্য এবং অতিথি ও দেবগণের সৎকারার্থ সকলের নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে; কিন্তু সেই প্রতিগৃহীত দ্রব্য দ্বারা স্বয়ংতৃপ্ত হইবে না।" শরপ্রহারে পশুহিংসকের অন্ন পরিত্যাজ্য নহে; জানা আছে, অগস্ত্য, সহস্রবর্ষব্যাপী সত্রযাগে প্রশস্ত মৃগপক্ষিগণের মৃগয়া করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সুরসপূর্ণ পুরোডাশ এবং অন্ন হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা প্রজাপতির কতিপয় প্রাচীন শ্লোক বলেন;—"স্বয়ং দানার্থ আনীত অযাচিত ভিক্ষা দুষ্কার্য্যকারীর নিকট হইতেও ভোজ্য বলিয়া প্রজাপতি বিবেচনা করেন। তবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি চৌরের অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না; কেন না যাবৎ অপহরণপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না হয়, তাবৎ চৌরের কিছুই বহুতর নহে অর্থাৎ অপহরণই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি ঐ অযাচিত ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে, তাঁহার পিতৃগণ, পঞ্চদশ বৎসর তদ্দত্ত অন্ন ভোজন করেন না; অগ্নিও তাহার প্রদত্ত হব্যবহন করেন না। চিকিৎসক শল্যধারী বা, পাশধারী পশুঘাতক, ক্লীব এবং কুলটার স্বয়ং দানার্থ উদ্যত ভিক্ষাও অগ্রাহ্য। গুরুভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট, নিজের উচ্ছিষ্ট ও উচ্ছিষ্টদূষিত অন্ন ভোজন করিবে না। কেশকীট দূষিত অন্নও অভোজ্য; তবে ভোজন করিতে নিতান্ত ইচ্ছাযুক্ত হইলে, কেশ বা কীট যাহা থাকিবে তাহা দূর করিয়া সেই অন্নে জল ছিটা দিবে, ভস্ম বিকিরণ করিবে, তৎপরে বাক্প্রশস্ত করিয়া তাহা ভোজন করিতেও পারে। এস্থানে পণ্ডিতগণ প্রাজাপত্য শ্লোক কীর্ত্তন করেন;—"শৌচাশৌচ বিষয়ে অপ্রত্যক্ষীকৃত, জলপ্রক্ষালিত,এবং বাক্প্রশস্ত—দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এই তিনটীকেই পবিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দেবদ্রোণী, বিবাহ এবং আরব্ধ যজ্ঞে কাক বা কুক্কুরের স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিবে না। সেই অন্ন হইতে মাত্র সাক্ষাৎ স্পৃষ্ট অন্ন উদ্ধৃত করিবে ও অবশিষ্টান্নের সংস্কার করিয়া লইবে। দ্রববস্তুর প্লাবন, ঘনবস্তুর ক্ষরণ এবং কোন কোন বস্তুর পাক দ্বারা পবিত্রতা হইবে ও স্পর্শদোষ থাকিবে না। পর্য্যুষিত, ভাবদুষ্ট, হৃল্লেখ, পুনঃসিদ্ধ, ঈষৎপক্ক এবং ঋজীষপক্ক অন্ন অভোজ্য; তবে ইচ্ছা করিলে, ঘৃতপক্ক অন্ন (পিষ্টকাদি) পর্য্যুষিত হইলেও তাহা ভোজন করিতে পারিবে। একটী প্রজাপত্য শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে;—"হাতে করিয়া প্রদত্ত স্নেহ, লবণ ও ব্যঞ্জন দাতার ফলজনক হয় না; এবং যে তাহা ভোজন করে তাহার পাপ ভোজন করা হয়।" লশুন, পলাণ্ডু, কেমুক, গৃঞ্জন, শ্লেষ্মাত, লোহিতবর্ণ বৃক্ষনির্য্যাস, ছেদজাত নির্য্যাস, অশ্বের, কুক্কুরের এবং কাকের উচ্ছিষ্ট এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজনে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অন্যপ্রকার মধু, মাংস ও ফলবিশেষ ভোজনে এই ব্রত করিতে অপরে উপদেশ দিয়াছেন। মহিষী ভিন্ন আরণ্য পশুর দুগ্ধ অপেয়; সন্ধিনী, বিবৎসা, অজাতরোমা বা অনির্দ্দশাহা গো ও মহিষীর দুগ্ধও অপেয়। মেষদুগ্ধও ভোজন করা অবিধি। আত্মার্থ প্রস্তুত অপূপাদি, অন্যান্য নানাবিধ ক্ষীর পিষ্ট ও যবপিষ্ট এবং শুক্ত পদার্থ পরিত্যাগ করিবে। শ্বাবিৎ, শল্লক, শশ, কচ্ছপ এবং গোধা এই কয় পঞ্চনখ জীব ভক্ষ্য; উষ্ট্র ভিন্ন অন্যতো দন্ত পশুগণ

ভক্ষণীয়। মৎস্য জাতীয়দিগের মধ্যে বেহ, গবয়, শিশুমার, নক্র, কুম্ভীর এবং বিকৃতরূপ সর্প-শীর্ষ মৎস্যগণ অভক্ষ্য। গো, গবয় এবং শরভ ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হয় নাই; ধেনু এবং বৃষ বাজসনেয় মতে পবিত্র। বন্যশূকর, এবং গণ্ডার ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য এই বলিয়া পণ্ডিতেরা বিবাদ করিয়া থাকেন। পক্ষিগণের মধ্যে বিশু, বিবিক্কির, জালপাদ, চটক, প্লব, হংস, চক্রবাক, ভাস, মদ্গু, টিট্টিভ, অবটাঙ্ক, নিশাচর পক্ষী, দার্ব্বাঘাট চটকবিশেষ, চৈলাতক, হারীত, খঞ্জন, গ্রাম্যকুক্কুট, শুক, সারিকা, কোকিল, মাংসাসী পক্ষী এবং গ্রাম্যপক্ষী সকল অভোজ্য।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জীবের উপাদান কারণ শুক্র—শোণিত, নিমিত্ত কারণ পিতা মাতা। অতএব তাহাকে দান বা পরিত্যাগ করিতে মাতা পিতাই সমর্থ। এক পুত্র স্থলে তাহাকে দান করিবে না; তাহাকে প্রতিগ্রহও করিবে না; কেন না, ঐ পুত্র পূর্ব্বপুরুষগণের ধারারক্ষক। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীলোক দান বা প্রতিগ্রহ করিবে না। পুত্র প্রতিগ্রহ করিতে হইলে বন্ধুসকলকে আহ্বান করিয়া এবং রাজসকাশে নিবেদন করিয়া বন্ধুগণসমীপে গৃহমধ্যে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া গ্রহণ করিবে। অসন্নিকৃষ্ট পুত্রগ্রহণ স্থলে ইহা বিশেষতঃ কর্ত্তব্য। কেননা, কোন সন্দেহ উৎপন্ন হইলে সম্বন্ধপ্রাপ্ত এই বালককে ও বন্ধুগণ শূদ্রের মত দূরে রাখিতে পারে। জানাই আছে, এক হইতে অনেকের জন্ম হয়; সুতরাং এই পুত্র গ্রহণের পর যদি গ্রহীতার ঔরস পুত্র হয় তাহা হইলে ঐ দত্তক পুত্র প্রতিগ্রহীতা পিতার ধনের চারভাগের একভাগ পাইবে। যদি জনক কুলে আভ্যুদয়িক না হয়, তবেই তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিবে। কোন ব্যক্তি বেদ বিরুদ্ধকারী পতিত হইলে,—তদুদ্দেশে বাম পাদ দ্বারা লোহিত বর্ণ সাগ্র কুশ বিছাইয়া তদুপরি জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিবে। যে এই কার্য্য করিবে জ্ঞাতিগণ মুক্তশিখ ও বিকৃত যজ্ঞোপবীত হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিবে, পরে; শনৈঃ শনৈঃ গৃহে আসিবে। ইহার পর আর ঐ বেদবিপ্লাবকের সহিত কোন সংস্রব করিবে না; করিলে তদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত ও তৎ সদৃশ হইবে। তবে পতিতগণ ব্রতাচরণ করিলে তাহাদিগকে পুনরায় গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও বলেন;—কেহ কেহ অগ্নিপ্রবেশ করিয়া উদ্ধার পাইবে। এবং যে অনুতাপ করত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাতক শূন্য হইবে; তাহার সহিত সকলে ক্রীড়া ও হাস্যাদি সকল প্রকার সংসর্গ করিবে; যাহারা আচার্য্য হন্তা, মাতৃহন্তা ও পিতৃহন্তা, মহাপ্রমাদে ভীত হইয়া কেহই আর তাহাদিগের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবে না। যে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত পাপী, সমাজে মিশিবে, তাহার পক্ষে এই নিয়ম আছে যে, পূর্ণ কালে প্রায়শ্চিত্ত নিষ্পন্ন হইলে কাঞ্চন বা মৃন্ময় পাত্র "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি ছয় মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূর্ণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইবে। সকল পাপী সম্বন্ধেই এই নিয়ম। পুত্রজন্মকথন-প্রস্তাবে সমাজে পুনর্গ্রহণের কথা কথিত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্যবহারের কথা কথিত হইতেছে। রাজমন্ত্রী সভার কার্য্য করিবে। বাদী প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে মন্ত্রী একজনের প্রতি পক্ষপাত করিলে এই অনুকৃত অপরাধও রাজার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইবে। রাজার কোনরূপ অপরাধ হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিধান অনুসারে তাহার সংশোধন করিবে। অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালকগণের বিচার রাজা করিবেন। প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে পূর্ব্ববৎ নিয়ম জানিবে।

দলিল, সাক্ষী ও ভোগ এ তিন প্রকার প্রমাণ। ইহা দেখাইতে পারিলে ধনী ধন লাভ করিবে। পথ, ক্ষেত্র লইয়া, দান লইয়া,

সবন্ধক ঋণ লইয়া অথবা অর্থান্তর লইয়া, ব্যবহার ত্রিপাদ মাত্র! গৃহ বা ক্ষেত্রঘটিত বিরোধে সামন্তদিগের কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে। সামন্তদিগের কথায় বিরোধে দলিল বিশ্বাস করিতে হইবে, দলিলের বিরোধে, সেই গ্রাম ও নগরবাসী বৃদ্ধশ্রেণিদিগের কথাতে বিশ্বাস করিবে। পণ্ডিতেরাও বলেন;—"ক্রীত, আধেয়, অন্বাধেয়, প্রতিগ্রহ এবং যজ্ঞ হইতে লাভ,—এইরূপ ভাষ্য ধন জনন তুল্য জানিবে।" দশ বৎসর ভোগ হইলেই ভোগ প্রমাণ। কথিত আছে, "আধি, সীমাস্থান, নিক্ষেপ, উপনিধি, দাসী, অন্ধ রাজস্ব এবং শ্রোত্রিয় দ্রব্য রাজা অপরকে দিতে পারিবেন না।" অতএব ভোগ প্রমাণবলে তাহা গ্রাহ্য নহে। গৃহস্থগণের দ্রব্য রাজারই অধীন। রাজা, মন্ত্রী ও নাগরিক লোকদিগের সহিত কার্য্য করিবেন। যে রাজা বহুপরিজন তিনি শ্রেষ্ঠ—না, যে রাজা গৃধ্র তুল্য পরিজন প্রতি-পালন করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ?—যাহার পরিজন গৃধ্রতুল্য নহে তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব রাজা স্বয়ং গৃধ্রতুল্য হইবেন না, গৃধ্রপরিজনও হইবে না। কেননা চৌর্য্য, দস্যুতা ও হত্যা প্রভৃতি দোষ সকল অনেক সময়েই রাজপুরুষের দোষে হইয়া থাকে; অতএব প্রথমেই ঐ সকল দোষের কথা উপস্থিত হইলে নিজ পরিজনকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সাক্ষীর বিষয় বলা যাইতেছে;—শ্রোত্রিয় ভিন্ন তপস্বী, রূপবান, সুশীল, ধর্ম্মিষ্ঠ এবং সত্যবাদী ব্যক্তিই সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। অথবা দস্যুতাদি স্থলে সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে। স্ত্রীলোকের কার্য্যে স্ত্রীলোককেই সাক্ষী করিবে। দ্বিজগণের কার্য্যে অনুরূপ দ্বিজ, শূদ্রগণের কার্য্যে শিষ্ট শূদ্র এবং অন্ত্যজ জাতীয়দিগের কার্য্যে অন্ত্যজ জাতীয়গণ সাক্ষী হইবে। পণ্ডিতেরা বলেন;—"পিতার প্রাতি ভাব্য অর্থাৎ দর্শন ও প্রত্যয় প্রতিভূর দেয় অর্থ—বৃথাদান দ্যূত-ঋণ, সুরা-ঋণ, রাজদণ্ডের অবশিষ্ট দেয় এবং শুল্কের অবশিষ্ট দেয় আর পুত্র দিতে বাধ্য নহে"।

হে সাক্ষিন্! সত্যকথা বল, তোমার পিতৃ-গণ লম্বমান রহিয়াছেন তোমার বাক্য নির্ণীত হইলে, হয় ঊর্দ্ধে উঠিবেন, না হয় অধঃপতিত হইবেন। যে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলে, সে, নগ্ন, মুণ্ডিতমুণ্ড, অন্ধ ও ক্ষুধাতৃষ্ণা কাতর হইয়া কপাল লইয়া শত্রুর বাটীতে ভিক্ষার জন্য গমন করে। ক্ষুদ্র পশুর জন্য মিথ্যা কথা বলিলে পাঁচপুরুষ নরকগামী হয়, গোর জন্য মিথ্যা বলিলে দশ পুরুষ নরকগামী হয়, অশ্বের জন্য মিথ্যা বলিলে একশত পুরুষ নরকগামী হয় এবং পুরুষের জন্য মিথ্যা বলিলে সহস্র পুরুষ নরকগামী হয়। বিবাহ সময়, রতিকার্য্য, প্রাণ নাশ সম্ভাবনা, সর্ব্বস্ব চৌর্য্য এবং ব্রাহ্মণার্থ—এই পঞ্চবিষয়ে মিথ্যা কথা বলা পাপজনক নহে। স্বজনতা প্রযুক্ত বা অর্থলোভ বশতঃ যদি এক পক্ষ আশ্রয় করিয়া গর্হিত কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে, সে নিজ বংশীয় পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরা স্বর্গস্থিত হইলেও তাঁহা-দিগকে নরকে পতিত করে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পিতা, জীবন্ত জাত পুত্রের মুখ দেখিলে পিতৃ-ঋণভার ইহার দ্বারাই দূর করেন ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। পুত্রবানদিগের অনন্তলোক এবং শ্রুতি আছে; অপুত্রের লোকাধিকার নাই; "প্রজাগণ অপুত্র হউক" এইরূপ অভি-সম্পাতও আছে; "ইহাতে প্রজা উৎপাদন করিয়া অস্থির অমৃতত্ব।" এইরূপ নিয়মও আছে—পুত্রদ্বারা লোকাধিকার সামর্থ্য হয়, পৌত্র দ্বারা ঐ লোকসকলের অনন্ততা হয় এবং পুত্রের পৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়, ক্ষেত্রজ পুত্রে বিবাদ আছে; কেহ বলেন ক্ষেত্র-স্বামীর পুত্র, কেহ বলেন জনয়িতার পুত্র। উভয় পক্ষই কীর্ত্তিত আছে; যদি অন্য কোন বৃষভ গাভীতে বৎস-সন্তান উৎপাদন করে তাহা হইলে সেই সকল বৎস যাহার গাভী তাহারই; বীর্য্যের স্কন্দন ও মোক্ষণ—উক্ত বিষয়ের সাফল্য সম্পাদক নহে।" আর "ইহাকে সাবধানে রক্ষা করুন, যেন পরক্ষেত্রে উপগত না হন যদি বা বীর্য্যত্যাগ করেন তাহা হইলে সেই গর্ভোৎপন্ন পুত্র জনয়িতারই হইবে। প্রাচীন প্রবাদই আছে, অমোঘবীর্য্য

এই তত্ত্বস্থাপন করিল।" একের সন্তান বহুব্যক্তির মধ্যে একজনের যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই সেই পুত্র দ্বারা পুত্রবান্ হয়, এইরূপ শ্রুতি আছে। বহুসপত্নী মধ্যে এক সপত্নী পুত্রবতী হইলে সেই পুত্র দ্বারা সকলেই পুত্রবতী হয়। প্রাচীনগণ দ্বাদশবিধ পুত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরিণীতন নিজ ভার্য্যার গর্ভে নিজের উৎপাদিতা পুত্র প্রথম। তাহা না হইলে, নিযুক্ত স্বীয় পত্নীর গর্ভজাত ক্ষেত্রজপুত্র দ্বিতীয়। পুত্রিকা-পুত্র তৃতীয়। জানা আছে অভিসন্ধিপূর্ব্বক পাত্রে প্রদত্ত ভ্রাতৃশূন্য কন্যা পিতারই, পুত্ররূপে প্রাপ্য; তাহা হইতে উৎপন্ন পুত্র মাতামহের 'পুত্রত্ব' প্রাপ্ত হইবে। শ্লোক আছে "আমি তোমাকে ভ্রাতৃশূন্যা অলঙ্কৃতা কন্যাদান করিতেছি, ইহার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে আমার পুত্রকার্য্য করিবে।" পৌনর্ভব পুত্র চতুর্থ। যে নারী, বাগ্দানের স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত সহবাস করত তদীয় পরিবারের অন্তর্নিবিষ্ট হয়, সে পুনর্ভূ। এবং যে নারী ক্লীব, পতিত বা উন্মত্ত ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্বামীবরণ করে অথবা এক স্বামীর মরণে অন্য স্বামী আশ্রয় করে, সে পুনর্ভূ। কানীন পুত্র পঞ্চম। অপরিণীত অবস্থায় পিতৃগৃহে কামবশতঃ উৎপাদিত পুত্র কানীন; পণ্ডিতেরা বলেন ঐ পুত্র মাতামহের পুত্রস্থানীয়, কথিত আছে। অদত্তা কন্যা অনুরূপ পুরুষ হইতে পুত্রলাভ করিলে মাতামহ সেই পুত্রে পুত্রবান্ হয়, অতএব ঐ পুত্র মাতামহের পিণ্ড দিবে ও ধনাধিকারী হইবে। গোপনে উৎপাদিত পুত্র গূঢ়োৎপন্ন, ষষ্ঠপুত্র। দ্বাদশপ্রকার পুত্রের মধ্যে এই ছয় প্রকার পুত্র উত্তরাধিকারী বান্ধব, পিতাকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। ধনে অনধিকারী ছয় প্রকার পুত্রের কথা বলা যাইতেছে। প্রথম সহোঢ় পুত্র, গর্ভাবস্থাতে পরিণীতা রমণীর সেই গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম "সহোঢ়"। দ্বিতীয় দত্তক পুত্র; জনক জননীর প্রদত্ত পুত্রের নাম "দত্তক"। তৃতীয় ক্রীতপুত্র; শুনঃসেফ বিবরণে এই পুত্রের বিষয় বর্ণিত আছে। পুরাকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র, অজীগর্ত্তকে তাঁহার পুত্র বিক্রয় করিতে অনুরোধ করেন এবং গর্ভবৎস ও ধনাদি দ্বারা স্বয়ং সেই পুত্র ক্রয় করেন। চতুর্থ স্বয়মুপাগত পুত্র; ইহা শুনঃশেফ-বিবরণে বর্ণিত আছে;—পূর্ব্বকালে শুনঃশেফ যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া দেবগণকে স্তব করেন। দেবগণ তাঁহাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দেন, তখন ঋত্বিক্‌গণ সকলেই বলিল;—"এই বালক আমার পুত্র হউক" একজন ঋত্বিক্‌গণকে বলিলেন;—"আপনারা সকলেই ইহাঁকে পুত্র হইতে বলিতেছেন; এক জনের বহুব্যক্তির পুত্র হওয়া অসম্ভব।" তাঁহারা স্থির করিয়া দিলেন;—"এই বালক যাঁহার পুত্র হইতে ইচ্ছা করিবে; তাঁহারই পুত্র হইবে সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা ছিলেন। শুনঃশেফ তাঁহার পুত্র হইলেন। পঞ্চম অপবিদ্ধ পুত্র মাতাপিতার পরিত্যক্ত পুত্র অপরের গৃহীত হইলে তাহার "অপবিদ্ধ" সংজ্ঞা হয়। ষষ্ঠ শূদ্রাপুত্র, ইহা কথিত হইয়াছে। এই সকল বান্ধব ধনাধিকারী নহে। যদি পূর্ব্ববর্ণের কোন উত্তরাধিকারী পুত্র না থাকে, তাহা হইলে এই সকল পুত্রেরাও তাহার ধনাধিকারী হইবে। ভ্রাতৃগণের দায়ভাগের কথা বলা যাইতেছে। জ্যেষ্ঠ দুই অংশ লইবে; প্রধান গো অশ্ব ছাগ মেষ এবং গৃহ জ্যেষ্ঠেরই প্রাপ্য। কাষ্ঠ, গো, যবস কনিষ্ঠের এবং গৃহোপকরণ বস্তু মধ্যমের প্রাপ্য (ধনভাগ অংশাংশ মত করিবে)। মাতার বিবাহলব্ধ ধন—কন্যাগণ ভাগ করিয়া লইবে। যদি ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা এই তিন জাতিতে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী-পুত্র তিন অংশ, ক্ষত্রিয়া পুত্র দুই অংশ এবং অপর সকলে সমান অংশ করিয়া লইবে। ইহাদিগের ক্ষেত্রে বিনা নিয়োগে অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র সেই উৎপাদয়িতার দুই অংশ অধিকার করিবে। অন্য- আশ্রম গত ক্লীব, উন্মত্ত এবং পতিতগণ কেবল গ্রাসাচ্ছাদনে অধিকারী। ক্লীব ও উন্মত্তের বিধবা পত্নী বৈধব্যের পর ছয় মাস অক্ষার লবণ ভোজন করত ব্রতচারিণী হইয়া থাকিবে। সে ছয় মাসের পর স্নান করিয়া স্বামীর শ্রাদ্ধ করিবে। পরে বিদ্যাগুরু, কর্ম্মগুরু যৌনসম্বন্ধীদিগকে আহ্বান করিয়া পিতা

বা ভ্রাতা তাহাকে পুত্রোৎপাদনার্থ পিতা বা নিয়োগ করিবে। অথবা তপস্যা করিতে নিযুক্ত করিবে। উন্মত্তা, অবশবর্ত্তিনী এবং ব্যাধিতাকে নিয়োগ করিবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে নিয়োগ করাও নিষিদ্ধ। ষোড়শবর্ষীয়া অর্থাৎ তরুণী, অনাময়বাদিনী রমণীকে নিয়োগ করা বিধি। প্রাজাপত্য মুহূর্ত্তে পাণিগ্রহণের মত উপচার স্থাপন করিবে। যেখানে বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যের সম্ভাবনা নাই, সেই খানেই এ সমস্ত আয়োজন করিবে। নিযুজ্যমানা রমণী গ্রাসাচ্ছাদন ও স্নান এবং অনুলেপন বিষয়ে নিয়ম অবলম্বন করিবে। অনিযুক্তা রমণীতে উৎপাদিত পুত্র উৎপাদয়িতার হয়, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। নিয়োগধর্ম্মিণী রমণী পূর্ব্বে যে পুরুষের সলোভ দৃষ্টিপথের পথ-বর্ত্তিনী হয়, সেই পুরুষের প্রতি ঐ রমণীকে নিয়োগ করিবে না। কেহ কেহ বলেন;—ঐরূপ স্থলে নিয়োগ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অবিবাহিতাবস্থাতে রজস্বলা হইলে ঐ ঋতুমতী কুমারী তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া স্বয়ং অনুরূপ স্বামী লাভ করিবে। এ বিষয় পণ্ডিতেরা বলেন; "যদি পিতা দান করিবার অগ্রে কন্যা কাল অতীত হয় এবং তৎপরে কন্যা প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা, গুরুর হিতরত উত্তম পাত্রে প্রদত্ত হইলেও দৃষ্টিপাতে দাতাকে অধঃপাতিত করে। পিতা ঋতুকাল-ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র ঋতু না হইতেই কন্যাদান করিয়া থাকেন। অবিবাহিত অবস্থাতে ঋতুমতী হইয়া থাকিলে দোষ হয়। অনুরূপ বর প্রার্থী আছে; কন্যাও বিবাহ করিতে অভিলাষবতী, এমত অবস্থায় দান করা না হইলে সেই কন্যার যতবার ঋতু হইবে, পিতামাতার তাবৎ ভ্রূণ হত্যার পাপ হইবে। ইহা ধর্ম্ম কথা। কেবল জল ছিটা দিয়া বা বাক্যমাত্রে কন্যাদান হইয়াছে, কিন্তু কোন মন্ত্রপাঠ হইয়া কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই; এমত অবস্থাতে বরের মৃত্যু হইলে ঐ কুমারী কন্যা পিতারই হইবে। বাগ্‌দত্তা কন্যা মন্ত্রসংস্কৃতা না হইলে তাহাকে অপর পাত্রে দেওয়া যায়; বাগ্‌দত্তা কন্যা অবাগ্‌দত্তা কন্যা সদৃশী জানিবে। বালিকা কেবল মাত্র মন্ত্রসংস্কৃতা হইয়াছে, অথচ অক্ষত যোনি আছে, এমন সময়ে পাণি-গ্রাহকের মৃত্যু হইলে, তাহার পুনঃ সংস্কার হইতে পারিবে। যাহার স্বামী বিদেশে, সেই সজাততনয়া রমণী অকামা হইলে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিবে। বিধবা স্ত্রীলোক যে ভাবে থাকে, সেইভাবে কালযাপন করিবে। আর জাত-সন্তান ব্রাহ্মণী পাঁচ বৎসর, জাতসন্তান ক্ষত্রিয়া চার বৎসর, জাতসন্তান বৈশ্যা তিন বৎসর এবং জাতসন্তান শূদ্রা দুই বৎসর অপেক্ষা করিবে। তৎপরে সপিণ্ড, সকুল্য, সমানোদক, সগোত্র ও সমানপ্রবর পুরুষগণের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বোল্লিখিত পুরুষের অভাবে পর পর পুরুষকে আশ্রয় করিবে। পরপর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বই শ্রেষ্ঠ। বংশের পুরুষ বর্ত্তমান থাকিলে অপর পুরুষ আশ্রয় করিবে না। যাহার পূর্ব্বোল্লিখিত ছয় প্রকার পুত্রের মধ্যে ধনাধিকারী কোন পুত্রই নাই, তাহার ধন সপিণ্ড ও পুত্র স্থানীয়গণ বিভাগ করিয়া লইবে। তদভাবে, আচার্য্য বা ছাত্র, তদভাবে রাজা তদীয় ধন গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের ধন রাজা লইবেন না। ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ঘোরতর হলাহল; পণ্ডিতেরা বিষকে বিষ বলেন না; ব্রাহ্মণকেই বিষ বলিয়া থাকেন। বিষ,—কেবল এক ব্যক্তিকেই বধ করে, আর ব্রহ্মস্ব পুত্রপৌত্র পর্য্যন্ত বিনাশ করে। অতএব রাজা ব্রাহ্মণের ধন ত্রৈবিদ্য-সাধুগণকে দান করিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

চাণ্ডাল ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে উৎপন্ন, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরসে উৎপন্ন মানব অন্ত্যাবসায়ী। রামক বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন। পুকশ, বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন; সূত, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন, ইহা কথিত আছে। পণ্ডিতেরা বলেন;—ইহারা গোপনে উৎপাদিত হইলেও নীচজাতির সমগুণাবলম্বী হইবেক। সুতরাং গুণহীন ভ্রষ্টাচার

এবং হীনকর্ম্মা বলিয়াই ইহাদিগকে চিনিয়া লইবে।, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ঔরসে যথাক্রমে ত্র্যন্তর, দ্ব্যন্তর এবং একান্তর বর্ণ শূদ্রার গর্ভে উৎপাদিত মনুষ্যগণ "নিষাদ"। শূদ্রা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তিনবর্ণ; ক্ষত্রিয় অপেক্ষা দুইবর্ণ এবং বৈশ্য অপেক্ষা একবর্ণ অন্তর। ঐ "নিষাদ" জাতির নামান্তর "পারশব"। বাঁচিয়া থাকিলেও শবতুল্য, এই জন্যই ইহার নাম "পারশব" ইহা কথিত হইয়াছে। মৃতের নাম শব। শূদ্রত্বই শবত্ব। অতএব শূদ্র সমীপে অধ্যয়ন করিবে না। এ বিষয় যমগীত শ্লোকও উদাহৃত হইয়া থাকে; পাপাচারী শূদ্রগণই প্রত্যক্ষ শ্মশান। অতএব কদাপি শূদ্র সমীপে অধ্যয়ন করিবে না। শূদ্রকে লৌকিককার্য্য উপদেশ করিবে না; উচ্ছিষ্ট দিবে না; হুতাবশিষ্ট দ্রব্য দিবে না; ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ করিবে না বা ব্রত উপদেশ করিবে না। যে ব্যক্তি ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ বা ব্রতোপদেশ করিবে, সে উপদিষ্ট শূদ্রের সহিত সেই উপদেশকও ঘোরতম অসংবৃত অন্ধকার প্রাপ্ত হয়। যাহার ব্রণদ্বারে কখন কৃমি হইবে, সে প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং স্বর্ণ, গো এবং বস্ত্র দক্ষিণা দিবে। সাগ্নিক ব্যক্তি, শূদ্রকে কৃষ্ণ কুক্কুরীর ন্যায় মনে করিয়া তাহাতে উপগত হইবে না। শূদ্রা-গমন ধর্ম্মজনক নহে। (ইহার দ্বারা শূদ্রাবিবাহ নিষিদ্ধ হইল; বিশেষ বিবরণ যাজ্ঞবল্ক্য-অনুবাদ প্রথম অধ্যায় ৫৬ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখ)।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশ অধ্যায়।

প্রজা পালনই রাজার ধর্ম্ম। অনুষ্ঠান করিলেই তাহার সিদ্ধি হয়। পালন না করাই ভয়ের কারণ, পণ্ডিতগণ এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। জানা যায়, ব্রাহ্মণ পুরোহিতই রাজ্য রক্ষা করেন, অতএব গৃহস্থাপিত নিয়মমত কার্য্যে রাজা পুরোহিতকে দান করিবেন। অপালন ও অসামর্থ্য হইতেই রাজার ভয়। দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম এবং কুলধর্ম্ম এই সমস্ত বজায় রাখিয়া রাজা চারবর্ণকে আশ্রমে স্থাপন করিবেন। ইহারা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে রাজা দেশ, কাল, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বয়স, বিদ্যা ও স্থানবিশেষ অনুসারে ইহাদিগের দণ্ডবিধান করিবেন। শ্রুতি-নিষিদ্ধ নহে বলিয়া কৃষিকর্ম্মের জন্য দানের অনুপযুক্ত কুফল ও কুপুষ্পসম্পন্ন বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া ফেলিবে। আয় ব্যয় ঠিক করিয়া রাখিবেন। বরফের কর লইবেন না, কেননা ইহা অস্থায়ী। উৎসবে থাকিবেন। শ্রোত্রিয় রাজপুরুষাদির কর গ্রহণ করিবেন না। রাজা পিতৃব্য মাতুলাদিকে ভরণ পোষণ করিবেন। রাজমহিষীর বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিবে। অন্যান্য রাজস্ত্রীগণ গ্রাসাচ্ছদন মাত্র পাইবে। (এস্থলের এইরূপ ব্যাখ্যাতেই সকলকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে)। কার্ষাপণের ন্যূন শুল্ক নাই। শিল্পবৃত্তিতে শুল্ক নাই; শিশুর শুল্ক নাই; ধর্ম্মকার্য্যে শুল্ক নাই; ভিক্ষাবৃত্তিতে শুল্ক নাই; হুতাবশিষ্ট বাণিজ্যদ্রব্যে শুল্ক নাই; শ্রোত্রিয় ও প্রব্রজিত ব্যক্তিকে শুল্ক দিতে হয় না যজ্ঞেরও শুল্ক নাই। কেহ কেহ বলেন;—চোর, অভিশপ্ত, দুষ্ট শস্ত্রধারী, সহোঢ়, ব্রণসম্পন্ন এবং ব্যপবিষ্ট— রাজা ইহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া একদিন উপবাস করিবে; পুরোহিত তিনদিন। অদণ্ড্যব্যক্তিকে রাজা দণ্ড করিলে প্রাজাপত্য ব্রত এবং পুরোহিত তিনদিন উপবাস করিবে। পণ্ডিতেরা বলেন—যে ব্যক্তি ভ্রূণঘাতীর অন্ন ভোজন করে তাহাতে ভ্রূণহত্যা পাপ সংক্রমিত হয়। ব্যভিচারিণী ভার্য্যা স্বামীতে পাপভার চাপাইয়া থাকে। যজমান এবং শিষ্য, ঋত্বিক এবং গুরুকে নিজের পাপভাগী করে আর চোর পাপে রাজা আক্রান্ত হন। পাপী মনুষ্যগণ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, নির্ম্মল হইয়া পুণ্যবান্ সাধুগণের ন্যায় স্বর্গলাভ করে। পাপীব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে, সেই পাপীর পাপ রাজাতে অর্শে। রাজা যদি তাহাকে আঘাত না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজধর্ম্ম অনুসারে দোষী হন। রাজার রাজকার্য্যে সদ্যঃশৌচ বিহিত। সেই সকল কার্য্যও নিত্য; ফলকথা শৌচাশৌচে কালই কারণ।

যমকীর্ত্তিত শ্লোকও এ বিষয়ে উদাহৃত হইয়া থাকে;—রাজা, ব্রতী ও মন্ত্রীদিগের এ বিষয়ে দোষ নাই; কেননা তাঁহারা ব্রহ্মস্থানে আসীন বলিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মস্বরূপ।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে; এবং জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেহ কেহ স্বীকার করেন। গুরু মনস্বীদিগের শাসনকর্ত্তা; রাজা দুরাত্মাগণের শাসক, ইহলোকে যাহারা গোপনে পাপ করে, বৈবস্বত যম তাহাদিগের শাস্তা। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে সূর্য্যোদয় হইতে সমস্ত দিন গায়ত্রী জপ করত দণ্ডায়মান থাকিবে, আর সূর্য্যাস্ত হইতে সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিবে। কুনখী এবং শ্যাবদন্ত দ্বাদশ দিন সাধ্য ব্রত করিয়া গৃহস্থ হইবে। দিধিষূপতি দ্বাদশ দিন সাধ্য ব্রত করিয়া অন্য বিবাহ করিবে এবং পোষণ করিতে অনুমতি লইবার জন্য ঐ পত্নীকে জ্যেষ্ঠার স্বামীর নিকট পাঠাইবে। আর অগ্রে দিধিষূপতি, কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া অন্য বিবাহ করিবে। * প্রায়শ্চিত্তাচরণের নিত্যতা আমরা বলিয়া থাকি। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি, দ্বাদশ দিন সাধ্যব্রত আচরণ করিয়া আচার্য্যের নিকট পুনরুপনীত হইয়া বেদ গ্রহণ করিবে। বিমাতৃগামী পুরুষ, অণ্ডকোষ এবং লিঙ্গ চ্ছেদনপূর্ব্বক অঞ্জলিতে স্থাপন করিয়া দক্ষিণমুখে চলিয়া যাইবে। যেখানে গতিরোধ হইবে, শরীরপাত পর্য্যন্ত সেই স্থানেই থাকিবে। অনাহারে থাকিয়া ঘৃতাক্ত হইয়া জ্বলন্তী লৌহ প্রতিমা আলিঙ্গন করিবে; তাহাতে মৃত্যু হইলে পাপ মুক্ত হয় ইহা জানা আছে। আচার্য্যপত্নী, পুত্রবধূ, শিষ্যপত্নী এবং ভগিনী প্রভৃতি সযোনি গমনেও এই প্রায়শ্চিত্ত। অন্য গুরুজনের পত্নী, পত্নী এবং গুরুসখীতে উপগত হইলে এক বৎসর ব্যাপী ব্রত করিবে। চাণ্ডালান্ন ভোজন এবং পতিতান্ন ভোজনেও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্তের পর পুনরুপনয়ন দিতে হইবে। পুনরুপনয়নকালে কেশ বপনাদি করিতে হইবে না। এবিষয়ে মনুর শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে। বপন, মেখলা ধারণ, দণ্ডধারণ, ভিক্ষাচরণ এবং ব্রহ্মচর্য্য; দ্বিজাতিগণের পুনঃ সংস্কার করিতে হইলে তাহাতে এ সকল করিতে হয় না। মদ্যপান এবং ক্লীবের সহিত ব্যবহার করিলেও এইরূপ জানিবে। যদি কোন শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজ, মদ্য ভাণ্ডস্থ জলপান করে; তাহা হইলে সে পদ্মপত্র, উড়ুম্বর পত্র ও বিল্বপত্রের কাথজল পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। বারম্বার মদ্যপান করিলে দ্বিজ, অগ্নিবৎ জ্বলন্ত সেই মদ্য পান করিবে। (তদ্দ্বারা দগ্ধকণ্ঠ হইয়া মরণ হইলে তাহার শুদ্ধি)। ভ্রূণঘাতী কাহাকে বলে বলিতেছি। ব্রাহ্মণ হত্যা বা অবিজ্ঞাত গর্ভ হত্যা করিলে তাহাকে ভ্রূণঘাতী বলা যায়। যে গর্ভে স্ত্রী আছে বা পুরুষ আছে জানা যায় না, তাহার নাম অবিজ্ঞাত গর্ভ। অবিজ্ঞাত গর্ভবধে পুরুষবধের পাপ হয় অতএব "পুংস্কৃতি" অনুসারে হোম করিবে। "লোমানি মৃত্যা র্জুহোমি" ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রে অষ্ট আহুতি দিবে। রাজার জন্য বা ব্রাহ্মণের জন্য সম্মুখ যুদ্ধে আহত হইবে তাহাতে প্রাণত্যাগ হউক আর নাই হউক পবিত্র হইবেই ইহা জানা আছে। যথার্থ দোষের পুনরুল্লেখ করিলেও দোষী হয়। তাহাও কথিত আছে;—পতিতকে পতিত বলিলে, বা চোরকে চোর বলিলে, অপতিতাকে মিথ্যা করিয়া পতিতাদি বলিলে যে দোষ হয় তাহারও সেই দোষ হইবে। আর ক্ষত্রিয় বধ করিলে আট বৎসর ব্রত করিবে। বৈশ্যবধ করিলে ছয় বৎসর এবং শূদ্র বধ করিলে তিন বৎসর ব্রত করিবে। আত্রেয়ী ব্রাহ্মণী ও যজ্ঞদীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বধ করিলে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত করিবে। আত্রেয়ী কাহাকে বলে বলিতেছি;—ঋতুস্নাতা রজস্বলাকে পণ্ডিতেরা "আত্রেয়ী" বলেন। অত্রিগোত্র প্রসূতা ব্রাহ্মণীও আত্রেয়ী। ক্ষত্রিয়বধ বৈশ্যবধ এবং শূদ্রবধে এক বৎসর ব্রত করিবে। এই যে

---

* জ্যেষ্ঠা ভগিনী বর্ত্তমান থাকিতে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম অগ্রে দিধিষূ, ঐ জ্যেষ্ঠার নাম দিধিষূ।

প্রায়শ্চিত্তির অল্পতা কীর্ত্তন হইল ইহা অপকৃষ্ট ক্ষত্রিয়াদি বিষয়ে অজ্ঞানকৃত বধস্থলে জানিবে। আশী রতির অন্যূন ব্রাহ্মণের সুবর্ণ চুরী করিলে আলুলায়িত কেশে রাজসমীপে যাইবে এবং বলিবে "হে মহারাজ আমি চোর, আমাকে আপনি শাসন করুন" রাজা তাহাকে উড়ুম্বর দণ্ড প্রদান করিবে। চোর, তদ্দ্বারা আত্মবধ করিবে; মরণ হইলে পবিত্র হইবে, ইহা জানা আছে। অথবা উপবাসী থাকিয়া ঘৃতাক্ত হইয়া শুষ্ক গোময়ানলে পা হইতে সমস্ত দেহ পুড়াইয়া ফেলিবে। এই রূপে মরণ দ্বারা পবিত্র হইবে, ইহাও বিদিত আছে। পণ্ডিতেরা বলেন;—পাপিষ্ঠ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মরিলে, বহুজন্ম পরে পুনরায় গৃহীত শরীরের যেরূপ অঙ্গ হয়, তাহা শুন। চোর কুনখী হয়, ব্রহ্মঘাতী শিত্ররোগী হয়, সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত হয় এবং বিমাতৃগামী অনাবৃত-লিঙ্গ হয়। যদি কেহ পতিত ব্যক্তির সহিত অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মসম্বন্ধ বা যৌনসম্বন্ধ করে বা তাহাদিগের নিকট ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে গৃহীত ধন পরিত্যাগ করিবে। তাহাদিগের সহিত সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। অনাহারে উত্তর দিকে গিয়া সংহিতা পাঠ দ্বারা পবিত্র হইবে, ইহা বিজ্ঞাত আছে। পণ্ডিতেরা বলেন;—"পাপকারী শরীর-পাতন, তপস্যা, অধ্যয়ন এবং দান দ্বারা পাপমুক্ত হয়।" ইহা বিদিত আছে।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে শূদ্রকে বীরণ (তৃণবিশেষ) দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। আর ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া গর্দ্দভ পৃষ্ঠে চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণী পবিত্রা হইবে; ইহা বিজ্ঞাত আছে। বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে বৈশ্যকে লোহিত কুশ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ব্রাহ্মণীর মস্তকমুণ্ডন করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া গোরুর গাড়ীতে চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণী পবিত্র হইবে ইহা জানা আছে। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণী গমন করিলে ক্ষত্রিয়কে শর পাত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। আর ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া রক্তবর্ণ গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে। বৈশ্য ক্ষত্রিয়া গমন করিলে এবং শূদ্র ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাগমন করিলেও ঐ বৈশ্যশূদ্রের ও ক্ষত্রিয়া বৈশ্যার পূর্ব্বমত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। স্ত্রীলোক মনে মনে ভর্ত্তাকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য পুরুষ গামিনী হইলে তিন দিন যাবকমিশ্রিত দুগ্ধ পান ও মৃত্তিকা-শয়ন করিয়া থাকিবে। অথবা তিন দিন নদীজলে অবগাহন করিয়া সশিরস্ক অষ্টশত গায়ত্রী দ্বারা হোম করাইবে, ইহাতেও পবিত্র হইবে ইহা জানা আছে।

বসিষ্ঠ সংহিতা সমাপ্ত।